শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No C 1344

শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-সংখ্যা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৭ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৭ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪১, বুধবার ১৫১৫২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

——:*:(* :):*: ——

শ্রীকৃষ্ণনামে সকল জিনিষই পরিপূর্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণনাম সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বসুখ, সকল আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ত্তি এবং সাধনের চরম ফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকর, ধাম ও লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম নিত্যভাবে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নামসেবা দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর—সকল বিষয়ই জীবের চেতনের নিকট প্রকাশিত হয়। অপ্রাকৃত শ্রীনামই নামী, রূপী, গুণী, লীলাময়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম শ্রীকৃষ্ণের নামসেবা দ্বারাই পরিপূরিত হইতে পারে। নামসংকীর্ত্তনই একমাত্র লক্ষ্যের একমাত্র উপায়। নামসংকীর্ত্তন ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই, আর নামসংকীর্ত্তনে যে প্রেমলাভ হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন পরম লক্ষ্যও নাই।

কৃষ্ণেতর বস্তুর নাম বা জাগতিক আভিধানিক শব্দসমূহ আমাদের সম্মুখে আমাদের নিত্যানন্দলাভের পথে যে সকল অর্গল আনিয়া দেয়, শ্রীকৃষ্ণনামে সেই অর্গলও অনায়াসে তিরোহিত হইয়া যায়। সেই নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ, সকল চেষ্টা, সর্ব্বপ্রকার অভিনিবেশ, ব্যবসায়—সকলের উপরে বিজয়লাভ করেন। সকল সাধনের শিরোদেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নৃত্য করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণনাম কেবলমাত্র সাধন-ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধ্যবস্তুও বটে। এইজন্য যাঁহাদের সর্ব্ববিধ জাগতিক তৃষ্ণা সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই সকল মহামুক্ত সিদ্ধগণও একান্তপদ্ধতিতে এই শ্রীকৃষ্ণনামের উপাসনা করেন। ভগবদ্ভক্তির শতপ্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পরম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণনামের সেবা প্রকৃত-প্রস্তাবে ও সর্ব্বতোভাবে সাধন করিতে হইবে। আমাদিগকে শ্রীনামপরায়ণ মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে।

কৃষ্ণই একমাত্র বস্তু অর্থাৎ নিত্য রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ-শব্দযুক্ত নিত্য বাস্তববস্তু অর্থাৎ চিন্তনীয় ব্যাপার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুর্দ্বারা দর্শনযোগ্য বস্তু, কর্ণ দ্বারা শ্রবণযোগ্য বস্তু, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণযোগ্য বস্তু, ত্বকের দ্বারা স্পর্শযোগ্য বস্তু, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু, কিন্তু ঐ কৃষ্ণ কাহার ও কোন্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার? তিনি কখনও প্রাকৃত জীব বা মায়ার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন। যাহার দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় তাহা মায়া। অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় বস্তুকে মায়া মাপিয়া লইতে পারে না। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গোচরীভূত হয় না। ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ব্যাপার কোনদিনই নহে। ভগবান্ হৃষীকেশকে ইন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রহণ করা যায়, কিন্তু এই দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা—অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে চক্ষুর্দ্বারা মাটি, জল, স্ত্রী পুরুষ, পুত্র-পরিবার দর্শন করি সেই চক্ষু দিয়া নয়। জগতের বস্তু এই চক্ষুকে আকর্ষণ করে, জগতের রূপে চক্ষু মুগ্ধ হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জীবের অপ্রাকৃত চক্ষুর অর্থাৎ অপ্রাকৃত রূপ-সেবাভিলাষী অক্ষির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত

——::[*]::——

নিজেকে বলি দিতে হইবে। যে যত নিজেকে বলি দিতে পারিবে, সে তত শীঘ্র শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাইবে। মহাপ্রভু দীনের ঠাকুর। কাঙ্গাল—দীন হইতে হইবে। ভাল খাওয়া ছাড়িতে হইবে। বেশী নিদ্রা ত্যাগ করিতে হইবে। প্রজল্প একেবারেই ছাড়িতে হইবে। প্রজল্প হরিভজনের বিশেষ বাধা। অসচ্চিন্তা দূর করিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ গুরুগৌরাঙ্গের চিন্তা করিতে হইবে। গুরুবর্গের ও [illegible] বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিরন্তর প্রার্থনা জানাইতে হইবে। নিজের দীনতার কথা স্মরণ করিয়া শত শত ধিক্কার দিতে হইবে। [illegible]র চিন্তা জোর করিয়াও করিতে হইবে। জোর করিয়া অসচ্চিন্তাকে দূর করিয়া গুরুবর্গের কৃপা-প্রার্থনা ও স্তবাদি স্মরণ করিবে।

আগে নিজেকে জানিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ কেঁদে কেঁদে স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রে হরিনাম করতে হ'বে। আমি তৃণের চেয়ে ছোট, আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পদধূলি, এরূপ অভিমান বা দীনতা থাকলে ধাম শীঘ্রই কৃপা করবেন। গুরুবর্গকে প্রণাম বা তুলসীকে প্রণাম করে বা তাঁদের প্রতি টান থাকলে হরিভক্তি হ'বে। রোজ পরিক্রমা করা দরকার। হরিভজন করতে এ'সে যা'তে আমার সুখ হয়, এরূপ কার্য্যে যদি অভিনিবেশ থাকে, তা'হ'লে হরিভজন হ'বে না। কৃষ্ণের সর্ব্বক্ষণ মনে রাখতে হ'বে। প্রত্যেক ক্রিয়া বা ব্যাপার কৃষ্ণের ইচ্ছা, আমার নিকট এসেছে বা আসছে জানতে হ'বে। যা'র যা যোগ্যতা আছে, সেটা ভগবৎসেবায় লাগান দরকার। সমস্ত জীবনটা হরিসেবায় লাগাতে হ'বে। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করতে হ'বে। অবিরাম নামগ্রহণ করা দরকার। নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ করলে সকল অপরাধ দূর হ'য়ে যা'বে।

মানুষ প্রত্যক্ষ, অনুমান, [illegible]লৌকিক ও অপরোক্ষ পর্য্যন্ত করতে পারে, কিন্তু অধোক্ষজের [illegible] কেহ [illegible] দেখতে পারে না—ইহাই অধোক্ষজ ভগবানের বৈশিষ্ট্য। তাঁ'র ইচ্ছার [illegible] মিশাইবার [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণ না হয়, সেভাবেই তাঁর অনুশীলন করতে হ'বে—তা'ই শুদ্ধভক্তি। ভগবানে শরণাগত বা নিজ [illegible] ব্যক্তি শ্রবণে ও কীর্ত্তনে অর্থাৎ পাঠে, গানে, বক্তৃতায় বা রচনায় চেতনতা আছে, সুতরাং শ্রোতাকে চেতন করায় বা চেতন করতে পারে। অন্য ব্যক্তিতে তা' নেই, সুতরাং পারে না। অতএব নিষ্কিঞ্চন [illegible] মহাপুরুষের চেতনবাণী শ্রবণ [illegible] তাঁ'র [illegible] গ্রন্থ [illegible] পড়তে হবে। [illegible] সংসার মুক্ত করে পূর্ণভাবে নিত্য আকর্ষণ করে, তা'ই শুদ্ধ [illegible]। চেতনময় তাঁর initiative নিতে পারেন, পরম ভগবানের চিন্ময়ী শব্দকে নিজরূপ দেখাতে পারেন।

সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে "তদীয়" অর্থাৎ তৎসম্বন্ধী বৈষ্ণবের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৷০	।৶০	।৶০	।০
ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	
সিকি কলম		৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সটীকা শরণাগতি

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, ত্রিবর্ণের চিত্র লেখা ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব নবসংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা, সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যাভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবততীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত স্বদেশ তথা পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দের সহিত যে সমস্ত আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-ভক্তসিদ্ধান্তস্থাপনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ-স্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত। এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৯ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫. ১৯শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, শুক্রবার { ১৫৩ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ হৃষীকেশ নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::[*]::——

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখকীর্ত্তিত শ্রীচৈতন্যবাণী, যাহা তাঁহার কৃপায় শ্রদ্ধাপূত ও শরণাগত কর্ণে পৌঁছিয়াছে, তাহা নিজজীবনে পালন করিয়া সুকৃতিসম্পন্ন সজ্জনগণের নিকট কীর্ত্তনমুখে তাঁহাদিগকে শ্রীভক্তিবিনোদ-গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। জীবকে হরিকথা না বলা, তাহাকে সেবোন্মুখ করিবার যত্ন না করা জীবের প্রতি অপরাধ। গুরুর কথা জীবকে না বলা জীবহিংসা বা জীববিদ্বেষ। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, —"যে কৃষ্ণকে ও কার্ষ্ণকে আপনজ্ঞান করে না, তা'কে আপনজ্ঞান করাবার জন্য যে চেষ্টা, তা' ক্ষীণতমা হ'লেও কৃষ্ণ কৃপা করবেন। সংকীর্ত্তন না হ'লে, জগৎকে না নাচা'লে মহাপ্রভুর সুখ হয় না। এই বিষয়ে একটু সামান্য চেষ্টাই একমাত্র অভিধেয়— তাহাই আনন্দপ্রদ ও তা'তে আনন্দের সাগর সীমা ছাড়িয়ে যায়।"

ভগবৎকথায় রুচি থাকাই সৌভাগ্যের প্রথম পরিচয়। হরিকথায় রুচি জিনিষটী চেতনের বৃত্তি। তাহা দেহমনের ধর্ম্ম বা উচ্ছ্বাস নহে। যাঁহার হরিকথায় রুচি হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে ও হইতেছে, জানিতে হইবে। 'কৃষ্ণকথায় রুচি যা'র সেই ভাগ্যবান্।' কৃষ্ণকথায় যাহার রুচি নাই, সে সব করিতে পারে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে না। হরিকথারূপী কৃষ্ণকে যাহার ভাল লাগে না, সে ত' কৃষ্ণকে চায় না, ইন্দ্রিয়তর্পণ চায়। সেরূপ লোকের সঙ্গে আমাদের দরকার নাই। আমাদের দরকার সাধুর সঙ্গ, যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন।

সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করা দরকার। হরির সুখের জন্যই হরিকথা শুনিতে ও বলিতে হইবে। ভক্তের সেবা ও ভগবানের সেবায় যেন উদাসীনতা ও নিরুৎসাহ না আসে। ভোগ ও ত্যাগে নিরুৎসাহ ভাল। সেবায় খুব উৎসাহ দরকার। সেবার মূল উৎসাহ। উৎসাহ যেন না কমে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল-বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা দরকার। যাহারা মনে মনে পর্য্যালোচনা করে না, তাহাদের ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ না করিলে কৃষ্ণে মতি হইবে না। হরিভজন করিতে আসিয়া যদি নিজসুখের প্রতি লক্ষ্য পড়ে তাহা হইলে আর কৃষ্ণের সুখ হইল না। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবেশই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হউক।

আমরা অনেক সময় প্রশ্ন করি—অনর্থ কিরূপে যাইবে? আলোর অভাবে যেরূপ অন্ধকার আসে, সেইরূপ অর্থপ্রবৃত্তি বা অর্থ-চিন্তার অভাবে অনর্থ আসিয়া পড়ে। কৃষ্ণই একমাত্র অর্থ, সেই কৃষ্ণকে যে কোন উপায়ে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। সে বিষয়ে একটু অন্যমনস্ক হইলেই অনর্থ বা মায়া আসিয়া ধরিবে। মন চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। চিন্তা করাই মনের ধর্ম্ম। কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণচিন্তার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ না থাকিতে পারিলে মনে অন্য চিন্তা আসিবে। প্রত্যেক জিনিষ বা ব্যাপার কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমার নিকট আসিয়াছে বা আসিতেছে জানিতে হইবে। শরণাগত হইতে হইবে। গুরু-কৃষ্ণের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশানই শরণাগতি। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সব হইতেছে, তিনিই কর্ত্তা—এ বিশ্বাস যেন সর্ব্বক্ষণ থাকে, নতুবা অসুবিধা হইবে।

নিজের গুণ বা যোগ্যতার বড়াই থাকিলে হরিভজন হইবে না। যোগ্যতার বাহাদুরী বা অভিমান করিলে বঞ্চিত হইতে হইবে। যাঁহারা অমানি-মানদ, গুণ থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা বলেন, 'আমার কোন যোগ্যতা নাই, আমি বড় দীন, বড় কাঙ্গাল, আমার বলিতে এ জগতে আর কেউ নাই, তোমার কৃপা ছাড়া আমার আর গতি নাই', তাঁহাদের হরিভজন হইবে। যত দীনতা আসিবে, কাঙ্গাল-অভিমান হইবে, তত শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা হইবে। কাঙ্গাল বড় সুন্দর। যাঁহার এ জগতের দম্ভ-অহঙ্কারাদি কিছু নাই, কিন্তু অমানি-মানদত্ব, সুনীচতা, সহিষ্ণুতা কৃষ্ণকৃপার প্রতি নির্ভরতা আছে, তিনই কাঙ্গাল। এরূপ কাঙ্গালকেই কৃষ্ণ চান। গুরুকৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর।

যাঁহার যে যোগ্যতা আছে, তাহা ভগবৎসেবায় লাগান দরকার। যাঁহার যে গুণ আছে, তাহা যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের সেবায় না লাগে, তাহা হইলে ক্ষতি হইবে। সমস্ত বস্তু দিয়াই ভগবানের সেবা করিতে হইবে।

ভক্তিরাজ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল-বিচার করিয়া চলিলে আমাদের চিত্তমালিন্য পরিহার করিবার চেষ্টা দৃঢ়তালাভ করিবে। সাধু-গুরুর শাসনবাক্য অকপটে স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে। দুর্ব্বল বলিয়া জীবের পতনাশঙ্কা আছে, কিন্তু নিষ্কপটে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবভগবানের কৃপাপ্রার্থনা করিলে ঐ দুর্ব্বলতা আর থাকে না, চিদ্বলের সঞ্চার হইয়া ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে—শ্রীগুরুকৃপাবলে বলীয়ান্ না হইতে পারিলে ভক্তিপথে স্থির থাকিতে পারা যাইবে না। ভক্তিপথে চলিতে হইলে সাধুগুরুর প্রচুর কৃপা ও নিজের একান্ত আগ্রহ দরকার। অনন্যচিত্তে সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ ও তাঁহার অনুকীর্ত্তনই ভক্তি-পথের একমাত্র পাথেয়।

দৃঢ়তা ও দীনতা দুইটী পৃথক্ নহে। অন্যাভিলাষ হৃদয়ে থাকিলে দৃঢ়তা লাভ হয় না। দৃঢ়তা থাকিলে সমস্ত অনর্থ ও বিঘ্ন অনায়াসে জয় করা যায়। শ্রীবলদেবের কৃপা-প্রার্থনা নিরন্তর করিলে দুর্ব্বলতা অপসারিত হইয়া দৃঢ়তা লাভ হয়। যাঁহার বাস্তবসত্যে দৃঢ়তা আছে, তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে দীনতাও আছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের কৃপা নিশ্চয়ই লাভ করিব—এরূপ বিচার হৃদয়ে থাকিলে হরিভজন হয়। যাঁহার দৃঢ়তা নাই, তিনি অপরকে উপদেশ দিলেও তাহা কার্য্যকরী হয় না। দৃঢ়তা না থাকিলে কিছুতেই দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ও ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়ত্যাগ করিতে পারা যায় না। দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে সাধুর আদর্শ অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সজ্জন—শুচি

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত)

রুচিভেদে শুচির ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। যাহাকে কেহ শুচি বলিয়া আখ্যা দেন, তাহাই অপরের বিচারে অশুচি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অন্যাভিলাষী যাহাকে পবিত্রবোধে শুচি বলিয়া নির্ণয় করে, তাহা ভগবদ্ভক্ত স্বীকার করিতে পারেন না। কর্ম্মিগণ যাহাকে শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা সজ্জনের শুচি সংজ্ঞার সহিত একত্বলাভ করে না। অহংগ্রহোপাসক নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানীর মতে যাহা শুচি, তাহাই সজ্জনের বিচারে অপবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানশাস্ত্রের সদাচারকে সজ্জনগণ শুচি বলিতে বাধ্য নহেন। অন্যাভিলাষীর স্বার্থ, কর্ম্মীর ফলভোগলিপ্সা, জ্ঞানীর ত্যজনেচ্ছা ভক্তের নিকট সমভাবে আদৃত হয় না। সজ্জনগণ বলেন — অসজ্জনের রুচির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শুচিবিষয়ে নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য নহেন। যে স্থানে হরিকথার প্রসঙ্গ নাই, সেই স্থানই অশুচি, যে কালে হরিসেবন নাই, সেই কালই অশুদ্ধ যে পাত্র ভজনের অনুষ্ঠানে বিরত, তিনিই অশুচি। পরম পবিত্র মহাভারতের, রামায়ণের ও বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যভাগে হরি সর্ব্বত্রই গীত হয়েন। ঐ সকল পবিত্র গ্রন্থে হরিগুণগানের কথা আছে বলিয়া ঐ সকল শাস্ত্রই পবিত্র এবং ঐ সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া জীবগণ ধন্য হয়েন। সজ্জনগণ বলেন,—যেখানে হরিকথার আদর নাই, সেখানে অশুচি অবস্থান করে। সজ্জনগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের সকল চেষ্টায় হরিকে বিষয়রূপে বরণ করেন। যে স্থলে হরি বিষয় নহেন, সেস্থলে সজ্জনগণের দৃষ্টিতে শুচি লক্ষিত হয় না। কৃষ্ণেতর বিষয়কে সাধুগণ সর্ব্বদা অশুচিস্থানে পরিত্যাগ করেন। ভগবানই একমাত্র সর্ব্বশুচির আধার। যেখানে ভগবৎ-প্রসঙ্গের অভাব, তাহাই অশুচিপূর্ণ বিষয়। মায়িকদর্শনে কর্ম্মী জল, অগ্নি ও সূর্য্যে শুচির আরোপ করেন বস্তুতঃ তাহাতে হরির সম্বন্ধ না দেখিলে ঐগুলি কখনই শুচির বিষয় হইতে পারে না। সজ্জনগণ বলেন,—কৃষ্ণেতর বিষয়ই অশুচির আধার। কৃষ্ণই সকল শুচির কেন্দ্র এবং কৃষ্ণভক্তই বাস্তবিক শৌচগুণে পূর্ণ। কলা, মূলা, খোড়ের শুচি অশুচি বিচার, আতপ ও উষ্ণের শুচি-অশুচি ধারণা প্রভৃতি নানাপ্রকার ভেদ শুচিবিচারে অবতারিত হয়। কিন্তু সজ্জনগণ হরি সম্বন্ধী বস্তুকে শুচি এবং হরিসেবার প্রতিকূল বস্তুগুলিকে অশুচি বলিয়া জানেন। বর্ণের বিচারে লৌকিক ব্যবহারের তারতম্যে শুচি-অশুচির ধারণাগুলি তাৎকালিক, বৈষ্ণবের নিত্যধারণা সর্ব্বতোভাবে সৌষ্ঠবপুষ্ট।

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকটলীলা করিতেছিলেন, তখন শ্রীভীষ্মের নির্য্যাণ হয়। অতএব তিনি কিরূপে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিবেন?

শ্রীল আচার্য্যদেব—শ্রীকৃষ্ণ যখন এই লীলা প্রপঞ্চে বিস্তার করেন, তখন তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তিবলে গোলোকেও তিনি পরিকর সহ বিরাজিত থাকিয়া লীলা করিয়া থাকেন। অতএব ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি প্রাপঞ্চিক লোকের অগোচর হইলেও অনন্ত ধামে প্রকাশমান সেই শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশান্তরে সম্ভব হয়। শ্রীভীষ্মদেব অপ্রকটলীলা-প্রকাশে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রঃ—বাল-ঘাতিনী পূতনা যে ধাত্র্যুচিত গতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অঘ-বকাদির গতির পার্থক্য কি?

উঃ—অঘ-বকাদি সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু বকাসুর-ভগিনী পূতনা শ্রীকৃষ্ণের অম্বিকা ও কিলিম্বিকা নামক যে স্তন্যদাত্রী ধাত্রী আছেন, তাঁহাদের ন্যায় গতি লাভ করিয়াছিল। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। মুক্তি দুই প্রকার—'প্রেমসেবোত্তরা' ও 'সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা'। অম্বিকা ও কিলিম্বিকা 'প্রেমসেবাময়ী ধাত্রী।' পূতনার হৃদয়ে কপটতা থাকায় প্রেমসেবা লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐরূপ সেবার ভাণ করায় ও তাঁহার দ্বারা হত হওয়ায় 'সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা' মুক্তি লাভ করিয়াছে। অঘ, বক, শিশুপাল, দন্তবক্রাদি নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ করে, কিন্তু পূতনার গতি—নির্ব্বিশেষ-গতি নহে। পূতনা চতুর্ব্বিধ মুক্তির অন্যতর মুক্তিলাভ করিয়া গোলোকে অবস্থান করে, কিন্তু প্রেমসেবকের ন্যায় সেবা প্রাপ্ত হয় না।

প্রঃ—শ্রীরাম-নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্বের হস্তে নিহত অসুরগণ কি মোক্ষ লাভ করেন না?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণ—হতারি গতি-দায়ক, তাঁহার হস্তে নিহত অসুরগণই মুক্তি লাভ করে। অন্য ভগবৎস্বরূপের হস্তে নিহত জনগণ মুক্তি প্রাপ্ত হয় না, উর্দ্ধগতি স্বর্গাদি ভোগ লাভ করিতে পারে।

প্রঃ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ যেমন শ্রীঅর্জ্জুনাদি, তাঁহাদের হস্তে নিহত ব্যক্তিগণের গতি কিরূপ হয়?

উঃ শ্রীবিষ্ণুর হস্তে নিহত হইলে যে গতি হয়, তদপেক্ষা তাঁহাদের গতি উন্নততর হইয়া থাকে, যদি মৃত্যুকালে কৃষ্ণদর্শন লাভ হয়। শ্রীরামাদি বিষ্ণুতত্ত্বের হস্তে নিহত ব্যক্তিগণের ধর্মার্থকাম-লাভ হইতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত শ্রীঅর্জ্জুনাদির হস্তে নিহত ব্যক্তিগণ চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, যদি মৃত্যুকালে কৃষ্ণদর্শন লাভ হয়।

প্রঃ—যাঁহারা প্রেমসেবোত্তরা মুক্তি লাভ করিবার অধিকারী?

উঃ—'সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা' মুক্তি আগত হইলেও যাঁহারা প্রেমসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই চাহেন না, তাঁহারা সেই মুক্তি-লাভের অধিকারী। কেবল মুখে প্রেমসেবা চাহিলেই 'প্রেমসেবা'-লাভ হয় না। অনেকে মুখে প্রেমসেবা চাহিতে পারেন, কিন্তু হৃদয়ে স্বাভাবিক প্রেম না থাকায় অন্যরূপ গতি লাভ হইতে পারে। যাঁহারা কোনরূপে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি চাহেন, তাঁহাদিগকে 'অনন্যভক্ত' বলা যায় না।

প্রশ্ন—প্রহ্লাদকে কি অনন্যভক্ত বলা যাইবে না?

উঃ—শ্রীপ্রহ্লাদ—প্রেমভক্ত। তিনি সমস্ত ভক্তের উপমানস্বরূপ বা আদর্শ। ভক্তের তারতম্য-বিচারে ক্রমশঃ নিম্নদিক্ হইতে বিচার করিলে প্রথমেই—'ইন্দ্র'। শ্রীবামনরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর হইয়া কনিষ্ঠের দ্বারা জ্যেষ্ঠের সম্মানরূপ সদাচার-পালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা ইন্দ্রের গৌরব-বিধান করিতেছেন।

প্রশ্ন—ইন্দ্র ত' সর্ব্বাপেক্ষা ভোগী দেবতা। তিনি কেন 'ভক্ত' বলিয়া বিবেচিত হইলেন এবং শ্রীবিষ্ণুই বা কেন ইন্দ্রের সেবা করেন?

উঃ—বিষ্ণু পুণ্যফলপ্রদানকারী। ইন্দ্রের পিতা ও মাতার সুদীর্ঘকাল সুদৃঢ় তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শ্রীবিষ্ণু নিজ অংশমাত্র দ্বারা ইন্দ্রের ভ্রাতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রকে যেন বঞ্চনা করিবার জন্যই কপট যাচ্ঞার দ্বারা বলিরাজের নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য আদায় করিয়া ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়াছেন। ইন্দ্র উপেন্দ্রের পার্শ্বে নিজ আসনে আসীন থাকিয়া ও স্বীয় ছত্র চামরাদি বিভূতির দ্বারা বিরাজিত হইয়া অবস্থান করেন। শ্রীবিষ্ণুকে ইন্দ্র তাঁহার ভোগ সরবরাহকারিরূপে পূজা ও তজ্জন্য তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন বলিয়া এবং বিশেষ পুণ্যফলে উপেন্দ্রের পার্ষদ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে 'ভক্ত' বলা হয়। বস্তুতঃ ঐরূপ ভক্তি অব্যভিচারিণী 'ভক্তি' নহে। উপেন্দ্রও এজন্য নানাপ্রকার বঞ্চনার দ্বারা ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়তোষণ করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণু এজন্য গোপগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে ইন্দ্রের চিরন্তনী পূজা, তাহা রহিত করিয়াছেন এবং শ্রীঅর্জ্জুনের দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয় অখণ্ড খাণ্ডব বন দগ্ধ করাইয়াছেন। ইন্দ্রের স্থান স্বর্গে স্পর্দ্ধা, অপ্সরা, ব্রহ্মহত্যা, পাপ ও নিত্য পতনের ভয় রাখিয়া দিয়াছেন।

প্রশ্ন—দেবতাগণ অপেক্ষাও মনুষ্য-শরীরকে ভক্তিসাধনের অধিক অনুকূল বলা হয় কেন? দেবতা অপেক্ষা মনুষ্য কি প্রকারে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?

উঃ—মনুষ্যের মধ্যে স্বয়ংরূপ কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হন, দেবতাগণের মধ্যে স্বয়ংরূপের অবতার নাই। দেবতারা কোনদিন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন দূরে থাকুক, শ্রীবাসুদেবের কথা জানেন না; রোহিণেয়ের কথাও জানেন না, এজন্য দেবতাগণ অপেক্ষাও মনুষ্য শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন—সকল মনুষ্যই কি দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

উঃ—ভারতবর্ষের মনুষ্যগণের ভাগ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, আবেশাবতার হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণতম সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে অবতীর্ণ হন। পৃথিবীর অন্য প্রদেশের মনুষ্যজাতির মধ্যে স্বয়ংরূপের অবতার হয় না। বিশেষভাবে কলিযুগের মনুষ্যগণের ভাগ্য অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা least deserving (কম যোগ্যতাবিশিষ্ট) কলিযুগে highest Recipient (সর্ব্বোচ্চ লাভবান্) হইয়াছে। যদি কোন ভাগ্যে কলিজীবের শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা কম যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়াও প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

প্রশ্ন—ইন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠ কে?

উঃ—ইন্দ্র হইতে ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মার বিভিন্ন সাতটী জন্মে জগতে বাস্তবসত্যের প্রকাশ হয়।

প্রঃ—ব্রহ্মার সে সাতটী জন্ম কি কি?

উঃ—শ্রীব্রহ্মার প্রথম মানস-জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ফেনপগণ, ফেনপগণ হইতে বৈখানস ও তাঁহাদের নিকট চন্দ্র জ্ঞান লাভ করেন। শ্রীব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষ জন্মে শ্রীনারায়ণের কৃপায় শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীরুদ্র এবং শ্রীরুদ্র হইতে শ্রীবালখিল্যগণ সত্য লাভ করেন। ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিক জন্ম শ্রীনারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋগ্বেদের আকর-মন্ত্র লাভ করেন। শ্রীব্রহ্মার চতুর্থ শ্রবণজ-জন্মে আরণ্যক সহ বেদ-শাস্ত্রে সাত্বতধর্ম্ম প্রচারিত হয়। শ্রীব্রহ্মার এই চারি প্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীব্রহ্মার পঞ্চম নাসত্য-জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে সনৎকুমার প্রভৃতি, ষষ্ঠ অণ্ডজ-জন্মে বর্হিষৎ প্রভৃতি এবং সপ্তম পাদ্ম-জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীব্রহ্মা ও ক্রমে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান্, মনু প্রভৃতি শ্রীভাগবত-ধর্ম্মে জ্ঞানলাভ করেন।

প্রঃ—সকল ব্রহ্মাই কি বৈষ্ণব?

উঃ ব্রহ্মামাত্রেই—'বৈষ্ণব।'

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে গুরুপূজা-মহোৎসব

গত ১৩ই ভাদ্র দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানের পর সমাগত ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগৌরধাম

শ্রীগৌরসুন্দর মহামহাবদান্য। শ্রীগৌরধামও মহামহাবদান্য। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া বেশী। তদ্রূপ শ্রীব্রজধাম অপেক্ষাও শ্রীগৌরধামের দয়া ততোঽধিক। শ্রীব্রজধাম কেবল মুক্তকুলের উপাস্য, কিন্তু শ্রীগৌরধাম মুক্ত ও বদ্ধ উভয়েরই উপাস্য ও আশ্রয়স্থল। শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন এই নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটাপ্রকটপ্রকাশ নিত্য। শ্রীগৌরসুন্দরই বদ্ধজীবকে কৃপা করিয়া স্বীয় পাদপদ্মসেবা প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরধামরূপে নিত্যকাল এই প্রপঞ্চে প্রকটিত। শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়দয়া বিগ্রহ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন শ্রীগৌরধামরূপে।

পদ্ম যেমন জল স্পর্শ করিয়া থাকিলেও জলদ্বারা মিশ্রিত বা আবৃত না হইয়া পৃথক্‌ভাবে থাকে, তদ্রূপ শ্রীধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও প্রপঞ্চের সহিত মিশ্রভাবযুক্ত হন না বা আবৃত হন না। তিনি নিত্যকাল স্বীয় স্বতন্ত্র-সত্তা সংরক্ষণ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন। শ্রীগৌরধাম গোলোকের বস্তু হইয়াও পৃথিবীতে প্রকট থাকায় এই পৃথিবী ধন্যা, পবিত্রা। ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণ নিত্যকাল এই ধামে বিরাজমান আছেন। শ্রীগৌরধামের কৃপায়ই শ্রীব্রজধামবাসের অধিকার ও যোগ্যতা লাভ হয়।

শ্রীগৌরধাম জড়চক্ষুর দৃশ্যবস্তু নহেন। জড়চক্ষু অবিদ্যা-আবরণযুক্ত। সুতরাং এই জড়চক্ষুর দ্বারা শ্রীধামকে মাপিতে গেলে শ্রীধামকেই আবরণযুক্ত দর্শন হয়। শ্রীধাম ভোগ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। একমাত্র সুদর্শনের কৃপায় সেবোন্মুখ নেত্রে—সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে শ্রীধামদর্শন হয়—শ্রীধামসেবা লাভ হয়। সেবোন্মুখ জীবের উপর শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কৃপা হয়। তখন তাহার আর ঐ আবরণ থাকে না—মায়া আবরণ সংবরণ করেন। একমাত্র শ্রীধামবাসিগণের কৃপায়ই এই সুদর্শন লাভ হয়। গৌড়ীয়গুরুবর্গই নিত্যসিদ্ধ শ্রীধামবাসী। শ্রীশ্রীশচীদেবী, শ্রীশ্রীজগন্নাথমিশ্র, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব—ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ শ্রীধামবাসী। এই গুরুবর্গের কৃপায়ই শ্রীধামদর্শন হয়—শ্রীধামসেবা লাভ হয়। তাঁহারা জীবের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার করেন না—যাহাকে তাহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের—শ্রীধামের কৃপা বিতরণ করেন। কারণ তাঁহারা স্বতন্ত্র। তাঁহারা স্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কৃষ্ণকেও প্রেমসেবা দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীগুরুবর্গের প্রেমবাধ্য।

শ্রীগৌরধামের কৃপা ও সেবা হরিভজনেচ্ছু প্রত্যেক জীবকে লাভ করিতেই হইবে। জড়ে আসক্তি থাকাকাল পর্য্যন্ত শ্রীধামসেবা লাভ হয় না। আবার শ্রীধামসেবালাভের অকপট বাসনা হৃদয়ে উদিত না হইলে জড় বিষয়ে আসক্তি দূরীভূত হয় না। এইজন্য শ্রীধামের কৃপা ও সেবালাভের জন্য অকপট আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠা প্রত্যেকেরই থাকা প্রয়োজন। শ্রীধামসেবালাভের জন্য লৌল্যই শ্রীধামসেবালাভের একমাত্র উপায়। শ্রীধামবাসিগণের কৃপা ব্যতীত এই লৌল্যও হৃদয়ে উদিত হয় না। মূলে কৃপা। কৃপা ব্যতীত কিছুই হইবে না। শ্রীধাম সর্ব্বক্ষণ কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের দিক্ হইতে কেবল কৃপালাভের জন্য অকপট ইচ্ছা দরকার। আমাদের দৈহিক-মানসিক ক্রিয়া, সাধনভজন প্রত্যাহারাদি সবই কৃপালাভের জন্য হইলে তবেই সুবিধা হইবে। সৌভাগ্যবান্ জীবই শ্রীধামসেবার অধিকার, শ্রীধামের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই সেই সৌভাগ্য লাভ হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"নিষ্কপট জীব যে কালে এই গৌরধাম আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পদকমলকেই সর্ব্বস্ব ও নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা দীনহীন পতিতজ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বিবহে অকৃত্রিম দৈন্যার্ত্তি উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিকট কৃপাপ্রার্থনা করেন, তৎকালে গুরুগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়, তৎকালেই তাঁহার সংসারবিষয়বাসনা তুচ্ছ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়।"

দীনহীন কাঙ্গাল না হইলে শ্রীধামের কৃপা পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ইঁহারা নিত্য শ্রীধামবাসী, শুধু শ্রীধামবাসী নহেন, শ্রীধামের একমাত্র মালিক শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের প্রেমবশীভূত।

শ্রীধাম সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। আমাদের শ্রীগুরুবর্গ সাক্ষাৎ সেই বস্তু হইয়াও জীবশিক্ষার জন্য শ্রীধামের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি, শ্রীধামের বৈভবে উল্লাস, শ্রীধামে অবস্থানের জন্য প্রবল ইচ্ছা, শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যগ্রহণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীনবদ্বীপশতকে কিরূপ শ্রীধামপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

যথা রত্নচ্ছটাময়ী ভূমি সুকোমল।
খগ-মৃগ যথা অহরাগেতে বিহ্বল ॥
বৃক্ষ-লতা ফুল ফলে অদ্ভুতদর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন ॥
কোটি-চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে।
শ্রীহরির বহিদৃষ্টি যদিও সেখানে ॥
তথাপি গোদ্রুম-ধূলি ছাড়' এ শরীর।
অন্যত্র না যায় যেন, এই বুদ্ধি স্থির ॥
নবদ্বীপ-মহিমা যে শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয় ॥
এ ধাম-বৈভবে যাঁ'র না হয় উল্লাস।
তাঁ'রে যেন নাহি দেখি, না করি সম্ভাষ ॥
আর দুঃখ কেন বহ সাধনের জন্য।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য ॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যান নাহি আমি জানি।
শুকাদির আনুগত্যে নহি অভিমানী ॥
অতএব শুভাশুভ যে হউক ফল।
রাধাকুণ্ড শ্রীগোদ্রুম আমার সম্বল ॥
অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে।
কৃতার্থ মানয় অন্য তীর্থের মানসে ॥
যে সব আমরা নাহি বুঝিবারে পারি।
নবদ্বীপবন মাত্র আশ্রয় বিচারি ॥
দমিতে ইন্দ্রিয়গণে না পারিনু নাথ।
গুণমাত্র নাহি মোর সর্ব্বদোষোৎপাত ॥
কোথা যাব, কি করিব গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপা কর স্বামি ॥
জাতি, প্রাণ, ধন, যশ, সকল আমার।
ক্ষয় হউ, সকলে করুন তিরস্কার ॥
ব্যাধি-জীর্ণ কলেবর পাউক দুর্গতি।
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহে মতি ॥
রাধাকান্তিবিনোদকানন বিনা আন।
না বর্ণিব, না শুনিব, না করিব ধ্যান ॥
জাগ্রতে, স্বপ্নে বা আমি বিনা সেই ধন।
না দেখিব কভু, ইথে দৃঢ় মম মন ॥
সর্ব্বোত্তম নবদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বিস্তর।
না থাকে বিশ্বাসগন্ধ তাহাতে আমার ॥
সে ধামবাসের ইচ্ছা যদ্যপিহ নাই।
তবু যেন ধামগুণ নিরন্তর গাই ॥
রৌরবে কি ভয় মম কি ভয় সংসারে।
শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাধারে ॥
ওহে মূঢ় জন, সৃষ্টি দৃষ্টির বিধানে।
মুনিগণ-লভ্য ভক্তি করহ সন্ধানে ॥
বিশ্বাস-অভাবে যদি নাহি সংঘটন।
সব চেষ্টা ছাড়ি' লহ নদীয়া-শরণ ॥

— —

শ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গত ৩০শে শ্রাবণ ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দিবস গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণের দেবকী গর্ভগত শ্রীভগবানের স্তব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ উদ্ধবদাসমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে "তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর", "যশোমতীনন্দন" ও শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত শ্রীনাম কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ১২॥ ঘটিকার পর মহামন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের মহারাত্রিক সম্পন্ন হয়।

গত ১৬ই আগষ্ট শ্রীনন্দোৎসব-দিবস সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে ১১শ বর্ষ গৌড়ীয়ের ৫ম সংখ্যা হইতে 'শ্রীনন্দ-মহিমা" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ ও হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা হয়।

অতঃপর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত প্রায় দুইশত ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির নিয়ামকত্বে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-উৎসব নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে উষঃকীর্ত্তনের পর "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী" হইতে "শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব" প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত সমস্ত দিবস পারায়ণ হইতে থাকে।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" প্রভৃতি গীত কীর্ত্তনান্তে গৌড়ীয় সপ্তদশ বর্ষ হইতে "শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব" প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। রাত্রি ১১। ঘটিকা হইতে ১২॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে "শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব" প্রসঙ্গ পাঠ হয়। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, বিচিত্র-ভোগরাগ ও আরাত্রিক কীর্ত্তন হয়।

গত ১৬ই আগষ্ট শনিবার শ্রীনন্দোৎসবের দিবস মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। ভোগারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৬শ বর্ষের নদীয়াপ্রকাশ হইতে "শ্রীজন্মাষ্টমী সংখ্যা" পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর উপস্থিত প্রায় দেড় শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে বহু কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

— ——

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ৬ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ষষ্ঠ সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

জার্ম্মাণীতে ব্রিটিশ বিমান আক্রমণের ফল

রাজকীয় বিমানবাহিনী জার্ম্মাণ-অধিকৃত স্থানগুলির উপর দিবালোকে এবং জার্ম্মাণীর শ্রমশিল্পকেন্দ্রের উপর রাত্রিবেলা যে সকল বিমান আক্রমণ চালাইতেছে, তাহাতে রুশীয়দের বিশেষ সাহায্য হইতেছে। কারণ, ব্রিটিশ বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জার্ম্মাণীকে পূর্ব্বসীমান্ত হইতে বহু উচ্চশ্রেণীর জঙ্গী বিমান লইয়া আসিতে হইতেছে। ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমানের বৈমানিকেরা গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়াই ইহার বিশেষ প্রমাণ পাইতেছে

ভূমধ্য সাগর অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণরা যে অনেকগুলি উচ্চশ্রেণীর বিমানপোত উক্রেনের যুদ্ধে সহায়তা করিতে পাঠাইয়াছে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। পশ্চিম সীমান্ত হইতে বিমানপোত পাঠান সম্ভব নহে বলিয়াই এইরূপ করিতে হইয়াছে

উক্রেন-সীমান্তে রুশীয়েরা আত্মরক্ষার সুদৃঢ় কোনও ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিতে পারে কিনা, উক্রেন যুদ্ধের ফলাফল বহুলাংশে তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। মার্শাল বুদেনী বিপজ্জনক অবস্থা হইতে তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে যেরূপ কৌশল ও দক্ষতার সহিত মুক্ত করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা লণ্ডনে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

জার্ম্মাণীর ক্ষতি

একখানি সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের প্রথম দুমাসে ২০ লক্ষেরও বেশী জার্ম্মাণ সেনা হতাহত ও বন্দী হইয়াছে জার্ম্মাণদিগের ৮ হাজার ট্যাঙ্ক ১০ হাজার কামান এবং ৭ হাজার ২ শত বিমান খোয়া গিয়াছে।

ঐ সময়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার সোভিয়েট সৈন্য নিহত, ৪ লক্ষ ৪০ হাজার আহত ও ১ লক্ষ ১০ হাজার নিখোঁজ হইয়াছে। সর্ব্বসমেত সোভিয়েটের ৭ লক্ষ সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। সোভিয়েটের ৫ হাজার ৫ শত ট্যাঙ্ক, ৭ হাজার ৫ শত কামান ও ৪ হাজার ৫ শত বিমান খোয়া গিয়াছে।

মস্কোতে মোট ২৪ বার বিমান আক্রমণ হইয়াছে—কিন্তু সামরিক কোন লক্ষ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ৪৩৬ জন লোক নিহত, ১,৪৪৪ জন গুরুতর আহত ও ২০৬১ জন সামান্য আহত হইয়াছে।

ফ্রান্সে ৫০ হাজার কমিউনিষ্ট গ্রেপ্তার

ডেইলী টেলিগ্রাফের ভিসিস্থিত নিরপেক্ষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, রেললাইনের ক্ষতিসাধনকারীদের অনুসন্ধানব্যপদেশে গত কয়দিনে জার্ম্মাণ ও ফরাসী কর্ম্মচারীরা অনধিকৃত ফ্রান্সে ১০ হাজার ও জার্ম্মাণ অধিকৃত ফ্রান্সে ৩০ হইতে ৪০ হাজার তথাকথিত কমিউনিষ্ট গ্রেপ্তার করিয়াছে। কমিউনিষ্টরা যে সকল স্থানের ক্ষতিসাধন করিয়াছে প্যারিসের ৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত জুভিসি-সুর-অর্জ নামক রেল-ষ্টেশনটি নাকি তাহার অন্যতম। জুভিসি ষ্টেশনের ক্ষতি-সাধনকারীদের সংবাদ দিয়া গ্রেপ্তারের সহায়তা করিলে সংবাদদাতাকে ৫,৫০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া প্যারিসের পুলিশ এক ঘোষণা করিয়াছে। ক্ষতি সাধনের দরুণ এই ষ্টেশনে আর একটু হলেই একটি গুরুতর রেল-দুর্ঘটনা ঘটিত।

ফ্রান্সে রেল-লাইনের ক্ষতিসাধন এইরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে যাত্রী বা মাল চলাচল বিশেষ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে জার্ম্মাণ-সৈন্য চলাচলেরও অসুবিধা হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২০ হাজার জার্ম্মাণ হতাহত

রাশিয়ান রণাঙ্গন হইতে লালফৌজ-বাহিনীর মুখপত্র "রেডষ্টার"-এর নিকট যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে যে সংবাদ পৌঁছিয়াছে, তাহা ১৮ই আগষ্ট প্রাতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ইউক্রেন এলাকায় সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণদিগকে ৮ হইতে ১০ মাইল দূরে হটাইয়া দিয়াছে। সংবাদ-প্রেরণের সময় পর্য্যন্ত রাশিয়ানরা অগ্রসর হইতেছিল।

সরকারী জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী জানাইতেছে যে, রাশিয়ান বিমানপোতসমূহ কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী রুমানিয়ান বন্দর কনষ্টাঞ্জার উপরে আক্রমণ চালাইয়াছিল।

জানা গিয়াছে যে, রাশিয়ান বাহিনী কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী নিকোলাভ ক্রিভোইবর্গ বন্দর পরিত্যাগের পূর্ব্বে জার্ম্মাণদের ২০ হাজার সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

কৃষ্ণসাগরে রুশীয় সাবমেরিণ দুইখানি বিরাট সৈন্যবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

অল্প কয়েকখানা জার্ম্মাণ প্লেন মস্কোর উপরে হানা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঐগুলিকে বিতাড়িত করা হয়। ১৬ই, আগষ্ট শনিবার রাত্রিতে রাজধানীর উপরে হানা দিবার চেষ্টা করিতে গিয়া একখানা জার্ম্মাণ প্লেন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবতশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৩০ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২০শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, শনিবার { ১৫৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ হৃষীকেশ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

সজ্জন—বদান্য

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত)

শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় দানশীল আদর্শ চতুর্দ্দশ ভুবনে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার পদাশ্রিতগণ সেই অলৌকিক দয়া লাভ করিয়া তাহাই বিতরণ করিতেও মুক্তহস্ত। যাহা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরযুগে জীবের অযোগ্যতা বিচার করিয়া প্রদত্ত হয় নাই, সেই উন্নত-উজ্জ্বল ভক্তিরসমাধুরী অযোগ্য জনেও সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনন্দ-নন্দনের অপার মধুরিমা ভজনপারঙ্গত অপরাধমুক্ত নিত্যসিদ্ধেরই প্রাপ্য, কিন্তু আমাদের উপাস্য শ্রীশচীদুলাল বদান্যশিরোমণি বলিয়া দুর্ব্বল, প্রাকৃত মদমত্ত জীবকে অপরাধ ছাড়াইয়া অনিত্য নশ্বর বিচারমুক্ত করিয়া পরমচমৎকৃত ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিগূঢ় সেবায় নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত। বদ্ধজীবকে অসচ্চরিত্র কপট শিক্ষকের কবল হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্য সেই গৌরহরি বলিয়াছেন যে, ভগবৎ-সেবোন্মুখ, সমস্ত-জড়াভিনিবেশ-ত্যক্ত, মলিন জড়ীয় অজ্ঞান-সমুদ্রের পরপারে গমনোৎসুক সজ্জনগণ যেন কোনপ্রকারে যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী বিষয়ীর সঙ্গ বা পরামর্শ গ্রহণ না করেন। যদি করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে বিষয়বিষে জর্জ্জরিত হইয়া গৌরভক্তের আসন "আসন" হইতে অনন্তকালের জন্য বিতাড়িত হইবেন।

আরাধ্যবস্তুই গৌরসুন্দরের সহ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনিই সকল ঈশ্বরের, জীবের ও জড়ের পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি অনাদি, তিনিই সকলের আদি এবং তিনি সকল কারণের কারণ। মহাপ্রভু অপ্রাকৃতরসের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়, শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার অবলম্বন বা অপ্রাকৃত আশ্রয়। বলদেব সেই বিষয়ের বিভূতি, প্রকাশ বা বৈভব। বিষয়-বৈভব হইতেই পরব্যোমে ও অপ্রাকৃত তদ্রূপবৈভবসমূহে প্রাভবপ্রকাশ বাসুদেবপ্রমুখ ঐশ্বর্য্যরসের বিষয়বিগ্রহ। মূলাশ্রয় রাধিকা হইতে আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনাসমূহ, রেবতীপ্রমুখা প্রকাশা-শ্রয়বৃন্দ, দ্বারকাদিতে মহিষীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক অবতারাদিতে সীতা প্রভৃতি নিত্য প্রকাশিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর মহামাধুরীর একমাত্র বিষয় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যশোদাদুলাল স্বীয় নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ রাধিকার নিজসেবাময়ী চিত্তবৃত্তি নিত্যকাল গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহে গোলোকে আশ্রয়ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণেতর স্বতন্ত্রাধিষ্ঠানে নিত্য লীলাবিলাস করিতেছেন। আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে গৌরলীলা ব্যতীত কৃষ্ণের কোন নিত্যলীলা নাই। বিষয়-ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণ-লীলা ব্যতীত গৌরাঙ্গের কোন নিত্যলীলা নাই। সেই মধুররসদাতা বদান্য হইয়া শ্রীরূপের নিকট "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥" বলিয়া নিত্যভজনীয় আছেন। তাঁহাকে প্রাকৃত বিচারে মিছা নাগর সাজাইয়া সাধক জড়ীয় নাগরী সজ্জায় ভজন করিতে পারেন না বলিয়াই সেই মহাবদান্য সুমিষ্ট ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সজ্জন-বদান্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন। কৃষ্ণের আশ্রয়জাতীয় ভজনে বা গৌরলীলায় গোপনে কপটতাযুক্ত ব্যভিচার নাই—এই পরম-সত্য মহাবদান্য শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি গৌরনাগরীর সহ ব্যভিচারী নহেন।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্ ॥
প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥"
তবে শ্রীবাস তাঁ'র (ছোট হরিদাসের)
বৃত্তান্ত কহিল।
যৈছে সঙ্কল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা ॥
শুনি' প্রভু হাসি' কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতিদর্শন কৈলে ঐছে প্রায়শ্চিত্ত ॥
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
যোষিৎসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥

যে সকল ব্যক্তি গৌরভজনের নামে সহজিয়া, বাউল, চূড়াধারী, গৌরনাগরী প্রভৃতির মতে চলিবেন এবং শুদ্ধভক্তকে রূঢ়ভাষায় তাঁহাদের ন্যায় জড়ীয় জানিয়া গালি দিবেন, তাহা হইলে তাদৃশ গৌর-নাগরীগণ বদান্য—এ কথা জগৎ জানিবে না এবং সজ্জনই একমাত্র বদান্য, তাহাও বুঝিবে। বদান্য শ্রীরূপ গোস্বামী নির্ব্বোধ নব্যমতাবলম্বী ভাবী বালকগণের ও দলপতি-গণের জন্যই রসশাস্ত্র লিখিয়া বিষয়-আশ্রয়-গত রস সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন। সেজন্য অবদান্য গৌরনাগরীর কোন সিদ্ধান্তই তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই। কোন গৌরভক্তই মিছাভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। যে লীলা আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারী কৃষ্ণ নিজ গৌর-লীলায় প্রকট করেন নাই বা প্রকট করিবার যোগ্যতাও দেন নাই, সেই মিছা নাগরীভাব মিছা কল্পনা করিয়া মিছাভক্ত সাজিবার আবশ্যকতা কি? মিছাভক্ত সাজিয়া সুনির্ম্মল পবিত্রচরিত্র গৌরাঙ্গে ব্যভিচার আরোপ করা এবং তদনুকূলে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ, সদ্যুক্তি বা মহাজনপথ না পাইয়া আপনাকে কৃষ্ণবিমুখিনী স্বৈরিণী সাজাইবার আবশ্যকতা কি? কোন বদান্যই মিছাভক্তকে প্রশ্রয় দেন না। পাপ করিলে পাপার প্রায়শ্চিত্ত নাই—এ কথা মহাবদান্য গৌরসুন্দর বলেন না। যিনি শুদ্ধভক্ত, তিনি হরিসেবাবিমুখ নিজফলভোগময় পাপ করেন না বা পাপের প্রশ্রয়ও দেন না। ভক্তগণকে হরিবিমুখতা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর গোপনে ভোগতাৎপর্য্যপর নদীয়া-নাগরীসহ ব্যভিচার করেন নাই। রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত গণিকার সহিত গৌরপার্ষদ শ্রীহরিদাস ঠাকুর গোপনে ব্যভিচার করেন নাই। মাতা মীরাবাই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নাগরী নহেন। 'অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ' শ্লোকের কুব্যাখ্যাবলে গৌরনাগরী নামক গৌরবিরোধী জীব গৌরাঙ্গকে মহাবদান্য জগদ্গুরু না বলিয়া গোপনে ব্যভিচারী বলেন—ইহাই আশ্চর্য্য। কৃষ্ণলীলা ব্যভিচারময়—এরূপ ভ্রান্ত ধারণাই নিজ ভোগতাৎপর্য্যপর গৌর-নাগরীগণকে বিপথগামী করিয়া গৌর-বিরোধী জীব করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি, বদান্য শুদ্ধ গৌরভক্ত মিছা গৌরভক্ত-গণকে রাইকানুর অপ্রাকৃত কথা শুনাইয়া নিজ জড়ভোগ-তাৎপর্য্যপর গৌরনাগরী দলের হৃদ্গত কাম বিনাশ করিবেন। এই কার্য্য করিলেই শুদ্ধ গৌরভক্ত সজ্জনকে বদান্য বলিয়া সকলেই জানিবেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।

প্রশ্নোত্তর

——::[*]::——

প্রঃ ব্রহ্মা কি জীবকোটি অথবা বিষ্ণু-কোটির অন্তর্গত ?

শ্রীল আচার্য্যদেব—ব্রহ্মা দুই প্রকার (১) ঈশ্বরমাত্রদৃশ্য ও দেবাদির অদৃশ্য সূক্ষ্ম বা মহত্তত্ত্বশরীরাভিমানী 'হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা,' আর (২) দেবাদির দৃশ্য ও তাঁহাদিগের পতি বর্ণনীয় স্থূল বা সমষ্টি শরীরাভিমানী 'বৈরাজব্রহ্মা'। যিনি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন, সেই সূক্ষ্মরূপকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলে, আর যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, সেই স্থূলরূপের নাম—'বৈরাজ'। বৈরাজরূপ ব্রহ্মা সৃষ্টি ও বেদ-প্রচারার্থ প্রায়ই চতুর্ম্মুখ, অষ্টনেত্র ও অষ্টবাহু হইয়া প্রকাশিত হন। কখনও ভগবান্ শ্রীগর্ভোদশায়ী বিষ্ণু বিধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন। যে মহাকল্পে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সময় বৈরাজ ব্রহ্মা তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোকের সুখ-সম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকেন। অতএব কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্বের কথা শ্রুত হইয়া থাকে—

"অতো জীবত্বমৈশত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ কালভেদতঃ ॥"

(শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত)

প্রঃ—বর্ত্তমানে যিনি ব্রহ্মা আছেন, তিনি জীব না বিষ্ণু ?

উঃ—এইরূপ কৌতূহলজনক প্রশ্ন অপরাধময়। যিনি শ্রীগুরুদেব, তিনি কখনও 'জীব' নহেন—তিনি 'বিষ্ণুপাদ'।

প্রঃ—জিজ্ঞাস্য এই যে, শ্রীগুরুদেব হইতে গুণাবতার ব্রহ্মা কি পৃথক্ নহেন ?

উঃ—একই ব্যক্তিত্বের দুইটী কার্য্য। আমার গুরুকে আমি স্রষ্টা বা ধ্বংসকারিরূপে দর্শন করিব না, তাঁহার প্রেমিক-স্বরূপই দর্শন করিব। তাঁহার রজোগুণবিভাবিত-স্বরূপ লইয়া তিনি শ্রীগুরু-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত নহেন, তাঁহার চিদানন্দ-বিভাবিত-স্বরূপেই তিনি 'শ্রীগুরুদেব'-রূপে প্রকাশিত। আমার পূজনীয় পিতৃদেব কিরূপে আমার ভ্রাতৃগণের উৎপাদন করেন, উহার গবেষণা করা আমার প্রয়োজন নহে।

প্রঃ—ব্রহ্মা কি গোলোকে আছেন ?

উঃ—নিশ্চয়ই। এখনও শ্রীমায়াপুরে ব্রহ্মার শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীব্রহ্মা—শ্রীকৃষ্ণভক্ত। যিনি গুরু, তিনিই শ্রীব্রহ্মা। শ্রীব্রহ্মা—আদিগুরু। তিনি—সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক। যাঁহারা তাঁহাকে স্বীকার না করেন, তাঁহারা গুরুবিদ্রোহী—শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়-বিরোধী। বর্ষাণ বা শ্রীবৃষভানুপুরে পর্ব্বতরূপে 'শ্রীব্রহ্মা', নন্দগ্রামে 'নন্দীশ্বর'-রূপে 'শ্রীমহাদেব' ও গোবর্দ্ধন গিরিরাজ 'গোবর্দ্ধন'-রূপে 'শ্রীবিষ্ণু' বিরাজিত।

প্রঃ—গুরুপরম্পরায় যাঁহাদের নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা কি সকলেই ব্রজে আছেন ?

উঃ—যাঁহার যে রস, তিনি তথায় বিরাজিত। বৈকুণ্ঠেই 'গোলোক,' গোলোকেই 'বৈকুণ্ঠ।' বস্তুতে পার্থক্য নাই, রস বৈচিত্র্য আছে। শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু দর্শন করিতেছেন, আবার শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীরামচন্দ্ররূপে দর্শন করেন। শ্রীশ্রীসনাতন রূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে 'শ্রীরাধা-মদন-মিলিততনু'-রূপে দর্শন করেন, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ বলরামরূপে দর্শন করিয়াছেন। অপাত্রে তত্ত্ব যে অনধিকারোচিত অধিক কৌতূহল জিজ্ঞাসা-কণ্ডূয়ন চরিতার্থ করিবার অভিলাষ অনেক সময় আবাঞ্ছিতভাব দিকে লইয়া যাইতে পারে। স্বধামগত বৈষ্ণববৃন্দ বৈকুণ্ঠে, না গোলোকে আছেন, শ্রীগুরুবর্গ বৈকুণ্ঠ, না গোলোকের অধিবাসী—এই সকল বিচার কেবলমাত্র নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক বা কৌতূহলপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা-জনক হয় না। স্বধামগত বৈষ্ণববৃন্দ কে কোন্ লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই চিন্তা করিবার অধিকার আমাদের নাই, তথায় ভগবদিচ্ছাই বলবতী।

প্রঃ—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী স্বরূপ-জ্ঞানলাভের পক্ষে নিতান্তই হইলে কেবল প্রণিপাত ও সেবা থাকিবে, পরিপ্রশ্ন হইবে না—ইহাই বা কি নাম ?

উঃ সন্দেহ ত' নিটবে। চিরকালই সংশয় ও হৃদয়ে সীমা সার অভাব থাকিলে তথায় প্রণিপাত ও সেবা হইতেছে না, ইহাই প্রমাণিত হয়। প্রণিপাত ও সেবা-বৃত্তির সহিত পরিপ্রশ্ন করিলে অচিরেই সংশয়ের মীমাংসা হয়। শ্রীগীতায় যেমন শ্রীঅর্জ্জুন পরিপ্রশ্নের লীলা প্রকট ছিলেন, তেমনই আবার বলিয়াছিলেন,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

(গী. ১৮,৭৩)

অচ্যুত। তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ দূর হইয়াছে, আমি স্বরূপস্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি নিঃসংশয় হইয়াছি, এখন তোমার আদেশ পালন করিব।

শ্রীগীতা আঠার অধ্যায়ে শেষ না করিয়া আঠার হাজার, আঠার লক্ষ, কোটি অধ্যায়ে লেখা যাইত, তবে আরও অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহ থাকিয়া যাইত আবার আঠার অধ্যায়ে সকল প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া যায়।

প্রঃ—'জানি' দর্প্য লাগি' পুছে—সাধুর স্বভাব ॥'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি ?

উঃ—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর পরিপ্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে, শ্রীসনাতন সমস্ত তত্ত্ব পূর্ণভাবে অবগত হইয়াও কেবল লোকশিক্ষার জন্য পরিপ্রশ্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ সাধুগণের হৃদয়ে সর্ব্ববিষয়ের পূর্ণ মীমাংসা থাকিলেও তাঁহারা কোন উচ্চাধিকারী বা প্রেমিক ভক্তের শ্রীমুখে সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব-মীমাংসিত সত্যে দৃঢ়তা লাভ করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু, শ্রীঅর্জ্জুন, শ্রীপরীক্ষিৎ, শ্রীপৃথু, শ্রীনিমি মহারাজ, শ্রীদেবহূতি, শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি মহাজনগণের পরিপ্রশ্নের লীলা কেবল লোকশিক্ষা ও শ্রীভগবানের শ্রীমুখপদ্ম হইতে ভূতলে বাস্তবসত্য বিনিঃসৃত করাইবার অহৈতুকী জীব-দুঃখ-দুঃখিতারূপ মহান্ উদ্দেশ্যের জন্যই দৃষ্ট হয়। যাঁহারা সেবায় সতত যুক্ত, শ্রীঅন্তর্যামী বা শ্রীচৈত্ত্যগুরুও তাঁহাদের সর্ব্বসংশয়ের মীমাংসা করিয়া দেন। কারণ,—

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তা'তে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭,৫৮)

যাঁহারা মনে করেন অন্তর্যামী নাই, তাঁহারা যে কোন মুহূর্ত্তে অপরাধে লিপ্ত হইতে পারেন। সেইরূপ তাঁহাদের হৃদয়েও তাঁহারা কোন সত্যের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন না। নিষ্কপট শ্রদ্ধালু সতত সেবাযুক্ত ব্যক্তিকে অন্তর্যামী শিক্ষাগুরু প্রতি পদবিক্ষেপে কৃপা করেন। সরল নিষ্কপট সাধকগণের যে পরিপ্রশ্ন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, আবার উত্তরদাতা এবং উত্তরও তাদৃশক। কিন্তু যদি ভক্তিবৃত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না হয়, তখন প্রশ্নের প্রতি শ্রদ্ধা নাই—ইহাই জানিতে হইবে। ভক্তি থাকিলে প্রগতি হইবে, ভক্তি না থাকিলে স্তব্ধভাব আসিবে। যদি সন্দেহের মীমাংসা না হয়, তবে নিশ্চয়ই অপরাধ আছে। তবে পরিপ্রশ্ন যে হইবেই না, তাহাও নহে। অনেক মীমাংসা পূজ্য গুরুবর্গের শ্রীমুখে ও লেখনীতে পাওয়া যায়, যেমন, শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর নাম, নামাভাস, নামাপরাধ এবং যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য সম্বন্ধে জীবের সংশয়ের যেরূপ মীমাংসা এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাকে যেরূপ প্রাঞ্জল করিয়া দিয়াছেন, এরূপ অন্য কোন আচার্য্য করেন নাই। সকলেই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ও শ্রীগৌরশক্তি হইলেও প্রত্যেকে অন্য ব্যাসের জন্য কোন কোন বিষয় অবশিষ্ট রাখিয়া যান।

"পরম-রসিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হৈয়া না করে বর্ণন ॥
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগণ তাঁহার নিমিত্তে ॥"

(শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভৌমব্রজে শ্রীকৃষ্ণলীলা কতদিন প্রকট ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের তখন কত বয়স, শ্রীব্রজবাসীদিগের পরে কি হইল ইত্যাদি, যাহা অতিশয় গূঢ়ভাবে অপ্রকাশিত ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া শ্রীগোকুল-বল্লভের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছেন। সকলেরই সকল প্রশ্নের উত্তর মহাজনগণ সকল সময় প্রদান করেন না। অতিশয় নিগূঢ় অপ্রাকৃত বিষয় বিশুদ্ধ সত্ত্বান্তঃকরণ-শয় নিবেদিতাত্ম ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ প্রাকৃত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ করিতে নাই। ইষ্টগোষ্ঠী সভায় যে সকল পরিপ্রশ্ন হয়, তাহা শ্রবণ করিবার অধিকার সকলের না-ও থাকিতে পারে। আবার শ্রীগুরুবর্গ অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া অনেক নিগূঢ় বিষয়ও কীর্ত্তন করেন।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(*)::——

আমাদের স্বরূপোপলব্ধির জন্য আগ্রহ রাখিতে হইবে। "গুরুদেব। আমি ত' তোমার জন"—এই স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে ধারণের যত্ন করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব ব্রজজন। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে এই জড়ভূমিকা হইতে সেবাভূমিকায় লইতে চান। গুরুদেবের জন জানিয়া কৃষ্ণ আমাদের সেবা গ্রহণ করেন। গুরুদেবের সঙ্গে যাইতে হইলে আকিঞ্চন হইতে হইবে। "কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে"—শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে ইহাই নিবেদন। শ্রীগুরুদেবের প্রিয় শ্রীনামের সেবার জন্য আর্ত্তি লইয়া তাঁহার সহিত চলিবার আকাঙ্ক্ষা জানাইতে হইবে। এ জগতের আমাকে ত' গুরুদেবের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ, তিনি নিষ্কিঞ্চন ও পূর্ণকাম, অজিত ভগবান্ তাঁহার বশীভূত। তিনি গোবিন্দের হ্লাদিনী-তুষ্টির ইন্ধন বা নামের সেবকই সংগ্রহ করেন। কৃষ্ণানুরাগিজনের অনুগামী না হইলে ব্রজাভি-মুখে গতি হয় না। কাজেই শ্রীনামের কাছে অনুক্ষণ অকিঞ্চন হইবার বা কায়মনোবাক্য গুরুপাদপদ্মের সেবায় নিয়োগ করিবার প্রার্থনাই আমাদের জানাইতে হইবে। ব্রজানুরাগী বা শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টস্থাপয়িতা গুরুদেবের নিত্য প্রাকট্য যখন অনুভূতির বিষয় হয়, তখনই শ্রীগুরু কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন এবং তিনিই পূজ্য বা ইষ্ট—এরূপ জ্ঞান হয়। তখন শ্রীগুরুদেবের সকল কার্য্য তদীয় ভৃত্যানুভৃত্যসূত্রে আমারই, এইরূপ মমত্ববোধ আসে। গুরুদেবের প্রিয় বা ইষ্টবস্তুর প্রতি প্রীতি, তদনুগত জনে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা ও প্রতিকূল বস্তুকে উপেক্ষা করিবার স্পৃহা প্রবল হয়। তখন গুরুদেবের লীলাকে কেবল সমর্থন বা আদর মাত্র করেন না, উহাকে অনুযুক্ত করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা আসার সঙ্গেই ঐরূপ চিন্ত-

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

বৃত্তিবিশিষ্ট জনের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য আসিয়াই পড়ে। অনভিজ্ঞ জনকে শ্রীগুরুদেবের পদ্মযোনা লীলার সন্ধান দিয়া গুরুদেবের লীলায় সহায়তা করিতে হয়। কারণ, জগতের সকলই ত' আমার গুরুদেবের জন। গুরুদেবের লীলাপুষ্টি হউক, এই ইচ্ছা প্রবল থাকে বলিয়া তাঁহার গোত্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা মনে উদিত হয়। গুরুপাদপদ্মের লীলা জয়যুক্তা হউন, এইরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া চলিতে চলিতে সেই পথে যাহারা বাধা দেয়, তাহারা যত বড় আত্মীয় নামধারী হউক না কেন, তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। যদি এই মৈত্রী ও কৃপার মধ্যে প্রবেশ না করে, তাহা হইলেই কায়মনোবাক্যে সেবার স্পৃহা, শ্রীগুরুদেবের প্রিয় শ্রীনাম ও শ্রীনামের প্রিয় শ্রীগুরুদেবের সুখবাঞ্ছা, তাঁহাদের প্রীতিবিধানের ইচ্ছা জাগরিত হয়, উহাই—শুশ্রূষা। তখন সর্ব্বজীবই গুরু-কৃষ্ণের দাস—ইহা সেই সেবক জানিতে পারেন। কাজেই তখন তিনি সকলেরই সেবা করেন কৃপা করিতেছি—এই বুদ্ধি করেন না। তাঁহার ইচ্ছা গুরুদেবের ইচ্ছার সহিত মিশিয়া যায়। তিনি দোহার দিবার সঙ্গে সঙ্গে পিয়নরূপে গুরুদেবের বাণী বিশ্বে ঘোষণা করেন। ইহাই আনুকূল্যের সম্পূর্ণ সুষ্ঠুতা। তিনি জগৎকে প্রতিকূল দেখেন না, কারণ তিনি অকিঞ্চন। জগতের বিষয় লইয়া কামড়াকামড়ি করা হইতে তিনি বহু দূরে অবস্থিত থাকেন। তিনি সকল বস্তুকেই কৃষ্ণের বলিয়া জানেন, জড়জগতের ভোগ্য বলিয়া কোন জিনিষের আস্বাদ তাঁহার উপলব্ধ হয় না। তাঁহার অনুকূল দৃষ্টি কেবল সেবানুকূল্যের প্রতিই পতিত হয়। তিনি বলেন,—"আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে।" ইহাই অকিঞ্চনতা এবং "আমি তোমার এবং তুমি আমার"—এইটিই আত্ম-নিবেদন

অকিঞ্চনতা ও আত্মনিবেদন না হইলে আর্ত্তি গ্রহণ হইবে না, কারণ, উহাই শরণাগতের লক্ষণ। তখন দৈবে ভক্তিভিন্ন স্থান আসিয়া আমাদের কোন প্রকার নষ্ট করিবে। অকিঞ্চনতা ও আত্মনিবেদনের মূল সেবক আমি ও সেব্য গুরুকৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান। নিজেকে যদি গুরুপাদপদ্মের ধূলি বলিয়া জানিতে না পারি, তাহা হইলে জগতের অভিমান আসিয়া অকিঞ্চনতা নষ্ট করিবে। যদি গুরুকৃষ্ণের অক্ষোভজ বিলাসপরতা আমাদের বিচারের বিষয় না হয়, গুরুকৃষ্ণের অনন্যতা ও তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যের মাধুর্য্য উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে আত্মনিবেদনে সমর্থ হইব না।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—:—::•::—:—

শ্রীধামে মহোৎসব

গত ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীবামনদ্বাদশী হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ও অপরাহ্ণে ভক্তগণ হরিকথা আলোচনা করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীবামনদেব ও শ্রীবলি মহারাজের কথা পাঠ-কীর্ত্তনমুখে আলোচিত হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে এবং সন্ধ্যার পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর হরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর ডাঃ শ্রীযুত নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুকোমলমতি ছাত্রগণ ও শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া বিচিত্র বর্ণের নিশান, খোল, করতাল, কাঁসর ও ঘণ্টা সহকারে উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর গৌড়ীয় ও শ্রীভক্তিবিনোদ' গ্রন্থ হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথা আলোচিত হয়। তৎপরে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে প্রায় ৩০০ লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভা আহূত হয়। গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ কৃপানিধি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব প্রভু প্রায় দুইঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপার করুণা ও অসমোর্দ্ধ দানের কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিবিধান করেন। অনন্তর সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একঘণ্টাকাল শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে 'যশোমতীনন্দন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে উৎসব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীনন্দোৎসব, শ্রীশ্রীগুরুপূজামহোৎসব ও শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথিপূজা যথাবিহিত কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীজন্মাষ্টমী তিথিতে ভক্তবৃন্দ অহর্নিশ নির্জ্জল উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও রাত্রি ১০ ঘটিকা হইতে ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব সম্পন্ন হয় ও সমাগত শ্রদ্ধালু সজ্জনগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উক্ত দিবস বেলা ৯ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে শ্রীনন্দোৎসব-প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-দিবস পূর্ব্বাহ্ণে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে অর্ঘ্যপ্রদানান্তে শ্রীশ্রীগুরুপাদাশ্রিত জনগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে ও রাত্রে গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ হইতে শ্রীগুরুপূজার কথা আলোচনা হয়।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথি-দিবস শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে ও রাত্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে শ্রীবার্ষভানবীতত্ত্ব আলোচিত হয়।

গত ১৪ই ভাদ্র রবিবার চট্টগ্রাম সদরঘাটস্থ শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর মন্দিরের সাপ্তাহিক-অধিবেশনে শ্রীবিদ্যানিধিগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ অনন্তগোবিন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১০ম পরিচ্ছেদের কিয়দংশ আলোচনা করেন।

———

শ্রীপরমহংসমঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

গত ১০ই ভাদ্র নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব নিরন্তর হরি-কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। বেলা ১০ ঘটিকার সময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয় এবং তৎপরে সমাগত ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

গত ১০ই ভাদ্র বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজামহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন-মুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীআচার্য্যসংলাপ গ্রন্থ পারায়ণ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীগুরুপূজা ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথি-পূজা

গত ৩০শে আগষ্ট শনিবার শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অষ্টম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্যে শ্রীরাধাষ্টমী-তিথিপূজা নিরন্তর পাঠকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রথম খণ্ড হইতে "শ্রীবার্ষভানবী" প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তারপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়।

মধ্যাহ্নকালে ২৬শ বর্ষের গৌড়ীয় হইতে শ্রীবার্ষভানবী দিবসে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণটী পাঠ হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর পুনরায় অর্চ্চনান্তে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনাদি হয়। তারপর উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক প্রদত্ত "শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী" নামক অভিভাষণটী পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

— —

মিরাটে প্রচার

গৌড়ীয়মিশনের কতিপয় সেবক গত ১১শ আগষ্ট হইতে মিরাটের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। প্রচারকগণ গত ২০শে আগষ্ট স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসাদ সেন, তৎপর দিবস য়্যাডভোকেট মিঃ এল্ কে, রায় মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

- ——-

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরের সেবকগণ বর্ত্তমান শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় হরিসংকীর্ত্তন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা শ্রীধামে আগত যাত্রিবৃন্দের নিকটও সর্ব্বক্ষণ শ্রীধামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন।

'সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।'

Regd. No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে		।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—উড়িষ্যাদায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

যশোহরে বন্যার্তদের সাহায্য-ব্যবস্থা

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে কলিকাতা হইতে কতিপয় রেডিও শিল্পী যশোহর আসিতেছে এবং তাঁহারা বরিশাল, নোয়াখালী ঘূর্ণিবাত্যা সাহায্য-ভাণ্ডারের অর্থ-সংগ্রহের জন্য বি, সরকার মেমোরিয়াল হলে যে বিচিত্র অভিনয়ের আয়োজন করা হইয়াছে, তাহাতে যোগদান করিবে। ভারতীয় প্রোগ্রামসের কলিকাতার ডিরেক্টর মিঃ মজুমদারও আসিবেন এবং এই অভিনয়ে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। একথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, বিগত ৬ই জুলাই তারিখে ঘূর্ণি-বাত্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য এই জেলায় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য একটি প্রতিনিধিত্ব-মূলক কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটির কতিপয় সভ্য বেশ তৎপরতার সহিত কাজ করিতেছেন এবং কিছু চাঁদাও সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে মৌলভী ভিকু মিঞার চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বয়ং ১৫৲ টাকা মূল্যের একখানি অলঙ্কার দান করিয়াছেন এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে নগদ ২৩৸৴৪ পাই চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি ৯ খানি কাপড়ও সংগ্রহ করিয়াছেন। নড়াইলের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং তিনি আশা করেন যে, মাসেকের মধ্যে ৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। বনগাঁ ও ঝিনাইদহের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণও এই ব্যাপারে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা আশা করা যায়, যশোহর জেলা শীঘ্রই পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহের দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভ্রাতৃগণের জন্য ২,৫০০৲ দুই হাজার পাঁচ শত টাকা প্রেরণ করিতে পারিবে। আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ ও যাহারা এই উদ্দেশ্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাহারা জেলা ফণ্ডের যুগ্ম সম্পাদক বাবু এস, সি, বসু অথবা খান সাহেব মৌলভী লুৎফর রহমানের সহিত পত্রাদির আদান-প্রদান করিতে পারেন।

গো-মহিষাদির বাজার দর

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মালিক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

গত ১৬ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় মোট ২১৩টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৪টি পাঞ্জাব এবং বাদবাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। উক্ত সময়ই ৮৩টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে এবং বাদবাকি ৩৩৬টি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী এবং মহিষের দর যথাক্রমে ৯৭৲ টাকা হইতে ১৩৫৲ টাকা পর্যন্ত এবং ১৫০৲ টাকা হইতে ২০৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ওঠানামা করিয়াছে। গাভী-গুলি সাধারণতঃ ৩ সের হইতে ৮ সের পর্য্যন্ত এবং মহিষগুলি ১০ সের হইতে ১০ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করিয়াছে।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তক

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক পুস্তক-নির্ব্বাচন সম্পর্কে সংবাদপত্রে সমালোচনা হইয়া থাকে। এজন্য নিম্নে সংশ্লিষ্ট নিয়মপদ্ধতির প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে :—

বঙ্গীয় শিক্ষা আইনের ১০ম নিয়মানুযায়ী স্কুল-লাইব্রেরীর পুস্তক স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর অথবা ইন্সপেক্ট্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই।

বঙ্গীয় টেক্সট্ বুক কমিটির ১৪ (২) নিয়মে বিধান আছে যে, বিভিন্ন সময় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর যে সকল পুস্তক অনুমোদিত করিয়াছেন, সরকারী ও সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারগণ সে-সকল পুস্তক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত করিবেন।

সৈন্যবহী জার্ম্মাণ জাহাজ জলমগ্ন

সরকারী জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী হেলসিঙ্কি হইতে সংবাদ পাইয়াছে যে, ফিনিশ বাহিনী লাডোগা হ্রদের তীরে কেক্সহলম অধিকার করিয়াছে বলিয়া ফিনিশ ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ দাবী করিয়াছেন। তাঁহারা আরও দাবী করিয়াছেন যে, ১৬৮ সংখ্যা নূতন সোভিয়েট ডিভিশনকে সর্টাভালার দক্ষিণে অবস্থিত অন্তরীপ পর্য্যন্ত হটাইয়া দিয়াছে। এই ডিভিসনের মূল বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছে। আরও দুইটি সোভিয়েট ডিভিসনকে লাইটোলার পূর্ব্বে কিলপুলা হ্রদ পর্য্যন্ত হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বালকের সলিল সমাধি

গত ২১শে আগষ্ট বেলা সাড়ে নয় ঘটিকার সময় দমদম রোডে শক্তি ঔষধালয়ের নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীতে উৎপল কুটীরের স্বর্গীয় সুধাংশু গুহের অষ্টম বর্ষীয় দ্বিতীয় পুত্র কালু গুহ জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে বালকটি স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৩ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২২শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১, সোমবার { ১৫? তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সজ্জন—মৃদু

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত)

বিষয়ী বিষয়সেবার কঠিনহৃদয়। বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার চিত্তের আদৌ কোমলতা নাই। বিষয়ের ক্লেশগুলির তীব্র কটাক্ষ সহ্য করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয় দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। অজ্ঞান বা মূর্খতা তাঁহাকে পদে পদে বিপন্ন করে দেখিয়া তিনি নানাপ্রকার কঠোর অভিজ্ঞান-ব্রতে পারদর্শিতালাভের চেষ্টা করেন। নানা-প্রকার অসুবিধা ও অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া ঔদ্ধত্য শিক্ষা করিয়া কোমলতা-বর্জ্জিত হন। তর্ক-বিতর্ক শিক্ষা করিয়া হৃদয়কে কঠিন করেন এবং স্থানাস্থান-বিচার না করিয়া তার্কিককেশরী হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষা করেন। অন্যের ব্যবহারাবলীতে ক্ষুব্ধ হইয়া পরদ্রোহময় ভাবে নানা অনর্থ ও অপ্রিয় অনুষ্ঠানের আবাহন করেন। হরিপরায়ণগণের হৃদয় সেরূপ নহে। তাঁহারা মৃদু।

ভগবান্ বিজয়ীর নিকট বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলেও সজ্জনের নিকট কুসুম অপেক্ষা মৃদু। বিচারকের নিকট হঠকারী বলি প্রতিপত্তি লাভ করিলেও তাঁহার মধুরি সুকোমলহৃদয় সাধুর নিকট পরম কমনীয় ভগবানের পরম মনোজ্ঞ কমনীয়তা-প্রভা তাঁহার নিত্যাশ্রিত ভক্তগণে মধুময় উ... সর্ব্বদাই বিরাজ করে। সেই সজ্জনগণের সাধনপ্রণালীতে অনর্থনিবৃত্ত অবস্থায় ভাবের সমাগমে জড়াশ্রয়ে ক্ষান্তি বলিয়া একটি অবস্থা লক্ষিত হয়। ভগবদ্বিষয়িনী রুচি-দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্ব্বদাই আর্দ্র। অনর্থমুক্ত সজ্জন শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মময়। ভগবদ্বিষয় ও তাঁহার আশ্রয় অবলম্বনের সম্বন্ধ তাঁহার হৃদয়ে সুষ্ঠুভাবে উদিত। বিষয়-আশ্রয় পরস্পরের উদ্দীপনীয় ভাবসমূহে চিত্ত আপ্লুত। ভগবানের গুণ এবং চেষ্টা প্রবল হওয়ায় হৃদয় মৃদুভাববিশিষ্ট। সেই মৃদুভাবের অব-বোধক-চিত্তের ভাবপ্রকাশকারী অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহার কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। সজ্জনের কপটতারহিত গান ও নৃত্যাদিতে অপূর্ব্ব কোমলতা দেখা যায়। অপ্রাকৃত হরিভাব দ্বারা চিত্তের আক্রমণকেই সত্ত্ব বলে। এতাদৃশ শুদ্ধসত্ত্ব হইতে অষ্টসাত্ত্বিকভাবের উদয়। আবার বিশেষতঃ স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতিকে অভিমুখী করিয়া বাক্য ও অঙ্গাদিতে বিচরণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবের প্রকাশ করায়। কোন কালেই সাধুর চিত্তবৃত্তিতে আর্দ্রভাবের অভাব নাই। সজ্জন নিত্যকাল মৃদু। সাধনকালে হরিবিরোধী ভাবসমূহের দুঃসঙ্গ-ত্যাগবাসনায় তিনি যে সকল অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন, তাহা কঠিনহৃদয় বিষয়ীর দৃষ্টিতে মৃদুত্বের অভাব জ্ঞাপন করিলেও বাস্তবিক সে কালেও তিনি মৃদুভাববর্জ্জিত নহেন। পরম মৃদু গৌরহরির আশ্রিতজনে সর্ব্বকাল মৃদু স্বভাব আছে। কঠিন সামাজিকগণের অসদ্ব্যবহারের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়াও অন্তঃস্থিত নৈসর্গিক কোমলতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সজ্জন ব্যতীত অন্যে কখনই মৃদু হইতে পারে না। অসদ্ব্যক্তি কোনকালে মৃদু নহে।

সাধুসঙ্গ

চতুঃষষ্টি প্রকার সাধনাঙ্গসমূহের মধ্যে সাধুসঙ্গ, শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, ভগবদ্ধাম শ্রীমথুরা বৃন্দাবনে বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন—এই পাঁচটি অঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পাঁচটি অঙ্গের যে-কোন একটির আশ্রয় গ্রহণ করিলে অল্প-সময়ের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে সাধুসঙ্গই সর্ব্বপ্রথম অঙ্গ। সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্য চারিটি অঙ্গ আশ্রয় করা সম্ভব হয় না। যে পরিমাণে নিষ্কপটভাবে প্রকৃত শরণাগতিমুখে ভগবৎ-সেবাপরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয়, সেই পরিমাণেই অন্যান্য সাধনাঙ্গসমূহের সুষ্ঠু অনুশীলন হয়। প্রকৃত সাধুর নিকট সম্যগ্‌রূপে অভিগমনের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া স্বতন্ত্র-ভাবে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে গেলে শ্রীনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন না, নামাপরাধ হয় মাত্র। সাধুর নিকট সেবোন্মুখ কর্ণ লইয়া উপস্থিত না হইলে আনুগত্যের অভাবে ভাগবত-কথা-শ্রবণ সম্ভব নহে। সাধুর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধামবাস ত' দূরের কথা, শ্রীধামদর্শন বা শ্রীধামে প্রবেশলাভও হয় না। সাধুর নিকট প্রপন্ন না হইয়া যিনি স্বতন্ত্রভাবে শ্রীমূর্ত্তিসেবায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তাঁহার শ্রদ্ধা প্রাকৃত-শ্রদ্ধা বা শ্রদ্ধাভাসমাত্র। দৃঢ়শ্রদ্ধ সাধুর সঙ্গলাভের সুযোগ না হইলে ঐ কোমলশ্রদ্ধা সামান্য কারণে দাম্ভিকতায় রূপান্তরিত হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করিতে হইলে একমাত্র সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সাধুর কৃপাভাজন হওয়াই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের একমাত্র যোগ্যতা। কৃষ্ণসেবা-লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে সাধুর পরিপূর্ণ অকপট কৃপালাভের জন্য যত্নই একমাত্র সাধন। একমাত্র নিরুপাধিক ভক্তিযোগ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম নিবৃত্তি-লাভের অন্য কোন পথ নাই এবং একমাত্র সাধুসঙ্গ, সাধুর কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি-লাভেরও কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ এই যে, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন সাধনসমূহের অনুষ্ঠান ও তাহার সাফল্য অর্থাৎ সেই সেই সাধনে সিদ্ধিলাভ সাধকের স্বীয় যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। কর্ম্মফলদাতা দেবতাগণের কর্ম্মফলদানবিষয়ে কোন স্বতন্ত্রতা নাই। কর্ম্মানুষ্ঠাতার কর্ম্মের সুষ্ঠুতানুসারে কর্ম্মফল দান করিতে তাঁহারা বাধ্য। জ্ঞান ও যোগাদি মার্গে যে নির্বিশেষ বস্তু চরম লক্ষ্য-বস্তু বলিয়া উপাসিত হন, তাঁহার কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা, স্বাধীনতা বা স্বতঃকর্ত্তৃত্বের প্রকাশ নাই, সুতরাং জ্ঞানী বা যোগীর পক্ষে উপাস্যবস্তুর প্রসাদভিখারী হইবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি ঐ প্রকার ব্যাপার নহে। শ্রীকৃষ্ণকে কৃপা করিতে বাধ্য করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, নিরঙ্কুশ, অপ্রতিহতকাম স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। জীব প্রচুর যত্ন করিতে পারেন, সাধনের ক্লেশ স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের কৃপা নাও হইতে পারে, কারণ তিনি ত' কাহারও বাধ্য বা অপেক্ষাযুক্ত নহেন। সেইজন্য কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিতে হইলে একমাত্র উপায়—সাধুর অনুগ্রহভাজন হওয়া। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ পরমস্বতন্ত্র হইয়াও ভক্ত-প্রেমবশ। ভক্ত যাঁহার সম্বন্ধে কৃষ্ণের নিকট আবেদন করেন, কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন না হইয়া পারেন না।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

জীবের অবস্থা

——::*::——

অনেক সময় আমাদের প্রশ্ন জাগে - ভগবদ্ভজনই যখন চরম মঙ্গল তখন সেই চরম মঙ্গললাভ জীবের কোন্ অবস্থায় হইতে পারে? শাস্ত্র বলেন বদ্ধজীবগণের মধ্যে মনুষ্যই কেবল হরিভজনের উপযোগী জন্ম লাভ করিয়াছেন। অন্যান্য জীবনে কেবল বিষয় সেবাই হয়। নরদেহ ভিন্ন অন্যান্য দেহে চেতনধর্ম্ম সঙ্কুচিত বা আচ্ছাদিত। সঙ্কুচিত-চেতন জীবগণ পশু-পক্ষি-সরিসৃপ-দেহ প্রাপ্ত ও আচ্ছাদিত চেতন বৃক্ষপ্রস্তর-গতিপ্রাপ্ত বদ্ধজীব। কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়াই জীব অবিদ্যারূপ জড়বন্ধনে বদ্ধ। যে জীব যে পরিমাণে ভগবান্‌কে ভুলিয়াছে, তাহার চেতন সেই পরিমাণে আবৃত। মনুষ্যের চেতন মুকুলিত, বিকচিত ও পূর্ণবিকচিত ভেদে তিনপ্রকার। নীতিশূন্য নিরীশ্বর নৈতিক ও সেশ্বরনৈতিক অবস্থায় মানবের মুকুলিত চেতন। ইহার মধ্যে যাঁহারা নীতিশূন্য, তাঁহাদের জীবন একান্ত জঘন্য, সঙ্কুচিত-চেতন অপেক্ষা সামান্য উন্নতভাববিশিষ্ট, তাহাদিগকে অনেক স্থলে নরপশু আখ্যা দেওয়া হয়। তদপেক্ষা একটু উন্নত অবস্থা নিরীশ্বর নৈতিক জীবনে পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের ঈশ্বরবিশ্বাস নাই অথচ সামাজিক শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করিয়া সমাজে উৎপাত আনয়ন করিতে প্রস্তুত নহেন। আর যাহাদিগের সেশ্বর-নৈতিক জীবন তাহাদিগের অবস্থা আর একটু উন্নত। ঈশ্বর থাকিতে পারেন, তিনি কর্ম্মাধীন, কর্ম্মফল-দাতা, নানারূপে উপাসিত হইয়া তিনি আমাদিগের জাগতিক অভাব দূর করেন— এইমাত্র তাঁহাদের ধারণা। ইহাকে ভগবদ্বহির্মুখতা বলা যায়। যাঁহাদের কিছু ভগবদুন্মুখতা হইয়াছে, তাঁহাদিগের সাধন-ভক্তিময় জীবন। ভাবভক্তিময় জীবনের পূর্ব্বাবস্থা—সাধক-জীবন। শ্রদ্ধাসহকারে সাধুসঙ্গে ভজনপ্রভাবে অনর্থনিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির উদয় হয়। ভাব-ভক্তিময় জীবনই পূর্ণবিকচিত চেতনাবস্থা।

মুক্তজীব নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য হরিসেবা করিতেছেন, তাঁহারা শ্রীহরির নিত্য পার্ষদ। আর সাধনদ্বারা জাতরুচি ও বস্তুসিদ্ধিক্রমে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট সেবকগণ উভয় অবস্থায়েই শ্রীহরির নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত আছেন। মুক্ত অবস্থায়ই কৃষ্ণভজন হয়। শ্রদ্ধার উদয়ে সাধুগুরুপাদাশ্রয়ে ভজন আরম্ভ করিয়া জড়ভোগবাসনা-মূলক কপটতা-রূপ অনর্থনিবৃত্তির যত্ন করিতে হইবে। ইহা বদ্ধাবস্থার ভজন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উভয়বিধ ভজন কোন্ অবস্থায় অর্থাৎ কোন্ আশ্রমযুক্ত অবস্থায় সম্ভবপর? আমাদের কৃত্য হরিভজন। প্রথমে হরিভজনে কি বাধা আছে দেখিতে হইবে।

ভজন অর্থাৎ সেবার বাধা—ভোগেচ্ছা। যে অবস্থায় ভোগেচ্ছারহিত হইতে পারা যায়, সেই অবস্থা হরিভজনের উপযোগী। যদি কেহ গৃহস্থ থাকিয়া ভোগেচ্ছারহিত হইতে পারেন, তাঁহার সেই অবস্থায়ই হরিভজন হইতে পারিবে। কিন্তু সাধনমার্গে গৃহস্থ অবস্থায় ভোগেচ্ছার হাত হইতে মুক্ত হওয়া অতিশয় কঠিন। [illegible] যুক্ত-বৈরাগ্য স্বীকার করা অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা। প্রাথমিক সাধকগণ অনেকস্থলে আশ্রমান্তরে ভোগেচ্ছা দমনের সুবিধা দর্শন করেন। তাঁহাদের সাংসারিক কৃত্য কম থাকায়, তাঁহারা হরিভজনের সুযোগ প্রাপ্ত হন। গৃহস্থই হউন, আর ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীই হউন, সর্ব্ব আশ্রমেই হরিভজনের অধিকার আছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন —

"গৃহে বা বনেতে থাকে,
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তাঁ'র সঙ্গ।"

হরিভজনের জন্য আশ্রমবিশেষের আবশ্যকতা নাই। হরিভজন আশ্রমাতীত ব্যাপার। হরিভজন-ব্যাপারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপযোগিতা নাই।

যথার্থ বৈষ্ণব জীবন্মুক্ত—তিনি আশ্রম-চতুষ্টয়ের কোনটার পরিচয়ে পরিচিত থাকিলেও কোনটারও অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহার আত্মা আশ্রমাতীত। তিনি পরমহংস। তাঁহার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাভিমান নাই। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাভিমান নাই, তাঁহার রাজা প্রজা, ধনি-দরিদ্র প্রভৃতি সামাজিক অবস্থার অভিমান নাই। তিনি জাগতিক সমস্ত অভিমানের অতীত

আমি ব্রাহ্মণ নহি, রাজা (ক্ষত্রিয়) নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বনচারী নহি, সন্ন্যাসী নহি—এ সকল জাগতিক পরিচয় আমার নিত্য পরিচয় নহে। আমার নিত্য পরিচয়—আমি শ্রীকৃষ্ণের দাসের দাস। আমি বৈষ্ণবদাস—ইহাই আমার স্বরূপ। যিনি যে বর্ণে জাত হইয়া থাকুন না কেন, হরিভজন আরম্ভ করিয়া দেওয়াই সদ্যুক্তি। ভজনস্পৃহা প্রবল থাকিলে বর্ণাশ্রমপ্রবৃত্তি বাধা দিতে পারিবে না। আবার ভজন চেষ্টার উদয় না হইলে বর্ণবিশেষে বা আশ্রম-বিশেষে থাকিয়া সুবিধা হইবে না। হরিভজন-হীন সন্ন্যাসে মর্কটবৈরাগ্য হইয়া দাঁড়াইবে, হরি-ভজনপূর্ণ গৃহও গোলোক। তাই গৃহস্থধর্ম্ম পালন করাই আমাদের চরম কৃত্য হইয়া গেল—তাহাও নহে। সন্ন্যাসী হরিভজন করিলে তিনি [illegible] করিয়া থাকেন, তিনি জগতের গুরু।

—

দুই একটী কথা

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বয়ং-প্রকাশ—সেবক-ভগবান্। তিনি অভিন্ন শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার অবতার। তাঁহার কৃপালোকে অনাদি কালের অজ্ঞান অন্ধকাররাশি বিদূরিত হইলে জীবহৃদয় শ্রীগোবিন্দের বিশ্রামস্থলে পরিণত হয়। বস্তুনাশের সাহায্যে যেমন দেহের অন্তর্নিহিত রোগবীজ নষ্ট হয় [illegible] সেইরূপ আরোগ্য লাভ করে, সেইরূপ অন্যাভিলাষিতা ও জ্ঞানকর্ম্মদ্বারা আবৃত ভবরোগের সকল প্রকার রোগ ও রোগের বীজাণু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার উজ্জ্বল আলোকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া চেতনের ভূমিকায় নিত্যকাল অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ করে। চেতনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাবসম্পদে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধত্ব ও অপারত্বের উপলব্ধি হইতে থাকে। কৃপা-লোকে উদ্ভাসিত এই উপলব্ধি ক্রমবর্দ্ধনশীল, অচেতনের স্তব্ধতা ইহাতে নাই। চিন্ময় মনুষ্যজীবনের ইহাই চরম ও পরম সৌভাগ্য। জাগতিক [illegible] কাহারও [illegible] এই সৌভাগ্য লাভ হয় না। একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ নিজজনের কৃপাতেই জীব এই অতুল, অনন্ত, অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন।

জাগতিক সকল বস্তুই নশ্বর, অস্থায়ী, হেয়তাযুক্ত। বিষয় দ্বারা অথবা আধ্যাত্মিক চিন্তাস্রোতে নিমজ্জমান থাকাকালে কিছুতেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত দর্শনলাভ হয় না, অবিদ্যা-অন্ধকারে যে চক্ষুদ্বারা যে দর্শন, তাহাতে মায়িকদর্শন বা জড়দর্শন মাত্র হয়। কেবল নিজেকে সেবক বলিয়া উপলব্ধি হইলে সেবোন্মুখ সেবাভূমিকায় তাঁহার দর্শনলাভ হয়। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানীর অভিমানের [illegible] বা ত্যাগ-ভূমিকায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনের সম্ভাবনা কোনকালেই নাই।

———

নিজের বল-চেষ্টা ছাড়িয়া দিলে [illegible] ভজনবাধক কাম ও [illegible] দূর হয় [illegible] কৃপালোকে [illegible] লাভ হয়। [illegible] ভজনের সাধ্য ও নিত্যবাধ্য [illegible] শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন—'আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে'। [illegible] সেবক-ভগবানের বৈশিষ্ট্যই [illegible], কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা ছাড়া আর গতির পথ নাই। [illegible] কিঙ্করাকিঙ্কর, দাসানুদাস—ইহাই [illegible] স্বরূপ। যতদিন ইহা উপলব্ধি না হইবে ততদিন ভোক্তৃত্ব অভিমান [illegible] কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না, [illegible] পাদপদ্ম [illegible] হইবে না।

ঐ ধামে বিরহমহোৎসব

——::[*]::——

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরে [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible] বিরহ-মহোৎসব [illegible] নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

[illegible] নির্দ্দেশানুসারে মঙ্গলারাত্রিকালে [illegible] বন্দনা, [illegible] ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর [illegible] শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী [illegible] হইতে [illegible] নির্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ ও [illegible] করেন। [illegible] পর মহাজন-পদাবলী [illegible] কীর্ত্তন হইলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] গ্রন্থ পারায়ণ আরম্ভ হয়।

অপরাহ্নে গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে উপদেশক পণ্ডিত [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] বি-এ [illegible] অপার মহিমার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া [illegible] গ্রন্থ হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য উপদেশাবলী ও প্রবন্ধের সাহায্যে সরল ও সহজ ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে [illegible] আচার্য্যদেব দৈন্যভরে [illegible] ও [illegible] কথা [illegible] আলোচনা করিয়া [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে [illegible] এক ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। [illegible] আচার্য্য [illegible] ও শ্রীনামের [illegible] পরমানন্দিত ও [illegible] হন।

[illegible] আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] উচ্চৈঃস্বরে [illegible] হয়। তৎপরে [illegible] বিতরণ করা হয়।

[illegible] ১০ ঘটিকা হইতে [illegible] ঘটিকা [illegible] [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:[:]:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৪০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় চন্দ্রগ্রহণ

গত শুক্রবার রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ ঘাটগুলিতে স্নানার্থী নরনারীর বিশেষ ভীড় পরিদৃষ্ট হয়। গত কয়েক দিবস হইতেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পুণ্যকামী নরনারীরা ট্রেণ ও বাসযোগে সহরে আসিতে থাকে। রাত্রি এগারটা ১৭ মিনিটের সময় রাহু চন্দ্রকে স্পর্শ করিবার বহু পূর্ব্বেই গঙ্গার ঘাটে যাইবার রাস্তাগুলি লোকে লোকারণ্য হইয়া যায় এবং ১২টা ২৭ মিঃ পর্য্যন্ত যাত্রীরা স্নান করিতে থাকে। স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে।

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের গ্রন্থাবলী

বাঙলা সরকারের প্রকাশিত পুস্তকাবলী নানা বিষয়ক। নানাপ্রকার নিয়মাবলী নির্দ্দেশাদি, পরীক্ষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি, সার-সংগ্রহ (ম্যানুয়েল), সকল বিভাগীয় বিবরণ (রিপোর্ট) শিক্ষাবিষয়ক দীর্ঘ সংগ্রহ (সিলেবাস), ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণী, শিল্প-সম্পর্কিত তথ্যাদি ও নানা প্রকার পুস্তিকা, ব্যবস্থা-পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকলাপ, ব্যবহারশাস্ত্র সংহিতা (কোড) প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যের পুস্তকাদি প্রাপ্তব্য।

গভীর রাত্রির ভূতের উপদ্রব

হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ২০শে আগষ্ট সেকেন্দ্রাবাদে পুরাতন সিপাহী ব্যারাকের সন্নিকটবর্ত্তী মহল্লায় নববিবাহিত একটি দম্পতি শ্বেতবসনবৃতা, নারীর বেশধারিণী একটি ভূতের আবির্ভাবহেতু বিশেষ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাপারে ঐ মহল্লায় গুরুতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, রাত্রি ৮টার পর শেষ রাত্রি ৩টার মধ্যে ভূতের আবির্ভাব ঘটে ; তৎপূর্ব্বে অকস্মাৎ ক্রন্দনরোল উত্থিত হয় ও নববিবাহিতা যুবতীকে শয়নকক্ষের বাহিরে আসার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়া থাকে।

তাহার স্বামী একজন চিকিৎসক। তিনি ভূতের নিকটে যাওয়ার জন্য বারবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলেই উহা পিছু হটিতে থাকে ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত কথার প্রয়োজন আছে জানাইয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিতে বলে। ভীত দম্পতী একজন মুসলমান উলেমার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি এ ভূত ধরিয়া একটি বোতলে ভরিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভূতকে ধরিয়া দেবার জন্য কয়েকজন চিকিৎসক ঐ স্থানে উপস্থিত থাকার বাসনা জানাইয়াছেন।

নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউঃ কংগ্রেস

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আফিসে কমরেড মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে উক্ত কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিলের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আগামী কলিকাতা অধিবেশনের জন্য প্রাথমিক বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে একটি অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। সোভিয়েটের যুদ্ধ সোভিয়েটের পক্ষে শ্রমিক মনোভাব গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বাঙলার কারখানা শ্রমিকদের একটি সাধারণ সম্মেলনের আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করার জন্য পদাধিকার বলে সদস্য-গ্রহণের ক্ষমতাসহ জয়েণ্ট সেক্রেটারী হিসাবে কমরেড গোপাল হালদার ও শিবনাথ ব্যানার্জ্জীকে এবং সভায় যে সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

আমেদাবাদে শ্রমিক-বিরোধ

এক পক্ষকাল পূর্ব্বে বয়নশিল্প শ্রমিক সমিতি যে নোটিশ দিয়াছিলেন, পৃথগ্ভাবে মিল সমূহ কিম্বা মিলমালিক সমিতি তাহার কোনও উত্তর না দেওয়ায় বয়নশিল্প শ্রমিক সাম্ভ সালিশের নিকটে শতকরা ২৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধির দাবী জানাইয়াছেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিবার জন্য তাঁহারা ১২ই সেপ্টেম্বর দিন ধার্য্য করিয়াছেন। এই বৎসরের প্রারম্ভ হইতে মিলসমূহের যথেষ্ট লাভ হওয়ায় শ্রমিক সমিতি ইতোমধ্যে শতকরা ২৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধির অনুকূলে শ্রমিক অঞ্চলসমূহে প্রচারকার্য্যের জন্য সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব বিল

কয়েক প্রকার অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব সম্পর্কে ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধের সুব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙলা সরকার শীঘ্রই আইন-সভায় একটি বিল উত্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় বিলের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৪ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৩শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৯ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ১৫৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ পদ্মনাভ স্থাণু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫৫

সজ্জন—কৃপালু

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত)

হরিবিমুখ জীবগণ অনেক সময় সজ্জনের লক্ষণ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ নিজ অনর্থময় দর্শনে সজ্জন শব্দের অনুরূপ লক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সজ্জন-লক্ষণ যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন, তাহা এই,—

(১) অকৃতদ্রোহ, (২) কৃপালু, (৩) সত্যসার, (৪) সম, (৫) নির্দ্দোষ, (৬) বদান্য, (৭) মৃদু, (৮) শুচি, (৯) অকিঞ্চন, (১০) সর্ব্বোপকারক, (১১) শান্ত, (১২) কৃষ্ণৈকশরণ, (১৩) অকাম, (১৪) নিরীহ, (১৫) স্থির, (১৬) বিজিতষড়্ গুণ, (১৭) মিতভুক্, (১৮) অপ্রমত্ত, (১৯) মানদ, (২০) অমানী, (২১) গম্ভীর, (২২) করুণ, (২৩) মৈত্র, (২৪) কবি, (২৫) দক্ষ, (২৬) মৌনী।

বৈষ্ণবের প্রথম লক্ষণ, তিনি কৃপালু। শ্রীগৌরহরি সজ্জনের উপাস্য এবং কৃপালুগণের মূলাধার ও মূলপুরুষ। গৌরবিমুখ জন কখনই যথার্থ কৃপালু বা অপর পঞ্চবিংশ গুণের অধিকারী হইতে সমর্থ হন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ

যাঁহার ভগবানে অপ্রাকৃত ভক্তি বা সেবনপ্রবৃত্তি আছে, তিনি সকলগুণের অধিকারী। যিনি হরিসেবাবর্জ্জিত, তাঁহার মহদ্গুণ কি প্রকারে থাকিতে পারে? সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্তরথ হরি ব্যতীত অন্য অস্থায়ী বাহ্য বস্তুপ্রাপ্তির উদ্দেশে বিষয়সেবনমার্গে ভোগপ্রবৃত্তিতে ধাবমান হইতেছে, সুতরাং হরিবিমুখজনে গুণের আভাস দেখা গেলেও ঐ গুণগুলি নিত্যকাল তাঁহাতে থাকে না, কালে গুণসমূহ দোষে পরিণত হয়।

দয়ানিধি শ্রীগৌরহরি কৃপা-সমুদ্র। তাঁহার শুদ্ধসেবকগণেই কৃপালুতা লক্ষণ আছে এবং অন্যে কৃপালুতার ছায়া দেখা গেলেও তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সত্য সত্যই নিষ্ঠুরতা মাত্র। গৌরসুন্দর দয়ানিধি বলিয়া নয় প্রকারে জীবকে দয়া করিয়াছেন। দয়ানিধির দয়া পাইয়া শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী সেগুলি শ্লোকাকারে রচনা করিয়াছেন। এই গৌরহরির দয়া অপ্রাকৃত, পূর্ণ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, চৈতন্যরসময়ী, সুতরাং কোনপ্রকারে জীবের মন্দ উদয় করাইতে পারে না।

১। বদ্ধজীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাচ্ছাদন ও জ্ঞানাবরণরূপ তিন শ্রেণীর দুঃখের ধূলিতে নিজের কল্যাণ ভুলিয়া গিয়া গৌরপদাশ্রয় ছাড়িয়া গৌরবিমুখ হইয়াছে। দয়ানিধি গৌরহরি তাঁহাদিগের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাদের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক খেদত্রয়রূপ ধূলি সহজে উড়াইয়া দিয়া স্বীয় ত্রিতাপনাশিনী চরণসেবা প্রদান করিয়াছেন।

২। বদ্ধজীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাবরণ, জ্ঞানাচ্ছাদনরূপ ত্রিবিধ মলযুক্ত। প্রাকৃত জগতে মহাজন বা আদর্শস্থানীয় ত্রিবিধ মলবাহক বদ্ধজীবের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর হইয়া নিজ নিজ মলভারে জীবকে বিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকারোচিত শাসনে যে সকল শাস্ত্র বা শিক্ষক বদ্ধজীবকে হস্তের মধ্যে পাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিচার-নৈপুণ্যে স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ প্রাকৃত মর্য্যাদায় আচ্ছন্ন করিয়া হৃদয়কে বিবাদ-সঙ্কুল করিয়াছেন। দয়ানিধি গৌরহরি শিক্ষক বা শাস্ত্রসম্প্রদায়ের যাবতীয় বিবাদ নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জানাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় বিবাদে আচ্ছন্ন থাকিলে জীবের কখনই নিজের প্রতি দয়া করা হইবে না। গৌরহরিকে দয়ানিধি জানিলেই সকল শাস্ত্রের বিবাদ মিটিয়া যায়।

(৩) বদ্ধজীব শুদ্ধভক্তি আশ্রয় কর, তাহাতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হইবে। কৃষ্ণের সেবাই জীবের নিত্যানন্দ। সেবনধর্ম্ম প্রাকৃত বস্তুতে উদ্দিষ্ট হইলে জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ হয়। ঐগুলি ত্যাগ করাবার পরামর্শই গৌরহরির দয়া। পরমার্থে ভক্তি-ব্যতীত অন্য পথ নাই, ইহার সম্যগ্ ধারণা-চেষ্টাই অমন্দোদয়া দয়া।

(৪) কৃষ্ণসেবা করিলেই জীবাত্মা প্রাকৃত মল হইতে নির্ম্মল হন।

(৫) মায়া-সেবাকে দুঃসঙ্গ জানিয়া তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক সজ্জনসহ কৃষ্ণসেবা করিলেই জড়রস নিবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রস লাভ করেন।

(৬) জড়ভোগতাৎপর্য্যপর জড়রস-বর্জ্জিত হইলে কৃষ্ণভক্তিরসোদয়ে ভক্ত সমৃদ্ধ হন।

(৭) কৃষ্ণের অভাবজনিত খেদধূলি উড়িয়া গেলে নির্ম্মল শুদ্ধ সেবক কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আমোদিত হন।

(৮) শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইলে কৃষ্ণতত্ত্ব-রসোদয়ে হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আনন্দে উন্মত্ত হন।

(৯) কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবন করিতে করিতে হিংসাদিশূন্য হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণভাব-সন্দর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণমাধুর্য্য-মর্য্যাদায় সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের দাসগণ দয়ানিধি নিজ মহাপ্রভুর নিকট এই নবপ্রকার দয়া পাইয়া এইরূপ কৃপাময়। সুতরাং ভক্ত নিজ স্বভাব হইতেই কৃপালু। তিনি কৃপাহীন হইলে দয়ানিধি গৌর তাঁহাকে নিজগণে স্বীকার করেন না।

কেহ নিষ্ঠুর হইয়া মনে করিতে পারেন, শ্রীগৌরহরি অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীকে সর্ব্বোত্তম স্বীকার না করিয়া একমাত্র হরির শুদ্ধসেবকগণকে দয়া করিলেন কেন? ভক্তিহীন জনের দুর্ব্যবহার অনুমোদন করিলেন না কেন? ইহাতে কি তাঁহার দয়ানিধি নামে দোষ স্পর্শ করে না? প্রাকৃতসহজিয়া, যাহারা মুখে দয়ানিধি গৌরের অনুগত, দয়াল-নিত্যানন্দের অনুগত, দয়ার্ণব ঠাকুর নরোত্তমের অনুগত, মূর্ত্তিমান্ দয়াময় বৈষ্ণবঠাকুরের অনুগত বলিয়া প্রবাদ [illegible] কপটতার সাহায্যে স্বার্থপ্রচারে নিপুণ, তাহারা পূর্ব্বোক্ত নয় প্রকার দয়ার কোন অংশ পাইল না কেন? [illegible] যাইতে পারে যে, তাহারা পুষ্ট করিবার [illegible] ভগবান্ ও ভক্তকে কৃপাময় বলিয়া [illegible] করিতে প্রস্তুত হন। তিনি নিজ সাধনমূল [illegible] স্বার্থকই কেবল দয়া বলিয়া জানিয়াছেন। যে তাঁহার [illegible] করিবে, তিনিই কৃপালু, ভক্ত নহেন, ভগবান্ নহেন। তাঁহার [illegible] গৌরহরি ভগবান্ নহেন, পরন্তু বিলাসসহায় ক্রীড়া-পুত্তলিমাত্র। কিন্তু সজ্জন কৃপালু। সজ্জন

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

Regd. No. C 1544

বিবিধ সংবাদ

কৃষিজাত আয়ের উপর ট্যাক্স

কলিকাতার কাগজে প্রকাশ, ওয়াকিবহাল মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক এক অধিবেশনে এই প্রদেশের কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্যের উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই সরকারী-ভাবে প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইবে। আরও জানা গিয়াছে যে, উক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে গভর্ণমেণ্ট ৫০ লক্ষ হইতে এক কোটী টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব বাবদ পাইবেন। স্থির হইয়াছে যে, যে সকল ষ্টেটের আয় ২০০০৲ টাকার কম, তাহাদের উপর এই বিল প্রযোজিত হইবে না।

স্মরণ থাকিতে পারে, বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশনের সদস্যগণ ভূমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার জন্য জোর সুপারিশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁহারা নানা কারণে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। এই ব্যাপারে স্পেশ্যাল কর্মচারীও কমিশনের সুপারিশে সায় দিয়াছেন।

অতঃপর সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং একটি বিলের খসড়া রচনার জন্য গভর্ণমেণ্ট একজন কর্মচারীকে নিয়োজিত করেন।

প্রকাশ যে, মন্ত্রিসভার যে অধিবেশনে বিলটি অনুমোদিত হয়, স্বয়ং গবর্ণর তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই বিলটি উত্থাপিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

রাজশাহী জেলায় সংস্কার কার্য্য

রাজশাহী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত চরঘাট থানার অধীন আরাণী ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় নিম্নলিখিত পল্লীমঙ্গল সমিতিসমূহে গত জুন মাসে যে পল্লীসংগঠন-কার্য্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

বেড়েরবাড়ী পল্লী উন্নয়ন সমিতি বেড়েরবাড়ী হইতে হরিপুর পর্য্যন্ত আধ মাইল লম্বা একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং বেড়ের বাড়ী হইতে আরাণী পর্য্যন্ত যে এক মাইল দীর্ঘ রাস্তা গিয়াছে, তাহা সংস্কার করিয়াছে।

হরিপুর ও বেড়েরবাড়ী পল্লী-উন্নয়ন সমিতি হরিপুর হইতে আরাণী পর্য্যন্ত যে তিন মাইল লম্বা একটি পুরাতন রাস্তা আছে, তাহার সংস্কার সাধন করিয়াছে। খোর্দ্দা বাউসা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি খোর্দ্দা বাউসা হইতে আরাণী পর্য্যন্ত যে পুরাতন রাস্তা গিয়াছে, তাহার স্থানে স্থানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমিক দ্বারা সংস্কার সাধন করিয়াছে।

চকসিঙ্গা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি আধ মাইল লম্বা একটি রাস্তার সংস্কার করিয়াছে এবং রুস্তমপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি রুস্তমপুর সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে শুভাবাড়ী গ্রাম পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার সিকি মাইল মেরামত করিয়াছে

চক সোনাদহ পল্লী-উন্নয়ন সমিতি উক্ত স্থানের নৈশবিদ্যালয়ের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

গত জুন মাসের ২৮ তারিখে রাজশাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আরাণী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত একটি পল্লীসংগঠন সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় ১০০০ লোক যোগদান করিয়াছিল। উক্ত ইউনিয়নের অধিবাসিগণ পল্লীসংগঠন এবং নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষাদানব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। তারপর সরকারপ্রদত্ত সাহায্য হইতে ক্রীত কতকগুলি আলো এবং নিরক্ষর বয়স্কদিগের পড়িবার উপযুক্ত কিছু প্রাথমিক পুস্তক উক্ত সভায় বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

খুনের মামলা

ঢাকার একষ্ট্রা এডিঃ ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মি. আর, এস. টি জন আই, সি, এস ঢাকা নগরীর সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হইতে উদ্ভূত এক খুনের মামলার শুনানী ১৯শে আগষ্ট হইয়াছে। তাহার আসামী হইতেছে হবিব এবং কাদির। মামলায় আরোপিত হইয়াছে যে ঢাকা দাঙ্গার দ্বিতীয় অংশে গত ১৩ই দ্বি-প্রহরে যখন আশুতোষ সরকার সোনাইগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে রেলওয়ে লাইন ধরিয়া আসিতেছিল তখন আসামী হবিব ও কাদির যথাক্রমে ছোরা ও লোহার ডাণ্ডা লইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। আসামী হবিব আশুতোষকে আক্রমণ করিয়া ছোরা মারে এবং উভয় আসামীই দৌড়াইয়া যায়। আশুতোষ মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার পরই মারা যায়। বাদিপক্ষে তিনজন সাক্ষীর জবানবন্দীর পর মামলা স্থগিত রাখা হয়।

———

৬ জন আসামীর প্রতি কঠোর দণ্ডাদেশ

গুর্জ্জর দাঙ্গা সম্পর্কে গোয়েন্দা মামলায় ৬ জন আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে এবং অপর ৩২ জন আসামীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৫ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৪শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১০ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, বুধবার { ১৫৭ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পদ্মনাভ ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

আনুগত্যই সেবা

——::(*)::——

ভগবান্‌কে লাভ করিবার উপায় কি? মনোধর্ম্মী জগৎ এ সম্বন্ধে নিজ নিজ মনঃকল্পিত কত কথাই না বলিয়া থাকে। মন বড় বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কেহ যেন নিজের বিশ্বাসঘাতক মনকে এবং সেই মনের যাহারা বশীভূত, সেই মনোধর্ম্মী জগতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে বিশ্বাস করেন, নতুবা হিতে বিপরীত হইবে। আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি ভক্তির দ্বারা শ্রীহরি যেরূপ তুষ্ট হন, অন্য কোন বস্তুর দ্বারা সেরূপ তুষ্ট হন না। ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করায়। ভগবান্ ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হন। ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি কেহই জীবকে স্বতন্ত্রভাবে ভগবানের পাদপদ্মে লইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু ভক্তি নিরপেক্ষা ও স্বতন্ত্রা। তিনি কাহারও কোন অপেক্ষা করেন না। সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। এই সেবা কাহাকে বলে? অনুকূল-অনুশীলনের নামই সেবা। প্রতিকূল-অনুশীলন সেবা নহে। এক কথায় আনুগত্যই সেবা। যেখানে আনুগত্য নাই, সেখানে সেবাও নাই। জয়-বেষাদিময় প্রতিকূল-অনুশীলনে আনুগত্য না থাকায় তাহা সেবাপদবাচ্য নহে। অনুগতই সেবক এবং আনুগত্যই সেবা। 'ভগবৎসন্দর্ভে' শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"তস্মাত্তোপায়ো হি তদনুগতিরেব।" অর্থাৎ ভগবানের আনুগত্যই তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়। সেই আনুগত্য কিরূপ? "সা চ কায়িক-বাচিক-মানসাত্মিকা ত্রিবিধৈবানুগতিরুচ্যতে।" অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। এই ত্রিবিধ আনুগত্যের যে কোন একটীর অভাব হইলে সেখানে শুদ্ধা সেবা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বপ্রথমে আমাকে অনুগত বা শরণাগত হইতে হইবে। আমি অনুগত না হইলে আমার কায় মন ও বাক্য কখনও অনুগত হইতে পারে না। সেইজন্য হরিভজনে আপনজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া কেবল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে মত্ত থাকিলে হরিভজনের আশা কম। ভক্তিই ভগবানের সহিত জীবের যোগসূত্র। ভক্তি আকর্ষণময়ী প্রীতিময়ী, আনন্দময়ী ও ক্রিয়াময়ী। সেখানে নিরানন্দ, জড়ানন্দ বা নিষ্ক্রিয়ভাব নাই। যেখানে নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা জড়তা-ভাব, সেখানে ভক্তি নাই। ভক্তি উল্লাসময়ী। ভক্তিতে প্রিয়ত্ব-বোধ আছে। প্রিয়ের সেবা সুখরূপা। সুতরাং ভক্তিতে যে ক্লেশের লেশমাত্রও নাই তাহা বলাই বাহুল্য। ভক্তি ক্লেশকর নহে, তাহা ক্লেশঘ্নী বা ক্লেশনাশিনী। সেবা করিতে গিয়া যেখানে ক্লেশবোধ হয়, সেখানে প্রিয়ত্ববোধ, আপনজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান হয় নাই জানিতে হইবে। প্রীতি বা ভক্তির লক্ষণই এই যে, তাহা প্রিয়ের সুখের জন্য নিজসুখকেও জলাঞ্জলি দেয় এবং প্রিয়ের সুখেই নিজের সুখানুভূতি করায়, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের সুখ ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে সেখানে নিজ-সুখবাঞ্ছা থাকে না। সেইজন্যই ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,

> পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু এখন,
> সেবাসুখ পেয়ে মনে।
> আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
> কি কাজ অপর ধনে॥
> তোমার সংসারে, করিব সেবন,
> নহিব ফলের ভোগী।
> তব সুখ যাহে, করিব যতন,
> হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
> তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
> সেও ত' পরম সুখ।
> সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম-সম্পদ,
> নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥

নিজসুখবাঞ্ছা বা শান্তিপ্রয়াস ভক্তি নহে। ভক্তিতে ভোক্তাভিমান বা ভোগবুদ্ধি নাই। ভক্ত কোন ব্যক্তিকে বা কোন বস্তুকে নিজ ইন্দ্রিয়ভোগ্য মনে করেন না। সেই গুরুদাস নিজে সতত গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবায় রত। সুতরাং অন্যান্য বস্তুকেও তিনি তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত দেখিতে পাইলেই সুখ অনুভব করেন। গুরুর হইয়া—নিজেকে গুরুর ভৃত্যানুভৃত্য জানিয়া সতত কায়মনোবাক্যে গুরুর অকপট আনুগত্যই প্রকৃত ভগবৎসেবা। গুরুর সুখেই কৃষ্ণের সুখ। ভগবান্ যাঁহার বশীভূত, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করাই গুরুর নিত্যসঙ্গী শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করা। যেখানে গুরু, সেইখানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই গুরু। এইরূপ গুরু-প্রতীতিমূলে নিরন্তর গুরুবৈষ্ণবভগবানের সুখবিধানে তৎপরতা বা তন্ময়তাই ভক্তি। সেব্যের সেবা ব্যতীত সেবকের কোনরূপ স্বসুখ-বাঞ্ছা নাই। যেখানে ইহার বিপরীত আচরণ দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত ভক্তি নাই জানিতে হইবে। ভক্তরাজ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীরূপ ভোগান্ তজ্জন্য প্রেমানন্দানপি গৃহান্ তদুচিত-বিবিক্তস্থলমপি নৈরপেক্ষ্যেণ—শ্রীগুরুসেবৈব সুখেন সর্ব্বাণ্যেব সাধ্যানি ভবন্তীত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ।" অর্থাৎ গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ আত্ম-প্রসাদ বা তজ্জন্য প্রেমানন্দ অর্থাৎ নির্জ্জন-ভজনানন্দ, এমন কি, তদুচিত নির্জ্জন-বাসাদিকেও কখনও অপেক্ষা করেন না। শ্রীগুরুসেবারূপ সুখের দ্বারাই সর্ব্বসাধ্য সিদ্ধ হয়।

ভক্তি অব্যভিচারিণী। তাহাতে ব্যভিচার নাই বা একান্তিকতার অভাব নাই। অন্যাভিলাষই ব্যভিচার, আর কৃষ্ণতোষণতৎপরতাই ভক্তি। ভক্তিমান্ ভক্তের প্রকৃতিতে যোষিৎ বা ভোগবুদ্ধি নাই। অভক্ত প্রকৃতিতে বিমোহিতচিত্ত হইয়া প্রকৃতিকেই ঈশ্বরী বা ভোগ্যা জ্ঞান করে, কিন্তু আমাদের পরম-হিতবাদিনী শ্রুতি বলেন,—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং।' অর্থাৎ এই বিশ্ব ভগবানের সেবোপকরণ। জীব ভগবদুচ্ছিষ্টদ্বারা তাঁহার সম্মান ও সেবা করিতে পারেন মাত্র, বিশ্ব জীবের ভোগভূমি নহে। বিবর্ত্তক্রমে ইহাকে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু মনে করিলে মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের ন্যায় কেবল অধিকতর পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লেশ

জীবাত্মার পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাব এবং তজ্জন্য সর্ব্বত্র কৃষ্ণানুসন্ধান- চেষ্টাই জীবাত্ম-স্বরূপের স্বাভাবিক বা সহজ ধর্ম্ম।

——

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত - হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

হাওড়া কোর্টে বন্যার্ত্ত ক্ষুধিতদের অভিযান

গত ২৫শে আগষ্ট সোমবার হাওড়া জেলার অন্তর্গত উত্তর ঝাঁপড়দহ, দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ, রাজাপুর, মহিষগোট, চকবারি, মার্ণা, পার্ব্বতীপুর, ভবানীপুর, হাঁটাল প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে প্রায় দেড় সহস্র বন্যার্ত্ত চাষী ও ক্ষেত-মজুর "আমাদের অন্ন অথবা কাজের ব্যবস্থা করা হোক, বন্যা নিবারণের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হোক"—ইত্যাদি ধ্বনি করিতে করিতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হাওড়া কোর্টে হাজির হয় এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

ইহারা পূর্ব্বেও বহু আবেদন-নিবেদন জানাইয়াছে কিন্তু তৎসম্পর্কে কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উহাদের সাক্ষাৎ সাথে সাক্ষাৎ না করিয়া উহাদের মধ্য হইতে প্রতিনিধিকে ডাকিয়া পাঠান। প্রতিনিধিরা তাহাদের দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা করে এবং উহার স্থায়ী এবং আশু প্রতিকার প্রার্থনা করে। প্রতিনিধিরা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নিম্নলিখিত দাবীগুলি পেশ করে:—(১) অবিলম্বে কাজের অথবা খাদ্যের ব্যবস্থা করা হোক, (২) যাহাতে অবিলম্বে সমস্ত মাঠের জল নিকাশ হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা হোক (৩) অন্ততঃ এক বৎসরের খাজনা ও ট্যাক্স মকুব করা হোক, (৪) কৃষি-ঋণ ও জোরে ধান চাষের ব্যবস্থা করা হোক।

ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের দাবী সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন

সীসকের বিষ-ক্রিয়া

বাঙ্গলা সরকারের কেমিক্যাল এক্জামিনার রায় বাহাদুর কে এন, বাগচী নারী ও শিশুদের মধ্যে সীসকের বিষদোষ সংক্রমণ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, নরদেহ হইতে নির্গত মলমূত্রাদি এবং দেহরক্ত ও কেশ প্রভৃতির মধ্যে সঞ্চিত সীসক সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এই তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে, হিন্দু মহিলাদের বিশেষ করিয়া বিবাহিতা হিন্দু মহিলাদের চুলের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে সীসক সঞ্চিত হয়। যে সকল স্ত্রীলোকের কেশাভ্যন্তরে সঞ্চিত সীসকের পরিমাণ বেশী, তাহাদের মলমূত্রেও বেশীরভাগ সীসক দেখা যায়। পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, বিবাহিত হিন্দু রমণীর ব্যবহৃত সিন্দুর সীসক-দোষ সংক্রামণের কারণ। খাঁটি সিন্দুর অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য; উহার নাম "রেড কম্বাইণ্ড অব-মার্কারী"। একমাত্র চীনদেশ হইতে উহা আমদানী হয়। উহার নাম 'চীনা সিন্দুর'। অন্যান্য মার্কার সিন্দুরের যেগুলি সৌখিন মহিলাদের জন্য গন্ধযুক্ত করিয়া বিক্রীত হয়, কৃত্রিম সংশ্লেষণে প্রস্তুত লাল রং মিশ্রিত লোহিত বর্ণ সীসক ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। সীসক মিশ্রিত চুলের কলপ, অঙ্গলেপ, অভ্যঞ্জন ও চর্ব্বিযুক্ত মুখরঞ্জন ব্যবহারফলে সীসক বিষ সংক্রমণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা সুগন্ধ তৈল ব্যবহার করেন, তাঁহাদের ললাটস্থ সিন্দুরের সহিত তৈল বা চর্ব্বি মিশিয়া "লেড-সোপ" নামক একপ্রকার চটচটে পদার্থ গঠিত হয় এবং সিঁথীর উপচর্ম্ম কোমল ও দুর্ব্বল হওয়ায় তাহার মধ্য দিয়া সীসক বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন আরও অন্যান্য রূপে সীসক বিষ প্রবিষ্ট হইতে পারে। মাতৃদেহে বিষ প্রবিষ্ট হইলে তাহা তাহাদের স্তন্যপায়ী শিশুদেহে অনায়াসেই সংক্রামিত হইতে পারে।

বন্যা ও দুর্ভিক্ষ সাহায্যে ছাত্রগণ

গত ২৪শে আগষ্ট কলিকাতার ছাত্রগণ কর্ত্তৃক "বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-দিবস" প্রতিপালন করিয়া স্বদেশের দুর্ভিক্ষ ও বন্যা প্রপীড়িত অঞ্চল সমূহের অধিবাসীদের সাহায্যার্থ অর্থ-সংগ্রহের প্রচেষ্টার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ছাত্রদের ঐ মহতী প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিয়া তাহাদের প্রতি উৎসাহ ও প্রশংসার বাণী জ্ঞাপনে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। ছাত্রদের প্রচেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই।

বিদেশে ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা

ভারতের কাপড়ের কলসমূহ প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে ক্রমান্বয়ে কাপড়ের বড় বড় অর্ডার পাইতেছে। গত জুলাই মাসে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত অর্ডারের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে দুই কোটি আশি লক্ষ গজের উর্দ্ধে। সংবাদটি ভারতের পক্ষে আশা ও প্রীতিপদ সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতে বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের স্থান কোথায় তাহা জানা যায়। বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের উৎপাদন যে তাহার নিজ দেশের চাহিদা মিটাইতেও অপ্রচুর, তাহাতে তাহাদের পক্ষে বিদেশের চাহিদা মিটাইবার আশা সুদূরপরাহত। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির পশ্চাৎপদ থাকাই ত বাঙ্গলার আর দুর্ব্বহ অর্থসঙ্কট।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৬ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৫শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১১ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার | ১৫৮ তম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::[*]::—

হরিভজনই পরম প্রয়োজন—এরূপ বিচারকারী ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দুর্গতি বুঝ্তে পারেন। হরিভজন কর্‌লে নিত্যজীবন লাভ হয়। যাঁ'রা হরিভজন করেন, তাঁ'রা মরেন না। ভক্তের কামক্রোধাদি রিপু থাকে না। হরিভজনের প্রবৃত্তি থাক্‌লে ইন্দ্রিয় ও বিষয়কে জোর ক'রে দমন কর্‌বার চেষ্টার দরকার নেই, যেহেতু অকপটে হরিভজন আরম্ভ হ'লে ভগবৎকৃপায় ইন্দ্রিয়ের বিষদাঁত সহজেই ভেঙ্গে যায়।

পরিক্রমণের দ্বারা শ্রীঅর্চ্চার পাদসেবন-রূপা উপাসনা হয়। তীর্থ-পরিভ্রমণে বাস্তব বস্তুর কথার শ্রবণ, বাস্তবসত্যের রূপদর্শন, গুণবৈশিষ্ট্য-শ্রবণ প্রভৃতির সুযোগ লাভ হ'য়ে থাকে। আমরা যখন নিত্যমুক্ত ভূমি এখনও লাভ করি নাই, তখন বদ্ধ অবস্থায় আমাদের সাধনের একান্ত আবশ্যকতা আছে। নববিধা ভক্তিই সাধন। নিরন্তর ভগবৎ-স্মৃতি শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে নিত্যকাল উদয় করার জন্যই শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা সাধনভক্তির আবশ্যকতা। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে হেলা করা উচিত নয়। এতদ্ব্যতীত মঙ্গল নেই। শুদ্ধভক্ত-সঙ্গক্রমেই শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ প্রবৃত্তি লাভ কর্‌বে।

আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র ক'রে বৈদ্যুতিক চক্রের ন্যায় নবধাভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য চক্রাকারে নিরন্তর কর্‌তে হ'বে। এরূপ নবধাভক্তির currentএর মধ্যে প'ড়ে থাক্‌লে আপনারা অমঙ্গলের অবস্থা হ'তে মুক্ত হ'য়ে হরিসেবার অধিকার পা'বেন। যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গের কেন্দ্রে আত্মনিবেদনকে রাখ্‌তে হ'বে। হৃদয় যখন ঐ আত্মনিবেদনের বিচারে ভরপূর হ'বে, তখন নবদ্বারবিশিষ্ট শরীর ভোগের দিকে আর যা'বে না, তখনই আমাদের নিত্য পরম বাস্তব মঙ্গলের উদয় হ'বে।

ভাল খাওয়াতে নিজেরই বেশী ক্ষতি হয়। অপরের তাহাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা অর্থাৎ হরিভজনের বাধা সৃষ্টি করা হয় না, কিন্তু ভাল পরাটা বেশী অপরাধ। অপরের চক্ষুই লোকে ভাল পরে। অপরের চক্ষুরিন্দ্রিয় ও কর্ত্তা মনকে হরিভজন হইতে ছুটি করানই ভাল পরার উদ্দেশ্য। গ্রাম্যবার্ত্তা শুনিলে ভাল খাওয়ার চেয়েও নিজের অমঙ্গল বেশী হয়, আর গ্রাম্যবার্ত্তা বলিলে ভাল পরার চেয়েও বেশী অসুবিধা অপরের করা হয়। কোন ভাল না খাইলে আর ভাল না পরিলে নিজের বা অপরের অমঙ্গল করা যদি কিছু নাও হয়, তাহা হইলেও মঙ্গলও কিছু হয় না। কেবলমাত্র গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিলে বা না বলিলে নিজের বা অপরের অমঙ্গল হয় না, মনে হয়, কিন্তু গ্রাম্যবার্ত্তার in substitution কোন ভাল কথা—উঁচু কথা না বলিলে বা না শুনিলে অর্থাৎ চুপ্ করিয়া থাকিলে অপরের ও নিজের সমূহ অমঙ্গলই হয়। কারণ তিনি নিজের অব্যক্ত বাগ্‌বেগের সংরক্ষণ দ্বারা নিজের এবং অপরের ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাগ্‌বেগের প্রশ্রয় দ্বারা অপরের কৃষ্ণানুশীলন প্রতিরোধ করিলেন। ভাল খাওয়া পরার ইচ্ছা বা তাহাতে রুচি হরিভজন হইতে অনেকখানি দূরে সরাইয়া দিবে। ভাল ভাল খাওয়া না পরার ইচ্ছা থাকিলে কখনই হরিভজন হইবে না।

বিষ্ণুর কথা স্পষ্টভাবে কীর্ত্তন করিলে বিশ্বের আর কোনও কথা আমাদের স্মরণের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইবে না। যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদির কথায়, পুঁথিপত্রাদির বাগ্‌বিতণ্ডায় বা প্রাণায়াম-কার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহারা হরিভজন করিতে পারিলেন না—হরিভজন করিবার সৌভাগ্য আর তাঁহাদের হইল না। প্রাকৃত গুণাদিচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া আমরা এখন ভগবদ্‌ভজনের সময় পাইতেছি না, কিন্তু স্বরূপের অভিজ্ঞান হইলে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্‌ভজনের চেষ্টা হইবে—তখন অন্য কার্য্যের সময় থাকিবে না। তখন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্ত ক্ষুব্ধ হইবে না। হরিসেবা ব্যতীত ক্ষণকাল অন্য কার্য্যে নষ্ট করিতে প্রাণ ফাটিয়া যাইবে—হরিসেবা ব্যতীত বিন্দুমাত্র কালও ক্ষেপণ হইবে না। কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী বিরক্তির উদয় হইবে, নিজ উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও মানশূন্য অবস্থা হইবে, হৃদয় স্বভাবতঃই ভগবৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ় আশা পোষণ করিবে, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সমুৎকণ্ঠা হইবে, শ্রীনামসংকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রুচি থাকিবে, ভগবদ্‌গুণবর্ণনে আসক্তি ও ভগবদ্‌বসতি-স্থলে অবস্থানে প্রীতি হইবে।

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। গুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত কার্য্যান্তররহিত আর কৃষ্ণও তাঁহার প্রেষ্ঠজনের সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেব-কর্ত্তৃকই কৃষ্ণেরই চরণে নিবেদিত হয়। যাঁহাকে নিত্য সেবা করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন। শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীববিশেষ নহেন। তিনি পতিত জীবগণের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহা দ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। বীজ পাইয়া উত্তম কর্ষিত ক্ষেত্রে বপন করিতে হইবে, জলসেচন করিতে হইবে, তবেই লতার উদ্গম ও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের দ্বারা হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত হয়। তাহাতে ভক্তিলতা-বীজ উপ্ত হইলে নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জল দ্বারা সিক্ত করিবার ফলে লতার বৃদ্ধি সাধিত হইবে। লতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন হইতে থাকিবে। আমরা ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহারূপ আগাছা এবং বৈষ্ণবাপরাধ-মত্তহস্তী হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তন রত হইলে লতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অচিরেই কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিবে।

হরি সকলের প্রভু আর সকলেই তাঁহার সেবক। হরিকথা শ্রবণ করাও তাঁহার সেবা। যে সকল কথা জগতের ব্যবহারের জন্য, তাহার নাম 'হরিকথা' নহে। হরিকথা-কীর্ত্তনকারী গুরু, আর শ্রবণকারী শিষ্য। হরিকথা শুনিবে কে?—শুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি। শ্রবণকারী submissive হইবে। যাহারা শুনিতে দ্বিধাবোধ করিবে, তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলে তাহাদের কিছু মঙ্গল হইবে না। শুনিতে কৌতূহল হওয়া দরকার। শ্রবণকারী inquisitive হওয়া দরকার। বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন হইলে অন্য চিন্তাস্রোত আসিবে।

হরিকথায় রত হইলে সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তন যোগ্যতা হয়। নতুবা প্রাকৃত বস্তুতে বা শব্দ শ্রবণে হয় না। আনন্দ ভোগ পরিবর্জিত হয়। হরিকথার আস্থা হইলে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য ব্যাপারে নশ্বরতা বোধ হয়। অতএব কৃষ্ণেতর কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথায় নিরত থাকিলেই জীবের চরমলাভ হয়। সর্ব্বক্ষণ ভগবৎকথা, ভগবানের পূজাবুদ্ধি, স্তবাদি দ্বারা নিজস্বরূপ-জ্ঞানের অভিব্যক্তি, আচার্য্যের প্রতি পূজা, সাষ্টাঙ্গ প্রণতি সহ ভক্তগণের অনুসরণ ও পূজা এবং সকল প্রাণীতে ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত—এইরূপ জ্ঞান উদ্দীপ্ত হইলেই সাধনভক্তির ফল অনায়াসে সম্পন্ন হয়।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———::○::———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।। ০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২	১।।০	১।।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	৭৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংগ্রহ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় শিল্পের প্রসার

সরবরাহ বিভাগের একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, ভারতবর্ষ ইতোমধ্যেই ২০ হাজারের অধিক বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে এবং এই প্রকার নূতন দ্রব্যের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষে বহু যুদ্ধ-শিল্পের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। প্রিজম্যাটিক কম্পাস, দূরবীণ ও যন্ত্রাদি বসাইবার ষ্ট্যাণ্ড প্রভৃতি বহুপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও প্রস্তুত হইতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে সৈন্যদের জন্য ওভারকোটের কাপড়, খাকী সার্জ, ফ্লানেলের সার্টের কাপড় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের পশমী কাপড় ইংলণ্ড হইতে আমদানী করিতে হইত। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে যে সকল বিভিন্ন কারখানা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারাই বর্ত্তমানে ভারতের সৈন্যদের কাপড় জামার সমস্ত চাহিদা মিটাইতে সক্ষম। এমন কি, বিদেশে প্রেরিত সৈন্যদের চাহিদারও একটা বড় অংশ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতেই মিটাইতে পারা যাইতেছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে সৈন্যবাহিনীতে ক্যাম্বিস নির্ম্মিত যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইত, তাহার অধিকাংশই শণ দিয়া তৈয়ার হইত। কিন্তু পৃথিবীর মোট শণের শতকরা ৯০ ভাগই রাশিয়ায় উৎপন্ন হয় বলিয়া শণের পরিবর্ত্তে ব্যবহারের জন্য অন্য কোনও জিনিস আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বর্ষাতি, ত্রিপল, খাকী ক্যাম্বিস ও জল বহনের থলিয়া তৈয়ারের জন্য পাট ও তুলার রাসায়নিক সংমিশ্রণে ক্যাম্বিস প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে।

এখন ভারতবর্ষে প্রায় ৫০০ এমন দ্রব্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যাহা হয়ত পূর্ব্বে এখানে মোটেই প্রস্তুত হইত না বা হইলেও বর্ত্তমানের ন্যায় অধিক পরিমাণে হইত না। এ সম্পর্কে গগলস্, চশমা, রবারের দস্তানা, বাটা চামচ, এনামেল ও কাচের বাসন, বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র, ল্যাণ্টার্ণ ও অন্যান্য প্রকারের বাতি, বেকেলাইটে প্রস্তুত দ্রব্যাদি, মোটর ইঞ্জিনের তৈল এবং নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেশরক্ষা-বিভাগ, সরবরাহ-বিভাগ এবং শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সহযোগিতার ফলেই ভারতবর্ষে এই সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে।

চুয়াডাঙ্গায় শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

চুয়াডাঙ্গার সাবডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, কে, বানার্জ্জি মহোদয়ের একান্ত চেষ্টায় ও সার্কেল অফিসার মিঃ এ, কে, বিশ্বাসের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গার "শ্রীমন্ত হল" প্রাঙ্গণে একটী প্রদর্শনী খোলা হয়। বাঙ্গলা সরকারের শিল্প-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রেরিত একটী প্রদর্শনী ইউনিট দেশীয় কুটীর শিল্পের বহুবিধ দ্রব্যসম্ভারসহ যোগদান করে। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মৌঃ কে, এ, রসীদ দর্শকবৃন্দকে ঐ সমস্ত জিনিষের প্রস্তুত-প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রত্যহ বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দেন। নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড চুয়াডাঙ্গার স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটী স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও বস্ত্র শিল্পের ও অন্যান্য শিল্পের বিভাগ খোলা হইয়াছিল। মিঃ বানার্জ্জি প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন লোকের বক্তৃতার ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গির্জ্জার ঘণ্টা গলাইবার আয়োজন

ডেইলী টেলিগ্রাফের ষ্টকহলমস্থিত বিশেষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, সুইডেনের পত্রিকাগুলিতে নরওয়ের নাৎসী শাসনকর্ত্তা তের্‌বোভেনের একটি অদ্ভুত আদেশের সংবাদ বাহির হইয়াছে। এই আদেশে বলা হইয়াছে যে, নরওয়ের সমস্ত গীর্জ্জার ঘণ্টা খুলিয়া ফেলিয়া সেগুলিকে জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

এই ঘণ্টাগুলির কয়েকটী একশত বৎসরেরও বেশী পুরাতন।

ভারতীয় কাপড় কারখানায় বিপুল অর্ডার

ভারতের সৈন্যবাহিনী এবং ইষ্টার্ণ-গ্রুপভুক্ত বিভিন্ন দেশগুলির জন্য ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে আরও অধিক অর্ডার দেওয়া হইতেছে। গত জুলাই মাসে মোট দুই কোটী আশি লক্ষ গজ কাপড়ের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। খাকী ড্রিল, নীল রঙ্গা ড্রিল সাটীন ড্রিল খাকী টুইল, খাকী সেলুলার সার্টের কাপড়, বৈমানিকদের জন্য সবজে ধূসর বর্ণের সার্টের কাপড়, মোপটা সার্টের কাপড়, মাসাবাইসড তুলার কাপড়, কোরো ক্যালিকো, খাকীর জুসুতি, খাকী ফ্লানেল, মশারির নেট কাপড়, তুলা নির্ম্মিত ক্যাম্বিস ত্রিপল, লক্ষ্য-বস্তু গোপন করিবার জাল, অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজনীয় শুভ্রবস্ত্র ঝাড়ন প্রভৃতি হরেক রকম জিনিষ সরবরাহ করিতে হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৮ম বর্ষ } ৮ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৭শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৩ই সেপ্টেম্বর খৃঃ ১৯৪১, শনিবার { ১৫৯-৬০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ পদ্মনাভ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগুরুপাদপদ্মস্মৃতি হৃদয়ে রাখিতে হইবে

——::[•]::——

দোষী ও অপরাধীকেই শাস্তি ভোগ করিতে হয়। দোষের দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে। দণ্ডদাতা একজন আছেন, তিনি—ভগবান্। যে যে-প্রকারের দোষী, তাঁহাকে সেই প্রকারের দণ্ড ভোগ করিতে হয়। দোষী বা অপরাধীর অবস্থানক্ষেত্র কারাগার। কারাগারে কারারক্ষকের হস্তে তাহার যথোচিত শাস্তি হয়। দোষ করিলে দোষী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবেই এবং সেই দোষ-নির্ম্মুক্তির জন্য তাহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইতেই হইবে। যদি সৌভাগ্যক্রমে তাহার অপরাধ বা নিজ দুষ্কর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া নিজকৃত অপরাধের জন্য প্রাপ্য দণ্ডকে দয়া বলিয়া বরণ করিতে পারে এবং নিজ দোষের জন্য অনুতপ্ত হইয়া দোষ সংশোধনের চেষ্টা করে, তাহা হইলেই তাহার কারাগার হইতে মুক্তির সম্ভাবনা থাকে, নতুবা নহে। দোষীর দোষ সংশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ কারাক্লেশ ভোগ করিতেই হয়।

অতএব জগৎ বদ্ধজীবের কারাগার। জগদ্বাসী হরিবিমুখ জীবই দোষী। অপরাধবশতঃই সকলকে ত্রিতাপে তপ্ত হইতে হয়—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ক্লেশে জর্জ্জরিত হইতে হয়। কারারক্ষী মায়াদেবী অপরাধী জীবকে নানা উপায়ে বিভিন্ন প্রণালীতে সর্ব্বক্ষণই দণ্ড প্রদান করিতেছেন। হরিবিমুখ জীবকে মায়া অনুক্ষণ শাস্তি প্রদান করেন। কৃষ্ণদাস জীব কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে এইরূপ শাস্তিভোগ করিতেই হইবে। জীবের 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত এবং সর্ব্বক্ষণ এই দাস্যে নিযুক্ত না থাকা পর্য্যন্ত চৌরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেই হইবে।

> কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
> কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
> কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
> কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥
> কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
> দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

এইরূপে বহির্ম্মুখ কৃষ্ণসেবাবঞ্চিত বদ্ধ জীবকে চৌরাশিলক্ষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে হয়। গুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া অপরাধ-নির্ম্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিতেই হইবে। কৃষ্ণপাদপদ্মে অপরাধী জীবের কৃষ্ণচরণে শরণাগতি ব্যতীত নিস্তারের অন্য উপায় নাই। সাধুসঙ্গক্রমে নিজতত্ত্ব ও প্রভুতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিলে অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপ যাতনা ভোগ করিতেই হইবে। দাসের প্রভুচরণে শরণগ্রহণই কারামুক্তির একমাত্র উপায়। শরণাগত হইলে আর এইরূপ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণসেবা চায় না এবং সেবা করে না বলিয়াই জীবের এত দুঃখকষ্ট। জীব কেন এত কষ্ট পায়? তাহার অপরাধ কি? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন,—

> জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলি' গেল।
> এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥

জীব কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণসেবাই তাহার একমাত্র ধর্ম্ম। কৃষ্ণের দাস্যই জীবের স্বরূপধর্ম্ম। কিন্তু জীব আজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। তজ্জন্যই তাহাকে অসংখ্য প্রকারের ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। এইটীই জীবের মূল অপরাধ। এই অপরাধ হইতেই জীবের অন্যান্য অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষ্ণকে ভুলার জন্যই জীব আজ মায়া কবলিত। কৃষ্ণবিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা না পাইলে অর্থাৎ অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি না থাকিলে জীবের কিছুতেই মঙ্গললাভ হইবে না।

কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মূল অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া দরকার, নতুবা অন্যান্য অপরাধ দূরীভূত হইবে না। মূল অপরাধ না গেলে সাধনভজনের কোনও মূল্য নাই। এই মূল অপরাধ নির্ম্মুক্ত হইবার কথাই শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

> স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
> সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

কৃষ্ণকে মনে রাখাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। যে সকল বিধি এই মূল বিধির অনুগত, তাহাই প্রকৃত বিধি—তাহাই হরিভক্তির অঙ্গ, নতুবা তাহা অবিধি বা হরিভক্তির বাধক। ভগবান্‌কে মনে রাখার যে পথ, তাহাই ভক্তির পথ। যে বিধি আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে মনে করায়, যে বিধি আমাদিগকে ভগবৎকৃপার কাঙ্গাল করায়, নিজেকে কৃষ্ণদাস দাস্যে প্রতিষ্ঠিত করায়, সেই বিধিই আমাদের নিত্য পালনীয়, আর যে বিধিপালনে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে মনে রাখিবার, তাঁহার কৃপার কাঙ্গাল হইবার সাহায্য হয় না, তাহা জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযোগ্য কিঙ্করানু-কিঙ্করাভিমান হৃদয়ে জাগ্রত হয় না, সে বিধিকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া পরিত্যাগ করিতে হবে।

ভগবানের সেবক জীব আমাদের ভগবৎসেবাই করিতে হইবে—যে কার্য্য করিলে ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, তাহাই করিতে হইবে। যদি ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপটে না থাকেন, তবে কাহার সেবা করিব? সর্ব্বক্ষণই ভগবানের সেবা করিতে হয়। তাঁহার সেবা সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বভাবে, সর্ব্বাবস্থায় করিতে হয়, তাঁহার কথা যদি সর্ব্বক্ষণ মনে না থাকে, তবে সেবা কি করিয়া হইবে? যাঁহার সেবা করিব, তাঁহার কথা যদি মনে না থাকে, সেব্য যদি সর্ব্বক্ষণ সম্মুখে না থাকেন, তবে উদাসীনভাবে—অন্যমনস্কভাবে তাঁহার সেবা কি করিয়া হইবে? জগন্নাথ গুরুকৃষ্ণের উপলব্ধি হৃদয়ে যদি সর্ব্বক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে সেবা কি করিয়া হইবে? যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম শ্রীগুরুপাদপদ্মকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বলিয়া জানিতে পারি, যদি সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক থাকে, যদি 'আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর'—এই শুদ্ধ অভিমানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি, তাহা হইলে সব বিপদ্ আপদ্ চলিয়া যাইবে, মঙ্গলময় শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে সমস্ত অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, নতুবা নিস্তার নাই। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ছাড়া গতি নাই। তাই সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কৃপার কাঙ্গাল হইয়া কেবল তাঁহাকেই ডাকিতে হইবে।

হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মস্মৃতি-সংরক্ষণে বাধা পড়ে এমন কোন কার্য্য করা উচিত নহে। কি সম্পদে, কি বিপদে, কি

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

মহাজনপাদপদ্মানুসরণ করিতে পারিলে নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান হইতে পারে মানিলাম, কিন্তু মহাজনের অনুসন্ধানই বা এই মনের দ্বারা কি করিয়া সম্ভব ?

মনের দুইটী অবস্থা আছে। যখন জীব ভোগোন্মুখ থাকে, তখন মনটি ইন্দ্রিয়গুলিকে সারথি করিয়া বহির্বিষয় গ্রহণ করে। তখন নিত্য শাশ্বত বস্তুর অনুসন্ধান তাহার দ্বারা সম্ভব হয় না। জীব যখন ভগবদ্ভজনোন্মুখ হয়, তখন মন আত্মার অনুগত হয়, এই শুদ্ধমন নিত্যতত্ত্ব ব্যতীত অনিত্যের প্রতি কখনই অভিনিবিষ্ট হন না। মন যখন শুদ্ধ হইতে থাকে, তখনই নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধানের স্পৃহা জাগ্রত হয়। যাহাদের মন পবিত্র পথে অগ্রসর হয় নাই, তাহাদের যে নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধান-স্পৃহা দেখা যায়, তাহা আদৌ নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধান নয়। আমরা পূর্ব্বেই একথা আলোচনা করিয়াছি যে, তাহাদের রুচির অনুকূল বস্তু বা বিষয়ের নিত্যত্ব অনুসন্ধানই তাহারা করে—প্রকৃত নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান তাহারা করে না। ভোগে যাহার চিত্ত মশগুল, সে স্বর্গের নিত্যত্ব কল্পনা করিবেই। নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সকলেই ভালবাসে, এইজন্য যে কোন রূপে তাহার নিত্যত্ব স্থাপন করিতে চায়। আবার অস্তিত্ব থাকাই দুঃখজনক বোধ হইলে নির্ব্বাণ শূন্যবাদই একটা অলস শান্তির অনুভূতি জাগায়। তখন দুঃখময় অস্তিত্বের পরিবর্ত্তে তাহাই কাম্য মনে হয়। কাজেই শূন্যবাদের নিত্যত্ব বহুমনের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। শূন্যতার মধ্যে অস্তিত্বলোপের জন্য একটা বেদনার অনুভূতি হয়, কাজেই শূন্যতার চেয়ে বিরাট একটা অস্তিত্বে অস্তিত্ব মিলাইতে ইচ্ছা হয়। তখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের নিত্যত্ব মনকে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। যাঁহারা চাক্ষুষ অতীত বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইয়া কূলকিনারা পান না, তাঁহারা বলেন, অত মাথা ঘামাইবার কাজ কি, নিত্যবস্তু কিছু নাই-ই। এই মতগুলিকে কেন্দ্র করিয়া অসংখ্য মতবাদের শাখা-প্রশাখা নিত্যতত্ত্বের উদ্দেশ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। কাজেই যিনি নিত্যতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহার অনুগমন করাই নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধান। অনিত্যতত্ত্বে যখন অভিনিবিষ্ট হইয়া গিয়াছি তখন নিত্যতত্ত্বের যিনি সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাকে পাইব কি করিয়া ? তাহার উত্তর—তোমার স্বরূপের নিত্যত্বে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে এটি জানিতে হইবে যে, সেই নিত্যস্বরূপের একটি নিত্য অবস্থানক্ষেত্রও আছে। এ জগৎ নশ্বর। কোন বিশেষ কারণে সে নশ্বর জগতে অবস্থান করিতেছে। এই অবস্থানের সময় যখন শেষ হইয়া আসিবে, তখনই তুমি নিত্যতত্ত্ববেত্তার দর্শন পাইবে। যদি তাঁহার নিকট নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে পার, তাহা হইলে পাইবে, নতুবা পাইবে না। নিত্যতত্ত্বে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি [illegible] এই অনিত্য জগতে অবস্থানের মেয়াদ শেষ হইতে পারে অথবা [illegible] পরম নিত্যতত্ত্ব শ্রীভগবানের কৃপায় এ অনিত্য জগতে অবস্থানের সময় শেষ হইতে পারে। যে কোন প্রকারে অনিত্যে অবস্থানের মেয়াদ শেষ হইলেই বাস্তবসত্য নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধানস্পৃহা উদিত হয়। প্রকৃত নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধানস্পৃহা জাগ্রত হইলে নিত্যতত্ত্ববেত্তার সন্ধান পাইতে বিলম্ব হয় না। যাঁহারা নিত্যতত্ত্ববেত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের দায়িত্বটি কত বড় একবার চিন্তা করা প্রয়োজন। নিত্যতত্ত্ববেত্তার সঙ্গ পাইয়াও যদি নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধানে যত্ন না হয়, তাহা হইলে কিরূপ হতাশা। নিত্যবস্তুর সন্ধানে আসিয়া ভোগোন্মুখ মনের অনুকূল বস্তুকে নিত্যজ্ঞান করিবার মত প্রতিভা দেখা উচিত নয়। এটি মনের অদ্ভুত কপটতা মাত্র। নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইলে অনিত্যের প্রতি প্রীতিতে বিকার আসা দরকার। অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতিতে বিকার না আসিলে নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান-স্পৃহা কেন আসিবে ? অনিত্যে তৃপ্ত থাকিবার ইচ্ছাকে মনের [illegible] কথাই [illegible] আমাদের জানাইয়াছেন—"[illegible] থাই, হায়, পরিত্রাহীন।" অনিত্যের প্রতি এমন অতৃপ্ত—শিক্ষার [illegible] গৌর বাণী 'অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥" আমাদের কর্ণপথে প্রবেশ করে। অনিত্যকে অনিত্য বলিয়া দৃঢ়ভাবে জানা হইয়াছে, আবার ভোগোন্মুখ রুচির অনুকূল অনিত্যকে নিত্য অথবা নিত্যের সহিত অনিত্যের কিছু ভেজাল মিশাইবার প্রবৃত্তি দূর হইয়াছে কহাই 'অতএব' শব্দে বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় কি করিতে হইবে ? মায়ামোহ—অনিত্যের প্রতি প্রীতিকে দূর করিতে হইবে। অনিত্যে আজন্ম অনিত্যের প্রতি প্রীতি হঠাৎ ছাড়িতে পারে না সত্য, কিন্তু প্রীতির নোঙ্গর পুঁতিয়া রাখিতে হইবে না। অনিত্য-বস্তুতে প্রীতি দূর হউক এই সঙ্কল্প দৃঢ় করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির সন্ধান করিতে পারা যাইবে। কৃষ্ণভক্তির সন্ধান করিতে গেলেই নিত্য ভজনকারী আমার নিত্য ভজনপর স্বরূপ ও নিত্যভজনীয়ের স্বরূপের সন্ধান আপনিই হইয়া যাইবে। স্বরূপের সন্ধান জানা গেলে তখন প্রাপ্তির অনুসন্ধান আসিবে। প্রাপ্তির অনুসন্ধানটিই কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের আর নিবৃত্তি নাই। [illegible] অর্থাৎ চরমপ্রাপ্তিতেও অনুসন্ধান চলিতে থাকে। অনিত্যের প্রতি অতৃপ্তিই অনুসন্ধানের সোপান। অনিত্যের মধ্যে তৃপ্ত—নিশ্চিন্ত জীবনে একটা অশান্তিবোধ হইলেই মঙ্গলের সূচনা হইল বুঝিতে হইবে।

নিত্যধামে শ্রীপাদ রেবতীরমণ প্রভু

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম অকপট সেবক শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয় প্রভু শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণপূর্ব্বক প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে আন্তরিকতার সহিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া গত ১০ই সেপ্টেম্বর ২৪শে ভাদ্র বুধবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় শ্রীহরিনাম করিতে করিতে কৃষ্ণকার্ষ্ণলীলাস্থলী বিপ্রলম্ভক্ষেত্র শ্রীকুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে অপ্রকট হইয়াছেন। তাঁহার অপ্রকট-সংবাদে আমরা সকলেই অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও ব্যথিত। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয় প্রভু শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রথম হইতে শ্রীগৌরধামে বহু দিন বাস করিয়া শ্রীধামের সর্ব্বতোমুখী সেবা করিয়াছেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমন্দিরসমূহ তাঁহার সেবাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে। তাঁহার শ্রীধামনিষ্ঠা, সেবোৎসাহ, দৃঢ়নিষ্ঠতা, সেবাদক্ষতা, অকপট দৈন্য ও সহজ সরলতা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সৎসাহস দেখিয়া বিরোধিগণ তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। তাঁহার আন্তরিক সেবাচেষ্টা দেখিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার সহজ সেবাপরতা দ্বারা তিনি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার বৈষ্ণবসেবায় প্রীতি, দৃঢ়তা, হরিকথা শ্রবণাগ্রহ, গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমাদের সকলেরই আদর্শস্থানীয়।

তিনি গুরুবর্গের কৃপাদেশে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীপুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠ এবং অন্যান্য মঠেরও সেবা করিয়াছেন। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক তথা হইতে রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি বিভিন্ন মঠের সেবাকার্য্য পরিদর্শন ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে উপস্থিত হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবে সর্ব্বতোমুখী সেবা এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে প্রায় ৩ সপ্তাহকাল শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা ও প্রশ্নোত্তরমুখে বিভিন্ন সময়ে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তদনুসারে জীবন গঠন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। শ্রীগুরুপূজার কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক অযাচিতভাবে তাঁহাকে শ্রীগৌরধামে লইয়া আসেন। শ্রীগৌরধামে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মাঞ্জলি প্রদান করিয়া গৌরলীলাস্থলী দর্শনপূর্ব্বক ইনি গুরুবর্গের কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীমথুরামণ্ডলে গমন করত তথাকার সেবকগণের নিকট অজস্র হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশমত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করিয়া দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইয়া শ্রীকুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন এবং তথায় অভীষ্টদেবের সেবা লাভ করেন। হতভাগ্য আমরা আজ সেই মহাপ্রাণ অকপট গুরুসেবকের সঙ্গহারা হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত। তাঁহার সেবাদর্শ ও সেবানিষ্ঠা আমাদিগকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় অনুপ্রাণিত করুক,—ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ঐ দিবস বেলা ৩ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয় প্রভুর অপ্রকটসংবাদ তারযোগে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং নানাভাবে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, [illegible] ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে সেবক-বৎসল শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব [illegible] নাট্যমন্দিরে গমনপূর্ব্বক বিরহব্যথিতচিত্তে অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয় প্রভুর সেবানিষ্ঠা, সরলতা, দৃঢ়তা, দৈন্য ও অন্যান্য গুণের কথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন। তৎপরে বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রীধামে তাঁহার বিরহোৎসবের কথা আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

নিত্যতত্ত্ববেত্তা যে নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধান প্রবাহ প্রবাহিত রাখিয়াছেন, একবার তাহাতে পড়িয়া যাইতে পারিলে আর ভয় নাই। 'কাহার নিকট কি ভাবে সে প্রবাহ আবদ্ধ হইবে বা হইতে পারে ইত্যাদি বিচার করিতে যাইয়া জগতের অধিকাংশ ভাগ্যহীন সে প্রবাহের সন্ধান পায় নাই' বুঝিতে পারিলে যুক্তি ও তর্কের দ্বারা সেই নিত্যতত্ত্বের প্রতি অযথা সংশয় আনিয়া লাভ নাই। যাহার ভাগ্য হইবে, সে নিত্যতত্ত্বের সন্ধান পাইবে। যাহার ভাগ্য নাই তাহার "নীরে [illegible]" করিয়াও "পিয়াস" মিটিবে না। অতএব ভাগ্যহীন নিত্যতত্ত্বকে নিত্যতত্ত্ব জানিল কি না, তাহার জন্য মাথা না ঘামাইয়া আমি যদি নিত্য সত্যকে সত্য বলিয়া জানিয়া থাকি তাহা হইলে "অতএব মায়ামোহ" ছাড়িয়া সেই অনুসন্ধান-প্রবাহে পড়িতে পারিলাম কি না, সেইদিকে যত্নাগ্রহ হওয়া দরকার।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈ

১৬শ বর্ষ { ১০ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৯শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, সোমবার { ১৬১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ পদ্মনাভ শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৫

অভিনিবেশ

——::(*)::——

অভিনিবেশই চেতনের ধর্ম। চেতনাভিনিবেশই চেতনের সহজ স্বভাব। চেতন যেখানে বিকৃত-ভাবাপন্ন সেখানে সে জড়াভিনিবিষ্ট। জড়াভিনিবেশ ও চেতনাভিনিবেশ, এই দুইয়ের যে কোন একটা অভিনিবেশ থাকিবেই। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুই দ্বিতীয়। সেই দ্বিতীয় বস্তুই মায়া। জীব তটস্থশক্তিপ্রসূত হইলেও তটে তাহার অবস্থান নাই। তটস্থবস্তু হয় জলে পড়িবে, না হয় স্থলের দিকে অভিযান করিবে। জীব হয় মায়ার রাজ্যে, না হয় কৃষ্ণের রাজ্যে অগ্রসর হইবে, মাঝামাঝি আপোষ বা অবস্থান তাহার নাই। আলো ও অন্ধকারের মধ্যে আপোষ হয় না। যেখানে দেহাদির প্রতি অভিনিবেশ, সেখানে আত্মার প্রতি অভিনিবেশ নাই। হয় জীব মায়ামুখী, নয় কৃষ্ণমুখী। আলো ও অন্ধকার একসঙ্গে মুখের দিকে আসিবে না। আলোও থাকিবে, অন্ধকারও থাকিবে, ইহা হয় না। স্বরূপশক্তির বিলাস দর্শন না হইলে মায়ার বিলাস দর্শন হইবেই। সূর্য্যের দিকে মুখে ফিরাইলে —স্বরূপশক্তির দিকে দৃষ্টি করিলে—সেব্যের প্রতি দৃষ্টি নিযুক্ত হইলে আর মায়ার দিকে দৃষ্টি অর্থাৎ ভোগ্যদর্শন বা দ্রষ্টাভিমান, ভোক্তাভিমান বা প্রভু-অভিমান থাকে না। ভক্তিতে দৃশ্যাভিমানে দ্রষ্টা ভগবানের প্রতি আকর্ষণ আছে। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে সেই আকর্ষণ বুঝা যায় না। ভগবানের সহিত ভক্তের যে আকর্ষণ, ইহা সেবোন্মুখের প্রত্যক্ষ ব্যাপার। ইহাতে কল্পনার লেশমাত্রও নাই।

আমি কৃষ্ণপক্ষ গ্রহণ না করিয়া মায়ার সহিত আপোষ করিতে চাই বলিয়া আমার জড়াভিনিবেশ আসিয়া পড়ে। ভক্তিপথে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরিবর্ত্তে মাঝামাঝি আপোষ করিতে চাহিলেই তট হইতে ছুটকাইয়া গিয়া হয় ভোগসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হইবে, না হয় কৃত্রিম ত্যাগী সাজিয়া আত্মবিনাশের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

যেখানে একান্তিনিবেশ, সেখানেই নির্ভয়। একাভিনিবেশের অভাবে দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা বহুর প্রতি অভিনিবেশ যেখানে, সেইখানেই ভয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশের মধ্যে সম-দর্শন নাই। দেহাত্মাভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। দ্বিতীয়াভিনিবেশে মাংস-দর্শন বা স্থূল-দর্শন প্রবল। একান্তিনিবেশে স্বরূপশক্তির সহিত ভগবানের বিলাস দর্শন বা সমদর্শন আছে। এই যে একাভিনিবেশ বা শরণাগতি, ইহা ভগবৎকৃপার লক্ষণ। যাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপা হইয়াছে বা ভগবানের নজর পড়িয়াছে, তাঁহার শ্রদ্ধা অথবা রুচি এই দুইয়ের যে কোন একটী হইবেই। এই ভগবৎকথায় রুচিই সৌভাগ্যের প্রথম কথা। শ্রদ্ধা বা রুচি যদি না বাড়ে, তাহা হইলে কৃপার সঙ্গে যোগযুক্ত হইতেছি না, জানিতে হইবে। যদি কাহারও এইরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার উপায় কি? উপায়—একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানান। যাঁহার কেহ নাই, তাঁহার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আছেন। তিনি দীনের বন্ধু—অনাথের নাথ—কাঙ্গালের শরণ। কাঙ্গাল কখনও তাঁহাকে না ডাকিয়া থাকিতে পারেন না। কাঙ্গালের দাম্ভিকতা নাই—জাগতিক অভিমান নাই। তিনি দ্বিতীয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাই তাঁহার ভয়ও নাই। কৃষ্ণ ব্যতীত যিনি অন্য কিছু চান না, সেই নিষ্কিঞ্চনের আবার ভয় কিসের? শ্রীনামের কৃপাই একমাত্র প্রয়োজন। সুতরাং জীবন, প্রাণ, শক্তি সম্পদ্ সমস্ত দিয়া শ্রীনামের কৃপালাভের জন্য চেষ্টা হওয়া দরকার। তাহা হইলে সমস্ত ভয় ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিবে।

ভগবৎসাম্মুখ্য দ্বারাই ভগবদ্বৈমুখ্য দূর হয়। সাধুসঙ্গের দ্বারাই সেই সাম্মুখ্য লাভ হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখেই বৈমুখ্যনাশক ভগবৎসাম্মুখ্য হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ
স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানের সেবাবিমুখতা হইতে জীবের দ্বিতীয় অর্থাৎ ইতরবস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্টতা প্রযুক্ত স্বরূপবিস্মৃতি, এক বস্তুতে আর এক বস্তুভ্রম অর্থাৎ বিবর্ত্তজ্ঞান এবং তজ্জন্য দেহ, অর্থ, বন্ধু প্রভৃতির জন্য ভয় উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সকল দ্বিতীয় বস্তু মায়ার কার্য্য। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া, শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানেরই প্রকাশবিগ্রহ জানিয়া তদানুগত্যে নিত্যকাল একমাত্র শ্রীহরির আরাধনায় কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করিবেন।

যেখানে নিত্যানন্দ, সেইখানেই শ্রীচৈতন্য সর্ব্বদা বিরাজিত। যেখানে জড়ানন্দ অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ অথবা নির্ব্বিশেষ আনন্দের কথা, সেখানে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ নাই। শ্রীচৈতন্যের উপাসক নিত্যানন্দের আশ্রিত; অনিত্যসুখ বা অনিত্য আনন্দের আশ্রিত ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যের উপাসক নহে। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামের আনুগত্য শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্য নহে। যেখানে স্বসুখবাসনারূপ কামের আনুগত্য, সেখানেই দ্বিতীয়াভিনিবেশের তাণ্ডব নৃত্য।

হানির জন্য আশঙ্কাই ভয়। এই আশঙ্কার বস্তু প্রধানতঃ তিনটী—ধন, জন ও জীবন। জীবনের আশঙ্কা বা প্রাণভয়ই সর্ব্বপ্রধান। এই প্রাণহানি হইতেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর যে আর একটী হানি আছে, তাহার কথা কেহ চিন্তা করেন না। সেইটী হইতেছে আত্মার হানি—আত্মার অধোগতি। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্দ্দৈব যে, ছাইভস্ম রক্ষার জন্যই আমরা সারাজীবন কেবল ভয়েই মরিতেছি, আত্মার অধঃপাতের কথা একবারও চিন্তা করিতেছি না। সেইজন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন,—

যে তৎ শ্রীমৎপদকমলয়োঃ সৌরভীং
মাধুরীং বা
তামাস্বাদ্য ক্ষণমপি ন যৎ সর্ব্বমেব ত্যজন্তি।
তে বা কষ্টং কিমুত পশবঃ কিং
নু বৃক্ষা বিমূঢ়াঃ
কিং গ্রাবাণঃ শিব শিব ন বা
চেতনাভিবিহীনাঃ॥

যাঁহারা সেই পরমশোভাযুক্ত পদকমলের সৌরভ এবং মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মুখে বলেন, অথচ তাহা প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষণকালের জন্য দেহ, গেহ, কায় মন, বাক্য সমস্ত বস্তু শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে পারেন না, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের কথা, আর কি বলিব? বলিতে বড়ই দুঃখ হয়, তাহারা

পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহরূপ দুইটী আবরণ প্রদান করেন। তখন আমরা আত্মাকে আমাদের স্বরূপ না জানিয়া অনাত্ম আগন্তুক দেহস্বরূপ পোষাককে আত্মা বলিয়া [illegible] এবং কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা হইতে [illegible] বিক্ষিপ্ত হই। জড় আবরণ ও কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা হইতে বিক্ষেপ এ দুইটী ভগবদ্বৈমুখ্যের ফল। ভগবৎসাম্মুখ্য ভগবদ্‌বৈমুখ্য দূর করিবার একমাত্র উপায়। ভগবদ্বিমুখতা ও ভোগোন্মুখতা একই জিনিষ। স্বসুখবাসনাই ভোগোন্মুখতা আর কৃষ্ণসুখবাসনাই সেবোন্মুখতা। সেব্যবস্তুর প্রীতিবিধানের নামই সেবা বা পূজা। সেব্য, সেবক এবং সেবা নিত্য। সেব্যের নিত্যত্বে সংশয়যুক্ত হইলে সেবক ও সেবার নিত্যত্ব স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু সেবাবৃত্তি ত' দেহমনের বৃত্তি নহে, উহা আত্মবৃত্তি। আত্মা অবিনশ্বর, নিত্য, স্থিতিশীল। সমপর্য্যায়ভুক্ত না হইলে তদ্দ্বারা প্রীতিবিধান বা সেবা হয় না, সুতরাং সেবকের অবিনশ্বরতা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে সেবকের বৃত্তি এবং সেব্যের অবিনশ্বরতা আপনা হইতেই স্বীকৃত হইয়া যায়।

আত্মনিবেদন ও ঐক্য

(প্রাপ্ত)

ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ কথিত নবধা ভক্তির প্রথমেই আমরা শ্রবণের কথাটী শুনিতে পাই। শ্রবণের ফলে কীর্ত্তন হয়, কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হয়। এইরূপে পর পর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনরূপ নবধা ভক্তির যাজন হয়। আত্মনিবেদন কথাটী সকলের পরে থাকলেও সাধু ও শাস্ত্র এইটীই সকলের আগে বলিয়াছেন। 'আদৌ অর্পিতা সতি পশ্চাৎ ক্রিয়েত।' জীবের স্ব-স্বভাবগত নিত্য সিদ্ধভাব শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণে আত্মনিবেদন। তাহা বর্ণাচ্যুত হওয়ায় বর্ত্তমানে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে আত্মসংরক্ষণের চেষ্টা হইতেছে। এই বিপরীত বুদ্ধি অপনোদনের জন্য আমাদের সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু নিত্যানন্দের নিকট কাতর ক্রন্দন ও কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া উপায় নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তন আমরা অনেকেই করিয়া থাকি কিন্তু তৎফলে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন হইল কিনা দেখা প্রয়োজন। জীবের স্বভাবগত সহজ, সরল ভাবটী সুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু শ্রদ্ধাপূতচিত্তে শ্রবণের ফলে আত্মনিবেদনের যোগ্যতার উদয় হয়। আত্মনিবেদনের পর শ্রবণ সুষ্ঠু হয়। আবার শ্রবণের পর আত্মনিবেদনের যোগ্যতা হয়। শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণে আমরা আত্মনিবেদন করিতে পারিতেছি না বলিয়াই নবধা ভক্তি যাজন করিয়াও আমরা মঙ্গললাভ করিতে পারিতেছি না। প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন কি, তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। নতুবা আমাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় করিতে হয় করিলাম, গুরুসেবা করিতে হয় করিলাম, শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হয় করিলাম, এইরূপ বিধির দাস বাধ্য হইয়া যা বহির্মুখ কাৰ্য্যের দ্বারা আমরা কখনও মঙ্গলের অগ্রসর হইতে পারি না। অতএব প্রয়োজন হইলে আমরা নানাপ্রকার কায়িক, বাচিক, মানসিক, এমন কি, নিজের জীবনকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হই না, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনই যখন আমার প্রয়োজন বলিয়া জানিতে পারি, তখন আমি নিবেদন কেন হয় না, তাহার জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া থাকি, কিন্তু আমার ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবোধ হই না। তাই আমি আত্মনিবেদনের প্রয়োজন বোধ করিলাম না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবোধ, মমত্ববোধ হইলে তা আত্মনিবেদনকেই আমি প্রয়োজন বলিয়া জানিতে পারিলে আমি আজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার জন্য আকাশপাতাল আলোড়ন করিতাম, নিজের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিতাম, জগতের সকলে যাহাতে শ্রীগুরুকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতাম।

চেতন—গতিশীল। যেখানে আত্মনিবেদন, সেখানে জড়তা বা শুষ্কভাব থাকিতে পারে না কিন্তু আমি আমার দিকে তাকাইয়া দেখিলে দেখিতে পাই, আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে পারি নাই তাই আমি পঙ্গু [illegible] পঙ্গু। আমি নিজেই [illegible] করিতে পারি নাই অপরের [illegible]। কি করিয়া করিব? নিজের আচরণ না থাকিলে পরোপদেশে পাণ্ডিত্যে অপরের মঙ্গল সাধিত হয় না।

চেতনের নিরানন্দ, দুঃখ বা অভাব বলিয়া কোন কথা নাই। কিন্তু পূর্ণচেতন ভগবান্ যাঁহার কথায়ও বা [illegible] সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-চরণে আসিয়াও আমাদের চিন্তা, দুঃখ, অভাব, সেবাকার্য্যে নিরুৎসাহতা, আলস্য, জাড্য, মনমরা ভাব প্রভৃতি অপগত হয় না কেন, উহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনে কৃপণতাই প্রধান কারণ। আত্মনিবেদনকারীর আদর্শ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যক্ত করিয়াছেন,—

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি
অশোক অভয়, অমৃত আধার
তোমার চরণদ্বয়
তাহাতে এখন, [illegible]
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে, [illegible]
নহিব কেবল ভোগ।
তব উপযোগে, [illegible]
[illegible]
তোমার সেবায়, [illegible]
[illegible]
সেবা-সুখ [illegible] পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা ভয়॥
পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনের একমাত্র উপায় শ্রীহরিকথা শ্রবণ করা। আমরা [illegible] যে, আমরা ত' কেহ কেহ দশ, কেহ বিশ বৎসর ধরিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ করিলাম, কিন্তু কৈ আত্মনিবেদন ত' করিতে পারিলাম না [illegible] শ্রীগুরুদেবের বাণী প্রবেশ করে, সেই [illegible] শ্রবণ না করা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী অন্তরে দাগ কাটিয়া বসে না। [illegible] দিয়া ঢুকিয়া আর এক কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়, নয় তোতা পাখীর ন্যায় মুখস্থ [illegible] লাভ হয়। সেবোন্মুখ অথচ [illegible] স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ না করিয়া যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর নিকট [illegible]। শ্রীগুরুদেবের বাণীর এরূপ শক্তি বা [illegible] আছে যে, তাহা সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবেশ করিয়া শ্রবণকারীর চিত্তে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। তখনই শ্রীগুরুদেবের বাণীর সহিত শ্রবণকারীর চিত্তের ঐক্য হয়। নতুবা নিজের স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিয়া অর্থাৎ সেবোন্মুখ না হইয়া শ্রবণ করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর সহিত শ্রবণকারীর চিত্তের ঐক্য হয় না। পরন্তু শ্রীগুরুদেবের বাণীর সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,

গুরুমুখপদ্ম বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।

শ্রবণ করিলেই কীর্ত্তন হয়, কারণ বক্তার বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর সহিত [illegible] কারীর চিত্ত এক হয় [illegible] অপ্রকাশের কোন সুযোগ থাকে না। [illegible] নিজের কোন সত্তা হয় না, [illegible] হয় না। তাই আমরা যাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর সহিত আমাদের চিত্তের ঐক্য স্থাপন করিতে পারি, শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] [illegible] করিতে পারি, এইরূপ [illegible]। ইহাই [illegible] না।

[illegible]ধামে বিদ্যুৎসব

[illegible] সেবক [illegible] প্রভুর [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] ১১ই [illegible] তথায় [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] [illegible] গৌরসুন্দরের লীলাস্থলী [illegible] বিলাস [illegible] অভ্যুদয় [illegible] দৌলীলা ও [illegible] শ্রীচৈতন্য-[illegible] সময়ে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা [illegible] পাঠান্তে [illegible] তৎপরে [illegible] মহারাজ ও [illegible] কোমোদী-মোহন ভক্তিবান্ধব ব্রহ্মচারী বিভিন্ন [illegible] প্রভুর বিবিধ [illegible] কীর্ত্তন করেন। [illegible] কীর্ত্তনান্তে [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

[illegible] দিন মহাপুরুষ-দাস [illegible] ও শ্রীপাদ [illegible] আনন্দ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] কীর্ত্তন করেন। [illegible] পর শ্রীগুরু-[illegible] ও বিভিন্ন মহাজনগণের [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন করেন। [illegible] ভক্তগণ [illegible] ভক্ত হন।

শ্রীধামে যাত্রিসমাগম

[illegible] পর্য্যন্ত [illegible] নৌকাযোগে [illegible] শ্রীমন্-[illegible] তাঁহাদের নিকট শ্রীধামের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

———

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০		
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲		৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব নব-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

ব্রহ্মদেশের চাউল নিয়ন্ত্রণ

ব্রহ্ম সরকার একমাত্র রপ্তানিকারকরূপে ব্রহ্মের চাউল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবগত হইয়া ভারতীয় বণিক সমিতির কার্য্যকরী সমিতি কলিকাতা হইতে ভারত সরকারের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ তারে ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম সরকারের একমাত্র রপ্তানিকারকের ভূমিকা গ্রহণের সিদ্ধান্তের সংবাদে "ভারতবর্ষের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন - তাঁহারা এইরূপ গুরুতর আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন যে, ইহার ফলে ব্রহ্মের ভারতীয় রপ্তানিকারকদের বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং ইহাতে তাঁহাদের ব্যবসায় প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াই যাইবে।"

কার্য্যকরী সমিতি ভারত সরকারকে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন ব্রহ্ম সরকারের ঐ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ইত্যাদি আও শীঘ্র সুস্পষ্টভাবে জানাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহার সহিত বহু ভারতীয় বণিকের স্বার্থ জড়িত আছে বলিয়া তাঁহারা যাহাতে এক তরফা ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহার বিষয় জানাইবার জন্যও তাতে সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে তাঁহাদের মত প্রকাশের জন্য যথাযথভাবে সময় দেওয়া উচিত।

ব্রহ্ম সরকারের ইস্তাহার

চাউল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্ক সরকারী ইস্তাহারে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে—"সুদূর প্রাচ্যে অদূর ভবিষ্যতে বিপদের ঘনঘটা সম্বন্ধে যে অনিশ্চয়তার ভাব রহিয়াছে, সরকার তৎসম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন। হয়ত ক্রমে সব ঠিক হইয়াও যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—বিশেষভাবে দেশের সমৃদ্ধির একমাত্র স্তম্ভ তাহার পণ্যের বিক্রয় সম্বন্ধে কোন সমস্যা দেখা দিলে তৎসম্পর্কে প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, ব্রহ্মের চাউল বিক্রয়ের কয়েকটি বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য বহিঃসামুদ্রিক বাজারে আগামী বৎসরের চাউল বিক্রয়ের সমস্যার কথা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। আন্তর্জাতিক অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য দেশবাসীর অর্থনৈতিক সন্তোষ ও সাধারণ শান্তি বজায় রাখাও কর্ত্তব্য। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং আমাদের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা স্থির করিতেছি যে, জনস্বার্থের খাতিরে—বিশেষভাবে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারের একমাত্র রপ্তানিকারকরূপে আগামী বৎসরের চাউল নিয়ন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। জনস্বার্থের খাতিরেই বর্ত্তমানে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

সহর ও সহরতলীর নলকূপসমূহ

জানা গিয়াছে যে, বিমান আক্রমণসম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাহিসাবে কলিকাতা এবং সহরতলীসমূহে যে আড়াই হাজার নলকূপ বসান হইয়াছে, তাহার জল বিশুদ্ধ নহে বলিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই সকল নলকূপের জল বিশ্লেষণ করিয়া, উহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনকে কর্পোরেশনের পরীক্ষাগারে এই জল পরীক্ষা করিতে এবং অশুদ্ধতার কারণ দূর করিবার উপায় বর্ণনা করিয়া রিপোর্ট পেশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে কর্পোরেশনের যে ব্যয় হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা বহন করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন।

কর্পোরেশন এই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহাতে প্রায় ছয় মাস সময় এবং ৫ হাজার টাকা লাগিবার সম্ভাবনা।

হক সাহেবের সিদ্ধান্ত

এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, বড়লাট কর্ত্তৃক সম্প্রতি সংগঠিত জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এবং কাউন্সিল হইতেও পদত্যাগ করিয়াছেন।

ছত্রীর নবাব বাহাদুর পুনরায় দেশরক্ষা পরিষদের সদস্য মনোনীত

জানা গিয়াছে যে, মহামান্য নিজাম বাহাদুরের শাসন পরিষদের সভাপতি ছত্রীর নবাব সাহেবকে বড়লাট হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। ছত্রীর নবাব সাহেব সম্প্রতি উক্ত পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ বর্ষ } ১১ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩০শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ১৬২ তম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

• — - ::(*):: ——

বৈষ্ণবের ইহাই বিশেষত্ব যে, তাঁহারা প্রসাদভিক্ষু 'প্রসাদ' অর্থাৎ অনুগ্রহ। উপক্রম ও উপসংহারে তাঁহারা বৈষ্ণবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন। মহাভাগবত বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ সমগ্র জগৎকে ভগবানের প্রসাদরূপে দর্শন করেন, প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন।

যদিও ভগবানের প্রসাদ আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়, ভগবানের প্রসাদ যাঁহারা লাভ করেন—ভগবদ্বস্তু যাঁহাদের সম্পত্তি, তাঁহাদের প্রসাদও আমাদের অপ্রয়োজনীয় নহে। ভগবৎপ্রসাদকে 'মহাপ্রসাদ' বলে। ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়া যাঁহারা মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদই "মহা-মহা-প্রসাদ"। ভগবানের প্রসাদ ও ভগবদ্‌ভক্তের প্রসাদই গ্রহণীয়। ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও অভাব নাই।

সত্য হউক, অসত্য হউক—তাহা বিচার করিব না, অনেকগুলি লোক যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, তাহা করিব না—এইরূপ জনপ্রিয়তা অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা যেন নিত্য 'সৌভাগ্য' বা 'সুকৃতি' হইতে বঞ্চিত না হই। "জনপ্রিয়তাই,—প্রয়োজনীয়তা"—এইরূপ বিচার মায়াবিমুগ্ধবুদ্ধি মূর্খের বিচার। ঈশ্বর বস্তু—পরম সত্যবস্তু। 'জনপ্রিয়তা'কে প্রয়োজনীয় ব্যাপার মনে করিলে সত্য-স্বরূপ ভগবানের অমর্য্যাদা করা হয়।

ভগবানের প্রসাদ ভগবদ্দাসগণ গ্রহণ করেন। "ভগবানের দাস" বলিয়া যাঁহারা অভিমান করেন না, অর্থাৎ যাঁহারা ভূতশুদ্ধির পূর্ব্বেই ভগবানের নৈবেদ্য বা ভোগ্যবস্তুতে লোভ করিয়া বসেন, যাঁহাদের বিচার—"সাম্প্রদায়িক জন্য মাঝে একটা ঠাকুর খাড়া করাইয়া ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া লোককে ভোগ দিব, ভোগের আগেও 'প্রসাদ' বলিব—এইরূপ কথা দ্বারা সত্যস্বরূপ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে ফাঁকি দিতে পারিব" তাঁহারা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত প্রসাদ লাভে বঞ্চিত। একটী 'বিশেষ অনুগ্রহ', আর একটী 'বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ'। বিশেষ-বিশেষ অনুগ্রহ' সকলের ভাগ্যে বা শ্রদ্ধা হয় না অর্থাৎ মহামহাপ্রসাদে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় না।

হরিজনকে অবজ্ঞা করিয়া কখনও হরিসেবা হয় না। হরিজনকে অস্বীকার করিয়া কখনও আমরা হরির প্রসাদ লাভ করিতে পারি না। যাঁহারা সত্য সত্য হরিসেবক, অনুক্ষণ হরিসেবারত, তাঁহাদিগের প্রতি অসূয়া না করিয়া তাঁহাদিগের আনুগত্য করিলেই আমরা ভগবানের 'প্রসাদ' লাভ করিতে পারিব। হরিজনের প্রসাদেই হরির প্রসাদ লাভ হয়। হরিজনের অপ্রসাদে যাদের কোনও প্রকারেই মঙ্গল হইতে পারে না।

ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ, ভগবদ্ভক্তের উচ্ছিষ্ট মহা-মহাপ্রসাদ অপবিত্রগ্রস্ত বস্তুকে—দুষ্টবস্তুকে পবিত্র করেন। কুক্কুরের স্পর্শে তাহা অপবিত্র হইয়া যায় না। পতিতপাবন বস্তু, পতিতকেই পাবন করেন, নিজে পতিত হইয়া যান না।

জগন্নাথ জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান তাঁহার ভক্তগণ জগতের যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, জগন্নাথের প্রসাদই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার ভক্তের প্রদত্ত 'মহাপ্রসাদ' বা ভক্তের উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদ যাঁহারা প্রাকৃতবুদ্ধি করেন এবং প্রাকৃতবুদ্ধি-নিবন্ধন অপ্রাকৃত-বস্তুকে দেশ, কাল ও পাত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন প্রভৃতি বিচার করেন, তাঁহারা স্বল্প-পুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপাত্মা। অপরাধের উপর যে বিচারপ্রণালী দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি প্রসাদের উপরও গ্রহণ করি, তাহা হইলেই আমরা প্রায়শ্চিত্তার্হ।

কদর্য্যতন্ত্রের উৎকৃষ্ট বৈয়াকরণ ভগবানের নিকট যে নৈবেদ্য উপস্থিত করিবার ছলনা প্রদর্শন করেন, ভগবান্ সেই বৈয়াকরণের মন্ত্রপূত প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁহার প্রদত্ত আতপ তণ্ডুলের পাচিত ঘৃতসংযুক্ত অন্ন, নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রভৃতি ভগবানের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু অধোক্ষজ সেবোন্মুখ ভিক্ষুকের যে কোনরূপ অন্ন যে কোন প্রকারেই প্রদত্ত হউক না কেন, শ্রীভগবান্ প্রীতিভরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জনপ্রিয়তার জন্য ভগবৎপ্রসাদের অবজ্ঞার ফলে আমরা গোপনে অনেবাদ্য গ্রহণ করি। ভগবানের ভুক্তাবশেষ ভাল না লাগিলে 'ভগবান্' নয় যাহা—'সত্যস্বরূপ' নয় যাহা অর্থাৎ যাহা অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের প্রসাদের জন্য আমরা লালায়িত হই। আমরা তখন 'মৎস্যাদ' হইয়া পড়ি, 'পশুহিংসা' করি। ঐ সকল (মৎস্য মাংস অমেধ্যাদি) ভগবানের ভোগ্য নহে, কারণ উহা হিংসামূলে উৎপন্ন।

শ্রীধামের ধূলিকে সামান্য ধূলি মনে করিবেন না। শ্রীধামের রজকে যদি 'প্রাকৃত' বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমঙ্গল হইবে, আর অপ্রাকৃত বলিয়া জ্ঞান হইলেই মঙ্গল হইবে। শ্রীধামের ধূলি নাসারন্ধ্র দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের মলিনতা দূর হইবে। ইঁহারা সমস্তই চেতন। ইঁহারা সামান্য ধূলি বা মলিন বস্তু নহেন। আমাদের হৃদয় মলিন, সেই মলিনতা বিদূরিত হইলেই শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সম্যক্ হৃদয়ে উপলব্ধি হইবে। শ্রীধামের ধূলিকে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণগণের অপ্রাকৃত পদরজঃ জ্ঞান করিয়া ধারণ করিলে নিত্য-কল্যাণ হইবে। শ্রীধামের এই সকল ধূলি-কণা—যাহা শ্রীভগবানের চরণরজঃ স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃপায় আমাদের চেতনতা লাভ হইবে। আমরা যেন শ্রীধামের ধূলিকে প্রাকৃত মনন করিয়া ঘৃণা-জ্ঞানে নাসিকায় বস্ত্রাচ্ছাদন না দেই। শ্রীধামের এই ধূলি সাধারণ ধূলি নহে। এঁরা সমস্তই চেতনময় ধূলিকণা। এই ধূলি দ্বারা আমাদের চেতন উদ্বুদ্ধ হইবে,—আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমাদের চেতন বৃত্তিকে জাগাইতে হইবে।

নিদ্রাকালে চৈতন্য বিলুপ্ত হয়, কিন্তু তৎকালে যে অভিজ্ঞতা-লাভ হয়, তাহা জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয় না। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে আমরা যে সমস্ত ঘটনা দেখি, তাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা 'মিথ্যা'। নিদ্রাকালে দৃশ্য জাগ্রতের জ্ঞানের বস্তু থাকে না। নিদ্রাবস্থায় মন যখন চিন্তাকালে বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। আমরা জাগ্রৎ অবস্থায় যে সকল বস্তু দেখিয়া থাকি, তাহাদিগের স্থূল অস্তিত্ব আছে। নিদ্রাকালে বস্তুর অস্তিত্বও বুঝা যায় না। কিন্তু নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নকালে যে অভিজ্ঞান হয়, তাহা স্মৃতি-পথে জাগ্রত হয় মাত্র। সুষুপ্তি বা ঘোর নিদ্রার সময় নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও জানা যায় না।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

তাই তাহা হইলে শ্রীগুরুদেব নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাইবেন—বিশ্বপথের যাত্রীদের স্বরূপ ও ভ্রমপথের যাত্রীদের স্বরূপ দেখাইবেন। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের করুণার একমাত্র উদ্দেশ্য শরণাগত জনকে ব্রজে লইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় অর্পণ করা। তিনি নিত্য ব্রজবাসী—গৌরবাণীনিত্যজন। জীবকে অহৈতুকী কৃপা করিবার জন্যই তিনি নিত্যানন্দময় গোলোক হইতে এই ত্রিতাপপূর্ণ ভূলোকে আসেন।

লোকপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধান এক জিনিষ নহে। লোকপ্রিয় ব্যক্তি নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্যানুসন্ধিৎসুর বেষ পরিধান করিয়া নানাপ্রকার অভিনয় করিতে পারেন। কিন্তু কে লোকপ্রিয় বা কে সত্যানুসন্ধিৎসু, তাহা শরণাগতিদ্বারা বুঝা যায়। লোকপ্রিয়তার মধ্যে শরণাগতি বা হরিভক্তির কোন কথা নাই, আছে কেবল মায়ার কথা। তবে তাহা ভক্তির কথার ন্যায় কথাদ্বারা বা ভক্তবাহ্যাভরণ বেষাদির দ্বারা চাপমারা থাকিতে পারে। এই সমস্ত কপটতা বা মায়ার প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি পান শ্রীগুরুদেবের একান্ত শরণাগতজন। কেন না, তাঁহাদের শরণাগতিরূপ কষ্টিপাথর ও শ্রীগুরুকৃপালোকে কপটতা ও অবৈষ্ণবতা ধরা পড়িবেই।

বৈষ্ণব চিনিতে নাহি দেবের শকতি' কিন্তু শ্রীগুরুদেবের শরণাগতজন সাধুগুরুকৃপায় অতি সহজেই বৈষ্ণব চিনিতে পারেন। আম্নায়ধারাসংরক্ষণকারী শ্রীগুরুদেব ঠাকুর সদ্ধর্ম্মরক্ষণার্থ বলিয়াছেন পিণ্ডদা শুষ্ক বৈরাগীর বেষধারী বৈষ্ণব নয়। সুকর্ম্মীর নিকট সৎকর্ম্মী লোভীর নিকট বৈরাগী, অজ্ঞানীর নিকট জ্ঞানী বড় হইতে পারেন, কিন্তু এই খণ্ড বিচারটী ভক্তিরাজ্যের [illegible] নহে।

শ্রীগুরুদেব নিত্য ও তাঁহার শরণাগত জনও নিত্য।

নিতাই'র চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাইপদ সদা কর আশ।

শরণাগতজন কোন অন্যাভিলাষীর কথায় কর্ণপাত করেন না এবং জগতের কোন বদ্ধজীবকে, এমন কি, ত্রৈলোক্যের [illegible] ভয় করেন না। কেন না, তাঁহারা অভয় পদে শরণাগত, তাঁহারা [illegible] সম্পদ্ সুরক্ষিত। কিন্তু অশরণাগত গুরুবৈষ্ণব-নিন্দককে ভগবান স্বয়ং সংহার করেন। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন,—

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ॥

আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

সবারে করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা পাপী বৈষ্ণবনিন্দক, দুরাচার॥
মত্তপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্যগোসাঞি।
বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি॥

দুই একটী কথা

——::(*)::——

ভজন-শব্দের অর্থ সেবা। ভজন বা সেবার পূর্ব্বে সেব্য, সেবক ও সেবা—এই বিষয়ত্রয়ের অভিজ্ঞান একান্ত দরকার। কাহাকে সেবা করিতে হইবে, কে সেবা করিবে, সেবা কিরূপ যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে সেবা হইতে পারে না। সেইজন্যই বেদ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয়ের কথা বলিয়াছেন।

ভগবান সকলের নিত্যপ্রভু, আর আমরা সকলেই তাঁহার নিত্য সেবক। ভগবান্ সকল বস্তুর একমাত্র মালিক। তিনি ভোগপুরন্দর। যাবতীয় পদার্থ ভোগ করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে। সেবক নিত্যকাল তাঁহার সেবাবিধান করেন এবং তিনি নিত্যকাল সেবকের সেবা গ্রহণ করেন। ইহাই ভগবান্ ও জীবের সহিত সম্বন্ধ।

ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের নিত্য ভজনীয়। অনাদিবহির্ম্মুখ ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য তাঁহার এই প্রপঞ্চে অবতার। অজ্ঞানাচ্ছাদিত জীবকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিবার জন্য অত্যন্ত কৃপাবশতঃ তিনি সেবকের ভাব বিভাবিত হইয়া স্বয়ং সেবকের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মত এমন জীবদুঃখহারী, মহাবদান্য আর কে আছে? এমন বদান্যবর পরম কৃপালু প্রভুর সেবা না করিয়া আর আর কাহাকে ভজনা করিব?

দেবতাদেরও অনন্যশরণাগতির অভাব আছে। দেবতাদেরও ভোগবুদ্ধি আছে, ভোক্তাভিমান আছে। মনুষ্য বহু বহু পুণ্য ও তপস্যার ফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে বাস করিতে পারে, কিন্তু পুণ্য ও তপস্যার ফলে সদ্গুরুপাদপদ্মের কিঙ্কর হইতে পারে না। সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া চাই। ভোক্তা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। আর সকলেই তাঁহার ভোগের জিনিষ। নিজেকে ভোগ্য বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ না করিলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন না। সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে, তবে কৃষ্ণ কৃপা করিবেন।

যিনি নিত্য গোলোক বৃন্দাবনবাসী, তিনিই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—সব শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া তাঁহার হইয়া থাকিতে পারিলে তাঁহার কৃপায় পুরুষাভিমান নষ্ট হয়।

জীবের অনর্থ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত হরিনামে শ্রদ্ধা হয় না। অনর্থ চারিপ্রকার,—তত্ত্বভ্রম, অসতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ। এই চারিপ্রকার অনর্থের প্রত্যেকটি আবার চারিপ্রকারে বিভক্ত।

তত্ত্বভ্রম চারিপ্রকার—নিজের স্বরূপ বা স্ব-স্বরূপভ্রম, পর-স্বরূপ বা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভ্রম, সাধ্যসাধন-তত্ত্বে ভ্রম ও বিরোধী তত্ত্বে বা মায়া তত্ত্বে ভ্রম।

অসতৃষ্ণা চারিপ্রকার—ইহলোকে সুখ, স্বর্গসুখ, যোগবিভূতি ও মোক্ষকামনা।

হৃদয়দৌর্ব্বল্য চারিপ্রকার—নিষ্কাপট্য, কুটিনাটি জীবহিংসা ও লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাশা।

অপরাধ চারিপ্রকার নামাপরাধ, সেবাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপরাধ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট আত্মনিবেদন জানাইতে হইবে। "কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে। আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি' ধাই তব পাছে পাছে॥" কাঙ্গাল হইতে হইবে। কাঙ্গাল হইতে পারিলে বৈষ্ণবের কৃপা পাওয়া যাইবে।

গুরু-বন্দনা

(প্রাপ্ত)

স্বাগত! স্বাগত! গুরুদেব আমার!
স্বাগত! অভয় সাজে।
তব পূজা তরে হৃদিমন্দিরে
খোল-করতাল বাজে॥
দিকে দিকে শুনি' তব আগমনী,
পরাণ মাতান সুর।
আশা কাণে কাণে, কি বারতা আনে,
অবসাদ করে দূর॥
বকুল, শেফালি, গোলাপ, কমল,
পুষ্পিত অগণন।
সুখে শিহরিয়া, উঠিছে ফুটিয়া,
লভিতে ও-চরণ।
নরোত্তম বেশে, গুরু দেশে দেশে,
এসেছেন আজি ঘরে।
কাল মেঘরাশি, হৃদাকাশ হ'তে,
উড়ে গেছে ঘোর ঝড়ে॥
উজল রজনী, উজল ধরণী,
উজল নয়ন জল।
স্নিগ্ধ প্রাণ মন, তব আগমন-
আশে হই' সুশীতল॥
ফুল্ল প্রাণ মন,- পূজিব চরণ,
গা'ব গোরা-গুণগান।
দীনতা, হীনতা, দুখের বারতা,
—সব হ'বে অবসান॥
নিখিলের ব্যথা, বেদনা বিদারি'
অরুণ-রক্তরাগে,
দেবতা আমার জাগে,
চরণে তাঁহার, এ দীন পরাণে,
রাখিতে সরম মানি
—আমার প্রণাম খানি।
বিশ্ব নরের, কত না কোটী,
গোলোকের পানে স্মরি'
ক্ষুদ্র সাধটি ভার,
তুচ্ছ হ'লেও হ'বে না বিফল
জানি আমি', তাহা জানি
—সে মোর প্রণাম খানি।

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গত ১০ই ভাদ্র ২৭শে আগষ্ট শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গৌড়ীয়মিশনের [illegible] পবিত্র মহোৎসবে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী পূজা দিবসে [illegible] শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগিরিধারী-জীউর মঙ্গল আরতি, [illegible] বৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরু বন্দনা, এবং ও মহাজন লীলা কীর্ত্তন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবমাহাত্ম্য [illegible] হইতে কীর্ত্তন ও আলোচনা করেন। সেবকবৃন্দ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রী [illegible] ও শ্রীল আচার্য্য-আরতি-[illegible] আচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চা-[illegible] প্রদান ও [illegible] করেন এবং [illegible] ভোগ-[illegible] ব্যক্তিগণকে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। সন্ধ্যায় সমবেত পরমার্থ পিপাসু ব্যক্তিগণের সমক্ষে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আলোচিত হয়।

গত ৩০শে আগষ্ট [illegible] শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীরাধারাণী-জন্মতিথি হরিসংকীর্ত্তন মুখে সম্পন্ন করিয়াছেন।

[illegible] ২রা সেপ্টেম্বর [illegible] একাদশী ও [illegible] দ্বাদশী তিথিবাসরে সেবকবৃন্দ উপবাস থাকিয়া হরিকথা কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, গৌড়ীয় ও [illegible] আলোচনা, বলি-বামন-[illegible] পাঠ ও [illegible] এবং মহাজন-পদাবলী ও মহাজন কীর্ত্তন করেন।

গত [illegible] সেপ্টেম্বর তারিখে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব [illegible] নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বেকটাহে [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] সেবকবৃন্দ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অমৃতচরিত্র ও [illegible] গৌরকিশোর দাস গোস্বামীর আলোচনা এবং তাঁহার [illegible] উপদেশাবলী আলোচনা করেন। ৪ঠা [illegible] শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে ঠাকুরের [illegible] কথা শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible] হইতে আলোচনা হয়। [illegible] স্বরূপপ্রভু ও [illegible] সম্বন্ধীয় [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে আলোচিত হয়।

'সাধুসঙ্গ', সাধুসঙ্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন	॥০	।৶০	৷৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম		১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত** হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী** শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থনিচয় একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব বাঙ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই বাস্তবিকই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পো. শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

উৎকল সাহিত্য সম্মিলনী

গত শনিবার অপরাহ্নে মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রবাসী উৎকল সাহিত্য সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ডাঃ মাধবের মানসিংহ সভাপতির আসন ও শ্রীযুত মহেশ্বর দাস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ও উৎকল সাহিত্য, পল্লী এবং ছাত্রজীবন সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখকদের মধ্যে একটি সোনার মেডেল, ২টি রূপার মেডেল ও ৩০৲ টাকা বিতরণ করেন। প্রবাসী উড়িয়াগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে মাল্যভূষিত করা হয়। শ্রীযুত পরশুরাম নায়েক কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত এবং সুগায়িকা কুমারী শোভা ও রূপবল কর্তৃক আরও কয়েকটি সঙ্গীত হয়।

স্যার সত্যপাল ঝালাকাপান, উড়িষ্যার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাস ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া চিঠি প্রেরণ করেন।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস, শ্রীযুত নবকিশোর দাস ও শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

নিঃ ভাঃ ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলন

শ্রীযুত মুকুন্দলাল সরকার জানাইতেছেন :—

"বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লক নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন কলিকাতায় আহ্বান করিয়াছেন। আগামী অক্টোবর মাসে কলিকাতায় এই অধিবেশন হইবে। ভারতের সর্ব্বপ্রকার ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মিগুলিকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের মতামত প্রস্তাব এবং গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী আগামী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে দিল্লীতে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের অফিসে প্রেরণ করেন।

যাঁহারা বিভিন্ন স্থান হইতে আগামী সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের নামগুলিও যেন দিল্লীতে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের অফিসে প্রেরিত হয়।

কলিকাতার ভবিষ্যৎ চিন্তা

ভবিষ্যতে শত্রুপক্ষীয় বিমান আক্রমণে কলিকাতার আবর্জ্জনা অপসারণের ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িলে সহর ও সহরতলীর প্রায় ১৪,০০০ টন প্রাত্যহিক আবর্জ্জনা কি ভাবে ভস্মীভূত করা যায়, তৎসম্পর্কে বঙ্গীয় সরকার চিন্তা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সহরের ভূগর্ভে নির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালী নষ্ট হইয়া গেলে মল অপসারণের কি বন্দোবস্ত হইতে পারে, সেই সমস্যা সম্পর্কেও তাঁহারা একটি সমাধানে উপনীত হইতে চেষ্টা করিতেছেন।

এই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের নিকট দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তাব এই যে, সহর ও সহরতলীর ৫,০০০ ডাষ্টবিনের পরিবর্ত্তে ইনসিনেটর যন্ত্র স্থাপন করা হউক এবং ১৭১,৪৪৮ বাসভবনের প্রত্যেকটিতে কর্পোরেশন হইতে শুধু-পায়খানার ব্যবস্থা করা হউক।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিমান নির্ম্মাণ

বিমান উৎপাদন কমিশন জানাইতেছেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় সহস্রাধিক বিমান নির্ম্মিত হইবে এবং আগামী বর্ষে সাত সহস্র পরিমিত বিমান নির্ম্মিত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। উক্ত কমিশন এ কথাও প্রকাশ করেন যে, 'ফায়ার প্রুফ' (অগ্নি নিরোধক) পেট্রোল ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণের কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

লণ্ডনের চিত্রশালায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি

মিঃ বার্ণার্ড শ'র প্রস্তাব অনুযায়ী লণ্ডনের নেশন্যাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর ডিরেক্টর স্যার উইলিয়ম রোদেনষ্টাইন ও স্যার মুরহেড বোন কর্তৃক অঙ্কিত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি উক্ত চিত্রশালায় স্থাপনে সম্মত হইয়াছেন। ঠাকুর সোসাইটির পক্ষ হইতে নেশন্যাল গ্যালারীর ডিরেক্টর স্যার কেনিথ ক্লার্ক এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন।

কোচিনের ভাগ্যে সিভিলিয়ান দেওয়ান

মিঃ এ এফ ডব্লিউ ডিক্সন আই সি এস'কে দুই বৎসরের জন্য কোচিনের দেওয়ানের পদে নিয়োগ বড়লাট অনুমোদন করিয়াছেন।

মিঃ ডিক্সন মাদ্রাজ সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগীয় সেক্রেটারী।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈ[illegible]

১৬শ বর্ষ } ১২ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩১শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৭ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, বুধবার ১৬৩ তম সংখ্যা।

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ পদ্মনাভ স্থাণু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

দাম্ভিকতা ও দীনতা

——::[•]::——

যিনি হরিসেবা করেন, তিনি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা দীন-হীন কাঙ্গাল জ্ঞান করেন। সকলেই হরিভজন করিতেছেন, আমিই পারিতেছি না,—ইহা তিনি সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করেন। সেইজন্য ভক্তই অমানি-মানদ। নিজেকে হীন ও অপরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইলে নিজে অমানী হইয়া অপরের প্রতি মানদানের বিচার স্বভাবতঃই আসিয়া যায়। যিনি অমানি-মানদ, তিনিই সেবক। "অমানি-মানদ, হইলে কীর্ত্তনে, অধিকার দিবে তুমি।" অমানি-মানদই কীর্ত্তনের অধিকারী অর্থাৎ সেবক। কীর্ত্তনই সেবকের কৃত্য। নিজেকে অতি ক্ষুদ্র, অতি হীন, অতি কাঙ্গাল বলিয়া বিচার সেবকের স্বাভাবিক। এই দৈন্যই সেবকের ভূষণ। এই ভূষণে যিনি ভূষিত হইয়াছেন, তিনি ভগবানের বড় প্রিয়। তাহা বলিয়াছেন,—"কাঁহা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।" তাঁহার ভক্তের কাঙ্গাল-বেশ, অমানি-মানদ ভাব দেখিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হন। ভক্ত যতই দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া ভগবানের চরণে শরণাগত হন, ভগবানের ততই সুখ হয়। ভগবান্ কাঙ্গালের ঠাকুর। কাঙ্গালের প্রতি তাঁহার বড় দয়া।

ভক্ত দাম্ভিক নহেন। নিজে শ্রেষ্ঠ, আর অপরে নিকৃষ্ট—এই বিচার তাঁহার নাই। তাঁহার দর্শনে—সকলেই ভগবানের সেবা করিতেছেন—সকলেই ভক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব। ভগবানের সেবকগণ ভগবানের ন্যায়ই পূজ্য। সুতরাং তিনি নিজের চেয়ে কাহাকেও ছোট দেখেন না বলিয়া তিনি অমানি-মানদ। এই অমানি-মানদভাব হৃদয়ে উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সেবার অধিকার লাভ হয় না।

"সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।"

কর্ত্তৃ-অভিমান হইতেই হৃদয়ে দাম্ভিকতা আসে—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাতে হৃদয় ভরপুর থাকে। কর্তৃ-অভিমান থাকিলে হৃদয় দম্ভহীন হয় না। এই দাম্ভিকতা হইতেই ভগবদ্ভক্তের প্রতি মৎসরতা বা তাঁহার সহিত সমবুদ্ধি হয়। দীনতা না থাকিলে নিজের শ্রেষ্ঠতা লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তের সহিত সমান হইবার বা শ্রেষ্ঠ হইবার আশায় তাঁহাদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব আসিয়া যায়। ইহাই সর্ব্বনাশের মূল। নিজের শ্রেষ্ঠতা লইয়া ভক্তের পূজ্যতাকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। বড় হইবার বিচার ছাড়িয়া ভাল হইবার বিচারই বরণীয়। তাহাতেই মঙ্গল আছে, নতুবা বড় হইবার বিচার আসিলে হরিভক্তি হইতে চ্যুতিলাভ হইবে। আমি ভাল হইব, গুরু-বৈষ্ণবে আমার আপনবুদ্ধি হউক, আমি দীন-হীন হইয়া যাহাতে তাঁহাদের সেবা করিতে পারি, এ যোগ্যতা আমার লাভ হউক—এই বিচারই ভাল। আমি যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, অধম—ইহা ভুল হয় কেন? আমার প্রত্যেক কাৰ্য্যই শ্রোত্রিয়-তর্পণমূলক বা অভক্তি-[illegible]—এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া যদি নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে দাম্ভিক হইয়া পড়িব, সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইব। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববন্দ্য, সর্ব্বপূজ্য হইয়াও কিরূপ দীনতা লাভ হইলে জীব মঙ্গললাভ করিতে পারে, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন,—

পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম যেই শুনে, তা'র পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম যেই লয়, তা'র পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা দয়া করে।
একলা নিত্যানন্দ বিনা জগৎমাঝারে॥

(চৈঃ চঃ)

গুরুবর্গ দীন-হীন অমানি মানদ হইবার জন্য এই সকল বাক্য আমাদের নিকট বলেন। তাঁহারা যেরূপ দৈন্য ও আনুগত্য শিক্ষা দেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সেইরূপ অমানি-মানদ না হইলে ভগবান্ ও তদ্ভক্তের নিকট উপস্থিত হওয়া যায় না। ভক্তের নিকট হইতে সম্মান পাইবার বিচার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা সংশোধিত হইবার বিচার আসিলেই ভগবানের অনুগ্রহ হইবে। তাই মহাজন বলেন,—

অহঙ্কার-অভিমান, অসৎসঙ্গ, অসজ্জ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।

স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া—দাম্ভিকতা পরিহার-পূর্ব্বক অমানি-মানদ হইয়া গুরুবৈষ্ণব-চরণে শরণাগত জনেরই মঙ্গল হয়। তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানি ও মানদ হইতে না পারিলে সুবিধার পথে থাকিয়াও সুবিধা লাভ হয় না। অমানি-মানদ না হইলে প্রয়োজন-প্রাপ্তিতে অনেক অসুবিধা ঘটে। অমানি-মানদধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু না হইলে অমানি-মানদধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া যায় না। নিষ্কিঞ্চনেরই ইহাতে অধিকার। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লালসা থাকিলে—স্বতন্ত্রতা থাকিলে, দাম্ভিকতা থাকিলে অমানি-মানদ হওয়া যায় না বা বৈষ্ণব-সেবা হয় না। অমানি-মানদধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারিলেই সেবায় অধিকার লাভ হয়। তাই শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস্যপ্রার্থনাই ভক্তের কার্য্য। ভক্ত ভগবানের দাস্যকামনাই করেন। তাঁহারা নিজেকে গুরুবৈষ্ণবের পাদত্রাণবাহী মনে করেন। এই অভিমানটী তাঁহাদের নিত্য। তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা নাই। স্বতন্ত্র হইয়া তাঁহারা কোন কাজ করেন না। দাম্ভিকতা থাকিলেই স্বতন্ত্রতা আসিয়া যায়। আবার দীনতা জাগিলে শরণাগতি বা আনুগত্য আসা স্বাভাবিক। আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের—ভাগবতধর্ম্মের প্রাণ। গুরুবৈষ্ণবের অনুগত জনই বৈষ্ণব। যিনি যে পরিমাণে গুরুবৈষ্ণবের অনুগত হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে দম্ভের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

দাম্ভিকতা না গেলে দীনতা আসিবে না। বদ্ধভাবে আমরা প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর দাম্ভিক। দাম্ভিকতা আছে বলিয়াই বহুদিন মঠবাস বা গুরুসেবাভিনয় করিয়াও মঙ্গললাভ হইতেছে না। এই দাম্ভিকতা বা স্বতন্ত্রতা না গেলে কোনকালেও মঙ্গল হইবে না। যদি আমরা এই অনর্থের জন্য গুরুবৈষ্ণব-চরণে ক্রন্দন করিতে করিতে কপট কাটিয়া এই সকল চৌদ্দের কাহিনী নিষ্কপটে জানাই—যদি তাঁহাদের শিক্ষাগুলি

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

আনুগত্যের সহিত গ্রহণ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করি, তদনুসারে চলিতে আপ্রাণ যত্ন করি, তাহা হইলে ঐ ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। দুঃসঙ্গ ও দুঃসঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন-রূপ ভজনের যাবতীয় অনুকূল বিষয়-সমূহ স্বীকার করিলে নাস্তিকতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া দীনতা লাভ করিতে পারা যাইবে। ভাগবতধর্ম্মের—হরিভজনের মূলকথা গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য, —ইহা যেন একমুহূর্ত্তও বিস্মৃত না হই। তাঁহাদের আনুগত্যেই দুষ্ট মনকে দমন করিয়া নিরভিমানী হওয়া যাইবে; স্বতন্ত্রতা থাকিলে মন দমিত হইবে না। গুরুবৈষ্ণবের বাণী আলোচনা ও তদনুসারে নিয়মিত হইতে যত্ন করিলেই মন দমিত হইবে। পূর্ণ শরণাগত ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতি' অনুক্ষণ আলোচনা করিলে শরণাগত হইবার সৌভাগ্য পাইব। শরণাগতিই সেবকের প্রাণ। শরণাগতই দীন-হীন নিষ্কিঞ্চন,অমানি মানদ। তিনিই কৃপার পাত্র।

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।"

আমরা বড় অভাবগ্রস্ত। আমাদের অভাব আর মিটিতেছে না। একটার পর একটা অভাব আছেই, তাই আমরা কাহারও না কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী না হইয়া পারিতেছি না। সেবাবঞ্চিত দরিদ্র জীব আমরা সাহায্য ও সহযোগিতার কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বদা আমাদের অপূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তথাপি আমাদের অপূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা থাকিয়াই যাইতেছে। সর্ব্বপ্রকার সহায়তা-লাভের মূলকেন্দ্র—শ্রীভগবানের পাদপদ্ম। আমরা যদি সকলের একমাত্র আশ্রয় ও রক্ষক, সর্ব্বশক্তিপূর্ণ সেই ভগবানের নিকট নিত্য সাহায্য ও নিত্য কৃপার প্রার্থী হই, তাহা হইলে আমাদের আর কোন অসুবিধা থাকিবে না, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যাইবে। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কি অভাব যায়?

আমরা জড় নহি, আমরা চেতন; সুতরাং আমাদের আকাঙ্ক্ষা একটা থাকিবেই। তবে আমরা যে নশ্বর বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, সে আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না, বরং বৃদ্ধিই হইবে। যে আকাঙ্ক্ষার দ্বারা সমস্ত অভাব নষ্ট হয়, সেই সেবাকাঙ্ক্ষা বা কৃষ্ণপ্রীতিই আমাদের দরকার। সেই আকাঙ্ক্ষাই আমাদের চেতনের নিত্য আকাঙ্ক্ষা—তাহাই চেতনের বৃত্তি। সেই আকাঙ্ক্ষা যাঁহার জাগিয়াছে, তিনিই নিষ্কাম হইয়াছেন, তিনিই অকিঞ্চন ও শরণাগত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই ভক্তিমান্ হইয়াছেন। পরমশান্তিময়ী ভক্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাওয়ায় তিনি স্বসুখাকাঙ্ক্ষা বা দুঃখাকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

শ্রবণ ও কীর্ত্তন

—::(•)::—

বহু বহু জন্মের পর বহু সৌভাগ্যের ফলে মনুষ্য-দেহ লাভ করা যায়। শাস্ত্র এই মনুষ্যজীবনকে সুদুর্ল্লভ বলিয়াছেন। এই সুদুর্ল্লভ জীবনের সার্থকতা এই যে, ইহাতে বর্ত্তমান জীবন, ভবিষ্যৎ জীবন, ও নিত্য জীবনের কথা আলোচনা করা যায়। এই জীবনই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। এই জীবনই হরিকথা শুনা, হরিকথা বলা ও হরিস্মৃতিলাভের একমাত্র উপায়। এই জীবনে হরির কথা আলোচনা না করিলে আর অন্য কোন জন্মে এ সুযোগ লাভ হয় না। ভগবান দয়াময় বলিয়া আমাদিগকে মনুষ্যজন্ম প্রদান করিয়া ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব সুযোগ দিয়াছেন এবং কখনও নিজে আসিয়া, কখনও বা নিজজনকে মনুষ্যের বেশে এ জগতে পাঠাইয়া মনুষ্য-দেহধারী আমাদিগকে তাঁহার কথা-শ্রবণের সুযোগ দিতেছেন। আমরা যাহাতে তাঁহার কথা শুনিতে ও বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে সেবাময় জীবন যাপন করিতে পারি, সেইজন্য কৃপাময় ভগবান্ মনুষ্যের আকারে আসিয়া আচরণমুখে কীর্ত্তন বা প্রচার করেন। সুতরাং এই সুদুর্ল্লভ সুযোগ যাহাতে আমরা পাইয়াও না হারাই, সে বিষয়ে মনুষ্যমাত্রেরই লক্ষ্য থাকা দরকার। এমন সুযোগ আর কোন জন্মে পাওয়া যায় নাই বা যাইবে না, সেইজন্য আয়ুঃসূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ব্বেই আমাদের প্রচুর পরিমাণে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা ও তদনুসারে জীবন যাপন করা উচিত; নতুবা পরকালে পুনরায় নানা ইতর যোনিতে ভ্রমণ করিতে হইবে। এমন দুর্ল্লভ জীবন পাইয়াও যদি আমাদের বিন্দুমাত্রও মঙ্গললাভ না হয় বা তজ্জন্য যত্ন না হয়, তাহা হইলে এ জীবন পাওয়ার অপেক্ষা না পাওয়াই ভাল ছিল।

মনুষ্যজীবন পাইয়াও যদি আমরা কেবল আহার-নিদ্রা লইয়াই দিন কাটাই, নিত্য জীবনের কোন কথাই আলোচনা না করি, হরির কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন যদি না হয়, তাহা হইলে এ শ্রেষ্ঠ জীবনের সার্থকতা কি? 'খাবো দাবো নরকে যাবো' —এজন্য ত' মনুষ্য জীবন নহে, ইহা ত' এক-মাত্র পরমমঙ্গললাভেরই জন্য। সুতরাং এরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন্ম পাইয়াও যদি হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন না করি, তাহা হইলে আমরা অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের চেয়েও নিকৃষ্ট নহি কি? তাহারা ত' এ সুযোগ পায় নাই, কিন্তু আমরা যে পাইয়াও হারাইতেছি। তাই আর বৃথা কালক্ষয় না করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথার মধ্যে থাকাই কর্ত্তব্য।

জীবনে মরণে, কৃষ্ণের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন গতি বা কৃত্য নাই। কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া শ্রবণ করিলেই কীর্ত্তন হইবে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যদি আমরা সত্য-সত্যই শ্রীগুরুমুখে হরিনাম শ্রবণ করি, তাহা হইলে শ্রীনামপ্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই পাগল করিবেন। তিনি অকপটে কৃপা করিলেই শ্রীহরিকীর্ত্তন মুখ দিয়া প্রবল বেগে বহির্গত হইবেন। বৈকুণ্ঠনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে সেবোন্মুখ জীব স্থির থাকিতে পারে না এবং তাঁহার যাবতীয় অনর্থ বা অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। বৈকুণ্ঠনাম যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, তিনি বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন, যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যাজন করেন, তাঁহার কীর্ত্তন বা সেবাপ্রগতি কখনও স্তব্ধীভূত হয় না।" সুতরাং শ্রীগুরুমুখ হইতে হরিকথা শুনা ও তাহা নিজ জীবনে আচরণ করা ব্যতীত যে আমাদের অন্য কোন কাজ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, কীর্ত্তন করিলে স্মরণ হয়। কীর্ত্তনকারী যখন কীর্ত্তন করেন, তখন হরির কথা স্মরণে আসে। হরিকথা আলোচনা না করিলে চরণপাদপদ্মে আকৃষ্ট হওয়া যায় না, আবার আকৃষ্ট না হইলে সেবাও হয় না। হরি আকর্ষক, হরিকথা আকর্ষক। হরিকথার আকর্ষণের মধ্যে পড়িলে মায়ার আকর্ষণ ছাড়িয়া যায়, প্রথমমুখে আমাদের হরিকথায় রুচি না হইলেও মনোযোগের সহিত হরিকথা আলোচনা করিতে করিতে তাহাতে রুচি জন্মে এবং পরে আর হরিকথা ছাড়িয়া থাকা যায় না। হরিকথার শরণাগত হইলে তাঁহার অনুগ্রহে আমরা অতি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারি।

হরিকথাই হরি। এ জগতে ভগবান্ শব্দরূপে জীবকে কৃপা করেন। শব্দের শরণাগত হওয়া ছাড়া মঙ্গলের দ্বিতীয় পথ নাই। এই হরিকথারূপী হরিই আমাদের মনকে নিয়মিত করিবে। তাই শরণাগত হইয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা-শ্রবণই একমাত্র মঙ্গলের উপায়। যেখানে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও শরণাগতি নাই, সেখানে সেবা নাই। সেখানে যাহা কিছু সেবার আড়ম্বর দেখা যায়, তাহা কর্ম্মেরই আর একটা দিক্। সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণময়ী। যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তিনিই সেবক। শব্দরূপী ভগবানের সেবা শব্দ-শ্রবণ বা শব্দ-কীর্ত্তনমুখেই হয়। যিনি ভগবৎ-সেবক, তিনি ভগবানের সঙ্গ বা শব্দসঙ্গ ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। এই ভগবান্ কি একটী স্থূল পদার্থ? এই ভগবানের রূপ চেতন—বাণীই তাঁহার স্বরূপ। ভক্তগণ কীর্ত্তনমুখে তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করেন। কীর্ত্তনমুখে তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সেবা করেন। শব্দরূপী ভগবানের সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ ছাড়া অন্য উপায়ে হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই মহাজনগণ বলেন যে, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়া মঙ্গলের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

হরিকথাকে একমাত্র স্বার্থ বলিয়া যেখানে জানা হয় নাই সেখানে হরিকথা শ্রবণ করিয়াও মনে থাকে না, চিত্তবিক্ষেপ হইলেই শ্রবণে অন্যমনস্কতা, অমনোযোগ, অনবধান, প্রমাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। হরিকথাই আমার মঙ্গলের একমাত্র পথ, ইহাই আমাকে নিত্যকাল শ্রবণ করিতে হইবে।

হরিকথা আলোচনা করিবার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই সময় করিয়া লওয়া দরকার। সাক্ষাৎ সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ না হইলে আমাদের গ্রন্থরূপী সাধুর নিকট শরণাগত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করা দরকার। হরিকথা আলোচনার ফল আত্মসংশোধন ও হরিগুরু-বৈষ্ণবচরণে আকৃষ্টি, প্রীতি বা আপনজ্ঞান। এই ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিয়মিতভাবে তাঁহাদের সঙ্গ করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। এ বিষয়ে আমাদের উদাসীন হওয়া উচিত নহে। গ্রন্থের আদেশমত জীবন যাপন করা উচিত। হরিনাম ও হরিকথা প্রাণ হইলেই বাঁচিতে পারা যাইবে। হরিকথা ও হরিনাম জীবনসর্ব্বস্ব হইলে হরিকীর্ত্তনকারী গুরুপাদপদ্মের সঙ্গ ও সেবা সম্ভব হইবে। হরিকথা-শ্রবণই আচার ও তাহা নিজ জীবনে পালন করিয়া কীর্ত্তনই প্রচার। এই আচার প্রচারযুক্ত হইলে সেবা হইবে।

আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

সাধুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্য—একটাই জিনিষ। সাধু কখনও অশ্রৌত, অশাস্ত্রীয় কথা বলেন না। সুতরাং তাঁহার বাক্যই শাস্ত্রাজ্ঞা। সাধুর যে উপদেশ, তাহাই শব্দ বা শ্রুতি। বেদের বাক্য যেমন প্রমাণ, সাধুগণের প্রতিজ্ঞাবাক্যও তেমনি স্বতন্ত্র-প্রমাণ। সাধুর বাক্যই বেদবিধি। সাধু শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনকারী। সাধু বিশ্বের নিয়ামক। সাধুর বাণীই আমাদের চালক। সাধুর আনুগত্যই আমাদের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু আমরা যদি সাধুর আনুগত্য ছাড়িয়া যথেচ্ছাচারী হই, তাহা হইলে আমাদের কি লাভ হইবে? স্বেচ্ছাচারিতার অপর নাম ত' ইন্দ্রিয়তর্পণ। যেখানে আনুগত্যের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারিতা বা ইন্দ্রিয়তর্পণ, সেখানে সেবার আর কি কথা আছে? আমরা সাধুর অনুগত হইলেই শ্রীগৌরকৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব ও তাঁহাদের সেবা-সৌভাগ্য পাইব। সুতরাং গৌরসঙ্গী সাধুর সঙ্গই আমাদের নিত্য কৃত্য হউক।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া

——::(•)::——

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত-প্রমুখ প্রভুগণ দ্বারা, শ্রীসনাতন-রূপাদি গোস্বামিষট্‌কের দ্বারা, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদ দ্বারা, শ্রীগদাধর, শ্রীনরহরি প্রভৃতি প্রেমিকভক্তগণ দ্বারা, চতুঃষষ্টি মহান্তদ্বারা শুদ্ধপ্রেমভক্তি-ধারা জগতে প্রবাহিত করিয়া আপামর সকলকেই সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই তাঁহার পার্ষদ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তাঁহার পার্ষদবর্গও মহা-মহাবদান্য, জীবদুঃখদুঃখী ও পতিত-পাবন। পতিতের উদ্ধারের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই লীলাস্থল শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডল। শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথ-গৃহে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তপ্রবর শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীঅঙ্গনে কীর্ত্তনরাসস্থলীতে তিনি হরিসঙ্কীর্ত্তনে বিহার করিয়াছিলেন।

যুগধর্ম্মপালক, সংকীর্ত্তনপিতা, ত্রিকাল-সত্য, জগন্নাথসুত শ্রীগৌরসুন্দরের এই লীলা নিত্য এবং তাঁহার অবতারও নিত্য। সাধারণলোচনের বহির্ভূত হইলেও তাঁহার লীলার সমাপ্তি নাই। তিনি যুগপৎ সকল লীলার প্রকটকারী। ইহাই তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তির অদ্ভুত পরিচয়। আমরা যদিও তাঁহার এই মহাবদান্যতাময়ী লীলা আমাদের বিষয়-ধূলিতে অন্ধ চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাইতেছি না, তাই বলিয়া তাহা আর বর্ত্তমান নাই, শেষ হইয়া গিয়াছে এমন নয়। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর সবই নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

ভোগময়-বিচারে তর্ক উপস্থিত হয়। নিত্য জড়ভোগে ব্যস্ত থাকিলে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপদর্শনের সৌভাগ্য হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনের ছলনা গৌর-সুন্দরের ভজন নয়। ভজনের নামে ভজনীয় বস্তুর নিকট হইতে নিজের ভোগ আদায় করিয়া লওয়া জড়প্রমত্ত কুভোগীর বিচার। ভজনীয় বস্তুর নিকট হইতে ইন্দ্রিয়তর্পণের বিধা করিয়া লইতে হইবে না। সর্ব্বান্তঃ-করণে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁহার সুখের চেষ্টা করা। ভজনকারী বা সেবকের নিজ-সুখবাঞ্ছা নাই। ভজনীয়ের বা সেব্যের সুখ-বিধানই সেবকের কৃত্য। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের নিত্যপ্রভু, আমাদের অশেষ মঙ্গল-বিধাতা। তাঁহার ভজন আমাদের একমাত্র কৃত্য।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ। তিনি ভোগের বস্তু নন। তাঁহাকে ভোগের যোগানদার মনে করা নিতান্ত অপরাধময় নারকীয় বিচার। গৌরসুন্দর একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা হইয়াও ভক্তের সজ্জায় আশ্রয়বিগ্রহের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। আশ্রয়ের নিখুঁত আচরণ দ্বারা তিনি হরিভজনের আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। তিনি চিরদিনই ভজনশিক্ষা-দাতা আচার্য্যের ন্যায় ভোগময় চিত্তবৃত্তিকে গর্হণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে 'নাগর' কল্পনা করা কি অপরাধময় ব্যাপার নহে?

আজও শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ এই নবদ্বীপে লীলাবিলাসে প্রমত্ত আছেন। তবে তাহা কেবল ভাগ্যবানেরই নয়নগোচরীভূত, সকলে দেখিতে পায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহার লীলা-দর্শনে সমর্থ হন। আমাদের সকলের তাঁহার কৃপালাভের জন্য আর্ত্তিবিশিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

জগৎপিতা শ্রীগৌরসুন্দর যুগ-ধর্ম্মপালনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন উপায়—ধ্যান, যজ্ঞ, ব্রতাদি দুর্গত, কলিহত, পাপমলিন জীবের পক্ষে কার্য্যকরী হইতে পারে না বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগোচিত নামপ্রেম প্রচার দ্বারা জীবের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তাঁহার এই দয়ার তুলনা নাই। নামসঙ্কীর্ত্তন কলিকালের ধর্ম্ম হইলেও ইহা তাৎকালিক মাত্র নহে, সর্ব্বকালেই ভগবন্নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব ভবসাগর হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। ভগবন্নামের এত মহিমা। কলিকালের জীবের পক্ষে নামসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত ভবক্লেশ নাশের আর দ্বিতীয় পথ নাই। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।" কলিযুগে নামসংকীর্ত্তনই একমাত্র ধর্ম্ম। অন্য কোন যুগে এই নামপ্রেম বিতরিত হয় না। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা জীব ভগবানের সেবালাভে সমর্থ হয়, কিন্তু কলিযুগে কালের প্রভাব এত দূষিত যে, তখন জীবের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা কলুষিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন ধ্যান-যজ্ঞাদি তাহার পক্ষে দুষ্কর ও দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য সর্ব্বসুমঙ্গল শ্রীভগবান্ কলিজীবের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজ নামপ্রেমধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহা বিতরণের জন্য স্বয়ংই স্বেচ্ছায় অপার করুণাবশতঃ পার্ষদবর্গসহ যুগে যুগে লীলাপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

অন্য কোন যুগে এই নামপ্রেমধর্ম্ম প্রচারিত হয় না বলিয়া ইহার নাম অনর্পিতচর। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার একমাত্র প্রকটকারী। নামপ্রেমধর্ম্মের অনুশীলন ব্যতীত কাহারও নিস্তার নাই। শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপার ভিখারী হইয়া তাঁহার নিজ-জনগণের অনুসরণ করিলেই আমরা সেই প্রেমধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারি। তদ্ব্যতীত সংসার-মোচনের আর দ্বিতীয় উপায়ও নাই। সুতরাং আমাদের সকলের সর্ব্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যজনগণের দাস্যলাভের আকাঙ্ক্ষা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য-দাসের দাস্যলাভ কম সৌভাগ্যের কথা নহে। বহু বহু জন্মের সুকৃতির ফলে শ্রীচৈতন্যের অহৈতুকী কৃপায় তাঁহার দাসের দাস্য আমাদের ভাগ্যে ঘটিতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দরের দাসগণের দাস্য যাহাতে লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য ব্যগ্রব্যাকুল হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করা আমাদের একমাত্র কৃত্য। তাঁহারা সকলেই পতিতপাবন অবতার, ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মাণ্ড তারণ করিতে পারেন। তাঁহাদের কৃপাকটাক্ষ লাভ হইলে সর্ব্বাধমও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে পারেন—অধমও উত্তম হইতে পারেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করিতে হইলে—একমাত্র নিঃশ্রেয়স্ শ্রীভগবৎপ্রেম লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে তন্নিজজনগণের দাস্যলাভ একান্ত প্রয়োজন।

বৈষ্ণবের লক্ষণ

——::(•)::——

যাহার দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয়, তাহার নাম লক্ষণ। সেই লক্ষণ দুইপ্রকার—স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ। যে লক্ষণ সর্ব্ব-কালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বাবস্থায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ। যে লক্ষণ অবস্থাবিশেষে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার নাম তটস্থ-লক্ষণ। সকল বস্তুরই যেমন দুইপ্রকার লক্ষণ আছে, সেইরূপ বৈষ্ণবেরও দুইপ্রকার লক্ষণ আছে। বৈষ্ণবের লক্ষণ ছাব্বিশটি,—

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥"

উক্ত ছাব্বিশটি লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। উক্ত গুণগণমধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা-গুণটি বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণ। অপর গুণগুলি তটস্থ-লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥"

স্বরূপতঃ জীব চিদ্বস্তু এবং সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশকিরণ-স্বরূপ। অতএব সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল-বহির্গত হইয়া স্বরূপহীন হয়, সেইরূপ জীবও কৃষ্ণপাদপদ্ম-বিস্মৃত হইয়া বহির্ম্মুখ হইয়া পড়েন।

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥"

জীবের উক্ত স্বরূপ-লক্ষণই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম। তাহা কখনই জীবকে পরিত্যাগ করে না। কেবল মায়াবদ্ধ অবস্থায় তাহা বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময় হইলেই পুনরায় প্রকাশিত হয়।

জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় যেরূপ স্বরূপ-ধর্ম্ম অনুদিতপ্রায় থাকে, সেইরূপ কতকগুলি মায়িক ধর্ম্ম জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সেই জীব মায়াত্যাগের একমাত্র উপায় যে সাধু-সঙ্গ, তাহা যখন ভাগ্যক্রমে আশ্রয় করেন, তখনই তাহার স্বরূপ-ধর্ম্ম পুনরুদিত হইতে আরম্ভ হয়। সাধুসঙ্গে সেই ধর্ম্ম যতই আলোচিত হইতে থাকে, ততই তাহার উন্নতিও ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করে।

'কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।'

যে সময়ে সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তির কথা আলোচনা হইতে থাকে, সেই সময় মায়িকগুণবিনাশী পূর্ব্বোক্ত পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ বৈষ্ণব-শরীরে অবশ্য উদিত হয়। ঐ সমস্ত গুণ ক্রমশঃ মায়িকগুণ সকলকে বিনাশ করিয়া ফেলে। বৈষ্ণব-গণের কৃষ্ণৈকশরণতাই মাত্র স্বরূপ লক্ষণ।

ভক্ত্যুন্মুখ জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজীবে কৃপা-বিশিষ্ট হন। তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না। সত্যতত্ত্বকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন, সকল জীবে সমদৃষ্টি করেন, এবং নির্দ্দোষ, যথাশক্তি বদান্য, ধীর, পবিত্র ও দৈন্যবুদ্ধিসম্পন্ন হন, তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়সুখ হইতে শান্তি লাভ করেন। নিজে ভুক্তিমুক্তিকামনা-শূন্য, জীবনযাত্রানির্ব্বাহাতি-রিক্ত উদ্যমরহিত ও স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন হন। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন, ভক্তি-আলোচনার অবি-রোধী ভোগমাত্র স্বীকার করেন। তিনি অত্যন্ত নিদ্রা, আলস্য ও মাদকসেবনাদি পরিত্যাগী, সর্ব্বজীবের প্রতি মানদ, নিজে সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াও অভিমানশূন্য, অসার-আলোচনারহিত, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবিশিষ্ট হন। তিনি জগদ্বন্ধু ভগবল্লীলাদি-বর্ণনে কবি, সৎ-কার্য্যপটুও হন ও অকারণ বাক্য ব্যয় করেন না।

যেখানে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণে এই পঁচিশ-প্রকার তটস্থগুণ অবশ্য উদিত হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, এই সকল গুণও তত বৃদ্ধি হইবে। যেখানে এই সকল তটস্থগুণের অত্যন্ত অভাব, সেখানে ভক্তিরও অত্যন্ত অনুদয় বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণব তারতম্যের একমাত্র পরিচয়। ভক্তিহীন ব্যক্তির উক্ত গুণসকল স্থায়ী হয় না ও উন্নতি লাভ করে না।

'সাধুসঙ্গ', সাধুসঙ্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধ কলম		৬৲		৫৲
এক কলম		১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত বনুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

মহকুমা হাকিমের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা

চাঁদপুর ফৌজদারী আদালতের মোক্তার শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র নন্দী গত ১৭ই আগষ্ট তাঁহাকে বন্দুকের গুলীতে আহত করায় কুমিল্লার তৃতীয় সাবজজের আদালতে মিঃ এস কে সেনগুপ্ত আই সি এসের (বর্ত্তমানে চাঁদপুরের মহকুমা হাকিম) বিরুদ্ধে তিন হাজার টাকার খেসারতের দাবীতে এক দেওয়ানী মামলা রুজু করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে জ্ঞানেন্দ্রবাবু যখন মহকুমা হাকিমের বাংলোর দক্ষিণদিকস্থ ট্রাঙ্ক রোড দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি মিঃ এস কে সেনগুপ্ত আই সি এস-এর বন্দুকের দুটি গুলীতে আহত হন। একটি গুলী তাঁহার পা আঁচড়াইয়া যায়। আরও দুইটি গুলী একজন ধীবরের মস্তকে বিদ্ধ হয়। ধীবর বাংলোর দক্ষিণ দিকস্থ নদীতে তাহার নৌকায় বসিয়াছিল। ধীবরের মস্তকে যে গুলীটি বিদ্ধ হইয়াছিল, চাঁদপুর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার তাহা বাহির করেন। শ্রীযুক্ত নন্দীকেও সরকারী হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পায়ে বিদ্ধ গুলীটি বাহির করা যায় নাই। অতঃপর তাঁহাকে ডাঃ ঘোষের হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানেও গুলীটি বাহির করা যায় নাই। পরে তাঁহাকে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়, তথায় কোনও ফল না হওয়ায় গুলী বাহির করার জন্য অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেও তাঁহার শরীর হইতে গুলী বাহির করা যায় নাই। এই কারণে বাদী শ্রীযুক্ত নন্দী মিঃ সেনগুপ্তর নিকট তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী দিয়া উপরোক্ত মামলা রুজু করিয়াছেন।

ভারতের পরবর্ত্তী বড়লাট

ভারতের পরবর্ত্তী বড়লাট কে হইবেন তৎসম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই, তবে সকলে মনে করেন যে, লর্ড লিনলিথগোর কার্য্যকাল আর বৃদ্ধি করা হইবে না।

সিমলা ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন যে, লর্ড লিনলিথগোর স্থানে মিঃ আর এ বাটলার ভারতের পরবর্ত্তী বড়লাট নিযুক্ত হইবেন।

তিনি স্যার স্যামুয়েল হোরের সহিত সহকারী ভারত সচিবরূপে পার্লামেন্টে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং পরে তিনি সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের মত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি শিক্ষামন্ত্রী। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৯ বৎসর। তিনি পাঞ্জাবের আটকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভারত সম্পর্কে কিছুটা উদার মনোভাব পোষণ করেন। লর্ড কার্জ্জনও ৩৮ বৎসর বয়সে বড়লাট নিযুক্ত হইয়াছিলেন

আমেরিকায় সোভিয়েট মিশন

গত ১২ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন সোভিয়েট টেক্‌নিক্যাল মিশনের বিশিষ্ট সদস্যগণ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মঃ উমানস্কি প্রেসিডেন্টের নিকট তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দেন।

জানা গেল মিঃ উমানস্কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট দিবার জন্য শীঘ্রই মস্কোতে যাইবেন।

মেয়োঁ আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণ

১৩ই সেপ্টেম্বরের খবরে প্রকাশ, ম্যানিলা হইতে দুই হাজার মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত মেয়োঁ আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি উদ্গীরণ হইতেছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি বিপন্ন হওয়ায় পুলিশ প্রহরীরা দলে দলে নিকটবর্ত্তী অঞ্চল অভিমুখে ছুটিতেছে।

চলন্ত ট্রেণের নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা

অমরেন্দ্র নারায়ণ দত্ত নামক এক ২০ বৎসর বয়স্ক যুবক টঙ্গী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে চলন্ত ট্রেণের তলায় পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। অমরেন্দ্র গাছার (জয়দেবপুর) আমদার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চৌধুরীর ভাগিনেয়। আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব

আগামী ২৫শে নবেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব হইবে। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ উৎসবে অভিভাষণ প্রদান করিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ১৬ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩রা আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২০শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, শনিবার {১৬৪-৬৫ তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পদ্মনাভ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

আমার হরিভজন হইল কৈ ?

আমার হরিভজন হইল না, হৃদয়ের কপটতা [গে]ল না। আমার দেহ, ইন্দ্রিয়—সকলই হরিভজনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। আমার [ইন্দ্রি]য়গুলি সেবোন্মুখ হইল না। সেইজন্য [আ]মি সদ্গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবের অযাচিত [কৃপা] লাভ করিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ করিতে [পারি]লাম না! ভোগোন্মুখ কর্ণে শুদ্ধ কীর্ত্তন [প্র]বেশ করিল না এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিত [নাম] আমার জিহ্বায় উদিত হইল না। হরি[ভজ]নে আমার উৎসাহ নাই, হরিভজনই যে [আ]মার নিত্যধর্ম্ম, তাহাতে নিশ্চয়তা জন্মে [নাই], সেবাকার্য্যে ধৈর্য্য নাই। গুরুবৈষ্ণবের [জীব]ন্ আদর্শ দেখিয়াও তাঁহাদের আচরণ [অনু]সরণ করিবার রুচি নাই, দুঃসঙ্গ-[পরি]ত্যাগে যত্ন ও দৃঢ়সঙ্কল্প নাই। সাধুগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবার আগ্রহ আমার নাই, তাই আমার দুর্দ্দৈব কাটিল না। আমার ন্যায় দুর্ভাগা জগতে আর কেহ নাই। আমি কুকুর হইতেও ঘৃণ্য। কুকুর অমেধ্যভোজী, আর আমি মানুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া, ভক্তের পোষাক পরিয়া গুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে সেবাবুদ্ধি না করিয়া কৃষ্ণভোগ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি-পরায়ণ। আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বস্তু পাইলে আমি গুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে অনুরাগ দেখাইয়া থাকি, কিন্তু আমার প্রভুর আচরণের আদর্শ আমি একবারও হৃদয়ে স্থান দিই না। মহাপ্রসাদে "যথা বিষ্ণুস্তথৈব চ"—এই বুদ্ধি আমার উদিত হইতেছে না। আমার প্রাকৃতবুদ্ধি গেল না, আমি কনিষ্ঠাধিকার হইতে আর উন্নত অধিকার লাভ করিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবে আমার নিয়তই প্রাকৃতবুদ্ধি রহিয়াছে। শ্রীগুরুদেবে আমি সততই মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতেছি। আমি 'কাঠের ঠাকুর,' 'মাটির ঠাকুর' বুদ্ধি লইয়া বিষ্ণুপূজা করিতে যাই, ফলে বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে শাক্তপূজা করিয়া ফেলি এবং শাক্ত হইয়া পড়ি। আমার ঘণ্টানাড়ানই সার হয়। অধোক্ষজ বিষ্ণু আমার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। আমার ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃত চেষ্টা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না, কাজেই তিনি সাড়া দেন না।

আমি তুলসীকে বৃক্ষমাত্র, গঙ্গাকে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের অর্থাৎ আমার পাপনাশনের বা পুণ্যার্জ্জনের বস্তুমাত্র মনে করি আমি ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করি—লোকের নিকট হইতে ভক্তপদবী লাভের জন্য, কপটতাপূর্ব্বক ভাবের ঘরে চুরি করিয়া নির্জ্জনে থাকি লোকে আমাকে নির্জ্জনভজনানন্দী বলিবে বলিয়া, কিন্তু তাহার ফলে আমি মনোধর্ম্মের আগুনে পুড়িয়া মরি। তাই বলিতেছি, আমার হরিভজন হইল কৈ ?

যদি হরিভজন হইত, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে 'চৈতন্যের দয়া' ও সৎসিদ্ধান্তগুলি নিশ্চয়ই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইত, আমার কৃষ্ণরুচিয়া স্বরূপ হইত এবং তখন বৈষ্ণবগণ আমাকে শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে অর্পণ করিবার জন্য কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহাদের অনুগত, পাল্য ও আশ্রিতবর্গের মধ্যে স্থান দিতেন।

আমার বড়ই দুর্দ্দৈব,—আমার হরিভজন হইল না। আমি কখন কর্ম্মপ্রবৃত্তি লইয়া শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকি, কখনও বা মানসিক ইন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া—'আমি বড় সেবা করিতেছি' দেখাইয়া থাকি, কখনও ভাবি, আমার যখন বৈষ্ণবগণের আনীত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে হয়, তখন তদনুপাতে কিছু পরিশ্রম না করিলে বোধ হয়, বৈষ্ণবগণ আমার অন্ন বন্ধ করিবেন। কখনও ভাবি, বেশী শ্রমশীলতা দেখাইলে তাঁহারা আমাকে আদর করিয়া অধিক পরিমাণে চর্ব্ব্য-চূষ্যাদি খাইতে দিবেন। এইরূপভাবে বৈষ্ণবগণের ভিক্ষান্নে পুষ্ট হইয়া আমার জীবনটী কাটিয়া যাইবে। কিন্তু কি করিতেছি, কোথায় আসিয়াছি, ইঁহাদের সঙ্গে আমার কতদূর কি লাভ হইতেছে, পর-উপদেশে পাণ্ডিত্য না দেখাইয়া নিজের জীবনে হরি-গুরুবৈষ্ণবের আদর্শ কতটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে, আমার হৃদয়ে ভজনের সঙ্গে সঙ্গে ভজনীয় বস্তু সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্তগুলি কতটুকু স্থানলাভ করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান একবারও করি না। দিন যায়, রাত্রি আসে, আবার রাত্রি চলিয়া যায়, পুনরায় দিন আসে, কিন্তু আমার হরিভজনে একচুল উন্নতিও দেখা যাইতেছে না। আমি হরিভজনের এমন দুর্লভ জন্ম হরিভজনের উপযোগী দেহ, গুরু-কর্ণধার, নিত্যপ্রবাহিত ভগবৎ-কৃপারূপ অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইয়াও উহাদিগকে আমার হরিভজনের প্রতিকূল করিয়া ফেলিলাম। আমার দেহ হরিভজন না করিয়া মায়ার ভজন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত।

আমি গুরুপাদপদ্ম পরিহারপূর্ব্বক কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গকে আমার 'প্রভু' বলিয়া বরণ করিলাম, কিন্তু বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তাহাদের অসংখ্য দুর্নিদেশ পালন করিলেও তাহারা আমার প্রতি একবারও কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল না।

আমি এতই নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ যে, তথাপি আমি উহাদিগের দাস্য করিবার জন্যই লালায়িত। আমার 'লোক-দেখান গোরা-ভজা', দুই নৌকায় পা দেওয়ার প্রবৃত্তি গেল না। দুঃসঙ্গে আমার আত্মীয়বুদ্ধি ও সৎসঙ্গে পরবুদ্ধি হইতেছে। যেদিন আমার দুঃসঙ্গের প্রতি অনাদর, গৌরবিরোধী নিজজনের প্রতিও পরবুদ্ধি এবং সদ্গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি ও তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক টান হইবে, সেইদিন আমার হরিভজন আরম্ভ হইবে।

হরিভজনের মূলে শ্রদ্ধা। দম্ভ, অন্যাভিলাষ, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি থাকা শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে। এইগুলি থাকিলে কেহ হরিভজনে উন্নতি করিতে পারে না। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপা না পাইলে ত' হরিভজন হয় না। কৃষ্ণই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া যাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে, সেইরূপ দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিরই কৃষ্ণভজনে অধিকার। কিন্তু দুর্ভাগা আমার সে বিশ্বাস কোথায় ? শুদ্ধভক্তি অব্যভিচারিণী অর্থাৎ নৈরন্তর্য্যময়ী, অন্তর বা ব্যভিচার তাহাতে নাই। আমি ত' অন্যাভিলাষী, আমার হৃদয় ত' ব্যভিচারময়, তাহাতে হরিস্মৃতি, হরিসেবা-নৈরন্তর্য্য বা কেবলা ভক্তি কি করিয়া সম্ভব ?

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

আকর্ষণ করেন। তাঁহাদের সঙ্গই আমাদের সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনীয় হউক।

মঙ্গলের পথে চলিয়া যিনি অমঙ্গলের কথা ভালভাবে জানেন যিনি সমূহ অমঙ্গলের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া গুরুসেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন, গুরুসেবাগত-প্রাণ, গুরুদেবতাত্ম হইয়াছেন, গুরুর হইয়া গুরুপাদপদ্মের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়াছেন, সেইরূপ গুরুসেবক কি কখনও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কথা লইয়া থাকিতে পারেন? যিনি সত্যসত্যই মঙ্গল লাভ করিয়াছেন, তিনি অন্য জীবকে অমঙ্গলের পথে যাইতে দেখিয়া কখনও স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারেন না তিনি খাঁটি সত্য কথা অতি দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিবেনই করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের কথা যদি না শুনি, যদি স্বেচ্ছামত জীবন-যাপনে ব্যস্ত হই, তাহা হইলে বিপদ্ হইতে আমাকে আর কে রক্ষা করিবে? ভগবান্ গুরুবৈষ্ণবের মধ্য দিয়াই জীবকে কৃপা করেন —মঙ্গলের কথা জানান। গুরুবৈষ্ণব ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অঙ্গী ভগবান্ অঙ্গের দ্বারাই—গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারাই জীবকে কৃপা করেন।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥"

সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মও তাঁহার অঙ্গস্বরূপ নিষ্কপট গুরুসেবক বৈষ্ণবের দ্বারাই জীবে কৃপা বিতরণ করেন। গুরুদেবতাত্ম, নিষ্কপট সেবাবিগ্রহ গুরুদাস বৈষ্ণবের কৃপা ও আনুগত্য ব্যতীত গুরুকৃপা লাভ অসম্ভব। যিনি শ্রীগুরুদেবের মনোঽভিলাষ জানেন ও তৎপূরণে ব্যস্ত আছেন, তিনিই অন্যকে গুরুসেবা শিক্ষা দিতে পারেন। তাঁহার আনুগত্যেই গুরুসেবা লাভ হইবে। তিনি শত দ্বারে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বিতরণ করেন। সরল, সেবোন্মুখ হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাঁহাদের সন্ধান প্রদান করেন। যদি আমরা এইরূপ গুরুদাসের আদর্শে নিজ জীবন গঠিত না করি, তিনি কিরূপ ভাবে জীবন-যাপন করেন তাহা দেখিবার সৌভাগ্য যদি না হয়, তাহা হইলে বঞ্চিত হইব, গুরুসেবা লাভ হইবে না।

গুরুবৈষ্ণবের বাণীই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। এই রক্ষাকর্ত্তাকে কোন অবস্থায়ই ভুলিতে হইবে না। তাঁহাদের চেতনময়ী বাণীতে দৃঢ়বিশ্বাস হওয়া প্রয়োজন। আমরা যদি সাধুশাস্ত্র-গুরুবাণীতে দৃঢ়বিশ্বস্ত না হই, তাঁহাদের মঙ্গলময়ী বাণীতে উদাসীন থাকি, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে না। রক্ষাকর্ত্তাকে যদি ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে আর কে রক্ষা করিবে? যে অবস্থায় থাকি, নিরাশ্রিত হইলেই বিপদ্। তাঁহাদের বাণীর সেবা—বাণীর সঙ্গ ছাড়িলেই আর রক্ষা নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন-নির্ব্বাহ ক'রে চ'লবেন। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা, শত লাঞ্ছনাতেও হরিভজন ছা'ড়বেন না, নিজ-ভজন, নিজ সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছা'ড়বেন না।" কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই ভজন—যথাসর্ব্বস্ব। কিন্তু আমি যদি তাঁহাদের এই আদেশ পালন না করি, তাহা হইলে আমার মঙ্গললাভ কি করিয়া হইবে?

কেন অপরাধ যায় না?

——::(•)::——

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মান্তিকে উপনীত হইবার পর আমরা তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্ব্বপ্রথমেই যে উপদেশ বা শিক্ষাবাণীটী শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং এখনও যে বাস্তব সত্যের বাণীটীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আমরা প্রতিনিয়তই নানাপ্রকারে আদেশ ও উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা হইতেছে এই যে,—অধোক্ষজ বস্তুকে কখনও মাপিবার চেষ্টা করিও না। মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব—অর্থাৎ বিষ্ণু ও তদীয় বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। সেই অসমোর্দ্ধ বস্তুকে তোমার আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অধীন করিয়া ফেলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিও না। গুরুকে শিষ্য অথবা শিষ্য অপেক্ষা লঘু, শিষ্যনামের অযোগ্য অপস্বতন্ত্রতাকামী অক্ষজজ্ঞানীর শাসনযোগ্য করিতে যাইও না। বৃক্ষের যে শাখাটিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই শাখাটিই মূল কর্ত্তন করিবার মূর্খতাকে বরণ করিও না।

কি দুর্দ্দৈব! শ্রীগুরুবৈষ্ণবের এই বাণীর শাসন কতটুকু গ্রহণ করিতে পারিলাম, তাহা পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখি যে, শাসিত হওয়া দূরে থাকুক, আমরা স্বয়ংই শাসক হইয়া পড়িয়াছি। শাস্য পর্য্যন্ত হইতে পারি নাই, অথচ শাসনদণ্ড নিজেরাই গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছি। আবার সেই শাসনদণ্ডটি যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে, শ্রবণ-শাসিত কর্ণের নিয়ামকত্বে নিজের দুষ্ট মনের উপর প্রয়োগ করিতাম, তাহা হইলেও মঙ্গল হইত, কিন্তু সে চেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া যাঁহাদিগকে শাসন করা যায় না, সেই গুরুবৈষ্ণবের প্রতিই উহা প্রয়োগ করিবার দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিতেছি।

আমরা মনে মনে কল্পনার তুলিকায় বহির্ম্মুখ, নিজেন্দ্রিয়-তোষণ-কামোন্মত্ত চিত্তের চিত্রপটে গুরুবৈষ্ণবের যে মূর্ত্তিটি অঙ্কিত করিয়াছি, যদি তাঁহারা সেইরূপে আত্মপ্রকাশ না করেন, তাহা হইলে আমাদের নিকট তাঁহারা আর গুরু বা বৈষ্ণবপদবাচ্য থাকেন না। আমরা আমাদের মনোধর্ম্মের তাড়নায় অক্ষজজ্ঞানের গণ্ডী টানিয়া গুরুবৈষ্ণবের বিচরণভূমিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহি, যখনই দেখি, সর্ব্বপ্রকারে স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময় গুরুবৈষ্ণবের আচরণ সেই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, তখনই আমাদের শাসনদণ্ড উদ্যত হইয়া উঠে। মায়াপাদতাড়িত, ত্রিগুণাক্রান্ত, তৃণাদপি তুচ্ছ, নগণ্য কীটানুকীট হইয়া আমরা পরব্রহ্মের পরা শক্তি-স্বরূপ গুরুবৈষ্ণবকে challenge করিতে চাই, সুতরাং কেন তাঁহারা তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিবেন? গুরুবৈষ্ণব আমাদিগকে শাসন করিতে গেলে আমরা তৎক্ষণাৎ অসহিষ্ণু হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া থাকি। পরমস্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়, ষড়্বেগবিজয়ী গুরুবৈষ্ণবের শাসনক্ষমতা থাকিবে কেন? শাসনের অধিকার থাকিবে আমাদের, কারণ —আমরা কাম-ক্রোধের দাস, মায়ার গোলাম বদ্ধজীব। আমাদের এই প্রকার চিত্তবৃত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, আমরা যখন ভোগী শক্তিহীন হইয়া সর্ব্বশক্তিমানের অনুকরণে বাবাজী সাজিতে পারি, মহত্ত্ব না থাকিলেও, অনিত্য, নিত্যাশ্রিত তত্ত্ব হইয়াও আশ্রয়তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়া মায়াধীশ বিভুচৈতন্যের সমপদবী-লাভের স্পর্দ্ধা করিতে পারি, তখন আমরা সবই করিতে পারি, অসাধ্য কিছুই নাই।

অনেক সময় আমরা আবার নিজদিগকে শ্রৌতপন্থী বলিয়া প্রচার করি। আমরা বলি,—আমরা যখন শাস্ত্র মানি, মহাজনের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি, তখন কেনই বা আমরা সাধুশাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য করিব? আমরা আরোহ পন্থা অবলম্বন করিব না, নিজের বুদ্ধি বা বিচারের আবাহন করিব না, পরন্তু শাস্ত্র ও সাধুর অনুগমনে বাণী দ্বারাই স্বরূপনির্ণয় করিব,—সূর্য্যালোকের দ্বারাই সূর্য্য দর্শন করিব। এইরূপ সাধু-শাস্ত্রানুগত্যাভিমানী হইয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি, —শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, শ্রীরূপ সনাতন নীচ জাতি ছিলেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জগাই-মাধাই অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ ছিলেন এবং যেহেতু তাঁহার নাম-শ্রবণে পুণ্যক্ষয় ও গুরুতর পাপ হয়, তখন তাঁহার নাম শ্রবণ বা উচ্চারণ করিতে নাই, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অপরাধ বলে ব্রাহ্মণ হইতে বিপ্রত্ব হরণ হইয়াছিল ইত্যাদি। এই সকল বিচারের বিপক্ষে কোন প্রকার যুক্তির অবতারণা করিবার অবকাশ প্রদান করিতেও আমরা প্রস্তুত নাই। কারণ, আমরা ত' আর যুক্তিবাদী নহি, আমরা যে শ্রৌতপন্থী, আমরা বাণীর সাহায্যে বস্তু দর্শন করি। ভগবান্ বা তত্ত্বকে জানা যায় কি প্রকারে? একমাত্র বাণী দ্বারাই ত'! আমরা সেই বাণী, এমন কি তাঁহার সম্বন্ধে বিচার হইয়াছে, তাহা স্বমুখোক্তি প্রাপ্ত করিয়া উপর-উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, সুতরাং এ বিষয়ে আর যুক্তি-প্রদর্শনের অবসর থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে সত্যই যেখানে উদারস্বরূপ বিরাজমান, সেখানে আর যুক্তির সার্থকতা কোথায়?

এইরূপ শাস্ত্র বা সাধুর বাণীরূপ (?) অভিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা আমাদের মাপিয়া লইবার চৌদ্দপুটী যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। শাস্ত্রে আমরা সাধুর যে-সকল তটস্থলক্ষণের বিষয় জানিতে পারিয়াছি, উহাই হইল আমাদের সাধুকে চিনিয়া লইবার কষ্টিপাথর। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি,—দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও কনক এই পাঁচটি কলির স্থান। আমরা সেই পুঁথিগত বিদ্যা বা আক্ষরিক জ্ঞানকে সম্বল করিয়া সাধু দেখিতে দৌড়াই। যখনই দেখিতে পাই বিবেকানন্দী পরমহংসের আচরণ অথবা কখনও আচার্য্যলীলাকারী মহাভাগবতের আচরণ উক্ত লক্ষণের সহিত অবিরোধরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তখনই আমরা তাঁহাকে সাধুত্ব হইতে খারিজ করিয়া দিই। আমাদের আচরণ সমর্থন করিবার জন্য আমরা যুক্তি দেখাই—শাস্ত্রবাক্যেই যখন সাধুর লক্ষণ অবগত হওয়া যায়, তখন শাস্ত্রনির্দিষ্ট লক্ষণের সহিত যাঁহার আচরণের মিল দেখা যায় না, তিনি নিশ্চয়ই সাধু নহেন।

মহামূর্খ আমরা, এই সার সত্য কথাটি ভুলিয়া যাই যে, সাধু শব্দব্রহ্মের সেবক বটে, কিন্তু শব্দবাধ্য পারমেশ্বর বস্তু নহেন। অপ্রাকৃতবাণী ও অপ্রাকৃত বাক্যকর্ত্তা সাধু উভয়েই অপরিমেয়। বাণী নিত্যকাল সর্ব্বাত্মক শ্রীভগবানকে বর্ণন করেন, তথাপি শ্রীভগবানের সমগ্র অংশ বর্ণন হয় না, আবার বাণী বা শব্দও অনন্ত বলিয়া তাহারও শেষ নাই। সাধু বা ভগবান্ যেরূপ স্বতন্ত্র শব্দও সেইরূপ স্বতন্ত্র। অপ্রাকৃত শব্দ কখনও বদ্ধজীবকে অপ্রাকৃত ভগবান্ বা ভক্তকে মাপিয়া লইবার কার্য্যে সাহায্য করিয়া তাহার দাসত্ব করেন না। শব্দবাধ্য সাধুকে কখনও মাপিয়া লওয়া যায় না, সাধু ও শব্দকে অভিন্ন জানিয়া তৎপাদপদ্মে শরণাগত হইলে তাঁহাদের কৃপায় সাধুর স্বরূপ ও শব্দের তাৎপর্য্য অভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সাধু স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়, পূর্ণ-চেতন বস্তু বলিয়া stereotyped বা ছাঁচে ঢালা স্বতন্ত্রতাহীন বস্তু নহেন। আমাদের পুস্তকে যেমন থাকে তাহা নেশার মত লাগে, তাহাতে এই রহস্যটি আমরা উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারি না।

অনেক সময় আমাদের এরূপ অভিমান হয় যে, শ্রীগুরুদেবের আদেশ, উপদেশের তাৎপর্য্য আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝিয়াছি। এইরূপ দম্ভের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা নিজদিগকে গুরুদেবের প্রিয় বৈষ্ণবগণ অপেক্ষাও অধিক বুদ্ধিমান মনে করিয়া থাকি। কোনও স্থানে স্বয়ং গুরুদেবের বাহ্যতঃ অনুপস্থিতি কালে কোন বৈষ্ণব উপস্থিত থাকিয়া যদি

আমাদিগের পরিচালক ও নিয়ামকরূপে কোনও প্রকার বিধিব্যবস্থার নির্দ্দেশ দান করেন এবং ঐ প্রকার বিধানদের যদি আমাদের মনঃপূত না হয়, তখনই আমরা যেন বৈষ্ণবের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি। তিনি কেন এরূপ বিধান দিলেন? কই শ্রীল প্রভুপাদ বা অন্য আচার্য্যদের ত' এরূপ ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই? আমরা পূর্ব্বে যে ভাবে তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থাৎ ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং আমরা গুরুদেবের সেই ব্যবস্থাই মানিয়া চলিব, বৈষ্ণবের আনুগত্য করিব না — এরূপ কূট বিচার তখন আমাদের চিত্তে স্থান পাইয়া থাকে। সেই বৈষ্ণব গুরুদেবের নিকট হইতে ঐরূপ ব্যবস্থা দানের নির্দ্দেশ পাইয়াছেন কি না, এ প্রশ্ন তুলিয়া দেখিবার ধৈর্য্য আমাদের থাকে না। হায়, আমরা এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে কেন প্রশ্রয় দিই যে, বৈষ্ণব অপেক্ষা গুরুদেবের মনোভীষ্ট আমরা অধিক বুঝি? বৈষ্ণব যে গুরুদেবেরই আনুগত্যে আমাদিগকে পরিচালন ও নিয়মনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই সহজ কথাটি আমরা কেন ভুলিয়া যাই?

অনেক সময় আবার আমরা বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ আদেশ পাইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারি না। উহা গুরুদেবের অনুমোদিত কিনা, তাহা জানিবার জন্য অবৈধ অযথা কৌতূহল প্রদর্শন করি। এরূপ চিত্তবৃত্তির মূলে প্রচ্ছন্নভাবে 'আমি ত' বৈষ্ণব' এই মিথ্যা দম্ভই লুক্কায়িত থাকে, আর থাকে, অপস্বচ্ছন্দতাপ্রিয়তা। 'বড় আমি'র বিচার প্রবল থাকে বলিয়াই আমরা কোন মতে গুরুদেবের আনুগত্যের অভিনয় কিছু করিতে পারি, কিন্তু বৈষ্ণবের আনুগত্য করিতে গেলে আমাদের সেই অভিমানের মূলে আঘাত লাগে, সেইজন্য বৈষ্ণবের আনুগত্য আমরা করিতে চাহি না।

হরিকথা কীর্ত্তনকালে যদি বৈষ্ণব নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইয়া গেলেও তৎপ্রতি লক্ষ্য না করেন, তবে আমরা অত্যন্ত চঞ্চল ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠি। যাহাতে কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের তৎপ্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য নানাপ্রকার ইঙ্গিত ও চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের বিচার হয় যে, বৈষ্ণব আপনভোলা, তাঁহার কোন বাহ্যজ্ঞান (কাণ্ডজ্ঞান) নাই, তিনি না হয় হরিকথা লইয়া তন্ময় হইয়া রহিলেন, কিন্তু ঐ প্রকার কেবলমাত্র হরিকথা লইয়া থাকিলে অন্যান্য সেবাকার্য্য কি প্রকারে চলিবে? একথা আমরা বুঝিতে পারি না যে, আমাদের এই বিচারের অন্তরালে যে কপটতা বর্ত্তমান, তাহা সাধারণ নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকট আত্মগোপন করিতে সমর্থ হয় না। আমাদের ঐ প্রকার বিচারের মূলে থাকে প্রাণময়ী সেবাবৃত্তির পরিবর্ত্তে 'নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর কর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরের কৃত্রিমতা এবং নিজদিগকে কর্ম্মদক্ষ ও বুদ্ধিমান্ অভিমানে বৈষ্ণবকে নির্ব্বোধ ও বাহ্যজ্ঞানহীনরূপে দর্শনরূপ শোচনীয়তম অপরাধ।

বৈষ্ণব যখন অবিশ্রান্ত কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ-স্পৃহা দূর করিতে চাহেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশঘণ্টাই আমাদিগকে কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত করিয়া, ইতর কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার অবসর হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন, যখন তাঁহার শাসন তিরস্কার দ্বারা আমাদের মনোবাসনা-উচ্ছেদনে প্রয়াস করেন, তখন আমাদের আত্মগোপনকারী অনর্থসমূহ নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। নিজের ভোগপ্রবৃত্তি-সম্বন্ধে নিজেই অসন্তোষ প্রকাশ করি? আমাদের লোকচক্ষে লঘু হইতে পড়িতে হয়, কাজেই বৈষ্ণবের শাসন যে আমার অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহা সহজভাবে প্রকাশ না করিয়া কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করি। 'আমরা নিরপেক্ষ বিচারক সাজিয়া যাঁহারা শাসিত হইতেছেন, তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করিয়া দিই। 'বৈষ্ণব যাহা করিতেছেন বা বলিতেছেন তাহা ত' যথার্থই। তবে সাধকের অনর্থ আছেই, যদি কেহ বৈষ্ণবের শাসনের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাকে ত' আর তজ্জন্য দোষ দেওয়া চলে না'- ইহাই হয় তখন আমাদের বিচার। মনোধর্ম্ম ও মিথ্যা দম্ভের তাড়নায় আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্টপ্রচারক সাধুর আচার ও প্রচার-বিষয়েও তাঁহাকে direction দিতে যাই। এই প্রকার বৈরাগ্যের আদর্শ দেখাইলে অনর্থযুক্ত সাধকগণ লাভ অপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্তই বেশী হইবে। এইভাবে প্রচার করিলে mass এর পক্ষে উহার তাৎপর্য্যগ্রহণে অসুবিধা হইবে। এত কঠোর বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলে কোমলশ্রদ্ধগণ হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হইয়া যাইবে ইত্যাদি। অর্থাৎ অনর্থযুক্ত সাধকের অনর্থকে সমর্থন করা চলে, কিন্তু শুদ্ধ সাধুকে যে কোনমতেই সমর্থন করা চলে না।

আমরা বাহিরে নিরপেক্ষের সজ্জা গ্রহণ করি বটে, কিন্তু এই নিরপেক্ষতার অন্তরালে সাধুর শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষোদ্গীরণই প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাম্য হইয়া পড়ে। হায়! এই প্রকারে সাধুকে নিয়মিত করিতে না গিয়া নিজেকে সাধুর দাসানুদাসের পাদত্রাণদ্বারা নিয়মিত করিবার সদ্বুদ্ধিকে বরণ করি না কেন? দীর্ঘকাল হরিকথা-শ্রবণে যখন ক্লান্তি বা নিদ্রা উপস্থিত হয়, তখন সাধুকে দোষ না দিয়া নিজেকে এই বলিয়া শত শত ধিক্কার দিই না কেন, যে হরিকথা বা হরিনামের মাধুর্য্যাস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া আমাদের গুরুবর্গ গাহিয়াছেন,—"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে" অথবা "জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারেবিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যানপূজাদিযত্নম্," যে হরিনামের ঔদার্য্যদর্শনে স্বয়ং নামী শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভভরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, "নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা" যে হরিনামের ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিতে গিয়া শাস্ত্র ও সাধুগণ মত্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছেন, সেই হরিনাম বা তদভিন্ন হরিকথা শ্রবণ করিতে গিয়া কেন যে বা আমরা মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ি? সাধুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে সাধুর বর্ত্মানুসরণে লোভ ও নিজ অনর্থের জন্য অকপট গ্লানি কেন আমাদের আসে না?

বৈষ্ণবকে শাসন, নিয়মন করিবার চেষ্টা করিয়া জঘন্যতম অপরাধের আবাহনে উৎসাহের অন্ত নাই, কিন্তু আমাদের এই শয়তানি কি বৈষ্ণব বুঝিতে পারেন না? তথাপি, তাঁহার এমনই স্বভাব যে, আমরা তাঁহার প্রতি দ্রোহাচরণে বদ্ধপরিকর হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের মঙ্গল করিবার জন্য পণ করিয়া বসিয়া আছেন। ঝড়ের বেগে তরী চঞ্চল হইয়া বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য তাণ্ডব আরম্ভ করে বটে, কিন্তু সুদক্ষ নাবিক জানে যে, এই বন্ধনই তাহার বাঁচিবার একমাত্র উপায়। সেইজন্য নাবিক ঝড়ের বেগ ও তৎসহ তরণীর উদ্দাম নৃত্যকে অগ্রাহ্য করিয়াই সুদূর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে। আমাদের সমস্ত বিদ্বেষ, বিদ্রোহ, উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়াও বৈষ্ণব উপেক্ষা করেন, নির্য্যাতিত হইয়াও আমাদের হিতসাধনে বিরত হন না। আমরা হরিবাসর দিবসে উপবাসের ক্লেশ সহ্য করিতে হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি, কিন্তু বৈষ্ণবের বিচার—উপবাস করুক, যদি উপবাসে দেহপাতও হয়, তাহা হইলেও মঙ্গল হইবে। কৃষ্ণ যখন দেখিবেন, তাঁহারই প্রীত্যর্থে উপবাস করিয়া দেহপাত করিয়াছে, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি কোথায় না নিবদ্ধ রহিয়াছে? এই অমন্দোদয়া করুণার মূল্য আমরা বুঝিলাম কই?

বৈষ্ণবকে শাসন করিবার প্রবৃত্তি, বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধানে উৎসাহ আমাদের আসে কেন? ইহার কারণ মৎসরতা। বৈষ্ণবের অনাকাঙ্ক্ষিত সহজপ্রতিষ্ঠা আমাদের হৃদয়ে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত করে। আমাদের ছিদ্রগুলি যখন লোক-সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া দশের চক্ষুতে আমাদিগকে হেয় করিয়া তুলে, তখন আমরা সেই ছিদ্রগুলি নির্দ্দোষ বৈষ্ণবচরিত্রে আরোপ করিয়া গাত্রদাহ নিবারণের চেষ্টা করি। এই যে প্রচণ্ড মাৎসর্য্য—ইহা যায় কি প্রকারে? বৈষ্ণবের প্রতি আমাদের ঈর্ষা হয় কেন? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, ইহার কারণ প্রীতির অভাব। সাধারণ জগতেও দেখা যায়, যাহারা "আমাদের শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাদের প্রতিষ্ঠা দেখিলেই আমাদের চিত্ত মৎসরাক্রান্ত হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে, যাহারা আমাদের আত্মীয়, স্নেহ, শ্রদ্ধা বা সম্মানের পাত্র, তাহাদের অভ্যুদয়ে আমাদের মাৎসর্য্যের উদ্রেক হয় না। প্রীতি মাৎসর্য্যের বিপরীত বস্তু। প্রীতি যেখানে থাকে, সেখানে মাৎসর্য্য থাকিতে পারে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে আমাদের আত্মীয়-জ্ঞান নাই, তাঁহাদিগকে আপন বলিয়া জানি না বলিয়াই আমরা তাঁহাদের মঙ্গলময় শাসন অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হই না। বৈষ্ণবকে আমাদের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি বলিয়াই তাঁহার প্রতিষ্ঠা-দর্শনে আমরা মাৎসর্য্যবিষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ি। বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে লেশমাত্র প্রীতি বা আপনজ্ঞান যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আর এইপ্রকার হিংসা বা বিদ্বেষভাব থাকিতে পারিত না। প্রীতিবিশিষ্ট হইলে তাঁহাদের শাসন ও নিয়মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার চিত্তবৃত্তিও হৃদয়ে আর স্থান পায় না; কারণ প্রীতির পাত্রের স্বতন্ত্রতার নিকট নিজ স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দেওয়াই প্রীতির ধর্ম্ম।"

অবশ্য এই রতি সহসা হয় না। যতদিন বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তৎসহ নিজকে তৎপাদপদ্মধূলি জ্ঞান না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতা করিবার প্রবৃত্তি যাইবার নহে। এই প্রবৃত্তিটি যায় একমাত্র মহিমজ্ঞান-দ্বারা। এইজন্য বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণবের অসমোর্দ্ধ-মাহাত্ম্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই একমাত্র উপায়। যখনই বৈষ্ণবের প্রতি কোন প্রকার মর্ত্ত্যবুদ্ধিমূলে বিদ্বেষভাব আসে, তখনই সেই বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা দরকার। আমরা মৎসরতার তাড়নায় তাঁহাকে নানাপ্রকারে হেয় করিতে চেষ্টা করিতেছি বটে, কিন্তু তাঁহার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কতটুকু হইতেছে? তিনি ত' সকল বাধা অতিক্রম করিয়া গুরুদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-রাসের অনুসন্ধানে ছুটিয়া চলিতেছেন। এই বিষয়টি যখনই আমাদের উপলব্ধি হইবে, তখনই আমরা বুঝিতে পারিব,—বৈষ্ণব কত বড়, তাঁহার সমকক্ষ হইবার দুর্ব্বাসনা আমাদের পক্ষে কতখানি ধৃষ্টতা এবং তখনই বৈষ্ণবের সমান প্রতিষ্ঠা লাভের আশা ও তজ্জনিত মৎসরতা আপনিই দূর হইয়া যাইবে, বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করা সম্ভব হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার, শ্রীবিশ্বকর্ম্মা-পূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনলিনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীপ্রমথকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মায়া-জয়

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটি মানুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু ধীর ব্যক্তি দুইটির তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটি মুক্তির কারণ, অপরটি—বন্ধনের কারণ, এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দ ব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ-এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।

অন্যাভিলাষশূন্য অনন্যচিত্ত ভগবদ্ভক্ত একমাত্র ভগবৎসেবার জন্যই তাঁহার কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করেন বলিয়া ভগবান সেই ভক্তের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

ভক্তগণ কিন্তু ভগবৎসেবা প্রয়োজন ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও ঐ সকল আকাঙ্ক্ষা করেন না।

আমাদের একমাত্র ভগবৎসেবা ভিন্ন অন্য কামনা কোন্ সময় উদিত হয়? যখন আমাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ হয়—প্রকৃতি বা মায়াতে আমরা যখন অভিনিবিষ্ট থাকি।

ভগবদ্বৈমুখ্য-বশতঃ জীবের আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি ও তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অর্থাৎ ঈশ্বরেতর অনাত্মবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইলে দেহাদি ও সুহৃদ্বর্গের নিমিত্ত ভয় হয়, অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন প্রভু এবং পরম প্রেষ্ঠ জানিয়া ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে ভজনা করিবেন।

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেহঙ্‌ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥
(৩।৯।৬)

যে কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ, আত্মীয়স্বজন ও সুহৃদ্বর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোনপ্রকারে প্রাপ্ত হইলে অসদ্বস্তুতে 'আমি ও আমার'—এইরূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূল কারণ।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—যে স্থানে এইরূপ শরণাগতির কথা, তথায় জাগতিক অভ্যুদয়, রাজ্যলাভাদির জন্য আগ্রহ থাকিতেই পারে না

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥
(ভাঃ ২।৭।৪২)

ভগবান অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতারহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহারা সেই দুস্তরা [illegible] মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐ সব শরণাগত ভক্তের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি ও আমার' বলিয়া অভিমান থাকে না।

দুর্গাদেবীর অকপট কৃপা পাইলে জীবের কুক্কুর-শৃগাল ভক্ষ্য দেহে 'আমি ও আমার' অভিমান থাকে না এবং ভগবৎসেবায় রতির উদয় হয়। দুর্গাদেবীর কপট কৃপায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং বন্ধনও আত্মবিনাশকর মোক্ষাভিলাষ উদিত হইয়া থাকে। সর্ব্বাভিলাষিণী বা অনন্যা ভক্তিই প্রয়োজন। কর্ম্মের অবান্তর ফল ভুক্তি ও জ্ঞানের অবান্তর ফল—মুক্তি এবং উভয়ের চরম ফল—ভক্তি। ভগবৎ-সেবা সুখই সুখের পূর্ণ অভিব্যক্তি। যখন ভগবৎ-সেবোন্মুখে সমগ্র বৃত্তি পর্য্যবসিত হয়, তখন কর্ম্মের নাম বা কর্ম্মমর্য্যাদা থাকে না, উহা ভক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে কর্ম্মে ঐ চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় না, সেই কর্ম্ম ভগবদ্বহির্ম্মুখ, তাহাকেই কর্ম্ম বলা যায়। ভগবৎসেবা লাভ হইলে আর সেরূপ কর্ম্ম থাকে না। তাহার নাম তখন সাধনভক্তি হয়।

সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ একমাত্র যাঁহার নাম সেই মুকুন্দের শরণাগত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁহার আরাধনা করেন। গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশে আমরা ইহাই জানিতে পারি,—

'দৈবী গুণময়ী মায়া আমারই; আমি মায়ী অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর। দুস্তর ভাব নিবন্ধন [illegible] এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। যাহাকে ভূতে পাইয়াছে, সে যেমন নিজের ভূত নিজে ছাড়াইতে পারে না, আবার ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি ভূতের শরণাগত হইলেও ভূত তাহাকে আরও অধিকতরভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভূত হইতে বদ্ধ [illegible] হয়। এবার ভূতের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে যে "ওঝা" তাহারই শরণ গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই, তেমন একমাত্র আমাতেই যাঁহারা প্রপন্ন হন, তাঁহারাই এই দুস্তরা মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন।'

যাঁহারা অকপট দৃঢ়ব্রত হইয়া হরি কীর্ত্তন করেন, সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সেবাবুদ্ধি-সহকারে নিত্যযুক্ত হইয়া উপাসনা করেন, পরস্পর ভাব-বিনিময়ে হরিকথার কথোপকথন করেন, সতত যুক্ত হইয়া প্রীতি-পূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেই কৃষ্ণ যদ্দ্বারা তাঁহারা কৃষ্ণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার যোগ্য হন, সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দেন।

মায়ীর শরণাপন্ন না হইয়া মায়ার শরণাপন্ন হইলে মায়াই অধিক বলে আশ্রয় করিয়া বসে এবং বুদ্ধিকে বিপরীত দিকে চালিত করিয়া দেয়। আমরা যে জিনিষকে ছাড়িতে চাহি, যদি সেই জিনিষকেই আবার অধিকতরভাবে আশ্রয় করি, তবে তাহাকে ছাড়া হইল কোথায়? বরং আরও অধিকভাবে আঁকড়াইয়া ধরা হইল। রোগকে বিসর্জ্জন করিতে হইলে রোগের উপাসনা না করিয়া চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইবে—ইহাই সাধারণ যুক্তি। বিষ্ণুমায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে বিষ্ণুমায়ার হাতে আপনাকে অধিকতর গাঢ়ভাবে সমর্পণ করিলে অধিকভাবেই তাহার কবলে পড়িতে হইবে, আর বিষ্ণুর হাতে আত্মসমর্পণ করিলে তিনিই কৃপা করিয়া মায়াকে বিদূরিত করিয়া দিবেন। অবশ্য রোগী মনে করিয়া থাকে যে, রোগের হাতে পায়ে ধরিলেই বুঝি রোগ সারিবে। চিকিৎসকের তিক্ত ঔষধ অপেক্ষা রোগ যেসকল পরামর্শ দেয়, সেই পরামর্শ শুনিয়া রোগের ইন্দ্রিয়-তোষণ রোগীর তাৎকালিক বিচারে ও আপাততঃ রুচিপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু সেই-ভাবে রোগের সেবা করিলে—রোগের ইন্দ্রিয়-তোষণ করিলে রোগই বৃদ্ধি পাইবে, রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে না, কিন্তু আপাততঃ তিক্ত বোধ হইলেও চিকিৎসকের ইন্দ্রিয়-তোষণ করিলেই অচিরে রোগ-মুক্ত হওয়া স্বাস্থ্য লাভ করা যাইবে। স্বাস্থ্য লাভ করিলে তখন আমরা বুঝিতে পারিব—রোগের সেবায় রোগমুক্ত হওয়া যায় না, চিকিৎসকের সেবায়ই রোগমুক্ত হওয়া যায়।

বহুরূপিণী বিষ্ণুমায়ার অনন্ত বিক্রমের মধ্যে একটি প্রধান বিক্রম এই যে, তাহা রোগমুক্তিকে বুঝাইয়া দেয়—বদ্ধজীবকে বুঝাইয়া দেয়—মায়ার শরণাপন্ন হইলেই মায়া হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে এমনই একটি ভোগময় দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা অনেকেই বলিয়া থাকেন,—"আমরা ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগে যাইব, ভোগ করিতে করিতে নিবৃত্তি লাভ করিব।" ভোগের দ্বারা যখন ভোগে বিরক্তি আসিয়া পড়িবে, তখন তাহার প্রতিক্রিয়ারূপ ত্যাগ বলিয়া একটি ব্যাপার ভোগীর হৃদয়ে উদিত হয় বটে, কিন্তু সেই ত্যাগ ভোগেরই প্রচ্ছন্ন দ্বিতীয় স্বরূপ—সেই ত্যাগ ভোগেরই প্রায়শ্চিত্ত—সেই ত্যাগ ভোগেরই অতৃপ্ত লোলিহান জিহ্বা-বিস্তারিণী করালমূর্ত্তি। তাহা ভোগে অতৃপ্ত হইয়া ভোগের বিশ্বাসঘাতকতায় বাঞ্চিত, লাঞ্ছিত, জর্জ্জরিত হইয়া ত্যাগের এক শুষ্কমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তরে ভোগের আগ্নেয়গিরি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে, বাহিরে আপাত প্রকাশ নাই। যে দিন প্রকাশিত হইবে, সে দিন তাহা আত্মাকে পর্য্যন্ত পোড়াইয়া (?) শ্মশানশায়ী করিবে—অর্থাৎ ত্যাগের চরম ফল আত্মবিনাশ বা নির্ব্বিশেষ নির্ব্বাণগতি লাভ করিবে। নির্ব্বাণে আত্মাকে—চেতনের বৃত্তিকে পোড়াইয়া ফেলিবার যে অন্তর্নিহিত চেষ্টা রহিয়াছে, তাহাতে শরণাগতির কোন লক্ষণ নাই। শরণাগতি নিত্য বস্তু, তাহা কখনও শরণ্যকে পরিত্যাগ করে না।

বিষ্ণু-শরণাগতিই যদি বিষ্ণুমায়া জয় করিবার একমাত্র উপায় হয়, তবে কেন ঘরে ঘরে লোক গীতা পাঠ করিয়াও অর্জ্জুনের আদর্শে কৃষ্ণের শরণাগত হয় না? ইহার কারণ কি, তাহাও আমরা ভগবানের বাণীতেই পাই,—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—চারিপ্রকার ব্যক্তি আমাতে শরণাগত হয় না। তাহারা জগতে ধনে, মানে, অভিজ্ঞানে, বিজ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে, পটুতায়, দক্ষতায় কৃতী হইতে পারেন, কিন্তু তাহাদের কৃতিত্ব দুষ্ট; এইজন্য তাহাদের নাম 'দুষ্কৃত'।

ইহারা চারিপ্রকার—(১) মূঢ় অর্থাৎ পশুতুল্য কর্ম্মী, তাহাদের হরিকথায় আদর নাই, তাহারা কেবল ঐহিক ও পারলৌকিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আলেয়ার অনুসরণ করিয়াই ব্যস্ত। ইহারা আমার নরবপুর কথা শুনিয়া আমাকে তাহাদেরই মত প্রাকৃত বলিয়া মনে করে।—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।" দ্বিতীয় প্রকার—'নরাধম'। তাহারা 'নরতনু ভজনের মূল', 'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভম্'—এইসকল কথা জানিতে না পারিয়া আমার অভিন্নতনু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করে না। যে গুরুপাদপদ্ম জানাইয়া দেন যে, একমাত্র গুরু ও কৃষ্ণ-সেবার দ্বারাই মায়ার হাত হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়—"তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"—মায়াকে আশ্রয় করিয়া মায়া উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, সেইরূপ সদ্গুরুপাদপদ্ম তাহারা আশ্রয় করে না, কাজেই তাহারা নরোত্তম শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করায় নরদেহ পাইয়াও 'নরাধম'। তৃতীয় প্রকার—মায়া-দ্বারা অপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিসমূহ। শাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিয়াও ইহারা মায়াতেই অধিকতর লিপ্ত। চতুর্থ প্রকার,—আসুর-ভাবাশ্রিতগণ। জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি যেরূপ ত্রিলোকের বিস্ময়োৎপাদনকারিণী তপস্যা করিয়াও সমস্ত তপস্যার ফল আসুরকার্য্যে অর্থাৎ ভগবদ্-বিগ্রহের প্রতি হিংসাকার্য্যে, তাঁহার অঙ্গে বাণবিদ্ধকরণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল।

[illegible]পি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার [illegible]

সেইরূপ নির্ব্বিশেষবাদিগণও তাঁহাদের সমগ্র তপস্যাকে ভগবানের নিত্যবিগ্রহ, ভগবানের নিত্য শ্রীঅঙ্গ বিনাশ (?) অর্থাৎ তাঁহাকে নিরাকার বা নির্ব্বিশেষ করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়া থাকে। অনেক অসুর মহামায়ার উপাসনা, ব্রহ্মার উপাসনা, শিবের উপাসনা প্রভৃতি করিয়া বিষ্ণুর বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বর প্রার্থনা করিয়া তাহা লাভ করিয়াছিল। এরূপ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ যে আকারেই অবস্থিত থাকুক না কেন, তাহারা আমাতে প্রপন্ন হইতে পারে না। তাহারা মহামায়াতেই প্রপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহারা আমার প্রতি প্রপন্ন হন, তাহাও বলিতেছি,—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ
সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
(গীঃ ৭।১৬)

চারি প্রকার ব্যক্তি আমার শরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা 'সুকৃতি' নামে অভিহিত হন। 'আর্ত্ত'—অর্থাৎ শত্রু-ক্লেশাদি আপদগ্রস্ত হইয়া তাহা বিনাশেচ্ছু, যেমন গজেন্দ্রাদি। 'জিজ্ঞাসু'—অর্থাৎ আত্মস্বরূপ-জ্ঞানেচ্ছু, যেমন শৌনকাদি। অর্থার্থী'- অর্থাৎ রাজ্যসম্পৎ প্রভৃতি লাভেচ্ছু যেমন ধ্রুবাদি, আর 'জ্ঞানী'—যেমন শুকদেবাদি।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শ্রেণী—সকাম, কিন্তু জ্ঞানী—নিষ্কাম। সকামই হউক, নিষ্কামই হউক বা সর্ব্বকামই হউক, যদি তীব্রভক্তিযোগের সহিত একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন, যদি মায়ার ভজনা পরিত্যাগ করেন, তবেই মঙ্গল লাভ হয়, কারণ, বিষ্ণু এমনই যে, কেহ তাঁহার নিকট হইতে কোন বস্তু দোহন করিতে পারে না, সব কিছু তাঁহার নিকট বলি দিতে হয়। তিনি ত্রিবিক্রম। যাঁর বিক্রম একপাদাবধৃত লইয়া, কিন্তু ত্রিবিক্রমের ত্রিপাদ বিভূতি।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥
(ভাঃ ২।৩।১০)

পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধ ভক্তিযোগে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন। ইহাই কৃষ্ণভজনের বিশেষত্ব যে, কৃষ্ণের নিকট কাম চাহিলে কাম পাওয়া যায় না, কারণ, তিনি স্বয়ং কামদেব, কাম একমাত্র তাঁহার একচেটিয়া নিজস্ব সম্পত্তি। তাহা অপরের ভোগ করিবার উপায় নাই। মায়ার নিকট কাম চাহিলে মায়া এই জগতের কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া শোধন করিতে করিতে অবশেষে কৃষ্ণের কাছে লইয়া যান, আর শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাম প্রার্থনা করিলে,—

কৃষ্ণ কহে,—"আমা ভজে, মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে' এই,—বড় মূর্খ ॥
আমি—বিজ্ঞ এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব ?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥"
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ রসে
কাম ছাড়ি' দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৮-৪১)

তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় চতুর্ব্বিধ সুকৃতির মধ্যে নিষ্কাম জ্ঞানীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন —নিষ্কাম হইয়া যদি কাহারও কাম অর্থাৎ কৃষ্ণকাম না হয়, তাহা হইলে শরণাগতি সার্থক হইল না। কৃষ্ণকাম না হইয়া কেবল নিষ্কাম কথাটি বন্ধ্যার পুত্রলাভের ন্যায় নিরর্থক। এইজন্য অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকেই বলিতেছেন,—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ
মম প্রিয়ঃ
(গীঃ ৭।১৭)

জ্ঞানীর মধ্যে একভক্তি অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তিযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীশুকদেব-আদি জ্ঞানিগণ এইজন্য আত্মারাম নিষ্কাম হইয়া পররাম কৃষ্ণকামরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::-

বৈষ্ণবই একমাত্র দয়ালু ও পরদুঃখদুঃখী, জীবের দুঃখে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা বিগলিত হয়। অপরে যে দয়ার ভাণ দেখায়, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে দয়ার পরিবর্ত্তে কখনো হিংসাই হইয়া থাকে। মহাভাগবত বৈষ্ণব সর্ব্বত্র গুরুদর্শন করেন, কোথাও তাঁহার লঘুদর্শন বা ভগবদিতর দর্শন নাই। মহাভাগবত বৈষ্ণব তাঁহার মধ্যমাধিকারিতায় ভগবৎসেবকগণের সহিত মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তির প্রতি হরিকথাকীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা এবং ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণবের প্রত্যেক কার্য্যই দয়া। তাঁহার প্রত্যেক আচরণই জীবমঙ্গলের জন্য সাধিত হয়। তিনি অজ্ঞকে যে অবজ্ঞা করেন, তাহাও দয়া। জীবের প্রতি দয়া করা তাঁহার সত্তা। জীবমঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন অন্তর উদ্দেশ্য তাঁহার নাই। মহাভাগবত বৈষ্ণব তাঁহার শিষ্যবর্গের এবং জগতের প্রত্যেকের পরম মঙ্গলের জন্য দয়া বিতরণ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার ন্যায় পরদুঃখদুঃখী আর নাই। তাঁহার দয়ার একটীমাত্র কণা লাভ করিতে পারিলে অনায়াসে পুরুদুঃখময় এই সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এত বড় তাঁহার করুণা!

ভক্তগণ তিনপ্রকার অর্থাৎ আচার-প্রধান ভক্ত, প্রচার-প্রধান ভক্ত ও আচার-প্রচারপ্রধান ভক্ত। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার-প্রচার সম্পন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেবল আচার-প্রধান ভক্ত—মধ্যম, কেবল প্রচার-প্রধান ভক্ত—কনিষ্ঠ। সাধুগণের ধর্ম্ম-আচরণের নাম—আচার। সেই ধর্ম্ম জগতে অন্য লোকের নিকট প্রচার করার নাম—প্রচার। আচার বা প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথম সাধুগণের ধর্ম্মশিক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমানে কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচারকার্য্য করিতে থাকেন, তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়।

গুরু-ব্রুবগণের আচরণ কিন্তু অন্যপ্রকার। তাঁহারা জগতের উপকারক না হইয়া অপকারক হন। তাঁহাদের কার্য্যাবলী জীবের মঙ্গলের জন্য না হইয়া জগন্নাশের কারণ হইয়া থাকে। তাঁহারা শিষ্যের সন্তাপহারক না হইয়া বিত্তাপহারক। যে কোন প্রকারে হউক, শিষ্যের নিকট হইতে অর্থশোষণ তাঁহাদের বৃত্তি। শিষ্যের মঙ্গল হউক বা না হউক, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ হইলেই হইল। ইঁহারা নিজেদের মঙ্গল চান না, সুতরাং পরের মঙ্গলসাধন করিবেন কিপ্রকারে? বাস্তবিক পক্ষে অন্ধব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত অপর ব্যক্তিগণ যেরূপ গর্ত্তে পতিত হইয়া প্রাণ হারায়, তদ্রূপ এই সকল গুরুর অনুসরণকারী মোহান্ধ ব্যক্তিগণের অনুবর্ত্তন করিয়া বহু ব্যক্তি ভীষণতম অসুবিধায় পতিত হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ অনন্ত নরক লাভ হয়—সংসার মোচনের পরিবর্ত্তে সংসারবন্ধন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার গুরুব্রুবগণের দ্বারা যে কত লোকের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীগুরুদেব জীবকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত। তিনি চান সকলেই কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হউন। এ দয়া যে সে দয়া নয়, দু'চার পাঁচ দিনের বা দু'লক্ষ, দশ লক্ষ বৎসরের কিংবা ব্রহ্মার পরমায়ু-কালপর্য্যন্ত সময়ের জন্য দয়া অথবা স্বর্গসুখ, ব্রহ্মলোক প্রদানের দয়া নয় কিংবা নিরবশেষবাদীর জ্যোতিঃ-দর্শন, যোগীর ঈশ্বর-সাযুজ্যাদিরূপ ফল নয়, এই দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া। ইহারই অপর নাম—মহাবদান্যতা। শ্রীগুরুদেব জীবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রদান করিতে প্রস্তুত। শ্রীনিত্যানন্দ নিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রদান করাই তাঁহার ধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যকে প্রদান করিয়া জীবের চৈতন্য উৎপাদন করাই তাঁহার লীলা। যিনি শ্রেয়ঃ ভজনা করেন, তাঁহার নিকট তিনি আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত। তিনি জীবের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান, রোগ নিবারণ, আহার-পরিধেয়াদির সমাধান প্রভৃতির ব্যবস্থামাত্র করিয়া আদৌ দয়ার ছলনায় প্রকৃতপক্ষে জীবহিংসা করেন না। জীবের ঐহিক সামান্য অভাব ও দুঃখ মোচন তাঁহার দয়ার কার্য্য নয়। এই সকল অভাব অসুবিধা দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ যে অবিদ্যা এবং ভগবদ্বিস্মৃতি, তাহা দূর করা তাঁহার দয়ার মুখ্য ফল। ঐহিক অভাব-পূরণের দ্বারা জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয় না, পরন্তু অভাবের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়— তিনি সকলকে জানাইয়া দেন এবং অহর্নিশ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠকথা কীর্ত্তন করিয়া জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান করেন। তাঁহার এই দয়া অনাবিল অহৈতুকী ও অতুলনীয়।

পরদুঃখদুঃখী মঙ্গলময় গুরুদাস বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা আমাদিগকে সাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন করিতে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা নিয়মিতভাবে কীর্ত্তন করিতে উপদেশ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী—গুরুবস্তু। বাণীই আমাদিগকে প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেন। শ্রীগুরুদেবের বাণীর সঙ্গই তাঁহাদের সঙ্গ। এই গুরুবাণীর বা শব্দের শরণাগত হইতে হইবে—নিজকে শব্দের আশ্রিত বলিয়া জানিতে হইবে এবং শব্দকেই রক্ষক ও পালক বলিয়া তাঁহাতে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। কৃপার পথে—শরণাগতির পথে দাঁড়াইয়া আর্ত্ত হৃদয়ে, ব্যাকুল-প্রাণে, সুদৃঢ় আশার সহিত শব্দের কৃপাপ্রতীক্ষায় জন্ম-জন্মান্তর সতৃষ্ণ-নয়নে সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। হরিকথায় অরুচি বা শব্দসঙ্গ হইতে দূরে থাকা মানেই গুরুসঙ্গ হইতে দূরে থাকা। শব্দের নিকট হইতে কৃপা না চাওয়াই স্বতন্ত্রতা অর্থাৎ গুরুকৃপাপ্রার্থী না হওয়া। সেইজন্যই তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের মধ্যে থাকিতে বলেন—কাতর ক্রন্দনের মধ্যে গুরুবর্গের পদকমলের শ্রীচরণ নিকট হইতে কৃপাভিক্ষা করিতে বলেন। কৃপা যাচনামুখে বলদেবের নিরন্তর স্মরণই অনর্থগ্রস্ত দুর্ব্বল আমাদের একমাত্র সম্বল—এ সকল কথা তাঁহার কৃপামুখে নিরন্তর জানাইয়া দেন।

জানি না, কবে এই গুরুদাস বৈষ্ণবে আমার প্রকৃত [illegible] হইবে—আত্মীয়জ্ঞান হইবে, কবে তাঁহাকে আপনজ্ঞানে [illegible] তাঁহার মঙ্গলময় শাসনে শাসিত হইব, তাঁহার আনুগত্যে [illegible] হইতে [illegible]—কবে তাঁহার বাণীতে আমার [illegible] হইবে। সেদিন আমার কবে হইবে, যেদিন—

"বৈষ্ণব [illegible], পড়িব চরণে,
[illegible] হৃদ্য জানি'।
বৈষ্ণব [illegible], পড়ুব কীর্ত্তন,
[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ { ২০ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫. ৭ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৪শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, বুধবার { ১৬৭-৬৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ পদ্মনাভ, হ্যাপু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

বৈরাগ্য

যাঁহারা গৃহে বাস করেন, তাঁহারাই যে কেবল সংসারী বা বিলাসী, আর যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই যে বৈরাগী, এরূপ কোন কথা নয়। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা যেখানে, সেখানেই বিলাস বা সংসার। এই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু সাধারণতঃ গৃহেই প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া গৃহাসক্ত, গৃহব্রত ব্যক্তিকেই সংসারী বলা হয়। কিন্তু এই গৃহী ব্যক্তিও যদি প্রকৃত সাধুর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া অকপটচিত্তে তাহা পালনপূর্ব্বক সেবাময় জীবন যাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহারও সংসারমুক্তি হইতে পারে, আর গৃহত্যাগ করিয়াও যদি কেহ হরিকথা-শ্রবণবিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাহার সুবিধা হয় না। জড়াসক্তিই জীবের সংসার। সাধুসঙ্গ ব্যতীত জড়াসক্তি যাওয়া অসম্ভব। সেইজন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন।

বিষয়ের প্রতি যে বিতৃষ্ণা, তাহার নাম বিরাগ। সাধুসঙ্গফলে ভগবানের প্রতি অনুরাগ না হইলে বিষয়রাগ যায় না। কতকগুলি লোক জগদ্ভোগে ব্যস্ত হইয়া ভোগী এবং অপর কতকগুলি লোক জগতে সুখ নাই বলিয়া ত্যাগী হইয়া থাকেন। ইঁহাদের একজন বিলাসী ও আর একজন কৃত্রিম বৈরাগী। ইঁহারা উভয়েই স্বসুখকামী, তবে একজন স্পষ্টভোগী, আর একজন প্রচ্ছন্নভোগী। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভোগীও নহেন, ত্যাগী বা শুষ্ক বৈরাগীও নহেন। তাঁহারা ভগবচ্চরণে অনুরাগী যুক্ত-বৈরাগ্যবান্। বিষয়কে অনর্থজ্ঞানে তাহার নিবৃত্তি করিবার জন্য যে অস্বাভাবিক চেষ্টা দেখা যায়, তাহার নাম শুষ্ক বা ফল্গু বৈরাগ্য। ভক্তগণ তাদৃশ শুষ্ক-বৈরাগ্য স্বীকার করেন না। সহজ-স্বভাবের নিকট কৃত্রিমতার স্থান নাই। কৃত্রিমতা অল্পক্ষণস্থায়ী। কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া বিষয়নিবৃত্তি করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া ভক্তিযাজনের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বাহ্যভাবে বিষয় পরিত্যাগ করিলেই বিষয় জীবকে ছাড়ে না। কারণ বিষয়রস অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ রস না পাওয়া পর্য্যন্ত জীবের বিষয়চেষ্টা অনিবার্য্য। বহু কষ্টে বিষয় পরিত্যাগ করিলেও মনে মনে বিষয় ভোগ হইয়া থাকে, তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥

যে মূঢ়ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক মনে মনে বিষয়চিন্তা করে, সে ব্যক্তি কপটাচারী। দুর্ব্বল, নিরাহারী বা সংযমী হইলেও তাঁহাদের হৃদয় হইতে বিষয়তৃষ্ণা বিগত হয় না। মনে মনে তাঁহাদের সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা হয়। কিন্তু যখন বিষয়-রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তিরস লাভ হয়, তখন সুখ-দুঃখপ্রদ বিষয় আপনা হইতে নিবৃত্ত হয়, তজ্জন্য কৃত্রিমভাবে চেষ্টা করিতে হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ বিষয় পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু বিষয়কে নিজভোগ্য না জানিয়া তাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া থাকেন। ভগবানের সহিত যাহার সম্বন্ধ হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তির যুক্তবৈরাগ্য সম্ভবপর নহে। তবে জড়াসক্ত আমাদের হৃদয়ে এই সহজ বৈরাগ্যের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়গুলি অতি যত্নে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে ভগবদনুশীলনে যত্নপর হইতে হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপায় ভক্ত্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বৈরাগ্য আপনিই উদিত হইবে।

আমরা সংসারী জীব, সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। দেহ-গেহাসক্তি আমাদের সতত্ই আছে। সৌভাগ্যক্রমে যদি ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদনকারী শরণাগত সাধুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে নিরাশ্রয় আমরা আশ্রয় পাইতে পারি, নতুবা সংসার-মুক্তির আর অন্য কোনও উপায় নাই। যেমন সঙ্গ, তেমনই ফল লাভ হইবে। যদি বিলাসীর সঙ্গ করি, তাহা হইলে বিলাসী হইব, যদি ত্যাগী বা বৈরাগীর সঙ্গ করি তাহাতে শুষ্কবৈরাগী হইব, আর কৃষ্ণানুরাগীর সঙ্গ করিলে কৃষ্ণানুরাগ ও বিষয়বিরাগ সহজলভ্য হইবে। ইহা নিত্যস্থায়ী।

সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেই জীবের সংসারমুক্তি হয়। ইহারই নাম মন্ত্রগ্রহণ বা দীক্ষা। মন্ত্র আমাদিগকে মননধর্ম্ম হইতে রক্ষা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের পরে সংসারনিবৃত্তি হইলে আমরা ভগবানের শুদ্ধসেবা লাভ করিতে পারি। তখনই অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন হয়—নিরন্তর ভগবৎ-কথারসসেবানুশীলনরূপা শুদ্ধা ভক্তি যাজিত হয়। আমরা বর্ত্তমানে যে সাধন ভজন করি, তাহা অপ্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধানরূপা চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধুর অনুগত হইয়া সাধন করিতে পারিলে সমস্ত জীব নির্ম্মল হইতে পারে। এই সাধনকার্য্যে কৃষ্ণকৃপার প্রয়োজন। যখন আমরা সাধুর অনুসরণপূর্ব্বক শুদ্ধসেবাপ্রার্থী হই, তখন অকিঞ্চন হইয়া নিষ্কপটে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের চরণে আত্মদুঃখ জানাইলে তাঁহাদের কৃপাতেই আমাদের হৃদয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই ভয়ঙ্কর সংসারবন্ধনকে এক মুহূর্ত্তে ছেদন করা দুঃসাধ্য। সেইজন্য অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া সাধুসঙ্গে ভজন করিতে হইবে। ভজন করিতে করিতে সংসার ক্ষয় হইলে আমরা কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারিব। কিন্তু যাঁহারা এই সংসার-বন্ধন ক্ষণেকে নাশ করিতে চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য প্রকৃত যত্ন না লইয়া উদ্ভ্রান্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠেন, তাঁহারা ফল্গু-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া শেষে নৈরাশ্যই ভোগ করিতে থাকেন।

কৃষ্ণচিন্তা না হইলে সংসারচিন্তা যায় না, সুতরাং কৃষ্ণস্মৃতিই একমাত্র প্রয়োজন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতেই ইহা সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত বিষয়-বিরাগের অন্য কোনও উপায় নাই। সুতরাং জীবনে মরণে শয়নে-স্বপনে কৃষ্ণের কীর্ত্তন করা ছাড়া যে আমাদের আর অন্য কোন গতি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফল্গুবৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই, সেইজন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু যুক্তবৈরাগ্যের শিক্ষা দিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

অপরাধ

——::[•]::——

অপরাধফলে আমি আজ অত্যন্ত শোচনীয় দুর্দ্দশার চরমপ্রান্তে উপনীত হইয়াছি, তদুপরি আরও অধিক অনুশোচনার বিষয় এই যে, সেদিকে আমার আদৌ দৃক্‌পাত নাই। যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদাশ্রিত শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ অপূর্ব বিপ্রলম্ভময়ী কৃষ্ণানুসন্ধান লীলায় অনবদ্য, অসমোর্দ্ধ আদর্শ প্রকট করিতেছেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশ্যে সমগ্র জীবনীশক্তি অর্পণ করিবার ও করাইবার অনুপম আদর্শ স্থাপন করিতেছেন ঠিক সেই সময়েই আমি তাঁহাদের আনুগত্যের ছলনা প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের আশ্রিতরূপে নিজের পরিচয় দিয়া সেবা বিরহের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্তবৃত্তি আরামপ্রিয়তাকে সগৌরবে অভিনন্দন করিতেছি। নিশ্চিন্তে, অলসভাবে জীবনযাপনের মোহ আমাকে একবারে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। ইহা যে কত বড় দুর্ভাগ্য, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত উৎসাহও আমার অলসচিত্তে ক্ষণকালের জন্য জাগিতেছে না।

সমস্ত প্রকার অপরাধের মূলে আছে গুরুবৈষ্ণবাপরাধ। নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ প্রভৃতি যাবতীয় অপরাধ এই গুরু-বৈষ্ণবাপরাধ- গুরু বৈষ্ণবাবজ্ঞা হইতে উদ্ভূত হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণব হইতে অভিন্ন তাঁহাদের বাণীকে অবহেলা, অশ্রদ্ধা করিলে, সেই বৈকুণ্ঠবাণীর স্বতঃকর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহার শাসন ও নিয়মন সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া লইতে পরাঙ্মুখ হইলে গুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধের আবাহন করা হয়। আবার শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া, বিশেষকে না মানিয়া, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে অকপট, আন্তরিক প্রীতিযুক্ত না হইয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিবার আচরণও অপরাধেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত বপুঃ ও অপ্রাকৃত বাণীতে যেখানে ভেদবুদ্ধি নাই, সেখানে নির্ব্বিশেষ-বিচারের আবাহনরূপ অপরাধ অপরিহার্য্য। অপ্রাকৃতকে প্রাকৃতবুদ্ধি করাই অপ্রাকৃতের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ স্বয়ং ভগবৎ স্বরূপ সর্ব্বদেবময় শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করাই তৎপাদপদ্মে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ।

এই অপরাধ—এই মহা-অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে গুরুসেবা কখনই সম্ভব হইবে না। অপরাধ-মোচনের উপায়ও শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—অকপটে নিজের সমস্তপ্রকার অযোগ্যতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক কৃপাপ্রাপ্তির জন্য আন্তরিক ক্রন্দন—ইহাই একমাত্র উপায়। যাঁহার পাদপদ্মে অপরাধ সঞ্চিত হইয়াছে তাঁহাকে অকপটে প্রসন্ন করা ব্যতীত অপরাধ দূর হইবার অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু আমার অপরাধ কঠিন হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই,—এই ক্রন্দনও আমার আসে না। দম্ভ আমার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং অভিমান মদে মত্ত সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির আমার হৃদয়ে দীনতা দেবী কিপ্রকারে আসন গ্রহণ করিবেন? যদি সত্য-সত্যই বুকে হাত দিয়া নিষ্কপটভাবে নিজকে পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, আমি প্রকৃতপক্ষে কৃপা চাই না। কৃপা পাইবার জন্য অকপট পিপাসা আমার নাই, সুতরাং কৃপাপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ অপরাধ মোচনের জন্য আর্ত্তি, দৈন্য বা ক্রন্দন কি প্রকারে আসিবে?

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা যে কত বড় বস্তু, তাহার একটু আভাসও যদি আমার উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য ব্যাকুলতা না জাগিয়াই পারে না। আবার, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের স্বরূপ না জানিলে তাঁহাদের কৃপার স্বরূপই বা কিপ্রকারে অনুভূত হইবে? শ্রীগুরুবর্গের বাণীতে এই মহামূল্য উপদেশ পাইয়াছি,—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস
চৈতন্য-নিত্যানন্দ জানি এসব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হওয়া লাগে মহিমজ্ঞান হৈতে॥

'সিদ্ধান্ত' অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণীকে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করা ব্যতীত উপায় নাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণব বাণীদ্বারেই দুর্গত জীবের প্রতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধা অমন্দোদয়া দয়া প্রকাশ করেন। সেই বাণীর নিকট যত শরণাগত হওয়া যাইবে অর্থাৎ সেই বাণীকে বিভু, শাসক, পালক ও নিয়ামক জানিয়া অকপটভাবে তাঁহার শিষ্যত্ব করিবার প্রবৃত্তি যে পরিমাণে উন্মেষিত হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের যাবতীয় অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। সকল অপরাধ অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধই গুরুতর, তন্মধ্যেও আবার ভক্তিসিদ্ধান্তের চরণে অপরাধ আরও অধিক—গুরুতম। গুরুদেব যখন প্রচারকলীলা করেন না, তখন তাঁহার দেহচেষ্টা ও ক্রিয়ামুদ্রাদি-দর্শনে ভ্রান্ত, মূঢ় বদ্ধজীবের পক্ষে অপরাধ সঞ্চয় করা স্বাভাবিক। শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় আচরণের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলে শিষ্য যদি অনুতপ্তচিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ অপরাধের ক্ষালন হইয়া থাকে, কিন্তু যখন শ্রীগুরুদেব শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়া অমায়ায় কৃপা বিতরণ করিতেছেন, তখন যদি কেহ সেই কৃপার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে তাহা হইলে সে জানিয়া শুনিয়াই আত্মঘাতী হইল, তাহার অপরাধ হইতে আর কোনক্রমেই নিস্তার নাই। এই সিদ্ধান্ত আমাদিগকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের স্বরূপ জানাইয়া দেয় এবং সেই স্বরূপজ্ঞান বা মহিমজ্ঞানই আমাদের চিত্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া দেয়। সেই মহিমজ্ঞান যাহাতে আমরা লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য অকৈতব- চেষ্টা ও প্রযত্ন আমাদের হউক। শ্রীগুরুদেব কত বড় বস্তু, ইহার যতই উপলব্ধি হইবে ততই আমাদের চিত্ত তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবে, তাঁহার কৃপাকণা-লাভের জন্য অনুক্ষণ আর্ত্তি ক্রন্দন আপনা হইতেই আসিবে। শ্রীল রামানুজাচার্য্য এক ঘণ্টাকাল শ্রীগুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকে সাধকজীবনের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি খুব ভাল, খুব বড়, আমি নির্দ্দোষ, আর সকলেরই খুঁত আছে—এই চিত্তবৃত্তিই আমাদিগকে বৃথা অহঙ্কারে উন্মত্ত করিয়া রাখে, গুরুর গুরুত্ব দেখিতে দেয় না, মহিমজ্ঞানোদয়ের পরিবর্ত্তে তুচ্ছজ্ঞান জন্মাইয়া অবশেষে নিরয়ে পাতিত করে। মহিমজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বোধ যখন আমাদের থাকে না, তখন আমরা মোহগ্রস্ত হইয়া মনে করি,—জগতে কেহই নিখুঁত নহেন, কেবলমাত্র গুরুদেব ও বিশিষ্ট কয়েকজন, যাঁহাদিগকে সকলেই একবাক্যে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন, ইঁহারাই নিখুঁত এবং আমি নিখুঁত, আর সকলেই দোষযুক্ত। ক্রমে আমাদের ছিদ্রানুসন্ধিৎসু চক্ষু সেই বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের চরিত্রেরও দোষ দেখিতে আরম্ভ করে। তখন একমাত্র গুরুদেব ও স্বয়ং 'আমি' ব্যতীত আর কাহারও সবটুকু ভাল দেখিতে পাই না, ক্রমশঃ অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হইলে গুরুদেবেও আর ষোল আনা ভাল দেখি না, তাঁহার মধ্যেও ছিদ্রান্বেষণে উদ্যত হই। কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—সকলের নিকট, আব্রহ্মস্তম্ব যত প্রাণী জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে, সকলের নিকট নত হইয়া সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে হইবে,—'আমি যেন কৃষ্ণের কৃপা পাই, সকলে আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।' দম্ভই যদি হৃদয়ে একাধিপত্য করিতে থাকে, তাহা হইলে এইপ্রকার চিত্তবৃত্তি কিপ্রকারে আসিবে?

দম্ভই আমাদের চিত্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। শ্রীগুরুদেবের করুণার অসমোর্দ্ধত্ব, তাঁহার ঔদার্য্যের অসমোর্দ্ধত্ব, তাঁহার কৃষ্ণপ্রীতির গভীরতার অসমোর্দ্ধত্ব, তাঁহার কৃষ্ণাকর্ষী মাধুর্য্যের অসমোর্দ্ধত্ব যতই আমাদের অনুশীলনের বিষয় হইবে, ততই এই মহিমজ্ঞানের উদয় হইতে থাকিবে। শ্রীগুরুদেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জড়জগতের ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের প্রতি যে করুণাধারা নিত্য বর্ষণ করিতেছেন, অন্যান্য সমস্ত প্রকার করুণার সহিত তাহার তুলনামূলক বিচার হউক, শ্রীগুরুদেব যে মহামহা বদান্য লীলা প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মূলে কিপ্রকার ঔদার্য্যময়ী চিত্তবৃত্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার বিচার হউক; তাঁহার সর্ব্বাত্ম-সর্ব্বস্বদ্বারা কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির মাধুর্য্য, তাঁহার কৃষ্ণানুরাগের প্রগাঢ়তা আমাদের শরণাগত, সেবোন্মুখ কায়মনোবাক্যে নিরন্তর অনুশীলিত হউক, তাহা হইলেই তাঁহার অসমোর্দ্ধ মহিমা আমাদিগকে চমৎকৃত করিবে, আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়সংলগ্ন করাইবে

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(•)::——

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্‌বিচারপ্রণালী, অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ; কাজে আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁ'র নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কা'রো কথা শুনবার আবশ্যক বোধ হয় না, অন্য কা'রো কাছে যেতে হয় না, তিনিই সদ্‌গুরু। সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট শতকরা শতপরিমাণে আমাকে সমর্পণ করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য, এটা হ'চ্ছে শরণাগতের লক্ষণ

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ করলে তাঁ'র শতকরা শতপরিমাণ অপ্রতিহত সেবাধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুভাবে দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা করতে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁ'র বন্ধুবর্গ বহির্জ্জগতের বস্তু ন'ন। আমি মূর্খ, যে ভাষায় ব'ল্লে আমার মূর্খতা যায়, তাঁ'রা সেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন—আমাদিগের অন্তরে সাধুবুদ্ধির সঞ্চার করেন। সাধুদিগের সঙ্গদ্বারা সাধুবুদ্ধি লাভ হয়। সাধুগুরু পৃথিবীতে সাক্ষাৎ আছ। সেবাপথে কিছুদূর অগ্রসর হ'লে তা' বুঝ— পারা যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হ' ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ' সুবিধা হয়।

গুরুমুখ হ'তে, সাধুগণের নিকট হ'(শ্রবণ হয়। তাঁ'দের নির্দ্দেশ মত পাঠা কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। শ্রীগুরুপাদ' হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হ' অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন জল, সেচনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রি ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্ব শ্রীগুরুসেবনই একমাত্র কৃত্য। আর প অন্যকে জিজ্ঞাসা ক'রবার দরকার নেই

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

'গুরুও ভ্রম হইতে পারে তাঁহার কোন কোন কার্য্যে ত্রুটী থাকিতে পারে—সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান নাও থাকিতে পারে' —যেখানে গুরুর প্রতি এইরূপ ভাব, সেখানে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ নাই। যেখানে গুরুকে লঘু-দর্শন – পরিপূর্ণ-বস্তুতে অসম্পূর্ণতা-দর্শন, খণ্ড-দর্শন, সেখানে ভ্রমদর্শন বা বিবর্ত্তদর্শন। এই বিচার লইয়া গেলে শ্রীগৌড়ীয়, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। যেখানে গুরুবরণের মধ্যে এই প্রকার কোন দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে অবশ্য গুরুই হৃদয়াসন দখল করিয়া বসিবে। যেখানে গুরুর ও শিষ্যের সাময়িক চুক্তি, সেখানেই গুরুতে বা সাধুতে নানারূপ দোষ দর্শন হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুবৈষ্ণব আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবেন ও ইন্দ্রিয়তর্পণে নানাভাবে সহায়তা করিবেন, ততক্ষণই তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ, আর যখন তাঁহারা বলিবেন - হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই প্রয়োজন, তাহা না করিলে অমঙ্গল হইবে, খুব বড় জিনিসের আশায় খুব বড় বস্তুর নিকট আসিয়া থাকিতে হইলে ভাল হইবে না', তখন হইতে তাঁহাদের সহিত আমাদের মতভেদ আরম্ভ হয়। তাঁহাকে তখন পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য —শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-বাণীদীপার কণ্ঠরোধ করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু তা' হইবে কি করিয়া? ইহা যে তাঁহাদের নিত্য স্বভাব। সরস্বতীপদ যে বাণীই একমাত্র সম্বল। তাঁহারা ত' বাণী বাদ দিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাণীর উপাসক। বাণীই তাঁহার প্রাণ, বাণীই তাঁহার জীবন, বাণীই তাঁহার ভূষণ, বাণীই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। বাণীদ্বারাই শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন বা সেবা সম্ভব। বাণীর আনুগত্য বাদ দিয়া বপুর সেবা হয় না। বাণীই বিশ্বকে চালিত করিতেছেন। বাণী বা শব্দ বন্ধ হইলে মানুষ মৃত, বাণী বন্ধ হইলে চেতন ও অচেতনে পার্থক্য থাকে না। মৃতের লক্ষণ—বাগ্‌রোধ। মৃত ব্যক্তি কথা বলিতে পারে না। বাণীদ্বারাই চেতন-অচেতন বুঝা যায়। বাণীর মত শক্তিশালী বস্তু আর নাই। বাণী ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের দূরদর্শন করাইতে পারে। বাণী তড়িতের চেয়েও দ্রুতগতিতে শক্তিসঞ্চার করে, ব্যাধিকে শান্ত করে, শত্রুকে মিত্র করে, বিমুখকে উন্মুখ করে, বদ্ধকে মুক্ত করে। অতএব শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিতগণ এই বাণী ছাড়িবেন কি করিয়া—এই বাণীকীর্ত্তনকারী আচার্য্য বা গুরুকে ছাড়িবেন কি করিয়া? তাঁহারা গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাই ছাড়িতে পারেন না। গৌড়ীয়মঠবাসিগণের সহিত গুরুর বা আচার্য্যের সম্বন্ধ সাময়িক নহে, নিত্য। তাঁহাদের সহিত গুরুর কখনও মতভেদ হয় না। তাঁহারা জানেন—"ভগবানের কায়ব্যূহ সকল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া 'আচার্য্য' নামে অভিহিত হন।" গৌড়ীয়মঠবাসিগণ শ্রীআচার্য্যদেবকে ভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ বলিয়াই জানেন। তাঁহাতে অসূয়া বা মৎসরতা করিলে জীবের মহা সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাও তাঁহারা জানেন। তজ্জন্য তাঁহারা 'তুমভি চুপ্‌, হামভি চুপ্‌'-নীতি অবলম্বন না করিয়া সর্ব্বক্ষণ অকৈতব শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের কীর্ত্তনে কেহই বাধা দিতে পারেন না মুখ বন্ধ করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন, যদি কোন কীর্ত্তনবিরোধী মৎসর ব্যক্তি হরিকথা-কীর্ত্তনে বাধা দেয়, তাহাতে তাঁহাদের কোন কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না, দৈব-শাসনে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। পাষণ্ডদলন হইবেই, কোন সন্দেহ নাই। সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তন বিরোধ কখনই সহ্য করিতে পারেন না। সেইজন্যই গৌড়ীয়মঠবাসী সকলেই সর্ব্বত্র হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্‌' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেই সকলের সকল মঙ্গল হইবে। যিনি গুরুপাদপদ্ম, তাঁহার প্রচারিত বিষয় সত্য—তাঁহার বাণী অভ্রান্ত। যাহার কথা ক্ষণস্থায়ী—প্রতিবাদযোগ্য, যাহার বাণী অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে ভীত, সেই বাণীকীর্ত্তনকারী ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরী-পাদাশ্রিত নহেন, আর সেই বাণী ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী নহে। বাস্তব-শ্রৌতসিদ্ধান্তে কোনও গোঁজামিল নাই। ইহাই গৌড়ীয়মঠের প্রতিপাদ্য বিষয়।

হরিকথা প্রচার করিতে হইলে আচার আবশ্যক। আচারহীনের প্রচার সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সেই আচার শাস্ত্রীয় আচার হওয়াই আবশ্যক। যে সকল স্থানে কলি বাস করে, সেই দ্যূত, পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, পশুবধ, নিজ ভোগের জন্য অর্থ বা কনকের প্রতি প্রবল আসক্তি প্রভৃতি সকলই কলিসদ্ম। ইহাতে যাহারা আসক্ত, তাহাদের শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আসক্তি হয় না, তাঁহাদের শ্রীচরণে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে না। তাহারা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরোধই করিয়া থাকে। তাহারা ভোগবুদ্ধিতে ঐ সব গ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া যোষিৎসঙ্গী। যাহারা ঐরূপে যোষিৎসঙ্গ করে, আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা প্রকাশ্যভাবেই হউক, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করে, তাহারা অসৎ। অন্যাভিলাষীর ইন্দ্রিয়তর্পণ আর সেবকের সেবা এক নহে। যাহারা উভয়কে এক মনে করে, মুড়ি মিছরি, সাধু অসাধু, সেবা ও কর্ম্মকে সমান মনে করে, তাহারাও অসৎ। এই অসৎ-সঙ্গ হইতে কোশদূরে তফাৎ থাকিয়া নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন

—:(*):—

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ভুলিয়া যাওয়াই জীবের যত দুর্গতির কারণ। কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়ার ফলে তাহার কৃষ্ণেতর দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হয়। কৃষ্ণস্মৃতি জীবের সকল মঙ্গলের একমাত্র কারণ, আর কৃষ্ণবিস্মৃতিই যত দুঃখ, অশান্তি ও অনর্থরাজির উদ্ভব করায়। তাই শাস্ত্র জগজ্জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচারে জানাইয়াছেন—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

সমস্ত বিধির মূলবিধি—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-স্মরণ, আর সকল নিষেধের মূল-নিষেধ—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম না ভুলা।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম জাগতিক খণ্ড পরিণামশীল অনিত্য কোন বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ। তাঁহার নামরূপগুণলীলা—সকলই অবিনাশী, পরম চেতন এবং পরিপূর্ণ আনন্দের মূল-প্রস্রবণ। তাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্মরণ জাগতিক কোন গুণজাত বস্তুর মনন বা ধ্যানরূপ কোন অনিত্য কার্য্যানুষ্ঠানের ন্যায় নহে। শ্রীকৃষ্ণনাম স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের রূপ তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ ও লীলা হইতে অভিন্ন। প্রাকৃত বস্তুর নাম-রূপ-গুণাদিতে যেরূপ ভেদ আছে, অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাদিতে ঐরূপ কোন ভেদের অবকাশ নাই। ভেদাভেদ-প্রবল জগতে অপ্রাকৃত বস্তুর অভেদ-বিচার কল্পনামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাবতীয় বস্তু এবং অনন্ত জীবনিচয় অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্তে অন্বিত, কিন্তু বিমুখ জীব মায়ার বিক্রমে আক্রান্ত বলিয়া দৃশ্য জগতে কৃষ্ণের এই সম্বন্ধ দর্শন করিতে পারিতেছে না, তাই জগৎকে ভোগ্য বলিয়া বিচার করিতেছে।

বিষয়বিগ্রহ বা প্রকৃত সম্ভোক্তার সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাববশতঃ নিজেকে সমস্ত বস্তুর প্রভু বা ভোক্তা বলিয়া অভিমান হইতেছে এবং তৎফলে সমস্ত বস্তুর প্রতি প্রভুত্ব-বিস্তারের উদ্দামনীয় চেষ্টা চলিতেছে, এই প্রকার অসচ্চেষ্টার পরিণাম কি, তাহা বিচারের বিষয় হইতেছে না। প্রভুত্ব-বিস্তারের ফলেই জীবের চিত্ত কাম-ক্রোধাদি রিপুর বিক্রমে কলুষিত হইতেছে। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অনুসরণে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মৎসরতাসহ
জীবের জীবনপথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা রজ্জুফাঁসে, পথিকের ধননাশে,
প্রাণ লয়ে করে কষাকষি॥
বাটপাড় দুর্জ্জন, অসচ্চেষ্টা রজ্জুগণ
দিয়া গলে কুন্দিল বন্ধন।
প্রাণবায়ু গত প্রায় রূপরঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ॥

ভোগবাসনা বা প্রভুত্বকামনার ফলেই অসচ্চেষ্টারূপ ষড়্‌রিপুর প্রাবল্য এবং তাহাদের দাসত্বের জন্য বদ্ধ কৃষ্ণবিস্মৃত বদ্ধজীবের নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রবল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যত্ন হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা বুদ্ধিমান্‌, তাঁহারা রিপুদাস্যে বল প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে প্রভুর দাস্যে বা গুরুদাস্যে রিপুজয়ের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। রিপুর দাসত্ব বা প্রভুত্ব আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্মৃতি বা তাঁহাদের দাস্যই জীবের প্রয়োজনীয় বিষয়। তাহাতেই প্রত্যেকের নিত্যমঙ্গল নিহিত আছে। এই সদ্বিচারের অনুসরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

বিবেকবান্‌ বা বুদ্ধিমান্‌ জীবই সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে বিশ্বাসী হন। তাঁহারাই শাস্ত্র এবং সাধুর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তন্নির্দ্দেশানুসারে চলিবার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের কথা অবগত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সংসারসমুদ্রে জীবের একমাত্র কর্ণধার, শ্রীগুরুদেবই পথভ্রান্ত বিশ্ব-পথিকের একমাত্র পথপ্রদর্শক। তিনিই সর্ব্বজীবের একমাত্র বান্ধব বন্ধু, জীবন-মরণে একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। যে সৌভাগ্যবান্‌ জীব শ্রীগুরুদেবকে সেইরূপে বরণ করিতে পারেন, সর্ব্বস্ব তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার হইয়া যাইতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভে কৃতকৃতার্থ হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই সকলের মূল—একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি কলিজীবের কল্যাণবিধানের জন্য তাঁহার মহাবদান্য-লীলাময় শ্রীমূর্ত্তি জগতে প্রকট করিয়াছিলেন। বদান্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় জগজ্জীব অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রেমময়মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গকে বিশ্বে কে জানাইলেন? কে তাঁহার অপ্রাকৃত সম্পদ্‌ দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্রদুর্লভ প্রেমধনের ভাণ্ডার জগতে উন্মুক্ত করিলেন? কে সেই প্রেমের পশরা মস্তকে লইয়া প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে আবার করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া যাচিয়া যাচিয়া বিলাইয়াছেন? তিনিই স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—শ্রীগৌরপ্রেমের একমাত্র ভাণ্ডারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম। গৌরজন—শ্রীগৌরকৃষ্ণজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই শ্রীগৌরকৃষ্ণকৃপা লাভ হয়। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপায় কাঙ্গাল হইতে হইবে। শ্রীগুরু-কৃপাতেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সুত্তায় কল্যাণকল্পতরু
—:•:—
-শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
রচিত অমূল্য কল্যাণ কল্পতরু
গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত
ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়া
ছেন। ইহাতে চরম ও
পরম মঙ্গলের কথা আছে।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵৹
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোষ্ট শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দশমূলশিক্ষা
—•—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও
আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সত্যানু
সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২১ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৫শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ১৬৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ পদ্মনাভ তৃতীয়া কাবপোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

যৎকিঞ্চিৎ

জীব স্বরূপতঃ নিত্যকৃষ্ণদাস। বদ্ধজীবের মধ্যে এই ভগবৎসেবা প্রবৃত্তির পরিচয়টি বর্ত্তমানে সুপ্ত থাকিলেও তাহা নিত্যসিদ্ধভাবেই তাহাতে অনুস্যুত আছে। যখন জীব ভগবদুন্মুখ হয়, তখন এই স্বতঃসিদ্ধ পরিচয়টি তাহাতে প্রকাশিত হয়। সাধনভক্তিদ্বারা সেই স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তিটিকে প্রকটিত করা হয় মাত্র, পরন্তু নূতন কোন আগন্তুক বৃত্তি জীবহৃদয়ে সাধনভক্তির দ্বারা রোপিত করা হয় না। শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং
হৃদি সাধ্যতা ॥"

জীব-হৃদয়ে যে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-সেবন-ভাবটি রহিয়াছে, হৃদয়ে তাহারই সংপ্রকাশের নাম সিদ্ধি। সিদ্ধ ভগবৎ-সেবনবৃত্তিতে যে অন্তরে বাহিরে শ্রীহরির সার্ব্বকালিক আবির্ভাব-দর্শন ইত্যাদি আছে, তাদৃশ ভাবও জীবহৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধভাবে নিহিত রহিয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা শ্রীভগবানের এতাদৃশ আবির্ভাব বুঝিতে না পারিলেও আমাদের তাদৃশ ভগবৎ-সেবনবৃত্তিতে উন্মুখ হওয়াই পরমধর্ম্ম। জীবহৃদয়ে স্বতঃ-আবির্ভূত এই ভগবান্ শ্রীহরির ভজন করাই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলকর। এই শ্রীহরিই জীবের একমাত্র আত্মীয় ও পরমসুহৃৎ। কারণ তিনি পরমাত্মা। তাঁহার সেবাতেই জীব প্রকৃত পরম প্রীতি লাভ করিতে পারে। তাহাই জীবের পক্ষে পরমশ্রেয়ঃ ও পরমপ্রেয়ঃ। জীবের পক্ষে ভগবান্‌ই একমাত্র নিত্যবাস্তব প্রীতির পাত্র এবং প্রিয়তমের সেবানন্দও পরম সুখস্বরূপ। ভগবৎ সেবায় উন্মুখ হইলেই ভগবৎ সেবাবিমুখতা বা আত্মধর্ম্মের প্রতি বিমুখ হইয়া আগন্তুক জড় দেহ-মনের প্রতি অভিনিবেশজনিত বদ্ধজীবের যাবতীয় অসুবিধা বা অনর্থ কাটিয়া গিয়া পরম মঙ্গলের উদয় হয়। নিত্যসত্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীঅনন্তের সেবায় জীবের অনিত্যবস্তুর সেবাচেষ্টাজনিত যাবতীয় অসুবিধার অন্ত হইয়া অক্ষয়-অব্যয়, নিত্য শাশ্বত অবস্থিতির উদয় হয়। সেই ভগবানের সেবাদ্বারাই আনুষঙ্গিকভাবে জীবের অবিদ্যাজনিত জন্মমরণমালারূপ সংসার হইতে বিরাম লাভ হয় ও তাহার পুনঃ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

যাহা দ্বারা বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত পরতত্ত্বে স্থান-কাল-পাত্রদ্বারা অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা, জীবের ভুক্তিমুক্তি-কামনাজনিত সর্ব্বপ্রকার হেতুরহিতা ভক্তি প্রযোজিতা হয়, তাহাই জীবের পক্ষে পরমধর্ম্ম। তাহা দ্বারাই জীবাত্মা সর্ব্বতোভাবে পরম সুখলাভ করিতে পারে।

ভগবানের প্রতি জীবের এতাদৃশ উন্মুখ ভাব যোজিত হইলে জীবের বিষয়ের প্রতি স্বতঃ বিরাগ আসিয়া যায়, যেহেতু এইপ্রকার ভগবৎসেবা বা ভক্তি স্বতঃই সুখস্বরূপ, সুতরাং বিষয়জনিত সুখাকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই নিবৃত্ত হয়।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥

যেপ্রকার ভোজনশীল ব্যক্তির প্রতি-গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানাশ হয়, সেই প্রকার জীবের ভগবানের প্রতি উদিত ভক্তির সহিত সপরিকর ভগবদনুভব ও ভগবদিতর বিষয়-বৈরাগ্য স্বভাবতঃই উদিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতো নিয়তার্থো ভজেত
সংসার-হেতূপরমশ্চ যত্র ॥

ভগবদিতর বস্তুর অভিনিবেশ হইতে জীবের সমূহ ক্লেশের উদ্ভব। তাদৃশ ক্লেশপর চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবের হৃদয়ে নিত্য-অবস্থিত বাসুদেবের সেবা করাই উচিত। তিনি আত্মসম্বন্ধে পরমাত্মা বলিয়া নিত্যই জীবের প্রেমপাত্র এবং সত্য-স্বরূপ বলিয়া জাগতিক অনাত্মা জড়বস্তুর ন্যায় ক্লেশদায়ক বা অনর্থময় নহেন, পরন্তু তিনি সর্ব্বশুভময় ও জীবের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। তিনি ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের সীমা। তিনি দেশ কাল-পাত্রের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বিভু বস্তু। তিনি পরম সুখস্বরূপ বলিয়া তাঁহার সেবায় জীবের তাদৃশ বিষয়বৈরাগ্য স্বতঃই সিদ্ধ হয়। তিনি নিত্য শাশ্বত সনাতন অব্যয় পুরুষ। এই শ্রীভগবানের সেবাদ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে জীবের সংসার বীজ অবিদ্যার মূল উৎপাটিত হয়।

দুই একটী কথা

——::(•)::——

কেহ যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া হরিভজন করেন, তবে মঠবাসিগণ প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিবেন, আর যাঁহারা বহির্ম্মুখতা সংরক্ষণে কৃতসঙ্কল্প, কেবল সাময়িকভাবে কোন না কোন অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু অর্থাদি প্রদান বা অন্য কোন উপায়ে মঠের সেবায় আনুকূল্য করেন, তাঁহাদেরও নিকট হইতে কৌশলে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিয়োগ করাইয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিবার চেষ্টায় চেষ্টিত থাকিবেন। তাঁহাদিগের নিকট নির্ভীকভাবে সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়া জানাইতে হইবে যে, কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দিতে হয়, তাঁহার নিকট হইতে কোনপ্রকারে কিছু আদায় করিতে হয় না। যেহেতু বিষয়িগণ মঠের সেবানুকূল্য করেন, অতএব মঠবাসিগণ বিষয়ীর মুখাপেক্ষী, ইহা যেন বিষয়িগণ মনে করিয়া অধঃপতিত না হন। পারমার্থিক মঠ জনসেবার স্থান নহে, জনগণের নিত্যমঙ্গল বিধানের স্থান, তাহা পূর্ণ চেতনের অনুশীলনকারী অপ্রাকৃত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবার স্থান—অপ্রাকৃত হরিজন-সেবাসদন।

অপপ্রবৃত্তি হইতে অনর্থ নিবৃত্ত হইবে। অনর্থ নিবৃত্ত হইলে অপপ্রবৃত্তি নষ্ট। শুদ্ধনামের স্ফূর্ত্তি ও গ্রহণ যত হইতে থাকিবে, ততই শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ে নামের সেবা হইবে। যতই নিজেকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবিৎ বলিয়া উপলব্ধি হইবে, ততই পুরুষাভিমান প্রকৃতি

দৈনিক প্রক

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৭৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব নব-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

যুদ্ধের জন্য ব্যয়

যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ অধিকর আদায় হইয়াছে, তাহা ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৪০ সালে এই পাঁচ মাসে মোট ৭৪,৯০০,০০০ পাউণ্ড ঐ প্রকার আদায় হইয়াছিল। তাহার স্থলে বর্ত্তমান বৎসরে ১৪৯,৫০০,০০০ পাউণ্ড আদায় হইয়াছে। এই সময়ে ১৯৪০ সালের মোট রাজস্ব ছিল ৩২৫,০০০,০০০ পাউণ্ড, বর্ত্তমান বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬১৩,০০০,০০০ পাউণ্ড হইয়াছে।

গত কয়মাস ধরিয়া দৈনিক ব্যয়ের অঙ্ক ১২,৫০০,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ট্যাক্সের হার এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জিনিষপত্রের দাম বিশেষ বাড়ে নাই। গত পাঁচ মাস ধরিয়া দ্রব্যমূল্যের সূচকের প্রায় কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই বলা চলে।

বিমান আক্রমণে আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা

কলিকাতা এবং হাওড়ায় বিমান আক্রমণ আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের কার্য্য অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গালা সরকারের যানবাহন বিভাগের তত্ত্বাবধানে দিবারাত্র এই সকল আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের কার্য্য চলিতেছে। একমাত্র কলিকাতার সহর অঞ্চলের লোকদের জন্য ইটের গাঁথনী দেওয়া প্রায় ৩০০০ হাজার পরিখা খনন করা হইবে। যাহাতে বিমান-আক্রমণ সংকেতাত্মক বংশীধ্বনি করা হইলে ৫।৭ মিনিটের মধ্যে জনসাধারণ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হইবে।

"মাট্রাসুর প্রতিবাদ দিবসে" দাঙ্গা

দায়রা জজ ১৬ই সেপ্টেম্বর কালিকটে, 'মাট্রাসুর' প্রতিবাদ দিবস সম্পর্কিত মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। ঐ প্রতিবাদ দিবসের অনুষ্ঠানে যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। ৪৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা চালিতেছিল। হত্যার অপরাধে কোন আসামীই অপরাধী সাব্যস্ত হয় নাই। ৯ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অপর ৩৭ জনের প্রতি দুই বৎসর হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মুক্তিপ্রাপ্ত ৯ জন আসামীকেই পুলিশ তৎক্ষণাৎ ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের চূড়ামণি যোগের জন্য ব্যয় মঞ্জুর

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত বুধবারের অধিবেশনে চূড়ামণি যোগ ও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে আবশ্যক ব্যবস্থাদি করার নিমিত্ত ১০,০০০৲ টাকার অনধিক ব্যয় মঞ্জুর করা হয় এবং এতৎসম্পর্কে আরও নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, উক্ত ১০,০০০৲ টাকার মধ্য হইতে ২,৭০০৲ টাকা কেবলমাত্র স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

কর্পোরেশন ইহাও সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্য্যগ্রহণ, দুর্গাপূজা সম্পর্কে সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধি ও নবমী পূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা এবং কালীপূজার আরম্ভ ও সমাপ্তি জ্ঞাপনের জন্য সময় নির্দ্দেশের জন্য ব্যবহৃত তোপ দাগিবার নিমিত্ত কর্পোরেশন কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আবশ্যক ব্যবস্থা করিবেন। উপরোক্ত পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর যাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা হয়, তাহারও বন্দোবস্ত করা হইবে।

ভারতের পরবর্ত্তী বড়লাট

'ষ্টার' পত্রিকার প্রকাশ, লর্ড লিনলিথগোর কার্য্যকাল শেষ হইলে তাঁহার স্থলে আর্ল অব এলগিন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইতে পারেন বলিয়া লণ্ডনের রাজনৈতিক মহলে বলা হইতেছে। স্কটল্যাণ্ডের বাহিরে বেশী লোকে লর্ড এলগিনকে জানে না। তবে সরকারী কর্ম্মচারীরূপে তিনি একজন আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পিতা, পিতামহ ভাইসরয়রূপে কার্য্য করিয়াছেন।

রেঙ্গুনের পুলিশ কমিশনারের চীনে যাত্রা

রেঙ্গুনের পুলিশ কমিশনার মিঃ আর জি বি প্রেসক্ট চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিংয়ে যাত্রা করিয়াছেন। এরূপ জানা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম এবং চীনের মধ্যে ছাড়পত্র নিয়ন্ত্রণের যে নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে তিনি চুংকিংয়ে পরিদর্শন করিতে যাইতেছেন।

ভারতে যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা

ভারতে সাড়ে সাত হাজার অফিসার এবং ৩২ হাজারের অধিক সৈন্য যুদ্ধবন্দী হিসাবে আছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

থাকে, তখন আর মন ভোগের দিকে যাইবে না। তখনই আমাদের বাস্তব সুবিধা হইবে।

সেবোন্মুখের নিকটই সেবানন্দ স্ফূর্তি লাভ করে। শুদ্ধকৃষ্ণ প্রীতি প্রত্যেক জীবেরই আছে। ইহা নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার বস্তু নহে। জীবের এই স্বরূপের বৃত্তি বিরূপের দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন এই স্বরূপের বৃত্তি ভক্তির উদ্বোধনের জন্য জাগ্রত-চেতন উদ্বোধনাত্মা সাধুর সঙ্গের প্রয়োজন। সাধুর প্রকৃত সঙ্গ হইলেই জীবের ঐ বৃত্তি জাগ্রত হইবে। ভগবদ্ভক্তজনসঙ্গে ভগবৎ-কথা রঙ্গে দিবানিশি যাপন করিতে পারিলেই সমস্ত অসুবিধা বিদূরিত হইবে। সাধুসঙ্গরূপ অর্থ-প্রবৃত্তি হইলেই অসৎসঙ্গ—দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অনর্থ নিবৃত্ত হইবে—প্রমাদ ছাড়িয়া যাইবে। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, —"সেবোন্মুখ হ'লে স্বরূপের ধর্ম্ম বাহিরের ইন্দ্রিয়ে গায়ের জোরে বেরিয়ে প'ড়বে। তাহা প্রকাশ হয়—আনুকূল্য-অনুশীলনরূপে। যেখানে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন হ'চ্ছে, সেখানে জীবের শুদ্ধদেহ বাহিরে প্রকাশ হ'চ্ছে।"

সুখ ও দুঃখ

———::(*)::———

পাতক সুকৃতি বা দুষ্কৃতিফলে কর্ম্ম-ফলবাধ্য জীব সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। সে সুখের সময় দুঃখের কথা ভুলিয়া যায়, আবার দুঃখের সময়ও সুখের কথা ভুলিয়া যায়। কিন্তু ভগবানের ভক্ত দুঃখ ও সুখ কোনটীতেই উদ্‌ভ্রান্ত বা চঞ্চল হইয়া উঠেন না। তাঁহারা সুখ-দুঃখের সমস্ত বিচার ছাড়িয়া ভগবৎপাদ-পদ্মে নির্ভর করিয়া "যদ্যদ্ভবাং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্"-বিচারেই সন্তুষ্ট থাকেন। কৃষ্ণে সমর্পিতাত্মা তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া লন—তাঁহার সুখ দুঃখের সমস্ত চিন্তা নিজের বলিয়া জানেন। তাই ভগবদ্ভক্তের হৃদয় কোন অবস্থায় ক্ষুব্ধ হয় না। তাঁহারা "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"।

ভগবান্ মঙ্গলময়। তিনি সর্ব্বক্ষণই আমাদের মঙ্গলচিন্তা করিয়া থাকেন। করুণাময়ের নির্দ্দয়তা বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষ। তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহসমুদয় শুভাশুভ ফল দান করে। অতএব সর্ব্বভাবে তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তনই জীবের কর্ত্তব্য—এই বিচারে ভক্তগণ সর্ব্বদাই পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। জগতের ভোগ বা ত্যাগের বিচার আসিয়া তাঁহার চিত্ত চঞ্চল করিতে পারে না—ত্রিতাপ তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। চিদানন্দময়-কলেবর ভক্ত সর্ব্বদা সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। সুখ দুঃখরূপ জগতের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবৎসেবানন্দে বিভোর। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা তাঁহাদের লেশমাত্রও নাই। ভগবানের লীলাস্মরণই জীবনে মরণে, শয়নে-স্বপনে—সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহাদের একমাত্র চিন্তনীয় বিষয়।

আমরা যাহাকে দুঃখ বলিয়া উপেক্ষা করি, ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবানের পরমকৃপা বলিয়া পরমাদরে বরণ করিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা অনন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখে মাতোয়ারা। আর মাদৃশ বদ্ধজীবকে মনঃকল্পিত সুখের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও অত্যন্ত উদ্বেগচিত্তে কালযাপন করিতে হয়।

ভোগী আমরা আমাদের ভোগে বাধা পড়িলেই ক্রোধে অন্ধ হইয়া যাই, কিন্তু কৃষ্ণ-সুখে, গুরুপাদপদ্মের সুখে বাধা পড়িলেই ভক্ত ক্রোধে আত্মহারা হইয়া যান। যে সুখ ভগবৎ সুখে বাধা প্রদান করে, ভক্ত সে সুখকে দুঃখ বলিয়াই জানেন। সেই সুখের প্রতি তাঁহার মহাক্রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

নিজেন্দ্রিয়তর্পণমূলে যে সুখ, ভক্তগণ তাহাকে দুঃখ বলিয়াই জানেন, কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে গিয়া যে দুঃখ পাইতে হয়, তাহাকে তাঁহারা মহাসুখ বলিয়া সমাদরে বরণ করিয়া থাকেন। যেখানে স্বরূপের বৃত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া দেহাত্মবোধ-মূলে সুখ-দুঃখের বিচারক হইতে যাই, সেখানেই নানাপ্রকার অশান্তি আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। কৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে আমাদের মঙ্গলবিধাতা। "তস্যাহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"—এই কৃষ্ণানুগ্রহ উপলব্ধির সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে—সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন।

প্রকৃত বন্ধু কে?

— —::(*)::.——

দুই ব্যক্তির পরস্পর আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুতা। বন্ধুতা প্রায়শঃ সমস্বভাব, সমভাবলম্বী ব্যক্তির সহিতই হইয়া থাকে। মানুষ স্বভাবতঃ একা থাকিতে পারে না, পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে ভাল বাসে, নির্জ্জনবাসকে কঠোর সশ্রম কারাবাস হইতেও অধিকতর কষ্টকর বলিয়া মনে করে। বন্ধুতা মানবের স্বভাবগত। অতিশয় স্বল্পাতিপ্রিয় মানব সমস্বভাব ব্যক্তির সহবাস করিতে ইচ্ছুক হইবে এবং যে ব্যক্তির সহিত যাহার বিশেষ ঐক্য হয়, তাহার সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে যে আবদ্ধ হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

প্রকৃত বন্ধু যেরূপ মহোপকারক, কপট বন্ধুও তদ্রূপ মহা অনর্থের মূল। কপট বন্ধু প্রথমতঃ লোকের সুসময়ে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া আনুগত্য ও সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিতে থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই নিজ দুরভিসন্ধি সাধন করিয়া লয়। কপট বন্ধুর এইরূপ অসদ্ব্যবহারে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বলা যায় না। কপট বন্ধুকে প্রকৃত বন্ধু মনে করিয়া অনেকে অনেক সময় তাহাদের উপদেশানুসারে চলিয়া নরকের পথে অগ্রসর হয়। যিনি আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি আমাদের বিপদে নিজেকে বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করেন, আমাদের সম্পদে আনন্দিত হন, যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে অকুণ্ঠিত, আপনাকে বিপদে ফেলিতেও প্রস্তুত, তাঁহাকেই নীতি-শাস্ত্র-বিদ্‌গণ প্রকৃত বন্ধু বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন, মাতাপিতা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কারণ মাতাপিতার নিকট আমরা যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হই, জগতে এরূপ কাহারও নিকট পাই না।

এই সকল উপকার জাগতিক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইলেও পারমার্থিক ব্যাপারে অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে গৌণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু, আমরা তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার শ্রীচরণ-সেবাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তাঁহাকে ভুলিয়াই আমরা এই নশ্বর জগতে আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের আত্মার বিনাশ হইবে না, কর্ম্মবশতঃ নানা যোনিতে ঘুরিতে হইবে। যাহা প্রকৃত আমি, তাহা পঞ্চভূতাত্মক দেহ নহে, তাহাই আত্মা এবং সেই জীবাত্মা স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্যদাস। পূর্ব্বোক্ত জাগতিক উপকারগুলি ক্ষণকালের জন্য, কিন্তু আমাদের সম্মুখে অসীম অনন্তকাল বর্ত্তমান, ইহার তুলনায় মানবজীবন স্বল্পকাল স্থায়ী। হরিভজন না করিলে অনন্তকাল ব্যাপিয়া পুনরায় চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া এই দুঃখময় সংসার-সাগরে আমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে।

যিনি আমাদের হরিভজনের সহায়ক হন, সদুপদেশের দ্বারা মায়িক জড়াসক্তি কাটাইয়া দিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ করেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। যাহারা উপকার বা উপদেশের দ্বারা আমাদের জড়াসক্তি বৃদ্ধি করিয়া কৃষ্ণোন্মুখতা হ্রাস করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন। এমন কি, পিতা, মাতা, গুরুদেবতা প্রভৃতি কেহই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন—যদি তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি করিতে উপদেশ না দিয়া হরিভজনে বাধা দেন।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥

অসৎশিক্ষক মাত্রকেই বর্জ্জন করিতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন, যিনি সমুপেত-মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি গুরু, স্বজন, পিতা, জননী, দেবতা বা পতি-পদবাচ্য হইতে পারেন না। জন্ম-মৃত্যুরূপ ভীষণ সংসার-সাগরে পতিত জীবকে ভক্তিমার্গের উপদেশ দান উদ্ধার না করিয়া কেবল লৌকিক সম্বন্ধে গুরু, স্বজন, পিতা, মাতা এবং দেবতা বা পতিরূপে পরিচিত হওয়া কাহার উচিত নহে। অতএব যাঁহার উদ্ধার করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহার গুরু হওয়া উচিত নহে। তাদৃশ ব্যক্তির পুত্র-বাৎসল্যের প্রয়োজন নাই, যে ব্যক্তি পুত্রকে কেবল ভোগে নিরত রাখে, পরিণামের জন্য পুত্রকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে অসমর্থ। সে দেবতার বলি গ্রহণ করা উচিত নহে, সে পতিরও স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নহে, যাঁহারা তাহাদিগকে পরমার্থের পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হন। ব্যবহারেই শত্রু-মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি পরমার্থ-বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনিই যথার্থ বন্ধু এবং সেই বন্ধুরই সহবাসে থাকা উচিত।

ভগবান্ বামনাবতারে বলিরাজের সমীপে যখন ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন, তখন দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে তাদৃশ দানকার্য্যে নিষেধ করেন। কিন্তু বলিরাজ গুরুদেবকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীবামনদেবকে সর্ব্বস্ব দান-পূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভক্তিতে আবদ্ধ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে বিভীষণ স্বজনাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবদ্দ্বেষী বলিয়া পিতা হিরণ্যকশিপুকে, খট্বাঙ্গ রাজা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গোচারণকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন বয়স্য বালকগণের দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ সমীপে অন্ন প্রার্থনা করেন, তখন গোপজাতি বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ ভগবান্‌কে অন্ন প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব পতিগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সকলে স্বয়ং অন্নাদিহস্তে সেই গোচারণ-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জড়বিদ্যা দ্বারা জীবের জড়াসক্তি প্রবল হয় এবং নিত্য পরমবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ হইতে জীব দূরে পড়িয়া দুঃখময় সংসারে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া'। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মতিই প্রকৃত নিত্য বিদ্যা বা পরা বিদ্যা—উহাই অবিদ্যা-বিনাশকারিণী। এই শ্রীকৃষ্ণসেবায় মতি বা পরাবিদ্যার জীবনই আবার শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। অতএব শুদ্ধসঙ্কীর্ত্তনকারীই প্রকৃত বিদ্বান্ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত। সুতরাং নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার সঙ্গ লাভ হইলেই জীবের চরম কল্যাণ সাধিত হয়। ভগবানে ভক্তিই জীবের একমাত্র আবশ্যক। এই উপকার ভক্তেরই নিকট পাওয়া যায়, ভক্ত সর্ব্বদা ভগবানের কথা বলিয়া থাকেন এবং জীবকে হরিভজন করিতেই উপদেশ দেন। এই প্রকার হরিভক্ত-বন্ধু অতি দুর্লভ। যাঁহার

শ্রীরূপপাদপদ্ম আছে, তিনিই ভাগ্যবান্। তাপিত প্রাণ জুড়াইতে, শোকের দীর্ঘ নিঃশ্বাস কমাইতে দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে বিপদের সময় হৃদয়ে ধৈর্য্য ও সাহস প্রদান করিতে এমন বন্ধু আর কেহ নাই। প্রকৃত বন্ধুর অভাবে জীবন ধারণ বৃথা। কারণ এরূপ ভক্তবন্ধুর সঙ্গ বা কৃপা ব্যতীত হরিসেবা লাভ করা যায় না। ভগবান্ ভক্তের অধীন। শাস্ত্রে ভগবানের অনেক নাম শুনা যায়। ভক্তের ডাকে তিনি কখনও না আসিয়া থাকিতে পারেন না। তাই প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ প্রভৃতিকে দর্শন দিয়া তাঁহার 'দীনবন্ধু'. 'ভক্তবৎসল' প্রভৃতি নামের মাহাত্ম্য জগতে জানাইয়াছেন।

যেদিন আমাদিগকে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, সেদিন পিতামাতা, অন্যান্য স্বজন, এ জগতের বন্ধু-বান্ধব—কেহই আমাদের সঙ্গে যাইবে না এবং কেহই আমাদিগকে এখানে রাখিতে পারিবে না, বন্ধুবান্ধব, ধনরত্নাদি—সমুদায় ফেলিয়া একাকী যাইতে হইবে। সে সময় এই দুস্তর ভবসাগর পারের কেহই সাহায্য করিবে না।

তাই বলি, যদি কাহারও ভবসমুদ্র পার হইবার বাসনা থাকে, তবে তাহার অসময়ের বন্ধু শ্রীহরির পাদপদ্মে একান্তভাবে শরণ গ্রহণ করা দরকার।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে এই দুস্তর ভবপারাবার পার করিয়া দিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় দিবেন, আর আমাদিগকে পুনরায় চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ফিরিতে হইবে না, ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারিব। যিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণকমল আশ্রয় করেন, তাঁহার নিকট এই দুস্তর ভবসাগর গোষ্পদ-তুল্য প্রতীয়মান হয়।

স্বরূপধর্ম্ম

সনাতনধর্ম্ম মাত্র একটি, উহা বহু নহে। তাহা—

স বৈ পুংসাং পরধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

অধোক্ষজে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ভক্তিই পরমধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, নিত্য-ধর্ম্ম ও সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই বিশ্ববাসী প্রত্যেক জীবের ধর্ম্ম। ভাগবতধর্ম্ম যখন সার্ব্বজনীন, তখন ভাগবত-ধর্ম্মবক্তৃগণও সর্ব্বজীবের গুরু। ভাগবত-বক্তা মাত্র বাদশজন। শত শত মনোধর্ম্মীর মনগড়া বিভিন্ন মত ইতরধর্ম্ম—মায়িক ধর্ম্ম। ইহাই নিরপেক্ষ সত্য। যাঁহাদের এই নিরপেক্ষ সত্য শুনিবার কর্ণ হইয়াছে, তাঁহারা সৌভাগ্যবান্। সৌভাগ্যবঞ্চিত ব্যক্তির একথায় আস্থা নাই। স্বরূপধর্ম্মের একমাত্র শিক্ষক শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতিকে যাহারা জগদ্গুরু বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন,—'শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-বৈষ্ণবাচার্য্যের কথা কেবল তাঁহার শিষ্যগণই মানিবে। সকলেই ত' তাঁহার শিষ্য নহে এবং তিনিও সকলের গুরু নহেন।' কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন, শাস্ত্র বলেন,—বৈষ্ণব-জগতের গুরুই তিনি, যিনি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ, এতদ্ব্যতীত আর কেহই স্বরূপধর্ম্ম-শিক্ষক গুরুপদবাচ্য নহেন। শ্রীস্বরূপরূপের কৃপা-ত ব্যক্তিই লঘু—গুরু নহেন। তাঁহারা লঘু হইয়া গুরুর অভিনয়মাত্র করিতেছেন। শ্রীস্বরূপরূপানুগ ব্যতীত আর কেহ ভজনানন্দী হইতে পারেন না। বাদবাকী লোকের ভজনের অভিনয় মায়ার ভজন—মনোধর্ম্মের ভজন—কপটতার ভজন—আত্মবঞ্চনা পর-বঞ্চনার ভজন—তাহা হরিভজন নহে; ইহাই শুদ্ধ ঐকান্তিকতা। হরিভজন নিজের খাম্‌খেয়াল, মনোধর্ম্ম বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ নহে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের নাম—ভজন।

সকলকেই একজনের মতে চলিতে হইবে—সকলকেই অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের অনুগত হইতে হইবে—অদ্বয়জ্ঞানের সেবকের আনুগত্য করিতে হইবে, ইহাই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। আর নির্ব্বিশেষবাদিগণের সিদ্ধান্ত তাহা হইতে পৃথক্। শ্রীভগবান্—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীগুরুদেবও অদ্বয়তত্ত্ব—পূর্ণ-বস্তুর পূর্ণ প্রকাশ। শ্রীগুরুদেব খণ্ডিত বা পারাচ্ছিন্ন বস্তু নহেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণসেবার একচ্ছত্র অধিকারী। কৃষ্ণ তাঁহারই নিকট তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সেবাগ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব পরম দয়াল। কৃষ্ণ কাহারও নিকট হইতে সেবা না চাহিলেও শ্রীগুরুদেব অহৈতুক-কৃপা করিয়া তদনুগত সকলকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণের সুখবিধান করেন। গুর্ব্বানুগত্য ব্যতীত জীবের স্বরূপে অবস্থিত হইবার অন্য উপায় নাই। গুরু-দাসই কৃষ্ণদাস, গুরু সুখবিধানই কৃষ্ণসুখ-বিধান। গুর্ব্বনুগত জনই স্বরূপধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীভগবানের পরমশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোত্তম সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই অনুষ্ঠেয় জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম। সুতরাং যাঁহারা এই স্বরূপের ধর্ম্মে অবস্থিত তাঁহারা জগতের বহু তথাকথিত মতবাদক কখনই স্বরূপ-ধর্ম্মের সহিত একাকার করিতে পারেন না। শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ভগবানে যে অহৈতুকী ও স্থানকালপাত্রের দ্বারা অপ্রতিহতা বা অব্যাহতা ভক্তি যাজিত হয়, তাহাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ-ধর্ম্ম।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(•)::——

বল্লভাচার্য্যের বাড়ী হইতে শ্রীরূপ-গোস্বামীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দর নৌকাযোগে যমুনার পরপারে প্রয়াগে আসিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটে দশদিন শ্রীরূপকে সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব শিক্ষা বা উপদেশ দিয়াছিলেন। ভজনীয় বস্তুকে কিরূপে ভজন করা যায়, তাহা বলিতে গিয়া তিনি ভক্তির তিনটি অবস্থার কথা বলিয়াছেন,—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। প্রেম লাভ হইলে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব প্রভৃতি ক্রমোন্নতি হয়। পূর্ব্বে ভাবভক্তি, পরে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

সাধনভক্তির পরে ভাবের ঘন অবস্থায় প্রেমের উদয় হয়। 'কৃষ্ণ আমার, আমি সেবা না করিলে কৃষ্ণের বড়ই কষ্ট হইবে,' এই-রূপভাব পূর্ণরূপে বৃদ্ধি বা গাঢ়তা পাইলে প্রেমা হয়। স্থায়িভাবের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই সামগ্রী চতুষ্টয়ের মিলনে রসের উদয় হয়।

সাধনভক্তি অতিক্রম করিলে ভাবোদয় হয়, তখন শ্রদ্ধা রতিরূপে পরিণত হয়। বিভাব দ্বিবিধ,—অবলম্বন ও উদ্দীপন। বিষয় ও আশ্রয়ই অবলম্বন, যাঁহাকে দেখিলে রসের উদ্দীপন হয়, তাহাই উদ্দীপন। অপ্রাকৃত চিন্ময় রসরাজ্যে বিষয় একই, কিন্তু আশ্রয় বহুর মধ্যে পঞ্চরসের আশ্রয়গণই প্রধান। সকল জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণপাদপদ্মে অবস্থান করে—সকল জীবের গতিই একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম। জীব মায়াবদ্ধ হইয়া এই মায়িক জগতে বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু ও মনুষ্য ইত্যাদিরূপে বাহিরে মায়িক পোষাক লইয়া জন্মিয়াছে। অপ্রাকৃত রাজ্যে বিভিন্ন রসে এক একজন মুখ্য সেবক আছেন। অন্যান্য সেবকগণ সম্বন্ধপ্রধান আশ্রয়জাতীয় সেবকের কেহ স্বাংশ কেহ বা ভেদাংশ। প্রত্যেক রসে মূল-আশ্রয়ের আনুগত্যে কায়ব্যূহ ও অসংখ্য সেবক আছেন। বৃন্দাবনে যথাক্রমে মূল আশ্রয়-বিগ্রহ—দাস্যরসে রক্তক ও পত্রকাদি, সখ্যরসে সুবল, শ্রীদাম, সুদাম, বলভদ্র (দাউজী) ও দেবপ্রস্থ, বাৎসল্যরসে শ্রীনন্দযশোদা, মধুর রসে পঞ্চবিধ গোপী-গণ, তন্মধ্যে সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা পরমশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী নন্দ অষ্টসখী। উঁহাদের বহু সেবিকাও আছেন।

ভক্তির উদয়ের পূর্ব্বে সম্বন্ধজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু প্রেম লাভের উপায়স্বরূপ আটটি সোপান বাঁধিয়া দিয়াছেন। সাধনভক্তির পথের মধ্যে পূর্ব্বাঙ্গে—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি—এই চারিটি এবং পরাঙ্গে—নিষ্ঠা রুচি, আসক্তি ও ভাবোদয়—এই চারিটি, সর্ব্বশুদ্ধ আটটি স্তর আছে। বদ্ধাবস্থায় সাধনভক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারে সাধিত হয়।

এ জগতে মায়াবদ্ধ মনুষ্যগুলি পশুবিচার-যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে—অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি কার্য্যে পশুর সহিত ব্যতিক্রম আছে। কৃষ্ণপ্রেম পাইতে হইলে তাহাদের পক্ষে সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। সাধনের দ্বারাই অনর্থ নিবৃত্তি করিতে হইবে—ইহাই ক্রমপথ। পরমেশ্বরের আনুগত্য-বিচার না থাকাতেই জীব পশুত্ব লাভ করে। যদিও originally (স্বরূপতঃ) জীবগণের ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই, তথাপি তাহাদের শক্তির লঘুতাপ্রযুক্ত তাহারা মায়াচ্ছন্ন হইয়া সংসারে আহার-নিদ্রাদির চিন্তাযুক্ত। এইরূপ অনর্থযুক্ত অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। মনুষ্য-জাতি অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার বিচারযুক্ত হইয়া মাৎসর্য্যদ্বারা চালিত এবং তৎফলে অত্যন্ত দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় সংসারের দুঃখকষ্ট এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লেশাদি অত্যন্ত দুঃখ-কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অর্থযুক্ত প্রপন্ন শুদ্ধভক্তের বিচার এইরূপ নয়। তিনি বিচার করেন,—"বিরচয় ময়ি দণ্ডং" ইত্যাদি। চাতক যেরূপ মেঘের জল ব্যতীত প্রাণান্তেও অন্য জল পান করে না, চাতক কেবল 'ফটিক জল,' 'ফটিক জল' বলিয়া চীৎকার করে এবং মেঘ হইতে বারিপাত না হইয়া যদি বজ্রপাতও হয়, তাহা হইলেও চাতক যেমন একান্ত আশ্রয়স্থানে মেঘের দিকেই তাকাইয়া থাকে, অন্য দিকে তাকায় না, আমাদের চিত্তের অবস্থাও তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। আমরা কৃষ্ণের শরণাগত হইব এবং বলিব,—হে দীনবন্ধো! তুমি দয়া করিয়া তোমার সেবা দিলে আমি সেবা পাইতে পারি। যদি তাহা না দাও তবে হয় ভোগ, নয় ত্যাগ অবলম্বন করিয়া অধঃপাতত হইব। তোমার দত্ত্বর আহ্বান (আমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ) করিব। হে প্রভো! তুমি যদি দয়া না কর, তাহা হইলে আর কাহার কাছে যাইব? আর ত' আমার কেহ নাই! সেই জন্যই তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলাম।

নৃত্য গান, বিলুণ্ঠন ও গাত্রমোটন হইতে সাত্ত্বিকভাব বা উদ্ভাস্বর, অশ্রুকম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার ও হর্ষদৈন্যাদি তেত্রিশটি সঞ্চারী ভাবই ব্যভিচারী—ইহারা স্থায়ী থাকে না,—কখনও কখনও আসে ও চলিয়া যায়। স্থায়ীভাব বা রতি সহ সামগ্রীর মিলনেই রসোৎপত্তি হয়। রতিই (উল্লাসময় স্থায়িভাবই) রসের মূল। উহাই প্রেমের অঙ্কুর।

[illegible]। 'বহুসময় আছে'—এরূপ বিশ্বাস বা যুক্তিতর্ক ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবাতৎপরতায় এখনই সর্ব্বপ্রযত্নে দরকার।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৬ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৫শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১১ই অক্টোবর, ইং ১৯৪১ শনিবার ১৭৩-৭৪ তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ দামোদর অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

সাধুতে আপনজ্ঞান হওয়া দরকার, নতুবা সঙ্গ হইবে না। সঙ্গের মধ্যে আকর্ষণ আছে। সাধু—ভগবদ্ধাম, তাঁহার হৃদয়েই ভগবানের নিত্য বাস। আমাদের প্রত্যেকেরই ভূতশুদ্ধি হওয়া দরকার—নিজেকে গুরুকৃষ্ণের দাস বলিয়া উপলব্ধি হওয়া আবশ্যক। সাধু অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া দেন—এত তাঁহার দয়া। তবে আমাদের দিক্ হইতে তাঁহার দয়া গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। সেবা করিবার জন্য ইচ্ছাও থাকা চাই, আবার সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুতও থাকা চাই। শুধু শুভ ইচ্ছা থাকিলেই কাজ হয় না।

ভক্তিতে ফল-কামনা নাই। যেখানে দীনতা, সেখানেই কৃপা, যেখানে কৃপা, সেখানেই ভক্তি। দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ করা দরকার। নিজেকে গুরুকৃষ্ণের দাস বলিয়া উপলব্ধিই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান। রতির উদয় পর্য্যন্তই দীক্ষাকাল। যে প্রণালী অবলম্বন করিলে রতির উদয় হয়, সেই নিয়মানুবর্ত্তিতাই দীক্ষা। Whole course regulation and regularity বা strict unflinching followingই দীক্ষা। প্রথমে দীক্ষা is complete. Strict following ব্যাপারটা কঠোরভাবে অবিচলিতচিত্তে নিয়মপালন।

অভিনিবেশ চেতনের বৃত্তি। একাভিনিবেশ বা কৃষ্ণাভিনিবেশ না থাকিলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা মায়াভিনিবেশ নিশ্চয়ই আছে, জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয় বস্তু। ব্রহ্মাণ্ড বা দেহই কৃষ্ণেতর দ্বিতীয় বস্তু। ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিলে দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ থাকে না। অভিনিবেশ না থাকায় তখন আর অসৎসঙ্গ হয় না। অনভিনিবেশই নিঃসঙ্গ। দেহাত্মবুদ্ধি নামাপরাধ। এই দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করাই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করা। দেহাত্মবুদ্ধি বা দেহাভিনিবেশ ভক্তির প্রবল বাধা। বিশ্বকে বিশ্বনাথের সেবোপকরণরূপে বা বিশ্বনাথের সম্বন্ধে দর্শন করিলে কোন অসুবিধা বা বাধা হয় না। ভোগ্যবুদ্ধিতে দর্শন বা অভিনিবেশ হইলেই বিপদ্ বা সংসার। দেহাত্মবুদ্ধি বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ না গেলে হৃদয় শুদ্ধ হইবে না। সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিকথা শুনিতে শুনিতে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

বৈষ্ণব বা শিক্ষাগুরুকে আমার গুরুর শিষ্য বলা ঠিক নয়। গুরু গুরুই, তিনি কাহারও শিষ্য নহেন। জিনিষ ত' একটা। শিক্ষাগুরুও কৃষ্ণ, দীক্ষাগুরুও কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে কৃষ্ণের শিষ্য বলা কি ঠিক? বৈষ্ণব-মাত্রেই গুরু। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, তিনিই গুরু। কৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তির বৈভব—অন্তরঙ্গাশক্তির বৈভব বৈষ্ণব কৃষ্ণবস্তু। মায়ার সহিত তাঁহার কোন সংস্পর্শ নাই। তিনি কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণ অঙ্গী, বৈষ্ণব অঙ্গ। বৈষ্ণব কৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন। যিনি কৃষ্ণকে বাধ্য করিয়াছেন, তাঁহাকে যদি আদর না করি, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। আমার গুরু কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ। আমার শ্রীগুরুদেবের মত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় আর কেহ নাই। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম উদ্ধারণকারী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণবন্ধু কৃষ্ণসখী সাধুগুরুর সঙ্গই ভগবৎসঙ্গলাভের একমাত্র উপায়। যেখানে সাধুদর্শন বা সাধুর ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি, সেইখানেই সাধুর প্রকৃত সঙ্গ। সাধু এই জগতের কোন ব্যক্তি নন, তিনি অপ্রাকৃত নন্দনন্দন—কৃষ্ণের নিজজন। বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়, তিনি সর্ব্বক্ষণ শতকরা শতভাগই ভগবানের সেবা করেন। সেই বৈষ্ণব যেন কখনও অবমানিত বা অনাদৃত না হন, সে বিষয়ে তীব্র লক্ষ্য রাখা দরকার। ভক্তিপথের পথিক কাহাকেও কায়মনোবাক্যে অনাদর করিতে হইবে না। শ্রীতুলসী গুরু, আমার শ্রীবার্ষভানবীও গুরুদেব। সুতরাং আমরা শ্রীতুলসীকে শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীপাদপদ্মে দিবার ধৃষ্টতা করিব না। কৃষ্ণভক্ত বা গুরুবৈষ্ণবই আমাদের সর্ব্বস্ব, ইহা অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। কৃষ্ণভক্তকে জগতের কোন বস্তু আকৃষ্ট করিতে পারে না। ভজনে অগ্রসর হওয়া দরকার। কেমনে কৃষ্ণকে পাইব?—তার জন্য একটা জেদ থাকা উচিত। কেউ যদি কৃষ্ণকে না চায়, তাহাতে আমার কি? কেউ চায় না বলিয়া আমি চাইব না কেন? কেউ যদি ভাল জিনিষ না চায়, সকলেই যদি আইন ভঙ্গ করিতে চায়, তাহা হইলে আমিও কি তাহাই করিব? ভক্তিতে হতাশার কথা নাই। হতাশা মনের ধর্ম্ম। যাহার হতাশা আছে, তাহার সঙ্গ করিতে হইবে না। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সঙ্গ করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কাহারও হতাশা আসিলে চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া কাতরভাবে গুরুবর্গের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। অভাগা আমি কি কাঁদিতেও পারিব না? অন্ধকারে আলো পাওয়া যাইবে না। দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলে কি আলো পাওয়া যাইবে? আমাকে দরজা খুলিয়া রাখিতে হইবে—সরল হইতে হইবে, সাধুগুরুকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা চেতন, উন্মুখ হইবার জন্য কৃপালাভের জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা ত' আর দরজা জানালা নই যে, তাঁহারা জোর করিয়া খুলিয়া আসিবেন। চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিলে সূর্য্যের আলো কার্য্যকরী হয় না। সাধুর দয়ার তুলনা নাই। তাঁহারা অনেক সময় নিজগুণে অযাচিতভাবে জোর করিয়া দয়া করিলেও যদি গ্রহণ না করি, তাহা হইলে তাঁহারা আর কি করিবেন?

কৃষ্ণের ভজনই আচার। আর ভজন-পরিত্যাগই অনাচার। ভোগ ত্যাগই অনাচার। ভক্তিই সদাচার। স্বসুখ-বাঞ্ছাই অনাচার। সাধুসঙ্গই আচার। এই আচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। নিরন্তর হরিভজন না করিলে ভজনের বাধা বা অন্তরায় কি করিয়া যাইবে? শ্রদ্ধা হওয়া চাই। ভক্তিই ভগবানের সহিত জীবের মিলনের যোগসূত্র। শরণাপত্তি না থাকিলে শ্রদ্ধা আছে, বলা যায় না। মায়াতীত ঈশ্বর সঙ্গে মায়াবদ্ধ জীবের মিলন একমাত্র শ্রদ্ধাদ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। মায়াতীত বস্তু নিজ অচিন্ত্য শক্তিতে যদি দয়া করিয়া প্রকাশিত হন, তবেই তাঁহার সহিত মায়াবদ্ধ জীবের মিলন হইতে পারে, নতুবা সসীম বস্তু অসীম বস্তুর সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না। অসীম বস্তু দয়া করিয়া আসিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের বা তাঁহার সেবাসঙ্গের সুযোগ হয়। শ্রদ্ধা থাকিলে তিনি দয়া করিয়া নিজে আসেন; আমাদের দিক্ হইতে শ্রদ্ধা থাকিলেই হইল। ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ শ্রদ্ধা দ্বারাই হয়। শ্রদ্ধা ব্যতীত বৈকুণ্ঠ বস্তুর

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।

সহিত কুণ্ঠাময়যুক্ত বস্তুর মিলন হইতে পারে না। সাধুগুরু যখন কৃপা করিয়া এখানে আসেন, তখন যদি তাঁহাদের অনুগত হই, তবেই মঙ্গল হয়। স্বতন্ত্রতা থাকিলে কৃপা হয় না। স্বতন্ত্র হইলে parallel হওয়া গেল মিলন হইল না। প্রপঞ্চাতীত বস্তু দয়া করিবার জন্য এখানে আসেন। আমরা যদি তাঁহাতে শরণাগত হই, তাহা হইলেই মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। শ্রদ্ধা থাকিলে, সেবোন্মুখ হইলে ভগবান কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত থাকেন।

শ্রীনাম সেব্যবস্তু। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তাঁহাকে কেবল দিতে হইবে, তাঁহার নিকট হইতে কিছু চাহিতে হইবে না। চাওয়া কামের কাজ, আর আমাদের কাজ কেবল দেওয়া। কৃষ্ণ কেবল সেবা চান, আর ভক্তগণ কেবল সেবা করেন। সমস্ত বিশ্বের লোক নাম যশ ভক্তকে দান বলিয়া অর্পণ করিলেও তিনি তাহাতে ভুলেন না। তিনি সকল প্রতিষ্ঠার চিন্তা পরিত্যাগ করেন। তিনি ভগবানকে সকল বস্তুর মালিক বা ভোক্তা বলিয়া জানেন। তাঁহার ভোগ-অভিমান না থাকায় অন্য কোন কিছুর প্রতি তাঁহার লোভ হয় না। যিনি কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন সেই ভক্ত সদা ধৃতিবশে অকপট হরিকীর্ত্তনকারী নিজকে ধন্য বলিয়া জানেন। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস—ইহাই তাঁহার অনুভূতি। আমার গুরু আমাকে কৃপা করিয়াছেন, এই অনুভূতি তাঁহার সর্ব্বক্ষণ থাকে। তাঁহার এই অনুভূতি আবৃত বা দূর হয় না। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় অভিষিক্ত, তাঁহাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীব আর কতটুকু দিবে বা কতটুকু বড় করিবে? তাঁহার দাসাভিমান অত্যন্ত প্রবল, তাই তিনি এ সকল গ্রহণ করেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় absorbed থাকেন।

কৃপা না হইলে কোন লোক সেখানেই যাইতে পারিবে না। ... কৃপা মিলিবে না। কৃষ্ণকে আমার ... লাভের, কোটি জন্মেও পাওয়া যায় না, এ যে আমার সত্তা, এ ছাড়া আমার অন্য উপায় নাই, তিনি কষ্ট দিন, আর সুখই দিন, তাঁহার পাদপদ্মই আমার একমাত্র আশ্রয়—এই বিশ্বাস থাকা দরকার। এই বিশ্বাস যাহার নাই, তাহার মঙ্গল হইবে না। তিনি কৃপা করিবেন ধারণা করিয়া আর্ত্তনাদ করুন, এইরূপ অকপট প্রার্থনা অনুক্ষণ থাকা দরকার। এটুকুও যদি না হয়, তবে সব বৃথা। প্রার্থনা অন্তর থেকে করা চাই, তাহা যেন সাময়িক না হয়—মনের উচ্ছ্বাস না হয়। এই প্রার্থনার ইতি বা শেষ নাই। কৃপালাভ করিয়াও আরও কৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা থাকে। আমি কৃষ্ণকে পাইলাম না—এই বিরহ বা দৈন্য সর্ব্বক্ষণ ভক্তের হৃদয়ে আছে। আমি পাইয়া গিয়াছি, এরূপ অভিমান ভক্তের নাই।

যে কোন প্রকারে ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতে হইবে, ব্রহ্মাণ্ডে থাকা পর্য্যন্ত কিছুই হইবে না। দৈন্য থাকা বিশেষ দরকার। দৈন্যই ভক্তের ভূষণ। আমি তোমাদের জন, কিন্তু তোমাদের কৃপা পাইলাম না—এই বলিয়া দৈন্যভরে পঞ্চতত্ত্বের নাম ধরিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থরূপী শ্রীগৌরসুন্দর। এই শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পড়া দরকার। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সব সময় স্মৃতিপথে রাখিতে হইবে। বিপদে বিপন্ন হইলে অস্থির হইয়া উঠিতে হইবে না, অচল অটল থাকিয়া কৃপালাভের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। অতএব সাধুসঙ্গ ও নিরন্তর হরিনাম করিতে করিতে নিত্যমঙ্গল হইবে। যাঁহারা হরিনামের সেবা করেন, তাঁহাদের সেবা না করিলে হরিনামের সন্তোষ ও সুখ হইবে না। ভক্তের ... ভগবান্ শ্রীনামের সুখ হয়। ভক্তসেবা বাদ দিয়া কেহ শ্রীনামের কৃপা ও সেবা পায় না। সেবোন্মুখ না হইলে, হরিনাম হয় না। যেখানে শ্রীনামে নিষ্ঠা রুচি, আসক্তি বা প্রীতি, সেখানে শ্রীনাম না করিয়া থাকা যায় না। শ্রীনাম বড় মধুর, সুখদ। একাকী হরিনাম সতত গ্রহণ করিবে, তাহাতে যত কষ্ট হয় হউক, নিজের দেহ, আত্মীয় স্বজন, সংসার ছাড়িয়া যাউক, তথাপি সতত একমাত্র শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিবে—এইরূপ সুদৃঢ় নিষ্ঠা প্রত্যেকেরই থাকিবে। নিরপেক্ষ হইতে হইবে, জগতের আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্যে থাকিলে ... কখনও হরিনাম করিতে পারে না। হরিনামে রুচি হওয়াই ... সর্ব্বক্ষণ—প্রীতি সহকারে হরিনাম করিতে হইবে, তবেই মঙ্গল হইবে। নিরন্তর হরিনাম করিতে করিতে অনর্থ কাটিয়া গেলে নিষ্ঠা হইবে ... শ্রীকৃষ্ণনামে রুচি হইবে অর্থাৎ শ্রীনাম করিতে ভাল লাগিবে। তারপর আসক্তি অর্থাৎ আঠা হইবে, তখন শ্রীনাম না করিয়া পারি না—এইরূপ অবস্থা আসিবে।

কৃপা ও সেবা চাওয়াই জীবের স্বভাব। যেখানে জীব কৃষ্ণকে চায় না, সেখানে হয় মোহ, না হয় কৌটিল্য আছে। গুরুবর্গের নিকট বঞ্চনা বা অসৎ-ভাব থাকিলে এরূপ অবস্থা হয়। সাধুকে আশ্রয় করিলে বা সাধুসঙ্গ হইলে কি কেহ কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া থাকিতে পারে? সাধুর কাছে আসিয়াও যদি কৃষ্ণসেবাপিপাসা না জাগে, তাহা হইলে সাধুর কাছে আসাই হয় নাই। সংসার ক্ষয় ... হয় নাই, সুতরাং সাধুসঙ্গ বা সাধুর শিষ্য কি করিয়া হইবে? অভাববোধ হইলে ত' চাওয়া। অভাববোধ যেখানে নাই, সেখানে চাওয়াও নাই। 'আমার কৃষ্ণসাক্ষাৎকার হইল না'—এই অভাববোধ হইলে ত' কৃষ্ণকে চাইবে এবং অকপটে চাহিলে শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণকে দেন।

ধামে শ্রীউর্জ্জব্রত

——::(*)::——

কার্ত্তিকব্রতের অপর নাম উর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা। শ্রীবার্ষভানবীদেবী এই কার্ত্তিকমাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর-শতনামে শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদেবীকে 'কার্ত্তিক দেবতা' এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীমাধবদয়িতাকে 'কার্ত্তিকোৎকীর্ত্তিদেশ্বরী' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের সুখের জন্য এই শ্রীউর্জ্জব্রত কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে পালন করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরধামবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীরাধার নিজজন শ্রীগৌরকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে দ্বাদশীপক্ষে শ্রীউর্জ্জব্রত পালন করিয়াছেন।

উর্জ্জ-শব্দের অর্থে বলও বুঝায়। শ্রীউর্জ্জব্রত শ্রীবলদেবেরই পূজাব্রত—শ্রীনিত্যানন্দের আরাধনা বা শ্রীব্যাসপূজা। যে সব নিষ্কপট সজ্জন উর্জ্জব্রতে শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের পূজা করিয়া—শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বতোমুখী সেবার দ্বারা তাঁহার সুখবিধান করিয়া শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী বা শ্রীজাহ্নবাদেবীর প্রীতি সম্পাদন করিবেন তাঁহাদেরই হৃদয়ে কার্ত্তিক-দেবতার স্বরূপমাধুর্য্য ও কৃপা উপলব্ধির বিষয় হইবে। অযোধ্যাদি বৈকুণ্ঠের প্রকাশ-ক্ষেত্রে শ্রীউর্জ্জব্রত পালন অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান শ্রীমথুরায় শ্রীউর্জ্জব্রত পালন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীউর্জ্জব্রত পালন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডে উর্জ্জব্রত পালন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিকমাস শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ঐ মাসে অল্পমাত্র উপায়নে পূজিত হইয়াও শ্রীভগবান্ পূজককে নিশ্চিতরূপে শ্রীহরিধামে কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করেন। এই মাস স্বল্পমাত্র সেবানুষ্ঠানকারীকে প্রচুর ফল দান করিয়া থাকেন। যিনি কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরিমন্দির প্রদক্ষিণ করেন, তিনি মহাফল লাভ করিয়া থাকেন। এই উর্জ্জব্রত প্রত্যেকেরই আদরের সহিত দৃঢ়ভাবে পালন করা উচিত। যে ব্যক্তি বিনা নিয়মে কার্ত্তিকমাস বা চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেপণ করে, সে [illegible] ও কুলাঙ্গার। শ্রীহরির প্রীতি-উদ্দেশ্যে সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা কার্ত্তিক মাস যাপন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কার্ত্তিকমাসে শ্রীভগবানের সম্মুখে ভক্তির সহিত নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিলে অক্ষয় শ্রীবিষ্ণুধামে গতি হয়। কার্ত্তিকমাসে শ্রীমথুরাপুরীতে শ্রীহরিসেবার ফল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলার মথুরা শ্রীধাম-মায়াপুর আর শ্রীগৌরের শ্রীকৃষ্ণলীলার মথুরা আছে। শ্রীধ্রুব শিশু হইয়াও কার্ত্তিকমাসে শ্রীমথুরাপুরীতে শ্রীহরির পূজা করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে (৫ মাসের মধ্যে) শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

এই মাসে সর্ব্বধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীহরিধামে শ্রীহরিজনের নিকট শ্রীহরির কথা শ্রবণ করিতে হয়। কল্যাণবুদ্ধিতে বা লোভবুদ্ধিতে—যে কোনরূপেই হউক, কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিলে শতকুলের পরিত্রাণ হয়। যিনি প্রত্যহ শাস্ত্রচর্চ্চার দ্বারা কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করেন, তিনি সমস্ত পাপরাশি ভস্মীভূত করিয়া যজ্ঞাযুতফল লাভ করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকমাসে শাস্ত্রকথা-আলাপদ্বারা শ্রীহরি যেরূপ প্রীতিলাভ করেন, গজাদিদান ও যজ্ঞাদির দ্বারাও তিনি সেরূপ প্রীত হন না। যিনি কার্ত্তিকমাসে হরিকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাকে শতকোটি জন্ম দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না। কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া হরিকথা-শ্রবণাদির দ্বারা দিন যাপনপূর্ব্বক উর্জ্জব্রত পালন করা উচিত।

কার্ত্তিকমাসে কলমীশাক, পটোল, বেগুন, বরবটী, সিম ও যাবতীয় আসব পরিত্যাজ্য। মৎস্য ও [illegible] সর্ব্বপ্রকারের মাংস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কার্ত্তিকমাসে মাষকলাই-গ্রহণ নিষেধ।

কার্ত্তিকমাসে শ্রীরাধাগোবিন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীরাধাদামোদরের সেবা করিতে হয়। তাহাতেই নিত্যমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। এই কার্ত্তিকব্রত চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। ফলকামনা বা নিজসুখবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে অকপটে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখ বিধানই কার্ত্তিকমাসের মুখ্য কৃত্য। শ্রীরাধা-নিত্যজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের রেণুকণায় স্ব-স্বরূপকে পরিষিক্ত করিতে পারিলেই শ্রীউর্জ্জব্রত-পালন সুষ্ঠু হইবে এবং আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত শ্রীএকাদশী তিথি হইতে প্রত্যহ অপরাহ্নে নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রত্যহ তিনি প্রায় দুইঘণ্টা শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। গত ৮ই অক্টোবর অপরাহ্নে তিন ঘণ্টাকাল শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া মাদৃশ বদ্ধজীবগণকে বহু অশ্রুতপূর্ব্ব অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীগৌরধামে শ্রীউর্জ্জব্রতোপলক্ষে শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। এইরূপ পরমমঙ্গলময় অপূর্ব্ব সুযোগ খুব কমই হয়। অতএব সকলেই এই অদ্ভুতপূর্ব্ব সুযোগ মস্তকে বরণ করিয়া ধন্য হউন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

ভীতি ও ভক্তি

ভীতি ও ভক্তি পরস্পর বিপরীত জিনিষ। ভক্তিতে ভীতি নাই, যেখানে ভীতি সেখানে ভক্তি নাই। আলো ও অন্ধকার, ভয় ও অভয়, ভগবান্ ও মায়া, ভীতি ও ভক্তি যুগপৎ একসঙ্গে থাকিতে পারে না। যেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ, সেইখানেই ভয়। একাভিনিবেশ যেখানে, সেখানে ভক্তি। ভক্তের রক্ষক আছেন। ভগবান্ ভক্তের রক্ষক। ভক্ত সরল, একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক বলিয়া তাঁহার ভয় নাই। যেখানে সরলতা ও একনিষ্ঠতার অভাবে বহুমুখিনী চেষ্টা, সেইখানেই ভয়। যিনি ঈশাশ্রিত বা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন, তিনি নির্ভীক। আর যিনি নিজেকে নিজের রক্ষক কল্পনা করেন, যাঁহার ঈশাভিমান বা ভোক্তৃ-অভিমান প্রবল, তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা না থাকায় তিনি ভীত ও সন্ত্রস্ত।

অভয়াশ্রিতের আবার ভয় কোথায়? যিনি অভয়পাদপদ্ম আশ্রয় করেন নাই, তাঁহারই যত ভয়। গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—সকলেই অভয়। 'অভয়ের আমি' কি কখনও ভয়কে ভয় করে? 'ভয় ত' সেখানে যাইতেই পারেনা। যাঁহারা অভয়-পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, ভয়ের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। ভয় মানে কাল বা মৃত্যু। হরিনামের ত্রিসীমানায় কালের গতায়াত নাই। শ্রীনাম অভয় ও অমৃত। সেই শ্রীনামের আশ্রয়ে বা হরিধামে বা হরিজনের ভয় বা মৃত্যু নাই। সুদর্শন তাঁহাদের রক্ষক। ভোগ্য-দর্শনেই ভয়। যেখানে সেব্যদর্শন বা গুরুদর্শন, সেখানে ভয় নাই। ভীত ভক্ত নহে। শরীরের প্রতি অত্যন্ত মমতা থাকিলেই মৃত্যু-ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। হরিবিমুখেরই মৃত্যুভয় থাকে। যমরাজ বৈষ্ণব, কাজেই তিনি বিষ্ণুর কৃপাভিখারী বা আশ্রয়-প্রার্থীর নিকট ভয়াবহ নহেন। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয় হয়। হরিনামের অনুশীলন ব্যতীত নিজভোগের ইচ্ছায় যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ উপস্থিত হয় কৃষ্ণেতর বস্তু বা মায়াই দ্বিতীয় বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় ও অদ্বয়জ্ঞানবস্তু। জড়াভিনিবেশই ভোগবুদ্ধি। ভোগে অভিনিবেশ থাকিলে দেহে অভিনিবেশ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকিবে। শ্রীগুরুনিত্যানন্দ ও শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা দেহাত্মবুদ্ধি দূর হয়। ভয় যাঁহাকে ভয় করে, সেই সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় না করিলে ভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে কোন প্রকারে একের প্রতি—কৃষ্ণের প্রতি অভিনিবেশ হওয়া চাই। একাভিনিবেশ না হইলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ কি করিয়া যাইবে? অসতে অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। অভিনিবেশই সৎসঙ্গ দ্বিতীয় বা জড়ের প্রতি অভিনিবেশই অসৎসঙ্গ। সৎসঙ্গের দ্বারাই এই অসৎসঙ্গের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দাসাভিমানে নির্ভীকতা, আর প্রভু-অভিমানে ভয়। যেখানে দম্ভ, সেখানেই ভয়। গুরুবৈষ্ণবভৃত্যানুভৃত্যের—দীন হীন কাঙ্গালের ভয় নাই। ভগবান্ ভক্তকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করেন। তাই প্রপন্ন ব্যক্তির ভয় নাই। প্রহ্লাদের ভয় ছিল কি? তাঁহার প্রতি এত অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি কি ভগবান্‌কে ভুলিয়াছিলেন? সুদর্শন সর্ব্বদা ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন। মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষি দুর্ব্বাসার যোগবলজাতা অনলমিরূপা অসিহস্তা কৃত্যা যখন কালানলের ন্যায় ভক্ত-প্রবর শ্রীঅম্বরীষের প্রতি ধাবিত হইল, তখন কৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীঅম্বরীষ ভীত হইয়াছিলেন কি? ভগবৎপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নির্ভীক শ্রীঅম্বরীষ স্বস্থান হইতে একটুও বিচ্যুত হন নাই। নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি যখন যবনগণের ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল,তখন তিনি ভীত হইয়াছিলেন কি? মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইয়াও কি তিনি অচল অটল থাকিয়া বজ্রগাম্ভীরস্বরে এই কথা বলেন নাই?—

খণ্ড খণ্ড হই' যদি যায় দেহপ্রাণ।
তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম॥

জগদ্গুরু শ্রীশিব বলিয়াছেন যে, নারায়ণ-পরায়ণ জন কাহাকেও ভয় করেন না। আর জগতে তাঁহারাই—কেবল তাঁহারাই নির্ভয়। কারণ তাঁহাদেরই আশ্রয় একমাত্র অভয়স্বরূপ।

মৃত্যুকে ভয় করিবার কি আছে? একটা দেহ ছাড়িয়া আর একটা দেহ-গ্রহণ ত'। একটা কাপড় বা পোষাক ছাড়িয়া আর একটা পোষাক গ্রহণ,—ইহার জন্য চিন্তা কি আছে? নামাভাসেই জন্ম-মরণমালা নিবৃত্ত হয়। নামাভাস হইলে আর গর্ভে বাস করিতে হয় না। আর নামের ফল সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মলাভ। সুতরাং যাঁহারা শ্রীনামকে আশ্রয় করিয়াছেন,তাঁহাদের আবার ভয় কোথায়? নিরন্তর হরিনাম করিতে করিতেই সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। হরিনামকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিলে ভয় ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিবে। এখন জীবন, প্রাণ, শক্তি, সম্পদ্—সমস্ত দিয়া শ্রীনামের কৃপার জন্য চেষ্টান্বিত হওয়া দরকার। সেবোন্মুখ হইয়া যত্নপর হইলে কৃপা নিশ্চয়ই হইবে।

সভয় সংসারে সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত ও অভয় হইবার উপায় সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

মত্তেহচ্যুতাচ্চিদ্বয়মচ্যুতস্ত
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৩৩)

এই অনর্থবহুল অসুখ সংসারে শ্রীহরির চরণকমলসেবা অর্থাৎ তাঁহার সেবাবুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই জীবের সর্ব্বথা অভয়স্বরূপ। অনিত্য দেহাদিবিষয়ে 'আমি আমার' বোধ লইয়া শত-সহস্র আশঙ্কায় উদ্বিগ্নচিত্ত জীবগণ ঐ অভয়পদ-সেবা হইতেই সম্পূর্ণ অভয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন বিঘ্ন বা ভয় ভক্তের গন্তব্যপথে বাধা জন্মাইতে বা তাঁহাকে লক্ষ্য-চ্যুত করিতে পারে না। ভক্ত কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু চা'ন না, আর কিছু জানেন না, আর কোন চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেন না। তাঁহার অন্তরবাহির কৃষ্ণময়। যে সর্ব্বক্ষণ অভয় চিন্তায় রত, তাঁহার ভয় থাকিবে কি প্রকারে?

আমরা শুনিলাম,—দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয় হয়। সেই দ্বিতীয়াভিনিবেশটী কি? ভোগ্যের প্রতি অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভি-নিবেশ। ভোক্তৃ অভিমান বা পুরুষাভিমানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হয়, আর সেবকাভিমানে সেব্য ভগবানের প্রতি অভিনিবেশ হইয়া থাকে। 'আমি কৃষ্ণদাস, আমার যাহা কিছু সমস্তই তৎসেবার জন্য, কৃষ্ণই আমার একমাত্র সেব্য প্রাণনাথ, তিনিই আমার রক্ষক, পালক ও প্রিয়জন'—এইরূপ অভিনিবেশের অন্য নামই অভিনিবেশ। যেখানে কৃষ্ণবিস্মৃতি সেইখানেই চিন্তা বা ভয়। ভক্ত কখনও ভগবান্‌কে ভুলেন না, পরন্তু শুদ্ধদাস্যাত্মা হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় রত থাকেন বলিয়া তাঁহারা সমস্ত ভয় ও চিন্তার অতীত।

জীব মন ও দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্নজাতীয় বস্তু। বৈধর্ম্ম্য বা সাধর্ম্ম্য পরিবর্ত্তনশীল কল্পিত অনিত্য মনোধর্ম্ম নহে। জীব চেতন—জন্মমরণহীন, অশোক, অভয়। তিনি কর্ম্মফলবশতঃ ইচ্ছানুসারে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি পরিবর্ত্তনশীল দেহে প্রবেশ করিলেও কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হন না, নিত্য অপরিবর্ত্তিত থাকেন। ইঁহার ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণাম না থাকায় ইনি অব্যয়, অমর, অপরিণামী বা সৎ, কিন্তু দেহ ও মন ঠিক ইঁহার বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট, সুতরাং অ-সৎ।

সতের ধর্ম্ম এবং অসতের ধর্ম্ম এক হইতে পারে না। যাঁহারা দেহ ও মনে অভিনিবিষ্ট, তাঁহাদের ভয় খুব বেশী। কিন্তু যাঁহারা দেহ ও মনে অভিনিবিষ্ট নহেন, অর্থাৎ দ্বিতীয়-অভিনিবেশ না থাকায় যাঁহারা নিত্য স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত, তাঁহারা তাঁহাদের দেহ, মন, আত্মা ও এই সম্পর্কে সম্পর্কিত যাবতীয় বস্তু, স্ত্রী পুত্র-বন্ধু, গৃহ ধনাদি সমস্তই শ্রীভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের 'আমার' বলিতে আর কিছুই নাই। আমার বস্তু না ভোগ্য বস্তু নাশ হইবে বলিয়া তাঁহারা ভয় পান। কিন্তু ভোগাবস্তুতে যাঁহার আসক্তি নাই, যিনি নিজেকে কৃষ্ণের নিত্য দাস বলিয়া জানেন, তাঁহার ভয় থাকিবার কোন ও কারণ তিনি ত' কখনও ভীত হইবেন না। সুতরাং যেখানে নাশ নাই, সেখানে ভয়ও নাই। ভক্তের নিজের কোন চিন্তা নাই, তিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা করেন। তিনি ভগবানের আশ্রিত বলিয়া শ্রীভগবানই তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন। শরণাগতের ভয় নাই, অশরণাগতেরই ভয়। যেখানে ভীতি, সেখানে শরণাগতি নাই, যেখানে শরণাগতি নাই, সেখানে ভক্তি নাই। সেইজন্যই বলিতেছি, ভক্তি ও ভীতি যুগপৎ একসঙ্গে থাকে না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীনবদ্বীপধাম হইতে তাঁহার রূপ ধর্ম্ম-পরিক্রমা-লীলার শেষ হইলে। [illegible]-কীর্ত্তনের [illegible] বৈকুণ্ঠনাম [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible], বৈকুণ্ঠনামে উদয় হইবে। [illegible] অবস্থানতত্ত্ব হইয়া [illegible] জন্য [illegible] প্রকটিত হন। [illegible] বর্ত্তমান [illegible] নাই। [illegible] অর্থাৎ তিনি [illegible] তাঁহার [illegible] সেবোন্মুখ [illegible] হইতে [illegible] হ্লাদিনী [illegible] ভক্তি। অপ্রাকৃত [illegible] শ্রবণ-কীর্ত্তনে যে নৈষ্ঠিকী রতি এবং [illegible] যে [illegible] শুদ্ধ [illegible] তাহাই ভক্তি। কৃষ্ণনাম কর্ণে, মুখে ও মনে অনুশীলন করিবার জন্য [illegible] বৈরাগ্যাদি সাধনশ্রম [illegible] করেন না। বৈকুণ্ঠনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে [illegible] স্থির থাকিতে পারে না [illegible] অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। এইজন্য শাস্ত্র বলেন,— বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণম্ [illegible]।

[illegible] তিনি তাঁহার [illegible] কৃষ্ণ [illegible] করিয়া মায়িক [illegible] তাঁহার দর্শন [illegible] হইয়া পড়েন।

[illegible]

ব্যক্তি [illegible] প্রভৃতি [illegible] হইতে [illegible] শ্রীভ-বাণীকে [illegible] অগ্রসর হইবে না।

[illegible] শ্রীনামই কৃষ্ণ, [illegible] পরিপূর্ণ বস্তু [illegible]।

[illegible] কীর্তন [illegible] কৃষ্ণনামে [illegible] থাকে।

[illegible] বৈষ্ণবের [illegible]।

[illegible] স্মরণ করেন।

[illegible] অনুসরণ [illegible] ধারাবাহিক [illegible] দীনতার সহিত [illegible] কীর্ত্তন [illegible] হরিনাম [illegible] হরিনাম হয় না। কোন-[illegible] হরিনাম করিতে [illegible] হরিনাম হইবে [illegible] করিবে—এইরূপ বিচারাক্ত হইয়া নাম-[illegible] নাম করিলে [illegible] হয়। [illegible] শান্তি। মায়া [illegible] অনর্থ [illegible] হয়। [illegible] ইন্দ্রিয় [illegible] আছে। যে কার্য্যে [illegible] হয়, তাহা [illegible]। জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিনাম হয় না।

নির্য্যাণ

নিত্যলীলা [illegible] ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস [illegible] শ্রীল ভক্তি [illegible] গোস্বামী [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] দৈনিক [illegible] গত ২৫ আশ্বিন [illegible] ঘটিকার সময় [illegible] শ্রবণ করিতে [illegible] হইয়াছেন। [illegible] প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া [illegible] সমর্পণপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে [illegible] ও [illegible] সেবা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি [illegible] বিভিন্ন শাখামঠেরও সেবা [illegible] অদম্য [illegible] অনুকরণীয়। তাঁহার [illegible] সেবায় [illegible] প্রভুপাদ [illegible] তাঁহাকে [illegible] আকর্ষণ করিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার সঙ্গহারা হইয়া মর্মাহত।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর দাস মহোদয় গত ৮ই আশ্বিন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীভগবানের নাম করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত বহুদিন যাবৎ শান্তিপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে তিনি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-[illegible] শিরে ধারণ করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত থাকিয়া কিছুদিন যাবৎ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সেবা [illegible] তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নানাভাবে যথাসাধ্য [illegible] শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার নির্য্যাণে আমরা দুঃখিত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক হরি-সংকীর্ত্তনমহোৎসব

গত ১৩ই আশ্বিন মঙ্গলবার শ্রীবিজয়া দশমী ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে ঢাকা [illegible] শ্রীমঠের বার্ষিক হরি-সংকীর্ত্তন মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল [illegible] আনুগত্যে আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দিরপরিক্রমা সম্পন্ন হয়। অতঃপর [illegible] শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ও বাল্যলীলা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপাপ্রার্থনাসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে [illegible] সাগর মহারাজ কিছুসময় 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বৈকুণ্ঠবিজয় পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা ও তাঁহার উপদেশাবলী পাঠ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে বিজয়া-[illegible] পর্য্যন্ত [illegible] পাঠের কাৰ্য্য [illegible] কীর্ত্তন হয়। পাঠান্তে মহাপ্রসাদ [illegible] মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে পর সমাগত ভদ্রব্যক্তি ও ভদ্রমহিলাগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তৎপর-দিবস শ্রীহরিবাসরতিথিতে উষঃকীর্ত্তন, মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়।

অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠীতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল যাবৎ মঠবাসিগণের কর্ত্তব্য ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অমায়ায় কৃপা-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শ্রীহরিবাসরতিথি-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-মহোৎসব নিরন্তর সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 'গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস' গ্রন্থ পাঠ ও মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, কৃপাপ্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর কঠোর বৈরাগ্য, তাঁহার গৌরকৃষ্ণপ্রীতির পরাকাষ্ঠা, গৌড়ীয়-গুরুবর্গের শ্রীরূপরঘুনাথানুগত্যের বৈশিষ্ট্য, বিপ্রলম্ভ-ভজন ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রায় ৩ ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের পর বিরহসূচক 'যে আনিল প্রেমধন করুণাপ্রচুর' গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

হাওড়া জেলায় প্রচার

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় মঠ-[illegible] লোকসহ [illegible] সেপ্টেম্বর, ৩১শে ভাদ্র, বুধবার দিন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া হাওড়া জেলার [illegible] গৌড়ী-গ্রামে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল মহাশয়ের বাসভবনে গমন করেন। তথায় ঐ দিবস বৈকাল ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে একাদশী তিথির মহিমা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত পশুপতিচরণ পাল মহাশয়ের বাড়ীতে যথা-ক্রমে ২ দিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রত্যহ বৈকালে শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

সারকথা

এক নহে

১। গুরু ও গুরুব্রুব।
২। শ্রীনাম ও নামাপরাধ।
৩। ভোগ ও যুক্তবৈরাগ্য।
৪। বৈষ্ণবের ভিক্ষা ও ভোগীর উদরায়ের চেষ্টা।
৫। কৃষ্ণার্থে চেষ্টা ও কর্ম্ম।
৬। কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ ও মর্কট-বৈরাগ্য।
৭। বৈষ্ণবের একাদশীপালন ও স্মার্ত্তের একাদশীপালন।
৮। দেহের সেবা ও আত্মার সেবা।
৯। দেহ ও জীব (আত্মা)
১০। শ্রীধাম ও গ্রাম।
১১। গঙ্গা ও জল।
১২। মূল উৎপাটন ও শাখাকর্ত্তন।
১৩। অরুচি ও আসক্তিহীনতা।
১৪। পুতুল ও শ্রীবিগ্রহ।
১৫। পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহ-সেবা।
১৬। মনঃকল্পনা ও যথার্থ অনুভূতি।
১৭। কাম ও প্রেম।
১৮। মন ও আত্মা।
১৯। বণিগ্‌বৃত্তি ও প্রীতিসেবা।
২০। জড়রাগ ও চিদ্রাগ।
২১। মাতার স্নেহ ও ধাত্রীর পরিচর্য্যা।
২২। পুতনা ও যশোদা।
২৩। উৎসাহদান ও প্রতিষ্ঠা-দান।
২৪। কৃপা ও বঞ্চনা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৮ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৬শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১০৪৮, ১৩ই অক্টোবর, ইং ১৯৪১ সোমবার { ১৭২ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ দামোদর সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

নবধা ভক্তির সর্ব্বপ্রথমেই শ্রবণনামী ভক্তি। শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবদ্ভক্তের কথা শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়। শ্রবণ সাক্ষাৎ ভক্তি, ইহা অর্পণ নয়। অর্পণ বা আত্মনিবেদনের পর শ্রবণ হয়। হরিকথা শ্রবণ করিলে হরির সুখ হয়—আমার সুখ নয়। শ্রবণ কীর্ত্তনে ভগবানের সুখ হইলেই ভক্তি হইল। যে কার্য্যের দ্বারা ভগবানের সুখ হয় না, তাহা ভক্তি নহে। সাধুগুরুর কথা শুনিয়া জনগণ-মনোরঞ্জনপূর্ব্বক প্রশংসা পাওয়াটা ভক্তি নহে। আমার শ্রবণ দ্বারা কৃষ্ণ সুখ পাইতেছেন, এইরূপ বোধ করিয়া যে শ্রবণ, তাহাই প্রকৃত শ্রবণ। শ্রবণের ফলটা কৃষ্ণ পাইবেন, আমি নয়।

শ্রবণকারীই শিষ্য। আত্মনিবেদনের পর সাধুগুরুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হয়। শ্রবণ ছাড়া গতি নাই। যদি কেহ মঙ্গল চায়, তবে তাহাকে শ্রবণের পথ বা শ্রোত্র পথ গ্রহণ করিতেই হইবে। এই শ্রবণ বা শ্রৌতপথই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পথকে নিয়মিত করিবে। শ্রবণ-পথেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। চক্ষুর পথ বা অন্যান্য পথে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। শ্রৌতপথেই দর্শন পায়। শ্রৌতপথ ছাড়িলে আর নিস্তার নাই।

ভগবান শব্দরূপে এ জগতে আসেন। অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা শব্দ, উপদেশ ও শিক্ষাকারে এখানে আসেন। গুরুর নিকট হইতেই সেই জিনিষ পাওয়া যায়। গুরু-পরম্পরাখাত বা নদীতে অমৃত আসিতেছে। সেই হরিকথামৃত শ্রবণপুটে পান করিতে হইবে। শ্রবণের সময় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইলে শ্রবণ হইবে না, প্রণিপাত বা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে হইবে। আনুগত্যময়ী শ্রদ্ধাই শ্রবণের যোগ্যতা। নতুবা শ্রবণ হইবে না। শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে হয়। শ্রদ্ধা না থাকিলে শ্রবণ বা সঙ্গ হয় না। চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যদি সৌভাগ্য হয়, যদি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি কাহারও উপর পতিত হয়, তবেই সে শ্রৌত-পথ বা বেদকে মানিতে পারে, তাহার গুরু-চরণাশ্রয় করিবার ইচ্ছা হয়, শাস্ত্রে বিশ্বাস হয়। শ্রবণকারীই শিষ্য—শাসনের যোগ্য পাত্রই শিষ্য। শ্রবণের দ্বারা শাসন হয়। যিনি শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হন, তিনিই শিষ্য হইতে পারেন। শ্রবণাদি দ্বারা শোধিত চিত্তেই প্রেম উদিত হয়। 'আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি'—ইহাই শুদ্ধ শিষ্যের অভিমান। এই শ্রবণ নিত্য, সিদ্ধির পরেও ইহা চলিবে। আমি গুরুর ভৃত্য—ইহাই শিষ্যের উপলব্ধি। ইহাতে দম্ভ নাই। শাসিত হওয়াই শিষ্যত্ব। নিজেকে শিষ্য বলিয়া অভিমান করা দরকার।

ভগবানের নাম বা ভগবানের কথাই ভগবান্। শিষ্য হইয়া শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়। যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাঁহাকে কেহ অন্য দিকে লইয়া যাইতে পারে না, অন্য কথা তখন আর তাঁহার ভাল লাগে না—তুচ্ছবোধ হয়। যদি সাধুতে আমাদের মমতা বা আস্থা না হয়, তবে আমরা কি করিয়া রক্ষা পাইব? সাধুর অন্তরে প্রবেশ করা দরকার। তাঁহাকে আপন জানিয়া তাঁহার আনুগত্য করা উচিত। সাধুর অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে কেবল বাহ্যানুষ্ঠানদ্বারা কিছু হয় না। এই অন্তরে প্রবেশ করিবার শক্তি সাধুর কৃপাসাপেক্ষ। সাধুর বাণী গ্রহণের জন্য যদি আমরা প্রস্তুত করি, তাহা হইলে সাধুর কৃপাবলে আমরা তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিব। সাধু যে ভূমিকায় আছেন, আমাদেরও সেই ভূমিকায় যাওয়া দরকার এবং তাহা একমাত্র বাণী-শ্রবণমাধ্যমেই হইতে পারে। সঙ্গ করা অর্থ—অন্তরে প্রবেশ করা। সাধুসঙ্গ করিবার জন্য বাহিরের দৈহিক ও মানসিক যত আসক্তি সব ছাড়িয়া দিতে হইবে। কৃষ্ণের জন্য কষ্ট স্বীকার করায় কষ্ট নাই, বরং লাভ আছে। উহাই ভজন। সমস্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াও সাধুসঙ্গ করা উচিত।

শব্দরূপী ভগবান কাণের রাস্তা দিয়া হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক মনকে শোধিত করেন। ভক্তির প্রথম রাস্তা—শব্দকে মানা—বেদকে মানা অর্থাৎ শাস্ত্র বা শ্রৌতপরম্পরা স্বীকার করা, গুরুচরণাশ্রয় করা। গুরুকরণ না করিলে কি হইবে? যে গুরুচরণাশ্রয় করিল না, যে শ্রৌতপথ অস্বীকার করিল, সুতরাং কি করিয়া তাহার মঙ্গল হইবে? তাই কি করিতে হইবে? আমাদের প্রথম প্রয়োজন—শ্রৌতপথ স্বীকার করা।

ভগবান্ ও ভক্তে মমতা বা আপনজ্ঞান যত বেশী হইবে, ততই মঙ্গল। ভগবানে ভক্তি বা প্রীতি হইলে চিত্ত আর্দ্র হইবে, প্রাকৃতাভিনিবেশ নষ্ট হইবে, তখন কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগিবে না। তখন মনই বৃন্দাবন, মন সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলন করিবে। এই মন ও বৃন্দাবন এক। যে মানুষের মন ভগবদ্দাস্য ছাড়া আর কিছু নাই। তখন মন ও আত্মা একটাই জিনিষ। কিন্তু আমাদের মন এখন কেবল বিষয়ানুরক্ত। সে কেবল প্রবৃত্তি করিতে [illegible] [illegible] কোন কথাই শুনিতে [illegible] না। [illegible] মন, মনোময়ী আমি ও ভগবদ্বাণী—কাহারও কথা না শুনিয়া আত্মধর্ম্মী সাধুর কথা শ্রবণ করিতে হইবে। সাধুর কথাকে যদি আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিতে পারিয়া সেই উপদেশ বাণীর সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ করি, তাহা হইলে আর মায়ার সংসারে আসিতে হইবে না—কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাইবে।

শাসিত হইবার জন্য শ্রবণ করিতে হইবে। বৈকুণ্ঠগত আত্মা [illegible] অনেক শাসন করিতে পারেন। [illegible] নিজেকে নষ্ট দেখেন, তাঁহার প্রভু অভিমান নাই। [illegible] শাসন দরকার। শিষ্যের ভক্তিশাস্ত্র [illegible] শ্রবণ [illegible] শিষ্য হইয়া [illegible]। শ্রীগুরুদেব যখন বলেন,—কীর্ত্তন কর, তখন যে কীর্ত্তন বা পাঠ করা হয়, তাহা শ্রবণেরই নামান্তর। ভগবানের [illegible] আকার আছে [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] সাধুর [illegible] শ্রবণ করিতে [illegible] বলেন। সুতরাং সাধুর [illegible]।

হরিকথা [illegible] [illegible] হরিনাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হরিকথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি কর্ত্তা, না সরল, তাহা সর্ব্বেশ্বরের

জানেন। অন্তর্যামীকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যিনি অন্তরের অন্তঃস্থলে সর্বক্ষণ বসিয়া আছেন এবং আমার প্রত্যেক কার্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ্য করিতেছেন, সেই হৃদয়-দেবতাকে কি কেহ ফাঁকি দিতে পারে? হৃদয়ে অন্তর্যামীর অবস্থানের কথা ভুলিয়া গেলে ফাঁকি দিবার বুদ্ধি হয় এবং ভগবানকে ফাঁকি দিতে গিয়া শেষে নিজেকেই ফাঁকিতে পড়িতে হয়।

সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, এই চক্ষু দিয়া ভগবানকে দেখা যায় না, এই মন তাঁহার নাগাল পায় না, ইহাই ভগবানের ভগবত্তা। কাণ দিয়াই তাঁহাকে দেখিতে হয়, ভগবান কর্ণপথেরই পথিক হন। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গে শ্রবণ যখন কর্ণকে নিয়মিত করে, তখন সেই সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়া ভগবদ্দর্শন হয়। শ্রবণ করিলে কি লাভ হইবে? শ্রবণের দ্বারা হৃদয়ের মল বা বহির্ম্মুখতা, যাহা আমাদিগকে ভগবৎপাদপদ্ম হইতে তফাৎ করিয়া দেয়, সেই আবরণ বা পর্দ্দা সরিয়া যাইবে। শ্রবণের ফলে ইতরবাসনারূপ ময়লা নষ্ট হইবে। শ্রবণ হরিবৈমুখ্য বা দূরত্ব অপসারিত করিয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য আনিয়া দিবে। শ্রবণ করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞান হয়। তৎফলে ভগবৎপাদপদ্মে স্বাভাবিক প্রীতি বা টান হইয়া থাকে। শ্রবণ করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে ভগবানের আবির্ভাব হয়।

সর্বক্ষণ ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে হইবে, আলস্য করিলে হইবে না। শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকৃপায় নিজের চেহারা দেখা যাইবে। সেই দেহ নিত্যস্থায়ী, কখনও ধ্বংস হয় না। তাহার জরা মৃত্যু বা হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তাহা কখনও বিকৃত হয় না। সাধুগুরুকৃপায় মন স্থির হইলে আমার যে স্বরূপ দর্শন হইবে, তাহাই আমি। চেতনের দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আচরণ বা পালন করিতে হইবে, তবেই মঙ্গল হইবে। আমাদের মত দুর্গত, পতিত, নরাধম জীবের উদ্ধারের কি কোন সহজ সরল উপায় নাই, যাহা দ্বারা এই অবস্থাতেও মঙ্গল লাভ করা যাইতে পারে? এইরূপ দুর্গত জীবকে এমন কোন বস্তু কি দেওয়া যাইতে পারে না, যাহা দ্বারা সে বাস্তব বস্তুর সন্ধান পাইতে পারে? আমাদের দুর্গতিরও শেষ নাই, আবার ভগ

অপরাধী দুর্গত জীবকে উদ্ধারের জন্যই বিশ্বে শ্রীনামের শুভাগমন। শ্রীভগবানই শব্দরূপে, নামরূপে, কথারূপে অবতীর্ণ। শ্রীনামকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিলে আর চিন্তা নাই। শ্রীনাম কৃষ্ণধাম হইতে এখানে আসিয়া জীবগণকে কৃষ্ণের কাছে লইয়া যান, শ্রীনামের এত দয়া। অধমাধম জীবের প্রতি তাঁহার অপরিসীম দয়ার কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না।

অসাধুসঙ্গে হরিনাম হয় না

• ——::[•]::——

হরিনাম সাক্ষাৎ হরি। শ্রীনাম সাধুর নিত্যসঙ্গী। শ্রীনাম সাধুর সঙ্গ ছাড়া অপরের সঙ্গ করেন না। সাধুকে লইয়াই তাঁহার যতকিছু বিলাস সাধুর হৃদয়েই তাঁহার সতত বাস। শ্রীনাম সাধুর প্রেমবাধ্য। অশরণাগত অসাধুর ডাক শ্রীনামের কর্ণে পৌঁছায় না। শ্রীনাম সাধুরই কথা শুনেন। শ্রীনামের কৃপা ও সঙ্গ পাইতে হইলে সাধুর কৃপা ও সঙ্গছাড়া গতি নাই। শ্রীনাম যে সাধুর নিত্যসঙ্গী, সেই সাধুসঙ্গ ব্যতীত হরিনাম হইবে না। সেইজন্যই পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"সকল সময়েই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে, সাধুর সঙ্গের জন্য, সাধুর বাণী শ্রবণের জন্য আকাশ পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে। একমুহূর্ত্ত সাধুর সঙ্গছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না। সাধুসঙ্গে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য, জীবের পক্ষে অন্য কোন কার্য্যই নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই সাধুসঙ্গ ও হরিনাম করিতে হইবে।"

গৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

অসাধুসঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে, জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥
গৃহস্থ বৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ ভাই নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়॥
বহু-অঙ্গ-সাধনে ভাই নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন॥
বদ্ধজীবে কৃপা করি' কৃষ্ণ হৈল নাম।
কলিজীবে দয়া করি' কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম॥
একান্ত সরল ভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত' পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

অসৎসঙ্গে হরিনাম হয় না, একথা শুনিয়া কোন কোন অত্যন্ত হরিবিমুখ জীব চমকিত হইয়া উঠিলেও সাধুশাস্ত্র তারস্বরে বলেন যে, অসাধুসঙ্গে কখনই হরিভজন হইতে পারে না। অসাধু হরিবিমুখ। হরি-বিমুখের সঙ্গে হরিবিমুখ জীব কি কখনও সেবোন্মুখ হইতে পারে? সুতরাং তাহার ইন্দ্রিয়দ্বারে শুদ্ধনামও কীর্ত্তিত হইতে পারে না। সেবোন্মুখ না হইলে বা সেবাপ্রবৃত্তি না দেখিলে সেব্য আসিবেন কেন? উন্মুখের সঙ্গেই উন্মুখতা হয় তখন সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই হরিনাম আসেন

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। শুধু সর্ব্বশ্রেষ্ঠই বা বলি কেন, শ্রীনামকীর্ত্তনই একমাত্র ভজন। শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলেই কৃষ্ণ-প্রেমা উদিত হন। যথা—

"শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে হয় কৃষ্ণপ্রেমা।"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পুনরায় অন্যত্র বলিয়াছেন,—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

একবার মাত্র কৃষ্ণনাম শ্রবণকীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হন—এই কথা বলিয়া আবার বহুজন্ম শ্রবণকীর্ত্তন হইলেও প্রেমা লাভ হয় না—এইরূপ দুইবার দুইরকম কথার তাৎপর্য্য কি? ইহার দ্বারা কি স্পষ্ট বুঝা যাইবে না যে, বহু জন্ম 'শুদ্ধ-কৃষ্ণনাম' শ্রবণকীর্ত্তন হয় নাই, পরন্তু দেখিতে শুদ্ধ নামের মত 'নামাপরাধ' কীর্ত্তন হইয়াছে। যদি নামই কীর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে তৎফলস্বরূপ প্রেমা অবশ্যই প্রকাশ পাইত। যথা—

এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহু বার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

(চৈঃ চঃ)

হরিনাম ভোক্তা, আর জীব ভোগ্য। ভোক্তার সহিত ভোগ্যের সংস্পর্শে চিত্তবিকার না আসিয়া পারে না। শুদ্ধনাম হইলে চিত্তবিকার নিশ্চয়ই হইবে। যে ভাগ্যবান পুরুষের সেবোন্মুখ জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম উদিত হওয়ায় হৃদয়-বিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষান্তি অর্থাৎ জাগতিক কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধচিত্ততা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবৎ-সেবাযুক্ততা, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী অরোচকতা, মানশূন্যতা অর্থাৎ উত্তম হইয়াও আপনাকে নিষ্কপট তৃণাধম জ্ঞান, আশাবন্ধ অর্থাৎ ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ়া সম্ভাবনা, সমুৎকণ্ঠা অর্থাৎ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রীতিলাভের জন্য অত্যন্ত লুব্ধতা, নামগানে সদা রুচি, ভগবানের গুণকীর্ত্তনে আসক্তি এবং তদ্বসতিস্থলে অর্থাৎ শ্রীধামে প্রীতি- এই নববিধ লক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে। মৎসরতাযুক্ত বৈষ্ণবপ্রায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তে অপরাধ থাকায় বহুবার নাম (নামাপরাধ) গ্রহণেও নাম-মাধুর্য্যানুভবের অভাবে তাহাদের চিত্ত দ্রব হয় না। এইরূপ ব্যক্তিগণের অশ্রুপুলকাদি বাহ্য-লক্ষণ থাকিলেও ইহাদিগের হৃদয় অপরাধহেতু পাষাণতুল্য কঠিন, সুতরাং বিকারই। কিন্তু সাধুসঙ্গের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি হওয়ার পর ইহাদেরও চিত্তে নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি আসিলে চিত্ত দ্রব হইতে পারে এবং তখনই চিত্তের কাঠিন্য-রূপ অপরাধ বিদূরিত হয়। কিন্তু যাহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও (অপরাধ-নিবন্ধন) চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্য জানিতে হইবে।

সাধুশাস্ত্র-পাঠে জানা যায়, অসাধুসঙ্গে কখনও কৃষ্ণনাম উদিত হন না। অসাধুসঙ্গে বহু জন্ম কীর্ত্তিত 'নামাক্ষর' দেখিতে নামের মত হইলেও নাম নহেন, নামাপরাধ মাত্র। শ্যামাঘাস ও ধান্য দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ে যে একবস্তু নহে, তাহা উভয় বস্তুর ফলপ্রাপ্তি হইতেই বুঝা যায়। জোনাকী পোকা দেখিতে আগুনের মত হইলেও উহা দগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু দিয়াশলাই বা সামান্য একটু স্ফুলিঙ্গ গৃহ দগ্ধ করিয়া দেয়। ফলপ্রাপ্তি হইতেই বুঝা যায়—কোন্‌টী সত্য সত্য আগুন।

নামাপরাধ ও নাম এক নহে। নামাভাস মধ্যে ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস এক নহে, নামাভাস ও নামাপরাধ এক নহে, নাম ও নামাভাস এক নহে। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভজন হইতে অধিকদূরে অবস্থিত বলিয়া ভজনরাজ্যের এই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি বুঝিতে পারে না। সাধুর কৃপায় ইহা বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণনাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সদ্গুরুর আনুগত্যে যখন আমাদের জিহ্বা সেবোন্মুখ হয়, তখনই স্বতঃপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণনামাবতারস্বরূপ শুদ্ধনাম আমাদের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং প্রকাশিত হন। অপরাধশূন্য শুদ্ধস্বরূপজ্ঞানরহিত যে ভগবন্নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস। আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারূপ কৈতব বা কপটের সহিত নামাক্ষর-উচ্চারণই নামাপরাধ। সম্বন্ধজ্ঞানরহিত, অপরাধ-বর্জ্জিত নামোচ্চারণের নাম নামাভাস। তদ্দ্বারা জীব বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া তটস্থভাব লাভ করেন। অজামিল নামাপরাধী ছিলেন না। তাঁহার সাঙ্কেত্যরূপ ছায়া-নামাভাস তাঁহাকে বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত করাইয়া তটস্থভাব প্রদান করিয়াছিলেন। গৌরপার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"কেহ যদি বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় বিষয়েই সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চরাইয়া বেড়ায় কে ভগবান্, ভক্তিই বা কি, কেই বা গুরু—এই সকল কথা স্বপ্নেও জানে না, সেই সকল ব্যক্তিও যদি নামাপরাধশূন্য অজামিলাদির ন্যায় নামাভাসাদির রীতি অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদেরও গুরু অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ব্যতীতই উদ্ধার হইতে পারে; ভজনীয় বস্তু—শ্রীহরি, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু (সাধুশ্রেষ্ঠ), তদ্রূপদিষ্ট

ভক্তগণই পূর্ব্বে পূর্ব্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন,—এইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও 'কৃষ্ণনামস্বরূপ মহামন্ত্র (সেবোন্মুখ) রসনা-স্পর্শমাত্রেই ফলদান করে, দীক্ষা, সৎক্রিয়া বা পুরশ্চর্য্যাদি বিধিকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না'—এইমাত্র প্রমাণ দেখিয়া এবং অজামিলাদির গুরুকরণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, 'আমার গুর্ব্বানুগত্যরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, নামকীর্ত্তনাদির দ্বারাই ত' আমাদের ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে ?"—এইরূপ মননশীল ব্যক্তিগণ গুর্ব্ববজ্ঞালক্ষণরূপ মহাপরাধ বশতঃ ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাঁহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিলেই (অর্থাৎ মন্ত্রগুরু বা সাধুসঙ্গানুগত্য হইলেই) তাঁহাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের উপদেশানুসারেও বুঝা যায় যে, সাধুসঙ্গের প্রতি অনাদর করিয়া কখনও শুদ্ধনাম হইতে পারে না। শ্রীঅজামিলের দৃষ্টান্তেও আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি সম্বন্ধজ্ঞানরহিত, অপরাধ-বর্জ্জিত সাঙ্কেত্যরূপ নামাভাসফলে বিষয়-বন্ধনমুক্ত হইয়া তটস্থভাব লাভ করার পর বিষ্ণুকিঙ্কর অর্থাৎ সাধু বা বৈষ্ণবসঙ্গলাভে তাঁহাদের শ্রীমুখে ভাগবতধর্ম্ম অবগত হইয়া সাতিশয় ভক্তিমান্ এবং ভগবন্নামে পরম-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুকিঙ্করগণের দর্শন ও তাঁহাদের শ্রীমুখে ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ এবং নমস্কারাদির দ্বারা তাঁহাদের সেবা করায় তাঁহার নিজ দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ ও নাম-কীর্ত্তনরূপ শুদ্ধভাগবতধর্ম্ম অনুশীলনের প্রতি ঐকান্তিকী রতি উদিত হইয়াছিল।

'জগতে আমার কিছু আছে' এইরূপ অস্মিতাযুক্ত ব্যক্তির মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হন না। অকিঞ্চন ব্যক্তির সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শ্রীনাম উদিত হন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীঅজামিল তটস্থাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গাদি অসৎসঙ্গ গর্হণপূর্ব্বক দেহসম্বন্ধীয় পুত্রাদির স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-সন্নিধি তীর্থে শুদ্ধনামকীর্ত্তনাদিতে প্রবৃত্ত হন এবং স্বরূপসিদ্ধির পর বস্তুসিদ্ধি অবস্থা লাভ করেন।

নামকীর্ত্তনকারীই বৈষ্ণব। আর অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগই সেই বৈষ্ণবের আচার। সুতরাং অসৎসঙ্গী যে কখনও নামকীর্ত্তনকারী নহেন, ভোগ মোক্ষাদিকামনায় নামাপরাধী মাত্র, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীনামকীর্ত্তনই ভক্তি। ভক্তি, ভগবদ্রূপলব্ধি, কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি এই তিনটী যুগপৎই উদিত হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর অসৎসঙ্গে প্রবৃত্তি থাকিতেই পারে না। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

— - ::(*)::——

শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণনাম, মন্ত্র, শচীপুত্র শ্রীগৌর-সুন্দর, শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু, শ্রীরূপ প্রভু, তদীয় অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু, পুরী-শ্রেষ্ঠা মথুরা, গোষ্ঠবাটী ব্রজভূমি, রাধাকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন এবং শ্রীরাধামাধবের সেবাপ্রাপ্তির আশা—এই একাদশটি বস্তু যাঁহার প্রসিদ্ধ কৃপায় লাভ করিয়াছি, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করিতেছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভ না করার দরুণ এই এগারটি সম্পত্তি লাভ হয় না। শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভু বলেন,—শ্রীগুরুদেবের পাদাশ্রয়ে আমার এই সকল লাভ হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রচুরপরিমাণে সেবার বিচার থাকিলে আমরা শ্রেষ্ঠনাম, মন্ত্র ইত্যাদি অনেক-গুলি বস্তু পাইতে পারি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবায় অধিকার না আসা পর্য্যন্ত এই বস্তুগুলির উপলব্ধি হয় না। গুরুদেবের কৃপায় এই অত্যন্ত দুর্ল্লভ বস্তুগুলি আমাদের লাভের বিষয় হয়। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীনাম ও নামভজনের অনুকূলবিচারে আমরা মন্ত্রলাভ করিয়া থাকি। আমাদের মনে হইতে পারে—এগুলির জন্য গুরুর পদাশ্রয় করিব কেন ? এগুলি কি নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া পাওয়া যায় না ? উত্তর—তাহা হইবে না। নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শন হইবে না, ইতরদর্শন—ভোগময় দর্শন হইবে। বিশ্রম্ভভাবে গুরুকে আশ্রয় না করিলে, সাধুর পথে বিচরণ না করিলে আমাদের বাস্তবিক কোন মঙ্গল হয় না। কারণ আধ্যক্ষিকগণ তর্কপন্থী। সাধুর পথে বিচরণ না করিলে বুদ্ধির উপযুক্ত ব্যবহার হইবে না। তজ্জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধু-বর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

বাহিরের জিনিষগুলি, যথা—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয় আমা-দিগকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে। সেইজন্য প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে পিতঃ! কে আপনার চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছে ? আপনি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাদি বিষয় হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন ?" হিরণ্যকশিপু জড়াহঙ্কারে প্রমত্ত বলিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের উপদেশ শ্রবণ করে নাই। সে প্রহ্লাদের প্রতি গুরুবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে অধীন ও অজ্ঞ মনে করিয়া অপরাধ করিয়াছিল। প্রহ্লাদ ভক্তের আদর্শ, আর হিরণ্যকশিপু অভক্তের আদর্শ। ইহ-জগতে স্ত্রী ও পুরুষ, যাহারা নিজদিগকে কর্ত্তৃ-অভিমানে গৃহব্রতধর্ম্ম চালাইতেছেন, তাঁহারা সকলেই অভক্ত।

হিরণ্যকশিপু বহির্ম্মুখমানী ও দুরাশয় ছিল। হিরণ্যকশিপুর আদর্শটি গৃহব্রত ও নাস্তিকের আদর্শ। হিরণ্য-শব্দে ভোগ্য কাঞ্চন এবং কশিপু শব্দে উত্তম শয্যা বা ইন্দ্রিয়সুখ অর্থাৎ কনক ও কামিনীতে আসক্ত ভোক্তৃ-অভিমানী নাস্তিক জীবই হিরণ্যকশিপুর প্রতীক। হিরণ্যকশিপুর অনুগতগণ আধ্যক্ষিক ও জড়াহঙ্কারমত্ত। কিন্তু অক্ষজজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া হিরণ্যকশিপুর ন্যায় যাহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে, তাহাদের কখনও মঙ্গল হয় না। যাহারা কৃষ্ণসেবাপরায়ণ নহে, তাহারা নিজেন্দ্রিয়-তোষণের জন্য ধাবিত হয়। শ্রেয়ঃপথে যে মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে, গৃহব্রতদিগের প্রেয়ঃপথে সে মঙ্গল লাভ হয় না।

ইন্দ্রিয়সকল অভক্তগণকে বিষয়ের প্রতি কেবল আকর্ষণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়সকল যখন মানুষের কথা শোনে না বা কোন প্রকারেই অধীন হয় না, তখন সেই ব্যক্তি গোদাস বা ইন্দ্রিয়দাস হইয়া অস্থির হইয়া পড়ে। যাঁহারা হরিভজন করিবেন, তাঁহারা কোনপ্রকারেই যোষিৎ ও বিষয়ীর দর্শন করিবেন না। বিশেষতঃ যাঁহারা গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভজনের জন্য প্রয়াসী, তাঁহাদিগের পক্ষে অসৎসঙ্গ বিষ-ভক্ষণের অপেক্ষাও ভয়াবহ।

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ যাঁহারা ইহজগতের কোন বস্তু চাহেন না, তাঁহারাই বিচার করেন,—এই জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমাদিগকে চিরকাল সুখ দিতে পারে। এই পৃথিবীতে নিত্য সুখদ কোন বস্তু নাই। এই পৃথিবীটা বদ্ধজীবের কারাগার। আমরা কৃষ্ণবিমুখ হওয়া এখানে বন্দী হইয়া পড়িয়াছি তাই যত কষ্ট ও ত্রিতাপ আমাদের মস্তকের উপর স্থাপিত হইয়াছে। আমরা মনোরূপ জেলদারোগার হুকুমমত এই কষ্টগুলিকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যে সকল মূর্খ মায়িক জগতের বিচিত্র বিষয়ভোগের প্রতি ধাবিত হইতেছে, তাহারা মায়ার ফাঁদে Entangled হইয়া যাইবে। How can we be free from worldly delusive atmosphere ? ইহা চিন্তনীয় হউক। বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থগতি, ইহা বহির্ম্মুখ দুরাশয়গণ জানিতে পারে না।

যাহারা গৃহব্রত, তাহারা মনে করে—'আমাদের ভূতের দরকার, আমরা গৃহব্রত হইয়া সুবিধা করিয়া লইব। আমরা নিজের ইন্দ্রিয়-পরিচালনাদ্বারা সকল বুঝিয়া লইব।" রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, ধনী, পরার্থী প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষা মায়ার প্রভু হইবার চেষ্টামাত্র। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন,—'ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহিরের দিকে পরি-চালনা করিও না, তোমরা বহির্ম্মুখমানী হইও না। আমরা দেহাত্মরত বা গৃহব্রত হইয়া জগতে প্রভু সাজিয়াছি। আমরা জগৎকে ভোগনেত্রে দর্শন করিতে যাইয়া মনে করি, আমার ভোগ্যসকলই আমার সেবার জন্য সাজান রহিয়াছে। আমরা ভাবি—'আমি জগদ্ভোক্তা, জগতের সকলেই আমার সেবা করিবে।' তাই যখন যখনই আমার ইন্দ্রিয়চালনার দরকার হইতেছে, তখন-তখনই আমি ফল-জল আকাশ-বাতাস ইত্যাদি ভোগ করিতেছি। কিন্তু ভাবি না, এই জগৎ কাহার জন্য ? বস্তুতঃ জগৎটা—বিষ্ণুবৈষ্ণবেরই। হরিভজন না করিলে জগতের একটি তৃণও গ্রহণ করিবার আমার অধিকার নাই।

মায়াবদ্ধ বাহ্যিক জীবগণ অন্ধ। তাহারা একে অপরকে যে পথ প্রদর্শন করে, তাহা বিপথ বা কুপথ। তাহাতে আত্মবিনাশ লাভ হয়। এই জগতের ধর্ম্ম-বক্তা, নৈতিক, যোগী, ভোগী, জ্ঞানী প্রভৃতি নিজদিগকে অভিজ্ঞ মনে করিয়া অপর জীবগণকে মূর্খ বা অনভিজ্ঞ মনে করিয়া যে উপদেশ করে, তাহাও লোক-বঞ্চনামাত্র। কারণ উহারা কেহই কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ সুদার্শনিক নহে। তাই শাস্ত্র বলেন, 'অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।' এই জগতে একজন নিজকে দার্শনিক বলিয়া প্রচার করিয়া নিজের মনগড়া কথা বলিয়া অন্যকে ভুল বুঝাইয়া দেয়, তাহাতেই জগতের যত অসুবিধা ঘটিয়াছে। এইরূপ বক্তা ও শ্রোতা নানারূপ বাধা ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ইহ জগতে যে পূর্ব্বমীমাংসক-গণ আছেন, তাঁহারা আধ্যক্ষিক মীমাংসক। যাহারা পরজগৎ বা চিজ্জগতের সন্ধান রাখে না, তাহারা নানা কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বমীমাংসকগণ কর্ম্মী। কিন্তু শ্রীব্যাসদেবের উত্তরমীমাংসায় বা বেদান্ত-দর্শনে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মবস্তুর দর্শন পাওয়া যায়। কর্ম্মিগণ আপাতসুখের মোহে নানা দেবদেবীর নিকট বহু কামনাপূরণের বিদ্যা প্রার্থনা করেন। কিন্তু কৃষ্ণের নিকট হইতে কোন কামনা ঘুষ দিয়া আদায় করা যায় না। কৃষ্ণ কামদেব। তিনি পূর্ণ ভোক্তা। যিনি কৃষ্ণের কামাভিলাষ করেন, তাঁহার নিজের কোনরূপ কামনা থাকে না।

কৃষ্ণকে শুদ্ধভক্ত ডাকিলেই সুবিধা ও মঙ্গল হইবে। নিরপরাধে 'নিরন্তর কৃষ্ণ-নামের সেবা করিলেই শক্তি, ভক্তি ও ভগবানের স্বরূপ দর্শন না হইবে ?

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::০::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৹	।৵৹	।৶৹	
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-স্বরূপ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পো. শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

ইউক্রেণের রাজধানী কিয়েভ

ইউক্রেণের রাজধানী কিয়েভ নগরী নীপার নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। উহার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৮৪৬২৯৩ জন। ৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কিয়েভ নগরীর পত্তন হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই নীপার নদী তটবর্ত্তী এই নগরী কৃষ্টি ও সভ্যতা ও ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত কিয়েভ একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। রাজা ভ্লাদিমির ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং এইরূপে রাশিয়ায় সর্ব্বপ্রথম কিয়েভ গ্রীক চার্চ্চের প্রতিষ্ঠা হয়।

সমগ্র রাশিয়ায় তখন ঐক্যবদ্ধ ছিল না, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। পরে মুঘ মঙ্গ-দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে উহারা ক্রমে মস্কোর নেতৃত্বাধীনে রাশিয়ান রাষ্ট্রসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়। ১২৪০ সাল হইতে ১৩২০ পর্য্যন্ত কিয়েভ তাহাদের অধীনে থাকে। অতঃপর ১৪৬৯ সাল পর্য্যন্ত লিথুয়ানিয়ার অধীনে থাকে এবং তৎপরে ১৬৫৪ সাল পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ডের অধীন থাকে এবং ১৬৮৬ সালে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯০৫ সাল হইতে উহার শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শস্যশালিনী নদীমাতৃক ইউক্রেনের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ কিয়েভের পথে নীপার দিয়া আজও কৃষ্ণসাগরে চলাচল করিয়া উহার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে থাকে। ক্রমে উহা রাশিয়ার তৃতীয় ও আধুনিক শিল্পপ্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিয়েভের পর্ব্বতগুহা স্থিত বিখ্যাত মঠ একদালে তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কিয়েভের নদীপথ ব্যতীতও উহা চারটি রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত কিয়েভ খারকোভ, পান্টাভ ও ওডেসার মধ্যে নিয়মিত বিমান চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

জানা গিয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তপশীল ভুক্ত ৪১৫টি ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় কিনা তৎসম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য কিংবা উহাদের তপশীলভুক্ত হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ত্ত পূরণের জন্য উহাদের হিসাব দেখিবার ইচ্ছা জানাইয়া উহাদের নিকট "অনুরোধসূচক চিঠি" লিখিয়াছে। যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের হিসাবের খাতাপত্র পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা দিবার জন্য আইন প্রণয়নের আবশ্যক না হয়, তজ্জন্য ঐ সমস্ত চিঠি লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এক সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐরূপ আইন প্রণয়ন করাইতে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হিসাব দেখাইবার স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রস্তাব করায় ঐ সমস্ত চিঠি লিখিত হইয়াছে। যদি কোন ব্যাঙ্ক হিসাবের খাতাপত্র দেখাইতে অসম্মত হয় কিংবা ইতস্ততঃ করে তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যথাবশ্যক ক্ষমতা দিবার জন্য আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হইবে।

ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার ২৩তম অধিবেশন

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ২৩তম অধিবেশনের সহিত এখানে একটি স্বদেশী শিল্প ও সংস্কৃত প্রদর্শনীর আয়োজন হইতেছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে এখানে হিন্দু মহাসভার উক্ত সম্মেলন হইবে। প্রদর্শনীর ভারপ্রাপ্ত কমিটি, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পশু সম্পর্কিত বিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার সহিত হিন্দী কবি সম্মেলন মুশায়েরা এবং অন্যান্য বহু সংস্কৃতি শিক্ষামূলক আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইতেছে। ৫০ হাজার প্রতিনিধি ও দর্শকের স্থান সংকুলান হয় এইরূপ একটী বিরাট সভা-মণ্ডপ প্রস্তুত করা হইতেছে। এই সম্মেলন ও প্রদর্শনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট সুবিস্তৃত জমির উপর আধুনিক নকসামত ও প্ল্যান অনুসারে প্যাণ্ডেল নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। জল, ইলেক্ট্রিক বাতি ও অন্যান্য স্বাস্থ্যানুমোদিত ব্যবস্থা করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ব বিদ্যালয়ের নূতন ভাইস চ্যান্সেলার

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় লক্ষ্ণৌ বিশ্ব বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কুমার স্যার মহারাজ সিংএর স্থানে কোটরার রাজা বিশ্বেশ্বরদয়াল শেঠকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পাণ্ডিত নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন কথা ছিল, কিন্তু তিনি বা অপর কেহই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই। বৈঠকের প্রারম্ভেই ডাঃ ব্যাস কুমার স্যার মহারাজ সিংকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি অসম্মত হইলে রাজা বিশ্বেশ্বরদয়াল শেঠের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৯ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৭শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৪ই অক্টোবর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ১৭৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ দামোদর শিব প্রত্যয়, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

দাম্ভিকতা ছাড়িতে হইবে। জাগতিক অভিমানই দম্ভ। দাম্ভিক এ জগতের কোন কিছুর ভিখারী। সে সকিঞ্চন। দাম্ভিক অকিঞ্চন নহে। সাধু অকিঞ্চনকেই সঙ্গ দান করেন, দাম্ভিক তাঁহার সঙ্গ পায় না। কৃষ্ণের হইয়া কৃষ্ণসেবা করিতে হইবে। গুরুকৃষ্ণে যাহার আপনজ্ঞানই হইল না, তাহার সাধুগুরুতে রতি বা প্রীতি কি করিয়া হইবে? অভিমান একটা থাকিবেই—হয় জড়াভিমান, না হয় চিদাভিমান। 'গুরুদেবের আমি' বিচারে যিনি প্রতিষ্ঠিত, সেই দম্ভরহিত ব্যক্তিই হরিভজনের অধিকারী। আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের দাসানুদাস, এই প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠা আমাদের সর্ব্বক্ষণ বলবতী থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে সুখে-দুঃখে অবিচলিত থাকা যাইবে, বিপদে পড়িতে হইবে না, ভক্তিবিনোদধারা ছাড়িতে বা কুপথে যাইতে হইবে না। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষার অভিনয় করিলেই যে তিনি শিষ্য হইলেন, এরূপ নহে। নিজেকে গুরুর ভৃত্যানুভৃত্য বলিয়া জানাই প্রকৃত শিষ্যত্ব। গুরুদেবতাত্মা না হইলে হরিভজন কঠিন মনে হয়। কিন্তু ভক্তির পথ কঠিন নহে, অতি সহজ। যেখানে গুরুবৈষ্ণবে আপনজ্ঞান বা আত্মবৃত্তির উন্মেষ, সেখানে আবার কাঠিন্য কোথায়? আমার হৃদয় কঠিন বলিয়া ভক্তি কঠিন মনে হয়। ভক্তি ধার করা জিনিষ নহে, তাহা আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। সাধুগুরুর ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিশাইতে পারিলে আর কোন চিন্তা নাই।

শ্রীধামে বাস করিয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দের স্ফূর্ত্তি হয় ত'? যাঁহার এই স্ফূর্ত্তি হয়, তিনিই শ্রীধামবাসী। কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি, তাঁহার জনস্ফূর্ত্তি ও ধামস্ফূর্ত্তি যাঁহার যত হইবে, তিনি তত অমায়ায় কৃপালাভ করিতেছেন। যদি কেহ বলেন যে, ইনি শ্রীগুরুকৃষ্ণের অধিক কৃপাভাজন, কিন্তু যদি কার্য্যতঃ অপ্রকৃতকৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা হয় নাই। শ্রীগুরুনিত্যানন্দই শ্রবণকারীর একমাত্র নিত্য বান্ধব। তাঁহার কৃপা ব্যতীত সুষ্ঠু জ্ঞান হয় না। পুরুষ-অভিমানটা বড় খারাপ। ভোগ্য-অভিমান না হইলে পুরুষাভিমান যায় না। শ্রীগুরুদেবের কৃপায়ই ইহা সম্ভব হইতে পারে। আমার দিক্ হইতে সাধুগুরুর শরণাগত হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে হইবে। তাঁহার কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ যুগপৎ হয়। সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে সাধুসঙ্গের সুযোগ লাভ হয়। সংসার ক্ষয়োন্মুখ না হইলে শ্রদ্ধা হয় না। অতি সৌভাগ্যবান্ জীবই শ্রীগুরুকৃষ্ণকৃপায় শ্রদ্ধা লাভ করেন। যেখানে শ্রদ্ধা নাই দেখা যায়, সেখানে ভাগ্য হয় নাই, জানিতে হইবে। ভাবের উদয় পর্য্যন্ত কনিষ্ঠভাগবত। কনিষ্ঠ তিন প্রকার—কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ, মধ্যম-কনিষ্ঠ, উত্তম-কনিষ্ঠ। উত্তম-কনিষ্ঠ বা মুখ্যকনিষ্ঠ অজাতপ্রেম অর্থাৎ তাঁহার রতির উদয় হয় নাই, কিন্তু তিনি শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত। তাঁহার ভক্তে বা অন্য জীবে ভগবদধিষ্ঠানহেতু আদর আছে। তিনি সাধকাবস্থা অতিক্রম করিতেছেন। মধ্যম-কনিষ্ঠের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইতেছে, ভক্তে একটু আদর দেখা যাইতেছে। আর কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠের লৌকিকী শ্রদ্ধা। ভগবানে রুচির অভাব, ভক্তমাহাত্ম্যজ্ঞানাভাব এবং সর্ব্বত্র ভগবদধিষ্ঠানহেতু সমাদর-লক্ষণরূপ ভক্তগুণের অনুদয়বশতঃ এই কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভক্ত প্রাকৃত অর্থাৎ সম্প্রতি অল্পকাল যাবৎই তাঁহার ভক্তি আরম্ভ হইয়াছে। এই কনিষ্ঠ ভক্তের শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা নহে। তাঁহার শ্রদ্ধা কেবলমাত্র লোকপরম্পরাজাতই হইয়া থাকে। ইহাই ভাগবতমার্গীয় কনিষ্ঠ-অধিকার

সাধু কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। তিনি মায়াতীত বস্তু। কৃষ্ণের সেবোপকরণের নাম সাধু। সাধুদর্শন হইলে আর বাহিরের দর্শন থাকে না। অজ্ঞানক্রমে সাধুগুরুর সুখের জন্য যদি কিছু করা হয় এবং সেই ফল যদি তাঁহারা পান, তাহা হইলে সুকৃতি হয়। যেখানে সম্বন্ধ হয় নাই, সেখানেই সুকৃতি। এই অজ্ঞাত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই ভাগ্য। যেখানে সম্বন্ধ হয় নাই, সেখানে সুকৃতি, আর যেখানে সম্বন্ধজ্ঞান, সেখানে ভক্তি, তাহাই প্রকৃতসেবা।

সাধুসঙ্গ বিশেষ দরকার। যেখানে শরণাগতি, অকিঞ্চনতা ও দীনতা, সেইখানেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ। যেখানে সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ, সেখানে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি, পুরুষাভিমান বা প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা কমিয়া যাইতেছে, স্বসুখবাঞ্ছার হ্রাস হইতেছে এবং বন্ধনও কাটিয়া যাইতেছে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতেই বন্ধন খুলিয়া যায়, সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যায় এবং কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। তখন এই [illegible] সহিত সম্বন্ধ [illegible] দেহাত্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া আসে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে সেবকাভিমান জাগে বলিয়া সাধুর প্রতি তাঁহার অভিনিবেশ হয়। সাধুগুরুর প্রতি অভিনিবেশই রাগ। সৎসঙ্গফলে সতের প্রতি রাগ আসে বলিয়া অসতের প্রতি বিরাগ আপনা আপনিই আসিয়া থাকে। রাগ বা অভিনিবেশ অনিত্য বস্তুর প্রতি হইলে বন্ধন, আর নিত্যবস্তু শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি হইলে বন্ধননির্ম্মুক্তি বা সম্বন্ধ।

বদ্ধজীব জগদ্দর্শন করে। তাহার ভোগ্যদর্শন আছে। মুক্তজীবের ভোগ্য-দর্শন নাই। মুক্তের সহিত মায়ার সঙ্গ বা সম্বন্ধ নাই। মুক্তজীব জগতে অবস্থান করিলেও তাঁহা[illegible] জগৎসঙ্গ হয় না। সেবকাভিমান থাকিলেই মঙ্গল। সেখানে গ্রহণ বা ত্যাগ নাই—ফলকামনা নাই। মাপিবার বুদ্ধি থাকিলে অন্তর্যামীর ইঙ্গিতে উপদেশ বুঝা যায় না। যদি নিষ্কপট হই, তাহা হইলে গুরুকৃষ্ণ চৈত্যগুরুরূপে আমাদিগকে সমস্তই বুঝাইবেন। দাম্ভিক না হইলে গুরুবর্গের কৃপা ও ইঙ্গিত [illegible] বুঝা যাইবে। পৃথিবীর কোন জিনিষ যাঁহাকে টলাইতে পারে না, তাঁহার প্রতি গুরু[illegible] কৃষ্ণের দয়া হইয়াছে, জানিতে হ[illegible]। [illegible] যাহার আছে, তাহাকে [illegible] যায় না। সাধু জীবমঙ্গলের জন্য জগ[illegible] থাকেন, কিন্তু জগতের প্রতি তাঁহার অভিনিবেশ নাই। পদ্মপত্র যেমন জলে থাকে, কিন্তু জলে মিশে না, সাধুগণও [illegible]রূপ। আমরা নিজের মঙ্গল নিজে না চাহিলে মঙ্গল হইবে না। আমাদের যদি শোধিত হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সাধুগুরু আমাদিগকে [illegible] সাধন করিবেন। শরণাগত [illegible] নিযুক্ত কর[illegible] গুরুবর্গ নিশ্চয়[illegible] সুযোগ দি[illegible]ন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আ[illegible]।

শরণাগতি নূতন করিয়া হয় না, তাহা আমাদের মধ্যেই আছে। অশরণাগতিটা বজায় রাখিয়া শরণাগত হইবার জন্য চেষ্টা যেখানে হয়, সেইখানেই শরণাগত কি করিয়া হইব, এই প্রশ্ন জাগে। একনিষ্ঠ না হইলে হরিভজন হয় না। শরণাগতি থাকিলে একনিষ্ঠ হইতে পারা যায়। কৃষ্ণে নিষ্ঠা না হইলে ইতর বস্তুতে নিষ্ঠা দূর হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া দরকার। হরিভজন করিতে আসিলে অনেক বাধা আসে, মন অস্থির হইয়া উঠে, চারিদিক হইতে নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, এই সবে যে হরিভজনকারী বিচলিত হয়েন না। হরিভজন করিতে করিতে কোন দোষ বা দুর্বলতা আসিয়া উপস্থিত হইলেও ভগবান্ তাহা কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করেন। ভগবানের সেবা দ্বারা দোষ দূর হইয়া যায়। ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব অযাচিতভাবে মাদৃশ পতিত জীবকেও দয়া করিতে পারেন ও করেন। তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে, এইরূপ বিশ্বাস থাকা দরকার। তাঁহারা আমাদিগকে কৃপা করিবেনই। সেইজন্যই বলিতেছি, খুব উৎসাহের সহিত শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া গেলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ সাময়িকভাবে মন এদিক্ ওদিক্ যায় বা পতনও হয়, তথাপি তাহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। কারণ অনন্য-ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই দয়া করিবেন—রক্ষা করিবেন, ইহা তাঁহারই অভয়বাণী।

সাধুনিন্দা

——::(*)::——

সাধু নির্ম্মৎসর। সাধুর স্বভাবে মৎসরতা নাই। সৎপথাশ্রয়ীমাত্রেই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত। শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মে মৎসরতার স্থান নাই। নির্ম্মৎসরই শ্রীমদ্ভাগবতপ্রদর্শিত ভক্তিপথে চলিতে পারেন। যাঁহাদের কৈতব—কপট পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাঁহাদেরই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের—হরিকথা-শ্রবণের—শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবার যোগ্যতা লাভ হইয়াছে। হরিভজন ব্যতীত শ্রীগুরুকৃষ্ণের সুখবিধান ব্যতীত অন্য আশা ও আকাঙ্ক্ষা যাঁহার নাই, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ যাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, তিনিই নিষ্কপট। তিনিই সৎ বা সাধু। সাধুর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামনা নাই।

অসাধু কপটী। ছয়টি রিপু প্রবল হইলে বদ্ধজীব ভগবদ্বিমুখ হইয়া মৎসরধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তখন মৎসরধর্ম্মাক্রান্ত সেই জীবের ভগবদ্বিদ্বেষই সাধনের অঙ্গ হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলে জীব নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া, ভগবানে বিশ্বাসহীন হয়। ভগবানে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি আত্মহত্যাকারী। ভগবানই সর্ব্বজীবের প্রাণ, ভক্তিই জীবের প্রাণধারণের উপায়। ভগবানে যাঁহার ভক্তি নাই, তিনি জীবন্মৃত। ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসই ভক্তির মূল। এই মূল যাঁহার নাই, তাঁহার ভক্তিও নাই। আবার ভক্তি যাহার নাই, তাহার অভক্তি আছে। অভক্ত—ভগবদ্বিমুখ, নাস্তিক। নাস্তিক ভগবান্ ও ভক্তিবিষয়ে নিরপেক্ষ। কিন্তু মৎসর ব্যক্তি অপরাধী। মৎসর অপরাধী—ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েরই বিদ্বেষী। ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষফলে জীব নিজেকে অধঃপাতিত করে। সাধু বা ভক্তবিদ্বেষের শোচনীয় পরিণাম শাস্ত্র এইরূপ বলিয়াছেন,—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥

হরিজনের নিন্দাকারী পূর্ব্বপুরুষসহ অনন্তকাল যাবৎ মহারৌরব-নামক নরকের অধিবাসী হয়। সাধুনিন্দকের মঙ্গল কোনকালেই নাই। যাঁহা দ্বারা শ্রীনাম প্রকাশিত হন, এরূপ সাধুর নিন্দা শ্রীনাম—শ্রীভগবান্ সহ্য করিতে পারেন না। তিনিই সাধু, যিনি মুক্তকুলোপাস্য শুদ্ধ শ্রীনামকীর্ত্তনে রত। যিনি শ্রীনামের মহিমা উপলব্ধি করিয়া—রস আস্বাদন করিয়া তাঁহার মহিমা প্রচারের জন্য চেষ্টিত হন, তিনিই সাধু, তিনিই বৈষ্ণব। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণবিমুখকে সাধু বলিয়া বরণ করিলে অসাধুকে সাধুর সমজ্ঞানে সাধুকেও অসাধুর সমজ্ঞান করা হইয়া যায়, ইহাও সাধুনিন্দা। সাধুকে অসাধু বলা যে প্রকার সাধুনিন্দা, অসাধুকে সাধু বলাও তদ্রূপ সাধুনিন্দা। ছয়প্রকারে বৈষ্ণবাপরাধ হইয়া থাকে,—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

বৈষ্ণবকে হত্যা করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা, বিদ্বেষ করা, বৈষ্ণবের নিন্দা করা, বৈষ্ণবকে দেখিয়া প্রণাম না করা, অধিক কি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দানুভব না করা—এই ছয়টি অধঃপতনের কারণ। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণবকে হৃদয়ের সহিত আদর ক'রতে হ'বে, আর অবৈষ্ণবকে লৌকিক বাহ্য সম্মান দিতে হবে। বৈষ্ণবকে যদি হৃদয়ের সহিত আদর না করি, তা'হলে আমাদের পতন অনিবার্য্য।"

নিন্দা-শব্দের দ্বারা দ্বেষ ও দ্রোহকে লক্ষ্য করে। বৈষ্ণববিদ্বেষ পোষণ করিলেই অপরাধযুক্ত হইতে হয়। নামাশ্রয়ী এই অপরাধমুক্ত হইতে না পারিলে কোন ক্রমেই ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারেন না। সাধুশাস্ত্র তৎক্ষালনের জন্য উপদেশ দিয়াছেন,—দৈবাৎ যদি কেহ বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ সাধুনিন্দা করিয়া বসেন, তাহা হইলে তিনি অনুতপ্ত হইয়া "অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি যেমন অগ্নিতেই শান্তি পায়, সেইরূপ আমি যাঁহার চরণে অপরাধ করিয়াছি, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিব" এই বুদ্ধিতে অনুতপ্ত-হৃদয়ে সেই সাধুর চরণে প্রণাম, স্তব ও সম্মানাদি করিয়া ঐ অপরাধ হইতে মুক্ত হইবেন, তবে নাম হইবে, নচেৎ অপরাধই হইতে থাকিবে। যে কোন প্রকারেই হউক, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেই হইবে। অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া যদি কোনরূপে ক্রোধের শান্তি না হয়, তাহা হইলে 'হায়, হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসিয়াছি! আমাকে নরকবাসই করিতে হইবে! আমাকে ধিক!' এইরূপ অনুতাপযুক্ত হইয়া অন্য সমস্ত কৃত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বেদসহকারে নিরন্তর নামসংকীর্ত্তনে রত থাকিতে হইবে। এইরূপ অনুতপ্ত অন্তঃকরণে নাম করিতে থাকিলে মহাশক্তিধর নামসংকীর্ত্তন অচিরেই তাঁহাকে অপরাধমুক্ত করিবেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণবচরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

মৎসরতার ফলে জীব সৎকে অসৎ, ভালকে মন্দ বলিয়া নিন্দা করে। সেইজন্যই সাধুশাস্ত্র হরিনামকারী সাধুর নিন্দা সর্ব্বাগ্রেই বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। যে মৎসরতাক্রমে সাধুর নিন্দা করে এবং সেই নিন্দাদ্বারা আপনাকে প্রতিষ্ঠাযুক্ত করিবার যত্ন করে, তাহার মুখে হরিনাম উচ্চারিত হয় না—উচ্চারণকালে নামাপরাধই হয়। তাহার সাধুর চরণে অপরাধ থাকায় সাধুজনসেব্য শ্রীনাম তাহাকে কৃপা করেন না। মৎসরগণের স্বভাব—সাধুর নিন্দা ও বিদ্বেষ করা। সাধু অসাধুর নিন্দা করেন না, অসাধুর সঙ্গও করেন না—অসাধুর সহিত দান, পরিগ্রহ, তাহাকে গোপনীয় কথা বলা ও শুনা, অসাধু-প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ, অসাধুকে ভোজন করান, বর্জ্জন করেন। অসাধুর সঙ্গ কোনক্রমেই করা উচিত নহে। এইজন্যই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎপ্রতি মৌন থাকার কথা বলিয়াছেন।

নির্ম্মৎসর সাধুর স্বভাব এই যে, তিনি পাপপরায়ণ জীবের পাপপুষ্ট অভদ্র ভাবসমূহ ছেদন করিবার জন্য সর্ব্বদা দয়াবিশিষ্ট। সাধু—জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবনব্রতে ব্রতী। নির্ম্মৎসর শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রতি মৎসরতা করিয়া কোনই লাভ হইবে না। নিম্ন হইতে বহু ঊর্দ্ধস্থিত ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলে তাহা নিক্ষেপকারীর অঙ্গেই যেমন পতিত হয়, তদ্রূপ সাধুগুরুর প্রতি মৎসরতা করিতে গেলে নিজেরই সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তাহা সাধুকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করে না। ঘাতকের স্বভাব হত্যা করা, নিন্দুকের স্বভাব নিন্দা করা, কিন্তু সাধুর স্বভাব অসাধুকে শোধন করা। তাঁহাতে মৎসরতা নাই। অসাধুর ধর্ম্মই পরশ্রীকাতরতা। সেইজন্যই সে অদোষদর্শী সাধুকে নিজের ন্যায় দোষী মনে করিয়া তাঁহাদের নিন্দা করিতে যায়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(*)::——

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে একটুকু সহিষ্ণুতার সহিত বিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার সব সুবিধা হইয়া যায়। জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবা—এই তিনটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। তৃণাদপি সুনীচতা অর্থে—কপটতা নহে, মুখে বা বাহ্য অভিনয়ে নীচতা প্রদর্শন নহে, কিন্তু তৃণাদপি সুনীচতার অর্থ—সত্য সত্য কীর্ত্তনে অধিকার অর্থাৎ নামে রুচি। বৈষ্ণবসেবাই নামে রুচির দ্বার-স্বরূপ, বৈষ্ণবসেবাই তৃণাদপি সুনীচতা—অবৈষ্ণবের নিকট নীচতা নহে, বৈষ্ণবের নিকট নীচতা। গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডের নিকট—রাবণের নিকট কিম্বা চণ্ডালপ্রের নিকট নীচতা বৈষ্ণবসেবা বা তৃণাদপি সুনীচতা নহে, তাহাদ্বারা কখনও কীর্ত্তনে অধিকার বা নামে রুচি হয় না, উহাদ্বারা জীবের প্রতি হিংসা করা হয়। ইট, কাঠ, পাথরের মন্দির অপেক্ষা বৈষ্ণব—যে মন্দিরে ভগবান্ নিরন্তর পরমসুখে বাস করিতেছেন, সেই বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গমার্জ্জনা, শুশ্রূষা প্রভৃতি করাই বিষ্ণুমন্দিরের সেবা।

জীবে দয়া অর্থে শ্রীচৈতন্যদেব প্রত্যেক জীবকে বৈষ্ণবসেবায় উদ্বুদ্ধ করার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চমৎকারিতা। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবে দয়া বা পরোপকারের মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কাহাকেও বিফলমনোরথ বা বঞ্চিত হইতে হয় না।

যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা জগৎকে বৈষ্ণব করিতে চাহেন। তাঁহাদের পরোপকার-প্রবৃত্তি কত অতুলনীয় অনন্তগুণে অধিক, তাহা বদ্ধজীব বুঝিতে পারে না, কারণ কৃষ্ণবিস্মৃত বদ্ধজীবের বঞ্চনা করা ও বঞ্চিত হওয়ার বৃত্তিই স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্যদেব যে দয়ার কথা বলিয়াছেন, তাহা যদি মনুষ্যের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয়, তবে মনুষ্যজাতি দেখিতে পারিবেন যে, মহাপ্রভুর জীবের প্রতি দয়া বা পরোপকারের যে আদর্শ গৌড়ীয়মঠ আচার-প্রচার করিতেছেন, তাহা কত অতুলনীয়-গুণে শ্রেষ্ঠ। বন্যা বা দুর্ভিক্ষনিবারণে সাহায্যকারিণী দয়ার সহিত মহাপ্রভুর দয়ার তুলনাই হইতে পারে না।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

বদ্ধজীবসম্প্রদায় যাহাকে তৃণাদপি সুনীচতা বুঝিয়া রাখিয়াছে, তাহা 'তৃণাদপি সুনীচতা' নহে, তাহা আলস্যের উদাহরণ—ভগবানের প্রতি আসক্তি ও অনুরাগের একান্ত অভাবের নিদর্শন তাহা জড়বাদী অভক্ত-সম্প্রদায়ের ভোগবৃত্তিবিশেষ। কিন্তু এত বড় সত্যকথা সাহস করিয়া ঘোষণা করিবার লোক জগতে নাই। অচৈতন্য-বাদিসম্প্রদায় চৈতন্যের দয়ার কথা বুঝেন না—আলোচনা করেন না। তৃণাদপি সুনীচতা-ধর্ম্মের শিক্ষক শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কাজীকে কৃপা করিবার সময় কিরূপ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে আপাত দয়ার অভিনয় বুঝে, কিন্তু দয়ার ফলাফল কি হইবে, তাহা দেখিবার দূরদর্শিতা তাহাদের নাই। কর্ম্মমার্গীয় দয়া মাত্রেই অমঙ্গলের উদয় করাইবে। একমাত্র বৈষ্ণবের দয়াই অমঙ্গলের উদয় করায়।

বিষয়পিপাসা বা পাপপ্রবৃত্তিকে আদরের সহিত গ্রহণ কর্‌তে হ'বে না। পাপাচরণের কথা, নৈতিক পুণ্যময় আচরণকেও চূর্ণ কর্‌তে কর্‌তে শরণাগত হ'য়ে হরিভজন কর্‌লে মঙ্গল করতলগত হ'বে।

হরিভজনই পরম প্রয়োজন—এরূপ বিচারকারী ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দুর্গতি বুঝ্‌তে পারেন। হরিভজন কর্‌লে নিত্যজীবন লাভ হয়। যাঁ'রা হরিভজন করেন, তাঁ'রা মরেন না। ভক্তের কাম-ক্রোধাদি রিপু থাকে না। বহির্ম্মুখগণ রূপ-রস গন্ধ শব্দ-স্পর্শ ইত্যাদির জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। হরিভজনের প্রবৃত্তি হ'লে ইন্দ্রিয় ও বিষয়কে জোর ক'রে দমন করবার চেষ্টার দরকার নেই, যেহেতু, নিষ্কপটে হরিভজন আরম্ভ হ'লে ভগবৎকৃপায় হৃদয়ের বিকার সহজেই ভেঙ্গে যায়।

ভগবানে full confidence অর্থাৎ হরিভজনে firm determination থাকা দরকার। I must receive His Grace, I must not go astray.

স্বরূপসিদ্ধিই আবশ্যক, নতুবা মৃত্যুর পরে জাগতিক চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে সংসার-গতি হ'বে। স্বরূপের সিদ্ধি হ'লেই বিদেহমুক্তি (স্বরূপসিদ্ধি) হ'বে। ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গ না হ'লে আমরা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় বা দল ক'রে বসি। Individually adjustment with the Absolute Person must be sought after. 'এত হরিকথা শ্রবণ, এত বিচার কি 'আমাদের বহির্ম্মুখ চিত্তে স্থান পায়?' -এরূপ চিন্তা বা কথা যেন আমাদের না আসে। যদি আসে, তবে হয়ত' বল্‌ব—এ তুলো পিঞ্জবে কে? শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগতি হ'লে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে।

বদ্ধ অবস্থায় আমাদের সাধনের একান্ত আবশ্যকতা আছে। নববিধা ভক্তিই সাধন। নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে নিত্যকাল উদয় করার জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপা সাধন-ভক্তির আবশ্যকতা।

ভগবদ্ভক্ত যে পথে গমন করিয়া ভগবৎ-সেবা পাইয়াছেন, আমি সেই পথই নিরন্তর অনুসরণ করিব। আমি ভগবদ্ভক্তের অনু-গমনের চেষ্টা করিব। মূল বস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক। তদীয় সেবায়ই আমাদের অধিক-তর সুবিধা হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করাই আবশ্যক। তাঁহাদের সেবা করিলে পতিত জীবের উদ্ধার হয়। বৈষ্ণবসেবা কি? বিষ্ণুসেবা ব্যতীত বৈষ্ণব আর কিছুই করেন না। তাঁহার সেবা করা অর্থ—তাঁহাকে কৃষ্ণসেবায় সহায়তা করা। বৈষ্ণবকে বাদ দিয়া নিজে নিজে কৃষ্ণসেবা করিবার দাম্ভিকতা কর্‌লে অসুবিধা হইবে। তদীয়কে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করিলে সর্ব্বনাশ হয়। তৎসেবা কনিষ্ঠাধিকার, আর তদীয় সেবাই মধ্যমাধিকার। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা তদীয়ের সেবা আরও বড়।

ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবা করেন না, যাঁ'রা ভগবানের নিত্য সেবা করেন, ভগবদ্ভক্ত তাঁ'দেরও সেবা করেন। ভাগবত-গণও ভগবদ্দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভাগবতগণ ভগবান্ হ'তে পৃথক পদার্থ নন। ভগবান্ পূর্ণবস্তু- ভাগবতগণ তাঁ' ছাড়া ন'ন।

ভগবানের দ্বারা আমাদিগের আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ ভৃত্যগিরি করাইয়া লইতে না পারিলে আমরা 'ভগবানের দয়া নাই' প্রভৃতি বাক্য বলিয়া থাকি। কর্ম্মী বা বদ্ধজীবের ইহাই স্বভাব। আমাদের আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণই ভগবান্ বা বৈষ্ণবের দয়া নহে, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের দয়া —অমন্দোদয়দয়া। রোগীকে যখন বৈদ্য তিক্ত ঔষধ প্রদান করেন, রুগ্ন থাকাকালে রোগী বৈদ্যকে অত্যন্ত দয়াহীন নিষ্ঠুর বলে, কিন্তু রোগ নির্ম্মুক্ত হইলে বুঝিতে পারে যে, বৈদ্য তিক্ত ঔষধ প্রদান করিয়া কত দয়ার কার্য্য করিয়াছেন।

হরিভজনকারীর সঙ্গ প্রভাবে দুঃসঙ্গরূপ দুর্ব্বাসনাগুলিকে প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ভক্তসঙ্গে থাকিয়া খুব দৃঢ়চিত্ত হইয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত ভক্তিবলে ভগবান্ ও তন্নিজজনকে চিনিতে পারেন।

যাহারা তুচ্ছ বিষয়ের বিচ্ছেদে শোক-কারী, তাহারাই শূদ্র। হরিভজনের শিক্ষা প্রণালীতে যাঁহারা অগ্রসর বা যাঁহারা ভজন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছেন, তাহা-দিগের সৌভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া আমি যদি মনে করি—'সেবক বলিয়া ইঁহাদিগকে গুরুবৈষ্ণবগণ খুব পরিশ্রম করাইতেছেন, কিন্তু ইঁহাদিগকে কিছুই খাইতে দিচ্ছেন না', তাহা হইলে আমার মত শূদ্র কে আছে?

কর্ম্ম ও ভক্তি

——::[*]::——

কর্ম্ম বলিতে যে সকল কার্য্য লোকে ইহজন্মে বা পরজন্মে নিজ সুখভোগের আশায় করে কিংবা এই দেহকে 'আমি'-বুদ্ধি করিয়া ইহার সম্পর্কে যে সব ব্যক্তিকে আপন-জ্ঞান করে, তাহাদের সুখের জন্য করে, সেগুলিকে বুঝায়। আর ভগবানের সেবা উদ্দেশ্য করিয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহা ভক্তি। একই কার্য্য ক্ষেত্র-বিশেষে কর্ম্ম হইতে পারে অন্য ক্ষেত্রে ভক্তি হইতে পারে, কর্ত্তার চিত্তবৃত্তি অনুসারে তাহার কর্ম্মত্ব বা ভক্ত্যঙ্গত্ব। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মসকল যখন পুণ্য লাভার্থ বা স্বর্গকামনার বশে কৃত হয়, তখন সেগুলি কর্ম্ম।

আমরা কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য। কর্ম্ম আমাদের বন্ধন-যোগ্যতা বর্দ্ধন করিয়া আমাদিগকে সংসার ভোগ করায়। কর্ম্মে সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও অনুস্যূত আছে। সংসারে এমন কোন সুখ নাই, যাহার পশ্চাতে দুঃখ লুক্কায়িত থাকে না। সংসারে সুখভোগে শান্তি নাই। ভোগ করিতে করিতে কাম বর্দ্ধিত হয়। আর কামনার অতৃপ্তিতে দুঃখ আছেই। নিরবচ্ছিন্ন সুখ সংসারে থাকিতেই পারে না। স্বর্গসুখেও ও কামনার শেষ নাই। ইন্দ্র-চন্দ্রকেও পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। আবার পুণ্য সমাপ্ত হইলে স্বর্গচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়।

'ভক্তিই আমাদের নিত্যবৃত্তি। ভগবান্ নিত্য চিদ্ঘনবিগ্রহ, জীবের স্বরূপও চিৎ। এই স্থলে ভগবানে ও জীবে নিত্য অভেদ। এ জগতে জীব অচিৎসংস্পর্শে স্থাবর-জঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইয়া সংসার ভোগ করিতেছে। নির্ম্মল চিৎকণ জীব হরিসেবারত।' এই জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া যখন জীব শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পাদাশ্রয় করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গগুলি সাধন করিতে থাকে, তখন জীবের সংসার ক্ষয় হইয়া জড়মুক্তিক্রমে অনর্থনিবৃত্তি ঘটে। তখন নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাবক্রমে জীব ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হয়। এই প্রেমই জীবের পরমপ্রয়োজন, পরমপুরুষার্থ। ভক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গাত্মক কর্ম্ম এবং মোক্ষাভিসন্ধানরূপ অপবর্গ—এই চারি পুরুষার্থকে নরকসদৃশ জ্ঞান করিয়া অহৈতুকী ভক্তির যাজন করেন।

অনেকের ধারণা, কর্ম্ম করিতে করিতে তাহারই ফলরূপে ভক্তি লাভ হইবে, যেহেতু কর্ম্মীরাও হরিপূজাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু ভাগবত-সিদ্ধান্ত তাহা নহে। কর্ম্ম করিতে করিতে কোন কালে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং, কর্ম্মের ফল কিরূপে ভক্তি হইতে পারে? যে কর্ম্মে যে ভক্তির মত কিছু অনুষ্ঠান দেখা যায়, উহা কর্ম্মাঙ্গ, ভক্তি নহে। ভগবান্ আমাদের নিত্যসেব্য, সুতরাং আমাদের সকল ভোগবাঞ্ছা পরিহার করিয়া ভগবানেরই সেবা করা কর্ত্তব্য—এই বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া কর্ম্মিগণ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের চাই—নিজের ভোগ। সেই সাধনের জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় কিছু ভক্তির আভাস আছে। এই যে ভক্তি, ইহা ভক্তের অহৈতুকী ভক্তি নহে, ইহা কর্ম্মাঙ্গ। সুতরাং ইহা দ্বারা ভক্তিলাভ হইতে পারে না।

শ্রীধ্রুব মহারাজের চরিত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, যদিও তিনি রাজ্যলাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি পদ্মপলাশলোচন অনাথনাথ ভগবান্ আছেন, এই বিশ্বাসে ভক্তির পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কর্ম্মাঙ্গের অঙ্গরূপ অনুষ্ঠান-রূপে অনিত্য ভক্তির আবাহন করেন নাই। ভগবানের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তবে রাজ্যলাভরূপ দুর্ব্বাসনা তাঁহার চিত্তে ছিল। পরে ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দেবর্ষি নারদের সঙ্গ করাইয়া তাঁহার দুর্ব্বাসনা দূর করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তি আদৌ মিশ্রা ছিল না। গর্ভবাস-কালেই তিনি দেবর্ষির সঙ্গ পাইয়াছিলেন। সুতরাং কোন কামনা তাঁহার চিত্ত কলুষিত করিতে পারে নাই। সাধুসঙ্গের এমনই ফল। সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের শুদ্ধ ভক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই।

শ্রীধামে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব

গত ১০ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যমঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে গৌর-জন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবের স্বরূপের কথা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বর্ণন করিয়া সকলকে অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার শ্রী [illegible] [illegible] শুনিয়া সকলে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যারতির পর শুদ্ধবৈষ্ণব-বন্দনা, [illegible] কীর্ত্তন হইলে পর মহারাজ [illegible] সুন্দরানন্দ [illegible] [illegible] কথা [illegible] বক্তৃতা [illegible] কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার পর [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তন হয়।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

প্রকা

বিবিধ সংবাদ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকি কলম		৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
এক কলম	১১৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ২৲

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রত্ন-সম্ভার। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দীন শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ভারতীয় নাবিকের কৃতিত্ব

গ্লাসগো হেরাল্ডের একটি সংবাদে প্রকাশ, আটলাণ্টিক মহাসাগরে টর্পেডোতে জাহাজ ডুবির পর জনৈক ভারতীয় নাবিক অপর একজন ভারতীয় ও অন্যান্য আটজন লোক লইয়া একটি খোলা নৌকায় তীরের আশায় যাত্রা করে। ১১ দিন ধরিয়া চলিবার পর একটি জাহাজ তাহাদিগকে উদ্ধার করে। সম্প্রতি ইহারা স্কটল্যাণ্ডের একটি বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতীয় নাবিকটির নাম বাবা বেগো, সে বোম্বাইয়ের অধিবাসী। বয়স প্রায় ৫৪। উদ্ধার-প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে একমাত্র বাবা বেগোরই নৌবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান ছিল। তাহার দক্ষতার ফলেই এতগুলি লোকের জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

ইহাদের লাইফ বোটটিতে নৌযন্ত্রের মধ্যে একটি কম্পাস (দিক্‌নির্দ্দেশ যন্ত্র) মাত্র ছিল। ইহারই সাহায্যে বাবা বেগো দিক ঠিক করিত এবং যথাসাধ্য জাহাজ চলাচলের পথের নিকট দিয়া চলিতে চেষ্টা করিত, যাহাতে কোনও জাহাজ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া উদ্ধার করে।

রাঁচীতে সশস্ত্র ডাকাতি

রাঁচীর সামলং নামক স্থানের কোন বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার এডভোকেট শ্রীযুত পি, এন ব্যানার্জ্জি সম্প্রতি তথায় বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া ঐ বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। এই ডাকাতির ফলে সহরে একটা বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রকাশ, ৬ জনেরও অধিক লোক ছোরা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া শ্রীযুত ব্যানার্জ্জি ও তাঁহার পত্নী যে ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, কোনক্রমে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করে এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে রিভলবারের ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট বাক্সগুলির চাবী চাহে। গভীর রাত্রিতে কোন গত্যন্তর না দেখিয়া তাঁহারা বাক্সের চাবিগুলি ডাকাতদিগকে দিয়া দেন। প্রকাশ, ডাকাতদল প্রায় ২,২০০ টাকা মূল্যের গহনা-পত্র লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে, কিন্তু এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত কেহই ধরা পড়ে নাই।

সীমান্তে দস্যুদলের আক্রমণ

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর টাজীর খাঁ সাহেব মৈয়ালম খাঁর ভ্রাতা ফকির মহম্মদ খাঁ, অতি আশ্চর্য্যজনকভাবে সীমান্তের একদল দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। চারজন সশস্ত্র ভৃত্যের সহিত আসিবার সময় একদল সশস্ত্র দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষেই গুলী চলে; ফলে তাঁহার একজন ভৃত্য এবং একজন দস্যু নিহত হয় এবং তাঁহার অপর একজন আহত ভৃত্য পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঘটনার পরে সশস্ত্র পুলিশ এবং গ্রামবাসীরা দস্যুদলের অনুসন্ধান করে। কিন্তু তাহারা ইতোমধ্যে রাইফেলসহ পলায়ন করে। নিহত দস্যুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

চলন্ত ট্রেণে হত্যাকাণ্ডের জের

গত জুলাই মাসে চলন্ত ট্রেণে বিহার ব্যাঙ্কের মিঃ নলিনীরঞ্জন সিংহ ও পণ্ডিত গুণানন্দ ঝায়ের হত্যা সম্পর্কে সারণ জিলার দীঘওয়ারার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের দীনে প্রসাদ সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার বাড়ীতে তল্লাসী হইয়াছে। তাহাকে গত ১১শে সেপ্টেম্বর দারভাঙ্গায় আনিয়া মফস্বল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। তাহাকে হাজতে পাঠান হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে জলখাবার

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং সিনিয়ার মাদ্রাসার ছাত্রীদের জল খাবারের জন্য বর্ত্তমান বৎসর বাজেটে ৪৫,০০০ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ আছে। এই অর্থ বণ্টনের জন্য গভর্ণমেণ্ট নিম্নে নিয়ম-প্রণালী বাঁধিয়া দিয়াছেন :—

(১) সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরাজী বিদ্যালয় ও সিনিয়ার মাদ্রা[সার] শতকরা ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রতি[দিন] ।০ আনা হিসাবে ১০ মাস কাল উক্ত সা[হায্য] দেওয়া হইবে।

(২) বিদ্যালয়ের প্রধান শি[ক্ষক] ম্যানেজিং কমিটির সহিত পরামর্শের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হইতে শত[করা] ১০জন নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তাহাদের জন্য বি[না] মূল্যে জলখাবার মঞ্জুর করিবেন।

(৩) যে বিদ্যালয় বা মাদ্রা[সায়] অবশিষ্ট শতকরা ৯০জন ছাত্র-ছাত্রীর উ[পর] বাধ্যতামূলকভাবে মাসিক ।০ আনা হিসা[বে] জল খাবার ফিঃ বসাইবেন, সে বিদ্যালয় মাদ্রাসায় অর্থসাহায্য করা হইবে। ফিজিক্যাল ডিরেক্টরকে এ ক্ষমতাও দেও[য়া] হইয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপরোক্ত হারের অতিরিক্ত অর্থ-সাহা[য্য] করিতে পারিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১১ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৯শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৬ই অক্টোবর, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ১৭৭-৭৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ দামোদর, কৃত্তাদি কাম্যোদশামী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড

—::(*)::—

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড আমাদের নিত্যোপাস্য বস্তু। উপাস্যবস্তু প্রথমেই শ্রবণ-পথের পথিক হন, শ্রুত হইয়া কীর্ত্তিত হন, কীর্ত্তনের পর সাক্ষাৎদর্শন, তারপর হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ করা যায়। প্রিয়বস্তু দূরে থাকিলে প্রথমে তাঁহার কথা শ্রবণ এবং পরে স্বয়ং কীর্ত্তনক্রমে প্রেমের উদ্দীপন হয়। তারপর দর্শন এবং স্মরণ। স্মরণ হইতে ধারণা, ধারণার পর ধ্যান, তারপর ধ্রুবানুস্মৃতি এবং অবশেষে সমাধি। কীর্ত্তিত বিষয় সামান্যাকারে স্মরণই স্মরণ। বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিশেষভাবে স্মরণই ধারণা। রূপ-গুণ-লীলাদি-স্মরণ—ধ্যান। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় স্মরণ—ধ্রুবানুস্মৃতি এবং হৃদয়ে সাক্ষাদ্দর্শনের নাম সমাধি।

অন্যান্য ধাম অপেক্ষা শ্রীবৈকুণ্ঠ শ্রেষ্ঠ। শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের জন্মনিবন্ধন শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবন শ্রীমথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দবিহারস্থলী শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীবৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোত্তম ভাব শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবাকেই পরমপরাকাষ্ঠাসেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু একটা কথা এই যে, একমাত্র শ্রীরূপের পদধূলিস্বের অহৈতুক অভিলাষী ব্যতীত নিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন মধুররসাশ্রিত ভক্তগণেরও শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশাধিকার নাই।

সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। এই জ্ঞানী নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী নহে। এখানে চতুর্ব্বিধ মুক্তিকামীকেই জ্ঞানীরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই জ্ঞানিগণ আত্মারাম হইলেও নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় সাযুজ্যকামী নহে। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ-মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তমধ্যে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীমধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ শ্রীরাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীরাধার নিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির শ্রেষ্ঠ॥
গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা।
সে রাধাসরসী প্রিয় হয় তাঁর সমা॥
সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি' কোন্ মূঢ় জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন॥

গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন - "শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। কেবল সাধকভক্ত-দিগের ত' কথাই নাই, যে প্রেম নারদাদি শ্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও দুর্লভ, তাহা অনায়াসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিলে সেই কুণ্ড প্রদান করেন। সুতরাং শ্রীরাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কৃপায় পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করত রাধে নিরন্তর নামাশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজন-চাতুরী।"

শ্রীবার্ষভানবীর নিজজনের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীরাধাকুণ্ডের দর্শন বা শ্রীধামদর্শন হয় না আমাদের নিষ্কপট ক্রন্দনে যদি শ্রীরূপ-রঘুনাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরী প্রমুখ প্রভুপাদগণ আমাদের প্রতি অনুকম্পাযুক্ত হন, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইতে পারে। তাঁহাদের অকপট সেবাদ্বারাই শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা সম্ভব। শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ড যেন কোন জন্মে আমাদের আশ্রয়স্থল হন, ইহাই শ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

আমরা প্রস্তরের ন্যায় অনুভূতিশূন্য অচেতন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া চেতনতার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ যেখানে, সেই শ্রীগোবর্দ্ধনকে আমরা জড় অচেতন প্রস্তর মাত্র দেখিতেছি, আর যেখানে প্রেমের পরিপূর্ণ প্লাবন—flood, চেতনের তীব্রতম গতি, সেখানে স্পন্দনরহিত আমরা সেই শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রেমের মহাপ্লাবন বা তরঙ্গরঙ্গ দেখিতে পাইতেছি না। শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়তমা শ্রীরাধাভিন্না সেই শ্রীরাধাসরসী আমাদের অচেতনাবৃত প্রেমশূন্য নেত্রে শৈবালপূর্ণ পুষ্করিণী মনে হইতেছে, এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদের শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে গুরুবর্গের কৃপালাভের জন্য আর্ত্তি জাগুক, ইহাই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আন্তরিক নিবেদন

শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আরিটগ্রাম বা শ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত। এই শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। কথিত হয় যে, একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিদ্বিলাসময়ী কান্তলীলামাধুরী প্রকাশার্থ এইস্থানে বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া কৌতুক লীলায় অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীরাধারাণী তাহাতে বাধাপ্রদান করিয়া বলিলেন যে যদ্যপি অরিষ্টাসুর একটী দৈত্যবিশেষ, তথাপি সে বৃষাকৃতি। বৃষ-বধ-হেতু শ্রীকৃষ্ণে গো বধের অপবিত্রতা স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী কিছুতেই তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর এত বাক্য শ্রবণে হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, এখনি তিনি এখানে সর্ব্বতীর্থ আনয়ন করিয়া স্নান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তথায় পদাঘাত করিবা-মাত্র সর্ব্বতীর্থের জলপূর্ণ একটি কুণ্ড প্রকটিত হইল। শ্রীমতী ও তৎসখীগণের বিশ্বাসের জন্য তীর্থসমূহ তাঁহাদের স্ব-স্ব পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধারাণীর সহিত তাঁহার সখীগণকে প্রদর্শন এবং সর্ব্বতীর্থসমূহকে সম্মানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সেই তীর্থে স্নান করিলেন। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথির অর্দ্ধরাত্রে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হয়। এদিকে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের এতদ্ লীলা শ্রবণ করিয়া অতি শীঘ্র সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্যামকুণ্ডের পার্শ্বে কঙ্কণ দ্বারা একটী কুণ্ড খনন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু শ্রীমতী নিজ সখীগণ সহ যে সরোবর খনন করিলেন তাহাতে জল

হইল না এবং কোন তীর্থেরও আগমন হইল না। তখন তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে চিন্তিত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার এই কুণ্ড হইতে জলগ্রহণ করিয়া তোমরা তোমাদের সরোবর পূর্ণ কর।" তাঁহারা অভিমানভরে-লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডের জল বৃষাসুরের স্পর্শজনিত পাপযোগহেতু পাতকযুক্ত, সুতরাং শ্যামকুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাঁহাদের সরোবর পূর্ণ করিলে তাহাও পাতকযুক্ত হইবে। সখীগণসহ শ্রীমতী বলিলেন যে, তাঁহারা সকলে মানসী গঙ্গার জল আনয়ন পূর্বক শ্রীরাধাসরোবর পূর্ণ করিবেন। শ্রীমতী রাধারাণী ও তৎসখীগণের এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিয়া তীর্থরাজকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তীর্থসমূহ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী তীর্থগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নিজকুণ্ডে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীমতীর আদেশপ্রাপ্তিমাত্র শ্যামকুণ্ডের জলবেগ তীরভেদপূর্বক শ্রীরাধাসরোবরে পতিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডকে পরিপূর্ণ করিল। এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রকট হইল। অদ্যাপি শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যভাগে তীরভেদের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারাই উভয় কুণ্ডের জল উভয় কুণ্ডে গমনাগমন করিয়া থাকে। যাঁহাদের শুদ্ধ বাস্তবে অপ্রাকৃত রসিকশ্রেষ্ঠ মুকুন্দ প্রভৃতি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্তশ্রবণজনিত অপ্রাকৃত বিচার উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই উপরিউক্ত লীলাকথার মাধুর্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন, নিজ বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা ইহা বুঝা যাইবে না।

শ্রীরাধাকুণ্ডের সকল দিকে ললিতাদি অষ্টসখীর মধুর কুঞ্জরাজি শোভিত। আবার শ্রীশ্যামকুণ্ডের সর্বদিকেও সুবলাদি নর্মসখাগণের কুঞ্জ বিরাজিত।

শ্রীরাধাকুণ্ড সর্বদিকে নিরুপম।
ললিতাদি অষ্টসখীর কুঞ্জ মনোরম॥
সুবলাদি কুঞ্জ শ্যামকুণ্ড সর্বদিকে।
দোঁহে বিলসয়ে যাতে অশেষ-বিশেষে॥
অরিষ্টকুণ্ডাখ্য শ্যামকুণ্ড সবে কয়।
এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয়॥

(ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীনন্দনগৌর। প্রকট করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আরিটগ্রামে আগমনপূর্বক আরিটগ্রামবাসিগণকে লুপ্ত শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেহই উক্ত লুপ্ততীর্থদ্বয়ের নির্দেশ করিতে পারিলেন না, এমন কি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে যে মাথুর বিপ্র আগমন করিয়াছিলেন, তিনিও এ সম্বন্ধে কোনও সন্ধান দিতে পারিলেন না। সর্বজ্ঞচূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভু লুপ্ততীর্থদ্বয়ের কথা সকলই জানিতেন এবং তাহা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড দুইটী ধান্যক্ষেত্ররূপে লুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ধান্যক্ষেত্রের স্বল্পজলে স্নানপূর্বক কুণ্ডকে নানাপ্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন এবং কুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া সর্বাঙ্গে তিলক করিলেন। তখন হইতেই গ্রামবাসী সকলেই লুপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের বার্তা জানিতে পারিলেন। গ্রামবাসী লোকসমূহ বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা এতকাল 'কালী' ও 'গৌরী' নাম দিয়া উক্ত ধান্যক্ষেত্রদ্বয় পালন করিতেছিলেন, এখন তাঁহারা এই অভ্যাগত মহাপুরুষের কৃপায় ইঁহাদের যথার্থ তথ্য অবগত হইলেন।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু কুণ্ডদ্বয়ের ঐরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া কুণ্ডদ্বয়কে জলপূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ স্বীয় ভক্তের মনোবাসনা জানিতে পারিয়া অলৌকিকভাবে ইহার ব্যবস্থা করিলেন। কোনও এক শ্রেষ্ঠী বদরিকাশ্রমে গমনপূর্বক শ্রীনারায়ণকে বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলে শ্রীনারায়ণ উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয়কে স্বপ্নযোগে জানাইলেন,—"তুমি এই অর্থগুলি ব্রজস্থ আরিটগ্রামে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট লইয়া যাও এবং আমার নাম করিয়া এই অর্থগুলি তাঁহাকে প্রদান কর। যদি তিনি এ সকল অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রজস্থ কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারের কথা স্মরণ করাইয়া দিও।' উক্ত শ্রেষ্ঠীমহোদয় এই আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আরিটগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সম্মুখে প্রণাম সহকারে উক্ত মুদ্রাসমূহের ভেট দিয়া শ্রীনারায়ণের আজ্ঞা তাঁহাকে জানাইলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রেষ্ঠীকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া অনতিবিলম্বে কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার করিবার জন্য বলিলেন। উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয়ও মহানন্দে শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে কুণ্ডদ্বয়ের সেবা করিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্বদক্ষিণদিকে শ্রীশ্যামকুণ্ড বিরাজমান। শ্যামকুণ্ডের মধ্যে শ্রীবজ্রনাভের আর একটি কুণ্ড আছে। প্রবাদ—যে সময় শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন, সেইসময় তিনি শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—'শ্রীমথুরাপুরীতে বজ্রনাভকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন কর।" তৎপরে বজ্রনাভ শ্রীমথুরা হইতে এখানে আসিয়া এই কুণ্ডকে অতি সুন্দরভাবে বন্ধন করিয়াছিলেন। শ্যামকুণ্ডের জল কমিলে এখনও শ্রীবজ্রনাভকুণ্ডটী শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যে দেখা যায়।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশন-ঘাট, ভ্রমরঘাট, অষ্টসখীর ঘাট, গয়াঘাট, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ঘাট, পঞ্চপাণ্ডব ঘাট, মানসপাবন-ঘাট, গোবিন্দঘাট, ঝুলনবট-ঘাট ও জাহ্নবা-ঘাট—এই কয়েকটী প্রসিদ্ধ ঘাটের কথা শুনা যায়।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি ও ভজনকুটীর, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের ভজনকুটীর এবং অন্যান্য ভক্তবর্গের স্থানও আছে। তথায় গোবর্দ্ধনশিলাও আছেন। কথিত আছে যে, শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্বভাগে গোপকূপনামে যে এক কূপ খনন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই শিলা উত্থিত হয় এবং সেই শিলা গোবর্দ্ধনের জিহ্বা বলিয়া স্বপ্নে বিদিত হওয়ায় গোবিন্দমন্দিরে তাহা নীত হয়। পরে শ্রীরাধাকুণ্ডের একস্থানে ঐ শিলা স্থাপিত হয়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম

পরিদৃশ্যমান জগতের সকলবস্তুর আকর 'বিষ্ণু'। সেই বিষ্ণুর মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত লুপ্ত-বিষ্ণু-পরিচয়কেই বিষ্ণু ব্যতীত অন্যবস্তু বলিয়া প্রতীতি হয়। যাঁহাদের সকল বস্তুর অভ্যন্তরে ও আকররূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান উপলব্ধির বিষয় হয় এবং সেই বিষ্ণুর সেবকসূত্রে সেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, তাঁহারাই আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে পারেন। যাঁহাদের দিব্যজ্ঞান নাই, তাঁহারা পাপে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' জানেন না, তজ্জন্য আরও বিষ্ণুবস্তুকে স্বীয় ভোগের উপাদান জানিয়া আপনাদিগকে 'অবৈষ্ণব' অভিমান করেন। বিষ্ণুসেবারত জনগণের বৃত্তিকেই 'বৈষ্ণব-ধর্ম' বলে।

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ দেহ ও মনের ধর্ম্মে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম যাজন করেন। পূর্ব্বকালে রুদ্র ও চতুঃসন, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। কলিকালে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক। জীবের ভোগ্যধারণায় ঈশ্বরের অনুভূতি জড়-নির্বিশেষবাদে আবদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সবিশেষ চিদ্‌বিলাসবাদী। দেহমনের দ্বারা প্রকৃত নিত্যসেবা হয় না। পরব্যোমে চিদ্‌বৃত্তির দ্বারা চিন্ময়বস্তু চিন্ময়ের সেবা করে।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজচরিত্র ও লীলায় এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত বিষয়টী কাল-প্রভাবে বিকৃত হইয়া অন্যাকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কথিত 'প্রেমে'র ধারণা কামে, 'অপ্রাকৃত-বিগ্রহ' অচিৎপিণ্ডে, 'সেবাপ্রবৃত্তি' ভোগপ্রবৃত্তিতে, 'পবিত্রতা' কুটিনাটীতে, 'স্বাধ্যায়' বণিগ্‌বৃত্তিতে, 'ভজন' ভোজনাদি ভোগে পরিণত অর্থাৎ সকল কথাই বিপরীত প্রতিপন্ন করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত সুনির্ম্মল বৈষ্ণব-ধর্ম্মটী সংক্ষেপে এই,—

(১) মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অপর নাম 'সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্ম'। তাঁহা জীবমাত্রের অহৈতুকী আত্মবৃত্তি; অতএব একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

(২) তাঁহার প্রচারিত বিমলধর্ম্মে কোনপ্রকার ব্যভিচারাদি অসচ্চেষ্টা নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলাই তাহার সাক্ষ্য।

(৩) তিনি শ্রীবিগ্রহ ও ভাগবতকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিগ্রহ বা ভাগবতাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম।

(৪) মহাপ্রভু ভক্ত ও ভগবান্‌কে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা বৈষ্ণবকে কোনপ্রকারে অসম্মান করিবেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর মতে নিরয়-গামী। মহাপ্রভু বলেন, বৈষ্ণবনিন্দার মত অপরাধ আর নাই, সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করিলে আর সেই অপরাধের ক্ষমা নাই।

(৫) মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক মনুষ্যমধ্যে গণ্য করেন না বলিয়া বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক জাতিকুলের অন্তর্গত মনে করাকে তিনি অপরাধের চরমসীমা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসকে প্রচারকের আসন ও স্বয়ং রায়রামানন্দের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার লীলা-প্রদর্শন, শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে অদ্বৈতাচার্য্যকে ঠাকুর হরিদাস ও মুকুন্দের সহিত একত্র ভোজনের আজ্ঞাপ্রদান, ঠাকুর হরিদাসকে অদ্বৈত-প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান প্রভৃতি আচার দ্বারা স্বীয়বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৬) মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার অদীক্ষিত অবস্থার পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। বৈষ্ণবী দীক্ষা-বিধানের দ্বারা নরমাত্রেই বিপ্রত্ব লাভ করেন।

(৭) মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই বৈরাগ্যপ্রধান। তাঁহার গৃহত্যাগী ভক্তগণই 'গোস্বামী' নামে পরিচিত। ষড়্‌গোস্বামী তাঁহার সাক্ষ্যস্থল। গোস্বামী উপাধিকে তিনি জাতিগত বা শৌক্রগত বিচার করেন নাই।

(৮) মহাপ্রভু জীবকুলকে বৈষ্ণব সদ্‌-গুরুর পদাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। মহা-কুলপ্রসূত পণ্ডিতও যদি অনন্যকৃষ্ণশরণ না হন, তাহা হইলে তিনিও গুরুপদবাচ্য

করেন। ঐরূপ কৌলিক, লৌকিক গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবসদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(৯) মহাপ্রভু অসৎসঙ্গত্যাগকেই 'বৈষ্ণবাচার' বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর উপদেশে অসৎসঙ্গ দ্বিবিধ, (১) স্ত্রীসঙ্গ ও (২) কৃষ্ণের অভক্তগণের সঙ্গ।

(১০) মহাপ্রভু মায়াবাদ নিরাস করিয়াছেন। মায়াবাদ শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের বিপরীত মতবাদ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর বিচারই তাঁহার সাক্ষ্যস্থল।

(১১) মহাপ্রভু বিষ্ণুকে জগৎকারণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। শক্তিকে জগৎকারণ বলেন নাই।

(১২) মহাপ্রভু দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদর করেন নাই। "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"—ইহাই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

(১৩) মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ এবং শ্রীনামভজনকেই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(১৪) মহাপ্রভু 'নামাপরাধ' ও 'নামাভাস' হইতে নামের পার্থক্য বিচার করিয়াছেন।

(১৫) মহাপ্রভু "জীবে দয়া" প্রচার করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার জীবহিংসার নিষেধ করিয়াছেন।

(১৬) মহাপ্রভু সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন প্রচারের আদেশ করিয়াছেন কিন্তু প্রচারের নামে অন্যাভিলাষ পোষণ বা ব্যবসায়াদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১৭) মহাপ্রভুর উপদেশে 'প্রেম'ই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং সেই প্রেম জগতের যাবতীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পৃথক্।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত এইরূপ সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ত্তমানে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্য ভগবানের ইচ্ছায় কতিপয় ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ নিরপেক্ষ ভগবৎসেবক কলিকাতায় 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ' শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে 'শ্রীচৈতন্যমঠ' প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র এবং আচারবান্ ও আদর্শচারিত্র বৈষ্ণবগণের আবাসস্থান স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। বেদান্ত-শ্রীভারতাদি শাস্ত্রের পঠনপাঠন, ছাত্রগণকে হরিসেবাময় আদর্শ জীবনযাপন করিবার সুযোগ প্রদানের সহিত হরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে সুনিপুণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্বকালে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জগতের অশেষ মঙ্গলবিধান করিতেছেন। কিন্তু প্রপক্ষে প্রতিপক্ষের অভাব না থাকায় তাঁহাদের কার্য্যেও দোষারোপ করিবার জন্য কতিপয় ব্যক্তি চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে অসম্মান তাঁহাদিগকে অপরের চক্ষে ঘৃণিত করিবার প্রয়াস প্রভৃতিও প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। যাঁহারা জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিলে সমাজের উন্নতি ও সুখ সম্পাদিত হয়।

সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল

——::[*]::——

পরমদুর্ল্লভ এবং পরমদুর্ল্লভফল অকিঞ্চনাখ্য সাক্ষাৎ ভক্তিরূপ ভগবৎসাম্মুখ্য কিরূপে লব্ধ হইতে পারে, তাহাই বলিবার জন্য প্রথমতঃ সাম্মুখ্যমাত্রের কারণ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—"হে ভগবন্! ভ্রমণশীল জীবের যেকালে ভবাপবর্গ হয়, তখনই সৎসঙ্গ লাভ হয় এবং যেকালে সৎসঙ্গ লাভ হয়, সেই সময়েই স্থাবরজঙ্গমের অধিষ্ঠাতা সদ্গতিস্বরূপ আপনার প্রতি তাহার রতি জন্মিয়া থাকে।"

যেকালে "ভ্রমণশীল" অর্থাৎ সংসারে যাতায়াতকারী জীবের "ভবাপবর্গ" অর্থাৎ উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখনই সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। এস্থলে "যখন সাধুসঙ্গ হয়, তখনই ভবাপবর্গ হয়" এইরূপ বলাই উচিত ছিল, যেহেতু ভবাপবর্গ অর্থাৎ ভববন্ধনাশের প্রতি সৎসঙ্গই কারণস্বরূপ বলিয়া তাহারই পূর্ব্বসত্তা আবশ্যক হয়, কিন্তু এস্থলে তাহা না বলিয়া "যখন ভবাপবর্গ হয়, তখন সৎসঙ্গ লাভ হয়" এইরূপ কার্য্যকারণের বিপর্য্যয়-কথনদ্বারা সৎসঙ্গটী অবশ্য অপেক্ষণীয়রূপে স্থাপিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ নলকুবর ও মণিগ্রীবকে বলিয়াছিলেন যে,—"সূর্য্যের দর্শনে যেরূপ লোকের নেত্রবন্ধন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সমচিত্ত, বিশেষতঃ আমার প্রতি অর্পিতচিত্ত সাধুগণের দর্শনে জীবের ভববন্ধন বিনষ্ট হইয়া থাকে।" অতএব আলঙ্কারিকগণ এই শ্লোকটিকে 'অতিশয়োক্তি'-নামক অলঙ্কারের চতুর্থভেদের উদাহরণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

'অতিশয়োক্তি'-নামক অলঙ্কারের বিবরণ-প্রসঙ্গে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"কার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে কারণের ক্ষিপ্রকারিতা প্রতিপাদনের জন্য কারণের পূর্ব্বে কার্য্যের উক্তি হইলে, তাহা চতুর্থপ্রকার 'অতিশয়োক্তি' হইয়া থাকে।"

এবিষয়ে হেতু এই যে—যখন সৎসঙ্গ হয়, তখনই স্থাবর-জঙ্গমাধিষ্ঠাতৃস্বরূপ আপনার প্রতি জীবের মতি জন্মিয়া থাকে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে—ভগবজ্জ্ঞানের অনাদিসিদ্ধ যে প্রাগভাব জীবের ভগবদ্বৈমুখ্যজনক হয়, তাহার নাশ হইতে ভগবৎসাম্মুখ্যকারী ভগবজ্জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব শ্রীবিদুর বলিয়াছেন,—"দৈববশতঃ অধর্ম্মশীল, কৃষ্ণবিমুখ, অত্যন্ত দুঃখিত জনগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ জনার্দ্দনের প্রিয়মঙ্গলালয় সাধুগণ এই জগতে নিশ্চয়ই বিচরণ করেন।"

এস্থলে "দৈববশতঃ অধর্ম্মশীল"—এই বাক্যে প্রাক্তন-কর্ম্মহেতু ভগবদ্ধর্ম্মরহিত পুরুষের উক্তি হইয়াছে। মূলশ্লোকে "যর্হি" (যেকালে) "তর্হ্যেব" (সেইকালেই) এইরূপ উক্তিহেতু কালবিলম্ব ব্যতিরেকেই তদ্বিষয়িণী মতির উদয় প্রতিপাদিত হইতেছে। "তর্হ্যেব" এই বাক্যে "এব" শব্দের প্রয়োগহেতু সেই কালেই হয়, পরন্তু অন্তকালে কদাপিও হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে।

অতএব তদ্বিষয়িণী মতির হেতু বলিতেছেন—"সদ্গতিরূপ" অর্থাৎ যে যে স্থানে "সৎ"-পুরুষগণ সঙ্গত হন, সেই স্থানেই "গতি" অর্থাৎ প্রকাশ যাঁহার, তাদৃশ আপনার প্রতি মতি হইয়া থাকে।

এসম্বন্ধে ইতিহাস-সমুচ্চয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"হে নৃপতে! যেস্থানে বিষয়রাগাদিশূন্য বাসুদেবপরায়ণ ভক্তগণ বাস করেন, সেইস্থলে বিষ্ণু সন্নিহিত থাকেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" অথবা "সদ্গতিস্বরূপ"—এই বাক্যে "সজ্জনগণের গতি" এইরূপ অর্থ করিলেও তিনি অসদ্গণের গতি নহেন, এইরূপ অর্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে।

অতএব সদ্ব্যক্তির সঙ্গদ্বারাই অন্যেরও ভগবৎপ্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত হয়। সুতরাং এই ব্যাখ্যায়ও পূর্ব্ববৎ তাৎপর্য্য জ্ঞাতব্য।

পিঙ্গলা-নাম্নী বেশ্যারও যে সৎসঙ্গ হইয়াছিল, তাহা "এই বিদেহ-নগরীতে আমিই একমাত্র মন্দবুদ্ধি রমণী" ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীর টীকাতেও উক্ত হইয়াছে,—"হায়! সৎসঙ্গতি-সত্ত্বেও আমার এইরূপ মোহ বর্ত্তমান রহিল"—এই অভিপ্রায়েই তৎকর্ত্তৃক "এই বিদেহনগরীতে" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (এই পর্য্যন্ত টীকার বাক্য)।

অতএব যেস্থলে সৎসঙ্গ উপলব্ধ হয় না, তথায়ও বর্ত্তমান জন্ম-সম্বন্ধী বা পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধী অথবা পরম্পরা-সম্বন্ধজাত সৎসঙ্গ অনুমেয় হইয়া থাকে, যেহেতু সৎসঙ্গ ব্যতীত শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীনারদাদি ভক্তগণকে দর্শন করিয়াছেন, তাদৃশ দেবতা প্রভৃতির শ্রীনলকূবরাদির ন্যায় স্থাবরত্বপ্রাপ্তি কুত্রাপি শ্রুত হয় না, অতএব এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, পুরুষের যদি অপরাধ থাকে, তাহা হইলে সেই অপরাধ-দোষবশতঃ যাঁহারা সজ্জনগণের বিষয়ে অনাদরযুক্ত এবং সাধারণ পুণ্যাদিদৃষ্টিশালী হইয়া থাকে। এস্থলে তাদৃশ অপরাধের শাস্তি এবং সৎসঙ্গের ভগবৎসাম্মুখ্য-জননবিষয়ে ভগবানের কৃপা-সাহায্য অপেক্ষণীয়। যদিও সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ বটে, তথাপি অপরাধ সেস্থলে প্রতিবন্ধক। এস্থলে ভগবৎ-কৃপাসাহায্যে প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়। যাঁহারা নিরপরাধ তাঁহাদের সৎসঙ্গদ্বারাই পরমোত্তম দৃষ্টি লাভ হইবার পর অনন্তর চিত্ত সজ্জনগণের প্রতি সাবধান না থাকিলেও সৎসঙ্গমাত্রই ভগবৎ-সাম্মুখ্যবিষয়ে কারণ হইয়া থাকে। অতএব সাপরাধ পুরুষগণকে লক্ষ্য করিয়াই অজ্ঞানজ্ঞ দেবগণ এইরূপ বলিয়াছেন,—"যাহাদের অসদ্বৃত্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিদূরিত করিয়াছে, হে পরেশ! হে উরুগায়! আপনার পদবিন্যাস-লক্ষ্মী সঙ্গী পুরুষগণ নিশ্চিতই তাহাদিগকে দর্শন করেন না।"

"আপনার পদবিন্যাস-লক্ষ্মীসম্বন্ধী পুরুষগণ" অর্থাৎ তাদৃশ ভক্তগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে "দর্শন" অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি-বিষয়ীভূত করেন না। কাহাদিগকে দর্শন করেন না, তাহা বলিতেছেন—যাহাদের "অসদ্বৃত্তি" অর্থাৎ সাপরাধ চেষ্টাশীল ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিদূরিত করিয়াছে অর্থাৎ যাহারা বহির্ম্মুখ, তাহাদিগকে। এস্থলে 'অসদ্বৃত্তি'-শব্দে সাধারণ অসদ্বৃত্তি গৃহীত হয় নাই। যেহেতু তাহা হইলে ভগবানের কৃপার পূর্ব্বে সকলেরই অসদ্বৃত্তির অস্তিত্ব নিবন্ধন "জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাৎ" ইত্যাদি বিদুরোক্ত শ্লোকে অসদ্বৃত্তিশীল জীবের প্রতি যে কৃপাদৃষ্টি হয়, তাহাও না হইতে পারে। অতএব সাধারণতঃ অপরাধের অভাবে তাঁহাদের কৃপা হইয়াই থাকে। সাধুগণের কৃপালাভবিষয়ে নিজের মনোযোগ না থাকিলেও এমন কি, প্রবৃত্তির অভাবসত্ত্বেও সাধুসঙ্গমাত্র হেতুই তাহাদের ভগবানে মতি হইয়া থাকে।

যেস্থলে স্বাধীনতাপ্রযুক্ত সাধুগণ অপরাধীর প্রতিও দয়া প্রকাশ করেন, সেস্থলে সে দয়া কেবল নলকুবর বা সাধারণ দেবতাগণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের জন্যই জানিতে হইবে, পরন্তু সমস্ত অপরাধীর সম্বন্ধে নহে। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে উপরিচরবসুর বৃত্তান্তে উক্ত হইয়াছে যে,—সেই উপরিচরবসু দেবগণের সাহায্যার্থ দৈত্যগণকে বধ করিয়া পরে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ভগবদ্ধ্যানহেতু, পাতালপুরে প্রবেশ করেন। তৎকালে তিনি নিদ্রাভিভূত হইলে দৈত্যগণ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াও তাঁহার প্রভাবে অস্ত্রহস্তে স্তম্ভিতভাবেই অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর দৈত্যগণ ব্যর্থশ্রম হইলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের উপদেশানুসারে উপরিচরবসুকে পাষণ্ডমার্গ-সম্বন্ধী উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হই। দৈত্যগণ তাঁহার কৃপায় ভগবৎ … হইয়া ছিল। অতএব … উক্ত হইয়াছে যে,—"বহুজন্মকৃত সংসার হইতে উৎপন্ন পাপরাশি বিনষ্ট

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

হইলে জীবগণের শ্রীকৃষ্ণাভিমুখী মতি উদিত হয় না।" এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্তের কৃপাতেই যদি সংসার-বন্ধন নাশ হইয়া মুক্তি হয়, তাহা হইলে—"এই সংসারবদ্ধ দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। হে দেব! সংসারে পরিভ্রমণশীল ইহাদের আপনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় নাই"—এই বাক্যে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের সমস্ত সংসারিগণের প্রতিই যে কৃপা দৃষ্ট হইতেছে, সেই কৃপাবশতঃ সকলেরই মুক্তি হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে—জীব অনন্ত বলিয়া তৎকালে সকল জীবের কথা তাঁহার স্মরণ হয় নাই, পরন্তু তিনি যাঁহাদিগকে দর্শন বা যাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহাদের কথাই তৎকালে স্মরণ হওয়ায় তদীয় অনুগ্রহবশতঃ তাঁহাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী জানিতে হইবে। তাঁহার উক্তিতে "দীনান্" এই পদস্থিত "এতৎ"-শব্দের প্রয়োগদ্বারা নির্দ্দিষ্ট কতিপয় জীবেরই প্রতিপাদন হইয়াছে। এইরূপ অন্য সংসারিগণের সম্বন্ধেও তৎকীর্ত্তন এবং তৎস্মরণদ্বারাই কৃতার্থতাপ্রাপ্তিরূপ বর শ্রীনৃসিংহদেব কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন। যথা "হে প্রহ্লাদ! যে মানব তোমাকে ও আমাকে স্মরণ করিয়া তোমার রচিত মদ্বিষয়ক এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিবে, সেই ব্যক্তি কালক্রমে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।" যে তোমাকে কীর্ত্তন করিবে, তাহারই মুক্তি হইবে, অতএব তুমি কৃপাপূর্ব্বক যাহাদিগকে স্মরণ করিবে, তাহাদের বন্ধন-মুক্তিবিষয়ে আর আশঙ্কা কি?—ইহাই বাক্যের তাৎপর্য্য।

অতএব ভগবদ্বিষয়ক রতির প্রতি সৎসঙ্গই আদি কারণরূপে সিদ্ধ হইল। ইহা যুক্তিসঙ্গতও হয়, যেহেতু যাহাদের অনাদিসিদ্ধ ভগবদ্বিষয়ক অজ্ঞানাত্মক ভগবদ্বৈমুখ্য বর্ত্তমান, তাহাদের সৎসঙ্গ ব্যতীত ভগবদ্বিষয়ে মতি সম্ভবপর হয় না। অতএব উক্ত হইয়াছে যে,—"তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থিতিরহিত, শ্রুতিগণও পরস্পর বিভিন্ন, এমন মুনি নাই, যাহার মত বিভিন্ন নহে; সুতরাং ধর্ম্মের তত্ত্ব অতীব গুপ্ত বলিয়া মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পথ বলিয়া জানিতে হইবে।" এইরূপ শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের বাক্যে "গৃহব্রতিগণের পর হইতে অথবা নিজ হইতে কিম্বা তাহাদের পরস্পর হইতে কখনও কৃষ্ণবিষয়ে মতি জন্মিতে পারে না।"—এইরূপে উপক্রমপূর্ব্বক উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে—"যেকাল পর্য্যন্ত নিষ্কাঞ্চিত্ত-বিশিষ্ট পুরুষ নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পাদরজোঽভিষেক বরণ না করেন, সে পর্য্যন্ত অনর্থ-নিবৃত্তিকারিণী মতির উদয় হয় না।"—এইরূপ কৃষ্ণবিমুখ-জন্যাদিদ্বারাও ভগবৎ-সাম্মুখ্য লাভ হইবে না। শ্রুত্যাদিতেও উক্ত হইয়াছে যে—"তিনি ধর্ম্ম হইতে দূরে, অধর্ম্ম হইতে দূরে, কৃতাকৃত (কার্য্যাকার্য্য) হইতে দূরে এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন।" "ব্রাহ্মণগণ সেই আত্মাকে বেদবাক্য, যজ্ঞ, দান ও দুষ্কর তপস্যাদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন"—এই সকল শ্রুতি ভগবৎসাম্মুখ্যরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসমূহেরই কীর্ত্তন করিতেছেন। অতএব সেই ভগবৎ-সাম্মুখ্য কিরূপে সংঘটিত হয়, এই প্রশ্নই পুনরায় উত্থিত হইতেছে। তাহার উত্তর এই যে—ভগবৎ-কৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্য-বিষয়ে প্রাথমিক কারণস্বরূপ, পরন্তু তাহা গৌণ। যেহেতু ভগবদ্-বিমুখজনগণ অনন্ত দুরন্ত সাংসারিক সন্তাপ-তপ্ত হইলেও তাহাদের প্রতি ঐ ভগবৎকৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হয় না, কারণ তাহা অসম্ভব। যেহেতু পরের দুঃখ স্বকীয় চিত্তে আরূঢ় হইলেই কৃপারূপ চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বদাই পরমানন্দসম্পূর্ণ ও নিষ্পাপ বলিয়া শ্রুতিতে জীব অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব তেজোরাশি-বিশিষ্ট সূর্য্যের যেরূপ অন্ধকার-সংযোগ সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ ভগবানের চিত্তে তমোময় দুঃখের সংস্পর্শ সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া ভগবানের চিত্তে কখনও কৃপার উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব তিনি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান, অননুষ্ঠান কিম্বা বিপরীত অনুষ্ঠানে সমর্থরূপে বিরাজমান থাকিলেও তদ্বিমুখ-পুরুষের কখনও তাঁহা হইতে সংসার-সন্তাপের শান্তি হয় না। অতএব অবশেষে সৎপুরুষগণের কৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্যবিষয়ে মুখ্য কারণরূপে উপলব্ধ হইতেছে। যদ্যপি সজ্জনগণও তৎকালে সংসার-দুঃখকর্ত্তৃক স্পর্শের অযোগ্য, তথাপি জাগ্রদবস্থাপন্ন পুরুষ যেরূপ স্বপ্ন অনুভূত দুঃখের স্মরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাধুগণও তাহাদের পূর্ব্বকালীন সংসার দুঃখ স্মরণ করিয়াই সাংসারিকগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। যেরূপ শ্রীনারদের নলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি কৃপা হইয়াছিল। অতএব প্রস্তাবিত বিষয়েও সাংসারিক দুঃখ ভগবৎ-কৃপার কারণ নহে, পরন্তু যেস্থলে—"তিনিই এসংসারে আমার একমাত্র শরণ" এইরূপ দৈন্যাত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই স্থলেই ভগবৎকৃপা হইয়া থাকে। গজেন্দ্রাদির মোচনে তাহার অন্বয় দৃষ্টান্ত এবং নারকী প্রভৃতির উদ্ধারে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত জ্ঞাতব্য। এই শক্তি দৈন্যসম্বন্ধ-অধিক উচ্ছলিতা হয় বলিয়া দৈন্যস্থলে কৃপাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের যে কৃপা সাধুজনে বিদ্যমান, তাহাই সৎসঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই হউক অথবা সৎকৃপাকে আশ্রয় করিয়াই হউক অপর জীবে সংক্রামিত হয়, পরন্তু স্বতন্ত্রভাবে হয় না, ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। ভাগবতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"হে দ্যুমন্! সর্ব্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন সাধুগণ আপনার পাদপদ্ম-তরণী আশ্রয়পূর্ব্বক অক্লেশে দুস্তর অজ্ঞানক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ঐ তরণী ভবার্ণবপারে সংস্থাপনপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়াছেন। হে ভগবন! আপনি সদনুগ্রহশীল হইয়া থাকেন"। "হে দ্যুমন্!" অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ! আপনার পাদপদ্মরূপ যে তরণী ভবার্ণব-তরণযোগ্যা, তাহা ভবার্ণব-পারে "সংস্থাপনপূর্ব্বক" অর্থাৎ পরবর্ত্তী জন-গণের জন্য প্রকাশ করিয়া (গমন করিয়াছেন)। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত চরণ-তরণী ভগবান্ নিজেই প্রকাশ করেন না কেন? তদ্বিষয়ে ভক্তগণের অপেক্ষা করেন কেন? তাহাই বলিতেছেন—"আপনি সদনুগ্রহশীল" অর্থাৎ সজ্জনগণদ্বারাই অন্য পুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অথবা সজ্জনগণই আপনার মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ অর্থাৎ আপনার যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করে, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্যরূপে নহে। স্কন্দপুরাণেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"হে ভগবন্! আপনার চরণযুগল জীবগণের পাপ নাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা ভবদীয় যশঃ-সলিলে এবং পাদপদ্মজাত গঙ্গা-সলিলে আভ্যন্তরিক ও বাহ্য স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুতরাং ভূতগণের প্রতি দয়াশীল, রাগাদিরহিত এবং সুশীল হইয়া থাকেন। আমাদের এতাদৃশ সাধুগণের সঙ্গলাভ হউক। এইরূপ সঙ্গলাভ আপনারই অনুগ্রহ

"সদনুগ্রহ" এই পদে সদ্গণের প্রতি অনুগ্রহ আছে যাঁহার, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও তদ্বিমুখ অসজ্জনের প্রতি অনুগ্রহের অভাবই প্রতীত হয় বলিয়া সেস্থলে সজ্জন-দ্বারাই উক্ত চরণের প্রকাশ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব "মধুসূদন যে জায়মান পুরুষকে দর্শন করেন, তিনি সাত্ত্বিক হইয়া নিশ্চিতই মোক্ষার্থ লাভ করেন"—এই মোক্ষ-প্রতিপাদক বাক্যও সৎসঙ্গের পর যে জন্ম হয়, সেই জন্মসম্বন্ধে জানিতে হইবে।

সজ্জনগণের স্বেচ্ছাচারিতাই সৎসঙ্গের হেতুরূপে জ্ঞাতব্য—অন্য কোন বস্তু তাহার হেতু নহে। এ বিষয়ে ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—"তাঁহারা একদা স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করিতে করিতে নিমি রাজার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন।"

"তাঁহারা" এই পদের অর্থ সেই নব-যোগীন্দ্রগণ, "যদৃচ্ছায়" অর্থাৎ স্বাধীনভাবে পরন্তু অন্য কোন কারণে নহে। "যদৃচ্ছা" শব্দের অর্থ—স্বৈরতা। সদ্গণকে পরমেশ্বর যে নিয়োগ বা প্রেরণ করেন, তাহাও সদ্গণের ইচ্ছানুসারে জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে "স্বেচ্ছাময়স্য" (ইচ্ছাময়ের) ও "অহং ভক্তপরাধীনঃ" (আমি ভক্তের অধীন) ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

চিত্রকেতু মৃত-পুত্রের জন্য শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে অঙ্গিরা ঋষি নারদের সহিত চিত্রকেতুর ভবনে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হে রাজন্ তুমি দুস্তর পুত্রশোকে মগ্ন হইয়াছ জানিতে পারিয়া তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য শ্রীনারদ ঋষি এবং আমি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি ব্রহ্মণ্য এবং ভগবদ্ভক্ত; সুতরাং তোমার ঈদৃশ শোকে মোহিত হওয়া উচিত নহে

সাধুগণের কৃপা জীবের দুরবস্থা-দর্শনে উৎপন্ন হয়, এ-বিষয়ে জীবের পক্ষে সাধুগণের উপাসনাদির অপেক্ষা নাই। যেরূপ—নল-কূবর এবং মণিগ্রীবের দুরবস্থা-দর্শনেই তাহাদের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা হইয়াছিল অতএব বলিতেছেন—যাঁহারা দেবতাগণকে যে ভাবে ভজন করেন, ছায়াতুল্য কর্ম্মসখায় দেবগণও ভজনকারীকে সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধুগণ সেরূপ নহেন, তাঁহারা দীন-বৎসল।"

সৎসঙ্গই জীবের পরমসংস্কারের হেতু বলিয়া তাহার জন্য অন্য কোন সংস্কার-হেতুর অপেক্ষা নাই। যেহেতু বলিয়াছেন—"পবিত্র জলময় স্থানসমূহই বস্তুতঃ তীর্থ নহে এবং মৃত্তিকা ও শিলাময়ী মূর্ত্তিসমূহই বস্তুতঃ দেবতা নহেন, যেহেতু তাঁহারা জীবকে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন, পরন্তু সাধুগণ দর্শন-মাত্রই সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন।"

বোম্বেতে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে বোম্বে মহানগরীস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবর্গ সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ-কীর্ত্তনাদিমুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন

গত ৫ই অক্টোবর বোম্বের সহরতলি মাতুঙ্গা নামক স্থানীয় আস্তিকসমাজ হলের সদস্যবর্গের সাদর আহ্বানে আহূত হইয়া শ্রীমঠসেবকগণ তথায় উপস্থিত হন। শ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "The means and the goal of life" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় ১॥ ঘণ্টা-কাল একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ও শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবের প্রতি অনর্পিত দয়া ও শিক্ষার কথা এবং আচারব্যবহার কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে হরিকথা শুনিবার আবেদন জ্ঞাপন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈ

১৬শ বর্ষ ১৩ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১লা কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৮ই অক্টোবর, ইং ১৯৪১, শনিবার ১৭৯-৮০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ দামোদর অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•::——

যেখানে মাপিয়া লইবার বুদ্ধি, সেইখানেই মায়া, কৈতব বা ছলনা। অধোক্ষজ-বস্তু কখনও মেয় হন না। তিনি প্রকৃতির মেয় বা তাহার আয়ত্ত হইতে পারেন না, ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম। যাহারা মাপিতে যায়, তাহাদের চেষ্টা চিরকালই ব্যর্থ হয়। সমস্ত জগতের লোক তাহাদের প্রশংসা করিলেও তাহারা অপ্রাকৃত বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না। যখন ভগবান্‌কে মাপিয়া লইবার চেষ্টা হয়, তখনই তিনি নিজেকে লুক্কায়িত রাখেন, মায়াদ্বারা আচ্ছাদন করেন। আর যাঁহারা নিজ-বলচেষ্টার প্রতি ভরসা ছাড়িয়া দীনচিত্তে ভগবানের চরণে প্রপন্ন হন, ভগবান্ সেই কাঙ্গাল অকিঞ্চনগণকে নিজের স্বরূপ দয়া করিয়া দেখান।

হরিকথা প্রসঙ্গ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখপদ্মের সহিত শ্রবণকারীর শ্রবণেন্দ্রিয়ের ঠিক যোগাযোগ হইলে তবে কৃষ্ণানুশীলন ঠিক হয়, নচেৎ শ্রবণে অনেক বাধা আসিয়া শ্রবণকারীকে বিব্রত করিয়া তুলে। ...তত্ত্ব জানিতে হইলে ভগবানের নিজজনের নিকট সম্পূর্ণ শরণাগত হইতে হইবে। নিরনর্থ না হইলে শ্রবণ সুষ্ঠু হইবে না। ...প্রবৃত্ত ব্যক্তিই প্রকৃত নিবৃত্তানর্থ। অর্থ-...যে পরিমাণে হয়, অনর্থও সেই পরিমাণে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রবণকারী যদি শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে তাঁহার একমাত্র বান্ধব বলিয়া জানিতে না পারে, সাধুরূপী ভগবৎ কৃপার প্রতি নির্ভরতাই তাহার মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়, ইহা বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে মঙ্গললাভ সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। অকিঞ্চন ব্যতীত অপরে ভগবৎকৃপারূপী সাধুর প্রতি নির্ভর করিতে পারেন না। ভগবৎকৃপার প্রতি যাহার বিশ্বাস বা নির্ভরতা নাই, তাহার সাধুতে বিশ্বাস হয় না। যেখানে সাধুদর্শন, সেইখানেই হরিসঙ্গ বা হরিভজন। সাধুদর্শনের মধ্যে—গুরুদর্শনের মধ্যে ভোগ্যদর্শন নাই, সেখানে হরিসম্বন্ধি-দর্শন প্রবল। ইন্দ্রিয়-তর্পণই সংসার বা মৃত্যু। ইহার মূলে ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা। উন্মুখের কৃপা ও সঙ্গ ছাড়া এই বহির্ম্মুখতা যাইবে না। সেইজন্য সাধুগুরুর প্রতি নির্ভরতা ও অভিনিবেশ বিশেষ আবশ্যক। আবৃত অনাবৃতকে বুঝিতে পারে না। অনাবৃতই অনাবৃতের সন্ধান পায়। সুতরাং কি করিয়া সাধুর কৃপা পাইব, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ উৎকণ্ঠা থাকা দরকার। কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে একমাত্র সাধুগুরুই রক্ষা করিতে পারেন, অপরের সাধ্য নাই। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ-কৃপা-শোভা তাঁহার কৃপায় উপলব্ধির বিষয় হইলে রুচিপরায়ণ হওয়া যায়; তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিচার-প্রধানমার্গে বিচরণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের নিকট কৃপা প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে, নতুবা মঙ্গলের আশা নাই।

সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তন করিতে হইবে। সংকীর্ত্তনই চেতনের বৃত্তি বা ধর্ম্ম। সংকীর্ত্তনের মধ্যে সম্ভোগের কোন কথা নাই, তাহা বিরহ-দ্যোতক। নিজেকে শ্রীনামের ভোগ্য-সেবক-দৃশ্য-দাস-জ্ঞান না হইলে হরিনামকীর্ত্তন কি করিয়া হইবে? যেখানে এই অপ্রাকৃত অভিমান আছে, সেখানে প্রাকৃত জাগতিক অভিমান থাকিতে পারে না। ভোগ-ত্যাগ-স্পৃহাই কদর্য্য, আর বিপ্রলম্ভই সৌন্দর্য্য। যিনি শুদ্ধ কীর্ত্তন করেন, তিনিই সুন্দর। সুন্দর না হইলে শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীনামের কীর্ত্তন সুষ্ঠুভাবে করা যায় না।

হরিগুরু বৈষ্ণব যদি সত্যসত্যই কাহারও সেবা গ্রহণ করেন এবং তিনি যদি ব্যক্তিগত-ভাবে আমার বিদ্বেষও করেন, তথাপি আমি যেন তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্রও কোন-ভাবে বিদ্বেষভাব পোষণ না করি। আমি যেন সর্ব্বক্ষণ দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া আশ্রয়-বিগ্রহের নিত্য আশ্রিত থাকিতে পারি। যেখানে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে নিত্যকাল বিষয়বিগ্রহের সেবার বিচার প্রবল, তাহাই নবদ্বীপাভিন্ন শ্রীব্রজধাম। যাঁহারা 'গোপ' অর্থাৎ কৃষ্ণ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ পালন করেন, কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করেন—এইরূপ শতকরা শত-পরিমাণ সহজাত বিশ্বাসে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, শ্রীনামের প্রতি যাঁহাদের রুচির উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের নিত্য আনুগত্যে যদি নিষ্কপটে অহৈতুকী সেবা করিবার লোভ উপস্থিত হয়, তবেই শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপে অবস্থানের সৌভাগ্য হইয়া থাকে। গৌরধাম বড় দয়াল, মহাবদান্য। গৌরধাম ও ব্রজধাম অভিন্ন। গৌরধামের কৃপা না হইলে ব্রজে যাওয়া যায় না। গৌরজনের আনুগত্য বাদ দিয়া গৌরধাম ও ব্রজধাম কোন ধামেরই সেবা হয় না। সাধুগুরুর আনুগত্য বাদ দিয়া ভজনের আড়ম্বর ছলনা মাত্র।

গৌরধাম ও ব্রজধাম অভিন্ন। উভয়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। গৌরধামের দয়ার তুলনা নাই। দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলে গৌরাভিন্ন শ্রীগৌরধামের কৃপা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। গৌরধামের কৃপা হইলে গৌরসেবা মিলিবে। গৌরধাম চেতন—অমাটিয়া। ধামের কৃপা না হইলে ধামীর কৃপা পাওয়া যাইবে না।

বৈকুণ্ঠবস্তু কথা, শব্দ, উপদেশ ও শিক্ষাকারে এখানে আসেন। গুরুর নিকট হইতে সে জিনিষ পাওয়া যায়। গুরুদেব ভগবান্‌কে দেন। শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরু হরিকথা উপদেশ করেন—ভজন শিক্ষা দেন। দীক্ষাগুরু মন্ত্রদান করেন। মন্ত্রগ্রহণ করিলে গুরুর নিকট শ্রবণ করিতে হয়। শ্রবণের পর কীর্ত্তন হয়। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে আচরণ হওয়া চাই, তবে কীর্ত্তন হইবে। আচার না করিলে প্রচার হয় না। শ্রবণ বা আচার না হইলে কীর্ত্তন বা প্রচার কি করিয়া হইবে? আচরণ শোধিত হয় শ্রবণ দ্বারা। সাধুগুরুর কথা বা উপদেশ নিজজীবনে আচরণ বা পরীক্ষা করিলেই মঙ্গল হয়। তখন সেবার বিচার ব্যতীত অন্য কোন বিচার আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তখন হৃদয়ে খুব দৃঢ়তা আসে। আচার যত শুদ্ধ হইবে, কীর্ত্তনের অধিকারও তত হইবে। আনুগত্য না থাকিলে [illegible] হয় না [illegible] আনুগত্যই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। হরিকথা শ্রবণ করিলে ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য প্রভুত্বকামনা বা অচেতনবস্তুর কামনাসমূহ দূর হইয়া যায়। ভগবানের অতি সুন্দর রূপ ও চেহারা আছে। [illegible] সহিত হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে [illegible] হইলে বিশুদ্ধচিত্তে সেই আনন্দময় স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হয়—ভগবানের আবির্ভাব হয়।

কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য সুখবাঞ্ছাই মল। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা হইলে মন

নির্ম্মল হইবে, বিষয়মল তখন আর থাকিবে না। শ্রবণ করিতে করিতে সদঙ্কস্থান লাভ হইবে। তৎফলে ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক টান বা প্রীতি, যাহা আমাদের স্বরূপের বৃত্তি বা ধর্ম্ম, তাহা জাগ্রত হইবে।

শ্রীধামে শক্তিমান্ ভগবান্ স্বরূপশক্তির সহিত সতত বিলাসবান্। চিল্লীলামিথুন গৌরহরি নিত্যকাল সংকীর্ত্তন-রসে মগ্ন। অদ্যাপি শ্রীগৌরসুন্দর গৌরধামে নিত্যলীলা করিতেছেন। আত্মনিবেদন করা হইলে তবে শ্রীধামবাস হইবে। যদি হৃদয়ে অকপট শ্রদ্ধা ও ব্যাকুল আগ্রহ জাগে, তবেই আমরা গৌরের নিজজন গৌড়ীয়, গুরু বা শুদ্ধ সাধু-ভক্তের পাদপদ্ম অনুসরণ করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারিব। যদি পূর্ণ শরণাগতি লইয়া নিজেকে দৃপ্ত অভিমান করিতে পারি আমি বড় দীন, অধম-কাঙ্গাল, পতিত, পামর, সম্পূর্ণ অযোগ্য ও সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিত, এরূপ ভাব যদি হৃদয়ে জাগে, তবেই গৌরজনের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন তিনি কৃপা করিয়া সংকীর্ত্তন দেখাইবেন। যাঁহারা গৌরের সহিত সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গবিচ্ছেদে যখন খুব অভাব উপলব্ধি হইবে, তখনই তাঁহাদের কৃপা হইবে। তখনই অপ্রাকৃত শ্রীধামদর্শন হইবে, তখনই গৌরধামে বাস বা সংকীর্ত্তনে যোগদানের সৌভাগ্য হয়। এই সৌভাগ্য যেন আমার কখনও লাভ হয়, ইহাই গুরুবর্গের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

ভক্তিতে শ্রদ্ধাই প্রথম। যাহার শ্রদ্ধা নাই, এমন অশ্রদ্ধালু লোককে ভগবৎকথা বা নাম দিতে বা বলিতে নাই। অশ্রদ্ধালু লোককে হরিকথা বলিলে হরিকথার মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। সুতরাং আমাদের প্রথমে শ্রদ্ধালু হওয়া দরকার। অমুক ক্রিয়া করিলে শ্রদ্ধা হইবে, এমন নয়। শ্রদ্ধা জন্মান যায় না। শাস্ত্র বলেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

ভাগ্য না থাকিলে হয় না। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই ভাগ্য। সুকৃতিফলে শ্রদ্ধা হয়। হরিভজনের প্রথমেই শ্রদ্ধা ও সরলতা থাকবে। যদি না থাকে, তবে মঙ্গলের আশা নাই। অশ্রদ্ধালুর সহিত তত্ত্ব-আলাপন করিতে নাই। শ্রদ্ধা ও সরলতা যাহার আছে, তাহার জন্য রক্ত খরচ করিতে হইবে—তাহাকে হরিকথা বলিতে হইবে। অপরাধ ও অসংসঙ্গের ফলে অশ্রদ্ধা ও কুটিলতা আসে। আদর না থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার জীবের স্বধর্ম হইলেও জীব বর্ত্তমানে সুপ্ত বা ঘুমন্ত। তাহাকে জাগান দরকার। দুইটী ঘটনা হইলে জাগিবে—একটী শ্রদ্ধা, অপরটি সাধুসঙ্গ। যেখানে সাধুসঙ্গ, সেইখানেই ভজনপ্রবৃত্তি। প্রীতির সহিত সাধুর ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তির অকপট অনুসরণই সাধুসঙ্গ। যেখানে সঙ্গ, সেখানে প্রীতি বা রুচি আছে। যেখানে শ্রদ্ধা বা রুচি নাই, সেখানে সঙ্গ হয় না। শ্রদ্ধা আত্মনিবেদনমূলা। শ্রদ্ধা থাকিলে আত্মনিবেদন হয়। যিনি ভগবানের সেবায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তিনিই সাধু। সেই সাধুর সঙ্গ ও সেবা দরকার। সেই সাধু শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু, না হয় শিক্ষাগুরু। সাধুর চরণে আত্মসমর্পণ করা দরকার নতুবা গৌরধাম বা গৌরসুন্দরের সাক্ষাৎকার বা কৃপা পাওয়া অসম্ভব। ভক্তিলতা-বীজ শ্রদ্ধা বা লৌল্য এই দুইপ্রকারে জীবের হৃদয়ে উপ্ত হইলেও শ্রদ্ধাকে সাধারণ জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত দেখা যায়। সাধুগুরুকৃপায় সহজ লৌল্য যাঁর লাভ হইয়াছে, এইরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম।

কৃষ্ণ যাঁহাকে লইয়া থাকেন, সেইরূপ ভক্তের নিকট হরিকথা শুনিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। হৃদয়-সিংহাসনে যদি কৃষ্ণকে বসাইবার ইচ্ছা হয়, তবেই ইহা good luck কৃষ্ণকথায় যাঁহার রুচি আছে, তিনিই ভাগ্যবান্। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তির দেহাত্মবোধ থাকিবে না। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-কারী ব্যক্তিই প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠবাসী। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন। তিনি গুরুদাস—বৈষ্ণবের কিঙ্কর। তিনি কৃষ্ণের সংসারের সংসারী। কৃষ্ণ তাঁহার সেবকগণকে লইয়া সংসার করেন—বিলাস করেন, সেই বিলাসের নিকট ব্রহ্মানন্দও থুৎকৃত। সেবকগণের নিকট সেবা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের যে সুখ হয়, সেই সুখই ভক্তের সুখ। ভক্ত পৃথগ্‌ভাবে নিজে সুখ চান না, কৃষ্ণসুখেই তাঁহার সুখ। যিনি কৃষ্ণমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইতেছেন, এরূপ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠবাসী বা শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী।

শুদ্ধভক্তিমঠের ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম। মঠের বাহিরে ধর্ম্মের নামে যাহা চলিতেছে, তাহাতে সর্ব্বনাশ হয়। মঠের ভিতরে যে সব কাজ চলিতেছে, মাত্র সেই কাজই হইল সেবা বা শ্রেষ্ঠ সঙ্গ। বৈষ্ণবের সঙ্গী হইতে হইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে হরিভক্তির চতুঃসীমায় প্রবেশ লাভ হইবে না।

যাঁহারা সেবক, তাঁহারা নিত্যকালের জন্য প্রতিক্ষণ কেবল আচরণমুখে প্রচার করিবেন। যাহা ইহজগতে কখনও কেহ কোনদিন শুনে নাই, এরূপ অপ্রাকৃত কথায় ভরপুর থাকিবেন। যাঁহারা এইরূপ আচরণ দ্বারা সেবাই করেন, তাঁহারাই মাত্র শ্রীচৈতন্যমঠবাসী, অন্যে নহে, নিশ্চয় নহে—নিশ্চয় নহে—নিশ্চয় নহে।

শ্রীল বীরভদ্র প্রভু

——::(*)::——

শ্রীবীরভদ্র প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র। শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীবসুধাদেবী ইঁহার জননী। ইঁহার মাতামহের নাম শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল। তাঁহার দুই কন্যা—শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা। শ্রীভক্তিরত্নাকর-পাঠে জানা যায়,—

নবদ্বীপ হৈতে অনদূর 'শালিগ্রাম'।
তথা বৈসে পণ্ডিত সূর্য্যদাস নাম॥
গৌড়ে রাজা যবনের কার্য্যে সুসমর্থ।
'সরখেল' খ্যাতি উপার্জ্জিল বহু অর্থ॥
সূর্য্যদাস চারিভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার।
বসুধা-জাহ্নবা-নামে তাঁর কন্যাদ্বয়॥

নদীয়াজেলার অন্তর্গত বড়গাছি বা বরির-গাছি গ্রাম ই বি, আর লাইনে মুড়াগাছা ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ধর্মদহ গ্রামের পরপারে 'গুড়গুড়ে' খালের তীরে ঐ স্থান। বড়গাছি গ্রামের নিকটেই শালিগ্রাম। এই শালিগ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হয়। শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের কনিষ্ঠভ্রাতা, তাঁহার আর এক ভ্রাতার নাম কৃষ্ণদাস।

সূর্য্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমের নিবাস॥
(চৈঃ চঃ)

গৌরীদাস পণ্ডিত পরমভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ॥
সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত উদার।
তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার॥
শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে কহিয়া।
গঙ্গা-তীরে কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ব্রজের দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম সুবল-সখা। তদগ্রজ মহাত্মা শ্রীসূর্য্যদাস ককুদ্মির অবতার। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় দেখা যায়,—

শ্রীবারুণীরেবত্যোরংশসম্ভবে
তস্য প্রিয়ে দ্বে শ্রীবসুধা চ জাহ্নবা।
শ্রীসূর্য্যদাসাখ্য-মহাত্মনঃ সুতে
ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ॥
কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কলাবাণীং বিবৃণ্বতে।
অনঙ্গমঞ্জরী, কেচিৎ জাহ্নবাঞ্চ প্রচক্ষতে।
উভয়ন্তু সমীচীনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাং মতম্॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়াদ্বয় শ্রীবারুণী ও শ্রীরেবতীর অংশসম্ভূত এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ককুদ্মির অবতার মহাত্মা শ্রীসূর্য্য-দাসের কন্যাদ্বয়। কেহ কেহ শ্রীবসুধাদেবীকে 'কলাবাণী' এবং শ্রীজাহ্নবাকে 'অনঙ্গমঞ্জরী' বলিয়া থাকেন। সাধুগণও পূর্ব্ববিচারে উভয়কেই সমীচীন মনে করেন।

শ্রীবীরচন্দ্র গোসাঞি শ্রীজাহ্নবামাতার শিষ্য। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় পাই—শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতার। তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে বৈষ্ণব-অভিমান করিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্যাভিন্নবিগ্রহ।

সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়িনামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—স্কন্ধ মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত, অসংখ্য তার লেখা॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত॥
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
সেই বীরভদ্র গোসাঞির চরণ—শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট-পূরণ॥

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু হুগলী জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামনিবাসী ইঁহারই শিষ্য শ্রীযদুনন্দনাচার্য্যের ঔরসে শ্রীলক্ষ্মীর গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতীকে এবং তাঁহাদের পালিতা কন্যা নারায়ণীকে বিবাহ করেন। শ্রীজাহ্নবা-দেবী একদিন ঝামটপুরে তাঁহার এক ভৃত্যের মন্দিরে গমন পূর্ব্বক তথায় বিপ্র শ্রীযদুনন্দনাচার্য্যকে কৃপা করেন। যথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

তথা বিপ্র যদুনন্দনাচার্য্য বৈসয়।
ঈশ্বরী-কৃপায় তেঁহো হইলা তন্ময়॥
যদুনন্দনের ভার্য্যা লক্ষ্মী নাম তাঁর।
কহিতে কি, অতি পতিব্রতা ধর্ম্ম যাঁর॥
তাঁর দুই দুহিতা—শ্রীমতী, নারায়ণী।
সৌন্দর্য্যের সীমাদ্ভুত অঙ্গের বলনী॥
শ্রীঈশ্বরী-ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্।
প্রভু বীরচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥
বিবাহ-সময়ে মহা কৌতুক হইল।
যদুনন্দনেরে বীরচন্দ্র শিষ্য কৈল॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি উল্লসিত হৈয়া।
শ্রীমতী, নারায়ণী দুঁহে শিষ্য কৈলা॥
বীরচন্দ্র-বিবাহ দেখিল ভাগ্যবানে।
বিবাহে যে শোভা তা' বর্ণিতে কেবা জানে॥
মহা-তেজোময় নিত্যানন্দের নন্দন।
চৈতন্য-অভিন্ন দেহ ভুবন-মোহন॥
বিবাহ করিয়া গৃহে আইলা বীরচন্দ্র।
পুত্রবধূ দেখি' বসু হইলা আনন্দ॥
খড়দহ গ্রামে হইল উল্লাস সবার।
দিলেন যৌতুক যত লেখা নাহি তার॥
ভ্রাতার বিবাহে গঙ্গাদেবীর হর্ষ অতি।
শ্রীগঙ্গাদেবীর গুণ কাহ কি শকতি॥
গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা হয়।
তাঁর ভর্ত্তা আচার্য্য মাধব ভক্তিময়॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় পাই,—

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ
নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ॥

যিনি শ্রীবিষ্ণুপাদসমুদ্ভূতা গঙ্গা, তিনি নিজনামেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যারূপে

। রাজা খাজর তাঁহার পঙ্কি
রাবাচার্য্য।

কিছুদিন পর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে গমন করেন। তিনি শুভক্ষণে খড়দহ হইতে যাত্রা করেন এবং সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর, অম্বিকা, নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কণ্টক-নগর, খেতরী প্রভৃতি স্থানে শুভাগমন করিয়া পরে ব্রজাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া তিনি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীভূগর্ভ-গোস্বামী প্রভুপ্রমুখ গুরুবর্গের দর্শনলাভের পর তাঁহাদের অনুমতি লইয়া ব্রজের বিভিন্নস্থান দর্শন করিলেন। এসকল কথা শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।

কিংবদন্তী এই যে, শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর অনুগতজনের মধ্যে বারশত নেড়া ও তেরশত নেড়ী ছিলেন। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশেচ্ছুগণকে অভদ্রবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া ভজনের উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ঐসকল নেড়া-নেড়ী হরিভজন করিবার পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া একটী অসদাচারী সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। জীব যেরূপ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া নানা-প্রকার অসন্মার্গে ধাবিত হইতেছে বলিয়া বিষ্ণু তাহার জন্য দায়ী বা বিষ্ণুই তাহার প্রশ্রয়দাতা—এইরূপ কথা বলা যায় না, সেইরূপ যথেচ্ছাচারী নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের নেতা অনিরুদ্ধবিষ্ণু শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু—এইরূপ বাক্যও বলা যাইতে পারে না। এই কল্পিত স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর কোন সম্পর্ক নাই বা থাকিতে পারে না।

গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র—এই তিনজন শিষ্যই শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কনিষ্ঠ রামচন্দ্র 'খড়দহে' বাস করেন। ইনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় বটব্যাল। জ্যেষ্ঠ গোপীজন-বল্লভ বর্দ্ধমান জেলায় মানকরের নিকট 'লতা'-গ্রামে এবং মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের নিকট 'গয়েসপুরে' বাস করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মকলেবর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বীরভূম জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম-শ্রীএকচক্রা বা শ্রীবীরচন্দ্রপুরে আবির্ভূত হন। শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর নামানুসারেই এই স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর হইয়াছে।

কর্ম্ম ভক্তির জনক নহে

——::(৯)::——

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥

কাম বা কর্ম্ম কখনও ভক্তি বা প্রেমের জনক নহে। কর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও প্রশংসা বহুস্থানে থাকিলেও চরমে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থাই সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ-দ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে না। কর্ম্মার্পণের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত-শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গফলে অনন্যকৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ সাধনভক্তি হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই, কেন না, সৎসঙ্গজনিত 'শরণাপত্তি'-লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।

শ্রীগীতা বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(১৮।৬৬)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলেন,—'সর্ব্ব'শব্দেন' নিত্য পর্য্যন্তা ধর্ম্মাঃ। 'পরি'শব্দেন তেষাং স্বরূপতোঽপি ত্যাগঃ সমর্থিতঃ" অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য শ্লোকের 'সর্ব্ব' শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিককর্ম্ম ত' দূরের কথা, নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি-ধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগের বিষয় উক্ত হইয়াছে। 'পরি' শব্দের দ্বারা ধর্ম্মসকলের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থন করিতেছেন। অর্থাৎ ধর্ম্মত্যাগ দুইপ্রকারে সাধিত হয়—স্বরূপতঃ ত্যাগ এবং ফলতঃ ত্যাগ। অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত পরিত্যাগের নাম 'স্বরূপতঃ ত্যাগ,' ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম 'ফলতঃ ত্যাগ'।

ভক্তি নিরপেক্ষা। ভক্তি কখনও কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। ভক্তি জীবের নিত্যসিদ্ধ আত্মবৃত্তি। সুতরাং নিত্যসিদ্ধ, নিরপেক্ষ, শুদ্ধ, অনন্য, কেবল বা অনুকূল অভিধেয় দ্বারাই নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ-বস্তুর উদয় হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভকর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥

শুভ বা অশুভ কর্ম্ম যদি ভক্তির অনুকূল না হয়, তাহা হইলে তাহাও অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম মাত্র। ভোগময় প্রাপঞ্চিক দর্শনে জড় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ জ্ঞানকে ভক্তির জনক বলিয়া মনে করেন এবং কর্ম্মের বিরক্তিকে ভক্তির প্রবৃত্তি বলিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হন, কিন্তু জ্ঞান ও বিরক্তি ভক্তির পূর্ব্বপুরুষ নহে। ভক্তি হইতেই শুদ্ধজ্ঞান ও ভগবদিতর ব্যাপারে বিরক্তি উৎপন্ন হয়।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥
(ভাঃ ১।২।৭)

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র
চৈষ ত্রিক এককালঃ।
(ভাঃ ১১।২।৪২)

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি॥
(ভাঃ ৪।২৯।৩৭)

বাস্তববস্তুর সহিত প্রতিবিম্বিত বস্তুর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও বস্তু দুইটী যেমন পৃথক্, ভক্তি ও কর্ম্ম তদ্রূপ বাহ্যদৃষ্টিতে একইরূপে প্রতিভাত হইলেও কর্ম্ম ও ভক্তি এক নহে। কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য এই যে, একটী দেহ ও মনের নশ্বর কার্য্য-বিশেষ, অপরটী আত্মার নিত্য ক্রিয়া। একটীর ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কাম, অন্যটি কৃষ্ণেন্দ্রিয়ভোগ্য প্রেম। একটী গুণকালের অন্তর্গত, অপরটী নিত্য। স্থূল-লিঙ্গ-দেহ-দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয়। কিন্তু ভক্তি প্রাকৃত দেহ ও মনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। ভক্ত বা ভগবৎকৃপায় জীবের আত্মবৃত্তি জাগরিত হইলে তিনি তদ্দ্বারা ভগবানের প্রতি যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাই ভক্তি। ভক্তি এই প্রকার আত্মার বৃত্তি হইলেও জীব যে কাল পর্য্যন্ত জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, তৎকালপর্য্যন্ত তাঁহার আত্মার ক্রিয়া দেহে ব্যক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মা যখন ভক্তিযোগে ভগবানের উপাসনা করিতে থাকেন, তখন বাক্য ঐ ভক্তির সহবাসে স্তবরূপে ব্যক্ত হয়, মন ভগবদ্ভাবের ধ্যান করিতে থাকে, দেহ হাস্য, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি ভাববিকার প্রকাশ করিতে থাকে, ইন্দ্রিয়সকল তখন ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে ভগবান্‌কে দর্শন করিতে থাকে, হস্ত যাহা কিছু আহরণ করিতে পারে, তাহা ভগবান্‌কেই প্রদান করিয়া তৃপ্ত হয়, পদ নৃত্য ও সাধু-প্রতিষ্ঠিত স্থানসকলে বিচরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। জিহ্বা, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল ভগবৎকথা কীর্ত্তন ও শ্রবণাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই সমুদয় বাহ্য ক্রিয়াকে 'ভক্তি' বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা সদ্গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য ও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ লইয়া টানাটানি করেন, তাঁহাদের ক্রিয়া ভক্তগণের আচরণের সহিত বহির্দৃষ্টিতে প্রায় এক হইলেও 'এক' নহে। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন —

'যাথো ভক্তিঃ ক্রিয়তে সা যা পতিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত নত কদা স্যা৽ী পশ্চাদপোত।" অর্থাৎ কৃষ্ণের আনুকূল্য-পূর্ব্বক শ্রবণকীর্ত্তনাদি স্বাভাবিক ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত হওয়াই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। ভগবানের প্রীতি অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া নামস্মরণ, নামকীর্ত্তন, নামপ্রচার, ভগবচ্চিন্তা, ভাগবত-পাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করা কর্ম্ম নহে। খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন প্রকৃত বস্তু লাভে বঞ্চিত হইতে হয়, তদ্রূপ ভোগপর বুদ্ধি লইয়া দাম্ভিকগণের ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান 'কর্ম্ম' অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির প্রয়াসমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

মৌনব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥
(ভাঃ ৭।৯।৪৬)

অর্থাৎ হে পরমপুরুষ! মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ধর্ম্মব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ, সমাধি, এই দশটী অপবর্গ লাভের উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহারা প্রায় অজিতেন্দ্রিয় দাম্ভিকগণের জীবনোপায় হইয়া থাকে।

বস্তুদ্বয়ের সৌসাদৃশ্য প্রতীতি আর স্বরূপতঃ সর্ব্বাংশে ঐক্য কখনও এক নহে। যেমন বারবনিতা ও সতী সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর বেশ-রচনায় সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠা এক নহে, যেমন রাস্তার খোয়ার ও শালগ্রামে বাহ্যদৃষ্টি সৌসাদৃশ্য দর্শন করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের স্বরূপ এক নহে। তদ্রূপ কর্ম্ম ও ভক্তিতে বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয় স্বরূপতঃ আকাশ-পাতাল ভেদ। একটী কাম বা জীবের ভোগোন্মুখচেষ্টার পরিচয় আর একটী প্রেম বা ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ চেষ্টা—সেবার পরিচয়। তাই ভাগবত-পাঠ, ভগবৎসেবা, নামপ্রচার ও কর্ম্মকাণ্ড এক নহে। উপরিউক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে এই কথা ব্যক্ত হইয়াছে। তবে যদি ভাগবত পড়া ধর্ম্মার্থকামের জন্য হয়, তাহা হইলে উহা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত।

কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্যবিশিষ্ট ভক্তগণের ভাগবত পাঠ ও ব্যবসায়ীর ভাগবতপাঠে ভক্তি ও কর্ম্মের ন্যায় বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও এক নহে। শুদ্ধভক্তের ভাগবতপাঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয় বলিয়া তাহা ভক্তি আর ব্যবসায়ীর ভাগবতপাঠে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হয় বলিয়া তাহা গর্হিত কর্ম্মকাণ্ড। ভগবদ্ভক্তের শ্রীবিগ্রহসেবা ও লোকের শ্রীবিগ্রহার্চ্চনের ছলে বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয় এক নহে। একটী ভক্তি—অপরটী কাম্যকাণ্ড।

কর্ম্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের ভাক্তিকাঙ্ক্ষার ধারণেদ্দেশে বাস্ত উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই, লোকে ত' দূরের কথা। অধিক কি ভগবানে সমর্পিত

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

কর্ম্মেরও অনাদর পূর্ব্বক কেবলা ভক্তি শাস্ত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ অভক্ত সুতরাং কখনও ভক্তির স্বরূপ অবগত নহেন। তাঁহারা কল্পকাণ্ডকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ভক্তি দেহ ও মনের ক্রিয়া-বিশেষ নহে। ভক্তি আত্মার নিত্য স্বপ্রকাশ স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভক্তির ফল মুক্তি-প্রেমা বা ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের নির্ব্বিশেষ জ্ঞান এক নহে। একটী জীবের পরম পুরুষার্থ আর একটী ভগবৎস্বরূপনাশক দণ্ড।

ভক্তি ব্যতীত কখনও মুক্তি হইতে পারে না। এই জন্যই সনাতনগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরও এই কথাই বলিয়াছেন। ভক্তিবলেই মুক্তি হয় এবং মুক্ত হইয়াও জীব কৃষ্ণভজন করেন।

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
তবে মুক্তি পাবে যদি কৃষ্ণ ভজয় ॥
ভক্তো জীবন্মুক্ত, গুণাতীত হঞা কৃষ্ণ ভজয়।
শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে ॥
জ্ঞানী 'জীবন্মুক্ত দশা' পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥
কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥

একমাত্র নৈষ্ঠিকী ভক্তির দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইতে পারে। একমাত্র ভক্তিদ্বারাই নিঃশ্রেয়োলাভ হয়। কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদির দ্বারা কখনও আত্যন্তিক মঙ্গল হইতে পারে না।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরা ভক্তির উদ্দেশ্যে কৃত হইলে তাহাদের সার্থকতা। শ্রীহরিভজন-ব্যতীত কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, ও যোগকাণ্ডের কোন মূল্য নাই ইহা শাস্ত্র অসংখ্য প্রমাণ ও আদর্শের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ॥

ভক্তির মুখ অপেক্ষা করিয়াই কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির ফলপ্রদান-কার্য্য হইয়া থাকে। ভক্তির আশ্রয়-ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি কোন ফল দিতে পারে না। ভক্তির আশ্রয় পাইলেই কর্ম্ম ও হঠযোগ ভুক্তি-ফল এবং জ্ঞান ও রাজযোগ মুক্তি ও সিদ্ধি ফল প্রদান করিতে পারে।

শ্রীনবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীচমস ঋষি বিদেহরাজ শ্রীনিমিকে বলিয়াছেন,—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥
(ভাঃ ১১।৫।২-৩)

পুরুষাবতার বিষ্ণুর মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে চারিটী আশ্রম অর্থাৎ গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের সহিত স্বীয় বর্ণ গুণ-সমূহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ভজনা করেন না, কোন প্রকারে অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্বীয় স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥
(চৈঃ চঃ)

বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মযোগে অভয় ফল নাই। যাজ্ঞিক অর্থাৎ যজ্ঞ-পরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন। তথায় দেববৎ নিজার্জ্জিত ভোগ্য-সকল ভোগ করেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার পুণ্য ক্ষয় না হয় সে পর্য্যন্ত স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন, পুণ্য শেষ হইলে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কালপ্রেরিত হইয়া নীচে পতিত হন।

স্বদেশ

মানব যে স্থানে মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হয় যে স্থানের বায়ু গ্রহণপূর্ব্বক জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং যে স্থানের জল, বায়ু উত্তাপ, আলোক ও খাদ্যদ্রব্যে তাহার প্রথম জীবন রক্ষিত ও সুখে অতিবাহিত হয়, উহাকেই তাহার জন্মভূমি মনে করে এবং সেই জন্মভূমি যে দেশের অন্তর্গত, তাহাকেই স্বদেশ মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক জীবের স্বদেশ বলিয়া এ জগতে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। কারণ, এখন যে ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে মৃত্যুর পর হয় ত' সেই ব্যক্তিই আবার পাশ্চাত্ত্যদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তখন পাশ্চাত্ত্যদেশই তাহার স্বদেশ হইবে। শাস্ত্রালোচনা করিলে জানা যায়—জীব পরিবর্ত্তনশীল নহে। জীব স্বরূপাবস্থায় একভাবে থাকে, তাহার বিকৃতি হয় না। তবে কর্ম্মফলানুযায়ী জীবের নানাপ্রকার দেহ ধারণ করিতে হয় এবং সেই দেহেরই পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন বা বিকৃতি হয়।

জীব স্বরূপে কৃষ্ণদাস এবং কৃষ্ণধামই তাহার স্বদেশ। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস—এই স্বরূপজ্ঞানাভাববশতঃই জীব পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করিতেছে ও বিভিন্ন জন্মে স্ত্রী-দেহধারী ও পুরুষ-দেহধারী জীবকে মাতাপিতা এবং বিভিন্ন দেশকে স্বদেশ মনে করিয়া প্রতারিত হইতেছে। স্বরূপবিস্মৃত জীব স্বদেশভ্রষ্ট হইয়া পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যখন যে স্থানে জীব এই দেহ লাভ করে, সেই স্থানকেই সে স্বদেশ বলিয়া মনে করে। স্বরূপবিস্মৃত জীবের সাধুগুরুকৃপায় স্বরূপজ্ঞানলাভ না করা পর্য্যন্ত এ দুর্ব্বুদ্ধি যায় না। যাঁহারা সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, জীবমাত্রেই নিত্য কৃষ্ণদাস এবং ভগবদ্ধামই তাহার স্বদেশ, কৃষ্ণসেবাই তাহার ধর্ম্ম। নিজপ্রভু ভগবান্‌কে ভুলিয়াই সে এই সংসাররূপ বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন মায়ামুগ্ধ হইয়া সাংসারিক উন্নতির চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত না করিয়া কেবল নামাশ্রয়পূর্ব্বক তদ্বিজ্ঞজনের আনুগত্যে স্বদেশে যাওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য। তদ্বিজ্ঞজনের কৃপা ও আনুগত্য ব্যতীত কেহ এই বিদেশ হইতে স্বদেশে যাইতে পারে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

সাধুশাস্ত্র কৃপাপূর্ব্বক সেই নিত্যধামের কথা কীর্ত্তন করেন, সকলকে ভগবদ্ধামের প্রতি আকৃষ্ট করেন। পরমকারুণিক ভগবান্ এই অনাদি-বহির্ম্মুখ সংসার কারাগারে নিক্ষিপ্ত জীবকুলকে দুইভাবে নিয়ত কৃপা করিতেছেন। যাহারা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ, আচ্ছাদিত চেতন, তাহাদিগকে কপট-কৃপা, আর যাঁহারা কিঞ্চিদুন্মুখ তাঁহাদিগকে নিষ্কপট কৃপা করিতেছেন। ভগবৎকৃপা-মূর্ত্তি সাধু জীবকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত হইয়া জীবের একমাত্র উপায় ও উপেয়-স্বরূপ শ্রীনাম প্রচার করিতেছেন। শ্রীনামই জীবের একমাত্র সাধন ও সাধ্য। শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত পরমপ্রয়োজনলাভের অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই। পতিতপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম ব্যতীত জীবের অন্য কোন আশ্রয়ণীয়—সেব্যবস্তু নাই বলিয়া জগতে স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন। শ্রীনামাশ্রয় করিলে জীবের অনায়াসে ভবক্ষয় ও কৃষ্ণপ্রেমলাভ হয়।

সাধুগুরুর কীর্ত্তিত বাণী শ্রদ্ধাসহকারে জীব শ্রবণ করিলে—নিত্যচিন্ময়ধামের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইলে তাহাকে আর সংসারক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সেই চিন্ময়ধাম বড় সুন্দর। সেখানে হেয়তা, অবরতা বা ইতর কোন বস্তু নাই। সেই স্বদেশ নিত্যানন্দপূর্ণ। সেখানকার তরু, লতা, পত্র, পুষ্প, কানন, সরোবর, নদ নদী, পর্ব্বত, পশু, পক্ষী ও পতঙ্গাদি সকলেই ভগবৎসেবানন্দবিধান করিতেছেন। তথায় সকলই অপরিণামী ও নিত্য নব নব সুখপ্রদ। তথায় সকল বস্তুই চিন্ময় ও সর্ব্বাশ্রিত। সেখানে কালের প্রবেশাধিকার নাই। অনাদি-অনন্ত আনন্দমুহূর্ত্ত চিরস্থিরভাবে কৃষ্ণসেবায় তন্ময় হইয়া আছেন। তথায় সর্ব্বদাই বর্ত্তমানকাল, অতীত বা ভবিষ্যৎ সেখানে নাই। তথায় জন্ম-মৃত্যু, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ, নিদ্রা-আলস্য প্রভৃতি কিছু নাই। সেখানে হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি অপধর্ম্মের অবকাশ নাই, সকলেই পরমপ্রীতিভরে, একতাসহকারে পুরুষোত্তমের সহিত নিত্যাভীষ্টদেবের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মসংহিতা সেই ধামের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ ॥

তথায় চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণই কান্তারূপা, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সকলের প্রাণকান্ত, তথায় তরুমাত্রেই চিন্ময়-কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিময়, জল—অমৃত, কথা—সুরলয়সম্বলিত সঙ্গীত, গমন—মনোহর নৃত্যকলাপলিত নাট্য, সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীনাদে প্রমোদিতা, তথায় আলোক—চিদানন্দজ্যোতিঃ, আস্বাদ্য—কৃষ্ণপ্রেম। সেই অচিন্ত্য অপ্রাকৃত ধামের বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সাধুগুরু-কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ হইলে ভগবৎকৃপায় এই অপ্রাকৃত চিন্ময়ধাম অপ্রাকৃত চক্ষুতে দৃষ্ট হয়।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ এই নিত্যধামের অধিবাসী। তাঁহারা জীবকে সেই নিত্যধামে লইয়া যাইবার জন্য এ জগতে আসিয়াছেন। তাঁহারা পরদুঃখদুঃখী—পরম দয়াল। নিজকার্য্য না থাকিলেও জীবমঙ্গলের জন্য তাঁহারা বিশ্বে বিচরণ করেন। তাঁহারা সকলকে হরিভজনের উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস হইলেই জীবের পরম মঙ্গলের সূত্রপাত হয়। কৃষ্ণকৃপারজ্জু গুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে প্রীতিযুক্ত হইলেই এই বিদেশ হইতে স্বদেশে যাইতে পারা যায়।

পাটনায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ৫ই অক্টোবর, রবিবার হইতে পূর্ণিমাপক্ষে ঊর্জ্জব্রত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ প্রত্যূষে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত পাঠ, অপরাহ্নে গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ আলোচনা ও রাত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শ্রীমঠের শ্রবণসদনে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে "বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব" গ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। রাত্রে পাঠান্তে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ বর্ষ } ১৫ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩রা কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২০শে অক্টোবর, ইং ১৯৪১, সোমবার ১৮১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ দামোদর শর্ব্ব সম্বৎ, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——ঃঃ(০)ঃঃ——

অসৎসঙ্গ বা জড় বিষয়াভিনিবেশ-পরিত্যাগের নাম সন্ন্যাস। জড়াভিনিবেশ ও কৃষ্ণাভিনিবেশ একসঙ্গে থাকিতে পারে না। ভোগ্যের প্রতি অভিনিবেশই জড়াভিনিবেশ বা জগদ্দর্শন। সত্যের প্রতি অভিনিবেশ বা তন্ময়তা আসা দরকার, নতুবা অসচ্চিন্তা হৃদয় হইতে কিছুতেই যাইবে না। অনর্থই ঋণ এবং সাধুসঙ্গে ভজনই ধন। ধনে যত কমি হইবে তত ঋণ বাড়িবে। জড়সঙ্গ, দেহাত্মবুদ্ধি বা পুরুষাভিমানই ঋণ, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাই ধন। সেই অপ্রাকৃত ধন যত বৃদ্ধি হইবে, ততই স্বসুখ-বাঞ্ছা বা পুরুষাভিমানরূপ ঋণ কমিতে থাকিবে। অর্থ বৃদ্ধি যত হইবে, ততই অনর্থনিবৃত্তি হইতে থাকিবে। অন্বেষ অনুশীলন না হইলে—ভগবানের নাম-রূপ গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের আলোচনা না হইলে অসদনুশীলন বা অসচ্চিন্তা কি করিয়া দূর হইবে? অন্বয়-অনুশীলন বিশেষ দরকার। প্রথমে বাস্তব বস্তুর কৃপা বা বাস্তববস্তুর অবতরণ, আগে ঋণ দূর করিয়া লওয়া নহে। পূর্ব্বেই কৃপার বরণ বা শরণাগতি। এইজন্য আদৌ গুরুপাদাশ্রয়।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের [illegible] জন্য যদি চেষ্টাবিশিষ্ট হইতে হইবে [illegible] দিন বা বাধাবিঘ্নরহিত, নিরন্তর, সর্ব্বক্ষণ—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা। কৃষ্ণভক্তের পুরুষাভিমান নাই। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-যোষিৎ-অভিমান আছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিলেই মঙ্গল হয়। সাধুর পরিচর্য্যা বলিতে কেবল তাঁহার শ্রীঅঙ্গসেবাকেই লক্ষ্য করে না। সর্ব্বতোভাবে সাধুর চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করিলেই সাধুর সেবা হয়। সাধুর হরিভজনের যাবতীয় চেষ্টার আনুকূল্য-সম্পাদন বা মনোহভীষ্টের সেবাই সাধুর সেবা। সাধুর ভোজন, শয়ন ও গমনাগমনের সহায়তা করাও সাধুসেবা। প্রণত হইয়া শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণও সাধুগুরুর সঙ্গ ও সেবা। কায়মনোবাক্যে সাধুর অকপট আনুগত্য বা সুখানুসন্ধানই সাধুর সেবা। সাধুসেবায় সাধুর সুখানুসন্ধান ব্যতীত সেবকের অন্য কোন স্পৃহা নাই বা থাকে না। সাধুকে সহজ আপনজ্ঞানে প্রীতির সহিত প্রাণের টানে সেব্যবুদ্ধিতে যে সেবা, তাহাই শুদ্ধসেবা।

বৈষ্ণব জগতের বন্ধু বৈষ্ণব গোলোকের বস্তু, তাঁহাতে স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় নাই। সেই গোলোকের বস্তু জীবের কল্যাণের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ—উভয়েই অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহারা কেবল শরণাগত, [illegible] তাঁহার সেবকের নিকটই অনুগ্রহপূর্ব্বক [illegible] তাঁহাদের স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের লীলাকথা শ্রবণ করিলেই জীবের স্বরূপবিচার উদিত হয়। [illegible] স্বরূপের বৃত্তিই কৃষ্ণভক্তি। [illegible] কৃষ্ণজ্ঞান লাভ হইলে জীবাত্মা [illegible] ও [illegible] তিনি [illegible] যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবা করিতে থাকেন অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে শুদ্ধভক্তিতে প্রবৃত্ত হন। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত কেহ নিজ চেষ্টাদ্বারা কখনই কৃষ্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে কৃপা করিয়া স্ব-স্বরূপের লীলা প্রদর্শন করেন, তিনিই তাঁহাকে ভজন করিবার সৌভাগ্য পান। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণবগণ জগদ্গুরু, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ-বিগ্রহ এবং সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ ওঁকার-মূর্ত্তি চিদ্‌বিলাস বিষ্ণুপাদ। তাঁহাদের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ জড়ীয় বর্ণাশ্রম ও জাতিবুদ্ধিসম্পন্ন হরিবৈমুখ্য হইতে মায়ামুগ্ধ জীবকুলকে উদ্ধার করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই আচার্য্যের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতে পারেন না। শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই কর্ম্মফলভোগী মায়াবদ্ধ জীব, আর বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ বৈষ্ণবই কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠবস্তু—মায়াজয়ী, সুতরাং বিষ্ণুসদৃশ, তিনিই ত্রিগুণাতীত, শুদ্ধসত্ত্ব বা মুক্ত, তিনিই বিষ্ণুর নিত্যপার্ষদ। একমাত্র তিনিই সাধনশাস্ত্রের উপদেশদ্বারা মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা শক্তির পরাক্রম হইতে মায়াবদ্ধ জীবকে রক্ষা করিতে সম্যক্ সমর্থ।" শ্রীল আচার্য্যদেবও বলিয়াছেন,—"পরতত্ত্বের বিলাসের অপর নামই 'বৈষ্ণব'। যিনি কৃষ্ণকে দিতে পারেন, যাঁহাকে লইয়া ভগবান্ নয় ভগবান্ অর্থাৎ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব, তিনিই বৈষ্ণব'। যেখানে সেই বৈষ্ণবের আনুগত্য বা সেবা নাই, সেখানে [illegible] নাই। প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের [illegible] উন্মুখ করাই বৈষ্ণব [illegible] যাঁহাই হউক,—বৈষ্ণব [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] দিয়াছেন [illegible] হইয়া থাকে [illegible] কৃষ্ণ। তাঁহাতেই সমস্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বিদ্যমান। বৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলি—ব্রহ্মবস্তু। বৈষ্ণব—চিদ্‌বিলাস। 'ভাল আমি' হওয়া দরকার, 'ভাল আমি' হওয়া—বৈষ্ণবের অনুগত হওয়া, তাঁহাদের সহিত একচিত্তযুক্ত হওয়া। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ আদর হয়। শ্রীচৈতন্যের দয়া হইলে বৈষ্ণবের দয়া হইবে। নিত্যচৈতন্যের কৃপা হইলে তাঁহার সেবাভিলাষের [illegible] বৈষ্ণবের পাদপদ্ম লাভ হইবে বা বৈষ্ণবের পদধূলি হওয়া যাইবে। নিত্যচৈতন্যের কৃপায় বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। বৈষ্ণবের হৃদয়ই গোলোক [illegible]। বৈষ্ণব—আরাধক, তিনি [illegible] দেন।'

আমাদের হৃদয়েই ভগবান্ আছেন। সেই হৃদয়দেবতার সন্ধান [illegible] আবশ্যক। হৃদয়কে [illegible] এবং তথায় [illegible] আমাদের গুরুবর্গের [illegible] কপট শরণাগত না হই [illegible] সেবা গ্রহণ করেন না। [illegible] হৃদয়দেবতার [illegible]। [illegible] সাধুর সঙ্গদ্বারাই [illegible] হয়। [illegible] ঠাকুর আত্মনিবেদন। [illegible] সঙ্গ করা [illegible] বৈষ্ণবের কৃপা [illegible] [illegible] [illegible]

বঞ্চিত হইবে। যদি নিষ্কপট সাধুর অভাব হয়, তবে শ্রীহরিনামের নিকট [illegible] প্রার্থনা করিতে হইবে যে, যেন নামাভাসের অর্থাৎ হরিনাম গ্রহণ পরে বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ হয়। শ্রীনামপ্রভুর নিকট সকাতরে প্রার্থনা জানাইলে তিনি নিজে সাধু প্রদর্শন করিবেন এবং সাধুগণকে আনিয়া শ্রীনামপ্রভুর সেবা করিবার যোগ্যতা প্রদান করিবেন।

যিনি যতটা বৈষ্ণব চিনিতে পারেন, তিনি ততটা বৈষ্ণব। [illegible] সাধুসঙ্গ হইলেই কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণবপ্রায় জীব শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইতে পারেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-প্রায় জীবগণেরও সম্মান করা কর্তব্য। জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান এই বুদ্ধিতে সকল জীবকেই আদর করা উচিত। সাধারণ জীবের আদর, ধার্ম্মিক লোকের বিশেষ আদর এবং ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় জীবের সম্মান না করিলে পাপ হয়। বৈষ্ণবকে অনাদর ও অসম্মান করা অপরাধ হয়। যিনি লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধার সহকারে মূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্তের পূজা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশমাত্র করিয়াছেন। পরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধায় ভেদ এই যে,—পরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা কোন লৌকিক শিক্ষা হইতে উৎপন্ন হয় কিন্তু শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রবাক্যে গাঢ় বিশ্বাস ও তদ্ ক্রিয়ার [illegible] দ্বারা ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। যে পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের কর্ম্মাধিকার ক্ষয় হয় না। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা শুদ্ধশরণাগতির সহিত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইলে নাম হয়। এক কৃষ্ণনাম যাঁহার জিহ্বায় উদিত হয়, তিনি বৈষ্ণব। যিনি সেই শুদ্ধনাম নিরন্তর উচ্চারণ করেন, তিনি বৈষ্ণবতর। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আসে, তিনি বৈষ্ণবতম। যেদিন হইতে এক কৃষ্ণনাম জিহ্বায় উদিত হয়, সেইদিন হইতে জীবের আর পাপপ্রবৃত্তি থাকে না। পাপে রুচি হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার পুণ্যেতেও রুচি থাকে না। বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম—সকলেই নির্ম্মল ও নিষ্পাপ।

ভগবানের হইয়া যাওয়াই শরণাগতির স্বরূপলক্ষণ। 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে।'—ইহাই শরণাগতের বিচার, শরণাগতিতে স্বতন্ত্রতা, স্বেচ্ছাচারিতা বা ভোগোন্মুখতা নাই। শ্রীধামে বাস বা শ্রীমন্দিরে বাসও শরণাগতের ধর্ম। শরণাগতের অহঙ্কার বা কর্তৃত্বাভিমান নাই। শরণাগতি না থাকিলে বৈষ্ণবতা লাভ বা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ হইবে না। শরণাগতের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। ভগবৎ জ্ঞানপ্রদাতা বৈষ্ণব-গুরুকে যিনি ভগবদ্রূপ জানিয়া কায়মনো-বাক্যে তাঁহার সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত সাধু, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

---::(•)::---

যদি শ্রীহরির সেবা হয়, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যদি শ্রীহরি সেবিত না হন, তাহা হইলেই বা তপস্যার প্রয়োজন কি? Privation বা 'ত্যাগ' নিবৃত্তিকে ভোগের পর মোক্ষপ্রাপ্তি বা মায়াবাদের 'গোঁসাই'-অবস্থা বলা যাইতে পারে। ভোগ করিতে করিতে যখন ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া যায়, খাইতে খাইতে যখন আর রুচি থাকে না, দেখিতে দেখিতে যখন বিতৃষ্ণা হয়, তখন সাময়িক অস্থায়ী বিরক্তি বা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সংসার ভোগ করিতে করিতে যখন জীব ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন আর সংসারের ভার বহন করিতে না পারিয়া কেহ কেহ ভগবানের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু যাহারা অন্তরে উদ্দমনীয় ভোগ-পিপাসা গ্রহণ করিয়া ফল্গুবৈরাগীর বেশ ধারণ করে, তাহারা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ও শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জাগতিক দারিদ্র্য দূর করিবার জন্যই যদি সংসার ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে হরিভজন হইবে না। দারিদ্র্যবশতঃ সোনামুগের ডাল খাই না, কেন না অর্থাভাবে যোগাড় করিতে পারি না, অথচ যদি বলি,—'আমি মুগের ডাল খাই না,' তবে লোক দেখান কপটতা হইল। ত্যাগী, বৈরাগী, তপস্বী বা সাধুর ভাণ করা কলিকালের একটা প্রধান লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে।

কর্ম্মকাণ্ড সর্ব্বদাই নশ্বর, অনিত্য লাভ-লোকসানের কথা আছে। আবার জ্ঞান-কাণ্ডেও অকাল-বৈরাগ্য অবশ্যই বড় বিপজ্জনক। কিন্তু যাঁহারা বুঝেন যে, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—সকলই অনিত্য, তাঁহাদের পক্ষে ভগবদ্ভজন ব্যতীত আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? যাঁহাদের বিচার হইয়াছে—হে কৃষ্ণ, তুমি ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই, তাঁহাদের শুদ্ধ বিচার ও আচার অভ্যাসও সংসারিগণ বুঝিতে পারে না। গৃহব্রতগণ কর্ত্তাহং-বুদ্ধিতে মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। 'কৃতকার্য্যের ফল আমি পাইব'—ইহাই কর্ম্ম, আর কর্ম্মের ফল আমিও পাইব না, ঈশ্বরও পাইবেন না—ইহাই জ্ঞানকাণ্ড।

মায়ার ভজনের বাজারে খুব ভিড়, কিন্তু হরিভজনের বাজারে লোক এত কম কেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। হরিভজন না করিলে কি ভীষণ বিপদ হয়, তাহা মায়াবদ্ধ কর্ম্মীরা বুঝিতে পারে না। হরিভজন-পরায়ণ চতুর জনগণ কর্ম্ম জ্ঞানকাণ্ডের ফল্গুত্ব বুঝিয়া হরি-ভক্তির পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু অভক্ত-দিগের পক্ষে 'দূরতঃ পরিবর্জ্জনীয়াঃ'—এই বিচারটি প্রযোজ্য। পাষণ্ডী কর্ম্মিগণের বিচার—'বৈষ্ণব কেন পাকা ঘরে থাকিবেন? তাঁহাদের হরিভজন সৌকর্য্যের জন্য আবার নানা প্রতিষ্ঠানাদি কেন?' উঁহাদের বিচার—জগতের সমস্ত বস্তুই ভোগীদিগের ভোগের ও তৎফলে নরকে যাইবার জন্য, কিন্তু সাধুদের ভগবৎসেবার অনুষ্ঠানের জন্য নহে। 'বৈষ্ণব-গণকে পীড়ন করাই দরকার, তাঁহাদের হরিভজনের কোনই সুবিধা করিয়া দিতে হইবে না—কেন না, তাঁহারা ত' আমাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া হিংসা করিতে প্রস্তুত ন'ন। আমরা তাঁহাদের অনুগত হইয়া এমন সখের—সুখের, এমন ভোগের—এমন মধুর জীবনটা নষ্ট ক'রব কেন? আমরা স্ত্রীয়ের দাসত্ব করিব, আমরা দুর্নীতি আশ্রয় করিয়া জগৎ ভোগ করিব।'

কর্ম্মকাণ্ডী তথাকথিত ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত-মাত্রেরই বিচার—'আমরা কর্ম্মের ফল লাভ করিব।' কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানীর বিচার—'মৃত্যুর পর আমি শিব হইব, জড়ীয় তর্ক বিচারের দ্বারা লোককে ঠকাইব, আর হরি-ভক্ত বা হরিগুরুবৈষ্ণবের নিন্দা করিব। সংসারের লোকগুলি ক্লেশ পাউক, আমি কেবল মুক্ত হইব।' পাষণ্ডী তামসিক ভোগীর বিচার—'বৈষ্ণবেরা কেন আমাদের [illegible] ভোগের ক্ষেত্র এ জগতে জীবন ধারণ করেন? তাঁহারা না খে'তে পে'য়ে মরিয়া যাউন, তা'হ'লেই আমরা নিরাপদে জগৎটাকে পূর্ণরূপে ভোগ ক'রতে পারব।'

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব' এস্থলে 'ভাগ্যবান' কাহাকে বলিব? অনন্তকাল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে তবে সেই জীবের ভক্তির প্রতি যে স্বল্পমাত্র রুচি হয় উহাই তাঁহার ভাগ্যবত্তার পরিচয়। শুষ্ক-জ্ঞানীর চিন্তাস্রোতঃ—'ব্রহ্মের সহিত আমি একীভূত হইয়া যাইব, ভোগের সামগ্রী জগৎকে দিয়া যাইব, ভগবান্ বা ভোক্তা বলিয়া কেহই নাই।' ভগবদ্ভক্ত, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবান্কে আক্রমণই নির্ব্বিশেষবাদীর চেষ্টা। ঐ প্রকার নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্তা—কাশীতে বসিয়া দাবাই খেল, আর যাই করি, মরিলেই 'শিব' হ'ব।' কুকর্ম্মীর চিন্তা—'অপরকে কষ্ট দিয়াও আমরাই সব ভোগ করিব।' সৎকর্ম্মীর চিন্তা—পুণ্য-সংগ্রহের জন্য আমরা দান, ধ্যান, পুণ্যাদি ও সাধুর সেবা করিব এবং নিজের বংশধর ও কুটুম্বাদির জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইব।'

যতদিন আমাদের নিজের শক্তির উপর—নিজের আত্মম্ভরিতার উপর—নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রবার বুদ্ধি থাকে, ততদিন আমরা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হ'তে পারি না। প্রপত্তি বা শরণাগতি বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমরা আরোহবাদকেই বহুমানন ক'রে থাকি। যখন নিজের ধার করা শক্তির ক্ষুদ্রতা, নিজের আত্মম্ভরিতার অকিঞ্চিৎ-করতা—নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পারি, তখনই আমরা শরণাগত হ'য়ে অবরোহবাদ স্বীকার করি। সাধুগণ প্রপত্তির কথাই ব'লে থাকেন। তাঁ'রা আরোহবাদের উপদেশ দেন না। যিনি যত বড়ই হউন না কেন, আরোহবাদকে মঙ্গলের পথ মনে ক'রলে তাঁ'র পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, অন্যাশ্রয়বুদ্ধি কখনও আমাদিগকে রক্ষা ক'রতে পারে না। আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকে আরোহবাদী জ্ঞানী হওয়ার যত্ন না ক'রে—আরোহবাদী কর্ম্মী, যোগী হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে—বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার দ্বারা তাড়িত না হ'য়ে যদি কায়মনো-বাক্যে প্রপন্ন হ'য়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তা'হ'লেই অজিত আমাদের কাছে জিত হ'বেন। যতটা পণ্ডিত আছি বা মূর্খ আছি—যে যেখানে আছি, সেখানে থাকা-কালেই সাধুদিগের মুখদ্বারে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে আমরা পরিচ্ছিন্ন ভূমিকায়—কুণ্ঠরাজ্যে বাস ক'রছি। আমরা যদি এখানে আমাদের mental speculation নিয়ে শাস্ত্রবিচার ক'রতে আরম্ভ করি, তা'হ'লে আমরা বঞ্চিত হ'ব।

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাবিধি

---::(•)::---

মথুরামণ্ডল ভিন্ন অপর স্থানে গোময়দ্বারা [illegible] পর্ব্বত প্রস্তুত করিয়া গিরি-গোবর্দ্ধনের পূজা করিবে।

মথুরাধামে সাক্ষাৎ শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিকে প্রদক্ষিণ করতঃ বৈষ্ণবধাম প্রাপণান্তে শ্রীহরি সন্নিধানে যাইয়া আমোদিত হয়েন।

শ্রীগোবর্দ্ধনগিরি-পূজামন্ত্র

হে গোবর্দ্ধন! হে ধরাধর! হে গোকুলত্রাণকারক! তুমি কৃষ্ণের বাহুতে উদ্ধৃত হইয়া ছায়া করিয়াছিলে, অতএব তুমি কোটি গো প্রদান কর।

গোপূজা-মন্ত্র

স্কন্দপুরাণে—যিনি লোকপালদিগের লক্ষ্মী-ধেনুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন এবং যজ্ঞের ঘৃত বহন করিতেছেন, তিনি যমের পাশ ছেদন করুন। আমার অগ্রে গোগণ অবস্থিত থাকুক, আমার পৃষ্ঠদেশে গোগণ অবস্থিত করুক, আমার পার্শ্বে গোগণ অবস্থিত থাকুক, আমি গোগণের মধ্যে বাস করি।

গোক্রীড়া

স্কন্দপুরাণেই তৎপর গো-মহিষী প্রভৃতিকে পরস্পর ক্রোধবিশিষ্ট করাইবে ও ধাবিত করাইবে এবং উক্তি প্রত্যুক্তি প্রভৃতি করাইয়া গোপগণদ্বারা আকর্ষণ করাইবে।

তৎপরে মহিষ্যাদির ভূষণ ও আকর্ষণাদি ক্রীড়া ও শব্দ করাইবে।

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-মহিমা

বিধি অনুসারে গোবর্দ্ধন ও গোগণের পূজা করিবে। ইহার নাম গোবর্দ্ধনযজ্ঞ। ইহা কৃষ্ণের তুষ্টিকারক।

বলিদৈত্যরাজ-পূজা

গোবর্দ্ধনগিরির পূজা-সম্পর্কীয় প্রতিপত্তিথির প্রদোষকালে বিন্ধ্যাবলীযুক্ত ভগবদ্ভক্ত শ্রীবলিকে পটে লিখিয়া আনন্দের সহিত পূজা করিবে।

বিন্ধ্যাবলীর সহিত এক আসনে উপবিষ্ট বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত দৈত্যরাজ বলিকে পঞ্চ রঙ্গবর্ণদ্বারা পটে লিখিবে।

কুম্ভাণ্ডময়, জম্ভ, উরু, মুরু ও দানবে আবৃত, পূর্ণ হৃষ্টবদন, মুকুট ও উৎকটকুণ্ডলযুক্ত দ্বিভুজ—এইরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দৈত্যরাজকে পূজা করিবে।

এই মহাত্মা বলি মিথ্যা ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণুতে নিজদেহ অর্পণ করেন। তদ্রূপ ভগবান্ বামনদেব কঠোর যত্ন দ্বারা বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত বলি বামনদেব কর্ত্তৃক বদ্ধ ও পাতালে নীত হইয়া বিমনা ও ক্ষিপ্ত হইয়া অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরির প্রতি অসূয়া পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময় বিভাগকর্ত্তা শ্রীহরি প্রীত হইয়া দৈত্যরাজকে বলিতে লাগিলেন,—হে দৈত্যরাজ। যাহারা অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণে দান, মন্ত্রবিহীন হোম, অশোধিত ব্যক্তিকর্ত্তৃক জপ, কার্ত্তিকমাসের প্রতিপদে তোমার পূজা না করে, সেই সকল ব্যক্তিদিগের পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যফল তোমার হউক।

যখন শ্রীহরি দৈত্যরাজ বলিকে এই বর দান করিলেন, তখন ঐদিনে আনন্দের সহিত বলিরাজকে অবশ্য পূজা করিবে।

বলিপূজাবিধি

স্কন্দপুরাণে,—গৃহমধ্যে বিশাল, বিস্তীর্ণ [illegible]ন ভ্রাতা, মাতা ও বন্ধুজনগণের সহিত [illegible]ষ্ট হইয়া পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার, রক্তোৎপল, [illegible]ত, গুড়পিষ্টক, নৈবেদ্যদ্বারা বলিরাজার [illegible]না করিবে।

পূজা-মন্ত্র

হে বলিরাজ। হে বিরোচনপুত্র। হে [illegible]। হে দেবশত্রো। আপনি ভবিষ্যৎ-[illegible] ইন্দ্র হইবেন। আপনি আমার এই [illegible] গ্রহণ করুন। যে বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষেরা [illegible]ৎসবজাত আমোদাবিষ্ট জনগণের [illegible] বলিরাজের অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের [illegible] পর্য্যন্ত দান, উপভোগ ও সুখ বৃদ্ধি এবং সকল বৎসর আনন্দে যাপিত [illegible] থাকে।

গুরুনিত্যানন্দ

——::(*)::——

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—শ্রীবলদেব অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহ। তত্ত্বান্তরমতে প্রাভবতত্ত্ব—শ্রীবাসুদেব এবং বৈভবতত্ত্ব—শ্রীসঙ্কর্ষণ। ভগবদ্বিস্ফূর্ত্তির তিনিই (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই) মূলকারণের কারণ, তজ্জন্য তাঁহাকে 'প্রকাশ স্বরূপ' বলা হয়। সেই সঙ্কর্ষণরূপেরই অংশ কারণোদশায়ী বিষ্ণু যাবতীয় বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি নৈমিত্তিক অবতার সমূহের কারণ এবং ভগবানের তটস্থা শক্তির শক্তিধর। সেই সঙ্কর্ষণের ত্রিবিধ পুরুষাবতার—কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী ভগবদ্রূপ। পুরুষাবতারের উপলব্ধি হইলেই জীবের খণ্ড, অখণ্ড ও খণ্ডাখণ্ডের আকরবস্তু-জ্ঞানে সকল চিদচিদ্-বৈচিত্র্যের উপলব্ধি ঘটে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতধৃত শ্রীনিত্যানন্দ স্তোত্রমুখে যে পুরুষাবতারের লীলা প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল লীলার লীলাময় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু। তিনি সন্ধিনী-শক্ত্যধিষ্ঠিত সম্বিৎ-শক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং হ্লাদিনীসার-সমবেত হ্লাদিনী-শক্ত্যধিষ্ঠাত্রী শ্রীবৃষভানুরাজকুমারী—এই উভয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী শ্রীবলদেবতত্ত্বরূপে কৃষ্ণের গৌরবপাত্র।

চন্দ্রের কিরণ স্নিগ্ধ—প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণের ন্যায় উগ্র নহে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণ-কমল কোটি চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিকাশ করে।

জগৎ দ্বিবিধ - চৈতন্যজগৎ ও গুণজাত জড়জগৎ। চৈতন্যজগতে চিদৈশ্বর্য্য সহিত জীবন পরিদৃষ্ট হয় আর গুণজাত জড়জগতে তাদৃশ জীবনরহিত ভাব উদ্ভাসিত হয়। চৈতন্যজগতের স্বভাব বিপর্য্যস্ত হইলে গুণসঙ্গক্রমে ন্যূনাধিক অচিৎ-প্রতীতির উদয় হয়। যে কালে বদ্ধ জীব অচিৎ-প্রতীতিময় হইয়া প্রভুত্ব বা ভোগবাসনার বশে জড়ের ক্রীড়া-পুত্তলিকা হন, তৎকালে তাহার অশান্তি ও নিরানন্দ লব্ধ হয়। তীব্র তাপতপ্ত হইয়া যে কালে জীব সুশীতল ছায়ার প্রার্থী হয়, সেইকালে চৈতন্যপ্রকাশ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়ের সন্মিলনে স্নিগ্ধকিরণ-ছায়ায় তপ্ত জীবকুলের মনোভীষ্ট পূর্ণ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর-বিষয়ের আশ্রয়রূপে সেবা করেন। যাবতীয় আশ্রিত-তত্ত্বের মর্য্যাদাপথের কৃপাদাতৃরূপে ভগবৎসেবায় জীবকুলকে অনর্থমুক্ত করেন। সন্ধিনীশক্তির আশ্রয় ছাড়িয়া দিয়াই জীব হ্লাদিনীশক্তি হইতে বিভিন্নাংশ হইয়াছে, সুতরাং অদ্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবানুশীলনে পরাঙ্মুখ অনর্থযুক্ত জীব শ্রীনিত্যানন্দ-বিমুখ হইয়া অহঙ্কারবশে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা করিতে গেলে তাহার মঙ্গলের পরিবর্ত্তে বিপরীত বিচারই লভ্য হয়, তজ্জন্য শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম-বিমুখ জনগণের শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবালাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের পরামর্শ ছাড়িয়া দিয়া যিনি অহঙ্কারবাক্যে ভ্রমণ করিবেন, তাঁহার ন্যূনাধিক অহংগ্রহোপাসনা হইয়া থাকে। বিভিন্নাংশ জীব কখনই স্বাংশনাম শ্রীনিত্যানন্দ অতিক্রম করিয়া আপনাকে আশ্রয়জাতীয় কল্পনা করিবে না। শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম ব্যতীত অনর্থযুক্ত জীবের আর উপায়ান্তর নাই।

যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নামভজনের পরিবর্ত্তে নামাপরাধ লভ্য হয়। তিনি বিবেক-রহিত পশু-সংজ্ঞা লাভ ও আচারভ্রষ্ট হন অর্থাৎ তাঁহার সেবা-বৈমুখ্য তাঁহার বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করে। হ্লাদিনী-সম্বিন্মিশ্র বিভিন্নাংশ জীব সন্ধিনীর সেবারহিত হইলেই সচ্চিদানন্দ বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হন। সচ্চিদানন্দ সেবাবঞ্চিত জীবের ভোগপর বিচারে অর্থদ মানব-জন্ম বিফল হয়। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যরহিত হইয়া বদ্ধজীবের মুখে ভগবন্নাম উচ্চারিত হন না, তাহার চেষ্টা নামাপরাধে পর্য্যবসিত হয়। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাক্রমেই আমাদের সেবা-চেষ্টা। তদভাবে যে সেবার ভাণ, তাহা দম্ভ-সংস্কার সঞ্জিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ভক্তির প্রথম সোপান। মর্য্যাদার পথেও সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপূজার ব্যবস্থা। গুরুপূজা রহিত হইয়া যে কিছু চেষ্টা হয়, তাহা সাংসারিক ভোগ-চেষ্টা হইয়া পড়ে।

আবরণগ্রস্ত জীব হরিসেবাবঞ্চিত হইয়া স্বীয় ভোগচেষ্টার মূঢ়তাকে নিত্য বলিয়া মনে করে, তখন তাহার জড়পাণ্ডিত্য আভিজাত্য আত্মবঞ্চনার কারণ হয়। পরহিংসা প্রবৃত্ত ব্যক্তি কখনই শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইতে পারে না। আভিজাত্য ও জ্ঞানাভিমান জীবকে 'আতিবাড়ী' করিয়া ফেলে।

যেখানে শ্রৌতপথে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য নাই, তথায় নশ্বর অনিত্য বর্ত্তমানভাবেই নিত্যজ্ঞান হয়। বদ্ধজীব স্বরূপাভিমান-ক্রমে ভগবদ্ বৈভব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া নিত্যানিত্য বিবেকরহিত হয়। যে কালে জীব নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-জগদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করে, তখনই তাহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধির সুবিধা হয়। শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম হইতেই হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিৎ-সেবাযোগ্যতা লাভ ঘটিবে। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দচরণাবলম্বন ব্যতীত জীবের আর অন্য কোনও গতি নাই। শ্রীগুরু নিত্য আশ্রয় করিলেই উপাস্যবস্তুর সন্নিধি লাভ ঘটিবে। শুদ্ধজীবাত্মার নিত্যা শুদ্ধা ভক্তি বিশ্রম্ভ গুরুসেবার দ্বারা প্রাপ্য হয়।

অভক্ত নির্ব্বিশেষবাদী মনে করেন,—গুরুবস্তু সম্পূর্ণ অনিত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ নহে। নির্ব্বিশেষবাদ পরিহার করিয়া শাক্ত-প্রণাম বুঝিতে পারিলেই শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ নিত্য সেবকের আবির্ভাব নিত্য-কালোপযোগী নহে, উহা উপলব্ধ হয়। তজ্জন্য জীবের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর শ্রীগুরু-প্রভুর চরণাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাবৃত্তির অভাবে জীবের দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীনিত্যানন্দচরণ সেবাভিলাষী হইয়া গাহিয়াছেন,—

> নিতাই পদ কমল, কোটি চন্দ্র-সুশীতল,
> যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
> হেন নিতাই বিনে ভাই,
> রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
> দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায় ॥
> সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
> সেই পশু বড় দুরাচার।
> 'নিতাই না' বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
> বিদ্যাকুলে কি করিবে তা'র ॥
> অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
> অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
> নিতাইর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে,
> ধর নিতাইর চরণ দু'খানি ॥
> নিতাইর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
> নিতাই-পদ সদা কর আশ
> নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
> রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥

ছাওরায় প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, [illegible] বহু কীর্ত্তনীয়া সেবকসহ হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া গত ৫ই আশ্বিন সোমবার হুগলী জেলান্তর্গত [illegible] নামক স্থানে গমন করেন [illegible] সন্ধ্যায় নিকটস্থ শ্রীল [illegible] বাড়ীতে [illegible] হয়। [illegible] ১০ই আশ্বিন [illegible] জেলার অন্তর্গত [illegible] প্রধান [illegible] মহাশয়ের [illegible] হইতে [illegible] হইতে [illegible] হইতে [illegible] হইয়। [illegible] কীর্ত্তন হয়।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া প্রকা

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	৷৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৯৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবততীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব বাক-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

ভারতে থার্ম্মোমিটার নির্ম্মাণ

পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী হইত, এইরূপ ২২২ প্রকার ঔষধ ও ডাক্তারী দ্রব্য বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন সরকারী অথবা বেসরকারী ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে ২৮ রকমের ঔষধ এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে যে, এগুলি বিদেশে পর্য্যন্ত রপ্তানী করা চলে। সরবরাহ বিভাগ অনেকগুলি ঔষধের জন্য অর্ডারও দিয়াছে।

যে সকল ঔষধের কাঁচামাল ভারতে পাওয়া যায়, তাহার সবগুলি এখন দেশেই প্রস্তুত হইতেছে। বিদেশী কাঁচামাল দিয়াও নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে।

অস্ত্র চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানাগুলিতে জোর কাজ চলিতেছে। ফলে এই সকল দ্রব্যের ভারতবর্ষের সামরিক ও বেসামরিক চাহিদা মিটাইবার মত শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জিনিষই ভারতে উৎপন্ন হইতেছে। ব্যাণ্ডেজ কাপড়, গরম জলের থলে প্রভৃতি যে সকল রবার দ্রব্য হাঁসপাতালে ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই এখন ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতের সমুদ্রাঞ্চল হইতে হাঙ্গর ধরিয়া তাহা হইতে কড্‌লিভার অয়েলের মত এক প্রকার ঔষধ তৈয়ারী হইতেছে। ভারতে প্রস্তুত এই ঔষধটি কড্‌লিভারের ন্যায় কার্য্যকরী। সরকারী মেডিক্যাল ষ্টোর ডিপার্টমেণ্ট একাই ৮ হাজার গ্যালনের উপর এই ঔষধের অর্ডার দিয়াছে।

দিনাজপুরে লুণ্ঠন

আমিরাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত সনাতন সাহা রায়পুরা থানায় এই মর্ম্মে এক এজাহার দিয়াছে যে, সে ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফসল সরকারী ঋণ আনিবার জন্য নরসিংদী গিয়াছিল এবং বাড়ীতে কেবল স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কেহ উপস্থিত ছিল না। তখন শতাধিক লোক তাহার গৃহ আক্রমণ করে। বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকে। কিন্তু ঋণের টাকা আনিতে হিন্দুরা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতে গ্রাম প্রায় খালি ছিল। আক্রমণকারীগণ দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং সনাতনবাবুর স্ত্রীকে দা দ্বারা আঘাত করিয়া নগদ ২০০৲ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার ছিনাইয়া নেয়। অতঃপর তাহারা বাড়ীর ৪ খানা টিনের ঘর কাটিয়া ফেলে এবং ঘর খুলিয়া নিয়া প্রস্থান করে।

প্রকাশ, আক্রমণকারীরা ঐ গ্রামেরই অধিবাসী। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদল ডাকাত সনাতন সাহার বাড়ীতে ডাকাতির চেষ্টা করে, কিন্তু সনাতন সাহা একাই ডাকাতদের সহিত লড়াই করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করে। গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লুঠ তরাজের সময় মুসলমানগণ সনাতনবাবুর বাড়ী আক্রমণ করিতে আসিলে তিনি অসীম সাহসিকতার সহিত তাহাদিগকে বাধা দেন, ফলে তাঁহার গৃহ লুঠ বা অগ্নিদগ্ধ হয় না।

আটলান্টিকে দুইটি জাহাজ আক্রান্ত

উপকূলরক্ষী বিভাগের সংবাদে প্রকাশ যে, তাহারা একটি অপরিচিত মালবাহী জাহাজের রেডিওর বিপদবার্ত্তা ধরিয়াছে; ঐ বার্ত্তায় জানা যায় যে নোভাস্কোটিয়া উপকূলের কিছু দূরে একটি সাবমেরিণ জাহাজটিকে টর্পেডো মারে। উপকূলরক্ষী বিভাগের সংবাদে আরও জানা যায় অপর একটি অপরিচিত মালবাহী জাহাজ রেডিও-যোগে জানাইয়াছে যে, ঐ জাহাজ ও একটি সাবমেরিণের মধ্যে পারস্পরিক গোলাবর্ষণ হইয়া গিয়াছে।

জল বিভাগের মতে সংবাদটি বুধবার অপরাহ্ণ ৫টা ৫০ মিনিটে পাওয়া যায়। জাহাজটি তাহার অবস্থান এরূপ দিয়াছে। ৫২-৫০ উত্তর এবং ১৪-৪০ পশ্চিমে। ইহাতে মনে হয় ঘটনাটি আয়ার্ল্যাণ্ডের কিছু দূরে।

উপকূলরক্ষীদের সংবাদ অনুসারে যে জাহাজটিতে টর্পেডো লাগিয়াছে তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, মনে হয় উহা জলমগ্ন হইয়াছে।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

বিভিন্ন পণ্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইবার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে বিবেচনার জন্য ভারত সরকার আগামী ১৩ই অক্টোবর তারিখে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি ও কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের লইয়া এক সম্মেলন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, এই সম্মেলনে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় আলোচিত হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রী নন্দকিশোর ভাক্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ { ১৭ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৫ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২২শে অক্টোবর, ইং ১৯৪১, বুধবার } ১৬২ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ দামোদর শ্রাপ্ অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

জীব কি স্বতন্ত্র ?

——::[•]::——

স্বতন্ত্রতা চেতনের ধর্ম্ম এবং ইহা স্বয়ংস্বরূপ। শ্রীভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবও স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার আছে। শ্রীগুরু-কৃষ্ণাধীনতাই জীবের প্রকৃত স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা, ইহাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। যেখানে স্বেচ্ছাচারিতা, সেইখানেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। সেইরূপ স্বতন্ত্রতার অপর নাম ভোগোন্মুখতা। যেখানে ভোগোন্মুখতা বা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার, সেইখানেই দুঃখ। জীব স্বতন্ত্র, সে অসৎ-পথে যাইতে পারে আবার সৎপথও অবলম্বন করিতে পারে। আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি, কতকগুলি জীব স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া বদ্ধ হইয়া এজগতে আসিয়াছেন, আর কতকগুলি জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া মুক্ত হইয়া ভগবৎসেবা লাভ করিয়াছেন। এখানে জীব কেন স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিলেন, ইহার জবাব নাই। যে স্বতন্ত্র, সে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে।

বৈকুণ্ঠ হইতে জীবের পতন হয় নাই। তটস্থ জীব 'কারণবারি' হইতে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া ভোগেচ্ছাবশতঃ এই জগতে আসিয়াছে। স্বতন্ত্রতাযুক্ত জীব প্রথম হইতেই—হয় উন্মুখ, না হয় ভগবদ্বিমুখ। সেই কার্য্যই জীবের প্রথম কার্য্য। তদ্বিষয়ে জীবেরই মুখ্য-কর্ত্তৃত্ব। সেই কার্য্যসম্বন্ধে ফলদান-ক্রিয়াতে ঈশ্বরের অনুবন্ধ কর্ত্তৃত্ব। অবিদ্যাপ্রবেশের পর কর্ত্তৃত্ব আবার ত্রিবিধ হইয়া উঠে। (১) জীব যে কার্য্যটী করে, তাহাতে তাহার মুখ্যকর্ত্তৃত্ব সর্ব্বকালেই থাকে। (২) প্রকৃতি সেই কার্য্যে যে সাহায্য করেন, তাহাতে তাঁহার গৌণকর্ত্তৃত্ব। (৩) ফলদান-বিষয়ে ঈশ্বরের অনুবন্ধ-কর্ত্তৃত্ব।

কৃষ্ণের অনুবন্ধ-কর্ত্তৃত্বের কথা ও গীতার 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং' শ্লোক শুনিয়া কেহ কেহ বলেন, তাহা হইলে কি জীবের বন্ধন কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই হইয়াছে? তদুত্তর এই যে, লোকে আইন ভঙ্গ করে বলিয়া আইন-কারিগণের দোষ নাই। বন্ধন কৃষ্ণের ইচ্ছায় হয় সত্য, কিন্তু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে ত' কৃষ্ণের দোষ নাই। পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যেরূপ কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। সর্ব্বভূতকে চালিতকরণে পরমেশ্বর সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব বিধান করেন না, পরন্তু মায়া বা নিজশক্তিদ্বারা পরিচালিত করেন। মায়া দুইপ্রকার—যোগমায়া ও জড়মায়া। বিমুখ জীব যখন বিমুখতা বরণ করে, তখন তাহার উপর জড়মায়ার কার্য্য, জীব তখন জড়মায়া দ্বারা ভ্রামিত হয়। আর উন্মুখ জীব যখন উন্মুখতা বরণ করেন, তখন যোগমায়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

বিমুখতা বা উন্মুখতা-বরণই জীবের স্বতন্ত্রতা। বিমুখতা ও উন্মুখতা—এই উভয় দিকে জীব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে। যখন জীব বিমুখতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি জড়মায়া তাহাকে সংসারচক্রের ক্রীড়াপুত্তলি করিয়া সংসারে ভ্রামিত করায়। জীব এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া নিজস্বতন্ত্রতার জন্য নির্ব্বেদগ্রস্ত হইলে যখন উন্মুখ হইবার জন্য সচেষ্ট হয় অর্থাৎ স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য আনুগত্যময়ী স্বতন্ত্রতা বরণ করে, তখন পরমেশ্বরের যোগমায়া জীবকে উন্মুখতার দিকে চালিত করেন। ভগবান্ জীবের নিয়ন্তা হইলেও তিনি জীবের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা ধ্বংস বা তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। জীব জড় পুতুল নহে, যে তাহাকে যেদিকে চালনা করা যায়, সে সেদিকে যায়। যদি তাহাই হইত, তবে জীব ও জড়ে কোন পার্থক্য থাকিত না। জীব যখন স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্রতার ব্যবহার বা প্রয়োগ করিয়া কোন কার্য্য করে, ভগবান্ তখন স্বীয় মায়া বা স্বশক্তির দ্বারা সেই কার্য্যের ফল দান করিয়া থাকেন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, জীবই যদি কর্ম্মের ও তৎফলভোগের কর্ত্তা হয়, তবে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কোথায়? তদুত্তর এই যে, জীবসকল যে যে কর্ম্ম করিয়া থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই দান করেন এবং পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবের [illegible] প্রেরণা দ্বারা কার্য্য করি[illegible]। জীব—হেতুকর্ত্তা বা প্রযোজ্য কর্ত্তা, [illegible] ঈশ্বর—প্রযোজক কর্ত্তা। জীব নিজকর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী [illegible] পাপকর্ম্মের উপযোগী হয় সেই [illegible] ফলভোগে ও কার্য্য-করণে প্রযোজক-কর্ত্তৃরূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, আর জীব—ফলভোক্তা।

জীব স্বতন্ত্র বলিয়াই ভগবান্ তাঁহাকে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকে সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার [illegible] গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। জীব যদি অস্বতন্ত্র হইত, জীবের যদি [illegible] স্বাধীনতা না থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত কর্ম্ম যদি ভগবান্ই জীবকে করাইতেন তাহা হইলে ভগবানের উপদেশ দেওয়ারও কোন আবশ্যকতা থাকিত না। জীব যদি যন্ত্রের ন্যায় বা কলের ন্যায় জড়পদার্থ হইত, তাহা হইলে তাহাকে ভগবান্ শরণ গ্রহণ করিবার উপদেশ দেন কেন? সুতরাং পরমমঙ্গলময় ভগবানের উপর দোষ চাপাইয়া নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে কৃত অসৎকর্ম্মগুলি ভগবানেরই প্রেরণার ও নির্দ্দেশে কৃত বলিয়া আত্মপ্রবঞ্চনার যত্ন করিলে তাহাদ্বারা জীবের কোন মঙ্গল হইবে না। চেতনময়ী সর্ব্বোন্মুখতাক্রমে [illegible] ভগবানের অনুগ্রহ বা দয়া বলিয়া বিচার-পূর্ব্বক ভগবানের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন, তিনিই অনায়াসে নিত্যমঙ্গল লাভ করেন।

জীব চিৎকণ, পরমেশ্বরের অণু-অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জলধর্ম্ম অণুপরিমাণে রহিয়াছে। চিদ্বৈতন্য ভগবান্ পরমস্বতন্ত্র, [illegible] জীবেরও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা আছে। কোন সময় এক ব্যক্তি জীবের স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার কি ভগবৎপ্রেরণায় হয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। আমরা যে পাপ করি, তা' ভগবানের দয়া বা প্রেরণায় হয় না। [illegible] অপব্যবহার [illegible] করেন, [illegible] সময় [illegible] জন্য [illegible] শ্রীমদ্-[illegible] শিশু

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন	৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধ কলম		৬৲		
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ধান চুরির মামলা

হরিপাল থানার কঙ্কবাটী গ্রামের সাধু ওরফে মুচিরাম পালের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ধারার যে মামলা শ্রীরামপুরের প্রথম শ্রেণীর সাব ডেপুটি মিঃ এন এন মজুমদারের আদালতে চলিতেছিল, সেই মামলায় বিচারক আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন। ফরিয়াদী ঝড়েশ্বর পালের অভিযোগ এই যে এক রাত্রে আসামী তাহার 'মরাই' হইতে ৫ বস্তা ধান চুরি করিয়া লইয়া উহা তাহার নিজের বাটীর খড়ের গাদার নীচে লুকাইয়া রাখে। পরদিন রাস্তায় ধান ছড়ান এবং সন্ধান করিয়া ৫ বস্তা ধান পাওয়া যায়। পুলিশ আসামীকে চালান দেয়। আসামী পক্ষের বক্তব্য হইল যে, মামলাটি একেবারে মিথ্যা। ফরিয়াদী পক্ষের সহিত বাবস, স ক্রোক বাড়া এবং ইউনিয়ন বোর্ডের একটি মামলা সম্পর্কে মনোমালিন্য হওয়ায় এই মোকদ্দমার উদ্ভব হইয়াছে। কোর্ট সাব ইনস্পেক্টার মিঃ আর এম সান্যাল ফরিয়াদী পক্ষে ও উকীল মিঃ জে সি সরকার ও এম বসু মামলা পরিচালনা করেন।

ফরিদপুরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

ফরিদপুরের উকিল বাবু মহেন্দ্রকুমার সান্যালের বাড়ীর পিছন দিকে বাসন্তী কুণ্ডী নাম্নী ৬০ বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা তাহার কুঁড়ে ঘরে একা বাস করিত। গত ১০ই অক্টোবর কয়েকব্যক্তি বাসন্তীকে বারংবার ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া তাহার ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং বৃদ্ধাকে ঘরের মেজের উপর মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। বৃদ্ধার পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা তাহার গলা এবং হস্তদ্বয় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। ঘরের বিছানা ও মশারী, বাক্স এবং বিবিধ দ্রব্যাদি ঘরের চারিদিকে ছড়ান ছিল। বাসন্তীর কতকগুলি ছাগল ছিল এবং ছাগদুগ্ধ বিক্রয় করিয়াই সে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিত। শবব্যবচ্ছেদের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে যে, বাসন্তী শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

আফগানিস্থানে পেট্রল ব্যবহার সম্পর্কে কড়াকড়ি

সরবরাহ সম্পর্কিত কারণে ভারত হইতে আফগানিস্থানে পেট্রল সরবরাহ শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। ভারতের জনসাধারণের জন্যও শতকরা ২৫ ভাগ কম পেট্রল সরবরাহ করা হইতেছে। আফগানিস্থান এতদিন উহার প্রয়োজনীয় পেট্রলের একতৃতীয়াংশ রুশিয়া হইতে এবং অবশিষ্টাংশ ভারত হইতে পাইত, কিন্তু আজকাল তাহা ইহা ভারতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়াছে।

সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় আফগানিস্থানে পেট্রল ব্যবহার সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে গাড়ীযোগে যান চলাচল অনেক হ্রাস পাইয়াছে, ইহার প্রতিকারের জন্য আফগান গবর্ণমেণ্ট কাবুল ও পেশোয়ারের মধ্যে এক স্পেশাল লরী সার্ভিস খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পূর্ণিয়াতে অতিবৃষ্টি

৭২ ঘণ্টা অবিরত বারিপাতের পর গত ১১ই অক্টোবর পাটে মাঝে মাঝে সূর্য্যের কিরণ দেখা গিয়াছে। আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। নিম্ন অঞ্চলে বহু গৃহপতনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কিন্তু এযাবৎ কোন প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বিল অঞ্চলগুলিতে অকস্মাৎ জলবৃদ্ধির দরুণ আমন ধান একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রবল বারিপাত দেখা যায় নাই।

ভিখারিণী ছুরিকাহত

নক্সনগাছি রেল-ষ্টেশনের সন্নিকটে জনৈকা বৃদ্ধা ভিখারিণী নিজগৃহে ছুরিকাহত হইয়া গুরুতর জখম হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে নক্সগাছি ষ্টেশনঘরে ষ্টেশন মাষ্টার রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় এই প্রকারেই আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এযাবৎ দুষ্কৃতকারীর সন্ধান মিলে নাই।

বিনা টিকিটে ভ্রমণ

ই-আই রেলের তারকেশ্বর লাইনে গত ৪ঠা মার্চ্চ এস ৭৩ আপ ট্রেনে হাওড়া হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে বিনা টিকিটে ভ্রমণ ও তারকেশ্বর ষ্টেশনের উল্টা দিকের প্লাটফরম হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিবার সময় গ্রেপ্তার হওয়ায় এবং ভাড়া দিতে অক্ষম হওয়ায় ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১০২ ধারানুসারে হরিপাল থানার অন্তর্গত আনিনপুর গ্রামের শিবচন্দ্র সরকার (৩৬), শ্রীরামপুরের প্রথম শ্রেণীর সাব ডেপুটি মিঃ এন এন মজুমদারের আদালতে অভিযুক্ত হন। আসামী অপরাধ স্বীকার করায় বিচারক আসামীকে আট আনা জরিমানা ও ভাড়া বাবদ ৪৸৫ অনাদায়ে ১ সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীবনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২০ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৫শে অক্টোবর, ইং ১৯৪১, শনিবার { ১৮৪-৮৫ তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ দামোদর, অবন্তর ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মলীলা

——::(০)::——

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে কলিকালে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথ-গৃহে আবির্ভূত হন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি আছে। তন্মধ্যে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রধান। সর্ব্বকার্য্যে এই তিনটি শক্তির বিশেষ পরিচয় আছে। ইচ্ছাশক্তি-প্রধান—'শ্রীকৃষ্ণ', যাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত ব্যাপারই হইয়া থাকে, জ্ঞানশক্তি-প্রধান—'শ্রীবাসুদেব', আর ক্রিয়াশক্তি-প্রধান 'শ্রীসঙ্কর্ষণ'। এই তিনের ঐ তিনটী শক্তি লইয়াই প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট বা প্রকটিত হয়। শ্রীসঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তির দ্বারা চিচ্ছক্তিবিলাসাত্মক গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধাম প্রকট করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও নিজ ধামসহ নবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপে শ্রীশচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধুতে প্রকটিত হন।

নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ—পূর্ণ-ইন্দু॥
(চৈঃ চঃ আ ৪।৭১)

গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তা'র জন্মে বা মরণে॥
(চৈঃ ভাঃ আ ৩।৪৯)

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুদ্ধাবয়বী অপ্রাকৃততিথি ও সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী; ইঁহার নাম শ্রীগৌরজয়ন্তী। উপোষণ প্রভৃতির দ্বারা এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-মহোৎসবাদির দ্বারা এই তিথির সেবা হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিলে জীবের সেবোন্মুখিনী চেষ্টার উদয় হয় এবং শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্রকাশ বস্তু। তিনি কৃপা করিয়া যখন স্বয়ং অবতরণ করেন এবং সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই জীব তাঁহার পরিচয় পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। তাঁহার পরিচয় পাইলে জীবেরও তৎসঙ্গে আত্মপরিচয় বা স্বরূপানুভূতি হইয়া যায়।

শুনা যায়, শ্রীনারায়ণ-পরায়ণ শ্রীমধুকর মিশ্র নামক জনৈক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কোন কারণে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। শ্রীমধুকর মিশ্রের মধ্যম পুত্র বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী ও সদ্গুণবান্ শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র। শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের সপ্ত পুত্র—কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোকনাথ। শ্রীজগন্নাথ অধ্যয়নার্থ শ্রীহট্ট হইতে পরাবিদ্যাপীঠ শ্রীনবদ্বীপে শুভাগমন করেন। তিনি নবদ্বীপে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শ্রীশচীদেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-পাঠে জানা যায়, পর্জ্জন্য-নামক গোপ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন, তিনিই পরে শ্রীহট্টে শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র-নামে অবতীর্ণ হন এবং যিনি বৃন্দাবনে মহামান্যা 'বরীয়সী'-নাম্নী শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী গোপী ছিলেন, তিনি শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী শ্রীকমলাবতীরূপে অবতীর্ণা হন। আর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যাঁহারা প্রেমরসের আকরস্বরূপ শ্রীযশোদা ও ব্রজরাজ শ্রীনন্দ ছিলেন, তাঁহারাই পরে শ্রীশচী-জগন্নাথরূপে জগতে আবির্ভূত হন।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র—শ্রীবসুদেব বা অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ব। বৈকুণ্ঠ-ধামে কুণ্ঠাধর্ম্ম বা গুণত্রয়ের অবস্থান না থাকায় উহা অপ্রাকৃত নিত্যশুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপবৈভব। এই শুদ্ধসত্ত্বে বা বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির নাম, স্বরূপ বা বিগ্রহ নিত্য বিরাজমান বা প্রকটিত। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র-ভবনে শ্রীহরিনামের বা শ্রীহরির অভাবহেতু উহা বৈকুণ্ঠধাম ছিল না, পরে উহা বৈকুণ্ঠধামে পরিণত হইল—এইরূপ কল্পনা মনোধর্ম্মমাত্র। চিচ্ছক্তি-বিলাস নিত্যকালই চিচ্ছক্তিবিলাস, উহা অচিচ্ছক্তিবিলাস নহে। আর অচিচ্ছক্তিবিলাস নিত্যকালই অচিচ্ছক্তি-বিলাস। তাহা হরিবিমুখ জীবের অজ্ঞান বা ভোগভূমিকা, উহা চিচ্ছক্তিবিলাস নহে।

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী শ্রীদেবকী যেরূপ শুদ্ধসত্ত্বরূপী শ্রীবসুদেবের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন শ্রীশচীদেবীও তদ্রূপ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের হৃদয় হইতে নিজ হৃদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ধারণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন,—

বসুদেব আরোপিলা দেবকীর মনে।
ধরিল দেবকী যাহা চিত্তসমাধানে॥
পূর্ব্বদিকে ধরে যেন পূর্ণ শশধর।
ধারণ দেবকী যাহা মনের ভিতর॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচী-জগন্নাথদেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে, স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়,—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। তাঁহাদের জড়াতীত সচ্চিদানন্দময় দেহ ভগবানের নিত্য বিলাস-স্থলী। জড়েন্দ্রিয়তর্পণময় স্ত্রীপুরুষের কামক্রীড়া ও গর্ভের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশচীদেবীর মিলন বা শ্রীশচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই। সুতরাং তাহা মনে মনে চিন্তা করাও ভীষণাপি ভীষণ অপরাধ। শুদ্ধসত্ত্বেই ভগবান্ শ্রীবাসুদেব আবির্ভূত হন। অতএব, এই জন্মলীলা পরমবিস্ময়কর। ভগবৎসেবোন্মুখ চিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত গর্ভমাহাত্ম্য ও শ্রীগৌরজন্মলীলা-রহস্য হৃদয়ঙ্গম হয়।

আমরা শ্রীদেবকীদেবীর অষ্টম গর্ভের কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাই। শ্রীদেবকীদেবীর সপ্তম গর্ভে শ্রীবলদেব ও অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। শ্রীদেবকীতে যেরূপ ষড়্গর্ভ-নামক অসুরের প্রবেশ ও কংসকর্ত্তৃক তাহাদের নিধন দেখা যায়, শ্রীশচীদেবীরও সেইরূপ একে একে অষ্ট কন্যার মৃত্যুর কথা জানা যায়। এতৎসম্বন্ধে সাধুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, সাধক ভক্তের যে শ্রবণ-কীর্ত্তনলক্ষণা শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান, সেই শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানের মধ্যে শব্দাদি বিষয়ভোগ আনুষঙ্গিকভাবে বর্ত্তমান থাকে। তখন ঐ ভক্তের "হায়! আমি এই সকল বিষয় ভোগ করিয়া সংসারান্ধকূপে নিমজ্জিত হইব"—এইরূপ ভয়ের উদয় হয়। এইরূপ ভয়ের উদয়ে ভোগবাসনা ক্রমশঃ কালকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় এবং শ্রবণকীর্ত্তনকারী ভক্তের সেবাদিনী ভক্তি বর্দ্ধিতা হইতে থাকে। ভক্ত-হৃদয়ের সহিত ক্রমে শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। শুদ্ধসত্ত্বরূপা ভক্তিতেই ভগবান্ স্বতঃপ্রকাশিত হন। শচীদেবীর ছয়টী পুত্র শব্দস্পর্শাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

...। তেই যেন অক্তিগর্ভগত ষড়্‌বিধ বিষয়নিবিষ্টির মূল, তাই সেইরূপ দেবকীর গর্ভজাত ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরের হত্যা। বিষয় নিবৃত্ত হলে যেমন শান্তগতে সেবোন্মুখী প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, শ্রীদেবকীতে তদ্রূপ ষড়্‌গর্ভনামক অসুর বিনাশ হওয়ার পর সপ্তম গর্ভে নিবাস, শয্যা ও আসনাদিরূপ শ্রীঅনন্তদেবের আবির্ভাব জানিতে হইবে। প্রেমভক্তির উদয় হইলে ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীদেবকীদেবীর অষ্টম গর্ভে ভগবদাবির্ভাবের তাৎপর্য্য।

অষ্ট অপরা প্রকৃতির আবরণে আবৃত থাকা কাল পর্য্যন্ত শুদ্ধসত্ত্ব জীবাত্ম-স্বরূপের উদয় হয় না। অষ্ট প্রকৃতি স্ব-স্ব কারণে বিনাশপ্রাপ্ত হলে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি বিগত হইলে শুদ্ধ জীবাত্মস্বরূপে ও ভগবচ্চরণে পরমাত্মার উদয় হয়। সঙ্কর্ষণ স্বরূপ শ্রীবলদেব বা সেবাবিগ্রহের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই সেব্য পরতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র স্বরূপে উদিত হন অর্থাৎ অষ্ট অপরা প্রকৃতির বিলয়ে যখন জীবহৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাব ধারণ করে, সেই সময় তাঁহার সেবোন্মুখী আত্মতা অর্থাৎ লোক-মাতৃমানেই সেবা-বিগ্রহ গুরুরূপী শ্রীসঙ্কর্ষণ সেব্যবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দসুন্দরকে প্রদান করেন। ইহাই শ্রীশচীদেবীর প্রথম অষ্ট কন্যার মৃত্যু, তৎপরে শ্রীসঙ্কর্ষণ-বিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং তদনন্তর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মলীলার রহস্য

সকল কলিতে শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হন না। যে দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন, সেই দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সকল দ্বাপরেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অবতার হয় না। শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বাপর যুগে ভগবান শুকপক্ষ বর্ণ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণাদি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন —ইহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীহরিবংশ ও মহাভারতাদিতে শুনা যায়। সাধারণ কলিতে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ ও বিশেষ কলিতে পীতবর্ণ —ইহাই শাস্ত্রবাক্য। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট-বিহার॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগ জানি।
সেই চারি যুগে দিব্য এক যুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেল তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

(চৈঃ চঃ আ ৩৫-১০)

হরিকথা-প্রসঙ্গ

--::[•]::--

শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সাধারণ শব্দ নহেন। তিনি শব্দব্রহ্ম—শব্দরূপী ভগবান্। তাঁহার সঙ্গ ও সেবা সর্ব্বক্ষণ করা উচিত। কিন্তু তিনি ত' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ন'ন, সুতরাং আমরা তাঁহার সেবা কি করিয়া করিব? জড়চক্ষু ত' তাঁহাকে দেখিতে পায় না, জড় কর্ণ ত' তাঁহাকে শ্রবণ করিতে পারে না, জড় জিহ্বা ত' তাঁহাকে কীর্ত্তন করিতে পারে না, মনেরও ত' তাঁহাকে স্পর্শ করিবার সাধ্য নাই। এমতাবস্থায় বদ্ধজীব আমাদের উপায় কি? উপায়—একমাত্র শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাকিলে কিছুই হইবে না। যদি শ্রদ্ধা থাকে, আমরা যদি শ্রীনামকে আমাদের একমাত্র আত্মীয়—রক্ষকজ্ঞানে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করি, একান্তভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করি, তাহা হইলে তিনি দয়া করিয়া নিজেই আসিবেন, আমাদিগকে দেখা দিবেন। আমাদের দিক্ হইতে শ্রদ্ধা বা লোভ থাকিলেই হইল। এই শব্দরূপী ভগবান্ শ্রীনামের শ্রীপাদপদ্মে প্রপন্ন হইলে প্রপন্ন জীব সেবনবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত কর্ণের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পায়, শ্রীনামের সহিত আলাপ করিতে পারে—তাঁহার সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়। শ্রীনাম—ভোক্তা, আর জীব—ভোগ্য। শরণাগত না হইয়া স্বতন্ত্র বা parallel থাকিলে শ্রীনামের সহিত সঙ্গম বা মিলন হয় না। ভোগ্যের সহিত ভোক্তার মিলনে চিত্তবিকার স্বাভাবিক। কিন্তু হরিনাম করিয়াও যেখানে চিত্ত গলে না, সেখানে হরিনাম হইতেছে না, জানিতে হইবে।

শ্রীহরিনাম সৎ। এই সতের সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ না হইলে অসতের সঙ্গ নিবৃত্ত হইবে না। সতের প্রতি অনুরাগ বা অভিনিবেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৎসঙ্গ। ভগবানের সহিত জীবের যোগাযোগ একমাত্র শ্রদ্ধা বা শরণাগতির দ্বারাই হইতে পারে। শরণাগতই শ্রদ্ধাবান্, শরণাগতই ভাগ্যবান্। শরণাগত বা শুদ্ধ-চিত্ত না হইলে যে দর্শন, তাহা প্রকৃত দর্শন নহে, তাহা দুর্দ্দর্শন বা কুৎসিৎ-দর্শন।

যেখানে শরণাগতি, সেখানেই সাধুর আনুগত্য। এই অনুগতই দীক্ষিত। অনুগত অকিঞ্চন। এই অকিঞ্চনকেই সাধুগুরু গ্রহণ করেন—শ্রীচরণে স্থান দেন। 'আমি তোমার'—এই জ্ঞান লাভই দীক্ষা। যেখানে দীক্ষা নাই, সেখানে ভক্তির কিছু নাই। সেখানে সংসার বা আবৃত্তি হইবেই, সেখানে 'আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্ন্যাসী' প্রভৃতি জড় অভিমান আসিবেই। সেখানে 'হরির আমি'—এই অভিমানের পরিবর্ত্তে অন্য-জড়াভিমান প্রবল, সেখানে আবার হরিভজন কোথায়? নিজকে সাধুগুরুর দাস না জানিয়া সদ্‌গুরু চরণাশ্রিত বলিয়া অভিমান করা ছলনামাত্র। মঙ্গল ইহাতে হইবে না।

শ্রীধামই শ্রীনামের বাসস্থল বা গৃহ। এই শ্রীনামের দেশে নামাশ্রিত সকলেরই বাস করা দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্মের হৃদয়ে শ্রীনামের নিত্যবসতি। সুতরাং শ্রীগুরুদেবও শ্রীধাম, শ্রীগুরুপাদপদ্মে বাসই শ্রীধাম-বাস। গুরুদাসানুদাসাভিমানীই শ্রীধামবাসী। শ্রীধাম-বাসীই শ্রীধামেশ্বরের সেবা করিতে পারে। বৈকুণ্ঠবাসী না হইলে কি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সেবা হয়?

শ্রীনাম চিন্ময়। শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্র একটাই জিনিষ। শ্রীধামের কৃপা হইলে তাঁহার বিভু, সর্ব্বগ ও সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি দেখা যায়। মন যদি শরণাগত হয়, তবে শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরধামের প্রতি আঠা হইবেই তখন মায়াবদ্ধতা আর থাকিতে পারে না। তাহা কত সহজসুলভ। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাও কঠিন মনে হইতেছে, এমনই আমাদের প্রদেব। এখনও যদি অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধামকে সাষ্টাঙ্গে পূর্ণভাবে নমস্কার করি, শ্রীধাম ছাড়া গতি নাই, ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার নিকট প্রণত বা শরণাগত হই, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার অপরূপ স্বরূপ দেখাইবেন; নতুবা মঙ্গল হইবে না।

যাঁহারা খুব আপনজ্ঞানে ঘরোয়াভাবে প্রাণের টানে সহজপ্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহাদেরই পাদপদ্ম আশ্রয় করা দরকার। তাঁহাদের প্রতি প্রীতি বা আপনজ্ঞান না হইলে সাধুর প্রাণবন্ধু সাধুসঙ্গী শ্রীনাম কখনও আমাদিগকে দেখা দিবেন না। সাধু কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তাই সাধুকে যিনি ভালবাসেন শ্রীনাম তাঁহাকেই কৃপা করিয়া আত্মসাৎ করেন। সুতরাং যাঁহারা ভগবানকে চান, তাঁহারা সাধুর হইয়া যাউন, তাহা হইলেই কৃষ্ণসংস্পর্শ, কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, কৃষ্ণসঙ্গম তাঁহাদের পক্ষে সহজ-লভ্য হইবে।

অনেকে সাধুর প্রতি নিরপেক্ষ থাকিতে চায়, কিন্তু নিরপেক্ষ থাকা ভাল নয়। চেতন কখনও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। সে একটা না একটা পক্ষ গ্রহণ করিবেই। নিরপেক্ষ অবস্থাটা সন্ধ্যাতুল্য। ইহা অন্ধকারের পূর্ব্বাভাস বা সমান। হরিভজন করিতে আসিয়া যে সাধুর প্রতি—সতের প্রতি নিরপেক্ষ হইল, সে ত' কৃষ্ণপক্ষ ছাড়িয়া মায়ার পক্ষ গ্রহণ করিল। যেখানে ভক্তির প্রতি নিরপেক্ষতা বা উদাসীনতা, সেখানে ভোগ বা ত্যাগ ছাড়া আর কি থাকিবে? এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন,—যদি নিরপেক্ষ হওয়াটা ভাল না হয়, তবে শ্রীমহাপ্রভু "নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম শিখান না যায়"—একথা বলিলেন কেন? এখানে মায়ার প্রতি—ভোগ ও ত্যাগের প্রতি নিরপেক্ষতার কথা বলা হইয়াছে পরন্তু ভক্তির প্রতি নিরপেক্ষতার কথা উক্ত হয় নাই। জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্যে না পড়িয়া সেবাকৃষ্ট হওয়াই প্রকৃত নিরপেক্ষতা। কৃষ্ণপক্ষ গ্রহণ করিয়া নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আচরণমুখে প্রচারই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

আমরা দুর্ব্বল বলিয়া সতের প্রতি নিরপেক্ষ থাকিব না। আমরা দুর্ব্বল হইলেও 'তোমাদের কৃপা ছাড়া গতি নাই' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সাধুগুরুরই পক্ষ অবলম্বন করিব, তাহা হইলেই তাঁহারা রক্ষা করিবেন। সাধুর নিকট নত হইতে হইবে। সাধুর চিদ্বল খুব বেশী, আমাদিগকে প্রপন্ন দেখিলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে যথেষ্ট চিদ্বল দান করিবেন। তবে সাধুর প্রতি বিশ্বাস থাকা চাই। অন্যাভিলাষ থাকিলে সাধুর কাছে যাইতে সঙ্কোচ হয়, সাধুর কাছে থাকিয়াও সাধুসঙ্গ হয় না। আমাদের যদি শ্রদ্ধা ও সরলতা থাকে, তাহা হইলে আমরা চিনিতে না পারিলেও কৃষ্ণকার্ষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন। সরলের সরল মনটি যেন সহজভাবেই তাঁহাদের দিকে চলিয়া যায়।

প্রভু দেখি ভক্ত-মোহ স্বভাবেই হয়।
বিনা-অনুভবেও দাসের চিত্ত লয়॥

(চৈঃ ভাঃ)

ভক্তই ভগবানের সম্বন্ধ ও প্রীতি অনুভব করিতে পারেন। বদ্ধ জীব তাহা পারে না। সাধুসঙ্গে অনর্থসমূহ অপগত হইলে প্রপঞ্চে অবস্থানকালেও জীব বিষ্ণু-সেবাশ্রয়ে শুদ্ধ থাকিতে পারে। মধ্যম ভাগবত—মহাভাগবতের শুদ্ধ সেবক। মধ্যমাধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ ভাগবত মহাভাগবতের সেবক হইলেও তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যম ভাগবতের সেবক। কনিষ্ঠ ভাগবত নিঃশ্রেয়সার্থী হইয়া নিত্য সত্য বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক হওয়ায় বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু বদ্ধ জীব অপেক্ষা উন্নত। তথাপি কেবল বিষ্ণুতত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ জীবের যে আদি বিদ্বৎপ্রতীতি অর্থাৎ অপ্রাকৃতানুভূতি, তাহা কনিষ্ঠাধিকার-গত। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিবার পর তিনি গুরুতত্ত্বকে মধ্যমাধিকারে অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারেন। আবার মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া মহাভাগবতরূপে গুরুকে জানিলে তিনি শুদ্ধ ভক্ত হইবার অধিকার লাভ করিতে পারেন। একথা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

যেখানে নিরপেক্ষতা, সেখানে শান্তি-প্রবাস আছে। নিরপেক্ষতা—শান্তের অবস্থা—ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা। শান্তি জিনিষটা আত্মসুখবাঞ্ছা। ভক্তের শান্তিকামনা নাই। যেখানে সেবাচাঞ্চল্য, সেখানে শান্তি লোপ পাইয়াছে। আগন্তুক চাঞ্চল্য নষ্ট করে যে শান্তি, সেবাচাঞ্চল্য তাহাকেও ধ্বংস করে। সেবা নিজ শান্তিকেও চিরতরে জলাঞ্জলি দেয়। শুদ্ধভক্তিমূলক সেবাচাঞ্চল্য চেতনের বৃত্তি। সেখানে শান্তিকাম বা মোক্ষকাম থাকিতে পারে না। নিজ শান্তির জন্যই ত' আমার মোক্ষকামনা, ইহাতে আমার সুখ হইবে। সেইজন্য ভক্ত ইহা চান না। যাহার অশান্তি নাই, তাঁহার শান্তিকামনারই বা কি দরকার? অশান্তই শান্তি চায়। ভক্ত ত' সহজশান্ত। যাহার রোগই নাই, তাহার রোগনিবৃত্তির চেষ্টা কি করিয়া থাকিবে? ভক্তের অশান্তিও নাই, তাই শান্তি-কামনাও নাই, পরন্তু তাঁহার নবনবায়মান-ভাবে সেবার উদ্যম আছে।

ভক্তিপ্রদা সুকৃতি

সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে পুঞ্জীকৃত সুকৃতির ফলে অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের যখন সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই জীবের সাধুসঙ্গ হয় এবং সাধুসঙ্গ হইলেই জীব ত্রিতাপ-মুক্ত হইয়া ভগবানের অমল সেবানন্দ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। সংসার-ভ্রমণশীল জীব যে সকল কার্য্য করে, তাহা দৈবাৎ যদি কোন ভক্ত বা ভগবৎসংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে তাহাতে ভক্তিপ্রদা সুকৃতি লাভ হইয়া থাকে। একাদশী, জন্মাষ্টমী-তিথি প্রভৃতিতে উপবাস, ভগবল্লীলাতীর্থের দর্শন ও সংস্পর্শ, তীর্থবোধে শুদ্ধভক্তের সেবা, নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের শ্রীমুখ হইতে ভগবৎকথা-শ্রবণ প্রভৃতির কোনও একটী যদি অজ্ঞাতসারে ও ঘটনাক্রমে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে যদি অনুষ্ঠানকারীর কোন ভুক্তি-মুক্তি কামনাদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার ভক্তিপ্রদাসুকৃতির উদয় হইয়া থাকে। এই-রূপ বহু জন্মের সঞ্চিত সুকৃতিফলে জীবের শ্রীগুরু-ভগবানে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐ সকল কার্য্যে অন্য কোন ভুক্তি বা লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদির কামনা থাকে, তাহা হইলে তাহাতে ভগবানে শুদ্ধা শ্রদ্ধার উদয় হয় না।

অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ করিবার স্পৃহা জীবহৃদয়ে জাগরিত হয়। সাধুসঙ্গফলেই ক্রমশঃ কৃষ্ণের প্রতি রতি হইতে থাকে। সাধুসঙ্গক্রমে ভজন করিতে করিতে অনর্থসকল দূর হয়। অনর্থ নিবৃত্ত হইলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে যে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ নির্ম্মল নিষ্ঠারূপে পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ সেই নিষ্ঠা রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমে পরিণত হইয়া জীবকে কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত করে।

এই সাধুসঙ্গ অতি দুর্লভ সহজে এই সাধুর সঙ্গ লাভ হয় না। "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" সাধুসঙ্গই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি সাধুগণ স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে নিত্য কাল বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র—কোনও বিধিরও বাধ্য নহেন। তাঁহারা স্বেচ্ছাবশতঃ জগতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। যখন জীবের ভব-ভ্রমণের কাল শেষ হইয়া আসে তখনই এই সাধুর সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যখনই এই সাধুর সাক্ষাৎকার বা সঙ্গ হইয়া থাকে, তখনই পরমেশ্বরের প্রতি জীবের রতি জন্মে।

সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের যখন ভোগ-ত্যাগের প্রতি সহজবিরক্তি উপস্থিত হয় এবং বৃথা দিন-যাপনের জন্য আত্মগ্লানি আসে, তখনই তাহার চিত্তে শরণাগতি স্থান পায় জীব যখন ভগবৎ পাদপদ্মে কাতরভাবে আত্মদৈন্য জ্ঞাপন করিতে থাকে, তখনই তাহার সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইয়াছে, জানা যায় এবং তখনই তাঁহার সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ হয়। শরণাগতি ব্যতীত সাধুদর্শন বা সাধুসঙ্গ সুষ্ঠুভাবে হয় না। সমস্ত ধর্ম্ম ছাড়িয়া একান্তভাবে সাধুর প্রপন্ন হইতে পারিলেই সাধুসঙ্গ হয়। 'কৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর, তাঁহার সেবাই জীবমাত্রের স্বরূপের ধর্ম্ম এবং ভগবৎসেবা-লাভবিষয়ে সাধুর সঙ্গ ও কৃপাই একমাত্র উপায় ও সম্বল' এই বিচারে অনন্য হইয়া সাধুর শরণাগত হইলেই সাধুসঙ্গ হয়। যাঁহার কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি সাধুর প্রতি যত শরণাগতি হইবে, তাঁহার সেই পরিমাণে পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবালাভের যোগ্যতা বা অধিকার লাভ হইবে। শরণাগতির পরিমাণানুসারে সেব্যবস্তুর প্রতি সম্বন্ধ বুঝা যায়। শরণাগতি স্থানাস্থান, কালাকাল বিচার করে না। একমাত্র তাহাই ভগবানের কৃপা আকর্ষণ করিতে পারে দৈন্যমূলা শরণাগতিই ভক্তির প্রাণ। দীন শরণাগতের হৃদয় কোমল-মসৃণ। তাহা কৃষ্ণভক্তি-বীজের অঙ্কুরোদ্গমের উপযুক্ত স্থান।

জীব যখন নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী অভিমান করে, তখন তাহার অচিজ্জগতে অবস্থিতি। চিজ্জগতে এই অচিদভিমান নাই, সেখানে—'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ'—এই অভিমান প্রবল দাসাভিমানের মধ্যে কৃষ্ণসেবা-ভিলাষ ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::(•)::—

যাহার শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, সে ভগবদ্-ভজনরাজ্যে প্রবেশের দ্বারেও উপস্থিত হয় নাই 'শ্রদ্ধা'-শব্দে implicit confidence (শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস) বুঝায়। যিনি শ্রদ্ধার সহিত অর্থাৎ 'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'—এই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বিষ্ণুর অর্চ্চনে যত্নশীল হন, তাঁহারই অর্চ্চনাধিকার লাভ হইয়াছে, জানিতে হইবে। যিনি শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার অমলা ভক্তি আছে, তাঁহারই অর্চ্চন হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবের বেষভূষা ও ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। Formality (বাহ্য অনুষ্ঠানের) দ্বারা কিছুই হইবে না। Candid (সরল) না হইলে কস্মিন্ কালেও সুবিধা হইবে না।

সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপট না হইলে হরি-সেবার গন্ধও পাওয়ার উপায় নাই। নিষ্কপটে অর্চ্চন করিতে করিতে তবে ভজনে উৎসাহ হইবে। যিনি জীবে-দয়াবিশিষ্ট হইয়া নিজে সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সকলকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, তিনিই বৈষ্ণব। ভগবদ্ভক্ত কাহাকে বলে? যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণস্মৃতি, যাঁহার সঙ্গফলে কৃষ্ণপ্রীতি লাভ হয় এবং যাঁহার পাদপদ্মসেবালাভে স্বতঃই রুচি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় অনাদর করিয়া বা সেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র শান্তির আশায় দৌড়াইলে চির অশান্তি ও প্রচণ্ড ত্রিতাপকে বরণ করিতে হইবে।

ভগবান্ যাহাকে কৃপা করেন, তাহারই ভগবদ্ভক্তি আসিয়া যায়। যিনি গুরু, তিনি ভগবদ্ভক্তি-বিশিষ্ট, এবং যিনি প্রকৃত শিষ্য, তিনিও গুরুর শক্তিতে শক্তিমান্। সেইজন্য শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গতি নাই। আমরা শক্তিহীন, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনন্তশক্তি আছে। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে জীব পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে গমন করিবে

ইহজগতে কতকগুলি লোক সোণার খাঁচায় অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মজনিত স্বর্গে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাহাতে হরি-ভক্তির বাধা উপস্থিত হয়। হরিভজনের পথে বাধা অতিক্রম করিতে হইলে মহান্ত-গুরুর পাদপদ্ম ও শুদ্ধভক্তের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়, সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করিতে হয়, হরিকথা আলোচনা ও হরিভজনের সহায়তায় অকৃষ্ট শ্রীগৌড়ীয় মঠ।

সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থ-নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবার নৈরন্তর্য্য ও রুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। যে দিন আমরা সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই দিনই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে। সেইদিন আমরা শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত সেবা আমাদের বিশুদ্ধ আত্মবৃত্তিতে করিতে থাকিব, তখন ব্রহ্মানুসন্ধান পর্য্যন্ত আমাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বোধ হইবে। মহাপ্রভুপাদদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ বলিয়া উপলব্ধ হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

আত্মধর্ম্ম ব্যতীত কোথায়ও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এখানে পিতামাতার পুত্রের প্রতি যে স্নেহ পুত্রের মাতাপিতার প্রতি যে শ্রদ্ধা, তন্মধ্যেও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যে পরস্পর ভোক্তৃ ভোগ্য-সম্বন্ধ, শুদ্ধসেব্য সেবক-সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

আমরা যদি নিত্য-আশ্রয়জাতীয় বস্তুকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব। বৃষভানুনন্দিনীর চরণাশ্রয় বিভিন্নাংশ জীবের পক্ষে যে কত বড় জিনিষ, তাহা শ্রীগৌরলীলার পূর্ব্বে এরূপ স্ফুটভাবে প্রকাশিত হয় নাই 'রাধা ভাব-দ্যুতি সুবলিত', 'অনর্পিতচরীং…'… শ্রীগৌরসুন্দরই এই কথা জগজ্জনকে স্ফুট-ভাবে জানাইয়াছেন

যাঁহারা শ্রীবার্ষভানবীর চরণাশ্রয়কে পরম লোভনীয় জ্ঞান না করেন, তাঁহাদের বিচারে ধিক্। শ্রীবার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণ পরম-ধন্য। শ্রীবার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণের আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

কি কি ভাবে সেব্যের সেবা করিতে হইবে, তাহা বুঝিয়া লইয়া সেবা করার নাম অনুসরণ. অনুকরণে অসুবিধা, কেবল অনুসরণেই সুবিধা হইবে। সাধকগণের মধ্যে কনিষ্ঠাধিকারিগণ মধ্যমাধিকারীর এবং মধ্যমাধিকারিগণ মহাভাগবতের অনুসরণ করিবে—সেবা করিবে। বৈষ্ণবের নিকট দৈন্য-প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতে হইবে। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিভজন করিতে হইবে

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে মানদধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। যদি আমাদের মানদধর্ম্মের অভাব থাকে, তাহা হইলে বাহ্যজগতের লোকের ন্যায় দম্ভ অহঙ্কারযুক্ত থাকায় শ্রীহরিকীর্ত্তন বিষয়ে উদিত হন না। বৈষ্ণবগণ নিরহঙ্কার। তাঁহারা মানদ, সুতরাং তাঁহারা অন্যের … বা আগন্তুক শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্যসম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া সকল দেবতা ও জীবকেই সম্মান দিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা কৃষ্ণকে বাদ দিয়া সম্মান দিবার পক্ষপাতী নহেন। বাহ্যজগতের

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

কর্ম্মিগণ ঐরূপ তাৎকালিক সম্মান প্রদান করিলেও, উহা তাঁহাদের মৎসরতাযুক্ত হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস ও কপটতা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা বা্ণী যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রীচৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতন বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র অনেক বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু, সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা অন্তরে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে তোমরা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, কায়মনোবাক্য — যথাসর্ব্বস্ব দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার যোগ্যভাবে শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই জানিতে হইবে।

— —

স্বাস্থ্য

——::(*)::——

শরীর সুস্থ থাকার নাম স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্যলাভের জন্য সকলেই ইচ্ছুক। স্বাস্থ্যহীনতার মত দুঃখ নাই। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে জগতে কোন কর্ম্মেই উন্নতি লাভ করা যায় না। জগতের শতকরা শতজন লোকই এই স্বাস্থ্যলাভের জন্য সতত লালায়িত।

এ জগতের মনুষ্যগণকে কর্ম্মী, যোগী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী ও ভক্ত—এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। ইঁহাদের মধ্যে যে ভক্তের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা সাধক ভক্ত, সিদ্ধভক্ত তাঁহারা নহেন। সুতরাং এজগতের সকলেরই তাঁহাদের অভিলষিত কার্য্য করিবার জন্য সুস্থ শরীরের প্রয়োজন। কর্ম্মের বাহন শরীর। শরীর ভাল না থাকিলে কর্ম্ম করিতে পারা যায় না। সুস্থ শরীর ব্যতীত স্থূল সাধনকার্য্য করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই মন বাহিরে তাহার ইচ্ছা প্রকাশ এবং কার্য্যাদি করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত মন তাহার বাসনারাশি কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। শরীরের সঙ্গে মনের খুব সংস্রব আছে। শরীর ও মন দুইই ধ্বংসশীল। সেইজন্য একের অসুস্থতায় অন্যের অপ্রকৃস্থতা দেখা যায়।

কর্ম্মী, যোগী ও অন্যাভিলাষী বিষয় ভোগের জন্যই দৈহিক সুস্থতার প্রার্থী। কর্ম্মী যদি অসুস্থ হয়, তবে সৎকর্ম্মাদি করিতে পারে না। কর্ম্মীর কর্ম্মই প্রাণ। তাহাতে তাহার দৈহিক ও মানসিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয়। তাঁহার যে পরোপকারকার্য্য, তাহাতে স্বীয় মনের তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অপর সকল জীবের দৈহিক ও মানসিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্ত হয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষিগণ কেহই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য ইন্দ্রিয় চালনা করে না। তাহাদের যাহা কিছু উদ্যম, চেষ্টা তাহা স্ব-পর ইন্দ্রিয়তোষণকে কেন্দ্র করিয়াই সাধিত হইতেছে।

জ্ঞান ও কর্ম্মের আবরণহীনা, অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, নির্ম্মলা ও উত্তমা শ্রীকৃষ্ণভক্তির আরাধনাকারী নিষ্কিঞ্চনই শুদ্ধভক্ত ভক্ত নিষ্কিঞ্চন। তাঁহার নিজের জন্য কোন কামনা বাসনা নাই। তিনি নিজেকে সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় রাখিতে চান না। তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু—ভগবানের সুখ। তাহা সুস্থ অসুস্থ—সকল অবস্থায় সাধিত হইতে পারে। ভগবানের ইচ্ছানুবর্ত্তী হওয়া চলাই ভক্তের ধর্ম্ম। ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাতে ইচ্ছা মিশাইয়া চলিলেই ভগবানের সুখ। তাই ভক্ত ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া অন্যভাবে চলিতে চাহেন না বা স্বতন্ত্রতার প্রার্থী নহেন। ভক্তের নিজের পৃথক্ কিছু তহবিল নাই। তাঁহার যাহা কিছু—সবই একমাত্র ভগবানের সুখকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। তাঁহার দেহ, মন, আত্মা—সমস্তই ভগবৎপাদপদ্মে অর্পিত। তাই তাঁহার স্বাস্থ্যাদি সমস্তই ভগবানের সেবার জন্য। ভক্তের যে শরীরের যত্ন বা শরীরচালনা, তাহা ভগবানেরই সেবার জন্য। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়চালনা।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা॥
নিজসুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে তব সুখসার॥

ভক্তের যাবতীয় কার্য্য ভক্তির অনুকূলে কৃত হয়। তাহাতে ভোগ বা ত্যাগের কোন কথা নাই। তাঁহারা জানেন,—সমস্ত বস্তুর মালিক একমাত্র ভগবান। সুতরাং কোন জিনিষ ভোগ বা ত্যাগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। ভগবান্ তাঁহার ভোগের জিনিষগুলি কেবলমাত্র অন্য জীবের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। যাহাতে ঐ সকল জীব ভগবদ্ভোগ্য বস্তুর দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়া ভগবৎসুখবিধান-পূর্ব্বক নিজমঙ্গল লাভ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই ভগবদ্ভক্তের যাবতীয় বিচার তাঁহাদের বিচার—

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য, তুলসী-ঘ্রাণ করিব গ্রহণ॥
কর দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষী জনে ক্রোধ দেখাইব॥

ইহা আমরা ভগবদ্ভক্ত মহারাজ শ্রীঅম্বরীষের চরিত্রে দেখিতে পাই। ভক্তগণের স্বাস্থ্য-সম্পদাদিও ভগবানের সম্পত্তি। তাহা দ্বারা প্রতিনিয়তই শ্রীভগবানে ইন্দ্রিয়তোষণ হয়। ভক্ত দেহাত্মবুদ্ধিহীন হইলেও অনেক সময় তাঁহাদিগকে শরীরের যত্ন করিতে দেখা যায়। তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবিধান এই দেহ সুস্থ থাকিলে ভালভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিতে পারা যাইবে, এই বিচার। তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবনধারণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁ'র ধন তাঁ'র এই সম্ভোগ কারণ॥
এ দেহ দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥"

ভক্তের দেহস্বাতন্ত্র্য নাই। তাঁহার দেহ ভগবৎপাদপদ্মে আত্মনিবেদনফলে চিদানন্দময়তা লাভ করিয়াছে, সুতরাং তাহাতে ক্ষয়-বৃদ্ধিরূপ ষড়্‌বিকার লক্ষ্য করিতে গেলে অপরাধ হইবে। চিন্ময় দেহের ক্ষয়-বৃদ্ধি বা জরা-মরণাদি কিছু নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

আত্মার স্বাস্থ্যই প্রকৃত স্বাস্থ্য। জীবের এই স্বাস্থ্য-ধন চিরকালের জন্য অটুট থাকে। এই স্বাস্থ্য লাভ না হইলে দেহের স্বাস্থ্যলাভে জীবের বহির্ম্মুখতাই দিন দিন বর্দ্ধিত হয়। আত্মসম্পর্করহিত কেবল দেহের স্বাস্থ্য জীবের আত্মবিনাশের কারণস্বরূপ বহির্ম্মুখতা আনয়ন করে। সুবুদ্ধিমান্ জনগণ এইরূপ স্বাস্থ্য চাহেন না প্রকৃত স্বাস্থ্য হইতেছে—আত্মবৃত্তির উদ্বোধন। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় মত্ত থাকাই প্রকৃত স্বাস্থ্যবানের লক্ষণ। ইহা একমাত্র সাধুগুরু-কৃপায়ই সম্ভব হইতে পারে। যাঁহার এইরূপ আত্মবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার দেহ মন কিছু ক্ষতি করিতে পারে না, তাঁহার কৃষ্ণসেবায় নবনবায়মান উদ্যমের হ্রাস হয় না। এইরূপ স্বাস্থ্য লাভ করা প্রত্যেক জীবেরই একমাত্র কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা

——::(*)::——

শ্রীচৈতন্যমঠে

গত ২১শে অক্টোবর, ৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাটমন্দিরে হরিকথা আলোচনা হইলে পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে গোগণকে তিলক হরিদ্রাদির দ্বারা শোভিত করিয়া গো-পূজা করেন। অনন্তর নাটমন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনের পর শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ, 'শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টক', শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদরচিত 'ভজনদর্পণ'-ভাষ্যসহ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 'মনঃশিক্ষা', 'শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্' প্রভৃতি পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক সভায় উপস্থিত হইয়া সকলকে কৃপোৎসাহিত করেন। অনন্তর বিবিধ বিচিত্র ভোগোপকরণ-দ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধনের ভোগ সম্পন্ন হইলে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীধামবাসী সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভজন অলিন্দে ভক্তগণকে বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। রাত্রে শ্রীপাদ অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধামে হরিকথা

গত ২২শে অক্টোবর, বুধবার শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীশ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব-উপলক্ষে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সন্ধ্যারাত্রিকের পর তাঁহার গুণ-মহিমার কথা প্রায় ১ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতি ...-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২২ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১০ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৭শে অক্টোবর, ইং ১৯৪১, সোমবার ১৮৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ দামোদর, ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব, গৌরাব্দ ৪৫৫

"বিশ্বম্ভর" ও "নিমাই"

——::(•)::——

'বিশ্বম্ভর' ও 'নিমাই' শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্য-নাম। শ্রীভগবানের নাম প্রাকৃত নামের ন্যায় আভিধানিক সংজ্ঞামাত্র নহে। ভগবন্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু,—নামীই নাম, নামই রূপ, রূপই গুণ, গুণই লীলা অর্থাৎ ভগবন্নামেই ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য—সমস্তই বিরাজিত। প্রাকৃত বালকের নাম অনিত্য। তাহার নামকরণকার্য্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এ জগতে বালকের যে নাম রাখা হয়, পূর্ব্বেও সেই-নামের অস্তিত্ব ছিল না এবং পরবর্ত্তিকালেও সেই নামের অস্তিত্ব থাকিবে না, বর্ত্তমান-কালেও সেই নাম ও নামীতে ভেদ আছে। কিন্তু শ্রীভগবন্নাম সেই জাতীয় নহে। ভগবন্নাম নিত্য। ভগবন্নাম পূর্ব্বে ছিলেন, এখন আছেন এবং পরেও থাকিবেন। তবে শ্রীভগবানের বাল্যলীলার নামকরণ-সংস্কার-ব্যাপারটি কি? সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের প্রাকৃত জীবের ন্যায় চরমধাতুতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মাদি ব্যাপার নাই, সুতরাং বীজগর্ভ সমুদ্ভূত পাপের শুদ্ধির জন্য নামকরণাদি সংস্কার তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। তবে যে শ্রীভগবানের নামকরণ লীলা দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্যই এই যে, শ্রীভগবান্ এই লীলার দ্বারা বাৎসল্য-রসাশ্রিত ভক্তবৃন্দকে একদিকে আনন্দ-দান, অপর দিকে প্রপঞ্চাগত ভক্তগণের নিকট নিত্যকাল নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলামাধুরী আস্বাদন করান।

ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ শ্রীগর্গাচার্য্যের বিশুদ্ধসত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনামরূপে নিত্য অবতীর্ণ। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকার নির্দ্দেশানুসারে জানা যায় যে, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সেই শ্রীগর্গমুনিই কলি যুগের দীনচিত্ত জীবগণের মঙ্গলেচ্ছু হইয়া অভিধেয়াধিদেবতা শ্রীগৌর-বিশ্বম্ভরের নাম জগতে প্রকাশার্থ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তিরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গৌরভক্তগণ সকলেই বিশুদ্ধসত্ত্ব। তাঁহাদেরই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে শ্রীগৌর-বাসুদেব যে-যে নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সেই নাম রাখিয়া হৃদয়ের অনুভব ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ যেন মনে না করেন যে, 'বিশ্বম্ভর' বা 'নিমাই' নামটি অনিত্য নাম বিশেষ, এই নাম পূর্ব্বে ছিল না বা পরে থাকিবে না অথবা এই সকল নাম বদ্ধজীবের হৃদয়ের ভোগোন্মুখী বৃত্তি হইতে রচিত বা কল্পিত হইয়াছে। 'বিশ্বম্ভর' বা 'নিমাই'-নাম সেবোন্মুখ ভক্তগণের নির্ম্মল হৃদয়স্থ চৈতন্যরসবিগ্রহ চিন্তামণিস্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে সমস্ত জগৎ প্রফুল্ল ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ বালকরূপী গৌর ভগবান্‌কে 'বিশ্বম্ভর'-নামে অভিহিত করেন। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' আমরা পাই,—

"নাম থুইবারে সবে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক, অন্যে বোলে আর॥
ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা-পুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে, তা'র নাম সে 'নিমাই'॥
বলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
'এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার॥
এ [illegible] জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে-দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে॥
অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর'-নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান॥"
'নিমাই' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেই নাম দ্বিতীয় ডাকিবে সর্ব্বজন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা পাই,—

"প্রথমলীলায় তাঁ'র 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম॥
'ডুভৃঞ্' ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ, পোষণ।
'বিশ্বম্ভর'-নাম ইহার— এই ত' কারণ॥"

'বিশ্বম্ভর'-নামটির দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অভিধেয়-বক্তৃত্ব কথিত হইতেছে। এই 'বিশ্বম্ভর'-নামের উল্লেখ আমরা বেদেও দেখিতে পাই। বেদ "বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা" প্রভৃতি মন্ত্রে বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণার্চ্চন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে পৃথিবী জলময় হওয়ায় ভগবান্ শ্রীনারায়ণ বরাহাবতারে উহা উদ্ধার করিয়া বিশ্বের পালন করায়, তাহার নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। আবার হয়গ্রীবাবতারের পূর্ব্বে অধোক্ষজ বস্তুর বিজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় বেদ-শাস্ত্র অক্ষজজ্ঞানজলধিতে নিমগ্ন হইয়াছিল এবং ভগবান্ শ্রীহয়গ্রীব মধু ও কৈটভ দৈত্যের অক্ষজ জ্ঞানের আত্মজ্ঞান ও নির্গর্বাদ সংহার করিয়া বেদতাৎপর্য্যরূপে অবতার বিচার-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। অসুরগণের দ্বারা দেব-মানবাদি বহুবার বিমর্দ্দিত হইলে শ্রীনারায়ণের বিভিন্ন প্রকাশসমূহ প্রপঞ্চে নিমিত্তমূলে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বকে রক্ষা করেন। [illegible] তাঁহাদের নাম 'বিশ্বম্ভর' হয়। অতএব বিষ্ণুর অবতার-গণের ন্যায় বিশ্বকে ধারণ ও পোষণ করিবেন বলিয়া পণ্ডিতগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম 'বিশ্বম্ভর' রাখিয়াছিলেন। 'বিশ্বম্ভর'-নামই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদ্বজ্জনপ্রদত্ত আদি নাম। এই শ্রীগৌরবিশ্বম্ভর সমস্ত অবতারের মূল বীজস্বরূপ। তিনি অবতারী—যাবতীয় অবতারতত্ত্বের আকর স্বয়ংরূপবিগ্রহ।

শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপিণী পতিব্রতাগণের সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের যে নিত্য নাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা শ্রীশচী-নন্দনকে 'নিমাই'-নাম প্রদান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তদীয় অনেক অগ্রজ ভগ্নী জন্মগ্রহণ করিয়া অল্পবয়সে দেহ ত্যাগ করায় শেষ পুত্রের অকালমৃত্যু না হয়, এজন্য বাৎসল্যরসাশ্রিতগণ-কর্ত্তৃক যমের মুখে তিক্তবোধক নিম্ব-শব্দ হইতে প্রভুর 'নিমাই'-নামকরণ হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিত্তে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'।"

পতিব্রতাগণের বিশুদ্ধসত্ত্বে অবতীর্ণ এই 'নিমাই'-নামটি নিত্য। অনেকে মনে করিতে পারেন, কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারের বশবর্ত্তী হইয়াই বুঝি পতিব্রতাগণ 'নিমাই'-নাম রাখিয়াছিলেন। ভোগোন্মুখ ব্যক্তির চিত্তে এই প্রকার বিচার উপস্থিত হইলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখচিত্তের বিচার স্বতন্ত্র। কাহারা বলেন যে, শ্রীভগবান্ নিত্যানন্দ, তিনি জন্ম-মরণশীল জীববিশেষ [illegible]; তবে তাঁহার এইরূপ নামকরণ [illegible] কারণ কি? ইহার যথার্থ কারণ [illegible] সকল কারণ সেবোন্মুখ [illegible] বিবৃত হয় [illegible] ক্রমশঃ

সম্পূর্ণ •

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় [illegible]

হইয়া ভগবান্‌কে তাঁহাদেরই লাল্য-পাল্য মনে করেন। ভগবান্ তাঁহাদের কোলের শিশু, তাঁহারা রক্ষা না করিলে তিনি রক্ষিত হইবেন না, তাঁহারা পালন না করিলে তিনি পালিত হইবেন না—ইহাই তাঁহাদের বিচার। সেইজন্য ভগবানের প্রতি প্রীতির আধিক্যবশতঃ তাঁহারা ডাকিনী শাঁখিনী হইতে সর্ব্বরক্ষক ভগবান্‌কে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 'নিমাই'-নাম রাখেন। ইহা তাঁহাদের অদ্ভুতপূর্ব্ব শুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেমপরাকাষ্ঠার নিদর্শন।

ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীপরীক্ষিৎ

——::(•)::——

পাণ্ডববংশধর ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীপরীক্ষিৎ অর্জ্জুনাত্মজ অভিমন্যুর পুত্র। বিরাট রাজদুহিতা উত্তরা তাঁহার জননী। তিনি ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। জগজ্জনের জন্যই তাঁহার এ জগতে শুভাগমন। মাদৃশ বদ্ধজীবের একমাত্র বান্ধব ও উদ্ধারকর্ত্তা গ্রন্থচক্রবর্ত্তী ভগবদাত্মা শ্রীমদ্ভাগবতের সন্ধান তাঁহার কৃপাতেই বিশ্ববাসী পাইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অমূল্য অতুলনীয় গ্রন্থ এজগতে আর নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের সার, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য, নিগমকল্পতরুর গলিত ফল। শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণের শাব্দিক অবতার—কৃষ্ণবিগ্রহ।

দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের অধিকতর প্রিয় হইবার কল্পনায় নিদ্রিত দ্রৌপদীপুত্রগণকে হত্যা করিয়া তাহাদের ছিন্ন মস্তক দুর্য্যোধনকে উপহার প্রদান করে। তাহাতে মহাভাগবত শ্রীদ্রৌপদী বিহ্বল হইবার লালাভিনয় করিলে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি পুত্রহন্তা অশ্বত্থামার মস্তক নিশ্চয়ই দ্রৌপদীকে আনিয়া দিবেন। তদনুসারে শ্রীঅর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে পরাজিত করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া আসেন। কিন্তু গুরুপুত্র ও ব্রহ্মবন্ধুকে (ব্রাহ্মণাধম) সম্পূর্ণরূপে প্রাণে বিনাশ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে অর্জ্জুন খড়্গদ্বারা অশ্বত্থামার মস্তকস্থ মণি ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামা ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে যে কালশাসক পরীক্ষিৎ মহারাজ অবস্থিত ছিলেন, সেই পরীক্ষিৎ মহারাজকে গর্ভাবস্থাতেই বিনষ্ট করিবার কল্পনায় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে। কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে উত্তরার গর্ভস্থ শ্রীপরীক্ষিৎকে কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা করিলেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের মৃত্যু নাই। তিনি বিষ্ণুদ্বারা নিত্যরক্ষিত বৈষ্ণব। তিনি বিষ্ণুকর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার একনাম 'শ্রীবিষ্ণুরাত'।

তাঁহার গুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুর নাম 'শ্রীব্রহ্মরাত'। শ্রীশুকদেব ব্রহ্মের—বৃহত্তের কীর্ত্তন করিতে করিতে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতেন—ব্রহ্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্মরাত। শ্রীশুকদেব—গুরু, আর পরীক্ষিৎ—শিষ্য। এই গুরুশিষ্যের সম্মিলনেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্য।

ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিলে সেই সময় মাতৃগর্ভস্থ ভক্তবীর পরীক্ষিৎ ব্রহ্মাস্ত্রানলে আক্রান্ত হইয়া একটি শ্যামবর্ণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে ব্রহ্মতেজঃ প্রশমিত করিতে দেখিতে পান এবং 'ইনি কে?' এইরূপ চিন্তা করেন। শ্রীহরি গর্ভস্থ শ্রীপরীক্ষিৎকে দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইলে শ্রীপরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হন। এই বালক মাতৃগর্ভে যে পরমপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনুধ্যান করিতে করিতে সংসারে যত লোক আছে, সকলকেই "ইনিই কি সেই পুরুষ?" এইরূপে পরীক্ষা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'পরীক্ষিৎ'। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ
পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।
গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন। তিনি দর্শনমাত্রেই প্রত্যেক বস্তুকে শ্রবণের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লইতেন—"ইনিই কি সেই আমার আরাধ্য বিষ্ণু?" প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি পরীক্ষা করিতেন—প্রত্যেক দর্শনীয় বিষয়ে বা প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার বিষ্ণুসেবা হইতেছে কি না। ভক্তের এইরূপই চিন্তাস্রোত।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শুভক্ষণে বিশ্বে আবির্ভূত হইলে ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির প্রফুল্লচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, গাভী, শ্রেষ্ঠ গ্রামসমূহ ও হস্তি ঘোটকাদি দান করেন। তখন ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলেন যে,—সর্ব্ববিধগুণে এই বালক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন। এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর ন্যায় প্রজারক্ষক, দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণহিতকারী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হইবেন। এই শিশু পশুরাজ সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী, হিমালয়ের ন্যায় সাধুগণের অনন্যগতি, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল এবং মাতাপিতার ন্যায় স্নেহবশতঃ সহানুভূতিশীল হইবেন। ইনি অসৎপথে ধাবমান লোকসমূহের শাসনকর্ত্তা, পৃথিবী ও ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য কলিদণ্ডপ্রদাতা হইবেন। তাঁহারা আরও বলিলেন যে,—শমীকমুনির পুত্র শৃঙ্গী-প্রেরিত তক্ষকনাগ হইতে নিজ বিনাশ ঘটিবে জানিয়া বিরক্ত হইয়া এই বালক শ্রীহরির অভয় পাদপদ্ম ভজন করিবেন।

পৃথিবীতে কলির প্রবেশ লক্ষ্য করিয়া পরীক্ষিৎ হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক শ্রীযুধিষ্ঠির স্বগণসহ স্বধামে গমন করেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে নিগ্রহ করিয়া দ্যূতক্রীড়া, মদ্যাদি আসব-পান, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গাসক্তি, প্রাণিবধ এবং সুবর্ণ—এই পাঁচটীর মধ্যে কলির বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন।

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গমন করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ শমীক-মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন, কিন্তু সমাধিস্থ মুনির নিকট হইতে কোনও অভ্যর্থনা না পাইয়া ধনুর অগ্রভাগদ্বারা একটি মৃত সর্পকে মুনির গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। মুনিপুত্র শৃঙ্গী পিতার ঐ প্রকার অবমাননার কথা জানিতে পারিয়া পরীক্ষিৎকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, রাজাকে ঐ দিন হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশন করিবে।

এদিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুনির অবমাননার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং অবিলম্বে ঐরূপ কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত—এইরূপ আর্ত্ত কাতর প্রার্থনা করিতে থাকেন। এমন সময়ে শমীকমুনির জনৈক শিষ্য তথায় আগমন করিয়া পরীক্ষিৎকে মুনিপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপের কথা জানাইলে মহারাজ বিষণ্ণ হইবার পরিবর্ত্তে নিজের বিষয়াসক্তি পরিত্যাগের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া আন্তরিক সন্তুষ্ট হন। মহারাজ পূর্ব্বেই এই পৃথিবী ও স্বর্গাদি-লোকের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এখন এই জগৎ পরিত্যাগের সাতদিন মাত্র বাকী আছে জানিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাজের এইরূপ অলৌকিক বিচার শ্রবণ করিয়া নানাদেশ হইতে সশিষ্য মহানুভব মুনিঋষিগণ সেই প্রায়োপবেশনক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য সুবাহু, দেবল, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, অগস্ত্য, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রীনারদ এবং অন্যান্য দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি মহামহিমগণ তথায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সমবেত দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—সকল অবস্থায়, বিশেষতঃ মুমূর্ষু অবস্থায় মানবের কর্ত্তব্য কি, তাহা আপনারা আমাকে বলুন। রাজার ঐ প্রশ্নের উত্তরে মুনি ঋষিগণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার মতভেদ করিয়া কেহ বা যাগ, কেহ বা যোগ, কেহ বা তপস্যা, ব্রত প্রভৃতি নানারূপ ব্যবস্থা প্রদান করিতে লাগিলেন এমন সময় পরমহংসকুলচূড়ামণি ষোড়শবর্ষীয়, দিব্যকান্তি, দিগম্বর শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু হরিরসমদিরাপানে মত্ত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক সেইস্থানে শুভাগমন করিলেন। তাঁহার শুভাগমনকে সকলে সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং মুনিঋষিগণের পরস্পর বিবদমান মত, শাস্ত্রসমূহের আপাত বিরোধ—সকলই প্রশমিত হইল। তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ সেবোন্মুখ হইয়া প্রণিপাতের সহিত শ্রীশুকদেবকে মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্যসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশুকদেব 'শ্রীহরির ভুবনমঙ্গল অমৃতময়ী কথা নিরন্তর শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই জীবের একমাত্র নিত্য কৃত্য'—এই কথা বলিয়া অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাতটস্থ শুকরতলই পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশনক্ষেত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধিবেশনের স্থান—সরস্বতী নদীর পশ্চিমতটস্থ শম্যাপ্রাস-নামক স্থানের বদরীবৃক্ষ শোভিত ব্যাসস্থান। সেখানে বক্তা শ্রীব্যাসদেব, আর শ্রোতা—শ্রীশুকদেব। আর শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন-স্থানই—শুকরতল। সেখানে বক্তা—শ্রীশুকদেব, আর শ্রোতা—শ্রীপরীক্ষিৎ। তৃতীয় অধিবেশনের স্থান—গোমতী তটস্থিত নৈমিষারণ্য। সেখানে বক্তা শ্রীসূত গোস্বামী, আর শ্রোতা—শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ।

ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বিপ্রশাপের কোনপ্রকার প্রতীকার না করিয়া উহাকে ভগবদনুকম্পা বলিয়া বরণ করিলেন এবং তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ঐরূপ বিপৎপাত যে গৃহব্রতগণের মঙ্গলের কারণ, ইহা জানাইয়া সমাগত মুনিগণকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তনের প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন,—'হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এবং গঙ্গাদেবী সম্প্রতি আমাকে ভগবদর্পিতচিত্ত ও শরণাগত বলিয়া জানুন। এখন ব্রাহ্মণবটু প্রেরিত তক্ষকই হউক বা কুহকই হউক, আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক, আপনারা কেবল হরিকথা কীর্ত্তন করুন। আর যদি কখনও জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন আমার জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণে রতি এবং কৃষ্ণসঙ্গী মহানুভব সাধুগণের সহিত সঙ্গ ও সর্ব্বজীবে মৈত্রী হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।'

অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া নিজপুত্র জন্মেজয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে প্রাচীনমূল কুশদল পাতিয়া তাহার উপর উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করতঃ নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রবণে সিদ্ধি লাভ করিলেন। শ্রবণের এমনই প্রভাব যে, তাহা আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইবে। এইখানে শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখে সুষ্ঠু শ্রবণ করিয়া পুনরায় তদনুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল

পরীক্ষিৎ মহারাজও শ্রবণ করিতে করিতে পরিপ্রশ্নমুখে শ্রবণীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বা অনুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। একমাত্র শ্রবণ-ফলই শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণের ... ভাব তদতিরিক্ত গোপীগণের অধিরূঢ়ভাব ... বং গোপীশিরোমণি শ্রীবার্ষভানবীর মহাভাবময়ী বিপ্রলম্ভসেবার বাস্তব উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রবণ কিংবা শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে স্মরণ-প্রযত্ন দেখান নাই। কারণ স্মরণ শ্রবণ-কীর্ত্তনেরই অধীন ও তদন্তর্গত। শ্রীশুক-পরীক্ষিতের আদর্শে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ধ্বনি লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ ও উপসংহার।

শ্রবণফলেই সিদ্ধি, শ্রবণফলেই প্রয়োজন অর্থাৎ হরিদর্শন লাভ হয়। আগে শ্রবণ, তারপর দর্শন। শ্রবণহীন বা শ্রবণবিমুখ দর্শনে গাছ, পাথর, মাটি, বাড়ী বা প্রাকৃত ভোগসামগ্রী দর্শন হয়। কিন্তু শ্রবণ-প্রভাবেই দর্শন সম্ভব। তাহাই প্রকৃত দর্শন। সেইজন্য সাধুশাস্ত্র কাণ দিয়াই দর্শন করিতে বলেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা সাধুগুরুর শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে জগদীশ ও জগদীশের সেবোপকরণ জগৎ কর্ণদ্বারা দর্শন করেন। কর্ণপথ বা শ্রৌতপথ ছাড়িয়া যেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পথে ... দর্শন-চেষ্টা সেখানেই সংসার, সেখানেই বন্ধন। শরণাগত শিষ্যই সেবোন্মুখ শ্রোত্রমূলে দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রবণপথেই তিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার ...ন। শ্রবণফলেই প্রকৃত পারায়ণ হয়। পারায়ণ—কেবল মাত্র ভবপারের নহে, আনুষঙ্গিকভাবে ভবপার হইবার পরে চেতনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য যে পার (কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষ), তাহার অয়ন অর্থাৎ পথ—আশ্রয়, গতি লাভ হয়। অর্থাৎ শ্রবণ-পারায়ণফলে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীরূপশিক্ষার কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

প্রায়োপবেশন কথাটির অর্থ—শ্রীগুরুবর্গ এইরূপ করিয়াছেন,—'প্রায়োপবেশন—প্র-অয়, ই-ভাবে অল্—'প্রায়', প্র—প্রকৃষ্ট-রূপ অয়—গতি—সেবাগতি—প্রগতি, 'হ' ...প্তি, 'প্রায়'-শব্দের অর্থ উপবাসও ...। সেবাপ্রগতির জন্য উপবেশন—অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মসম্প্রসাদিনী ভক্তি বা অধোক্ষজ হরিকথা-শ্রবণ-ভক্তি-...কিনীর নবনব বর্দ্ধমান প্রবাহ-...পে বাস

বদ্ধজীব নিরাশ্রয়, তাই সে সর্ব্বদা আশ্রয়ের ভিখারী। ভগবানই তাহার একমাত্র আশ্রয়, সে ইহা জানে না বলিয়া তাহার আজ এই দুরবস্থা। ভগবানের ...রন শ্রীগুরুদেবই তাহাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, নতুবা তাহার ভোগকামিনী ও মোক্ষকামিনী ইন্দ্রিয়বৃত্তি-... কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। গুরুশিষ্যপরম্পরায় অবতীর্ণ শব্দাবতারের পথে আত্মসমর্পণই জীবের রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বা শ্রৌতপথ। সুতরাং মহাভাগবত-শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা-শ্রবণে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তগুলি যাপনই মানব জীবনের সর্ব্বোত্তম সার্থকতা—ইহাই শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদে আমাদের পরম শিক্ষণীয় বিষয়।

প্রভুপাদের হরিকথা

——::[*]::——

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলার পরমচমৎকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশিত হ'য়েছে। যাঁ'রা সাধারণ কাব্যামোদী বা দর্শনামোদী, তাঁ'দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টায় আবদ্ধ না থেকে বৃন্দাবনে গোপী-নাথের ক্রীড়াগুলি আমাদের আলোচ্য হ'ক অগ্রজ শ্রীবলদেব ও শ্রীদামাদি সখাগণের সেবা-ধিকার যাঁ'র প্রতি বিহিত, রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদির সেবাগ্রহাতিশয্য যাঁ'র জন্য, গো-বেত্রবিষাণ-বেণু, যামুনসৈকত, কদম্ব প্রভৃতির ও সেব্য যিনি, সেই নন্দ-নন্দনের ক্রীড়াগুলিই আমাদের একমাত্র আলোচ্য-বিষয় হ'ক। কৃষ্ণের লীলার অনুকূল মুকুন্দদয়িত বস্তুসকল আমাদের পরমপূজ্য হ'ক, প্রাকৃত তৃণ-গুল্ম বিচারের হেয়ত্ব আমাদিগকে গ্রাস না করুক্।

'বহির্জ্জগতের বস্তুদর্শনের দ্রষ্টৃ-হিসাবে তাহাদের ভোগকর্ত্তা আমি'—এই বিচারে যেসকল চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ গ্রাস ক'রেছে, অহঙ্কারবিমূঢ় ক'রে যে দুর্দ্দৈবে আবদ্ধ রে'খেছে, তা হ'তে পরিত্রাণ নিজ-চেষ্টায় হয় না। ভগবান্ ও মায়া স্বতন্ত্র। ভগবান্ বাস্তব সত্য। মায়ারচিত জগতের নশ্বর ধর্ম্ম বদ্ধজীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়! লৌকিক-দর্শনে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের দ্বারা জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে সেই সংগৃহীতজ্ঞানের উপর যে প্রত্যক্ষানুমান ও শব্দের বিচার করি, সে সবই আমাদের অমঙ্গলের হেতু।

যে বস্তু আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাঁ'র সান্নিধ্য প্রাপ্তি ও তাঁ'র সেবায় নিযুক্ত হওয়া এস্থান হ'তে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় ঐহিক শক্তি তৎকার্য্যে নিযুক্ত ক'রলেও আমরা সফলমনোরথ হ'ব না। কারণ আমরা সীমাবিশিষ্ট ক্ষুদ্রজীব, অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান ক'র্‌তে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচনা ক'র্‌তে গেলেও সেই অধোক্ষজ বস্তুর কথা অক্ষজজ্ঞানগম্য হয় না। তাঁ' ছাড়া আমরা রোগ-শোকাদির দ্বারা প্রপীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। ইহজগতে অন্য কেহ নাই, যিনি আমাদের এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার ক'র্‌তে পারেন। একমাত্র শ্রীহরির পরম প্রিয় নিজজন ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেউ দিতে পারেন না। সুর ও অসুরগণ যে বস্তুর সন্ধান পায় না, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিতচিত্তে যাঁ'কে দর্শন করেন, বেদসকল সামগানে যাঁ'র অভ্যর্থনা করেন, ব্রহ্ম-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দিব্য স্তবে যাঁ'র স্তুতি করেন, ক্ষুদ্রজীব আমার পক্ষে কি তাঁ'র অনুসন্ধান সম্ভব? কিন্তু শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের কৃপায় তৎপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা হ'য়েছে।

সকল ব্যাপারের একমাত্র শেষকথা—ভগবানের আরাধনা। ভগবান্ পূর্ণ বস্তু। যে কাল পর্য্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, যে কাল পর্য্যন্ত আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার, 'কর্ত্তাহং'-অভিমান প্রবল থাকে, ততদিন পূর্ণের দিকে অভিযান ক'র্‌তে পারি না। আমরা ভ্রান্ত হ'য়ে নানা রূপ কল্পনা ক'রি এবং তদনুরূপ আকৃষ্ট হওয়ায় অপূর্ণ তারই ফল লভ্য হয়। সুতরাং এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায়। তিনি কোন লৌকিক বাদ প্রতিবাদ করেন নাই, পরমার্থ ব্যতীত অন্য কথায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি জীবের পরম-মঙ্গলের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন নাই। তিনি বলেন,—সকল আরাধনার একমাত্র আরাধ্য বিষয় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁ' মথুরেশ-দ্বারকেশ-বিচারে মাত্র আবদ্ধ নয়। তিনি ব্রজবাসীর উপাস্য—যাঁ'রা ব্রজে যেতে পে'রেছেন, তাঁ'দেরই উপাস্য। তাঁ'দের সেবা 'নেতি নেতি' বিচারে—ব্রহ্মজ্ঞানানন্দবিচারে প্রতিষ্ঠিত নয়। কৃষ্ণপে প্রতিষ্ঠিত কোন অনিত্য বিচারই গ্রহণীয় নয়। ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আরাধ্য। যিনি সকল অবতারাবলীর মূল আশ্রয় অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি বৈভবাবতারসমূহ যাঁ'র অংশকলা, ইঁহাদের সকলের ভগবত্তা যাঁ'হ'তে, সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আরাধ্য বস্তু।

ভগবানের অনুগ্রহ না হ'লে প্রকৃত দর্শন হয় না। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের ক্রীড়াক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবন। সেই জিনিষটা কৃপা ক'রে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'লেই আমাদের মঙ্গল। সেখানে সেব্য বিষয় এক, আর তাঁ'র পাঁচ প্রকার আশ্রয়-জাতীয় সেবক। ইহজগতে সেবাবিমুখ হ'য়ে নিজে সেব্যভাবে বিরাজমানহেতু কন্যাগ্রহীতা, কিন্তু তাঁ'র দৃশ্য অন্ধকূপদ্বয়। কর্ত্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয়পরিচালনায় নানা দোষযুক্ত অবস্থা এসে আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যাঁ'দের করুণায় আমাদের সকলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ঘটে, তাঁ'দের করুণার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নাই।

আমরা স্বজন পরিত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত নই, ব্রজে যা'বার জন্য ব্যস্ত হই না। 'স্বজন' বলি যা'দের, তাঁ'রা তাৎকালিক স্বজন। স্বজনাখ্য ব্যক্তিগণকেও গোপীগণ পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। তাঁ'রা আর্য্যপথ পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রে মুকুন্দপদবী গ্রহণ ক'রেছিলেন। ব্রজের গুল্মলতা ঔষধিসমূহের মধ্যে অবস্থান ক'র্‌লে গোপীপদরেণু লাভ ঘটে। বৃন্দাবনের তৃণ-গুল্মাদি চিন্ময়; সে সব আত্মজগতের কথা, অনাত্মজগতের কথা নয়। তাঁ'দিগকে জড়ের বিচার দ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে নষ্ট করা উচিত নয়। বৃন্দাবনের চিন্ময় ব্যাপারে ইহজগতের ব্যাপারের সাদৃশ্য থাক্‌লেও উহা তা' নয়। ইহজগতের ভোক্তৃ ভাগ্যাভিমানে যে জগদ্দর্শন হচ্ছে, তা'তে বৃন্দাবনের চিন্ময় বস্তুগুলিকে দর্শন ক'র্‌তে গেলে প্রাকৃতসহজিয়ার ধর্ম্ম হ'বে, অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম হ'বে না।

ভাগবতেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা হ'য়েছে। ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রয়োজন নাই, ভাগবতেই সব আছে, তা'তেই সব পা'ব। জগতে যেসকল কথা নিয়ে ব্যস্ত আছি, সেই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন পদার্থ গ্রহণাভিলাষী হ'য়ে 'ভাগবত'কে পরিত্যাগ না ক'রে, 'ভাগবত' হ'য়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু 'ভাগবত' হ'য়ে গেছি, 'ভাগবত পড়ে ফেলেছি'-মনে ক'র্‌লে সর্ব্বনাশ। অনন্তকোটি জীবনেও ভাগবত পড়া হয় না। এটা পুতুলখেলা নয়—আতসবাজী নয়।

ভগবৎসান্নিধ্য—বাস্তবসত্যের সান্নিধ্য লাভ ক'র্‌তে হ'বে। তাঁ'র সেবায় নিযুক্ত হ'তে হ'বে। আমি ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রবণকারী, আস্বাদনকারী, চিন্তাকারী প্রভৃতি দুর্ব্বুদ্ধি হ'লে সীমাবিশিষ্ট পদার্থের আলোচনা হ'য়ে যায়। ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হন। মায়ারচিত ব্যাপারকে ভক্তি ব'লে কর্ম্মাধিকার জ্ঞানাধিকার, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র যোগাধিকার বা অন্যাভিলাষিতায় বাস ক'র্‌লে অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ হয় না, যতক্ষণ বুঝে নেবো মনে ক'র, ততক্ষণ ভাগবতের কাছে যেতে পা'র না। বৈয়াকরণ লিঙ্গবিচারোত্থ অনুস্বার বিসর্গাদি জ্ঞান—শব্দ শব্দাতে ভেদবুদ্ধি নিয়ে ভাগবত পড়া হ'বে না। যাঁ'রা ২৪ ঘণ্টা ভগবৎসেবা ক'চ্ছেন, তাঁ'দের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়্‌তে হ'বে—'যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে'। তাঁ'দের কাছে জা'ন্‌তে হ'বে—ভাগবত কি জিনিষ, কোন্ কোন্ অক্ষরাত্মক হ'য়ে কোন্ কোন্ শাস্ত্রে ভাগবতের বিচার আছে, কোনগুলি ভাগবতের কথা নয়, তা' বুঝা যা'বে।

অক্ষজজ্ঞানদ্বারা বিষ্ণুর বা বিষ্ণুর মুক্ত হ'বে না। সেবোন্মুখ অনহঙ্কারে শ্রবণ করতে হ'বে। সেবোন্মুখ জিহ্বায় অর্থাৎ ভক্তিমানের জিহ্বার ও শ্রবণে শ্রীনাম স্বয়ং প্রকাশিত হ'বেন। শ্রীহরির ... অতীত নন ব'লে তাঁ'কে 'অধোক্ষজ' বলা হয়। শ্রুতি, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বিচারের অতীত অধোক্ষজের কথা।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

ঢাকার পল্লী-উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

ঢাকা জেলার কাপাসীয়া থানাধীন কাপাসীয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলভী মহম্মদ মৌলভ খাঁন সাহেবের উদ্যোগে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় স্থানীয় ১৫জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে লইয়া একটি পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট সাহেবই এই সমিতির প্রেসিডেন্ট।

সম্প্রতি উক্ত প্রেসিডেন্ট সাহেবের চেষ্টায় "বিরামতী" নামীয় মজাট খাল খনন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ২৫।৩০ খানা জমি আবাদের উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত খালটির পার্শ্ববর্ত্তী জমির জোতদার-গণ জমি চাষ করিতে করিতে খালটি প্রায় ভরাট করিয়া ফেলিয়াছেন।

গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে উক্ত "বিরামতী" খালের পার্শ্বে বর্দ্ধনা খোলায় ঢাকা জিলার জুট প্রপাগাণ্ডা অফিসার মৌঃ এফ, করিম সাহেব, জয়দেবপুর জুট রেগুলেশন রেঞ্জের ইনস্পেক্টার মিঃ ডি, কে, দাস, কাপাসিয়া থানা জুট রেগুলেশন এসিষ্ট্যান্ট ইনস্পেক্টার মিঃ এম, দাস, কাপাসীয়া থানার স্যানিটারী ইনস্পেক্টার বাবু রমেশ চন্দ্র দাস, কাপাসিয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতির আট জন মেম্বার এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহযোগিতায় এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রায় ৬০০।৭০০ শত লোক একত্র হইয়া পরম উৎসাহের সহিত খালটীর খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। দুই দিনে এক মাইল দৈর্ঘ্য, পাঁচ হাত প্রস্থ, দুই হাত গভীর করিয়া খালটীর খনন কার্য্য শেষ করা হইয়াছে।

উইণ্ডসর দম্পতির কক্ষে নাৎসী যুবক

গত ২২শে অক্টোবর উইণ্ডসরের ডিউক ও ডাচেস যখন সাংবাদিকগণের এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান হইতে তাঁহাদের হোটেলে ফিরিয়া আসেন, তখন এক যুবক তাঁহাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে, যুবকটির সঙ্গে যে কাগজপত্র ছিল তাহা হইতে বোঝা যায় যে, সে জার্ম্মাণ-আমেরিকান বুণ্ডএর একজন সদস্য।

যুবকটি তাহার নাম বলে গেবহার্ট। পুলিশ তাহাকে আটক করে। সে বলে যে, তাহার নিকট কিছু নাৎসী পুঁথিপত্র এবং জার্ম্মাণ কন্সালের নাম ও ঠিকানা ছিল।

প্রকাশ, গেবহার্ট উইণ্ডসর দম্পতির সহিত লিফ্‌টে উঠিয়া পড়ে এবং করিডোরের মধ্যে তাঁহাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। সে বলে যে, সাংবাদিকদের অনুষ্ঠানে সে গিয়াছিল এবং অভ্যাগতগণ যখন আসিতে থাকেন তখন সে তাঁহাদের নাম মিলাইয়া লওয়ায় সাহায্য করিতেছিল। সে বলে, "আমি কোন অনিষ্ট করি নাই।" পুলিশ জেরার পর তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

পারস্য উপসাগরে ধৃত জাহাজ

গত ২২শে অক্টোবর অষ্ট্রেলিয়ান নৌ-বিভাগের এক ঘোষণায় জানা যায় যে, অষ্ট্রেলিয়ান স্লুপ 'ইয়ারা' এবং অস্ত্র-সজ্জিত বাণিজ্য ক্রুজার 'ক্যানিমব্লা' পারস্য উপসাগরে প্রতিপক্ষের সাতটি জাহাজ আটক করে। ঐ সব জাহাজ ২৫শে আগষ্ট হস্তগত করা হয়।

ঐসব জাহাজ এক্ষণে বন্দরে পৌছিয়াছে। ইহাদের তিনটি জাহাজ নিজেদের শক্তিতে বন্দরে আসিতে পারিয়াছে এবং অপর চারটিকে টানিয়া আনা হইয়াছে। ইরাণে জার্ম্মাণদের উপস্থিতি বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় সময় এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

রেজেষ্ট্রীকৃত নার্সদের নূতন পদবী

বঙ্গীয় সরকার নার্সিং কাউন্সিলের প্রস্তাব অনুযায়ী রেজিষ্টার্ড নার্স, ধাত্রী এবং স্বাস্থ্য-পরিদর্শকদের তাঁহাদের নামের শেষে যথাক্রমে আর, এন, (বেঙ্গল), আর এম, (বেঙ্গল) এবং আর, এইচ, ভি (বেঙ্গল) ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইহার ফলে আনরেজিষ্টার্ড ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে তাঁহাদিগকে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

সাংহাইএ জাপানীকে হত্যা

সাংহাইর আন্তর্জাতিক এলাকায় মঙ্গলবার ৫। ৬ একজন জাপানীকে চীনা সন্ত্রাসবাদীরা গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। অপর একজন জাপানী গুরুতর আহত হইয়াছে। চীনা সন্ত্রাসবাদীরা এই ৭ জন জাপানীকে গুলী করিল। চীনা-আমেরিকান 'ডেলী নিউজ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের একজন লোককে পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ তাহাকে কোথাও লইয়া লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগামী ২৫শে নভেম্বর, মঙ্গলবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় কার্জ্জন হলে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব হইবে। স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই উৎসবে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর কথা কি? শ্রীগুরুতে যাঁহার অচলা শ্রদ্ধাভক্তি আছে, তাঁহাকেই শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করেন। শ্রীগুরুসেবার দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি—কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। তাহাতে অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গাদি-যাজনের প্রয়োজন নাই। শ্রীগুরুর সেবা, সঙ্গ ও সান্নিধ্যবশতঃ শিষ্য বিষ্ণুময়—শ্রীধামবাসী বা বৈকুণ্ঠবাসী হন। শ্রীগুরু অপেক্ষা অধিক সেব্য আর কেহই নাই। সুতরাং তাঁহার সেবা অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মও নাই। গুরুসেবার দ্বারা ভগবান্ যেরূপ সন্তুষ্ট হন, অন্য কোন কিছুর দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং গুরুসেবা যে আমাদের নিত্যকাল অপরিহার্য্যরূপে নিত্যকৃত্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

গুরুসেবার দ্বারাই যখন কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, তখন বৈষ্ণবসেবা করা কি দরকার, ইহাই কি সুসিদ্ধান্ত? না, তাহা নহে। শ্রীগুরুর আদেশে, তাঁহার সেবার অবিরোধে বৈষ্ণব-সেবা মঙ্গলকর, তাহা না করা দোষাবহ। তবে যিনি গুরুর সম্মুখে গুরুর বিনাদেশে অপরকেই দণ্ডবৎ প্রণামাদিদ্বারা পূজা করেন, তাঁহারই পূজা নিষ্ফল হয় এবং তিনি দুর্গতিপ্রাপ্ত হন। শ্রীগুরু শিষ্যকে বৈষ্ণবসেবা করিতে ও বৈষ্ণবকে যথাযোগ্য সম্মান করিতে বলেন। যদি কোন অবৈধ গুরু বা শিক্ষাভিক্ষুকে অন্যায়ভাবে মহাভাগবতাদি বৈষ্ণবগণের সেবা করিতে অনুমতি না দেন, নিষেধ করেন বা নিরপেক্ষ থাকেন, তাহা হইলে সেইরূপ গুরুকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিতে হইবে এবং তিনি বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত।

কোন বিচার না করিয়া ভাগবতচিহ্নধারী সকলেরই যথাযোগ্য সেবা ও সম্মান করিতে হইবে। শিষ্য বা কনিষ্ঠ ভক্ত হইলেই যথাযোগ্য আদর করা নিষেধ, মহা-ভাগবতের ত' কথাই নাই। বৈষ্ণবমাত্রেরই যথাযোগ্য আদর করা দরকার। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"তস্মাদ্ বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রসন্নতা লাভের জন্য বৈষ্ণবগণকে সন্তুষ্ট করিবে। বিষ্ণু ইহার দ্বারাই অনুগ্রহ বিষয়ে সুমুখ হইয়া থাকেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে ভগবানের পূজা করে, কিন্তু বৈষ্ণবের পূজা করে না, সে দাম্ভিক। ভগবান্ তাহার পূজা গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবপূজক বৈষ্ণবের আচার সম্বন্ধে আদৌ বিচার করিবেন না। যাঁহার সেবিকা [illegible] হইয়াছে, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা দৃঢ়তা এখনও হয় নাই, এমন সাধুরও আচার দেখিতে হইবে না। [illegible] দুর্জ্জাতি বা দুরাচার হইলেও অবমাননীয় নহেন। বিষ্ণুভক্তিযুক্ত পুরুষ বাহ্যদর্শনে কদাচারী মনে হইলেও উদিতসূর্য্যের ন্যায় সমস্ত লোককে পবিত্র করিয়া থাকেন। মূর্খ, অপরাধী হইলেও তাঁহার প্রতি হিংসা করিবে না এবং তিনি হিংসা করিলে বা অভিশাপ প্রদান করিলেও সর্ব্বদাই তাঁহাকে প্রণাম করিবে—ইহাই ভগবদাজ্ঞা।

দন্তবক্র-বধ

——::(•)::——

দন্তবক্র শিশুপালের ভ্রাতা। শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও শাল্ব ভগবানের দ্বারা নিহত হইলে দন্তবক্র অত্যন্ত ক্রোধের সহিত গদা-হাতে ভগবানের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শাল্ববধের পর রথে আরূঢ় ছিলেন। তখন দন্তবক্র ঐরূপ উন্মাদমূর্ত্তিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় গদাদ্বারা দন্তবক্রের গতিরোধ করিলেন।

দন্তবক্রের মাতা শ্রুতশ্রবা শ্রীবসুদেবের ভগ্নী ছিলেন। সেই সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া দুরাত্মা দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল,—'তুমি আমাদের মাতুলপুত্র হইলেও মিত্র-ঘাতী। তুমি ভ্রাতা হইয়াও আমাকে পীড়িত হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, অতএব তোমাকে আমার এই বজ্রতুল্য গদাদ্বারা বিনাশ করিব।' দন্তবক্র এইরূপ কর্কশ বাক্য বলিয়া গদাদ্বারা ভগবানের মস্তকে আঘাত করতঃ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নিজ কৌমোদকী-গদাদ্বারা দন্তবক্রের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে দন্তবক্রের হৃদয় ভগ্ন হইল। তখন সে রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিল। অনন্তর শিশুপালবধের ন্যায় দন্তবক্রের বধেও তাহার দেহ হইতে সূক্ষ্মতর বিচিত্র তেজঃ নির্গত হইয়া সর্ব্বভূতের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রবিষ্ট হইল।

দন্তবক্রের বধের পর তাহার ভ্রাতা বিদূরথও ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শ্রীকৃষ্ণকে বধ (?) করিবার নিমিত্ত অসিহস্তে তথায় উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা বিদূরথের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দন্তবক্রবধ-প্রসঙ্গ পদ্মপুরাণে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। তাহাতে দেখা যায়—দন্তবক্র শিশুপালের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরায় উপস্থিত হয়। কৃষ্ণও তাহা শ্রবণ করিয়া রথারোহণে মথুরায় আগমন করেন। মথুরার দ্বারে দন্তবক্র ও কৃষ্ণের অহোরাত্র যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ গদার আঘাতে দন্তবক্রের সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী ও বিনাশ করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮।১৬ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"শাল্ববধের পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ না করিয়াই রথে আরূঢ় থাকিয়া তৎক্ষণাৎই মথুরার নিকটে দন্তবক্রকে দেখিতে পাইলেন এইজন্য অদ্যাপি মথুরায় দ্বারকার দিগভিমুখী দ্বারস্থানে 'দন্তবক্র হা' এই সংস্কৃত শব্দের অনুগ লৌকিক ভাষায় 'দতিহা' নামে ব্রজের স্থাপিত এক গ্রাম দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে এইরূপ গদ্য বাক্য আছে,—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় দন্তবক্রকে বধ করিবার পর যমুনা পার হইয়া নন্দব্রজে আগমন করেন। সেখানে উৎকণ্ঠিত নন্দ-যশোদাকে অভিবাদন এবং আশ্বাসাদি প্রদান করেন। বিরহকাতর মাতাপিতা শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রুসেকের সহিত স্নেহালিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপগণকে প্রণাম এবং বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তর্পণ করেন। যমুনার পুণ্যবৃক্ষপূর্ণ রম্য পুলিনে কেশব গোপনারীগণের সহিত অহর্নিশ ক্রীড়া করেন। এখানে গোপ-বেশধর শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র প্রেমরসের সহিত রম্য কেলিসুখে দুই মাসকাল বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর এখানকার শ্রীনন্দ-গোপাদি সকলেই শ্রীবাসুদেবের প্রসাদে পুত্রপরিজনের সহিত দিব্যরূপে বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-গোপাদি ব্রজবাসিগণকে পরমসুখদ নিজপদ দান করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের দ্বারা সংস্তুত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন।

বৈকুণ্ঠের দ্বারী ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ই কৃষ্ণেচ্ছায় এ জগতে আসিয়া সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ ও শিশুপাল দন্তবক্র-রূপে ভগবল্লীলার পুষ্টি করিয়াছিলেন। শুনা যায়, কোন কোন স্থলে শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাবশতঃ সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লীলার জন্য নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিষ্কাসিত করেন এবং পুনরায় পার্ষদরূপে সংযোজিত করিয়া থাকেন। সেইরূপ শিশুপাল-দন্তবক্র সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ
(ভাঃ ৭।১।৪৭)

সেই দুইজন (দন্তবক্র ও শিশুপাল) বৈরানুবন্ধজনিত অর্থাৎ অভিনিবেশের সহিত শত্রুতাজাত তীব্র ধ্যানের দ্বারা অচ্যুত সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুনরায় শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইয়া তাঁহারা বিষ্ণুর পার্ষদ হইয়াছিলেন।

এই সাযুজ্যমুক্তি ভক্তের কাম্য নয়। সাযুজ্য দূরের কথা, অন্যান্য চতুর্ব্বিধ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের নাই। তাঁহারা কেবল সেবা-প্রার্থী।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::[•]::——

'হরি'-শব্দে মটরের ডাল, সিংহ ইত্যাদি কোষোক্ত শব্দ ক'র্লে হ'বে না। "হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ"। শ্রীনৃসিংহ-মৎস্যাদিকে 'হরি' বলাই সঙ্গত। তাঁ'দিগকে হরি ব'ল্লে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের মল দূর হয়।

পুরুষের অর্থ—'প্রেমা'। মায়িক জগতের চিন্তাস্রোত, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা নিয়ে যাঁ'রা ব্যস্ত, তাঁদের অর্থাৎ কর্ম্মী ও জ্ঞানপন্থী সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ বিচারমাত্র পরমপুরুষার্থ নহে। পরমপুরুষার্থ বাস্তব, তাহা নশ্বর অবাস্তব ছায়াবাজী নয়। জড়জগতের দাম্পত্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ইত্যাদি চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাকা 'প্রেম'শব্দের লক্ষ্যীভূত বস্তু নয়, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি 'ভগবদ্বস্তুর প্রীতি আকর্ষণ করাই প্রেম'।

ভাগবত শ্রবণ ক'রে নিজে পাঠ ক'র্তে হ'বে। অমুকে পাঠ ক'র্বে, আমি শু'নে কিছু পুণ্য সঞ্চয় ক'রবো, তা' নয়। শ্রীমদ্‌ভাগবত অমল প্রমাণ। ইহাতে মলযুক্ত কথা প্রবেশ ক'রে পুরাণ হ'য়েছে, তা' নয়। ইহা বিষ্ণুভক্তের প্রিয়। জগতে অন্য কোন বস্তু তাঁ'দের প্রিয় নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে বেদশাস্ত্র আলোচনা ক'র্তে হ'বে। ঈশ-কেনকঠাদি শ্রুতিসকল ব্রাহ্মণ-সংহিতাদি, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গ আলোচনা করা যা'বে—যদি ভগবান্ স্মরণ-পথে আসেন, নচেৎ সব অপরা বিদ্যা হ'য়ে যা'বে।

সমস্ত মনুষ্যজাতির চিন্তাস্রোতের জ্ঞান দ্বারা ভাগবত বিদিত হন না। তাহাতে অমলজ্ঞানের কথা আছে। ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছু ক'র্ব না। ভক্তিতে যদি নির্ব্বিশেষ রাহিত্য এসে যায়, তা'হ'লে চিৎসাহিত্য হ'ল না। অজ্ঞব্যক্তি যে ভক্তি করেন, তা'র কথা ভাগবতে বলেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর ব্যক্তির যে সেব্যোপলব্ধি, তাহাই ভক্তি। যিনি কৃষ্ণে আসক্ত, তিনি কৃষ্ণেতর পদার্থে বিরাগযুক্ত কিন্তু কোন জিনিষ প্রাপঞ্চিকবিচারে ছেড়ে দেন না। যেকাল পর্য্যন্ত না জ্ঞানবৈরাগ্য-যুক্ত ভক্তি উদিত হ'বে, ততদিন কর্ম্মাগ্রহিত্ব যা'বে না। ভগবদিতর বস্তুর সেবাকে 'ভক্তি' বলে না। যে পরিমাণে ভক্তি হ'বে, সেই পরিমাণে জ্ঞানবৈরাগ্য স্বতই উদিত হ'বে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রার্থী কপটতাযুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্ব্বর্গাভিলাষীর পাঠ্য নহেন। তাহা পঞ্চমবর্গের সৌন্দর্য্যদর্শনে লোলুপ ব্যক্তির পাঠ্য। ভক্তির দ্বারা তাঁ'র আলোচন হ'বে। নচেৎ ভোগের অনুভূতি আমাদের বিপন্ন ক'র্বে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'র্লে সেই বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায় ব্রহ্মাবরুণেন্দ্রাদিও তাঁ'র অন্ত পান না। আ

তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। দ্বাদশরসে তাঁ'র সেবা হ'য়ে থাকে—তাঁ'র অবতারগণ পূর্ণরসের সেবা নন; যিনি তাঁ'র সেবা করেন তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

আমাদের স্বার্থের হানি বা কামনার অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয় হয়। সেটা কখনও ব্যক্তভাবে, কখনও অব্যক্তভাবে প্রকাশিত হয়। আমার রাগ হ'য়েছে, কিন্তু আমি চতুরতাবে অথবা কপটতা ক'রে সেটা প্রকাশ ক'র্‌ছি না, সেটা অন্তরে অন্তরে পোষণ ক'র্‌ছি—এটা হ'চ্ছে অব্যক্ত রাগেরই অভিব্যক্তি। আর রাগটা চেপে না রেখে সঙ্গে সঙ্গেই তা'র প্রতিশোধ গ্রহণের যে চেষ্টা, তাহাই ব্যক্ত রাগবিশেষ। কেউ আমাদের স্বার্থে বাধা দিলে তা'কে ব্যতিরেকভাবে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় আমরা সুযোগাপেক্ষায় রাগ পোষণ করি। আমাদের প্রধান শত্রু ষড় রিপুর অন্যতম এই ক্রোধটি জয় ক'র্‌বার জন্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা হইলেই যদি আমরা ক্রোধ প্রকাশ করি, তা' হ'লে তা'তে আমরা আমাদের কৃষ্ণদাস্য ভুলে ক্রোধের দাস হ'য়ে প'ড়ব।

ভক্তদ্বেষী জনের প্রতি ক্রোধ ক'র্‌তে হ'বে, সেটি ভজনের অঙ্গবিশেষ। তা' না করাটাই অন্যায়। ভক্তদ্বেষী কে, এটার বিচার প্রথমেই করা দরকার। পরমানন্দময় সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবানের সেবা যা'রা করে না, তা'রা নিজের মঙ্গল ত' করেই না, পরন্তু কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিদ্বেষদ্বারা নিজের অমঙ্গলকে আহ্বান করে, এমন যে সকল ব্যক্তি, তা'রাই কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তবিদ্বেষী। তা'দের প্রতি দয়া দেখা'তে হ'বে না। সেই অকৃষ্ণের উপাসনমত্ত ব্যক্তিগণের প্রতি উপেক্ষা বা ক্রোধ প্রদর্শন ক'র্‌তে হ'বে। কিন্তু আমিই ভক্তবিদ্বেষী কি না, সেইটাই এখন আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কৃষ্ণসেবা ক'র্‌ছি, বা কৃষ্ণসেবার ভাণ করে ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণের বিদ্বেষ ক'র্‌বার জন্য চেষ্টা ক'র্‌ছি, কৃষ্ণের প্রতি আমার কতটুকু অনুরাগ, আমি কৃষ্ণের ভোগ্য জিনিষ কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়ে ভোগ ক'র্‌তে যা'চ্ছি কিনা, সেটা পরীক্ষা করা দরকার। আমি দে'খ্‌ছি, আমার ভোগলোলুপ দেহ একজন ভয়ানক কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিদ্বেষী। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা ও তাঁহার সুখ চিন্তা না-ক'রে; আমি নিজসুখ, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও লোকের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি। আমি আমার নিজের দিকে একেবারেই তাকা'চ্ছি না। এতবড় ভক্ত-বিদ্বেষী আমি, প্রথমেই আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'র্‌তে হ'বে। প্রাতঃকাল থেকে নিদ্রাকাল পর্য্যন্ত এবং নিদ্রাবস্থায়ও ভক্তবিদ্বেষী আমাকে জুতা মেরে সর্ব্বক্ষণই ক্রোধ দে'খাতে হ'বে—নিজেকে পবিত্র ক'র্‌তে হ'বে—নিজে যা'তে আদর্শচরিত্র হ'য়ে মঙ্গল লাভ ক'র্‌তে পারি, নিজে যা'তে নিষ্কপটে সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণব-সেবা ক'র্‌তে পারি, তজ্জন্য সচেষ্ট হ'তে হ'বে, তবেই মঙ্গল। সকলেই হরিভজন ক'র্‌ছেন, আমার হরিভজন হ'ল না—এই মুহূর্ত্তেই ম'রে যে'তে পারি—সর্ব্বক্ষণ এইসকল কথায় মনোযোগ দিতে হ'বে। প্রাণে নিজের মঙ্গলের জন্য নিজের দুষ্প্রবৃত্তিগুলির প্রতি, কৃষ্ণভজনের প্রতিবন্ধক লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাদি কুটিনাটির প্রতি ক্রোধপ্রকাশ ক'রে তা'দের দমন ক'র্‌তে হ'বে। আমার নিজের দিক্‌টা আগে দেখা দরকার। তা' না হ'লে অমঙ্গল এসে যা'বে। তারপর আমি ব্যতীত যা'রা আমার দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয়স্বজন, যা'রা গুরুবিদ্বেষ বা কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিদ্বেষ ক'র্‌ছে এবং লোভনীয় সাজিয়ে আমাকে মায়ার দিকে আকর্ষণ করা'চ্ছে, তা'দের প্রতি ক্রোধ দেখা'তে হ'বে।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

——::(*)::——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৪ঠা কার্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর, মঙ্গলবার পরমারাধ্যতম আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ এবং গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিংবডির সেবোদ্যোগে ও ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের পরিচালনায় কলিকাতা-বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে অপূর্ব্ব সাফল্য ও সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। অন্নকূট মহোৎসবটী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশমত উষঃকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউর মঙ্গলারাত্রিকের পর মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদ ও শ্রীদামোদরাষ্টক-গীতি কীর্ত্তন করিলে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রীপ্রভু "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। 'উদিল অরুণ পূরব ভাগে', "শুদ্ধভকত-চরণ-রেণু" প্রভৃতি উষঃকীর্ত্তন ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। পরিক্রমার পর শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে ১২॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত 'গীতাবলী' হইতে শিক্ষাষ্টক, নামাষ্টক ও 'শরণাগতি' হইতে ষড়ঙ্গ শরণাগতিবিষয়ক গীতি সুমধুর স্বরে উচ্চকণ্ঠে গীত হইলে পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবিনোদানন্দজীউর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিত "শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন বাস-প্রার্থনা-দশকম্" সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে গীত হইলে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ দৈন্যার্ত্তি ও আবেগের সহিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ-প্রকটিত শ্রীগোপালদেবের অন্নকূট-মহোৎসব, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও শ্রীগোপালদেব [illegible] প্রীতি এবং রেমুণার শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসঙ্গ প্রায় ১॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। নাট্যমন্দিরে পূর্ব্ব হইতে শত শত নরনারী অন্নকূট-মহোৎসব ও শ্রীবিগ্রহগণের ভোগারাত্রিক-দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিলেও সকলে নিঃশব্দে ও মনোযোগের সহিত শ্রীঅন্নকূট-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠের পর শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন হইলে সকলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দজীউর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার, বিপুল অন্নকূট ও বিচিত্র ভোগোপকরণ দর্শন-সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন। পরে শ্রীনাম মহামন্ত্র ও "যশোমতীনন্দন ব্রজবর-নাগর" গীতি কীর্ত্তনের সহিত শ্রীবিগ্রহের মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন হয়। ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনকালে উচ্চসংকীর্ত্তন-রোল ও মৃদঙ্গ করতাল ধ্বনি দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছিল। সহস্রাধিক প্রকারের ভোগোপকরণ শ্রীঅন্নকূট-ভোগের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সুদূর প্রদেশসমূহ হইতেও নানা প্রকারের সেবোপকরণ আসিয়াছিল। মধ্যাহ্ন হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত অগণিত জনস্রোতঃ শ্রীবিগ্রহ ও অন্নকূট-মহোৎসব দর্শন এবং শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ স্বহস্তে গো-পূজা করেন এবং গো-গণকে মহাপ্রসাদ ভোজন করান।

সন্ধ্যারাত্রিক ও বন্দনাদির পর শ্রীপাদ সংকীর্ত্তনদাসাধিকারী [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৪শ [illegible] পূজা ও অন্নকূটমহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃবৃন্দ আগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন। পাঠের পর মহাজনপদ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অনন্তর বহু ব্যক্তিকে অন্নকূটের বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ ও বৈষ্ণবগণের নিকট বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হন। অন্নকূট মহোৎসব-উপলক্ষে অনেক দূরদেশ হইতে গৃহস্থ ভক্তগণ আসিয়াছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা অন্নকূট ও শ্রীবিগ্রহদর্শনে [illegible] করিয়াছিলেন।

দর্শনার্থী ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ প্রাক্তন [illegible] শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কণ্ট্রাক্টর, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সিংহ (কাশকাটা), ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিপদ দাস এম্ বি, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন প্রভৃতি কয়েকজনের নাম পাওয়া গেল। গৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী বি এল, শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণভূষণ ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ অক্লান্তভাবে সেবা করেন।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

গত ২১শে অক্টোবর, ৩রা কার্ত্তিক (১৩৭০), সোমবার শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহামহোৎসব শ্রীনিত্যানন্দান্বয়-বির্য্যোদ্ভূত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রী [illegible] কৃপাশীর্ব্বাদে [illegible] অনুষ্ঠিত শ্রীধাম [illegible] বারাণসীস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

[illegible] শ্রীমঠবাসী ভক্তগণ প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর [illegible] পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা বিষয়ে উপদেশ ও শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকাদি গৌড়ীয় [illegible] পাঠ ও শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থনা-সূচক মহাজনপদাবলী [illegible] পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হয়। তৎপরে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা [illegible] হইয়াছিল।

অনন্তর দিবা ১০টা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-মাহাত্ম্য ও এই পূজার অধিকারী কে, কি প্রকারে এই গোবর্দ্ধন পূজার যোগ্যতা লাভ করা যায়, এই পূজার সহিত কর্ম্মকাণ্ড [illegible] তথাকথিত পূজার পার্থক্য [illegible], শ্রীকৃষ্ণ [illegible] কৃপা করিয়া ভক্তের ভক্ত্যুপহৃত সেবোপকরণ কৃপা করিয়া কিরূপে গ্রহণ করেন, [illegible] পূজার সহিত [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

॥৩॥

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১।০		
সিকি কলম		৪৲	৬৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম		৯৲	৯৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -'ভারতবর্ষের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীমা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত যমুনার মহাশয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকল ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

জন স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কার্যাবলী

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার যে সকল অঞ্চলে ইতঃপূর্বেই পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়াছে, সেই সকল স্থানে ৫৫টি নলকূপ খননের নিমিত্ত বঙ্গীয় সরকার অতিরিক্ত ভাবে ৫,৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। যাহাতে অতি সত্বর এই অবস্থার উপশম হয়, তজ্জন্য স্থির করা হইয়াছে যে সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সরকারের মনোনীত কোন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ যথাসম্ভব অল্প মূল্যে নলকূপ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ করিবেন অতিরিক্ত নিম্নলিখিত কতকগুলি চুক্তিতে এই সাহায্য প্রদান করা হইতেছে :—

এই মহকুমার জন্য ব্যাপকভাবে পল্লী অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, যতদূর সম্ভব এই নলকূপ তাহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলিবে এবং বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডকে প্রস্তাবিত এই নলকূপের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বহন করিতে হইবে।

চলতি আর্থিক বৎসরে জনস্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা এবং প্রচার কার্য পরিচালনার জন্য যথাক্রমে ৭৫৲ এবং ১০০৲ টাকা মাসিক মাহিয়ানাতে একজন কাগজের সম্পাদক ও একজন চিত্র-শিল্পীর পদ বজায় রাখার প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

উপরোক্ত পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন ও প্রাচীরপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থার নিমিত্তার্থ গভর্ণমেণ্ট ২,০০০৲ এর অনধিক টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

উপরোক্ত পরিকল্পনা-অনুসারে একটি সাপ্তাহিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রিকার মুদ্রণ-ব্যয় নির্বাহার্থ সরকার ৩,৩২৮এর অনধিক টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ইটালীতে ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ

ডেলী টেলিগ্রাফের কায়রোস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন : দুইটি কারণে ইটালীতে চরম অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ জার্ম্মাণ সৈন্যের ঘাটতি পূরণের জন্য জার্ম্মাণী ইটালীর নিকট হইতে সৈন্য দাবী করায় মুসোলিনী বুঝিয়াছেন যে, ইটালী বিপদগ্রস্ত হইলে জার্ম্মাণী আর তাহার উদ্ধারে আসিতে পারিবে না এবং জার্ম্মাণীর বন্ধুত্ব লাভজনক না হইয়া ক্রমেই লোকসানের হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ আগষ্ট মাসের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে, এই আশ্বাস দিয়াই ইটালীয় জনসাধারণের উৎসাহ বজায় রাখা হইয়াছিল কিন্তু সেপ্টেম্বরও পার হইয়া গেল, অথচ শান্তি স্থাপিত হইবার লক্ষণ দেখা যায় নাই। জনসাধারণকে আবার শীতকালীন যুদ্ধের সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কত ইটালীয় সৈন্যকে যে রাশিয়ার তুষারের মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে তাহারও ঠিক নাই।

কায়রোর স্বাধীন ইটালীয়দের ধারণা এই যে, রাজপরিবার বা মার্শাল বোদোগ্লিওর হস্তক্ষেপের ফলে ইটালীর বর্ত্তমান নীতির পরিবর্ত্তনের বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

পটকা বাজীতে বিপদ

গত ১৮ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় কুষ্টিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্কার শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার আচার্য্যের ভ্রাতা অজিত আচার্য্য (১৭) পটকা ফাটিয়া গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। পুলিশের নিকট প্রদত্ত অজিতের জবানবন্দী হইতে জানা যায় যে ঐ দিন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় তাহাদের বাড়ীতে সে যখন কতকগুলি পটকা লইয়া নাড়িতেছিল তখন চাপ লাগিয়া হঠাৎ একটি পটকা ফাটিয়া যায়। ফলে তাহার বাম হাতের তালুর এবং কয়েকটি আঙ্গুলের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে বাম হাত এবং বুকের কয়েক স্থানেও আঘাত পাইয়াছে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ সরকারী হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার বাম হাতের [illegible] কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে এবং হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলি সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকায় পুনরায় দাঙ্গা

কয়েকদিন সাম্প্রদায়িক অবস্থা শান্ত থাকিবার পর গত ২২শে অক্টোবর রাত্রে পুনরায় অশান্তির সূত্রপাত হইয়াছে। ঐ দিন রাত্রি অনুমান ১০ ঘটিকার সময় সূত্রাপুর অঞ্চলে ছোরার আঘাতে একজন নিহত হইয়াছে।

অনেকদিন পরে ঐ দিন সিনেমাগুলি খুলিয়াছিল। এই সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি বন্ধ হইয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার আবিষ্কার

রাশিয়া হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা যায়, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ এক নূতন রকমের 'সার' আবিষ্কার করিয়াছেন। ম্যাগ্নেসিয়াম সল্ট হইতে এই 'সার' প্রস্তুত করা হইবে ও ইহা ব্যবহারে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ বেশী শস্য উৎপন্ন হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৫ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৩ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩০শে অক্টোবর, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ১৮৮৮৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ দামোদর, তৃতাদি কার্ত্তোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু

——::(•)::——

আজ শ্রীউত্থানৈকাদশীর উপবাস ও আমাদের পরমগুরুদেব পরমহংসকুলচূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী ঠাকুরের বিরহতিথিবাসর। এতদুপলক্ষে আজ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও অন্যান্য শাখামঠসমূহে—গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীল গৌরকিশোরের নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বাংলা ১৩২২ সালের ৩০শে কার্ত্তিক, ইংরাজী ১৯১৫ সালের ১৬ই নভেম্বর রাত্রির শেষভাগে অর্থাৎ উত্থানৈকাদশীতিথির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে চাতুর্ম্মাস্যাবসানে কার্ত্তিকদেবতা শ্রীবৃষভানুদুহিতা শ্রীরাধার নিজজন শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু তাঁহার ঈশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর নিত্যসেবার জন্য নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

এ জগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণ বা সংযোগ বিয়োগের মধ্যে থাকাকালে গুরুবর্গের অপ্রাকৃত বিরহ উপলব্ধির বিষয় হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া একান্তভাবে তাঁহার কৃষ্ণানুসন্ধানপরা চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করিলে শ্রীগুরুকৃপায় এই অপ্রাকৃত বিরহের সাক্ষাৎ অনুভূত হয়। এই বিরহ সেবার পরাকাষ্ঠা। এই বিরহের ন্যায় এত আকর্ষণ আর অন্য কোন কিছুতে হয় না। সাক্ষাৎ চেতনে চেতনে আকর্ষণ হইতে এই বিরহাগ্নি হৃদয়ে উদ্দীপিত হয়। জড়ে জড়ে আকর্ষণ যেখানে, সেখানে বিরহময় প্রেমের কোন কথা নাই। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরহী আপনাকে দীন বলিয়া জানেন। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরহরূপ ধনই তাঁহার অঙ্গভূষণ। বিরহকাতর ভক্তগণ বিরহদৈন্যে ভূষিত হইয়া অনুক্ষণ কীর্ত্তন-ক্রন্দন করেন। এই ভক্তগণের অগ্রণী শ্রীগুরুদেব ও তদনুগ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণধূলি লাভ করিতে পারিলে বিরহ আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়া আমাদিগকে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের জন্য ব্যাকুল করিবে। এই বিরহই ভজন। বিরহকাতর ভক্তগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনায় রত। ভক্তের বিরহব্যথা প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট ও প্রতি সেকেণ্ডে যাহার যত উপলব্ধি হয়, তিনি ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সাক্ষাৎ সেবা ততটা উপলব্ধি করিতে পারেন। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের বিরহ যেখানে নাই, সেখানে ভক্তিরও কোন কথা নাই।

সম্ভোগমদমত্ত আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করিবার জন্য আজ এই পরমপবিত্রা বিরহতিথি সমাগতা হইয়াছেন। এই অপ্রাকৃত বিরহের এক কণা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করুক — ইহাই শ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা।

আজ যাঁহার বিরহবাসর, আমরা কি জানি, সেই শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু কে? তিনি যে-সে বস্তু ন'ন। শ্রীরাধাগোবিন্দ যাঁহার প্রেমবাধ্য, যাঁহার সেবার মাধুর্য্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ ও আকৃষ্ট, যাঁহার ন্যায় শ্রীরাধাগোবিন্দের এত ঘনিষ্ঠ সেবক আর কেহ নাই, যিনি অনুক্ষণ নব-নবায়মান সেবাদ্বারা সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ, শ্রীরাধার নিজজনই আমাদের নিত্যোপাস্য আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু। তিনি জগদ্গুরু। তাঁহার কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক, তাঁহার কৃপায় আমরা আমাদের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে আমাদের নিত্যপ্রভুরূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তাই আজ আমরা শ্রীগৌরকিশোর পাদপদ্ম লাভের জন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি।

আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যে-সে ভক্ত নহেন, তিনি ভগবানের স্বরূপশক্তি—রূপানুগবর। তিনি অবতার, তিনি মর্ত্ত্য নহেন,—তিনি অমর বস্তু—নিত্যবস্তু। তিনি ক্ষণবিধ্বংসী রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন,—তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তিনি লীলাপুরুষোত্তমের লীলার নিত্যসঙ্গী। আমরা তাঁহার অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, জগদ্গুরু শ্রীগৌরকিশোরপ্রভুও সেইরূপ নিত্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ। আমরা বদ্ধজীব, আর তিনি সেব্যতত্ত্ব তিনি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ—আশ্রয়বিগ্রহ। তিনি নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য ও তাঁহার সেবা নিত্যা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। তাঁহার কৃপা কর্ষণের মধ্যে পড়িতে পারিলে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যখনই আশ্রয় করা যায়, তাঁহার আশ্রিত অভিমান যখনই আমাদের হৃদয়ে স্থান পায়, তখনই বাস্তব সত্য আমাদের কর্ণগত হয়। তিনি এত বড়। আমরা ছোট, আর ভগবান্ বড়, 'ছোট'র 'বড়'র সেবক। 'বড়'র সেবা ছাড়া 'ছোট'র আর অন্য কোন কার্য্য নাই। এই 'বড়'র সেবা যিনি 'ছোট'কে দিতে পারেন, এই 'বড়' যাঁহার প্রেমাধীন, সেই শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু যে কত বড়, তাহা কি কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে? গুরুসেবার ন্যায় পরমমঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। ভগবদারাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়—এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত সৎসঙ্গ বা সদ্গুরুচরণাশ্রয় হয় না। হতভাগ্য আমরা সে বান্ধববন্ধু শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াও এইরূপ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলাম না, তাঁহার মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্ব আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইল না, তাঁহার বৃন্দাবনসদৃশ শুদ্ধ-হৃদয়ই যে শ্রীকৃষ্ণবসতি—কৃষ্ণমন্দির, তিনিই যে সাক্ষাৎ শ্রীধাম, তৎপাদপদ্মেই যে সর্ব্বতীর্থ ও সমস্ত শ্রী আশ্রিত, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, এমনই আমাদের দুর্দ্দৈব। এইরূপ দুর্দ্দৈবের মধ্যে তাঁহার কৃপাই একমাত্র 'আশা ভরসা'। তবে আমরা যেন তৎকৃপাভিক্ষারী হইয়া তচ্চরণে শরণাগত থাকিতে পারি—ইহাই আমাদের সকাতর প্রার্থনা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

> অন্য আশা নাহি যার, তব পাদপদ্ম তা'র
> ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
> তব পদাশ্রয়ে যার, করে সেই দিনপাত,
> তব পদে তাহার অভয়॥
> স্তন্যপায়ী শিশুজন, মাতা ছাড়ে কোনক্ষণ,
> শিশু কভু নাহি ছাড়ে মায়।
> যেহেতু তাহার আর, এ জীবন ধরিবার,
> মাতা বিনা নাহিক উপায়॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে

এ ভকতিবিনোদ কয়, তুমি ছাড় দয়াময়,
দেখিয়া আমার দোষগণ।
আমি ত' ছাড়িতে নারি,
তোমা বিনা নাহি পারি,
কণ্ঠে ধরিতে এ জীবন॥
(শ্রীগীতমালা)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বপ্রকাশ-বস্তু। কর্তৃত্বা-ভিমানী ব্যক্তি তাঁহার সন্ধান পায় না। তিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবল হইতে—পুরুষাভিমানরূপ সংসার হইতে রক্ষা করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেহ সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারেন না। তাঁহার মত দয়াল আর কেহ নাই। তিনি আমাদের একমাত্র বান্ধব। তিনি বিভুবস্তু। যেকাল পর্যন্ত তাঁহাকে মাপিয়া লইবার দুর্বুদ্ধি বা তর্কস্পৃহা থাকিবে, সেকাল পর্যন্ত তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিবে না। তিনি আমার জন্য কৃপাপূর্বক আমারায় যে ব্যবস্থা করেন, তাহা নতশিরে গ্রহণ করা কর্তব্য—ইহাই শরণাগতের বিচার। যেখানে এইরূপ শরণাগতি নাই, সেখানে গুরুসেবাও নাই। আর যেখানে গুরুসেবা বা সাধুসঙ্গ নাই, সেখানে কৃষ্ণানুকূল্যও অসম্ভব। শরণাগত শিষ্য অনুক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত। কৃষ্ণসম্বন্ধী বা কৃষ্ণার্থে অনুশীলনই কৃষ্ণানুশীলন। অনু অর্থাৎ মুহুর্মুহু,—যাহার বিরতি নাই অথচ বর্দ্ধমান। ইহাই অনুশীলনের স্বরূপ-লক্ষণ। এই অনুশীলন একমাত্র কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণের কৃপার দ্বারাই লভ্য। ইহা স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিরূপ, স্বয়ং অপ্রাকৃত হইয়াও কায়িক, বাচিক ও মানসিক বৃত্তির অপ্রাকৃতত্বে সাধুগুরু-কৃপায় আবির্ভূত হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। অনুশীলন-শব্দে 'অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। অনু-শব্দে—পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান-রহিত। 'শীল'-ধাতুর অর্থ—একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভি-লাষ আদৌ নাই।" এই অনুকূল-কৃষ্ণানু-শীলন যে চিচ্ছক্তির কৃপায় লাভ হয়, সেই শ্রীগৌরনিজজন হইতেছেন আমাদের পরম-গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু সর্বক্ষণ অধোক্ষজ-সেবাবিলাসী। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা ব্যতীত তাঁহার এক মুহূর্তও অন্য কোন কার্য নাই। তিনি দয়ার সাগর—মহামহাবদান্য। তাঁহার দয়াসিন্ধুর এক বিন্দু আমাদিগকে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিতে পারে। তাঁহার আনুগত্যময়ী সেবার দ্বারাই তিনি যাঁহার সেবা করেন, তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্যভাবে কৃষ্ণানু-শীলন বা কৃষ্ণানুসন্ধান হয় না। ভগবৎপ্রাপ্তি সর্বদাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার অধীন। জগন্নাথ শ্রীহরি যে শ্রীগুরুরূপা মাধুরী মূর্তি প্রকট করিয়া কৃপাপূর্বক শাস্ত্ররূপ হস্তদ্বারা সংসারপতিত জনগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, বেদের দুর্লভ,ভুবনৈকবন্দ্য ও বেদ-শেষানুগমা শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু সেই বস্তু। তিনি ভগবৎকৃপার মূর্তিমান্ বিগ্রহ। তাঁহার কৃপালোকে তাঁহার মধ্য দিয়াই ভগবৎ সাক্ষাৎকার সম্ভব। এই শ্রীগুরুদেবের ভক্তই প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"ভক্তগণই নিখিল জগতের গুরু, আর আমি ভক্তজনের গুরু। যেরূপ আমি অখিল লোকের গুরু, ভক্তগণও তদ্রূপ। ভক্তগণ আমার বান্ধব, আমি ভক্তগণের বান্ধব। ভক্তগণ আমার গুরু এবং আমি ভক্তগণের গুরু। ভক্তগণ যথায় গমন করেন, আমিও তথায় গমন করি। যাহারা কেবল আমার ভক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তাহারা প্রকৃত ভক্তপদবাচ্য নহে আমার ভক্তগণের ভক্ত বলিয়া যাহাদের অভিমান, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যাহারা আমার প্রতি আসক্ত, আমার জন্য স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তের নিকট আমি সর্বতোভাবে বিক্রীত হইয়াছি। ইহা ব্যতীত আমাকে ক্রয় করিবার অপরের সাধ্য নাই।"

শ্রীচৈতন্যমঠে সদ্গুরুপারম্পর্যে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু নবমাধস্তন। নবমাধ-স্তনাধবর্য দশমাচার্য মদীয়াভীষ্টদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু এবং একাদশাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও সেবার দ্বারাই শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর কৃপা ও সেবা লাভ হইবে। আমার গুরু—জগতের সকলের গুরু। তাঁহার কৃপা ছাড়া কাহারও মঙ্গললাভের উপায় নাই—ইহা উপলব্ধির বিষয় না হইলে আমি তাঁহার আশ্রিত, তিনি আমার পালক—এ বিচার হয় না এবং প্রকৃত সদ্গুরু-চরণাশ্রয় না হওয়ার ফলে সেবাও হয় না। সেবার পরিবর্তে প্রাণহীন অনুষ্ঠানমাত্র বা সেবা-ভিনয় হওয়ায় চিত্তশুদ্ধি বা কৃষ্ণে রতি-মতি হয় না। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমাদের অচলা শ্রদ্ধা-ভক্তি হউক, ইহাই শ্রীগুরুবর্গের নিকট নিবেদন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"ফরিদপুরের অন্তর্গত পদ্মা-বতী-নদীর নিকটস্থ কোন গণ্ডগ্রামে (শুনা যায়, টেপাখোলার নিকটবর্তী 'বাগজান'-পল্লীতে) শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। এই মহাত্মা ২৯ বৎসর যাবৎ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করেন। অনন্তর প্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবতদাস বাবাজীর নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন। তিনি গৃহস্থ-জীবনে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিকমন্ত্রে দীক্ষিত হন। বেষগ্রহণের পর ৩০ বৎসর কাল ব্রজমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে অবস্থান করিয়া অনুক্ষণ ভজন করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে মধ্যে তিনি উত্তরখণ্ডে এবং বিশেষতঃ গৌড়মণ্ডলের তীর্থসমূহ ভ্রমণ করেন।

যে বৎসর শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ বাংলা ১৩০০ সালে ফাল্গুন-মাসে এই মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আদেশানুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে গৌড়-মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহা-প্রস্থানকাল পর্যন্ত শ্রীধামনবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৩১২ সালে তিনি যাযাবরের বিচরণ-ধর্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে তিনি শ্রীধামের বিভিন্ন গ্রামসমূহে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা মাধুকরী-সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রমদ্বারা সকল কার্য নির্বাহ করিতেন। অপর কেহ কোন দিন তাঁহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে মনে হয়। পরমহংস-বাবাজী মহাশয়কে কৃষ্ণেতর-বিষয়বৈরাগ্য আশ্রয়স্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। তাঁহার অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবাফলে তিনি সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় অধিরূঢ় না থাকিলেও শাস্ত্রের মূল সংগৃহীত বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।

এই পরমহংসদেব নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি অকিঞ্চন সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোন দিন সমর্থ হয় নাই। তিনি বলিতেন,— 'আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহ নাই, সকলে আমার সম্মানের পাত্র।'

গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্যদেবও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অসামান্য বৈরাগ্য-সম্বন্ধে জানাইয়াছেন,—"শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল গৌরকিশোরের বৈরাগ্য negative অর্থাৎ 'ঋণাত্মক' ব্যাপার নহে। উহা সর্বাপেক্ষা অধিক positive অর্থাৎ 'ধনাত্মক' নিত্য-সিদ্ধ ব্যাপার। তাঁহাদের বৈরাগ্যের অপর-নাম—কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় বিপ্রলম্ভ। যে বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করে, যে বৈরাগ্য সাযুজ্যাদি মুক্তির প্রতি ঘৃণা, ভয় ও বিরাগ এবং সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তি-চতুষ্টয়ের প্রতিও অনাদর প্রদর্শন করে, সেইরূপ কেবল-কৃষ্ণসুখবাঞ্ছাময়ী বা কৃষ্ণ-বিলাস-সহায়া বৈরাগ্যবিদ্যাই শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল গৌরকিশোরে নিত্যসিদ্ধরূপে বিরাজিত। ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল গৌর-কিশোর সাধক জীব নহেন। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ মুক্তকুল। সাধক জীবের পক্ষে "কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ"-বৃত্তিটি 'বৈরাগ্য' বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু মুক্তকুলের সর্বোত্তম সহজ কৃষ্ণসেবা-পরায়ণত্বই তাঁহাদের বৈরাগ্য। শ্রীরূপের নিজজনগণের বৈরাগ্য বা বিপ্রলম্ভ আশ্রয়বিগ্রহের পদাশ্রিত। যেস্থলে আশ্রয়বিগ্রহের একান্ত সেবানুগত্য নাই, সেস্থলে সম্ভোগ-কামনায়, এমন কি, বিষয়বিগ্রহের প্রতিও তাঁহাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তাঁহাদের বৈরাগ্য-ব্যাপারটি শুদ্ধভক্তিযুক্ত চিদ্বিলাসসাহিত্য। অচিদ্বিলাস-রাহিত্য বা চিদ্বিলাসরাহিত্যটি—নির্বিশেষ-মূলক negative বা 'ঋণাত্মক' ব্যাপার, আর চিদ্বিলাসসাহিত্য positive পরম ধনাত্মক নিত্যপরিবর্দ্ধনশীল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণমহোৎসব। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যের মধ্যে যে 'বৈরাগ্য'-শব্দটির প্রয়োগ, তাহা মায়াসংস্পর্শ-রাহিত্য। মায়াধীশ ভগবদ্বস্তু সর্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত বা মায়ার সংস্পর্শ-পরিমুক্ত। অভক্তজনগণের নিকট বস্তুর স্থূল ত্যাগ 'বৈরাগ্য' বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শুদ্ধভক্তির সহজ—অনূপ—আশ্রিত—পাল্য—লাল্য বৈরাগ্যটি অর্থাৎ বৈষ্ণব-মহাজনের 'বৈরাগ্য' বা 'বিপ্রলম্ভ' তাদৃশ ফল্গু-জাতীয় নহে। কৃষ্ণবিলাস-লালসার পরাকাষ্ঠার নাম 'বৈরাগ্য'। এই বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণরূপ 'বৈরাগ্য' সাধন ও সাধ্য—উভয়ই। নামরূপগণ এই বৈরাগ্য-বিপ্রলম্ভ-শ্রী দর্শন করিতে পারেন।"

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

হরিকথায় রুচিই ভক্তি। যাঁহার হরিকথায় রুচি আছে, তিনিই ভাগ্যবান্। বিষয়াসক্তি বা কপট থাকিলে হরিকথায় রুচি হয় না। "কৃষ্ণকথায় রুচি যাঁ'র, সেই ভাগ্যবান্।" শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহাকে দয়া করেন, তাঁহারই অকৈতব কৃষ্ণপ্রসঙ্গ-শ্রবণে রুচি হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কথাশ্রবণে রুচি না হইলে অচৈতন্য-কথা-শ্রবণের মাদকতা যাইবে না। প্রজল্প করা উচিত নয়, 'আমি আজ হইতে প্রজল্প করিব না'—এইটুকু সংকল্পদ্বারা প্রজল্পের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। কৃষ্ণকথায় রুচি হইলেই মায়ার কথা আর ভাল লাগিবে না, নতুবা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রজল্পের প্রতি আকর্ষণ বা লোভ থাকিবেই। যাহাদের হরিকথা ভাল লাগে না, তাহারাই কেবল বাজে কথা বলে। শ্রীচৈতন্যকথা-শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। সর্বক্ষণ কৃষ্ণের কথা শুনা, কৃষ্ণের কথা বলা ছাড়া আর বাঁচিবার কোন রাস্তা নাই। কৃষ্ণকথা-শ্রবণ ও কৃষ্ণকথা-কীর্তনই যে আমাদের একমাত্র কৃত্য, ইহা জানাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণকথা শুনিবার ও কৃষ্ণকথা বলিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।'

শ্রবণের আগে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। নিজের ফলকামনা থাকিবে না। সে শ্রবণ-কীর্তনাদি সমস্তই শুধু কৃষ্ণের সুখের জন্য করিবে। প্রথমেই প্রণত হইতে হইবে—নিজে লঘু হইতে হইবে। ইহার নাম আশ্রয়। যেখানে নিজের গুরুত্ব

বা পাত্রিতা উপলব্ধি নাই, সেখানে আশ্রয়ও নাই। যিনি সদ্‌গুরুলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তিনি শ্রীগুরুদেব কিভাবে ভগবানের সেবা করেন, তাহা লক্ষ্য করিবেন, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে। শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট উপস্থিত হন—ভাগ্যহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না। ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সদ্‌গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পাইলেই সব হইবে। তাঁহার দয়া না হইলে আমার শত চেষ্টায় বাঁয়াও কিছুই হইবে না। ভগবানের দয়াই মূল। যদি অন্তরে নিষ্কপট আর্ত্তি থাকে, যদি তাঁহাকে সত্য-সত্যই চাই, তবে নিশ্চয়ই দয়া হইবে। কৃপাপ্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন প্রার্থনা হৃদয়ে থাকিলে কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। কৃপাপ্রাপ্ত বা কৃপাপ্রার্থী সাধুর সঙ্গপ্রভাবেই জীবহৃদয়ে অকপট কৃপাপ্রার্থনা জাগিতে পারে।

গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হইলে কৃষ্ণসেবা হইবে না। যেখানে গুরুদর্শন নাই, সেখানে যোষিদ্দর্শন বা বিষয়দর্শন আছেই। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্মকে আশ্রয় করেন, আর যদি গুরু-সেবা করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হইবে—তাঁহার দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষালাভ হইবে। তখন তাঁহার আর যোষিৎ বা ভোগ্য-দর্শন থাকিবে না। যিনি সত্য-সত্যই গুরুর আশ্রিত, তাঁহাতে গুরুদাস বা কৃষ্ণভোগ্য-অভিমান না আসিয়া পারে না। গুরুসেবক বা কৃষ্ণভোগ্য-অভিমানই প্রকৃত শিষ্যত্ব, গুরুদর্শন বা সেবা-দর্শনই চেতনদর্শন, আর ভোগ্যদর্শনই জড়দর্শন। 'ভোগ্যের আমি'র ভোগ্য-দর্শন থাকে। 'ভোগ্যের আমি'ই ভোক্তা আমি বা 'বড় আমি'। 'গুরুর আমি'র ভোগ্য-দর্শন নাই, তাঁহার সর্ব্বত্র গুরুদর্শন। তিনি 'ভাল আমি' বা 'সেবক আমি'র বিচারে প্রতিষ্ঠিত। এই যে গুরুদর্শন বা সেব্যদর্শন, ইহা কর্ণপথে বা শ্রৌতপথে দর্শন। শ্রৌতপথ ব্যতীত সমস্ত পথই ভোগ্যদর্শন বা জড়দর্শনের পথ, সেখানে গুরুদর্শনের কোন কথা নাই। শ্রৌত-দর্শনই শিষ্যের দর্শন। শ্রৌতপন্থী গুরুদাস বা বৈষ্ণবকিঙ্কর কৃষ্ণভোগ্য বা কৃষ্ণযোষিৎকে পরমপূজ্য গুরু মনে করেন। তখনই জীব নিজেকে গুরুপুত্র বা গুরুদাস বলিয়া বুঝিতে পারে। তখন এ জগতের পিতা-পুত্রের সহিত তাঁহার আর সম্বন্ধ থাকে না। তখনই প্রকৃত মঠবাস হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাধারায় নিষ্ণাত হইয়া যাঁহারা নিজের এই নিত্য-গুরুদাস সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। তাঁহাদিগকেই ভগবান্ আত্মসাৎ করিয়াছেন ও করিবেন। যাঁহারা এই জ্ঞানলাভের যোগ্যতা বা সৌভাগ্যলাভ করে নাই, তাহারাও ভগবানের ব্যতিরেক কৃপায় শাসিত হইয়া একদিন এই সম্বন্ধজ্ঞান লাভের যোগ্যতা লাভ করিবেন।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর উপদেশামৃত

—):•:(•):•'(—

যাঁহার সত্য সত্য প্রেম হয়, তিনি কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করেন না। তিনি তাহা খুব গোপনে লুকাইয়া রাখেন। সতী স্ত্রীগণ যেমন কাহাকেও অকস্মাৎ তাঁহার অঙ্গ দেখাইতে অত্যন্ত লজ্জিতা হন এবং বাহিরে সর্ব্বক্ষণ স্বীয় দেহকে অতিশয় গোপনভাবে আবরণযুক্ত রাখেন, প্রকৃত প্রেমিক ভক্তও তদ্রূপ ভক্তির লক্ষণ অপরের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন এবং বিশেষ গোপনে সংরক্ষণ করেন।

যাহারা অন্য কোন অভিলাষ লইয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দেওয়ার ছলনা করে, তাহাদের বস্তুতে মহাপ্রভুর ভোগ হয় না, তাহা প্রসাদই হয় না। যাহার প্রকৃত বৈষ্ণবে রতি নাই, যে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চিনিতে পারে না, সেরূপ ব্যক্তি মহাপ্রভুর কাছে ভোগ লইয়া গেলেও তাহা মহাপ্রভু গ্রহণ করেন না। নিজে মোচার ঘণ্ট খাইবার লোভে মহাপ্রভুকে মোচার ঘণ্ট ভোগ লাগাইবার ছল করিলে তাহা কখনও মহাপ্রভুর ভোগে লাগে না। ঐরূপ ব্যক্তি প্রকারান্তরে তাহার উচ্ছিষ্টই ঠাকুরকে ভোগ লাগাইবার চেষ্টা করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে। কিন্তু মহাভাগবত বৈষ্ণবের যে জিনিষটি ভাল লাগে, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিলে মহাপ্রভুর ভোগ হয়। কৃষ্ণ তাঁহার প্রকৃত ভক্তের মুখেই আস্বাদন করেন। বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে মন মলিন হয়, তাহাতে ভজনের ব্যাঘাত হয়। 'আমার কৃষ্ণভজন হইল না, কি করিয়া আমি বৈষ্ণবের সেবা পাইব?'—এইরূপ অত্যন্ত আর্ত্তিপূর্ণ হৃদয়ে লোকের ফেলিয়া দেওয়া বেগুনের ছোবড়া, কলার ছোবড়া প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া লবণহীনই সর্ব্বাত্ম-সমর্পণের সহিত ভোগ দিলেও তাহা মহাপ্রভুর প্রসাদ হয়। মহাভাগবত বৈষ্ণবই ভাল ভাল দ্রব্য গ্রহণ করিবেন, আমার হরিভজন হইল না, ভাল খাইয়া পরিয়া আমার ভজন বিমুখতার আনুকূল্য করিলে কি হইবে?

সাধারণ লোকের অনুমোদনের দ্বারা হরিভক্তির পরিমাণ মাপা যায় না। যদি হরিভজনে কপট থাকে, তাহা হইলে বাহিরে অতিশয় বিরক্তি, অনাসক্তি ও অনেক কিছু ভাবমুদ্রা প্রকাশিত থাকিলেও তাহা প্রকৃত বিরক্তি বা ভাবভক্তি নহে। কোন বিশেষ পরীক্ষায় পড়িলেই সেই মুহূর্ত্তে ঐ কৃত্রিম বৈরাগ্য চলিয়া যাইবে। হরিভজনে যাহার অকপট রতি-মতি হইয়াছে, বিরক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিবার জন্য অবসর খোঁজে। আমরা লোককে ভাব দেখাইব না। আমরা এরূপ আচরণ করিব—যাহাতে অন্তরে হরিভজনের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হরিতে অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে বাহ্যে শত অনাসক্তির ভাব দেখাইলেও কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন না, আরও দূরে সরিয়া থাকেন। অকপট অনুরাগ থাকিলে কৃষ্ণ আপনা হইতেই ঘনাইয়া ঘনাইয়া সেই অনুরাগী ভক্তের নিকট আসেন। যাহার শ্রীহরিতে অকপট অনুরাগের গন্ধ নাই, বিষয়ানুরাগে যাহার হৃদয় পূর্ণ, সেই ব্যক্তিই বিবিধ বাহ্য বেশভূষা ধারণ করে, কৃষ্ণও তাহাকে তত অধিক বঞ্চনা করিতে থাকেন। আর অপ্রাকৃত হরিতে অকৃত্রিম অনুরাগ থাকিলে তাঁহার অঙ্গে যদি বাহ্যদর্শনে কুষ্ঠব্যাধিও থাকে, তথাপি কৃষ্ণ তাঁহার অপ্রাকৃত সেবাময় অঙ্গগন্ধে বিমোহিত হন।

আমরা যদি উপবাস করিয়া দিবারাত্র হরিনাম করিতে পারি, আর লোককে না দেখাইয়া অন্তরের আর্ত্তির সহিত বৃষভানুনন্দিনীর সেবালাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ কাঁদিতে পারি, তাহা হইলে রাধার প্রাণধন কৃষ্ণ আপনা হইতেই পাকড়াও হইয়া যাইবেন।

যে সকল গৃহ কেবল 'খাও দাও'—এই কথায় পরিপূর্ণ এবং যেস্থানে কেবল কামেরই কার্য্যসমূহই হইয়া থাকে, সেই সকল গৃহ বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে দেবালয় হইলেও সাধুগণের স্থান নহে। কামিলোক বাহ্যদৃষ্টিতে দেবালয়ে বাসের অভিনয় করিয়াও বিষয়-বিষ্ঠাকূপেই বাস করে। আর যাঁহারা নিষ্কপটভাবে অপ্রাকৃত আশ্রয়বিগ্রহের সেবা করেন, তাঁহারা যে কোন স্থানে বাস করুন, তাহাই শ্রীরাধাকুণ্ড।

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু বদ্ধ জীব যাহা স্ত্রী পুত্ররূপে দর্শন করে, তাহাতে কেবল মায়ারই দর্শন হয়। ভক্তির চক্ষু না হইলে কেহ কৃষ্ণের নিত্যদাসের স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি সর্ব্বদাই বদ্ধজীবের ভোগবুদ্ধি থাকে। আজকাল বদ্ধজীব হরিভক্তের সঙ্গ ও হরিকথা শ্রবণ না করিয়া, হরিনামের শক্তি লাভ না করিয়া কেহ বা স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িতেছে, আবার কেহ বা স্ত্রী-পুত্র ও বিষয় ত্যাগের বাহ্য অভিনয় করিয়া মর্কট-বৈরাগী হইয়া পড়িতেছে। যাহারা মর্কটবৈরাগী, তাহাদের ত্যাগ—নাটকের অভিনয়মাত্র। যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁহাদের পত্নীর প্রতি কোনপ্রকার ভোগবুদ্ধি থাকে না। তাঁহাকে কৃষ্ণদাস ও গুরু দর্শন করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা নিষ্কপটে হরিভজন করিতে চাহেন, অথচ হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আছে, স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিও সম্পূর্ণভাবে ভোগবুদ্ধি যায় নাই তাঁহারাও মহাভাগবত বৈষ্ণবের নিরন্তর সঙ্গ ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিও ভোগবুদ্ধি শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

— — ::(•)::— —

নিঃশ্রেয়স শব্দের অর্থ — ভগবানের অনুগ্রহ, ভগবানের কৃপা। উহাই জীবের নিত্যমঙ্গলের প্রসূতি। যাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষটী পাইবার সৌভাগ্য একমাত্র মনুষ্যজন্মেই হইয়া থাকে। যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি বহির্জ্জগতের বিষয় ভোগ করিতে প্রমত্ত থাকে, তখনই ঐ বৃত্তিকে মন কহে। মনই জড়ের ভোক্তা। এই মন আত্মার সুপ্তাবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া গোমস্তাস্বরূপে কর্ত্তৃত্বাভিমানে বিষয় ভোগ করে। এই মনই আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া সুখদুঃখ ভোগ করে, পুণ্যপাপের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও স্বর্গ কখনও নরক ভোগ করে, সুতরাং এই মনই আত্মার সর্ব্বপ্রধান শত্রু। এই মনকে নিগ্রহ করাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়।

যখন সাধুগুরু-কৃপায় আমরা আত্ম বা স্বরূপস্থ হই অর্থাৎ আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই আমরা কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত হই, তখন আমাদের স্থূল-সূক্ষ্মদেহের প্রতীতি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়, জাগতিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি হস্ত হইতে ছুটি পাইয়া বিষয়গুলিকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিবার সৌভাগ্য পাই। তখন আমরা বুঝিতে পারি,—আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাস এবং 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং' অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুই ভগবানের সেবার উপকরণ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।

সাধুসঙ্গপ্রভাবে আমরা জড়াভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত হইতে পারি। যেমন জড়েন্দ্রিয়-সাহায্যে জড়-ভোক্তা। আত্মার জড়েন্দ্রিয় নাই, আত্মা চিদিন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারী কৃষ্ণদাস। মুক্ত অবস্থা আর কিছুই নহে—স্বরূপে অবস্থিত হ'য়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। যখন স্বরূপবিস্মৃত হই, তখনই আমরা মায়ার দাস্যসূত্রে জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এই পাঁচটি অনিত্য বিষয় ভোগে রত হই। কিন্তু জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। এ জগতে যে সুখের আভাস দেখা যায়, তাহা দুঃখেরই নামান্তরমাত্র।

জড়শব্দ আমাদিগকে জড়জ্ঞান ও জড়ানন্দ দিতে পারে, কৃষ্ণজ্ঞান বা কৃষ্ণানন্দ দিতে পারে না। কিন্তু শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম আমাদিগকে কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারেন। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া তরুর ন্যায় সহিষ্ণুগুণসম্পন্ন হইয়া নিজে অমানী এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করাই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ। যাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক, নিত্যানন্দসদনে যাইতে অভিলাষী, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামকীর্ত্তন করিবেন।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

কীর্ত্তন

শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তন হইতে পারে না। ক্রম-শুদ্ধ-শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন শুদ্ধ হয় না। শ্রীনাম-রূপ-গুণ ও লীলাদির পর পর শ্রবণ কীর্ত্তনই ক্রমপ্রাপ্ত বা ক্রম-শুদ্ধ শ্রবণ কীর্ত্তন। যাহা কীর্ত্তন করা হইবে, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন কীর্ত্তন করিয়াছেন কিনা, তাহা সন্ধান করিতে হইবে। বক্তা বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার নিকট হইতে সাধুগণ শ্রবণ করেন। শ্রোতা বিদ্যমান থাকিলে তৎসমীপে কীর্ত্তন করেন এবং বক্তা ও শ্রোতা না থাকলে সাধুগণ নিজে নিজেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভগবন্নাম কীর্ত্তনের দ্বারাই সমস্ত পাপ হইতে অনায়াসে মুক্তি পাওয়া যায়। যিনি হরিনাম কীর্ত্তন করেন ভগবান্ শ্রীহরি 'এই কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি আমার সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়'—এই-রূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। ভগবন্নাম সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ তাঁহাতে আবিষ্ট থাকেন বলিয়া ভগবন্নাম কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিলেও সাধুগণ তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া থাকেন। শ্রীশিব বলিতেছেন, 'হে দেবি, বরারোহে নামসমূহের শ্রবণকালে রামনাম-শব্দায় সর্ব্বদা আমার চিত্তে প্রীতির উদয় হইয়া থাকে।'

শ্রীনাম-কীর্ত্তনই পরম সাধন ও পরম সাধ্য। শ্রীনাম একটি অচেতন পদার্থ নন। শ্রীনাম সাক্ষাৎ মহাপ্রভু। হরিনাম কথা বলিতে পারেন। এই হরিনামের সঙ্গ ও সেবা যিনি করেন, তিনিও চেতনময় বস্তু। যিনি হরিনামপরায়ণ, তিনি হরিনামপ্রভুর ভৃত্য। শ্রীহরিনাম—প্রভু, আর শ্রীনামসেবক তদাশ্রিত। অকিঞ্চনগণই হরিনামকে আশ্রয় করেন। "হে হরিনাম, আমি তোমার দাস। আজ হইতে আমি সকল ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে তোমার হইলাম, তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলাম তোমার আনুগত্য স্বীকার করিলাম'—এই বলিয়া অনন্ত ভক্তগণ শ্রীনামের চরণাশ্রয় করেন।

ইহ জগতে যাঁহাদের আর কোন বস্তু নাই, তাঁহারাই শ্রীহরিনাম করেন। শ্রীহরিনাম অচেতন কিংবা কল্পিত পদার্থ নন শ্রীহরিনাম স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময় ও স্বরাট। তিনিই একমাত্র ভোক্তা, আর সকলেই তাঁহার ভোগ্য। জগতে যাহা কিছু সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, সকলের ভোক্তা ও বক্তা হইতেছেন—আমাদের নিত্য উপাস্য শ্রীগোবিন্দ বা শ্রীহরিনাম। সেবোন্মুখ রসনাদি ইন্দ্রিয়ে এই শ্রীহরিনাম গ্রহণীয়। নির্গুণ জগতে নির্গুণ শ্রীহরিনাম উদিত হন। শ্রীনাম পূর্ণ ও অখণ্ড। এ জগতে বা পরজগতে কোন বস্তুর সহিত শ্রীনামের তুলনা হয় না। হরিনাম অখণ্ড, পূর্ণানন্দ ও পূর্ণজ্ঞানময়। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, রসময়। হরিনাম গ্রহণ অশেষ মঙ্গলপ্রদ। হরিনামাভাসেই পাতক ও অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সর্ব্বপাপবীজ অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপভ্রম বিদূরিত হয়। নিজের নিত্যবৃত্তির অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়া শুদ্ধভক্তগণের জন্য সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা যিনি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে অহরহঃ শ্রীহরিকথা পান করেন, শ্রীনামপ্রভু শব্দব্রহ্মরূপে সেই শুশ্রূষুর কর্ণরন্ধ্রপথে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্ববিধ অনর্থ দূর করতঃ তথায় স্বরাজ্য বিস্তার করেন।

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি,—যদি কিছুতেই ভগবানের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট না হয়, তবে জীব নির্ভয়, জিতাসন, মিতাহারী ও নিঃসঙ্গ হইয়া দিবারাত্র ভগবন্নামামৃত কীর্ত্তন করিবে। কোন মহাপাপী কদাচারে জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট নিজের চিত্তচাঞ্চল্য, সাধনানুষ্ঠান-বিষয়ে নিজ সম্পূর্ণ অযোগ্যতা জানাইয়া নিত্য মঙ্গল প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ তাহার মঙ্গলের জন্য বলেন যে, তুমি উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান ও ভোজন গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদি যে কোন অবস্থায় সর্ব্বদা গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিবে, তাহা হইলেই তুমি নিশ্চয়ই নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।

দশাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিনাম করিতে হইবে, নতুবা হরিবিমুখতা ঘুচিবে না। নিরন্তর অনিষ্টাচারে হরিনাম করিলে শ্রীনামের কৃপায় সমস্ত অপরাধ বিদূরিত হইবে। মহদপরাধ মহতের কৃপা অথবা জন্মজন্মান্তর সংসার-ভোগদ্বারা দূর হইয়া থাকে। নিরন্তর হরিনাম করিলে সমস্ত অপরাধ অনায়াসে বিদূরিত হয়।

আগে শ্রীনামের শ্রবণ কীর্ত্তন, তৎপরে রূপ-গুণাদির শ্রবণ কীর্ত্তন। শুদ্ধান্তঃকরণে ব্যতীত শ্রীনামাদির স্মরণ হয় না। শ্রীনামাদির শ্রবণফলেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। অশুদ্ধচিত্তে লীলাদি স্মরণ করিতে নাই বলিয়া তাহা শ্রবণ-কীর্ত্তন করাও অন্যায়—এইরূপ নহে তবে পুরুষাভিমানী অনর্থযুক্তের পক্ষে শ্রীব্রজ-গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রহস্য-লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনীয় নহে। মায়িক পরিচয় আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলে আমাদের মুখে শ্রীনাম প্রকাশিত হইবেন না। নামগ্রহণ কোন মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়াবিশেষ নহে। ভুক্তিকামনা ও মুক্তিকামনারূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণস্পৃহা থাকিলে শ্রীনাম মুখে উচ্চারিত হইবেন না। নাম-গ্রহণের জন্য অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ের আবশ্যকতা নাই। শ্রীনাম পূর্ণশক্তিমান, যাহা যাহা আবশ্যক, শ্রীনাম-কীর্ত্তনই তাহার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ শ্রীনাম-কীর্ত্তনই সকল অপায় অনর্থকারীর আবাহন করাইয়া তৎসঙ্গে সঙ্গে বাহ্য অনস্পূর্ণ বাধবার হস্ত হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিবেন

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অধোক্ষজ-রাজ্যে প্রবেশের অন্য উপায়ই নাই। নববিধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনই অঙ্গী আর শ্রবণাদি সবই তাঁহার অঙ্গ। কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হয়। কীর্ত্তনের মধ্যে অন্যান্য অঙ্গগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে। কীর্ত্তনের দ্বারাই কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ হয়। উচ্চকীর্ত্তনই বিধেয়। শ্রীকৃষ্ণ-নামাদির কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদি কেহ শ্রীনামাদির শ্রবণকীর্ত্তনে অসমর্থ হইয়া অন্ততঃ তাহার অনুমোদনও করেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিত্য মঙ্গল হইয়া থাকে।

তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হয়। নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহ-ব্যাপারাদি নির্ব্বাহকালে ও অন্য সময়ে সর্ব্বদা শ্রীনাম কীর্ত্তন করার নামই নিরন্তর শ্রীনাম কীর্ত্তন। শ্রীতুলসী হরিপ্রিয় বস্তু, সুতরাং তৎসংস্পর্শে শ্রীনামের অধিক বল অনুভূত হয়। নাম করিবার সময় কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদবুদ্ধিপূর্ব্বক নাম করা উচিত। নাম অধিক সংখ্যা হইবে, এই চেষ্টা অপেক্ষা আদরের সহিত নিরন্তর স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া নাম-কীর্ত্তন করাই সাধুশাস্ত্রাদেশ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরই শ্রীনামকীর্ত্তন প্রভুর জন্মভূমি। এই স্থান হইতে সংকীর্ত্তন পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্বে শ্রীনাম-কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। সত্যাদি-যুগে ধ্যান যজ্ঞাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে হরিসংকীর্ত্তন হইতেই সে সমস্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে। হরিসংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য সকল যুগেই সমান, কিন্তু অন্যান্য যুগে শ্রীনামকীর্ত্তনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাববশতঃ সেই সেই যুগের লোকেরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। হরিকীর্ত্তনই একমাত্র সাধন ও সাধ্য—এ কথা অল্পভাগ্যবান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে না ধ্যানাদির দ্বারাও যাহা অসাধ্য, সেই সঙ্কোচরহিত প্রেমময়ী সেবা এই হরি-কীর্ত্তনের দ্বারা অনায়াসে লাভ করা যায় এবং তাহার আনুষঙ্গিকভাবে পুরুষাভিমান বা ভোগবুদ্ধিরূপ সংসার—নিদানরূপ চিরতরে বিনষ্ট হইয়া থাকে। কলির জীব সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য, স্বল্পায়ুঃ চঞ্চলচিত্ত ও পাপরত বলিয়া পরমকরুণাময় ভগবান্ তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া কলিতে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কলি-জীবগণের কীর্ত্তন এভাবে এইরূপ পরম ভগবদ্বাঞ্ছার কথা শ্রবণ করিয়া সত্যযুগাদির প্রজাগণও কলিতেই নিজ জন্ম প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হরিনামে দেশ-কাল-নিয়মাদির বিচার নাই। নাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে জীবের পরম ভগবৎপরায়ণত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ম্রিয়মাণ পুরুষ পতিত, স্খলিত পতিত বা অবশভাবেও ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিলে সংসারমুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করিয়া থাকেন। নিজ দৈন্য, মিনতি-বিজ্ঞপ্তি এবং স্তবপাঠও কীর্ত্তনের অন্তর্গত।

শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগমনের পর কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবত জীবমঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ, সুতরাং তাঁহাতে যে সব ভগবন্নাম আছে, তাহাই আমাদের নিত্য কীর্ত্তনীয়। কলিকালে কীর্ত্তনযোগে অন্যান্য ভজন যাজন করিতে হইবে, নতুবা তাহা ফলপ্রদ হইবে না।

বহুলোক মিলিয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন। কীর্ত্তন অপেক্ষাও সংকীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

হর্ষে প্রভু কহেন,—"শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

গয়ায় শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা

শ্রীচৈতন্যমঠের অষ্টতম শাখা গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২১শে অক্টোবর শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে হরিকথা ও মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্বনাম, শ্রীদামোদরাষ্টক ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অন্নকূটমহোৎসব প্রসঙ্গ পাঠ হয়। তৎপরে সমাগত সজ্জন-গণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীদামোদর-ব্রত

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন জগদ্গুরু গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ বৈষ্ণবগণের কৃপানির্দ্দেশ ও উপদেশমত কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে চাতুর্ম্মাস্য ও শ্রীদামোদরব্রত যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা প্রত্যহ প্রত্যূষে ও অপরাহ্নে ক্রমান্বয়ে পাঠমুখে আলোচিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত 'নদীয়া-প্রকাশ,' গৌড়ীয় প্রভৃতি হরিগোষ্ঠীমুখে আলোচিত হইতেছেন।

মঠবাসী ভক্তগণ সহরের বিভিন্ন স্থানেও শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রেস প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
ও শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৯ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৭ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩রা নভেম্বর ইং ১৯৪১, সোমবার | ১২২ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ দামোদর, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগোবর্দ্ধনধারণ-

——::(*)::——

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোবর্দ্ধনধারণ-লীলা নিত্য। ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। তিনিই তাঁহার মাতা-পিতা, কান্তা, বন্ধু-বান্ধব—সব। ব্রজবাসিগণকে লইয়াই তাঁহার যত লীলা। ব্রজবাসিগণ যাহা কিছু করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের সুখবাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই। তাঁহাদের শরীর-রক্ষা, ভয়-ভীতি যাহা কিছু, তাহা দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় নহে। তাঁহাদের দেহরক্ষা—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের জন্য, তাঁহাদের ভয়ভীতি পাছে ভগবানের সেবা-সুষ্ঠুতায় কোন বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, এই আশঙ্কায়, তাঁহাদের মমতা, মোহ, স্নেহ প্রভৃতি শ্রীভগবানের প্রতি পাল্যজ্ঞান-নিবন্ধন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ঘরোয়া-ভাব। তাঁহারা অপ্রাকৃতবস্তু। সুতরাং তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপও অপ্রাকৃত।

কোন সময় কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপগণ ইন্দ্রের আরাধনার জন্য নানাপ্রকার পূজা-সম্ভার আয়োজন করিতে থাকিলে ইন্দ্রের দর্প নষ্ট ও জগতে নিজের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব প্রচারার্থ দর্পহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বান্তর্যামী হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় সম্ভ্রমপূর্ব্বক শ্রীনন্দাদি গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে পিতঃ! আপনাদের এই পূজার আয়োজন কেন? এই পূজার দেবতাই বা কে?" শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীনন্দ বলিলেন—"বৎস! আজ ইন্দ্রপূজার আয়োজন করিতেছি। পর্জ্জন্যাধিপতি ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিয়া জীবগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এই ইন্দ্রপূজা আমাদের পারম্পর্য্যাগত আচার। ইন্দ্রকর্ত্তৃক বারিবর্ষণে যেসকল শস্য উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারাই আমরা তাঁহার পূজা ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে পিতঃ! ইহলোকে জীবগণ কর্ম্মবশতঃই জন্মমৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ভয় ও শুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদিও অপরের কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর একজন আছেন, তথাপি তিনিও কর্ম্ম প্রভৃতি অন্য কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ফল দান করেন, পরন্তু কর্ম্মশূন্য ব্যক্তিকে তিনি কথনও ফল দান করেন না। ইহলোকে জীবমাত্রই কর্ম্মানুবর্ত্তী, তাঁহাদের সেই প্রাক্তন সংস্কার-জন্য কর্ম্মের অন্যথা করিতে ইন্দ্রও সমর্থ নহে। তবে প্রাণিগণের ইন্দ্রপূজার প্রয়োজন কি? জীব কর্ম্মবশেই দেব-তির্য্যগাদি বিবিধ দেহ প্রাপ্ত হইয়া সে কর্ম্ম-বশেই পুনরায় তাহা ত্যাগ করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণই যথাক্রমে জগতে স্থিতি, সৃষ্টি ও বিনাশের কারণ। তন্মধ্যে রজোগুণেই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে বিবিধ প্রাণিজগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মেঘরাশিও ঐ রজোগুণে চালিত হইয়াই সর্ব্বত্র জল বর্ষণ করিয়া থাকে এবং ঐ জলদ্বারাই প্রজাগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে, সুতরাং প্রজারক্ষণ-বিষয়ে ইন্দ্রের বিন্দুমাত্র কার্য্য নাই। হে পিতঃ! আমরা বনবাসী, সর্ব্বদা বন ও পর্ব্বতাদিতেই বাস করি। আমাদের নগর, জনপদ, গ্রাম কিংবা গৃহ মঙ্গলজনক নহে। অতএব যজ্ঞ পূজা না করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণরাশির দ্বারা গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করুন।"

এই সকল কথার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণের স্বরূপ-ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণ শুদ্ধমাধুর্য্যময়, কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়। পরব্যোমের ঐশ্বর্য্য-প্রভাব বৃন্দারণ্যের মাধুর্য্যের নিকট পরাভূত। ফল, ফুল, কিশলয় ব্রজের সম্পত্তি, গোধনসমূহই ব্রজের প্রজা। তথাকার ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞপুরে। হিতকারিরূপে কৃষ্ণের সেবক। শৈলাদি শ্রীকৃষ্ণের বিচরণভূমি এবং কৃষ্ণের সেবোপকরণ বলিয়া তাঁহার সেবাই গোপ-গণের যাগযজ্ঞের কারণ। নবনীত, দধি, দুগ্ধই ব্রজের খাদ্য। সমস্ত কানন, উপবন, ভূধর কৃষ্ণপ্রেমময়। ব্রজের সমস্ত প্রকৃতি কৃষ্ণ-সেবারিকা, সুতরাং সেই অদ্বয় চিদ্-বিলাসধামে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত দ্বিতীয় ভোক্তার অধিষ্ঠান নাই। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহাদিগকে যে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করেন, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞানতা বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ প্রসূত ব্যাপার। তাই গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য উদ্যোগ করিলে লোকশিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গণকে ঐরূপ কর্ম্মযজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়া ইন্দ্রাদি বহু দেবতার পূজা বা স্বতন্ত্র পরমেশ্বরবুদ্ধিতে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ ব্যতীত দেবতান্তরের পূজা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন এবং ইন্দ্রগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেরই পরমেশ্বরত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন দেবতাই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-পদবাচ্য হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার কোন একটি শক্তির আভাসের দ্বারাই দেবতাগণের পরিচ্ছিন্ন শক্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতপালক। শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজকে অন্যান্য পর্ব্বতের সহিত গিরিসামান্যবুদ্ধি করিতে হইবে না। পৌত্তলিকগণের পর্ব্বত-সাগরাদি-পূজার ন্যায় ব্রজবাসিগণের গোবর্দ্ধনপূজা নহে। গোবর্দ্ধন—সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু।

শ্রীমদ্ভাগবতের 'অনন্তগোপাল'-তথ্যে আমরা পাই—"নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য পরিকর। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ জীবমাত্রকেই ঈশ্বর-ভ্রমে ইন্দ্রাদি নানা দেবদেবীর উপাসনার নিরর্থকতা প্রদর্শন করিতেছেন। কর্ম্মী বা স্মার্ত্তদিগের মধ্যে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও বস্তুতঃ তিনি কর্ম্মের অধীন। যে ঈশ্বরের নিগ্রহানুগ্রহ-সামর্থ্য নাই, তাদৃশ কর্ম্মাধীন ইন্দ্রাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? জীব প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ হইয়া যেসকল কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মই তাহাদিগকে ভাবি-কালে ফল ভোগ করায় ও জন্মমৃত্যুর হেতু হয়। অতএব কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে কর্ম্মাধীন ঈশ্বর করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন, পরন্তু নিগ্রহানু-গ্রহে সমর্থ স্বতন্ত্র ভগবান্, তাঁহার সেবা-পূজা বা আরাধনা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত—ইহাই তাৎপর্য্য।"

অনন্তর ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া লোকাতীত অদ্ভুত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা আরম্ভ করিলেন। গোপগণ গোধনগণকে অগ্রে করিয়া শ্রীগিরিরাজকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। এই শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রামমন্দির। এই-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। এই গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন-সর্ব্বস্ব চিদানন্দস্বরূপ। এই গোবর্দ্ধন গিরিরাজ হরিভক্তগণের অগ্রণী।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৷০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷।০	১৷।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮	৬৲	৬	৫৲
" " এক কলম	১২৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত শীর্ণ জীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। বাজারে ইহার কাটতি কিছু অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

মার্কিণ কারখানায় ধর্ম্মঘট

গত ২৯শে অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে কেন্সিস্ হুইল কোম্পানী নামক একটি সামরিক বিমানের মেসিনগান নির্ম্মাণের নূতন কারখানায় ২ হাজার শিফটের শ্রমিকগণ অকস্মাৎ ধর্ম্মঘট করিয়া বাহির হইয়া যাওয়াতে ঐ কারখানার কাজ বন্ধ আছে। শ্রমিক সমিতি শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী করিতেছিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে এই ধর্ম্মঘট করা হইয়াছে, কারণ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা চালাইতে ছিলেন।

যুগোশ্লাভিয়ায় অশান্তি

বেলগ্রাদের একটি সংবাদপত্রে যুগোশ্লাভিয়ার সৈন্য ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে অনবরত সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বেলানোভিচ গ্রামে দুই শত 'কম্যুনিষ্ট'এর সহিত সৈন্যদলের রীতিমত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সারারাত্রি এবং তৎপরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলে। তদুপরি উক্ত পত্রিকায় অন্যান্য কয়েক স্থানের সজ্ঘর্ষে ১৬৮ জন 'কম্যুনিষ্ট'কে গুলী করিয়া হত্যা করারও একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে-প্রবাসী জাপানীগণ

আগামী নভেম্বর মাসের প্রথম দিকেই ভারত প্রবাসী জাপানীদের অধিকাংশ ভারত ত্যাগ করিয়া জাপান যাত্রা করিতেছে। প্রথম দলে মোট ২১৫ জন জাপান যাইবেন তন্মধ্যে বোম্বাইয়ের ৯০ জন, করাচীর ১২ জন এবং মাদ্রাজের ৬ জন। অবশিষ্ট কয়েকজন কলিকাতার।

কলিকাতার জাপ কন্সাল জেনারেল মিঃ ওকা সাকি, করাচীর অস্থায়ী জাপ কন্সাল এবং কূটনৈতিক বিভাগের আরও কয়েকজন হাইমারু নামক জাহাজযোগে ভারত ত্যাগ করিতেছেন। জাহাজখানি এই মাসের প্রথম ভাগে জাপান হইতে ভারতে আসিয়াছিল। জাহাজখানি বন্দরোপুর এবং মোম্বাসায় গিয়া ছিল।

মধ্য প্রাচ্য হইতে প্রায় ৮০ জন জাপানীকে লইয়া জাহাজখানি পুনরায় যথাসময়ে বোম্বাইয়ে আসিয়াছে। প্রকাশ জাপান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যসম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হওয়াতেই জাপানীগণ স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার বিপুল ব্যয়বরাদ্দ

গত ২০শে অক্টোবর পার্লামেণ্টে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের কোষাধ্যক্ষ মিঃ জে বি চিফলি ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ অষ্ট্রেলিয়ান পাউণ্ডের বাজেট উত্থাপন করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় ইহার পূর্ব্বে আর কখনও এত অধিক ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় নাই। ইহার মধ্যে ২১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড সামরিক কার্য্যের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদের বর্দ্ধিত বেতন বাবদ ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। জনসাধারণ ও কোম্পানীসমূহের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করা হইবে। নূতন কর ধার্য্যের ফলে ২ কোটি ২৪ লক্ষ নূতন আয়করে ৭৪ লক্ষ, কোম্পানীর ট্যাক্সে ৪৭ লক্ষ, বিক্রয় করে ১৯ লক্ষ, শুল্ক ও আবগারীতে সাড়ে ২৩ লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

দশ কোটি বালির বস্তা

জানা গিয়াছে যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশনের নিকট দশ কোটি বালির বস্তার অর্ডার দিয়াছেন। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে উক্ত অর্ডারের মাল গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিতে হইবে।

বৃটেনে সংরক্ষিত খাদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ

২৯শে অক্টোবর হইতে ১৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত খুচরা বিক্রেতাগণ কর্ত্তৃক ক্রেতাবিশেষের কিম্বা হোটেলে রেস্তোরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত কয়েকপ্রকার খাদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী লর্ড উল্টন গত ২৯শে অক্টোবর একটি আদেশ দিয়াছেন।

গো-মহিষাদির বাজার দর

গত ৪ঠা অক্টোবর শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় ৩৭২টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে; তন্মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ২ ৮টি এবং বাদ বাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে।

উক্ত সময়েই ৬৭২টি মহিষ পাঞ্জাব এবং ১৪৪টি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হয়।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৬৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা এবং ১১০৲ টাকা হইতে ১৫৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠানামা করে। গাভী ৬ সের হইতে ১০ সের এবং মহিষ ৮ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুধ দেয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৩০ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৮ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৪ঠা নভেম্বর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ১২৩ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ দামোদর, শিব প্রত্যয়, গৌরাব্দ ৪৫৫

প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ দিতে হইবে না

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব।"—ইহা অসংখ্য বৈধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ৬৪টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতেও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'ভূতানুদ্বেগ-দায়িতা'র কথা বলিয়াছেন। প্রাণি-সমূহকে উদ্বেগপ্রদান-বর্জ্জন ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের অন্যতম দ্বারস্বরূপ। যাহারা প্রাণিসমূহকে কায়মনোবাক্যে তাপ বা উদ্বেগ-প্রদানরূপ মৎসর ও আত্মেন্দ্রিয়পর কার্য্য পরিত্যাগ না করিয়াছে, তাহারা কখনও ভজনমন্দিরের দ্বারেও প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই 'প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ প্রদান'কে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণ সেবাপরাধ, নামাপরাধ, অবৈষ্ণবসঙ্গ ও বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দার সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়াছেন। প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞা, দ্বেষ, হিংসা, নিন্দা, সেবাপরাধ, অসৎসঙ্গ, বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা-শ্রবণাদি যেরূপ ভক্তিপথের পরম হানিকর, প্রাণিমাত্রে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগপ্রদানও সেইরূপ ভক্তিবিরুদ্ধ অমঙ্গলকর ব্যাপার। যাহারা সাধারণ প্রাণীকেও অবজ্ঞা করে, তাহাদের প্রতি দ্বেষ ও হিংসা করে, তাহাদিগকে উদ্বেগ প্রদান করে, সর্ব্বভূতান্তর্যামী শ্রীহরি সেই সকল ব্যক্তির পূজা, বন্দনা প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না। শ্রীকপিলদেব মাতা শ্রীদেবহূতিকে বলিয়াছেন,—"আমি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত। যেসকল ব্যক্তি প্রাণিসমূহে আমার অধিষ্ঠান-দর্শনের অভাবে আমাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থাৎ ঐ সকল প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞার দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্বরূপ আমাকেই অবজ্ঞা করিয়া আবার অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করে, তাহাদের ঐ অর্চ্চনাদি বিড়ম্বনা মাত্র।"

তৃণ-গুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শরণাগত জীব পর্য্যন্ত কাহারও অপমান বা নিন্দা করিলে অথবা কাহাকেও উদ্বেগ দিলে প্রভু কোন দিনই সেইরূপ দাম্ভিকের পূজা গ্রহণ করেন না, কেন না, সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠিত আছেন। বাহিরে শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া প্রাণিগণের অন্তর্যামী শ্রীহরিকে যাহারা অবজ্ঞা করে, তাহারা শ্রীহরির বিদ্বেষী। প্রতিজীবের অন্তর্যামিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন না করিলে কেবল ঘণ্টা বাজান বা উপচারাদি প্রদানের ছলনায় যে অর্চ্চন হয়, তাহা পরিশ্রমমাত্র হয়। যাঁহারা সকলেই ভগবানের দ্বারা চালিত—এই বিচারে সর্ব্বভূতে আদর করিয়া লোক-পরম্পরাজাত শ্রদ্ধার সহিত মূর্ত্তির অর্চ্চন করেন, তাঁহারাই কনিষ্ঠ-ভাগবত। সর্ব্বভূতে যাহার আদর নাই, সেইরূপ ব্যক্তি যে অর্চ্চনাদি করে, তাহা ভণ্ডামী মাত্র।

যাঁহারা প্রাকৃত উপাসক অর্থাৎ লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অর্চ্চন করেন, তাঁহারা সর্ব্বভূতে আদর অর্পণ করিবেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিধি। এই বিধি লঙ্ঘনে তাঁহাদের কোনদিনই মঙ্গল হবে না। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ সাধক, তাঁহাদের সর্ব্বত্রই ভগবান্ বিষ্ণুর বৈভব স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহারা স্বাভাবিকভাবেই সর্ব্বভূতের প্রতি আদর করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সর্ব্বত্র ইষ্টস্ফূর্ত্তি, সকল বস্তুকেই যাঁহারা ভগবানের সম্বন্ধে দর্শন করেন—ইষ্টদেবের সেবোপকরণ বলিয়া জানেন, তাঁহারা সকলকেই গুরুজ্ঞানে সম্মান করিয়া থাকেন। "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"—[illegible] ভাবে ভক্তগণ তৃণাদির [illegible] করিয়া থাকেন। এই তৃণাদির মধ্যে কোনরূপ [illegible] নাই বা থাকিবে না। সকল বস্তুতে কৃষ্ণসম্বন্ধ ও কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া কৃষ্ণার্থে [illegible] বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই তৃণাদির [illegible]।

সম্বন্ধজ্ঞান, স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপ-জ্ঞানের অভাব হইতেই জীবমাত্রকেই উদ্বেগ প্রদান বা পরপীড়নের প্রবৃত্তি উদিত হয়। যেখানে স্বরূপের বিস্মৃতি—নিজেকে প্রভুজ্ঞান, নিজের কাম, ক্রোধ, মৎসরতা, হিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা হয়, সেইখানেই এরূপ প্রবৃত্তির উদয় সম্ভব। যাহারা প্রাণিসমূহকে কায়মনোবাক্যে উৎপীড়ন করিয়া সুখ পায়, তাহাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার কিছুই নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন [illegible] কাম, সেবাবৈমুখ্য অথবা [illegible] প্রবেশের অনধিকারী কাহারও [illegible] নীতিবিরুদ্ধ [illegible] করাও কি অকল্যাণকর [illegible] হইতেও [illegible] নতুবা [illegible]

কাহারও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষায় কাহাকেও শাসন করিতে গেলে তাহা অভক্তিই হইবে। সাধুগণ বাক্যের দ্বারাই বহির্ম্মুখ জীবকে শাসন করিয়া থাকেন। ইহা জীবের প্রতি তাঁহাদের অপার কৃপার নিদর্শন। আচার্য্য অতি কঠোর ভাষায় তীব্রভাবে শাসন করিলেও আত্মমঙ্গলা-কাঙ্ক্ষিগণ তাহা সাদরে মাথা পাতিয়া লন, আর আমার একটী সামান্য কথা লোকে শুনিতে চাহে না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ—আচার্য্যের সেবাময় আদর্শ আচরণ ও আচরণময় ব্যক্তিত্ব সকলকে তাঁহার চরণে প্রণত করায়। আচার্য্যের অন্তর বাহির পরদুঃখে কাতর, আর আমার অন্তর কপটপূর্ণ। আচার্য্যের হৃদয় স্নেহে পূর্ণ, আর আমার হৃদয়ে কাহারও প্রতি স্নেহের লেশমাত্রও নাই। আচার্য্য সকলকে [illegible] করেন, কিন্তু আমি তাহা করি [illegible] পরদুঃখে দুঃখী, আর আমি [illegible]। আচার্য্যের প্রত্যেকটী কার্য্য [illegible] সুখের জন্য কিন্তু আমার [illegible] ভগবৎ-সেবার জন্য বাহিত হয় [illegible] যে শাসন তাহা জীবের [illegible] ও আপনজ্ঞানের পরিচয়। [illegible] শ্রেষ্ঠত্ব [illegible] হিংসা বা কাম-[illegible] অবৈধ অনুকরণ-[illegible] শাসন করি, তাহা [illegible] তাহা মানব [illegible] চেষ্টামাত্র, [illegible] ও [illegible]। [illegible] অবৈধ অনুকরণের চেষ্টায় [illegible] হয় না, কিন্তু প্রবাদের চেষ্টায়

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ৩ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫ ২১শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৭ই নভেম্বর, ইং ১৯৪১ শুক্রবার { ১২৮-৯২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

কেশব, তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীনন্দ

—::(•)::—

ব্রজরাজ শ্রীনন্দ বিশুদ্ধসত্ত্বময় আনন্দস্বরূপ। তিনি অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের মূর্ত্তবিগ্রহ। শ্রীনন্দ যশোদা উভয়েই আশ্রয়বিগ্রহ। পরব্রহ্ম সনাতনপুরুষ যিনি, ভগবান যিনি, সর্ব্বকারণকারণ যিনি, সকলের একমাত্র উপাস্য যিনি, ব্রহ্মাদি লোকপালগণ যাঁহার ভৃত্যের ভৃত্য, সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের আকর যিনি, যাঁহার সমান বা ঊর্দ্ধ কেহ নাই, সেই স্বয়ংরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার পুত্র—সেই পরব্রহ্ম যাঁহার গৃহের বারান্দায় হামাগুড়ি দিয়া খেলা করেন, যাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া—আসক্ত হইয়া বিশ্বপালক-পালক শ্রীহরিকে তাঁহার পাল্য ও লাল্য জ্ঞান করেন, যিনি পরব্রহ্মকে আশীর্ব্বাদ ও স্নেহের পাত্র মনে করেন, যাঁহার কৃপায় জীব ভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়, সেই শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গলের আশঙ্কা যিনি করেন, তিনিই আমাদের পরমোপাস্য ব্রজরাজ শ্রীনন্দ।

মথুরার কিছুদূরে নন্দীশ্বর পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতের উপত্যকায় শ্রীপর্জ্জন্য নামে এক গোপ বাস করিতেন। তিনি সকলগুণে গুণী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম—বরীয়সী। পর্জ্জন্য গোপের মাতা আভীর কন্যা ছিলেন। এই জন্য ক্ষত্রবংশে উদ্ভূত হইয়াও পর্জ্জন্য গোপ বৈশ্যজাতির অন্তর্গত হইয়াছিলেন। নন্দীশ্বরে 'কেশী' নামে এক দৈত্য বড় উৎপাত আরম্ভ করায় দৈত্যের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া পর্জ্জন্য গোপ দেশ ত্যাগ করেন এবং পত্নী বরীয়সীর সহিত মহাবনের অন্তর্গত গোকুলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়া পাঁচটি পুত্র লাভ করেন। পর্জ্জন্য গোপ পরলোকে গমন করিলে তাঁহার মধ্যম পুত্র 'নন্দ' গোকুলের রাজা হন।

পর্জ্জন্য গোপের 'শূর' নামে এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। শূরের মাতা ক্ষত্রিয়া ছিলেন। শূরের 'বসুদেব' নামে এক পুত্র হয়। শ্রীবসুদেব মথুরাতেই বাস করিতেন। শ্রীবসুদেব ও শ্রীনন্দের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। শ্রীবসুদেব ও শ্রীনন্দ পরস্পর মিত্র হইলেও শ্রীবসুদেব অপেক্ষা শ্রীনন্দে আনন্দ বা ঐশ্বর্য্যশিথিল শুদ্ধ প্রীতি অধিকতর প্রকাশিত। বিশুদ্ধসত্ত্ব যখন আনন্দময়রূপে প্রকাশিত হয়, তখনই সেখানে সেই আনন্দের আনন্দস্বরূপ শ্রীনন্দ-নন্দন আবির্ভূত হ'ন। শ্রীযশোমতীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হ'ন নাই বলিয়া তাঁহাকে শ্রীনন্দ-নন্দন বলা হইবে না, এরূপ নহে। তিনি নিত্য-নন্দ-নন্দন। হিরণ্যকশিপুর স্তম্ভ হইতে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীনরহরিকে স্তম্ভপুত্র বলা যায় না। ব্রহ্মার নাসিকা হইতে বরাহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বলিয়া ব্রহ্মাকে বরাহ-বিষ্ণুর পিতা বলা হয় না। উত্তরার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরাকে শ্রীকৃষ্ণের মাতা বলা হয় না, সুতরাং ভগবান্ কাহারও গর্ভে প্রবেশ করিলেই যে তাঁহাতে মাতৃত্বের আরোপ হইবে, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযশোমতীর গর্ভে প্রবিষ্ট না হইয়াও নন্দযশোমতীর নিত্যপুত্র। তবে শ্রীনন্দনন্দনের সম্বন্ধে শ্রীব্রজরাজের পার্থক্য নিত্য।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণকারণ—সকলের পিতা হইয়াও শ্রীনন্দের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বকারণকারণ হইলেও সেবক ভক্তই তাঁহার প্রকাশের কারণ। ভক্ত প্রকাশ না করিলে কৃষ্ণ প্রকাশিত হন না। এইজন্য শ্রীনন্দের পূজা—ভক্তের পূজা আগে।

শাস্ত্র-পাঠে জানা যায়,—শ্রীনন্দ দ্রোণ বসুর অবতার। বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ভার্য্যা ধরার সহিত ব্রহ্মার বরে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্রোণ ও ধরা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন যে ভক্তিধারা জগতে অনায়াসে দুর্গতি হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, ভগবান শ্রীহরিতে তাঁহাদের যেন সেইপ্রকার ভক্তি হয়। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া এই বর অনুমোদন করিলে দ্রোণ 'নন্দ' নামে খ্যাত এবং ধরা 'যশোদা' নামে খ্যাত হইয়া ব্রজে আবির্ভূত হন। এই কথা শুনিয়া যেন শ্রীনন্দ যশোদাকে কেহ স্বর্গবাসী ব্যক্তিমাত্র মনে না করেন। ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন,—

"ইহা প্রসিদ্ধ যে, বৈকুণ্ঠবাসিগণ গোলোকবাসিগণের অবতার, আবার স্বর্গীয় দেবতাগণ বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রতিরূপ। স্বর্গবাসিগণকে বৈকুণ্ঠবাসিগণের ন্যায় অবতার না বলিয়া 'প্রতিরূপ' বলিবার কারণ এই যে, বৈকুণ্ঠ মায়ার অন্তর্গত নহে, কিন্তু স্বর্গ মায়ার অন্তর্গত, তথাপি মায়িক লোকে বিদ্যমান। স্বর্গীয় দেবতাগণ বৈকুণ্ঠের অধিবাসিগণের প্রতিরূপ, অর্থাৎ বাস্তব অবতার নহেন, বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রতিচ্ছবি মাত্র। যেরূপ লীলাময় বিষ্ণুর প্রীতির জন্য ধর্ম্মলোকে বৈকুণ্ঠের দেবতাগণের অবতার হইয়া থাকে, সেইরূপ গোলোকে বর্ত্তমান নিত্যসিদ্ধ গোপরাজ শ্রীনন্দেরই অবতার বৈকুণ্ঠে নন্দনামক নিত্যপার্ষদ, তাঁহারও প্রতিরূপ দেবসমাজে দ্রোণ নামক বসু। কদাচিৎ সেই গোলোকস্থ শ্রীনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীবলরাম, বৈকুণ্ঠে শেষ-নামক নিত্যপার্ষদ, দেবসমাজের অনন্তনাগ শেষ্ঠী ধরণীধর, পৃথিবীতে সেই মূল বলরাম কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীদামা, তাঁহারই অবতাররূপ বৈকুণ্ঠে নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ গরুড় ও দেবসমাজে বিনতা-নন্দন, পৃথিবীতে কদাচিৎ সেই শ্রীদামা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীবসুদেব-দেবকী, বৈকুণ্ঠে সুতপা পৃশ্নি, দেবলোকে কশ্যপ অদিতি, সেই শ্রীবসুদেব-দেবকী কদাচিৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণের অবতারসমূহ যেরূপ অবতারীর সহিত অভিন্ন, সেইরূপ কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ গোপরাজ শ্রীনন্দের অবতারসমূহও অবতারী শ্রীনন্দের সহিত অভিন্ন, কেবল অংশ হইতে অংশী অধিক। শ্রীনন্দের অবতারও কাল-অনুসারে, কার্য্য-অনুসারে, স্থান অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ নামে কখনও অংশরূপে, কখনও বা অংশিরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ দেবকী-সুতের আদিতে অংশরূপে বসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আবার দ্বাপরের শেষভাগে নিজপ্রেমভক্তি-বিস্তার এবং অন্য—সুখক্রীড়াবিশেষের জন্য শ্রীভগবান পূর্ণরূপে

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ বর্ষ } ৮ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫ ২৬শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১২ই নভেম্বর, ইং ১৯৪১, বুধবার { ১২৬-১২৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ কেশব, বুধবার, অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

প্রজল্প

—:০:(*):০:—

যেখানে হরিকথা ও হরিনামে রুচির অভাব, সেইখানেই প্রজল্প। হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনই যাঁহাদের জীবাতু, তাঁহারা নিজেরা ত' প্রজল্প করেন-ই না, এমন কি, অপরের প্রজল্পের প্রশ্রয়ও কখনও দেন না। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু অত্যাহারাদি যে ছয়টী ভক্তিবাধক দোষের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রজল্প অন্যতম। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টী দোষ 'ঋণজাতীয়' এবং উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি এই ছয়টী গুণ 'ধনজাতীয়' বস্তু। কেবল ঋণ পরিশোধ করিলেই হইবে না, ধনও পাওয়া চাই। সৎসঙ্গের দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিই সৎ। গুরু ও বৈষ্ণবে যাঁহারা একনিষ্ঠ, তাঁহাদেরই সঙ্গ সর্ব্বদা করিতে হইবে। দেহাভিমানী ব্যক্তির সঙ্গ করা উচিত নয়। কেবল বাহিরের দিক মেশামিশির নাম সঙ্গ নয়, আসক্তি না থাকলে সঙ্গ হয় না। যান-বাহনে, অতিথিশালায় ও পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু ঐ সময় যদি প্রীতি, আসক্তি বা রুচি জন্মে, তবেই সঙ্গ হয়, নতুবা হয় না। জনসঙ্গ বা বহির্ম্মুখ-সঙ্গ করিলেই মৃত্যু, আর সাধুসঙ্গ করিলেই অশোক, অভয়, অমৃতাধার শ্রীগৌরহরির বা শ্রীরূপের পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ হয়। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কথা ব্যতীত যত কথা, সবই অসৎকথা বা প্রজল্প। প্রজল্পী কখনও হরিভজন করিতে পারে না। প্রজল্পের দ্বারা কেবল বৃথা সময় নষ্ট হয়। শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছেন —

"কৃষ্ণকথা ছাড়ি' জিহ্বা আন কথা কহে।
প্রজল্পী তাহার নাম, বৃথা বাক্য বহে॥"

যেখানে হরিকথা, সেখানেই হরি আর যেখানে প্রজল্প সেখানেই মায়া। প্রজল্পী একান্তিনিষ্ঠ হইতে পারে না তাহার দ্বিতীয় ভোগ, জড়বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ প্রবল হয়। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও নিরন্তর হরিনাম না করিলে প্রজল্পের হাত হইতে নিস্তার নাই। প্রজল্প—বাক্যবেগ, তাহা দমন করা বিশেষ আবশ্যক। প্রজল্পী নিরন্তর অসচ্চিন্তারত। যেখানে প্রজল্প, সেখানেই অসচ্চিন্তা, আর যেখানে হরিকথা, সেখানেই হরিস্মৃতি।

ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে পরস্পর কথোপকথনের নামই জল্পনা বা প্রজল্প। আমরা আহারে বিহারে শয়নে-উপবেশনে, গমনে—সর্ব্বক্ষণই প্রজল্প রত। আমাদের বহির্ম্মুখতা এত প্রবল হইয়াছে যে, অন্যের সহিত কথোপকথন করিতে গেলেই প্রায়ই বহির্ম্মুখ জল্পনা আসিয়া পড়ে। ভক্তিসাধকের পক্ষে উহা খুব মারাত্মক ব্যাপার ও অত্যন্ত অমঙ্গলকর। সুতরাং সাধকমাত্রেরই বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রজল্প পরিত্যাগ করা উচিত।

বৃথা গল্প, তর্ক-বিতর্ক, পরচর্চ্চা, বাদ'নু বাদ, পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, মিথ্যা জল্পনা, সাধুনিন্দা, গ্রাম্যকথা প্রভৃতি সবই প্রজল্প। যিনি মঙ্গল চান, তিনি স্বপ্নেও বৃথাকাল নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্তসঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও হরিনামাদি করিবেন। যদি বহির্ম্মুখ লোকের সহিত আমরা কথা প্রসঙ্গে দিবারাত্র কাটাই, তাহা হইলে মহাপ্রভুর "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" — এই উপদেশ পালিত হইবে না। গ্রাম্য সংবাদপত্রে অনেক বাজে গল্প থাকে। ভক্তিসাধকগণের পক্ষে এইরূপ সংবাদপত্র পাঠ করা বড় অনিষ্টকর কার্য্য। জগতে যাহাদের ভোগ প্রবল, তাহাদের হরিভজন হওয়া বড়ই কঠিন। বৃথা তর্কসমূহ ঈর্ষা, দম্ভ, দ্বেষ, বিষয়াভিমান, মৃততা ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হইতেই হইয়া থাকে। ভক্তিইচ্ছু সজ্জনগণ যখন হরিকথা আলোচনা করেন, তখন যেন বৃথা তর্ক হইয়া না পড়ে এই বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

পরচর্চ্চা অত্যন্ত ভক্তিবাধক। কেহ কেহ বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, আবার কেহ বা নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। যাহারা পরচর্চ্চা করে, তাহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে কখনও স্থির হইতে পারে না। যেখানে গোবিন্দচর্চ্চা হয়, সেখানে পরচর্চ্চা থাকিতে পারে না। অকিঞ্চন কখনও পরচর্চ্চা করেন না। তিনি আত্মশোধনে সতত তৎপর। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"গ্রাম্য সম্প্রদায়ের লোকের আলোচনা না করাই ভাল। পরের স্বভাব ও কর্ম্মের নিন্দা ও প্রশংসা করিবে না" —ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—'পরনিন্দার পরিবর্ত্তে নবধা প্রণালিকা।' পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবে—ইহাই আমার উপদেশ।'

যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানের কথা নাই সেই কথা মিথ্যা ও অসতী। ভগবানের গুণকীর্ত্তনময়, সেই তাহাই সত্য। [illegible] যে কথায় উত্তমশ্লোক ভগবানের যশঃ [illegible] হয়, তাহাই রম্য, রুচির ও নিত্য নব মহোৎসব। তাহাই নানাদেশের শোকার্ণব-শোষণস্বরূপ। আর যেখানে প্রজল্প, সেখানেই ভববন্ধন।

সাধুনিন্দা অত্যন্ত অমঙ্গলকারক। যদি কেহ হরিকথা শ্রবণের আশা রাখেন, তিনি যেন [illegible] সাধুনিন্দা [illegible] কখনও কাহারও নিন্দা [illegible] ও নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতে পারেন না। [illegible] সেই সম্বন্ধে [illegible] পরের বিষয় [illegible] নিরর্থক জল্পনা হয় [illegible] শ্রীভগবান উক্ত বলিয়াছেন, —

[illegible]

অনায়াসেই হইতে পারে। সাধুসঙ্গে জড়বিষয় কথার অবকাশ নাই। তাঁহারা নিরন্তর হরিকথামোদে কালক্ষেপ করেন। সাধুগণের সহিত আলাপাদির দ্বারা ভগবৎ কথারই আলোচনা হয়। অসৎসঙ্গে যেরূপ বাক্যবেগ দমিত হয়, অসৎসঙ্গে ঠিক তাহার বিপরীত ধর্ম্ম হইয়া থাকে। বিষয়ের নানান্তর যোষিৎ। ভোগাকাঙ্ক্ষীর হরিসেবাবিমুখ চেষ্টাই ভোগ বা বিষয় গ্রহণ। বিষয়ীর সঙ্গদ্বারা বিষয় কথাই প্রবল হয়। প্রজল্পী যোষিৎসঙ্গী। বিষয়ে যাহার প্রীতি আছে, সে-ই বিষয়-কথা আলোচনা করে। সুতরাং প্রজল্পমাত্রই যে বিষয়ী, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রজল্পী পুরুষাভিমানী। যেখানে সেবকাভিমান বা সেবোন্মুখতা, সেখানে প্রজল্প থাকিতে পারে না। গ্রাম্যকথাই প্রজল্প। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু 'প্রেমবিবর্ত্তে' আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন—

'বৈরাগী ভাই, গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদীয় পার্ষদ শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা
না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানি-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥
(চৈ: চ:)

প্রজল্প বদ্ধজীবের ভীষণ রোগ। এই রোগ থাকিলে হরিভজন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং প্রত্যেকেরই প্রজল্পের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। যেখানে প্রজল্প, সেখানে কৃষ্ণস্মৃতি থাকিতেই পারে না। এই প্রজল্প-রোগের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ —অবিশ্রান্ত হরিনামাদি-শ্রবণ কীর্ত্তন।

শরণাগতি ও আত্মনিবেদন

——::(•)::——

ভক্তির প্রথমেই শরণাগতি বা আত্মনিবেদনের কথা। নিবেদিতাত্মা বা শরণাগতের নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই। আগে আত্মনিবেদন, তৎপরে শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনের কথা। যেখানে শরণাগতি বা আত্মনিবেদন, সেখানে নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কোন কথা নাই। ভক্তির পাত্র বা ভজনীয় বস্তু পূর্ণানন্দ ভক্ত। ভক্তির ফল —ভক্তি—প্রেমভক্তি। এই তাৎপর্য্য বা মূল তত্ত্ব লইয়া আগে আত্মনিবেদন, তৎপরে ভক্তি। অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুরই আত্মনিবেদনের স্থান। এই স্থানে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। আত্মনিবেদনের অপর নাম—শরণাগতি। শরণাগত ধনবান্। নিবেদিতাত্মাই ধনী। অশরণাগত—দুর্ব্বল। ভগবানের সহিত সেবকের সম্বন্ধ বা প্রেমলাভের উপায়—ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে—সম্বন্ধকে দেয়, আর দেয় কৃষ্ণপ্রেমকে। অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন—এই দুইটি প্রদান করে। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি অনুসারে এই ভক্তি নব প্রকার, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন। অকিঞ্চন না হইলে আত্মসমর্পণ হয় না। যাঁহার ভোগ্য বলিতে এ জগতে কিছু নাই, তিনিই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন বাহ্যদৃষ্টিতে নির্ধন হইলেও তাঁহার মত ধনী আর কেহ নাই, তিনি কৃষ্ণধনে ধনী। 'হে ভগবন্, আমি তোমার হইলাম।'—শরণাগতের এইরূপ বিচার। এই শরণাগতির দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। শরণাগতির ছয়টি লক্ষণের মধ্যে আত্মনিক্ষেপ বা আত্মনিবেদন অন্যতম। আত্মনিবেদনের মধ্যে অহঙ্কার নাই। সেখানে কিঙ্করাভিমান প্রবল। নিবেদিতাত্মা প্রণত। ভগবানের হইয়া যাওয়াই শরণাগতি, 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে।'—ইহাই শরণাগতের চিত্তবৃত্তি। শরণাগতিতে স্বতন্ত্রতা বা কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। নবধা ভক্তির অন্তর্গত আত্মনিবেদন ও শরণাগতির অন্তর্গত আত্মনিবেদন—উভয়ই সমজাতীয় হইলেও ইহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শরণাগত দাম্ভিক নহেন, তিনি দীনহীন কাঙ্গাল, তবে তাঁহার শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। 'আমি—তোমার' ইহাই সেই শুদ্ধ অহঙ্কার। শরণাগতই ভক্ত, অশরণাগত ভক্ত নহে। শরণাগত শ্রৌতপন্থী। তাঁহার ভক্তিচক্ষু আছে। তিনি মাপিয়া লইবার ধর্ম্মে ব্যস্ত নহেন। তিনি আত্মদর্শী। 'আজ হইতে আমি আমার নাহ, কৃষ্ণের'—এইরূপ বুদ্ধির নাম আত্মনিক্ষেপ। এই আত্মনিবেদন শরণাগতির পঞ্চম অঙ্গ

দেহ হইতে শুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু সর্ব্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদন নবধা ভক্তির অন্যতম। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা নিজের সাধ্যসাধনসমূহ ভগবানে সমর্পণ করা এবং তাঁহার সেবার জন্যই একমাত্র চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়া, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার একান্ত অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করা আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত গো যেরূপ নিজের দেহাদিকে একমাত্র ক্রেতার সেবার জন্যই সমর্পণ করে, নিজের ভরণপোষণের চিন্তা করে না, আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তিও সেইরূপ নিজের জন্য কোনই চেষ্টা করেন না, পরন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাকে একমাত্র অদ্বিতীয় ক্রেতা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োগ করেন। অথবা গো-বিক্রয়ের পর বিক্রীত গাভীর জীবিকার জন্য বিক্রয়কারীর যেরূপ চেষ্টা করিতে হয় না পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গাভীও তৎকালে ক্রেতারই কার্য্য করিয়া থাকে, বিক্রয়কারীর কোন কার্য্য করে না, তদ্রূপ ভগবানে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিও নিজের জন্য কোন চেষ্টা ও চিন্তা করেন না।" শাস্ত্র বলিতেছেন,—

চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য
যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য
রক্ষণাৎ॥

অর্থাৎ বিক্রয়কারী পুরুষ যেরূপ বিক্রীত পশু-রক্ষণ-বিষয়ে কোন চিন্তা করেন না, সেইরূপ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে দেহ সমর্পণ করিয়া ইহার রক্ষণ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবে।

জড়পদার্থ হওয়ার নাম আত্মনিবেদন বা শরণাগত হওয়া নহে। নিবেদিতাত্ম ব্যক্তি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবার জন্য অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট। তিনি সেবায় খুব পটু ও সজাগ। তিনি অশ্রান্ত। অদম্য সেবোৎসাহ তাঁহার হৃদয়ে সতত বিরাজমান। নিরুৎসাহের লেশমাত্রও তাঁহাতে নাই। সেবার জন্য তিনি সতত ব্যগ্র-ব্যাকুল। শ্রদ্ধাবান বা শরণাগতের সাধন-অধ্যবসায় নষ্ট হয় না। তিনি পূর্ণোদ্যমে অনুক্ষণ সেবারত—কৃপালাভের জন্য যত্নশীল। তাঁহার সেবার আশা মিটে না; নিজের খাওয়া-পরার চিন্তা তাঁহার নাই। তাঁহাদের নিজের স্নান, বস্ত্রপরিধান, প্রসাদগ্রহণাদি কার্য্য ভগবৎসেবারই সহায়ক ও যোগ্যত্ব-সম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না,—ইহাই সাধুশাস্ত্র উপদেশ

'আত্মনিবেদন' বলিতে দেহ-নিবেদন ও দেহী-নিবেদন—উভয়ই বুঝায়। দেহ-নিবেদনে বিক্রীত পশুর বিচার এবং দেহীর নিবেদনে —'আমার আত্মা তোমার দাস,' 'আমি তোমার জন,' 'আমি তোমার পদধূলি—ইহাই আমার সত্তা'—এই বিচার প্রবল। আত্মনিবেদনরূপা ভক্তিতে কিঙ্করত্বের অনুভূতি আছে। নিবেদিতাত্মা নিজেকে কৃষ্ণভোগ্য বলিয়া বিচার করেন। তাঁহার নিজের ভোগ্য-বুদ্ধি না থাকায় তিনি সকলকে কৃষ্ণসেবক বা কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

আত্মনিবেদন ও সখ্য এই দুইটী অতিশয় দুষ্কর বলিয়া অতীব বিরল। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

দুষ্করত্বেন বিরলে দ্বে সখ্যাত্মনিবেদনে।
কেষাঞ্চিদেব ধীরাণাং লভেতে
সাধনার্হতাম্॥
(ভ: র: সিং, পূ: বি: ২।৯২)

সখ্য ও আত্মনিবেদন এই দুইটি অতিশয় দুষ্করত্বহেতু বিরল। কোন কোন ধীর পুরুষগণের নিকট এই দুইটি সাধনযোগ্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দুর্ল্লভ সেবোন্মুখ জনগণই সখ্য ও আত্মনিবেদনকে সাধনরূপে বরণ করেন।

উক্ত শ্লোকের 'দুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও আত্মনিবেদনের প্রকারভেদ বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"এখানে কেবল আত্মনিবেদন দুষ্কর বলিয়া বিরল, কিন্তু ভাবশূন্যতাহেতু মহিমাধিক্য-প্রযুক্ত নহে। উভয়-ভাবযুক্ত হইয়া মহিমাধিক্য-হেতু ও সুদুষ্করত্বহেতু সখ্যেরও বিরলতা। যদি আত্মনিবেদন ভাবমিশ্র হয়, তাহা হইলে মহিমাধিক্যহেতু বিরল হইবে। কেবল আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত শ্রীবামনদেবকে ত্রিপাদ-ভূমি-দান-সময়ে শ্রীবলিরাজে দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবানকে স্বীয় রক্ষাকর্ত্তৃরূপে বরণই শরণাপত্তি, আর নিজের আত্মাকে শ্রীভগবানের আয়ত্ত বা অধীন করাই (আত্মসাৎ করানই) আত্মনিবেদন। ইহাই শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে ভেদ-বৈশিষ্ট্য। ভাবমিশ্র আত্মনিবেদনের মধ্যে দাস্যভাবযুক্ত আত্মনিবেদন শ্রীঅম্বরীষ মহারাজে দৃষ্ট হয়। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে,—'শ্রীমহারাজ অম্বরীষ মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ও সকলকে শ্রীভগবানের দাস্যপ্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, 'দাস্যের সহিত আত্মনিবেদন' ইত্যাদি। প্রেয়সীভাবে আত্মনিবেদন শ্রীরুক্মিণীদেবীতে দৃষ্ট হয়। শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, 'হে বিভো হে কমললোচন আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।' সখ্যাদিভাবযুক্ত আত্মনিবেদন-বিষয়েও এইরূপ জানিতে হইবে।"

এই আত্মনিবেদন ভাববর্জ্জিতরূপে এবং ভাববিশিষ্টরূপে দ্বিবিধভাবে দৃষ্ট হয়। ভাবশূন্য আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥
(ভা: ১১।২৯।৩৪)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—যেকালে মনুষ্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে, তৎকালে বিশিষ্টকর্ত্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভাববৈশিষ্ট্যযুক্ত আত্মনিবেদন, যথা—

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্-
গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ॥
(ভা: ১০।৫২।৩৯)

শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিতেছেন—হে বিভো! হে কমললোচন! আমি আপনাকে পতিরূপে জানিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। শৃগালের সিংহের আহার্য্য গ্রহণের ন্যায় আপনার ভোগ্যা আমাকে যেন শিশুপাল আসিয়া স্পর্শ না করে।

অকিঞ্চনতা ও শরণাগতি একই বৃত্তি। তবে শরণাগতির মধ্যে একটী লক্ষণ বেশী দেখা যায়, সেটি আত্মসমর্পণ। অকিঞ্চনতার পূর্ণ বিকশিত অবস্থাই শরণাগতি। অকিঞ্চনই শরণাগত হইতে পারেন, সাকিঞ্চন কখনই শরণাগত হইতে পারে না। যিনিই অকিঞ্চন, ভোগাদর্শন বা প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা যাঁহার নাই, তিনিই অকিঞ্চন। যিনি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত, তিনিই অকিঞ্চন। ভগবান্ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়। ভগবদনুভূতি বা শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যেখানে, সেখানে আত্মনিবেদন না থাকিয়া পারে না। যে পর্য্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অভিমান থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ হয় না। জীবের আত্মসমর্পণের চরমাবস্থায় দেহস্মৃতি একেবারেই লোপ পায়। তখন একমাত্র কৃষ্ণসুখেই জীবের সমস্ত সুখের পর্য্যবসান হয়। তখনই জীব মুক্ত—বৃন্দাবনবাসী হয়। নিবেদিতাত্ম ব্যক্তি শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

দেবতাগণের ভূমিকা ও ভগবৎপার্ষদ-গণের ভূমিকা এক নহে। ভক্তগণ নিত্য অমর, কিন্তু দেবতাগণের অমরত্ব আপেক্ষিক। ভক্তের দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই। ভক্তের মৃত্যু নাই, কিন্তু দেবতার মৃত্যু আছে। ভগবৎ-পার্ষদগণ শরণাগত দাস। তাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে ভগবৎ-কৃপাপ্রভাবে নিত্য অমর। দেবতা বা অসুরের অমরত্ব ধ্বংস হয়, কিন্তু ভগবৎপার্ষদগণের অমরত্ব নিত্য নবনবায়মান বিচিত্রতাযুক্ত ও সেবা-প্রগতিময়। ভক্তের অমরত্ব ব্রহ্মা বা শিবাদির প্রদত্ত আপেক্ষিক অমরত্ব নহে। ভক্তের নিত্য দিব্য দেহের পরিবর্ত্তন নাই।

তপস্যা ও ভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। তপস্যা জিনিষটা অভক্তি। আরোহবাদমূলে যে নাস্তিকতা, তাহা হইতেই তপস্যা করিবার আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল, দন্তবক্র, বিরোচন প্রভৃতি ভগবদ্-বিদ্বেষী অসুরগণেরও তপস্যা দেখা যায়। তপস্যার স্পৃহা পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত ভক্তির আরম্ভই হয় না। ভক্তি নিরপেক্ষা ও পরমসবলা। ভক্তির আভাস মধ্যেই সমস্ত ব্রত, সমস্ত তপস্যা, সমস্ত জ্ঞান ও যোগ আনুষঙ্গিকভাবে অনুস্যূত আছে। ব্রত, তপস্যা, কর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তির অঙ্গ বা পরিপোষক নহে। অভক্তির দ্বারা কখনও ভক্তিকে পরিপূরণ করিতে পারা যায় না। মানুষের যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মাদিতে স্পৃহা থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত হরিকথা শ্রবণেই যে সমস্ত মঙ্গল নিহিত, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু তপস্যাদির নিরর্থকতা দেখাইয়া ভক্তিরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলি দেখায়
পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
চণ্ডালও মোহার শরণ যদি লয়।
সেই মোর, মুঞি তা'র, জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেই মোর নহে সত্য, বলিনু বচন॥
গজেন্দ্র বানর-গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি,—তা'রা মোরে কেমতে পাইল॥
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার॥
প্রভু বলে,—তপ করি' না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪২।৪)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীউদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং
ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥
সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ
স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ।
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্
পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্য-
স্তথাপরে॥
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥
কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা
মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ু-
রঞ্জসা।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ সর্ব্ববিষয়ের আসক্তি-বিনাশক বলিয়া উহা আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি সাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্ন্যাস, যাগাদি ইষ্টকর্ম্ম, কূপখননাদি পূর্ত্তকর্ম্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, সরহস্য মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা যম—এই সকল তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। প্রতিযুগে সৎসঙ্গপ্রভাবে রাজস-তামস-স্বভাবাপন্ন দৈত্য; রাক্ষস; খগ, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যমধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজগণ, বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ প্রভৃতি অনেক জন, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ সুগ্রীব, হনুমান জাম্বুবান্, গজেন্দ্র, জটায়ু তুলাধার বণিক্ ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ এবং যজ্ঞে দীক্ষিত বিপ্রভার্য্যাগণ—ইহারা আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে বৃত্রাসুর প্রভৃতি অন্যান্যের কথঞ্চিৎ সাধনান্তর থাকিলেও গোপীগণ, ব্রজের গো সমূহ যমলার্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষগণ, মৃগগণ, কালিয় প্রভৃতি নাগগণ এবং বৃন্দাবনস্থ তরুগুল্মাদি অন্যান্য মূঢ়চিত্ত প্রাণিগণ কেবলমাত্র সৎসঙ্গলব্ধ অনন্য ভাবহেতুই কৃতার্থ হইয়া সত্বর আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শাস্ত্র আরও বলেন,—

"ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা
গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎ
সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং
পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তি
প্রিয়ো মাধবঃ॥

ব্যাধের কি আচার ছিল, ধ্রুবেরই বা বয়স কত ছিল বিদুরের কি বংশমর্য্যাদা ছিল, যদুপতি উগ্রসেনেরই বা কি পৌরুষ ছিল, কুব্জার কি অধিক রূপ ছিল এবং সুদামা বিপ্রের বা কত ধন ছিল? অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই তুষ্ট হন, অন্যথা গুণেই তুষ্ট হন না।

আত্মা বলিতে পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই বুঝা যায়। আত্মা পরম ও অধম-ভেদে দ্বিবিধ। পরম আত্মাই ব্রহ্ম, আর 'অধম' আত্মা—জীব। মুক্ত জীবাত্মা—বৈষ্ণব, পরমাত্মা—বিষ্ণু। পরমাত্মার সহিত আত্মার যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহা এবং উভয়ের স্বরূপ জানা দরকার। বিষয় ও আশ্রয়ের জ্ঞান না হইলে জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না।

হিরণ্যকশিপু জাতীয় ব্যক্তিমাত্রই ভক্ত-দ্বেষী। প্রহ্লাদানুগ সজ্জনগণ সর্ব্বদাই তাহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 'হিরণ্য'শব্দের অর্থ—স্বর্ণ বা প্রাকৃত ধন। এবং কশিপু'শব্দের অর্থ—শয্যা। যাহারা প্রাকৃত ধন ও সুকোমল শয্যায় আসক্ত অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা বাদ দিয়া জগতের যাবতীয় দ্রব্য ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহারাই হিরণ্যকশিপু; আর প্রকৃষ্টরূপে কৃষ্ণের আহ্লাদ উৎপাদন প্রহ্লাদের কার্য্য। আমার দেহ, আমার স্বজন—যে কেহ আমাকে ভগবদ্ভক্তির পথে বাধা প্রদান করে, সেই-ই ভক্তদ্বেষী। প্রকৃত মঙ্গললাভ করিতে হইলে ভক্তবিদ্বেষিগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেই হইবে। আমার মন সব চেয়ে বেশী ভক্তবিদ্বেষী, সুতরাং তাহার প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করা দরকার। মন দমিত না হইলে মঙ্গল হইবে না। আমি সাধুগুরুর অনুগত হইলেই মন দমিত হইবে, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

সাধুগণের প্রচুর সঙ্গ হইতেই লীলা-পুরুষোত্তমের নাম, রূপ গুণ ও লীলার সেবাধিকার ঘটে। যাঁহারা সাধুসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা অন্য কার্য্যে সময় দিতে পারেন না, তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশকে আকর্ষণ করেন এবং নিজেও অপ্রাকৃত হৃষীকেশের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'ন। সৎসঙ্গের দ্বারা যেরূপ পরম মঙ্গল হয়, অসৎ সঙ্গের দ্বারা সেইরূপ মহা-সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, মায়াবাদী, নাস্তিক ও কর্ম্মজড় —এই চারি প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণবিমুখ। ইহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। ভাব উদিত হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে পর্য্যন্ত ভাবের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। ভাবোদয়ে বহির্ম্মুখ-সঙ্গ-স্পৃহা কখনই জন্মে না। 'সঙ্গ' জিনিষটা আসক্তি। কায়গতিকে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যে সান্নিকর্ষ হয়, তাহাকে সঙ্গ বলে না। অন্যের সান্নিকর্ষের স্পৃহা জন্মিলে সঙ্গ হয়। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জ্জনীয়।

ভগবজ্জ্ঞান ভগবানই প্রদান করিতে পারেন। নিজ চেষ্টার দ্বারা লোক কখনও ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ভগবৎকৃপাই ভগবজ্জ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়। ভগবৎ কৃপার মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক এজগতে অবতীর্ণ হইয়া বদ্ধজীবের চেতনতা সম্পাদন করেন। চৈতন্যলাভ না হইলে ভগবানের সেবাই যে আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু, ইহা বুঝা যায় না। ভগবৎ কৃপা সাধুর আকারে বিশ্বে বিচরণ করেন। ভগবৎ-কৃপা ভিখারীবেশে আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি আমাদের নিকট জগতের কোন বস্তু গ্রহণ করিতে আসেন না। আমাদিগকে অভাব-অসুবিধার কবল হইতে রক্ষা করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তাঁহার দেশে দেশে আগমন।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও আমা-দিগের ঐকান্তিক মঙ্গলবিধানের জন্য কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত হ'ন এবং ভগবৎসেবার দ্বারা আমাদের চিত্তবৃত্তির বিশুদ্ধতা-সম্পাদনার্থ আমাদের নিকট প্রার্থনা করেন। ইহাই তাঁহার কৃপার স্বরূপ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কর ধ্যান॥
যাহার চরণে দুর্ব্বা-জল দিলে মাত্র।
কভু না হয় যমের সে অধিকার-পাত্র॥

অসাধুসঙ্গ সাধুর 'সর্ব্বনাশ' করে। সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

অঘ-বক-পূতনারে যে কৈল মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দ নন্দন-চরণ।
অনন্ত যে [illegible] মহিমা [illegible]।
দন্তে [illegible], [illegible]॥
যাবৎ বাঁচিবে প্রাণ দেহে আছে শক্তি
তাবৎ [illegible]।
কৃষ্ণ [illegible], [illegible]।
চরণে [illegible],—'[illegible] দেহ' [illegible]।

শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে।
ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু [illegible] লিখিয়াছেন,—"সচ্চিদা [illegible] সন্ধ-গ্রহো ভবানি [illegible] গ্রহো [illegible] সঃ। [illegible] ত্বদাকারতৈরা [illegible]।"

শ্রীভগবান সমগ্র [illegible] ভক্তগণ তাঁবাই অঙ্গ পুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অপরা [illegible] ভগবানের মূর্তিমান্ অনুগ্রহ। [illegible] অনুগ্রহ প্রকাশ বিবরণ [illegible], তাহা [illegible] আকার ধারণ ক'রয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্যরূপে নহে।

ভগবৎ-রূপাই [illegible] আলো [illegible] আলোর অবতার শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] কৃষ্ণই — 'কালো'। [illegible] আচার্যদেব বলিয়াছেন,—"আচার্য [illegible] সাক্ষাৎ আলো। এই আলোর পাড় নিত্য, অনন্ত, অখণ্ড, অনাদি ও অপ্রতিহত। গোলোক হইতে [illegible] নিত্য অবতার। এই [illegible] মধ্য দিয়াই 'কালো'র অসমোর্দ্ধ, 'কালো'র লীলা অপরিকল্পিতপূর্ব [illegible] চমৎকারিতায় স্ফূর্তি লাভ করে। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] আলো, তাঁহার অন্তর-বাহির [illegible] আলো [illegible], আলোময় [illegible] স্বরূপের আলো। জীবসমূহ আলোর এক একটী ক্ষুদ্রতম কণা। [illegible] 'আলো' স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের এক একটী [illegible]। যেখানে আলোকে বাদ দিয়া 'আলো'র কণা স্বরূপ জীব নিজেকে বড় 'আমি' বুদ্ধি করে, সেইখানেই জীব আঁধারে ঢুকিয়া পড়ে, লোপ পায়, আত্মবিনাশ সাধন করে। 'আলো'তেই 'কালো'র মাধুর্য্য প্রস্ফুটিত হয়। 'আলো' 'কালো'র সুখবিধানে নিত্যকাল তৎপর, উভয়ে উভয়কে আত্মসাৎ করিতে [illegible]—ব্যগ্র-ব্যাকুল, উভয়কে উভয়ের অনুরূপ নির্দ্ধারিত করিবার আনন্দ-[illegible] অনন্ত কোটীগুণ [illegible], কোথাও [illegible] তৃপ্তি নাই, [illegible]। [illegible] 'আলো' 'কালো'র [illegible]—[illegible] সাধিত হন। 'আলো'র [illegible] 'কালো'র কাছে যাইতে পারে। 'আলো'কে বাদ দিয়া 'কালো'র চিন্তা সম্ভব নয়। আলোর 'কালো' ই অমূল 'কালো'।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[illegible]

বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি বস্তু বর্ণিত হ'য়েছে। সম্বন্ধ-বিচারে [illegible], সম্বন্ধ-জ্ঞান [illegible] কোন এক [illegible] নির্ণীত হ'বার পর অভিধেয়-বিচার কর্ম্ম। তাঁদের মধ্যে ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার ফল প্রয়োজন। এই তিনটি বস্তু [illegible] আশ্রয় ক'রে আছে।

বেদশাস্ত্রের [illegible] বেদপাতিপাদ্য [illegible] বিশেষভাবে বর্ণন ক'রেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধ-বিচারে সেই অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ের আলোচনা, অভিধেয় বিচারে তাঁ'র প্রতি নিষ্ঠার কথা ও প্রয়োজন বিচারে প্রেমভক্তির প্রাপ্তিকে বিচার ক'রেছেন।

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত, আর সেই [illegible] ভগবন্নিষ্ঠ। ভাগবত-[illegible] অভিধেয়-বিচারে নিপুণ। [illegible] "[illegible] লোক-প্রয়োজনম্' অর্থাৎ প্রেম-ভক্তিই একমাত্র লভ্য পদার্থ।

যিনি নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই সত্য [illegible]। তিনি জ্ঞানময়—চেতনময় পদার্থ। অজ্ঞান মিশ্র বিচার তাঁ'তে নাই। তিনি অনন্ত—যাঁ'র অন্ত নাই, সান্ত পদার্থ-[illegible] পূর্ণতা যাঁ'তে আছে। তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গে জীবসকলের উদয়। সেই অনন্ত রস সাম্র-সমষ্টি। যাঁ'রাই অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় ভাব-সকল। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব যিনি, যাঁ'কে ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্ বলা হয়, সেটিতে কোন পৃথক্ বিবাদ নাই। তাঁ'র তিন হ'লেও বস্তুটি এক। যাঁ'রা পৃথক্ বিচার করেন, তাঁদের [illegible] দ্বন্দ্ব, আত্মা পৃথক্ ব'লে নির্ণীত হয়। যেমন, জীবাত্মা ক্ষুদ্রাত্মা, আর বৃহদাত্মা [illegible], কিন্তু উভয়ের লক্ষণ এক। ব্রহ্ম ও আত্মা একই লক্ষণাক্রান্ত। উভয়ের লক্ষণ এক, তা'তে ভেদ নাই, কিন্তু [illegible] ও অণুত্ব ভেদ স্বীকৃত হয়। বস্তুটি অদ্বিতীয় হ'লেও তাঁ'র অংশের নানাত্ব স্বীকৃত, অংশ ও অংশী একরূপ বিচার আছে। বস্তুটি অখণ্ড, এক বস্তু খণ্ডিত হ'বার যোগ্য নয়। খণ্ডিত হ'লে শক্তি হ'য়ে যায়। শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের বিচারই হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিচারে শক্তিবিচার আপনা থেকেই আসে। বস্তু অদ্বিতীয় হ'লে তা'র অংশবিচারে সেব্যসেবক বিচার সঙ্গে সঙ্গেই আসে। বহিরঙ্গা শক্তি কিন্তু অন্তরঙ্গা শক্তি নহে। বহিরঙ্গা শক্তি-বিচারে সেব্যসেবকভাবের বিপর্য্যয়। অন্তরঙ্গা শক্তি শক্তিমত্তত্ত্বের সহিত নিত্যানন্দময় স্বভাববিশিষ্ট।

একমাত্র কৈবল্য-অব্যভিচারিণী প্রেম-ভক্তিই প্রয়োজন প্রয়োজনতত্ত্বে সাধন-ভক্তি ও ভাবভক্তির বিচার নহে। প্রেমের দ্বারা যে সেবা, সেই কেবলাভক্তি—অব্যভিচারিণী ভক্তি—প্রেমভক্তিই প্রয়োজন।

সেবকের ও সেব্যের কার্য্য পৃথক্ হ'লে অদ্বয়জ্ঞানে পার্থক্য উপস্থিত। সেবকের ক্রিয়া আলাদা সেব্যের সেবাগ্রহণ আলাদা এরকম ধরণের কথা নয়। অদ্বয়জ্ঞানে জ্ঞানের ব্যভিচার নাই। সেব্যসেবকের একটাই কাজ। প্রভু ভৃত্যের যে সেবা গ্রহণ করেন, তা' উভয়ে সমতাৎপর্য্যপর হ'লেই সম্ভব হয়। অদ্বয়জ্ঞান না হ'লে সেবা হয় না। ইনি একদিকে গতিশীল উনি অন্যদিকে—এরকম বিচার নয়। বর্ত্তমানে আমাদের চিদ্বৃত্তি ভগবানকে ছেড়ে মায়ার প্রভু হ'বার বাসনায় বিপরীত গতিবিশিষ্ট, কিন্তু মায়ার প্রভু হ'বার বাসনা ছেড়ে নিত্যপ্রভুর দাস্য একমাত্র প্রয়োজনীয়। এটিই শুদ্ধ প্রেমা। যা'তে ভগবানের প্রীতি, সেবকের তা'তেই প্রীতি, এতে কোন বৈষম্য নাই। এখানেই অদ্বয়জ্ঞান।

'ঈশ্বর' পদার্থ হ'তে 'দাস' পদার্থের ভেদ উপস্থিত হ'লেই অদ্বয়জ্ঞান। প্রভুর মনোহভীষ্টপূর্ত্তি ছাড়া যখন দাসের অন্যকার্য্য হ'য়েছে, তখনই তা'র দুর্দ্দশা এসে গেল—"বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ", "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদার-বিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি" এই বিচারটার বিপর্য্যয় উপস্থিত হ'লো উল্টে গেল—তা'র যে স্বভাব, তা'র ব্যভাব হ'লে গোলমাল হ'য়ে গেল। কৃষ্ণস্মৃতি-বিপর্য্যয় হ'লেই অস্মৃতি। তা'তে বল্‌ছেন—দ্বিতীয়-অভিনিবেশ হেতুই ভয়, অভয়ই ভক্তের পথ। 'আমাকে প্রভু রক্ষা করবেন, প্রভু ব্যতীত অন্য বস্তু নাই, তিনি আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা, তিনিই বড় তাঁ'র [illegible] আমি, তিনি আমাকে রক্ষা ক'রবেন, আর অন্য রক্ষক আমার নাই,—এটা ভক্তের বিচার। যখন অন্যের নিকট থেকে ভীতি আস্‌ছে, তখনই জানতে হ'বে, তা'র দ্বিতীয়-অভিনিবেশ আছে। ভক্তি ব্যতীত অন্যপথ আছে—এইটাই ব্যভিচার। অস্মৃতি আসার দরুণ গুরুদেবের সেবা করায় বুদ্ধিবিপর্য্যয় হ'য়েছে। নিজের প্রাভবশক্তির পরিচালনাকলে জড়ভোগ আমাদের দ্বিতীয়-অভিনিবেশ করায়। ভীতি হ'তেই স্মৃতি নাশ।

আমার নিত্য চেতনময়, আনন্দময়, জ্ঞানময় প্রভু তিনি, আমি তাঁ'র নিত্য আনন্দবিধানকারী চিৎকণ পদার্থ—একথা ভুলে তা'র আনন্দবিধানের পরিবর্ত্তে নিজে স্বতন্ত্রভাবে আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি। জড়ে মগ্ন হ'য়ে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী বিনাশ হওয়াই প্রয়োজন মনে ক'রছি। আমাদের সেবাবৈমুখ্য-প্রভাবে আনন্দের জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-সূত্রে এই যে অমঙ্গল এসে প'ড়ছে, তা' বিনষ্ট হওয়া দরকার। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটী পদার্থের মধ্যে জ্ঞেয় ব্রহ্মাদ্বৈতকল্পনা না হ'লে ভেদ এসে উপস্থিত হ'লো। ভেদ-জগতে যে অবস্থা, জ্ঞেয় পদার্থ সেরূপ ভেদজাতীয় হ'লে অদ্বয়জ্ঞানের বিনিময় জড়ভোগাত্মক চিন্ত্য দ্বৈতবাদের অপকৃষ্টতা এলো। তা'কে শ্রেয়ঃ ব'লে গ্রহণ করব না। অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব মায়া বা বিকার-বাদ নহে। তা হ'লে ব্রহ্ম হ'তে পৃথক্ আর একটী বস্তু-কল্পনায় ব্রহ্মজ্ঞানাভাব উপস্থিত হয়। সেই জিনিসটা ভীতিকারক ক্ষণ-ভঙ্গুর দ্বিতীয়বস্তু সৃষ্ট হ'য়ে গেল। বিশেষ ভয় আছে। যেকাল পর্য্যন্ত ভাগবত পাঠ না করি, অধোক্ষজ বস্তু ত্যাগ ক'রে অক্ষজবস্তুর সেবা বা ভোগ করতে দৌড়াচ্ছি ভক্তিমান না হ'য়ে নিজেকে সেব্যজ্ঞান করি, তৎকাল পর্য্যন্তই অসুবিধা দ্বিতীয়-অভিনিবেশ। ব্রহ্মে যে লক্ষণ, আমাতে সেই লক্ষণ আছে—এটা ছেড়ে দিলেই ভেদবিচার এসে যায়—ব্যভিচার অভক্তি এসে উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর-বস্তু হ'তে আমি পৃথক্—এই বুদ্ধি হ'লেই সর্ব্বনাশ হ'লো, ভক্তিরাহিত্য এসে ভোগী বা ত্যাগী হ'য়ে প'ড়লাম। পরমেশ্বর ভোগ্য পদার্থ নন, তিনি সেব্য। তিনি অধোক্ষজ পদার্থ অধঃ কৃতম্ অক্ষজং জীবানাম্ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ।

বর্দ্ধমানে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভু কতিপয় মঠসেবকসহ গত ১৯শে আশ্বিন, সোমবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারার্থ বর্দ্ধমান-সহরে গমন করেন। গত ২০শে আশ্বিন হইতে ২৪শে আশ্বিন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান-সহরনিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে, মহাশয়ের বাটীতে 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন পরদিবস সন্ধ্যায় রাজবাটীর সন্নিকটস্থ শিব-মন্দিরে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ২৬শে আশ্বিন হইতে ধারাবাহিকভাবে ৩ দিবস স্থানী জমিদার শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত, ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিপ্রাজ্ঞ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১০ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৮শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৪ই নভেম্বর, ইং ১৯৪১, শুক্রবার | ১০০-১০১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ কেশব, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

আলো ও কালো

[শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

আলো আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে বহন করিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। আলোকের অভাবে আমাদের দৃষ্টিশক্তি চলচ্ছক্তিহীন হইয়া 'নিঃশক্তিক' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টিশক্তি—আলোকাপেক্ষিণী। যে জগতে ত্রিগুণের তাড়নায় শক্তির গতি রুদ্ধ হয়, তাহাতে গমনশীলা শক্তি চতুর্দ্দিকে অনিত্য, অশুদ্ধ, অপূর্ণ, অমুক্ত ও নির্ব্বিশেষ অন্ধকারকেই গন্তব্যসীমারূপে নির্দ্দেশ করিয়া স্তব্ধ হয়—সবিশেষ-জ্ঞেয় নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত শ্রীচৈতন্যরসবিগ্রহ-চিন্তামণি দর্শন করিতে বিমুখ হয়।

আলোকের অপরিহার্য্য কার্য্য রূপদর্শন-ক্রিয়া। ইহা কিরূপ শক্তির পরিচয় দেয়, তাহা অস্মাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিলেও অন্ধকারের যে একটী বিপরীত শক্তি আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অন্ধকার-হ্রাসের ক্রমানুসারে আলোকের আধিষ্ঠানিক অস্তিত্ব দেখা যায়; অন্ধকার যতটা কমিতে থাকে, ততটা আলোকের প্রকাশ অথবা আলোক যতটা আত্মগোপন করিতে থাকে, ততটা অন্ধকারের বিবিক্ততা প্রকাশিত হইতে থাকে।

ভোগীর আলোক-পিপাসু চক্ষু অন্ধকারের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করে। যে আলোক দৃষ্টিহীন লোকে লইয়া যায়, সেই আলোক অন্ধকারেরই প্রচ্ছন্নরূপ। দৃষ্টিহীন লোক তামস-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন বলিয়া তথায় দর্শনেন্দ্রিয়ও স্তব্ধ হইয়া পড়ে। তাই উপনিষদের একটী মন্ত্রে আমরা শুনিতে পাই—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন
তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে
চাত্মহনো জনাঃ॥"
(ঈশোপনিষৎ—৩)

আলোকের অপূর্ণত্বে যে অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা পরিহার করিবার জন্য ব্রহ্মের আলোকে আলোকিত হইবার স্পৃহা উদিত হয়; কিন্তু তমোগুণাবৃত অন্ধকারের বৃহত্ত্বকে অবিদ্যাভিনিবেশময় বিচারের দ্বারা বাস্তব ব্রহ্মস্বরূপে নির্দ্দেশ করিলে আমাদের চক্ষু ময়ূরপুচ্ছের চক্ষুর ন্যায় নিরর্থক হয়। ময়ূরপুচ্ছে যেরূপ নানা বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত সুদৃশ্য নয়ন অঙ্কিত থাকে, কিন্তু উহারা রূপদর্শন করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তুকে নির্ব্বিশেষ বিচার করিলে আত্মার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিও বন্ধ্যা হইয়া পড়ে—অর্থাৎ উহা নিত্যরূপদর্শনফল প্রসব করে না।

তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে মায়াবাদমতান্ধকারে কাঠের সিংহকে অনেক সময় জীবন্ত সিংহ বলিয়া বোধ হয়; সেইরূপ ছলনার দর্শনের ভ্রান্তি যে চেতনের অপব্যবহার এবং সেইরূপ আধ্যক্ষিকতার দর্শন যে অন্ধকার-দর্শন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অন্ধকারে বিচিত্রতা অর্থাৎ কোনটীর কি বর্ণ, কোনটীর কি গঠন, আকৃতি—এই সকল দর্শন হয় না, কেবলমাত্র ব্যাপক অন্ধকার বা নির্ব্বিশেষ অনুভবনীয় হয়। বৃহদ্বস্তু ও পালকবস্তুর অনুসন্ধানের পথে ঘনান্ধকারময়ী বিদ্যা অনেক সময় আলোকরূপে ছলনা করে। সেই বিদ্যা অন্যথা। অধিরোহবাদ অর্থাৎ জীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও অহমিকাপূর্ণ চেষ্টাদ্বারা এই অচেতন জগৎ হইতে গৃহীত ছায়া বা অন্ধকারকে অনেক সময় আলোক বলিয়া মানিয়া লইয়া ভোগিগণ সকল আলোকের আলোক, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মেরও আশ্রয় পরাৎপরতত্ত্বকে মাপিতে চাহে। এইরূপ ছলনাময়ী বিদ্যার আশ্রয়েই লোকে অধিক অমঙ্গল লাভ করিয়া থাকে—এইরূপ বিদ্যাই অবিদ্যার কারণ হয়। তাই শ্রুতি গাহিয়াছেন—

"ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং
রতাঃ॥"
(ঈশোপনিষৎ—৯)

অমন্দোদয়দয়া-বিতরণকারী মহাবদান্যশেখর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র জড়বিদ্যাগর্ব্বে স্ফীত জীবের চিত্তগুহার অন্ধকার বিনাশের জন্য একটী পাণ্ডিত্যপ্রতিভাময়ী কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাহাতে শ্রেয়ঃপন্থীদিগের ভোগসঙ্কুল অবিদ্যার বিপরীত ত্যাগপর বিদ্যাকেও বিপথে পরিচালনাকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকেই বিদ্যাবধূর জীবাতু বলিয়াছেন। যেখানে বিদ্যাবধূ অন্যথা অর্থাৎ ভজনীয় বাস্তব বস্তুর অব্যভিচারিণী সেবিকা নহেন, যেখানে বিদ্যাবধূর সেবক নিরীশ্বর, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মতার অভিভূত, জাগতিক কামপিপাসায় মত্ত, সেখানে অ...কময়ী বিদ্যাবধূ আত্মগোপন করিয়া তাঁহার বিনাশিনী-শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে বিদ্যার "অবরা বাধিতো" বৃত্তি অর্থাৎ অধোক্ষজ কৃষ্ণারাধনাময়ী বৃত্তি অন্তর্হিতা এবং তাঁহার ছায়াস্বরূপিণী মায়াশক্তি জীবকে জগতের নাট্যমঞ্চে 'কৃষ্ণ' সাজাইয়া তাহার সহিত লুকোচুরি-খেলা খেলিতেছে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চিন্ময়-চরণচিহ্নাঙ্কিত-চিত্ত-কুহর বিশ্বগুরু পাণ্ডিত্য অবিদ্যাগ্রস্ত, মায়াভোগকামাতুর জীবকে নির্জ্জন মহাকূপ হইতে অমন্দ-উদয়কারিণী সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা অহৈতুকী দয়ার রজ্জুদ্বারা উদ্ধার করিয়া স্বজনবিতরণ-প্রয়োজনের জন্য যে পরাৎপরবস্তু জগতে অবতীর্ণ, তাঁহার চরণপ্রান্তকে একমাত্র চিন্ময়ের নিত্যস্বরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দ্বিতীয়স্বরূপ—শ্রীদামোদর স্বরূপ। তিনি আশ্রয়—গৌড়ীয়নাথবিগ্রহ। তাঁহার প্রিয় নামকীর্ত্তন শিক্ষক শ্রীসনাতন, তাঁহার মিত্রবর শ্রীরূপ। শ্রীসনাতন শ্রীরূপকে পরম আলোকদায়িনীশক্তিরূপে এই জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই শ্রীরূপের অনুগমশ্রেণীর মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার দর্শনের অনুসরণ-পথে আমরা দেখিতে পাই যে, আলোকময়ীর চরণকমল-লক্ষায় শোভা শ্রীরূপের পাদপদ্মে দর্শন করিবার পিপাসা উদিত হইলেই অপূর্ব্ব রূপানুগত চিন্ময় নয়নকে চিচ্ছক্তির বিচিত্রতা-দর্শনের আলোক দেখাইয়া থাকেন। তবে সেই আলোকের আপাতদর্শনে বাধা দিবার জন্য বৈকুণ্ঠনাথের অপবিদ্ধ দ্বারপালদ্বয় অবস্থিত আছেন। জড়বিষয়ের অন্তর্দর্শন-ক্রমে ভগবদ্বিরোধের আকার প্রদর্শিত হয়, উহার বিক্রমের দ্বারা উরুক্রমের পাদপদ্ম-দর্শনের ব্যাঘাত ঘটে। এজন্য জাগতিক রূপবর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া অপ্রাকৃত আলোকময়ীর পদনখলাক্ষা কখনও জাগতিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানের গ্রাহ্য হইতে পারে না।

ভজনীয় বস্তুর দর্শন ভজনালোকচ্ছটারূপী রূপানুগের বিচারেই পূর্ণ অভিব্যক্ত। ব্রজভূমিতে ভজনকারিগণের নিত্য অবস্থিতি।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি বা সেবা করিতেছেন। সেখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশমাত্রও নাই। ঐশ্বর্য্যের দ্বারা শিথিলীকৃত প্রেমে কৃষ্ণের প্রীতি নাই। ঐশ্বর্য্য সেব্য ও সেবককে পরস্পর দূরে রাখিয়া থাকে। কিন্তু মাধুর্য্য সেব্য ও সেবকের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে ঘনিষ্ঠতা সম্পাদন করিয়া থাকে,—

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে' আপনাকে হীন।
তা'র প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সমহীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন।
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক, তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার।
সে-সে লীলা করিব, যা'তে মোর চমৎকার॥"
(চৈঃ চঃ আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধ-হীন।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য এই তা'র চিহ্ন॥
সর্ব্বোত্তম ভজন ইঁহার সর্ব্বভক্তি জিনি'।
অতএব কৃষ্ণ কহে—আমি তা'র ঋণী॥
(চৈঃ চঃ অন্ত, ৭ম পরিচ্ছেদ)

সুতরাং পূজার অপর নাম যেমন 'অর্চ্চন', সেইরূপ 'সেবা'রও অপর নাম 'ভজন'। এই সেবা বা ভজনই পরম লোভনীয় শ্রেষ্ঠপদ। অনর্পিতচর-প্রেম-প্রদাতা শ্রীগৌরহরি তাঁহার স্বীয় ভজনমুদ্রা বা সেবা শিক্ষা দিবার জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরন্তুঃখদুঃখী শ্রীসনাতনপ্রভু সেই সেবা শিক্ষা দিবার জন্য সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। সেবার মূর্ত্তিমান্ শ্রীবিগ্রহ শ্রীল রূপপাদ এই সেবার কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। অভিন্ন শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীগুরুদেব জগজ্জীবকে সেই সেবায় অধিষ্ঠিত করিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে সেবা শিক্ষা দিবার জন্য আমাদিগের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন,—

'কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হইল আমার॥"

প্রাকৃত অভিমান থাকিতে কখনও সেবা হয় না। সেবা আত্মার অপ্রাকৃত সহধর্ম্ম, সেবা—শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী, সেবাই—সৌন্দর্য্য, সেবাই—স্বরূপ। তাই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ সেবো নিরবধি।
তাঁ'র পাদপদ্ম মোর মহামহৌষধি॥"

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু সেই সেবারূপিণী শ্রীরূপমঞ্জরীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্ব্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণ-কমল-লাক্ষা-সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ।
যদা তব সরোবরং সরস-ভৃঙ্গ-সংঘোল্লসৎ
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারি-সম্পূরিতম্।
স্ফুটৎ সরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্ম-সাক্ষাদ্বভৌ।
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্যে রসে॥
পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥"

হে বৃন্দাবনেশ্বরি যে দিন হইতে এই বৃন্দাবনে 'রূপ' এই কথাটি পূর্ব্বে যুক্ত কোনও একটী অনির্ব্বচনীয়া মঞ্জরী তোমার পরিচর্য্যাদির প্রকার শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য আমার প্রতি নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন সেই অবধি তোমার শ্রীচরণযুগলের অলক্তক-দর্শনে আমার অভিলাষ জন্মিয়াছে। যে অবধি তোমার সরোবর "শ্রীরাধাকুণ্ড" শব্দায়মান ভৃঙ্গকুল-কর্ত্তৃক উল্লসিত কমলদলের দ্বারা বিশোভিত এবং সুমধুর বারি-পরিপূর্ণ হইয়া আমার নয়ন যুগলের সম্মুখে বিরাজমান হইয়াছেন, সেই অবধি তোমার দাস্যরসে আমার লালসা জন্মিয়াছে। হে দেবি, তোমার পদকমলের দাস্য ব্যতীত আমি কোনও কালে অন্য সখ্যাস্বাদ প্রার্থনা করি না। অতএব তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক, আর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার বিপ্রস্র-দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক অনুরাগ হউক।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:(০):——

ভগবৎ-কৃপা যখন কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট আসেন, তখন তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার কৃপা প্রত্যাখ্যান করিলে ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া ভীষণ বিপজ্জনক ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হইতে হয়। এই ভগবৎ-কৃপার প্রতি শ্রদ্ধা বা নির্ভরতা থাকা দরকার। ভগবৎ-কৃপার প্রতি যাঁহার যত নির্ভরতা, শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-করুণাশক্তি শ্রীগুরু-পাদপদ্মে তাঁহার অচলা শ্রদ্ধাভক্তি তত-বেশী। যেখানে ভগবৎকৃপার প্রতি নির্ভরতা, সেখানে কোন চিন্তা নাই। ভগবানের কৃপা ও সেবার প্রতি উদাসীন হইলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। যিনি ভগবৎ-কৃপার প্রতি নির্ভরশীল, তিনিই চেতনের উন্মুখ। যেখানে সত্যানুসন্ধিৎসা বা সেবোৎসাহ নাই, সেখানে ভগবৎকৃপার উপর নির্ভরতার অভাব আছে, জানিতে হইবে। যেখানে ভগবানের কৃপার প্রতি নির্ভরতা, সেখানে ভগবানের সেবা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবেই আছে। 'নির্ভরতা' জিনিষটী জড়তা নহে। যাঁহারা শরণাগত বা শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, সেবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও অদম্য সেবোৎসাহ তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে।

ভগবৎ-সেবার দ্বারাই জীব ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। ভগবানের সেবা বা চেতনতা-লাভ একই কথা। ভগবৎ-সেবাই জীবের ভগবদুপলব্ধি। ভক্ত ভগবানের নিত্য স্বেচ্ছাসেবক। কেবল শুষ্ক কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়া জীবাত্মা তৃপ্ত হইতে পারে না। প্রীতিপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় ভগবৎ-কৃপায় তৎ-সেবা-লাভের সৌভাগ্য হইলে জীব প্রসন্ন হইতে পারে।

বর্ত্তমানে ভগবজ্-জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত কঠিন হইলেও ভগবান্‌কে জানিবার সহজ উপায়ও আছে। আমরা ভগবদ্-বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া ভগবানের সন্ধান পাইব না, এইরূপ কোন কথা নয়। আমাদের দূরদেশস্থিত বান্ধবের সংবাদ পিয়ন আমাদের নিকট আনিয়া দেয়। পিয়ন যাহাদের চিঠি আনিয়া দেয় না, তাহাদের কপাল বড়ই মন্দ জানিতে হইবে। যাহারা সংবাদের জন্য আর্ত্ত, তাঁহাদের নিকট অবশ্যই পিয়ন সংবাদ আনিয়া দেয়। ভগবানের প্রিয় সাধুগণই সেই বৈকুণ্ঠ-সন্দেশ আমাদিগকে আনিয়া দেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবানের নিকট হইতে পত্র পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জনগণের নিকট হইতেই তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় এবং আমাদের সংবাদও ভগবদ্ভক্ত দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠান যায়।"

সত্য বস্তু জানিতে হইলে হৃদয়ে খুব বল চাই। কঠিন মনে করিয়া ভীত হইলে চলিবে না। সাঁতার শিখিতে হইলে প্রথমে জল দেখিয়া ভীত হইলে সাঁতার শেখা যায় না। শরণাগতি-ব্যাপারটী কঠিন নয়, উহা আত্মার পক্ষে অতি স্বাভাবিক ও সহজ। শরণাগতির বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর। ভগবান্‌কে জানিতে হইলে নিজের বাহাদুরী প্রভৃতি ছাড়িয়া শরণাগত বা সবল হইতেই হইবে, দুর্ব্বল থাকিলে চলিবে না। দুর্ব্বল কখনও ভগবানের চাকুরী করিতে পারে না। মায়ার উপর মায়াবী হইতে না পারিলে অর্থাৎ খুব বুদ্ধিমান্ না হইলে এবং হৃদয়ে দৃঢ়তা না থাকিলে মায়া জয় করা যাবে না। 'আমি-আমার'-বুদ্ধি থাকিলে সেখানে দুর্ব্বলতা থাকিবেই। 'ভগবানের আমিই সবল'। শরণাগত বা নিত্যানন্দানুগৃহীত ব্যক্তিই মায়াজয় করিতে পারেন। শ্রীভগবানের প্রতি যাহার নির্ভরতা নাই, সে দুর্ব্বল। যেখানে দুর্ব্বলতা, সেখানেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ; যেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ, সেখানেই ভয়।

হরিভজন করিতে হইলে, দৃঢ়তা ও সাহস থাকা দরকার। কিন্তু মাদৃশ বদ্ধ-জীবের পক্ষে ইহা কি করিয়া সম্ভব? তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবানের কথা শুনিতে হইবে—ভগবানের এজেণ্টের নিকট হইতে শুনিতে হইবে। যখন সেই কথা শুনিব, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, কুতর্ক প্রভৃতিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ভগবানের পরাক্রম-পূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনিতে শুনিতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস আসিবে; তখন শরণাগতি বা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে। সেই শরণাগত হৃদয়ে অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের স্বপ্রকাশ সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইবে। এই উপায়েই সত্য জানা যায়, অন্য কোন পন্থায় আর অদ্বৈতব সত্য জানিবার উপায় নাই। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও বলিয়াছেন,—"একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন যত্নের দ্বারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-প্রিয়তম জনের কৃপার উপলব্ধি হয় না। ভক্তির পথ কঠিন নহে, অতি সহজ। আত্মবৃত্তির উন্মেষ হইলে আর কাঠিন্য থাকে না। ভক্তি acquired knowledge নহে, উহা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। অনেকে প্রশ্ন করেন,—শরণাগতি কি করিয়া হয়? এ প্রশ্ন নিরর্থক। শরণাগতি নূতন করিয়া হয় না, তাহা আছেই। জল যদি বলে—'আমার তরলতা-ধর্ম্ম কি করিয়া পাইব?' অথবা আগুন যদি বলে—'ছাই চাপা পড়িয়াছি, এখন কি করিয়া উত্তাপ দিব বা দগ্ধ করিব?' এইসকল প্রশ্ন নিরর্থক। শরণাগত কি করিয়া হইব, ইহা অশরণাগতের কথা। ঐ প্রশ্নে মনে হয়, অশরণাগতিটা বজায় রাখিয়াই শরণাগত হইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না।"

হরিভজনের পথে আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ, alert থাকিতে হইবে, নচেৎ যে মুহূর্ত্তে আমাদের অন্যমনস্কতা আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই মায়া আসিয়া আমাদিগকে বিপথগামী করিবে। এ বিষয়ে একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত গতি নাই। নিজের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ভগবানের—শ্রীনাম-প্রভুর অনুকূল হইতেছে কিনা, তাহা সর্ব্বদাই পাহারা রাখিতে হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমণীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এসকল বিচার, তাঁ'দের কৃষ্ণসেবার ছলনা কৃষ্ণঅঙ্গে বজ্রাঘাত-চেষ্টার ন্যায় বৃত্তি-বিশেষ,—

"ধিক তাঁ'র কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥"

ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তিতে আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পদধূলিকে যাঁ'রা মস্তকের ভূষণ ক'রতে পে'রেছেন, তাঁ'দেরই মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। দৰিদ্রকে 'নারায়ণ', মানুষের 'জয়ন্তী', কর্ম্মফলবাদী বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে 'হরিজন' প্রভৃতি বলে ভগবদ্ভক্তির প্রতি কি আক্রমণই না করা হ'চ্ছে। অথচ লোকের বহির্ম্মুখতা কত প্রবল ও ঘনীভূত যে, ঐসকল কথায় কোথায় কোথায় দোষ প্রবেশ ক'রছে, তা' তাঁ'রা বুঝে উঠতে পারছে না। একশ্রেণীর লোক বুঝেও বুঝতে চাচ্ছে না। মানুষের দৈহিক উপকার কর, দেবতাদের ও আধ্যাত্মিকতার গোলামী কর, ওদিকে পশুগুলিকে খেয়ে ফেল বা পশুদিগের দেহের প্রতি অত্যধিক দেখা'তে গিয়ে মানুষের অপকার কর, ঈশ্বর-বিষয়ে উদাসীন থাক বা ঈশ্বরকে দিয়ে নিজের বাগানের মালীগিরি করিয়ে নেও—এগুলি সব গৃহব্রতের বিচার। এ সকল গৃহব্রতের কখনও গুরুর উপদেশ বা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি কিংবা পরস্পর পরামর্শদ্বারা মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না। উরুক্রমের অঙ্ঘ্রির সেবা না করা পর্য্যন্ত এসকল অসুবিধা যা'বে না। মনোধর্ম্মিগণ কখনই কারুর অপ্রাকৃত পাদপদ্মের প্রতি হস্ত বিস্তার ক'রতে পারে না।

এক শ্রেণীর লোক মনে ক'রেছেন,— যখন নানাপ্রকার মতবাদ আছে, তখন কোনটী গ্রহণ ক'রব, বুঝতে পারি না বা বুঝবার চেষ্টা করাও বৃথা। যে কোন একটা গ্রহণ ক'রে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন কর এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সিদ্ধান্তই ঠিক মনে ক'রে নিয়ে 'সবই সমান'—এই মত প্রচার কর। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পাদ-পদ্মকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক Preference (সম্মান) না দেওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অসুবিধা কিছুতেই যা'বে না। যে কাল পর্য্যন্ত মহতের পাদপদ্মকে সর্ব্বতোভাবে সেবা না ক'রে নিতে পারি, সে কাল পর্য্যন্ত এ ভবসাগরে ডুব খেতে হবে,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত ও আবর্ত্তে আটকে যেতে হ'বে।

গোপী সকল consort hood-এর হিসাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমস্ত বিসর্জ্জন ক'রে ছিলেন। তাঁ'দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শরণাগত যিনি, তাঁ'র কথা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাই 'গোপী'-'গোপী' জপ ক'রেছিলেন। মুক্তপুরুষসকল গোপীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রে কৃষ্ণসেবা ক'রে থাকেন। মহামহা যোগিসকলের একমাত্র বাঞ্ছা, কাত্যায়নী প্রভৃতি দেবী ও লক্ষ্মীগণের একমাত্র বাঞ্ছা—গোপীগণের পদরেণু লাভ

Personality of Godhead-এর নিকট ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। ব্রহ্মা মনে ক'রেছিলেন,—তাঁ'র মত বুঝি Personality of Godhead প্রভু হ'য়েছেন। কিন্তু ভগবান ব্রহ্মাকে জানিয়ে-ছিলেন যে, কোটি কোটি ব্রহ্মা তাঁ'র বাড়ীর হুকুম তামিল ক'রবার জন্য ব্যস্ত আছেন।

আধুনিক মানবজাতি যেমন মুক্তির বা ভুক্তির ধারণা ক'রে রেখেছে, সে ধারণা বিসর্জ্জনীয় বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ ক'রতে পা'রলে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের কথা বুঝতে পারা যা'বে। নতুবা সেই সকল আধ্যক্ষিক মনুষ্যজাতি গৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিরোধ ক'রবে শুদ্ধ ভজনের কথা না বুঝতে পেরে। ভবিষ্যতেও বিরোধ করতে পারবে। কেননা, গৌড়ীয়মঠের প্রচার লোক ও লোকের [illegible] হ'য়েছে। কেবলমাত্র ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর অনন্তকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠকে রক্ষা ক'রবেন (গৌড়ীয়মঠ) Transcendental Construction (অপ্রাকৃত বস্তুর গঠনমূলক কার্য্য) আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন, আর অন্যান্য সকল আধ্যক্ষিক ব্যক্তি বা সম্প্রদায় Construction-এর নামে destructive work আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। আধ্যক্ষিকতার এবং মতুয়াদের সমস্ত থাকাকাল পর্য্যন্ত এ কথার সত্যতা উপলব্ধ হ'বে না।

যে বস্তু নিজের আত্ম-সংরক্ষণ করতে পারেন, মানুষ যাঁ'কে রক্ষা করতে পারে না, যিনি ভজনীয় বস্তু, সেবক হয়েও নহেন, তিনি বিষ্ণু—সেব্য বস্তু, সেবক নন। ভগবানকে যাঁ'রা সেবা করেন, সেই সেবকগণও ভগবানের ন্যায়ই পূজ্য। কিন্তু যখনই সেব্য-সেবক-বিচারের ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়, তখনই অসুবিধা—দ্বিতীয়াভিনিবেশ এসে যায়। ভগবান্ ছাড়া আর একটি জিনিষ আছে, এটা থেকেই ভীতি আসছে। সমস্ত জিনিষই ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট, ভগবদতিরিক্ত পদার্থ-বোধ এলেই আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি নষ্ট হ'লো—'আমি নিত্যভক্ত, আমার ভজনীয় বস্তুর আনন্দ-বিধানই আমার ভজন এবং ভজনীয়ের প্রীতিই আমার নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণা মুক্তা বৃত্তি,'—এই জিনিষটা তখনই ছেড়ে দেওয়া হ'লো। আমাদের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হ'বে তাঁ'কে ভুলে যাওয়া হ'লো। জগতের যে সব বিভিন্ন মতবাদের বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁ'দের সবারই এইরূপ অসুবিধা হ'বে।

কৃষ্ণ অক্ষজ বস্তু নন, তিনি অধোক্ষজ। বিষয় কথার মধ্যে তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। মনুষ্যজাতি কৃষ্ণেতর কথার যথেষ্ট আলোচনা ক'রছে, কিন্তু কৃষ্ণকথার ভীষণ দুর্ভিক্ষ।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

নিজের সমস্ত জীবনীশক্তি [illegible] সম্যগ্‌ভাবে হরিভজন ক'রবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। [illegible] জীবনীশক্তি অর্পণ না করিলে হরিভজন করা যায় না। [illegible] একটে ইন্দ্রিয় [illegible] হইবে। সমগ্র জীবনীশক্তি ও হরিভজনে [illegible] হইবে। [illegible] কিংবা আধিক [illegible] হরিভজন [illegible] [illegible] বাস্তব হরিভজন হইবে না। [illegible] আমাদের সমস্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক [illegible] হউক। [illegible] হরিভজনে আমাদের [illegible] সমস্ত উদ্যম নিযুক্ত হইলেই ইহাদের চরম সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। [illegible]

[illegible] উদ্যম নিয়োগ করিয়া যে [illegible] হইতেছে, তাহা হইতে উদ্যম [illegible] একবার উদ্যম। [illegible] বাক্যে উদ্যম নিয়োগের [illegible] এসকল উদ্যমে সংসারকার্য্যই [illegible] সমূহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি [illegible] বলেন, তাঁহাদের [illegible] পর্য্যবসিত হয় মাত্র। উদ্যমহীন জড় [illegible] সুখস্বপ্ন নিমগ্ন তাঁহাদের [illegible] বিষয়ের এক [illegible] উদ্যম যাইবে, তাহার ঠিক নাই। [illegible] ভক্তের নির্দ্দেশে [illegible] হইবে, নতুবা [illegible] অভাব।

যাহাতে আমাদের সকল বাধা [illegible] বৈষ্ণব-ভগবানের সুখতাৎপর্য্যময় হয়, তজ্জন্য সতত চেষ্টাশীল থাকিতে হইবে। আমাদের সকল কার্য্যকলাপ, প্রচেষ্টা শ্রীভগবানের [illegible] সুখসম্পাদনোদ্দেশে করিতে হইবে, তাহা হইলে [illegible] বিষয়ে [illegible] না। আমার নিজের হরিভজনের জন্য যেপ্রকার আগ্রহশীল থাকিতে হইবে, অপরেরও যাহাতে হরিভজন হয়, তজ্জন্যও চেষ্টাশীল হইতে হইবে। নিজের [illegible] না থাকিলে [illegible] সাহায্য করবার অধিকার হয় না। নিজের হরিভজনের আদর্শ দেখাইয়া [illegible] যাহা বলা যায়। [illegible] না করিয়া কেবল [illegible] মৌখিক উপদেশ দানদ্বারা [illegible] নাহয়া কার [illegible] কল্পনা [illegible] প্রকার চেষ্টাদ্বারা অনর্থই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আচরণহীন বাক্যবাগীশতার দ্বারা [illegible]

মঙ্গল বিধান করা যায় না। সুতরাং আমা-দিগকে আচারবান্ হইয়া নিজের ও অপরের মঙ্গলের জন্য সতত চেষ্টাশীল থাকিতে হইবে।

একমাত্র কথা—[illegible] [illegible]

[illegible] হইবে না।

— —

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিগ্রহোৎসব

[illegible] উত্থান [illegible] শ্রীচৈতন্য-[illegible] পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দ্র [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] সন্ধ্যা [illegible] একটি সভার [illegible] ও মহাজনদারী [illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিবিধ সংবাদ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
সোমবারে পাঁচ লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০		১৲
" " সিকি কলম	৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৭৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পাঁচ লাইন	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৭৲	১৮৲
এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারের ইহার কার্য্যকারিতা অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

অন্ধদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিং বিভাগে ১৯৭০ সনের জুলাই মাসে অন্ধদের শিক্ষার জন্য শিক্ষকদিগকে ট্রেনিং দেওয়ার যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা এক বৎসরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিয়াছে। গত বৎসর মোট ৪১ জন শিক্ষার্থী—৩৬ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা এই শিক্ষাধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে ২৫ জন—২২ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা—গত এপ্রিল মাসে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। উভয়বিধ পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল—পুঁথিগত ও হাতেকলমে। পুঁথিগত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদিগকে অন্ধদের শিক্ষার ঐতিহাসিক সূক্ষ্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রশ্ন ও অন্ধত্বের দরুণ যে বিশেষ মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয় তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। হাতেকলমে পরীক্ষা বিভাগে শিক্ষার্থীদিগকে ব্রেইল পদ্ধতিতে পঠন ও লিখনে এবং অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে এই শিক্ষা-পর্য্যায়ে ৫৫ জন শিক্ষার্থী—৩০ জন পুরুষ ও ২৫ জন মহিলা—ভর্ত্তি করা হইয়াছে। এই ছাত্রদের সম্বন্ধে প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সহিত ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের, স্কটিশ চার্চ কলেজের ও লরেটো হাউসের ছাত্রগণও যোগ দিয়াছে এবং ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম একজন অন্ধ ছাত্র এই বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছে।

খাদ্য সরবরাহে সরকারের তৎপরতা

যুদ্ধের প্রথম বৎসর ইংলণ্ডের জনস্বাস্থ্যের যেরূপ বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছিল, যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরেও তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। এই বৎসর ইংলণ্ডের উপর তুমুল বিমান আক্রমণ চলায় জনসাধারণকে নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনও অবনতিই লক্ষিত হয় নাই। শিশু মৃত্যু এবং ক্ষয় রোগে মৃত্যুর হার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইলেও সংক্রামক ব্যাধি অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। খাদ্য দ্রব্যের বরাদ্দ অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু ইহার দরুণ সুপুষ্টির যাহাতে অভাব না হয়, তাহারও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় সর্ব্বত্র "ব্রিটিশ রেস্তোরাঁ" খোলা হইয়াছে। বিনা ব্যয়ে দুগ্ধ সরবরাহের বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং স্কুলের ছাত্রদের বিনা ব্যয়ে আহারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া জনসাধারণে খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করা হইতেছে যাহাতে তাহারা বাছিয়া উপযুক্ত খাদ্য খাইতে পারে।

ফ্রান্সে খাদ্যাভাব

ফ্রান্সে নাৎসীদের আলু, জলপাই, ময়দা গরু ভেড়া প্রভৃতি ক্রয়ের ফলে কি কারণে ফ্রান্সে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে তাহা "প্যারিস সয়ার" এর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পিয়ারে লেজারেফ একটি বেতার বক্তৃতায় বিবৃত করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি ফ্রান্স হইতে প্রাপ্ত সরকারী কাগজপত্র হইতে জানিয়াছেন, শ্রমিক, দোকানের কর্ম্মচারী সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকের মাহিয়ানা এত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা পরিবার লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা প্রায় অসম্ভব।

ভারতীয় সৈন্যদের প্রশংসা

কলম্বিয়া বেতার প্রতিষ্ঠানের মিঃ সেসিল ব্রাউন অন্যান্য সাংবাদিকদের সহিত উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। একটি বেতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "ভারতীয় সৈন্যেরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে"। ভারতীয় সৈন্যদের সবল দেহ, শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরিচ্ছন্নতা এবং সজীবতা প্রভৃতি গুণ সাংবাদিকদের সকলকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ন্যাশনাল ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠানের মিঃ জন হয়ং বলেন, "ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে শিখ, পাঠান, পাঞ্জাবী মুসলমান, জাঠ, দোগরা, দক্ষিণ ভারতীয় সকল জাতের ভারতীয়ই আছে। ইহাদের অধিকাংশই অভিজ্ঞ সৈনিক। উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ইহারা আশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিতেছে। ইহারা জগতের সেরা সৈন্যদের মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত"।

ভারতে গ্যাস প্রতিরোধক বস্ত্র প্রস্তুত

অষ্ট্রেলিয়া সরকার গ্যাস-প্রতিরোধক বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষে একটি বড় রকম অর্ডার দিয়াছেন।

কারখানায় বিমান আক্রমণ সতর্কতার কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী নূতন এক প্রকার তৈল-বস্ত্র সম্প্রতি কলিকাতায় প্রস্তুত হইতেছে। এই বস্ত্রের বিশেষ চাহিদা হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধভক্তি বৃত্তিরূপ কণদ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিচারবাদীদের সহিত নিত্যদেবের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিচার [illegible] কল্পনামাত্র হয়। অতএব যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা নিত্যদেবকে দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে? ভক্তদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীবিগ্রহসেবকেরা পৌত্তলিক নহেন। তবে পৌত্তলিক কে, ইহার সংক্ষেপ বিচার করা যাউক। ভগবৎস্বরূপের সহিত সম্বন্ধহীন বস্তুকে যাহারা উপাসনা করে, তাহারা পৌত্তলিক, তাহারা পঞ্চ প্রকার (১) বদ্ধজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, (২) জড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জড়-বিপরীত ভাবকে ঈশ্বর বলিয়া যাহারা পূজা করে, (৩) ঈশ্বরের স্বরূপ নাই স্থির করিয়াছে, কিন্তু স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, অতএব যাহারা উপাসনা সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ কল্পনা করে, (৪) যাহারা চিত্তবৃত্তির শুদ্ধতা ও উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করতঃ তাঁহার একটী কল্পিতমূর্ত্তি ধ্যান করে (৫) জীবকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে।

অসভ্য নানাবিধ ভূতপূজকগণ এবং [illegible], সোলার্ণ প্রভৃতি গ্রহপূজক গ্রীকদেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক। যে সময়ে ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান উদয় হয় নাই, অথচ জীবের ঈশ্বর বিশ্বাস স্বভাবতঃ থাকে, সেই সময় অজ্ঞানবশতঃ যে চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বর পূজা দেখা যায়, তাহাই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। অধিকার-বিচারে ঐরূপ পৌত্তলিকতার নিন্দা নাই। জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনা-ক্রমে যুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্বিশেষ-ভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়। নিরাকারবাদিমাত্রই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিক। নির্বিশেষভাব কখনও ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বরূপ-সম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্ত বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষতাকে একটী বিশেষ বলিলে স্বরূপ সম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপ অদ্ভুত বিলক্ষণ বটে, কিন্তু চিদ্বিরহিত নয়।

চরমে নির্ব্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্ত্তিকল্পনাকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্ত্তির সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে 'ব্রহ্ম উপাসনা' বলা যায় তাহা এই প্রকার পৌত্তলিকতা। কোন ভাবকে অবলম্বন করতঃ ধ্যান করিলে যে শুদ্ধতা তাহা কিরূপে লভ্য হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না

যোগীদিগের কল্পিত ঈশমূর্ত্তি ধ্যানই চতুর্থশ্রেণীর পৌত্তলিকতা, তদ্দ্বারা অন্য কোন লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিত্যস্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ পরম লাভ হয় না। যাঁহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা পঞ্চমশ্রেণীর পৌত্তলিক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামতে ইহা অপেক্ষা আর মহৎ অপরাধ নাই। যে-সকল জীব পূজার্হ, তাহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পূজা করিলে আর জীবে ঈশ্বর বুদ্ধিরূপ অপরাধ করিতে হয় না। শ্রীরাম-নৃসিংহাদির স্বরূপ-ভজন যে পৌত্তলিক ব্যাপার নয়, তাহা সকলে 'ব্রহ্মসংহিতা' পাঠ করিলে বুঝিতে পারেন।

উক্ত পাঁচ প্রকার পৌত্তলিকেরা যে কেবল ভগবৎ-স্বরূপের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহা নয়, তাহারা অকারণ পরস্পরের নিন্দা করে; প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক জড়ীয় আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব-গুণকে ঈশ্বরের প্রধান গুণ মনে করিয়া ভগবৎস্বরূপের অবহেলা করে এবং কল্পিত ও পরিমিত দেবাকারপূজকের নিন্দা করিতে থাকে। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, সমান অধিকারেও পরস্পর লাভ ও উদ্দেশ্যগত বিবাদ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। পৌত্তলিক মাত্রই পৌত্তলিকের নিন্দা করেন, অপৌত্তলিক ও স্বরূপসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তের কোন পৌত্তলিক-ধর্ম্ম [illegible] দেখা নাই। [illegible] যে, যে পর্য্যন্ত স্বরূপ লাভ হয় নাই, সে-পর্য্যন্ত কল্পনা বই আর কি করিবে? [illegible] কিন্তু সাধুসঙ্গক্রমে কল্পনাকে হেয় জ্ঞান করিলে স্বরূপজ্ঞানের উদয় হইবে তখন আর তাহারা বিবাদ করিবে না।

প্রভু ও সেবক

---::(*):---

শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণই প্রভু, সেব্য বা আরাধ্য বস্তু, আর তাঁহাদের অনুগত জনগণই সেবক বা শিষ্য। এই প্রভু ও সেবকতত্ত্বের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তাঁরে চুলে ধরি' আনে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৪৬-৪৭)

শ্রীরূপ সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের ও শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীরামের প্রতি নিষ্ঠার কথা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট উপর্য্যুক্ত কথাগুলি কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ সনাতন শ্রীমুরারিগুপ্তের ও অনুপমের শ্রীরামনিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের ভজন ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে অনুরোধ করায় তাঁহারা উভয়েই এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায়॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৪০-৪২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল রূপ-সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমুরারিগুপ্ত ও শ্রীঅনুপম-বল্লভের উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা ভগবান ও ভক্তের, গুরু ও শিষ্যের, প্রভু ও সেবকের, উপাস্য ও উপাসকের, আশ্রয় ও আশ্রিতের মধ্যে পরস্পরের প্রীতি-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরা অনেক সময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়া থাকি "হে গুরুদেব! হে বৈষ্ণবঠাকুরগণ! আমরা হরিভজন করিতে চাহি, হরিভজন ছাড়া আমাদের জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, আপনারা আমাদিগকে কৃপা করুন।" শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ আমাদের এইরূপ প্রার্থনার কথা শুনিয়া যাহাতে আমাদের হরিভজন হয়, যাহাতে আমরা সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, সেইরূপ উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। আমরাও তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়া ও তদনুসারে কার্য্য করিয়া, শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ক্রমশঃ শ্রীহরিনামাশ্রয় ও দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকি। এইরূপভাবে দশ, পনর, কুড়ি বা ততোধিক বৎসর যাবৎ শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের সঙ্গলাভ, তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ তাঁহাদের উপদেশমত কার্য্য, শ্রীগুরুগৃহে বাস, শ্রীহরিনামাশ্রয়, দীক্ষামন্ত্র-গ্রহণ, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি ভজনাঙ্গ যাজন করিয়াও আমাদের অনেকের হরিভজন হইতে, শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব-সেবা হইতে বিচ্যুতি ঘটে অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রভু শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণবের শ্রীচরণ ছাড়িয়া অন্যস্থানে অন্যকার্য্যে চলিয়া যাই,—এরূপ প্রায়ই দেখা যায়। ইহার কারণ কি?

আমাদের মধ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের অনেকেরই মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হয় যে, শাস্ত্র ও মহাজনগণের মুখে শুনিতে পাই,—'নিমিষে সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়', কিন্তু এখানে শ্রীগুরুগৃহে, শ্রীগুরু বৈষ্ণবের নিকট এত কাল বাস করিয়াও, তাঁহাদের এত সঙ্গ করিয়াও, শ্রীহরিনামাশ্রিত ও দীক্ষিত হইয়াও, এত হরিকথা শ্রবণ করিয়াও, তাঁহাদের এত সেবা করিয়াও যখন অনেকেই তাঁহাদের নিকট হইতে পলাইয়া যাইতেছে, চলিয়া যাইতেছে, যখন তাহারা হরিভজন হইতে ছুটী গ্রহণ করিতেছে, তখন এখানে থাকিয়া, এরূপ গুরু বৈষ্ণব-নামধারিগণের সঙ্গ করিয়া, সেবা করিয়া, তাঁহাদের উপদেশ-মত কার্য্য করিয়া, বা এরূপ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া আমাদের কোন মঙ্গল লাভ হইবে না। এইরূপ চিন্তা বা বিচার হইতে আমরা ইহাও মনে করি যে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ যখন এত এত সেবককে আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের নিজ-জনগণকে ছাড়িয়া দিতেছেন ও দুর্দ্দৈব বশতঃ সেবকগণ হরিভজন ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেও তাঁহাদিগকে আবার চুলে ধরিয়া তাঁহাদের নিকট আনিতে পারিতেছেন না, তখন ইঁহারা সদ্গুরু বা শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত— "সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন" "সেই ঠাকুর ধন্য, তাঁরে চুলে ধরি' আনে।"— এখানকার গুরু-বৈষ্ণব নামধারিগণ এরূপ 'ধন্য প্রভু' বা 'ধন্য ঠাকুর' নহেন, ইঁহারা যদি এরূপ 'প্রভু' ও এইরূপ 'ঠাকুর' হইতেন, তবে তাঁহাদের অনুগত সেবক-শিষ্যগণ কখনও এরূপ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হইতেন না, বা দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হইলেও তাঁহারা নিশ্চয়ই ইঁহাদের কৃপায় আবার ইঁহাদের নিকট না আসিয়া থাকিতে পারিতেন না। সুতরাং এই প্রকার গুরুগৃহ, এই প্রকার মঠবাস, এই প্রকার সাধুসঙ্গ, এইপ্রকার হরিভজন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জগতের সাধারণ লোকের মত গৃহে থাকিয়া নিজেদের সুখ-ভোগের জন্য যত্ন করাই ভাল। এইরূপ চিন্তাও আমরা অনেকে সময় পোষণ করিয়া থাকি।

উপরি উক্ত বিষয়ের এরূপ সংশয় সমস্যার প্রকৃত সমাধান কি, এবিষয় সাত্বত শাস্ত্র ও মহাজনগণের প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও বিচার আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের সকল জীবকে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া তাঁহাদের আত্মমঙ্গল, নিত্য মঙ্গল ও পরম-মঙ্গল বিধানের জন্য গুরুরূপে, বৈষ্ণবরূপে ও শাস্ত্ররূপে মন্ত্র ও শিক্ষা-প্রদানাদি দ্বারা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি না থাকিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের উপদেশমত নিষ্কপটভাবে কেবল হরিভজন করিবার প্রবৃত্তি আমাদের চিত্তে উদিত হয় না। কেবলমাত্র নিষ্কপট হরিভজন-প্রবৃত্তি না থাকিলে ও একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের উপদেশমত সর্ব্বক্ষণ জীবন যাপন করিবার যত্ন না করিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁহাদের দর্শন, সঙ্গ, শ্রবণ-কীর্ত্তন, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি, প্রেমভক্তি —এরূপ ক্রমপন্থায় প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ হইবে না। আর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহাদের শুভদৃষ্টি বা কৃপাদৃষ্টি আমাদের উপর পতিত হয় না। তজ্জন্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা

ব্যতীত ইতর-অভিলাষ আমাদের চিত্তে উদিত হয়, তখন তাঁহাদের পাদপদ্ম-সেবা ছাড়া কৃষ্ণেতর কার্য্য আমাদের ভাল লাগে। এরূপ অবস্থাতেই শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবা হইতে আমাদের বিচ্যুতি ঘটে, আমরা তাঁহাদের অপার মহিমা ও আমাদের প্রতি তাঁহাদের অসীম দয়ার কথা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না।

ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে, উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে এমনই দৃঢ় সম্বন্ধ যে, কেহই কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।

বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ
সৎপতিং যথা॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৬, ৬৮)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,— সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, আমিও তাঁহাদের ভিন্ন আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধুগণ তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করে।

ভক্ত ইহাও বলিয়া থাকেন,—
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদাশ্রিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল জগতে আছেন এবং তাঁহারাই জগতের সকল জীবকে তাঁহাদের পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন। জগতের সকল জীব সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের পাদপদ্ম সেবানিরত, তাঁহাদের পাদপদ্মের সঙ্গে যোগযুক্ত ও তাঁহাদের পাদপদ্মে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিয়া সেবানন্দ লাভ করুক, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ইচ্ছা এবং ইহাই তাঁহাদের একমাত্র প্রীতির বিষয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রকৃত অনুগত সেবক-শিষ্যগণও তাঁহাদের পাদপদ্মে নিষ্কপটভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ কেবল তাঁহাদের প্রীতি-বিধান করিয়া তাঁহাদের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মের অসীম মহিমা ও দয়ার কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। সেইজন্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবই যে তাঁহাদের জীবনের ধন, তাঁহাদের নিত্যকালের পরম বন্ধু পরমাত্মীয় ইহা তাঁহারা চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস ও উপলব্ধি করেন। এইজন্য প্রাণ গেলেও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম এক মুহূর্ত্তের জন্য ও তাঁহাদের ছাড়িবার ইচ্ছা হয় না, ছাড়িতে গেলে যেন প্রাণ ফাটিয়া যায় এইরূপ মনে হয়। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগী ও অন্যাভিলাষিগণের মত চিত্তবৃত্তি ও ভাবযুক্ত থাকিলে, বাহ্যদৃষ্টিতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিকট বাস, গুরুগৃহে বাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ, তাঁহাদের সেবা ও হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও আমরা তাঁহাদের অসীম মাহাত্ম্য ও দয়া বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত ও দৃঢ়নিষ্ঠ হইতে পারি না।

আমরা আমাদের প্রভু শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম ছাড়িয়া, তাঁহারা যে স্থানে আছেন, সে স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাইবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট না হইয়া এবং একমাত্র তাঁহাদের উপদেশ ব্যতীত নিজ নিজ দুষ্ট মনের পরামর্শ বা খেয়াল-অনুসারে নিজেদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্য্যে নিযুক্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে আমাদের নিত্যকালের পরম বান্ধব, পরম হিতাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মীয়, অত্যন্ত আপনজ্ঞান করিলে এবং তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে থাকিয়া অন্তরে ও বাহিরে নিষ্কপটভাবে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের উপদেশমত জীবন যাপন করিবার জন্য যত্নবান্ হইলে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ কখনও আমাদিগকে তাঁহাদের পাদপদ্ম হইতে বিতাড়িত করেন না।

শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল এই জগতে আছেন, যেখানেও তাঁহারা জগতে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের অশোক-অভয় অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের স্থান দিবার জন্য কতভাবে কত যত্ন চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগকে এক মুহূর্ত্ত তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম ছাড়া করিতে চাহিতেছেন না। অজ্ঞতা [illegible] দুষ্প্রবৃত্তিবশতঃ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হইয়া কোন সময় আমরা তাঁহাদের সেবা পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইলেও তাঁহারা আমাদের চুলে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের শ্রীচরণ-পার্শ্বে রাখিতে চাহিতেছেন, ইহা কেবলমাত্র একান্ত শরণাগত, নিষ্কিঞ্চন ও নিষ্কপট সেবকগণই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব-চরণে আন্তরিক প্রীতিবিশিষ্ট হন। কিন্তু আমার ন্যায় শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব চরণে অপরাধী সেবাবিমুখ, অন্যাভিলাষী কপট ব্যক্তি ইহা কখনও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে দৃঢ়নিষ্ঠ ও প্রীতিবিশিষ্ট হইতে পারে না। শ্রীগুরু পাদপদ্মে আত্মসমর্পণকারী, একান্ত শরণাগত, একমাত্র শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-[illegible] সেবকের নিকটই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য প্রকাশিত করেন ও তাঁহাদিগকে কখনও তাঁহাদের পাদপদ্ম-ছাড়া করেন না। আর অন্যাভিলাষী কপট ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য প্রকাশিত করেন না। সেই জন্য তাঁহারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া থাকে, নিষ্কপটভাবে তাঁহাদের উপদেশ পালনে যত্নবান্ হয় না, তজ্জন্য পরিশেষে শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম হইতে তাঁহাদের বিচ্যুতি ঘটে।

শ্রীগুরূপদেশ

(মঙ্গলারাত্রিক-সম্বন্ধে)

কেবল ঘড়ির কাঁটা দেখিয়াই অর্থাৎ ভোর ৪টার সময়, ৪।০ টার সময় কিংবা ৫টার সময় শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক করিতে হইবে না। শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনকারী সেবক সর্ব্বক্ষণ শ্রীবিগ্রহের ইন্দ্রিয় প্রীতি সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া [illegible] জাগাইবেন। শরণাগত, নিষ্কপট [illegible] অর্চ্চক শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুতে [illegible] সুখ দুঃখাদি অনুভব করিবেন, সেই অনুভূতি অনুসারে ভোর বেলা যে সময় ঠাকুরকে জাগাইলে শীত বা গরমে শরীরের কোন কষ্ট হইবে না বুঝিবেন, সেই সময় ঠাকুরকে জাগাইতে হইবে।

শ্রীগুরু পাদপদ্মে একান্ত শরণাগত, একমাত্র আত্মসমর্পণকারী, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে শ্রদ্ধাবান্ সেবোৎসাহপূর্ণ ও সেবাপ্রাণ অর্চ্চক সেবা। শাস্ত্রের [illegible] লক্ষ্য রাখিয়া ঠাকুরকে জাগাইলে তাহাতে ঘড়ির কাঁটার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিবে না। শীত-গ্রীষ্মাদি সকল ঋতুতেই মঙ্গলারাত্রিকের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক করা যাইবে না। পূজারীকে অর্চ্চকের শ্রীবিগ্রহের সুখানুভূতি অনুসারে কোন দিন ভোর ৪টার সময়, কোন দিন ৪।০টার সময়, কোন দিন ৫টার সময়, কোন দিন বা ৫।০ টার সময়, —এইরূপে মঙ্গলারাত্রিক হইতে পারে।

অর্চ্চনকারী সেবক মঙ্গলারাত্রিক দর্শনকারী বা মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনকারীদের সেবার সুযোগ সুবিধা বা ইচ্ছা অনুসারে ঠাকুর জাগাইবেন না, বা মঙ্গলারাত্রিক করিবেন না, অর্থাৎ অর্চ্চনকারী মঙ্গলারাত্রিক দর্শক বা গায়কগণের ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিবেন না, অর্চ্চনকারীর ইচ্ছার অধীন হইয়াই অপরাপর সকলকে চলিতে হইবে।

এইরূপে কোন শ্রীবিগ্রহের সুখানুভূতি [illegible] হইয়া অর্চ্চনকারী [illegible] ভোর বেলায় ঠাকুরকে জাগাইবেন, [illegible] মঙ্গলারাত্রিক দর্শনকারী [illegible] 'সেবা' দর্শন [illegible] [illegible] আছে, তিনি যথাসময় [illegible] উপস্থিত হইয়া, মঙ্গলারাত্রিক দর্শন [illegible] সুযোগ বা সৌভাগ্য পাইবেন। [illegible] শ্রদ্ধা বা প্রীতি নাই, তাহার এইপ্রকার সুযোগ বা সৌভাগ্য না ঘটিতে পারে।

[illegible] অর্চ্চকের [illegible] দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। [illegible] শ্রীবিগ্রহে শ্রদ্ধা ও প্রীতি না থাকে, [illegible] [illegible] ভাবে মঙ্গলারাত্রিক করা যাইতে পারে না [illegible] সেবা [illegible] ইহাতে অপরাধ সংঘটিত হইবে। অতএব অর্চ্চক শ্রীবিগ্রহ শ্রীগুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য, শ্রীবিগ্রহে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি, সেবোৎসাহ [illegible] নিষ্কপট [illegible] [illegible] অপরাধ শূন্য হইয়া থাকা উচিত।

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

[illegible]

শ্রীগোপীনাথ মঠে হরিকথা

[illegible]

[illegible] সংবাদ

[illegible]

সাধুসঙ্গ সাধুসেবা [illegible] জন্ম। ভবমধ্যে সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৪ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২রা অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৮ই নভেম্বর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ২০৩৬ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ কেশব, শিব প্রত্যয়, গৌরাব্দ ৪৫৫

প্রকৃত শ্রীগুরুসেবকের স্বরূপ

——::(•)::——

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত থাকিলে শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সর্ব্বপ্রথম হইতেই সেই ভাগ্যবান্ জীবের চিত্তে এইরূপ কামনার উদয় হয়,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
(শ্রীশিক্ষাষ্টক—৪র্থ শ্লোক)

অর্থাৎ হে জগদীশ (কৃষ্ণ), আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

এইরূপ কামনা হইতে সেই ভাগ্যবান্ জীবের চিত্তে "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়"—এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয়। তখন তিনি সরল-প্রাণে কাতরভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে পূর্ব্বোক্ত অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা করিতে থাকেন। এইরূপ শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে হইলে সদ্গুরু বা প্রকৃত সাধুসঙ্গের যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাও সেই ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণকৃপায় ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাহা লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। কৃষ্ণ তখন কৃপা-পূর্ব্বক শ্রীগুরুবৈষ্ণবরূপে সঙ্গদান করিয়া সেই ভাগ্যবান্ জীবকে আত্মসাৎ করেন—পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী করেন।

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিশালী ভাগ্যবান্ জীব কি প্রকারে শুদ্ধভক্তি বা প্রেম-ভক্তিলাভের অধিকারী হন, তদ্বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়াছেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের
'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচিভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে
কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দধাম॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯-১৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপর্যুক্ত বাণী এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের উপদেশসমূহ আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টভাবেই ইহা বুঝিতে পারি যে, এইরূপ ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণকৃপায় সদ্গুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে প্রথম হইতেই এইরূপ গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয় ও তাঁহাদিগকে তাঁহার ইহপরকালের পরমহিতৈষী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান হয়। তৎকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ সেই সরলপ্রাণ একমাত্র আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিকে যতই আত্ম-মঙ্গলোপদেশ প্রদান করেন, সেই শ্রদ্ধালু-ব্যক্তি সেই সমস্ত উপদেশই শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রত্যেক উপদেশ নিজ-জীবনে পালন করিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়া থাকেন। তৎফলে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অনর্থ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, বিচার-আচার, চিন্তাস্রোতঃ, সমস্তই ক্রমশঃ বিদূরিত হইয়া শুদ্ধভক্তিতে ক্রমে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি ও প্রেমের উদয় হইতে থাকে।

এই প্রকার শুদ্ধভক্তিলাভে যত্নবান্ বা প্রেমভক্তিধনে ধনী ভাগ্যবান্ জীবই প্রকৃত গুরুসেবক-নামের যোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"—এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য অর্থাৎ অনুকূলভাবে কৃষ্ণ-বিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি, তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই, তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা আবৃত নহে, ইহা ভাগ্যবান্ শ্রীগুরুসেবক বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"—এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে একমাত্র শুদ্ধভক্তি বা পূর্ব্বোক্ত উত্তমা ভক্তি লাভে যাঁহার একান্ত ইচ্ছা, কৃষ্ণ কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহার সেই নিষ্কপট ও একান্ত ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য শ্রীরূপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণের দুর্লভ সঙ্গ তাঁহাকে প্রদান করেন। শ্রীরূপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণ এইরূপ নিষ্কপট অনুগত জনগণকে কেবল আত্ম-মঙ্গলকামী দেখিয়া সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জনের উপদেশ প্রদান করেন। ভাগ্যবান গুরুসেবকগণকে নিষ্কপট শরণাগত ও কেবলমাত্র শুদ্ধভক্তিলাভের ইচ্ছুক দেখিয়া শ্রীরূপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে যে কেবল উত্তমা ভক্তিধনের অধিকারী করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন, আর শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রদত্ত এই উত্তমা ভক্তি বা প্রেমধন শ্রদ্ধার সহিত আদরে গ্রহণ করিলে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে পরমপ্রীতি লাভ করেন, তাহা তদনুগ এই ভাগ্যবান্ নিষ্কপট সেবকগণ বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন।

আমি যে একমাত্র শুদ্ধভক্তি বা উত্তমা-ভক্তি লাভ করিতে চাই, তাহাই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পরমবন্ধু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপা-পূর্ব্বক প্রদান করিবার জন্য স্বীয় আচরণ ও কৃপোপদেশের দ্বারা—শুদ্ধ-ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বক্ষণ শিক্ষা দিতেছেন, নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী শ্রীগুরুসেবক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় ইহা যতই প্রাণে উপলব্ধি করেন, ততই সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি ক্রমশঃ তাঁহার পরমাত্মীয় ও আপন-জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইতে থাকে।

এইরূপে সেই ভাগ্যবান্ নিষ্কপট আত্ম-মঙ্গলকামী গুরুসেবকের শ্রীরূপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রাণের টান, অনাসক্তি যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি ও সেবোৎসাহের সহিত কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের আদেশ পালনে, তাঁহাদের প্রীতিজনক কার্য্য করিতে প্রাণ-পণে যত্ন করিয়া থাকেন। তাহাতে শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণেরও স্নেহদৃষ্টি, শুভদৃষ্টি বা কৃপা-

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০		

এক বৎসরের ঃ

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

হের হিটলারের হেড কোয়ার্টার

হিটলারের বেসব বিশ্বস্ত অনুচর সম্প্রতি রুশদের হেড কোয়ার্টার পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণে জানা যায় যে, রাশিয়ার এক গহন অরণ্যে অবস্থিত হিটলারের হেড কোয়ার্টার লোক-চক্ষুর অন্তরালে উত্তমরূপে লুক্কায়িত শিবির ও কুটীরশ্রেণী সমন্বিত একটি নগর-বিশেষ। তাহার হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হইলে তাহা যাহাতে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য তাহার সাঁজোয়া ট্রেণ নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। হেড কোয়ার্টারের চতুঃপার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া অধিবাসীদিগকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। ভ্রমণের সুবিধার জন্য হেড কোয়ার্টারে বহু লরী এবং মোটরেরও সমাবেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি শয়ন-কক্ষরূপে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। নাৎসী প্রচার কর্ত্তা ডিয়ে্ট্রিক-এর জন্য রেডিও ও টেলিপ্রিণ্টার সমন্বিত একটি বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই সবের সাহায্যে তিনি বার্চ্টেসগাডেন ও বার্লিনস্থিত মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন। একটি লরীতে চলচ্চিত্রের সাজ-সরঞ্জাম রক্ষিত আছে। এতদ্দ্বারা নাৎসী-নায়ক চলচ্চিত্রের সাহায্যে প্রচারকার্য্য ও জার্ম্মাণীর যুদ্ধ কিরূপ-ভাবে চলিতেছে তৎসম্পর্কে একটা ধারণা করিবার সুযোগ পান। ফুয়ারর সব সময়েই তাহার পুরাতন সঙ্গী ও অনুচরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিতে ভালবাসেন। সম্প্রতি তিনি এডলফ হিটলার রেজিমেণ্টের রণাঙ্গন-স্থিত হেড কোয়ার্টারে তাহার এড্‌জুট্যাণ্ট মুলার-এর নিকট এক তার প্রেরণ করেন, কিন্তু তার প্রেরণের পূর্ব্ববর্ত্তী দিনে তিনি নিহত হইয়াছেন বলিয়া জানিতে পারেন।"

সিংহলে স্বাধীনতার দাবী

সিংহল শাসনতন্ত্রের সংস্কার-সম্পর্কে কলোনি সচিব যে পার্লামেণ্টারী কমিশন প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছেন, উক্ত কমিশন সিংহলে আগমন করিলে উহাকে বর্জ্জন করিবার জন্য কংগ্রেসের আগামী ২২শে অধি-বেশনের নিকট প্রস্তাব করিয়া নিখিল সিংহল কংগ্রেসের কমিটির অধিবেশনে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সিংহলীদের এখনই স্বাধীন হওয়ার অধিকার আছে এবং যুদ্ধের পর শাসন-সংস্কার সম্পর্কে বৈঠক আহ্বান কিংবা পার্লামেণ্টারী কমিশন গঠনের প্রস্তাবের নিন্দাও ঐ প্রস্তাবে করা হইয়াছে। বৃটিশ সরকারের উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদে সিংহলব্যাপী কমিশন বা বৈঠক বর্জ্জনের জন্য কংগ্রেসের আগামী ২২শের অধি-বেশনের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে।

রাশিয়ায় বৃটিশ রাজদূত

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে শীঘ্রই বৃটিশ মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইবে বলিয়া জোর গুজব রটিয়াছে। রাশিয়ায় বৃটিশ রাজদূত হিসাবে তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। রাশিয়ার মৈত্রীলাভের জন্য তিনি মস্কো গিয়াছিলেন। উহা এক্ষণে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন কোন মহলের ধারণা এই যে, রাশিয়ার মিত্রশক্তিবর্গের কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের কার্য্যভার সম্পূর্ণরূপে অপর এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা যাইতে পারে। কারণ, তথায় এক্ষণে একটা ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত উহার কার্য্য চলিতেছে। এরূপ জানা গিয়াছে যে, অধুনা জনৈক বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলকে বলেন যে, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে মন্ত্রি-সভায় গ্রহণ করা হইলে ব্যবসায়ীমহল আনন্দিত হইবেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইলে ভারতীয়গণ আনন্দিত হইবে। কারণ ভারত সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব অত্যন্ত সুপরিজ্ঞাত।

রাশিয়ার জন্য বৃটিশ বিমান

বৃটিশ বিমান সচিবের দপ্তরের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, রুশ রণাঙ্গনের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণের জন্য শত শত হ্যারিকেন বিমান সন্নিবেশ করা হইতেছে। বৃটিশ বিমান বিভাগের কর্ম্ম-চারীগণ রাশিয়ান বৈমানিকদিগের শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

পাঞ্জাবী ভাষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ১৯৪৪ সাল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টার-মিডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষার জন্য পাঞ্জাবী ভাষাকে অন্যতম দেশীয় ভাষারূপে গণ্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ১১ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩রা অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৯শে নভেম্বর, ইং ১৯৪১, বুধবার } ২০৫৩নং সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ কেশব, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

সাধন

—:০:(*):০:—

হরিভক্তির সাধনই আমাদের একমাত্র কৃত্য—এই উপদেশ বদ্ধজীব আমরা সাধু-শাস্ত্রের নিকট হইতে সকল সময়েই পাইয়া থাকি। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের এবং শাস্ত্রের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়া বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট লোক আমরা বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকেই সাধন-ভক্তি মনে করিতেছি। সাধু ও শাস্ত্র কাহাকে সাধন বলিতেছেন, তাহা তাঁহাদের আনুগত্যে আমাদের জানিতে চেষ্টা-বিশিষ্ট হওয়া দরকার। যে ক্রিয়া-দ্বারা অভীপ্সিত উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হয়, তাহাকেই সাধন বলা হয়, নিরর্থক কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে সাধন বলা যায় না। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি নিরর্থক বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে সাধন বলিয়া স্বীকার করেন না। ধর্ম্মজগতে যিনি যেপথই অবলম্বন করুন না কেন, ভগবদ্বস্তু লাভই প্রকৃত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—একমাত্র ভক্তি-ব্যতীত অন্য সকল পথই সেই উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করে।

ভক্তি আত্মার নিত্য সহজ বৃত্তি। দেহ-মনের দ্বারা কখনই ভক্তির অনুশীলন হয় না আমরা বদ্ধজীব, আত্মধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছি। দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া আমরা যাহা কিছু করি না কেন, সকলই জড়ক্রিয়ামাত্র, আত্মার উপরে জড়ক্রিয়া কখনই প্রযুক্ত হয় না। এ কথা শুনিয়া বা কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়া আমাদের একটা নৈসর্গিক চিন্তা-স্রোত আসে যে, কৃত্রিম উপায়ে মনোনিগ্রহাদির দ্বারা মন স্থির করিয়া বুদ্ধি বা চিত্ত শুদ্ধ করিতে পারিলে আত্মস্বরূপ জাগরিত হইবে, তখন ভক্তির অনুশীলন করিলে আমরা ভক্তির প্রকৃত সন্ধান পাইতে পারিব। সাধনকালে আমরা কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদির অনুশীলন করিয়া সত্ত্বশুদ্ধি করি, শুদ্ধসত্ত্বে ভক্তিবৃত্তির উদয় হইলে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করিব। ভাগবত বলেন,—কর্ম্মজ্ঞানাদির অনুশীলন আমাদের অচিদ্‌বৃত্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু আত্মধর্ম্ম সম্পূর্ণ চিদ্‌বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অচিদ্‌বৃত্তির দ্বারা কখনও চিদ্‌বৃত্তির জাগরণ হয় না, অধিকতর সুপ্ত হয় মাত্র।

'যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ', 'যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভি-র্মনঃ', 'প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ', ন সাধয়তি মাং যোগঃ' প্রভৃতি শ্লোকে, যোগ,'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্' 'কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে,' 'কর্ম্মণ্যকর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে,' 'প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি 'নারায়ণপরাঙ্মুখম্' প্রভৃতি শ্লোকে কর্ম্ম, 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য,' 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ,' 'জীবন্মুক্তা অপি প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য শ্লোকে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির প্রয়াস শ্রীমদ্ভাগবত নিরাস করিয়াছেন।

অনিত্যবস্তুর দ্বারা নিত্যবস্তুর উদ্বোধন হয় না, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিত্যবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার নিত্য অভিমান লইয়া নিত্যের সন্ধান আমি পাইতে পারি না, আবার অন্যদিকে নিত্যের অনুশীলন না হইলে অনিত্য অভিমানের হাত হইতে ছুটীও বা পাইব কি করিয়া?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত-সর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা॥

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীহরির কথা শ্রবণ করেন বা কীর্ত্তন করেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হ'ন। কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা স্বীয় স্বজনগণের ভাবরূপ কমলাসনে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সকল প্রকার মলিনতা সম্পূর্ণরূপে নাশ করেন,—যেমন শরদৃতুর আগমনে নদী পুষ্করিণী সকলই নির্ম্মল হইয়া থাকে। এইরূপে যাঁহার হৃদয় ধৌত বা পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না—যেমন কোন প্রবাসী পুরুষ সর্ব্বপ্রকারে ক্লেশমুক্ত হইয়া নিজভবনে আগমন করিলে আর তাহা ত্যাগ করিতে চান না।

শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" শ্লোকে শ্রবণ-কীর্ত্তন ভক্তিরই অঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছেন। আমি দেহমনের দ্বারা শ্রবণ করিতে পারি না, শ্রবণ-কীর্ত্তন না হইলে আমার দেহ মনো-ধর্ম্মের ছুটীও হইবে না, তাহা হইলে আমার সাধন কিরূপে হইবে? অনেকে আবার বলিতে থাকেন যে, ভক্তিই জীবের সাধন, সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞানদ্বারাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু ভাগবতের বাণীতে আমরা পাই যে, যাহারা কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাহারা [illegible] করেন মাত্র, কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবদ্বস্তু লাভ তাহাদের হয় না। ভক্তি দ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়। 'ভক্তি-যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং'—এই বাক্যে ভক্তি দ্বারাই ভগবদ্দর্শনের কথা বলা হইয়াছে। শ্রুতি বলেন,—

'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী।' ভক্তিই জীবকে ভগবৎসান্নিধ্যে লইয়া যান, ভক্তিই তাঁহাকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরাৎপর ভগবান্ কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকেন। ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম। [illegible] লইয়া যান—[illegible], তিনিই [illegible]। [illegible] পূর্ণ পুরুষ ভগবান্‌কে বশীভূত করা যায়, তাহাই আমাদের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। সাধ্য ও সাধনকালে আমরা ভক্তিই পাই। মহাজনগণ ভক্তিকে তিন প্রকার স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শাস্ত্র বলেন—নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকটন-সাধন যাহা দ্বারা হয়, তাহা সাধন ভক্তি। আমার জড় দেহ মনের দ্বারা আমি যাহা কিছু অনুশীলন করিতে পারি, তাহা সকলই জড়। সেই সকল জড়ক্রিয়া দ্বারা কিরূপে চিন্ময় আত্মার নিত্যসিদ্ধ [illegible] প্রবর্তন-কার্য্য সিদ্ধ হইবে? [illegible] আমাদিগকে বলেন—শ্রীমদ্ভাগবতে 'শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং' শ্লোকে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা জড়দেহ-মনের নহে, সেবোন্মুখ চিৎকর্ণ জিহ্বা

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

ও মনের দ্বারাই এই শ্রবণ কীর্ত্তন সাধিত হয়। আবার এই সেবোন্মুখতা লাভ করিবার জন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। [illegible] আমরা যে [illegible] কীর্ত্তন করিব হস্ত পদ দ্বারা অর্চ্চন করিব, পদদ্বারা [illegible] নাম-ধারণা — যাহা কিছু করিব, তাহার কিছুই আমাদের [illegible] না হইলেও, [illegible] তাহাকে সাধনভক্তি বলা যাইবে না [illegible] হয়, [illegible] চিত্তে [illegible] অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত [illegible]। তাঁহার কৃপা [illegible] হইতেও [illegible] বিস্তার [illegible] মান হইতে [illegible] জড়াসক্তি [illegible] নিযুক্ত থাকিয়া আত্মধর্ম্মের বিকাশে বাধা দেয়। যখন মনের উপর হইতে [illegible] তখনই চিন্ময় বা আত্মধর্ম্ম মনে বিকশিত হয়। মনঃ ইন্দ্রিয়াদি [illegible] ছাড়িয়া মন আত্মানুগত হইতে থাকিলে সকল ইন্দ্রিয় [illegible] করে। এই আত্মানুগ মনের [illegible] যে ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন হয়, তাহাই আত্মবৃত্তি — [illegible] অনুষ্ঠান করে, [illegible] তাহাকে সাধনভক্তি বলা যাইতে পারে। আত্মবৃত্তি দ্বারা চালিত মন ও ইন্দ্রিয় যে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহার দ্বারাই আত্মগত নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকটন হয়, তাহাই সাধন ভক্তি। শ্রীল [illegible] দ্বারা তাহা [illegible] দিগকে জানাইয়াছেন। [illegible] দর্পণে মুখ দেখা যায় না, [illegible] তাহার জন্য যে দর্পণ [illegible] শক্তি নাই মনে করিব, তাহা নহে। [illegible] তাহার মুখ দেখা যাইবে। এই [illegible] সাধন ক্রিয়া। আর একটী উদাহরণ [illegible] মধু [illegible] পার্ব্বতী [illegible] হইবে। [illegible] সাধনক্রিয়া [illegible] আনন্দ [illegible] মানবতা [illegible] আছে — [illegible] এই মানবতা দূর করিতে হইবে [illegible] কার্য্য করিতে হইবে, [illegible] অনুভূত হইবে [illegible] হইবে, তাহা না হউক। [illegible] কখনই [illegible]

মনে হইবে না। সাধনভক্তি এই জাতীয় নহে। তাহা সাধকের নিত্য আছে। [illegible] তাহার উদাহরণ দিয়াছেন, [illegible] আছে, [illegible] শক্তি সঞ্চিত আছে। কিন্তু [illegible] আমি যদি মনে করি, [illegible] তাহা হইবে। [illegible] একটী [illegible] জড় [illegible] নিত্য [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] হয়। সাধনক্রিয়া [illegible] নয়, কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান। সাধনভক্তি [illegible] সাধনভক্তি ও সেবাভক্তির প্রকাশ। যেমন একটী [illegible] থাকা অবস্থা। [illegible] কৃষ্ণসেবার সম্পূর্ণ উপযোগী।'

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে 'শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যখন জড়েন্দ্রিয় দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় সে সময়ে ঐ [illegible] অনুষ্ঠান বলা যায় না, [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। [illegible] দ্বারা মনঃশুদ্ধি করিয়া পরে আত্মধর্ম্মের অনুশীলন করিবার কথাই এখানে [illegible]। অচিদ্ [illegible] দ্বারা [illegible] উদ্বোধন হয় না, [illegible] হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে [illegible]।' আমরা আমাদের [illegible] সন্ধান লইতে চাই, [illegible] জয় করিয়া [illegible] চাই বাধ্য [illegible] আমাদের একটা নৈসর্গিকী প্রীতি আছে। সেই প্রীতির [illegible] অর্থাৎ [illegible] চিদ্রাজ্য দেখিতে চাই, আর সেই বুদ্ধি লইয়া বিচার করি, [illegible] বিচার করিবার চেষ্টা আমরা [illegible] না কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদি জড়কর্ম্মের, আত্মধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ভক্তির অঙ্গসমূহ [illegible] নহে। ভক্তি সর্ব্বদাই চিন্ময়ী, [illegible] থাকা পর্য্যন্ত তাহাকে আমার নিকট জড় বা [illegible] মনে হয় [illegible] অর্থাৎ আমাদের [illegible] জড়ত্ব [illegible] ভক্তির অনুশীলন [illegible] আত্মবৃত্তি [illegible] প্রকাশিত হন। আত্মায় [illegible] অনুশীলন [illegible] আত্মবৃত্তি [illegible] না।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা বা চতুঃষষ্টি প্রকার যে ভক্তি অঙ্গসমূহ আছে, কর্ম্ম ও জ্ঞানানুশীলনেও তাহার অনুষ্ঠানাদি দেখা যায়। সুতরাং তাহাদিগকে ভক্তির অঙ্গ

কোন সময় বলিব? ভক্তিপথের পথিক হইয়া যিনি সাধন করেন, তিনি যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া সাধন করুন না কেন, তাহার অবস্থা। অনিত্য নহে। আজ সাধ্যের উপায় বলিয়া যাহাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিতেছেন, দুইদিন পরে সাধ্যবস্তু পাওয়া হইয়াছে মনে হইলে অনাবশ্যক বোধে কর্ম্মী ও জ্ঞানী সেই সকল অনুষ্ঠানকে পরিত্যাগ করিবেন, কর্ম্মী ও জ্ঞানী জড়াভিমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চিন্ময়বৃত্তি পাইবার আশা করেন [illegible] কর্তৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হইয়াই সব অনুষ্ঠান করেন। ভক্তিযাজী সর্ব্বদাই আত্মবৃত্তির অনুগত হইয়া শ্রীগুরু-কৃষ্ণের প্রসাদভিখারী। তিনি প্রথম হইতেই আদি, মধ্য ও অন্তে গুরুকৃষ্ণের কৃপাদ্বারা চালিত হন। "কোন ভাগ্যে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ"॥ ভক্তিলতার বীজ আত্মাতে উপ্ত হয়। গুরু-কৃষ্ণের কৃপা বিন্দু দেহ বা মনের উপর হয় না। গুরুকৃষ্ণ পারপূর্ণ চিদ্বস্তু, আত্মবস্তু, বা নবদ্বয় অনিত্য নশ্বর জড় দেহমনের সহিত তাঁহার কোন পরিচয়ই নাই। জীবের পূর্ব্বাচরিত সুকৃতির ফলে যখন সে ভগবানের [illegible] হয়, তখন গুরুরূপে কৃষ্ণ স্বয়ংই তাঁহাকে কৃপা করিয়া থাকেন। জীবের আত্মায় গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ নিহিত হইলে জীব তখন জড়াভিমান হইতে মুক্ত হইতে না পারিলেও অংশে আত্মবৃত্তির আনুগত্য করেন, ইহা গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদেই সম্ভব হয়। জড়াভিমানে বশীভূত হইয়া অবশেষে যে ভক্তির অনুশীলন করেন, তাহাই তাহার সাধনভক্তি। গুরুকৃষ্ণের কৃপাই সাধন, তাহা কিছু জড় নহে, জড় কেবলমাত্র আমাদের অভিমান। জড়াভিমানই আমাদের নিকট গুরুকৃষ্ণ প্রসাদকে সাধনক্রিয়ারূপে প্রতিভাত করে। বস্তুতঃ ঐ সকল অনুশীলন কিছু জড় নহে। আমাদের জড়চেষ্টা আমাদের চিত্তশুদ্ধি করে না, গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ বা ভক্তিদেবীই চিত্তশুদ্ধি করান। শয্যায় শায়িত ক্ষুদ্র শিশু হস্ত প্রসারিত করিয়া জননীর মস্তক ধরিতে গেলে মাতা নিজ মস্তক নমিত করিয়া তাহার নিকট ধরা দেন, অপর একটী অনভিজ্ঞ শিশু ইহা দেখিয়া মনে করিতে পারে যে, শায়িত শিশু নিজ চেষ্টাতেই জননীর মস্তক ধরিয়া ফেলিয়াছে। নিষ্কপট সরল [illegible] ও গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ জড়েন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিবার জন্য যত্নপর হইলে যদিও সে চেষ্টা—যেখানে গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ আসনগ্রহণ করিয়াছেন—সেই আত্মায় পৌঁছায় না, তবুও ভক্তিদেবী কৃপা করিয়া সে চেষ্টাকে ব্যর্থ না করিয়া তাহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কে ভক্ত্যুন্মুখ করাইয়া দেন।

হ্লাদিনীসার সমবেত সম্বিৎশক্তিই ভক্তি-শক্তি। অণুচিদ্ জীবের হ্লাদিনীবৃত্তি যখন হ্লাদিনী বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের এবং সম্বৎ-বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদে নিরুদ্দিষ্ট হয়, তখনই তাহাকে ভক্তি বলা হয়। জীব অণু হইলেও তাহার আত্মগত এই বৃত্তি অনন্তগামিনী। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ও ভক্তি ভিন্ন বস্তু নহে। "গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ" বলিতে ভক্তিলতার বীজ তখনই পাওয়া গেল, আত্মাতে তাহার একেবারেই অভাব ছিল, তাহা নহে। ভক্তি বীজ, যাহা ভাবরূপে জীবের বৃত্তিতে ছিল, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ তাহাতে রূপ দান করিয়া থাকেন। ভক্তিবৃত্তি বা সেবনবৃত্তি, যাহা জীবের চিদ্বস্তুে অন্তর্হিত ছিল, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে তাহারই আভব্যক্তি হয়। জীবাত্মায় গুরুকৃষ্ণের কৃপাধিষ্ঠান নিত্যকালই আছে। যখন তাঁহারা জীবের সেবনবৃত্তিকে বিকশিত করিবার জন্য শক্তিসঞ্চার করেন, তখনই জীবহৃদয়ে ভক্তিবীজ উপ্ত হয়। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত জীবের সেবনবৃত্তির অভিব্যক্তি বা প্রকাশ অথবা তাহার আশ্রয় কিছু নাই অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত জীবের সেবাবৃত্তির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। ভোগবুদ্ধির জন্য বদ্ধ জীবাত্মা জড়াভি-নিবিষ্ট মনের দ্বারা এই প্রসাদের কোন সন্ধান পাইতে পারে না, তখন গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ আমাতে নাই এবং তাহার অধিষ্ঠান আমাতে হইতে পারে না—এইরূপ বুদ্ধি হয়, এই বুদ্ধিই জড়াভিমান। এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীব অভক্ত। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদাধিষ্ঠান আমাতে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে আমি যখন তাহার কোন সন্ধান পাই না, তখন আমি আমার নিজের জড়-চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ অচিদ্বৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হইতেছি—এই অভিমান আত্মগত গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদকে সাধনক্রিয়ার ভূমিকায় দর্শন করায়। তখন গুরুকৃষ্ণ কৃপাই যে সাধন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ যখন আমাদের অভিমান পরিশুদ্ধ হয়, তখন গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ আমাদের শুদ্ধাত্মার বৃত্তিস্বরূপ বা চেতন ধর্ম্মের রূপ বলিয়া জানিতে পারা যায়। তখন গুরুকৃষ্ণের কৃপাপেক্ষা দ্বারা নিত্যসিদ্ধ সেবার ভাব প্রকটনের জন্য যে আত্মগত চেষ্টা হয়, তাহাই সাধনভক্তি।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি যদি ভক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহা-দিগকে সাধনক্রিয়া বলা যাইতে পারে, ভক্তির সাধন বা সাধনভক্তি কোনক্রমেই বলা যায় না, যদি পরিশেষে ভক্তির উদ্দেশ দান না করে, তাহা হইলে তাহা বৃথা জড়ক্রিয়া মাত্র। সাধনক্রিয়া নশ্বর। সাধনক্রিয়ার ভূমিকায় থাকিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গল দায়ক। ভক্ত্যঙ্গগুলি নশ্বর নহে, আমাদের জড়াভিমান প্রবল থাকিবার জন্য বা আত্মদর্পণে অনর্থ-ধূলি থাকিবার জন্য আমরা তাহার নিত্যতা উপলব্ধি করিতে

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::০::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " টাকা	২৲	১৸০	১৸০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পাত টাকা	৬৲	৪৸০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

———

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থনিচয়ের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

———

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণশীর্ণকায় মৃত পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাংলায় ইহার কাটতি লক্ষ লক্ষ অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

আলিপুরে নূতন টাকশাল নির্ম্মাণ

আলিপুরে একুশ বিঘা পরিমাণ জমির উপর ভারতের নূতন টাকশাল নির্ম্মাণের কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামার টাকা পয়সা প্রভৃতি মুদ্রা নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি যে ইমারতটিতে স্থাপন করা হইবে, সেইটির নির্ম্মাণ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হইয়াছে। অফিস প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় ইমারতটির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এই টাকশালটি আধুনিক স্থাপত্য অনুসরণ করিয়া খুব বড় ধরণের হইবে। ইহার পূর্ণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যয় বাবদ প্রায় ২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, কলিকাতায় বর্ত্তমানে যে টাকশাল আছে, উহা বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। উক্ত টাকশাল সহরের একটা অত্যাধিক জনবহুল অঞ্চলে অতি পুরাতন ইমারতে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার ইমারতাদি ও জমি বিক্রয় করিয়া প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতিকৃতি যুক্ত টাকা

এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতিকৃতিযুক্ত টাকা ও আধুলী ১৯৪২ সালের ৩১শে মের পর আর বাজারে চলিবে না।

ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতি হইতেছে যে, মুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য রৌপ্যের অনাবশ্যক ব্যবহার হ্রাস ও জালিয়াতী নিরুৎসাহিত করিবার জন্য প্রচলিত রৌপ্য-মুদ্রার স্থলে রাজা ৬ষ্ঠ জর্জ্জের প্রতিকৃতিযুক্ত নূতন মুদ্রা প্রচলন করা। রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতিকৃতিযুক্ত মুদ্রাসমূহ ১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সমস্ত সরকারী ট্রেজারী, পোষ্ট অফিস এবং রেল ষ্টেশনে গৃহীত হইবে। উহার পর ঐ সমুদয় কেবল বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু ডিপার্টমেণ্টের আফিসে গৃহীত হইবে।

———

বিক্রয় কর আইনের মর্ম্ম

বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইন সম্পর্কে সংবাদ-পত্রে যে সমালোচনা হইয়াছে, তৎপ্রতি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্যবস্থা পরিষদে বিক্রয়কর বিল উত্থাপনের সময় অর্থসচিব এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, এই কর ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে না, বিক্রেতাকেই বহন করিতে হইবে। এই কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। অর্থসচিব এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেন নাই যে, এই কর ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে না। বরং অর্থসচিব সুস্পষ্ট বলিয়াছিলেন, করভার ক্রেতাদের উপর পড়িবে—ইহাই বিক্রয়কর বিলের মূল কথা।

নোয়াখালি গ্রামে আশ্চর্য্য ঘটনা

আমিরাবাদ গ্রামে একটি টিউবওয়েল খনন করিবার সময় এক অস্বাভাবিক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

প্রকাশ, একটি গৃহ-প্রাঙ্গনে টিউবওয়েল বসান হইতেছিল। প্রায় ৫৬ ফিট নল বসান হইবার পর উহার মধ্য হইতে গ্যাসের ন্যায় এক প্রকার বাষ্প উঠিতে দেখা যায়। কিছু সময় পরেই উহা হইতে তীব্রবেগে আগুনের শিখা উপরের দিকে উঠিতে থাকে। বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি নলের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

———

ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিমান উৎপাদন

মিঃ ওয়েন্ডেল উইলকী এক বেতার বক্তৃতায় বলেন, জার্ম্মাণী ও তাহার নিয়ন্ত্রিত দেশসমূহে যত বিমান নির্ম্মিত হইতেছে, বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিমান কারখানায় তাহার অধিক বিমান উৎপন্ন হইতেছে। এক বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ড ও আমেরিকা জার্ম্মাণদের তিন গুণ বিমান নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে।

তৈলউৎপাদনে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের উদ্যম

নূতন তৈলকেন্দ্র আবিষ্কারের জন্য বাকু অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান চলিতেছে। উপ-কূলের অদূরে জিডকসানি গ্রামে যে কূপ খনন কার্য্য চলিতেছে, উহার ফলে দেশে সংরক্ষিত তৈল প্রচুর বৃদ্ধি পাইবে। একটি কূপ ৩৯০০ মিটার গভীর হইবে এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা গভীর কূপ হইবে। অনেকগুলি নূতন কূপ খনন করা হইয়াছে এবং গত কয়েকদিনে এইগুলি হইতে তৈল উত্তোলিত হইয়াছে।

———

ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী

গত ১২ই নবেম্বর ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্রহ্মদেশীয় মন্ত্রী ও চাউল নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ত্তার সহিত আলোচনা করিবার জন্য চাউল ব্যবসায়িগণের এক ডেপুটেশন রেঙ্গুণ অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছে।

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ২০ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৫শে নভেম্বর, ইং ১৯৪১, বুধবার {২০৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ কেশব, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভগবান্ নিত্য, ভগবৎ সেবক নিত্য এবং ভগবানের সেবা নিত্যা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণের সব চেয়ে বেশী প্রিয়। তিনি ভক্তগণের অগ্রণী—ভক্তরাজ। গুরুর সেবকগণ বৈষ্ণব। গুরু ও বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের অপর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। সাধুগুরুর অনুকরণের দ্বারা মঙ্গল হয় না, অনুসরণের দ্বারাই মঙ্গল হয়। গুরুবর্গের চিত্তবৃত্তির অনুসরণের দ্বারাই সঙ্গ ও সেবা হয়। সাধুর ভজনময় বাক্য বা পূত জীবনচরিতের বাস্তবত্ব উপলব্ধি না হইলে নিজেকে কেহ সাধুর ভৃত্যানুভৃত্য বলিয়া জানিতে পারে না। যিনি সাধুর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া সাধুর অন্তরে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য পান, সাধুর সেবাদর্শ দেখিবা যাঁহার লোভ হয়, সাধু যে অকপটে কৃপাপূর্ব্বক আপনস্থান করিয়া অন্তরের কথা বলেন এবং তাহা হৃদয়ে ধারণ করিবার শক্তি দেন, সেই সরল ব্যক্তিই কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হন। তিনি গুরুকৃপায় জানিতে পারেন যে, শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইলেও ভগবদ্ভক্তের প্রধান স্বরূপে গুরুতত্ত্বের অবস্থান।

দাসের কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। দাস যাহা করে, তাহাই দাস্য বা সেবা। কর্ত্তৃত্বাভিমানে যাহা করা যায়, তাহা সেবা নহে। কৈঙ্কর্য্য, দাস্য বা সেবা কিঙ্করেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। গুরুকিঙ্করই গুরু সবার অধিবাসী। এই কিঙ্করাভিমান উপলব্ধিময়, ইহা মনঃকল্পিত কোন ব্যাপার নহে। গুরুপ্রভু কিঙ্করাভিমানে নিত্যানন্দ নাই, পরন্তু এই নিত্যাভিমানে বর্দ্ধমান আনন্দ নিত্য বিরাজিত। অনিত্যানন্দ বা জড়ানন্দ জীবের ভোগ্য বলিয়া কথিত হইলেও নিত্যানন্দ বস্তুটী কাহারও ভোগ্য নহেন। নিত্যানন্দ প্রভুবস্তু। আনন্দের ভোক্তা—একমাত্র কৃষ্ণ, আর সকলেই নিত্যানন্দের কিঙ্কর। যেখানে গুরুকৈঙ্কর্য্যের উপলব্ধি, সেইখানেই নিত্যানন্দের আবির্ভাব। যেখানে কিঙ্কর সেইখানেই প্রভু। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বিশ্বাস করিলে আর দুঃখ থাকে না। ভোক্তৃ-অভিমান বা ভোগবুদ্ধিই দুঃখ। দুঃখই মায়া, আর কৃষ্ণই আনন্দ। ভোগবাঞ্ছাই ছিদ্র বা দোষ। এই দোষ যেখানে আছে, সেখানে দাসাভিমান নিশ্চয়ই নাই। যেখানে মায়ার নফর বা কিঙ্কর বলিয়া অভিমান, সেইখানেই দুঃখ, সেখানে নিত্যানন্দের অবস্থান নাই। স্বরূপের নিত্যানন্দ-কিঙ্করাভিমান ও বিরূপের কর্ত্তৃ-অভিমান যুগপৎ থাকিতে পারে না। সঙ্গের দ্বারা অভিমান হয়। যেখানে সৎসঙ্গ, সেখানে ভগবদ্দাস-অভিমান, আর যেখানে অসৎসঙ্গ, সেইখানে পুরুষাভিমানরূপ সংসার।

ভগবৎ-সাম্মুখ্যই ভক্তি। সতী ভক্তি নিরন্তর সম্মুখিনী। ভক্তি আলোময়ী—আনন্দময়ী—কৃষ্ণসুখবাঞ্ছাময়ী ও কৃষ্ণাকর্ষিণী। ভক্তি কৃষ্ণকে বশ করেন। ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণকে বশীভূত করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। যিনি কৃষ্ণকে বশ করিতে পারেন, তাঁহার মহিমা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। ভক্তি প্রেমময়ী, সেখানে স্বেচ্ছাবিহাররূপ কামের লেশমাত্রও নাই। যেখানে ভক্তি, সেখানে মায়া নাই। যেখানে ভক্তি সেইখানেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণানুরাগময়ী শ্রীভক্তিদেবীর কৃপা ব্যতীত [illegible] অসম্ভব। শ্রীগুরুপাদপদ্মই মূর্ত্তিমান শ্রীভক্তিনদী। এই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ প্রভৃত ভক্তি-আধার। যেখানে [illegible] নাই, সেখানে ভক্তিও নাই, সুতরাং সেখানে কৃষ্ণও নাই।

[illegible] সদ্দর্শন, ইহাই ভক্তিদর্শন। গুরুদর্শনই ভক্তিদর্শন। যেখানে [illegible], সেইখানেই নিত্যানন্দ [illegible]। [illegible] যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার [illegible] নাই, তিনি নিত্যানন্দের আশ্রয় [illegible]। জড়ানন্দের বাস তাঁহার [illegible] পারে না। নিত্যানন্দপ্রার্থী বা নিত্যানন্দের আশ্রিত ব্যক্তি কখনও নিজ সুখ চান না। সেবা সুখ নিজ সুখকে [illegible]। [illegible] সেবককে সুখ দেয়। ভক্তি স্বপ্রকাশ ও নিরপেক্ষ, তিনি কৃষ্ণাধীনা। ভক্তি নির্ম্মল, সমগ্রতা বা মায়ার কোন কথা তাঁহাতে নাই। ভক্ত কৃপাবলেই ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি [illegible], তাহা [illegible] হৃদয়ে আইসে। সাধুর সঙ্গ [illegible] প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণকে [illegible] স্বভাব বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমী ভক্ত [illegible] কঠিন নহে।

সেবোন্মুখতাই ভগবৎ কৃপার লক্ষণ। যেখানে ভোগোন্মুখতা বা পুরুষাভিমান সেখানে কৃপা নাই। ভোগোন্মুখ স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারী, সেবোন্মুখ অনুগত বা অধীন। ভগবানের সেবা করিবার জন্য যে আদেশ ও উপদেশ করেন, তাহাই কৃপা। যিনি সত্য সত্য কৃপা বা সেবা চান, সেই নিষ্কপট ব্যক্তি কৃপাদেবীকে সর্ব্বতোভাবে বা সেবা [illegible] কৃপা বা সেবা [illegible] করিবার জন্য সমাগত দেখিতে পান। সেই কৃপা, কৃপাই সেবা। একটী বাদ দিয়া অপর একটী থাকে না। কৃপার ফল সেবা, সেবার ফল কৃপা। নিজসুখের জন্য ব্যস্ত থাকিয়া কৃপার স্বপ্ন দেখিলে চলিবে না। নিজসুখ [illegible] দিয়া [illegible] [illegible] হইবে। সাধু-কৃপা ব্যতীত কখনও বৈকুণ্ঠ বা [illegible] উদয় হয় না। যেখানে সাধনাগ্রহ, সেইখানেই কৃপা [illegible], [illegible] সাধনাগ্রহ। কৃপা ও সাধন অন্যোন্য [illegible]। একটী ব্যতীত অপরটী [illegible] না। যেখানে [illegible], [illegible] বা [illegible] সেখানে নিশ্চয় কৃপা আছে—জানিতে হইবে।

সাধনের প্রতি যেখানে শৈথিল্য, সেখানে কৃপা থাকিতে পারে না। [illegible] দেখিয়া যেখানে [illegible] হয়, [illegible] জানিতে হইবে। [illegible] সাধক নহে। [illegible] বৈষ্ণব [illegible] বিরোধী। [illegible] কৃপা বা সেবা [illegible]। ভক্তি [illegible] [illegible]। [illegible] নাই। ভক্ত [illegible] [illegible] সাধুগুরুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন। [illegible] [illegible] আছে, [illegible] [illegible] [illegible] ভক্তকে [illegible] করেন। [illegible] কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে।

[illegible]

পাঠ বা আত্মনিবেদন, তৎপরে পরিপ্রশ্নের দ্বারা। অল্পবয়সীদের পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন আধিক্যতা নাই। তাহাতে মঙ্গল হয় না।

ভক্তিতে সচ্চিদানন্দ আছে, তাহাতে সদানন্দ, জড়ানন্দ বা সচ্চিদানন্দ কিছুই নাই। ভক্তি ব্রহ্মকে আবরণ করে, ইহাই ভক্তের স্বরূপ। ভক্তি ও ব্রহ্মোপলব্ধি বা ... আছে। ভক্ত ভগবানের ... সম্বন্ধযুক্ত। অন্য কাহারও সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে পরস্পর যে টান, তাহাই ... । ভক্তের দুই অভিমান নাই, তিনি নিজেকে ভগবানের দৃশ্য বা ভোগ্য ... জানেন। ভক্ত সেবা করিয়া ভগবানকে আনন্দ দেন এবং সেবার দ্বারা ভগবানের আনন্দ হইতেছে, ইহা তিনি ... থাকেন। ... বা আসক্তি হইতে ... আরম্ভ হইতে থাকেন। ... আবশ্য হয়। সাধুসঙ্গ প্রভাবে ... হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ... আরম্ভ হয়। অনর্থমুক্ত হইলে ... আরম্ভ হয়। সেখানে নিজসুখবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই, সেখানে সেবা বা ভক্তি নাই।

মায়ার সংসার

... 'মায়ার সংসার' বলে। সংসার কাহাকে বলে? ... ঠাকুর ... বলিয়াছেন—

'জীবের দুইটী দশা স্পষ্ট দেখা যায়—... দশা ও ... দশা। শুদ্ধ ... তিনি কখনও মায়িক জগৎ ... মায়িক জগৎ হইতে ... তিনি 'মুক্তজীব' ও তাঁহার ... দশা। কৃষ্ণ ... হইয়া ... তিনি পড়িয়াছেন ... তাহার দশাই—সংসার-দশা। মায়ামুক্ত জীব চিন্ময় ও ... তাহার ... জড়জগতে তাঁহার অবস্থিত কোন ... তিনি ... সেই চিজ্জগতের নাম—গোলোক, ... বৃন্দাবন ... মায়ামুক্ত জীবের ... অমৃত।

'মায়াবদ্ধ জীবের সংসারও অনন্ত। কৃষ্ণ-... দোষে ... ছায়া শক্তি যে মায়া, তিনি তাহাকে ... বদ্ধ ও ... । ... জীবের আত্মা বিচিত্র হইয়াছে। বিচিত্রতা ... দেখুন—জীবের শরীরের ... ভাবের বিচিত্রতা, রূপের বিচিত্রতা, ... বিচিত্রতা, স্থানের বিচিত্রতা ও ... বিচিত্রতা।

'জীব সংসারে প্রবেশপূর্বক একটী নূতন-রকম আমিত্ব বরণ করিয়াছেন। শুদ্ধাবস্থায় 'আমি কৃষ্ণদাস,' এইরূপ 'আমিত্বে'র অভিমান ছিল। এখন আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, আমি পশু, আমি রাজা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল, আমি পীড়িত, আমি ক্ষুধিত, আমি অপমানিত, আমি দাতা, আমি পতি, আমি পত্নী, আমি পিতা, আমি মাতা, আমি পুত্র, আমি শত্রু, আমি মিত্র, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি সবল ও আমি দুর্বল—এইরূপ কতরকমের 'আমিত্ব' হইয়াছে। ইহার নাম—'অহংতা'। 'মমতা' বলিয়া আর একটী ব্যাপার হইয়াছে। আমার গৃহ, আমার দ্রব্য, আমার ধন, আমার শরীর, আমার পুত্রকন্যা, আমার পত্নী, আমার পতি, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার বর্ণ ও জাতি, আমার বল, আমার ... আমার গুণ, আমার বিদ্যা, আমার বৈরাগ্য, আমার জ্ঞান, আমার কর্ম, আমার সম্পত্তি, আমার অধীন জনগণ ইত্যাদি কতপ্রকারের 'আমার' হইয়াছে। 'আমি' ও 'আমার' লইয়া যে একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহার নাম—'সংসার'।"

বদ্ধাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' লইয়া একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার উপস্থিত হয় বা ... দশা লাভ হয়। কিন্তু মুক্তাবস্থায় কি 'আমি' ও 'আমার' এই প্রকার বিচার থাকে না? তদুত্তরে বলিতেছেন,—"মুক্তাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' সব চিন্ময় ও নির্দোষ। কৃষ্ণ জীবকে যেরূপ করিয়াছেন, তাহারই শুদ্ধ পরিচয় তথায় আছে। সেখানেও 'আমি' জীব। কৃষ্ণদাস হইলেও তথায় চিদ্রূপ ... । ... সব ... চিন্ময় উপকরণ আছে, সে সকল 'আমার'।"

তবে বদ্ধাবস্থায় আমি ও আমার বহুবিধ হওয়ার দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, "দোষ এই যে, শুদ্ধাবস্থায় যাহা সত্য 'আমি' ও 'আমার', তাহাই আছে। এই সংসারে যতপ্রকার আমি ও আমার আছে, তাহা আরোপিত, বস্তুতঃ জীব-সম্বন্ধে সত্য নয় অর্থাৎ জীবের পক্ষে মিথ্যা পরিচয়ক, সুতরাং সংসারের সমস্ত পরিচয়ই অনিত্য, অপর ... ক্ষণিক সুখদুঃখপ্রদ।

তবে কি এই মায়িক সংসার মিথ্যা? তদুত্তরে বলিতেছেন,—"মায়িক জগৎ মিথ্যা নয়, ঈশ্বর ইচ্ছায় জগৎ সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া যতপ্রকার মায়িক 'আমি' ও 'আমার' করিতেছি, তাহাই মিথ্যা। জগৎকে যাঁহারা মিথ্যা বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী, সুতরাং অপরাধী।"

তাহা হইলে আমরা কেন এইরূপ মিথ্যা সম্বন্ধ করি? তদুত্তরে বলিতেছেন,—'জীব চিৎকণ। জড়জগৎ ও চিজ্জগতের ম সীমায় জীবের প্রথমাবস্থান। সেখানে যে সকল জীব কৃষ্ণসম্বন্ধ ভুলিলেন না, তাঁহারা চিৎশক্তির বল লাভ করিয়া চিজ্জগতে আকৃষ্ট হইলেন—নিত্যপার্ষদ হইয়া কৃষ্ণ-সেবানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণ-বহির্মুখ হইয়া মায়ার প্রতি ভোগ-বাঞ্ছা করিলেন, মায়া স্বীয় বলে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিল। সেই হইতেই আমাদের সংসার-দশা। সংসারদশা হইবামাত্র সত্য পরিচয় চলিয়া গেল ও 'আমি মায়ার ভোক্তা,—এই অভিমানে মিথ্যা পরিচয় আসিয়া বিচিত্ররূপে আমাদিগকে বেষ্টন করিল।"

অপ্রাকৃত রসিককুলচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই সংসারকে দাবানল-সদৃশ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

সংসারদাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সংসার দাবানল-সন্তপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য যিনি করুণা বারিবাহরূপ প্রাপ্ত হইয়া করুণাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণগুণার্ণব শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এই সংসারকে দুঃখ-সমুদ্র বলিয়াছেন,—

সংসার দুঃখ জলধৌ পতিতস্য কাম
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বনম্॥

হে চৈতন্যচন্দ্র, আমি সংসার দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্ব্বাসনারূপ শৃঙ্খলে আমার হস্ত-পদাদি বদ্ধ, আমি অবলম্বনহীন, কাম-ক্রোধাদি-নক্রমকরসমূহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে, (হে প্রভো! এরূপ সঙ্কটে) তোমার পদতরণীতে আশ্রয় প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা কর।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সংসারের স্বরূপ আরও স্পষ্ট ভাষায় জানাইতে গিয়া বলিতেছেন,—

অনাদি করম ফলে, পড়ি ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
(গীতাবলী)

দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥
'সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি, না ঘুচিল ভ্রম॥

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:•:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকি কলম			৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম		৬৲	[illegible]	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত** হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়** পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থানুভব একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় গুণ্ডা বদমায়েস

কলিকাতার লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রায় ত্রিশ হাজার বদমায়েস নানাবিধ অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত থাকে বলিয়া গোয়েন্দা বিভাগ মনে করেন। পুলিশ বিভাগে প্রাপ্ত নানাবিধ অপরাধের সূত্র, সংবাদ ও অনুমান লইয়া আবশ্যক গবেষণা করিয়া এই সকল ব্যক্তির কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে এক বৎসর হইল লণ্ডন গোয়েন্দা বিভাগের অনুকরণে কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগে অপরাধীদের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ ব্যুরো নামে একটি উপ-বিভাগ গঠন করা হইয়াছে। এই বিভাগ প্রত্যহ বদমায়েসগণের আচরণ ও কার্য্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এই সকল বদ-মায়েসের কার্য্যের ধারা ও কে কি কার্য্য অভ্যস্ত তৎসম্বন্ধে তথ্যাদি শত শত খাতা ও নামাঙ্কিত কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যহ এইগুলি সম্পর্কে তদন্ত করা হয়। কোন অপরাধ সম্পর্কে কোন তদন্ত আরম্ভ হইলে এই নবগঠিত বিভাগ তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারীকে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু মুস্কিল এখনই, যখন সুপরিচিত কোন বিশেষ অপরাধে অভ্যস্ত কোন পুরাতন অপরাধী তাহার চিরাভ্যস্ত কর্ম্মপ্রণালী ত্যাগ করিয়া নূতন পন্থায় নূতন অপরাধ অনুষ্ঠানে মন দেয়।

যুদ্ধারম্ভের পরে কলিকাতার একটি বদ-মায়েসের দল কলিকাতার বহু গৃহের সম্মুখস্থ পিত্তলের নাম-ফলকসমূহ অপহরণ করিতে থাকে। অপর একটি দল মিথ্যা পরিচয়ে জাল অর্ডার দিয়া কোন কোন ফার্ম্ম হইতে মাল লইয়া আত্মসাৎ করিতে থাকে। প্রকাশ যে, এই নবগঠিত বিভাগের কার্য্যে ঐ সকল দল শায়েস্তা হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন

গত ১৭ই নভেম্বর প্রাতে অল্পক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন হয়। অধিবেশনে ১৯২০ সালের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন বিল এবং মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টের ট্রাষ্টি বোর্ড গঠনের বিধানতন্ত্র পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত বিল—এই দুইখানি বিল পরিষদে যেভাবে গৃহীত হইয়াছে, তদনুরূপভাবে গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে বলা হয় যে, ২৫শে আগষ্ট হইতে ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে ভারত হইতে প্রায় ১৬ হাজার টন গম, প্রভৃতি চিনি, মসলা, চা, ফল ও অপরাপর রসদপত্র ইরাণে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে, আগষ্ট মাসের শেষভাগে আনুমানিক সাড়ে চারি হাজার ভারতীয় ও বৃটিশ রক্ষণাধীন প্রজা ইরাণে ছিল। ইহা-দিগকে স্থানান্তরিত করিবার কোন পরিকল্পনা অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

১৯৪১ সালের আদমসুমারীর ফল

ভারতের আদমসুমারীর ফলপ্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় ১৯৪১ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩৮ কোটী ৮৮ লক্ষ। ১৯৩১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটী ৮১ লক্ষ সুতরাং বৃদ্ধির হার শতকরা পনের জন হইয়াছে।

বৃটিশ ভারতে বৃদ্ধির হার শতকরা ১৫০২ এবং দেশীয় রাজ্য ও এজেন্সী সমূহে শতকরা ১৪০৩ হইয়াছে।

যে সব সহরে একলক্ষাধিক লোকের বাস, সেইসব সহরে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইরূপ সহরের সংখ্যা ১৯৩১ সাল অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে এবং এইরূপ সহরের লোকসংখ্যা শতকরা প্রায় ৩৩ হইতে কানপুরের ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় একশত পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। গভর্ণরের প্রদেশগুলির মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বৃদ্ধির হার সর্ব্বাধিক অর্থাৎ শতকরা পঁচিশ। দ্বিতীয় স্থান বাঙ্গালার, বাঙ্গালায় বৃদ্ধির হার শতকরা কুড়ি।

ভারতবর্ষের রাজধানী ও চীফ কমিশনারের প্রদেশ দিল্লীর লোক সংখ্যা শতকরা ৪৪ জন বাড়িয়াছে।

ভারতের মোট ৩৮ কোটী ৮৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ কোটী ৭৩ লক্ষ ২২ হাজার জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। প্রদেশগুলির মধ্যে বাঙ্গালায় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা সর্ব্বাধিক অর্থাৎ ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার জন।

মাদ্রাজ তৎপরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম—মাত্র ছয় হাজার।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ২১ কেশব, শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৫, ৯ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৫শে নভেম্বর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার ২১০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ কেশব, শিব প্রত্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

নৃগরাজ

--::(•)::——

লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে নানাভাবে নানা লীলা করিয়া ভক্তগণের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহার ভুবনমঙ্গল লীলারস-কথা জীবমাত্রেরই নিত্য আলোচনীয়, শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয়, স্মরণীয় ও পানীয়। ভক্তগণ এই লীলাকথা-রসমদিরা-পানোন্মত্ত হইয়া লোকমঙ্গলের জন্য বিশ্বে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিজসুখবাঞ্ছা আদৌ নাই, সেই অকিঞ্চনগণ নিরন্তর হরিকথারস পান না করিয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-চরিতসমূহ মানবগণের পক্ষে পরমমঙ্গলজনক ও শ্রুতি-সুখকর বলিয়া ভক্তগণ তাহা কর্ণপুটে আস্বাদন করিয়া অন্য স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণাকৃষ্ট শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ বলিয়াছেন, 'আমি যদিও বর্ত্তমানে জলপান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি শ্রীশুকদেবের ন্যায় মহাপুরুষের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথামৃত-পান-হেতু অতি দুঃসহ ক্ষুধাও আমাকে অভিভূত করিতেছে না।' এই শ্রবণ সাক্ষাৎ ভক্তি। এই হরিকথা শ্রবণ ভক্ত ত' দূরের কথা, মুমুক্ষু এবং বিষয়-সুখাভিলাষিগণেরও কাম্য। পশুঘ্ন ব্যাধই এই হরিকথা-শ্রবণে বিমুখ হয়। যাহার হরিকথা-শ্রবণে রুচি নাই, তাহার বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র-মনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

(ভাঃ ১০।১।৪)

এই শ্লোকোক্ত পশুঘ্নের কথা বলিতে গিয়া শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"পশুঘ্নো ব্যাধঃ, তস্য হি 'রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব মুনিপুত্রক। জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর॥'—ইতি ন্যায়েন বিষয়সুখেঽপি তাৎপর্য্যং নাস্তি। ন চ তদভিজ্ঞত্বমপি বিশেষতস্ত কথারসজ্ঞানে পরমগূঢ়ত্বাৎ সামর্থ্যং নাস্ত্যেব, যদ্বা দৈত্যস্বভাবস্য যস্য নিন্দামাত্র-তাৎপর্য্যং স এব হিংসকত্বেন পশুঘ্ন-শব্দেনোচ্যতে। পশুঘ্নো ব্যাধঃ, সোঽপি মৃগাদীনাং সৌন্দর্য্যাদিকং গুণমগণয়ন্নেব হিংসামাত্র-তৎপর ইতি। ততো রস-গ্রহণাভাবাৎ যুক্তমুক্তং বিনা পশুঘ্নাদিতি উভয়থাপি তদ্বহির্মুখেভ্যো গালিপ্রদান এব তাৎপর্য্যম্, যথা তৃতীয়ে শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎ-কথা-সুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্॥

(ভাঃ ৩।১৩।৫২)"

"পশুঘ্ন" অর্থাৎ ব্যাধ। 'হে রাজপুত্র! তুমি চিরকাল ইহলোকে জীবিত থাক (যেহেতু তুমি সর্ব্বদা ভোগেই আসক্ত হইয়া কোন পুণ্যানুষ্ঠান কর নাই, অতএব তোমার পরলোক সুখপ্রদ নহে), হে মুনিপুত্র! তুমি আর ইহলোকে জীবিত থাকিও না (যেহেতু ইহলোকে তোমার তপস্যাজ কষ্টই বর্ত্তমান, পরন্তু তপস্যাজনিত পুণ্যহেতু তোমার পরলোক সুখকর, অতএব তোমার সত্বর পরলোকপ্রাপ্তিই সঙ্গত), হে সাধো! তোমার জীবন, মরণ- উভয়ই সমান (অর্থাৎ চিরশান্তিনিবন্ধন তোমার উভয় লোকই সুখপ্রদ), হে ব্যাধ! তুমি জীবিত থাকিও না, কিংবা মৃত্যুমুখে পতিতও হইও না। (অর্থাৎ যেহেতু তুমি নিরন্তর হিংসারত অতএব ইহলোকেও তোমার বিষয়সুখের, অবসর নাই, সুতরাং জীবনে কোন ফল নাই। পক্ষান্তরে হিংসার পরিণামরূপে পরলোকও কষ্টকর বলিয়া তোমার মরণেও আবশ্যক নাই),—এই ন্যায়ানুসারে 'পশুঘ্ন' অর্থাৎ ব্যাধের বিষয়-সুখেও তাৎপর্য্য এবং তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতা নাই। বিশেষতঃ পরমনিগূঢ়ত্ব-নিবন্ধন কথা-রসজ্ঞানে একেবারেই সামর্থ্য নাই। অথবা দৈত্যস্বভাবাপন্ন যে পুরুষের শ্রীহরিগুণকীর্ত্তনবিষয়ে নিন্দামাত্রই তাৎপর্য্য, তাদৃশ পুরুষই হিংসকত্ব-হেতু এস্থানে 'পশুঘ্ন'-শব্দ উক্ত হইয়াছে। যেহেতু পশুঘ্ন ব্যাধও মৃগ প্রভৃতির সৌন্দর্য্যাদি গুণের গণনা না করিয়াই কেবলমাত্র হিংসা-তৎপর হইয়া থাকে। অতএব রসগ্রহণাভাবহেতু—'পশুঘ্ন ব্যতীত" এই বাক্য সঙ্গতরূপেই উক্ত হইয়াছে।

"পশুঘ্ন"-শব্দের এই উভয়বিধ ব্যাখ্যা-পক্ষেই তদ্বহির্মুখগণের গালিপ্রদানেই তাৎপর্য্য জ্ঞাতব্য। যেরূপ তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীমৈত্রেয় বলিয়াছেন যে,—"অহো! পশু ব্যতীত পুরুষার্থসারজ্ঞ কোন্ পুরুষ পুরাবৃত্তসমূহের অন্তর্গত এই ভববিনাশন ভগবৎকথামৃত কর্ণাঞ্জলিদ্বারা পান করিয়া তাহা হইতে বিরত হইতে পারে?"

শ্রীভগবানের লীলা দ্বিবিধা—সৃষ্টিপ্রভৃতি-রূপা এবং লীলাবতারবিনোদরূপা। এই দুইএর মধ্যে লীলাবতারবিনোদরূপা লীলাই মুখ্য ও প্রশস্ততর। এই ভগবল্লীলা-কথা শ্রবণ করিলে জীবের শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-রতি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৈত্রেয় শ্রীবিদুরের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—'হে বীর, আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। সেইজন্য মর্ত্ত্যগণের মৃত্যুভয়নাশিনী ভগবানের অবতারকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। শ্রীনারদ-মুনিকীর্ত্তিত হরিকথা দ্বারা উত্তানপাদের পুত্র বালক ধ্রুব মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে ভগবান্ শ্রীহরির লীলা-সমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ স্বল্পকালেই তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন।'

একদিন শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, গদ প্রভৃতি যাদব-কুমারগণ বিহারার্থ উপবনে গমন করিয়া দীর্ঘকাল ক্রীড়োন্মত্ত হন। ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহারা পিপাসার্ত্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে কোন জলশূন্য কূপমধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণীকে দেখিতে পান। তাঁহারা পর্ব্বততুল্য ঐ প্রাণীকে কৃকলাস বলিয়া জানিতে পারিয়া বিস্মিত ও কৃপাযুক্ত হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য যত্ন করিতে থাকেন। তাঁহারা রজ্জুদ্বারা সেই কৃকলাসটিকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইলে ঔৎসুক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন কূপসমীপে উপস্থিত হইয়া সেই কৃকলাসটিকে বামহস্তে অনায়াসে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। শ্রীকৃষ্ণকর-কমলস্পর্শে সে তখন বিচিত্র বসন ভূষণাদিতে বিভূষিত দেবরূপে পরিণত হয়। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও সকলকে তাদৃশ রূপ-প্রাপ্তির কারণ জানাইবার জন্য তাহার ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিলে নৃগরাজ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার জীবনের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

"আমি পূর্বজন্মে ইক্ষ্বাকুর পুত্র এবং নৃগ নামে একজন দানশীল প্রসিদ্ধ রাজা ছিলাম। পৃথিবীতে যত ধূলিকণা, আকাশে যত নক্ষত্র ও বৃষ্টিধারা আছে, আমি পূর্বে ব্রাহ্মণদিগকে তত ধেনু দান করিয়াছি। তরুণী, দুগ্ধবতী, রূপ-গুণবতী, সদ্ভাবে উপার্জিতা, রৌপ্যখুরা, স্বর্ণশৃঙ্গা, বস্ত্রমাল্যবিভূষিতা, সবৎসা ধেনু ব্যতীত অন্য কোন ধেনু আমি ব্রাহ্মণগণকে দান করি নাই। আমি বেদপারগ সুশীল, সচ্চরিত্র সাধুগণকে উত্তম ব্রাহ্মণগণকে অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করিয়া গো, ভূমি, স্বর্ণ, গৃহ, হস্তী, অশ্ব, দাসদাসীর সহিত ব্রাহ্মণকন্যা, রৌপ্য, শয্যা, বসন, রত্ন, পরিচ্ছদ এবং রথসমূহও প্রদান করিয়াছিলাম। বহু যজ্ঞ এবং পূর্তাদি কর্মও করাইয়াছিলাম। কোন এক ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধেনুসমূহ হইতে একটি ধেনু পলায়নপূর্বক আমার ধেনুসমূহের সহিত মিশ্রিত হইলে আমি তাহা জানিতে না পারিয়া ঐ ধেনু অন্য এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলাম। ধেনুর পূর্বস্বামী অপরকে ঐ ধেনু লইয়া যাইতে দেখিয়া 'ইহা আমার ধেনু' এইরূপ বলিলে। যিনি পশ্চাৎ ঐ ধেনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি বলেন যে — এই ধেনু আমার এবং নৃগরাজ আমাকে ইহা দান করিয়াছেন।' এই দুইজন ব্রাহ্মণ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কথা জানাইলে আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। বিপদ্গ্রস্ত হইয়া আমি উভয় ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিয়া বলিলাম,—'আমি আপনাকে অযুত লক্ষ ধেনু দান করিব, তৎপরিবর্তে এই ধেনুটি পরিত্যাগ করুন। আমি এই বিষয়ে অজ্ঞান, অতএব অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন।' তখন ব্রাহ্মণদ্বয় 'আমরা ধেনু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না' বলিয়া উভয়েই স্বস্থানে প্রস্থান করেন। এই অবসরে যমদূতগণ আমাকে যমালয়ে উপনীত করিলে যমরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে রাজন্! তুমি প্রথমে পাপফল, না পুণ্যফল ভোগ করিবে, তাহা বল। দান-ধর্মের জন্য তোমার অনন্ত দিব্য লোক বর্তমান রহিয়াছে।' এ কথা শুনিয়া 'আমি প্রথমতঃ অশুভফলই ভোগ করিব' এইরূপ বলিলে 'তুমি এখান হইতে পতিত হও'—যমরাজ আমাকে এইরূপ আদেশ করেন।

আমি তখন পতনকালেই নিজেকে কৃকলাস দেখিতে পাইলাম। হে কেশব! আমি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী দাস বলিয়া আমার পূর্বস্মৃতি নষ্ট হয় নাই। যোগেশ্বরগণ যাঁহাকে নির্মল হৃদয়ে ধ্যান করেন, সেই অধোক্ষজ আপনি কিরূপে আমার সাক্ষাৎ নয়নগোচর হইলেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এই জগতে যাহার সংসারবন্ধন নাশ হয়, আপনি তাহারই গোচরীভূত হইয়া থাকেন। কিন্তু মাদৃশ অন্ধবুদ্ধি জনের পক্ষে আপনার দর্শন অতিশয় আশ্চর্যজনক। হে প্রভো! সম্প্রতি আমাকে অনুমতি করুন, আমি স্বর্গলোকে গমন করি। আমি যেখানেই বর্তমান থাকি, সেখানেই আমার চিত্ত যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মচিন্তায় আসক্ত থাকে, ইহাই প্রার্থনা।"

করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ নৃগরাজের দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনপূর্বক শিক্ষাপ্রদানার্থ পরিজনগণকে বলিতে লাগিলেন,—"অগ্নিসদৃশ অতি তেজস্বী ব্যক্তিও অত্যল্পমাত্র ব্রহ্মস্ব ভোগ করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে না, ঈশ্বরাভিমানী রাজগণের কথা আর কি বলিব? হলাহলকে আমি বিষ মনে করি না, পরন্তু ব্রহ্মস্ব 'বিষ' বলিয়া কথিত, যেহেতু পৃথিবীতে ইহার প্রতিবিধান নাই। বিষ কেবলমাত্র ভোক্তাকেই বিনষ্ট করে এবং অগ্নি জলদ্বারা প্রশান্ত হয়, পরন্তু ব্রহ্মস্ব-রূপ কাষ্ঠজাত অগ্নি বংশকে সমূলে বিনষ্ট করে। সম্যগ্রূপে অনুমতি না লইয়া ব্রাহ্মণ-ধন ভোগ করিলে উহা তিনপুরুষ নষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু বলপূর্বক ভোগ করিলে ভোক্তার পূর্ববর্তী দশ ও পরবর্তী দশ পুরুষ বিনষ্ট হয়। যে সকল নরপতি রাজসম্পদে অন্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের ধন গ্রহণ করে, তাহাদের অধোগতি অনিবার্য। সংক্রন্দনরত বিপ্রগণের অশ্রুবিন্দুসমূহ যত সংখ্যক ধূলিকণা স্পর্শ করে, ব্রহ্মস্বহারী স্বেচ্ছাচারী রাজগণ তত বৎসর কুম্ভীপাক-নরক ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজপ্রদত্ত বা অন্যপ্রদত্ত ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে ষষ্টিসহস্র বৎসর যাবৎ বিষ্ঠামধ্যে কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করে। মানবগণ যে ব্রাহ্মণধনের আকাঙ্ক্ষা করিলে, অল্পায়ু, পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া পরিণামে উদ্বেগকর সর্পরূপে পরিণত হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণধনে আমার যেন কখনও স্পৃহা না হয়। হে আত্মীয়গণ, তোমরা কোন অপরাধী ব্রাহ্মণকেও উৎপীড়ন করিও না। ব্রাহ্মণ কাহাকেও হনন বা অভিশাপ প্রদান করিলেও তাহাকে সর্বদা প্রণাম করিবে। আমার ন্যায় তোমরাও সর্বদা সাবধানে থাকিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিবে। যে ইহা অন্যথা করিবে, সে আমার নিকট দণ্ডার্হ হইবে।"

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে ভগবদ্-ভক্তগণের আদর্শ দানশীল রাজা নৃগের এরূপ কুযোনিতে গমন কি কারণে হইল? তদুত্তর এই যে, শ্রীমদ্-অম্বরীষাদি মহাভাগবতগণের ন্যায় 'নৃগরাজ ভগবৎ-শরণাগত' ছিলেন না; নৃগরাজের নশ্বর দানকর্মে আগ্রহ থাকায় তাঁহাকে ভক্ত বলা হয় না। তাদৃশ ভক্ত শব্দাভূত হয় শুনা যায়। তাহা ছাড়া ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের ক্ষতি বা অপমান করিলে জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। অন্যোর প্রীতি উদাসীন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের গজত্বপ্রাপ্তি ও নৃগরাজের কৃকলাসত্বপ্রাপ্তি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তবে তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন করেন নাই বলিয়া পরজন্মে তাঁহাদের মঙ্গল হইয়াছিল। ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়া ভগবানের পূজা হয় না—ইহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য অগস্ত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণগণের ক্রোধাভিনয়। তাঁহারা শাপচ্ছলে কৃপাই করিয়াছেন অর্থাৎ নৃগরাজ ও ইন্দ্রদ্যুম্নকে পরজন্মে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তির সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

দানাদি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। তাহাতে কর্তৃ-অভিমান আছে। শুভাশুভ কর্ম সবই কৃষ্ণভক্তির বাধক। যাঁহাদের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাঁহাদের এই দানাদি কর্মে অধিকার নাই, তাঁহারা ভগবৎসেবার জন্য সর্বক্ষণ উদগ্রীব।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম॥

(চৈঃ চঃ আদি ১।৯০ ৯৪)

গৌরাঙ্গের নিত্যসঙ্গী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

হরিকথা-প্রসঙ্গ

বস্তু দুই প্রকার—চিদ্বস্তু ও জড়বস্তু। ভগবান্ ও জীবই চিদ্বস্তু, আর মায়া জড়বস্তু। এই জড় জগতে চিৎ ও জড় দুই বস্তুই আছে, কিন্তু চিজ্জগতে ভগবান্, জীব ও শ্রীধামাদি সমস্ত উপকরণই চিন্ময়। আনন্দই জীবের ধর্ম। এ জগতে যদি জীব না থাকে, তাহা হইলে জগৎ নিরানন্দময় হইয়া যায়। জড়ের মধ্যে আনন্দময়তা নাই। জীব আনন্দধর্ম-বিশিষ্ট। জীবের চিদ্দেহ যেরূপ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূলদেহদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তাহার আনন্দরূপ ধর্মও তদ্রূপ স্থূলাসঙ্গ-গত হইয়া দুঃখরূপে পরিণত হয়। এ জগতে দুঃখনিবৃত্তিকেই আমরা সুখ বলি। বস্তুতঃ সুখ ও দুঃখ উভয়ই আনন্দের বিকারবিশেষ। জীবের দেহ চিৎকণানুরূপ, জীবের ইচ্ছা ঈশ্বরেচ্ছা-বিশেষ, জীবের আনন্দ হ্লাদিনীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ।

জীব স্বয়ং চিদ্বস্তু বলিয়া তাঁহার সহিত ভগবানের অত্যন্ত [illegible]। ভগবানের যেরূপ নিত্য বিগ্রহ আছে, জীবেরও সেরূপ চিদ্দেহ নিত্যরূপে আছে। সেই চিদ্দেহ বৈকুণ্ঠে প্রকাশিত থাকে। 'আমি কৃষ্ণদাস' ইহা ভুলিয়া গিয়া যে নিজেকে বিষয়দাস বা মায়াদাস বলিয়া অভিমান, তাহাই বদ্ধতা। 'আমি কৃষ্ণের' ইহা ভুলিয়া যাওয়াই প্রথম অপরাধ বা অবিদ্যা॥ জীবের চিদ্দেহের প্রথমাবরণ লিঙ্গদেহ এবং দ্বিতীয় আবরণ স্থূলদেহ।

জড়সঙ্গই জীবের অধোগতি বা বিঘ্ন। জীবই নিজ বন্ধনের হেতুকর্তা, আর ভগবান্ তাহার প্রযোজক কর্তা। এই জগৎ জীবের কারাগার-সদৃশ। জীব বদ্ধ হইলেও সে ত' ভগবানেরই। তাই দয়াময় ভগবান্ জীবের ক্লেশ দেখিয়া তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেন। ভগবদিচ্ছা হইলেই জীব অনায়াসে মুক্তি বা নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারে। জীব নিজ স্বতন্ত্রতাবশতঃ এ জগতে আসিয়া বদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া ভগবান্ তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীধামরূপে, শ্রীনামরূপে, শ্রীবিগ্রহরূপে, সাধুরূপে, গুরুরূপে, শাস্ত্ররূপে বিশ্বে শুভাগমন করিয়াছেন। এসব কথা শুনিয়া যদি কেহ বলেন,—ভগবানের যদি এতই দয়া, তবে তিনি জীবগণকে নিজ অচিন্ত্য-শক্তিবলে উদ্ধার করিয়া দিতেছেন না কেন? তদুত্তরে ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"জীবের নিজচেষ্টার দ্বারা তাহার যোগ্যতা উৎপন্ন করতঃ তাহাকে স্বীয় অনন্তলীলার অমৃত দান করিবেন, এইজন্য ভগবান্ সর্বদা যত্নশীল। ভগবান্ ইচ্ছা করিলে সমস্ত উদ্ধার হইতে পারেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যলীলাক্রমে জীবের ভক্তিমার্গে যাহাতে যত্ন হয়, তাহাই তাঁহার অন্তরঙ্গ উপদেশ ও চেষ্টা। অযোগ্য পুত্রকে পিতা সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারেন, কিন্তু পুত্রকে যোগ্য করিয়া তাহাকে সম্পত্তি দিতে অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবৎ-স্নেহের প্রতিফলন।"

অহঙ্কার, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি লইয়া লিঙ্গদেহ। জড়ীয় অভিমানই অহঙ্কার। এই অহঙ্কারই জড় ও জীবের মধ্যে বন্ধনসূত্র। যখন জীব জড়ে অভিনিবেশ করে, তখন ঐ অহঙ্কার যুক্ত হইয়া চিত্ত হয়। সাতিশয় স্মরণই অভিনিবেশ। জীব যখন জড়ের বিচারযুক্ত চালনা করে, তখন উহা বুদ্ধিরূপে বুদ্ধিনামে কথিত হয়। পরে ইন্দ্রিয়গণদ্বারা যখন সাক্ষাৎ জড়কে আলোচনা করে, তখন তাহাকে মন বলা হয়। যেখানে জড় অহঙ্কার, সেখানে দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল। শুদ্ধ জীবের 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' বলিয়া শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। তন্মুক্ত জীবের অপ্রাকৃত অহঙ্কার, চিত্ত, মন ইন্দ্রিয় ও শরীর—সবই চিন্ময়। অন্যসঙ্গস্পৃহা তাহার নাই। তাহার হৃদয় সর্বক্ষণ ভগবৎ-সেবা-লিপ্সায় ভরপুর। মুক্তজীব নিত্যবৈকুণ্ঠবাসী। শ্রীধাম বা বৈকুণ্ঠ ব্যতীত শ্রীনামের অপ্রাকৃত

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

অবস্থান নাই। সুতরাং যিনি শ্রীনাম করেন—শ্রীনামের সঙ্গ ও সেবা করেন, তিনি যে নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠবাসী তাহা বলাই বাহুল্য। শুদ্ধজীব বৈকুণ্ঠে চিৎকাল অবলম্বন করিয়া বাস করেন। বৈকুণ্ঠে যে কাল আছে, তাহা চিন্ময় অর্থাৎ সেই কালে ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই। সেখানে কেবল বর্ত্তমান কাল আছে। সেখানে শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই, অভাব নাই। তথায় জড়দেহের ন্যায় স্ত্রীব্যবহার, সন্তানোৎপত্তি ও শারীরিক মলাদি বর্জ্জনের আবশ্যকতা নাই। শুদ্ধজীবের যদিও ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি নাই, তথাপি সেখানে ভগবৎ-প্রসাদসেবনদ্বারা প্রীতিধর্ম্মের পুষ্টি হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ ভক্তির ভূমিকা। সেখানে কেবল সেবার কথা। সেখানে ভোক্তা মাত্র একজন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ, আর সকলেই তাঁহার সেবক। কর্ম্ম অনাদি। জড়কালের মধ্যে কর্ম্মের আদি নাই, কিন্তু অন্ত আছে। ভক্তি পারাপারশূন্য, তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই। ভক্তি নিত্য ও অনন্ত। সেই নবধা ভক্তির পীঠ বা আবাস শ্রীধাম-নবদ্বীপ। গৌরভক্তগণ নিত্য শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী। প্রেমানন্দের প্লাবনক্ষেত্র এই শ্রীধামে বাসই প্রত্যেকের নিত্য কাম্য হওয়া উচিত।

জীবের পক্ষে সংসার করাই কঠিন ও ভয়াবহ। আর কৃষ্ণভক্তি অত্যন্ত সহজ। কারণ তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। যে সংসার করা বা ভোগ করা একমাত্র কৃষ্ণকেই সাজে, যে সংসার জীবের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টপ্রদ ও কঠিন, তাহাই বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে সহজ ও সুখপ্রদ মনে হইতেছে, আর যে হরিসেবা সাধকের পক্ষেও অতিসহজ ও সুখময়, তাহাই আমাদের পক্ষে কঠিন ও দুঃখকর দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহা অপেক্ষা ভীষণ দুর্দৈব আর কি হইতে পারে? জীবের জন্ম নাই, জীব নিত্য। সুতরাং জীবের বৃত্তি ভক্তিও যে নিত্যা ও অপ্রতিহত, তাহাতে সন্দেহ কি? ভক্তি স্বতঃপ্রকাশিতা, সাধুসঙ্গেই তাঁহার প্রকাশ, ব্রহ্মজ্ঞানাদির ন্যায় তাঁহার জন্ম হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান দুইভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভগবদুপাসকগণের আনুষঙ্গিকরূপে এবং [illegible]-উপাসকগণের স্বতন্ত্ররূপে ঐ জ্ঞানের উদয় হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানকে ভক্তগণ শুদ্ধভক্তির [illegible]কর, দাস বা সন্তান বলিয়া জানেন। ভাগবত-পরমহংসগণ শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানকে আদর করেন না। তাঁহারা ইহাকে ভগবানের [illegible] বলিয়া জানেন। আর ব্রহ্ম-[illegible]কগণ ব্রহ্মজ্ঞানকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন [illegible] করেন। ভক্তির মধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞান [illegible] ভাবে আছে।

সরলভাবে সাধুসঙ্গে কেবল নিরন্তর [illegible]নাম করিলেই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণ-কৃপাই [illegible]দের একমাত্র বাঞ্ছনীয় ধন হওয়া উচিত। বিশেষ সতর্ক হইয়া দৈন্য ও আত্মনিবেদন-দ্বারা হৃদয়ে কৃষ্ণকে আনিবার জন্য যত্ন করা সকলেরই উচিত। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও সৎসঙ্গে আদর থাকিলে, শীঘ্রই জীবহৃদয়ে নিষ্ঠাদি উদিত হইয়া থাকে। কুটিলের প্রতি সাধুগণ দৃষ্টিপাত করেন না। যে কুটিল, তাহার পক্ষে ভগবানের শ্রীনামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ অসম্ভব। সাধুগুরুর শ্রীমুখে পুনঃ পুনঃ হরিকথা শ্রবণ করিয়াও শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব, ভগবদ্ভক্ত ও গুরুভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি দণ্ডবৎ-প্রণাম ও সম্মান প্রদর্শনাদি দ্বারা পূজনাদি-গ্রহণ—সমস্ত কুটিলতা। এই কুটিলতা দশ সহস্র বাধার সমান। যদি কুটিলতা না থাকে, তাহা হইলে সরল ব্যক্তি মূর্খ হইলেও ভক্ত্যাভাসাদি দ্বারাও তাহার মহামঙ্গল হইয়া থাকে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন, "কুটিলানাং ভক্ত্যাভাসোঽপি ন ভবতি। যথৈব ভগবদ্ভক্তা অন্যত্র কুটিলাঃ [illegible] ন তু কুটিলানো বিজ্ঞানতি দৃশ্যতে।" অর্থাৎ ভক্তিসাধন ত' দূরের কথা কুটিল ব্যক্তিগণের ভক্তি আরম্ভই হয় না। ভগবদ্ভক্তগণও অকুটিল সরল অজ্ঞগণকে অনুগ্রহ করেন, কিন্তু কুটিল বিজ্ঞগণকেও কৃপা করেন না, এরূপ দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,

তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ॥
(ভা. ৩।১৯।৩৬)

একমাত্র অনন্যশরণ অর্থাৎ একান্ত, নিষ্কিঞ্চন, সরলচিত্ত জনগণের অনায়াস-সেব্য অথচ অসাধু দুর্জ্জন অভক্তগণের দুষ্প্রাপ্য সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেবা না করিয়া থাকেন?

প্রারব্ধ কর্ম্ম দুর্ব্বল বলিয়া ভক্তিকে বাধা দিতে পারে না। অপরাধই ভক্তির বাধক। অপরাধ-হেতুই জড়াভিনিবেশ আসে। ভক্তিকে যদি বাধাপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে এ জন্মে বা পূর্ব্ব জন্মে কোন মহাজনের চরণে দুরন্ত অপরাধ আছে জানিতে হইবে। অকপট নিরন্তর হরিনামই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র অব্যর্থ উপায়।

কুটিলকে হরিকথা বলিতে হইবে না, সরলকেই হরিকথা বলিতে হইবে। অপ্রাকৃত নাহিত ভগবদ্-সম্বন্ধীয় বলিতে নাই। তাহাতে নিজের ক্ষতি হয়। ভগবৎস্মরণই ভক্তের আচার, আর হরিকথাকীর্ত্তনই ভক্তের প্রচার-কার্য্য। কর্ম্মাধিকার নিবৃত্তি ও শ্রদ্ধোদয় যুগপৎ জীবের হইয়া থাকে। অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠা এবং নিষ্ঠার পর যখন কৃষ্ণে রুচি হয়, তখন সর্ব্বত্র অরুচি হইতে থাকে। রুচির সহিত অত্যাগ্রহ যোগ হইলে আসক্তি হয়। আসক্তি পরাকাষ্ঠা সাধন। এই আসক্তিও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ নয়। ভাবই শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ।

নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা নিকৃষ্টিনী মতির সহিত সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে স্বল্পকালেই চিত্তশুদ্ধি ও অবিদ্যা ধ্বংস হয়। অবিদ্যা যত নষ্ট হয়, ততই যুক্তবৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান আসিয়া চিত্তকে নির্ম্মল করে। মিশ্রভক্ত বা ভক্ত্যাভাসের সঙ্গে ভজন করিলে মঙ্গলাভ সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। তাহাদের সঙ্গ ফলে ঐকান্তিক হওয়া যায় না। এ অবস্থায় অনর্থ প্রবল থাকিয়া শুদ্ধভক্তের প্রতি আদর করিতে দেয় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহা বড়ই কোমল, সর্ব্বদা টলায়মান পরিচালিত। তাহাদের সেই প্রকার গুরু ও সাধুর সঙ্গ হয়। কেবল [illegible] সঙ্গ হইলে সাধকগণ প্রায়ই কনিষ্ঠাধিকারভাবে বহু জন্ম অতীত করেন। তাহাদের হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য আশ্রমমার্গে গুরুর নিকট হইতে অর্চ্চন শিক্ষা হইয়া থাকে। অনেককাল অর্চ্চন করিতে করিতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। নামে শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধ সাধুসঙ্গে নামভজনের প্রবৃত্তি হয়। নানাদৃষ্ট ব্যক্তি বসন্ত হইলে অনায়াসে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমধন অর্জ্জন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।"

কৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন [illegible] গাঢ় অবস্থাই প্রেম [illegible]। সাধু-গুরুর সেবা করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপায় রতি হয়। যদি কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা যায় না অথচ শুদ্ধরতির উদয় হইতে দেখা যায়, সে স্থলে পূর্ব্বজন্মের সুসাধন কোন কারণে স্থগিত ছিল, সেই নিমিত্ত [illegible] ফলোদয় হইয়াছে, জানিতে হইবে।

জীবের একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয় তখনই কৃষ্ণপ্রীতি, আর যখন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়োন্মুখী থাকে, তখনই তাহার নাম জড়প্রীতি বা বিষয়াসক্তি। মহাপ্রভু ভাগ্যবান্ জীবের হৃদয়ে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত উদয় করাইতে দেখা যায়। অনুচর ক্ষুদ্র জীবের প্রতি শ্রীচৈতন্যের এত দয়া। রতি সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শিক্ষাষ্টকের টীকা স্ব-সম্মোদন ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"অপ্রস্ফুট প্রীতি প্রথমাবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী। তখন তাহার নাম রতি। সেই রতি [illegible] অনুমিত হয়। রতি জন্মিলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান হয়। সেই উল্লাস [illegible] যখন অত্যন্ত মমতা আবির্ভূত হয়, তখন তাহার নাম প্রেম। [illegible] উৎপন্ন হয়। [illegible] প্রীতিভঙ্গ-হেতু সকল [illegible] না, সেই প্রেম বিশ্রম্ভময় [illegible]। তাহা স্বভাবসে লক্ষিত। প্রণয় [illegible] প্রণয়োপযোগ্য তাহাতেও [illegible] থাকে না। প্রণয়ের অতিশয় [illegible] কৌটিল্যের একটু আভাসযুক্ত হইয়া প্রেমবৈচিত্ত্য প্রসাদমান হইয়া পড়ে। মান হইলে ভগবানও প্রেমময় ভক্তকে স্বীকার করেন। চিত্তের অত্যন্ত দ্রবতাস্বরূপ প্রেমই স্নেহ। স্নেহ [illegible] বিকার, দর্শনে অতৃপ্তি, [illegible] মহাসামর্থ্য-সত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা [illegible] স্নেহ [illegible] হইলে রাগ হয়। রাগ [illegible] ক্ষণিক বিরহও অসহ্য হয়। [illegible] দুঃখও সুখ, বিয়োগ-[illegible] সুখও দুঃখ। সেই রাগ যখন নিজ-বিষয়কে নব নবভাবে সর্ব্বদা অনুভব করে ও নিজে নব-নবভাবে প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম অনুরাগ। অনুরাগ জন্মিলে পরস্পর অতিশয় বশীভাবরূপ প্রেমবৈচিত্ত্য-[illegible] তাহার বিষয়-সম্বন্ধযুক্ত অপ্রাণীতেও জন্ম [illegible] দেখা যায়। বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তি হয়। অনুরাগ অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতার সহিত উন্মাদন অবস্থা পাইলে তাহাকে মহাভাব বলে। মহাভাব জন্মিলে যোগ-সময়ে নিমেষ সহ্য হয় না এবং কল্পও ক্ষণকালের ন্যায় বিগত হয়। বিয়োগ-সময়ে ক্ষণকালকে কল্প বোধ হয়। অনুরাগ ও মহাভাবে মহোদীপ্ত সহিত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি লক্ষিত হয়।"

শ্রীধামে কীর্ত্তন বন্যা।

[illegible] অন্যতম প্রচারক [illegible] সাগর মহারাজ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] সন্ধ্যা-[illegible], পঞ্চতত্ত্ব ও [illegible] কীর্ত্তন হয়। প্রায় ১॥ ঘটিকা [illegible], অপ্রাকৃত দান ও [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন করেন। [illegible] মহাজন-[illegible] হয়।

[illegible] দিবস [illegible] সাগর মহারাজ সংকীর্ত্তন-[illegible] অঙ্গনে সন্ধ্যা-[illegible] হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রত্যেকবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲			৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—তেলিকাখাত একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থগুলির একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বন্যাপীড়িত জেলাগুলিতে রাজস্ব আদায় স্থগিত

বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং বীরভূম জেলায় চাষ-আবাদের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট কলেক্টারদের নিকট এই নির্দ্দেশ দেন যে, যে সকল জমিদারীতে আবাদের ক্ষতি হইয়াছে, রাজস্ব অনাদায়ে, আগামী বৎসরের ফসল না উঠা পর্য্যন্ত সেই সকল জমিদারী যেন নীলামে তোলা না হয়। এই নির্দ্দেশ দিবার সময় গবর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন যে, যে সকল জমিদার এই সুযোগ পাইবেন, তাহারা তাঁহাদের অধীন তালুকদার বা জোতদারদিগকেও অনুরূপ সুযোগ দিবেন এবং খাজনা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন না। কিন্তু কোন কোন জমিদার খাজনা না দেওয়ার অজুহাতে ১৮১৯ সালের পত্তনী তালুক রেগুলেশনের ৮ ধারা অনুসারে অধীন পত্তনী তালুক নীলামে দিবার জন্য কালেক্টারের নিকট আবেদন করেন এবং কালেক্টরও তদনুসারে নীলামের ইস্তাহার প্রচার করেন। পরে এই ব্যাপার অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, যে সকল জমিদার নীলাম বন্দে রাজী না হইবেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত সুযোগ দেওয়া হইবে না। আশা করা যায় যে, ইহাতে সুফল হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত জমিদারগণ পত্তনী-তালুক নীলাম করার দাবী প্রত্যাহার করিবেন।

খনি ধর্ম্মঘটের সম্প্রসারণ-প্রতিকারের জন্য রুজভেল্টের সিদ্ধান্ত

প্রকাশ যে, ডেট্রয়টে শ্রমিক সঙ্ঘ কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সম্ভবতঃ কয়লার খনির ধর্ম্মঘটের প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন স্থগিত রাখিবেন। জানা গিয়াছে যে, ধর্ম্মঘট চলিতে থাকিলে খনিসমূহে কাজ চালাইবার জন্য ৫০ হাজার সৈন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। আয়োজন এরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে যে, খনিসমূহের ভার লইতে তাহাদের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগিবে।

ভলগা নদীতে যান চলাচল বন্ধ

শীতের জন্য কুইবিশেভ এলাকায় ভল্গা নদীতে যান চলাচল বন্ধ রাখা হইয়াছে। নদীর জল সম্পূর্ণরূপে জমাট হয় নাই, তবে যান চলাচলের অযোগ্য হইয়াছে।

আমেরিকায় অস্ত্র উৎপাদন

বর্ত্তমানে আমেরিকায় মাসিক ২ হাজার বিমান পোত, দৈনিক ১০টি ট্যাঙ্ক ও পাঁচটা আন্দাজ মাঝারি ওজনের ট্যাঙ্ক তৈয়ারি হইতেছে। কারখানাগুলিতে ১৯৪০ সাল অপেক্ষা এবৎসর ২০ লক্ষ বেশী মজুর কাজ করিতেছে। ১৯৪২ সালের প্রথম তিন মাস দৈনিক একটি হিসাবে জাহাজ তৈয়ারি হইবে বর্ত্তমানেও প্রায় এক হারেই জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছে।

১৯৪২ সালের জুন মাসের কাছাকাছি যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাগুলি যে পরিমাণে উৎপন্ন হইতে থাকিবে, তাহা ১৯৪০ সালের মে মাসের মোট উৎপন্ন পরিমাণের প্রায় ৩৬০ গুণ হইবে।

যখন ফ্রান্সে জার্ম্মানী আক্রমণ করে তখন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বিভাগ সৈন্যবিভাগকে মাসিক ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের অস্ত্র ও গোলাগুলি সরবরাহ করিতেছিল। ১৯৪১ সালের জুন মাসে ইহার পরিমাণ ৪০ গুণ, সেপ্টেম্বরে ৬০ গুণ এবং অক্টোবরে ৮০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালে ইহা ২৭৫ গুণ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়।

ভারত গবর্ণমেণ্টের শুল্ক আদায়

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে শুল্ক বাবদ বৃটিশ ভারতে মোট ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা আদায় হয়। সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় উহা ১ লক্ষ টাকা বেশী এবং পূর্ব্ব বৎসরের আদায়ের তুলনায় ৩৩ লক্ষ টাকা কম। আলোচ্য মাসে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রল, কেরোসিন, চিনি, দেশলাই প্রভৃতি হইতে মোট ১ কোটি ২ লক্ষ টাকার উৎপাদন শুল্ক আদায় করিয়াছেন। ১৯৪০ সালে ঐ সময় উপরোক্ত খাতে মাত্র ৮৩ লক্ষ টাকা আদায় হয়।

ভারতে প্রস্তুত হ্যামিলটন টিউব

কলিকাতার একটি কারখানায় সম্প্রতি হ্যামিলটন টিউব প্রস্তুত করিয়াছে। টেলিগ্রাফের তার খাটাইতে এই টিউব বা নলের প্রয়োজন হয়।

পোষ্ট অ্যাণ্ড টেলীগ্রাফ বিভাগের কারখানায় এগুলি পরীক্ষিত হইয়া সন্তোষজনক বিবেচিত হইয়াছে। এই টিউবগুলিকে পেরেক দিয়া জোড়া লাগানই প্রথা, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এগুলিকে পিটিয়া জোড়া লাগান হইয়াছে।

বিভিন্ন ধরণের হ্যামিলটন টিউব সরবরাহ করিবার জন্য এই কারখানাটিতে বড় রকম একটা অর্ডার দেওয়া হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ২২ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১০ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৬শে নভেম্বর, ইং ১৯৪১ বুধবার { ১১১৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ কেশব, স্থাণু, আনকৃষ্ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন

——ঃঃ[*]ঃঃ——

কোন অজ্ঞাত বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইতেই প্রশ্ন জাগে। পরমার্থ-জগতে যে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা দেখা যায়, তাহাকে পরিপ্রশ্ন বলে। এই পরিপ্রশ্নের আগে প্রণিপাত এবং পরে সেবা—এই দুইটী কার্য্য আছে। এই দুইটীর অভাব যেখানে, সেখানে প্রশ্ন করিয়া সময়ক্ষেপ হয় মাত্র। প্রশ্নোত্তর-মুখেই শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। এখানে প্রশ্নকারী—শিষ্য, উত্তরপ্রদানকারী—শ্রীগুরুদেব। যেখানে প্রণতি বা প্রপত্তি নাই, সেখানে প্রশ্নোত্তর করিয়া লাভ কি? সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণ তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য প্রশ্ন করিয়া থাকেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"
(গীঃ ৪।৩৪)

অর্থাৎ তুমি তত্ত্বদর্শী সাধুগণকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ও অকৃত্রিমভাবে সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তাঁহারা তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ দিবেন।

'প্রণিপাত' জিনিষটি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন বা শরণাগতি। তৎপরে কেন আমার সংসার-বন্ধন হইল, কিরূপে উহা দূর হইবে, নিত্যমঙ্গল লাভের উপায় 'কি?' প্রভৃতি আন্তরিক পরিপ্রশ্ন এবং তৎপরে গুরু-শুশ্রূষাময়ী সেবা। প্রকৃত শিষ্যের প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী থাকিবেই। পরিপ্রশ্নকারী শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ থাকিবেন। মনোযোগ না থাকিলে শ্রবণ হইবে না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"হরি সকলের প্রভু, আর সকলেই তাঁহার সেবক। হরিকথা শ্রবণ করাও শ্রীহরির সেবা। হরিকথাকীর্ত্তনকারী—গুরু আর শ্রবণকারী—শিষ্য। হরিকথা শুনিবে কে?—শুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি। শ্রবণকারী submissive হইবে। যাহারা শুনিতে বাধাবোধ করিবে, তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলে তাহাদের কিছু মঙ্গল হইবে না। বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন হইলে অন্য চিন্তাস্রোত আসে। আমরা যদি অতি সৌভাগ্যবান্ হই, তবেই শুদ্ধ হরিকথার অনুসরণ করিব। তাহা হইলে আমরা better way pass করিব। যে ন ভগবৎকথা আলোচনার সুযোগ না, সেইদিনই দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন দিন নহে। কৃষ্ণানুশীলনের অভাবে ... বের অমঙ্গল হইতেছে। ভগবানের ... আলোচনা কারণে আর অসুবিধায় পড়িতে হইবে না। মাপিয়া লওয়া ... টাই যত অসুবিধা করিতেছে। ... ভগবৎ-সেবক দেখিলে আর কোন দুঃখ থাকিবে না।"

ভক্তির পথ কঠিন নহে, তাহা অতি সহজ। সাধুসঙ্গে চেতনের বৃত্তি জাগরিত হইলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। ... রসময়ী ও স্বতঃপ্রকাশতা। এই ... রস দুগ্ধ-সমুদ্র, ইহাতে বিতর্করূপ গোমূত্র প্রদান করা উচিত নয়। যুক্তির দ্বারা যতই বিচার করা যাউক না কেন, তাহাতে সংসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, বরং কুতর্কের ফলস্বরূপ কুতর্কেরই উদয় হয়। ভক্তকৃপায় ভক্তি উদিত হইলে আপনা হইতেই সকল মীমাংসা পাওয়া যায়। ভক্তিপথাশ্রিত ব্যক্তিমাত্রেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই সাধুশাস্ত্র-বাক্যে শ্রদ্ধা থাকা দরকার। সংশয়াত্মার মঙ্গলের আশা নাই। তাহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও পরমবিদ্বান্ সাধুশাস্ত্রকে মাপিয়া ... ইবার দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িতে পারিল না, সাধুতে যাহার মর্ত্ত্যবুদ্ধি অপসারিত হইল না, তাহাকে আর রক্ষা করিবে কে? ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীজৈবধর্ম্মে বলিয়াছেন—"জিজ্ঞাসু দুই প্রকার—এক প্রকার জিজ্ঞাসু কেবল শুষ্ক যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসা করে, অন্যপ্রকার জিজ্ঞাসু ভক্তির সত্তাকে বিশ্বাস করিয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় যাহাতে পুষ্ট হয়, সেইরূপ বিচার করে। শুষ্ক যুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসায় কখনই উত্তর দিতে হইবে না, কেন না, তাহার সত্য বিষয়ে কখনই বিশ্বাস হইবে না। তাহার যুক্তি মায়াবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্যভাব-বিষয়ে চলচ্ছক্তিরহিত, অনেক লাঠালাঠি করিয়াও তাহার কিছুমাত্রও অচিন্ত্যবিষয় লাভ হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস-পরিত্যাগই তাহার চরম ফল।"

যেখানে কৃষ্ণ-কথায় রুচি বা লোভ নাই, সেখানে মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। কৃষ্ণ-কথায় শ্রদ্ধা হইলেই জীবের বহির্ম্মুখ-দশা দূর হয়। তখন কৃষ্ণ-কথা-শ্রবণের লালসা হৃদয়ে স্থান পায়। তখন তিনি শ্রেষ্ঠ কোন ভক্তের নিকট কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করেন। যাঁহারা অকপটে আদরের সহিত কর্ণপুটে হরিকথা পান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার পান। হরিকথা-শ্রবণ ব্যতীত হরিদর্শনের আর অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু তদ্রচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-গ্রন্থে জানাইয়াছেন,—

এক নদী তোমার অমৃত-কথাময়ী।
আর নদী পদ-নীর বহে গঙ্গা হই' ॥
তিন লোক-পাপ হরে দোঁহার শকতি।
দুই তীর্থে স্নান করে ধন্য মহামতি ॥
ভক্তিযোগে স্নান করি' এক তীর্থ-জলে।
সাধু-সঙ্গে আর তীর্থে স্নান-পান করে ॥
ইরূপে দুই তীর্থে করে স্নান-পান।
মহাভাগবত হয় বিমল-গেয়ান ॥
সাধু সঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন যদি করি।
হে নাথ, হেলে যাই ভবসিন্ধু তরি' ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো
বিশদাশয়াঃ।
ভগবদ্গুণানুকথন-শ্রবণ-
ব্যগ্রচেতসঃ ॥
তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়-
শোকমোহাঃ ॥
(ভাঃ ৪।২৯।৩৯-৪০)

যে স্থানে সদাচারসম্পন্ন, শুদ্ধচিত্ত ও হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে ব্যাকুলচিত্ত সাধুগণ অবস্থান করেন, হে নৃপ, সেই স্থানে মহতের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতধারাবাহিনী নদী চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। যাঁহারা অতৃপ্ত ও অভিনিবিষ্ট কর্ণপুটে সেই অমৃতবাহিনী স্রোতস্বিনীর সেবা করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, পিপাসা, ভয় ও শোক-

মোহ প্রভৃতি অনর্থ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না।

কৃষ্ণকথায় যাঁহার শ্রদ্ধা-রুচি আছে, তিনিই ভাগ্যবান্। তিনি নিশ্চয়ই নিত্য মঙ্গল লাভ করিবেন। যাঁহাদের হরিকথায় রুচি নাই, তাঁহারাও যদি অনাদরে নিত্য হরিকথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও সাধুসঙ্গে ক্রমশঃ মঙ্গল লাভ করিবেন। তবে এখানে একটা কথা এই যে,—বহির্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথাশ্রবণ এবং অন্তর্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথাশ্রবণ—এই দুইয়ের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। বহির্ম্মুখদিগের কৃষ্ণকথা শ্রবণ কোনও ক্রিয়াকর্ম্ম হয়, শ্রদ্ধা কখন হয় না। সেই শ্রবণ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হইয়া কোন সময় শ্রদ্ধা উদিত করায়। শ্রদ্ধা হওয়ার পরে যে শ্রবণ, তাহাই শুদ্ধশ্রবণ। এই শ্রবণ আবার দুই প্রকার—নিরন্তর শ্রবণ ও ক্রমহীন শ্রবণ। ক্রমযুক্ত শ্রবণ না হইলে মঙ্গল হয় না।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে যেসকল কথা বলেন, শ্রবণব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেসকল কথা গ্রহণ ক'রে নেবার ক্ষমতা আমার নাই। বাকী চারিটি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত ব'লে সেরূপ চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি সেই সব অনুভব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'ত, তবে আমার পক্ষে তদ্বিষয়ে যত্ন করা প্রয়োজনীয় ছিল। ঐ প্রকার অনর্থক চেষ্টার দ্বারা সময় নষ্ট করা অন্যায়। তৎপথ অবলম্বন ক'রে সেই বিষয়ের কোন সন্ধান করতে পা'রব না। সেসকল কথা 'প্রণিপাত', 'পরিপ্রশ্ন', ও 'সেবা' দ্বারা জেনে নিতে হ'বে। 'প্রণিপাত' মানে শ্রবণ-বিষয়ে কোনপ্রকার অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কাণ দেওয়া শোনা। যে বিষয়টী শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি, তা' শ্রবণ ব্যতীত অন্য উপায়ের দ্বারা জানা সম্ভব নয়। প্রণিপাত ব্যতীত অন্য উপায়ে তা' জানবার উপায় নাই। যে শব্দ আমার গুরুপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে, এমন শব্দ দ্বারা যে আমার বিজ্ঞাপ্য বিষয়, তাহাই পরিপ্রশ্ন। যখন আমি প্রশ্ন করি, তখন আমার এরূপ অশ্রদ্ধাহিত প্রবৃত্তি থাকা উচিত নয় যে, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শুনতে প্রস্তুত হ'ব না। সন্দেহশালী হ'য়ে যে প্রশ্নের চেষ্টা, তা' পরিপ্রশ্ন নয়। যাবতীয় বস্তুর সীমা নির্দ্দেশে আমার যে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে কোন যে প্রশ্নের ছলনা, তা' পরিপ্রশ্ন নয়। আচার্য্যকে শ্রবণবিরোধী অবলম্বন করবার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে যদি প্রশ্ন করি, তা' হ'লেও তাঁকে (আমার প্রশ্নের প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত) আপাতগ্রহণক স্থানে আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নের সঞ্চার হবে, সেটীও পরিপ্রশ্ন নয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভগবৎ-কথা শ্রবণের সৌভাগ্য হ'লে তখনই আমাদের পরিপ্রশ্নের উদয় হয়। যে শব্দ কৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত ক'রেছিলেন এবং যে শব্দ শ্রবণ ক'রে সেই শব্দের অনুবৃত্তি ও গানের দ্বারা ত্রাণ লাভ করা হয়, সেই শব্দটী আমি গুরুমুখ হইতে শ্রবণ ক'রেছি। সেই শব্দটীর বিষয়ে পরিপ্রশ্ন মাত্র ক'রতে হয়, তদ্বিষয়ে আর কিছু অধিক ক'রবার সামর্থ্য আমার নাই। প্রণিপাতব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে সেই শব্দবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রবণ অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তি ব্যতীত সেই বস্তুর অভিজ্ঞান কোন দিনই হ'তে পারে না। প্রণিপাত দ্বারাই শ্রবণাধিকার লাভ হয়—শ্রদ্ধাবৃত্তির দ্বারাই শ্রবণের অধিকার। শ্রবণ করা ব্যতীত অধোক্ষজ বস্তুর সম্বন্ধে অন্য বাদপ্রবাদ চেষ্টা ক'রতে হ'বে না। অধোক্ষজ বস্তু যখন স্বয়ং এসে দা'বেন, তখনও সেবাভাবনা সেবা ক'র্তে হ'বে। গৌড়-বাসী ভক্তের পর আমাদের জাগতিক বেশে দেখবার বুদ্ধি থেমে যায়।"

প্রণিপাত সাধকজীবনের প্রথম ও প্রধান সাধনা। যাঁহাদের পরিপ্রশ্ন নাই, তাঁহারা পরমার্থ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বা জড়তা-প্রাপ্ত। কৌতূহল-নিবৃত্তিস্পৃহা ও পরিপ্রশ্ন এক নহে। যেখানে কৌতূহল, সেখানে আত্মম্ভরিতা বা ভোগোন্মুখতা, কিন্তু পরিপ্রশ্নের ভিত্তি সেবোন্মুখতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। পরিপ্রশ্নের ফল সেবা এবং সেবার ফল উত্তরোত্তর সেবা, আর কৌতূহল নিবৃত্তির ফল—নাস্তিকতা। কৌতূহল মনের সাময়িক উত্তেজনা মাত্র, আর পরিপ্রশ্ন আত্মনিক্ষেপ বা প্রণিপাতেরই বাস্তব ফল। পরিপ্রশ্ন করিবার অভিনয়ে অনেক এই কৌতূহলনিবৃত্তির চেষ্টা সমগ্র জানিবার ধারণাও পাওয়া যাবে। যেখানে পরিপ্রশ্ন, সেখানে বস্তু প্রতিষ্ঠাদির লেশমাত্রও নাই, সেখানে প্রণতি, নমস্কার বা বিনয় আছে। যেখানে কৌতূহল, সেখানে দম্ভ বা আন্বীক্ষিকতা। যাঁহারা সেবার জন্য অকপটভাবে সেবোন্মুখ নহে, তাঁহাদের পরিপ্রশ্নের ছলনা মানসিক কৌতূহলনিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রণিপাতযুক্ত পরিপ্রশ্ন না হইলে অর্থাৎ সদ্গুরুপাদে অকপট আত্মসমর্পণের সহিত শাস্ত্র-সত্যান্বেষণের জন্য সেবোন্মুখতা বৃত্তির প্রথম বিকাশস্বরূপ পরিপ্রশ্ন সেবোন্মুখতাকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত না করিলে, তাহা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িবে বা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। পরমার্থরাজ্যে যে কত নিত্য নূতন ব্যাপার আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই শুশ্রূষু প্রণত শিষ্য পরিপ্রশ্ন-মুখে নিত্যজগতের নব নব সন্দেশ গ্রহণের জন্য উদ্গ্রীব হন। যেখানে পরিপ্রশ্ন, সেখানে শরণাগতি ও সেবোৎসাহ থাকিবেই। যে হৃদয়ে চেতনের কোন স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে সহজ মীমাংসা নাই, সেখানে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটীতেই কপট বা অন্যাভিলাষ আছে। ভোগোন্মুখতা বা ত্যাগোন্মুখতা লইয়া পরিপ্রশ্ন হয় না। সেবোন্মুখ ও শরণাগতই পরিপ্রশ্নের অধিকারী। 'নিবেদিতাত্মাই প্রণিপাত ও নমস্কার করিয়াছেন—কায়টী পাতিয়াছেন। অপরে অন্য চিন্তাস্রোত লইয়া ব্যস্ত আছে। আমরা যদি হরিভজন করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রণিপাত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আত্মনিক্ষেপ শিক্ষা করিতে হইবে। এই আত্ম-নিক্ষেপই পরিপ্রশ্নের আধার বা ভূমিকা। এই আধারেই হরিকথামৃত ধারণ ও সংরক্ষণ করিতে পারা যায়। তখন জীব সেবাবলে বলীয়ান্ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম লাভ করিতে পারে। প্রণিপাত অর্থাৎ আত্মনিক্ষেপ পরিত্যাগ করিয়া পরিপ্রশ্নের অভিনয় কপট মাত্র। আবার পরিপ্রশ্ন করিবার পর সেবায় শিথিলতা প্রকাশ করাও অমঙ্গলজনক। প্রণিপাত-হীন পরিপ্রশ্নের অভিনয় দেহমনের কসরৎ মাত্র। তাহার দ্বারা মানসিক শান্তিরূপ চাঞ্চল্যতর্পণ হইলেও সেবা-লাভের আশা নাই। সেবা ব্যতীত অপরে পরিপ্রশ্ন করিয়া লাভবান্ হইতে পারে না। সেবালিপ্সুই ধন্য। তিনি নিত্য নব-নবভাবে সেবা করিবার জন্য পরিপ্রশ্ন করেন। সেবার উদ্দেশ্য ব্যতীত যে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, তাহা পরিপ্রশ্ন নহে। ইহাতে নিজসুখবাঞ্ছা থাকায় ইহা কাম, সুতরাং সেবার পরিপন্থী।

গৌড়ীয়-মিশন কি জড়-হাঁসপাতাল ?

——:°(*)°:——

এই জগতে বহুপ্রকার চিকিৎসাগার দেখা যায়। ইউরোপীয় রোগিগণের চিকিৎসা জন্য, ফিরিঙ্গিগণের চিকিৎসার জন্য, মাড়োয়ারিগণের চিকিৎসার জন্য, বিভিন্ন গ্রাম-নগরবাসীর চিকিৎসার জন্য, দাতব্যপ্রার্থী দরিদ্রগণের চিকিৎসার জন্য, ট্রপিক্যাল ডিসিস চিকিৎসার জন্য, থাইসিস্ বা ক্ষয়কাশ চিকিৎসার জন্য, কুকুর-শিয়ালে কামড়ান রোগীর চিকিৎসার জন্য, কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগীর চিকিৎসার জন্য, শিশুচিকিৎসার জন্য, নারী-চিকিৎসার জন্য লেডি ডাফরিন্ হাঁসপাতাল এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন চিকিৎসাগার স্থাপিত আছে। কর্ম্মিমঠের লোকগণ নানাপ্রকারে জড়জগতের ইট-কাঠ-পাথরের নির্ম্মিত জড় চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়া জড় ঔষধ দিয়া মার্কিণ-চিকিৎসা মিশন, মেথডিষ্ট মেডিক্যাল মিশন, রাণাঘাট-মিশন, রামকৃষ্ণ-মিশন, নিত্যানন্দ-মাতৃমন্দির প্রভৃতি হাঁসপাতাল স্থাপন ও এই সব রোগিগণের চিকিৎসা-শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

সাধারণ লোক এবং উপরি-উক্ত রোগিগণের মধ্যে অনেকেরই ধারণা এই যে, গৌড়ীয়-মিশনও ঐরূপ একটী হাঁসপাতাল-বিশেষ, তাই সাধারণ লোকের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন-প্রকার দৈহিক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাঁহারা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে গৌড়ীয়-মিশন বা তদন্তর্ভুক্ত শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়-মঠ বা অন্য কোন মঠে থাকিয়া চিকিৎসিত ও পালিত হইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। এই প্রকার রোগিগণের অনেকের ইহাও জানা আছে যে, গৌড়ীয়-মিশনে প্রথম প্রবেশ করিতে হইলে "আমি হরিভজন করিতে চাই, আমার সংসার ভাল লাগে না, হরিভজনই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আপনারা আমাকে কৃপা করুন, শ্রীচরণে স্থান দেন, কৃপাপূর্ব্বক মঠে থাকিয়া হরিভজন করিবার অনুমতি প্রদান করুন"—মুখে এই সব কথা মঠের বা মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট না বলিলে তাঁহারা কাহাকেও মঠে থাকিতে দেন না।

উপরি উক্ত রোগিগণ এজন্য মুখে এইপ্রকার হরিভজনের উদ্দেশ্যের কথা মঠ-কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রথমে মিশনে প্রবেশ করেন। তখন তাঁহারা নিজেদের কোনপ্রকার দৈহিক ব্যাধি বা পীড়ার কথা মুখে একটুকুও প্রকাশ করেন না, জিজ্ঞাসা করিলেও নিজেকে সুস্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চান, কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তাঁহারা সেবাকার্য্যে বিরত হইয়া শয্যাশায়ী হন, তখন তাঁহাদের দেহের নানাপ্রকার কঠিন রোগ বা ব্যাধির কথা আপনা হইতেই সকলের নিকট প্রকাশিত হইতে থাকে এবং সর্ব্বক্ষণ কেবল দেহের চিন্তা, রোগের চিন্তা ও চিকিৎসার চিন্তায় তাঁহাদিগকে ব্যাকুল দেখা যায়।

সাধারণ লোক বা পূর্ব্বোক্ত রোগিগণ জানেন না যে, গৌড়ীয়মিশন ঐ প্রকার অসংখ্য রোগ বা ব্যাধির মূল যে ভবরোগ বা ভবব্যাধি তাহারই চিকিৎসাগার বা হাঁস-পাতাল। 'ভবরোগ' বা 'ভবব্যাধি' বলিতে অবিদ্যা-স্বরূপ ভগবদ্বিস্মৃতি বা অনাদি বহির্ম্মুখতারূপ ব্যাধি। তদ্দ্বারা জীব তাহার পিতা কৃষ্ণের সেবা ভুলিয়া যায় ও সেই দোষে কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া বা মায়া-পিশাচী তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসে। তখন জীব মতিচ্ছন্ন হয় ও মায়া তাহাকে স্থূল-সূক্ষ্ম দুইটি আবরণের দ্বারা আবৃত করে। এই দুইটী আবরণের মধ্যে একটিকে স্থূলদেহ বা পাঞ্চভৌতিক দেহ এবং অপরটিকে সূক্ষ্মদেহ বা মন বলে। মায়াপিশাচীগ্রস্ত জীব তখন তাহার ঐ স্থূল বা সূক্ষ্মদেহকে 'আমি' বুদ্ধি এবং সেই দেহের সম্পর্কিত ও প্রীতি-উৎপাদক অপরাপর দেহ ও বস্তু-

সমূহকে 'আমার' বুদ্ধি করিয়া সংসার পাতিয়া বসে। এইরূপে জীব নিজসুখ বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামনায় নানাপ্রকার কার্য্য করিতে থাকে। তৎকালে মহামায়া তাহাকে জন্ম-জন্ম আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ যাতনা প্রদানে জর্জ্জরিত করে। ভুবনমঙ্গলাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ইহাই জানাইয়াছেন,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম-জন্ম তাপ॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি, ভেদাভেদপ্রকাশ॥
তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া-জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

সপার্ষদ শ্রীভগবান্, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা এবং সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র একবাক্যে এই কথাই জানাইয়াছেন যে, পরমাত্মা কৃষ্ণ সকল জীবের পিতা বা প্রভু, আর সকল জীব কৃষ্ণের অনু-অংশ বলিয়া কৃষ্ণের সেবক বা দাস। আমরা এই কথাটী ভুলিয়া যাওয়ার দরুণই জন্ম-জন্ম ত্রিতাপ যাতনা ভোগ করিয়া থাকি। এই কৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ আবস্তা-পীড়াই আমাদের সকল তাপ বা ব্যাধির মূল। এই আবস্তা-পীড়া বিনষ্ট হইলেই আর আধ্যাত্মিকাদি ক্লেশ বা শারীরিক ও মানসিক কোন রোগ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। এই আবস্তা-পীড়ারই অপর নাম—ভবব্যাধি। গৌড়ীয়-মিশন এই ভবরোগের চিকিৎসাগার বা চিকিৎসক।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়-মিশন বলেন,—আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহের স্বাস্থ্য লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ-বিস্মৃত বা সুপ্ত জীবাত্মা জাগ্রত অর্থাৎ কৃষ্ণ-স্মৃতি-সম্পন্ন হইলেই তাহার স্থূল-সূক্ষ্মদেহ তদনুগ হইয়া প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ করে। তখন শুধু এই জীবনের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের যতপ্রকার পাপ আছে,—যেসকল পাপকর্ম্মের ফলে এখন দেহে নানাপ্রকার কঠিন ব্যাধি হইতেছে, সে সমস্ত চিরতরে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। যে জীবাত্মা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় কৃষ্ণভজন অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্য করেন, সেই জীবাত্মাই জাগ্রত, সেই আত্মারই স্বাস্থ্য লাভ হইয়াছে। এরূপ আত্মার বাহিরের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহও সেই আত্মার বা চেতনের অনুগত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্য করে; এজন্য সেইরূপ আত্মা, সূক্ষ্ম মন ও স্থূলদেহ—সকলই সেবাময়, চিদানন্দময়। ইঁহারাই মায়ামুক্ত, ভগবৎপার্ষদ, সাধু গুরু-বৈষ্ণব বা জীবন্মুক্তপুরুষ নামে অভিহিত। যথা,—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অর্থাৎ যিনি যে-কোন অবস্থায় থাকিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত রাখেন, তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ।

আর যে জীবাত্মা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তোষকর কার্য্য না করিয়া সর্ব্বক্ষণ নিজের বা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক, সেই জীবাত্মাই নিদ্রিত বা অসুস্থ, এরূপ সুপ্ত সেবাবিমুখ বা অসুস্থ আত্মার বাহিরের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহও সেই নিদ্রিত আত্মার সুপ্তাবস্থার সুযোগ লইয়া আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, এজন্য এরূপ অবস্থায় আত্মা অজ্ঞানাবৃত, আর উহার বহিরাবরণ স্থূল-সূক্ষ্মদেহ 'জড়দেহ' নামে অভিহিত। তখনই জীব মায়াবদ্ধ, কৃষ্ণাভক্ত বা কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি। মায়ামুক্ত ও মায়াবদ্ধ এই দুইপ্রকার জীবের কথা গীতায়—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" 'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।" প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদ-সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অর্থাৎ ইহসংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থ-কামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার যাহার সেই বৈরাগ্য তীর্থপাদ শ্রীহরির সেবাতে পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা।

গৌড়ীয়মিশন ও গৌড়ীয়-হাসপাতাল বা সাধুবৈদ্য শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ আমাদের এই কৃষ্ণসেবাবিমুখতারূপ জীবন্মৃতাবস্থা বা কৃষ্ণাস্মৃতিরূপ অবিদ্যা পীড়া, ভবরোগ—যাহা ত্রিতাপ বা সর্ব্বপ্রকার দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির মূল, তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া আমাদের ভবরোগ ও দেহরোগের মূল-বীজ নষ্ট করিয়া আমাদের আত্মার ও স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট শুদ্ধ হরিনাম ঔষধ ও শ্রীহরির উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ পথ্য সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে আত্মার স্বাস্থ্য লাভের যত্ন না করিয়া অর্থাৎ 'কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটভাবে কেবল শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা করিব'—এই উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া যদি কেবল স্থূলদেহের ব্যারাম দূর, তৎপরে ভোগে প্রমত্ত ও তৎফল-স্বরূপ জন্ম জন্মান্তর ত্রিতাপ-যাতনা ভোগ করিবার জন্য ভীষণ অমঙ্গল বরণ করিতে উদ্যত হই, তবে এইপ্রকার ভীষণ হিংসার কার্য্যে—ভীষণ অমঙ্গলের কার্য্যে প্রশ্রয় গৌড়ীয়মিশন কখনও দিবেন না; কারণ বিকারগ্রস্ত রোগী আমরা যাহা চাহিলেও গৌড়ীয়মিশনরূপী সদ্বৈদ্য তাহা কখনও প্রদান করিয়া আমাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করেন না।

যদি কেহ গৌড়ীয়মিশন বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের ঐকান্তিক আনুগত্যে তাঁহাদের উপদেশানুসারে সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটভাবে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত রাখিবার যত্ন করেন, আর হঠাৎ দৈহিক কোন ব্যাধিগ্রস্ত হন, তাহা হইলেও তিনি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ... দায়ভাক্" শ্লোকের মর্ম্মানুসারে উহা তাঁহার স্বকৃত কর্ম্মফল জানিয়া ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যদ্বারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তিলাভের অধিকারী হন।

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।"—এই মহাজনবাণীর সার্থকতা গৌড়ীয়মিশন বা গৌড়ীয়-হাসপাতাল সর্ব্বক্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা দেহে আত্মবুদ্ধি করত "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" এই দোহাই দিয়া যাঁহারা কেবল দেহের পুষ্টি, দেহের চিন্তা ও দেহের ব্যারাম দূর করিয়া ভালরূপে ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত হইতে ইচ্ছুক ও তৎফলে জন্ম-জন্ম ত্রিতাপ-যাতনা লাভের ভাগ্যবিশিষ্ট, তাঁহাদের জন্যই কেবল দেহের রোগ-নিবারণের জন্য জগতের অসংখ্য জড়হাসপাতাল উন্মুক্ত আছে। আর সকল ব্যাধির মূল ভবব্যাধি দূর করিয়া পরিণামে নিত্য গোলোক বৈকুণ্ঠ ধামে শ্রীভগবানের সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ লাভই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল তাঁহারাই গৌড়ীয়মিশন বা গৌড়ীয়-হাসপাতালে আশ্রয় পাইবার অধিকারী।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য—শ্রীনদীয়াপ্রকাশের [illegible] গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাইবার পূর্ব্বে [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ অফিসে পত্রদ্বারা জানান নতুবা তাহা পরে আর পাওয়া যাইবে না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরতত্ত্বের নিকট, জগতে আমরা সকলেই কৃপা প্রার্থনা করি। পরতত্ত্ব অনন্ত [illegible] এই [illegible] আমরা নিত্য [illegible], অতএব আমাদের নিত্য [illegible] আছে। [illegible] প্রয়োজন [illegible]। [illegible] আমাদের [illegible] তাঁহার [illegible] আছে, [illegible] সেবার [illegible] শ্রেষ্ঠ [illegible] স্বরূপ [illegible] আমাদের [illegible]

[illegible] সহিত [illegible] দিতে পারি না। [illegible] আমরা [illegible]

[illegible] উহাকে [illegible] বলা [illegible]।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৷৵০	৷৵০	।০
		১॥০	১॥০	১৲
সিকি কলম		৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**-হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ভজন-স্মরণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

৩০ হাজার ফুট উঁচু হইতে লম্ফ প্রদান

ডেলী টেলিগ্রাফের সিকাগোস্থিত সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, প্যারাসুট-যোগে উল্লম্ফন সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য আর্থার ষ্টার্নস নামক জনৈক মার্কিণ বৈমানিক ৩০ হাজার ফুট উচ্চে উড্ডীয়মান একটা "উড়ন্ত দুর্গ" শ্রেণীর বিমান হইতে নীচে লাফ দেয়। প্রায় ২৮,৫০০ ফিট বা পাঁচ মাইলেরও অধিক পর্য্যন্ত পড়িবার পর তবেই সে তাহার প্যারাসুট খোলে।

পতনকালে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎ-স্পন্দনের দ্রুততা নির্ণয় করিবার জন্য ষ্টার্নসের দেহে উপযুক্ত পরিমাপক যন্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিদ্যুতের দ্বারা তাহার পোষাক গরম রাখিবার ব্যবস্থা ছিল এবং মুখে সে অক্সিজেন-ভরা মুখোস ব্যবহার করিয়াছিল। টুপিতে আঁটা একটি দ্বিমুখী রেডিয়ো যন্ত্রের সাহায্যে সে মাটিতে অবস্থিত পর্য্যবেক্ষকদের সহিত সংবাদ আদান প্রদানেও সমর্থ হইয়াছিল। উপর হইতে নীচে নামিতে আট মিনিটেরও কম সময় লাগে। ঘণ্টায় সে ১৮০ মাইল দ্রুত পড়িতে থাকে। মাটিতে অবতরণ করিবার পর সে বলে যে, নীচে পড়িবার সময় তাহার কোনও কষ্ট হয় নাই।

আমেরিকার নিমজ্জিত জাহাজগুলির নাম

সম্প্রতি রুবেন জেমস্ নামক মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ার শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজটি জার্ম্মাণ সাব-মেরিণ আক্রমণের ফলে নিমজ্জিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ৪ঠা সেপ্টেম্বরে গ্রীয়ার ও ১৭ই অক্টোবরে কিয়ার্ণি নামক আর দুইটী যুদ্ধ জাহাজও আক্রান্ত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ৯টি মার্কিণ সওদাগরি জাহাজ শত্রু আক্রমণের ফলে নিমজ্জিত হইয়াছে।

"চার্লস গ্রাট" নামক জাহাজটি ১৯৪০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ২২ জন মার্কিণ প্রজা সহ জলমগ্ন হয়।

"রবিন মুর" ১৯৪১ সালের ২১শে মে তারিখে জলমগ্ন হয়।

"ষ্টিল সী-ফেয়ারার" ৫ই সেপ্টেম্বর সুয়েজখালে বোমা বর্ষণের ফলে নিমজ্জিত হয়।

ইহা ছাড়া "মোণ্টানা" ১১ই সেপ্টেম্বর, "পিঙ্ক ষ্টার" ১৯শে সেপ্টেম্বর, "আই সি হোয়াইট" ২৭শে সেপ্টেম্বর, "বোল্ড ভেনচার" ১৬ই অক্টোবর এবং "লেহাই" নামক জাহাজটি ১৯শে অক্টোবর শত্রু আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে।

রাশিয়ায় প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ

পূর্ব্ব রাশিয়ার অন্তর্গত কাজানের নূতন বেতারঘাঁটি হইতে গত ১লা নভেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কাজান ও মারীস জেলা দুইটিতে বর্ত্তমানে বিপুল পরিমাণে ট্যাঙ্ক, বিমানপোত, কামান, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান, মেসিন গান ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। প্রত্যেকটি কারখানাতে পুরাদমে কাজ চলিতেছে। ঘোষণাকারী আরও বলেন, আমাদের প্রিয় মস্কো আজ বিপন্ন। সুতরাং স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেক কর্ম্মীর নিকট আমাদের আবেদন এই যে, শত্রুকে ব্যর্থকাম করিবার জন্য যেন আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি না করি। সোভিয়েট ও ষ্ট্যালিন দীর্ঘজীবী হউক। অন্যান্য যাহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে, তাহারা দীর্ঘজীবী হউক।

নাৎসীদের অস্ত্র-নির্ম্মাণ প্রচেষ্টা

লেকশ, ফরাসী তাঁবেদার এবং কারখানা মালিকদের সহায়তায় হিটলার আগামী শীতকালে ইউরোপের সর্ব্বত্র বিপুল পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমানে রিবেনট্রপ এই পরিকল্পনাটি লইয়া ব্যস্ত আছেন। অধিকৃত ফ্রান্স, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, এমন কি পোল্যাণ্ডেও জার্ম্মাণী যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছে। খোদ জার্ম্মাণীতে উৎপন্ন অস্ত্রাদি তো আছেই।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমতঃ পূর্ব্ব রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীকে যে বিপুল পরিমাণ রণ-সম্ভার হারাইতে হইয়াছে, সেই ক্ষতি পূর্ণ করা ও দ্বিতীয়তঃ অস্ত্রনির্ম্মাণ কার-খানাগুলিকে এমনভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া রাখা, যাহাতে রাজকীয় বিমান বাহিনীর পক্ষে এগুলিকে আক্রমণ করা কঠিনতর হইয়া উঠে।

ভারতে শণের দড়ি

ভারতবর্ষের বর্ত্তমানে যে পরিমাণ শণের দড়ি প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে আশা হয়, এখন হইতে আর বিদেশ হইতে এই প্রকার দড়ি আমদানী করার প্রয়োজন হইবে না। এতদিন শণের দড়ির অধিকাংশই ব্রিটেন হইতে আমদানী করা হইত।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৬শ বর্ষ } ২৩ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১১ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৭শে নভেম্বর, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ২১২তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ কেশব, ভূত্যাদি কারণে দশমী। গৌরাব্দ ৪৫৫

সরলতা ও কপটতা

——ঃঃ[০]ঃঃ——

'সরলতা'-শব্দে নিষ্কপটতা, কৈতব বা কপটশূন্যতা বুঝায়। 'কৈতব'-শব্দের ব্যাখ্যা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ করিয়াছেন,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি এইসব ॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম্ম ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১।৯০,৯২,৯৪)

অর্থাৎ অন্তরে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা থাকার নাম অজ্ঞানতমঃ বা কৈতব। এই কৈতব বা কপট না থাকার নাম নিষ্কপটতা বা সরলতা। সরলতা কৃষ্ণভক্তিলাভের সহায়ক, আর কপট কৃষ্ণভক্তিলাভের বাধক।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥

ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপট-রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সে-ই দুস্তরা অলৌকিক মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শরণাগত ভক্তের ঐসকল কুকুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে "আমি ও আমার" বলিয়া অভিমান থাকে না।

যাঁহারা মায়ামোহ, অজ্ঞানতম বা উপরি-উক্ত ধর্ম্ম অর্থ-কাম মোক্ষবাঞ্ছা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক—অধম বা অনিত্যবস্তুসমূহ লাভের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া পরমধন অর্থাৎ নিত্যবস্তু কৃষ্ণপাদপদ্ম, শুদ্ধভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী হইতে চান, তাঁহাদের এক সরলতা-গুণটি থাকা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যাইবে না। উপরি-উক্ত মহাজন-বাণী হইতে আমরা এই উপদেশ প্রাপ্ত হই।

আমরা অনেকেই গৌড়ীয়-মিশনে, শ্রীচৈতন্যমঠে বা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বহুকাল অবস্থান করিয়াও বহুকাল শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ, তাঁহাদের সেবা ও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করিয়াও আমাদের আচার-ব্যবহার, কার্য্য-কলাপ, কথাবার্ত্তা, চিন্তাধারা প্রভৃতিতে শুদ্ধভক্তি-যাজনের লক্ষণ প্রদর্শন করিতে পারি না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—সরলতার অভাব অর্থাৎ কপটই ইহার কারণ।

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ',—যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৩)

ইহার 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে', শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন,—"যাহারা প্রত্যহ কেবল মুখে অভ্যাস-ক্রমে 'কৃষ্ণ, আমি তোমার'—এই কথা বারংবার বলিয়া থাকে, তাহাদের কথা সদ্ভাব (সরল) নয়, কিন্তু যিনি একবারও সদ্ভাবে (কায়মনোবাক্যে) 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার দাস'—এই কথা বলেন, তাঁহাকে কৃষ্ণ মায়াবন্ধ হইতে পার করেন।"

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।১৮)

অর্থাৎ ভক্তগণ যদি ভুক্তি-মুক্তি আশা করেন, কৃষ্ণ শুদ্ধভক্তিরত্নকে লুকায়িত রাখিয়া তাঁহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া অবসর-লাভ করেন।

কপট ও অজ্ঞতা এক জিনিষ নহে। কপট থাকিলে কৃষ্ণ দয়া করেন না, কিন্তু কপট যদি না থাকে, শুধু অজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলেও কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করা যায়,—

কৃষ্ণ কহে—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৮-৩৯)

কৃষ্ণ কহিতেছেন, কোন ব্যক্তি আমার ভজন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আমার নিকট হইতে বিষয়সুখ প্রার্থনা করিলে বুঝিতে হইবে, সেই ব্যক্তি মূর্খ। কেন না, সে আমার ভজনরূপ অমৃত ছাড়িয়া বিষয়ভোগরূপ বিষ প্রার্থনা করিতেছে। আমি বিজ্ঞ, সুতরাং সেই অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিষয়সুখ দিব না, আমার পাদপদ্ম বা চরণামৃত দিয়া তাহার বিষয়সুখের কথা ভুলাইয়া দিব।

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের এই সকল শিক্ষা আলোচনা করিলে, ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কাহারও অন্তরে যদি স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ বাঞ্ছা থাকে, আর সে বাহিরে কেবল মুখে কৃষ্ণের কৃপা চায়, বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের অভিনয় করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি কপটী। কৃষ্ণ তাহাকে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এই বাক্যের মর্ম্মানুসারে তাহার অন্তরের প্রার্থিত বস্তু ভুক্তি মুক্তি-আদি তাহাকে দিয়া দেন, কিন্তু অন্তরে সে প্রেমভক্তি চায় না বলিয়া তাহাকে প্রেমভক্তি দেন না, তাহা লুকাইয়া রাখেন। আর যে ব্যক্তি মুখে ও অন্তরে 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার', "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে", "আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন শ্রীচরণে দেহ স্থান"—একবার মাত্রও এইরূপ বলিয়া থাকে, তাহার মায়াবন্ধ ছুটি হইয়া যায়—কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়।

প্রকৃত মঙ্গল কি, অমঙ্গল কি, ভাল কি, মন্দ কি, লাভ কি, ক্ষতি কি,—এ সব বিষয় সদ্গুরু বা প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া জানিবার সৌভাগ্য বা সুযোগ যাহার ঘটে নাই, যে ব্যক্তি জড়বিদ্যা-শিক্ষার ফলে বা সেবাবিমুখ সাধারণ লোকের সঙ্গক্রমে বিষয়সুখ বা এই জগতের সুখ-সম্পদকেই একমাত্র মঙ্গল, ভাল বা প্রার্থনীয় বস্তু বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছে, আর কৃষ্ণ-কৃপায় ইহা পাওয়া যায়—ইহাও জানে, সেই ব্যক্তি এরূপ অজ্ঞতা-বশতঃ কৃষ্ণের নিকট নিজের সুখ-ভোগ চাহিলেও কৃষ্ণ তাহাকে তাহা না দিয়া তাঁহার পাদপদ্ম সেবা-সুখ প্রদান করেন। সেই অজ্ঞ ব্যক্তি তখন সেবা-সুখ পাইয়া নিজের ইন্দ্রিয় সুখের কথা ভুলিয়া যায়—'পূর্ব্ব-ইতিহাস, ভুলিনু সকল, সেবা-সুখ পেয়ে মনে।' এই কথা হৃদয় হইতে বলিতে পারে।

মায়াবদ্ধ সেবাবিমুখ জীবগণের স্বভাবই এই যে, তাহারা কেহ ভুক্তি, কেহ মুক্তি, কেহ বা সিদ্ধি সুখ কামনা করে। ধর্ম্ম অর্থ-কামরূপ ভুক্তি যাহারা চায়, তাহারা স্পষ্ট সুখকামী, আর

মোক্ষসিদ্ধি যাহারা চায়, তাহারা প্রচ্ছন্ন সুখ-কামী। স্পষ্ট-সুখকামী অপেক্ষা এই প্রচ্ছন্ন সুখকামীর পরিণাম অধিক ভয়াবহ। ধর্ম-অর্থ কাম, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা, মুক্তিসিদ্ধি—সমস্তই আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিমূলক বাসনা হইতে জাত, কৈতব বা কপটতার সংজ্ঞিত। এই কৈতব বা কপট যাহার ভিতরে আছে, তাহাকে কপট বলে, আর এরূপ কপট যাহার ভিতরে নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্তরে-বাহিরে বিন্দুমাত্র নিজের ইন্দ্রিয়সুখ চায় না, তাহাকেই সরল বলে। এই প্রকার ব্যক্তিই যথার্থ দিব্যজ্ঞান আশ্রয় ও কৃষ্ণভজন করার অধিকারী। 'সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্', 'আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ' 'সরলতা হৈলে গোরার পা'বা বুঝিয়া লইবে'—এই সব শাস্ত্র মহাজনবাক্য ইহার প্রমাণ।

আমরা সেবাবিমুখ, অপরাধী জীব, তাই আমাদের মধ্যে ন্যূনাধিক আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাঞ্ছা আছে, সুতরাং আমরা কপটী। এইজন্যই সদ্গুরু, বৈষ্ণবাচার্য্য বা শুদ্ধভক্ত বিমল বৈষ্ণবগণের সঙ্গলাভ তাঁহাদের সেবা, তাঁহাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করিয়াও অন্তর-বাহির একরূপ দেখাইতে পারি না—বাক্য ও আচরণ এক করিতে পারি না—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আত্মমঙ্গলময়ী শিক্ষা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই—কেবল বাহিরে শরীর ও বাক্যদ্বারা তাঁহাদের আনুগত্য, দণ্ডবৎ-প্রণাম, স্তব-স্তুতি, কৃপাপ্রার্থনা—সমস্তই করিয়া থাকি, কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা ও শ্রদ্ধার সহিত করি না বলিয়া নিজ নিজ আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা বা চিন্তাধারায় তাহা প্রদর্শন করিতে পারি না, কাজেই আমাদের এইসকল কার্য্য কেবল যাত্রার দলের নারদ সাজার মত হইয়া যায়।

আমরা অজ্ঞ নহি, অজ্ঞ হইলে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-লব্ধ সেবা সুখ পাইয়া নিজের ইন্দ্রিয়-সুখের কথা ভুলিয়া যাইতাম। প্রকৃত মঙ্গল কি, অমঙ্গল কি, অমৃত কি, বিষ কি, ভাল কি, মন্দ কি,—তাহা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ অহৈতুক কৃপাগুণে তাঁহাদের উপদেশ ও আচরণে সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে জানাইতেছেন ও বুঝাইতেছেন, কিন্তু আমরা নিজ নিজ সুখ সুবিধা আরাম ছাড়িব না প্রতিজ্ঞা করায় জানিয়া শুনিয়া—বুঝিয়াও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তি—প্রকৃত মঙ্গল গ্রহণ করিতে চাই না, যে কোন প্রকারে নিজের সুখ-সুবিধা আরামকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাই। অতএব আমরা অজ্ঞমাত্র নাই, পরন্তু অত্যন্ত কপটী।

অনেক সময় আমরা সরলতার দোহাই দিয়া নিজের ভক্তির বিরুদ্ধ আচরণ, দোষ-ভ্রম ত্রুটি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট জানাইয়া তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থনা করি—শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথা গোপন না রাখিয়া নিজের সমস্ত অপরাধ, দোষ ত্রুটির কথা তাঁহাদের নিকট স্বীকার করিয়া ফেলি, কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক তাহা শোধনের জন্য যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা জীবনে পালন করিতে যত্ন করি না; সুতরাং ইহা আমাদের সরলতার পরিচয় নহে,—সরলতার ছলে প্রচ্ছন্ন কপট মাত্র।

এই প্রকার কপট হইতেই দেহাত্ম-বোধ, জড়াভিনিবেশ, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি অনর্থ প্রবল হইয়া অন্তরে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি, অশ্রদ্ধা-অবজ্ঞার ভাব জন্মাইয়া দেয়। তৎফলে ক্রমে দুরন্ত বৈষ্ণব-অপরাধ, গুর্ব্বপরাধ, নাম-অপরাধ, ধাম অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকে। এই হেতু ১৫, ২০, ২৫ বৎসর কেন, কোটিজন্ম গুরু-গৃহে বাস, মঠবাস, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা, হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গযাজনের অভিনয় করিয়াও পরিণামে আমরা হয় ভোগী, না হয় ফল্গুত্যাগী হইয়া পড়ি। কিন্তু একমাত্র সরল ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তি, সেবা-সুখ, প্রেমামৃত, ভজনামৃত পানের সৌভাগ্য লাভ করেন, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা হইতে তাঁহার কখনও বিচ্যুতি ঘটে না।

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।"

সংসারাসক্তির পরিণাম

——::(*)::——

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥
—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।২০২)

অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে চেতন জীব জগৎ ও অচেতন জড়জগৎ উদ্ভূত হয় বলিয়া কৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক। কৃতজ্ঞ পুত্রের যেরূপ পিতার আনুগত্য ও পূজনই ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের, বিশেষতঃ মানবের কৃষ্ণপাদপদ্মকেই সর্ব্বাবতারের মূল-জনক অর্থাৎ আকর চেতন জানিয়া তাঁহাকে নিত্যকাল আনুগত্যের সহিত ভজন করা কর্ত্তব্য। যে সকল অকৃতজ্ঞ পুত্র-স্থানীয় জীব সেই কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-রহিত, তাহারা জন্ম-জন্ম আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক - এই ত্রিতাপযাতনা ভোগ করে। এই পিতৃদ্রোহী পাতকী জীব আপন পিতা কৃষ্ণের ভজন অর্থাৎ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্য্য না করিয়া এই সংসারে কেবল আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুনাদি নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়-সুখকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে পরিণামে কিরূপ অবস্থা লাভ করে, তদ্বিষয় ভগবান্ কপিলদেব (শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৩০শ অধ্যায়) জননী দেবহূতিকে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"মনুষ্য সুখের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জ্জন করে, শক্তিমান্ কাল সে সমুদয়ই বিনষ্ট করিয়া থাকে। দুর্ম্মতি জীব মোহবশতঃ কলত্রাদি-সমন্বিত অনিত্য দেহ-গেহ-ক্ষেত্র-বিত্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে, সুতরাং ঐ সকল বস্তু নষ্ট হইলে, উহারা শোকে নিমগ্ন হয়। জন্তুসকল এই সংসারে যে যে যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কিছুতেই বিরক্ত হইতে পারে না। দৈবী মায়া-বিমোহিত পুরুষ নরকযোনি লাভ করিয়াও নরক-যোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকী শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ঐ ব্যক্তি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। কুটুম্ব-দিগের পোষণবিস্তার-দুরাশায় সেই মূঢ় ব্যক্তির আপাদ মস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে, সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্য-ধর্ম্মবহুল সুখ-দুঃখ প্রধান গৃহে নিরলস হইয়া কলত্রের শিশুগণের আধ-আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জ্জনবিরচিত সম্ভোগাদিরূপ মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া থাকে, আর নিরন্তর দুঃখপ্রতিকারের যত্ন-করতঃ উহাকেই সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি যাহাদিগের পোষণে অধোগতি হয়, গুরুতর হিংসার দ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক সেই পরিবার-বর্গকেই পোষণ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনাবশেষ যাহা পায়, তাহাই আহার করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে যখন সে জীবিকা-রহিত হইয়া পড়ে, তখন সে অন্য জীবিকা অবলম্বনের জন্য বারংবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলে লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে। মূঢ়বুদ্ধি হতভাগ্য পুরুষ বারংবার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্ব-ভরণে অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে।

এইরূপে যখন সেই গৃহব্রত ব্যক্তি তাহার স্ত্রী পুত্রাদির-ভরণ-পোষণে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নির্দ্দয় কৃষকেরা বৃদ্ধ বলীবর্দ্দকে যেরূপ অযত্ন করে, সেইরূপ তাহার পুত্র-কলত্রাদি ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করে না, কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না, জরাগ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই গৃহব্রত ব্যক্তি সেই গৃহেই বাস করে এবং পূর্ব্বে যে পুত্র-কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারা অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে যৎসামান্য যে কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রদান করে, সেই ব্যক্তি গৃহপালিত কুকুরের ন্যায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে। তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহার জঠরাগ্নির আর তাদৃশ বল থাকে না, তাহার আহারও অল্প হইয়া আসে; সে পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে। তখন দেহস্থ বায়ুর ঊর্দ্ধগতি-নিবন্ধন বায়ুর গমনাগমন-মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফদ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং বায়ুর চাপে তাহার চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতে কাশ কিম্বা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট এবং কণ্ঠদেশে 'ঘুর-ঘুর' শব্দ হইতে থাকে।

ক্রমে ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে। তখন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবেরা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া শোক করিতে আরম্ভ করে এবং বারংবার তাহাকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, কিন্তু সে কাল-পাশের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ বন্ধুগণের কোন প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিতে পারে না। কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয়, গৃহব্রত ব্যক্তি এরূপ অবস্থাতেও ক্রন্দনরত আত্মীয়-স্বজনের অতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া ব্যাকুল হয় এবং অবশেষে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার মৃত্যুসময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে।

অনন্তর ঐ যমদূতদ্বয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূল দেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষেরা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘ-পথে প্রস্থান করিতে থাকে। তখন যমদূত-গণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুকুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে, তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতেরা তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা উত্তপ্ত বালুকাপরিপূর্ণ, তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা পানীয়জল নাই। ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতেরা তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে, সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়। শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পদস্খলিত ও বারংবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, আবার চেতনতা লাভ করিয়া দুঃখবহুল অন্ধকারময় পথদ্বারা যমালয়ে নীত হয়।

যে পথে যম-গৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ ছিয়াশি হাজার যোজন। যমদূতেরা কোন কোন ব্যক্তিকে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সেই পাপী ব্যক্তি যখন যমসদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়, 'কোথাও অনন্ত অঙ্গারদ্বারা বেষ্টিত হইয়া পাপীরা দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা একে অপরের, আবার কোথাও বা আপনার মাংস আপনি কর্ত্তন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে। জীবিত থাকিতেই যমালয়স্থ কুকুর, গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণ তাহাদের নাড়ীসকল টানিয়া বাহির করিতেছে, কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে, যমদূতেরা কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতেছে, কাহাকেও পর্ব্বত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে।' এই সকল যাতনা সে-ও অনুভব করিতে থাকে। অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি বহুপ্রকার নরক-যন্ত্রণা পরস্পরের প্রসংসর্গ জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ মৃত ব্যক্তি পুরুষই হউক, আর নারীই হউক, সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়।

এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ—পণ্ডিতগণ ইহাই কহিয়া থাকেন। নরকে যে সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কুটুম্ব-পোষণেই নিযুক্ত থাকুক, বা স্বীয় উদর-ভরণেই ব্যস্ত থাকুক, পাপীদিগকে মরণের পর এই কুটুম্ব এবং নিজ দেহ—উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া একাকীরূপে ঐ সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। প্রাণিহিংসা-দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ এবং সঞ্চিত ধন—এই উভয়কেই জগতে রাখিয়া পাপীরা পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঐ সকল নরক-ভোগের পর কুক্কুর-শূকরাদি যোনিতে যতপ্রকার যাতনা আছে, ক্রমশঃ সেই সকল যাতনা ভোগ করিয়া ভোগের দ্বারা ক্ষীণপাপ হইলে আবার মনুষ্য হইয়া এই নরলোকে আগমন করে।"

ঐ গৃহব্রত বা সংসারাসক্ত ব্যক্তি পুনরায় নরলোকে আগমনকালে জননী-জঠরে গর্ভবাসে নানাপ্রকার দুঃসহ যাতনা এবং জন্মের পর পর বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং যৌবন-সময়েও ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। এইসব জীবের অবস্থা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

বিদ্যা তোমারে, সংসারে আসিয়া
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা॥
জননী জঠরে ছিলাম যখন
বিষম বন্ধন-পাশে।
একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে
বঞ্চিলে এ দীন দাসে॥
তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া
করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি মায়াজালে
না হইল জ্ঞান-লব॥
আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক-জননী- স্নেহেতে ভুলিয়া
সংসার লাগিল ভাল॥
ক্রমে দিন দিন বালক হইয়া
খেলিনু বালক সহ।
আর কিছুদিনে জ্ঞান উপজিল,
পাঠ পড়ি' অহরহঃ॥
বিদ্যার গৌরবে ভ্রমি' দেশে দেশে
ধন উপার্জ্জন করি'।
স্বজন-পালন করি' এক মনে
ভুলিনু তোমারে হরি॥
বার্দ্ধক্যে এখন ভকতিবিনোদ
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল,
এখন কি হ'বে গতি॥

গুরু-পাদুকা

হরিভক্তি যদি গুরুসেবাময়ী না হয়, তাহা হইলে তাহা হরিভক্তিই নহে। শিষ্য সরল ও আর্দ্র হৃদয়ে কায়মনোবাক্য, বুদ্ধি ও অর্থদ্বারা ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সেবা করিয়া শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট করতঃ তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করিবে। সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন, শ্রীঅঙ্গে চন্দন-লেপন গৃহ-মার্জ্জন ও শ্রীগুরুদেবের বস্ত্র-প্রক্ষালনাদি করিতে হয়। অনুক্ষণ শ্রীগুরুর প্রিয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোথাও গমন করিতে হইবে না। গুরুর নিকটে বা গুরু-গৃহের দিকে কদাচ পাদপ্রসারণ করিতে হইবে না। গুরুর সম্মুখে জৃম্ভণ ও হাস্যাদি পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁহার নিকট বস্ত্র-দ্বারা কণ্ঠ আচ্ছাদন এবং অঙ্গুলি প্রভৃতি স্ফূটন সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবে। গুরু-পুত্র, গুরু-ভার্য্যা ও গুরুর বন্ধুর সহিত সর্ব্বদা গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। ভ্রমক্রমেও কখনও গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার স্তবগান করিবে। পাষণ্ডগণের সভায় অথবা অভক্তি-সহকারে শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিতে নাই। শিষ্য কেবল শ্রীগুরুদেবের নামোচ্চারণ করিবে না, কিন্তু নতশির ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ওঁ শ্রী অমুক বিষ্ণুপাদ"—এইভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবে। শ্রীগুরুদেবের অনুমতি না পাইলে, শিষ্য নিজের জনকজননীকেও নমস্কার করিবে না, শ্রীগুরুকৃষ্ণকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। শ্রীগুরুদেব আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহার জন্য কিছুদূর অগ্রসর হইবে, শ্রীগুরুদেব গমন করিলে কিছুদূর তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিবে। শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে আসনে বা শয্যায় বসিবে না। করুণাময় শ্রীগুরুকর্ত্তৃক তাড়িত ও পীড়িত হইলেও তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করিবে না এবং তাঁহার বাক্য অবহেলা বা তাঁহার অপ্রিয়-আচরণ করিবে না। যিনি সর্ব্বস্ব দিয়া গুরুর প্রিয় কার্য্য করিবেন, তিনিই পরমগতি লাভ করিবেন।

একমাত্র গুরুসেবার দ্বারাই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইতে পারে; সেইজন্য গুরুসেবা ব্যতীত অন্য ভগবদ্ভজনের অপেক্ষা থাকে না। যিনি গুরু তিনিই হরি। শ্রীহরি জীবোদ্ধারের জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ, ভগবৎ-কৃপা-বস্তুটীই গুরু। গুরুর ন্যায় অধিক সেব্য আর কেহ নাই এবং তাঁহার সেবা অপেক্ষা আর কোন অধিক ধর্ম্মও নাই। যাঁহার নিষ্কপট গুরুসেবাবৃত্তি আছে, তিনিই হরিভজন করেন, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিষ্কপট গুরুসেবক বাহ্যে যতই সাময়িক অনর্থযুক্তরূপে প্রতিভাত হউন না কেন, তাঁহার মঙ্গল সুনিশ্চিত। আকস্মিক পতনেও শ্রীগুরু তাঁহাকে রক্ষা করেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ও সেবাপ্রভাবে স্নিগ্ধ শিষ্য সমস্ত অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অনায়াসে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করেন। গুরুতে যাহার মনুষ্য-বুদ্ধি আছে, তাহার মঙ্গল কোন কালেই হইবে না। সে সাধুগুরুর নিকট শ্রবণের অভিনয় করিয়া সাময়িক পবিত্র হইলেও তাহার শ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায়। যাঁহার গুরুসেবায় নিষ্কপটতা আছে, তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করিবেন। গুরুসেবা ব্যতীত হরিসেবার আভাসও সম্ভব হইতে পারে না। ভাগ্য মন্দ হইলে দেবতাগণও সাধকের গুরুর প্রতি ভক্তি বা সেবাবৃত্তি অনেক সময় মন্দীভূত করিয়া দেন।

যে নিষ্কপট, শ্রীগুরুদেব তাহাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। নিষ্কপটকে কেহ বিচলিত করিতে পারে না। নিষ্কপট একনিষ্ঠ। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে, তাহাদের শ্রীগুরু-দেবের পাদুকাদিতে পূজ্যবুদ্ধি নাই। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব যে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করেন, তাহা শিষ্যমাত্রেরই শিরোদেশের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ভূষণস্বরূপ। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস বলেন,—

নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন॥
গুরোর্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা।
বস্ত্রচ্ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের নির্ম্মাল্য, শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা, উপানৎ (চর্ম্মপাদুকা), আসন, ছায়া, ভোজনপাত্রাধার কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। শিষ্য কদাচ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা, আসন, বাহন, কাষ্ঠপাদুকা চর্ম্মপাদুকা, বসন ও ছায়া অতিক্রম করিবে না।

জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১ম বিলাস ৫৭ শ্লোকের টীকায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—'কাষ্ঠ ও চর্ম্মভেদে পাদুকা জানিতে হইবে। কোষকারও 'উপানৎ'-শব্দে চর্ম্মপাদুকা নির্দ্দেশ করেন।'

শিষ্য নিজেকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদত্রাণ-বাহী বলিয়া জানেন। এই শ্রীগুরুপাদুকাকে পুষ্প-চন্দনাদি-দ্বারা পূজা করা যাইবে। তবে শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা শ্রীগুরুপাদুকায় শ্রীতুলসী অর্পিত হইবেন না, তুলসী অর্পণ করিলে মহা অপরাধ ও পাষণ্ড হইবে। শ্রীগুরুদেবের পাদুকা শ্রীভগবানের বামে ভগবৎ সিংহাসনে সংরক্ষণ করিয়া নিত্যপূজা-বিধি আছে। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—'পীঠপূজায় শ্রীভগবানের বামদেশে শ্রীগুরুপাদুকা-পূজনই সঙ্গত। কারণ যে ভগবান্ ইহলোকে ব্যষ্টি-ভাবে ভক্তাবতারবেশে শ্রীগুরুরূপে বর্ত্তমান, তিনিই সমষ্টিরূপে নিজ বামদেশে সাক্ষাৎ অবতাররূপে শ্রীপাদুকাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।'

প্রকৃত শিষ্য নিজে সতত গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবায় রত, তাই তিনি কাহাকেও তাঁহার প্রভুর সেবায় নিযুক্ত দেখিতে পাইলে সুখী হন। গুরুসেবা ব্যতীত শিষ্যের কোনরূপ আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিবাঞ্ছা নাই। যেখানে ইহার বিপরীত আচরণ দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত গুরুভক্তি নাই, জানিতে হইবে। শ্রীমন্মহা-প্রভুর নিত্যসঙ্গী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ৪।২৮।৩৯ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীন্যপি ভোগান্ তদুত্থান্ প্রেমানন্দানপি গৃহান্ তদুচিত-বিবিক্তস্থল-মপি নৈবাপেক্ষতে। শ্রীগুরুসেবয়ৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থমিত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ।" অর্থাৎ গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ আত্মপ্রসাদ বা তদুত্থ প্রেমানন্দ অর্থাৎ নির্জ্জন-ভজনানন্দ এমন কি, তদুচিত নির্জ্জনবাসা-দিকেও কখন অপেক্ষা করে না। শ্রীগুরু-সেবারূপ সুখের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য—শ্রীনদীয়াপ্রকাশের গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে, কেহ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাইবার পরই যেন তিনি শ্রীনদীয়াপ্রকাশ অফিসে পত্রদ্বারা জানান। নতুবা তাহা পরে আর পাওয়া যাইবে না।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::ঃ০ঃ::

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

জনসভায় জার্ম্মাণীর মনোভাব

ব্রুম এবং ভস্ জাহাজ নির্ম্মাণ-কারখানায় এক জনসভায় বক্তৃতা দিবার জন্য সম্প্রতি ডাঃ গোয়েব্বলস্ হামবুর্গে আসিয়াছিলেন। তিনি সভায় দণ্ডায়মান হইয়া যেই বলিলেন, "আমাদের নেতা হিটলার এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত", অমনি ভীড়ের মধ্য হইতে কয়েকজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমরা নেতাকে চাই না, আমরা রুটী (খাবার) চাই।"

বার্লিনের যুদ্ধাস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানাগুলিতে ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধনের এইরূপ হিড়িক লাগিয়াছে যে, এই সকল কারখানার অপরাধী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বন্দী-শিবির খোলা হইয়াছে। এই সকল বন্দী-শিবিরে শ্রমিক বন্দীদের সকলকেই খাটিতে হয়।

পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রচেষ্টা

ভোলা সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ডে হুগলী ও হাওড়া জেলার জুট রেগুলেশন ও রুরাল রিকনষ্ট্রাকশন ষ্টাফ কর্ত্তৃক সর্ব্বমোট ৫০২।৶০ (পাঁচ শত দুই টাকা সাত আনা) আদায় করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪৭৯৲ রুরাল রিকনষ্ট্রাকশন বিভাগের ডিরেক্টর এবং জুট রেগুলেশন বিভাগের চিফ্ কন্ট্রোলার মহোদয়ের নিকট ইতিমধ্যে জমা দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী টাকা আরও চাঁদা আদায় হইলে তাহার সহিত যোগ করিয়া পরে পাঠান হইবে। এই ফণ্ডে আরও চাঁদা আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে। দুর্গত ভোলাবাসীদিগের দুঃখে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হইতেছে।

এই জেলায় জুট রেগুলেশন ও রুরাল রিকনষ্ট্রাকশন বিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। বর্ত্তমান এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনুসারে পাটজমি নূতনভাবে রেকর্ড করাইবার জন্য দাখিল দরখাস্তসমূহের তদন্ত ও শুনানী হইতেছে এই আইনের দরুণ চাষীদের সমস্ত অভাব অভিযোগ অপসারিত হইয়াছে এবং এজন্য পাট চাষীরা গভর্ণমেণ্টকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছে।

পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে জোর প্রোপাগাণ্ডা চলিতেছে। এবং লোকে এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতেছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ

২৭শে নভেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতায় বড়লাট

বড়দিনের সময় প্রতি বর্ষে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। এবারও সম্ভবতঃ বড়লাট বাহাদুর লর্ড লিন্‌লিথগো ঐ সময় সেখানে আসিয়া "বেলভেডিয়ার" ভবনে অবস্থান করিবেন। যুদ্ধের জন্য এবার উক্ত বড়লাট বাড়ীতে 'বলনাচ' হইবে না— সেখানে গার্ডেনপার্টি বা উদ্যান সম্মিলন হইবে।

গো-মহিষাদির বাজার দর

গত ১লা নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সময়ে গৃহপালিত পশুর কলিকাতার বাজার দর :—

আলোচ্য সপ্তাহে ১৭৮টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১১৬টি পাঞ্জাব হইতে ও অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে ১৪৪টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে ও ২০২টি মহিষ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের মূল্য প্রত্যেকটি যথাক্রমে ৭৫৲—১২৫৲ ও ১০৫৲—১৬০৲ টাকা। গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ প্রতিদিন ⁄৬ ছয় সের হইতে ⁄৮ সের এবং মহিষের দুগ্ধের পরিমাণ ⁄৮ সের হইতে ।॰ বার সের।

ডাঃ আর সি, মজুমদারের কার্য্যকাল ৬ মাস বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলার (বাঙ্গালার লাট বাহাদুর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুরোধ-ক্রমে বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ আর, সি মজুমদারের কার্য্যকাল আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং আগামী জুলাই হইতে ডাঃ এম, হাসানকে যথারীতিভাবে পাঁচ বৎসরের জন্য তাঁহার স্থলবর্ত্তী অর্থাৎ ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত করিয়াছেন।

ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রয়ের পরিমাণ

গত সেপ্টেম্বর মাসে বাঙলা দেশে বিভিন্ন জেলায় যথাক্রমে ৫,২৫,১৪০৲ ও ১৪,২০৫।০ আনার 'ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রীত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৫ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৩ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৯শে নভেম্বর, ইং ১৯৪১, শনিবার } ১১৩-১৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ কেশব, অদ্য ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—:•:(•):—

ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, যম অথবা অন্য দেবগণ কেহই বৈষ্ণবগণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ নহেন। বৈষ্ণবগণ ব্যতীত সৃষ্ট প্রাণিমাত্রেই দেবগণের ও যমের দণ্ড্য। শ্রীহরির গদাদ্বারা রক্ষিত ভক্তগণকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ন্যায়ান্যায়-বিচারের অধীন করিতে হইবে না। তাঁহারা আমাদের বা মহাকালেরও দণ্ডার্হ নহেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব মায়াতীত বস্তু। মায়ার অন্তর্গত ব্রাহ্মণাদি পরিচয় ইঁহাদের পক্ষে গৌণ। কৃষ্ণদাস্য-পরিচয়ে মায়া থাকে না। কেহই নিজবলে মায়াতীত হইতে পারে না, কেবল বৈষ্ণবগণই ভক্তিবলে মায়াতীত ভগবানের সেবা করিতে সমর্থ। যাঁহারা নিষ্কপটচিত্তে ভগবানের আশ্রিত, ভগবান্ তাঁহাদিগকেই দয়া করিয়া অপ্রাকৃত বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন।

বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই। অগ্নি, সূর্য্য ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণব অধিক তেজস্বী। বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলভোগী মানব নহেন, তাঁহারা ভগবানের অবতার-বিশেষ। ভগবদিচ্ছাক্রমে ভগবানের অবতারের ন্যায় তাঁহারা লোকমঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা॥

শ্রীভগবান বলিতেছেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ আমি সর্ব্বদা প্রচ্ছন্নবিগ্রহ হইয়া ভগবদ্ভক্তরূপে লোকসমূহকে রক্ষা করিয়া থাকি। বৈষ্ণবই জগতের গুরু, আমি বৈষ্ণবের গুরু। আমি যে প্রকার সকলের গুরু, ভক্তগণও তদ্রূপ সর্ব্বজনের গুরু।

বৈষ্ণব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম আদর্শ। পাপী জীবের বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না। নাস্তিকতাবশতঃ তাহারা বৈষ্ণব-দর্শনে বিমুখ হয়। ভগবদ্ভক্তি-সাধক গুণাতীত বস্তু কৃষ্ণকার্ষ্ণের সেবা করিতে করিতে সদ্বুদ্ধিক্রমে বৈষ্ণবতা লাভ করিয়া জড়ে স্পৃহা ও অভিনিবেশ ত্যাগ করেন। সেবোন্মুখ জনগণ বৈষ্ণবের কৃপায় বৈষ্ণবকে চিনিতে পারিয়া ধন্য হন। শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-স্পর্শাভিলাষিণী বুদ্ধি যাঁহার হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই সংসাররূপ অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত শ্রীগুরুদেবের নিকট ভক্তিবিষয়িণী শিক্ষাদীক্ষাদি লাভ শিষ্যের ভাগ্যে ঘটে না। কৃষ্ণদাস্য কর্ম্মজাতীয় নহে। বৈষ্ণবতা দীনজনের একমাত্র সম্পত্তি। বৈষ্ণবের সম্পত্তি হরি। অহঙ্কার, প্রভুত্ব প্রভৃতি লইয়া অবৈষ্ণবই ব্যস্ত হয়, বৈষ্ণবের তাহাতে লোভ নাই। যিনি বাস্তব সত্যের সেবা করেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রেষ্ঠ। ভক্তগণ সর্ব্বদা হৃদয়ে শ্রীভগবানকে দর্শন করেন। ভগবানকে লাভ করা ব্যতীত ভক্ত আর কিছুই চান না—ইহাই তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ। শ্রীহরি হরিজনেরই লভ্য ও প্রাপ্য বস্তু। অভক্তের মনোভাব ও ব্যবহার এবং ভক্তের ভাব ও ব্যবহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। একের হৃদয় কেবল মলিনতা ও শোকপরতায়ই পূর্ণ, আর একজন হরিসেবাময় আনন্দময়তা-হেতু নিরন্তর প্রফুল্ল।

ভগবৎ-সাম্মুখ্য ব্যতীত জীবের মায়ামুক্তি হইতে পারে না। ভগবদনুগত জীবই মুক্ত। ভজনশৈথিল্য ভক্তিবাধক। ভজনে যাহার শৈথিল্য আছে, তাহার নিজসুখের জন্য উৎসাহ থাকিবেই। শৈথিল্য জিনিষটী অবহেলা, অমনোযোগ বা উদাসীনতা। কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজসুখে জলাঞ্জলি যেখানে নাই, সেইখানেই ভজনশৈথিল্য। যিনি ভগবৎ সুখের জন্য কোটী প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাঁহার ভজন-শৈথিল্য থাকিতে পারে না। ভক্ত কখনও নশ্বর সুখ ও দুঃখে বিহ্বল হন না। তিনি তাহাতে উদাসীন থাকেন। সুখ ও দুঃখ—সর্ব্বাবস্থাতে অবিচলিতচিত্ত থাকিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ সেবাতৎপর। ভগবদ্ভক্তের কোন অশুভ বা অমঙ্গল থাকে না। তিনি ভগবানের সকল বিধানকেই তৎকৃপা বলিয়া বরণ করেন। তিনি জন্ম, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য বা ব্যাধি দেখিয়া ভীত বা ব্যাকুল হন না। নিজের জন্য ভক্তের কোন চিন্তা নাই। তিনি সতত যোগযুক্ত ও ভগবচ্চিন্তারত। যদি কেহ বলেন,—ভক্ত যখন নিজের জন্য কোন চিন্তা করেন না, তখন তাঁহাকে শরীর রক্ষার জন্য যত্ন করিতে দেখা যায় কেন? তদুত্তর এই যে, ভক্তের দেহরক্ষার্থ যে চেষ্টা, তাহা আসক্তি-জনিত নহে, দেহকে ভগবৎ-সেবার যন্ত্র জানিয়া তদ্দ্বারা ভজনসিদ্ধি বা ভজন বৃদ্ধির জন্যই তাঁহার দেহরক্ষণ-প্রয়াস। দেহকে কেহ মঙ্গলের জন্য রক্ষা করেন, কেহ অমঙ্গলের জন্য রক্ষা করেন। এই দেহের দ্বারা ভগবৎ সেবা করিয়া কেহ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করেন, আবার এই দেহকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে লাগাইয়া জীবের নরকগতিও হইয়া থাকে। ভগবৎ-সেবার জন্য ভক্তের যে দেহরক্ষণ, তাহাতে ভক্তির হানি হয় না, ভক্তির পোষণই হয়।

ভজনশৈথিল্য থাকিলে তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত দূর করা দরকার, নতুবা হরিভজন হইবে না। ইহা ভক্তির প্রধান অন্তরায়। অনেক সময় দেখা যায়, আদর ও যত্নের সহিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা করিয়াও আমাদের শিথিলতা যায় না, সুতরাং ইহার উপায় কি? সেবা করিয়াও যেখানে শিথিলতা দূর হইতেছে না, সেখানে গুর্ব্ববজ্ঞা, সাধুনিন্দা প্রভৃতি অপরাধ আছে, জানিতে হইবে। দেহাত্মবুদ্ধি, অশ্রদ্ধা, কুটিলতা জড়াভিনিবেশ, লোভ প্রভৃতি থাকায় হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় দীন-হীন কাঙ্গাল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নিরন্তর হরিনাম করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

যাহার অপরাধ নাই, এইরূপ মূঢ় এবং সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য ও উপায়-বিহীন ব্যক্তিও অল্প যত্নেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তবে তাহাকে দীন ও অকিঞ্চন হইতে হইবে, নতুবা হইবে না। কারণ, কাঙ্গাল, অকিঞ্চনের প্রতি ভগবানের অধিক কৃপা। অজ্ঞতাজনিত অপরাধ অপেক্ষা বিজ্ঞের অপরাধ অধিক দোষাবহ। যে জানিয়া-শুনিয়া অপরাধের আবাহন করে, সে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেছে। তাহার মঙ্গলের আশা সুদূর-পরাহত। বিজ্ঞের যদি অনুমনস্ক ভাবেও অপরাধ হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। নিরন্তর উপাসনারত বিদ্বান্ রাজা শতধনুর সেদ বৈষ্ণবনিন্দকের সহিত স্বল্প

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

[illegible]-ফলে কুক্কুর-যোনি-লাভের কথা শাস্ত্রে শুনা যায়। কিন্তু এক মূঢ়া স্ত্রী-মূষিকার অপরাধ-প্রতিম কোন ব্যাপারেও নিত্যমঙ্গল লাভের কথা শ্রুত হইয়া থাকে।

একদা একটি স্ত্রী মূষিকা শ্রীভগবৎ-মন্দিরস্থ দীপের তৈলপানকালে পলিতাটি মুখের দ্বারা টানিয়া তুলিতে গিয়া দীপটি দৈবাৎ সম্মুখভাগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল উহার মুখদাহফলে মৃত্যু ঘটে এবং সে পরজন্মে রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবন্মন্দিরে দীপ প্রদানাদি লক্ষণাময়ী ভক্তিনিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অন্তিমে বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ করে। এই অজ্ঞ মূষিকার কার্য্যটী অপরাধপ্রতিম হইলেও আলোকটী প্রজ্বলিত হওয়ায় ফল ভগবান্ পাইয়া ছিলেন বলিয়া ভক্তি-আভাসের ফলে ঐ মূষিকার নিত্য মঙ্গল লাভ হইয়াছিল। আমরা যে কোন কার্য্য করি, তাহার ফলটা যদি কৃষ্ণ পান, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে। যদি দৌরাত্ম্য, কপট বা সয়তানি না থাকে, তবে ভক্তি অপরাধকে নষ্ট করিয়া তাঁহার বল দেখান, এত তাঁহার প্রভাব।

পাষাণে দাগ বসে না। আমাদের হৃদয় অপরাধের দ্বারা পাষাণ হইয়াছে বলিয়া সাধুর কথা আমাদের হৃদয়ে দাগ কাটিয়া বসিতেছে না, সাধুর মঙ্গলময়ী কথাগুলিকে আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছি না। যেখানে হৃদয় গলিয়াছে, সেখানে দৈন্য আছে। যেখানে দৈন্য, সেখানে কৃপা ও ভক্তি থাকিবেই এবং সেই হৃদয়ে ভগবান্‌কেও ধারণ করা যাইবে।

সেবা করিয়া যদি 'সেবা করিয়াছি' বলিয়া অহঙ্কার হয়, তবে তাহা ভক্তিবাধক। সেবার অভিনয়ে যে অহঙ্কার বা দম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি, তাহা বৈষ্ণবাপরাধফলেই হইয়া থাকে। ইহা নরকে যাইবার রাস্তা। ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি। তাঁহার কৃপাতেই অপরে ভগবানের সেবা করিতে পারে। ভক্তি তটস্থশক্তির কার্য্য নয়। যেখানে সেবা, সেখানে স্বরূপশক্তির কার্য্য। স্বরূপশক্তির একটু কৃপা পাইলেই জীবের সেবোন্মুখতা জাগে ও সেবোৎসাহ দেখা যায়, আর পূর্ণ কৃপা হইলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। সাধকের যে সেবোন্মুখতা, তাহা স্বরূপশক্তির কৃপার আভাস মাত্র। স্বরূপশক্তির কার্য্যকে নিজের কার্য্য মনে করিয়া অহঙ্কার করা অন্যায় ও অপরাধ। সেবার মধ্যে ভগবৎ-কৃপা উপলব্ধি না করিয়া তাহা আত্মসাৎপূর্ব্বক 'আমি করিয়াছি' বলিয়া অহঙ্কার করিলে অপরাধ হইল। তাহাকে ভক্তি বলা যায় না, তাহা কর্ম্মকাণ্ড। অন্তরঙ্গা শক্তিরই একটি চেষ্টা—ভক্তি। শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তি। ভক্ত শ্রীগুরুর অধীন ও তাঁহার সহিত যোগযুক্ত। সেখানে কর্ত্তৃ অভিমান নাই, পরন্তু কিঙ্করাভিমানই প্রবল। ভক্ত প্রত্যেক সেবা-কার্য্যেই শ্রীগুরুর কৃপা উপলব্ধি করেন। তিনি কখনও স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুদেবকে বাদ দিয়া নিজের বাহাদুরী দেখান না। তিনি সেবার প্রতিষ্ঠা সম্মানাদি সমস্তই গুরুর প্রাপ্য বলিয়া জানেন। সেবা করিয়া তাঁহার সুখ হয় বটে, কিন্তু 'আমি করিয়াছি' এই অভিমানে তিনি সুখী হন না। নিজের অযোগ্যতা ও গুরুর অপার কৃপার কথা চিন্তা করিয়া তিনি আনন্দে আপ্লুত হন।

পূর্ব্ব জন্মে কোন মহাজনের চরণে অপরাধ থাকিলে পরজন্মেও বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ সংঘটিত হইতে দেখা যায়। যেরূপ দক্ষের পূর্ব্বজন্মে শ্রীশিবের প্রতি সংঘটিত অপরাধ-হেতু তাহার প্রাচেতস-জন্মেও শ্রীনারদের প্রতি অপরাধ-সংঘটনের কথা শ্রুত হয়।

সেবার অভিনয় করিয়া যেখানে অহঙ্কার, সেখানে অপরাধ হইবেই। ভক্তি ভক্তিকে উদয় করায়। ভক্তির ফল ভক্তি। আর অপরাধ অপরাধই আনয়ন করে। যদি কেহ বলেন, একবার ভজন করিলে, এমন কি ভজনাভাসাদির দ্বারাই যখন মহামঙ্গল হয়, তবে এত শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াও আমাদের মঙ্গল হইতেছে না কেন? তদুত্তর এই যে, পূর্ব্বজন্মে বা এই জন্মে যদি কোন অপরাধ না থাকে, তবে একবার ভজন করিলেই নিত্যমঙ্গল হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অপরাধ থাকিলে বিলম্ব হইবে। গুরুবৈষ্ণব যতই কৃপা করুন, আমি সেই কৃপা কিছুতেই গ্রহণ করিব না—যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকে অর্থাৎ সাধুগুরুর উপদেশ যদি আমরা হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক তদনুসারে জীবন গঠিত না করি, তাহা হইলে মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

শ্রীনন্দমোচনলীলা

——::[•]::——

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা—সমস্তই অনন্ত। এই অনন্ত কৃষ্ণলীলার কোট্যংশের এক অংশও কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। শ্রীঅনন্ত-দেব কৃষ্ণলীলা অনন্তমুখে অনন্তকাল বর্ণন করিয়াও তাহার কোন অন্ত পান না। এই লীলা লীলাময়ের সহিত অভিন্ন। শ্রীগৌরকৃষ্ণ-লীলাকথা-শ্রবণই চিৎকণ জীবের একমাত্র জীবাতু। এতদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য উপায় নাই। তাই আজ আমরা শ্রীগুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণে যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণকথা আলোচনা করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইতেছি।

এক সময় শিব-পূজা-উপলক্ষে শ্রীনন্দাদি গোপগণ আত্মীয়গণ সহ শকটে আরোহণ-পূর্ব্বক অম্বিকাবনে গমন করেন। তাঁহারা তথায় সরস্বতী নদীর তীরে স্নান করিয়া পূজোপকরণ-দ্বারা ভক্তি-সহকারে বৈষ্ণবরাজ শ্রীসদাশিবের ও শ্রীঅম্বিকাদেবীর আরাধনা করিয়া নিরম্বু উপবাস করতঃ রাত্রিতে সরস্বতী-তীরেই অবস্থান করিলেন। সেই রাত্রে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত এক মহাসর্প সকলের অলক্ষিতভাবে অকস্মাৎ ঐ বনে আগমন করিয়া নিদ্রামগ্ন শ্রীনন্দ-মহারাজকে গ্রাস করিল। তখন শ্রীনন্দ-মহারাজ 'হে কৃষ্ণ! হে তাত! আমাকে মহাসর্প গ্রাস করিতেছে, এই শরণাগত জনকে উদ্ধার কর', এইরূপ চীৎকার করিতে লাগিলেন। গোপগণ তাঁহার ঐ চীৎকারধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক সত্বর উত্থিত হইয়া তদ্দর্শনে ব্যাকুল-চিত্তে জ্বলন্ত কাষ্ঠসকল দ্বারা সর্পকে তাড়না করিতে লাগিলেন।

এইরূপে জ্বলন্তকাষ্ঠদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও ঐ সর্প যখন শ্রীনন্দমহারাজকে পরিত্যাগ করিল না, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকটে গমনপূর্ব্বক পদদ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মস্পর্শে ঐ সর্প সর্পরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজরূপ প্রাপ্ত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই অপূর্ব্ব-দর্শন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি কারণে এই নিন্দিত সর্পগতি লাভ করিলেন?" তদুত্তরে সর্প বলিলেন,—"আমি সুদর্শন-নামে প্রসিদ্ধ একজন বিদ্যাধর। একদিন আমি বিমানে বিচরণ করিতে করিতে অঙ্গিরা গোত্রজাত কুরূপগ্রস্ত ঋষিগণকে দেখিয়া স্বীয় রূপদর্পবশতঃ হাস্য করিয়াছিলাম। তজ্জন্য ঋষিগণ আমার পাপের ফলে আমাকে সর্পযোনি-লাভের শাপ দিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছি, পরমকারুণিক ঋষিগণ আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, যেহেতু অদ্য ত্রিলোকগুরু আপনার শ্রীপদস্পর্শে আমি পাপমুক্ত ও কৃতকৃতার্থ হইলাম। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া সদ্য ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। লোকে যাঁহার নাম-মাত্র উচ্চারণ করিয়া নিজকে ও বিশ্বকে পবিত্র করে, সেই আপনার শ্রীপাদপদ্ম-স্পর্শে যে আমি পবিত্র হইয়াছি, ইহাতে আর সন্দেহ কি?" পরমসুন্দর বিদ্যাধর এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরণে পূর্ণ শরণাগত নিঃসন্ধ ব্রজবাসী শ্রীনন্দও শ্রীকৃষ্ণকৃপায় বিপদ্ হইতে মুক্ত হইলেন।

ব্রজবাসী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রভাব দর্শন করিয়া অম্বিকাবনে ত্রিরাত্র বাস প্রভৃতি নিয়ম সমাপনপূর্ব্বক সাদরে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাববার্ত্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তচ্চরণে প্রপন্ন ব্রজবাসিগণকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিয়া থাকেন। ব্রজবাসিগণ নিজ রক্ষার জন্য আদৌ চিন্তা করেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শ্রীঈশার নিজজন নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

আত্ম-সমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা-বিধান॥
তুয়া ধন জানি' তুহুঁ রাখবি নাথ।
পাল্য গোধন জানি' করি' তুয়া সাথ॥
অঘ-বক মারত রক্ষা বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল-কান॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম যামুন পানি॥

একদিন গোপরাজ শ্রীনন্দ একাদশীর উপবাস করিয়া শ্রীজনার্দ্দনের পূজা করতঃ কলামাত্র অবশিষ্ট দ্বাদশীতে পারণ করিবার মানসে রাত্রিশেষে আসুরী বেলায় স্নানার্থ যমুনাতে প্রবেশ করিলেন। শাস্ত্রনিষিদ্ধ সময়ে আসুরী বেলায় রাত্রিতে জলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বরুণের ভৃত্য কোন এক অসুর শ্রীনন্দকে ধরিয়া বরুণের নিকট লইয়া গেল। শ্রীনন্দের অনুচর গোপগণ প্রাতে শ্রীনন্দকে দেখিতে না পাইয়া 'হে কৃষ্ণ! হে রাম!' এইরূপে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দূরে পুষ্পশয্যায় শায়িত থাকিলেও সেই আহ্বান শুনিতে পাইয়া পিতাকে বরুণ অপহরণ করিয়াছে জানিতে পারিলেন এবং গোপগণের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ যমুনা-তট হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বরুণের নিকট গমন করিলেন। লোকপাল বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া সানন্দে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন এবং বলিলেন,—"হে প্রভো! অদ্য আমার দেহধারণ সার্থক হইল, আজ আমি পরমধন লাভ করিলাম। সমস্ত রত্নাকরের অধীশ্বর হইয়াও ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ ধন আমি কখনও লাভ করি নাই। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, কর্ত্তব্য-বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং মূঢ় মদীয় ভৃত্য না জানিয়া আপনার পিতাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক এ অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আপনার পিতা শ্রীনন্দ-মহারাজকে লইয়া যান। তদনন্তর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বরুণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পিতাকে লইয়া নিজগৃহে আগমন করিলেন। গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব দর্শন করিয়া বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইলেন। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে নিজজন জানিয়া একদিন তাঁহাদিগকে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্ম-স্বরূপ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। এখানে বৈকুণ্ঠলোক বলিতে শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্যই বুঝিতে হইবে। কারণ, ব্রজবাসিগণ নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনবাসী। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের কোন ধার ধারেন না। সেই স্থান চিন্ময়, সত্য, স্বপ্রকাশ, নিত্য ও ব্রহ্ম-স্বরূপ। পূর্ব্বে অক্রূর যে স্থানে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক শ্রীনন্দাদি গোপগণ সেই ব্রহ্মহ্রদে নীত এবং মগ্ন হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিলেন। শ্রীনন্দাদি গোপগণ সেখানে দেখিতে পাইলেন যে

মূর্ত্তিমান বেদসমূহ তথায় শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতেছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"যে ব্রহ্মহ্রদে পূর্ব্বে শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মহ্রদেই গোপগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন।"

স্বপ্ন

স্বপ্ন যে অলীক, বা মিথ্যা, ইহা আমরা বাল্যকাল হইতেই শ্রবণ ও প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। ভোগী জীব যেসকল চিন্তা করে, সে সকল চিন্তাই একটী একটী রূপ ধরিয়া মানবের অবশাবস্থায় স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহার আপাত-বাস্তবতা থাকিলেও একান্ত-বাস্তবতা নাই। স্বপ্নে অনেকে দেখিতে পান যে, তাহাকে বাঘে ধরিয়াছে, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে সেই বাঘে ধরার কোন অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং উহা অমূলক চিন্তা ছাড়া আর কি?

বদ্ধজীব বা মনোধর্ম্মীর স্বপ্নদর্শন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের কতকগুলি অস্থায়ী তরঙ্গায়িতভাব মাত্র। উহার কোনই বাস্তবতা বা নিত্যত্ব নাই। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ বা স্বরূপ-সিদ্ধ মহাভাগবতগণের যে স্বপ্ন-দর্শনাদি ব্যাপার কিংবা ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের অকৃত্রিম কৃপাপ্রাপ্ত কোন বিশেষ পুরুষের স্বপ্নাদিতে যে মন্ত্রোপদেশাদি প্রাপ্তি, তাহা অমূলক চিন্তামাত্র নহে। তাহার বাস্তবতা আছে। ঐ বিশেষ দৃষ্টান্তের অবৈধ সুযোগ লইয়া যদি প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে, তাহার স্বপ্নাদি দর্শনও ঐ বিশেষেরই অন্তর্গত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আত্মবঞ্চনাই হইবে।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের স্বপ্নদর্শন, ও স্বপ্নে শ্রীগোপালের আদেশ প্রাপ্তি, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর সত্যভামাপুরে স্বপ্নদর্শন ও শ্রীসত্যভামা দেবীর আদেশপ্রাপ্তি, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর শ্রীজগন্নাথের নিকট হইতে স্বপ্নে দণ্ডপ্রাপ্তি, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যের স্বপ্নদর্শন, শ্রীতপনমিশ্র ও শ্রীদামোদর পণ্ডিতের স্বপ্নদর্শন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্বপ্নসমাধি প্রভৃতি অমূলক নহে। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ বা স্বরূপসিদ্ধ, তাঁহাদের যে স্বপ্নদর্শন, তাহা অমূলক চিন্তা নহে। তাহা পরম বাস্তব। ভগবানের বিশেষ কৃপায় কোন কোন সাধারণ ব্যক্তিরও স্বপ্নে ভগবদ্-দর্শন হইয়া থাকে। ইহা স্বপ্নে ভগবানের কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিশেষ বা আকস্মিকী কৃপা। ইহা সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত হইতে পারে না। এই সকল বিশেষ ঘটনা অনুকরণ করিয়া যদি কেহ স্বপ্নে মন্ত্রোপদেশ প্রাপ্তির ভাণে শ্রীভগবানের অর্চ্চনাদি করিতে যায়, তবে তাহা অপরাধেই পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং কোন মর্য্যাদা-কাঙ্ক্ষী জীব যেন লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ বা অন্য কোন অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া স্বপ্নে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইয়াছি, মন্ত্রাদি উপদেশ পাইয়াছি প্রভৃতি বলিয়া আত্মবঞ্চিত না হন। সদ্গুরুর পাদাশ্রয়ে ক্রম-ভজনের পথ বরণ করাই শ্রেয়ঃ।

স্বরূপসিদ্ধি-লাভ ব্যতীত সাধারণ জীবের স্বপ্ন দর্শনাদি ব্যাপার কখনই নিত্য সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। স্বরূপ-সিদ্ধের স্বপ্ন এইরূপ কাল্পনিক নহে। তাহা বাস্তব সত্য ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই স্বপ্ন-সম্বন্ধে শ্রীজৈবধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—"জাগর ও স্বপ্নের স্বরূপ একই প্রকার। উষা ও অনিরুদ্ধের যেরূপ অবাধিত স্বপ্ন, তদ্রূপ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-প্রিয়াদিগেরও অবাধিত স্বপ্ন আছে। সুতরাং সিদ্ধভক্তদিগের পরমাদ্ভুত স্বপ্ন জাগরের ন্যায় ভূষণাদি-প্রাপ্তি দেখা যায়। স্বপ্ন দুই প্রকার—জাগরায়মান স্বপ্ন এবং স্বপ্নায়মান জাগর। সমাধিরূপ চতুর্থ অবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রেমময়ী পঞ্চমাবস্থা-প্রাপ্ত গোপী-দিগের যে স্বপ্ন, তাহা রজোগুণজনিত স্বপ্নের ন্যায় নয়, অর্থাৎ তাঁহাদের স্বপ্ন অপ্রাকৃত, নির্গুণ, পরম সত্য।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

— — ::(*)::— —

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব মঙ্গলবিধাতা। নাম-ভজনই একমাত্র ভজনপ্রণালী। শ্রীগুরু-দেবই ভজনপ্রণালী প্রদান করেন। সুতরাং আমাদিগের গুরুপাদপদ্ম পূজাই কর্ত্তব্য। যিনি প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই—সে গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সে মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান করিতে দৌড়াই, শীত-নিবারণের জন্য ব্যস্ত হই, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এইসকল দ্বিতীয়-অভিনিবেশের হস্ত হইতে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষপ্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, মুহূর্ত্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই অসুবিধায় পতিত হ'ব। আমি তখন নিজে গুরু সা'জ্‌তে যা'ব—আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক—আমার এই দুর্ব্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে। ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ।

নন্দ-গোবিন্দ যশোদা-গোবিন্দ, শ্রীদাম-সুদাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, গো-গোবিন্দ, কদম্ব-গোবিন্দ প্রভৃতি চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য রসময় শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিলাস-ব্যাপার। যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ-পর্য্যটন দেখ্‌তে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই এইসকল কথা স্ফূর্ত্তি লাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎ-সেবা ক'র্‌বার জন্য প্রবুদ্ধ করেন তাঁ'র পূজা ব্যতীত পূর্ণবস্তুর সেবালাভ ক'র্‌বার আর উপায় নাই।

বলের অভাব হ'লেই আমরা বৈষ্ণব হ'তে চাই, কিন্তু বাস্তবিক বলবতী আত্ম-শক্তিই বৈষ্ণব। সেই বল পাশবিক বল বা শারীর বল নয়, তা' বৈষ্ণবের পদধৌত জল, বৈষ্ণবের পদরেণু ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। বলদেব-নিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মসেবক বৈষ্ণবের পদধূলিতে যাঁ'রা বলবন্ত হন, তাঁ'রাই প্রকৃত বলবন্ত। বৈষ্ণব পরম নির্ম্মল বস্তু, তাঁ'র পাদপদ্মে কোন ধূলা-কাদা বা মলিনতা নাই, কিন্তু তিনি কৃপা করে যে পাদপদ্মরেণু রেখে যান, সেই পদধূলি যদি আমরা আমাদের মাথার মুকুট ক'রে রাখ্‌তে পারি, তবেই কৃষ্ণসেবার সাম্রাজ্য বা স্বারাজ্য লাভ কর্‌তে পার্‌ব। আমরা যেন কার্ষ্ণসেবা হ'তে কখনও বঞ্চিত না হই।

সেবকের ধর্ম্ম—সেবা করা। সেবকের সেবা গ্রহণ করা না করা সেব্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'ভক্ত'-শব্দের অন্যতম পর্য্যায়ে 'সেবক'-শব্দটী স্থিত। 'ভজ' ধাতু সেবায়াম্—'ভজ্'-ধাতু সেবার্থে প্রযুক্ত হয়। পূজ্যকে যিনি পূজা করেন তিনি 'ভক্ত', আর যিনি পূজা বা সেবা-সূত্রে ভক্ত, সেবক বা পূজকের সেবা গ্রহণ করেন, তিনিই ভক্তের একমাত্র সেব্য—'ভগবান'। ভগবানকে যাঁ'রা সেবা করেন, সেই সেবকগণও ভগবানের ন্যায় পূজ্য। পূজা দুইপ্রকার—সেব্য-ভগবানের পূজা, সেবক-ভগবানের পূজা। সেব্য-ভগবানের পূজা অনেক সময় সেব্যের নিকট না-ও পৌছ্‌তে পারে, কিন্তু সেবক-ভগবানের পূজার দ্বারে যে সেব্য-ভগবানের পূজা হয়, সেই পূজা অব্যর্থ—তাহা ভগবানের নিকট না পৌছে থা'ক্‌তে পারে না, কারণ, সেখানে সমস্ত ভার ভগবানের নিত্য সেবক গ্রহণ করেন—তাঁ'র নিত্য সেব্যের নিকট পৌছিয়ে দেন।

ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবা করেন না, যাঁ'রা ভগবানের নিত্য সেবা করেন, ভগবদ্ভক্ত তাঁ'দেরও সেবা করেন। 'ভগবৎ'-শব্দে নাম রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা লক্ষিত হয়। ভাগবতগণও 'ভগবৎ'-শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট—ভগবৎ সম্বন্ধীয় ভগবত্তা ভগবৎ-শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাগবতগণ ভগবান হ'তে পৃথক্ পদার্থ ন'ন। ভগবান্ পূর্ণবস্তু—ভাগবতগণও তা' ছাড়া ন'ন।

যাঁ'র ভগবদ্ভক্তি আছে, তিনি ভক্ত। 'ভক্ত' বল্লে ভজনীয় বস্তু সংশ্লিষ্ট থাকেন, যেমন 'পুত্র' বল্লে পিতা নিশ্চয়ই থা'ক্‌বেন। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্ এই তিনটী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট।

———

গৌড়ীয়-মিশন কি আরাম-আবাস?

——::(*)::——

এই জগতের মায়াবদ্ধ জীব, যথা—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই একটী বস্তু চায়, উহার নাম—আনন্দ, সুখ, তৃপ্তি বা আরাম। সুখ চায় না, আরাম চায় না—এমন প্রাণী এই জগতে একটিও পাওয়া যাইবে না। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রাণীই আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুনাদি কার্য্যের দ্বারা অহর্নিশ সুখ বা আরামলাভের জন্য ব্যস্ত থাকে। এজগতের মানবজাতিকেও সুখ-শান্তি-আরামলাভের জন্য দিবারাত্র উপরি-উক্ত আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন—এই চারিটি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। এজন্য সাত্বত শাস্ত্র ও মহাজনগণ এজগতের এই প্রকার মনুষ্যজাতিকে 'শ্ববিড়্-বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ' (ভাঃ ২।৩।১৯) অর্থাৎ কুক্কুর, বিষ্ঠ-ভোজী গ্রাম্যশূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বা দ্বিপদ পশু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মায়া-মোহিত মনুষ্যগণ তাহাদের পাঞ্চ-ভৌতিক স্থূল দেহ বা সূক্ষ্ম মনকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া সেই 'আমি দেহ মনে'র সুখশান্তি-আরামলাভের জন্য সেই দেহের চক্ষু কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্-পাণি পাদ-পায়ু-উপস্থ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর এই দশটি ইন্দ্রিয়ের রাজা মনকে সর্ব্বক্ষণ এজগতের নানাপ্রকার কার্য্য ও চিন্তায় নিযুক্ত রাখিয়া সেই সুখ বা আরামের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্থূল দেহটা আমি নই বা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনটা আমি নই, আমি শুদ্ধ চেতন জীবাত্মা,—এই বাস্তব-সত্য কথাটি এজগতের মনুষ্যজাতি বুঝিয়া উঠিতে বা ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা মুখে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে—'আমার দেহ', 'আমার মন', কিন্তু মনে মনে 'আমি দেহ', 'আমি মন'—এইরূপ দৃঢ়ধারণা করিয়া রাখিয়াছে।

'আমার দেহ', 'আমার মন'—এরূপ বলিলে দেহ ও মন হইতে 'আমি' একজন পৃথক্ বস্তু অর্থাৎ 'আমি দেহ', 'আমি মন', আর 'আমার দেহ,' 'আমার মন'—এক কথা নহে—ভেদ আছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, কিন্তু এজগতের মায়ামোহিত মনুষ্যজাতি ইহা স্বীকার করিতে চায় না। যেমন 'আমার ঘর', 'আমার বাড়ী' বলিলে ঘর ও বাড়ী হইতে আমি পৃথক বস্তু থাকি, 'আমি ঘর' বা 'আমি বাড়ী' হইয়া যাই না, এস্থলেও তদ্রূপ। এই দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয় বা ভ্রান্তি থাকাতেই মনুষ্যজাতির সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল, অসুখ অশান্তির মূল।

সপার্ষদ ভগবান্ ও সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্র এইপ্রকার মোহ-নিবাস্ত মনুষ্যজাতিকে

ব্রহ্মাণ্ডবাসী, দেবীধামবাসী বা মায়ার সংসার-বাসী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী, দেবতা যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর, রাক্ষস-ভূত প্রেত-পিশাচ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট, মোহ-বিভ্রান্ত মনুষ্যজাতি আমরা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্ত বা স্বসুখকামী হইয়া মনে করি,—'আমরা এই মানবদেহটা পাইয়াছি—ভগবান্ এই মনুষ্য দেহটা আমাদিগকে দিয়াছেন—সুখ বা আরামলাভের জন্য, আর এই আরাম আহার নিদ্রা-ভয় মৈথুন-কার্য্য ও লাভ পূজা-কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা পাওয়া যায়, সুতরাং আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনকে সর্ব্বক্ষণ এই সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলেই আরাম পাইব। তাহাতেই আমাদের মনুষ্য-দেহ ধারণের সার্থকতা হইবে,—এই বিচারে দেহ মনটাকে অসংখ্যপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমরা কেবল দেহারামী হইয়া পড়ি।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত তদীয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ মহাজনগণ ও বেদ-বেদান্ত, ভাগবত, গীতা, পুরাণাদি সমুদয় সাত্বত শাস্ত্র একবাক্যে জানাইয়াছেন যে, মনুষ্যদেহটা কেবল কৃষ্ণ-ভজনের জন্য—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবার জন্য আমরা লাভ করিয়াছি। হরিভজন ব্যতীত মনুষ্যজীবনের আর কোন কৃত্য বা উদ্দেশ্য নাই। আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি ইন্দ্রিয়-সুখের কার্য্য পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি সকল যোনিতেই স্বভাবতঃ লাভ হয়; কিন্তু মনুষ্য-জীবন ব্যতীত অন্য কোন জীবনে পরম মঙ্গল লাভ—হরিভজন করা যায় না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত," "এতাবজ্জন্মসাফল্যং," "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং," "ন হৈ নরঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ", "জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্-গুণনামধেয়ং," "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ," "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং," "নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায়" প্রভৃতি উপনিষদ্ ভাগবত-গীতাদি শাস্ত্রের অসংখ্য প্রমাণে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা,
না পূজিব দেবী-দেবা,
এই ত' অনন্য-ভক্তি কথা।
আর যত উপাধন্ত, বিশেষ সকলি দত্ত,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা॥
দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ
কেহ কারো বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ,
জানিলে না জানে প্রাণ,
দড়াইতে না পারে নিশ্চয়॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ-সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলা'বে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন॥
(শ্রীল ঠাকুর মহাশয়)

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই প্রকার অসংখ্য মহাজনবাণী মনুষ্য-দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, এমন কি, কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ ও সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়াধিপতি, প্রাণেশ্বর, আত্মার আত্মা পরমাত্মা শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্য করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অণু-অংশ আমরা, ইহা "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ," "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ," "যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাঃ," "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" প্রভৃতি উপনিষদ, গীতা ও অন্যান্য অসংখ্য শাস্ত্র-প্রমাণে অবগত হওয়া যায়। সকল জীবই কৃষ্ণের অণু অংশ বলিয়া, কৃষ্ণ সকল জীবের পিতা, আর সকল জীব কৃষ্ণের পুত্র। কিন্তু জীব নিজের সুখ বা আরামের জন্য প্রমত্ত হওয়ায় আপন পিতা কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়াছে—কৃষ্ণের আনুগত্য বা সেবার কথা বিস্মৃত হইয়া জন্ম জন্ম ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তজ্জন্য জানাইয়াছেন,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

জীব বিভুচেতন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া অণুচেতন ও অণুসচ্চিদানন্দময়, সুতরাং জীবের স্বরূপে 'আনন্দ' বলিয়া একটি জিনিষ আছে। জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্য-দাস বলিয়া কৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব বা নিত্য সেবা জীবের নিত্য স্বভাবগত ধর্ম্ম। জীব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া যখন তাহার নিত্যস্বভাব বা ধর্ম্মবশতঃ তাহার নিত্য পিতা, প্রভু বা আরাধ্যবস্তু কৃষ্ণের দাসত্ব বা সেবা করে, তখন সেই নিত্য পিতা বা প্রভু কৃষ্ণের তাহাতে প্রীতি বা আনন্দ হয় বলিয়া জীবেরও তৃপ্তি বা আনন্দ হয়। এই তৃপ্তি বা আনন্দের নাম শুদ্ধা ভক্তি, সেবানন্দ, প্রেমরস বা প্রেমানন্দ, ইহাই জীবের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু মায়াবদ্ধাবস্থায় জীব কৃষ্ণ-সেবাবিস্মৃতিরূপ পিতৃদ্রোহিতা-অপরাধের ফলভোগের উদ্দেশ্যে মহামায়া হইতে প্রাপ্ত স্থূল-লিঙ্গ দেহদ্বয়ের যে সুখ বা আনন্দপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছে, তাহার নাম জড়রস বা জড়ানন্দ, উহা প্রকৃতপক্ষে সুখ বা আনন্দ নয়, উহা দুঃখেরই রূপান্তর মাত্র। ইহাতে নিজ পিতা কৃষ্ণের তৃপ্তি বা আনন্দ হয় না, যেহেতু মঙ্গলময় পিতা কৃষ্ণের পুত্র জীবকে এরূপ আপাতসুখকর পরিণাম-দুঃখকর আনন্দ বা অমঙ্গল প্রদানের ইচ্ছা নাই। জীবের এই প্রকার আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির অপর নাম কাম। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তা'রে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যমাত্র প্রেম ত' প্রবল॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতম, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অনর্থযুক্ত মায়াবদ্ধ সেবাবিমুখ মনুষ্য-দেহধারী আমরা আমাদের দেহ-মনের সুখ বা আরামের জন্য কত ঘর-বাড়ী-দালান-কোঠা তৈয়ার করি, কত জায়গা-জমি ধন সম্পদ্ সংগ্রহ করি এবং দেহের সম্পর্কিত অপর কতকগুলি দেহকে পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয় স্বজন জ্ঞানে তাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ পরস্পর নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্যে ব্যস্ত থাকি। এমতাবস্থায় আমরা দেখি—গৌড়ীয় মিশনেও কত মঠ-মন্দির দালান-কোঠা, জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ্ আছে, আমাদের মত বহুলোক তথায় বাস করিয়া গৃহস্থগণের ন্যায় সকল কার্য্য করিতেছেন, সুতরাং বহির্দৃষ্টিতে "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—এই ন্যায়ানুসারে গৌড়ীয়মিশনকে আমাদের গৃহ, ভোগাগার বা আরাম আবাসেরই অন্যতম মনে করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ভোগাগার, আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির স্থান বা আরামাবাস নহে।

গৌড়ীয়মিশন শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠান, শুদ্ধভক্তিমঠ, ভজনস্থান, অভিন্ন-বৃন্দাবন, কৃষ্ণের সংসার বা সাক্ষাৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠধাম। তথাকার প্রভু, ভোক্তা বা মালিক—একমাত্র কৃষ্ণ, যিনি গীতায় শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" অর্থাৎ আমিই (কৃষ্ণ) সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা, প্রভু ও মালিক। এই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহরূপে তথায় সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত আর তথাকার সমস্ত সামগ্রী সেই নামরূপী কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-মাহাত্ম্য জগতে প্রচার ও শ্রীবিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবার উপকরণ। এখানে যাঁহারা বাস করেন অর্থাৎ গৌড়ীয়মিশন বা তদন্তর্গত মঠবাসিগণের কায়-মনো-বাক্য—সমস্ত অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা ভোগের ইন্ধনস্বরূপ। গৌড়ীয় মিশন বা মিশনরূপী শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ নিজপ্রভু কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তাঁহাদে[র] প্রাণ-অর্থ-বাক্য-বুদ্ধি—সমস্ত ব্যয় করে[ন] বলিয়া ইহা গোলোকধাম বা বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন। "সে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়" "যথায় বৈষ্ণবগণ, সে[ই] স্থান বৃন্দাবন, সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।" "বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।"—এই সব মহাজন বাণীই ইহার প্রমাণ। কিন্তু মায়ামুগ্ধ সেবা বিমুখ মনুষ্য-জাতির নিকট গৌড়ীয়মি[শন] তাহাদের ভোগাগার, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির গৃহ বা আরাম-আবাসের ন্যায় মনে হয়। এরূপ মনে হওয়া তাহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ,—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।"
"চর্ম্মচক্ষে দেখে তা'রে প্রপঞ্চের সম"
"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ
উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অতএব গৌড়ীয়-মিশনরূপী সদ্গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করিবার বা গৌড়ীয়-মিশন রূপী গুরুগৃহে, মঠে, গোলোকে বা বৃন্দাবনে বাস করিবার যাঁহার নিষ্কপট আন্তরিক ইচ্ছা আছে, তাঁহাকে স্বীয় আত্মা, মন ও দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শক্তি-সামর্থ্য—সকলই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেহই নিজের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য প্রাণ-অর্থ-বাক্য-বুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য—কিছুই বিন্দুমাত্র ব্যয় করিতে পারিবে না অর্থাৎ একমাত্র কৃষ্ণসুখকামী নিষ্কপট সেবক বা শুদ্ধভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিকামী বা স্থূল-সূক্ষ্ম দেহারামিগণ গৌড়ীয়মিশনে অবস্থান করিতে পারিবেন না, যেহেতু গৌড়ীয়মিশন এ[ই] জগতের মায়ামুগ্ধ মনুষ্যজাতির গৃহ ভোগাগার, 'গৃহান্ধকূপ' বা 'বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত' নহে, উহা কৃষ্ণের সংসার, বৃন্দাবন বা সাক্ষাৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠধাম। এখানকার সেবকগণ সকলেই একমাত্র সেবানন্দ প্রেমানন্দ, সেবাধন, ভক্তিধন বা কৃষ্ণপ্রেমধনের কাঙ্গাল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ২৭ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৫ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১লা ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, সোমবার { ২১৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ কেশব, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৫

——::•::——

শ্রীনাম স্বরাট্ লীলা পুরুষোত্তম। শ্রীনাম চিন্তামণি স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, মায়াতীত সচ্চিদানন্দ বস্তু। শ্রীনাম সনাতন, চেতন ও আনন্দময়। শ্রীনামের জন্ম বা মৃত্যু অর্থাৎ সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। শ্রীনাম কথা বলিতে পারেন, দর্শন করিতে পারেন, শ্রবণ করিতে পারেন, আস্বাদন করিতে পারেন, ভোগ করিতে পারেন, তিনি মহাভোগী। শ্রীনামই একমাত্র ভোক্তা এবং সকলেই তাঁহার ভোগ্য। শ্রীনন্দনন্দনের শ্রীনামই মহামন্ত্র। এই নাম পরমসুন্দর। শ্রীনামই শ্রীশ্যামসুন্দর। মুক্তপুরুষগণ সর্ব্বক্ষণ এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। শ্রীনাম পুরুষোত্তম। শ্রীনামই রাধানাথ, যশোদাদুলাল ও সুবলসখা। ভগবান্ যেমন সৎ, তাঁহার নামও সেইরূপ সৎ। ভগবান্ই নাম, নামই ভগবান্। ভগবান্ যেরূপ চেতন, তাঁহার নামও সেইরূপ চেতন। ভগবান্ যেরূপ আনন্দলীলাময়বিগ্রহ, তাঁহার নামও সেইরূপ আনন্দলীলাময়বিগ্রহ। শ্রীনাম নিত্যবস্তু। শ্রীনাম ও শ্রীনামী একই বস্তু। ভগবানের প্রত্যেক অঙ্গ অন্যান্য যাবতীয় অঙ্গের কার্য্য করে। আমাদের চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা কথা বলিতে পারে না, কিন্তু ভগবানের কর্ণ ও চক্ষু দ্বারাও কথা বলিতে পারে। ভগবানের প্রত্যেকটী অঙ্গই পূর্ণ।

শ্রীনাম সকলেরই নিয়ামক। তিনি নিজেই স্বতঃকর্তৃত্ব-শক্তি পরিচালনা করিতে পারেন। শ্রীনামই আদি ও সর্ব্ববীজস্বরূপ। শ্রীনামই সকল উপাসনার মূল। শ্রীনাম যদি আমাদের পূর্ণ প্রপত্তি ও শরণাগতি দেখেন, তবেই নিজেকে আমাদের নিকট কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করেন। শরণাগত, প্রপন্ন বা সেবোন্মুখ না হইলে শ্রীনামের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না। শরণাগতই উন্মুখ, আর আত্মম্ভরী বা দাম্ভিক বিমুখ। শ্রীনাম দীনবন্ধু, দাম্ভিককে তিনি কৃপা করেন না। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকে প্রভু করিলে আর শ্রীনামপ্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। শ্রীনামসেবকের শ্রীনাম-সুখবাঞ্ছা ও তৎপ্রতি সম্পূর্ণ অহৈতুকী শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের অভিসন্ধি নাই। শ্রীনাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। অপ্রাকৃত জিহ্বায় সেবোন্মুখ হৃদয়ে শ্রীনাম উদিত হন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। তবে যে, নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়, সে কেবল আত্মা। অপ্রাকৃত আনন্দ,তত্তদুপযোগী ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি মাত্র। ভক্ত যে সময় আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখন ঐ উচ্চারিত পরমতত্ত্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন।"

শ্রীনাম শক্তিমান্। শ্রীভগবানের দুইটী আবির্ভাব—একটা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ, অপরটা শ্রীকৃষ্ণনাম। শ্রীনামই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ। শ্রীনামের কৃপাই পুরুষাভিমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়। শ্রীপুরুষোত্তম ও শ্রীপুরুষোত্তমের নিজজনের কৃপা ব্যতীত পুরুষাভিমান— সংসার-ভোগবাঞ্ছা—নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-স্পৃহা যায় না। সেবাই অমৃত, ভোগই মৃত্যু। শ্রীনামই জীবের একমাত্র আশ্রয়। শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত কেহ সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না। শ্রীনামাচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয়েই শ্রীনামাশ্রয় লাভ হয়। শ্রীনামই জীবের একমাত্র সম্বল—শ্রীনামই জীবের একমাত্র বন্ধু।

গোলোক-বৃন্দাবনবাসী জীবাত্মার শুদ্ধজ্ঞানময়—সেবাময় রূপ বড় সুন্দর। তাহা সৌন্দর্য্যময় আনন্দময় ও চেতনময়। শুদ্ধজীব চেতনময় ও আনন্দময় সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা শ্রীনামের সেবা করেন। যাঁহারা সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা শ্রীনামের সেবা করেন, শ্রীনাম তাঁহাদের প্রেমবাধ্য হইয়া তাঁহাদের কাছে রূপে প্রকাশ পান। অশ্রদ্ধা, কুটীলতা, দম্ভ, অসৎসঙ্গ, জড়াভিনিবেশ-দ্বারা হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিত্য-ভোগোন্মুখ শ্রীনামের কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমনকে বন্ধ করিতে হইবে না। সেবোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণভোগ্য-অভিমানে দেখিলে ভোক্তা শ্রীনাম কৃপাপূর্ব্বক হৃদয়ে উদিত হইবেনই। শ্রীনাম যাঁহার বশীভূত, সেই স্বরূপশক্তির কৃপা ব্যতীত কেহই শ্রীনামের কৃপা পায় না। শ্রীগুরুদেবই স্বরূপশক্তি। শ্রীগুরুদেবকে হৃদয়দেবতা জানিয়া যিনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করেন, শ্রীগুরুর নিত্যসঙ্গী শ্রীনাম তাঁহার হৃদয়েই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। শ্রীনাম নিজজনের নিজজন ব্যতীত শ্রীনাম অপর কাহারও নিকট যান না।

শ্রীনাম—অতীত, মায়ার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। যিনি সেবার জন্য সেবা করেন, শ্রীনাম তাঁহাকেই সেবা দেন, আকর্ষণ করেন, তাঁহার সহিতই শ্রীনামের আলাপ-পরিচয় হয়। সেবকের সেবাই উপায়, সেবাই উপেয়। শ্রীনাম ও শ্রীনাম-সেবক উভয়েই নিরপেক্ষ। শ্রীনাম তাঁহার ভক্তগণের নিকট হইতে সম্মান, পূজা প্রভৃতি কিছুই চান না। কারণ, নিজ ভক্তের লাভেই তাঁহার লাভ, ভক্তের সুখেই তাঁহার সুখ। আরও একটী কারণ এই যে, তিনি করুণ অর্থাৎ পূজাদি-বিষয়ে ভক্তের যে কষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অসহিষ্ণু। ভক্তও ভগবানের নিকট কিছু চান না। উভয়ে নিরপেক্ষ হইলেও পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিবশতঃ উভয়ে উভয়ের সুখবিধান না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভগবান্ নিরপেক্ষ হইলেও ভক্তবৎসল। ভক্ত নিরপেক্ষ হইলেও নিত্যকাল ভগবৎ পদাবলম্বী। শ্রীনাম সেবককে ছাড়িতে পারেন না, সেবকও শ্রীনামকে ছাড়িতে পারেন না। পরস্পরের মধ্যে এত আকর্ষণ ও প্রীতি। শ্রীনাম আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। আকর্ষকের সহিত আকৃষ্টের যে যোগসূত্র, তাহাই ভক্তি। সেই ভক্তি শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণাদিলক্ষণময়ী।

দ্রষ্টৃ-অভিমানে শ্রীনামদর্শন বা গুরুদর্শন হয় না। শ্রৌতপথে চেতনের দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীনামসেবকের পুরুষাভিমান নাই। শ্রীনামই জীবের জীবন। কলিকালে নাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই। বিভিন্ন শাস্ত্র বলিতেছেন,—'সিংহরবে ভীত মৃগগণ যেরূপ পলায়ন করে, তদ্রূপ পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমেও নামোচ্চারণ করিলে সর্ব্বপাপশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন। শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন-[illegible] অর্থ [illegible] ভগবানে [illegible] হয়। মহা[illegible] নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করে, তাহা হইতে তাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। যাঁহারা নিত্য-কাল হরি, কেশব, গোবিন্দ, বাসুদেব এই বলিয়া নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের উপর কলির আধিপত্য থাকে না। শ্রীভগবানের প্রিয় নাম মুমূর্ষু ও আতুর অবস্থায় এবং

কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনে॥

পড়িতে পড়িতে, স্খলিত হইতে হইতে বা বিবশ হইয়া গ্রহণ করিলেও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমাগতি লাভ করে। ঋক্, যজুঃ ও সামাদি বেদপাঠের কিছুই প্রয়োজন নাই, গোবিন্দাদি হরিনামই একমাত্র কীর্ত্তনীয়, তুমি তাহাই সর্ব্বদা গান কর। শতসহস্রকোটী তীর্থসেবার ফল নাম-কীর্ত্তন হইতেই লাভ করা যায়। সূর্য্যগ্রহণে কোটি গো-দান, প্রয়াগ ও গঙ্গাদিতে কল্পকাল বাস, অযুত যজ্ঞ ও পর্ব্বত-পরিমাণ সুবর্ণ-দান—এই সব গোবিন্দকীর্ত্তনাভাসের শতাংশের একাংশের সমও নহে। যাঁহারা 'নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসুদেব, জনার্দ্দন' প্রভৃতি নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র বন্দিত হন। যে সকল মানবের আর অন্য গতি নাই, যাহারা বিষয়ভোগী, পরদ্রোহী, জ্ঞান-বৈরাগ্যবিহীন, ব্রহ্মচর্য্যাদি তপোবর্জ্জিত, সর্ব্ব-ধর্ম্মাচারবিহীন, তাঁহারা একমাত্র বিষ্ণু-নামানুশীলন-দ্বারা যে গতি লাভ করেন, সমুদয় ধার্ম্মিক মিলিত হইয়াও সে গতি পান না। হরিনাম সর্ব্বত্র সেব্য। শ্রীনামগ্রহণে দেশ-কালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিষয়েও নিষেধ নাই। যদি কেহ ভগবান্‌কে লাভ করিতে চান, তবে তিনি সর্ব্বক্ষণ গোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন করুন। যিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে পাপকর্ম্মাদিতে রত, তিনিও সঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবে শুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। হে বিপ্র! ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়াও বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিলে শ্রীহরি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন। শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনই একমাত্র মঙ্গল, একমাত্র নিত্যধন এবং জীবনের একমাত্র ফল। সত্যযুগে ভক্তির সহিত শ্রীহরির অর্চ্চন ও শত শত যজ্ঞাদির দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে গোবিন্দ কীর্ত্তন দ্বারা তাহা সমস্তই লাভ হয়।"

কৃষ্ণ-নাম ও কৃষ্ণস্বরূপের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তবে তাহাতে রহস্য এই যে, 'স্বরূপ' অপেক্ষা 'নাম' অধিক কৃপা করেন। স্বরূপের প্রতি যে অপরাধ হয়, তাহা স্বরূপ কখনও ক্ষমা করেন না, কিন্তু স্বরূপের প্রতি অপরাধ ও নিজের প্রতি অপরাধ কৃষ্ণ-নাম কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন।

জড় জগতে শ্রীহরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণ জীব শুদ্ধ-স্বরূপে অবস্থিত হওয়া চিন্ময় শরীরে হরিনাম করেন। এই শ্রীনাম-সাধনের পদ্ধতি-সম্বন্ধে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"তুলসীমালায় বা অঙ্গুলিপর্ব্বে সংখ্যা রাখিয়া নিরন্তর নিরপরাধে হরিনাম করিবে। শুদ্ধ নাম হইলে নামের ফল যে প্রেম, তাহা পাওয়া যায়। তুলসী হরিপ্রিয়বস্তু, সুতরাং তৎ-সংস্পর্শে নামের অধিক ফল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদ বুদ্ধি করিয়া নাম করিবে।"

নামাপরাধ থাকিলে নাম হয় না। নামোচ্চারণ করিবামাত্রই হয় নামাপরাধ, না হয় নামাভাস, না হয় শুদ্ধ নাম—এই তিনটীর একটী হইবেই। উচ্চারণকারী হয় অন্যাভিলাষী বা ভোগী অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কাম-কামী, না হয় ত্যাগী অর্থাৎ মুক্তিকামী, না হয় নামের অহৈতুক সেবক। যাঁহার নিজসুখবাঞ্ছা নাই, তিনিই শ্রীনামের অকপট সেবক। নিজসুখ-বাঞ্ছা বজায় রাখিয়া হরিনাম করিলে হরিনাম হয় না, তাহা নামাপরাধ মাত্র। যেখানে কাহারও নিকট হইতে সেবা-গ্রহণের পিপাসা, সেখানে শ্রীনামসেবা নাই। প্রভুত্ব-কামী কখনও শ্রীনামপ্রভুর সন্ধান পাইবে না। যাহার সেবক আছে, তাহার প্রভু নাই। যাঁহার প্রভু আছে, তাঁহার সেবক নাই। যিনি প্রভুর সেবক তিনি অন্য সেবকের প্রভু কি করিয়া হইবেন? সেবকের সেবক থাকে না। সেবকের প্রভু ছাড়া আর কেহ নাই। প্রকৃত প্রভুসেবক সকলকে প্রভুর সম্বন্ধে দর্শন করেন। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা যেখানে আছে, সেখানে সেবা কি করিয়া থাকিবে? চেতনের একটা অভিমান থাকিবেই—হয় প্রভু-অভিমান না হয় সেবক-অভিমান। এই দুইটী অভিমান যুগপৎ থাকিতে পারে না। প্রভু-অভিমানই বদ্ধতা, আর সেবক-অভিমানই মুক্তি।

শ্রীনামে আপন-বুদ্ধি না হইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি হইলে শ্রীনাম হইবে না। আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্ন্যাসী, আমি বাঙ্গালী, আমি বিহারী, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি মনুষ্য, আমি পশু, আমি এজগতের কোন একজন—এ সব অভিমান থাকিলে কোটি-জন্ম হরিনাম করিবার অভিনয় করিলেও হরিনাম হইবে না। শ্রীনামের সেবকাভিমানে প্রমত্ত হইয়া নিজেকে শ্রীনামের নিজজন বা শ্রীনামাচার্য্যের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর জানিয়া নিরন্তর হরিনাম করিলে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যাইবে।

শ্রীনাম সর্ব্বক্ষণ যাঁহার সঙ্গ করেন, অথবা যিনি শ্রীনামের সঙ্গ নিরন্তর করেন, সেইরূপ সাধুর সঙ্গ সেবা, আনুগত্য ও তাঁহাতে আপন জ্ঞান ব্যতীত শ্রীনামের সেবা, সঙ্গ ও শ্রীনামের প্রতি আপন জ্ঞান হয় না। যে হরিনামকে চায়, সে হরিনামকে পায়। দেহাত্মবুদ্ধি বা নিজসুখ বজায় রাখিয়া যে মুখে হরিনামকে চায়, সেই কুটিল ব্যক্তি কখনও হরিনামকে পায় না। শ্রীনাম অন্তর্যামী, তাঁহার সহিত চতুরালি চলিবে না। প্রত্যেক হৃদয়েই তিনি অন্তর্যামিরূপে বাস করিতেছেন। তাঁহার চক্ষে ধূলি দিবার সাধ্য কাহারও নাই।

নিজেকে শ্রীনামের ভোগ্য বলিয়া জানিতে পারিলেই শ্রীনামের ভোক্তৃত্ব উপলব্ধি হয়। তখনই "নাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দ ভুবন মাঝে,"—ইহা বুঝা যায়। তখন জীবের হৃদয়ে আর ভোগ-ত্যাগস্পৃহা থাকে না। তখন সর্ব্বত্র গুরুদর্শন বা সেব্য-দর্শন হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—"সকল বস্তুকেই কৃষ্ণসম্বন্ধিরূপে দর্শন করা যায়। কেবল জীব নিজেন্দ্রিয়তর্পণাসক্তি পরি-ত্যাগ করিলেই তাদৃশ দর্শন সম্ভব হয়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত বস্তুনিচয়কে প্রাপঞ্চিক বস্তুজ্ঞানে পরিত্যাগ করিলে বৈরাগ্যের অপব্যবহার করা হয়। বস্তুতঃ জড়াভিনিবেশ ত্যাগ ও ভগবানে মনোনিবেশই বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য।"

যুক্তবৈরাগ্যবান্‌ই হরিনাম ও হরিদর্শন করিতে পারেন। শ্রীনামাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী শতজন্ম শ্রীবাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহারই মুখে শ্রীহরিনাম বিরাজ করেন। সর্ব্বযুগে শ্রীহরিনামের সমানই সামর্থ্য, তবে কলিযুগে ভগবান্ স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক জীবকে ইহা গ্রহণ করাইয়া থাকেন বলিয়াই, কলিযুগে উহার প্রশংসা শুনা যায়। কলিযুগে অন্য ভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও তাহা কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-সংযোগেই করিতে হইবে। কলিযুগে একমাত্র হরিনামই গতি, এতদ্ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

সম্বন্ধ

——::[*]::——

আমরা জীব, চেতনতাই আমাদের জীবন। শরীরের অনুশীলন শরীরের পুষ্টি-সাধন করে এবং মনের অনুশীলন মনের পুষ্টিসাধন করে। শরীর ও মনের অনুশীলনের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু ইহাদের অনুশীলনের সার্থকতা আর কোন একটী বস্তুর অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। দেহ ও মন চেতন নহে, তাহারা কোন বস্তুর আবরণদ্বয়, সেই বস্তুকে রক্ষণই তাহাদের কার্য্য। চেতনতাই সেই বস্তু। চৈতন্যই দেহ ও মনের মালিক। এই চৈতন্যকে বাদ দিয়া দেহ ও মনের অনুশীলন অচেতন পুতুল সাজাইবার ন্যায় নিরর্থক।

এই চেতনতা কি? এই চেতনের কারণ কি? দেহ ও মনের সহিত যেরূপ চেতনতার সম্বন্ধ আছে, তদ্রূপ ঐ চেতনতার সহিতও আর কোন একটী বস্তুর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ আলোচনার ফলে 'ভগবান্' বলিয়া একটি বস্তুর স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। চেতনতার কারণ—ব্রহ্ম বা ভগবান্ এবং চেতন—জীবাত্মা। এই জীব বা আত্মা গৃহে রক্ষিত আলোর ন্যায়। আলোর সাহায্যে যেরূপ গৃহে কার্য্যানুশীলন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ চেতনতার সাহায্যে শরীর ও মনের অনুশীলন সম্ভবপর হয়। চেতনতা ব্যতীত বিদ্যাচর্চ্চা, বিজ্ঞানচর্চ্চা বা অন্য কোন চর্চ্চা সম্ভব হইত না। এক (১) সংখ্যার দক্ষিণে এক বা ততোধিক শূন্য (০) সমাবিষ্ট হইলেই উহার মূল্য থাকে, কিন্তু মূল এককে বাদ দিয়া এক বা ততোধিক শূন্য-সমাবেশের মূল্য কোথায়?

ঘোর দুরদৃষ্ট-বশতঃই এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনায় আমাদের যত শৈথিল্য। এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনায় প্রয়োজন আমরা আদৌ বোধ করিতেছি না। চেতনের অনুশীলন বাদ দিয়া আমরা কেবল দেহ ও মন প্রভৃতি অচেতন বস্তুর অনুশীলনেই তৎপর। এই সম্বন্ধজ্ঞানালোচনার অভাব মানবসমাজে একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধিরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা সকলে গৃহীকে উপেক্ষা করিয়া গৃহকে সুসজ্জিত করিতে ব্যস্ত—আমরা দেহকে সাজাইতেছি, কিন্তু দেহীকে বাদ দিয়াছি, চেতনকে বাদ দিয়া অচেতন বস্তুর আলোচনায় দুর্ল্লভ মানব জন্মের অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি অবলীলাক্রমে অতি-বাহিত করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকেরই ইহা আলোচনার বিষয়—ইহা প্রত্যেক পুরুষের, প্রত্যেক স্ত্রীর, প্রত্যেক বৃদ্ধের, প্রত্যেক যুবার, প্রত্যেক বালকের, হিন্দুর, মুসলমানের, খ্রীষ্টিয়ানের, সমস্ত সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয়—ইহাই সকলের একমাত্র নিত্যস্বার্থপ্রদ—ইহাই সার্ব্বজনীন প্রয়োজনীয় কথা।

অগ্নিপুঞ্জ হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অপরিমেয় পরমাত্মা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণী উদ্গত হয়। স্ফুলিঙ্গ—ক্ষুদ্র, আর অগ্নিকুণ্ড—বৃহৎ। স্ফুলিঙ্গকে অগ্নি বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড বলা যাইতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ যতক্ষণ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে থাকে, ততক্ষণ ইহা পূর্ণ অবস্থায় থাকে। বাহিরে আসিলে ইহা বাতাসে নিবিয়া যায়, এমন কি, অঙ্গারে পরিণত হইতে পারে। তদ্রূপ জীব ক্ষুদ্র-চেতন এবং ভগবান্ বা ব্রহ্ম—বৃহৎ অপরি-মেয় চেতন। জীব এই বৃহৎ চেতনের অতি ক্ষুদ্রতম অণু-অংশ এবং তাঁহা হইতে উদ্গত। যতক্ষণ এই জীব ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহার শুদ্ধতা, ততক্ষণই তাহার উপাদেয়তা। আজ আমরা সেই ভগবদ্রূপ বৃহৎ অপরিমেয় অগ্নি হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের শুদ্ধি হারাইয়াছি, অঙ্গারবৎ হইয়া গিয়াছি, আমরা আজ চেতনের ধর্ম্ম হারাইয়াছি,—আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনধর্ম্মাক্রান্ত পশুদিগের অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছি, নিজের স্বভাবকে হারাইয়া নিতান্ত অভাবে কাল কর্ত্তন করিতেছি। আমরা আজ জানিতে পারিতেছি না,—আমরা কে?

আমরা জানিতে পারিতেছি না—আমাদের কর্ত্তব্য কি? এ অজ্ঞতাই জড়ের ধর্ম—এই অজ্ঞতাই চেতন-সংসর্গরাহিত্যের ফল—জাড্য।

কি প্রকারে আমরা পুনরায় আমাদের স্বরূপ—আমাদের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারি? কি প্রকারে আমরা স্বভাবে স্থিত হইয়া 'দেহি' 'দেহি' রব হইতে চিরতরে মুক্ত থাকিতে পারি? সর্ব্বপ্রথমে কে আমাকে জানাইয়া দেয় যে, আমি—স্বভাবভ্রষ্ট? কে আমার ভিতরে আজ সহজ চেতনতার উদ্বোধন করিয়া আমাকে জানাইয়া দেয় যে, আমি স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—বিচ্যুত হইয়া এক অভাবের রাজ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি, আর সেই অভাবের পূর্ণতা-সাধনের কোনরূপ আশা-ভরসা না থাকিলেও তাহা পরিপূরণের জন্য দিন দিন নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছি? কে আমাকে জানাইয়া দেয় যে, এ অভাবের শেষ কোথায়?—এ ব্যাকুলতার সমাপ্তি কোথায়? যিনি তাহা জানাইয়া দেন, তিনি সদ্‌গুরুরূপী ভগবান্। অন্তর্য্যামী সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়েরই একমাত্র আবশ্যকতা আছে। কয়লা যেমন জলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে আবার জলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধ জীব—স্বরূপভ্রান্ত জীব—অভাবগ্রস্ত জীব নিত্যমুক্ত সদা স্ব-স্বরূপসংপ্রাপ্ত পূর্ণবস্তু গুরুদেবের সংস্পর্শে আসিয়া স্বীয় স্বভাব ফিরিয়া পায়। গুরুদেবই সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন, তবেই বদ্ধজীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া—জাড্য ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশ-বাতাসের সহায়তায় পুনরায় ভগবৎসেবা-চেষ্টায় জলিয়া উঠে—শ্রীগুরুর সংস্পর্শে লুপ্ত স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া স্বভাবের অনুবর্ত্তনে কেবলমাত্র অধোক্ষজের আলোচনা করিতে থাকে। শ্রীগুরুর সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড় দেহ ও মনের দ্বারা জড়ের অনুশীলন সম্ভবপর হইলেও তাহাদের দ্বারা চেতনের অনুশীলন অসম্ভব। জড়ের অনুশীলন চেতনতার উদ্বোধন করিতে সমর্থ নহে। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক—চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক।

জীব ও ভগবান্ উভয়েই চেতন বটে, কিন্তু এক নয়,—ভেদ আছে। পার্থক্য—পরিমাণগত, জাতিগত নহে। আমরাও অগ্নি, ভগবান্‌ও অগ্নি—জাতীয়ত্বে আমরা এক, কিন্তু তিনি—অপরিমেয় অগ্নিকুণ্ড, আর আমরা ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ, তিনি বিভু-চেতন, আর আমরা অণুচেতন—আমরা পরস্পর পৃথক্। এই পরিমাণ-গত পার্থক্য—নিত্য, এই পরিমাণগত পার্থক্যই উভয়ের স্বভাব-নির্দ্ধারক। স্ফুলিঙ্গ সামান্য ফুৎকারে নিবিয়া যায়, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড নিবিয়া যায় না। বিভু-চেতন মায়াধীশ, কিন্তু অণুচেতন—মায়াবশযোগ্য। এই স্বভাববশে অণুচেতনগণ নিত্য বিভুচেতনের অনুগত। ভগবানের আনুগত্যই জীবের স্বভাব। অতএব জীব ভগবানের নিত্য দাস, ভগবদ্দাসত্বই জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম।

শ্রীভগবান্ পরম দয়ালু। জীব যখন তাহার স্বভাব বিস্মৃত হয়, তখন তিনি তাহাকে উদ্ধার করিতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন—নিদ্রিত আমাদিগকে তিনি জাগাইতে আসেন—সুপ্ত চেতনের উদ্বোধন-ক্রমে তিনি আমাদিগকে নিজ স্বভাব জানিতে দেন। তখন আমাদের স্বভাবের ধর্ম্ম ভগবানের নির্ম্মল আনুগত্যে আমাদের মুক্তি—আমাদের সহজ-স্বভাবের প্রকৃত স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হই। ভগবানের নিত্যদাসত্বেই জীব-চেতনের পূর্ণ বিকাশ। তিনি মানুষের নিকট মানুষের মতই হইয়া আসেন। সনাতন চেতনধর্ম্মের বৈজ্ঞানিকগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার দশবিধ অবতার-বিষয়ে সকলেই একমত। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জীবের দেহ ও চিত্তবৃত্তিগত ঐতিহাসিক স্তরগুলির বিকাশ বা প্রতীতি-অনুসারে ভগবান্ তত্তদ্‌ভাবোপযোগী তাঁহার নিত্যস্বরূপ এই জগতে প্রকটিত করেন। এই দশ অবতার যথাক্রমে,—

(১) শ্রীমৎস্যাবতার—অদণ্ড অবস্থা।
(২) শ্রীকূর্ম্মাবতার—বক্রদণ্ড-অবস্থা।
(৩) শ্রীবরাহাবতার—মেরুদণ্ড অবস্থা।
(৪) শ্রীনৃসিংহাবতার—উত্থিত মেরুদণ্ড-অবস্থা।
(৫) শ্রীবামনাবতার—ক্ষুদ্র নর-অবস্থা।
(৬) শ্রীপরশুরামাবতার—অসভ্য নর-অবস্থা।
(৭) শ্রীরামাবতার—সভ্য নর-অবস্থা।
(৮) শ্রীকৃষ্ণাবতার—জ্ঞান-অবস্থা।
(৯) শ্রীবুদ্ধাবতার—অতিজ্ঞান অবস্থা।
(১০) শ্রীকল্‌ক্যবতার—প্রলয়-অবস্থা।

জীবের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অদণ্ডাবস্থার স্তর হইতে প্রলয়াবস্থার স্তর পর্য্যন্ত এই দশবিধ স্তরের সহিত ভগবানের উপরি-উক্ত দশবিধ অবতারের প্রাকট্যলীলা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এই দশবিধ অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাবতার শ্রেষ্ঠতম। নিত্যমানবতনুধৃক শ্রীকৃষ্ণেই জ্ঞানের পূর্ণ-বিকাশ—শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্। তিনি নিখিল জ্ঞান বা চেতনের উৎসস্বরূপ। নরবপুই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। আমরা মানব, তাই তিনি অহৈতুকী অমন্দোদয়া দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার এই মানবস্বরূপ আমাদের নিত্য-কল্যাণ-বিধানের জন্য প্রকটিত করেন। মানবই মানবের আদর্শ। নরের আদর্শ নর-দেবতা হইতে পারেন না। জীবের জ্ঞান বা চেতন যখন অজ্ঞান বা অচেতনের আক্রমণে স্তব্ধ ও জড়ীভূত হয়, তখন উহা নাস্তিকতায় পরিণত হয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানময় হইয়াও এই নাস্তিকতাকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহার পরের অবস্থায় জ্ঞানের ঘোর বিপ্লবাবস্থা, সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ-সাধনকল্পেই কল্কির অবতার।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(•)::——

উত্তমরূপে বর্ণাশ্রম পালন করিবার পরও দেখি, আরও কিছু কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে—তাহা পরতত্ত্বের ঐকান্তিকী সেবা। আত্মার কোনরূপ মলিনতার প্রয়োজন নাই। ঐহিক তাৎকালিক প্রয়োজনসমূহই আবর্জ্জনা। মন পুণ্যের অনুশীলন দ্বারা সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ নির্ম্মলিত মনে হইলেও উহা স্বভাবতঃই বড় বিশ্বাসঘাতক, উহার উপর নির্ভর করা যায় না। বালকের ন্যায় চাপল্যপ্রিয় না হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের যাবতীয় কৃত্য পরতত্ত্বের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। আত্মাদ্বারা পরতত্ত্বের সেবা সম্ভব। সেবালাভের উপায় শরণাগতি। আমরা নিজের উপর নির্ভর করিয়া বিপন্ন হইব না, তাঁহার উপর নির্ভর করিব। অন্যকার্য্য না করার জন্য অর্থাৎ ইতর কার্য্য করিতে পারিলাম না বলিয়া শোক করিব না।

আত্মার উন্নত আকাঙ্ক্ষা শাস্ত্রবিধি-পালনমাত্র নহে কিংবা বৈদান্তিকব্রুবের ন্যায় নির্ভেদ-জ্ঞানানুশীলনমাত্রও নহে। আত্মার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র নিত্য আকাঙ্ক্ষা—পরতত্ত্বের নিত্য সেবা। পরতত্ত্বের সেবাবিহীন হইলে জাগতিক পরোপকারে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। জাগতিক ব্যাপারে তুলনা-মূলক বিচার দ্বারা এই সমুদয় লোকহিতকর কার্য্য প্রথমদৃষ্টিতে অত্যন্ত লোভনীয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পরতত্ত্বের সেবাই আচরণীয়।

যাঁ'রা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রা বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের যুগপৎ সেবা ক'রে থাকেন। কার্ষ্ণসেবার সহিত আত্মপ্রতীতির সর্ব্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁ'দের তা' নাই, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মসেবা বুঝ্‌তে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা কর্‌বার পূর্ব্বে গুরুসেবা, সেই গুরুসেবা সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা। সপার্ষদ গুরু-সেবা না হ'লে আত্ম-প্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্মপ্রতীতির অভাবে—নিষ্কপট সপার্ষদ গুরুপাদপদ্ম-পূজার অভাবে তোতা-পাখী যেরূপ কথা শিখে বুলি আওড়ায়, আমরাও সেইরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। আমরা বড় লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি", গীতার চরম শ্লোক "মামেকং শরণং ব্রজ"—একবারও স্মরণ করি না। আমরা নিজেরা আমাদিগকে খুব বড় মনে করি—প্রকৃতির অতীত রাজ্যের অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি কল্পনা করি। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না কর্‌লে কোন মঙ্গললাভ হ'বে না, কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থেকে যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি মনে করি, তা' হ'লে সেরূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতায় প্রচার

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় মঠসেবক সহ কলিকাতা কালাকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত কাৰ্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে গত ২৩শে নভেম্বর, ৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস ভক্তিশাস্ত্রীজী মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে টালিগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সেন গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৫শে নভেম্বর, ৯ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ডব্লিউ-সি-ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন কুণ্ড মহাশয়ের বাটীতে এবং পরদিবস মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুত সাধনচন্দ্র কুণ্ড মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোপকৃত হন এবং আরও হরিকথা-শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রত্যহ সভাতে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠের আদ্যন্তে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বিরহ মহোৎসব

গত ২৬শে নভেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ, বুধবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। মধ্যাহ্নে গৌরবিহিত কীর্ত্তন ও গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের মহিমার কথা আলোচিত হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপাপ্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর গৌড়ীয়-সম্পাদক মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ প্রভু প্রায় ১ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের কৃপা ও মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::০::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	৷৶৹	৷৶৹	৷৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে ২৮টি বে-সরকারী প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে জমিদারী প্রথার লোপ, ভারতরক্ষা আইনে দণ্ডিত ও আটক ব্যক্তিগণের ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের বিনা সর্ত্তে সত্বর মুক্তির দাবী, বাঙ্গলার বর্ত্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের স্থলে মুসলমান ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসহ নূতন কমিশন গঠন-সম্পর্কিত প্রস্তাবের নোটিশ আছে।

একজন কংগ্রেসী সদস্যের নামে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে, জুট এ্যাক্ট অনুসারে বাঙ্গলা সরকার যে ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাইয়া থাকেন, তাহা এবং আমদানী পাট শুল্কের দরুণ ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে যে টাকা দিয়া থাকেন তাহাও ১৯৪১ সালের বিক্রয় কর আইন অনুসারে যে রাজস্ব বাঙ্গলা সরকার পাট-উৎপন্ন দ্রব্য হইতে পাইয়া থাকেন, তাহা বাঙ্গলার পাট চাষী ও পাট-শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হউক। আর একটি প্রস্তাবে বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইনে (১৯৪১) বাতিল করিবার দাবী করা হয়।

পাঁচ মাস যুদ্ধের ফলাফল

সোভিয়েট প্রচার বিভাগের সংবাদে প্রকাশ, রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত সোভিয়েটের ২১,২২,০০০ সৈন্য নষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫,২০,০০৯ নিহত, ১১,১২ ০০০ আহত ও ৫,২০,০০০ নিখোঁজ হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের প্রায় ৬০ লক্ষ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের ১৫,০০০ ট্যাঙ্ক, ১৩,০০০ বিমান ও ১৯,০০০ কামান খোয়া গিয়াছে।

সোভিয়েটের ৭৯০০ ট্যাঙ্ক, ৬৪০০ বিমান ও ১২,৯০০ কামান খোয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় পাট কর বিল

বঙ্গীয় আইন সভার গত অধিবেশনে যে বঙ্গীয় কাঁচা পাট বিক্রয় কর বিল (১৯৪১) গৃহীত হইয়াছিল, উহাতে বড়লাট মহোদয়ের সম্মতি পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর ইহা পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত হইল।

এই আইনের বলে রপ্তানিকারক ও পাট কল মালিকগণও কাঁচা পাট ক্রয় করিবেন, তাহার উপর মণ প্রতি দুই আনা হারে কর ধার্য্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আইনের বিঘোষিত উদ্দেশ্য হইতেছে, বাঙ্গলার পাটের মূল্যের একটা সমতা আনয়ন, পাট-চাষীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা ও বাঙ্গলার পাট শিল্পের উন্নতি সাধন। উক্ত কর ধার্য্যের দ্বারা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পলাতক জার্ম্মাণ বৈমানিকদ্বয়

একটি বৃটিশ বন্দীনিবাস হইতে দুইজন বৈমানিক পলায়ন করে। উহারা জার্ম্মাণীতে যাইবার জন্য একখানা বিমানপোতও সংগ্রহ করিয়াছিল, পরে অবশ্য উহারা ধৃত হয়। ইহাদের বিমানপ্রাপ্তি সম্পর্কে তদন্ত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, উহারা উক্ত বিমানে অনুমান এক শত মাইল যাইবার পর তেলের অভাবে নামিয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

পলাতক ৪জন ইতালীয় বন্দী

ভারতের একটি বন্দীনিবাস হইতে যে ৪ জন ইতালীয় বন্দী পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা কলিকাতায় গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (দ্বিতীয়) সংশোধন বিল সম্পর্কে যে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হইয়াছিল, গত সোমবার বঙ্গীয় পরিষদ গৃহে মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে তাহার এক বৈঠক হয়। উক্ত সভায় মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু আলোচনা হওয়ার পর সভার কার্য্য ২৬শে নবেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

জানা গিয়াছে যে, উক্ত সিলেক্ট কমিটি মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে পরিষদে রিপোর্ট দাখিল করার সময় বর্দ্ধিত করিয়া ১৮ই নবেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪১) তারিখে স্থির করার জন্য অনুরোধ করিয়া পরিষদে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

যুক্ত প্রদেশের যাদব সম্প্রদায়

জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় যে দুইটি রাজাজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছিলেন, উহার একটিতে যাদব সম্প্রদায়কে ভারত শাসন আইন অনুসারে তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্প্রদায় যুক্তপ্রদেশে বাস করে। তাহারা তপশীলভুক্ত হওয়ার দাবী জানাইয়াছিল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সত্যানু কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ।৵০

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ বর্ষ { ২৮ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৬ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২রা ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ২১৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ কেশব, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

অন্তিমে নারায়ণ-স্মৃতিই পরমলাভ

——ঃঃ[•]ঃঃ——

ভগবৎ স্মৃতিই একমাত্র বিধি এবং ভগবদ্-বিস্মৃতিই অবিধি বা নিষেধ। শ্রীনারায়ণের স্মৃতিই জন্মলাভের পরম ফল। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। যেখানে ভগবৎ-স্মৃতি নাই, সেখানেই অসুবিধা। যদি সকল কার্য্যের মধ্যে ভগবৎ-স্মৃতি হয়, তবেই তাহা সার্থক। ভগবৎ-স্মরণ ব্যতীত যে সময়টুকু অতিবাহিত হয়, তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অন্তিমকালে ভগবৎ-স্মৃতি দ্বারা মহামঙ্গলের কথা শুনা যায়। ইহার মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন-

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥
(ভা ২।১।৬)

স্ব-ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, সাংখ্য ও যোগদ্বারা মরণ-সময়ে যে নারায়ণের স্মরণ হইয়া থাকে, ইহাই পুরুষগণের জন্মের পরমলাভস্বরূপ।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
(গীতা ৮।৬)

হে অর্জ্জুন, মানব মৃত্যুকালে যেরূপ ভাবের স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বদা সেই ভাব-ভাবিত থাকায় সেই তত্ত্বকেই লাভ করিয়া থাকেন।

অন্তিমকালে একবার মাত্রও ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন-মুখে স্মৃতি-পথে উদিত হইলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥
(ভাঃ ৩।৯।১৫)

মুমূর্ষু মানবগণ প্রাণত্যাগকালে কোন কারণবশতঃ বিবশ হইয়াও ভগবানের অবতার, গুণ ও লীলাসূচক নামসমূহ উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ বহুজন্মসঞ্চিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিরস্তকুহক সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। আমি (ব্রহ্মা) সেই জন্মরহিত ভগবানের শরণাগত হই।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, 'অসুবিগমে' শব্দে কেবলমাত্র তৎকালীন যে অশুদ্ধ বর্ণোচ্চারণ, তাহাই সূচিত হইতেছে। বিবশ হইয়া অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তির নিজেচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন কারণবশতঃ, ভগবানের নামসমূহ ভগবানের সেই সেই অবতারাদির তুল্য শক্তিসম্পন্ন। এস্থলে 'অবতার-বিড়ম্বনানি' পদে নৃসিংহ ইত্যাদি, 'গুণ-বিড়ম্বনানি' পদে ভক্তবৎসলাদি ও 'কর্ম্ম-বিড়ম্বনানি'-পদে গোবর্দ্ধনধারণাদি ভগবল্লীলা-সূচক নাম জানিতে হইবে।"

এই সব কথা শুনিয়া যদি কেহ সাধনে উদাসীনতা দেখান, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন। যিনি সারাজীবন পাপ-পুণ্যাদিতে রত থাকিয়া হরিসেবায় বিমুখ থাকেন, তিনি অন্তিমকালে ভগবানের নাম গ্রহণ করিতে পারেন না। সমস্ত জীবনব্যাপী বিষয় চিন্তার ফলে মৃত্যুকালে তাঁহার বিষয়-চিন্তাই আসিয়া থাকে। তজ্জন্য অন্তিমে তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ-স্মৃতির স্থান হওয়া অসম্ভব। যাঁহার পূর্ব্বসুকৃতি নাই, সেরূপ ব্যক্তির কখনও অন্তিমে ভগবৎ-স্মৃতির উদয় হইতে পারে না। তা' ছাড়া অপরাধ থাকিলে অন্তিমকালে একবার মাত্র হরিনাম-শ্রবণ বা হরিনাম গ্রহণের অভিনয় করিলে তদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু শ্লোকান্তে লিখিয়াছেন, "অপরাধের অভাব-হেতু অন্যান্য নাশের জন্য আর হরিনাম-আবৃত্তির অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ একবার মাত্র হরিনামোচ্চারণেই জীবের সিদ্ধিলাভ হয়, যেমন অজামিলের সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে বিষ্ণুদূতগণের মুখে ভগবানের নাম-শ্রবণাদি করিয়াও যমদূতগণের তাহা হয় নাই। একবার মাত্র ভজনেই যেখানে সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে, সেখানে প্রাচীন বা নূতন কোন অপরাধের অভাব-স্থলেই সঙ্গত হয়। যাঁহার পূর্ব্ব বা বর্ত্তমান জন্মের সিদ্ধ ভগবদুপাসনাদি মৃত্যুকালে স্বীয় প্রভাব প্রকাশদ্বারা মরণের পরেই ভগবৎসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষেরই মৃত্যুকালে ভগবৎ-স্মৃতির উদয় হইয়া থাকে।"

কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমরা এখন পাপ করিলেও আমাদের পূর্ব্ব সুকৃতিবশতঃ মৃত্যুকালে যে আমাদের হরিনামে হরিস্মৃতি হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? তদুত্তর এই যে, আমাদের সুকৃতি আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়তঃ যদি ঐরূপ কার্য্য স্বাভাবিক ও আকস্মিক না হইয়া কৃত্রিম ও আত্মকল্পিত হইয়া থাকে, তখনই অজামিলাদি বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধের উদয় করায়—যাহাতে এবং নাম বলে পাপ-প্রবৃত্তির স্পৃহাও হৃদয়ে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, জানিতে হইবে। সেইরূপ অপরাধস্থলে অন্তিমে নারায়ণ-স্মৃতি বা নিরপরাধে ভগবন্নাম অর্থাৎ নামাভাসের উদয় হইবে না। সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত হইয়া অপরাধ-শূন্য নাম গ্রহণই 'নামাভাস'।

যিনি আজীবন ভগবৎ সেবা করিয়াছেন, যাঁহার অন্তরে সেবাস্মৃতি বিরাজিত আছে, তিনি অন্তিমকালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বাহ্যে ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে না পারিলেও তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ স্মৃতি আছে, জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি অপরাধী বা যাহার কোন সেবা-সুকৃতি নাই, সেরূপ ব্যক্তি মৃত্যুকালে হরিনামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও হরিস্মরণের অভাবে তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

এই মুহূর্ত্ত হইতে ভগবৎ-সেবা আরম্ভ করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ স্মৃতিতে উদ্দীপিত থাকিবার চেষ্টা না করিলে মঙ্গললাভের আশা নাই। সে-জন্য বুদ্ধিমান্ জনগণ দম্ভ পরিহার-পূর্ব্বক অনন্যভাবে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজন করিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইবে না।

অন্তিমকালে ভগবন্নাম করিয়া শ্রীঅজামিল ও শ্রীভরতাদির ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা শুনা যায়। তাঁহাদের অনুকরণ প্রাণঘাতী অপরাধজনক। শ্রীঅজামিল ও শ্রীভরত আমাদের ন্যায় সুকৃতিহীন জীব-বিশেষ নহেন। শ্রীঅজামিল, শ্রীভরত—উভয়েই ভগবদ্ভক্ত। শ্রীভগবানের সহিত শ্রীভরত ও শ্রীঅজামিলের যোগাযোগ ছিল। তাঁহাদের যে বিঘ্ন, তাহা আদৃশ বদ্ধজীবের ন্যায় নহে। ভগবদ্-লীলায় ভক্তগণের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্যই ভগবানের ইচ্ছাক্রমে শ্রীভরতাদি ভক্তগণের বিঘ্নাদি দেখা যায়। পূর্ব্বজন্মের

অনুক্ষণ হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন বিচার নাই। সকলবিপদের মীমাংসা—ভগবানের বিধানের উপর নির্ভর করা।

পতিত জীব প্রথমে বিরিঞ্চি হইয়াছে। মায়ার ভোক্তা বা কর্ত্তা হইতে গিয়া অনেক জীব ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিল। কৃষ্ণভক্তের নিকট ব্রহ্মার পদ অতি তুচ্ছ। ভগবদ্বিমুখ জীবগণ প্রথমে ব্রহ্মা হয়, তৎপরে মানুষ হয়। জীবাত্মা স্বরূপতঃ স্ত্রী বা পুরুষ নয়। স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি দেহের পোষাক মাত্র। জীব জড় নহে, জীব চেতন। আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়, উহার সহিত কথা বলিতে পারে। আত্মাই আত্মাকে দর্শন করে। হরিসেবা-ক্রমে প্রাকৃত-অভিমান রহিত হইলে জীবের গোলোকপ্রাপ্তি হয়। জীব নিষ্কপট সেবাক্রমে মুক্তগণের এমন কি নিত্যমুক্তগণের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না। জীব কৃষ্ণের ভিন্নাংশ হইলেও আগন্তুক খণ্ডিত ভেদাংশ নহে। ভূতশুদ্ধি না হইলে নারায়ণের অর্চ্চন ও হয় না। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা কদাপি বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান করেন না।

ভগবৎ-প্রসঙ্গ-বিমুখ হইলেই জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। জীব নিষ্কপট হইলে যে কোন আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করিতে পারেন। হরিভজন বাদ দিলেই জীব গৃহমেধী হয়। অবনতমস্তকে শাসন স্বীকার না করিলে তাহাকে শিষ্য বলা যাইবে না। যদিও বৈষ্ণব ও বিষ্ণু ইহজগতে অবতীর্ণ হইলে অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট মানুষের ন্যায় প্রতিভাত হন, তথাপি তাঁহারা কদাপি মানুষ নহেন।

যিনি হরিকথা শ্রবণ ক'রে তার পরে ভগবদ্দর্শন করেন, তাঁ'রই প্রকৃত দর্শন হয়। হরিকথা না শুনে যদি তাঁ'কে দর্শন ক'রবার চেষ্টা হয়, তা' হ'লে ভোগদর্শন হ'য়ে যায়। আমি যদি আমাকে হাড়-মাংসের থলি জ্ঞান ক'রে তাঁ'র দর্শন চাই, তা'হ'লে ভোগদর্শন হ'য়ে যা'বে। অপ্রাকৃত বস্তুকে আমি প্রাকৃত চক্ষের দ্বারা দর্শন ক'রতে পারি না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী আমাদের চক্ষের প্রাকৃত আবরণ অপসারিত ক'রে দিয়া চক্ষু দান করলে, সেই সেবোন্মুখ চক্ষে—শ্রুতির দ্বারা নিয়মিত নেত্রে আমাদের শ্রীবিগ্রহদর্শনের যোগ্যতা হয়। অর্চ্চা ভগবানের proxy—তিনি এখানে এসে উপস্থিত হ'ন।

যিনি ভগবদ্দর্শন করেন, তিনি জগতের কোন লোকের ধার ধারেন না। তিনি ধর্ম্মী, ধনী, নামজাদা লোক—কা'রও শ্রুতিতর্পণ করেন না, তিনি কেবল সত্য কথা বলেন। যদি আমরা মনে করি তৃণাদপি নীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সত্যকথা ব'ললে কেহ ভিক্ষা দিবে না, সেরূপ পাপিগণের নিকট হইতে যেন আমরা ভিক্ষা না লই। যা'রা কিছুতেই সত্য নিবে না, সেইরূপ পাপিগণের কি সাধ্য আছে যে, তা'রা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য প্রদান ক'রতে পারে? আর আমরাই বা কৃষ্ণের প্রকৃত উচ্ছিষ্ট না হ'লে তাহা গ্রহণ ক'রতে যা'ব কেন?

শ্রীধামে বিরহ-মহোৎসব

—::(*)::—

গত ২৬শে নভেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ, বুধবার শুক্লাষ্টমীতিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে আমাদের পরম-পরাৎপর শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব নিরন্তর হরিসঙ্কীর্ত্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরু বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য পুরাণ-রাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে আনন্দাহরণ-নাটমন্দিরে আহূত এক মহতী সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয় ১৯শ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা হইতে শ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী প্রভুর পূত জীবনচরিত পাঠ করেন। অনন্তর পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বিরহ-ব্যথিত চিত্তে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী প্রভুর ভজনবৈশিষ্ট্য, বিরহ কি এবং বিরহ-তিথিতে জীবের কৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় একঘণ্টাকাল অনর্গল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তৎপরে আরও একঘণ্টাকাল শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার সহজ সুবোধ্য উপদেশ শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে রেখাপাত করিয়াছিল। জীবন্ত সাধুর শ্রীমুখে জীবন্ত বাণী-শ্রবণের সাক্ষাৎ ফল সকলেই সেদিন অল্প-বিস্তর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়াকর্ষিণী চেতনময়ী কথা শ্রবণ করিলে মৃতদেহেও প্রাণ আসে—হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। হরিবিমুখ আমরা জানি না। এরূপ মহদ্বৈভবের পর বাহ্য আমাদের গত্যন্তর নাই। তাঁর পরম-দয়াল গোস্বামি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা বিতরণেরও তুলনা নাই। তাঁহার অযাচিত কৃপা বরণের সৌভাগ্য হইলে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহবেদনা কিছু উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইব। যে হৃদয়ে বিরহ নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। বিরহই ভক্তি—বিরহী-ই ভক্ত বা দাস। হৃদয় স্ব-সুখবাঞ্ছা থাকা কালে বিরহের অনুভব হয় না। যেখানে বিরহ, সেইখানেই ভজন-প্রগতি। আমার একমাত্র প্রয়োজন ভগবৎ-সাক্ষাৎকার আমার ভাগ্যে ঘটিল না, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ভক্ত ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের জন্য সর্ব্বক্ষণ বিরহকাতর। বিরহের মধ্যে ভগবৎ-স্মৃতি সর্ব্বক্ষণ থাকে। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার দুই রকম—বহিঃসাক্ষাৎকার ও অন্তঃসাক্ষাৎকার। শুদ্ধভক্তগণ অন্তরে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করিয়াও বাহিরে ভগবান্ ও ভক্তের সাক্ষাৎকার না পাইয়া সর্ব্বক্ষণ বিরহ-ব্যথিত। বিরহ-বিধুর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বাণীতে আমরা ইহা জ্বলন্ত আদর্শ দেখিতে পাই,—

> যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর
> হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
> কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন?
> কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন?
> কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ?
> এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ?
> পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
> গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব?
> সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
> সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস॥

শ্রীগুরুদেবের বিরহ-তিথিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের উক্তির অনুসরণই আমাদের কৃত্য। আমরা যদি তাঁহার ভাবে বিভাবিত হইতে পারি, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ আমাদের হৃদয়কে নিশ্চয়ই উদ্বেলিত করিবে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহগীতি কীর্ত্তন হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল শুদ্ধভক্তের বিরহের কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

মধ্যাহ্নে শ্রীবাসাঙ্গনে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীল [illegible] গোস্বামী মহারাজও মঠবাসী [illegible] নিকট বহুক্ষণ [illegible] করেন।

আমাদের পরমপরাৎপর শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী মহারাজের শিষ্য বেহার প্রদেশের [illegible] জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজ। [illegible] শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীহরিগোপাল দাস [illegible] তাঁহার আরও দু'জন শিষ্য ছিলেন। [illegible] মহাপ্রভুর শ্রীব্রজমণ্ডলে, বিশেষতঃ শ্রীরাধাকুণ্ডে সিদ্ধ-বাবাজী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। [illegible] শ্রীসূর্য্যকুণ্ডেও শ্রীসূর্য্যদেবের কিরূপ মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যপূজার ছলনা করিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। সূর্য্যপূজার পূজারী [illegible] সেবা গ্রহণ করিতেন। [illegible] গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের [illegible] অদ্যাপি রহিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তথায় শ্রীসূর্য্যকুণ্ড নামে একটী [illegible] আছে। শ্রীমন্দিরের তটে শ্রীল [illegible] শ্রীমন্দির শোভা পাইতেছেন। [illegible] বিহারীজী শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সকল দেবতাই আছেন। শ্রীসূর্য্যকুণ্ডের পূর্ব্বতটে একটী ছোট শ্রীমন্দিরে শ্রীমতীর শ্রীপাদপদ্ম আছেন। শ্রীসূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিমতটে শ্রীশ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধিমন্দির ও পূর্ব্বদিকে শ্রীশ্রীল রাধাবিহারীজীউর সেবা। তাঁহার সমাধির সম্মুখভাগেই তাঁহার ভজন-[illegible] দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বদিকে [illegible] [illegible] মধুসূদন দাস গোস্বামী মহারাজের [illegible] [illegible] (শ্রীবিগ্রহ শ্রীহরিকৃষ্ণ ও শ্রীহরিগোপাল নাম) সেবা আছে। তথায় অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে [illegible] মহারাজের অপর চারজন শিষ্য [illegible] হইয়া থাকে। মাধুকরী [illegible] [illegible] তাঁর মহারাজের নিত্য [illegible] শিষ্য ও [illegible] সকলের দ্বারা শ্রীশ্রীগিরি-ধারীজীর সেবা হইয়া থাকে।

শ্রীল [illegible] মধুসূদন দাস গোস্বামী মহারাজ [illegible] অবস্থান করিয়া ভজনানন্দীর লীলা [illegible] করিয়াও তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] [illegible] আদর্শ [illegible] হইয়া [illegible] বেষ্টিত [illegible] শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শিক্ষা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা [illegible] এবং শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাতেই আজ [illegible] শুদ্ধভক্তের কথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছি। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible] আমরা অন্যান্য শুদ্ধ গৌর কৃপার কথা জানিতে পারিয়াছি।

শুনা যায়, শ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী মহারাজের [illegible] যখন শ্রীমদ্ [illegible] তখন তথায় একটী [illegible] সেই সময় [illegible] পাঠ সমাপ্ত হওয়ার [illegible] [illegible] আর একটী [illegible] ঘাটে বকবর্ণ [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] [illegible] [illegible] মধুসূদন দাস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গোস্বামী মহারাজের [illegible]।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিবিধ সংবাদ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৪০৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) [illegible]
ষাণ্মাসিক " ৬৲
প্রতি সংখ্যা [illegible] সংখ্যার ভিক্ষা [illegible]।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭, সাপ্তাহিক ১০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—[illegible] একমাত্র পাক্ষিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহারাজ-সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরাঙ্গের প্রভু পরোবানন্দ সরস্বতী ঠাকুর [illegible] ঠাকুর [illegible] একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা [illegible]। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু [illegible] শ্রীধামের [illegible] হইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ [illegible] কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] একমাত্র উপায় [illegible] কালাজ্বর এবং [illegible] সার্থক [illegible] কি না। [illegible] আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলি [illegible] অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ম্যাট্রিকুলেশনের সমপর্য্যায়ের পরীক্ষা

"বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সমপর্য্যায় ও মানসম্পন্ন অন্য কোনও পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রশ্ন সম্বন্ধে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরিক্ত বাহিরের অন্য কোনও কমিটি গঠন-সম্পর্কে সিণ্ডিকেট সম্মতি দিতে পারেন না।"

—বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের প্রস্তাবের উত্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্কুল ফাইনাল ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মান ও পর্য্যায়-সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

স্পেনে তৈল প্রেরণ স্থগিত
মার্কিণ সরকারের ব্যবস্থা

অর্থনৈতিক দেশরক্ষা বোর্ডের এক ঘোষণায় প্রকাশ—স্পেন ও স্পেনীয় রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য প্রেরণের সমস্ত লাইসেন্স এবং আলজিরিয়া, ফরাসী মরক্কো ও টিউনিসে যে কোন দ্রব্য প্রেরণের ব্যক্তিগত লাইসেন্স প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

যাহাতে স্পেন মারফৎ শত্রুপক্ষের নিকট তৈল না যায়, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য স্পেনে চালান স্থগিত করা হইয়াছে।

নিকট প্রাচ্যে বিশেষ প্রতিনিধি

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সাংবাদিকদের এক বৈঠকে ঘোষণা করিয়াছেন যে, রুশিয়া ও ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব মার্কিণ দূত মিঃ উইলিয়াম বুলিট নিকট প্রাচ্যে তাঁহার বিশেষ প্রতিনিধি হইবেন। মিঃ বুলিট পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরের অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিবেন।

মিঃ বুলিট কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন, জিজ্ঞাসা করিলে প্রেসিডেণ্ট ঠাট্টা করিয়া বলেন, "এক মিনে।" তিনি আরও বলেন যে, মিঃ বুলিট সম্ভবতঃ লিবিয়া রণাঙ্গন, নীলনদ-বিদৌত অঞ্চল, লোহিতসাগর ও প্যালেষ্টাইন পরিভ্রমণ করিবেন

কাপড়ের কলের তথ্য সংগ্রহ

জানা গিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট বড় বড় কাপড়ের কলের উপর সংবাদ সরবরাহের জন্য ভারতরক্ষা বিধানে আদেশজারী করিয়া অবিলম্বে ঐসকল মিলের উৎপাদন শক্তি সম্পর্কে তথ্যাদি নির্ভুলভাবে পেশ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট একণে দেশের প্রত্যেক মিলের উৎপাদন শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন; কাজেই ঐ সকল তথ্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে নিশ্চিতভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হইবে। আদেশের সহিত মিলগুলির নিকট ফরমও পাঠান হইয়াছে।

স্যার মহম্মদ আজিজুল হক

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার মহম্মদ আজিজুল হককে লণ্ডনে ভারতের হাইকমিশনার পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। খুব সম্ভব তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিবেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনের পর উক্ত পদের কার্য্যভার গ্রহণের জন্য আগামী মাসের শেষ ভাগে বিলাত যাইবেন। শীঘ্রই এই সম্পর্কে একটি সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইবে।

মালয়ে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের অনুরোধ

মালয়ে কাজ করিবার জন্য পাঁচ শত ভারতীয় শ্রমিককে তথায় প্রেরণের জন্য মালয় গবর্ণমেণ্ট যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট এখনও তাহাতে সম্মত হন নাই। সম্প্রতি মালয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে যে বিক্ষোভ ঘটিয়াছিল, তৎসম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যে দাবী করিয়াছেন, তাহা পূরণ করা না হইলে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন না বলিয়া মনে হয়

থাইল্যাণ্ডের বস্তা খরিদ

জানা গিয়াছে যে, থাইল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দপ্তরের জনৈক প্রতিনিধি শীঘ্রই ভারতে আসিতেছেন। বস্তা খরিদের সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় কোন চটের কারখানার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৬শ বর্ষ   নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৮ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৪ঠা ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার   ২১৭-১৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ নারায়ণ, আদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীঅজামিল

কান্যকুব্জে শ্রীঅজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বেদনিষ্ঠ, সদাচার সম্পন্ন, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র, কোমল-চিত্ত, নিরহঙ্কার, সাধু ও মিতভাষী ছিলেন। একদিন তিনি পিতার আদেশে ফল ও পুষ্পাদি সংগ্রহের জন্য বনে গমন করেন। ফলাদি সংগ্রহ করিয়া বন হইতে গৃহ প্রত্যাগমন-সময়ে পথিমধ্যে এক কামুক শূদ্রকে নির্লজ্জভাবে সাধারণ-ভোগ্যা এক শূদ্রাণীর সহিত হাস্য, গান ও বিহার করিতে দেখেন। ইহাতে ঐ ব্রাহ্মণ হঠাৎ বিমোহিত ও মদনের বশীভূত হইয়া পড়েন। শাস্ত্র-জ্ঞানের সাহায্যে ও নিজবুদ্ধিবলে তিনি চিত্তকে নানাভাবে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হন। তিনি সেই শূদ্রাণীকে অনুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে স্ব-ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হন এবং পিতার উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা সেই শূদ্রাণীর সন্তোষ-বিধান করিতে থাকেন। সেই বারাঙ্গনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি নবযৌবনা, সৎকুলোদ্ভবা বিবাহিতা ব্রাহ্মণপত্নীকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করেন। অনন্তর তিনি পাপে প্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল অন্যায়ভাবে জীবনযাপন করেন। ঐ শূদ্রার গর্ভে সেই বৃদ্ধ অজামিলের দশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'নারায়ণ' রাখেন। এই কনিষ্ঠ পুত্রটী মাতাপিতার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল। অজামিল বৃদ্ধবয়সেও সর্ব্বক্ষণ স্ত্রী-পুত্রাদির সেবায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন, মৃত্যু যে ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। এতদ্রূপে কালাতি-পাত করিতে করিতে অজামিলের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও তিনি 'নারায়ণ'-নামক বালক-পুত্রের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। অজামিল সেই সময় দেখিতে পাইলেন, পাশহস্ত, বক্রমুখ, ঊর্দ্ধরোমা, অতি-ভীষণাকৃতি তিনজন পুরুষ তাঁহার জীবাত্মাকে লইবার জন্য আগমন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিবা মাত্রই অজামিল ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তাঁহার বালক-পুত্রটী দূরে ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিল। অজামিল সেই 'নারায়ণ'-নামক পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু অজামিলের মুখে নিজ প্রভুর নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া এবং উহাকে হরিকীর্ত্তন অর্থাৎ অপরাধশূন্য সাঙ্কেত্য নামাভাস বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে চারিজন বিষ্ণুদূত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই তিনজন যমদূত ও চারিজন বিষ্ণুদূত-সম্বন্ধে শ্রীমদ্-ভাগবতের ৬।১।২৮-২৯ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"ত্রীনিতি অজামিলেন কৃতা-নামনন্তানামপি পাপানাং কায়িক-বাচিক-মানসত্বেন ত্রৈবিধ্যাত্ত্রয় এব যাম্যা আগতাঃ নারায়ণনামশ্চতুরক্ষরত্বাচ্চত্বারো বিষ্ণুপার্ষদা আগতা ইতি জ্ঞেয়ম্।"

যমদূতগণ অজামিলের হৃদয় হইতে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া বিষ্ণু-দূতগণ বলপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিলেন। এই বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই চতুর্ভুজ ও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ছিলেন। ধর্ম্মরাজ যমের কিঙ্করগণ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিষ্ণুদূতগণ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমরা ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাদিগকে ধর্ম্মের স্বরূপ, অধর্ম্মের লক্ষণ ও দণ্ডের যোগ্যপাত্র কে, তাহা বল।" যমদূতগণ বলিল,—"বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত, তাহাই ধর্ম্ম, আর তদ্বিপরীতই অধর্ম্ম। আমরা শুনিয়াছি, বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বতঃ-প্রকাশিত। সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, জল, পৃথিবী ও স্বয়ং ধর্ম্ম—এই সকল জীবের কর্ম্মসমূহের সাক্ষী। এই সমস্ত সাক্ষী দ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম্মী দণ্ডের পাত্র। সকল কর্ম্মীই কৃতকর্ম্মানুসারে দণ্ডের যোগ্য হয়। কর্ম্মিগণের পুণ্য ও পাপ—উভয়ই সম্ভব। দেহধারী ব্যক্তি কখনও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহলোকে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, পরলোকে তিনি সেইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। সর্ব্বজ্ঞ যমদেব স্বীয় পুরীতে অবস্থিত হইয়া জীবের পূর্ব্বকৃত সমস্ত আচরণ দেখিতে পান এবং তদনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। এই অজামিল আজীবন কেবল পাপাচরণ করিয়াছেন। তিনি পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। অতএব আমরা তাঁহাকে দণ্ডপাণি যমের নিকট লইয়া যাইব। সেই স্থানে তিনি পাপানুরূপ দণ্ড পাইয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন।"

যমদূতগণের এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ বলিতে লাগিলেন,—"অজামিল যে কেবল এক জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কোটিজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, যেহেতু তিনি বিবশ হইয়া, কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র নহে, মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ পরমমঙ্গল-ময় হরিনাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছেন। এই অজামিল পূর্ব্বেও ভোজনাদি-সময়ে 'বৎস নারায়ণ, শীঘ্র এস'—এইপ্রকার পুত্রোপচারে চতুরক্ষর 'নারায়ণ'-নাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপ-সমূহের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। মদ্যপান, চৌর্য্য, ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী হত্যা ও পিতৃহত্যা প্রভৃতি যত মহাপাপ আছে, শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ঐ নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর 'এই ব্যক্তি আমার নিজজন, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য'—এইরূপ মতি হইয়া থাকে। শ্রীহরির নামোচ্চারণের দ্বারা পাপমলিন হৃদয় যেরূপ নির্ম্মল হয়, ব্রত বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা সেইরূপ নির্ম্মলতা আসে না। প্রায়শ্চিত্তদ্বারা চিত্ত সম্যগ্রূপে নির্ম্মল হয় না। কারণ, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়, কিন্তু শ্রীহরির নাম-গুণাদিকীর্ত্তন পাপমূল অবিদ্যাকে পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া হৃদয়কে শুদ্ধ ও নির্ম্মল করিয়া থাকেন। এই অজামিল মুমূর্ষু-অবস্থায় শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা ইহাকে যমলোকে লইয়া যাইও না। অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই হউক, কাহাকেও উপহাস করিবার ছলেই হউক, গীতালাপপূরণের জন্যই হউক অথবা অশ্রদ্ধার সহিতই হউক, বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলে

[illegible] নর ৫ম -২৮ ।

উজ্জ্বল [illegible] পতিত, পথে যাইতে যাইতে স্খলিত, সর্পাদি দ্বারা দষ্ট, জ্বরাদি রোগে পীড়িত অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও যে ব্যক্তি 'হরি' এই শব্দ উচ্চারণ করেন, তাঁহাকে কখনও নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না। ভগবানের নাম-স্মরণমাত্রেই পাপিগণ সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। অগ্নি যেরূপ তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করিলে, তাহা ঐ নামোচ্চারণকারীর পাপসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। যেমন ঔষধের প্রভাব না জানিয়াও অতিশয় বীর্য্যবান্ ঔষধ সেবন করিলে ঐ ঔষধ সেবনকারীকে আপনার গুণ প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানে উচ্চারিত হইলেও সর্ব্বশক্তিমান্ হরিনাম উচ্চারণকারীকে নিজপ্রভাব দেখাইয়া থাকেন। কারণ, বস্তুশক্তি কখনও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না, তাহা স্বতঃই স্বপ্রভাব প্রকাশ করে।"

ভগবৎ-পার্ষদগণ এইভাবে ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া অজামিলকে যমপাশ হইতে মুক্ত ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। যমদূতগণ হতাশ হইয়া যমরাজ-সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। শ্রীঅজামিল মৃত্যুপাশ হইতে নির্ম্মুক্ত ও নির্ভয় হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে বন্দনা করিলেন এবং তাঁহাদের দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন। বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে কিছু বলিতে ইচ্ছুক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীঅজামিল যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের কথোপকথনে ভগবৎ-প্রণীত শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম ও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তিযুক্ত হইলেন এবং পূর্ব্বকৃত পাপের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপের সহিত বলিতে লাগিলেন,—

"অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥
অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি ॥"

(ভাঃ ৬।২।৩২-৩৩)

দুর্ভাগা আমি দুশ্চরিত্র ও মহাপাপী হইলেও যাহার দ্বারা আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবোত্তমগণের দর্শন বিষয়ে নিশ্চয়ই পূর্ব্বমঙ্গল কারণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি আমার পূর্ব্বসুকৃতি না থাকিত, তাহা হইলে নীচজাতীয়া বেশ্যায় আসক্তিযুক্ত এই মরণোন্মুখ দুরাচারের জিহ্বা কখনও হরিনাম-গ্রহণে সমর্থ হইত না।

শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় 'পূর্ব্বমঙ্গল'-অর্থে পূর্ব্বকৃত মহাপুণ্যই বলিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,— "শ্রীভরতের মৃগশরীর-পরিত্যাগ-কালে হরিনাম গ্রহণ করিয়াও পুনরায় যে দেহপ্রাপ্তি হইয়াছিল, সেহলেও তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, জানিতে হইবে। (মৃগশরীর পরিত্যাগকালে শ্রীভরত হরিনাম গ্রহণ করিয়াও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দেহেই তিনি 'জড়ভরত' নামে খ্যাত হন। কিন্তু তাঁহার এই দেহ—পারমহংস্য দেহ এবং এই দেহেই তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি হইয়াছিল।) যেহেতু তাদৃশ পুরুষগণের চিত্তে ভগবান্ সর্ব্বদা আবির্ভূত রহিয়াছেন। এইরূপ শ্রীঅজামিলের পূর্ব্বশরীরাবস্থানদশায়ও জানিতে হইবে। অতএব মরণকালে একবারমাত্র ভজনই যে মৃত্যুর পরেই কৃতার্থতা উৎপাদন করে, এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম হয় না। শ্রীঅজামিল জীবদ্দশায় অন্ত সময়ও পুত্রোপচারে নারায়ণ-নাম গ্রহণ করায় প্রথম নাম গ্রহণদ্বারাই সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি মরণ-কালীন তাঁহার যে নামগ্রহণ, তাহাতে কেবলমাত্র ভগবন্নামের প্রশংসাই শুনা যায়।"

পূর্ব্বজন্মে বা এই জন্মে যিনি সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তিনিই পরে ভগবৎসাক্ষাৎকার পান। যদি আমাদের শ্রীনামের প্রতি অভিনিবেশ হয়, তবে মৃত্যুকালে নিশ্চয়ই ভগবানের স্মরণ হইবে। সেইজন্য প্রত্যেকেরই নির্ব্বন্ধ-সহকারে নিরন্তর হরিনাম করা উচিত। শ্রীঅজামিলের নামাভাসে মুক্তি হইয়াছিল। নামাভাসের পূর্ব্বে পূর্ব্ব-সুকৃতি থাকায় অজামিলের এই সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীভগবানের সহিত শ্রীঅজামিলের যোগাযোগ ছিল, নতুবা নামাভাস ও মহতের দর্শন সম্ভব হইত না। মহতের সেবা প্রেমের দ্বার, আর যোষিতের সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ। ফল দেখিয়া কারণ অনুমিত হয়। অন্তে ভগবৎস্মৃতি ও ভক্তি-ফ। দেখিয়া ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, শ্রীঅজামিল যোষিৎসঙ্গ করেন নাই। নামাভাসের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য তাঁহার এই লীলা। ইহা ভগবদিচ্ছাতেই হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন, - "বাস্তবিক পক্ষে অজামিল পুত্রের নামকরণ-সময় হইতেই আরম্ভ করিয়া পুত্রের আহ্বানাদি-ব্যাপারে শত শত বার যে 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত নামেই তাঁহার সর্ব্ব পাপ নষ্ট হইয়াছিল। আর তৎপরে অন্যান্য যেসব 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারিত হইয়াছিল, উহারা ভক্তির সাধকই হইয়াছিল—এইরূপভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যদি বল— পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের পরেও পুনঃ পুনঃ বেশ্যাভিগমন ও সুরাপানাদি পাপসমূহের প্রশমনার্থ অন্তিম সময়ে নামোচ্চারণের অপেক্ষা আছে—যে নামোচ্চারণের পর আর পাপ-উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না;—তাহাও বলিতে পার না, কেন না, সাধুগণ বিষ্ণুর নামাভাস-গ্রহণকে অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন। 'যে ব্যক্তি ভগবানের নাম একবার গ্রহণ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন-মুক্ত হইবে।'—ইত্যাদি স্থলে 'বন্ধ'-শব্দের প্রয়োগ আছে, সুতরাং পুনঃ পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। সেই সেই স্থলে সময়-বিশেষের কোন নিয়ম না থাকায় প্রথম নামগ্রহণেই সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বপাপ-বাসনা এবং পাপের মূলবীজ অবিদ্যারও নাশ হয়, বুঝিতে হইবে। সুতরাং আর পাপাঙ্কুরোদ্গমের কোন সম্ভাবনা নাই। যদি বল, তাহা হইলে প্রথম নাম-গ্রহণের পরেই কেন অজামিল নির্ব্বেদ লাভ করিয়া পাপকার্য্য হইতে বিরত হইলেন না, প্রত্যুত পাপাঙ্কুর না হইলেও কেনই বা সেই দাসীতে আসক্ত হইয়া পুনরায় সেই পাপ তাবৎকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় (অর্থাৎ প্রাক্তন-সংস্কারবশতঃ তাঁহারা কর্ম্ম করিলেও তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ যেমন ফলজনক হয় না অর্থাৎ তাঁহারা যেমন স্বকর্ম্মফল ভোগ করেন না, তদ্রূপ) অজামিলেরও তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই সেই পাপ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকিলেও উৎপাটিত-দন্ত ভুজঙ্গের দংশনের ন্যায় তাঁহার সেই সকল পাপ ফলজনক হয় নাই অথবা মতান্তরেরও একেবারে উৎখাত না হয়, তজ্জন্য 'পাপবীজ না থাকিলেও ভগবান্ই পাপে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন'—এইরূপ ব্যাখ্যা করাই কর্ত্তব্য, অন্যথা নামের স্তুত্যর্থবাদ বা অন্যরূপ কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিলে অপরাধ হয়।"

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ নামাভাস উচ্চারণে এবং সাধুর দর্শন ও সঙ্গফলে কৃতার্থ হইয়া শ্রীঅজামিল শ্রীভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইলেন। সাধুসঙ্গপ্রভাবে তাঁহার সদ্বুদ্ধির উদয় হওয়ায় তিনি অবিলম্বে সমস্ত ত্যাগ করিয়া হরিদ্বারতীর্থে গমনপূর্ব্বক তথায় একটী দেবসদনে উপনীত হইয়া ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐকান্তিক ভক্তিযোগ-প্রভাবে তিনি শ্রীভগবৎপাদপদ্মে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া শ্রীভগবানের সমাধিযোগ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীভগবানে অচলা ভক্তি হইলে একদিন শ্রীঅজামিল তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূত-চতুষ্টয়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের দর্শনের পরই শ্রীঅজামিল অবিলম্বে সেই হরিদ্বার-তীর্থে দেহত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তী সেবকবৃন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই হরিকিঙ্করগণের সহিত স্বর্ণ-বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥

(ভাঃ ৬।২।৪৯)

মৃত্যু-যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়া অজামিলের মত ব্রহ্মবন্ধুও যখন ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেই হরিনাম নিরপরাধে শ্রদ্ধার সহিত কীর্ত্তন করিলে যে জীব তদ্ধাম প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ-নাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর ধ্যান ॥
যাঁহার চরণে তুলসী-জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র ॥
অঘ-বক-পূতনারে যে কৈলা মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ ॥
পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি' অজামিল যে স্মরণে।
চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।৩৩৬-৩৩৯)

আশা-ভরসা

——::(*)::——

'আশা'-শব্দের অর্থ—আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা, ইচ্ছা, বাসনা, আর 'ভরসা'-শব্দেও আশা, আকাঙ্ক্ষা বুঝায়। মায়াবদ্ধ মানবজাতি আমরা আমাদের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া প্রথমতঃ স্থূল দেহটাকে আমি-বুদ্ধি করিয়া থাকি, তৎপরে এই দেহটাতে আমি পুরুষ, আমি কর্ত্তা, আমি প্রভু, আমি স্বামী, আমি পিতা, আমি মালিক, আমি ভোক্তা,—এই প্রকার বহু আমিত্বের অভিমান হইয়া থাকে। এই জগৎটাকে তখন আমাদের ভোগের বস্তু মনে করিয়া জগতের সমস্ত বস্তু ভোগ করিবার ইচ্ছা হয় এবং পাপে বা পুণ্যে—যে-কোন প্রকারে হউক, লাভ, পূজা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি লাভের আশা বা আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিত্তে উদিত হইতে থাকে।

এইরূপ আশা বা আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য কায়-মনো-বাক্যে যত্ন করিতে করিতেই 'ভুঁই' ও 'ভুঁড়িকে' আমরা মনুষ্যজীবনের সার করিয়া তুলি। তখন ভোগের বস্তু ভুঁই অর্থাৎ জায়গা-জমি প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়া ভুঁড়ি অর্থাৎ উদর, পেট বা দেহের বল, স্বাস্থ্য, সুখ কিপ্রকারে বৃদ্ধি করিয়া ভোগ করিতে পারি, সেই চিন্তা ও চেষ্টাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হয়। এই-প্রকার বিচার, চিন্তা ও চেষ্টা হইতেই এই জাগতিক সুখ-সম্পদ্-বৃদ্ধির জন্য একটী আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা পূর্ণ হইতে না হইতেই আরও পাঁচটি আকাঙ্ক্ষা, সেই পাঁচটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে না হইতেই আরও দশটি আকাঙ্ক্ষা, সেই দশটী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে না হইতেই আরও পঁচিশটি আকাঙ্ক্ষা,—এইপ্রকার কত যে আকাঙ্ক্ষা চিত্তে উদিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই জগতের সমস্ত বস্তু অনিত্য ও হেয় বলিয়া কোন বস্তুই আমাদিগকে প্রকৃত সুখ

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥

বা আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। ইহ আপাত-সুখকর হইলেও পরিণামে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করে। তবুও আমরা মায়ামোহিত হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ-লালসায় সর্ব্বত্র বস্তু ভোগ করিবার জন্য চিত্তে এরূপ অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ ও কায়মনোবাক্যের দ্বারা সেইসব আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের যত্ন করিয়া থাকি। তৎফলে পরিণামে বা জন্ম-জন্মান্তর আমরা অধোগতি লাভ করি ও নানারূপ দুঃখ-যাতনা প্রাপ্ত হই। এবিষয়ে শ্রীভগবান্ বা সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হইতে আমরা কি উপদেশ প্রাপ্ত হই, তাহাই এখন একটু আলোচনা করিতেছি। সর্ব্বজনমান্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্
প্রবর্ত্তন্তেহশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশ-শতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল-সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়। ততো যান্ত্যধমাং
গতিম্॥
(গীঃ ১৬।১০-১২,১৬,২০)

অর্থাৎ দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করতঃ দম্ভ-মান-মদযুক্ত পুরুষগণ অশুচি কার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রলয়পর্য্যন্তব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করতঃ কামের উপভোগকে চরমকার্য্য বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানে। শত শত আশাপাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধদ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে কাম-ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে। এইরূপে অনেক বিষয়ে বিভ্রান্ত-চিত্ত ও মোহজাল-দ্বারা আবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষেরা বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয়। অনন্তর সেই মূঢ়সকল আসুরীযোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্মে-জন্মে আমাকে (কৃষ্ণকে) লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

আশাপাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-ঊর্ম্মির তাহে খেলা।
আশাবশে ঘুরে ঘুরে, আর কোথা যাইবে,
(আশার শেষ নাই রে)
হায় ব'লে দেও ভাই, আশার মুখে ছাই রে
(নিরাশ ত' সুখ রে)।

গোপীনাথ।
আমি ত' কামের দাস।
বিষয়-বাসনা জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম ফাঁস॥

গোপীনাথ।
হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

গুরুমুখ-পদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তমগতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
যে চরণ হইতে জাহ্নবী পরকাশ।
হেন পাদপদ্ম ভাই, সবে কর আশ॥
কর যোড় করি' বলে প্রভু হরিদাস।
মুই অল্পভাগ্য প্রভু, করোঁ বড় আশ॥
তোমার চরণ ভজে যেসকল দাস।
তা'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—

এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হইতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি, লয় মোর চিত্তে॥
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ-বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম
এই মত মোর ইচ্ছা,—ছাড়িমু পরাণ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয়।
এই নিবেদন মোর, কর দয়াময়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহ-কাতর হইয়া বলিতেছেন,—

কৃষ্ণনাসা-মণ্ডল, শুদ্ধশঙ্খ-কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক-কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি', তৃষ্ণা লাউথালী ধরি',
আশাঝুলি কান্ধের উপর॥

ইহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন,—"সামান্য যোগীর অলাবুনির্ম্মিত কমণ্ডলু ও থালী (ভিক্ষা-পাত্র) থাকে, আমার মনোরূপ যোগী কৃষ্ণতৃষ্ণারূপ লাউর থালী করিয়াছে, 'কৃষ্ণ পাইব'—এই আশারূপ ঝুলি কাঁধের উপর ঝুলাইয়াছে।"

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের উপরি-উক্ত বাণী বা উপদেশসমূহ হইতে আমরা এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম যে, আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা, কামনা, বাসনা, ইচ্ছা বা অভিলাষ জিনিষটা খারাপ নয়, কেবল ব্যবহার-দোষেই তাহা সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল প্রদান করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ, ভক্ত, গুরু, বৈষ্ণব, সাধু, মহাজনগণ বা তাঁহাদের অনুগত জনগণের আশা-ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা, বাসনা আছে, আবার যাহারা শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত, সেই কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী বা ইহাদের অনুগত জনগণেরও আশা-ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা বা বাসনা আছে। এই উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণাভক্তের মধ্যে আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা বা বাসনা আছে। এই উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণাভক্তের মধ্যে আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা থাকলেও উভয়ের আশা-ভরসা একপ্রকার নহে, উভয়ের আশা-ভরসার মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ আছে। ভক্তগণ জীবন্মুক্ত, মায়ামুক্ত, অনর্থ-মুক্ত, তাই তাঁহারা মায়াদ্বারা অভিভূত হন না, আর অভক্তগণ মায়াবদ্ধ, অনর্থযুক্ত জীব বলিয়া মায়ার দ্বারা সর্ব্বদা অভিভূত হওয়ার যোগ্য। কাজেই মায়ামুক্ত ও মায়াবদ্ধের, অনর্থমুক্ত ও অনর্থযুক্তের, ভক্ত ও অভক্তের আশা ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনার মধ্যেও ভেদ থাকা স্বাভাবিক।

সাধুগুরুবৈষ্ণবগণ—মহাজনগণ সর্ব্বক্ষণ সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় জানেন যে, তাঁহারা জগৎ-প্রাণ, নিত্যবস্তু, বিভুচেতন, পরমাত্মা কৃষ্ণের নিত্যসেবক। সুতরাং আপন পিতা বা প্রভু কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, সুখ-প্রদান বা ইচ্ছা পরিপূরণই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। এই বিচারে সৎপুত্র যেমন আপন পিতার, বা সতী-সাধ্বী স্ত্রী যেরূপ আপন স্বামীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সুখবিধানের উদ্দেশ্যে পিতার বা স্বামীর ইচ্ছার সঙ্গে আপন ইচ্ছা মিশাইয়া পিতা বা স্বামীর সেবার জন্য নানাপ্রকার আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা চিত্তে পোষণ করিয়া সেই সমস্ত ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন, সাধুগুরুবৈষ্ণবগণও তদ্রূপ তাঁহাদের নিত্য পিতা, স্বামী বা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের যাহাতে সুখ হয়, প্রীতি হয়, তাহা কৃষ্ণের বাণী বা উপদেশ হইতে জানিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা মিশাইয়া কায়মনোবাক্যে সেইপ্রকার কার্য্য করিবার যত্ন করেন। তৎফলে তাঁহারা নিত্যকাল নিত্য গোলোক-বৈকুণ্ঠধামে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দ বা কৃষ্ণপ্রেমরস-আস্বাদনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন।

মায়ামোহিত সেবাবিমুখ মনুষ্যজাতি আমরা সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয়কে আত্মবুদ্ধি করতঃ সেই দেহ-মনের সুখের বা আরামের জন্য সর্ব্বক্ষণ নানাপ্রকার দুর্ব্বাসনা, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরাশা, ইতর-বাঞ্ছা, ইতর-অভিলাষ চিত্তে পোষণ ও তাহা পরিপূরণের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকি। তৎফলে আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে কখনও মনুষ্য, কখনও বা পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম-জন্ম আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক—এই ত্রিতাপ যাতনা পাই ও অধোগতি লাভ করি।

অতএব আত্মমঙ্গলকামী পরম মঙ্গল-লাভেচ্ছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কপিলগুপাবন-বতারী—ভুবনমঙ্গল-অবতার—মহাবদান্যাবতার সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের নিম্নলিখিত সার উপদেশগুলির মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষা বা আশা নিষ্কপটে চিত্তে পোষণ করতঃ তাহা পরিপূরণে যত্ন করিবেন।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।

মানব-দেহধারী অসুর-দৈত্য

——ঃঃ[*]ঃঃ——

'অসুর', 'দৈত্য'—এইপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলেই আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি, উহা কিম্ভুত-কিমাকার কোন প্রাণী বা জানোয়ার-বিশেষ হইবে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিলে অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, পিশাচ—এইপ্রকার বহু শব্দ পাওয়া যায়। দেবাসুর-সংগ্রাম, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, অসুর-মারণ, অসুর-সংহার, দৈত্যবধ, রাক্ষস-বধ, অসুর-স্বভাব, অসুরে গণন ইত্যাদি বহু কথাও শাস্ত্রাদিতে শুনা যায়। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে কোন অদ্ভুত প্রাণীকে লক্ষ্য করিয়াই এরূপ নাম প্রদান করা হইয়াছে, তাহা নহে।

বেদ-বেদান্ত-ভাগবত-গীতা-পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি,—মনুষ্যজাতির মধ্যে যেসকল ব্যক্তি জগৎপিতা, জগৎপ্রাণ, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, নারায়ণ বা বিষ্ণুর ও তদীয় পার্ষদগণের আনুগত্য বা সেবা করেন, তাঁহাদিগকে দেবতা, দিব্যসূরি, সাধু, গুরু, বৈষ্ণব, মহাজন প্রভৃতি নামে, আর যাহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বা সেবা করে না, পরন্তু তাঁহাদের হিংসা, নিন্দা বা বিরোধাচরণ করে, তাহাদিগকে অসুর দৈত্য, দানবাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 'অসুর'-শব্দের অর্থ দৈত্য—সুরবিরোধী, আর 'সুর'-শব্দের অর্থ—দেব, সুধী। দেব-শব্দ—বিষ্ণু, দেবতা প্রভৃতি বুঝায়, সুতরাং 'অসুর-দৈত্য'-শব্দ [illegible] গুরু-বৈষ্ণব-সাধু [illegible] [illegible] [illegible] ইহাই [illegible]

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
সূরয়ঃ"

অর্থাৎ দেবগণ সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। (উপনিষদ্)

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর
এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ এই লোকে দৈব ও আসুরভেদে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব এবং যাহারা বিষ্ণুবিরোধী, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব।

পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদ-ধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তা'তে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তা'রে
জানি॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তা'রে অসুরে গণন॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।৭-৮,১২)

অসুর স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥
(চৈঃ চঃ আদি ৩।৮৯)

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু-দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে॥
আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
(চৈঃ চঃ আদি ৪।১৩-১৪)

এই অসুর, দৈত্য, দানবগণের স্বভাব কিরূপ, তাহাদের ধর্ম্ম কি, কার্য্য কি, তাহারা কিরূপ গতি লাভ করে এসব বিষয়ে সর্ব্বজন-মান্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাস্ত্র স্পষ্টভাষায় এরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন দৈব
আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং
পার্থ মে শৃণু॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু
বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর-সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽ-
শুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশ-শতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্
সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি
সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান-
বিমোহিতাঃ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ
সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং
গতিম্॥
(গীতা ১৬।৬ ২০)

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,— হে পার্থ! এই জগতে দুই প্রকার ভূত সৃষ্টি —অর্থাৎ দৈব ও আসুর। দৈবসম্পৎসম্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়াছি, এক্ষণে আসুর-সম্পদ্ বলিতেছি, শ্রবণ কর। অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মভেদ জানে না, শৌচ, আচার ও সত্য তাহাদের নিকট আদৃত হয় না। অসুর স্বভাব লোকেরাই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য্যকারণের পরম্পর সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয় অর্থাৎ কারণশূন্য কার্য্যসত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই, যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তবে তিনি কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য নহেন।

এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা আসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়-কার্য্যে প্রভাব লাভ করে। দুষ্পূর অর্থাৎ দুঃখে পরিপূর্ণ কামকে আশ্রয় করতঃ দম্ভ, মান ও মদযুক্ত সেই পুরুষগণ অশুচি কার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা প্রলয়-পর্য্যন্ত-ব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করতঃ কামের উপভোগকে পরম বা শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানে। শত শত আশা পাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধ দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে কাম ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে।

তাহারা মনে করে—'অদ্য আমি এই ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও পুনরায় আমার এই ধন লাভ হইবে, এই শত্রুটিকে নাশ করিলাম এবং অন্যান্য শত্রুগণকেও শীঘ্র নাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী, আমিই আঢ্য অর্থাৎ ধনী, আমিই কুলীন, আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি যাগ করিব, দান করিব ও স্ত্রীসঙ্গাদি আনন্দ ভোগ করিব',—অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া তাহারা এইরূপ বলে। অনেক বিষয়ে বিভ্রান্ত-চিত্ত ও মোহজাল-দ্বারা আবৃত হইয়া কাম-ভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষেরা অবশেষে বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয়।

সেই স্বয়ং সম্মানলব্ধ, অনম্র ও ধন-মান-মদান্বিত পুরুষগণ অবিধিপূর্ব্বক দম্ভের সহিত নামে মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বীয় দেহ ও পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং সাধুদিগের গুণে দোষ আরোপ করে। সেই বিদ্বেষী, ক্রূর অর্থাৎ নির্দ্দয় ও পরদ্রোহী নরাধমদিগকে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) এই সংসার মধ্যেই অশুভ আসুরী-যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের আসুর-ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।

আমরা সকলেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রকে মান্য করি, সুতরাং গীতার ভগবদ্বাক্যগুলি অবশ্যই আমরা সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। শাস্ত্রের কথা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে সহজেই আমাদের বিশ্বাস হয়। এই বিচারে যদি আমরা গীতার উপরি-উক্ত বাণীসমূহের সঙ্গে বর্ত্তমান জগতের মানবজাতির স্বভাব, বিচার-আচার, চিন্তাধারা, কার্য্যকলাপ স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখি, তবে আলোচ্য-বিষয়ের সত্যতা সহজেই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহারা সপার্ষদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে মান্য বা উপাস্য-বস্তুরূপে স্বীকার করে না অর্থাৎ যাহারা ভগবান্ শ্রীগৌর কৃষ্ণ ও তদীয় নিজ-জন সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের উপদেশমত জীবনযাপন করিতে চায় না, যাহারা 'ভুঁই' অর্থাৎ ভূমি বা মাটি আর 'ভুঁড়ি' অর্থাৎ উদর বা পেটকেই সারাৎসার জানিয়া 'ভুঁড়ি'র অভাব মোচন বা ভূমির উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে—যাহারা নাস্তিক হইয়া পাশবিক বল লাভ করতঃ হিংসা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির দ্বারা কেবল নিজের দেহ-মনের ভোগ-সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য প্রাণ-অর্থ-বাক্য-বুদ্ধি ব্যয় করে—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অবমাননা, নিন্দা, অপবাদ প্রভৃতি কার্য্যই যাহাদের স্বভাব বা ধর্ম্ম, তাহারাই অসুর, দৈত্য বা দানব।

এতদ্ব্যতীত যাহারা স্থূল-দেহকে আমি-বুদ্ধি করিয়া ভগবান্, ঈশ্বর, নিয়ামক, কর্ত্তা বা প্রভু জগতে কেহ নাই, আমিই অর্থাৎ আমার স্থূল দেহটাই ঈশ্বর, আমিই ভগবান্, আমিই কর্ত্তা, আমিই মালিক, আমিই প্রভু—এইপ্রকার অভিমান-অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া দেহ-মনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বা ভোগের উপকরণ জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ্ প্রভৃতি পাপে বা পুণ্যে বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিতে থাকে, তাহারাও স্বয়ং ভগবান্ ও শাস্ত্রকারগণ-কর্ত্তৃক অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে।

অসুর, দৈত্য, দানবগণ বা তাহাদের স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আর একটি স্বভাব বা ধর্ম্ম এই যে, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার পার্ষদগণসহ জগতে বিদ্যমান থাকিলেও ইহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না বা তাঁহাদের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারে না "দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥ অসুর-স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে। লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥" (চৈঃ চঃ)—এইসব মহাজন বাক্যই ইহার প্রমাণ।

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।"—এই ভগবদ্বাক্যানুসারে দেবতা ও অসুর, ভক্ত ও অভক্ত, সাধু ও অসাধু, সৎ ও অসৎ নিত্যকাল এই জগতে থাকিবেই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-যুগে যেমন প্রহ্লাদ, হনুমান্, সুগ্রীব, উদ্ধব যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণের নাম শুনা যায়, তদ্রূপ হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষসগণের নামও শুনা যায়। তদনুসারে এই কলিযুগেও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ জগতে থাকিয়া পরা শান্তি, আত্মমঙ্গল বা পরমমঙ্গল শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করিবেন, আর তদ্বিরোধী অসুর-দৈত্য-দানবগণও জগতে থাকিয়া তাহাদের আসুরিক স্বভাবের পরিচয় প্রদান বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের বিরোধাচরণ করিবে,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অসুর, দৈত্য, দানবগণ পরিণামে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া জন্ম জন্ম অধোগতি লাভ করতঃ ভীষণ দুঃখ-যাতনা প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান জগতের মানবদেহধারী অসুর-দৈত্যগণের ঐপ্রকার শোচনীয় পরিণাম-দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সাধুগুরুবৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"
"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"—নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৯শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৫ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, শুক্রবার { ২১৯৫ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ নারায়ণ, তিথি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

নামাভাস

——::(•)::——

নাম, নামাপরাধ ও নামাভাসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার সেবোন্মুখ-কর্ণে প্রত্যেকেরই শ্রবণ করা উচিত। অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণবস্তু। শ্রীনামরূপী শ্রীকৃষ্ণ কখনও জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে যিনি প্রস্তুত হন অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ হন, তাঁহার জিহ্বাতেই শ্রীনামপ্রভু নৃত্য করেন। শ্রীনাম সৎ। এই সতের প্রতি যাহার নিষ্ঠা নাই, তাঁহার অসতে অভিনিবেশ আছেই। সুদৃঢ় বিশ্বাসমূলে নৈরন্তর্য্যই নিষ্ঠা। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ 'শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনামসাধনেই সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'—এইরূপ সেবোন্মুখী পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধির সহিত সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে নিরন্তর শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

রসময় চিন্তামণি-বস্তুই বৈকুণ্ঠনাম। জীবের বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির অভাব দেখিয়া ভগবন্নাম কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে অবতীর্ণ হন। শুদ্ধ চিন্ময় জীবই সেই শ্রীনামের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারেন। শুদ্ধ জীবাত্মা আত্মবিদের সঙ্গপ্রভাবে স্বীয় স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারেন। একদিকে নাম, অপরদিকে অপরাধ, মধ্যে নামাভাস। প্রপঞ্চে নামাপরাধ, প্রপঞ্চ ও বৈকুণ্ঠের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নামাভাস এবং বৈকুণ্ঠে নাম অবস্থিত। নামাপরাধ ও নামাভাস নাম-সেবা নহে। নামাপরাধের অভাব হইলে নামাভাস হয়, কিন্তু নামাভাসের পরপারে বৈকুণ্ঠধামে নাম-সেবা অবস্থিত। অনর্থযুক্ত-অবস্থায় নামাভাস বা নামের অবস্থিতি নাই। অপরাধমুক্ত-অবস্থায় এবং নামভজনের যোগ্যতারাহিত্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস। নামাভাস করিবার যোগ্যতায় অপরাধ হয় না। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—বৈকুণ্ঠনাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইবামাত্রই সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়, তাহার পর নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়। নামোদয়ের পূর্ব্বে নামাভাস হয় অর্থাৎ নামাভাসের পরেই নামোদয় হয়, তবে যে নামাভাস হইবার পর জাগতিক-দর্শনে মুক্ত পুরুষের চরিত্রে বদ্ধভাব প্রাপঞ্চিক-নয়নে দৃষ্ট হয়, তাহা 'বাস্তব' নহে, তাহা ভক্তির পরিপোষক। উহা মুক্ত পুরুষের চরিত্রে যখন প্রতিভাত হইতেছে, তখন তাহাকে 'অপরাধের ফল' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া যাবতীয় নামাপরাধী তাহাদের প্রথম উচ্চারিত নামকেই 'নামাভাস'-জ্ঞানে আপনাদিগকে 'মুক্ত-বৈষ্ণব অজামিল' মনে করিয়া স্ব-স্ব অপরাধকেই ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিবেন না, করিলে নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি-হেতু নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হইবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—যদিও অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত-কর, সর্ব্বানর্থনাশক নামাভাস-সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচারপ্রণালীতে পরিদৃষ্ট হয় এবং কাল-প্রভাবে বীজ হইতে বৃক্ষের ফলধারণ কাল পর্য্যন্ত যে ব্যবধান, তাহা অনন্তকাল-বিচারে নিতান্ত স্বল্প, তথাপি নামাভাসের অব্যবহিত-পরেই নামসেবা আরম্ভ না হইয়া আর কিছু সংসাধিত হইলে তাহাকে ভক্তির পরিপোষক বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। সকলেই 'অজামিল' নহেন এবং অজামিলের বহির্দৃষ্টিতে কদর্য্যানুষ্ঠান অমুক্ত পুরুষের সমদর্শনে দৃষ্ট হইলে শুদ্ধ নামোচ্চারণে বিলম্ব হইয়া যাইবে, সুতরাং তাঁহার প্রথম নামোচ্চারণ নামাভাস হইলেও নামোচ্চারণের পূর্ব্ববর্ত্তী নামই ভগবৎ-সেবার স্মৃতি বা অনুভব উৎপাদন করিবে। যদিও অজামিলের আদি-নামোচ্চারণরূপ নামাভাস-ফলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া অনুগ্রহ করিবার জন্য বিষ্ণুদূতগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং অজামিলের দ্বারা ভগবৎপ্রেরণাক্রমে নানাবিধ পাপাচার নাম-ভজনের অন্তরায়রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তথাপি অজামিল ব্যতীত অন্যান্য পরবর্ত্তী সাধকের সেই বিচার-ছলে আপনাদের সহিত অজামিলের সমতা-প্রয়াস এবং আপনাদিগের পাপাচারগুলিকে অপরাধবোধ না জানিয়া ভক্তিপরিপোষক-রূপে উপলব্ধি-হেতু অমঙ্গল-প্রসূ না হয়, তজ্জন্য প্রথম নামোচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমোদয়-কালের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত যে শেষ-নামোচ্চারণ, সেই শেষ নামোচ্চারণকেই 'নামাভাস'-সংজ্ঞা দিলে প্রাকৃত-সহজিয়াকুলের 'সহজ' বিচার-বিষয়ে অসুবিধা হয় না। নামাপরাধে ত্রৈবর্গিক ফললাভ ঘটে, নামাভাসে মোক্ষলাভ ঘটে এবং নাম-ভজনে কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহাকে 'আভাস' বলিয়াছেন, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু তাহাকে 'যথা-কথঞ্চিদ্ভজন' অথবা 'সকৃৎ' অর্থাৎ 'একবার' ভজন বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মহাজনগণ যেখানে একবার নাম-উচ্চারণের কথা বলিয়াছেন, সেখানে নামাভাসই উদ্দিষ্ট। নামাভাস জীবের প্রধান সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম্ম ব্রত-যোগাদি সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ। যে পর্য্যন্ত গুরুকৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবের অজ্ঞান-অনর্থ থাকে, সুতরাং সে পর্য্যন্ত যে নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা নামাভাসই হয় শুদ্ধ নাম হয় না। সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা—এই চারিপ্রকার কার্য্যের সহিত নাম উচ্চারিত হইলে নামাভাস হয়। হেলা অপেক্ষা স্তোভ, স্তোভ অপেক্ষা পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা সঙ্কেত অল্প দোষাবহ। নামাপরাধের ফল—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামে অতৃপ্তি, আর নামাভাসের ফল—মুক্তি। নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করিয়া নামোচ্চারণ করে, নাম তাহাকে সেই ফল দিয়া থাকেন, কিন্তু কখনই তাহাকে প্রেমফল দেন না। নামাপরাধী শঠতাসহকারে যে নাম করে, তাহার ফল এইরূপ। অনেক সময় নামাপরাধী সরলভাবে যে নাম করেন, সেই নাম তাহার সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। সেই সুকৃতি ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হইলে শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয়। তখন নামাপরাধী অবিশ্রান্ত নামগ্রহণপূর্ব্বক নামাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

বহুকষ্টে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যে মুক্তি হয়, নামাভাসে অনায়াসে সেই মুক্তি সকলেরই হইয়া থাকে। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

কেহ বলে,—'নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।'
কেহ বলে,—'নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥'

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

হরিদাস কহেন,—নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥
আনুষঙ্গিক ফল নামের—'মুক্তি', 'পাপনাশ'।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥
হরিদাস কহেন—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ—তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদি ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
'মুক্তি' তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল-
লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং
হরের্নাম॥

অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ উদিত হইয়া তিমির-সমুদ্র নাশ করেন, তদ্রূপ যে হরিনাম একবার উদিত হইলে সকল লোকের পাপ নাশ করেন, সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও সুবুদ্ধি রায়কে উপদেশ দিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—"ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন॥
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যা'বে।
আর 'নাম' লৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয়—এই প্রায়শ্চিত্তি॥"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

নামাভাস-দশাতেও অনেক মঙ্গল।
জীবের অবশ্য হয় সুকৃতি প্রবল॥
নামাভাসে নষ্ট হয়—আছে পাপ যত।
নামাভাসে মুক্তি হয়, কলি হয় হত॥
নামাভাসে নর হয় সুপংক্তি-পাবন।
নামাভাসে সর্ব্বরোগ হয় নিবারণ॥
সকল আশঙ্কা নামাভাসে দূর হয়।
নামাভাসী সর্ব্বারিষ্ট হৈতে শান্তি পায়॥
ভূত, যক্ষ, রক্ষ, প্রেত, গ্রহসমুদয়।
নামাভাসে সকল অনর্থ দূরে যায়॥
নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তি পায়।
সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম নামাভাসে যায়॥
নামাভাস সাক্ষাৎ সে প্রেম দিতে নারে।
নাম হয়ে প্রেম দেয় বিধি-অনুসারে॥

শাস্ত্রে যে দশটী নামাপরাধের কথা আছে, তাহা যদি সরলতা বা অজ্ঞতা হইতে হয়, তাহা হইলে সে সমস্তই নামাভাস মাত্র। অজামিল মরণসময়ে স্বীয় পুত্রকে 'নারায়ণ'-নামে আহ্বান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাঙ্কেত্য-নাম-গ্রহণের ফল লাভ হইয়াছিল। একজন শুদ্ধ-বৈষ্ণব হরিনাম করিতেছেন, তখন একজন ধূর্ত্ত আসিয়া কর্দ্দর্য মুখভঙ্গী করতঃ বলিল, 'যোঁ, তোর হরি-কেষ্ট সকলি ক রিবে।'—ইহাই স্তোভের উদাহরণ, ইহাতেই সেই পাষণ্ডীর মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। হেলাতে নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তি পর্য্যন্ত ফল লাভ হয়। এখানে একটী কথা এই যে, ধূর্ত্ততার সহিত হেলা করিলে অপরাধ, আর অজ্ঞতার সহিত হেলা হইলে নামাভাস হয়। আমরা শ্রীহরিনাম চিন্তামণিতে পাই,—

বিষ্ণু লক্ষ্য করি' জড়বুদ্ধ্যে নাম লয়।
অন্য লক্ষ্য করি' বিষ্ণুনাম উচ্চারয়॥
সঙ্কেতে দ্বিবিধ এই হয় নামাভাস।
অজামিল সাক্ষী তা'র—শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥
পরিহাসে কৃষ্ণনাম যেই জন করে।
জরাসন্ধ সম সেই এ সংসার তরে॥
অঙ্গ-ভঙ্গী চৈদ্যসম করে নামাভাস।
স্তোভ মাত্র হয়, তবু নাশে ভবপাশ॥
মন নাহি দেয়, আর অবজ্ঞা-ভাবেতে।
কৃষ্ণ, রাম বলে, হেলা-নামাভাস তা'তে॥

হরিনাম নির্ব্বন্ধ-সহকারে নিরন্তর করা দরকার। তাহাতেই জীবের নিত্য মঙ্গল হইবে। এই কথা শুনিয়া যদি কেহ বলেন,—'এক নামে যখন সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, তখন অবিশ্রান্ত নামের প্রয়োজন কি?' তদুত্তর এই যে, বহির্ম্মুখ জীবের শ্রীনাম ও সৎসঙ্গে রুচি নাই, পরন্তু সর্ব্বদা অরুচিই দৃষ্ট হয়। অসদ্বিষয়ে তাহাদের নৈসর্গিক রুচি। অবিশ্রান্ত নাম করিলে আর সেরূপ অসৎসঙ্গ ও অসৎকার্য্যে অবসর হয় না। সুতরাং অসৎসঙ্গাভাবে ক্রমশঃ শুদ্ধ নাম হয়। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর এই কয়েকটী কথা শ্রীনামাশ্রিত সকলেরই সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত,—

অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণ-নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
'দশ অপরাধ' ত্যজ, মান-অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ, আর লহ কৃষ্ণনাম॥
বহু অন্যসাধনে ভাই, নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন॥
বদ্ধ জীবে কৃপা করি' কৃষ্ণ হৈল নাম।
কলি-জীবে দয়া করি' কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম॥
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌর-জন।
তবে ত' পাইবে ভাই, শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
(প্রেমবিবর্ত্ত)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ বলেন, তাঁহাদের নরকভোগের আর ক্ষয় হয় না। পরমভাগবত শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ প্রায়শ্চিত্তানন্তর লোকের পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি দেখিয়া প্রায়শ্চিত্তকে নিন্দা বা গর্হণ করিলেও তিনি ভক্তিপ্রসঙ্গে (সাধনকালে) ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও পুনঃ পুনঃ পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়াও তাহাতে কোনই নিন্দা করেন নাই। আরও অজামিল যেরূপ দুরাচার হইলেও নামাভাস-প্রভাবে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, সেরূপ আর্ত্তগণ সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া বহুবার নাম গ্রহণ করিলেও শ্রীনামপ্রভুর অর্থবাদ-কল্পনাদি নামাপরাধ-প্রভাবে ঘোরতর সংসার-ক্লেশই লাভ করেন। অতএব নাম-মাহাত্ম্য দেখিয়া (নামে অর্থবাদ বা অর্থকল্পনা করিলেও নামাপরাধী প্রভৃতি) সকলেরই যে মুক্তি হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিতে হইবে না। অতএব ভগবানের নাম একবার উচ্চারিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ পাপ সংহার করিলেও 'বৃক্ষ ফলিতে ফলিতে কালক্রমেই ফলিয়া থাকে'—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীনাম সাধারণতঃ কিছু বিলম্বেই স্বীয় ফল-চিহ্ন জগতে দেখাইয়া, বহির্ম্মুখ-শাস্ত্রমতেরও একেবারে উচ্ছেদ না হয়, তজ্জন্য কোন কোন স্থলে ফল-চিহ্ন না দেখাইয়াই (নামে) অপরাধরহিত স্বীয় উচ্চারণকারী ব্যক্তিগণকে নিজ বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যান—এই সিদ্ধান্তটী জানাইলেন। কোন কোন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রেমবিশেষ সাধনেচ্ছা-নিবন্ধন ভগবৎ-প্রাপ্তিতে কিঞ্চিৎ বিলম্বও ঘটে; যেমন, আদি ভরতের তিনবার জন্ম হইয়াছিল। আরও অপরাধিগণের মধ্যে যদি কোন কোন ব্যক্তির ভজনাভ্যাসের অভাব-হেতু পুরাতন পাপ ক্ষয় না হইয়া থাকে, অথচ পাপ ও নামাপরাধ হইতে থাকে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে দেহত্যাগানন্তর নরকে যাইতে হইবে না। যমুনা-ভ্রাতা যম আদরের সহিত স্বীয় দূতগণকে পুনঃ পুনঃ ইহাই বলেন যে, 'যে মানব বিষ্ণুর ভজন করে, সেই বৈষ্ণবকে তোমরা পরিত্যাগ করিবে' এবং 'হে সখে উদ্ধব, আমার প্রতি এই নিষ্কাম ভক্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠানারম্ভে কোন অঙ্গের বৈগুণ্যাদি-দ্বারা অণুমাত্রও ধ্বংস হয় না'—ভগবানের এই বাক্যানুসারে যৎকিঞ্চিৎ ভক্তির অঙ্কুরও স্বভাবতঃই অবিনশ্বর ও পাপাদির দ্বারা দুরতিক্রমণীয় বলিয়া এবং অমোঘ বলিয়া ভবিষ্যতে পত্রপুষ্পাদির জন্যই তাহাদের জন্ম হইবে, নশ্বর পাপ-পুণ্য-নিবন্ধন জন্ম হইবে না। অতএব তাহাদের প্রাক্তন-ভক্তি-সংস্কারোত্থ নাম-কীর্ত্তনাদি-প্রভাবে অপরাধ ক্ষয় হইলে পর শ্রীভক্তি-দেবীর প্রসাদে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে। ভগবদ্ভক্ত কোনপ্রকারে কুযোনি প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মীর ন্যায় আর সংসারলাভ করেন না। তাঁহারা পুণ্য-পাপফল-ভোগময় সংসার প্রাপ্ত হন না, তবে তাঁহারা ভগবদ্দত্ত সুখ-দুঃখময় সংসারই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে যে পর্য্যন্ত নামাপরাধের ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত অবিনষ্ট পাপসকল অঙ্কুরাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। ভক্তির বৃদ্ধিক্রমে ভক্তির অভ্যাসফলে নামাপরাধ ক্ষয় হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সমূলে পাপক্ষয়-হেতু ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। অতএব বৈষ্ণবগ [illegible] ক্ষেত্রে যে এক, দুই বা তিন [illegible]ন, তাহাতে তাঁহাদের যে সকল বৈষয়িক সুখ দেখা যায়, তাহাও ভক্তিধর্ম্মোত্থ। বৈদ্য যেমন লঙ্ঘন ও কটু ঔষধাদি-দ্বারা রোগীকে কষ্ট দিয়া তাহার ক্ষুধা-বৃদ্ধি উৎপাদন করেন, তদ্রূপ নিজ ভক্তের ভক্তিবর্দ্ধনকৌশলজ্ঞ ভগবান্‌ও ভক্তকে কিছু কিছু দুঃখ দিয়া থাকেন; যেহেতু ঐ বিষয়ে ভগবানেরই উক্তি—'আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার ধন ক্রমশঃ হরণ করি।'"

নামাভাস দুইপ্রকার—ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস। প্রতিবিম্ব-নামাভাসটী একটী প্রধান নামাপরাধ। সেইজন্য এই প্রতিবিম্ব-নামাভাসকে নামাভাস বলা যায় না। প্রতিবিম্ব নামাভাসে সাযুজ্যাদি ফল লাভ হইতেও পারে। নামের কেবল ছায়া-নামাভাসকে নামাভাস বলিয়া সাঙ্কেত্যাদি চারিপ্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। অজ্ঞান-জনিত অনর্থ হইতে ছায়ানামাভাস এবং দুষ্ট-জ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব-নামাভাস-রূপ অপরাধ হয়। ভুক্তি-মুক্তি-ফল-কামীদের মধ্যে প্রতিবিম্ব-নামাভাস দেখা যায়।

নরকাসুর

——::•::——

ভগবান্ শ্রীবরাহদেবের সংস্পর্শে ভূ পৃথিবীর গর্ভে নরকাসুরের জন্ম হয়। নরক শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হইয়াও তাঁহার ভক্তের বিরোধাচরণ করায় শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হয়। নরক বরুণদেবের ছত্র, অদিতির কুণ্ডলদ্বয় এবং মন্দর-পর্ব্বতস্থ মণিপর্ব্বত-নামক দেববিহারস্থলী হরণ করিলে ইন্দ্র দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া নরকাসুরের অত্যাচারের কথা জ্ঞাপন করায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসত্যভামার সহিত নরকাসুরের রাজধানীতে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য-নামক শঙ্খের ধ্বনি করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া জল মধ্যে শয়ান পঞ্চমস্তক 'মুর'-নামক অসুর জল হইতে উত্থিত হইল। অনন্তর দুর্দ্ধর্ষ মুরাসুর ত্রিশূল লইয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে উক্ত ত্রিশূলকে বাণদ্বারা ত্রিখণ্ড করিয়া মুরাসুরের পঞ্চমুখে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মুরও ক্রোধে তাঁহার প্রতি গদা নিক্ষেপ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ গদাদ্বারা তাহার গদাকে সহস্রভাগে ভগ্ন করিলেন। অনন্তর মুরাসুর পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা অনায়াসে তাহার মস্তক-সমূহ ছেদন করিলেন। মুরাসুর বিগত-প্রাণ হইয়া জলমধ্যে পতিত হইল। তখন মুরের তাম্র, অন্তরিক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ ও অরুণ-নামক সপ্তপুত্র শোকাতুর হইয়া ক্রোধবশে পীঠ-নামক সেনাপতিকে অগ্রবর্ত্তী

করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিল। তাহারা নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ, খড়্গ, গদা ও শূলাদি নিক্ষেপ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বাণের দ্বারা সেগুলিকে ছেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাণাঘাতে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সৈন্যকে নানাভাবে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া নরকাসুর সক্রোধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং গরুড়ের উপর মহিষী শ্রীসত্যভামার সহিত বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সদলবলে একযোগে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা নরকাসুরের সৈন্য ও অশ্বসমূহ নিহত করিতে লাগিলেন। তৎকালে গরুড় স্বীয় পক্ষদ্বয়ের আঘাতে হস্তিসকলকে বিনাশ করিতেছিলেন। গরুড়ের চঞ্চু, পক্ষ ও নখসমূহে আহত হস্তিগণ পীড়িত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলে নরকাসুর একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিল। নরকাসুর প্রহারের দ্বারা গরুড়ের কিছুই করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সংহার করিবার জন্য শূল গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহা নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্রদ্বারা গজস্থিত নরকাসুরের মস্তক ছেদন করিলেন। নরকাসুরের মৃত্যুতে তদীয় আত্মীয়গণ 'হাহাকার' এবং ঋষিগণ 'সাধু', 'সাধু' শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেবগণও শ্রীকৃষ্ণের উপরে মাল্যবর্ষণ-সহকারে স্তব করিলেন।

অনন্তর নরকজননী পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমনপূর্ব্বক অদিতির রত্নখচিত কুণ্ডলদ্বয় ও বৈজয়ন্তী-মালার সহিত বরুণের ছত্র তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী আরও বলিলেন—'হে শরণাগত-দুঃখবিনাশন, হে নাথ, আপনি যখন বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, সেই সময় আপনার স্পর্শে আমার এই নরক-নামক পুত্র হইয়াছিল। আপনি যাহাকে দিয়াছিলেন, অদ্য আপনিই তাহাকে বিনাশ করিলেন। এখন আপনি নিজগুণে প্রসন্ন হউন এবং নরককৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার পুত্রগণকে পালন করুন। নরকের এই পুত্র ভীত হওয়ায় আমি তাহাকে আপনার পাদপদ্ম-সমীপে আনয়ন করিয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করুন এবং ইহার মস্তকে সর্ব্বপাপবিনাশন ভবদীয় করকমল অর্পণ করুন। ধরিত্রীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরকপুত্র ভগদত্তকে অভয়দান পূর্ব্বক নিখিল সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নরকাসুরের গৃহে প্রবেশ করিলেন। নরকাসুরের গৃহে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ নরককর্ত্তৃক রাজা এবং দেব প্রভৃতির নিকট হইতে আনিত ষোড়শ সহস্র রমণীকে দেখিতে পাইলেন। ঐসকল রমণী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিমোহিতচিত্তে মনে মনে তাঁহাকে দৈব-প্রেরিত অভীষ্ট পতিরূপে বরণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজকন্যাগণকে এবং রথ, অশ্ব ও ধনরাশিসমূহ শিবিকাযোগে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। ঐ সঙ্গে তিনি চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট মহাবেগশালী চতুঃষষ্টি সংখ্যক হস্তীও দ্বারকায় প্রেরণ করেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মহিষী সত্যভামার সহিত ইন্দ্রালয়ে গমনপূর্ব্বক অদিতিকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলে ইন্দ্র ও শচীদেবী তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিলেন। অদিতিও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বিশেষভাবে স্তবস্তুতি করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সহিত নন্দনকানন পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া সেই দেবোদ্যানে সমুদ্র-মন্থনকালে উদ্ভূত পারিজাত-বৃক্ষ দর্শন করিলেন। ঐ পারিজাত অতিশয় সুগন্ধিযুক্ত ও শচীর খুব প্রিয় ছিল। শ্রীসত্যভামা ঐ বৃক্ষকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—এ বৃক্ষটী কি কারণে দ্বারকায় লইয়া যাইতেছেন না? যদি আপনার এই কথা সত্য হয় যে, 'সত্যভামা আমার অতিশয় প্রিয়া,' তাহা হইলে আমার গৃহোদ্যানের জন্য এই বৃক্ষটীকে লইয়া চলুন। শ্রীসত্যভামার এই কথা শুনিয়া শ্রীহরি হাস্যপূর্ব্বক গরুড়ের উপর সেই পারিজাত-বৃক্ষটীকে উঠাইয়া লইলেন। তখন উদ্যানরক্ষিগণ বলিল, —"এই পারিজাত-বৃক্ষ শচীর অতিশয় প্রিয়। ইহাকে হরণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ রুষ্ট হইবেন, কিছুতেই ইহা আপনাকে দিবেন না। তখন শ্রীসত্যভামা তাহাদিগকে বলিলেন,—"এই পারিজাত শচী বা ইন্দ্র—কাহারও নহে; ইহা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। তোমরা শচীকে গিয়া বল যে, হরিপ্রিয়া সত্যভামা স্বীয় পতির বলে বৃক্ষ হরণ করিতেছে।" দেবদূতগণ শচীর নিকট সেই কথা বলিলে শচী ইন্দ্রের নিকট সমস্ত কথা বলিল এবং ইন্দ্রও দেবসৈন্য-সহ পারিজাত আনয়নের জন্য শ্রীহরির সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ইন্দ্রকে যুদ্ধার্থে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং ধনুষ্টঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া একসঙ্গে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। দেবগণ তাঁহার বাণাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা কুবেরের শিবিকাকে নষ্ট এবং দৃষ্টিদ্বারা সূর্য্যকে বিনষ্ট-তেজা করিলেন। শ্রীভগবানের বাণে অগ্নিও নিরস্ত হইলেন এবং বসুগণ নানাদিকে পলায়ন করিলেন। শ্রীভগবানের চক্রে আহত রুদ্রগণ ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে গরুড় ঐরাবতের সহিত এবং শ্রীকৃষ্ণ একাই বহুদেবতা ও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রকে বজ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র ধারণ করিতে দেখিয়া ত্রিলোকবাসী সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিলে শ্রীভগবান্ বজ্র-ধারণ করিয়া ইন্দ্রকে বিরত হইতে বলিলেন। অনন্তর নষ্টবজ্র ইন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বহু স্তব করিলেন। ইন্দ্রের স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ ইন্দ্রকে পারিজাত-বৃক্ষটী লইতে বলিলে ইন্দ্র বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ, এই পারিজাত-বৃক্ষকে আপনি দ্বারকায় লইয়া যান্। আপনি মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলে ইহা আর পৃথিবীতে থাকিবে না, এইখানেই চলিয়া আসিবে। ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া শ্রীহরি ঐ বৃক্ষ দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। এই পারিজাত-তরুর নিকট গমন করিলে সকলেই নিজপূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারিত এবং ইহার গন্ধে তিন যোজন পর্য্যন্ত আমোদিত হইত। এই বৃক্ষটী শ্রীসত্যভামার গৃহসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে স্থাপিত হইয়াছিল। পারিজাত-বৃক্ষটী দ্বারকায় আনীত হইলে তদাসক্তচিত্ত ভ্রমরগণ স্বর্গ হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

ইন্দ্র প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল বন্দনা করিয়া নরকাসুরবধরূপ নিজ কার্য্য প্রার্থনা করিয়া পশ্চাৎ কার্য্যসিদ্ধি হইলে জ্ঞানী হইয়াও শ্রীভগবানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অহো! দেবগণেরও ঈদৃশ ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে! অতএব ঐশ্বর্য্যকে ধিক্!

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে সেই রমণীগণকে বিবাহ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ প্রত্যেকের গৃহে থাকিয়া কামিনীগণের সহিত গৃহস্থ-ধর্ম্মসমূহের আচরণ-সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শত শত দাসী থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা স্বয়ংই স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রতি দ্রোহ আদৌ সহ্য করিতে পারেন না। তিনি বলিয়াছেন—"অন্যলোক ত' দূরের কথা, আমার কোন পুত্রও যদি আমার ভক্তের বিদ্বেষ করে, তবে সেই পুত্রকেও আমি বিনাশ করিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি, আমি ভগবদ্ভক্তের জন্য আমার নিজের পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিতে পারি। শ্রীভগবানের এই উক্তির যাথার্থ্য নরকাসুর-বধবৃত্তান্তে আমরা দেখিতে পাই। ভক্তের সহিত ভগবানের এত প্রীতি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি—শুন, শুন মন দিয়া॥
যে কালে করিনু মুঞি পৃথিবী-উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥
হইল 'নরক'-নামে পুত্র মহাবল।
আপনি পুত্রেরে ধর্ম্ম কহিলুঁ সকল॥
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত করেন পালন॥
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্টসঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুই না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।৪৪ ৫০)

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত ২৮শে নভেম্বর, শুক্রবার অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে বেলা ১ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রায় তিন ঘণ্টা করিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে নিত্যনূতন বৈকুণ্ঠসন্দেশ পাইয়া সকলেই পরমোপকৃত ও কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীধামে অবস্থানপূর্ব্বক পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রত্যহ সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

আগামী ২২শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার কৃষ্ণচতুর্থীতিথিতে মদীয় অভীষ্টদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন বিগ্রহ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপ্রাঙ্গণে ৫ম বার্ষিক সংকীর্ত্তন মহোৎসব শুদ্ধভক্তসঙ্গে অনুষ্ঠিত হইবেক। গুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণে যাহাতে আমরা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথির পূজা করিতে পারি, তজ্জন্য সগোষ্ঠি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

কোরাপুট জেলায় প্রচার

গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ উড়িষ্যাপ্রদেশে গঞ্জাম ও কোরাপুট-জেলার বিভিন্ন সহর ও পল্লীগ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। গত ৭ ভাদ্র-মাসে প্রচারকগণ কোরাপুট-জেলার [illegible] ও জয়পুর প্রভৃতি সহরে নগরসংকীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীহরিনামচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া [illegible] [illegible] গৌড়ীয় [illegible] [illegible] কথা কীর্ত্তন করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

গত ১৮ই অক্টোবর যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে ৬৩২ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়. তন্মধ্যে কুচবিহার রাজ্যে ১০০ জন, ময়মনসিংহে ১৪১, চট্টগ্রামে ১১৯ এবং নোয়াখালিতে ১৩০ জন। ঐ সপ্তাহে কলেরায় মোট ২৯৪ জনের মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে চট্টগ্রামে ৯৭, ময়মনসিংহে ৭০ এবং নোয়াখালিতে ৭০ জন।

ত্রিপুরা রাজ্যে ৫১ জন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিজ দেখা গিয়াছিল। কেহ প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই।

প্রকৃতির খেয়াল

গত ১৬ই নবেম্বর পাটগ্রাম (ঢাকা) নিবাসী পাষাণচন্দ্র শীলের স্ত্রী ৮ মাসে একটি অদ্ভুত মৃত শিশু প্রসব করিয়াছে। শিশুটি দেখিতে কদাকার। তাহার হাত, পা সমস্তই মুখের বিপরীত দিকে। মস্তকে চুল মোটেই নাই। শিশুটির সর্ব্বাঙ্গ লোমাবৃত ছিল। ঐ শিশুটিকে দেখিতে ঐদিন রাত্রিতে বহু লোক সমাগম ঘটে।

সরবরাহ বিভাগের অর্ডার সরবরাহ

ভারত গবর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগের অর্ডার অনুসারে কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য কাপড়ের কলগুলির যন্ত্রপাতি মেরামত বা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যে টাকা ব্যয় হইবে আয়-কর ও অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্য্যের সময় তাহা হইতে ছেকাট দেওয়া হইবে। প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ড এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বোর্ড আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সরবরাহ বিভাগের অর্ডার শেষ হইবার পর এই সকল মিল পুনরায় পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় করিবার ব্যয় কলের ব্যয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। যে সকল মিল ইতঃপূর্ব্বেই এরূপ পরিবর্ত্তন বা মেরামত করা হইয়াছে, তাহাদিগকেও এই সুবিধা দেওয়া হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

আগামী ১০ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই মরশুমে মাত্র চারিদিন অধিবেশন হইবে, তন্মধ্যে তিনদিন সরকারী এবং একদিন বে-সরকারী কাজ হইবে।

এই মরশুমে সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক বিবেচিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন (কল-কারখানা অঞ্চল সম্পর্কিত সংশোধন বিল ও বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য-বিষয়ক আইন সংশোধন বিল এবং ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল আলোচিত হইবে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত বঙ্গীয় উপক্রান্ত অর্ডিন্যান্স ব্যবস্থাপক সভার প্রথম দিনের অধিবেশনে পেশ করা হইবে।

গোদাবরী নদীতে লঞ্চ ডুবি

গোদাবরী নদীতে রাজমুন্দ্রী ও ভদ্রাচলম নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে একখানি ষ্টীমলঞ্চ ডুবির ফলে ৪৯জন লোক জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ সময় লঞ্চে মোট ৫৯জন যাত্রী ছিল। লঞ্চখানি একখানি চাউল বোঝাই নৌকা টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। নৌকা-ডুবিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীসহ লঞ্চ-খানিও জলমগ্ন হয়।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নূতন প্রয়াস

গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় জাতীয় কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য কেবলমাত্র জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানাইলেই হইবে না। এক্ষণে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে সমবেত-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিবার জন্য কোন না কোন বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী শীঘ্রই একটি ঘোষণা প্রচার করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কোন নির্দ্ধারিত বয়সের পুরুষ এবং স্ত্রীলোককে বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় কার্য্যে যোগ দিতে হইবে এবং কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুসারে সমরসম্ভার নির্ম্মাণের কারখানার কার্য্যেই হউক অথবা সেনাদলের কার্য্যেই হউক, নির্দ্ধারিত বয়সের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকে হাতে কলমে যুদ্ধ করিতে দেওয়া হইবে না। প্রধান মন্ত্রীর এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে শীঘ্রই ব্যবস্থা করা হইবে

লেবাননের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা

গত ২৬শে নবেম্বর রাজবাটীতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সিরিয়ার স্বাধীন ফরাসী ডেলিগেট জেনারেল কাত্রু লেবাননের রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছেন। যুদ্ধকালে দেশরক্ষার দায়িত্ব মিত্রপক্ষ গ্রহণ করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে লেবাননের জাতীয় সৈন্যদল মিত্রপক্ষের পরিচালনাধীনে থাকিবে। বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল হইতে লেবানন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তারূপে আছেন আলফ্রেড ন্যাক্কাচে তিনি নূতন গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হইলেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীতত্ত্ব কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ৫ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২২'শ অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৮ই ডিসেম্বর ইং ১৯৪১, সোমবার ২২০২১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ নারায়ণ, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৫

প্রভু আজ কোথায় ?

——::[•]::——

আজ মদীশ্বর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহতিথি। এই কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতিথিতে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ব্রজবিজয় করিয়াছেন। তাঁহার বিরহ-কাতর শিষ্য পুত্রগণ তাঁহার কৃপা-স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার বিরহে কালাতিপাত করিতেছেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যাভিমান করিয়াও মাদৃশ হতভাগ্য আজ তৎসেবায় বঞ্চিত। ইহা অপেক্ষা অনুতাপ ও দুঃখের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? অপরাধফলে চিত্ত এত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে যে, বিরহী ভক্তগণের সঙ্গপ্রভাবে বা তদ্‌কৃপায় সেই পরমদয়াল নিজনিত্য প্রভুর কথা সময় সময় হৃদয়ে উদিত হইলেও হতভাগ্য আমি সেই প্রভু-স্মৃতিকে আমার জীবনসর্ব্বস্ব করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। প্রভু ছাড়া এ নগণ্য অধমাধম ভৃত্যের যে আর কেহ নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও আবার যেন ভুলিয়া যাই। তথাপি প্রভু আমার কত দয়া করিয়া কতভাবে যে তন্নিজজনের দ্বারা মাদৃশ অপরাধীকেও রক্ষা করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গুরুই একমাত্র দেবতা, গুরুই একমাত্র আত্মা বা প্রাণ, এই ভক্তির বিচারে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত, সেই গুরুদেবতাত্মগণের পদধূলি হইবার ইচ্ছাও হৃদয়ে জাগে না, এমনি আমার দুর্দ্দৈব। তাই আজ বড় দুঃখে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপানুসরণে নিম্নলিখিত মঙ্গলময়ী বাণী অনুস্মরণ করিতে করিতে প্রভু ও প্রভুনিজজনগণের শ্রীপাদপদ্মাঙ্ঘ্রিকে উপনীত হওয়ার ধৃষ্টতা করিতেছি। তাঁহারা অমায়ায় এই নরাধমকে কৃপা করুন ইহাও তাঁহাদের শ্রীচরণে এ অযোগ্য দাসের কাতর প্রার্থনা। তাঁহাদের অমায়ায় কৃপা হইলে মাদৃশ হতভাগ্যের এই পাপময় জীবন সার্থক হইবে এবং পরমকরুণাময়ী, ভক্তজননী প্রভুবিরহ তিথি এ দাসাধমের প্রতি শুভদৃষ্টি করিবেন। তাই গলগ্নীকৃতবাসে প্রভুপাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিতেছি,—

> তোমা ছাড়ি' আমি কভু, অনাথ না হই প্রভু,
> প্রভুহীন দাস নিরাশ্রয়।
> আমাকে না নিলে সাথ,
> কৈছে তুমি হবে নাথ,
> দমনীয় কে তোমার হয়॥
> অন্য আশা নাহি যা'র, তব পাদপদ্ম তা'র,
> ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
> তব পদাশ্রয়ে নাথ। করে সেই দিনপাত,
> তব পদে তাহার অভয়॥
> বিনোদ-সেবক কয়, তুমি ছাড় দয়াময়,
> দেখিয়া আমার দোষগণ।
> আমি ত ছাড়িতে নারি,
> তোমা বিনা নাহি পারি
> কখন ধরিতে এ জীবন।
>
> তুমি প্রভু নাথ, যার, সব তব অধিকার,
> আছি আমি তোমার কিঙ্কর।
> বিনোদ-সেবক বলে, তব দাস্য কুতূহলে,
> থাকি যেন সদা সেবাপর॥

শ্রীগৌড়ীয়গণের নিত্যোপাস্য শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন যাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, যিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের সব চেয়ে বেশী প্রিয়, যাঁহার সেবা-সৌন্দর্য্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নয়ন মন আকৃষ্ট, যিনি সাক্ষাৎ শ্রীগৌরকরুণা-শক্তিস্বরূপ ও শ্রীরূপানুগবর, যিনি অবতার অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ, যাঁহার বৃন্দাবন সদৃশ বিশুদ্ধসত্ত্ব হৃদয় শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য বিলাসক্ষেত্র ও রসাতিস্থল, যিনি শ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ও গোবিন্দদয়িতা শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠ নিজজন, শ্রীবার্ষভানবীর নয়ন তারা, মদীশ্বর সেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কি পুনরায় মাদৃশ হতভাগ্যের নয়ন-গোচর হইবেন? শ্রীভগবানের অপার কৃপায় নিত্যপ্রভুকে পাইয়াছিলাম, কিন্তু নিজভাগ্যদোষে পুনরায় তাঁহাকে হারাইয়াছি, সেই জগদ্দেবতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি নাই তাঁহার সুখবিধানের জন্য ব্যস্ত হই নাই, এমনি আমার দুর্দ্দৈব! এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভক্ত ও শ্রীগুরুভক্তগণ সকলেই অমায়ায় কৃপা করিয়া এ অযোগ্যকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অচলা শ্রদ্ধা-ভক্তি দান করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে আমার কাতর নিবেদন,—

> জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
> সবে মিলি' কৃপা মোরে কর বিতরণ॥
> আমি ত' দুর্ভাগা অতি, বৈষ্ণব না চিনি।
> মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
> শ্রীগুরুচরণে মোরে ভক্তি কর দান।
> যে চরণবলে পাই তত্ত্বের সন্ধান॥
>
> প্রভু হে!
> কি গতি হইবে কখন ভাবি না,
> হরিভকতের কাছেও যাই না।
> তোমার দাসের কত দন্ত বা,
> তোমা ছেড়ে প্রাণ বাঁচে॥

আজ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজজন জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনমুখে বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীগৌর রাধা-নিত্য-জন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তন্নিজজনগণ বিরহব্যথিতচিত্তে সর্ব্বক্ষণ অখিলগুণনিধি নিত্যানন্দবিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দয়ার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রীতিবিধানমুখে সকলের প্রতি কৃপাবর্ষণ করিতেছেন। আর এ হতভাগ্য আজ সেই অমৃতরাশির কোন সন্ধানই পাইতেছে না, প্রভু-বিরহ সিন্ধুর এক-বিন্দুও তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতেছে না। যাঁহার পদধূলি, যাঁহার কথা, যাঁহার কৃপা ও যাঁহার সেবাস্মৃতি এ দাসাধমের একমাত্র সহায়-সম্বল, প্রাণ, জীবন ও ভূষণস্বরূপ, হতভাগ্য আমি আজ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই বিস্মৃত হইয়াছি। এ মহাবিপদে নিত্যানন্দমূর্ত্তি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অযাচিত অজস্র করুণা ব্যতীত আর মঙ্গলের উপায় নাই, প্রভুকে প্রভুরূপে বরণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবার আর অন্য কোন উপায় দেখি না। তাই আজ করযোড়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নহৃদয় অভিন্নমূর্ত্তি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে কৃপা প্রার্থনা করিতেছি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহাও নিবেদন করিতেছি যে, আমি যেন আর সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী না হই, যেন নিত্যকাল হৃদয়ে জাগরূক থাকে, এজন্য পুনরায় সকাতর আবেদন জানাইতেছি।

যাঁহার অলৌকিক মহিমার কথা অনন্তও বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, সেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথা নগণ্য কীট আমি আর কি বলিব? তাঁহার আত্ম-শোধন ও গুরুবর্গের সেবা কৃপাবাদেই আমার

কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

বলিয়া যে দাম্ভিকতা ও বাতুলতা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা আপনার পরমকল্যাণদায়িনী বৃষভানুনন্দিনীলীলাদ্বারা প্রশমিত হইয়াছে। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মতামূলে কর্ম্মকাণ্ড এবং অন্যাভিলাষিতা-জীবব্রহ্মৈক্যবাদমূলে জ্ঞানকাণ্ড যে বৈকুণ্ঠনিবেদন-গোপ্তৃত্বে বরণাদি ষড়ঙ্গশরণাগতিময়ী সৎসঙ্গমূলা শুদ্ধাভক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেম যে অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় নিত্য বিরুদ্ধ, নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধনাম যে এক নহে, গুরুসেবা ও গুরুভোগ যে সম্পূর্ণ বিপরীত, শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি, যথার্থ গৌরভজন ও লোকবঞ্চনামূলে গৌরভজনের ভাণ যে এক নহে— তাহার সহজ সরল সুস্পষ্ট মীমাংসা আপনার অপ্রকটলীলাবিজ্ঞান-করুণায় লাভ করিয়া আমরা পরমোপকৃত ও আপনার শ্রীপাদপদ্মে অধিকতর আকৃষ্ট।

পরমকরুণ কৃপাম্বুধির শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি শ্রীরূপরঘুনাথাভিন্ন-বিগ্রহরূপে মাদৃশ নরাধমকেও শ্রীরাধাচরণকমল সেবা মাহাত্ম্য উপলব্ধি করাইবার জন্য ভজনরাজ্যের কত উচ্চস্তরের কথা না কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট শিক্ষাষ্টকের শিক্ষা মর্ম্ম ও শ্রীরূপপ্রভুর 'উপদেশামৃত' স্বয়ং আচার ও প্রচার করিয়া কতভাবেই না শিক্ষা দিয়াছেন। জানি না, কোন্ মহাসৌভাগ্যবলে আপনার ও আপনার নিজজনগণের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিতকে জানিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কুবিষয়ান্ধকূপে নিমজ্জিত থাকিলেও আপনি অপার করুণা করিয়া আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য কৃপারজ্জু নিক্ষেপ করিয়াছেন। শ্রীরাধানিত্যজন আপনি শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরহরির নাম কামসেবার যে বিপুল সদন ইহজগতে প্রকটিত করিয়াছেন, যাহাতে আপনার প্রতিবিগ্রহের আনুগত্যে সেই শুদ্ধভক্তসদ্ব্যবাসের অতি নগণ্য সেবকেরও কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিয়া অনন্তকাল কৃপার কাঙ্গাল থাকিতে পারি, যাহাতে আপনার মনোহভীষ্ট পূরণ-সেবায় শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনকালে কাঠবিড়ালীর চেষ্টার ন্যায় নিষ্কপট সামান্য চেষ্টাও করিতে পারি, তজ্জন্য এই সুমেধপ্রতিষ্ঠিত আপনার অশোক অভয় অমৃত-আধার শ্রীচরণকমলদ্বয়ে শরণ গ্রহণ করিতেছি। যাহাতে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাসম্ভ্রম ও তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপার জন্য নিষ্কপট আর্ত্তি ও একান্ত শরণাগতি লাভ করিতে পারি, ইহাই আপনার শ্রীচরণকমলে প্রার্থনা। আপনি শ্রীগৌরশক্তি, আপনার অনন্ত সদ্গুণরাশি অনন্তদেবও বর্ণিয়া শেষ করিতে পারেন না। সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দও আপনার প্রেমবাধ্য, সুতরাং আপনার শ্রেষ্ঠ নিজজন পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিত্যানুগত্যে যাহাতে নিজকে আপনার শ্রীপাদপদ্মমধুলিট্‌রূপে জানিয়া ক্রমশঃ হরিভজনরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি, ইহাই মৎপ্রার্থনীয় বস্তু হউক। আপনি শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসপোষ্টরূপে সমগ্র জীবন যে কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যেন আমার হৃদয়ে নিত্যকাল অঙ্কিত থাকিয়া আমাকে ভোক্তৃ-অভিমান ও কর্ত্তৃ-অভিমান হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীরূপকথিত ভজনানুকূল ষড়্গুণে সংযুক্ত ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীধাম-শ্রীনাম-শ্রীকামসেবায় অনুক্ষণ প্রোৎসাহিত করে, ইহাই আমার আশাবন্ধ। আপনি বলিয়াছেন—"শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়। একমাত্র গুরুপাদপদ্মব্যতীত কার্য্য করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই প্রয়োজক কর্ত্তা, আর প্রযোজ্যকর্তৃত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের।" সুতরাং, এই বাণী যেন আমার হৃদয়ে পাষাণরেখার ন্যায় চিরাঙ্কিত থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর ভাষায় আপনার শ্রীচরণে এই বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছি: মাদৃশ অপরাধী পতিতাধমের প্রতি আপনি নিত্য প্রসন্ন হউন,—

গুরুদেব।

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল-সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ মানে স্পৃহাহীন॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ! যথাযথ।
তবে ত' গাইব হরিনাম সুখে,
অপরাধ হ'বে হত॥
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধি-হীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥

বিজ্ঞপ্তি

(প্রাপ্ত)

অভিন্ন-শ্রীনিত্যানন্দ, কেবল করুণাকন্দ,
গুরুদেব পতিতপাবন।
কবে চিত্ত ভাল হ'বে, শরণাগতিতে কবে,
বন্দনা করিব শ্রীচরণ॥
করিয়া প্রকটলীলা কত জীব উদ্ধারিলা,
কৃষ্ণনাম করিয়া প্রদান।
আমি মূঢ় অভাজন, না লইনু হেন ধন
মায়ামোহে থাকিয়া অজ্ঞান
সাক্ষাতেও না সেবিনু, প্রাপ্ত নিধি হারাইনু,
হায়! হায়! দুর্দ্দৈব আমার।
না শুনিনু বাণী তব, এ'ব্যথা কাহারে ক'ব,
এখন চৌদিক অন্ধকার॥
কুটিলতা, কুটিনাটী, কপটতা, দাম্ভিকতা
আমার হৃদয়-মাঝে বসে।
সরলতা একবিন্দু, দিতে বারে কৃপাসিন্ধু,
না বরিনু তব কৃপা রসে॥
মহাভাগবতোত্তম, কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ নরোত্তম,
না নিলাম আশ্রয় তোমার।
পদাশ্রিত-অভিমানে, রহিয়া জড়ের ধ্যানে,
বাড়ে বৃথা অহঙ্কার-ভার॥
সাধুসঙ্গ-ছলনায়, সময় কাটাই হায়,
সাধু-পদে প্রীতিবিন্দু নাই।
কাপট্যের পরিণামে, ডুবিনু বিষয়-কামে,
গতি মোর কি হবে গোঁসাই॥
সতত অসত-সঙ্গে, মজিয়া মায়ার রঙ্গে,
যেতেছি ভাসিয়া ভবার্ণবে।
অপার-করুণাকর, ভুবনপাবনবর,
তুমি বিনা কেবা আকর্ষিবে॥
ভব মহাদাবদাহে, চিত্ত মম সদা দহে,
পড়িয়াছি বন্ধন-দশায়।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, বিনে তব কৃপাবিন্দু
পতিতের কি হ'বে উপায়॥
তব পাদপদ্ম সত্য, তোমার সেবক নিত্য,
নিত্য সত্য তব কথামৃত।
ত্যজিয়া অমৃত-যোগে, কুবিষয় বিষ-ভোগে,
হায় হায়, কেন ধায় চিত॥
কোটি ইন্দু সুশীতল, তুয়া পাদপদ্ম-তল,
কবে তা'য় লইব শরণ।
জড়াভিনিবেশ কবে, সত্য সত্য দূর হ'বে
পদ গুণ করিয়া কীর্ত্তন॥
অনন্ত গোপ্য যশঃ, যা'তে কৃষ্ণ নিত্য বশ,
গাহিবার শক্তি কিবা আছে।
কৃপা গাথা এক কণা, গায় যেন এ রসনা,
বর যাচি গুরুদাস-কা'ছে॥
'তুমি ত' সকলি পার', 'কে আছে পাপীর আর,
বলদেব, তুমি বলবান্।
তুমি যদি উপেক্ষিবে, পতিতেরে কে বাঁচিবে,
কে করিবে অনাথেরে ত্রাণ?
অনন্ত ভুবনে প্রভু, মো সম না পা'বে কভু,
পতিত অধম দুরাচার।
মাগিতে করুণা-কণা, লজ্জা পায় ঘৃণ্য জনা,
স্মরিয়া অশেষ অনাচার॥
তোমার পাবনলীলা, শুনিলে গলয়ে শিলা,
গলিল না হৃদয়-পাষাণ।
ধিক্ মোর সমুদয়, ধিক্ ধিক্ অভিনয়,
শত ধিক্ ভক্ত-অভিমান॥
এ' হেন পামর জন, নাহি দেখি গতি-ধন,
কৃপা-আশে রহে যেন পড়ি'।
কর দেব! হেন দয়া, মায়া শক্তি দুরত্যয়া,
চিত্ত যেন নাহি লয় হরি'॥

ল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

ভক্ত বলেন,—'আমি আমার ভগবানের সেবাই করিব, তিনি গ্রহণ করিতে পারেন, নাও পারেন,' ইহাই ভক্তি। Bhakti is the function of the pure soul. If we regain our real position, then we have the chance of dis-associating ourselves from the world.

পৃথিবীর কোন বস্তু আমাদের চিন্তনীয় বিষয় নয়। সপরিকর ভগবান্ই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। ভগবান্ স্বরাট্। He does not require any other help. He may come upon the scene of anybody and every body. এই ভগবানের যিনি সেবা করেন, সেই বৈষ্ণবের সেবক হওয়াই জীবের সাফল্য।

নিজ অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্বের নামই মনোধর্ম্ম। ভক্তি মনোধর্ম্ম নহে, তাহা আত্মার ধর্ম্ম। সুখের জন্য বেড়াইলে দুঃখই আসে, সুতরাং ফলের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। ভোগবুদ্ধিই আসক্তি। মনই ভোক্তৃরূপে কার্য্য করে। এই ভোগবুদ্ধি ধ্বংসকারক। মনের কল্পনাপ্রভাবে কৃষ্ণসেবা হইবে না। সম্বন্ধ বা দিব্যজ্ঞান চাই। আত্মার নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে। ভোগবাঞ্ছাময়ী জড়প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় নয়।

হরিনাম বদ্ধজীবদ্বারা কীর্ত্তনীয় নহেন। বদ্ধকুলের সঙ্গে হরিনাম হয় না। মুক্তকুলের বাণীশ্রবণে সেবোন্মুখতা উপস্থিত হইলে হরিনাম জিহ্বাতে উদিত হন। ভগবদ্ভজনই পূর্ণ সন্ন্যাসের অবস্থা। কৃষ্ণভক্তের সন্ন্যাস ভুক্তি ও মুক্তির সহিত। ভগবদ্ভক্ত অপ্রাকৃত শ্রীনামের অনুশীলনের প্রতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। সমস্ত বিশ্বই ভগবানের সেবার উপকরণ, সমস্তই অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানের ভোগের স্থান। তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতপথ গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রবণ করিতে হইলে আগেই চোক দিয়া দেখিতে হইবে না, তাহা হইলে ফাজিল হইয়া পড়িতে হইবে। মহাজনের আচরণ আগেই চোক দিয়া দেখিতে গেলে আত্মবঞ্চিত হইয়া অসুবিধায় পড়িতে হইবে। শ্রৌতপাঠের চরমফল—শ্রীহরিনামে একান্ত রুচি। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জীবের চরমমঙ্গল হয়। নামই ভগবান্। শ্রীনামগ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই-ই একই বস্তু। সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পায়, নতুবা বিষ আসিয়া গ্রাস করে। হরিসেবার নামই ভক্তি।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভাজনাশ্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৭ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫ . ২৪শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১০ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, বুধবার ২২২ তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ নারায়ণ, স্বাপু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

দুর্ব্বলতা ও অপরাধ

——::(•)::——

যাহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রার্থী বা কোনপ্রকার অন্যাভিলাষী, তাহারা অভক্ত। অভক্ত কৃষ্ণের দর্শন পায় না। শতকরা শতভাগ ভগবানে অহৈতুকী সেবোন্মুখতা না হইলে কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা মিলে না। যেখানে পূর্ণ কৃপা, সেই খানেই ভগবৎসাক্ষাৎকার। আংশিক কৃপা বা কৃপাভাস যেখানে, সেখানে তল্লাভের জন্য ব্যগ্রতা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের দয়ার তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ সকাম ব্যক্তিকেও কৃপা করিয়া থাকেন। সকাম ভক্ত ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাহাদের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। যাঁহারা ভগবৎ-পাদপদ্ম পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারা নিষ্কপট হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বয়ংই নিজ পাদপদ্ম দিয়া থাকেন। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তা'রে দেন স্ব-চরণ॥
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হইতে হয় অভিলাষে॥

(চৈঃ চঃ)

ভক্তিতে নিজের জন্য কোন কামনা থাকে না। নিজের জন্য গ্রহণ বা ত্যাগ—কোনটির দ্বারাই মঙ্গল হয় না বলিয়া ভক্তগণ কোন কিছু না চাহিয়া নিজের সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশেরই সেবা করিয়া থাকেন। কোন একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে যদি অজ্ঞাতসারেও কোন কামনা উপস্থিত হয় অথবা মুক্তিসুখ হইতেও অনন্তকোটীগুণে শ্রেষ্ঠ দাস্য-সুখের মহিমা না জানিয়া অজ্ঞতা-বশতঃ কোন ব্যক্তি যদি ঐকান্তিকতার সহিত তীব্রভাবে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া ঐ কামনার অকিঞ্চিৎকরতা তাহাকে বুঝাইয়া দেন অথবা কোন নিষ্কিঞ্চন সাধুকে পাঠাইয়া তাহা পরিহারের উপদেশ দেন। সাধক তখন অনুতপ্তচিত্তে অন্যাভিলাষ রহিত হইয়া কৃষ্ণকৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে অহৈতুকভাবে হরি-ভজন করেন। এইরূপ অজ্ঞ সাধকের প্রতি ভগবানের কৃপা হয়। এই ভগবৎকৃপাই সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ 'কৃষ্ণই নিত্যসেব্য'—এই উপলব্ধি।

যাহারা কামকে প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের মঙ্গল হয় না। যাঁহারা কামকে গর্হণ করিয়া ভজন করেন, তাঁহাদের মঙ্গল হয়। দুর্ব্বলের হরিভজন হয়, কিন্তু কপটীর হরি-ভজন হইবে না। কপটী কামকে লালন-পালন ও পোষণ করিয়া ভক্ত সাজিতে চায়। ভক্ত পাপ ত' দূরের কথা, পুণ্যও করেন না। দৈবক্রমে কোন পাপের উদগম হইলেও ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তা'র কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৩৮ ১৩৯)

ভগবদ্ভক্ত ভগবানের নিত্য দাস্য ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না, কারণ তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে যে বস্তু উপস্থিত হয়, তাহাকেই শ্রীহরির প্রসাদ জ্ঞান করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বৃহদ্-ভাগবতামৃতের 'ভক্তা ভাগবতা যান্তি পদম্' শ্লোকের টীকার অনুসরণে লিখিয়াছেন,—"ভোগাভিলাষের জন্য যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারা সকাম ভক্ত। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্রৈলোক্য, মহর্লোকাদিতে, অর্চ্চিরাদি মার্গে এবং প্রপঞ্চান্তর্গত শ্বেতদ্বীপ ও লক্ষ্মীপতির বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুলোকে যেসমস্ত ভোগ আছে, তাহা আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবা-কাম হইয়া সবিশেষ পরমপদরূপ পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। অন্যাভিলাষিতা শূন্য কর্ম্মজ্ঞানাদি-কর্ত্তৃক অনাবৃত, আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি বা ভজন। সে-স্থলে ভোগাভিলাষের সহিত ভজনের কিরূপে সঙ্গতি হয়, এই আশঙ্কায় 'স্বেচ্ছাপূর্ব্বক' এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা স্বেন্দ্রিয়-তর্পণরূপ ভোগাভিলাষের দ্বারা চালিত হইয়া তত্তদ্-ভোগপ্রাপক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মনিষ্ঠ, সুতরাং কর্ম্মপরতন্ত্র, কিন্তু যাঁহারা ভোগাভিলাষরূপ অনর্থকে 'অনর্থ' জানিয়া তাহাকে নিন্দা করিতে করিতে শুদ্ধ-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন এবং ত্যাগাক্ষমতা-বশতঃ ভোগ করেন, তাঁহারা ভক্ত। তাঁহাদের সেই সেই অনুষ্ঠান 'কর্ম্ম' নয়। ভক্তহৃদয় পবিত্র করিবার জন্য ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সেই সেই ভোগদ্বারা তাঁহাদিগকে শুদ্ধান্তঃকরণ করতঃ স্বপাদপদ্ম অর্পণ করেন, সুতরাং কর্ম্মপারতন্ত্র্যগত কর্ম্মভোগাদি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ করিতে করিতে সাধনবলে স্বীয় অনর্থরূপ অসত্তৃষ্ণা দূর করেন। ইহাই ভক্তিতত্ত্বের এক রহস্য। শ্রদ্ধা-ক্রমে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে শুদ্ধভজন এবং শুদ্ধভজন-ক্রমে ভক্তের চিত্তৈকদেশস্থিত অনর্থ দূর হয়, পরে নিষ্ঠা জন্মে। ভগবদ্ভক্তদিগের এইরূপ উন্নতিক্রমে চিদ্বিশেষরূপ বৈকুণ্ঠগমন হয়।"

দুর্ব্বলতা ও অপরাধ ঠিক একরূপ নহে। যদিও দুর্ব্বলতা কালে অপরাধে পরিণত হইতে পারে, তথাপি দুর্ব্বলের পাপ-পুণ্যকামনা ও অপরাধের প্রতি ঘৃণা আছে। দুর্ব্বল ব্যক্তি পাপ ও অপরাধ অত্যন্ত অন্যায় জানিয়াও তাহা পরিত্যাগে অসমর্থ, আর অপরাধী কখনও ঐসকলকে অন্যায় বিবেচনা করে না। সে নিজের বিচারটাকেই ভাল মনে করে। সাধুর কথা তাহার ভাল লাগে না। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি সাধুর শাসন মানিয়া তাহা পালনের জন্য অকপটে যত্ন করেন। দুর্ব্বলের কপট নাই। দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি কামনাকে আদর ও রুচির সহিত গ্রহণ না করিয়া তাহা প্রথমমুখে ত্যাগ করিতে না পারিলেও গর্হণ করে, তবে তাহার প্রতি কৃষ্ণের কৃপাদেশ হইতেছে, জানিতে হইবে। যে ভোগ-প্রবৃত্তিকে গর্হণ না করিয়া চালাইতে আরম্ভ করে, সে কৃষ্ণকৃপা পায় না।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

হরিকথা-প্রসঙ্গ

অনন্যভক্তি, সাক্ষাদ্ভক্তি, অকামা ভক্তি, কেবলা ভক্তি, শুদ্ধভক্তি, ঐকান্তিকভক্তি, অকিঞ্চনা ভক্তি ও অহৈতুকী ভক্তি এ সবই এক পর্য্যায়ের কথা। সাক্ষাদ্ভক্তিরূপ ভগবৎ-সাম্মুখ্যই একমাত্র অভিধেয়। জীব হরিবিমুখ। ভগবৎ-সাম্মুখ্য এই বৈমুখ্যের বিরোধী। যেখানে সাম্মুখ্য, সেখানেই বৈমুখ্যের অভাব। সাম্মুখ্য ব্যতীত বৈমুখ্য যাইতে পারে না, সেইজন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভগবৎ সাম্মুখ্যকেই অভিধেয় বলিয়াছেন। এই ভগবদুপাসনলক্ষণাত্মক অভিধেয়-ভক্তি-প্রভাবেই সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় এবং প্রয়োজন বা ভগবদনুভূতি হইয়া থাকে। অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন দিতে সমর্থ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম,' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥

কৃষ্ণই সম্বন্ধ কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনরূপ ভগবদনুভব অস্তার বাহিরে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারময়। ভক্তি কাহারও অপেক্ষা করেন না। সেইজন্য তাহাকে অনন্যাও বলা হয়। ভক্তিতে নিজের জন্য কোন কামনা থাকে না। জ্ঞান বা কর্ম্ম সবই ভক্তির অধীন, ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত জ্ঞান কর্ম্ম ফল দিতে পারে না। শ্রীভগবান্ই ভক্তির একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, দেশভক্তি প্রভৃতি বলা অপরাধ ও অন্যায়। ভক্তি ভগবান্ ব্যতীত অন্যত্র প্রযোজ্যা হইতে পারে না। এইজন্যই তাহাকে অনন্যা বা কেবলা বলা হয়। কেবলা অর্থে এক, ভক্তি একমুখিনী—বিষ্ণুমুখিনী। সতী ভক্তিতে বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দৃষ্টি, অন্য চিন্তা বা অন্য পূজা নাই। অনন্যভক্তির অপর নাম কৈবল্য। কৈবল্য-অর্থে কেবল-প্রেম। সেখানে ভগবৎসুখ ছাড়া আর কিছু নাই। সেখানে ভগবানের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং দ্বিতীয় চিন্তা বা দ্বিতীয়াভিনিবেশের অবসর কোথায়?

দেবতাদি অন্য উপাসনা-রাহিত্যই অনন্যত্ব। যিনি দেবতাদির পূজা-রহিত হইয়া কৃষ্ণসেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য জানিয়া কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত, তিনিই অনন্যভক্ত। সাধনাবস্থায় কোন দোষ দেখা গেলেও সেইরূপ অনন্যভক্তের নিন্দা করিতে হইবে না। লৌকিক শ্রদ্ধা হইয়াছে, তখনও দৃঢ়তা হয় নাই, এরূপ ভক্তেরও আচার দেখিতে হইবে না। দোষ দেখিতে হইবে একমাত্র নিজের, অপরের নহে। অদোষদর্শনই ভক্তি। দোষ-দর্শন ভক্তি নহে। ভক্তগণ গুণগ্রাহী। বৈষ্ণবপূজকগণ বৈষ্ণবগণের আচার-সম্বন্ধে বিচার করিবেন না—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ।

ভক্তি চেতনের বৃত্তি বলিয়া অতি সহজ। আবার শাস্ত্রে ভক্তিকে অতি দুর্লভ এবং অতি দুর্ব্বোধও বলিয়াছেন। ভক্তির কথা শ্রীভগবান্ হইতে আসিয়াছে, সেইজন্য ঐকান্তিক ভক্তির কথা লোক সহজে বুঝিতে পারে না। অথচ আম্নায় ধারায় অপরিবর্ত্তিতভাবে অনন্যভক্তির কথা প্রচলিত আছে। আম্নায়ধারার আচার্য্যগণই ভক্তি-রহস্য জানেন। তাঁহাদের সঙ্গ না হইলে ভক্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে না। এই ধারায় প্রবেশ না হইলেই ভক্তি দুর্ব্বোধ ও দুর্লভ হয়। চেতন যেখানে আবৃত, সেই খানেই অতি সহজ ও সুখময়ী ভক্তিকে দুর্ব্বোধ ও কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। 'জীব কৃষ্ণদাস'—এই বিশ্বাস হইলেই ভক্তি আর দুর্ব্বোধ থাকে না। দেহাত্মবুদ্ধিই যত নষ্টের মূল। এইজন্যই অনন্যভক্তি দুর্ব্বোধ মনে হইতেছে। আমি যাহা, ঠিক সেই জ্ঞান থাকিলে আর কোন অসুবিধা হয় না।

অনন্য ভক্ত গুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইয়াছেন। তাঁহার নিজের ভোগ-ইচ্ছা নাই। ভগবান্ কেবল ইচ্ছা করেন, আর ভক্ত কেবল ভগবদিচ্ছা পূরণ করেন। এইভাবেই ভগবানের সহিত ভক্তের লীলাবিলাস হইতেছে। ভক্ত নির্যোগক্ষেম। তিনি নিজের জন্য কোন চিন্তা করেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-চিন্তায় মগ্ন থাকেন। ভগবৎ-সেবা-চিন্তায় এত সুখ আছে যে, তাহা ঐহিক সুখ, স্বর্গ সুখ, এমন কি, ব্রহ্মানন্দকে ও তুচ্ছ করে, সুতরাং ভক্তের সুপরমসুখময়ী সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত দুঃখকরী অন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিবে কেন?

লৌকিকভাবেও যদি কেহ ভগবৎপূজা করেন এবং তিনি যদি অন্য দেবতার পূজা না করেন, তবে তিনি দুরাচার হইলেও সাধু। তিনি স্ত্রী হউন, বা পুরুষ হউন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এই দুরাচারত্ব থাকিবে না, ভক্তি-প্রভাবে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। কাহারও দুরাচার থাকিলে তাহার সঙ্গ করিতে হইবে না সত্য, কিন্তু তাহার নিন্দাও করিতে হইবে না। নিন্দা করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। শাস্ত্রে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে আর দুরাচার সম্ভবপর হয় না। সাধু কখনও দুরাচারকে প্রশ্রয় দেন না, অন্তরে তাহা গর্হণ করেন।

ভগবানের সন্তোষকামনা ব্যতীত অন্য কামনা যেখানে আছে, তাহাকে ঐকান্তিকী সতী ভক্তি বলা যায় না। ভক্তির আভাসেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন নষ্ট হইয়া যায়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাক্ষাদ্ভক্তির দ্বারা ভগবানের সুখ হয়। যাঁহার ভগবান্ আছেন, তাঁহার সবই আছে। তিনি দরিদ্র নহেন—তিনি সব চেয়ে বড় ধনী। সাক্ষাদ্ভক্তি সর্ব্ববিঘ্ন নিবারণপূর্ব্বক ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করায়। অকিঞ্চনা ভক্তি ব্যতীত ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করাইবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। ঐকান্তিক ভক্তগণ নিজের জন্য ভগবানের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা ভগবৎ-পাদপদ্মে নির্ভরশীল। শরণাগত সাধক যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া হরিভজন করেন। তিনি অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন করিয়া থাকেন। যুক্তবৈরাগ্য না হইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় কৃতিসাধ্য সাধনভক্তি-যাজনে অসুবিধা হইবে। প্রাণ গেলেও ভক্ত ভক্তির বাধক কোন কিছু গ্রহণ করেন না। সিদ্ধগণের এ সব বালাই নাই। কৃষ্ণই তাঁহাদের সমস্ত ব্যবস্থা করেন। পূর্ণ শরণাগতের জন্য ভগবানের চিন্তা। তিনি তাঁহাদের যোগ-ক্ষেমাদির সমস্ত ভার বহন করিয়া থাকেন। পূর্ণতম বস্তু যাঁহাদের অধীন হইয়াছেন, সেই অকিঞ্চনগণের আর চিন্তা কি?

— —

অভ্যাস

——::•::——

অভ্যাস-শব্দের অর্থ—আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ কথন। এই অভ্যাস'-শব্দটি আর্থিক ও পারমার্থিক—উভয়ের মধ্যেই ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

মায়াবদ্ধ, অনর্থযুক্ত মনুষ্যজাতি, যথা—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষিগণ তাহাদের স্থূল দেহ বা সূক্ষ্মদেহ মনকে 'আত্মা' বা 'আমি' বুদ্ধি করিয়া, সেই দেহ-মনের তৃপ্তি সাধনকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেন। তখন তাঁহাদের মনোধর্ম্মোত্থিত অর্থাৎ সংকল্পবিকল্পাত্মক মনের চিন্তা বা বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত সদসৎ, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ বা পাপ-পুণ্যকার্য্যে তাঁহারা নিযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিতে ধাবিত হন। এই হেতু এই অভ্যাসও সৎ-অভ্যাস ও কু-অভ্যাস ভেদে দুই প্রকার।

কৃষ্ণাভক্ত ধর্ম্ম-অর্থাদি চতুর্ব্বর্গকামিগণ আত্মেন্দ্রিয়-সুখের উদ্দেশ্যে জড়বিদ্যা, কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলনে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ ও সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা মনকে পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত রাখিবার চেষ্টা করেন। এরূপ অভ্যাসই তাঁহাদের বিচারে সদভ্যাস-নামে কথিত হয়। ইহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ অধর্ম্ম, অন্যায়, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা বা নানারূপ পাপাচরণের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সুখলালসা চরিতার্থ করিতে চায়। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা এই প্রকার কার্য্যের পুনঃ পুনঃ চেষ্টাকে অসদভ্যাস বা কু-অভ্যাস বলে।

পারমার্থিকগণ, শুদ্ধভক্তগণ, বিষ্ণুভক্তগণ, কৃষ্ণভক্তগণ, শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণব-সেবা বা শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তাঁহাদের আত্মা সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহকে—কায় মনোবাক্যকে—সকল ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখেন।

আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকামী অভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ মায়ামোহিত, তাই আপাতসুখকর ও পরিণাম-দুঃখকর সুখের লালসায় তাহাদের মোহবিভ্রান্ত বা অজ্ঞানোত্থিত চিন্তা ও বিচারের দ্বারা তাহারা সে সদভ্যাস বা কু অভ্যাসের বশীভূত হয়, তৎফলে জন্ম-জন্ম কখনও স্বর্গে, কখনও বা নরকে থাকিয়া তাহারা আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ-যাতনা ভোগ করে, পরা শান্তি বা নির্ম্মল আনন্দ কখনও লাভ করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥
(শ্রীগীতা ৬।৩৪)

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথন করিতে সামর্থ্য মনেরই আছে। অতএব সেই বায়ুর ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ
গৃহ্যতে॥
(শ্রীগীঃ ৬,৩৫)

হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ আত্মানন্দাস্বাদাভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্যের দ্বারা বশীভূত করা যায়।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥
(শ্রীগীঃ ৮।৮)

অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামিচিত্তের দ্বারা পরম পুরুষের চিন্তা করিতে করিতে পরম পুরুষকে লাভ করিবে অর্থাৎ জরতত্ত্বাদিতে আর পুনরাবৃত্ত হইবে না।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি
স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং
ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
(শ্রীগীতা ১২।৯-১০)

যদি সহজ-অনুরাগ দ্বারা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে বৈধ অভ্যাস-যোগের দ্বারা আমাকে পাইবার যত্ন কর।

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপর হও। তাহা করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সবিশেষ-তত্ত্বে চিত্তস্থৈর্য্যরূপা সিদ্ধি লাভ করিবে। ...

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

শৈশব-যৌবনে জড়সুখসঙ্গে
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্ম-দোষে এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ॥
(শরণাগতি)

এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব
জীবন যাপন লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অনুকূল যাহা,
তাহে হ'ব অনুরাগী॥
(কল্যাণকল্পতরু)

ভগবান্ ও তদীয় নিজজনগণের ঐসমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষিগণ ঐহিক, পারত্রিক ইন্দ্রিয়সুখকামী হইয়া তাঁহাদের বিচারে যে সৎ বা অসৎ কিংবা ভাল বা মন্দ-অভ্যাস করেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণভক্তির বাধক বলিয়া অজ্ঞানতমোধর্ম্ম বা অমঙ্গলপ্রদ, যেহেতু 'কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ জীবের এক অজ্ঞানতমোধর্ম্ম"—(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)।

মানুষ সদভ্যাস হউক বা কু-অভ্যাস হউক, যেরূপ অভ্যাস করে, সেই অভ্যাসের দাস বা বশীভূত হইয়া পড়ে অর্থাৎ কোন বস্তু বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে সেই অভ্যাস আর সহজে ত্যাগ করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটী কার্য্য করার ইচ্ছা না থাকিলেও সেই কার্য্যে অভ্যস্ত থাকায় তাহা না করিয়া থাকা যায় না, কে যেন জোর করিয়া সেই কার্য্য করাইয়া লয়। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—'অভ্যাস'ই ইহার কারণ। চোরের চৌর্য্যবৃত্তি, ডাকাতের ডাকাতি করার বৃত্তি, মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কথা বলার বৃত্তি, প্রতারকের প্রবঞ্চনার বৃত্তি কদাচারীর কদাচারের বৃত্তি এতই অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, অনেক সময় দেখা যায়, বহু শাসন বা দণ্ডদানের দ্বারাও ঐ সকল ব্যক্তির সেই চুরির অভ্যাস, সেই মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস সেই ডাকাতি করার অভ্যাস, সেই প্রবঞ্চনার অভ্যাস কোনপ্রকারেই ছাড়ান যাইতেছে না। এই জাগতিক সদসৎ, ন্যায় অন্যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, মঙ্গলামঙ্গল, ভালমন্দের মধ্যে অভ্যাস এইপ্রকারে আপন প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।

পারমার্থিক রাজ্যেও দেখা যায়, যাঁহারা স্বমঙ্গলকামী হইয়া অকিঞ্চনা ভক্তি, কেবলা ভক্তি শুদ্ধভক্তি বা উত্তমা ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক—কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হওয়াই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহারা শ্রীগুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণব-সাধুগণের শ্রীপদাশ্রিত হইয়া তাঁহাদের উপদেশানুসারে কায়মনোবাক্যে শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয়-সমূহ গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয়সমূহ বর্জ্জনের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া থাকেন। ভাগ্যবান্ জনগণ শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয়-সমূহ গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয়-সমূহ বর্জ্জনে অভ্যস্ত হইয়া পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হন, দুর্লভ মনুষ্যজীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করেন।

আমরা যাহারা হরিভজনের উদ্দেশ্যে গৌড়ীয়মিশন শ্রীগুরুগৃহ বা শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি, আমাদের পক্ষে শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত "শৈশব-যৌবনে, জড়-সুখ সঙ্গে, অভ্যাস হইল মন্দ। নিজ কর্ম্ম-দোষে এ দেহ হইল ভজনের প্রতিবন্ধ॥ এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব, জীবনযাপন লাগি'। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে, অনুকূল যাহা তাহে হ'ব অনুরাগী॥"—এই আত্মমঙ্গলপ্রদ উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় আমাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া এই কথাগুলি জানাইয়াছেন।

দুর্দ্দৈববশতঃ শৈশবকাল হইতে আমরা সদ্গুরু বা শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য না পাওয়ায় ইন্দ্রিয়সুখকামী হইয়া চুরি মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি নানাপ্রকার পাপাচরণ, পরপীড়ন, নির্দ্দয়তা, স্বার্থপরতা, বিষয়চিন্তা, হিংসা, গর্ব্ব, নিদ্রা, আলস্য, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা, শাঠ্য-আচরণ প্রভৃতি শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল বিচার-আচারে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, এখন বহুকাল শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের সঙ্গ, গুরুগৃহ বাস, শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের উপদেশ-শ্রবণ করিয়াও শৈশব-যৌবনকালের এইসকল কু-অভ্যাস ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইতেছি।

সদ্বৈদ্যগণ বা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদের দেহরোগ ও ভবরোগের মূল-উৎপাটনের জন্য আমাদের কায়মনোবাক্যকে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে যতই শাসন বা উপদেশ করেন, আমরা কিছুতেই আমাদের মন্দ-অভ্যাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রীতিভাজন হইতে পারি না। কাজেই আমাদের মঠে বাস, শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন কেবল অভিনয় মাত্র হইয়া যায়—নিজ-কর্ম্মদোষে স্থূল-সূক্ষ্মদেহ ভজনের অনুকূল না হইয়া প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে।

"এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব, জীবন যাপন লাগি'। শ্রীকৃষ্ণভজনে অনুকূল যাহা, তাহে হ'ব অনুরাগী॥"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই উপদেশের মর্ম্মানুসারে কৃষ্ণসেবার্থ দেহটা রক্ষার জন্য স্নান আহারাদি কার্য্য অভ্যাসবশতঃ সম্পন্ন করিয়া দেহটা রক্ষা করতঃ সেই দেহটাকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের উপদেশমত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুকূল কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অনুরাগবিশিষ্ট হইলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা-ভাজন বা শুভদৃষ্টির মধ্যে পড়িতে পারিব—আমাদের ভক্তি-প্রতিকূল যাবতীয় বিচার-আচার, চিন্তাধারার অভ্যাস তখন অনায়াসে বিদূরিত হইবে এবং আমরা ক্রমশঃ ভজন-পথে, আত্মমঙ্গলের রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিব।

"শ্রীগুরু করুণাময়"

——::(*)::——

ভজ ওরে মন, পতিত পাবন,
শ্রীগুরু করুণাময়।
যাঁহার চরণ, করিলে বরণ,
না রহে ভয়ের ভয়॥
জীবের লাগিয়া, সকরুণ হৈয়া,
যশোদা-নন্দন হরি।
আশ্রয়ের সাজে, অবনীর মাঝে,
দিলেন চরণতরী॥
এমন করুণা, কি আছে তুলনা,
চৌদ্দ ভুবন পরে।
পতিতে তারিতে, আসিয়া মরতে,
কৃষ্ণ বিতরণ করে॥
ভজ ওরে মন, শ্রীগুরুচরণ,
পরম কল্যাণনিধি।
অসাধনে হেন, চিন্তামণি ধন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥
ওরে দুষ্টমন, কেন পুনঃ পুনঃ,
মায়ার কুহকে ধাও।
তেয়াগি' অমিয়া কি সুখে মাতিয়া,
বিষয়-গরল খাও॥
আনন্দের আশে, দ্বিতীয়-আবেশে,
কেন হও অচেতন।
রক্ষিতে তোমায়, শ্রীগুরু সতত,
বিতরেন নাম-ধন॥
মরণের দেশে, আছ বহু ক্লেশে,
মায়ারে সঁপিয়া মাথা।
ত্রিতাপ-যাতনা, অভাব-তাড়না,
অনন্ত আকারে পাতা॥
দিনে দিনে হায়, মাস-বর্ষ যায়,
আয়ুঃসূর্য্য অস্তগামী।
কি আশে মজিয়া, র'হলে ভুলিয়া,
শ্রীকৃষ্ণ জগত স্বামী॥
হ'য়ে জড়বশ, কুবিষয়-রস,
এত কি লাগিল ভাল।
শিয়রে শমন, বিকট-দর্শন,
পাতিছে করাল জাল॥
মহা করুণার, উদার মূরতি,
ভুবনপাবনবর।
ভজ, মন ভজ, আর কেন ত্যজ,
গৌর-কৃপা-ধারা-ধর॥
ভজ নিত্যানন্দ, করুণার কন্দ,
অনাথ-তারণ নাম।
ভজ একবার, ভুলোনারে আর—
এমন শরণ-ধাম॥

দিল্লীতে প্রচার

——::•::——

গত ২৭শে নভেম্বর গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম শাখা নিউ দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পাহারগঞ্জস্থিত সুপ্রসিদ্ধ হাকিম মিঃ জয়ন্তী প্রসাদ ভদ্রমহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে গমন করেন। মিঃ জয়ন্তী প্রসাদ গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ সুদর্শন প্রভু হিন্দিভাষায় নামতত্ত্ব, নাম-মহিমা, শুদ্ধ নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ-সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মিঃ জয়ন্তী-প্রসাদ এই সকল প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য পূর্ব্বে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বর্ত্তমানে সেই সুযোগ লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তথাকার কীর্ত্তনমণ্ডলের সেক্রেটারী ও অন্যান্য বহু ভদ্র-মহোদয় ও ভদ্রমহিলাও উপস্থিত ছিলেন। পাঠান্তে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ৩০শে নভেম্বর, রবিবার পাঞ্জাব-নিবাসী রায়বাহাদুর নারায়ণদাস, চিফ্ ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, সি, পি, ডাব্লিউ, ডি কর্ত্তৃক কেরালবাগস্থিত তাঁহার বাসভবনে হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য আহূত হন। রায়বাহাদুর স্বয়ং সেবকবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া যান। কিছুকাল পরস্পর আলোচনার পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, 'যশোমতীনন্দন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু হিন্দিভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায় হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সুদুর্লভ মানবজীবনের কর্ত্তব্য, গৃহস্থগণের ভবব্যবস্থা, উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির আরাধনাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, নবধা ভক্তির তাৎপর্য্য ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণপূর্ব্বক বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। সভায় বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিপূজা উপলক্ষে গত ২২শে অগ্রহায়ণ সোমবার প্রেস বন্ধ থাকায় গত ২৩শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	
" " সিকি কলম	৫৲		৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		
" " এক কলম	১২৲	১০৲	[illegible]	[illegible]

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—তিব্বিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর চারতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

সেনা বিভাগে নূতন বিধান

একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়া কতিপয় শ্রেণীর লোকদিগকে সৈন্যদল আইন, নৌ-বহর আইন, ভারতীয় সৈন্যদল আইন এবং ভারতীয় বিমান বহর আইনে কার্য্যরত সৈনিক হিসাবে গণ্য করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ যতদিন শেষ না হইতেছে, ততদিন যে সকল ব্যক্তি সম্রাটের সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত বা অংশস্বরূপ হইয়া অথবা তাহার সহিত অথবা তাহার অনুগামী হইয়া অথবা তাহাতে কার্য্যরত হইয়া থাকিবেন তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে সৈনিক বলিয়া গণ্য হইবেন।

চাউল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা

এরূপ জানা গিয়াছে যে, চাউল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনার কোনও পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় কি না, তাহা নির্দ্ধারণকল্পে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ভারত, ব্রহ্ম এবং সিংহলের চাউল ব্যবসায়ী সামন্তের প্রতিনিধিগণ সম্প্রতি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আরও বিবেচনা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যক্ষ্মারোগ-সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা

নিম্নোক্ত স্থানদ্বয়ে বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক যক্ষ্মারোগ-সম্বন্ধে আরো তদন্তকার্য্য উল্লিখিত তারিখ পর্য্যন্ত চালাইয়া যাইবার পরিকল্পনা বাঙলা সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন:—

১। শ্রীরামপুর অঞ্চলের কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে—আগামী ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত।

২। বরিশাল অঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল এলাকা ও গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে—১৯৪২ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত।

এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক স্থানের জন্য নিম্নোক্ত কর্ম্মচারিবর্গ এবং ব্যয়ও মঞ্জুর হইয়াছে:—

(১) মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনের একজন পুরুষ ডাক্তার। শ্রীরামপুরের মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া এবং বরিশালের ডাক্তার মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া এলাউন্স পাইবেন।

(২) দুইজন পুরুষ যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ গৃহ পরিদর্শক। প্রত্যেকে মাসিক ৬০৲ টাকা করিয়া বেতন ও ৫৲ টাকা করিয়া এলাউন্স পাইবেন।

(৩) দুইজন মহিলা যক্ষ্মা বিশেষজ্ঞ গৃহ পরিদর্শক। প্রত্যেকে মাসিক ৭৫৲ টাকা করিয়া বেতন ও যাঁহারা শ্রীরামপুরে কাজ করিবেন তাঁহারা মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া এলাউন্স ও যাঁহারা বরিশালে কাজ করিবেন তাঁহারা মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া এলাউন্স পাইবেন।

(৪) মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে একজন কেরাণী।

(৫) মাসিক ৪৫৲ টাকা বেতনে একজন টাইপিষ্ট।

(৬) মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে একজন ঝাড়ুদার।

(৭) মাসিক ১৩৲ টাকা বেতনে একজন পিয়ন।

(৮) অন্যান্য ব্যয় বাবদ মাসিক ২৫৲ টাকা।

(৯) বর্দ্ধিত সময়ের জন্য রঞ্জন-রশ্মি ফিল্মের ব্যয় বাবদ ১,০০০৲ টাকা।

ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে নূতন বাসস্থানের ব্যবস্থা

লেডি ইলিয়ট হোষ্টেলে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান হয় না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, নার্সদের নূতন কোয়ার্টারে তাঁহাদের এই সর্ত্তে অস্থায়ীভাবে থাকিতে দেওয়া হইবে যে, নার্সদিগের প্রয়োজনমত উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাঁহারা এই স্থান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। ছাত্রীগণ ইলিয়ট হোষ্টেলে যে আইনকানুন অনুসারে বসবাস করেন, নতুন নার্স কোয়ার্টারেও সেই নিয়মাবলীর অধীনে থাকতে হইবে।

ধর্ম্মঘট নিয়ন্ত্রণ বিল

গত ৪ঠা ডিসেম্বর প্রতিনিধি সভায় ধর্ম্মঘট নিয়ন্ত্রণ বিল গৃহীত হয়। ভার্জিনিয়া প্রতিনিধি মিঃ স্মিথ বিলটি উত্থাপন করেন। এই বিল দ্বারা উভয়পক্ষই ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা কালে ষাট দিনের জন্য চলিত অবস্থা বজায় রাখিতে বাধ্য হইবে; ঐ সময় দেশরক্ষা সালিশী বোর্ড মীমাংসার চেষ্টা করিবেন যাহারা ষাট দিনের নোটিশ না দিয়া ধর্ম্মঘট করিবে এই আইনের ক্ষমতাবলে তাহাদিগকে বেকার ভাতা ও অন্যান্য সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

বিলটি এবার সিনেটে প্রেরিত হইবে

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ৯ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৬শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১২ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, শুক্রবার { ২২৩-২৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ নারায়ণ, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

নরক

——::[*]::——

আমরা বাল্যকাল হইতে স্বর্গ ও নরকের কথা শুনিয়া আসিতেছি। পাপ করিলে নরকে যাইতে হয়, আর পুণ্য করিলে স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু এ নরক কোথায়? অনেকে এ জগতে সুখ-দুঃখ দেখিয়া 'এইখানেই নরক, এইখানেই স্বর্গ'—এইরূপ বলিয়া থাকেন, ইহার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চান না। কিন্তু সাধু-শাস্ত্র এই নরক ও স্বর্গের অস্তিত্বের কথা আমাদিগকে জানাইয়া দেন। নাস্তিক চার্ব্বাকও তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা নরকের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও এই জগতের প্রত্যক্ষ দুঃখরূপ নরককে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, সেইজন্য 'কণ্টকাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখই নরক' বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নরকের কোন বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে কি না, তদ্বিষয় মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্! নরকসকল পৃথিবীর কোন স্থানবিশেষে অথবা ত্রিলোকের কোন বহির্ভাগে বা অন্তরালে অবস্থিত, তাহা দয়া করিয়া আমাকে বলুন।" তদুত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন,—"নরকসমূহ ত্রিলোকের অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে ভূতলের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরকসমূহের অবস্থান। ঐদিকে অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ পরম সমাধিযোগে ভগবানের ধ্যান এবং স্ব-স্ব-গোত্রোদ্ভূত ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে রবিপুত্র যম সপার্ষদ পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া মৃত্যুর পর তাঁহার অধিকার মধ্যে আনীত প্রাণিগণের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে দোষাদোষের বিচারপূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করিতেছেন।

বিভিন্ন নরকের বিভিন্ন সংস্থান ও তাহাদের নাম এবং সেইসকল নরকে পাপিগণকে যে যে যাতনা প্রদান করা হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নরক ও স্বর্গের যেরূপ নির্দ্দিষ্ট লোক বা স্থান আছে, তদ্রূপ এই পৃথিবীতেও নানা যাতনা ও ভোগসুখের মধ্যে সেইসকল নরক ও স্বর্গলোকের ক্লেশ ও সুখভোগাদির পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ 'এইখানেই স্বর্গ, এইখানেই নরক' বলিয়া থাকেন। নরকে যে যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহার আভাসমাত্র এখানে দেখা যায়। নরকে যে কি অসহ্য যাতনা আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তথাপি এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আজ আমরা আলোচনা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবত আঠাইশটী নরকের কথা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও বিভিন্ন নরকের বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও নরকের নাম ও বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে ৮৬টী নরককুণ্ডের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আমরা অশ্রুকুণ্ড, কৃমিকুণ্ড, কাককুণ্ড, পূয়ঃকুণ্ড, লোমকুণ্ড ও মজ্জকুণ্ড—এই ছয়টী নরকের নাম উল্লেখ করিতেছি। হরিকীর্ত্তনে অকৃত্রিম রোদনকারী ও গদ্‌গদচিত্তে গানকারী ভক্তকে দেখিয়া হাস্য করিলে অশ্রুকুণ্ড, বিপ্রের মৎস্য-ভোজন ও হরির অনৈবেদ্য ভোজনে কৃমিকুণ্ড, কামদৃষ্টিতে পরস্ত্রীর বক্ষ দর্শন করিলে কাককুণ্ড, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রের যাজন ও তাহার শ্রাদ্ধ-ভোজনে পূয়ঃকুণ্ড, উপবাসাদি-দিবসে সংযম-ত্যাগীর লোমকুণ্ড এবং নিজ ভোজনের জন্য জীব-হত্যা করিলে মজ্জকুণ্ড নামক নরকে গমন করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে আঠাইশটী নরকের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসি-পত্রবন শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তশূর্ম্মি, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দ্দম, রক্ষোগণভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটানিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন এবং সূচীমুখ প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি নরক।

১। যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অপরের ধন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অতি ভয়ঙ্কর যমদূতগণ তাহাকে কালপাশে বন্ধন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নরকসমূহের মধ্যে তামিস্র-নরকে বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই তামিস্র-নরক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, প্রাণিগণ উহাতে পতিত হইয়া ভোজ্য ও পানীয়ের অভাবে এবং দণ্ড, তাড়না ও তর্জ্জনাদির যাতনায় পীড়ামান হইতে থাকে। তাহারা এইরূপ দুঃখে পতিত হইয়া মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হয়।

২। যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার কলত্রাদি সম্ভোগ করে, সে অন্ধ-তামিস্র নরকে পতিত হয়। কোন বৃক্ষকে পাতিত করিবার পূর্ব্বে লোকে যেমন তাহার মূল ছেদন করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ নরকে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যমদূতগণ ঐ পাপীকে নানারূপ যাতনা প্রদান করে। ঐ যাতনায় পীড়িত হইয়া বেদনায় পাপীর বুদ্ধি ও দৃষ্টি-শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই এই নরককে পণ্ডিতগণ 'অন্ধতামিস্র'-আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন।

৩। ইহ সংসারে যে ব্যক্তি দেহ ও দ্রবিণাদিতে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া অপর প্রাণীর হিংসা দ্বারা অনুদিন নিজের ও নিজ-দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনেরই ভরণপোষণ করে, সে ব্যক্তি দেহ ও কুটুম্ব এখানেই পরিত্যাগ করিয়া প্রাণিদ্রোহজনিত পাপ-ফলে স্বয়ং রৌরব-নরকে নিপতিত হয়। ঐ পুরুষ যেসকল প্রাণীকে প্রপীড়ন করিয়া থাকে, মৃত্যুর পর যখন সে নিজের কৃতকর্ম্ম-দোষে যমযাতনা প্রাপ্ত হয়, তখন সেইসকল হিংসিত প্রাণী 'রুরু' হইয়া তাহাকে প্রপীড়ন করে। এইজন্যই পণ্ডিতগণ ঐ নরককে রৌরব-নরক বলিয়া থাকেন। 'রুরু' বলিতে একপ্রকার প্রাণীকে বুঝায়। উহারা সর্প হইতেও অত্যন্ত ক্রূরস্বভাববিশিষ্ট (ভারশৃঙ্গ'-নামে একপ্রকার প্রাণী আছে, তাহাকেই 'রুরু' বলা হইয়া থাকে)।

৪। মহারৌরব নরকও ঐপ্রকার; ঐরূপ হিংসা-পরায়ণ জনগণেরই ঐ নরক-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তথায় 'ক্রব্যাদ'-নামক রুরুগণ ঐ সকল পর-মাংসে স্বদেহ-পোষণপর নরকস্থ ব্যক্তিকে মাংসগ্রহণার্থ নানাবিধ পীড়া প্রদান করিয়া থাকে।

৫। যে সকল নিষ্ঠুর ব্যক্তি এই সংসারে নিজ নিজ প্রাণ-পুষ্টির নিমিত্ত পশু বা পক্ষীদিগকে হত্যা করিয়া পাক করে, পরলোকে নরমাংসভোজী রাক্ষসদিগেরও ঘৃণিত সেই সকল নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে যমদূতগণ 'কুম্ভীপাক'-নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া তপ্ত-তৈলে পাক করিয়া থাকে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

৬। ইহলোকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী, সে 'কালসূত্র'-নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ নরকের পরিধি দশসহস্র যোজন। ঐ স্থান—তাম্রময় সমভূমি। নিম্নদেশ হইতে অগ্নি এবং ঊর্দ্ধদেশ হইতে সূর্য্যের প্রখর তাপে ঐ তাম্র অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। ব্রহ্ম-হত্যাকারী ঐ স্থানে পতিত হইলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাহার শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। তাহাতে সে কখনও শয়ন, কখনও উপবেশন, কখনও দণ্ডায়মান এবং কখনও বা ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে। পশুদেহে যত সংখ্যক রোম আছে, ঐ পাপীকে তত সহস্র বৎসর ঐরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

৭। এই সংসারে যে ব্যক্তি আপৎকাল উপস্থিত না হইলেও বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাষণ্ডধর্ম্ম অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ মার্গ অবলম্বন করে, যমদূতগণ তাহাকে 'অসিপত্র-বন'-নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া বেত্রাঘাত করিতে থাকে। প্রহার-যন্ত্রণায় যেমন সে ঐ নরকে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে, অমনই উভয় পার্শ্বের অসিতুল্য তালপত্রের ধারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে। তখন সে "হায়, হায়! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়,"—এই বলিতে বলিতে বিষম যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পদে পদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকে। স্বধর্ম্মত্যাগী এইপ্রকারে পাষণ্ড-মতাবলম্বনের ফল ভোগ করিতে থাকে।

৮। ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, কিংবা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শারীরদণ্ড বিধান করে, সেই পাপী পরলোকে যাইয়া 'শূকর-মুখ'-নামক নরকে নিপাতিত হয়। তথায় অতি বলশালী যমদূতগণ যখন ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় উহার অবয়বসকল নিষ্পেষণ করে, তখন সে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে থাকে এবং এই সংসারে নির্দ্দোষ ব্যক্তি যেমন দণ্ডিত হইলে মোহগ্রস্ত হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়, সেও সেইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইয়া কখনও কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকে।

৯। ঈশ্বর মৎকুণাদি প্রাণিগণের মনুষ্য-রক্তপানরূপ বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, উহাদিগকে বিবেক দেন নাই, তাই উহারা অন্যের দুঃখকষ্ট জানিতে পারে না। কিন্তু তিনি মনুষ্যদিগের ব্রাহ্মণাদি স্বভাবানুসারে বিধি ও নিষেধপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে-বিবেকও দান করিয়াছেন, তৎশক্তিদ্বারা তাহারা অন্যের বেদনা জানিতে পারে। অতএব বিবেকী হইয়াও যে মনুষ্য ঐসকল বিবেক-হীন জীবকে পীড়ন করে, সে সেই হিংসা-জনিত পাপে পরলোকে 'অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ পাপী পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, মশক, যূক (উকুন), মৎকুণ (ছারপোকা) ও মক্ষিকাদি যেসমস্ত জীবকে পূর্ব্বে হিংসা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহাকে পীড়ন করিতে থাকে। তাহাতে তাহার নিদ্রা-সুখ একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে কোথাও বিশ্রাম-স্থান পায় না। জীব যেমন তির্য্যগাদি কুৎসিৎ যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া কষ্ট পায়, সেও সেইরূপ অন্ধকারে পড়িয়া কষ্ট পাইতে থাকে।

১০। যে ব্যক্তি কোন ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে অতিথি, বাল-বৃদ্ধদিগকে তাহার যথাযথ অংশ না দিয়া আপনি ভোজন করে অথবা যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে বায়সতুল্য বলিয়া বর্ণিত হয় এবং পরকালে 'কৃমিভোজন'-নামক অতি নিকৃষ্ট নরকে পতিত হয়। সেই নরকে লক্ষযোজন-বিস্তৃত এক কৃমিকুণ্ড আছে। সে সেই কুণ্ডের কৃমি হইয়া কৃমি ভক্ষণ করে এবং তথাকার কৃমিরাও তাহাকে ভক্ষণ করে। এইরূপে যেসমস্ত লোক অপরকে ভাগ না দিয়া সমস্ত বস্তুটাই নিজে ভোগ করে অথবা যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ না করে, তাহাদের যতকাল পর্য্যন্ত সেই পাপক্ষয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত তাহারা অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত থাকিয়া স্ব-স্ব আত্মাকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করায়।

১১। ইহলোকে যে ব্যক্তি প্রাণসঙ্কট উপস্থিত না হইলেও ব্রাহ্মণ কিংবা অপর ব্যক্তির হিরণ্য-রত্নাদি ধন চৌর্য্যবৃত্তি কিংবা বলপ্রয়োগদ্বারা অপহরণ করে, পরলোকে যমদূতগণ সেই ব্যক্তিকে 'সন্দংশ'-নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া লৌহময় অগ্নিপিণ্ড ও সাঁড়াশী দ্বারা তাহার ত্বক্ ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়।

১২। ইহলোকে যে ব্যক্তি অগম্যা-স্ত্রীতে কিংবা যে স্ত্রী অগম্য-পুরুষে অভিগমন করে, পরকালে যমদূতগণ সেই পুরুষ বা স্ত্রীকে 'তপ্তসূর্ম্মি'-নামক নরকে লইয়া গিয়া কশাঘাত করে এবং পুরুষকে তপ্ত লৌহময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি ও স্ত্রীকে তদ্রূপ পুরুষ-মূর্ত্তি দ্বারা আলিঙ্গন করায়।

১৩। যে ব্যক্তি ইহলোকে পশ্বাদিতেও অভিগমন করে, পরকালে যমকিঙ্করগণ তাহাকে 'বজ্রকণ্টকশাল্মলী'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। ঐ নরকে এক শাল্মলী বৃক্ষ আছে, উহার কণ্টক বজ্রতুল্য। যমদূতগণ পাপীকে তাহাতে চড়াইয়া টানিতে থাকে।

১৪। ইহলোকে যেসকল রাজন্য বা রাজপুরুষ সৎকুল-জাত হইয়াও ধর্ম্মসেতু ভেদ করে, সেইসকল ব্যক্তি অবমানিত হইয়া পরলোকে 'বৈতরণী'-নদীতে নিপতিত হয়, ঐ নদী নরকের পরিখা-স্বরূপ। তাহাতে যেসকল হিংস্র জলজন্তু আছে, তাহারা ঐ পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে, তথাপি ঐ পাপীর দেহনাশ বা প্রাণ বহির্গত হয় না, নিজের পাপজনিত কর্ম্ম-বিপাক স্মরণ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি বিষ্ঠা, মূত্র, পূয, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস ও বসা-বাহিনী নদীতে পড়িয়া ভীষণ-যন্ত্রণা ভোগ করে।

১৫। যে-সকল লোক এই সংসারে শূদ্রা-পতি হইয়া শৌচ, আচার ও নিয়ম হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং লজ্জা বিহীন হইয়া পশুর ন্যায় স্বেচ্ছাচার করে, মৃত্যুর পরে তাহারা 'পূয়োদ'-নামক নরকের পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা ও লালাপূর্ণ সাগরে পতিত হইয়া সেইসকল অতি ঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করে।

১৬। ইহলোকে ব্রাহ্মণাদি যেসকল লোক কুক্কুর ও গর্দ্দভপালক হইয়া তদ্দ্বারা বিহিত কাল ব্যতীত অন্য সময়েও মৃগয়ায় বহির্গত হয় এবং পশুহনন করে, মৃত্যুর পরে যমদূতগণ তাহাদিগকে 'প্রাণিবিরোধ'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং তথায় উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকে।

১৭। যেসকল দাম্ভিক ব্যক্তি ইহলোকে কেবল দম্ভ প্রকাশ করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং সেই যজ্ঞে পশু বধ করে, পরলোকে তাহারা 'বৈশস' নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যমদূতগণ তাহাদিগকে অশেষ যাতনা দিয়া বধ করে।

১৮। ইহলোকে যে দ্বিজ কামান্ধ হইয়া তাহার সবর্ণা ভার্য্যাকে বশীকরণার্থ স্বীয় শুক্র পান করায়, পরলোকে যমানুচরগণ তাহাকে 'লালাভক্ষ'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। তথায় তাহারা শুক্র-নদীর মধ্যে তাহাকে শুক্রপান করায়।

১৯। ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে, পরগৃহে অগ্নি দেয় অথবা পর-প্রাণ-বিনাশার্থ বিষ প্রদান করে কিংবা যেসকল রাজা বা রাজদূত গ্রামবাসী বা বণিগ্‌গণকে হিংসা করে, মৃত্যুর পর তাহারা 'সারমেয়াদন'-নামক নরক প্রাপ্ত হয়। তথায় সপ্তশতবিংশতি-সংখ্যক যমানুচর কুক্কুর তাহাদের বজ্রতুল্য দংষ্ট্রাদ্বারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত সেইসকল পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে।

২০। যেসকল ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্য-প্রদান-সময়ে বা ক্রয়-বিক্রয়কালে কিংবা দান-সময়ে কোনপ্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতগণ তাহাদিগকে শত-যোজন-উন্নত পর্ব্বত-শিখর হইতে অধঃশিরা করিয়া 'অবীচিমৎ-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। উহাতে কোন অবলম্বন স্থান নাই। প্রস্তর-পৃষ্ঠস্থল জলের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সুতরাং বীচি অর্থাৎ তরঙ্গ নাই, এইজন্যই উহাকে 'অবীচি' বলে। উহাতে পতিত হইয়া পাপিগণের শরীর তিল তিল করিয়া বিশীর্ণ হইতে থাকে, কিন্তু একেবারে মৃত্যু হয় না। যমদূতগণ পুনরায় তাহাদিগকে ঐরূপ উচ্চ-প্রদেশে উঠাইয়া তথা হইতে ঐ নরকে নিক্ষেপ করে,—এইরূপে নানা যাতনা প্রদান করে।

২১। ইহলোকে যে ব্রাহ্মণ [illegible] ব্রাহ্মণী সুরা পান করে কিংবা যে কেহ ব্রতস্থ হইয়া অথবা যে কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রমাদ-বশতঃ সোমরস পান করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে 'অয়ঃপান'-নামক নরকে লইয়া গিয়া পদদ্বারা তাহাদের বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে এবং মুখে অত্যন্ত উত্তাপ-সংযোগে দ্রবীকৃত কৃষ্ণবর্ণ লৌহ সেচন করে।

২২। এই সংসারে যে আত্ম-সম্ভাবিত ব্যক্তি নিজে অধম হইয়াও 'আমি বড়' বলিয়া মিথ্যা-অহঙ্কারপূর্ব্বক তদপেক্ষা জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ ও আশ্রমাদির পদবীতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বহুমানন করে না, সে ব্যক্তি জীবদ্দশাতেই মৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার মৃত্যুর পর যমদূতগণ তাহাকে অধোমুণ্ড করিয়া 'ক্ষার-কর্দ্দম'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। তথায় সে অত্যন্ত দুঃখ-যাতনা ভোগ করিতে থাকে।

২৩। ইহ সংসারে যেসকল পুরুষ হত্যালক্ষণ যজ্ঞদ্বারা ভৈরব ও ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া নররূপী পশু ও স্ত্রীগণকে ভক্ষণ করে, মৃত্যুর পর সেই সকল হিংসিত পশু যমালয়ে রাক্ষস হইয়া সৌনিকের (ঘাতকের) ন্যায় সুতীক্ষ্ণ খড়্গ-দ্বারা তাহাদিগকে বধ করে। ইহলোকে পুরুষ-মেধ-যজ্ঞকারী ব্যক্তি যেমন নররূপী পশুর রক্তপান করিয়া আনন্দে নৃত্যগান করিতে থাকে, সেই সকল হিংসিত পশুও তদ্রূপ পরলোকে হিংসাকারীর রক্ত পান করিয়া আনন্দে নৃত্যগান করিতে থাকে।

২৪। ইহলোকে যে-সকল নিরপরাধ পশু জীবনরক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া গ্রাম বা অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইসকল নিরীহ প্রাণীকে যাহারা নানাবিধ বিশ্বাসোপায়-দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া শূল অথবা সূত্রাদিতে বিদ্ধ করে, এবং ক্রীড়াসামগ্রীর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া যাতনা দেয়, তাহারা পরলোকে 'শূলপ্রোত'-নামক নরকে নীত হয়। তথায় তাহাদের দেহ শূলাদিতে প্রোথিত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হয়। চারিদিক্ হইতে কঙ্ক ও বট প্রভৃতি তীক্ষ্ণচঞ্চু পক্ষী আসিয়া তাহাদিগকে পীড়ন করিতে থাকে। এইরূপে যম-যাতনায় অস্থির হইয়া তখন তাহারা স্বকৃত পাপরাশি স্মরণ করিতে থাকে।

২৫। যেসকল মনুষ্য ইহলোকে সর্পাদি খল-স্বভাব প্রাণীর ন্যায় ক্রোধপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে পীড়ন করে, তাহারা পরলোকে 'দন্দশূক'-নামক নরকে পতিত হয়। ঐ নরকে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ দন্দশূক-গণ উহাদিগকে মূষিকের ন্যায় ধরিয়া গ্রাস করিতে থাকে।

২৬। যেসকল লোক ইহলোকে প্রাণিগণকে অন্ধকূপে, কুশূল (গোলা বা তুষানল) এবং গুহাদিতে রুদ্ধ করিয়া পরি-পীড়ন করে, তাহারা পরলোকে 'অবট-

রিরোধন’-নামক নরক প্রাপ্ত হয়। তথায় তাহারা ঐরূপ অন্ধকূপাদিতে বিষমিশ্রিত বহ্নি ও ধূম্রদ্বারা শ্বাসরোধ জনিত যন্ত্রণা ভোগ করে।

২৭। যে সকল গৃহপতি ইহলোকে অতিথি-অভ্যাগত দেখিলে বারংবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং পাপ-কুটিল দৃষ্টিদ্বারা যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাহারা ‘পর্য্যাবর্ত্তন’ নামক নরকে পতিত হয়। তথায় বজ্রের ন্যায় কঠিন চঞ্চুবিশিষ্ট গৃধ্র, কাক ও বটাদি পক্ষী ঐ পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় সহসা বলপূর্ব্বক উৎপাটন করে।

২৮। যে ব্যক্তি ইহলোকে ধনমদে মত্ত হইয়া ‘আমি শ্রেষ্ঠ’—এইরূপ অহঙ্কারে বক্রদৃষ্টি হয় ধনাপহরণের আশঙ্কায় গুরুজনের প্রতিও সন্দিগ্ধমনা হয়, ধনক্ষয়ভাবনায় যাহার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হইতে থাকে, (সুতরাং সে কোনপ্রকারেই শান্তিলাভ করিতে পারে না—পিশাচের ন্যায় কেবল অর্থের রক্ষাদি মাত্র করিয়া থাকে) সে ব্যক্তি ঐ প্রকার অর্থের উপার্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণাদি-বিষয়ে চিত্ত সন্নিবেশ করায় পরলোকে ‘সূচীমুখ’-নামক নরকে নিপতিত হয়। যমদূতগণ ঐ ধনপিশাচ পাপীর সর্ব্বাঙ্গে তন্তুবায়ের ন্যায় সূত্রবয়ন করে।

পাপের যে কি ভীষণ পরিণাম, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আমরা অল্পবিস্তর আলোচনা করিলাম। শাস্ত্রের এত কথা শুনিয়াও যদি আমরা এখনও সাবধান না হই, তাহা হইলে আমাদের ইহকাল ও পরকাল যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহা সহজেই অনুমেয়। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু স্বর্গ বা নরকের কোনই ধার ধারেন না। তাঁহারা সব ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। ভক্তিপ্রভাবে আর তাঁহাদের কোন অসুবিধা থাকে না। যাঁহারা ভগবৎপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ও করিবেন, তাঁহাদের আর কোন চিন্তা নাই, নতুবা কষ্টভোগ অনিবার্য্য। আমরা এ জন্মে বা পূর্ব্বজন্মে যে কত করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও যদি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করি, তাহা হইলে উদ্ধারের আশা আছে, নতুবা পাপ-মলিনচিত্ত আমাদের সকলকেই নরক ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

—হে অর্জ্জুন। তুমি লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। ঐসকল ধর্ম্ম-ত্যাগের জন্য অনুশোচনা করিও না, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

যাহারা হরিভজন করে না, তাহাদের অধোগতি বা নরকপ্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি’ মজে॥

উচ্চকীর্ত্তন

——::(০)::——

মনে মনে শ্রীনামগ্রহণ করিলে যে ফল লাভ হয়, উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন করিলে তাহা অপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্‌কে মনে মনেও ডাকা যায় এবং উচ্চৈঃস্বরেও ডাকা যায়। তবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে বহু ব্যক্তি ভগবানের নাম শ্রবণ করিতে পারে এবং তদ্ধেতু বহু লোকের মঙ্গল লাভ হয়। নামশ্রবণকার্য্য নবধা ভক্তির প্রধান অঙ্গ। সাধুগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন না করিলে কাহারও শ্রবণভক্তিতে অধিকার হয় না। যাহারা উচ্চ কীর্ত্তনের বিরোধী, তাহারা পাষণ্ডী। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

উচ্চ করি’ লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত’ না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়॥
শুন বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণ-নাম।
পশু-পক্ষী-কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
পশু পক্ষী কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা’রা সব তরে॥
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি॥

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্
পুনাতি চ॥

যিনি হরিনাম জপ করেন, তাঁহা হইতে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা সঙ্গতই বটে, যেহেতু জপকর্ত্তা কেবলমাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং শ্রোতৃগণকে অর্থাৎ সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

ভক্তের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে শুশ্রূষু জীবমাত্রেরই মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠনাম জীবকে ভোগবুদ্ধি হইতে রক্ষা করিয়া সেবা-বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে। ভক্ত-জিহ্বারূপ বৈকুণ্ঠধামে জড়াকাশের ন্যায় কোন ভোগ্য অজ্ঞান নাই। সেইজন্য বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিলেই জীব মুক্ত হয়। শ্রীনাম যে-কোন মুহূর্ত্তে শুদ্ধভাবে উচ্চারণকারী যে-কোন ব্যক্তিকে সম্যগ্‌ভাবে পবিত্র করিতে সমর্থ।

হরিনামজপকারী অপেক্ষা উচ্চনাম-সঙ্কীর্ত্তনকারী শতগুণ অধিক ফল লাভ করেন। মূর্খ গুরুব্রুবের নিকট গোপনে হরিনামের ছলনায় যদি অন্য কিছু শব্দ-শ্রবণ করিয়া জপকারী ব্যক্তি ভোগময়-বুদ্ধিবশে সকাম উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার কখনই নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। আর মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে প্রকৃত শুদ্ধ-হরিনাম কীর্ত্তন করিলে অপরাপর শ্রোতৃ-বৈষ্ণবগণ সেই হরিনামের মহিমা পরস্পরকে বুঝাইয়া দেন। তাহাতে জপকারী অপেক্ষা উচ্চনাম-কীর্ত্তনকারীর মঙ্গল লাভই হয়। নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধ-শ্রীনামগ্রহণ—এই ত্রিবিধ বিচার-বৈশিষ্ট্য যাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহারা অনেক সময়েই দশাপরাধের মধ্যে প্রথমতঃ নামৈকনিষ্ঠ নামাশ্রিত সাধু বা বৈষ্ণবের নিন্দা করে এবং গুরুদেবের অবজ্ঞারূপ ভীষণতম অপরাধ করিয়া বসে,—গুরুকে মর্ত্ত্যজীব-বুদ্ধি করিয়া অসূয়া বা অবজ্ঞা করে। প্রাকৃত বস্তুকে দেবজ্ঞান করিয়া তাদৃশ দেবগণের সহিত সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সমতা-দর্শনে তাহাদের অপরাধ ঘটে, তৎফলে তাহারা ঐকান্তিক বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়ে। তাহাদের শ্রীনাম-প্রভুর সেবায় অনবধান এবং নাম-মহিমায় অর্থবাদ-কল্পনারূপ অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা অন্য শুভ-ক্রিয়ার সহিত নামগ্রহণকে তুল্য বলিয়া জ্ঞান করে এবং নামবলে পাপ প্রবৃত্তিক্রমে পাপাসক্ত হয়। তাহারা দ্রবিণ-লোভের বশবর্ত্তী হইয়া গুরুর সজ্জা গ্রহণপূর্ব্বক অশ্রদ্দধানে পণ্যদ্রব্যবিক্রয়ের ন্যায় নামোপদেশাদি প্রদানের ছলনা করিয়া জগতের অমঙ্গল সাধন করে এবং ‘অহং-মম’-ভাবপ্রমত্ত হইয়া ক্রমশঃ বেদশাস্ত্রে ও বেদানুগ ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিরোধী হইয়া পড়ে। এইপ্রকার দশবিধ অপরাধ জপকর্ত্তাকে অধঃপতিত করে, কিন্তু শ্রীনামকীর্ত্তনকারী সৎসঙ্গপ্রভাবে ঐসকল অপরাধ বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জনভজনের অসুবিধা হইতে অবসর লাভ করিতে পারেন।

মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীরও জিহ্বা আছে। তাহারা নানা-প্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে বটে কিন্তু মানব ব্যতীত আর কোন প্রাণীই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন,—‘পক্ষিগণও ত’ কৃষ্ণনামোচ্চারণের ন্যায় শব্দের অনুকরণ করে, তাহাতে তাহাদেরও ত’ উত্তমগতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে?’ তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ‘অনুকরণ’ ও ‘অনুসরণ’ সম্পূর্ণ পৃথক্ কার্য্য। অনুকরণকারী কৃষ্ণনামের ন্যায় জড়াকাশের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেও তাহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিদাকাশ বিরাজিত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হন না। কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগের উদ্দেশে সকামভাবে যে উচ্চারিত নাম-প্রতিম শব্দ, তাহা বৈকুণ্ঠ-নাম’ নহে। উহা তুচ্ছ ফল প্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া নামাপরাধ-শব্দেই কথিত, উহা শুদ্ধ নামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা উদয় করাইতে পারে না।

প্রাণিমাত্রেই বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিতে না পারিলেও ভগবদ্ভক্তের নিকট হইতে প্রাণিমাত্র কর্ণদ্বারা বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণ করিতে পারে। বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণে যাহার যোগ্যতা হইল না, তাহার জীবন সত্তাসত্তাই বৃথা। যে বৈকুণ্ঠ-নামকীর্ত্তনের শ্রবণে অধিকার পাইয়া তৎপ্রভাবে যে-কোন প্রাণী জীবন্মুক্ত হইতে পারে, সেই উচ্চ-হরিনাম-কীর্ত্তন কখনও দোষের বা তর্কদ্বারা সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না।

এক ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া নিজেকে পোষণ করে, আর অপর ব্যক্তি নিজেকে পোষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজ ব্যতিরিক্ত অপর সহস্র ব্যক্তিকেও পোষণ করে,—এই দুইজনের মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইবে? ইহা বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উচ্চ-নামকীর্ত্তনকারী কেবলমাত্র স্বার্থপর নহে, পরন্তু নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর, সুতরাং কেবলমাত্র জপকারী অপেক্ষা উচ্চ নামকারী শ্রেষ্ঠ। অতএব কেবলমাত্র নামজপ অপেক্ষা উচ্চনাম-সঙ্কীর্ত্তন শত-সহস্র-গুণে শ্রেষ্ঠ।

দ্বিবিদ

——::০::——

নরকাসুরের সখা মৈন্দবানরের ভ্রাতা দ্বিবিদ-নামক এক মহাবলশালী বানর ছিল। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিবিদ-বানরের মিত্র নরকাসুরকে নিহত করিলে দ্বিবিদ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য আগ দিয়া নগর, গ্রাম ও গোপ-গণের আবাসস্থান-সমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল। একদিন সেই বানর পর্ব্বতসমূহ উৎপাটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বাস করিতেন, সেই আনর্ত্তদেশ বিশেষভাবে ক্ষতি করিয়াছিল। সে সমুদ্রমধ্যস্থ হইয়া বাহুদ্বারা সমুদ্রজল নিক্ষেপপূর্ব্বক দেশসমূহকে প্লাবিত করিতে লাগিল। সেই দুরাচার মহর্ষিগণের আশ্রম-তরুসমূহ ভগ্ন এবং মলমূত্র নিক্ষেপদ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নিসমূহ দূষিত করিত। ঐ গর্ব্বিত বানর নর-নারীগণকে পর্ব্বতকন্দরে প্রস্তর-দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিত। এইরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া সে সুমধুর ধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক রৈবতক-পর্ব্বতে গমন করিল। তথায় শ্রীবলদেব প্রভু রমণীগণের সহিত বিরাজ করিতেছিলেন। সেই দুষ্ট বানর তথায় বৃক্ষ-শাখায় আরোহণপূর্ব্বক মুখভঙ্গী-সহকারে কিল-কিল শব্দ করিতে লাগিল। রমণীগণ তাহার ধৃষ্টতা দর্শন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ বানর শ্রীবলদেবকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সম্মুখেই রমণীগণকে উপহাস করায় শ্রীবলদেব প্রভু কুপিত হইয়া একখণ্ড প্রস্তরদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। তথাপি সেই গর্ব্বিত বানর নিজের দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ করিল না। তখন শ্রীবলদেব প্রভু তাহাকে হত্যা করিবার জন্য হল ও মুষল গ্রহণ করিলেন। মহাবল দ্বিবিদ স্বহস্তে শালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীবলদেবের

প্রভুর মস্তকে আঘাত করিল। শ্রীবলদেব প্রভু মস্তকোপরি পতনোন্মুখ ঐ শাল বৃক্ষকে স্বহস্তে ধারণপূর্ব্বক মুষলদ্বারা দ্বিবিদকে আঘাত করিলেন, সেই আঘাতে রক্তাক্তকলেবর হইয়াও সে পুনরায় অন্য এক বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া তদ্দারা শ্রীবলদেব প্রভুকে প্রহার করিল। শ্রীবলদেব প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ বৃক্ষকে শতভাগে বিভক্ত করিলেন। তখন সে ক্রোধে অন্য এক বৃক্ষদ্বারা আঘাত করিলে শ্রীবলদেব প্রভু তাহাও ছেদন করিলেন। অনন্তর দ্বিবিদ অসহিষ্ণু হইয়া শ্রীবলদেব প্রভুর উপর শিলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তিনি অনায়াসে সমস্ত শিলা চূর্ণ করিলেন। তখন দ্বিবিদ তালবৃক্ষ পরিমাণ স্বীয় ভুজযুগল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শ্রীবলদেব প্রভুর বক্ষোদেশে প্রহার করিলে শ্রীবলদেব প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া ভুজদ্বয়ে মুষল ও লাঙ্গল নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠ ও বাহুমূলে আঘাত করায় সে রক্তবমন করিতে করিতে ভূপতিত হইল। এই দুরাচার বানরের নিধনে দেবর্ষি, সিদ্ধ ও দেবতাগণ সকলেই আনন্দিত হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীবলদেব প্রভু দ্বিবিদকে বধ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, 'দ্বিবিদ বানর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের এত সেবা করিয়া পরে ভগবদ্বিদ্বেষী কি করিয়া হইল ?—শুনিয়াছি, দ্বিবিদ ত' রামোপাসক।' তদুত্তরে ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে' জানাইয়াছেন,—"শ্রীরামাদির উপাসনায় মৈন্দ দ্বিবিদ প্রভৃতি যেসকল আবরণ-দেবতা বর্ত্তমান, তাঁহারা তদীয় নিত্য ধামগত এবং নিত্য ও শুদ্ধস্বরূপে বিরাজিত। মৈন্দ-দ্বিবিদ প্রভৃতি ভাগবতবর্ণিত ভগবদ্-বিদ্বেষী বানরগণ উক্ত নিত্যধামগত পার্ষদগণ হইতে ভিন্ন। উক্ত জীবগণ নিজ নিজ লোকে নিত্যপ্রাকট্যবিশিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রাদির প্রপঞ্চ-প্রাকট্য-কালে তাঁহার সাহায্যার্থ নিত্যপার্ষদ-স্বরূপ মৈন্দ দ্বিবিদ প্রভৃতির শক্ত্যাবেশবিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হইয়া তৎকালে সুগ্রীবাদি ভাগবতগণের প্রতি বিদ্বেষশীল বালি প্রভৃতির সংসর্গে এবং পরবর্ত্তিকালে ভগবদ্বিদ্বেষী নরকাসুর প্রভৃতির সঙ্গবশতঃ দুষ্টভাবাপন্ন হইয়াছে।

সারকথা

যে দুষ্কৃতিজন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম-জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে॥
বৈষ্ণবের ঠাঁঞি যাঁ'র হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তাঁ'র প্রেম-বাধ॥
যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যাঁ'র।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২শ)

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ,) ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার কৃষ্ণচতুর্দ্দশী-তিথিতে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পঞ্চম-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীধাম-মায়াপুরে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস উষঃকীর্ত্তন ও মঙ্গলারাত্রিকের পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদভিন্নবিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী বিরাট্ নগর সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। সঙ্কীর্ত্তন বাহিনী প্রথমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হয়, তথায় দণ্ডবৎ-প্রণাম ও সমাধিমন্দির পরিক্রমার পর উহা শ্রীঅদ্বৈত ভবন ও শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও প্রণামের পর শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হয় এবং তথায় শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও দণ্ডবৎ-প্রণামান্তর শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করিয়া তৎপরে শ্রীমুরারি-গুপ্তের ভবনে উপস্থিত হইয়া তথাকার শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং শ্রীধামবাসী সমস্ত বৈষ্ণব এই নগর-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশানুসারে "যে আনিল প্রেমধন করুণা-প্রচুর" —এই গীতিটী নগর-সঙ্কীর্ত্তনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

অনন্তর শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে সমাগত ভক্ত ও সজ্জন-মণ্ডলীর সভায় পরমারাধ্য শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-অনুভূতি কিপ্রকারে আমাদের চিত্তে উদিত হইতে পারে, তদ্বিষয় আবেগময়ী ভাষায় প্রথমে আধ ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তনের পর শ্রীবিরহসংখ্যা-গৌড়ীয় হইতে "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ"-শীর্ষক প্রবন্ধটীর কতকাংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে সমাগত সজ্জনমণ্ডলী, শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ ও সর্ব্বসাধারণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে ভক্তবৃন্দ ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলী-সমন্বিত একটী সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপরবশ হইয়া যোগদানপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে "শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ" গীতিটী কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে পরমারাধ্য শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয়ের ১৬।১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত "গৃহব্রতধর্ম্মে অপরাধ"-শীর্ষক প্রবন্ধটী সভায় দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব উপরি-উক্ত গীতিটীর শেষোক্ত "তুয়া অদর্শন-অহি গরলে জারল দেহী"—এই বাক্যটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রায় ২ ঘণ্টাকাল সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগুরুবর্গের বিরহোৎসব জিনিষটী কি, তাহা সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন।

তদনন্তর সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীঅবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে সমবেত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলীর সভায় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ও শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বিরহসংখ্যা-গৌড়ীয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত বিভিন্ন শাখামঠ-সমূহেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

কয়েকটী জ্ঞাতব্য-বিষয়

পরস্পর বিপরীত

কাম ও প্রেম। দৈবী ও আসুরী সৃষ্টি। অনুকরণ ও অনুসরণ। শুদ্ধা ভক্তি ও বিদ্ধা ভক্তি। যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য। বদ্ধ ও মুক্ত। ভক্তিগতি ও ভক্তিস্তম্ভ। অপ্রাকৃত-সহজিয়া ও প্রাকৃত-সহজিয়া। চিদ্রস ও জড়রস। বিলাস ও বিরাগ, শ্রীধাম ও গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণ ও মায়া। সেবা ও ভোগ। সেব্য ও ভোগ্য। নাম ও নামাপরাধ। পুতুল ও শ্রীবিগ্রহ। জল ও গঙ্গা।

ক্লেশ ও তাপ

পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা—ইহাই ক্লেশ। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—ইহাই ত্রিতাপ।

দশা

শ্রবণ-দশা, বরণ-দশা, স্মরণ-দশা, আপন-দশা ও সম্পত্তি দশা।

পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র—পঞ্চগব্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি—পঞ্চামৃত।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম

পদ, হস্ত, জানু, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

নববিজ্যা

অর্চ্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নামসঙ্কীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নধারা অঙ্কন ও বৈষ্ণব-আরাধন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

গয়ায়

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রাতে শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, অপরাহ্ণে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত মঠসেবকগণ মধ্যে মধ্যে সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের গৃহে পাঠ-কীর্ত্তন ও হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ২৭শে নভেম্বর মঠসেবকগণ সন্ধ্যারাত্রিকের পর রায়বাহাদুর শ্রীযুত কাশীনাথ সিংহ জমিদার মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার বাড়ীতে গমনপূর্ব্বক প্রায় ১ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। গত ২৮শে নভেম্বর তাঁহারা কবিরাজ শ্রীযুত গঙ্গাধর বৈদ্য মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পাটনায়

গত ৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে স্থানীয় গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত প্রভুনাথ সাহাই হেড্ ট্রেণ এক্সামনার মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে গমন করেন। গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড ১ম অধ্যায় হইতে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় মাতার শচীদেবী প্রতি উপদেশ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

দিল্লীতে

গত ২৬শে নভেম্বর দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার বিশিষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ব্যানার্জ্জি মহোদয়ের স্থানীয় পার্কিং স্কোয়ারস্থিত কোয়ার্টারে গমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু আস্তিকতার প্রথম সোপানস্বরূপ চেতনসত্তায় বিশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবদ্ভক্তির এবং যোগমায়া-প্রভাবে চিদ্বিলাসের বিভিন্ন রহস্যের বিষয় অতি সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও শ্রীগোপীনাথে উপাখ্যান পাঠ ও উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর-ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১০ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৭শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৩ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, শনিবার { ২২৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ নারায়ণ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

---::•::---

ভক্ত ভগবদ্ভক্তিমান্ এবং ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্। উভয়েই উভয়ের অনুগত। ভক্ত ভগবানের চিন্তা করেন, ভগবান্ও ভক্তের চিন্তা করিয়া থাকেন। ভক্ত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁহার কোন অভাব নাই। যেখানে কামনা, সেইখানেই অভাববোধ ও তৎপূরণের চেষ্টা। ভক্ত অন্যমনস্ক নহেন, তিনি কৃষ্ণমনা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ সজাগ। ভক্ত ভুলক্রমেও কৃষ্ণকে ভুলেন না। ভগবানের সুখেই ভক্তের সুখ এবং ভক্তের সুখেই ভগবানের সুখ হয়। ভক্ত ও ভগবান্—উভয়ের মধ্যে দেনা-পাওনা কিছু নাই। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে টান, তাহা সহজ ও স্বাভাবিক। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে এইটী তাহার স্বভাব। ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর পরস্পরকে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করিতেছেন। ভক্ত ও ভগবান্—উভয়েই আপ্তকাম, উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে কিছু চান না, অথচ পরস্পর পরস্পরের সুখবিধান না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্ত যে ভগবানের সেবা করেন, তাহা খাজনা বা ঘুষ দেওয়ার মত নয়। সেখানে ভক্ত প্রাণের টানে প্রিয়ের সুখবিধানের জন্য ব্যস্ত। সেখানে সেবা সুখময়ী, সেবা না করিলে কষ্ট হয়, সেবা না করিলে প্রাণ বাঁচে না। সেবাই ভক্তের জীবন। যে প্রভুর নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে চায়, সে ভৃত্য নয়, আর যিনি ভৃত্যের নিকট হইতে কিছু চান, তিনিও প্রভু নহেন।

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥
অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥

(ভাঃ ৭।১০।৫,৬)

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিতেছেন,—"যিনি স্বামীর নিকট স্বার্থ কামনা করেন, তিনি বস্তুতঃ সেবক নহেন এবং যে স্বামী সেবক হইতে প্রভুত্বলাভ-কামনায় তদীয় কামনা পূরণ করেন, তিনিও বস্তুতঃ প্রভু নহেন। পরন্তু আমি আপনার কামনাশূন্য ভক্ত এবং আপনিও প্রভুত্বলাভে নিস্পৃহ, অতএব আমাদের প্রয়োজন রাজা ও ভৃত্যের প্রয়োজনের ন্যায় পরস্পরের স্বার্থস্বরূপ নহে।"

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"প্রভু নিজভক্তের নিকট হইতে পূজা পাইতে ইচ্ছা করেন না, যেহেতু তিনি নিজের ভক্তের লাভেই পূর্ণ অর্থাৎ পরম সন্তুষ্ট। আরও একটী কারণ এই যে, তিনি করুণ অর্থাৎ পূজাদি-বিষয়ে ভক্তের যে কষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে অসহিষ্ণু অর্থাৎ ভক্তের কষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাহা হইলে কি ভক্তগণ ভগবানের পূজা করেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন,—'সেই জ্ঞানী ভক্ত ভগবানের উদ্দেশে যে যে পূজার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্তই নিজের জন্যই হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভগবানের সম্মানকেই নিজ সম্মানজ্ঞানে সুখ অনুভব করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।' ভগবল্লাভপূর্ণ পুরুষের পক্ষে ভগবানের সম্মানেই যে নিজের সম্মান সঙ্গত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'মুখে যে যে শোভা করা হয়, কেবলমাত্র তাহাই যেরূপ প্রতিমুখের (প্রতিবিম্বের) শোভার জন্য হয়, পরন্তু অন্য কোনবস্তু তদ্রূপ প্রতিমুখের শোভাজনক হয় না।'"

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥

(ভাঃ ৭।৯।১১)

এই করুণ প্রভু নিজলাভপূর্ণ বলিয়া অবিদ্বজ্জন হইতে কখনও নিজের মান অর্থাৎ পূজা ইচ্ছা করেন না। পরন্তু মুখে অঙ্কিত চিত্রাদির শোভা যেরূপ প্রতিমুখে লক্ষিত হয়, সেইরূপ মানবগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পূজাদি করিয়া থাকে, তাহা নিজের আত্মারই সন্তুষ্টির কারণ হইয়া থাকে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—"'অবিদ্বান' অর্থাৎ পিতৃ সমীপে পুত্র যেরূপ অজ্ঞ, সেইরূপ তৎসমীপে যিনি অজ্ঞ, তাদৃশ ভক্তজন হইতে অথবা যিনি ভগবদাবেশ-বশতঃ অন্য কোন বিষয় অবগত নহেন, তাদৃশ ভক্ত হইতে।" যেখানে আবেশ, অভিনিবেশ, প্রীতি বা আপন-জ্ঞান অধিক থাকে, সেখানে মর্য্যাদা দিতে ভুলিয়া গেলেও দোষ হয় না। ভগবানের তাহাতেই সুখ। ভক্তের কোন ত্রুটী প্রভু ধরেন না। ভক্তকে লইয়াই ভগবানের সুখ, আবার ভগবানের সুখেই ভক্তের সুখানুভব। ভক্তের পৃথক্ সুখবিল বা অন্যাভিলাষ নাই ভগবান্ অনন্যা ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হন। কামনাই মল। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ মমলা থাকিলে ভগবানে প্রীতি হইবে না। যাত্রার দলের নারদ-সাজার ন্যায় অনুকরণ করিলে চলিবে না। অনুসরণ করিলেই মঙ্গল হয়। যেখানে নিষ্কামা ভক্তি নাই—ভগবানের সুখের জন্য ভগবৎ-সেবা করিবার প্রবৃত্তি নাই, সেখানে সবই অভিনয় মাত্র। অন্তরে ভোক্তৃ-অভিমান রাখিয়া বাহিরে বিরহের কাচ কাচিলে তাহাকে কি বিরহ বলা যাইবে?

কামনাই সংসার। যেখানে কামনা নাই, সেখানে সংসারও নাই, সেখানে পরমা শান্তি। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলই অশান্ত॥

অমলা ভক্তি ব্যতীত ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, বহু শাস্ত্রজ্ঞান, দান বা তপস্যাদির দ্বারা ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করা যায় না। 'ভক্তির বাধা যে আমার নিজসুখ-কামনা, তাহা যেন না আসে, যেহেতু তাহা হইলে আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার স্বার্থ বা সুখ বিধান করিতে পারিব'—ইহাই ভক্তের প্রার্থনা।

ভোগ-পথ ও ত্যাগ-পথ—কোন পথেই মঙ্গল হয় না। ভোগ করা ও ত্যাগ করা—দুইটীই অন্যায়। কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া সমস্ত কার্য্য করাই বুদ্ধিমত্তা। বৈষ্ণব-সঙ্গে বাসই নির্জ্জনবাস। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বদা হরিকথা শুনিবার সুযোগ করিয়া লওয়া আবশ্যক এবং এইজন্যই সাধুর সঙ্গে থাকা বা সাধুর কাছে আসা—ইহা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত। সংসার ত্যাগ করিলেই যে মঙ্গল হইবে, তাহা নহে; যিনি যেখানে আছেন, সেইখানে থাকিয়াই যদি হরিভজন করেন, তবেই মঙ্গল হইবে।

সদ্গুরুর দর্শন পাইবা-মাত্রই তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত করিতে হয়, তাহাতে অপ্রকাশ্য বিলম্ব

করা উচিত নহে। মৃত্যুর কালাকাল বিচার নাই। মানুষ সুপ্তই থাকুক, ভোজনই করুক, পথে চলিতে থাকুক, যুবাই হউক আর শিশুই হউক, মৃত্যু সকল স্থানে ও সকল কালে সকল প্রাণীকেই গ্রাস করিয়া থাকে, তাই কোন্ সময় মৃত্যু হয়, জানা নাই। সুতরাং হরিভজনে বিলম্ব করিয়া লাভ নাই।

পত্নীর আসক্তি ত্যাগ করা আগান্তুক লোকের পক্ষে খুবই কষ্টকর, কিন্তু যে পত্নী কেবল আত্মভোগের জন্য পতির সেবা করিয়া গুরুবৈষ্ণবের সেবাবিমুখ থাকে, সেইরূপ পত্নী কখনই সহধর্ম্মিণী-পদবাচ্যা নহে। তাহার সঙ্গ—দুঃসঙ্গ, ইহ-জগতে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীরামানুজাচার্য্য হরিবিমুখ জামাতার ন্যায় রূপবতী ও পতি-সেবাপরায়ণা যুবতী ভার্য্যাকেও অসৎসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা প্রত্যেকেরই আদর্শ হওয়া উচিত। যিনি স্ত্রী-সেবা করেন, তিনি স্ত্রৈণ। স্ত্রৈণ কখনও হরিভজন করিতে পারে না। পুরুষাভিমানী স্ত্রৈণ পরমপুরুষ শ্রীনামের সেবা কি করিয়া করিবে?

শ্রীহরিনামেই সর্ব্বশক্তি নিহিত আছে, কিন্তু তথাপি আমাদের অনাদি-বহির্ম্মুখতা সেই স্বরূপশক্তিমান্ শ্রীনামের ভজন ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যে বা অন্যান্য সাধনে মনোনিবেশ করাইতেছে। বস্তুতঃ সাধুসঙ্গে নাম-ভজনেই আমাদের সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শ্রদ্ধার সহিত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হয়। কৃষ্ণসেবা করিলে পিত্রাদির ঋণ-শোধনাদি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। ভক্তি অন্যানপেক্ষা। কর্ম্ম বদ্ধজীবের ভোগপর অনুষ্ঠান-মাত্র, ভক্ত্যুদয়-নিমিত্ত কর্ম্মচেষ্টার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মফলের উত্তম লভ্য বস্তু বৈরাগ্য ভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদা আনুষঙ্গিকভাবে অবস্থান করে। ভোগ বা ত্যাগে ভগবদ্ভজনের কোন কথা নাই। আমরা সাধু-সঙ্গ ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গ করিব না। অপরের সঙ্গ করা মানে তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা বা আদায় করা। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যাহা পাইয়াছি, তদ্ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিব না, অপর কাহারও কথানুসারে কোন কার্য্য করিব না—এইরূপ দৃঢ়তা গুরুসেবকমাত্রেরই থাকা উচিত। যিনি কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগ ত্যাগ করেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন, তাঁহারই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণকে যোষায় পরিণত করিতে হইবে না, নিজেকে কৃষ্ণ যে যা বলিয়া জানিতে পারিলেই কৃষ্ণসেবা হইবে। ভগবান্ যাহা পছন্দ করেন, সেইরূপ পোষাকেই তাঁহার নিকট যাইতে হইবে। আমার প্রত্যেক কার্য্যের ফলটা ভগবান্ পাইবেন—ইহাই ভক্তি। নতুবা ভক্তি হইবে না। সকল বস্তুকেই গুরুরূপে দর্শন কর, —ইহাই ভক্তির বিচার। বাহ্যবৃত্তিতে বিষ্ণু-সেবা বাদ দিয়াও ২৪ ঘণ্টা বৈষ্ণবসেবা করিতে হইবে। বৈষ্ণবের সুখ হইলেই বিষ্ণুর সুখ হইবে।

এ জগতে মায়াবাদী ও বৈকুণ্ঠবাদী—এই দুইরকমের লোক দেখা যায়। যাঁহারা ভগবানকে মাপিয়া লইতে চান, তাঁহারা মায়াবাদী, আর যাঁহারা নিজের অহমিকা ছাড়িয়া দিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই বৈকুণ্ঠ-বাদী। শ্রীভগবানের দয়ার তুলনা নাই। তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে কৃপা করিয়া আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। আমাকে কেবল তৎপর ও নির্ম্মল হইয়া আত্মবৃত্তির দ্বারা সেই কৃপা বরণ করিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা এক হইলে ফল প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

ঐকান্তিক কে?

——::[•]::——

ভক্তগণ একায়নপন্থী। তাঁহাদের বাসনা-সঙ্গ নাই। বাসনাসঙ্গ থাকিলে হরিভজন হয় না। ভোগবাসনাই ছিদ্র। এই ছিদ্র পাইয়াই মায়া অন্তরে প্রবেশ করে। কৃষ্ণানুশীলন-ময়ী সেবা-বাসনা যেখানে নাই, সেখানে অন্য বাসনা বা ছিদ্র আছেই। অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকিলে আর বাসনাময় জনসঙ্গ ভাল লাগে না। সৎসঙ্গই অসৎসঙ্গ-দূরীকরণরূপ নিঃসঙ্গ বা অসঙ্গ। যেখানে বহু দেবদেবীর সেবা, সেখানে অব্যভিচারিণী কৃষ্ণভক্তি নাই। দেবপূজা ভোগেরই প্রকারভেদ। সেখানে দেবতার সুখের জন্য ব্যস্ততা নাই। নিজসুখের জন্যই জীব দেবতা-পূজা করে। হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। সরলই ঐকান্তিক হইতে পারেন। কপটী—ব্যভিচারী। যেখানে ঐকান্তিকতা, সেখানে ব্যভিচার থাকিতে পারে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাবগতচেতসঃ॥
(গারুড়ে)

একান্তভাবে নিরন্তর পরমেশ্বর বিষ্ণুর শরণাগত ও একনিষ্ঠ বলিয়াই সেই ভক্তগণ 'ঐকান্তিক'-নামে কথিত।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥
(গারুড়ে)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ। সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তপারগ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ব-বেদান্তবিদ্ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন ঐকান্তিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

ঐকান্তিক ভক্ত একনিষ্ঠ; তিনি একের সুখের জন্য ব্যস্ত। তিনি অদ্বয়জ্ঞানের উপাসক। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা
হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥
(ভাঃ ১১।২০।৩৪)

ঐকান্তিক ভক্তগণ খুব বুদ্ধিমান্। তাঁহারা ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত বলিয়া ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেও কৈবল্য গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাঁহাদের যে মোক্ষ-কামনাই নাই, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—

"যাঁহাদের আত্মবৃত্তিতে ভক্তি পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারাই সাধু, পরমশান্ত ও ঐকান্তিক ভক্ত। ভগবদ্বস্তু ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন প্রার্থনীয় ও অনুশীলনীয় বস্তু নাই বা থাকে না। জন্মান্তর রাহিত্যরূপ কৈবল্য ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা সেবাবাধক ঐসকল মুক্তি-প্রসাদ গ্রহণ করেন না। অনৈকান্তিক ভক্তব্রুবগণ 'সাধু', 'অচঞ্চল' বা 'ভক্ত'-আখ্যা লাভ করিতে অসমর্থ। তাঁহাদের স্বভোগবাসনা প্রবল থাকায় চতুর্ব্বর্গ-লাভকেই তাঁহারা 'প্রয়োজন' বলিয়া মনে করেন। ভগবৎ-প্রেম-স্বরূপের অনবগতিই জীবহৃদয়ে চতুর্ব্বর্গকে 'প্রয়োজন' বলিয়া মনে করায়। তৎকালে তাঁহাদের মনের সমাধি না হওয়ায় চতুর্ব্বর্গাভিলাষও অনৈকান্তিকতা।"

জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু চারিপ্রকার ঐকান্তিকতার কথা বলিয়াছেন—(১) ধর্ম্মে অনাদর, (২) কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রত-তপস্যাদির প্রতি অশেষ নিরপেক্ষতা, (৩) বহু বিঘ্নদ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও ভক্তির প্রতি একান্ত রতি, (৪) প্রেমৈকপরতা।

ধর্ম্মে অনাদর কিরূপ, তৎসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতায় বলিয়াছেন,—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি
স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স চ
সত্তমঃ॥
(ভাঃ ১১।১১।৩২)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮)

[ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ ক'রয়াছি, তাহার দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক সেই-সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে একান্তভাবে ভজনা করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট সাধু।

সর্ব্বপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম-লক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণগ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐসকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরতিজনিত কোনপ্রকার প্রত্যবায়ই তোমার হইবে না, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।]

অন্যসর্ব্বনিরপেক্ষতা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥
(ভাঃ ১১।২৬।২৭)

ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥
(ভাঃ ৩।২৫।২৪)

নিরপেক্ষ, মদ্গতমনা, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতা-বুদ্ধিরহিত, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ সাধুগণই সৎ।

সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত মহাপুরুষগণই সাধু। সাধুসঙ্গই প্রার্থনীয়। কেন না, সাধুগণই সঙ্গদোষ বিদূরিত করেন, অতএব সাধুসঙ্গই নির্জ্জনসঙ্গ বা সর্ব্বসঙ্গনিরপেক্ষতা।

বিঘ্নাদিদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও হরি-সেবায় যে দৃঢ়মতি, তাহাই ঐকান্তিকতার তৃতীয় লক্ষণ। যাঁহারা ঐকান্তিক নহেন, তাঁহারা ভক্তিপথে বাধা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন, কিন্তু ঐকান্তিক ভক্ত জানেন, একান্তভাবে শ্রীভগবানের ভজন করিবার জন্য জগতের বিচার হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দেবতাগণ পর্য্যন্ত বাধা দিতে আরম্ভ করেন। দেবতাগণ অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রাদিরূপে উদ্ভূত হইয়াও ভক্তের ভক্তিপথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন।

যাঁহারা কৃষ্ণকেই একমাত্র নিত্য রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন, সেইরূপ শরণাগত ব্যক্তিই ঐকান্তিক হইতে পারেন। বিঘ্নসমূহ তাঁহাদিগকে সেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের আর্ত্তি আরও বাড়াইয়া দেয়। ভগবৎ-সেবায় যত বাধা আসে, ভক্ত কৃষ্ণসেবার জন্য তত অধিক আর্ত্ত ও চেষ্টান্বিত হন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আপদ্গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
নান্যত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ॥

আপন্ন হইলেও হরির প্রতি যাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি বিদ্যমান, যাঁহার চিত্ত হরি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত নহে, তাঁহাকেই 'ভাগবত' বলা যায়।

প্রেমৈকপরতা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভর-বার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥
(ভাঃ ৫।৫।৩)

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে পুরুষার্থ গণেন না, যাঁহারা ভোজন পানাদিতে রত বিষয়িগণের অনুবর্ত্তন এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাঁহারা ইহলোকে দেহ-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ।

যেখানে ঐকান্তিকতা নাই, সেখানে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছারূপ কপট আছে জানিতে হইবে। তাঁহাদের ভগবদ্‌ভজন-স্পৃহা অপেক্ষা লোকরঞ্জনের প্রতি নজরই বেশী আছে। একমাত্র ভগবান্‌ই অন্ত যাঁহার, তিনিই ঐকান্তিক ভক্ত। সে হৃদয়ে প্রভুমাত্র একজন, সে হৃদয়ে দুইজন প্রভু নাই। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বস্তুতে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হয়। ঐকান্তিকতাই আচার, তদভাবে ব্যভিচার বা অনাচার অনিবার্য্য। ঐকান্তিকের লক্ষ্য স্থির—এক। তিনি বহু লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হন না। যাঁহারা ঐকান্তিক বা একনিষ্ঠ না হইয়া দুই নৌকায় পা দেন, তাঁহাদের অমঙ্গল হয়। লক্ষ্য বস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে জীবের এইরূপ দশা উপস্থিত হয়। যে বহুর পশ্চাতে ছুটিতেছে, সে কোন বস্তুই লাভ করিতে পারিবে না, কিন্তু সরল ঐকান্তিক ব্যক্তি কৃষ্ণের কৃপা পাইবেই। একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহ্বীশ্বরবাদের প্রশ্রয় দেন না। ঐকান্তিকতা বা একাভিনিবেশের অভাব হইতেই ভয় আসে। ঐকান্তিকের ভয় নাই, তিনি নির্ভয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশই জীবকে স্বরূপ বিস্মরণ করাইয়া ঐকান্তিকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করে।

কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শান্ত। আর ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলেই অশান্ত। যেখানে মায়িক কোন বস্তুতে জীবের স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায়, সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক হওয়া উচিত। ঐকান্তিকতাই সতীত্ব, ঐকান্তিকই সৎ। ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই ঐকান্তিক।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥
(গীঃ ২।৪১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"মম শ্রীমদ্‌গুরূপদিষ্টং ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণচরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য-দশয়োস্ত্যক্তুমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যৎ ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, দুঃখং বাস্তু, সংসারো নশ্যতু, বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতব-ভক্তাবেব সম্ভবেৎ।"

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অপর নাম নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাই নিশ্চয়তা। নিশ্চয়তা যেখানে আছে, সেখানে উৎসাহ ও ধৈর্য্য না থাকিয়া পারে না। এই নিশ্চয়তাই ভজনের মূল। 'অবশ্যই কৃষ্ণের কৃপা কোন না কোন দিন হইবেই, কারণ কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত ত' আর গতি নাই',—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস বা নিশ্চয়তা লইয়া যিনি অকপটভাবে ভজনে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার ফলপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু এইরূপ নিশ্চয়তা, দৃঢ়তা বা ঐকান্তিকতার অভাব থাকিলে হতাশা মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত জীবকে বিভ্রান্ত করিবে। কৃষ্ণ-কৃপালাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া যদি কেহ হতাশ হইয়া হরিভজন ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। আমাদের সকলেরই ঐকান্তিকতা লাভ হউক,—ইহাই শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-স্মৃতি *

(প্রাপ্ত)

মানবদেহধারী জীবের নিত্যকল্যাণ-বিধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে প্রপঞ্চে প্রকটলীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রকট-লীলার ন্যায় অপ্রকট-লীলাও জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়া থাকে। অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা বা কৃষ্ণসাক্ষাৎকার-লাভ অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেবক-ভগবান্ আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারকে সুসাধ্য বা অতি সুলভ করিয়াছেন—তাঁহার প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলার দ্বারা। বহির্দৃষ্টিতে কোন খণ্ড কালের মধ্যে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় বলিয়া মনে করি, বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব—উভয় লীলাই নিত্য। সুকৃতিশালী জীবের অন্তরে ও বাহিরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যপ্রাকট্য উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং সেই সুকৃতিশালী জীব যেরূপ সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হন, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকটলীলাও অধিকতর-ভাবে শ্রীগুরু-সেবকের বিপ্রলম্ভ-সেবায় সহায়তা করে।

অদ্যকার তিথিতে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। জাগতিক খণ্ড অনিত্য বস্তুর অভাবজনিত যে শোক বা দুঃখ সাময়িক-ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার কালের গতিতে তাহা অপসারিত হয়। কিন্তু শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অপ্রকটলীলায় যে বিরহ-ব্যথা, তাহা ঐরূপ সাময়িক বা কালের দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল হয় না বা হইতে পারে না। জীবের একমাত্র প্রয়োজনই যে শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের বিচ্ছেদগত-ভাব বিরহ বা বিপ্রলম্ভ-সেবা, তাহার বিন্দুমাত্র সন্ধানও আমি পাই নাই। তাই শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-স্মৃতি আমাকে উদ্বেলিত করে না, আমার সম্ভোগের দেউল শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় না। তাই শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-স্মৃতিতে আমার জ্বালা-বোধ হয় না, বিচ্ছেদের অনুভূতি হয় না। পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"অনন্ত কোটী জীবাত্মার একমাত্র নিত্য স্বাভাবিক-ধর্ম্মই সপরিকর শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমের জন্য মিলনের পরিপোষক তীব্র বিচ্ছেদের অনুভূতি। 'হায়! শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাক্ষাদ্ভাবে আমার শাসক ও নিয়ামকরূপে এই স্থানে আর দর্শন করিতে পারিব না বা পারিতেছি না। হায়! কি দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা!—তাঁহার শাসনগর্ভে থাকিবার সৌভাগ্য হইতে চিরদিন বঞ্চিত হইয়াছি',—এই দুঃখ-বোধের জ্বালা বাস্তবভাবে যাঁহার যতটা সুতীব্র হইবে, তিনি ততটা শীঘ্র মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের নিজজন বা শ্রেষ্ঠ সেবকরূপে ভজনসিদ্ধি লাভ করিবেন।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের পুরঞ্জন ও বিদর্ভনন্দিনী-সংবাদে "আত্মানং শোচতী দীনমবন্ধুং বিক্লবাশ্রুভিঃ। স্তনা-বাসিচ্য বিপিনে সুস্বরং প্ররুরোদ সা"-শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"পতির বিচ্ছেদে পতিব্রতা রমণীর ন্যায় গুরুর অপ্রকটে শিষ্য তদ্বিচ্ছেদ-কাতর হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে থাকেন—'আমাকে এখন হইতে কে শাসন ও রক্ষা করিবেন?'" সম্ভোগমদমত্ত আমাদের নিকট শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের বিরহের অনুভূতি অজ্ঞাত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্যের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীর ঐক্য দেখিয়া আমাদের প্রাণে বড়ই আশার সঞ্চার হয় যে, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে নিরাশ্রয় বা রক্ষকশূন্য হই নাই। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা ব্যতীত কেহই শ্রীল প্রভুপাদের বিরহের অনুভূতি লাভ করিতে পারে না, ইহা ধ্রুবসত্য। বিরহের স্বরূপ কি? বিরহের পাত্রের অভাবজনিত বিপ্রলম্ভের উদয় হইলে বিরহীর চিত্তবৃত্তি কিরূপ ভাব ধারণ করে, তাহা ভক্তলীলা-অভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা, ভক্তপ্রবর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের বিপ্রলম্ভ-পরাকাষ্ঠা, আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আচরণ আমার ন্যায় সম্ভোগবাদী জীবের উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাই করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আচার্য্যপাদপদ্ম সেই বিরহস্মৃতি অনুক্ষণ আমাদের সম্ভোগমদমত্ত হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছেন, কিন্তু আমাদের অন্তর এরূপ পাষাণ, কঠিন হইয়া গিয়াছে যে, তাহা কিছুতেই গলে না, প্রাণ কাঁদে না।

বিরহ বা বিপ্রলম্ভই সেবা। বিরহীই ভক্ত, ভক্তই বিরহী। যাহার চিত্তবৃত্তি বিরহের অনুভূতি লাভ করিয়াছে, সে কখনই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা পরিত্যাগ করিতে পারে না। জাগতিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, কোন পুত্র বিরহাতুরা মাতা বা পতি বিরহিণী পত্নীকে যদি কেহ ভাল-ভাল ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন ও উত্তম উত্তম পরিচ্ছদাদির দ্বারা তুষ্ট করিতে চায়, তাহা সেই বিরহিণী ত' গ্রহণ করিতেই পারে না, পরন্তু তাহার সমস্ত বস্তুর বিনিময়ে এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও সেই প্রিয় বস্তুর সেবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়। আজ আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি সমাগতা হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-স্মৃতি আমাদিগকে এ কয় বৎসরে কতটা সেবার পথে অগ্রসর করিয়াছে, আজ তাহার হিসাব-নিকাশের দিন। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলে আমাদের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা কোন্ পথ অবলম্বন করিল, তাহাই আজ বিশেষভাবে স্মরণের দিন। বিরহ্ কাহার? বিরহী কে? ভক্তিই বিরহ, বিরহই ভক্তি, সুতরাং ভক্তিরস-পাত্র ব্যতীত বিরহের স্বরূপ উপলব্ধি করাইবে কে? শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবোধ, শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলিই আমার বাস্তব সত্তা বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছে কি? সম্বন্ধ-জ্ঞান না হইলে অভিধেয়-যাজন হয় না। অভিধেয় যাজন না হইলে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয় না। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আমার সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই, তাই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবোধ হয় নাই, তাই বিরহেরও অনুভূতি হয় না।

জাগতিক মিছাভক্ত-সম্প্রদায়ের ন্যায় গুরুদেবের অপ্রকট তিথিতে কতিপয় বাঁধা শ্রবণ-কীর্ত্তনের আড়ম্বর ও কতকগুলি লোককে ভূরিভোজন করাইয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাটাই কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথি-পূজা অথবা অনুভূতিহীন লেখন বা বাগ্-বৈখরীই কি বিরহ তিথি পূজা? প্রকৃত বিরহীই বিরহ তিথিপূজার পূজারী। শ্রীল প্রভু-পাদের বিরহ তিথিতে আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনার বিষয় হউক, যেন আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের অমায়ায় কৃপা বা শাসন আমাদের পরম মঙ্গলের সেতু বলিয়া বরণ করিতে পারি। তাহা হইলেই শ্রীশ্রীগুরু-কৃষ্ণের বিরহ আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

* শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চমবার্ষিক বিরহ-তিথি-উপলক্ষে লিখিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম তিন দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥৹	।৶৹	।৶৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১॥৹	১॥৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব মাত্র-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

যুদ্ধে ভারতীয় জিনিষ সরবরাহ

ইষ্টার্ণ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি গত অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে সূতী সার্ট, খাকী হাফপ্যান্ট, প্যান্ট, খাকী ড্রিল বস্ত্র, ভুনার সূতায় প্রস্তুত দড়ি, সবুজ রাঙ্গা ড্রিলের কোট, খাকী জাল-কাপড়, খাকী পায়জামা, টুইল, ডোরা কাট ফ্লানেল, সবুজ ও সাদা রঙের মসলিন, সূতী মোজা, বিছানার চাদর ও টেবিলের চাদর, তোয়ালে, মশারির কাপড় প্রভৃতি বহু দ্রব্যের অর্ডার দিয়াছে ইহা ছাড়া রবার ক্লথ, বর্ষাতি কাপড়ের ঢাকনি, দ্রব্য বহন করিবার জন্য "হ্যাভার থলে", হাভ-ব্যাগ, তাঁবু, দড়ির সতরঞ্চি, বালু ভরিবার থলে, সেলাই করিবার সূতা প্রভৃতিরও অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে জুতা ও বুট, জুতার ফিতা, চুলের ব্রাস, বকলস্, রিপু করিবার জন্য সূচ, আঠা, তিসির তৈল, তার্পিন তৈল, বিভিন্ন প্রকারের বার্ণিশের রং, ধাতুদ্রব্য পরিষ্কারের পালিশ, সিমেন্ট, টেবিল, তাঁবু খাটাইবার খুঁটি ও অন্যান্য খুঁটিনাটি ও কাঠের তক্তার অর্ডার পাওয়া গিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, দক্ষিণ এবং মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি হইতেই বেশী অর্ডার আসিয়াছে।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পরিচয়

প্রকাশ, হাওয়াই ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জাপ-বিমান-আক্রমণ হইয়াছে। হাওয়াইয়ান অথবা স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এবং ইহা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রায় কুড়িটি দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। এই দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ৬৪৩৫ বর্গ মাইল। ১৯৩১ সালে এখানকার অধিবাসী সংখ্যা ছিল ৩,৬৮,৩৩৬, তন্মধ্যে ৮০,৩৩৪ জন ছিলেন বিদেশী। শাসনকার্য্য পরিচালনার সুবিধার জন্য হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জকে চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। ওয়াহু দ্বীপটি হনলুলু নগর বলিয়া পরিচিত।

১৭৭৮ সালে ক্যাপ্টেন জেমস্ কুক এই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। প্রথমে দেশীয় শাসকগণ এখানকার রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। অবশেষে ১৮৯৩ সালে রাণী লিলিউও কালানীকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। ১৮৯৪ সালে এখানে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং এই দ্বীপপুঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এখানকার গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এখানে পনেরজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সিনেট ও ৩০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি প্রতিনিধি-পরিষদ আছে। এই দ্বীপপুঞ্জে অনেকগুলি আগ্নেয়-গিরি আছে।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস

নয়াদিল্লীর ২১শে নবেম্বরের এক সরকারী ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, লণ্ডনে ১৯৪১ সালের নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রার্থীগণ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে গৃহীত হইয়াছেন :—

ইউরোপীয় প্রার্থীগণ :—জে এফ গ্রান্ট, জে এ বিগস্ ডেভিসন, জে মান, ডাব্লিউ এল ডোনাল্ডসন।

ভারতীয় প্রার্থীগণ :—এ এস রায়, জে জি ক্রাষ্ট্রণ, এম জি মেনন, কে এস কুণ্ডবজী

ইরাণী মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত

তেহারাণ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ত্রয়োদশ ইরাণীয়ান পার্লামেণ্ট মিষ্টার আলি ফারোগ কে ইরাণের প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করিয়াছে। বিভিন্ন পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির সহায়তায় মিঃ ফারোগী নূতন করিয়া তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন। শাহের অনুমোদনের পর ঐ মন্ত্রিমণ্ডলের সদস্যদের নাম পার্লামেণ্টে পেশ করা হইয়াছে।

রষ্টোভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট অগ্রগতি

লালফৌজ দল রষ্টোভ রণাঙ্গনে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে বলিয়া ২৫শে নভেম্বর সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ। রষ্টোভের নিকটে জার্মান সৈন্যদল প্রতি ঘণ্টায় এক মাইল করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ডন নদীতীরে রষ্টোভের পশ্চিমে সোভিয়েট সেনা ৬০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

সরকারী টাস নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনের একটি সেক্টরে মোট ৩ হাজার সৈনিকসহ ২টি জার্মাণ পদাতিক রেজিমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে।

প্রাভদার বিশেষ সমর-সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, মস্কো রণাঙ্গনে সোভিয়েটের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইয়াছে। এই রণাঙ্গনের উত্তর বাহুর দিকেই লড়াই প্রচণ্ডতর হইয়াছে। ভোলোকোলামস্ক জাব-সেক্টরে লালফৌজ দল দৃঢ়ভাবে ঘাঁটি রক্ষা করিয়া প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ১২ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৯'শ অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১২ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, সোমবার { ২২৬তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

\- শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ নারায়ণ, সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগুরুবর্গের বিরহ-দুঃখ

——::o::——

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিয়া শ্রীরায় রামানন্দের মুখে আপনার অন্তরের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়কে প্রশ্ন করিলেন,—"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?" তদুত্তরে শ্রীরামানন্দ রায় প্রভু বলিলেন,—"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।" অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত বিচ্ছেদই তীব্রতম দুঃখ। এই ভক্ত-বিরহের তীব্রতম বিচ্ছেদ দুঃখের স্বরূপ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা এইরূপ জানিতে পারি,—

বাহিরে বিষ-জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁর মনে,
তাঁর বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥

(চৈঃ চঃ ম ২।৫০-৫২)

হে সুন্দরি, নন্দনন্দন-সম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্রমধুর ভাববিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে,—নূতন সর্পবিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে অর্থাৎ তীব্রতম দুঃখের উদয় করায়, আবার আনন্দের অমৃত-মাধুর্য্যের যে অহঙ্কার, তাহার সঙ্কোচনকারী পরমসুখ প্রদান করে।

এই বিরহ দুঃখ জিনিসটী কি, তৎসম্বন্ধে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আরও বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমাদিগকে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বিরহ-তিথি আমাদের শ্রীরূপানুগবর পূর্ব্বগুরুদেব শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যেভাবে সম্মান করিয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃত সেবা—বিশ্রম্ভসেবা লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাও শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণে সেই ভাবেই শ্রীগুরুবর্গের বিরহ-তিথির সেবায় লোভবিশিষ্ট হইবেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব ॥
সে-সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে-সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস ॥

এইভাবে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার যে প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই চিন্তাস্রোত শ্রীগুরুদেবের বিরহসন্তপ্ত শিষ্যের অন্তরে বৃত্তি হওয়ে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের অন্তরঙ্গ-শিষ্যবর শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপাদি গুরুবর্গের বিরহে কিরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য হইতে এইরূপ প্রাপ্ত হই,—

শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে ॥
ন পততি যদি দেহস্তেন কিং নাম্ন দোষঃ
স কিল কঠিনভাবৈর্যাতি ব্যাধাতিসারৈঃ।
অহমিহ পরহস্তৈর্গ্রাহয়িত্বা তথাপি
প্রকটকদনভাবং কো বহত্যর্থতো বা ॥
গিরিবর তব বক্ষো নন্দনন্দাদিনাথ-
কবলিত চরণেন শ্রীধারিকারত্ন-বর্ণম্।
ধুরবলিতবদানং সঙ্গবাস্তুং দদাস্বং
বজ্রদধিক নিম্নম্ সর্ব্বকাল বসামি ॥

আমার জীবনস্বরূপ শ্রীরূপের সহিত বিচ্ছেদ হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যদি আমার দেহ ভৃগুপাতের দ্বারা পতিত না হয়, তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই, কারণ, আমার এই দেহকে বিধাতা বজ্রের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন অথবা আমি গাঢ়তরের দ্বারা অন্য একটী কারণ দেখিতে পাইয়াছি যে, আমা ভিন্ন অন্য আর কে এরূপ দুঃখভার বহন করিবে? আমি যেন শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে শ্রীরাধানাথের অনুরাগ-বর্দ্ধক রমণীয় পাদাব্জ স্মরণ করিতে করিতে এবং শ্রীব্রজের দধি ও ফল ভোজন করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধনতট শ্রীকুঞ্জে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর যে সরোবর, তাহাতে সর্ব্বকাল বাস করিতে পারি।

এইরূপ চিত্তবৃত্তি না হইলে শ্রীগুরুদেবের শিষ্যপদবাচ্য হওয়া যায় না। শ্রীগুরুদেবের প্রকটলীলা হইতেও অপ্রকট-লীলায় প্রকৃত শিষ্যের অন্তর্দাহ সহস্রগুণিত হইয়া পড়ে। আমাদের শ্রীগুরুবর্গ—নিত্যসিদ্ধ, তাঁহারা অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াও আমাদের প্রতি নানা আকারে কৃপাবর্ষণ করেন। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকটের পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বপ্ন সমাধিতে শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে সঙ্কীর্ত্তন রাসে শ্রীগৌর-পার্ষদরূপে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের দর্শনপ্রাপ্ত হওয়ার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥

শ্রীগুরুদেব ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গ থাকেন না, আবার শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত শ্রীগুরুদেব থাকেন না। আশ্রয়বিগ্রহ ব্যতীত বিষয়-বিগ্রহ ও বিষয়বিগ্রহ ব্যতীত আশ্রয়বিগ্রহ থাকিতে পারেন না। ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির যেরূপ আর্ত্তি, তাহা অপেক্ষা কোটীগুণ প্রাণের আর্ত্তি ব্যাকুলতা শ্রীগুরুদেবের বিরহে অকপট স্নেহপ্রাপ্ত শিষ্যের হৃদয়ে নিশ্চয়ই উদিত হয়। যে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপানুশাসনে ভাগ্যমঙ্গল লাভ করিয়াছি, যিনি সর্ব্বক্ষণ আমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-অনুসরণে শ্রীসঙ্গের পথে পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইলাম। শুধু শ্রীগুরুদেবের বিরহে নহে, শ্রীবৈষ্ণবের বিরহেও সেবকের চিত্তে এই-প্রকার বিরহ-কাতরতা জাগিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহে কিরূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত আছে।

'পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব ॥'—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে ॥

ইহাই হইল ভজন, পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভের প্রধান অবলম্বন। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইলে তজ্জন্য যে দুঃখ-পরাকাষ্ঠা বা তীব্র জ্বালাবোধ, তাহাই ভজনকে পরিপুষ্ট করে। তাহা বহির্দৃষ্টিতে বিষজ্বালা-ময় মনে হইলেও ভিতরে অমৃতময়, অর্থাৎ বাহিরে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গাভাববোধে আর্ত্তি-ক্রন্দন, হায়-হুতাশ, আক্ষেপ-অনুশোচনা প্রভৃতি দেখা গেলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নাম-রূপ-গুণাদির চিন্তায় চিত্তের তন্ময়তা-হেতু অন্তরে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের পাদপদ্ম-দর্শন ও সঙ্গ-সৌভাগ্য ঘটে। তৎকালে আত্মা বা শুদ্ধ মনে নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের সঞ্চার হইতে থাকে। 'বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,' 'যে স্থানে বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন, সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় ইহাই 'বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়'---ইহাই 'বিষামৃতে একত্র মিলন।'

অভক্তগণের জড়ীয় অভাব-বোধ ও দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যে চেষ্টা, তাহা মর্ত্ত্য-বুদ্ধিজাত চেষ্টা-বিশেষ। পরতত্ত্বের সেবার অভাবহেতু মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিজ স্বরূপের প্রতি অজ্ঞানতা উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য দুঃখ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের অভাব যতটা হইবে, দুঃখ-যাতনাও ততটা বৃদ্ধি হইবে।

সমস্ত মানবজাতিকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটির মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইবে। শ্রীভগবান্‌কে দেখিলে নিজেকেও দেখা যাইবে। 'ত্বং' অর্থাৎ 'তুমি জীব' 'তৎ' অর্থাৎ 'তিনি ভগবানের' সাহায্য ছাড়া নিজকে দেখিতে পায় না। অদ্বয়জ্ঞানকে জানিলে অজ্ঞান ও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে। কয়েদী পোষাকের সহিত সম্পর্ক করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহ দুইটীতে 'আমি'-বুদ্ধি করিতেছে—দেহের সহিত নিজের সত্তাকে একীভূত করিয়াছে। আত্মাই—প্রিয়, সুখময়, প্রেমাস্পদ, প্রীতির বিষয়,—'দেহটা' নহে। দেহ যদি প্রীতির বিষয় হইবে, তবে দেহটাকে জীব ছাড়িয়া দেয় কেন? জরাজীর্ণ অবস্থাতেও নিজের প্রতি—আত্মার প্রতি প্রীতি থাকে। যাহারা দেহাত্মবাদী, তাহাদিগকে এই যুক্তি দেওয়া হইতেছে। আত্মাই প্রিয়, আত্মাতে প্রীতি আছে বলিয়াই সমস্ত জগৎ দেহে আত্মবোধ করিয়া তাহাতে প্রীতি স্থাপন করিয়াছে।

জ্ঞানী অদ্বয়জ্ঞানের ব্রহ্ম-প্রতীতির, যোগী পরমাত্ম-প্রতীতির ও ভক্ত ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। জ্ঞানীর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের মধ্যে শক্তির লীলা-বৈচিত্র্য নাই। যোগী পরমাত্মার নিজস্ব বিচিত্রতা দেখিতে পায় না। সেখানে জীবশক্তি ও জড় পরিচয় বেশী, স্বরূপ-শক্তির পরিচয় নাই। কেবল ভক্তই পর-তত্ত্বের স্বরূপ, স্বরূপশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার পরিচয় যাহাতে আরও পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য ব্যাকুল হন, ইহাই বিরহ। ইহা ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের বা মিলনের অত্যন্ত পুষ্টি করে - বিলাসের পুষ্টি করে।

স্বরূপশক্তির ভজন—'নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বা প্রেম। আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের যাহা কিছু কার্য্য, তাহার মূলে দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তির কথা আছে। সর্ব্বাবস্থায় যে নিত্যসুখ, তাহা একমাত্র ভজনের দ্বারাই পাওয়া যায়। সূর্য্যের উদয় যে পরিমাণে হইবে, সেই পরিমাণেই অন্ধকার দূর হইতে থাকিবে। সুখ প্রাপ্তি বা সাক্ষাৎকার হইলে প্রেমভক্তি লাভ হইবে, দুঃখ আর থাকিবে না। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ইহাই গাহিয়াছেন,—'প্রেম ভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে'। অনুরাগমার্গে স্মরণ ও আবেশ আছে। এই আবেশ বা গতিশীলতার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে ও কাশীতে শ্রীদশাশ্বমেধ-ঘাটে—যেখানে দশটি ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হয়, তথায় কীর্ত্তন করিয়াছেন! এই রাগমার্গের ভজন-কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে শ্রীশ্রীস্বরূপ - রূপ সনাতন - রঘুনাথ-শ্রীজীবের ধারায় আমাদের গুরুবর্গ বিস্তার করিয়াছেন। পথ চলিতে কেহ শামুকের গাড়ী, কেহ বা মহিষের গাড়ী, কেহ বা ঘোড়ার গাড়ী, কেহবা মোটর-গাড়ী, কেহ বা বাষ্পীয় যান, কেহ বা এরোপ্লেনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যেখানে বাধা নাই, সেরূপ সীমাহীন আকাশের মধ্যে এরোপ্লেন চলে। 'শচীসূনু, নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দ প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং, ননু মন.'—ইহাই লোভ বা আবেশের কথা।

শ্রীধামে এইসকল শাক-সব্জী, মূলাগাছ, কলাগাছ, আমগাছ প্রভৃতি কিজন্য রোপণ করা হইতেছে? শ্রীশ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীশ্রীপতি, শ্রীঈশান ঠাকুর, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীধর—ইঁহারা সকলেই ঐসকল শাকশব্জী কৃপা-পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন—তাঁহাদের কৃপারূপে, যদি আমরা আমাদের সেবাবৃত্তি প্রদর্শন করি। 'সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। সে সঙ্গ না পাঞা কাঁদে নরোত্তম-দাস।'—এই লোভ বা আবেশ প্রকৃত বিরহীর চিত্তবৃত্তিতে থাকিবে।

যেখানে 'তাঁহারই আমি', সেখানেই আমার প্রকৃত সত্তা। পরতত্ত্ববস্তু অদ্বয়-জ্ঞানের সঙ্গেই আমার নিত্য সংসার। কোটি জন্ম পরে হইলেও আমাকে সেই সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের সংসারে আমার প্রভু থাকেন, আমি সেই প্রভুর সংসারে থাকি,—ইহাই আমার সত্তা। সাক্ষাদ্ভাবে সেই সংসার ও সঙ্গ না পাওয়ার দরুণ সুতীব্র জ্বালাবোধই বিরহানুভূতি

মিলন হয়—চিন্তার আবেশে, প্রীতিতে, বিরহে। 'পরতত্ত্ববস্তুর সংসার ও সঙ্গলাভ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি, আমি সেই গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিতেছি না। আমাকে আশ্রয় দিবার—আলোক দেখাইবার—পথ দেখাইবার—উপায় দেখাইবার পাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাক্ষাতে পাইতেছি না।'—এইরূপ চিত্তের স্থায়িভাবই শ্রীগুরুপাদপদ্মের জন্য বিরহানুভূতি।

'তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি', 'করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর।', 'কেন বা আছয়ে প্রাণ, কি সুখ পাইয়া। নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া' 'পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব' —এইরূপ চিত্তের ভাব হইলে আবেশ ও অভিনিবেশ উপস্থিত হয়। এই আবেশ ও অভিনিবেশেই প্রীতি বা মিলন হয়। শামুকের গাড়ীর মত চলিলে হইবে না। শামুকের গাড়ীতে চড়িলে সাক্ষাৎকার নাও হইতে পারে। এরোপ্লেনের মত চলিতে হইবে। বিরহের মধ্যে গতিশীলতা থাকে। গতিশীলতার কারণ—লোভ, আবেশ। চিত্ত যত নিম্মল হইবে, ততই গতিশীলতা বাড়িবে।

প্রয়োজনের পথে—রাগপথে নববিধা ভক্তির অনুশীলন একপ্রকার, আর পুলিশ, আদালত, নোটিশ, আইন প্রভৃতির দ্বারা বিধিপথে চলা আর একপ্রকার। লোভমার্গ—রাগমার্গ - আবেশমার্গ—ভাবমার্গ—নির-বচ্ছিন্ন ধ্যানমার্গ,—ইহাই আমার সত্তা, ইহাই আমার সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের জীবন হইবে, আমার যা' কিছু, ইহা লইয়াই। ইহা থামিবে না—নিরবচ্ছিন্ন প্রগতিতে অবিরাম চলিবে। এই বিরহই আমাকে গতিশীল করাইবে।

আমি ত' শামুকের গাড়ীতে চলিতেছি। আমাকে মোটর-গাড়ীতে, এরোপ্লেনে কে লইয়া যাইবেন? আমার সঞ্জীবনী-সুধা, আমার পাথেয় যে সেবারস, কে তাহার আস্বাদন করাইবেন? শ্রীগুরুদেব বিভু—সর্ব্বব্যাপক। তিনি অপ্রাকৃত শরীররহিত, নির্ম্মল, স্নিগ্ধ শিক্ষক চৈত্ত্যগুরুরূপে অন্তরে সর্ব্বক্ষণ সঙ্গ দান করেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি গুরুবর্গকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সুতীব্র বিরহ-বিধুরতার মধ্যে দর্শন করিয়াছেন। 'পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব'—এইরূপ দৈন্য-আর্ত্তিতে সিক্ত হৃদয়ক্ষেত্র অত্যন্ত বিগলিত থাকে বলিয়া তথায় শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপালতার বীজ সহজেই অঙ্কুরিত ও ফল-ফুলে সুশোভিত হয়।

শ্রীগুরুবর্গ যখন প্রকট থাকেন, তখন তাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবে উপদেশাদির দ্বারা আমাদিগকে গতিশীল হইবার সুযোগ প্রদান করেন। তাঁহাদের অপ্রকট লীলাকালে আমাদিগকে কে গতিশীলতায় রাখিবে?—এই-জন্যই অকপট হরিভজনেচ্ছুর বিরহ উপস্থিত হয়। [illegible] ও আশ্রয়বিগ্রহের জন্য বিরহের মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে বিষয়-বিগ্রহের সহিত মিলন করাইয়া দেন। বিষয়-বিগ্রহের সেবাপ্রাপ্তির জন্য যে আবেশ বা লোভ, তাহা অধিকতর গতিশীল হয়—আশ্রয়-বিগ্রহগণের কৃপা-প্রাপ্তির জন্য আর্ত্তি বা বিরহের দ্বারা। অতএব আশ্রয়-বিগ্রহগণের জন্য যে বিরহ, তাহা বিষয়-বিগ্রহের সেবার প্রতি লোভ ও অভিনিবেশকেই সুতীব্র গতি-শীল করাইয়া দেয়।

শ্রীগুরুবর্গ সম্পত্তিদশাতে লীলাপ্রবেশ করিয়া বিষয়-বিগ্রহের যে সেবায় অভিনিবিষ্ট আছেন, সেই সেবার কৈঙ্কর্য্যের প্রতি লোভ শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত লাভ হয় না। বিরহ বিধুর হৃদয় প্লুতস্বরে কেবল সম্বোধন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। এজন্য বিরহময় চিত্তবৃত্তিতে একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই মুখ্যা। শ্রীগুরুবর্গের সঙ্গ—তাঁহাদের নাম, গুণ ও লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদির মধ্যে লাভ হয়। লোভ হইলেই স্রোতের মধ্যে আসিয়া গেল, তখন গতিশীলতা কেবল বাড়িতে থাকে।

লোভ কাহাকে বলে? অভীষ্টদেবের প্রতি সর্ব্বক্ষণ অভিনিবেশ ও আবেশ ব্যতীত কিছুই ভাল লাগে না,—ইহা লোভের ব্যতিরেক লক্ষণ, আর অন্বয় লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি ভাবের রাগাত্মিক সেবকগণের যে-কোন একটী সেবার প্রতি হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি বা আকর্ষণ।

প্রত্যেক কার্য্যে যদি ভগবৎ-স্মৃতি না আসে, চিত্তটা যদি দৈন্য ও আর্ত্তিতে বিগলিত না হয়, সেবাতে উত্তরোত্তর আবেশ, অভি-নিবেশ, লোভ ও প্রীতি যদি না আসে, তবে সমস্তই বৃথা। স্মৃতি না হইলে জানিতে হইবে—তথায় বাধা আছে। যেখানে প্রীতি নাই, সেখানে স্মৃতিও নাই। বিষয়ীর বিষয়ে প্রীতি আছে বলিয়া হৃদয়টী সর্ব্বদা বিষয়স্মৃতিতে ভরপুর। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়-বিগ্রহ শ্রীনন্দ-নন্দনের নিজ-জনগণের প্রতি যাঁহার প্রীতি আছে, তাঁহাদের স্মৃতি আঠার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার অন্তরে লাগিয়া রহিয়াছে। কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, জড়-অহঙ্কার, জড়-অভিনিবেশ প্রভৃতি কোন বাধা থাকিলে পরতত্ত্বের প্রতি প্রীতি ও স্মৃতির উদয় হয় না। একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সেই বাধা দূর হইতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে ইহাই প্রার্থনা যে, তিনি কৃপা করিয়া এই স্মৃতি-রাহিত্য বিদূরিত করুন—শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির একটী কণিকা যেন তাঁহার কৃপায় আমাদের লাভ হয়।"

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥

প্রশ্নোত্তর

——::(•)::——

প্রশ্ন—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে সর্ব্বক্ষণ উপাস্য বস্তুর স্মরণ বা ধ্যানের কথা শুনা যায়, আর মনের দ্বারাই ত' উপাস্যবস্তুকে স্মরণ করিতে হয়। তাহা হইলে এই ধ্যানযোগ্য বা উপাস্য বস্তুকে 'অচিন্ত্য' বলা হয় কিরূপে?

উত্তর—আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব বৃত্তির দ্বারাই সেই পরমসত্যস্বরূপ বাসুদেবের ধ্যান বা চিন্তা হয়। রজঃ ও তমের অন্তর্বর্ত্তী অধিষ্ঠানরূপ মিশ্রসত্ত্ব বিশুদ্ধসত্ত্ব নহে। বিশুদ্ধসত্ত্ব ইহজগতের কোন বস্তু নহে।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

অধোক্ষজ শব্দে জড়েন্দ্রিয়ের অতীত। তাঁহাকেই ভগবান্ বলা যায়। তিনি কখনও মনুষ্য বা প্রাণিজগতের ভোগোন্মুখ জড়েন্দ্রিয়ের অধীন হন না। তিনি এই অধিকারটী সম্পূর্ণ রূপে নিজের করায়ত্ত রাখিয়াছেন।

প্রঃ—ভগবান্ যদি এইরূপ বস্তুই হন, তাহা হইলে উক্তশ্লোকে 'মনসা'-শব্দের প্রয়োগ কেন?

উঃ—ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্
প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥

অর্থাৎ ভক্তিযোগপ্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্পূর্ণরূপে সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব কান্ত্র, অংশ ও স্বরূপশক্তি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন।

সঙ্কল্প-বিকল্প-ধর্ম্মবিশিষ্ট হৃদয়ই প্রাকৃত লোকের মন, আর প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত চিত্তই পূর্ণপুরুষের বিহারস্থলী শুদ্ধমন। শ্রীগৌরসুন্দর এইজন্য বলিয়াছেন —

অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি॥

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন,—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম্ হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

জড় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের নাম বিষয়, ঐগুলির ভোক্তৃ অভিমানকারী মনই বিষয়াবিষ্ট অশুদ্ধ মন। সেই মনে কখনও পূর্ণপুরুষের আবির্ভাবের উপলব্ধি হয় না। নিত্য-শুদ্ধজীব সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত অনুসন্ধিৎ-নিত্যানন্দ-বস্তুর নিত্যসেবন প্রথায় চঞ্চল মনের অস্থিরতা মার্জ্জিত করিয়া ভক্তিচিত্তে সমাধি আনয়ন করিতে পারে। নিত্য-সেবোন্মুখ জীব ইন্দ্রিয়জ ভোগ বা নিরিন্দ্রিয় ত্যাগের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নির্ম্মল আত্মার নিত্যসেবাপ্রবৃত্তি ক্রমে সুদর্শন-প্রভাবে পূর্ণ-পুরুষের দর্শন লাভ করেন। শ্রীসরস্বতী-নদীর তটে 'শম্যা প্রাস'-নামক স্থানে বদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাস শ্রীনারদের শিক্ষা-অনুসারে এইরূপ শুদ্ধভক্তিযোগ-সমাহিত নির্ম্মলচিত্তে স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তৎপরাঙ্মুখী বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং স্বরূপতঃ চিন্ময় কৃষ্ণদাস জীব আপনাকে জড়ভোক্তা মনে করিয়া যে অনর্থের আবাহন করিয়া থাকে, আর অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযোগ অবলম্বন-দ্বারা কিরূপে তাহার সেই অনর্থের উপশম হইতে পারে, তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। 'পূর্ণ পুরুষ' শব্দে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে বুঝায়। কর্ম্ম বা জ্ঞান-চেষ্টায় পূর্ণপুরুষের দর্শনলাভ হয় না। কর্ম্মদ্বারা কর্ত্তৃভাবের প্রাপ্যবস্তু পাওয়া যায়, সেই জ্ঞানকার অতীত বস্তু পাওয়া যায় না নির্ভেদ-জ্ঞানের দ্বারাও পূর্ণপুরুষের দর্শনলাভ হয় না। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে সেব্য ও সেবক-সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু সাযুজ্যে তাহা থাকে না। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"—অর্থাৎ নিগুণা ভক্তি উদিত হইলে জীব ভগবানের স্বরূপ ও স্বভাব বিশেষ রূপে জানিতে পারে।

প্রঃ—মায়া জিনিষটি কি?

উঃ—"মীয়তে অনয়া ইতি মায়া"—যাহাকে মাপিয়া নেওয়া যায় তাহাই মায়া। ভগবান্—মায়াধীশ, তাঁহাকে মাপা যায় না যেখানে ভগবানকে মাপিয়া নেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়, তাহাই মায়া—ভগবান্ নয়। মা—যা=মায়া। এই মায়া পূর্ণপুরুষ ভগবানে গর্হিতভাবে আছে—মায়াবশযোগ্য অণুচেতন জীবের প্রতি বিশেষরূপে দণ্ডবিধান করিবার জন্য।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

এই অপরা শক্তিই মায়াশক্তি। অপরা-শক্তি নিরীশ্বর কপিলের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, কখনও বা বৈশেষিকের পরমাণু, কখনও জৈমিনীর অদৃষ্টবাদ, কখনও গৌতমের ষোড়শ পদার্থ, কখনও পাতঞ্জলের বিভূতি-কৈবল্যাদি, কখনও বা ব্রহ্মানুসন্ধানের ছলনায় অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবগণকে বাহ্য জগতের ক্রিয়ায় মুগ্ধ করিতেছে—বুঝিতে ভুল করাইতেছে।

প্রঃ—এরূপ কেন হয়?

উঃ—জীবের স্বতন্ত্রতা আছে বলিয়া।

প্রঃ—তাহা হইলে "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"—গীতার এই বাক্যের সার্থকতা কি?

উঃ—গীতার এই বাক্য ত' ঐ কথাই সমর্থন করেন। বিষ্ণুই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা, ঈশ্বর। জীব-সকল যে-যে কর্ম্ম করিয়া থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল বিধান করেন, পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বরের প্রেরণার দ্বারা কার্য্য করিতে থাকে। জীব—হেতুকর্ত্তা, আর ঈশ্বর—প্রযোজক-কর্ত্তা। জীব নিজকর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফল-ভোগের অধিকারী এবং যে ভোগিকর্ম্মের উপযোগী হইতেছে, সেই-সকল ফলভোগে ঐ কার্য্য-করণে প্রযোজক কর্ত্তারূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, আর জীব—ফলভোক্তা।

প্রঃ জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিল কেন?

উঃ—জীব বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের অণু-অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম্ম আছে বিন্দুতেও সেই জল-ধর্ম্ম অনুপরিমাণে রহিয়াছে। বিভু ভগবান্—পরম স্বতন্ত্র, সুতরাং তদীয় অণু অংশ জীবও তদনুসারে স্বতন্ত্রতা রহিয়াছে।

প্রঃ জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার কি ভগবানের প্রেরণার দ্বারা হইয়া থাকে?

উঃ—ভগবানের প্রেরণায় হইলে ত' তদ্দ্বারা ভগবানের সেবাই হইত, ভগবদ্-বিস্মৃতি হইত না।

প্রঃ—তাহা হইলে ভগবানের ইচ্ছার উপর সমস্ত নির্ভর করে—এই সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়? আমাদের কর্ম্মই যদি আমাদিগকে উদ্ধার করে, তাহা হইলে আর ভগবানের দরকার কি?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত এই কথার জবাব দিয়াছেন,—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

ইহ জগৎ হইতে যাঁহার ছুটী পাওয়ার যোগ্যতা হইয়াছে, তিনি বিচার করেন, পরম মঙ্গলময় ভগবানের উপর যদি দোষগুলি চাপাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেবা বৃত্তির অভাব হয়, কোন দিনই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে না। কিন্তু চেতনময়ী সেবোন্মুখতা ক্রমে যিনি সমস্ত অসুবিধা-গুলিকে ভগবানের অনুগ্রহ বা দয়া বিচার করিয়া ভগবানের প্রতি আরও অধিকতর আকৃষ্ট হন, তিনি অনায়াসে মুক্তিপদের অধিকারী।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

——:•.——

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও [illegible] পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি-পূজা মহোৎসব [illegible] শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গত ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার-দিবস সঙ্কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে সর্ব্বক্ষণ পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছিল। সন্ধ্যা [illegible] ঘটিকায় শ্রীমঠের নাটমন্দিরে একটী মহতী সভায় অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের অত্যমর্ত্ত্য ভুবনপাবনী লীলা ও অসীম কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহানাম কীর্ত্তন হয়। পরে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের অহৈতুকী কৃপায় গত ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পঞ্চম-বার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐদিবস প্রত্যূষে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকাদে শ্রীগুর্ব্বষ্টক্পনা, গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনগীতি কীর্ত্তন হইলে পর '[illegible]' এর পাঠ হয়।

দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হয়।

অপরাহ্ণে মঠ সেবকগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রার্থনা-মুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপার কথা আলোচনা করেন। [illegible] প্রেমধন বরণ্য [illegible] কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যা রাত্রিকে [illegible] গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া' ইত্যাদি কৃপাপ্রার্থনা-সূচক গীত কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের [illegible] শিক্ষার কথা কীর্ত্তন করেন। [illegible] উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ [illegible] হয়।

শ্রী[illegible]মঠে

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম তিন দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৵০	।০
		১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲		৪৲	
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮	৬৲	৬	
" " এক কলম	১২	১০৲	১০৲	

এক বৎসর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

ফ্রান্সে নাৎসী আধিপত্যের পরিণাম

জার্ম্মাণীর সহিত "সহযোগিতার নীতি" অবলম্বনের ফলে বর্ত্তমান শীতকালেই ফ্রান্সে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

জার্ম্মাণরা সম্প্রতি ফ্রান্সে খাদ্যদ্রব্যের অর্ডার দিয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য সরাসরি জার্ম্মাণীতে রপ্তানী হয় না, সে সকল ক্ষেত্রেও তাহা বিবিধ প্রকার ধাতুদ্রব্যের মূল্য হিসাবে স্পেনে প্রেরিত হয়। জুতা একবার ছিঁড়িয়া গেলে এখন ফ্রান্সে জুতা মেরামত করাও মুস্কিল। কয়লা প্রায় নাই বাল্লেই চলে। বন হইতে কাঠকুটা কুড়াইয়া আনাও ফরাসীদের পক্ষে নিষেধ, কারণ এই সকল জালানি কাঠ জার্ম্মাণদের জন্য মজুত করা হইতেছে। শীতের প্রকোপ এড়াইবার জন্য সন্ধ্যা বেলায় বহু লোক আসিয়া একটি মাত্র ঘরে জড় হয়।

কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য কেবল নির্দ্দিষ্ট দিন বা নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া বিক্রয় করিতে দেওয়া হয় না। আধ সের ... দুই সের আলু, এক সের মাংস এবং এক পোয়ারও কম চাউলে চার সপ্তাহ চালাইতে হইবে। ছোট-খাট মাছ ছাড়া সকল মাছই জার্ম্মাণদের জন্য বাঁধা আছে। রেস্তরাঁগুলিতে কাঠবিড়ালী ও কাকের মাংস দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক মাস ধরিয়া আলু এবং মাংস মোটেই পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এ অবস্থায় যে প্যারিসের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইবে, ইহা বিস্ময়কর নহে। ১৭ই নভেম্বর হিসাবে দেখা যায়, প্যারিসের মৃত্যুর হার শতকরা ২১ জন হিসাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

ফ্রান্সে এখন জামাকাপড় ক্রয় করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ খোঁজখবর না করিয়া কাহাকেও জামাকাপড় কিনিবার অনুমতিপত্র দেওয়া হয় না। সম্প্রতি এক নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে যে, একটি নূতন সুটের বদলে দুইটি পুরাতন সুট না দিলে নূতন সুট কিনিবার অনুমতি পত্র দেওয়া হয় না।

লিবিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর আরো অগ্রগতি

মধ্যপ্রাচ্যের একটি ইস্তাহারে আলজিরা অধিকারের সংবাদ ২৫শে নভেম্বর ঘোষিত হইয়াছে।

উক্ত ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, তোব্রুক হইতে প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইয়া বৃটিশ বাহিনী ২০ হাজার শত্রু-সৈন্যকে বন্দী করে।

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৮ই নভেম্বর হইতে ২৩শে নভেম্বর মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ১২০টী শত্রুপ্লেন ধ্বংস করা হইয়াছে।

৬০ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত

সোভিয়েট বেতারে ২৬শে নভেম্বর যে বলা করা হইয়াছে যে, রুশ-যুদ্ধে জার্ম্মাণীর নিহত আহত অথবা বন্দী সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ।

সোভিয়েট ইনফর্মেশন ব্যুরোর হিসাবের উল্লেখ করিয়া মস্কো বেতার ঘোষণাকারী বলেন, সোভিয়েটের প্রায় ২১ লক্ষ ২২ হাজার সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার নিহত, ১১ লক্ষ আহত ও ৫ লক্ষ ২০ হাজার নিখোঁজ হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের ১৫ হাজারের অধিক ট্যাঙ্ক, ১৩ হাজার প্লেন ও ১৯ হাজার কামান ধ্বংস হইয়াছে। পক্ষান্তরে সোভিয়েটের ৭ হাজার ৯ শত ট্যাঙ্ক, ৬ হাজার ৪ শত প্লেন ও ১২ হাজার ৯ শত কামান খোয়া গিয়াছে।

রাষ্টভে লালফৌজের সাফল্য

সংবাদদাতা জোন্সের একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গত কয়েকদিন রোষ্টভ এলাকার যুদ্ধে বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ সৈন্য পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। দশ সহস্র জার্ম্মাণ হতাহত এবং ৫০টির অধিক ট্যাঙ্ক ও ১৩০টি কামান খোয়া গিয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে।

বৃটিশ অভিযানের সাফল্য

গত ২৮শে নভেম্বরের একখানা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ এবং নিউজিল্যাণ্ড-বাহিনী শত্রুপক্ষীয়দের দৃঢ় প্রতিরোধ সত্ত্বেও তোব্রুকের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে।

লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহল বলিয়াছেন যে, লিবিয়া যুদ্ধের অবস্থা উন্নতির পথেই চলিতেছে। জানা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণ আক্রমণকারী দল বার্দ্দিয়া হালফায়া এবং সিদি আজেজের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে শত্রুপক্ষীয়দের একটী ক্ষুদ্র সেনাদলের সহিত যোগদান করিতে অক্ষম হইয়াছে।

বৃটিশবাহিনী কর্ত্তৃক ১৫ হাজার ইটালীয়ান বন্দী

বৃটিশ বাহিনী গাম্বুট দখল করিয়াছে।

১৫ সহস্র ইটালীয়ানকে বন্দী করিয়া লিবিয়ায় আনয়ন করা হয়। উক্ত ১৫ সহস্র ইটালীয়ানদের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদল ৮ হাজার ইটালীয়ানকে বন্দী করে।

লিবিয়া যুদ্ধ-সম্পর্কিত একটি জার্ম্মাণ এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, বার্দ্দিয়া সোল্লাম রণাঙ্গনে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সজ্জনতোষণী কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১২ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৭ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, বুধবার { ২২৭-২৮তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তি বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ নারায়ণ, স্থানু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

বিষয়-প্রীতি ও কৃষ্ণ-প্রীতি

——::০::——

'বিষয়'-শব্দে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি ভোগ্য-বস্তু, স্ত্রৈণবস্তু, সম্পত্তি, ধন ইত্যাদি বুঝায়। মায়াবদ্ধ জীব আমরা যে-দিন হইতে আমাদের নিত্য পিতা কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়াছি, সেই দিন হইতে আমরা কৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা শক্তি মায়া-দ্বারা মোহ-বিভ্রান্ত হইয়া আমাদের স্থূল-লিঙ্গ-দেহে 'আত্ম' বা 'আমি'-বুদ্ধি, আর সেই দেহমনের সম্পর্কিত সকল বস্তুকে 'আমার'-বুদ্ধি করিতেছি। তৎফলে সেই দিন হইতে ভোক্তৃ-অভিমানে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, পাণি, পায়ু পাদ, উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের রাজা মনের দ্বারা দৃশ্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি আমাদের চিত্তে জাগিয়াছে। সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়-দ্বারা এইপ্রকার বিষয়চিন্তা বা বিষয়ভোগ করিতে করিতে বিষয়ের সঙ্গ ফলে বিষয়ের প্রতি আমাদের প্রাণের বা মনের এত বড় একটা আসক্তি, এত বড় একটা অনুরাগ, এত অধিক প্রীতি জন্মিয়াছে যে, প্রাণনাশের আশঙ্কা হইলেও বিষয়ের প্রতি এই আসক্তি বা প্রীতি পরিত্যাগ করিতে পারি না—অতি প্রিয় প্রাণকে পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারি, তবুও বিষয় ছাড়িতে পারি না।

এই বিষয়ের প্রতি কি প্রকারে আমাদের এত অধিক প্রীতি জন্মে এবং তৎফলে পরিণামে আমাদের কি প্রকার অবস্থা ঘটে, এতদ্বিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে জানাইতেছেন,—

> ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ
> ক্রোধোঽভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-
> বিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
> (গীতা ২।৬২, ৬৩)

অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করিতে করিতে লোকের বিষয়ের সঙ্গ হয় বা ভোগ করার স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধি-নাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

এখানে 'সর্ব্বনাশ'-শব্দে—জীবাত্মা বা অণুচেতনের স্বভাব বা ধর্ম্ম লোপ হইয়া যাওয়াকে বুঝায়। শ্রীভগবানের উপরি-উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আমরা সকলেই স্বরূপে বিভুচেতন বা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অণু-অংশ। এই শ্রীকৃষ্ণই গীতার ১৫শ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে বলিয়াছেন "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" অর্থাৎ সনাতন বা নিত্য জীবসকল আমারই (শ্রীকৃষ্ণের) বিভিন্নাংশ। সুতরাং কৃষ্ণ হইতে আমাদের উৎপত্তি বলিয়া, আমরা কৃষ্ণের অণু-অংশ বলিয়া আমাদের স্বরূপের অর্থাৎ আত্মার, অণুচেতনের স্বাভাবিক বৃত্তি বা ধর্ম্ম—কৃষ্ণকে পিতা বা প্রভু মনে করা, কৃষ্ণের অধীন থাকা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিবিধান করা। কৃষ্ণ—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, আমরা সেই কৃষ্ণের পুত্র বা অণু অংশ বলিয়া আমাদের স্বরূপেও সেই স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম আছে। 'স্বতন্ত্রতা' বলিতে নিজের ইচ্ছামত চলা অর্থাৎ 'আমার ইচ্ছা হইলে এই কার্য্য করিব, ইচ্ছা না হইলে করিব না'—এইরূপ প্রবৃত্তির নাম স্বতন্ত্রতা।

জগৎপিতা কৃষ্ণ তাঁহার পুত্র আমাদিগকে উপদেশ করিলেন,—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" (পদ্মপুরাণ) অর্থাৎ বিষ্ণুকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিবে—ইহাই বিধি, কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না—ইহাই নিষেধ। অন্যান্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধ উক্ত মূলবিধি ও নিষেধদ্বয়ের অনুগামী কিঙ্কর। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" (শ্রীমন্মহাপ্রভু)—সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা আমাদের পিতার এইসমস্ত বিধি বা আদেশ পালন না করিয়া অর্থাৎ "সর্ব্বক্ষণ পিতা কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহার নাম-গুণ কীর্ত্তন করিতে হইবে, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' অর্থাৎ লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে হইবে—পিতার এই বিধি বা আদেশ লঙ্ঘন করিয়া "কখনও পিতাকে—কৃষ্ণকে ভুলিলে চলিবে না," —এই নিষেধসূচক বাক্যই পালন করিতেছি, অর্থাৎ কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছি।

পিতা কৃষ্ণের এইসমস্ত আদেশ পালন করাকে আমাদের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, আর লঙ্ঘন করাকে আমাদের স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার বলে। অণুচেতন জীবাত্মা আমরা, আমাদের চেতনের, স্বরূপের বা স্বাভাবিক ধর্ম্মের লক্ষণ বা পরিচয় হইল—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কায়মনোবাক্যের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ পিতা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-বিধান বা সেবা করা। ইহাই আমাদের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। কিন্তু আমরা পিতার কুপুত্র বলিয়া পিতার পূর্ব্বোক্ত আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পিতার অধীন থাকিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবা করিবার পরিবর্ত্তে—যে পিতা বলিলেন,—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" (গীতা) অর্থাৎ আমিই (কৃষ্ণই) সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, সেই পিতার আসনে বসিয়া অর্থাৎ আমরা নিজে ছোটখাট কৃষ্ণ সাজিয়া সমস্ত জগৎকে আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুজ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অহর্নিশ তাহা ভোগ করিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহার নাম—আমাদের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার।

এইরূপভাবে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ধ্যান করিতে করিতে আমাদের মনে ক্রমশ অসংখ্য কামনা বা আশার উদয় হয়, সেই কামনা-পরিপূরণে বাধা উপস্থিত হইলে ক্রোধ হয়, সেই ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ হয় অর্থাৎ আত্মা বা চেতনের যে নিত্যধর্ম্ম বা স্বভাব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের স্মরণ, তাঁহাদের পাদপদ্ম চিন্তা, তাঁহাদের সেবা তাঁহাদের নাম-গুণ-কীর্ত্তন—এইসব কথা সম্পূর্ণরূপে

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ভুলিয়া যাই। আমরা তখন আচ্ছাদিত-চেতন অর্থাৎ বৃক্ষ-লতা, তৃণ-গুল্ম, পাহাড়-পর্ব্বত ইত্যাদির ন্যায় জড়-অবস্থা লাভ করি। তখন আমাদের মধ্যে চেতনের ধর্ম্মের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ইহারই নাম চেতন-বৃত্তিলোপ, আত্মবিনাশ বা সর্ব্বনাশ। বিষয়-প্রীতির এইরূপ শোচনীয় পরিণাম।

যাঁহারা পিতা কৃষ্ণের সুপুত্র—যাঁহারা কৃষ্ণকে আপনার পিতা বলিয়া জানেন—যাঁহারা জারজ-সন্তানের ন্যায় যাহাকে তাহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করেন না—যাঁহারা পিতা কৃষ্ণের বাধ্য ও স্নেহের পাত্র, সেই সাধু-গুরু-বৈষ্ণব ও তাঁহাদের দাসানুদাসগণ নিজেরা ভোক্তা সাজিয়া, পিতার আসনে বসিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগ বা জগৎ ভোগ করিতে ধাবিত হন না, তাঁহারা বিষয়-ভোগীর যেরূপ বিষয়েতে প্রীতি, সেইরূপ কৃষ্ণবিষয়ে প্রীতি কামনা করেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণের সুপুত্র, নিজ-জন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদীয় পিতা নিত্যারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন,—

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥

(গীতাবলী)

মায়াবদ্ধ, বিষয়াসক্ত আমাদের জড়-বিষয়ের প্রতি যেপ্রকার প্রাণের টান, অনুরাগ আসক্তি, আস্থা বা প্রীতি আছে আপন পিতা বা নিত্যারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি সেইপ্রকার প্রীতি-লাভের আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিত্তে জাগুক,—আমরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইপ্রকার প্রীতির কাঙ্গাল হই,—উপরি-উক্ত বাক্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহাই আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন।

জড়বিষয়ে প্রীতি এত বড় একটা নিন্দনীয় যে, আমরা কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা যোগী হইয়া ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী সাজিয়া মঠে বাস, গুরুগৃহে বাস, সাধুসঙ্গ, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অভিনয় করিয়া এই বিষয়-প্রীতি পরিত্যাগ করিতে পারি না। স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে সকলেই ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়-সুখভোগে এতদূর প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, চিত্তকে কোনপ্রকারে এই বিষয় হইতে ছাড়াইতে পারি না। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি এইপ্রকার প্রীতি উদিত হইলেই আমাদের জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। নিত্যপিতা কৃষ্ণের প্রতি, নিত্যসেব্যের প্রতি নিত্যপুত্র বা নিত্যসেবক আমাদের স্বরূপে এইপ্রকার স্বাভাবিক প্রাণের টান বা প্রীতি আছে যে প্রীতিকে কোন প্রকারে ছাড়ান যায় না। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা স্বরূপবিস্মৃত হইয়া বিরূপে অবস্থিত থাকায় আমাদের স্বরূপের স্বাভাবিক প্রীতি বা টান—যাহা একমাত্র কৃষ্ণে প্রযোজ্য, তাহা বিকৃত হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রধাবিত হইয়াছে।

শ্রীমুরারিগুপ্ত ও শ্রীঅনুপম-বল্লভের নিজ-নিজ সেব্যবস্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কিপ্রকার প্রাণের টান বা প্রীতি আছে, তাহা পরীক্ষার জন্য যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতন তাঁহাদিগকে রাম-উপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা উভয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইয়াছিলেন,—

কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্রে প্রভু মোর করাহ মরণ॥
এইমত সর্ব্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু করে নিবেদন॥
রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথ চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়॥
তা'তে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বিষয়ী রাজা বলিয়া মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে কোনপ্রকারে দর্শন দিবেন না জানাইলেন তখন শ্রীপ্রতাপ-রুদ্র অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন,—

শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
পাপী, নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই মাধাই কবিয়াছেন উদ্ধার॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি' করিবে জগৎ নিস্তার।
—এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার॥
তাঁর প্রতিজ্ঞা—মোরে না
করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা
ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ—সব অকারণ॥
প্রভু কৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায়॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী॥

(চৈঃ চঃ)

ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে ম্লেচ্ছগণ যখন বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিতে করিতে হরিনাম-ত্যাগের কথা বলিতে লাগিল, তখন তিনি বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—

খণ্ড খণ্ড হই' যদি যায় দেহ প্রাণ।
তবু না ছাড়িব বদনে হরিনাম॥

(চৈঃ ভাঃ)

এই সব অনন্ত দৃষ্টান্তই একমাত্র সেব্যবস্তু-আরাধ্যবস্তু শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি আন্তরিক প্রীতির লক্ষণ। আমরা—যাহারা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ গৃহস্থ, কেহ বানপ্রস্থ, কেহ বা সন্ন্যাসীর বেশে গৃহস্থ-ভক্ত বা মঠবাসী-নাম ধারণ করিয়া একমাত্র হরিভজন, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা ব্রত বলিয়া জানাইতেছি, সেই আমাদের শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি এইপ্রকার প্রীতির উদয় হইয়াছে কি?—না, এই প্রকার প্রীতি-উদয়ের জন্য আমরা নিষ্কপটভাবে যত্ন-চেষ্টা করিতেছি? বিষয়ী-লোকের বিষয়ের প্রতি এতদূর প্রাণের টান, আসক্তি বা প্রীতি যে, তাঁহারা প্রাণ ছাড়িতে পারে, তবুও বিষয়-ভোগ বা বিষয়াসক্তি ছাড়িতে পারে না। শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিজ-জনগণ—শ্রীসাধু গুরু-বৈষ্ণবগণ ও তাঁহাদের অনুগত দাসানুদাস-গণেরও স্বীয় অভীষ্টদেবের প্রতি তাঁহাদের প্রাণের স্বাভাবিক টান, আসক্তি বা প্রীতি এত গাঢ় বা এত অধিক যে, তাঁহারা অনায়াসে প্রাণ ছাড়িয়া দিতে পারেন, তবুও তাঁহাদের একমাত্র নিত্যারাধ্যদেবের পাদপদ্ম ছাড়িতে পারেন না। বিষয়ী বিষয় ছাড়িতে পারে না, বিষয়ও তাহাকে ছাড়িতে চায় না। তদ্রূপ প্রকৃত গুরুসেবকগণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম ছাড়িতে পারেন না, আবার শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবগণও তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারেন না। ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবানের, সেব্য ও সেবকের, প্রভু ও ভক্তের মধ্যে ইহাই পরস্পরের প্রীতিবৈশিষ্ট্য।

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৪।৪৬)

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের প্রতিও আমাদের এই প্রকার প্রাণের টান বা স্বাভাবিক প্রীতির উদয় না হইলে—তাঁহাদিগকে আমাদের ইহ-পরকালের একমাত্র পরম-হিতাকাঙ্ক্ষী, পরমবন্ধু বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস না হইলে আমাদের গুরুগৃহে বাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গ, সেবা, হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন—সমস্তই বৃথা বা কেবল অভিনয়-মাত্র হইয়া যাইবে। অতএব আমরা আমাদের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার"—এই আত্মমঙ্গলময়ী উপদেশটী সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিয়া ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অভিন্নবিগ্রহরূপে বিদ্যমান পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অহৈতুক কৃপাগুণে শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের প্রতি আমাদের এইরূপ স্বাভাবিক অনুরাগ বা প্রীতি-বর্দ্ধনের জন্য অনুক্ষণ আমাদিগকে স্বীয় আচরণ ও উপদেশ প্রদানের দ্বারা যে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাহা যেন আমরা সাদরে অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া আত্মমঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারি, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে এরূপ সুবুদ্ধি প্রদান করুন,—তাঁহাদের শ্রীচরণে ইহাই প্রার্থনা।

প্রশ্নোত্তর

(২)

প্রশ্ন শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো"-(১০।১৪।৮) শ্লোকে জীব-সকল যে কর্ম্মফল বা সুখ-দুঃখ ভোগ করে, ঐসকল নিজ-কৃত কর্ম্মফলকে বা সমস্ত অসুবিধাগুলিকে ভগবানের অনুগ্রহ বা দয়া বিচার করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তাহা হইলে আমরা যে পাপ করি, তাহাও কি ভগবানের দয়া?

উত্তর না, তাহা নয়। পাপের প্রবৃত্তি দিয়াছেন—আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য, যেমন—শিশুর অন্ন-প্রাশনের সময় পিতা-মাতা শিশুর রুচি পরীক্ষা করিবার জন্য শিশুর কাছে পয়সা, কড়ি, খৈ, ধান ভাগবত-পুঁথি প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন, আর শিশু তাহার রুচি-অনুসারে সেইগুলি গ্রহণ করে,—উপনয়নের সময় যেমন আচার্য্য মানবকের বৃত্তি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা সেবাবিমুখ থাকাকালে শ্রীভগবানের দয়ার কার্য্যকে নিষ্ঠুরতা বা নির্দ্দয়তা বলিয়া মনে করিয়া থাকি। 'অনুগ্রহ' বা 'কৃপা'কে দণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিলে আমাদের সেবোন্মুখতা বা ভগবানের প্রতি আনুরক্তির অভাব হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়। যিনি সেই ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেবা বা কৃপা লাভ করিতে উৎসুক, ভগবান্ সেই আশ্রয়প্রার্থীর ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার (আশ্রয়-প্রার্থীর) নিকট অনেক বিপদ্ আপদ্, অসুখ-অশান্তি, অসুবিধা আনিয়া ফেলেন, যেমন—ব্যাধি-নিরাময়ের জন্য ডাক্তারের নিকট গেলাম, তিনি অত্যন্ত তিক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন বা ছুরিকা দিয়া ফোঁড়ার মুখ খুলিয়া দিলেন। তাহাতে আমার যে কষ্ট অনুভব হয়, তজ্জন্য আমি ডাক্তারের প্রতি বিরক্ত—অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যদি মারিতে যাই, ডাক্তার নির্দ্দয়, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন বলিয়া বিচার করি, তাহা হইলে আমার দিক্ হইতে বিচারটা ভুল হইয়া গেল। প্রকৃত মঙ্গলকারীকে—দয়াবান্‌কে অমঙ্গলকারী ও নির্দ্দয় বলিয়া ভুল করিয়া বসিলাম।

ভগবানের মায়া প্রলোভনের জিনিষগুলি এই জগতে সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। কত রকম টোপ, বঁড়শী, যাঁতা-কল, জাল, শিকল, আমার কাছে এরূপভাবে রহিয়াছে যে, আমি যাহাতে পৃথিবীর জালে বা মায়া-জালে আরও বেশী করিয়া জড়াইতে পারি। এই সকল বঁড়শীর প্রলোভনে পড়িয়া কখনও আমি যথেচ্ছাচারী অসৎকর্ম্মী হইতেছি, কখনও বা যাঁতা-কলের প্রলোভনে পড়িয়া লোকহিতকর কার্য্য করিবার নামে সৎকর্ম্মী হইতেছি। কখনও নির্জ্জন-ব্রহ্মানুসন্ধানকে ভাল মনে করিতেছি, শাক্যসিংহ, কপিল ও

শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মতকে আদর করিতেছি। সর্ব্ববাদ ও নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানবাদ —এই দুইপ্রকার অন্যাভিলাষময় বিচারে প্রতারিত হইয়া যাহারা ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের যোগ্যতা বুঝিয়া মায়াদেবী তাঁহাদের প্রলোভনের জন্য সেরূপ বিচিত্র টোপ সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

ভগবানের কথায়—ভগবানের নাম-গুণ-কীর্ত্তনে, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হইলেই জীবের প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইবে, মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। ভগবান্ কাহারও স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না, তিনি চেতনধর্ম্মের হন্তারক নহেন। চেতনতার বৈশিষ্ট্যে বাধা না দেওয়া তাঁহার নিদ্দয়তারই পরিচয় হইত। তিনি চেতন-বৃত্তির নিকট চেতনবৃত্তির সৎ ও অসদ্ব্যবহারগুলি জানাইতেছেন মাত্র। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—জৈমিনী-ঋষির অভ্যুদয়বাদের কথা বা দত্তাত্রেয় শঙ্করাদির নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের কথায় নিরত হইও না। উহা চেতনতা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার নয়। ভগবানের সেবারূপ কর্ম্ম কর—ভগবানের সেবা যাহাতে না হয়, ঐরূপ কর্ম্ম করিও না। শ্রীচৈতন্যদেব অচিদ্-অনুভূতিযুক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য—চেতনতা উৎপন্ন করিবার জন্য এইসব কথা বলিয়াছেন।

এই জগতের কেহই দুঃখনাশের উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। পুত্রশোককাতরা জননী বক্ষে করাঘাত করেন, মাথা কুটেন—দুঃখ বিনাশের জন্য, রোগী গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি করে—আশু প্রতিকার পাওয়ার জন্য, ফলাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মি-সম্প্রদায় বিভিন্ন ব্যবস্থাদ্বারা আশু প্রতিকারেরই চেষ্টা করিতেছেন। আমার তাৎকালিক উপশম পাওয়া দরকার—ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মি সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত অভিলাষ। তাঁহারা আপাতসুখকর ব্যাপারে প্রলুব্ধ হইয়া মায়ামরীচিকার প্রতি ধাবিত হইতেছেন। আপাতসুখলাভ বা আশু-প্রতিকার-প্রণালী হইল—পৃথিবীর বাদশাহ হইব স্বর্গের ইন্দ্র হইব—জগতের বহুসুখের ভোক্তা বা প্রদাতা হইব—এইসকল। ইহা ঈশাবমুখতা মাত্র। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানও আশুপ্রতিকার-প্রাপ্তির চেষ্টারই আর একটা দিক্, আমার কিছু শুল্ক, পারিশ্রমিক দরকার—কোন না কোন আকারে। আমরা যে ভগবানের অবিচ্ছিন্ন অংশ, তাহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত মনে করিলেই ভোগ করিতে ধাবিত হই। তখন মনে করি, আমার কুকুর দাসত্বর সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক—যুদ্ধধর্ম্মে প্রমত্ত হওয়া আবশ্যক—পাঁচটা লোককে সামাজিক সভ্যতার আদ্য কর্ত্তব্য ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব চেষ্টা ভগবদ্বিস্মৃতির ফলমাত্র এই সকল প্রবৃত্তি দোষদুষ্ট।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ
কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"
(গীতা)

জীবাত্মা—গুণাতীত বস্তু, জীব মায়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভগবদুপাসনা করেন। কিন্তু মায়ার ক্ষমতা অনেক অধিক। বহির্ম্মুখ জীবের প্রবৃত্তি বা অভিলাষ হইয়াছে—মায়াতে আবদ্ধ হওয়া, মৎস্য হইয়া টোপ খাওয়া, স্ত্রী পুত্র-কন্যা পৌত্র প্রপৌত্র-বৃদ্ধপ্রপৌত্র—যাহাদের সঙ্গে কোনও কালে দেখা হইবে না তাহাদের ভোগের জন্য অমূল্য জীবন নষ্ট করা—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভোগের ইন্ধন যোগাড় করিয়া রাখিয়া যাওয়া। তালগাছ পুতিলাম, তাহার ফল পাইবে অন্যে—যাহার সঙ্গে আমার কখনও দেখা হইবে না, আমার কষ্টকষ্টের সঞ্চিত ধন দৌলত যে একদিন উড়াইয়া দিবে, তাহার জন্যই আমার সব চেষ্টা, এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে একটী শ্লোক আছে,—

কামাদানাং কতি না কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন
ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং
নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

অর্থাৎ হে ভগবন্, আমি কামাদি রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট-আদেশ পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না, লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হইল না। হে যদুপতে। সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমার অভয় চরণে শরণাগত হইয়াছি। তুমি এখন আমাকে তোমার দাস্যে নিযুক্ত কর।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবলম্বকাঃ
বয়ন্তু হরিদাসানাং পদত্রাণাবলম্বকাঃ।

অর্থাৎ কর্ম্মপ্রধান ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে গৌণভাবে স্বীকার করেন, জ্ঞানিসম্প্রদায় ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া যাইবার বাসনা করেন, কিন্তু আমরা সেরূপ কোন দুরাশা পোষণ করি না। আমাদের আশা, যেন আমরা চিরকাল হরিদাসগণের জুতাবরদার হইতে পারি।

গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্তভাগবতের—সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় যে দিন আমাদের এই প্রকার সুবুদ্ধির উদয় হইবে—যে দিন তাঁহাদের এইসব উপদেশ অবনতমস্তকে স্বীকারপূর্ব্বক জীবনে পালন করিবার জন্য আমরা যত্নবান্ হইব, সেই দিনই বিপদ্-আপদ্, দুঃখ-কষ্ট-অসুবিধাকেও ভগবানের অনুগ্রহ বা কৃপা বলিয়া উপলব্ধির বিষয় হইবে। নতুবা ভগবানের অতি দয়ার কার্য্যকেও আমরা নির্দ্দয়তা বা নিষ্ঠুরতা বলিয়া বিচার করিব।

আমার জীবন

——::(•)::——

আমি একজন সেবাবিমুখ ব্যক্তি। স্বরূপ-বিস্মৃতি, অসত্তৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ—এই চারিপ্রকার অনর্থের দ্বারা সর্ব্বদা আমি কবলিত। আমি বহির্দৃষ্টিতে গুরুগৃহে বাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গ তাঁহাদের সেবা, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের অভিনয় করিতেছি। গৃহস্থ ও মঠবাসী গুরুসেবকগণ আমাকে 'বৈষ্ণব'-বুদ্ধি করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামাদির দ্বারা সম্মান করেন, আমার প্রশংসা করেন, আমাকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন, আমার কত সেবা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকেন।

শ্রীগুরু-সেবকগণের নিকট হইতে এই প্রকার সম্মান-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া ও সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া আমিও মনে মনে দৃঢ়রূপে স্থির করিয়াছি যে, আমি খুব বড় একজন বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি, মঠের অন্যান্য গুরুসেবকগণ সকলেই আমা অপেক্ষা বুদ্ধি, বিচার, যোগ্যতা ও ভজনে হীন। অপর সকলেরই কত দোষ, ভুল, ত্রুটী-বিচ্যুতি, অপরাধ প্রভৃতি ভক্তি-প্রতিকূল বিচার-আচার, চিন্তাস্রোত আছে, কিন্তু আমাতে কোনপ্রকার দোষ, ভুল, ত্রুটী নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ, আমি বহুকাল যাবৎ গুরুগৃহে বাস করিতেছি—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের মুখে কত হরিকথা শুনিয়াছি—তাঁহাদের কত সেবা করিতেছি, সুতরাং আমাতে কোন প্রকার দোষ, ভুল ত্রুটী-বিচ্যুতি, অপরাধের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। আমি এতদিন হরিভজন করিয়া এখন কনিষ্ঠ-অধিকার হইতে মধ্যম-অধিকারে উপনীত হইয়াছি—মধ্যম-অধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি। আর কিছু দিন গুরুগৃহে বা মঠে বাস করিতে পারিলেই উত্তম-অধিকারী বা মহাভাগবত বৈষ্ণবের পদবী লাভ করিব।

আমার ন্যায় একটী পতিতাধম, সেবা-বিমুখ জীবকে এইপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত, দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত, এইপ্রকার মায়া-মোহিত—এই প্রকার অনর্থসমূহের দ্বারা অভিভূত দেখিয়া শ্রীগৌর-নিজ-জন, পরদুঃখদুঃখী, পরমকরুণাময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এ হেন নরাধমের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া আমার জীবনের কথা আমাকে এইরূপ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—

আমার জীবন সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥
নিজ সুখ লাগি' পাপে নাহি ডরি,
দয়া-হীন, স্বার্থপর।
পর সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর॥
অশেষ কামনা হৃদি-মাঝে মোর,
ক্রোধী, দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা গর্ব্ব-বিভূষণ॥
নিদ্রালস্য-হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া শাঠ্য-আচরণ,
লোভহত, সদা কামী॥
এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্য্য-শূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জরজর॥
বার্দ্ধক্যে এখন উপায়-বিহীন,
তা'তে দীন-অকিঞ্চন।
ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন॥
(শ্রীশরণাগতি)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত কথাগুলি আমি একটুক্ স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলাম,—শ্রীল ঠাকুরের প্রত্যেকটী কথা আমার জীবনের সঙ্গে একমিল হইয়া যাইতেছে। আমি সত্য-সত্যই সর্ব্বক্ষণ নানা পাপাচরণ রত, প্রকাশ্যে ও গোপনে কত সময় যে কতপ্রকার পাপাচরণ, বিগর্হিত কার্য্য করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। জীবনে কোন দিন কোনপ্রকার পুণ্য-কার্য্যও করি নাই। দেহ-সম্পর্কীত পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন এবং ইহ-পরকালের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও তদনুগ জনগণকে কত সময় কত বিষয়ে কত উদ্বেগ দিয়াছি ও দিতেছি, হিংসার বশীভূত হইয়া কত জীবকে কত ক্লেশ দিয়াছি, নিজের স্থূল-সূক্ষ্মদেহের সুখ-সুবিধা-আরামের জন্য পাপ-কার্য্যকে ভয় করি নাই অর্থাৎ নানা প্রকার পাপাচরণের দ্বারা নিজের দেহ-মনের সুখ-সুবিধা-আরাম লাভ করিয়াছি ও করিতেছি। আমি নিতান্ত নিদ্দয়, নিষ্ঠুর, সর্ব্বক্ষণ নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক লাভ পূজা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির জন্য লালায়িত। অপর কেহ সুখে আছে দেখিলে আমি দুঃখী হই, সর্ব্বক্ষণ মিথ্যা কথা বলি, নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা করি, কাহাকেও দুঃখে পতিত দেখিলে আমার তাহাতে আনন্দ হয়। আমার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে মনের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ অসংখ্য প্রকার ইচ্ছা, অভিলাষ, কামনার উদয় হইতেছে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাধা হইলেই আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়ি। স্থূল দেহটাতে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমি সকলের প্রভু, কর্ত্তা, মালিক, স্বামী, আমি সকল অপেক্ষা অধিক বুঝি, আমি এক মুহূর্ত্তে সব ধ্বংস করিয়া দিতে পারি, আমি রক্ষাকর্ত্তা আমি পালন-কর্ত্তা, আমি রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে?—আমি সকলের কত কার্য্য করিতেছি, আমি না থাকিলে সকলে কিরূপে সব দেখিবে!

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

মিশন বা মঠকে আমি ধ্বংস করিয়া দিব। মিশনের সব লোককে বিতাড়িত করিয়া দিয়া কেবল আমি আমার বন্ধুবর্গসহ তথায় থাকিব,—এইপ্রকারের কত দাম্ভিকতা আমি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আমি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার কত প্রভাব, কত পাণ্ডিত্য, কত রূপ-লাবণ্য আছে, এইরূপ চিন্তায় আমি সর্ব্বক্ষণ মোহিত, হিংসা-গর্ব্ব প্রভৃতি আমার শরীরের অলঙ্কার স্বরূপ।

আমি সর্ব্বক্ষণ নিদ্রা ও আলস্যপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ কোন সেবাকার্য্য বা হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে গেলেই ঘুম আসে, অনভ্যাস-বশতঃ সুকার্য্য অর্থাৎ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার কার্য্য করিতে চাই না। যে কার্য্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রীতিকর, কিন্তু আমার নিজের সুখ সুবিধা আরামদায়ক, সেইপ্রকার কার্য্য আমি আগ্রহান্বিত হইয়া করিতে চাই। সকলে আমার স্তুতি মাহাত্ম্য প্রশংসার কথা কীর্ত্তন করুক, আমাকে শ্রেষ্ঠ বা বড় বলিয়া পূজা করুক, সম্মান দিক্—এরূপ আশায় নানারূপ প্রতারণার দ্বারা সকলের নিকট হইতে ইহা লাভ করিতে চাই। এইপ্রকারের একজন দুর্জ্জন ব্যক্তি আমি বাহিরের দিকে সজ্জন অর্থাৎ সাধুগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে আছি, নিকটে আছি, এইরূপ দেখাইয়াও আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের সঙ্গ-বর্জ্জিত। যেহেতু আমি সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণকে আমার ইহ-পরকালের একমাত্র পরমহিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, আত্মীয় বা আপনজ্ঞানে "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥"—এই ছয়টি প্রীতির কার্য্যের দ্বারা সঙ্গ করিতে অসমর্থ হইতেছি অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দান, তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তু প্রীতিগ্রহণ, আপন গুপ্ত কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট ব্যক্ত করা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের গুপ্ত বিষয়ের জিজ্ঞাসা করা, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং শ্রীগুরু বৈষ্ণবকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান—এই ছয়টি সংপ্রীতির লক্ষণ প্রদর্শন বা ভক্তিপোষক সঙ্গ করিতেছি না। কাজেই বহির্দৃষ্টিতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকটে বাস, তাঁহাদের সঙ্গ—সকলই ব্যর্থ হইতেছে—অভিনয় মাত্র সার হইয়া পড়িতেছে। আমি সর্ব্বক্ষণ গুর্ব্বপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও সেবাপরাধ করিতেছি। তৎফলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের উপদিষ্ট আত্মমঙ্গল বা পরমমঙ্গলের কার্য্যে আমার আদৌ রুচি দেখা যায় না, কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তা, কৃষ্ণসেবার কথা চিন্তা ব্যতীত নিজের ইন্দ্রিয় সুখ-জনিত নানাপ্রকার ইতর চিন্তায় আমার মন সর্ব্বক্ষণ নিবিষ্ট, সেবোৎসাহ নাই, মনমরাভাব, ভোগাভাবে চিত্ত জর্জ্জরিত—দুঃখিত অন্তর।

এরূপ অবস্থায় আমার এখন জীবনের শেষ সময়—বার্দ্ধক্য কাল উপস্থিত। এখন আমার উপায় কি?—এ হেন দুর্ভাগা পতিতাধম, নরাধমের এখন কি গতি হইবে, তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন,—"তা'তে দীন অকিঞ্চন। ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে করে দুঃখ নিবেদন॥" এরূপ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত, আমার ন্যায় পতিতাধমও যদি এখনও একমাত্র আত্মমঙ্গল লাভের উদ্দেশ্যে কপটতা, অশ্রদ্ধা, জড় অহঙ্কার, জড় অভিনিবেশ প্রভৃতি ভক্তির বাধা বা কণ্টকসমূহ পরিত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, দীনহীন অকিঞ্চন হইয়া নিজের এইসব দুর্দ্দৈব বা দুঃখের কথা নিষ্কপটভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে নিবেদন করে, তাহা হইলে এখনও এরূপ নিরাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার হইতে পারে অর্থাৎ আত্মমঙ্গল লাভের সৌভাগ্য পাইতে পারি।

এক্ষণে পতিতপাবন আমি কিপ্রকারে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে আমার এইপ্রকার দুর্দ্দৈবের কথা—দুঃখের কথা নিবেদন করিব, কিরূপভাবে নিবেদন করিলে জানাইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আমার সেই আবেদন নিবেদন পৌঁছিবে—কিরূপে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বা শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তদ্বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনরায় অসীম কৃপা-বিতরণপূর্ব্বক আমাকে এইরূপ জানাইতেছেন—

> গলায়, কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
> দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
> কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
> সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥
> শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
> আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
> বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
> এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥
> বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
> কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥
>
> (কল্যাণকল্পতরু)

হে পতিতপাবন, অদোষদর্শি, পতিত-জনার বন্ধু, দয়ারসাগর বৈষ্ণব ঠাকুরগণ! এই সেবাবিমুখ পতিতাধম বাহিরের দিকে সর্ব্বক্ষণ গৌড়ীয় মিশনে বাস, গুরুগৃহে বাস, আপনাদের পাদপদ্মের নিকটে বাস, আপনাদের সঙ্গ, আপনাদের সেবা, আপনাদের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের অভিনয় করিতেছে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে সে উপরি উক্ত শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অপ্রীতিজনক সর্ব্বপ্রকার বিচার-আচার ও চিন্তাস্রোতে সর্ব্বক্ষণ অত্যন্ত দুর্দ্দৈবগ্রস্ত আছে। এমতাবস্থায় আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে তাহার সকাতর প্রার্থনা এই যে, আপনারা সকলে এই পতিতাধমকে অহৈতুকী কৃপাগুণে এরূপ সুবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে সে জীবনের বাকী কয়টা দিন এইপ্রকার ভক্তিবিরুদ্ধ কোন কার্য্য না করিয়া সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অতি অন্তরঙ্গজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপরি উক্ত উপদেশসমূহ শিরে ধারণ করত আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের এইসব দুর্দ্দৈবের কথা—দুঃখের কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে পারে এবং তৎফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাভাজন হইয়া এ হেন সেবাবিমুখ ঘৃণ্য জীবনকে সত্য সত্যই ধন্য করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

ভোগবাঞ্ছা প্রচারকের কোন বিপদ্ নাই, অসুবিধা নাই। কিন্তু ভগবানের সেবার কথা—আত্মার নিত্যবৃত্তির কথা—জীবের জীবনসর্ব্বস্ব ভক্তির কথা প্রচার করিতে গেলে প্রতি পদে বিপদ্ লাভ হইবে। পদে পদে অসুবিধা আসিয়া নিরুৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু জানিতে হইবে,—সে বিপদ্, সে অসুবিধা আমাদিগের প্রভুভক্তির, প্রভুসেবাবুদ্ধির পরিমাণ পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে এবং আমাদিগকে উত্তরোত্তর সেবাপথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিতেছে। এই সময় নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সেবা-সহিষ্ণুতা-গুণের আদর্শ আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে। মানুষ মোহগ্রস্ত হইয়া অনিত্যবস্তু লাভ করিবার জন্য শত শত জন্ম বঞ্চিত হইতেছে। বিফলতার সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখিয়াও মানুষ যদি একঘেয়েভাবে তুচ্ছ জিনিষের জন্য বাধা-বিপত্তিতে বিহ্বল না হইয়া জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে কি বুদ্ধিমান্ জনগণ আদি, মধ্য, অন্ত সত্য—ত্রিকাল সত্য—নিত্য সত্যের জন্য নিত্য জীবনের নিশ্চলা চেষ্টা নিযুক্ত করিতে পারিবেন না?

ভগবানের সেবা করেন যাঁহারা—ভগবানের ভক্ত যাঁহারা, তাঁহাদের সঙ্গেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভক্তগণ ভগবানের সেবা সার করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ এবং ভগবানের লীলা-কথাকেই জীবনসর্ব্বস্ব করিয়া সর্ব্বদা সেই সকলের আলোচনা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভগবানের যে আলোচনা হয়, আর ভক্তমণ্ডলীতে যে আলোচনা, তাহার মধ্যে পার্থক্য ত' আছেই, বরং একেবারেই বিপরীত। সাধারণ্যে অনেকেই ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের জন্য ভগবান্‌কে সুখদাতা জানিয়া ভজন করেন, আবার বেশী বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ বাহিরে ত্যাগী, অন্তরে ভোগি-শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভোক্তা ভগবানের সমান হইয়া তাঁহার সহিত মিশিবার জন্য ভগবদুপাসনার ভাণ করেন, আর মধ্যম লোকেরা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধি-উদ্দেশ্যে উপাসনা করেন। ইহাতে উপাসনার অভিনয় থাকিলেও উপাস্য ভগবানের নিত্য নামরূপাদি স্বীকৃত হয় নাই, তাঁহারা সর্ব্বপ্রভু পরমেশ্বরকে বশ্যাধীন জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর উপাসকগণ (?) ভগবানের সেবার জন্য—সুখের জন্য সেবা করেন না, প্রভুকে দিয়া নিজেদের সেবা করাইয়া লন।

ভক্তগণের ভাব পৃথক্। তাঁহারা ইহ-লোকের, পরলোকের দেহ-গেহাদির সুখের, সিদ্ধির, এমন কি, মনুষ্যের মহামূল্য মুক্তিরও অপেক্ষা রাখেন না, প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহারা স্বভাবে—ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভগবানেরই সেবা করেন। সেই সেবাবৃত্তি কোন বাধা মানে না, সাগরের অভিমুখে অতিক্রান্ত প্রবাহিনী গঙ্গাধারার ন্যায় উঁচু নীচু সব স্থান ডুবাইয়া—সম্মুখের সব বাধা বিদূরিত করিয়া ছুটিতে থাকে। সে ভক্তিপ্রবাহের বাধা নাই—বিপত্তি নাই—বিরাম নাই, তাহা প্রাণারামের রমণের জন্য—নয়নাভিরামের নয়নে নব নবায়মান রমণীয়রূপে স্বরূপধারণ করিয়া তাঁহারই কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদতল বিধৌত করিয়া সেই পদতলেই অবস্থান করে। ভক্তগণ ভগবানের সেবায় সতত-যুক্ত; অন্যত্র—অন্যবিষয়ে—অন্যকার্য্যে নিযুক্ত চিত্ত সেই নিত্যযুক্ত যোগিগণের চিত্তক্ষেত্রকে [illegible] স্বরূপে বৃত্ত-রচনার সুযোগ পায় না। ভগবানের ভক্তগণ—সেবকগণ ভগবানের সেবায়, ভগবানের ভক্তের সেবায় প্রীতিযুক্ত—নিত্যপ্রীতিযুক্ত। দেহে, দৈহিক স্ত্রী পুত্রাদিতে, দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয় স্বজনে, পালিত পশু-পক্ষী প্রভৃতিতে প্রীতি-প্রয়োগের প্রাণ তাঁহাদের নাই। প্রাণের প্রাণ—সর্ব্ব-প্রাণপ্রাণ—পরেশের প্রীতির জন্য পড়িয়া তাঁহারা প্রাণপণে প্রপন্ন। এহেন ভক্তগণ—ভাগবতগণ ভগবান্‌কেই সার করিয়াছেন এবং ভগবান্‌ও ভক্তগণের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সারাৎসার হইয়াও তাঁহাদিগকেই সার করিয়াছেন।

দিল্লীতে প্রচার

গত ৩রা ডিসেম্বর, বুধবার গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম শাখা দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ নিউদিল্লীর রণজিৎসিংহ-রোডস্থিত বিশিষ্টসজ্জন ও লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লির উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সাদরাহ্বানে তাঁহার কোয়ার্টারে হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য গমন করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছাত্রদিগকে অধ্যাপনার প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় সহরের বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৫ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৮ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ২২৯ তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ নারায়ণ, ভৃত্যাদি অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

অজ্ঞাত ও জ্ঞাত অপরাধ

——::(*)::——

আমরা অনেকেই বহুকাল যাবৎ শুদ্ধভক্তিমঠে, গুরুগৃহে বাস করিয়াও ভজনোন্নতি লাভ করিতে পারিতেছি না, দেখা যায়। ইহার কারণ কি? সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা, তাঁহাদের সঙ্গ, তাঁহাদের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ বাহিরের দিকে সর্ব্বক্ষণই যাজন করিতেছি, দেখা যায়, অথচ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, তাঁহাদিগকে আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধুজ্ঞান, আপন-বুদ্ধি, তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা, শুদ্ধভক্তির অনুকূল বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অনুমোদিত ও প্রীতিকর কার্য্যসমূহ আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত করিবার এবং শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের অননুমোদিত অপ্রীতিকর কার্য্যগুলি না করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটভাবে যত্ন-চেষ্টা করিবার স্বাভাবিক বা আন্তরিক একটা প্রবৃত্তি আমাদের চিত্তে উদিত হইতেছে না কেন? শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের চরণে অজ্ঞাত ও জ্ঞাতভাবে আমরা যেসমস্ত অপরাধ করিতেছি, সেই অপরাধই ইহার মূল বা একমাত্র কারণ।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যাকালে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,---কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, শ্রীভগবন্নিষ্ঠা হইতে বিচ্যুতিকারক কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, হরিভজনে শিথিলতা, বিহ্বলতা, সেবার অভিনয় করিয়া তদ্বিষয়ে অহঙ্কারিতা, দাম্ভিকতা ও সেবাভিনয়ের বিনিময়ে অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার বাসনা প্রভৃতি মহা-অনর্থগুলি যদি নিষ্কিঞ্চন মহতের সঙ্গ ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বীর্য্যবতী বাণীসমূহ শ্রবণ করা সত্ত্বেও নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐসকল দোষ দুরন্ত অপরাধের কার্য্য এবং পূর্ব্ব অপরাধের সূচক বা কারণ। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"আধুনিকানাঞ্চ শ্রুতশাস্ত্রা নামপ্যপরাধদোষেণ শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তাদিষু চান্তরানাদরাদাবপি সতি বহিস্তদচ্চ্চনাদ্যারম্ভঃ কৌটিল্যম্। অতএবাকুটিলমূঢ়ানাং ভজনাভাসাদিনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্।" অর্থাৎ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধদোষে কুটিলতা যায় না। তাহারা শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর ও অপরাধ পোষণ করিয়া বাহিরে যে পূজনাদি প্রদর্শন করে, তাহা সমস্তই কুটিলতা। দুই চারিটা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম বা জয়ধ্বনি, কিংবা উত্তম খাদ্যদ্রব্য, আসনাদি উৎকোচরূপে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিয়া স্ব স্ব অপরাধময় চিত্তবৃত্তি গোপন করিবার চেষ্টা আন্তরিক অশ্রদ্ধা, কুটিলতা ও অপরাধেরই পরিচায়ক। এই সকল অপরাধ-কুটিল ব্যক্তিগণের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ বা নবধা-ভক্তি যাজনের চেষ্টা কোনটী তত্তদ্ ভক্তিসাধক হয় না।

> ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
> ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥
> (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৫৩ অনুচ্ছেদধৃত স্কান্দবাক্য)

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মূঢ়, কুটিলচিত্ত, অপরাধী ব্যক্তিগণেরই শ্রীগোবিন্দের প্রতি কীর্ত্তন ও স্মরণাদি ভক্তি হইতে পারে না।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ চেষ্টা সামান্য বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হয়, কিন্তু শ্রীভগবান্ মোক্ষাদি প্রদান করিলেও যে শুদ্ধা ভক্তিকে কিছুতেই দান করেন না, সেই পরম গুহ্যা নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির বাধা অসংখ্য বিঘ্ন এবং সেই অসংখ্য বিঘ্নের জনকই অপরাধ।

> সত্যং শতেন বিঘ্নানাং সহস্রেণ তথা তপঃ।
> বিঘ্নাযুতেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তির্নিবার্য্যতে॥
> (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৫৩ সংখ্যাধৃত
> বিষ্ণুধর্ম্ম-বচন)

অর্থাৎ শত বিঘ্নের দ্বারা সত্য, সহস্র বিঘ্নের দ্বারা তপস্যা আর অযুত অযুত অর্থাৎ অসংখ্য বিঘ্নের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের প্রতি মনুষ্যগণের ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

প্রারব্ধ কর্ম্ম—তপস্যা, যোগ, সৎকর্ম্ম অথবা মোক্ষাদির বিঘ্নজনক হইতে পারে, কিন্তু অদ্ভুত পরাক্রমশালিনী ভক্তির বিঘ্ন জন্মাইতে প্রারব্ধ কর্ম্মের সাধ্য নাই, পরন্ত বলীয়সী ভক্তির নিকট তাহা অতিশয় দুর্ব্বল। একমাত্র পূর্ব্বজন্মের প্রবল অপরাধই ভক্তিবিঘ্নকররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "ভগবদ্ভক্ত্যন্তরায়কং সামান্যমারব্ধকর্ম্ম ন ভবিতুমর্হতি দুর্ব্বলত্বাৎ। ততঃ প্রাচীনাপরাধাত্মকমেব তল্লভ্যতে ইন্দ্রদ্যুম্নাদীনামিবোক্ত। (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৫৭ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ সাধারণ প্রারব্ধকর্ম্ম দুর্ব্বল বলিয়া ভগবদ্ভক্তির বিঘ্নজননে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রদ্যুম্নাদির ন্যায় পূর্ব্বজন্মের প্রবল অপরাধই বিঘ্নজনকরূপে পাওয়া যাইতেছে। ইন্দ্রদ্যুম্নরাজা তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীবিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। অগস্ত্য-ঋষি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহাকে সম্ভাষণ করেন নাই। অগস্ত্য-ঋষি অক্ষুব্ধচিত্ত হইলেও লোকশিক্ষার জন্য অর্থাৎ যে অর্চ্চার ধ্যানে ইন্দ্রদ্যুম্ন নিযুক্ত ছিলেন, সেই শ্রীবিগ্রহ যিনি নিত্য সাক্ষাৎকার ও সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন, সেই মহাভাগবতবরকে রাজা আদর করেন নাই, অতএব তদ্দ্বারা ভক্তাপরাধ হইয়াছে—ইহা সাধারণ জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য অগস্ত্য-ঋষি অভিশাপ-প্রদান লীলার দ্বারা ইন্দ্রদ্যুম্নের সাধনপদ্ধতিতে বাধা-দান করিলেন। সেই অভিশাপের ফলে ইন্দ্রদ্যুম্ন ক্ষুদ্রচক্ষু, বৃহৎকায় গজরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। হস্তীর বিরাট্ দেহ থাকিলেও তাহার চক্ষু অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় অতিশয় ক্ষুদ্র। বিষ্ণুকে পূজা করিয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তের অনাদর করে, তাহার দর্শনও অতিশয় সঙ্কীর্ণ,—ইহাই অগস্ত্যের অভিশাপ-প্রদানচ্ছলে লোক শিক্ষা। কেবল বৈষ্ণবাপরাধেরই ভক্তিকে বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা আছে, সাধারণ কর্ম্মকাণ্ড কখনও বাধা দিতে পারে না।

অপরাধ বহুরূপী। কত রূপ ধরিয়া, কতপ্রকার সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, কত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, কতভাবে আত্মগোপন করিয়া, কত কুহক ও মায়া সৃষ্টি করিয়া, কতপ্রকার প্রলোভন ও আকর্ষণের লীলাবিলাস দেখাইয়া যে এই অপরাধ সাধক জীবের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা কেহ বর্ণনা ও গণনা করিতে পারে না। সেবোন্মুখ হইয়া একমাত্র মহতের সঙ্গ করিবার কালে, তাঁহাদের বাণী ও উপদেশ শ্রবণ ও অনুশীলনের স্বচ্ছ দর্পণে ঐ-সকল অপরাধের বহুরূপী মূর্ত্তি-সমূহ প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ,

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অপরাধসমূহ কতরূপে ও কত ছদ্মবেশে আমাদের হৃদয়ে বসতি স্থাপন করিয়াছে, তাহা মহতের বাণীর সাহায্যে অনুভব করিতে পারা যায়। নিষ্কিঞ্চন মহদ্‌গণ যখন আচার্য্য-লীলা প্রকট করিয়া আমাদের মনোব্যাসঙ্গচ্ছেদনকারিণী বাণী কীর্ত্তন করেন, তখনই আমাদের মুখোস খুলিয়া যায়,— হৃদয়ে কিরূপ অশ্রদ্ধা, দুষ্ট ভাব, অনাদররূপ অপরাধ লইয়া তাঁহাদের প্রতি বাহ্য পূজাদির ছলে ও তাঁহাদের নিকট শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় করিতেছিলাম, তাহা ধরা পড়িয়া যায়।

অনেককাল ছদ্মবেশী বহুরূপী অপরাধ ভোগব্রত ও ত্যাগব্রতের হৃদয়কোষে যে-সকল বিভিন্ন রূপ লইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহা আচার্য্যের সুতীব্র বাণীবাণে বিদ্ধ হইয়া উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। যাঁহারা 'জ্ঞান-লব-দুর্বিদগ্ধ' অর্থাৎ জ্ঞানলেশ লাভ করিয়াই সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছি, এই প্রকার দুর্বুদ্ধি পরিচালিত ও উদ্ধত দাম্ভিক, সেইরূপ বিবেক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের অপরাধ অত্যন্ত কঠিন। তাহা অতিশয় দৌরাত্ম্যের ফলস্বরূপ ও অচিকিৎস্য অর্থাৎ সেই সেই অপরাধ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। "জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধাস্ত্বচিকিৎস্যা উপেক্ষ্যাঃ" (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ, ১৫৪ অনুঃ,) অর্থাৎ জ্ঞানলবলাভে উদ্ধত দাম্ভিকগণ চিকিৎসার অতীত বলিয়া উপেক্ষার পাত্র। তাহাদের আর ভাল হইবার আশা নাই।

ভোগী ও ত্যাগীর অভিমানভেদে অপরাধের প্রকার নানারূপ, কোথায় বা সমরূপ হইয়া থাকে। ন্যূনাধিক ভোগ ও বর্ণ চিত্তবৃত্তি বা নিজের ভোক্তৃ-অভিমান হইতে বহির্ম্মুখ জীবের গৃহব্রতধর্ম্মে রুচি হয়। গৃহব্রতের প্রধান লক্ষণ এই যে, সে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দেহ-সম্পর্কিত দেশ, সমাজ, জাতি, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির সহিত সর্ব্বক্ষণ প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায়। শ্রীব্রহ্মার পুত্ররূপী ইন্দ্রের প্রতি মঙ্গলময় উপদেশের ন্যায় যখন কোন মহৎ দেহ-গেহাসক্ত জীবকে তাহার স্বরূপ উদ্বোধনের উপদেশ প্রদান করেন, তখনই দেহাসক্ত ব্যক্তি তাহা অত্যন্ত তিক্ত ও অপ্রিয় বলিয়া অনুভব করে এবং ভোগে বাধা-প্রদানকারী মহৎকে তাহার ভোগের পথে কণ্টকস্বরূপ মনে করিয়া নানাভাবে তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া থাকে।

অপ্রাকৃত গৃহব্রত-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন ও প্রাকৃত গৃহব্রতগণকে অপরাধ হইতে সাবধান করিবার জন্য একদিন প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশচীদেবী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর চরণে অপরাধ-আভাসের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। পুত্র গৃহব্রত-ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে মাতাপিতার জড়াসক্তি বা ভোগবাসনার ব্যাঘাত হয় এবং সেই ব্যাঘাতকারক বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রতি অপরাধবুদ্ধি উপস্থিত হয়। দক্ষের পুত্রগণকে শ্রীনারদ যখন একটী একটী করিয়া গৃহব্রত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন, তখন দক্ষ শ্রীনারদকে অভিশাপ প্রদান করিয়া মহা-ভাগবতবরের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছিলেন। দক্ষের পূর্ব্বজন্মে শ্রীশিবের প্রতি অপরাধ-হেতু তাঁহার প্রাচেতস-জন্মেও শ্রীনারদের প্রতি এইরূপ অপরাধ হইয়াছিল।

এইরূপ অপরাধ কয়েকটী কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ আত্মমঙ্গলবরণে আমাদের ঐকান্তিকতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ নিজের বিচারকে বহুমানন করা, অহঙ্কারিতা ও প্রকৃত বিষয়-বোধে অসমর্থতা, তৃতীয়তঃ অন্যাভিলাষ পোষণ করিবার প্রবৃত্তি, চতুর্থতঃ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের চরণে প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, কুটিনাটি ও প্রতিষ্ঠাশা এবং পঞ্চমতঃ পূর্ব্ব-জন্মকৃত অপরাধ। যাঁহাদের শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সুতীব্র কঠোর বাক্য-শ্রবণে নিজের প্রতি গ্লানি বা ধিক্কার না আসে এবং তাঁহাদের সেই সকল অবঞ্চনাময় মঙ্গলোপদেশ অনুসরণ করিবার জন্য বল ও শক্তি প্রার্থনার্থ চিত্ত আর্ত্ত না হয়, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অবঞ্চনাময়ী কৃপাবিতরণকারী শ্রীগুরুবর্গের প্রতি অন্তরে অনাদর, তাঁহাদিগকে শত্রু বা হাস্য-উপহাসের বিষয়কারক ও তাঁহাদের উপদেশ অলৌকিক, এবং অশাস্ত্রীয় প্রভৃতি বলিয়া মনে হয়, তাহাদের আর অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই।

প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কোনদিনই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব কেন, সাধারণ ব্যক্তিও যদি তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে নিন্দা বা তিরস্কার করে, তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হন না, বরং নিজেকেই ধিক্কার দিয়া সেই নিন্দাকারীকে শিক্ষাগুরু বলিয়া বিচার করেন। 'শ্রীভগবানই কৃপা-পূর্ব্বক আমার কষায়গুলি দূর করাইবার জন্য নিন্দাকারীর দ্বারা আমাকে এইরূপ তিরস্কার করাইতেছেন,'—এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন। অতএব নিত্য শাস্তা শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ সুতীব্র বাক্যের দ্বারা শাসন করিলে তাহা যে সুদৃঢ় মঙ্গলের জন্য, ইহাতে আর কি সন্দেহ আছে? তবে কি করিয়া শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের উপদেশ সর্ব্বক্ষণ কায়-মনোবাক্যে জীবনে পালন করিবার বল লাভ করা যায়, এইজন্য তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা সকাতর ও অকপট কৃপা প্রার্থনায় নিযুক্ত থাকে।

অপরাধ অজ্ঞাতভাবে ও জ্ঞাতভাবে—এই দুইপ্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানতা-বশতঃ বা না জানার দরুণ হঠাৎ যে অপরাধ হয়, সেই অপরাধ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপায় দূর হইয়া যায়। কিন্তু জানিয়া-শুনিয়াও যে অপরাধ করা যায়, তাহার ফল অতি ভীষণ, তাহা সহজে দূরীভূত হয় না। আমাদের শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ কোনপ্রকার কথাবার্ত্তা, বিচার-আচার বা চিন্তাস্রোত শ্রবণ বা দর্শন করিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কখনও স্নেহ, কখনও বা তিরস্কারের সহিত তাহা শোধনের জন্য যে-সমস্ত উপদেশ প্রদান করেন, আমরা তাহা ভালরূপে জানিয়া, শুনিয়া, বুঝিয়াও যদি সেই সমস্ত অপরাধের কার্য্য পরিত্যাগের যত্ন না করি, উদাসীন থাকি, তাহা হইলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়, ইহাই আমাদের জ্ঞাত অপরাধ।

এ বিষয়ে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"তদেবং বিবেকসামর্থ্যযুক্তস্যাপি ভক্তিতাৎপর্য্যব্যতিরেকগম্যাং তচ্ছৈথিল্যাং মধ্যে মধ্যে রোচমানয়া ভক্ত্যা যত্ন দূরীক্রিয়তে তদপরাধলক্ষণমেবেতি গম্যতে।"—(শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ১৫৯ অনুচ্ছেদ) অর্থাৎ বিবেকশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরও যে ভক্তিশৈথিল্য মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত ভক্তিদ্বারা দূরীভূত হয় না, অপরাধই তাহার কারণ। যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রের কিছু কিছু কথা বোঝেন এবং অপরকেও উপদেশ করেন, যাঁহাদের বিবেক জন্মিয়াছে, এইরূপ ব্যক্তিরও মধ্যে মধ্যে ভক্তির অঙ্গ ক্রিয়া ও মধ্যে মধ্যে শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা মনে করেন,—'একটু কামনা পরিপূরণ করিয়া লই, পরে আর না করিলেই হইবে।' অপরাধ-বীজ থাকায় মধ্যে মধ্যে কামনা পূরণ করিবার ইচ্ছা হয়, শৈথিল্য আসিয়া যায়। সেই শিথিলতা অপরাধকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি বিধানই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন এবং অপরাধই সেই প্রীতির একমাত্র প্রতিবন্ধক। অপরাধই সকল অনর্থের নিদান। নিদান নির্ণীত হইল, কিন্তু মূল ব্যাধির চিকিৎসা কিরূপ হইবে? সাধুসঙ্গ, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীভাগবত শ্রবণ, শ্রীমথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গের যে-কোন একটী অল্প সেবাসঙ্গফলেই জীবের মঙ্গল লাভ হয়, কিন্তু সাধুসঙ্গ করিতে গেলে সাধুর চরণে অজ্ঞাত অপরাধ হইয়া পড়ে, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেও প্রতিনিয়তই নামাপরাধের আশঙ্কা আছে। শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে গেলেও নানা প্রকার অপরাধ উপস্থিত হইতে পারে, শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতে গেলে বহুবিধ সেবা-অপরাধ ঘটিতে পারে, শ্রীধামবাস করিতে গেলে শ্রীধামাপরাধ উপস্থিত হইতে পারে। ভক্তিযাজন করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ আছে। এমতাবস্থায় আমরা যুক্তি দেখাইয়া বলিতে পারি, তাহা হইলে ভক্তিযাজন না করিলেই ত' অপরাধের আর আশঙ্কা থাকে না।

এইরূপ যুক্তির অনুসরণ করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, শিশু যখন দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে চেষ্টা করিলেই ভূমিতে পতিত হয়, তখন তাহাকে ঐরূপ চেষ্টা করিতে না দিয়া হাত-পা বাঁধিয়া রাখিলেই তাহার আর পতনের আশঙ্কা থাকিবে না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে তদ্দ্বারা শিশুকে চিরতরে পঙ্গু অর্থাৎ ভূমিতে পাতিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইবে। ভক্তি-যাজন কারণেই যখন অপরাধের আশঙ্কা আছে, তখন ভক্তিযাজন না করাই শ্রেয়ঃ—এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যদি ভক্তি-যাজন হইতে বিরত থাকা যায়, তবে অনন্ত অপরাধের সাগরেই অনন্তকাল পতিত থাকিতে হয়। অতএব আত্মমঙ্গলকামীর কি করিয়া এইসব ভীষণ আত্মবিনাশকারী অপরাধ হইতে দূরে থাকিতে পারা যায়, তাহারই উপায় মহাজনগণের, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের উপদেশ হইতে অবশ্যই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

অপরাধ-নিষ্কৃতির উপায়

শ্রীসাধু-গুরু বৈষ্ণব-চরণে কৃত অপরাধ হইতে পরিত্রাণের তিনটী প্রধান উপায় মহাজনগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ,—সর্ব্বসাধারণের উপযোগী মঙ্গলের উপায়—দুষ্ট-মনকে সর্ব্বদা জুতা মারিতে মারিতে অকপট-চিত্তে ক্রন্দন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও তৎভৃত্যগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ অপরাধ-কঠিন হৃদয়ের দুরবস্থার কথা জানাইতে হইবে। হৃদয় এরূপ পাষাণ হইয়া গিয়াছে যে, কিছুতেই শ্রীহরিনামে, বৈষ্ণবসেবায় রুচি হয় না, শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতির উদ্রেক হয় না। জন্ম-জন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধের কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জানাইলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় এবং "আর নারে বাপ"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অপরাধ হইতে অব্যাহতি দেন। যাহার নামবলে আবার অপরাধ করিবার গুপ্ত অভিসন্ধি আছে, তাহাকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করেন না। তবে যদি কেহ সেই অভিসন্ধিটী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় বুঝিতে পারিয়া তজ্জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করেন, তাহা হইলে দয়ার সাগর পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হয়। তবে এই ক্রন্দন যেন হস্তি-স্নানের ন্যায় ক্ষণিক না হয়।

দ্বিতীয়তঃ,—জন্মজন্মান্তর শাস্তি ও দণ্ড ভোগ করিতে করিতে অপরাধের ক্ষয় হয়। ইহাতে বহু জন্ম অপেক্ষা করিতে হয়। কোটী কোটী জন্ম ক্লেশে সন্তপ্ত হইবার পর কোন মহতের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার অহৈতুক কৃপাবলে কখনও অপরাধ দূরে যায়।

তৃতীয়তঃ,—শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপার ফলে যে কোন মুহূর্ত্তে অপরাধ নষ্ট হইতে পারে। যেমন কোন অপরাধীর প্রতি ফাঁসির হুকুম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সম্রাটের নিকট আবেদন করিলে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র সম্রাট্ ইচ্ছা করিলে ফাঁসির হুকুম রদ করিতেও পারেন, আবার না-ও করিতে পারেন;—ইহা সম্রাটের

সম্পূর্ণ বিষফুণ ইচ্ছাধীন। ইহাতে সকলেরই যে ফাঁসির হুকুম রদ হইবে,—ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব ইহা সকলসাধারণের পক্ষে অনিশ্চিত। এইজন্য সর্ব্বক্ষণ দুষ্ট মনকে শাসন করিয়া অপরাধের কথা সর্ব্বক্ষণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে আন্তরিক কাতর ক্রন্দনের সহিত বিজ্ঞপ্তি ও পুনরায় আর অপরাধে যাহাতে পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীপদের নিত্যানন্দের—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বল প্রার্থনা করাই দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সহজ পথ।

আমি অপরাধী জন, সদা দণ্ড্য দুর্লক্ষণ,
সহস্র-সহস্র দোষে দোষী।
ভীম-ভবার্ণব গহ্বরে পতিত বিষম ঘোরে,
গতিহীন, গতি-অভিলাষী॥
যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥
অপরাধ ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্র-সম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি'
বড় দুঃখে ডাকি বার বার॥

মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে
পুরুষোত্তম॥

অর্থাৎ হে পুরুষোত্তম! তোমার শ্রীচরণে আমার নিবেদন এই যে, আমি যে নিতান্ত পতিত অধম, তাহা ত্রিভুবনে সকলেই জানেন। জগতের মধ্যে আমার মত এমন পাপী আর কেহ নাই—এমন অপরাধী আর কেহ নাই। সেই সব পাপ আর অপরাধের কথা আপনার নিকট নিবেদন করিতেও আমার লজ্জা-বোধ হইতেছে।

এস্থলে—"আমি অপরাধী, সহস্র সহস্র দোষে দোষী", "করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর," "অপরাধ-ফলে মম চিত্ত ভেল বজ্রসম," 'আমার মত পাপী ও অপরাধী আর কেহ এজগতে নাই',—এই সমস্ত কথাগুলি নিষ্কপট দৈন্য ও প্রাণের আন্তরিকতার সহিত হইলে শ্রীনিত্যানন্দ-চাঁদের প্রভু—শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ অবশ্যই অঙ্গীকার করিয়া কৃপা বিতরণ করেন।

মহাবদান্য-অবতার, পতিতপাবন-শিরোমণি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই অপরাধ মোচনের কি উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এস্থলে আমরা একটু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের নিন্দাকারী—শ্রীবাসের চরণে অপরাধী কোন ব্যক্তি বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা নিবেদন করিয়াছিল এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন বা যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষায় আমরা এইরূপ জানিতে পারি,—

হেনই সময়ে কুষ্ঠরোগী একজন।
প্রভুর সম্মুখে আসি' দিল দরশন॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদে।
দুইবাহু তুলি' মহা আর্ত্তি করি কাঁদে॥
সংসার-উদ্ধার লাগি' তুমি কৃপাময়।
পৃথিবীর মাঝে আসি' হইলা উদয়॥
পরদুঃখ দেখি তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইলুঁ মুঞি তোমার গোচর॥
কুষ্ঠরোগে পীড়িত, জ্বালায় মুঞি মরি।
বলহ উপায় মোরে, কোন মতে তরি॥

কুষ্ঠরোগীর এইপ্রকার কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রোধে বলিতে লাগিলেন,—

শুনি' মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে করিয়া তর্জ্জন॥
দূর দূর, মহাপাপি, বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে॥
পরম-ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ॥
বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপি দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥
এই জ্বালা সহিতে না পারি' দুষ্টমতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি॥
যে বৈষ্ণব-নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব চরিত্র॥
যে 'বৈষ্ণব' ভজনে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই॥
শেষ রমা, অজ, ভব, নিজদেহ হৈতে।
বৈষ্ণব—কৃষ্ণের প্রিয়, কহে ভাগবতে॥
ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

হে উদ্ধব, তুমি যাদৃশ ভক্ত আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও, শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও এবং লক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহেন। অধিক কি, মদীয় শ্রীবিগ্রহও সেরূপ প্রিয়তম নহে।

হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন-মরণ॥
বিদ্যা কুল, তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যাঁ'র দৃষ্টি-মাত্রে দশদিকে পাপক্ষয়॥
যে বৈষ্ণবজন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গের সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে॥
হেন মহাভাগবত শ্রীবাস-পণ্ডিত।
তুই পাপি নিন্দা কৈলি তাঁহার চরিত॥
এতেকে তোমার কুষ্ঠজ্বালা কোন্ কাজ।
মূলশাস্তি পশ্চাতে আছেন ধর্ম্মরাজ॥
এতেকে আমার দৃশ্যযোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া সেই কুষ্ঠরোগী বলিল,—

সেই কুষ্ঠরোগী শুনি' প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ করি' বলে হইয়া কাতর॥
কিছু না জানিলুঁ মুঞি আপনা খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈনু প্রমত্ত হইয়া॥
অতএব তার শাস্তি পাইনু উচিত।
এখনে ঈশ্বর তুমি, চিন্ত মোর হিত॥
সাধুর স্বভাব ধর্ম্ম দুঃখীর উদ্ধারে।
কৃত অপরাধীরেও সাধু কৃপা করে॥
এতেকে তোমারে মুঞি লইনু শরণ।
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন্ জন॥
যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত—সব তুমি জ্ঞাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বল মোরে—তুমি সর্ব্বপিতা॥
বৈষ্ণব-জনের যেন নিন্দন করিনু।
উচিত তাহার এই শাস্তি যে পাইনু॥

কুষ্ঠরোগীর এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

প্রভু বলে,—বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তার শাস্তিয়ে লিখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র॥
চৌরাশী সহস্র যমযাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥
চল তুমি যাও, তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে॥
তাঁ'র ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পা'য়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?
এই কহিলাঙ তোর নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ যায়॥
* * * *
সেই কুষ্ঠরোগী শুনি' প্রভুর বচন।
দণ্ডবৎ হইয়া চলিলা ততক্ষণ॥
সেই কুষ্ঠরোগী পাই শ্রীবাস প্রসাদ।
মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ অধ্যায়)

পাঠক শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ হইতে আমরা কি শিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম? শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে জানাইলেন,—সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণকে হনন, তাঁহাদের নিন্দা, তাঁহাদের বিদ্বেষ, তাঁহাদিগকে দেখিয়া অভিনন্দন না করা, তাঁহাদিগকে দেখিয়া ক্রোধ প্রদর্শন করা তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত না হওয়া—এই ছয়প্রকার হইতে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম—যে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের বা তদীয় নিজজন শুদ্ধবৈষ্ণবের শ্রীচরণে এই ছয়প্রকারের অপরাধের মধ্যে যে কোন একটী বা একাধিক অপরাধ হইয়া থাকে, সেই অপরাধের নিষ্কৃতির জন্য সেই গুরু বৈষ্ণবের নিকটেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা সকাতর প্রার্থনা জানাইতে হয়। পায়ে কাঁটা ফুটিলে যেমন যে মুখে কাঁটা ফুটে সেই মুখেই তাহাকে বাহির করিতে হয়, পায়ে কাঁটা ফুটিলে যেমন স্কন্ধ দিয়া বাহির করা যায় না, পায়ের যে স্থানে কাঁটা ফুটিয়াছে, ঠিক সেই স্থান দিয়াই পুনরায় কাঁটা বাহির করা যায়, তদ্রূপ যে গুরুর নিকট বা যে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হয়, সেই গুরুবৈষ্ণবের নিকটেই কৃত-অপরাধের জন্য নিষ্কপটভাবে, আর্ত্তপ্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিষ্কৃতিলাভের প্রার্থনা করিলে পরম করুণাময়, কৃপা-অবতার, দয়ার সাগর শ্রীসাধু গুরু-বৈষ্ণবগণ সেই অপরাধ নিশ্চয়ই ক্ষমা করেন। এতদ্ব্যতীত সাধু গুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধের নিষ্কৃতির অন্য কোন উপায় নাই। মহাতপস্বী প্রচণ্ডধামা মহাভাগবত মহারাজ শ্রীঅম্বরীষের চরণে অপরাধ করিয়া সন্ন্যাসী শিব, এমন কি, বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্ শ্রীনারায়ণের নিকট গিয়াও সেই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে ভগবান্ শ্রীনারায়ণের উপদেশানুসারে যে অম্বরীষের চরণে তিনি অপরাধ করিয়াছিলেন, পুনরায় সেই অম্বরীষ মহারাজের শ্রীচরণে পতিত হইয়া সকাতর প্রার্থনা করার পর অম্বরীষের কৃপায় সেই ভীষণ অপরাধ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহে প্রচার

গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসব সমাপ্ত হইলে কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ তথা হইতে রওনা হইয়া ভৈরববাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি সহরে ও ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন পল্লীগ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

ব্রহ্মচারীজী বিভিন্নস্থানে সভা-সমিতিতে পাঠ, কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাপ্রদান ও নগরসংকীর্ত্তনাদির দ্বারা তত্তৎস্থানীয় শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। গত ৩০শে নভেম্বর হইতে ভক্তিশাস্ত্রীজী মজলিশপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সাহা মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া তথায় গত ৩রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহ পাঠের পূর্ব্বে ও পরে বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

রংপুরে প্রচার

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ নরপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ পাবনা-জেলার বিভিন্ন সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া সম্প্রতি রংপুর-জেলার হাটখোলা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিতেছেন। গত ১০ই অগ্রহায়ণ ভক্তিশাস্ত্রীজী হাটখোলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ...সাধারণ দানাধিকারী মহাশয়ের মন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অসৎসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::;০;::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম তিন দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রত্যবারে প্রতি লাইনে	॥०	।৵०	।৵०	
” ” ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	
” ” সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
” ” অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
” ” এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
” সিকি কলম	১৫৲	১২৲
” অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
” এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক “ ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

মস্কো রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের সুনিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কা

একটী বিশেষ সোভিয়েট ইস্তাহারে মস্কো-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের সুনিশ্চিত পরাজয়ের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

তদুপরি উক্ত বিশেষ ঘোষণায় ইহাও বলা হইয়াছে, গত ১৬ই নবেম্বর হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মস্কো রণক্ষেত্রে ৮৫ সহস্র জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে। ‘প্রাভদা’ পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, রাশিয়ানরা মস্কো ইউক্রেন এলাকায় ওরেল-এর পূর্ব্বে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে কেন্দ্র এলেট দখল করিয়া যে বিরাট সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহা অব্যাহত আছে। সোভিয়েট অশ্বারোহী বাহিনী ‘এস’ নদীর নিকট পৌঁছিয়া। তাহাদের আক্রমণে আর এক জার্ম্মাণ রেজিমেণ্ট পর্য্যুদস্ত করে এবং তাহারা ২০টি কামান হস্তগত করে। প্রত্যহ গ্রামের পর গ্রাম দখল করা হইতেছে। এলেট দখলকারী সোভিয়েট সেনাপতি জেনারেল কষ্টেঙ্কোর নিকট হইতে জানা যায় যে, একজন জার্ম্মাণ অশ্বারোহী দূত আক্রমণ চালাইবার আদেশপত্র লইয়া যাইবার সময় বন্দী হইলে পর সোভিয়েট অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ শুরু করে। জার্ম্মাণদের পরিকল্পনা পূর্ব্ব হইতে প্রকাশ হইয়া পড়ে। মেসিনগানের গুলীবৃষ্টি করিয়া সোভিয়েট অশ্বারোহী বাহিনী অগ্রসর হইতে থাকে এবং সোভিয়েট অশ্বারোহী বাহিনীর একটি ইউনিটের আক্রমণে একটি জার্ম্মাণ ব্যাটা-লিয়ন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। পলায়নপর জার্ম্মাণদের পশ্চাদ্ধাবনকালে জেনারেল কষ্টেঙ্কোর অশ্বারোহী সৈন্যদল তিন শত গ্রাম পুনর্দখল করে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, কুইবেশিভ হইতে ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস্’ পত্রিকায় প্রেরিত এক খবরে প্রকাশ, মস্কো রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জেনারেল ফন বক সেনাপতি পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

দক্ষিণ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণ

ষ্টালিনাগোরস্ক এলাকায় (তুলার দক্ষিণে) সোভিয়েট সৈন্যদল ছয়টি বসতিপূর্ণ অঞ্চল দখল করে এবং সহস্রাধিক জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য হতাহত হয়। সোভিয়েট ইস্তাহারে এক ক্রোড়পত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। টিকভিন এলাকায় সোভিয়েট বাহিনী আরও ১৫খানি গ্রাম পুনর্দখল করিয়াছে। জার্ম্মাণদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইতেছে। তদুপরি সোভিয়েট ইস্তাহারের ক্রোড়পত্রে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জেনারেল স্মিডটএর ২৯ সংখ্যক আর্ম্মি কোর-এর হতাবশিষ্ট সৈন্যদল যে সব পথ দিয়া পলায়ন করিতেছে সেই সব পথের উপর সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী প্রবল গোলা বর্ষণ করিতেছে। সোভিয়েট বাহিনীর একটি দল একটা গ্রাম দিয়া প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ চালায়। একশত ইতালীয়ান নিহত হয়। দক্ষিণ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ জেনারেল স্টুইডলারের পাল্টা-আক্রমণ সত্ত্বেও প্রতিহত করা হইয়াছে। জেনারেল ক্লাইষ্টের সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করিতেছে এবং তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইতেছে। তদুপরি সোভিয়েট গরিলা বাহিনীর অতর্কিত নৈশ আক্রমণে তাহারা বিব্রত হইতেছে।

রাশিয়ার সাফল্য

রাশিয়া প্রতিপক্ষকে সমগ্র রণাঙ্গনে বাধা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছে। সীমান্তের অনেক অঞ্চলেই রাশিয়ানগণ এক্ষণে বিমান-শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু এখন শীতের সূচনামাত্র। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাৎসী অভিযান একটা মারাত্মক ভুল হইয়াছে। তবে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের বহু কারখানা যাহা জার্ম্মাণদের হস্তগত হয় নাই এবং রাশিয়াকে সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা ভুলিলে চলিবে না।

৬টি জার্ম্মাণ জাহাজ জলমগ্ন

উত্তর রণাঙ্গনে শত্রু-উপকূলের নিকট পরিক্রমণের সময় সোভিয়েট সাবমেরিনসমূহ শত্রুপক্ষের একটি তৈলবাহী জাহাজ এবং পাঁচটি সৈন্য ও সমরসম্ভারবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দেয়।

আমেরিকায় একতা বৃদ্ধি

ইতিপূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে যে বিবাদ লক্ষিত হইয়াছিল জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার ফলে তাহা তিরোহিত হইয়াছে। নীতি হিসাবে নির্লিপ্তবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আত্মরক্ষার ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিজনক ধর্ম্মঘটগুলির অবসান হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের কংগ্রেস এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ফেডারেশন-চালিত এবং আসন্ন সমস্ত ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিয়াছে এবং ফেডারেশনের অন্তর্গত ইউনিয়নগুলি গবর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। যাহাতে না থামিয়া দিবারাত্র আত্মরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারি হইতে পারে সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকেরা পালাক্রমে ২৪ ঘণ্টাই কাজ করিতে রাজী হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৬ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৪ঠা পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৯শে ডিসেম্বর, ইঃ ১৯৪১, শুক্রবার { ২৩০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ নারায়ণ, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন সর্ব্ববেদান্তের সার শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য
সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি
ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥
(ভাঃ ৩।৫।৩)

অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-বিমুখ, নানাপ্রকার অধর্ম্ম, পাপকার্য্য প্রভৃতিতে নিরত ও অত্যন্ত ক্লেশতপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।

———

উপরি-উক্ত ভাগবতের বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের মত মায়াবদ্ধ, অনর্থযুক্ত, সেবাবিমুখ মনুষ্যজাতি—যাহারা নানাপ্রকার পাপ ও অপরাধের কার্য্য করিয়া অহর্নিশ ত্রিতাপ-যাতনায় ক্লিষ্ট হইতেছি, এ হেন দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীব আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের পরম মঙ্গলময় ভক্তগণ—সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নিত্যবসতিস্থল শ্রীগোলোক বৈকুণ্ঠ হইতে আগমনপূর্ব্বক জগতে বিদ্যমান থাকিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণচ্ছলে আমাদিগকে এই সংসার-দুঃখ সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্য গুণ যে ভগবানে অঙ্গাঙ্গিভাবে সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান আছে, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের হৃদয়ের ধন, যাঁহারা সেই ভগবানকে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই পরম ধনে যাঁহারা ধনী, তাঁহাদের আবার গোলোক-বৈকুণ্ঠ-ধামের বিকৃত বা হেয়-প্রতিফলন এই নশ্বর জড়জগতে বা মর্ত্ত্যলোকে কোন্ বস্তুর প্রার্থী হইয়া আগমন করার প্রয়োজন হইতে পারে? গোলোক-বৈকুণ্ঠে এমন কি বস্তু নাই,—যে বস্তুর জন্য তাঁহাদিগকে কাঙ্গাল হইয়া এই জগতে আসিতে হয়?

——

"মহান্ত-স্বভাব এই—তারিতে পামর। নিজকার্য্য নাহি, তবু যান তার ঘর॥" সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের এ জগতে আসার নিজের কোন কার্য্য নাই, কেবল-আমাদের উদ্ধারের জন্যই কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহারা এ জগতে আসেন ও শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া আমাদের আত্মমঙ্গল বিধান করেন। বর্ত্তমান জগতের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের যুগ-পুরুষ শ্রীগৌরনিজ-জন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, তদীয় দ্বিতীয়বিগ্রহ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজ আমাদিগকে ভীষণ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত, ভীষণ অমঙ্গলের মধ্যে পতিত দেখিয়া কিরূপ দুঃখভারাক্রান্ত-হৃদয়ে অহর্নিশ কত উপায়ে আমাদের পরম মঙ্গল-বিধানের যত্নচেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার লেশমাত্র আমার ন্যায় দুর্ভাগা পতিতাধম অপরাধী জীবের অনুভবের বিষয় হয় না।

বর্ত্তমান জগতের কি সভ্য জাতি, কি অসভ্য জাতি—সকলেই কিপ্রকারে একমাত্র ভুঁই ও ভুঁড়ির জন্য—মাটি ও তাহার ভোগের উপযোগী দৈহিক বল, সুখ সুবিধা, দেহারামতা, গেহারামতা-বুদ্ধির মোহে কিপ্রকার মসগুল্ হইয়া পড়িয়াছে। অগ্নিকে সুখের বস্তু-জ্ঞানে পতঙ্গের তাহাতে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক জ্বলিয়া-পুড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করার ন্যায় আজ সমগ্র পৃথিবীর কত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক কিরূপভাবে সমরানলে দগ্ধীভূত হইতেছে। একদিকে এ জগতের ভোগপ্রমত্ত, মায়ামোহিত মনুষ্যজাতির জীবে দয়ার, পর-উপকারের, জগতের সুখশান্তি-স্থাপনের কত গবেষণা, কত বিচার-আচার, কত চিন্তা, কত কার্য্যকলাপের এই পরিণাম। আর অন্য দিকে—পারমার্থিক রাজ্যে জগদ্গুরু ভুবনমঙ্গল-অবতার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের জগতের পরা-শান্তির—পরম মঙ্গলের জন্য কত কোটি কোটি ঝঞ্ঝাবাত, বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া একই সময়ে অসংখ্যপ্রকারের চেষ্টা। দুই দিকে যুগপৎ এই দুইপ্রকার কার্য্য ও উহার পরিণাম বর্ত্তমান জগতের মানবজাতি মুহূর্ত্ত সময়ও স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার, বুঝিবার অবকাশ বা সুযোগ লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবে কি?

আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে, অসংখ্য পতঙ্গ প্রজ্বলিত আলোর চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে করিতে যখন সেই আলো বা অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হয়, তখন তাহাদিকে কোন প্রকারেই সেই মৃত্যুর আলিঙ্গন কার্য্য হইতে বিরত করা যায় না। কুকুরের লেজকে যতই টানিয়া সোজা করিবার চেষ্টা করা যাউক না কেন, কিছুতেই তাহাকে সোজা করা যায় না। বিষ্ঠাভোজী শূকরের সম্মুখে রসগোল্লার ভাণ্ড, অমৃতপরিপূর্ণ ভাণ্ড রাখিলেও সেই গ্রাম্য শূকর পুনঃ পুনঃ বিষ্ঠাতেই মুখ দিবে, রসগোল্লা বা অমৃতের ভাণ্ড-মধ্যে কিছুতেই সে মুখ দিতে চাহিবে না। বর্ত্তমান জগতের মানবজাতি আজ ঐপ্রকার স্থূল-সূক্ষ্মভোগে প্রমত্ত হইয়া কেহ ভীষণ সমরানলে প্রাণত্যাগে প্রধাবিত, কেহ বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত, আবার কেহ বা পরিণামে ব্রহ্মনির্ব্বাণ-লাভে আত্মবিনাশসাধনে কৃত-সঙ্কল্প, সুতরাং এমতাবস্থায় আজ গোলোক-বৈকুণ্ঠ-দূত, ভুবনমঙ্গল-অবতার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অযাচিতভাবে বিতরিত গোলোকের এই প্রেমধন—শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীহরিনামরস শুদ্ধভক্তি বা কৃষ্ণ-প্রেমরসের গ্রাহক কে হইবে?

———

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগেই এই জগতে দুইপ্রকার লোকের অবস্থানের কথা আমরা শাস্ত্রাদিতে শুনিতে পাই—দেব ও অসুর, অবরোহপন্থী ও আরোহপন্থী, শ্রৌতপন্থী ও তর্কপন্থী। দেব, শ্রৌতপন্থী বা অবরোহপন্থীর মধ্যে সত্য ত্রেতাদি-যুগে স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনকরাজা, বলিরাজা, শুকদেব, যমরাজ, বজ্রাঙ্গজী, পঞ্চ পাণ্ডব ও উদ্ধব প্রভৃতি মহাজন বা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। আবার অদৈব বা অসুর, আরোহপন্থী ও তর্কপন্থীর মধ্যে অপর তিনযুগে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, অরিষ্টাসুর, বকাসুর, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, দন্তবক্র ও তাহাদের অনুগত অসংখ্য ব্যক্তির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। উপরি-উক্ত অদৈব, আরোহপন্থী বা তর্কপন্থিগণ অসুর দৈত্য,

দানব, রাক্ষস, যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত দৈব, অবরোহপন্থী বা শ্রৌতপন্থী মহাজন, সাধুগুরুবৈষ্ণবগণ ও তাঁহাদের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরি, শ্রীগোবিন্দ শ্রীনারায়ণ, শ্রীবিষ্ণুর বিরোধাচরণ করিয়াছে। ইহারা শ্রৌতপন্থী মহাজনগণের আনুগত্য কিংবা কোন উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। তাহারা প্রভু সাজিয়া জন্ম-ঐশ্বর্য্য শ্রুত-শ্রীমদে গর্ব্বিত বা প্রমত্ত হইয়া নিজেরা ঈশ্বর, কর্ত্তা, ভোক্তা অভিমানে এই জগৎ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় পরিণামে বিষ্ণুচক্র সংস্পর্শে ধ্বংস হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠে আমরা সহজে ইহা অবগত হইয়া থাকি।

— —

এই কলিযুগেও বর্ত্তমান জগতের মানবজাতিকে অসুর দৈত্য দানবগণের বিচার আচার কার্য্য-কলাপ ও চিন্তাস্রোতে ভরপুর দেখা যাইতেছে। ভগবান্ শ্রীহরির কৃপায় ও ইচ্ছাক্রমে এই কলিযুগে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক নামে চারিটি সৎসম্প্রদায় ও শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক-নামক সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যচতুষ্টয় জগতে আবির্ভূত হইয়া জগৎকে শ্রৌতপন্থায় শুদ্ধভক্তির কথা উপদেশ করিয়াছেন। কলির জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল-বিধানের জন্য বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৫৫ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরহরিরূপে শ্রীনবদ্বীপধামে সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ-প্রেমবন্যায় জগৎ প্লাবিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এবং ইঁহাদের অপ্রকটের পর বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল-পুরুষ ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, তদনন্তর বর্ত্তমানকালে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রৌতপন্থায়—অবরোহপন্থায় সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণে, শ্রীরূপাভিন্ন বিগ্রহরূপে যে সনাতনধর্ম্ম, শুদ্ধভক্তি বা বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন, তাহা অদৈব, আরোহপন্থী বর্ত্তমান জগতের মানবজাতি কিছুতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে।

———

"বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে। ধন-মদ, বিদ্যামদে বৈষ্ণব না চিনে॥" "দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্। কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥" কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা—পরম মঙ্গলের কথা—পূরা শান্তির কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুরই ইচ্ছাক্রমে গৌড়ীয় মিশন, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীল আচার্য্যদেব আজ স্বয়ং আচার-প্রচারের দ্বারা জগতের জীবকে জানাইয়া তাহাদিগকে এই জগৎ হইতে সাক্ষাৎ গোলোকবৈকুণ্ঠধামে—পূর্ণসুখময় ধামে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জন্ম ঐশ্বর্য্য শ্রুত শ্রীমদে মত্ত বর্ত্তমান মানব-জাতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবাচার্য্যের এই ভুবনমঙ্গল অবদান কিছুতেই জানিবার, বুঝিবার বা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য পাইতেছে না। পরন্তু তাঁহারা সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রতি বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ আচরণ করিয়া ভীষণ অমঙ্গলের দিকে—আত্মবিনাশ বা ধ্বংসের দিকে প্রধাবিত হইতেছে।

কলির জীবের, বিশেষতঃ বর্ত্তমান জগতের এই প্রকার বিষম শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়া শ্রীগৌরকরুণাশক্তি, মহাবদান্যাবতার, জগদ্‌গুরু আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ তদীয় অনুগত—আশ্রিত জনগণকে জগতের বহির্ম্মুখ, মায়া-মোহিত মানবজাতির সর্ব্বপ্রকার গবেষণা, বিচার আচার, চিন্তাধারার কথা ও তৎফল-স্বরূপ পরিণামের এই প্রকার ভীষণ অবস্থার কথা জানাইয়া ও প্রত্যক্ষ করাইয়া, বহির্ম্মুখ মানবজাতি আজ যে প্রকার দ্রুতগতিতে—প্রবল উদ্যমে ভীষণ অমঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিতেছে, তদ্রূপ গৌড়ীয়-মিশনের অন্তর্ভুক্ত শুদ্ধভক্ত-মঠের আশ্রিত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি আমাদের সকলকেই এতদ্রূপ দ্রুতগতিতে প্রবল উৎসাহ-উদ্যমের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তিধন, কৃষ্ণপ্রেমধন-লাভের উদ্দেশ্যে আত্ম-মঙ্গলের রাজ্যের দিকে—আমাদের স্বদেশের দিকে—গোলোকবৈকুণ্ঠের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য স্বয়ং সর্ব্বক্ষণ আচরণপূর্ব্বক শ্রীমুখে কত উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব অহৈতুক কৃপাগুণে আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ বলেন যে,—বর্ত্তমান জগতের মানবজাতির যে প্রকার আসুরিক বা নাস্তিকতাপূর্ণ বিচার-আচার, কার্য্যকলাপ ও চিন্তাধারা দেখা যাইতেছে, তাহাতে একমাত্র শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপালাভের জন্য আন্তরিক যত্ন চেষ্টাবিশিষ্ট না হইলে এই জগতে থাকিয়া কিছুতেই মঙ্গল লাভ করা যাইবে না। আমাদের জীবন একে ত' অনিত্য, তদুপরি আবার মায়া বিভিন্নরূপে বিভিন্ন প্রলোভন দেখাইয়া আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ অমঙ্গলের দিকে লইয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় জীবন থাকিতে থাকিতেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। বৈধী ভক্তিতে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, অপ্রাকৃত রাগের অনুসরণ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণভজন, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের প্রতি গাঢ় প্রীতি বা অভিনিবেশ হয় না। আবেশ ও অভিনিবেশেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রীতি বা মিলন হয়।

হরিভজনের পথে আমরা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে চাহি না দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে বলেন যে, শামুকের গাড়ীর মত চলিলে হইবে না, শামুকের গাড়ীতে চড়িলে কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার না-ও হইতে পারে। এরোপ্লেনের মত চলিতে হইবে। এরোপ্লেনের পথে—রাগপথে নববিধা ভক্তি বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চপ্রকার ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদীয় নিজ-জনগণ এই জন্যই আমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমন্দোদয় দয়া বিতরণের জন্য ইচ্ছুক, কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাতকারী মনে করিয়া ইহ-পরকালের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এইপ্রকার পরম বন্ধুবর্গকেও আপন বা আত্মীয়জ্ঞান করিতে পারি না। এজন্য কোথায় হৃদয়ে আত্মধিক্কার উপস্থিত হইবে—তাঁহাদের নিকট সগর্ব্বে অকপট-ভাবে প্রার্থনা করিব, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদের শ্রীচরণে অপরাধই করিতেছি। শ্রেষ্ঠ বান্ধবগণকে পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতেছি। ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্ভাগ্য বা দুর্দ্দৈবের লক্ষণ আর কি হইতে পারে? "অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু। আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু।"

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—ভক্তি জিনিষটা কি?

উত্তর—ভক্তি -আত্মার স্বাভাবিকী নিত্যবৃত্তি, ইহাই জীব-স্বরূপের একমাত্র নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, দাসত্ব বা সেবার নামই ভক্তি। জীবের স্বরূপে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। ইতর বৃত্তি-সমূহ জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম নহে, ঐ সকল বিরূপের ধর্ম্ম, তাহা পরিবর্ত্তনশীল ও অনিত্য। এই ভক্তি—শোক-মোহ-ভয়াপহা। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয়-শোক-মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তু ভিন্ন অন্য প্রতীতিই দ্বিতীয়-অভিনিবেশ।

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥

যে কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় (শ্রীকৃষ্ণের) অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ দেহ, আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদ্‌বর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহার বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে পাইবার জন্য স্পৃহা, অনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোনপ্রকারে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হইলে অনাত্ম বস্তুতে 'আমি' ও 'আমার'—এইরূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূলকারণ।

এইপ্রকার বিচার-বুদ্ধি হইতে যে প্রভুত্ব-বাসনার উদয় হয়, তাহা ভক্তিবিরোধী ব্যাপার। যেমন শরীরে কৃমি আশ্রয় করিলে যত পুষ্টিকর খাদ্যই খাওয়া যাউক না কেন, তাহাতে শরীরের পুষ্টি হয় না, সেইরূপ কর্ম্মজ্ঞানের বৃত্তি প্রবল হইলে আত্মার বৃত্তি ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

প্রঃ—কি উপায়ে কৃষ্ণে ভক্তি উদিত হয়?

উঃ—যাঁহাদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ছাড়া অন্য কোন প্রকার কার্য্য নাই, সেইরূপ নিষ্কপট ও নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্‌ভজনপরায়ণ-গণের নিকট মনোযোগ-সহকারে সেবাবৃত্তির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই পরম-পুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উদিত হয়। সত্ত্ব-প্রধান-বৃত্তিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন করিতেছেন, তিনি বিষ্ণু। জগৎকে কৃষ্ণ-বিষয়ে চেতনবিশিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচৈতন্য জীবের চৈতন্য-উৎপাদনের জন্যই বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাসলীলা। কিন্তু তবুও আমাদের চেতনতা হইল না। অহৈতুকী সেবাচেষ্টা ব্যতীত ইতর চেষ্টা শুদ্ধ চেতনের ধর্ম্ম নহে। শুদ্ধ চেতনবৃত্তিতে অনর্থের সেবা নাই। সেখানে কেবল অর্থের সেবা। আমাদের পূর্ব্ব গুরুদেব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গান করিয়াছেন,—

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধফাঁস॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি বাহ্য বিষয়-বিচারে ব্যস্ত থাকেন, ব্রাহ্মণগণের সে সকল কার্য্য নহে।, হরিসেবাই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিও ব্রাহ্মণের সেবার অনুকূলেই যাবতীয় চেষ্টা করিবেন। ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হওয়াই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন—ভগবৎ-সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হইলে এই কার্য্যে লোকের রুচি দেখা যায় না কেন?

উত্তর—"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধু-সঙ্গ", আর এই সাধুসঙ্গ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বহু সুকৃতি সঞ্চিত না থাকিলে লাভ করা যায় না।

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ
(বৃহন্নারদীয়-পুরাণ)

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে ভক্তি-বৃত্তি উদিত হয়। পুরুষসকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হন।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥
(মহাভারত)

অর্থাৎ অল্প সুকৃতিবান্ ব্যক্তির ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদে, শ্রীগোবিন্দে, শ্রীনাম-ব্রহ্মে ও শ্রীবৈষ্ণবে দৃঢ় শ্রদ্ধা হয় না।

অতএব বহু লোকের যে হরিভজনে রুচি দেখা যায় না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য হয়, সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণসিদ্ধির জন্য যত্ন পায়, আর সহস্র সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) তত্ত্বতঃ অবগত হন। শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন,—

তা'র মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী-মধ্যে হয় 'একজন' মুক্ত।
কোটি মুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলি 'অশান্ত'॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

অর্থাৎ হে মহামুনে! কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
(চৈঃ চঃ)

ল প্রভুপাদের হরিকথা

কোথায় কৃষ্ণানুশীলনে আমাদের দেরী পড়িয়া যাইতেছে, তাহা প্রত্যেকের অনুধাবন করা দরকার, নতুবা ভজনে অগ্রসর হওয়া যাইবে না, একটা 'জড়ভাব বা শৈথিল্য' আসিয়া হরিভজন হইতে পাতিত করিবে। যিনি আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ, জীবের সেবা প্রবৃত্তির তারতম্যানুসারে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ অংশ, কলা, বিকলা প্রভৃতি মূর্ত্তিতে উদিত হন। স্থূল ও সূক্ষ্ম অচিদ্বস্তুকে কৃষ্ণ কখনও আকর্ষণ করেন না, তাহা কৃষ্ণ-মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

'সাধু' মানেই হচ্ছে,—তিনি একটা খড়্গা হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র'য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে পরুষ ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন। সাধু যদি আমার তোষামুদে হ'ন, তা' হ'লে আমরা প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ ক'র্লাম, শ্রেয়ঃ চাইলাম না।

ভাগবত-জীবন যা'র নয়, তা'র কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুরই সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা' হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়পদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁ'দের কপালের জোর আছে, তাঁ'রা এ সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হ'ন।

ব্যভিচার বৃত্তির দ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। বেদান্ত-বোধই হ'তে পারে না শ্রীগুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহ গুরু হ'তে পারেন না,—এটা গোঁড়ামীর কথা নয়, বাস্তব সত্য।

অচিৎএর সহিত যে সম্বন্ধ, তা'র নামই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই দুঃসঙ্গ হয়। এই দুঃসঙ্গ ছেড়ে দিলে আমাদের আত্মধর্ম্মীয় স্বরূপ আবার শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণের সহিত মিলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ কেবল চেতনকে আকর্ষণ করেন।

'আমি ভগবান্‌কে দেখিব'—ইহার নাম সম্ভোগবাদ বা অভক্তি, আর 'আমি ভগবান্‌কে দেখাইব,—যে রূপ দেখিতে তাঁহার ভাল লাগে',—ইহার নাম সেবা। আমার মনগড়া সৌন্দর্য্য তিনি দেখেন না, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাঁহার ভাল লাগে, তিনি তাহা দেখেন।

ভক্তি আশ্রয় ক'র্লে—ভগবানের উপর নির্ভর করিলে সমস্ত দায়িত্ব কাটিয়া যায়।

ভগবান্ সুখ-দুঃখ—যাহা প্রদান করেন, তাহাতেই অধোক্ষজ-সেবকগণ ভগবৎ-সেবা করেন। ভগবানের সেবা করিলেই তদন্তর্ভুক্ত সকল বস্তুর প্রকৃত সেবা হইয়া যায়।

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা ব্যতীত আর যত কথা, সব আত্মার নিত্য বৃত্তিকে ঢাকিয়া ফেলিবার কথা। হরি সব হরণ করিয়া থাকেন। কি হরণ করেন? চামড়া, মাংস তিনি হরণ করেন না, তিনি চান 'আমাকে'—আত্মাকে, সেই আত্মা পাঁচ প্রকার রসে তাঁহার সেবা করেন। রাধারমণের অভিলাষ পরিপূরণ করাই আত্মার নিত্য ধর্ম্ম।

ল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিপূজা-মহোৎসব

-..(*)..-

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম শাখা দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পঞ্চমবার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-মহামহোৎসব শ্রীহরিকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

ঐ দিন প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গল আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব শ্রীগুরুপরম্পরা, বিরহ-দৈন্য-মূলক মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'গৌড়ীয়' প্রথম-বার্ষিকী বিরহ-তিথি-পূজা সংখ্যা পাঠমুখে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের প্রকট ও অপ্রকটের তাৎপর্য্য, তাঁহার অবদানবৈশিষ্ট্য ও করুণার কথা কীর্ত্তন করেন

মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত উক্ত সংখ্যা 'গৌড়ীয়' পাঠ ও হরিকথা আলোচনা হইতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা ও তাঁহার কৃপাপূর্ণ 'উপদেশাবলী' উক্ত সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন তাহার পর গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু তিন দিনব্যাপী ঘণ্টাধিককাল শ্রীগুরুতত্ত্ব, প্রকট ও অপ্রকট লীলার তাৎপর্য্য ইত্যাদি বহু বিষয় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ও অভ্যাগত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

———

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

গত ২২শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে ও আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ৫ম বার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-মহামহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' ও অন্যান্য বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে 'গৌড়ীয়' হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-প্রাক্কালীন উপদেশাবলী পাঠ করা হয়। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে 'শ্রীসরস্বতী-সংলাপ' গ্রন্থ পারায়ণ হয়। বেলা ১১টার সময় কীর্ত্তনমুখে মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিক হয়। তৎপরে অপরাহ্ণ ১টা হইতে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠমুখে মহাভাগবতের অপ্রকট ও প্রকটলীলার জীবকল্যাণময় তাৎপর্য্য বিশেষভাবে আলোচিত হয়

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণব বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রশিক্ষা ও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অপার করুণার কথা আলোচিত হয়। তৎপরে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

গত ২৮শে অগ্রহায়ণ শ্রীধামবাসী ভক্তগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীশ্রীল গদাধর তিথি কীর্ত্তনমুখে পালন করেন। ঐ তিথিতে সন্ধ্যারাত্রিকের পর বহুক্ষণ যাবৎ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও সংক্ষিপ্ত [illegible] এক পদ অবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ শ্রীধামে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে নিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের বিরহতিথি-মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীন [illegible] প্রভু প্রায় ২॥ ঘণ্টা [illegible] শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের গুণ ও বিরহ [illegible] কীর্ত্তন [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] সজ্জন [illegible] পণ্ডিত ঠাকুরের [illegible] করুণার কথা কীর্ত্তন করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম তিন দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রত্যেকবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲		৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব বেদ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিবা পরিক্রমার্থী ও ধামসেবক শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

যুদ্ধ তহবিলে বাঙলার এক কোটী টাকা দান

বঙ্গীয় যুদ্ধসংক্রান্ত তহবিলে এ পর্যন্ত মোট এক কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এতদুপলক্ষে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন :—

"বাঙলার জনসাধারণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত রূপে যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলে এক কোটি টাকা চাঁদা প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আমি বাঙলার অধিবাসী এবং প্রাদেশিক যুদ্ধ কমিটি এবং ঐ তহবিল ফাণ্ডের কমিটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই উল্লেখযোগ্য কার্য্যের জন্য বাঙলার জনসাধারণ বিশেষ গর্ব অনুভব করিতে পারেন। আপনারা এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হইবেন যে, আপনাদের প্রচেষ্টার ফলে সকলের সমভাবে প্রয়োজনীয় "জয়লাভ" আমাদের আরও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা বর্তমান বলিয়া উহার পরিমাণ চতুর্গুণ করিয়া তুলুন, যতদিন না জয় আমাদের করতলগত হয়।"

বাঙলার জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করিয়াছেন :—

"কঠোর পরিশ্রম, সৌজন্য এবং যুদ্ধের বাস্তবরূপ হৃদয়ঙ্গম করার ফলে বাঙলার জনসাধারণের সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টায় আমি সত্যই গর্ব্বিত। এই সাফল্য কলিকাতার "ওয়ার্ণিং চেকেন্স এণ্ড সেভ," সপ্তাহের সহিত অঙ্গাঙ্গিভূত হইয়া যুদ্ধ জয় সম্পর্কে আমাদিগকে নূতন প্রেরণা প্রদান করুক। এখন হইতে প্রাপ্ত প্রতিটি মুদ্রা আমাদিগকে আর একটি কোটি টাকা সংগ্রহের সাহায্য করিবে" (কমিউনিক)

ঋণ-সালিশী বোর্ডের স্পেশাল অফিসার দল

গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ঋণ-সালিশী বোর্ডের ৩০ জন স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই নব-নিযুক্ত অফিসারগণ প্রেসিডেন্সী বিভাগের ঋণ-সালিশীর ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ সি, সি, সেনের তত্ত্বাবধানে দমদম কো অপারেটিভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে ট্রেনিং লাভ করিয়াছেন। পুঁথিগত বক্তৃতা ব্যতীত এই সকল যুবক অফিসারগণকে বিভিন্ন দলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে অবস্থিত ঋণ-সালিশী বোর্ডগুলি পরিদর্শন করিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই অফিসারগণের নিজ নিজ কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে গত ১৮ নভেম্বর মাননীয় মিঃ মুকুন্দ বিহারী মল্লিক সেক্রেটারী মিঃ বি, সরকার, আই, সি, এস, সমভিব্যাহারে উপরোক্ত কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে উপস্থিত হইয়া নব-নিযুক্ত অফিসারগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মাননীয় মন্ত্রীর চিত্তাকর্ষক বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষাধীন অফিসার দল তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অফিসার খান সাহেব জয়নাল আবেদীন এই সম্পর্কে সকল ব্যাপারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কাঁচ ও পিতলের উপর ফটো খোদাই

পিতল বা কাঁচের স্কেল, মোট স্কেলার প্রভৃতি গাণিতিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে কলের সাহায্যে ধাতু দাগ খোদাই করিতে হয়। যাহাতে ফটোগ্রাফিক প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ধাতু বা কাঁচের উপর দাগ কাটিয়া ঐ সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে গাণিতিক যন্ত্র নির্ম্মাণ অফিসে গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশেষ উৎসাহজনক। ইহা পূর্ণ সাফল্যলাভ করিলে ভারতবর্ষে ঐ ধরণের যন্ত্র নির্ম্মাণের বিশেষ সুবিধা হইবে।

তোব্রুকে নূতন সৈন্য আমদানী

বৃটিশ নৌবহর চক্রশক্তির মরু অঞ্চলে স্থিত সেনাবাহিনীর চোখের সামনেই সমগ্র তোব্রুকের পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতন সৈন্য আমদানী করিয়াছে। দীর্ঘ বিশ মাইল স্থান জুড়িয়া যখন যুদ্ধ চলিতেছে এবং ঊর্দ্ধে আকাশে যখন চক্রশক্তির রণবিমানসমূহ হানা দিয়া বেড়াইতেছে, তখনই বৃটিশ স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতায় এই বিরাট কার্য্য সাধিত হইয়াছে।

কলিকাতার বিরাট দান

দান ও বিবিধ প্রকার যুদ্ধ ঋণে যে টাকা দান করা হইয়াছে, তাহা মিলাইয়া ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত যুদ্ধ-ভাণ্ডারে কলিকাতার মোট দানের পরিমাণ ৭,৮১,৬৬,০৬৪৲ টাকা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৭ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২০শে ডিসেম্বর ইং ১৯৪১, শনিবার { ২০১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ নারায়ণ, অব্যয় শ্রী বাদশাহী, গৌরাব্দ ৪৫৫

সেবানন্দ

——::(•)::——

শাস্ত্রে আমরা দুই প্রকার জীবের কথা শুনিতে পাই—মুক্তজীব ও বদ্ধজীব। সকল জীবেরই স্বরূপে আনন্দ বলিয়া একটী জিনিষ আছে। মুক্তজীব সর্ব্বক্ষণ স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া যে আনন্দ উপভোগ করেন, সেই আনন্দের নাম—সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ, আর বদ্ধজীব স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া বা বিরূপে অবস্থিত থাকিয়া যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহাকে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি বা জড়ানন্দ বলে। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ তাঁহাদের নিত্য আরাধ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনারায়ণ, শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবগণের যাহাতে প্রীতি হয়, কায়মনো-বাক্যে সর্ব্বক্ষণ সেইপ্রকার কার্য্য করিয়া তাঁহাদের প্রীতি বিধান করেন। ইহার নাম শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা, আর যাঁহারা এইরূপ সেবা করেন, তাঁহাদের নাম শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবক। নিত্য সেব্যবস্তু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনন্দে তাঁহাদের নিত্যসেবকের চিত্তে স্বাভাবিকভাবে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহাই সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ-নামে অভিহিত।

ভগবান্ ও ভগবৎসম্বন্ধী বস্তু ভিন্ন নহেন অর্থাৎ উভয়েই এক বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রীকৃষ্ণধাম, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীচরণামৃত, শ্রীভাগবত, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীভগবদ্ভক্ত—ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় বস্তু। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো
নৈব জায়তে॥
(মহাভারত)

অর্থাৎ স্বল্প সুকৃতিবান্ ব্যক্তির ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ, অর্চ্চা শ্রীগোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে দৃঢ় শ্রদ্ধা হয় না।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিসনে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৮১)

উপরি উক্ত পদ্যের ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণ চারিমূর্ত্তিতে প্রপঞ্চে স্বীয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন। যদিও এই চারিমূর্ত্তি সহসা দর্শন করিলে ভগবান্ বলিয়া জানা যায় না, তথাপি এই চারিটী ভগবৎসম্বন্ধী বস্তু ভগবানের প্রকাশবিগ্রহরূপে পূজিত হন। বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ—এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ।

যাঁহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবক, তাঁহারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম, কৃষ্ণকাম, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ, মহাপ্রসাদ, চরণামৃত—এই সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তুকে একমাত্র সেব্য বা আরাধ্য বস্তু জানিয়া সর্ব্বক্ষণ ইঁহাদের সেবা করেন। সেই সেবাজনিত উৎসাহ, হর্ষ বা আনন্দ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

ভগবান ও ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর দর্শনে বা সেবায় যাহাদের চিত্তে স্বাভাবিক আনন্দের সঞ্চার না হয়, তাহাদের ভগবান্ বা ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর চরণে অপরাধ ঘটে ও তৎফলে তাহাদের পতন হয়।

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢা
বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং
মহারৌরব-সংজ্ঞিতে
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি
বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্
(স্কন্দপুরাণ)

—অর্থাৎ যেসকল মূঢ় ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, যে নিন্দা করে, যে দ্বেষ করে, যে বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম (বা পূজা) না করে, যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে এবং বৈষ্ণব দর্শনে যে আনন্দিত না হয়, এই ছয় জনই অধঃপতিত হয়।

সে দিন শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গোবিন্দজীউর মঙ্গলারাত্রিক দর্শন ও কীর্ত্তনকালে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের অনেককেই স্তব্ধীভূত অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—"শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ও ভগবৎসম্বন্ধী শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুদর্শনে বা তাঁহাদের নাম-গুণ-কীর্ত্তনে অনেকের মধ্যে হর্ষ বা আনন্দ লক্ষিত হয় না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ভীষণ অপরাধের দ্বারা চিত্ত অত্যন্ত মলিন বা বজ্রসম কঠিন না হইলে এরূপ দুরবস্থা, দুর্দ্দৈব লক্ষিত হইতে পারে না।"

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপরি-উক্ত কথাগুলি একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলাম,—আমার মত দুর্ভাগা, পতিত এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধী ব্যক্তি জগতে আর কেহ নাই। ইহা দৈন্যের কথা নহে, বাস্তব সত্যকথা, প্রাণের উপলব্ধির কথা। ১৫।১৬ বৎসর বা ততোধিক কাল যাবৎ মঠে বাস করিবার—শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট থাকিবার—তাঁহাদের সঙ্গ করিবার—তাঁহাদের সেবা করিবার—কত হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস প্রদর্শন করিয়াছি ও করিতেছি, কিন্তু ফলে দেখিতেছি,—এই সকল কেবল অভিনয়মাত্র সার হইতেছে। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ জানাইলেন,—

গৌর-বিহিত কীর্ত্তন শুনি'
আনন্দে হৃদয় নাচে॥
চরণ-সীধু দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায়॥
তুলসী দেখি' জুড়ায় প্রাণ,
মাধব তোষণী জানি'।

কোথায় আমার এত স্ফূর্ত্তি—এই হর্ষ—এই আনন্দ। আমি বাহিরের দিক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে ও জগতের অপর সকলকে জানাইতেছি যে, আমি লৌকিকী, বৈদিকী—সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা, শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত আমার জীবনের অন্য কোন কৃত্য নাই। যদি ইহা বাস্তবিকই সত্য হয় তাহা হইলে ... কৃষ্ণ ... অভিন্ন ... শ্রীবিগ্রহ ... নাম, ... নিত্য ... শ্রীগুরু বৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীগ্রন্থ-ভাগবত এই সব আমার একমাত্র আরাধ্য বস্তু—প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম বস্তুর দর্শন, সঙ্গ, সেবা ও তাঁহাদের নাম গুণ-কীর্ত্তনের ইহাই কি পরিণাম? এ ... ভগবান ও ভগবৎসম্বন্ধী এই সমস্ত বস্তুর দর্শন, তাঁহাদের সঙ্গ-লাভ, তাঁহাদের ... [illegible]

দেখিতে পাইতেছি, আমার চিত্ত পাষাণ হইতেও কঠিন, একটুকুও দ্রবীভূত হয় নাই।

"কপেন পরিচীয়তে" অর্থাৎ কর্ম দেখিয়াই কারণ বুঝা যায়—কার্য্য দেখিয়াই কারণ জানা যায়। কেন পরীক্ষার দ্বারা আমি যদি [illegible] দান করিতে পারি, তাহা হইলে বুঝা যায়, আমি শিক্ষকের কথা বা [illegible] ভালরূপে মনোযোগ সহকারে জানিয়াছি, শিখিয়াছি বা বুঝিয়াছি। তাহা না হইলে পরীক্ষাতে [illegible] উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। সুতরাং এখানে [illegible] পরীক্ষা দান [illegible] হয়। আমার [illegible] পড়াশুনা [illegible]। [illegible] পরীক্ষায় [illegible] কাটিতে [illegible] একবারের [illegible]। আমি [illegible] পড়াশুনার [illegible], তাহা [illegible] পাই নাই। আমার পরীক্ষার [illegible] উত্তীর্ণ হওয়ার কারণ কি? কারণ এই।— আমার মনঃশক্তি আছে ও আমি [illegible] পড়াশুনা করিয়াছি। আমি [illegible] কারণ [illegible] উত্তর [illegible] লেখাপড়া কম বা আমি [illegible] পড়াশুনা করি নাই। [illegible] হয়—ধর বা [illegible] বুঝা যায়।

এইরূপ [illegible] স্পষ্ট হইতেছে [illegible] বিষয় হয় যে, আমি যত [illegible] হরিকথা [illegible], শাস্ত্রবিচার [illegible] শ্রবণ করি, [illegible] আপনাদের ন্যায় বৈষ্ণব বান্ধবগণের নিকট [illegible] থাকি—[illegible] শ্রবণ কীর্ত্তন [illegible] বাহিরের নিদর্শন আমি দেখাইতে পারি না কেন, ভগবান্ [illegible] ও ভগবৎ-[illegible], শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ প্রভৃতি অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুসমূহকে আমি [illegible] আত্মনিয়োগ করিতে পারি নাই, তাঁহাদের প্রতি আমার প্রাণের [illegible] অনুরাগ, আসক্তি [illegible] নাই। প্রকৃত সতী-নারী যেরূপ আপন স্বামীর দর্শন [illegible] সঙ্গ [illegible] ও নাম [illegible] কীর্ত্তন [illegible], উল্লাস বা আনন্দের উদয় না হইয়া থাকিতে পারে কি? যে বস্তুর প্রতি অনুরাগ [illegible], আসক্তি [illegible], সেই বস্তুর দর্শন বা সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে [illegible] কি হয় না আনন্দের স্পন্দন না হইয়া?

[illegible] প্রবোধানন্দ [illegible] কানাইয়াছেন,— "গৌর [illegible] বলিতে [illegible] আনন্দ [illegible] নাচে।", "চৈতন্য-চন্দ্র দেখিয়া গঙ্গা যমুনা সীমা পায়।", "'কৃষ্ণ দোষ' কত্যায় প্রাণ, মাধব-ত্যাগী জানি'।" অর্থাৎ সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণাদি কীর্ত্তন শুনিলে তদীয় অনুগ জনগণের হৃদয় [illegible]

হরিকথা-প্রসঙ্গ

এ জগতের বহির্ম্মুখ মানবজাতিকে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী নানা-প্রকার প্রলোভনে ভুলাইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা হইতে বিমুখ রাখিয়াছে। আবার, যাঁহারা হরিভজনে ইচ্ছুক হইয়া গৌড়ীয় মিশনে শ্রীগুরুগৃহে বাস করিতেছি, সেই আমাদিগকেও মায়াদেবী বিভিন্নরূপে, বিভিন্নভাবে, যাহাতে শুদ্ধভক্তি-পথে আমরা অগ্রসর না হইতে পারি, —যাহাতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা হইতে আমাদের চিত্ত বিচলিত হয়, সেই প্রকার বহু চেষ্টা করিতেছে। [illegible] নানা লৌকিক বহির্ম্মুখ জগতের লোক [illegible] বা জাগতিক কথা কোনপ্রকারে তাঁহাদের উঠিতে [illegible] হয় না, আর আমরা শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-

---

নিকটে থাকিতে থাকে, শ্রীবিগ্রহ দর্শনাদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে দেখিয়া সেইরূপ চিত্ত প্রসন্ন থাকে না, শ্রীনামাবলি শ্রীতুলসী-দেবীকে দেখিয়া সেইরূপ প্রাণ শীতল হয়। আর আমি সেই সেবক, বড় ভক্ত, অনন্য ভক্ত, একান্ত ভক্ত, একান্ত শরণাগত ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়া পাষাণ হইতেও কঠিন হইয়াছি। এই সমস্ত ভগবান ও ভগবৎসম্বন্ধী বস্তু দর্শনে আমার চিত্তে কোন উল্লাস বা আনন্দ হয় না। শ্রীবিগ্রহ-ভগবান্ বা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কোন বস্তু দর্শনে চিত্তে বিন্দুমাত্রও আনন্দের সঞ্চার হইলে বাহিরের নিকটেও [illegible] আমাদের ন্যায় 'বেত্রিশ [illegible] মুখ', অশ্রু-কম্পাদি বা পুলকাদি বিকার, নিত্য [illegible] 'সম্পাদন' কখনও লক্ষিত হইতে পারে কি? সুতরাং "অপরাধের ফলে মন চিরদিন [illegible] সম, তৃষ্ণা নামে না পাকে বিকার।"—এই মহাজনবাণীর সার্থকতা আমাতে এই সম্পাদন হইয়াছে। অতএব ইহা [illegible] চিত্ত আবার কি হইতে পারে?

অতএব হে অদোষদর্শি, পতিতপাবন, দয়ার সাগর বৈষ্ণবগণ! আপনারা সকলে অহৈতুক কৃপাগুণে এ হেন [illegible] অপরাধীর প্রতি নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক [illegible]। শুভদৃষ্টিপাত করুন। [illegible] সুবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে সে সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটে কায়-মনো-বাক্যে আমাদিগকে ও আপনাদের প্রাণেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরকে "তুমি ত' আমার, আমি ত' তোমার কি কাজ অপরধনে।"—এইরূপ জ্ঞানে আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে সুদৃঢ়নিষ্ঠ ও প্রীত্যন্বিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ আপনাদের প্রীতি-বিধানে যত্নবান্ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে,—ইহাই আপনাদের শ্রীচরণে সকাতর প্রার্থনা।

গণের অসীম কৃপায়—অস্ত্বাদর-দয়ার মায়ার বিচিত্রতা বা বিমুখমোহন কার্য্যগুলি বুঝিয়া তাহা হইতে সাবধান থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করি।

আমরা যাহাতে নিরন্তরভাবে বাস্তব-সত্যবস্তু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা, শুদ্ধভক্তি, কেবলা ভক্তি, বা কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হইতে পারি—যাহাতে এই দুর্লভ অথচ অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ থাকিতে থাকিতেই আত্মমঙ্গল, পরম মঙ্গল, আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া এই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি—যাহাতে আমাদের প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মফলজনিত এই জন্মের বা জন্মজন্মান্তরের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সর্ব্বপ্রকার দুঃখরাশির মূল অবিদ্যা বা স্বরূপ-বিস্মৃতি সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হয়, —যাহাতে আমরা সেবানন্দ বা কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া কৃষ্ণভোগের ইন্ধন বা সামগ্রীরূপে পরিণত হই, তজ্জন্য ভুবনমঙ্গল অবতার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বক্ষণ কতভাবে যে কত চেষ্টা করিতেছেন, তাহা ভাবনার বর্ণনাতীত।

কলিযুগ-পাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় অন্তরঙ্গ-নিজজনগণ কলিহত-জীব আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় হইয়া আমাদের নিত্যমঙ্গল বা পরম মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ ও অন্যান্য শুদ্ধভক্তিগ্রন্থে যেসমস্ত শিক্ষা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যখন তাহা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ করাইতে যান, তখন আমরা মায়ার তমোগুণের কার্য্য নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হইয়া সেইসমস্ত আত্মমঙ্গলের কথা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ ও তদনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য আন্তরিক যত্নবিশিষ্ট হই না। শ্রীল আচার্য্যদেব পাঠের সময় আমাদের এইরূপ নিদ্রালস্য, হরিকথা-শ্রবণে বিরক্তি, অমনোযোগিতা, ঔদাসীন্য প্রভৃতি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রায়ই বলেন যে, ইহা শ্রীমহাপ্রভুর ও সেই শ্রীনামপ্রভুকে বিতরণকারী শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে ভীষণ অপরাধের নিদর্শন, তজ্জন্য শুদ্ধভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যাইতেই না, পরন্তু উহা দ্বারা আমাদের সেবা-বিমুখতা বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে চেতনের বৃত্তি একেবারে লোপ হইয়া যাইবে।

গৌড়ীয়-মিশনের সকল সেবকই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট হইতে একটী মহাবিপ্লবময়ী কথা শ্রবণ করিয়াছেন, সেই কথাটি এই,—অপ্রাকৃত বস্তুকে দেখিতে হইবে, জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে ও তাঁহার সেবালাভ করিতে হইবে—একমাত্র কাণ দিয়া অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য একমাত্র কাণ দিয়া করিতে হইবে, যেমন, চক্ষুর দেখা-কার্য্যটী, কর্ণের শ্রবণ-কার্য্যটী, নাসিকার আঘ্রাণ লওয়ার কার্য্যটী, জিহ্বার আস্বাদন বা কথা বলার কার্য্যটী, ত্বকের স্পর্শন-কার্য্যটী, শিরের কার্য্যটী, হাতের কার্য্যটী, পায়ের কার্য্যটী, মনের কার্য্যটী—সমস্তই কাণ দিয়া করিতে হইবে। এই কথাটী সমস্ত জগতের নিকট অত্যন্ত বিপ্লবময়ী মনে হইবে। আমাদের নিকটও প্রথম প্রথম উহা অত্যন্ত বিপ্লবময়ী কথা বলিয়া মনে হইত। এই কথাটী শুনিলে আমাদের সকলেরই স্বভাবতঃই মনে হয়,—কাণ দিয়া দেখা যায়, কাণ দিয়া ভোজন করা যায়, কাণ দিয়া আঘ্রাণ করা যায়, কাণ দিয়া স্পর্শ করা যায়, কাণ দিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করা যায়, কাণ দিয়া হাটা যায়, কাণ দিয়া হাতের কাজ করা যায়—কি প্রকারে? জগতের লোকের নিকট এইসব কথা পাগলের প্রলাপ মনে হইবে। এইজন্য জগতের লোক গৌড়ীয়-মিশনকে 'জগৎ ছাড়া' বলিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণধাম, শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ, তাঁহার নিজ জন শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ, কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীভাগবত, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীচরণামৃত—এই সকল অপ্রাকৃত বস্তু, ইঁহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং"—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-দ্বারা হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বা তৎসম্বন্ধীয় উপরি-উক্ত অপ্রাকৃত বস্তুসমূহের সেবা করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। এখানে 'ইন্দ্রিয়'-শব্দে সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ," অর্থাৎ অপ্রাকৃত বস্তুসমূহ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিপ্রথমে শ্রীব্রহ্মাকে যে সনাতন-ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, চেতনধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা উপদেশ করিয়াছেন ব্রহ্মা কৃষ্ণের প্রথম শিষ্যসূত্রে যে সনাতন-ধর্ম্মের কথা কৃষ্ণের নিকট হইতে কাণ দিয়া শ্রবণ করিয়াছেন, সেইসমস্ত উপদেশ তিনি নিজে আচরণপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীনারদকে উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীনারদ শিষ্যসূত্রে ব্রহ্মার শ্রীমুখে সেই সমস্ত উপদেশ কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিয়া স্বীয় জীবনে আচরণপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীব্যাসদেবকে তাহা উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীব্যাসদেবও শিষ্যরূপে গুরু শ্রীনারদের নিকট হইতে কর্ণদ্বারা তাহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় জীবনে আচরণপূর্ব্বক শ্রীমধ্বাচার্য্যকে তাহা উপদেশ করিয়াছেন। এইপ্রকার শ্রৌত-পন্থায় বা শ্রুতিপরম্পরায় যে সনাতন বা পরমধর্ম্মের কথা বর্ত্তমান জগদ্গুরু পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ পর্য্যন্ত আসিয়াছে, সেই চেতন-ধর্ম্মের কথা আমরা তাঁহার আশ্রিত, অনুগত বা শিষ্য-সূত্রে সেবোন্মুখ বা চেতন-

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

…তার কল্যাণকল্পতরু

…ল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
…চিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-
…গ্রন্থ 'পরিষদ'-নামক বিবৃত
…টীকাসহ প্রকাশিত হইয়া-
…ছেন। ইহাতে চরম ও
…পরম মঙ্গলের কথা আছে।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সত্যানু-
সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২০ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৩শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ২২-৩৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ নারায়ণ, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগৌর-কৃষ্ণ

——::(*)::——

বেদ-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, তদনুগ সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র, বৈষ্ণব-মহাজনগণ—সকলেই একবাক্যে তারস্বরে জানাইয়াছেন যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কলিকালে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দররূপে কলিহত জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ, পরম মঙ্গলের পথ বা উপায় প্রদর্শনের জন্য সপার্ষদে ধামসহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাজনগণের কৃপায় আমরা ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, যদিও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরে লীলা-বৈশিষ্ট্য নিত্যকাল বিদ্যমান আছে। শ্রীগৌরকৃষ্ণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-রহস্য-যুক্ত। এই জগতের বহির্ম্মুখ মনোধর্ম্মী মানবজাতি তাহাদের মাটিয়া-বুদ্ধি বা মাপিয়া নেওয়ার বুদ্ধি-দ্বারা শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে ভেদ-বিচার প্রদর্শন করিয়া থাকে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জড়ভেদবাদিগণের সেইসব মনোধর্ম্ম নিরাস করিয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বটী এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর—ইঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন; উভয়েই মধুর রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এই মাত্র যে, মাধুর্য্যরসের দুইটী প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য, তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ। মূল বৃন্দাবনেও শ্রীকৃষ্ণপীঠ ও শ্রীগৌরপীঠ—এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ, শ্রীগৌরপীঠে সেইসকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোন স্থলে উভয় পীঠে স্বরূপব্যূহদ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান। * * সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর—এই উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়ব্যূহ অবলম্বনপূর্ব্বক উভয় পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান,—ইহাই গৌর-কৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম রহস্য" (জৈবধর্ম্ম)।

'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্যে' ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"গৌর-কৃষ্ণে ভেদ যা'র সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ কভু না হয় তাহার॥
দাস্যরস-পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ-ভজনে।
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ—বলে সাধুজনে॥
মধুর প্রেমেতে যা'র হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণরূপে গৌর-ভজন তাঁহার॥
রাধাকৃষ্ণ-ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
যুগল-বিলাস-ঐক্যে স্বতঃ নাহি তায়॥
দাস্য পরিপক্ক যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর রস উদে মূর্ত্তিমান হ'য়ে॥
সে সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হয়ে ব্রজে অবতরি'॥
নিত্যলীলারসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা, ব্রজধাম পায়॥
নবদ্বীপে, ব্রজে যেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হয়ে দুই হয়, নাহি দেখে অন্ধ॥
সেই ত' সম্বন্ধ গৌরে-কৃষ্ণে জ্ঞান সার।
মধুর রসেতে গৌর যুগল-আকার॥

যাহারা গৌরাঙ্গকে 'নাগর', 'লম্পট' সাজাইয়া কাল্পনিক ভজন-প্রণালী সৃষ্টি করিতে চায়, তাহাদিগের চেষ্টা গৌর-ভজনের নামে গৌরবিমুখতা বা গৌরে ভোগবুদ্ধি। উহা মধুর রস নহে, তাহা শুদ্ধ ভক্ত হইতে 'দূর'-'দূর'-শব্দে অভিহিত হয়। উপরি-উক্ত পদ্যসমূহের 'দাস্যরসপরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গভজনে", "মধুর প্রেমেতে যা'র হয় অধিকার" প্রভৃতি বাক্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ শ্রীগৌরকৃষ্ণে জড়ভেদ-বাদ নিরাস করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা সর্ব্বদাই সম্ভোগময়ী, তদ্রূপ শ্রীগৌর লীলাও সর্ব্বদাই বিপ্রলম্ভময়ী। শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ গোকুল, দ্বারকা ও মথুরা-লীলা, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দরেরও নবদ্বীপ-লীলা, ভ্রমণ-লীলা ও ক্ষেত্রাবস্থান লীলা। ঐশ্বর্য্যপ্রধান বিচারে নবদ্বীপের প্রাগ্‌ভাব-লীলা—দ্বারকেশ-লীলা, শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর মাধুর্য্যমিশ্রিত ঐশ্বর্য্যবিচারে নবদ্বীপের শেষ-ভাগ লীলা—মথুরেশ লীলা, আর মাধুর্য্য-প্রধান লীলাই বিপ্রলম্ভময়ী ব্রহ্মগিরি ও শ্রীনীলাচল-লীলা বা শ্রীকুরুক্ষেত্র-লীলা এবং গোপীভাবে সম্ভোগময় সুন্দরাচল গমন, শ্রীজগন্নাথমুখে মুরলী-দর্শন ও অষ্টদশা-লীলা-কথন প্রভৃতি। কিন্তু এই ত্রিবিধ বিভাগের লীলাই ঔদার্য্যময়ী লীলা অর্থাৎ তাহাতে জীবের প্রতি করুণা, উদারতা বা দানরূপ কার্য্য রহিয়াছে। কৃষ্ণান্বেষণলীলা বা বিপ্রলম্ভই ঔদার্য্য মধ্যে পর্য্যভিব্যক্ত।

ঔদার্য্যলীলা অযোগ্য বা সাধক জীবের পক্ষে অধিক উপযোগী, আবার সিদ্ধের যে ইহাতে উপযোগিতা নাই, তাহাও নহে। সিদ্ধগণ এই লীলার সহায়ক, পুষ্টিসাধক ও আস্বাদক। সুতরাং শ্রীগৌরলীলা সাধ্য ও সাধন-সম্পত্তি—উভয়ই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলায় একমাত্র সিদ্ধগণেরই উপযোগিতা ও অধিকার আছে বলিয়া উহা সিদ্ধসম্পত্তি বা সাধ্য-ভক্ত্যাভিনয়কারী অনর্থপর ভোগীর দুষ্প্রাপ্য।

অতএব গৌর-ভজন ও কৃষ্ণভজন-বিচারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনর্থযুক্ত ও আচারাশ্রিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজনে সামর্থ্য নাই, অধিক কি, অনর্থযুক্ত বৈধভক্তের শ্রীরাধাকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা নাই। তাঁহারা (অনর্থযুক্ত বৈধভক্তগণ) যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহার ফলে তাহাদের নারায়ণ-সামীপ্য লাভমাত্র হয়, কৃষ্ণসামীপ্য ঘটে না। সুতরাং তাহাদের কৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভজন না হইয়া নারায়ণভজনই হইয়া পড়ে

গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অনর্থযুক্ত ব্যক্তি যে শ্রীগৌরানুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করেন, তাহাই বাস্তবিক শ্রীসাধন-ভূমিকায় শ্রীগৌরভজন। গৌরানুগত্যে রাধাকৃষ্ণভজনকারীকে নারায়ণসামীপ্য লাভ করিতে হয় না, শ্রীরাধাকৃষ্ণই তাহার প্রাপ্যবস্তু হন। আবার গৌরকৃপালব্ধ মধুর-রসাশ্রিত সিদ্ধভক্তগণ শ্রীরায় রামানন্দপ্রমুখ নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদগণের ন্যায় বিপ্রলম্ভরসে যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজনা করেন, তাহাই তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থায় গৌরভজন। অনর্থযুক্তাবস্থায় শ্রীগৌর-ভগবানে একান্তভাবে প্রপন্ন হইলে শ্রীগৌর-সুন্দর সাধকের অনর্থ অপসারিত করিয়া সাধককে নিজভজন মুদ্রা প্রদান ও তাঁহারই রসরাজস্বরূপ যে স্বয়ং গোপরূপ, তাহা প্রদর্শন করেন।

শ্রীকৃষ্ণই বিপ্রলম্ভ-স্বরূপে শ্রীগৌর বা মহাভাবচিত্ত, আবার শ্রীগৌরই তাঁহার সম্ভোগময়-স্বরূপে নাগর বা রসরাজ। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলায় সাধক অর্থাৎ অনর্থযুক্ত জীবের অধিক উপযোগিতা আছে। সাধকের দিক্ হইতে নবদ্বীপ-লীলায় অধিক উপযোগিতা আছে বলিয়াই শ্রীগৌরলীলাকে কৃষ্ণলীলা-মূলে সাধন লীলা বলা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা গৌরলীলার মর্য্যাদা কিছু কম করা হয় না, কারণ বিচারটী সাধকের দিক্ হইতে অর্থাৎ উহাতে সাধকজীবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগিতা আছে বলিয়াই নবদ্বীপ লীলা সাধনলীলা হইয়া উহাই সাধ্য-লীলাও বটে। নবদ্বীপ লীলাকে কেবল সাধন-লীলাও বলা হয় নাই। শ্রীগৌরলীলা সাধন ও সাধ্য -উভয়-লীলা। ঔদার্য্য-লীলায় প্রবিষ্ট জীবের নিকটেই মাধুর্য্য-লীলার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত। সর্ব্বোত্তম ঔদার্য্যের অভ্যন্তরেই মাধুর্য্য অবস্থিত। অধিকন্তু জীবের পক্ষে তাহারই অধিকতর উপযোগিতা আছে। এরূপ বিচার নয় যে, সাধক গৌরভজন করিতে করিতে শ্রীগৌরভজন ছাড়িয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলায় চলিয়া যাইবে। জড়ভেদবাদীর এইরূপ বিচার।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্তবিদ্‌গণ বলেন যে, শ্রীগৌরের আনুগত্যে শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের প্রতীতি হইবে অর্থাৎ ঔদার্য্যে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগেরই ঔদার্য্যলীলায় প্রদর্শিত মাধুর্য্যে প্রবেশাধিকার। পতিত জীবের পক্ষে শ্রীগৌরলীলা আগে, আর মুক্তজীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণলীলা আগে। সম্ভোগের সৌন্দর্য্য বা ঔজ্জ্বল্য পুষ্টি করিতে গিয়াই ঔদার্য্য-লীলার প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণলীলার ভাবময় স্বরূপই শ্রীগৌরলীলা। একটী—সম্ভোগময়, আর একটী—বিপ্রলম্ভময়। এই বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলা শ্রীগৌরের শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সম্ভোগময়ী লীলারই ঔজ্জ্বল্য ও চমৎকারিতা প্রদর্শনকারিণী ও পুষ্টিকারিণী। সম্ভোগময়ী শ্রীকৃষ্ণলীলা ঔদার্য্যপরায়ণ যোগ্য জীবের পক্ষে উপযোগী, আর অযোগ্য জীবের পক্ষে বিপ্রলম্ভময়ী শ্রীগৌরলীলা অধিক উপযোগী হইয়াও যোগ্য জীবের একমাত্র আশ্রয়নীয়। কারণ, সিদ্ধির চরম বা সর্ব্বোত্তমাবস্থা শ্রীগৌর-লীলাতে প্রকাশিত। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তা'রে অসুরে গণন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥
যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র তরঙ্গ॥
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় জানাইয়াছেন,—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাদ্
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

অর্থাৎ হে সাধুগণ, আমি (ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুক) দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক আপনাদের পদযুগলে নিপতিত হইয়া শত শত কাকুতি-সহকারে এক মাত্র বলিতেছি, (ভিক্ষা চাহিতেছি) —আপনারা সমস্তই অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ সমস্ত বিচার-আচার, চিন্তা-স্রোত দূর হইতে পরিত্যাগপূর্ব্বক—দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া মহাবদান্যাবতারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে অনুরাগবিশিষ্ট হউন।

প্রশ্নোত্তর

——::০::——

প্রশ্ন—স্মার্ত্তদের মধ্যে অনেকেই বিষ্ণুপূজা করেন, দেখা যায়, তাঁহাদিগকে কি বৈষ্ণব বলা হইবে না ?

উত্তর—স্মার্ত্তের বিষ্ণুপূজা গণেশ, সূর্য্য বা শাক্তপূজাদির একটা রূপান্তর, তাহাতে বিষ্ণুর পরমপদের পূজা হয় না। বিষ্ণুকে পঞ্চ-দেবতার অন্যতম করিয়া যে পূজা, তাহাতে বিষ্ণুর অসমোর্দ্ধ পদকে অন্যান্য দেবতার সমান করিয়া ফেলা হয়—বিষ্ণুকে ইতর দেব-পর্য্যায়ে গণনা করা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

অর্থাৎ যে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে 'সমান' করিয়া দেখে, সে নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'পাষণ্ডী' হিন্দুর কথা বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ—আদি, ১৭।২০৩)। তাহারা কৃষ্ণনামকেই একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া বিচার করে না, কৃষ্ণকে অন্য দেবতার সহিত ও কৃষ্ণনামকে যোগ-তপস্যা-ধ্যান ব্রতাদি ইতর সাধনের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তা'রে যম॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে যে অমূল্য বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থটি উদ্ধার করিয়াছেন, সেই 'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থে এইসকল কথার খুব বিচার আছে। পঞ্চোপাসনায় যে বিষ্ণুর উপাসনা, তাহাতে বিষ্ণুর সন্তোষ নাই, তাহা দেবতা-পূজা মাত্র, সুতরাং অবৈধ।

প্রঃ—অবৈধ বলেন কেন ?

উঃ—গীতায় স্বয়ং ভগবান্ই ইহাকে অবৈধ বলিয়াছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অর্থাৎ যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে, হে কৌন্তেয়, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করে। অবিধি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপাসনা-দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ নিত্যফল প্রাপ্তি হয় না, সুতরাং তাহা অনিত্য-কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছ ফলপ্রদ।

প্রঃ—অবৈধ পূজা হইলেও ত' তাহাতে কৃষ্ণেরই পূজা হয় ?

উঃ—কৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত গোলোক-বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট্, সুতরাং তাঁহার ভোগে কেহই বাধা দিতে পারে না। তাঁহার পূজা সকলেই করিতেছেন, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক পূজা হইলে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁহারা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণেরই ছায়াশক্তির পূজা করিতেছেন, কারণ কৃষ্ণ হইতে কাহারও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার পূজা হইয়া যাওয়ায় তাহাদের স্বরূপজ্ঞান হইতেছে না, সম্বন্ধজ্ঞান বিকসিত হইতেছে না। যেদিন সম্বন্ধজ্ঞান হইবে, সেইদিন তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে,শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রভু, জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যা রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥", "কেহ মানে, কেহ না মানে—সব তাঁ'র দাস। যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ॥"

প্রঃ—পঞ্চোপাসনা-সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় কি বিচার আছে ?

উঃ—ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চোপাসনাকে নিরাস করিয়াছেন। সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজনই জীবের নিত্য কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই বিষ্ণুর কিঙ্কর। গোবিন্দের আদেশ-বহনই তাঁহাদের কার্য্য। যাঁহারা দেবতা-গণকে বিষ্ণুর কিঙ্কর না জানিয়া বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা কোন কালেও মুক্ত হইতে পারেন না। ব্রহ্মসংহিতার এই পাঁচটী শ্লোকে পঞ্চদেবতার স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকল গ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—অর্থাৎ গ্রহসকলের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তি সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য জগতের চক্ষুঃস্বরূপ। তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—অর্থাৎ গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎকার্য্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়সাধনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

—অর্থাৎ দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্‌তত্ত্ব হয় না সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—অর্থাৎ একটী দীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্ত্তি বা বাতিগত হইয়া বিবৃতহেতু সমান-ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্বলিত হয়, যিনি সেইরূপে চরিষ্ণুভাবে প্রকাশ পান, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

প্রঃ—কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতে পার্থক্য কি ?

উঃ—কৃষ্ণ যে স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই স্বরূপ; উভয়েরই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপতা আছে। বিষ্ণু-বিবৃতহেতু অর্থাৎ প্রকটিত-হেতুরূপে কৃষ্ণের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট, মূলহেতুরূপ কৃষ্ণের স্বীয় প্রকরণরূপী বিষ্ণু। কৃষ্ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণের ষষ্টিসংখ্যক গুণরূপে পূর্ণভাবে রহিয়াছে। বিষ্ণু হইতেও চারিটী গুণ অধিকরূপে এবং নারায়ণের ষাটটী গুণ অন্তর্ভুক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ মূলদীপ-স্বরূপ; তাঁহা হইতে অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বরূপ দীপ প্রজ্বলিত হইয়াছে। মহাদীপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি হইতে মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদক-শায়ী এবং রামাদি অংশ-অবতারসকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তিগত দীপস্বরূপ।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

"নিশ্চিন্ত ব্যক্তি পশু অপেক্ষাও অধম"

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রৌতপন্থিগণের আপন ভজনে তৃপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার কোনও কথা নাই। ভজনে অভাবানুভবজনিত অতৃপ্তিই প্রয়োজন। একান্ত শরণাগত অভাবানুভবযুক্ত, অতৃপ্ত সেবক নিরভিমান ও দৈন্যযুক্ত হইয়া কৃপালাভের উদ্দেশ্যে প্লুতস্বরে কৃপাময় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণকে আহ্বান করেন। তাঁহাদের আহ্বানেই কৃপাময়গণ সাড়া দেন। ভজনোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধকের এইপ্রকার কৃপাভিক্ষা ও চিচ্ছক্তিবলের অবতরণ যুগপৎ চলিতে থাকে। চিত্তে এইপ্রকার অভাবোদ্দীপ্ত বিরহ-ব্যাকুলতাব না থাকিলে ভক্তির ভাণে অভক্তির পথে চলিবার অধিক সম্ভাবনা।

যাহারা শ্রৌতপন্থীর অভিমান করিয়া 'গুরুপাদপদ্মে নিয়ত যুক্ত আছি'—এইপ্রকার বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়াও শ্রীগুরুদেবের অযাচিত কৃপার ফলস্বরূপ এই ভজন-অভাববোধ হৃদয়ে অনুভব করিয়া ভজনে ব্যাকুলতা প্রদর্শন করে না, তাহাদের ভজনোন্নতির আশা খুব কম। 'অন্যাভিলাষ পুষিয়া রাখিবই'—এই ধরণের দৌরাত্ম্য-মূলক বা মায়াত্মক চিন্তাস্রোতও হয় ত' তাহারা হৃদয়-কোটরে সযত্নে পুষিয়া রাখিতে চাহে। ইহা কিছু অসম্ভব নহে। অভাবানুভূতি লাভ করিবার একটা নিষ্কপট আকাঙ্ক্ষা বা লোভও থাকিলে একদিন ভক্তিদেবীর কৃপালাভ হইতে পারে। কিন্তু লোভটুকু পর্য্যন্ত না থাকিলে আর মঙ্গলের আশা কোথায়? অভাবানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করিবার জন্য লোভী হইয়া পড়েন। তৃপ্ত ব্যক্তির লোভ হয় না। অভাবানুভূতির অনল-দহনেই কৃষ্ণেতর বিষয় ভোগ-স্পৃহা, কুটিলতা, দাম্ভিকতা প্রভৃতি অনর্থরাজি দগ্ধ হইয়া যায় ও তৎস্থলে পুনরায় সুশীতল কৃপাবারি সম্পাতে সরলতা, দীনতা প্রভৃতি শরণাগতির শুভ্র সুঘ্রাণযুক্ত প্রসূন-সমূহ বিকশিত হয়।

ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রেমের ভূমিকাতেও এই ভাবটী আরও বৈশিষ্ট্যময়। প্রেমিক ভক্তগণ দারুণ কৃষ্ণ-বিরহানলে দগ্ধ হইয়া অশান্তির জ্বালায় জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে চাহেন, কিন্তু কৃষ্ণেচ্ছায় তাঁহাদের জীবন থাকে। এই অনল দহনের ভিতরেই কৃষ্ণ-কৃপা বা গুরুকৃপার অবতরণ—এই অনলদহনের ভিতরেই আনন্দসিন্ধুর উদ্বেলন, এই অগ্নিজ্বালার ভিতরই পদে পদে পরিপূর্ণ-অমৃতের আস্বাদন—এই নিদারুণ অশান্তির ভিতরেই আত্মার স্নিগ্ধতা, প্রসন্নতা, শান্তি, অমৃত, আনন্দ—সমস্তই। এই প্রেমামৃত-আস্বাদন ক্রম বর্দ্ধমান ও পরম চমৎকারিতাময় ব্যাপার। এই প্রেমামৃত-আস্বাদনের ও উহার আস্বাদক প্রেমিক ভক্তের অবস্থা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

এই প্রেমামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥

* * *

প্রেম-ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পারে মরিতে॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥

এই প্রেমামৃতের এক কণিকা আস্বাদন করাইবার জন্য—সুখময়, শান্তিময়, মধুময়, অমৃতময় ভূমিকায় আরোহণ করাইবার জন্য—গোকুলের মহোৎসবে নিত্য অতিথি করাইবার জন্যই আমাদের গুরুবর্গের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার। তাঁহাদের প্রকট অপেক্ষা অপ্রকট লীলায় আরও গভীর, সুস্পষ্ট ও তীব্রতরভাবে এই অভাব-জ্বালা অনুভব হয়। কাজেই করুণাময় প্রভুবর্গের অপ্রকট লীলাতেও করুণাঘনত্বের চমৎকারিতা প্রকাশিত। এই অভাব দহনের ভিতর দিয়াই নিষ্কপট সেবকের নিত্য প্রগতি। এই অভাব-দহন বা সুতীব্র জ্বালা বোধ সেবকের স্বরূপভূত লক্ষণে নিত্য প্রকাশিত।

যেখানে সেবার জন্য জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, অভাববোধ নাই, জ্বালাময়ী তৃষ্ণা নাই, উৎকণ্ঠা নাই, অথচ সেবাচেষ্টা (?) আছে, উৎসাহ আছে, সেখানে 'নিশ্চয়ই ঐ সেবার বিনিময়ে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কিছু দোহন করিয়া লইবার দুষ্প্রবৃত্তি রহিয়াছে—নিশ্চয়ই ঐ সেবকাভিমানীর অন্তরের অন্তঃস্থলে বাসনাবৃত্তি ও বিভিন্ন আকারের অন্যাভিলাষ প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে—শ্রীগুরুদেবের নিকট বহুল পরিমাণ প্রতিদান বা পুরস্কারের আশা, একটু আদর-আপ্যায়ন, অন্ততঃপক্ষে স্মিতহাস্যযুক্ত মিষ্ট কথাটীও পুরস্কার পাওয়ার লোভ আছে—ঢাক পিটাইয়া নিজের সেবার কাহিনী প্রচার করিবার অভিলাষ আছে, সুখ-শান্তি-স্বস্তি-আরাম-আয়াস-কামনা আছে। আপাততঃ গোচরীভূত না হইলেও ঐ সমস্ত কিছু না কিছু আছেই, নতুবা শরণাগতির ছয়টী লক্ষণের একটীরও কিঞ্চিৎ লক্ষণও কেন না প্রকাশিত হইবে? ঐ ধরণের উৎসাহী, পরিতৃপ্ত সেবকগণকেই পরবর্ত্তিকালে অন্যাভিলাষ চরিতার্থ বা আচার্য্যবিদ্বেষ ও আচার্য্য-দ্রোহাচরণে নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। কাজেই কেবল বাহিরে ক্ষণস্থায়ী উদ্যম উৎসাহ, কর্ম্মকুশলতা, বাক্‌চাতুর্য্য বা লিখন-পটুতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলে চলিবে না। উহার সঙ্গে ভজনে অভাবানুভূতি, জ্বালাবোধ, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা নিজের নির্গুণত্ব-উপলব্ধি, শয়নে-ভোজনে তৃপ্তির পরিবর্ত্তে—অশান্তি, সকলকে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-দর্শন, কৃপাভিক্ষার জন্য নিষ্কপট প্রার্থনাদি স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে কি না, দেখিতে হইবে। যদি এসমস্ত লক্ষণের একটীও না থাকে, তাহা হইলে ঐ উদ্যম, উৎসাহ, সেবাচেষ্টা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইতর বিষয়ে বিরক্তি ও পরেশানুভূতি স্বাভাবিকভাবেই হইবে।

অনেক সময় আবার অনুকরণ-পটু ব্যক্তিগণও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় কৃত্রিমতা করিয়া সাময়িকভাবে ঐপ্রকার ক্রিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করিলেও উহা বেশীক্ষণ রক্ষা করিতে পারে না। ঐপ্রকারের কপটনাট্য আরও মারাত্মক ব্যাধিবিশেষ। দাঁড়কাক কখনও ময়ূরপুচ্ছ গুঁজিয়া ময়ূর সাজিতে পারে না। ভক্তির বৃত্তি সহজ ও সরল। পূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অত্যদ্ভুত উৎসাহময়ী সেবাচেষ্টার ভিতর এই সরল, সহজ, বণিগ্‌বৃত্তি বিহীন অশান্তি ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ জ্বালাময় ভাব ছিল। তিনি তাঁহার নিজ দিন-পঞ্জীতে নিজের অবস্থা এইরূপ জানাইয়াছেন,—"শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধার লেশমাত্র হইল না, প্রীতি ত' অনেক বড় কথা। * * * ইহাও সত্য যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রীতিশূন্য-জীবন আমার পক্ষেও ক্রমশঃই দুর্ব্বিষহ হইতেছে। নিজেকে বরাবরই ভক্ত বলিয়া অভিমান করিতে শিক্ষা করিয়াছিলাম। এখনও গোপনে নিজেকে ভক্ত বলিয়া অভিমান করিবার চেষ্টার ত্রুটী করি না। কিন্তু এখন ক্রমশঃ প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি। পূর্ব্বেই কি এত খারাপ ছিলাম? অন্যকে কত গালাগালি করিয়াছি ও করিতেছি। কিন্তু নিজের অবস্থা তাহাদের অপেক্ষা যে কত শোচনীয়, তাহা একবারও ভাবিবার অবসর ইতঃপূর্ব্বে হয় নাই। এখন ক্রমেই সেই অবসর উপস্থিত হইতেছে। কুম্ভীপাক-নরক এই কষ্টের তুলনায় কিছুই নহে। এমন কষ্টও মানুষের হয়! খাওয়া-দাওয়া, শয়ন-নিদ্রা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থাগুলিও কি ক্রমে গা-সওয়া হইয়া যাইবে?'

অনেক সময় আবার আমরা মহাভাগবতগণের সহজ-সরল বিরহ 'বভাবিত ভাব অনুকরণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ পেচকবদন হইয়া থাকিতে ভালবাসি—যেন কত বিরহ কত যন্ত্রণা, কিন্তু মূলে 'শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন।' অন্যাভিলাষিতাশূন্য শুদ্ধভক্তির উদয় যদি না হয়, তাহা হইলে উহা লাভ করিবার জন্য সহজ-সরল পন্থায় উৎসাহভরে চলিলে মঙ্গলের আশা থাকে। আনুকরণিক দুষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া লোক ঠকাইয়া প্রতিষ্ঠা কুড়াইবার চেষ্টা করিলে প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় "না উঠিয়া বৃক্ষোপরি টানাটানি ফল ধরি' দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন"—এইমাত্র লাভ হইবে। সুতরাং নিষ্কপট সেবকের এই সমস্ত উৎপাত ও দৌরাত্মের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিয়া ভজনোন্নতির পথে—শুদ্ধভক্তির ক্রম-মঙ্গলের পথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

আবার 'মনমরাভাব', উৎসাহশূন্যতা, অনামনস্কতা, জড়তা, শিথিলতা—এগুলিও ভক্তি বিরোধী সেবারাহিত্য অবস্থা। এগুলিকেও অন্যের ভূষণ করিতে হইবে না বা প্রশ্রয় দিতে হইবে না। সেবাতে শিথিলতা, জড়তা বা 'মনমরাভাব' নাই। এসমস্ত বিষয় ভাল করিয়া অনুধাবনপূর্ব্বক ঠিক ঠিক সেবার পথে চালালে আমাদের মঙ্গল লাভ করিবার আশা থাকে। নতুবা চিন্তা-বিহীনভাবে দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া এক-টানা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া মৃত মৎস্যের মত ভাসিয়া চলিলে মঙ্গল হইবে না। কাজেই এসমস্ত বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। এস্থলে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীআচার্য্য-দেবের এই সতর্কবাণী আমাদের নিত্যকাল স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—"নিশ্চিন্ত ব্যক্তি পশু অপেক্ষা অধম। 'ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি চিন্তাহীন'—এইরূপ ভাব অত্যন্ত জড়ানন্দ, আচ্ছাদিত চেতনের ধর্ম। চিত্তে শ্রীগুরুবর্গের সেবার পথে লোভ ও হৃদয়-ফলকে শ্রীগুরুবর্গের, শ্রীগৌরহরির ভজন চেষ্টারূপ গুণাবলীর রেখাপাত হওয়া একান্ত আবশ্যক; নতুবা ভজনাসিদ্ধ লাভ সুদূর-পরাহত।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীগৌরসুন্দর মানবের মঙ্গলের জন্য বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজনে'র বিচার ক'রেছেন। চরম কল্যাণের একমাত্র সেতু পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। যেকালে আমরা বুঝতে পারি নাই, সেকাল পর্য্যন্ত মনে হ'য়েছিল তিনি একজন ভক্ত বা অন্যান্য মহাপুরুষের অন্যতম কিংবা একজন আচার্য্য-বিশেষ, ধর্ম্মপ্রচারক মাত্র, কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীরূপপাদ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুই—শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বরবস্তু; তিনি সকলের মূল আশ্রয়। তিনি সাম্প্রদায়িকবস্তু, ঐতিহাসিক বা পরিণামশীল কোন বস্তুবিশেষ ন'ন। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত; তিনি কালের অভ্যন্তরে আবির্ভূত ন'ন, তিনি কালের অধীন ন'ন, তিনি কালের পূর্ব্বে ছিলেন, কালের অভ্যন্তরে তিনি আছেন, কালের পরেও তিনি থাকবেন। তিনি সকল কারণের কারণ-বস্তু। তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব তাঁহার রূপ—গৌরকান্তি, তাঁহার গুণ—মহাবদান্যতা, তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান, তাঁহার স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ। জগতে যে দান পাওয়া যায় না বা' অন্যত্র সম্ভব হয় না, সেই দানের প্রকৃষ্টরূপে একমাত্র দাতা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার মহাবদান্যতাই পরবিষয়ই আমাদের আলোচ্য।

।৭। স্বরূপ একত্র থাকে, তখন সম্বন্ধ ছাড়া কোন শব্দের আবশ্যকতা থাকে না বস্তুর

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

বৈচিত্র্য বা একের অধিক হ'লেই 'সম্বন্ধ'-শব্দের প্রয়োগ হয়।

পরাৎপর বস্তুর সহিত দৃশ্যজগতের কি সম্বন্ধ? সেই পরাৎপর বস্তুটী কি? সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগত হ'লে জীব জানতে পারেন যে, সেই বস্তু—শ্রীকৃষ্ণ। সকল বস্তুই কারণ-চেতনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ও ব্রহ্মেরও মূল আকরবস্তু, ইহা যিনি বিশেষ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের সহিত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, এমন কি অনাত্মবস্তুও কৃষ্ণের আকর্ষণ ব্যতীত থাকতে পারে না।

এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণীত হ'বার পর তাঁদের পরস্পর কৃত্য স্থির হয়। ভক্তি—জীবাত্মার ধর্ম্ম। একমাত্র বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র চেতন, পরম নির্ম্মল আত্মার (জীবাত্মার) নিত্যসেব্য—কৃষ্ণবস্তু। শ্রীকৃষ্ণই সাধারণ বিচারে 'পরমাত্মা' ব'লে উক্ত হ'ন। শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম, "বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম।" কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃহত্তম আর নাই, তিনি অসমোর্দ্ধতত্ত্ব "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" কৃষ্ণ—ভজনীয় বস্তু, জীব—ভজনকারী বস্তু, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া—'ভজন'।

সম্বন্ধ জানার পর ক্রিয়া, যেমন ঘড়ি দেখ্‌লাম ক'টা বেজেছে, সে সময় আমার কি কৃত্য আছে, তা জেনে সেই সময়ের আবশ্যক কার্য্য কর্‌লাম। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পর 'ব্রহ্ম' নিরূপিত হ'লে—ব্রহ্মের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জান্‌লে তাঁ'র প্রতি আমার কি কৃত্য আছে, সেই কৃত্য কর্‌তে হবে।

মানবজাতির বিচার তিনভাগে বিভক্ত—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। গীতাশাস্ত্রে ত্রিবিধ বিচারের কথা আছে। গীতার আদর সর্ব্বত্র। গীতার পঠন-পাঠন সর্ব্বত্র হ'লেও 'প্রণিপাত', 'পরিপ্রশ্ন' ও 'সেবা'—গীতার ভাষায় যে তিনটী বৃত্তি গীতার তাৎপর্য্য-উপলব্ধির প্রবেশপথের কুঞ্চিকাস্বরূপ, সেই বৃত্তিত্রয়ের অভাবে আমরা অনেকেই গীতার প্রকৃত উদ্দেশ্য ধরতে পারি না—গীতার অর্থকে আমাদের মনগড়া ক'রে নিয়ে এক একজন এক এক মতবাদ বা চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদের সংকীর্ণতা ও বিশৃঙ্খলতা এনে ফেলি।

গীতাশাস্ত্রে কর্ম্মবিষয়ে ছয়টী অধ্যায়, ভক্তিবিষয়ে ছয়টী অধ্যায়, আর জ্ঞান-সম্বন্ধে ছয়টী অধ্যায় র'য়েছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান—দু'টা মলাটের মত, তা'র মধ্যে প্রকৃত—প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় বা শ্রীগীতার উদ্দিষ্ট বিষয়-ভক্তিযোগ। যেমন দু'টো খোলার ভিতরে শস্য কি না শিশির ভিতর ঔষধ অথবা খামের মধ্যে চিঠি।

কেহ মনে করেন, কর্ম্মবীর হওয়াই বাহাদুরী, কেহ বা মনে করেন, জ্ঞানবীর হওয়াই ভাল, আবার কেহ কেহ বিচার করেন, সুনীচতা বা ভগবদ্দাস্যই আমাদের মৃগ্য। অনেকে গীতা পাঠ ক'রে বলেন,—"গীতায় কর্ম্মের বিচারেরই প্রাধান্য রহিয়াছে", কেহ গীতা পাঠ ক'রে বলেন—"গীতায় জ্ঞানবীর হওয়ার উপদেশ র'য়েছে", কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত-সম্প্রদায় গীতাশাস্ত্র বিচারে জানেন যে, শ্রীগীতার সর্ব্বত্র ভক্তির বিচারই র'য়েছে। কর্ম্ম-জ্ঞানাদিও ভক্তির আনুগত্য পরিহার ক'রে স্বতন্ত্রভাবে চল্‌লে কর্ম্মবন্ধন ও জ্ঞানবন্ধ উৎপাদন ক'রে জীবের ঔপাধিক-বিচারের প্রবলতা ঘটায়।

কর্ত্তার বৃত্তির দ্বারা ক্রিয়মাণ ব্যাপারই—কর্ম্ম। কর্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করেন, তাহা তাঁহার বন্ধনের হেতু—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি
সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

যিনি বিচার-ভ্রান্ত, তাঁ'রই 'আমি কর্ত্তা'—এইরূপ অভিমান, তিনি 'বিমূঢ়'। শ্রীচৈতন্যদেব বিমূঢ় লোকদের জন্য ব'লেছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণাদপি সুনীচ হও—কর্তৃত্বাভিমান আদৌ থা'কবে না। কর্ম্মী ভোগী সেজে' বসে থাকেন। তিনি জানেন না যে, প্রকৃতি-উপাদানেই কর্ম্মসমূহ সাধিত হয়। কর্ম্ম আর কিছুই নয়—পরের জিনিষ নিয়ে কবর্‌দালালি করা মাত্র। কর্ত্তার কর্ম্মের কাল-প্রসব কতক্ষণ থা'কতে পারে? ঘড়ি ধ'রে যদি দেখা যায়, তা' হ'লেও বুঝা যায়। তাই গীতা ব'লেছেন,—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" চন্দ্রের কলা যেমন বৃদ্ধি হ'য়ে আবার ক্ষয় হ'তে থাকে—ক্ষয় হ'তে হ'তে অমাতে উপস্থিত হয়, কর্ম্মের অভ্যুদয় নিয়ে যাঁ'রা বড়াই করেন, তাঁ'দের অবস্থাও তেমনি। ঠাকুর মশায় এরূপ ব'লেছেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানাযোনি-সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

অহো! ঠাকুর মশায়—যিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কে, বক্ষে, মস্তকে থা'ক্‌বার বস্তু—ব্রাহ্মণগণেরও পরম উপাস্য ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ যাঁ'কে অনুক্ষণ নিজ অঙ্কে,মস্তকে রাখেন, সেই ঠাকুর মহাশয় জগতে 'তৃণাদপি সুনীচতা' শিক্ষা দিবার জন্য ব্রাহ্মণাধম কুলে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। বেদান্তের চরম, পরম সত্য—বহু শাস্ত্রের তাৎপর্য্য—সারসিদ্ধান্ত ঠাকুর মহাশয়ের এই সরল ত্রিপদীটিতে আছে। কর্ম্ম—"প্রাগভাবপ্রদনাদি বিনাশি চ।" বৈকুণ্ঠে অবস্থিত জনগণের সেবাধর্ম্ম বিনাশশীল নহে। কৃষ্ণোপাসকগণের কর্ম্ম সাধারণ কর্ম্ম নহে। কর্ম্মকাণ্ডের সহিত ভক্তির পার্থক্য এতদুভ—অন্ধকার ও আলোর মধ্যে যেরূপ পার্থক্য, দুধের শ্বেতবর্ণে ও চূণগোলার শ্বেতবর্ণে যেরূপ পার্থক্য, সেইরূপ। দুধের গুণে শরীরের পুষ্টি, তুষ্টি এবং ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, আর চূণগোলায় গলা জ্বলে যায়, শরীর নষ্ট হয়। সুবর্ণ ও কেমিক্যাল সোণা যেরূপ, ভক্তি ও কর্ম্মের সাদৃশ্যও তদ্রূপ।

গীতা বলে'ছেন,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" কর্ম্মিগণ—অজ্ঞান। চঞ্চল বা ক্রিয়ামোদী বালককে যদি খেলাধূলো ছাড়িয়ে স্কুলে পাঠান যায়, তা' হ'লে যেমন সে সন্তুষ্ট হয় না, বৈদ্য রোগীকে কুপথ্য খেতে নিষেধ আর তিক্ত ঔষধ খেতে উপদেশ কর্‌লে রোগীর যেমন তা'তে সুখ হয় না, চঞ্চল বালক স্কুল থেকে পালিয়ে খেলা-ধূলো ক'রেই সময় কাটাতে চায়, আর রোগীও কুপথ্যই খেতে চায়, প্রেয়ঃকামী অজ্ঞানকর্ম্ম-সঙ্গী কর্ম্মি-সম্প্রদায়ও সেরূপ কুপথ্যই চায়। কর্ম্মিকে যেহেতু, স্বর্গ হ'তে বাঞ্চিত করতে চাইলে সে তা' বুঝবে না। সে মনে ক'রবে আমার অমঙ্গল ক'চ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিপূজা-মহোৎসব

——::(•)::——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার বাগ্‌বাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চমবার্ষিক-বিরহ-তিথিপূজা মহোৎসব পাঠ-কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসবোপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চাকে সারস্বত-শ্রবণসদনে সুসজ্জিত আসনে বসান হয়। প্রাতে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনার পর শ্রীমন্দির পরিক্রম হয়। অনন্তর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত "শ্রীসরস্বতী-সংলাপ"-পারায়ণ হয়। অপরাহ্ণে শ্রীল সাগর মহারাজ "গৌড়ীয়" বিরহ-সংখ্যা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পুনরায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল সাগর মহারাজ "শ্রীল প্রভুপাদের দয়া ও প্রকৃত বিরহ"-সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ মর্ম্মস্পর্শিনী হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বহু ভদ্র-পুরুষ ও মহিলা বিরহোৎসবে যোগদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠের আদিতে ও অন্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ প্রভু বিরহ-গীতি কীর্ত্তন করেন।

গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পঞ্চমবার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠবাসিগণ প্রাতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, কৃপাপ্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনানন্তর পাঠ ও শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক সম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে বিরহসংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ হয়।

সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গুণাবলী ও তাঁহার কৃপার কথা আলোচনা হয়। হরিকথা কীর্ত্তনের পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অতঃপর উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চাকদহে শ্রীল মহেশপণ্ডিত ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

গত ১৫ই ডিসেম্বর, সোমবার শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের সেবা-চেষ্টায় নদীয়াজেলায় চাকদহের শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে তদীয় বিরহ-মহামহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বিরহ-উৎসবের দিন শ্রীল সাগর মহারাজ দিবারাত্র "গুরুবর্গের মহিমা ও বিরহের স্বরূপ" বিষয়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন। মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় ৫ শত লোক মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বহু সেবক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে প্রত্যহ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তন হইতেছে। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীপাদ হরি-বিনোদ দাসাধিকারী ও সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নন্দ-কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ মধ্যে মধ্যে গিয়া তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ৩রা পৌষ, বৃহস্পতিবার অমাবস্যাতিথিতে শ্রীল তীর্থ মহারাজ তথায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২২ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১০ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৫শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ২৫৪ ৩৫তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ নারায়ণ, ভূতাদি কামদোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু

——::(*)::——

পৌষী শুক্লা তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ অপ্রকট লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"শ্রীজীব গোস্বামীর নাম শুনিবামাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।" (শ্রীসজ্জনতোষণী—২য় বর্ষ)। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মহাপ্রভু' বলিয়া সকলেই জানেন। মহাপ্রভুর প্রেমভাজন, গৌরবপাত্র শ্রীনিত্যানন্দকে ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে প্রভু বলিয়া অনেকে জানেন। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় ত্যক্তগৃহ প্রেমিক কবিগণ 'গোস্বামী' বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের সংখ্যা অনেক হইলেও ছয়জনের কথা সর্ব্বত্র গীত হয়। ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল শ্রীজীব প্রভু। তিনি শ্রীরূপের অনুগ বলিয়া স্বীয় পরিচয়-প্রদানে উন্মুখ। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীজীবের পরমগুরুদেব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তাঁহার উপাস্য। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গৌড়ীয়গণের নির্ম্মল দর্শনে সাক্ষাৎ, অভিন্ন ব্রজেন্দ্র নন্দন। শ্রীজীব বৃহদ্ব্রতী অর্থাৎ আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলা প্রকটকারী। চিরজীবন চিদ্বিলাস-সরস্বতীর সহিত তাঁহার বাস। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি।" (গৌড়ীয়—১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'তে "তোষণীর কথা"-শীর্ষক প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন,—"শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণাবলে আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপ শ্রীরূপানুগ ভক্তিধর্ম্ম জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছে। শ্রীজীব প্রভু বাংলা-ভাষায় কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার 'সন্দর্ভ'-নামক গ্রন্থ হইতেই শ্রীরূপানুগবর পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তিধর্ম্মের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ গণের মূলগুরু শ্রীল শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুদ্বয়। রুচি-প্রধান মার্গের আচার্য্যস্বরূপ হইয়া প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজনমার্গের সুগম পথে সুকৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। অজাতরুচিগণের মঙ্গলের জন্য কৃপাময় অপ্রাকৃত রসিকশেখর শ্রীজীবপাদ ঐ বৈধমার্গীয় ব্যবহারদ্বারা সম্প্রদায়বৈভব সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ গুরুদেবের অপ্রাকৃত মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও যাহাতে সন্দেহ উৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন।" (শ্রীসজ্জনতোষণী—১৮বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপপ্রভু অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ আপনাদিগকে 'নীচবংশজাত', 'নীচজাতি', 'নীচসঙ্গী' প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। "সনাতন কহে,—নীচবংশে মোর জন্ম। অধর্ম্ম, অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম ॥ (—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।২৮) নীচজাতি, নীচসঙ্গী করি নীচকাজ। তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥ (—চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৮৯) স্থূলবুদ্ধি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ জগদ্গুরুগণের এই দৈন্যলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যেমন মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে, তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকেও নীচকুলোদ্ভূত বা নীচজাতি মনে করিয়া অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার স্ব-লেখনী মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বগুরুবর্গের ও বংশের প্রকৃত পরিচয় প্রদান না করিলে বহির্ম্মুখ মনুষ্যজাতি এই অপরাধ-পঙ্কেই নিমজ্জিত থাকিত। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের স্বকৃত 'লঘুতোষণী'-টীকার উপসংহারে যে স্বীয় বংশ-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই বিবরণ হইতে আমরা এইপ্রকার জানিতে পারি,—

"শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ঊর্দ্ধতন পুরুষের নাম 'শ্রীসর্ব্বজ্ঞ'। কর্ণাট-দেশীয় বিপ্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজ্য ছিলেন। তিনি 'জগদ্গুরু' নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি সেই দেশের রাজা ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ও অলৌকিক পাণ্ডিত্যপ্রতিভা-গুণাবলীতে বিভূষিত থাকায় বহুদেশ হইতেও বিদ্যার্থীরা আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরুর পুত্র 'শ্রীঅনিরুদ্ধ'। ইনিও যজুর্ব্বেদে অসামান্য সুপণ্ডিত ও জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম—'শ্রীরূপেশ্বর' ও 'শ্রীহরিহর'। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম জন শাস্ত্রে ও দ্বিতীয় জন শস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য আত্মসাৎ করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া ৮টী ঘোটক ও স্বীয় ভার্য্যা-সহ পৌরস্ত্যদেশে আগমন করিয়া তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সহিত সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক তথায় বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্রের নাম—'শ্রীপদ্মনাভ'।

পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী-গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পদ্মনাভের ১৮জন কন্যা ও পাঁচ জন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম—'শ্রীমুকুন্দ'। ইঁহার পুত্র 'শ্রীকুমারদেব'। নৈহাটীতে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে সদাচারনিষ্ঠ কুমারদেব বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। নৈহাটী ও বাক্‌লার মধ্যদেশে তদানীন্তন যশোহর-প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তিনি এক বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে 'শ্রীসনাতন', 'শ্রীরূপ' ও 'শ্রীবল্লভ'—এই তিন জনই বিশ্ববৈষ্ণবের প্রাণস্বরূপ। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রীসনাতন জ্যেষ্ঠ ও শ্রীবল্লভ কনিষ্ঠ। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীবল্লভের একমাত্র পুত্র। শ্রীল শ্রীজীব প্রভু বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে আবির্ভূত হন। এরূপ উক্ত হয় যে, কুমারদেবের স্বধামপ্রাপ্তির পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ গৌড় রাজধানীর সাকুম্যা-নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ—দুইজন গৌড়েশ্বর হুসেনশাহের মন্ত্রিত্ব স্বীকারপূর্ব্বক যথাক্রমে 'সাকর মল্লিক' ও 'দবিরখাস' উপাধি লাভ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলাকালে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু দশ বৎসর-বয়স্ক বালকের লীলা করিয়াছিলেন, জানা যায়। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' লিখিত আছে, যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্রীরামকেলি গ্রামে গমন করেন, তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু গোপনে গোপনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপ্রভু শৈশব-কালে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট শ্রীরামকেলি-গ্রামেই অবস্থান করিতেন। "শ্রীজীবাদি সংগোপনে প্রভুরে দেখিল। অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল।" (শ্রীভক্তিরত্নাকর—১ম তরঙ্গ, ৬৩৮ সংখ্যা)

বাল্যকাল হইতে শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী, অতিমর্ত্ত্য গুণ-গরিমা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইত। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীব্রজবাসলীলা ও শ্রীগৌর-সুন্দরের অপ্রকট-লীলার পর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর হৃদয় অত্যন্ত বিরহবিধুর হইয়া উঠে, তিনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তায় দিবারাত্র প্রেমাশ্রু-সিন্ধুতে ভাসিতে থাকেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনাম-কীর্ত্তন শ্রীজীব প্রভু ক্রন্দন করিতে করিতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়েন। রাত্রিশেষে স্বপ্নযোগে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজীবপ্রভুকে দর্শনদানপূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দের চরণে সমর্পণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীজীবকে বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীজীবের সর্ব্বস্ব হউন। শ্রীজীবপ্রভু বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়া বাদ হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা করেন।

অনন্তর শ্রীজীব কাশীতে গমনপূর্ব্বক শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিংবদন্তী এই যে, নীলাচলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের নিকট যেসকল চিন্ত্যাসময় বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্ত-বিচার শ্রীসার্ব্বভৌম নিজ-শিষ্য শ্রীমধুসূদনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যা-নন্দের আদেশে শ্রীজীব শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট গমন করিয়া ন্যায়-বেদান্তাদি-শাস্ত্র অধ্যয়নকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত সেই বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীজীব শ্রীবারাণসীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরূপসনাতনের একান্ত আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তদবধি শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করিয়া-ছিলেন। শ্রীজীবের অতিমর্ত্ত্য স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচার-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরূপসনাতন গুরুদ্বয় পর্য্যন্ত নিজকৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করাইতেন। "শ্রীরূপ 'শ্রীহংসদূত' আদি গ্রন্থ কৈলা। সনাতন 'ভাগবতামৃতাদি' বর্ণিলা॥ 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' কারয়া সনাতন। শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন॥" (—শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১।৭২১-৭২২)

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী সংস্কৃতপদ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবপ্রভুর রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র ১ম তরঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ২৫টী গ্রন্থের এইরূপ তালিকা পাওয়া যায়,—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত। (১) 'হরিনামামৃত'-ব্যাকরণ বিদিত॥ (২) 'সূত্রমালিকা', (৩) 'ধাতুসংগ্রহ' সুপ্রকার। (৪) 'কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা'-গ্রন্থ অতি চমৎকার॥ (৫) 'গোপালবিরুদাবলী', (৬) 'রসামৃতশেষ'। (৭) 'শ্রীমাধব-মহোৎসব' সর্ব্বাংশে বিশেষ॥ (৮) 'শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ'-গ্রন্থের প্রচার। (৯) 'ভাবার্থসূচক চম্পূ' অতি চমৎকার॥ (১০) 'গোপালতাপনী-টীকা', (১১) 'টীকা ব্রহ্মসংহিতার'। (১২) 'রসামৃত-টীকা,' (১৩) 'শ্রীউজ্জ্বল-টীকা' আর॥ (১৪) 'যোগসার স্তবের টীকা'তে সুসঙ্গতি। (১৫) অগ্নিপুরাণস্থ 'শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য' তথি॥ (১৬) পদ্মপুরাণোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন'। (১৭) 'শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন' ভিন্ন॥ (১৮) 'গোপালচম্পূ'—পূর্ব্ব-উত্তর-বিভাগে তে। বর্ণিলেন কি অদ্ভুত, বিদিত জগতে॥ (১৯-২৫) সপ্তসন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবতরীতি। তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি॥ এই ছয়, 'ক্রমসন্দর্ভ'—সপ্ত হয়। (শ্রীভক্তিরত্নাকর—১ম তরঙ্গ, ৮৩৩—৮৪২)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে জানাইয়াছেন,—"অনভিজ্ঞ প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত তিনটী অপবাদ প্রচলিত আছে। তদ্দ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতু শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বিরোধমূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

(১) জড়প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীশ্রীরূপসনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া গুরুবর্গের (শ্রীরূপ-সনাতনের) মূর্খতা স্থাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলে। শ্রীজীবপ্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরুর অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদনখ-শোভার মর্য্যাদা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকৃত "গুরুদেবতাত্ম" শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ঐসকল সহজিয়া বলেন,—শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা ও মানদ-ধর্ম্মের বিরোধহেতু শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন। পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর ইঙ্গিতে পুনরায় শ্রীজীবপ্রভুকে গ্রহণ করেন। ঐ গুরুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ কৃষ্ণ-কৃপায় যে দিন আপনাদিগকে গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেইদিন শ্রীজীব প্রভুর কৃপালাভ করিয়া প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মানদ' হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কোন অনভিজ্ঞ বলেন,—কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'চরিতামৃত' রচনার সৌষ্ঠব ও অপ্রাকৃত ব্রজরস-মাহাত্ম্য-দর্শনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসার উদয় হওয়ায় তিনি মূল 'চরিতামৃত' খানা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। কবিরাজ গোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার শিষ্য 'মুকুন্দ'-নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়া-ছিলেন বলিয়া পুনরায় চরিতামৃত প্রকাশিত হইলেন। নতুবা চরিতামৃত-গ্রন্থ জগৎ হইতে লুপ্ত হইত।

এরূপ হেয় বৈষ্ণববিদ্বেষমূলক কল্পনা নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব।

(৩) অপর কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যভিচারী বলেন,—শ্রীজীব প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজগোপিগণের 'পারকীয় রস' স্বীকার না করিয়া 'স্বকীয় রসে'র অনুমোদন করায় তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।

প্রকটকালে স্বীয় অনুগতগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে স্বকীয়-রসে রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম চমৎকারময় পারকীয় ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবপ্রভু স্বকীয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কেন না, তিনি স্বয়ং শ্রীরূপানুগবর—সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম।"

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত যে শ্রীশ্রীরূপসনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তাহা বহু সুযুক্তিপূর্ণ শ্রৌতবিচারের দ্বারা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা'র 'প্রকাশিনী'-বৃত্তিতে প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে "শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য্য, সুতরাং শ্রীশ্রীরূপসনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, অধিকন্তু তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণলীলায় মঞ্জরীবিশেষ, অতএব সকল তত্ত্বই তাঁহার পরিজ্ঞাত"—ঠাকুর ভক্তি বিনোদের এই কথাটী সকলের বিশেষ প্রণি-ধানযোগ্য।

"তাতেও না, মাতেও না"

——::•::——

কাহাকেও কোন কার্য্য করিতে বলিলে বা কার্য্যে মনোনিবেশের জন্য তিরস্কার, শাসন-বাক্য-প্রয়োগ, দণ্ডপ্রদানাদি করিলেও সেই ব্যক্তির তদ্বিষয়ে কোনপ্রকার উদ্যম, নড়া-চড়া বা সাড়া-শব্দ না দেখিলে বা না পাইলে তাহার প্রতি 'তাতেও না, মাতেও না'—এই বাক্যটী প্রয়োগ করা হয়। নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আমাদের সম্বন্ধে অনেক সময় এই কথাটী বলিতে শুনিয়াছি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজও আমাদিগের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় এই কথাটী আমাদিগকে বলিয়া থাকেন।

আমরা, যাহারা একমাত্র হরিভজন করিবার উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে বা শুদ্ধভক্তিমঠে বাস করিতেছি, যদি সত্যসত্যই হরিভজন বা শুদ্ধভক্তিলাভের নিষ্কপট আন্তরিক ইচ্ছা আমাদের থাকে, তাহা হইলে হরিভজন অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিলাভের অনুকূল বা সাহায্য-কারী যত বিচার-আচার, কার্য্যকলাপ বা চিন্তাস্রোত, তাহা সমস্তই সাদরে গ্রহণের এবং হরিভজন বা শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল বা বাধক যত বিচার-আচার, কার্য্য-কলাপ, চিন্তাস্রোত, তাহা সমস্তই দৃঢ়রূপে পরিত্যাগের জন্য অন্তর-বাহ্যে একটা আন্তরিক যত্ন বা চেষ্টা অবশ্যই প্রদর্শন করিব।

এই জগতের ধন-সম্পদ্, স্ত্রী-পুত্র, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনিত্য বস্তু লাভের জন্য একটা আন্তরিক প্রবল ইচ্ছা যখন আমাদের চিত্তে উদিত হয়, তখন আমরা কি করি? তখন কি আমরা স্থির-ধীর, অচল-অটলভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি? কি প্রকারে বা কি উপায় অবলম্বনের দ্বারা এই সমস্ত বস্তু লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য তখন আন্তরিক কত উদ্যম, কত অনুরাগ, কত অনুসন্ধান, কত যত্ন, কত চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া থাকি—ভোর ৪টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া কত পরিশ্রম, দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ভর্ৎসনা-তিরস্কার প্রভৃতি অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়া থাকি! অনেক সময় এই জন্য অতি প্রিয়তম প্রাণকে পর্য্যন্ত অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই না কি?

একদিকে হরিভজন, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা, শুদ্ধভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম-ধন, আর অন্য-দিকে এই জগতের ধন-সম্পদ্, স্ত্রী-পুত্র, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। এই উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল-ভেদ আছে। একটী—আলো বা সুধা, অপরটী—অন্ধকার বা

মায়া ; একটী—দিন, অপরটী—রাত্রি, একটী—নির্ম্মল ভাস্কর, আর একটী—অজ্ঞানতমঃ ; একটি—নিত্য, বিশুদ্ধ পরমোপাদেয়, নির্ম্মল আনন্দদায়ক, অপরটী—অনিত্য হেয়, অবরতাপূর্ণ, তুচ্ছ সুখদায়ক ; একটী—দিবারত্ন, অপরটী—ছাই-ভস্ম। অর্থাৎ হরিভজন বা শুদ্ধভক্তি-জিনিষটি আলো, সুধা, দিন বা দিব্যরত্নসদৃশ, নির্ম্মল আনন্দ বা প্রেমানন্দপ্রদানকারী, আর এই জগতের ধন সম্পদ, সুখ-ঐশ্বর্য্য, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি—মায়া, অন্ধকার, অজ্ঞানতমঃ, রাত্রি বা ছাই-ভস্মসদৃশ—আপাত-সুখকর ও পরিণাম-দুঃখকর। এইজন্যই হরিভজন বা শুদ্ধভক্তি-লাভ—দুর্ল্লভ হইতেও সুদুর্ল্লভ, আর এই জগতের ধন-সম্পদাদি অনিত্য, হেয়, তুচ্ছ বস্তু লাভ অতি সহজ।

প্রাকৃত, অনিত্য, ঘৃণ্য, হেয়, অবরতা-পূর্ণ, ছাই-ভস্মতুল্য এই জগতের বস্তু লাভ করিতে হইলে আমাদের যতটা উদ্যম, অনুসন্ধান, পরিশ্রম, যত্ন-চেষ্টা করার প্রয়োজন হয়, তদপেক্ষা কত অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, অতুলনীয় বিশুদ্ধ, পরম উপাদেয় অপ্রাকৃত বস্তু হরিভজন, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা, কেবলা ভক্তি, অকিঞ্চনা ভক্তি, শুদ্ধভক্তি বা প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদের তদপেক্ষা কত অধিক উদ্যম, অনুসন্ধান, পরিশ্রম, আন্তরিক যত্ন-চেষ্টা, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা থাকার প্রয়োজন, তাহা আমরা কখনও নীরবে, স্থিরচিত্তে একটুকু চিন্তা করিয়া বুঝিতে চাই কি ?

মহাবদান্য অবতারী, অমন্দোদয়-দয়ানিধি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজ-জনগণ—শ্রীরূপানুগ গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের প্রতি কত কৃপাপরবশ হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্ল্লভ পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেমধন অযাচিতভাবে আমাদিগকে প্রদান করিতে চাহিতেছেন, অনাদি-বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন আমরা এ হেন সুদুর্ল্লভ বস্তু গ্রহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হইলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ অহৈতুক কৃপাগুণে ইহা আমাদিগকে প্রদানের জন্য অহর্নিশ কত গ্যালন-গ্যালন চিদ্রক্ত খরচ করিতেছেন—কত ছলে-বলে-কৌশলে এই প্রেমামৃত আমাদিগকে পান করাইবার চেষ্টা করিতেছেন! কিন্তু হায়! দুর্দ্দৈব-বশতঃ আমরা আমাদের এই পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণকে আপন-আত্মীয়-বন্ধুস্থানে তাঁহাদের প্রদত্ত এই মহাদান কোনপ্রকারেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক বা অভিলাষী নহি।

সেবাবিমুখ জীব আমরা—অনর্থযুক্ত জীব আমরা—সাধক জীব আমরা, আমাদের শুদ্ধ-ভক্তি-বিরুদ্ধ নানাপ্রকার বিচার-আচার, কার্য্যকলাপ, চিন্তাস্রোত থাকিতে পারে—নানাপ্রকার দোষ-ভুল, ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিতে পারে, ইহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়, সত্য। আবার ইহাও বাস্তব-সত্য যে, সদ্বৈদ্যের নিকট বিভিন্ন প্রকারের রোগী উপস্থিত হইলে তিনি প্রত্যেক রোগীর রোগের মূল বা নিদান ধরিয়াই চিকিৎসা করেন। রোগীদের মধ্যেও যাহাদের নিরাময় হওয়ার একান্ত ইচ্ছা আছে, তাহারা সদ্বৈদ্য বা ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থাপিত ঔষধ ও পথ্যাদি যথাবিহিত, আদর-যত্নের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার জন্য আন্তরিক যত্নবান্ হন।

আমরা জন্ম-জন্মান্তর বিভিন্ন যোনিতে থাকিয়া যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ-যাতনা ভোগ করিয়াছি, আবার এই জন্মে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া অহর্নিশ আধ্যাত্মিকাদি তাপের দ্বারা যে জর্জ্জরিত হইতেছি, আমাদের বিচার-আচার, হাব-ভাব, কার্য্য-কলাপ, কথাবার্ত্তা, চিন্তাস্রোতে হরিভজনের বা শুদ্ধ-ভক্তির বিরুদ্ধে যাহা যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ছিল ও বর্ত্তমানে আছে, তাহার মূল কারণ—আমাদের স্বরূপ-বিস্মৃতি, কৃষ্ণ-বিস্মৃতি বা অবিদ্যা-পীড়া। এই মূল-ব্যাধি অবিদ্যা দূরীভূত হইলেই—উহা সমূলে উৎপাটিত হইলেই আমাদের আত্মা স্বাস্থ্য লাভ করিবে—আত্মার উপরের আবরণ স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদুইটী তখন প্রকৃত সুস্থ হইবে। এই অবিদ্যা-পীড়ায় পীড়িত আমাদিগকে সাত্বতশাস্ত্র ও সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ 'ভবরোগী'-আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

এই ভবরোগী আমরা বহুজন্মের সুকৃতির ফলে ভবরোগের চিকিৎসাগার গৌড়ীয়-মিশন বা গৌড়ীয়-হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছি। এই হাঁসপাতালের সদ্বৈদ্যগণ অর্থাৎ সাধু-গুরু বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের সকল ব্যাধির মূল এই ভবরোগ নিবারণের উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও এই ভবব্যাধি—স্বরূপ-বিস্মৃতি, অসত্তৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ কিছুতেই দূরীভূত হইতেছে না, দেখা যায়। ইহার কারণ কি ? ডাক্তারগণকে—শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ও অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম,—সদ্বৈদ্য বা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের ব্যবস্থাপিত ঔষধ ও পথ্য ভবরোগী আমাদের কাহারও কাহারও নিকট বড় তিক্ত ও অপ্রীতিকর হয় বলিয়া আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে নারাজ। ইহাই আমাদের ভবব্যাধি দূরীভূত না হওয়ার একমাত্র কারণ।

গৌড়ীয়-মিশনের বা গৌড়ীয়-হাঁসপাতালের সদ্বৈদ্যরাজ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ভবরোগী আমাদের মূল ব্যাধি অবিদ্যা সমূলে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিবার জন্য অহর্নিশ শ্রৌতবাণী—হরিকথামৃত আমাদের কর্ণপুটে ঢালিয়া দিতেছেন, কিন্তু আমরা অনেকেই যেন কাণে তুলা দিয়া কাণ বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহা ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছি না। কৃপা-অবতার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া কঠোর শাসনদণ্ড-প্রদানের দ্বারাও আমাদিগকে হরিকথামৃত বা সেবামৃত প্রদান করিতে চাহিলে আমরা যেন তৎক্ষণাৎ আমাদের পীঠকে কুলার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখি। কথায় বলিয়া থাকে—"বক আর ঝক, কাণে দিয়েছি তুলো। মার আর ধর, পিঠে দিয়েছি কুলো।" আমাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ।

সদ্বৈদ্যরাজ—অর্থাৎ মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ সদ্বৈদ্যগণ বা গুরুবৈষ্ণবগণ, আমাদিগকে বাহ্যদৃষ্টিতে আত্মমঙ্গলকামী বা হরিভজনেচ্ছু দেখিয়া আমাদের আত্মমঙ্গল, শুদ্ধভক্তি বা হরিভজনের অনুকূল সমস্ত বিচার-আচার, কার্য্যকলাপ, চিন্তাধারা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে উপদেশ করেন, কিন্তু আমরা তাহা গ্রহণ করিবার জন্য আন্তরিক অনুরাগ, উদ্যম, অনুসন্ধান বা যত্নচেষ্টা প্রদর্শন করি না। আবার তাঁহারা হরিভজন বা শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল বা বাধক যে সমস্ত বিচার-আচার, কথাবার্ত্তা, কার্য্যকলাপ, চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে উপদেশ করেন, সেই সমস্ত দুঃসঙ্গও বর্জ্জন করিবার জন্য আন্তরিক উদ্যম, অনুরাগ, রুচি, দৃঢ়তা, যত্ন বা চেষ্টা প্রদর্শন করি না। তজ্জন্য আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, আমাদের নিত্যকালের বান্ধব, শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম বা তদনুগ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে তাঁহাদের আপনার জনজ্ঞানে তিরস্কার ভৎসনাদি দণ্ডপ্রদান করিলেও আমাদের চিত্তে দাগ বসে না—আমরা তজ্জন্য বিন্দুমাত্র ব্যথিত বা অনুতাপগ্রস্ত হই না, তজ্জন্য একটুকুও নড়াচড়া বা সাড়াশব্দ করি না অর্থাৎ কাঠ-পাথরের কাছে কোন কথা বলা যে প্রকার, আমাদের নিকট বলাও সেইপ্রকার,—এইরূপ অবস্থা আমরা প্রদর্শন করি। আমাদের এইরূপ স্তব্ধীভূত জড় অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই গভীর দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে বলিয়া থাকেন,—"ইহারা তাতেও না, মাতেও না।"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বা ইহজন্মের কত কত ভীষণ অপরাধের দ্বারা চিত্ত এইপ্রকার পাষাণ—মর্ম্মভেদী উপদেশবাণী বা কথা কাণের ভিতর দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক হৃদয়, অন্তর বা মর্ম্ম স্পর্শ করে না—চিত্তে দাগ বসে না—চিত্ত বিন্দুমাত্রও দ্রবীভূত হয় না—পাষাণ গলিয়া যায়, তবুও আমাদের মন-পাষাণ গলে না। মহাজন গাহিয়াছেন,—'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মনপ্রাণ।' কোথায় আমাদের সেই কাণ ?—কোথায় আমাদের সেই মর্ম্ম স্পর্শ ? কোথায় আমাদের সেই মন-প্রাণের আকুলতা ? আমাদের এইপ্রকার কাঠ পাথর পাষাণের ন্যায় অবস্থাটা—আত্মবিনাশের লক্ষণটা কত বড় অপরাধের ফল, তাহা কি আমরা একবারও স্থিরচিত্তে একটুকু ভাববার বা চিন্তা করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়া থাকি ?

যাহা হউক, আমরা এইপ্রকার দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত হইলেও ভুবনমঙ্গল অবতার দয়ার-সাগর সাধুগুরুবৈষ্ণবগণের অহৈতুক বা অযাচিত কৃপাবারি আমাদের উপর অনুক্ষণ অবিরল-ধারে বর্ষণের বিরাম নাই। তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি,—

তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ, ভাগ হামারা॥

হে পতিতপাবন, অদোষদর্শি, বৈষ্ণব-ঠাকুরগণ! এ হেন দুর্ভাগা, দুর্দ্দৈবগ্রস্ত আমার প্রতি একমাত্র অহৈতুক কৃপাগুণে আপনারা শুভদৃষ্টিপাত না করিলে আমার আত্মমঙ্গলের অন্য কোন বল ভরসা বা সম্বল দেখি না। আপনারা কৃপা করুন, যাহাতে আপনাদের ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশাইয়া প্রবল উৎসাহ উদ্যমের সহিত সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটভাবে আপনাদের উপদেশসমূহ পালনে কায়-মনো-বাক্যে যথাসাধ্য যত্ন করিয়া আত্মমঙ্গল বরণের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি।

শ্রীগৌরলীলা-শিক্ষামৃত

[১]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

চৈতন্যচরিত্র প্রকাশ শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন॥
• • • •
শ্রীচৈতন্যলীলা—এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যা'র এক বিন্দু॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে 'প্রেমানন্দ', 'ভক্ততত্ত্ব' জ্ঞান॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২ ২৭৭, অন্ত্য ৫।৮৮ ৮৯)

শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় জানাইয়াছেন —

গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যাঁ'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তা'র হয় প্রেমোদয়,
তা'রে মুঞি যাই বলিহারি॥
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে,
নিত্যলীলা তা'রে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী॥
• • • •
গৌরপ্রেমরসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।

আমরা [illegible] মহাজনের [illegible] কথা তাহাদের ইচ্ছা ও [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] বিচার

করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আমাদের উপর শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের অমায়ায় কৃপা-বর্ষিত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর

যে স্থানে গোলোকপতি শ্রীগৌরসুন্দর উদিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে স্বচরিতামৃত-তরঙ্গিণী প্লাবনে প্লাবিত করিয়াছেন, সেই শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রুতিস্মৃতি-বন্দিত অন্তর্দ্বীপাখ্য শ্রীধাম-মায়াপুরকে আমরা বন্দনা করি। সেই শ্রীগৌরলীলা-নিকেতন শ্রীমায়াপুর ধাম কৃপা করিয়া আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ ও সেবোন্মুখ করুন।

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোহয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্॥

ছান্দোগ্য-(৮।১।১) উপনিষদে যাহা পরব্রহ্মপুর নামে উক্ত হইয়াছে, স্মৃতি যাঁহাকে 'বিষ্ণুসদন বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজন যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল-রসিকভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন'-নামে আখ্যাত করেন, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত পরমসুখদ শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে বন্দনা করি।

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-
প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানাচিত্রমনোহরং খগমৃগাত্যাশ্চর্য্য-
রাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি-
স্তন্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনং
মায়াপুরং জীবনম্॥

যেস্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জ্বলরত্নে দীপ্তিমতী, যে ধাম বিচিত্র মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশুপক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্যপ্রীতিতে আবদ্ধ অথবা যে ধাম পশু-পক্ষিকুলের আশ্চর্য্যনিনাদে মুখরিত, যেখানে ফুলফলে তরুলতারাজি পরমাদ্ভুতা শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই শ্রীগৌর-কিশোরের ক্রীড়াবিলাস-ভূমি শ্রীমায়াপুরই আমাদের জীবন হউক।

[২]

শ্রীগৌরজন্মলীলা

গৌড়দেশের পূর্ব্বশৈলে সর্ব্বসেব্য-সম্ভার সুসমাসমন্বিত শ্বেতদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরশশধর সমুদিত হইলেন। অপ্রাকৃত-চন্দ্রের উদয়ে পাপ-তাপ-তিমির তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইল, ত্রিজগৎ উল্লসিত হইল, অচেতন বিশ্বে চৈতন্যের সঞ্চার হইল, মরামরুতে অমৃত-মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইল, অবিরল ধারায় হরিকীর্ত্তন-সুধা-সঞ্জীবনী বর্ষিত হওয়ায় বিশ্বের শুষ্ককীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-দুঃখ বিদূরিত হইল। বিশ্বের উপাদান কারণান্তর্য্যামী মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য অকস্মাৎ নিজভবনে উল্লাস নৃত্য করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে ব্রহ্মহরিদাসও বিস্মিত হইয়া নাচিয়া উঠিলেন। সর্ব্বত্রই ভক্তগণের আনন্দনৃত্য হইতে লাগিল।

এদিকে নরনারী বিচিত্র উপহারের সহিত মিশ্রসদনে আগমন করিয়া শ্রীগৌরশশীর আবির্ভাবের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী, সাবিত্রী, শচী, গৌরী, রুদ্রাণি, অরুন্ধতি প্রভৃতি দেবাঙ্গনাগণ নারীবেশে এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও দেবগণ প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্রভবনে আগমনপূর্ব্বক শ্রীগৌরদ্বিজরাজের শ্রীচরণবন্দনা করিতে লাগিলেন। নর্ত্তক, গায়ক, বাদক, ভাট -সকলেই মিশ্রাগারে সমুপস্থিত হইয়া জন্মোৎসবের অভিনন্দন করিতে লাগিল। আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর, পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস মিশ্রনন্দনের জাতকর্ম্মসংস্কার-লীলা সমাধান করিলেন। শ্রীপুরন্দর মিশ্র শুভকর্ম্মোপলক্ষে নিজ-নন্দনের অভিনন্দন-কারিগণকে যথাযোগ্য দ্রব্য দান করিলেন।

শান্তিপুর হইতে আচার্য্যেশ্বরী শ্রীসীতা-ঠাকুরাণী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আজ্ঞায় বিবিধ উপহারের সহিত বালকশিরোমণিকে দর্শনার্থ শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচীগৃহে আগমন করিলেন। শ্রীবাসগৃহিণী শ্রীমালিনীদেবীও আচার্য্যরত্নের পত্নীর সহিত বিবিধ উপায়নসহ আসিয়া শ্রীগৌর-শশীর মুখ চন্দ্র দেখিয়া সেবোন্মুখ নয়নচকোরকে সার্থক করিলেন। মিশ্রবর দ্বিজবর্গকে প্রভূত ধন দান করিতে লাগিলেন। প্রাকৃত বিষয়িগণ যেরূপ স্ত্রী-পুত্রাদির কথায়, ধনাদি-ভোগের অভিমানে ব্যস্ত থাকে, শুদ্ধ-ভক্তবর শ্রীজগন্নাথমিশ্র সেরূপ ছিলেন না। তিনি সমস্ত দ্রব্যই ভগবানে নিবেদন করিয়া তাহা ব্রাহ্মণাদি যোগ্যপাত্রে ভগবদ্-অবশেষ-স্বরূপে প্রদান করিলেন,—

মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধন ভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণু-প্রীতে দ্বিজে দেন দান॥

এদিকে শ্রীশচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বালক-রত্নের জন্ম-লগ্নাদি গণনা করিয়া গোপনে মিশ্রকে কহিলেন,—

মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি,- এই তারিবে সংসার।

[৩]

বাল্যলীলা

শ্রীমায়াপুরে যোগমায়াপতি শ্রীগৌরশশী আবির্ভূত হইয়া বৎসল-রসিকশিরোমণি শ্রীশচী-মিশ্রের আনন্দের সহিত চন্দ্রকলার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। মূল সর্ব্বপিতা হইয়া নিত্য-বৎসল রসিক দম্পতিকে সেবাসুখ প্রদানার্থ তাঁহাদিগের স্নেহবাৎসল্য-সেবা অঙ্গীকার করিয়া নিজেকে তাঁহাদের লাল্য ও পাল্যরূপে প্রকাশিত করিলেন। প্রাকৃত জগৎ অপ্রাকৃত ধামেরই হেয় প্রতিফলন। প্রাকৃত রসসমূহ পরম চমৎকারময় ও অপ্রাকৃত রস-সমূহেরই হেয়তাময় বিকৃত প্রতিবিম্ব প্রাকৃত জনের ফলভোগময়ী স্বসুখপরা কর্ম্মচেষ্টা বা অপস্বার্থ, স্বার্থগতি শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা সেবাসুখতাৎপর্য্যময়ী ভক্তিচেষ্টারই বিকৃত রূপান্তর, তাহা স্বচরিতে জগজ্জীবকে শিক্ষা-দানার্থ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার শৈশবলীলায় আপ্তবর্গের দ্বারা বিষ্ণুরক্ষা, দেবীরক্ষা প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ করাইয়া আপ্তবর্গের বাৎসল্যময়ী সেবা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন।

এইরূপ লীলায় একদিকে তাঁহার নিজ-নিত্যসেবকগণের রসসিন্ধুবিবর্দ্ধন-কার্য্য, অপরদিকে জগজ্জীবের প্রতি শিক্ষারূপ গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। ইহার দ্বারা বালক-শিরোমণি শ্রীগৌরচন্দ্র জগজ্জীবকে জানাইলেন, প্রাকৃত পিতা-মাতা বা আত্মীয় স্বজনের জড়মায়ামুগ্ধতা এবং তন্নিবন্ধন নিরয়-প্রাপণী কর্ম্ম-চেষ্টা, আর অপ্রাকৃত ভক্ত-রসিকগণের চরিত্রে প্রকাশিতা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী চিচ্ছক্তি যোগমায়া-বিরচিতা চেষ্টা বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের নিকট জড়মায়ানুগতার ন্যায় প্রতীয়মানা হইলেও কখনই এক নহে। সেবা ও কর্ম্মচেষ্টা বাহ্যাকারে দেখিতে এক হইলেও একটীর অবস্থান বিরজা-ব্রহ্মলোকের অতীত-বৈকুণ্ঠ-ভূমিকায়, আর একটীর অবস্থান দেবীধামে। একটী নিরয়প্রাপণী, আর একটী পরমপুরুষার্থ-প্রদায়িনী, একটী—কাম, আর একটী - প্রেম।

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল

——::(*)::——

(৪৫৫ বর্ষপূর্ত্তি)

মধ্যম বিভাগ

১। শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী
২। শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী

সাধারণ বিভাগ

৩। শ্রীসজ্জনসঙ্গ ব্রহ্মচারী
৪। শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী
৫। শ্রীসাধনভজন দাসাধিকারী

আসানসোলে প্রচার

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ বর্দ্ধমান-জেলার বিভিন্ন পল্লীগ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া গত ২৫শে অক্টোবর আসানসোলে উপস্থিত হন। ব্রহ্মচারীজী তথায় দুই সপ্তাহ যাবৎ শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ প্রমুখ সজ্জন-গণের বাসভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং সমাগত জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের নিকট প্রশ্নোত্তর-প্রদানমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী তথায় গত ১০ই নভেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া তথা হইতে রওনা হইয়া বর্ত্তমানে ধানবাদ-সহরে প্রচার করিতেছেন।

———

চট্টগ্রামে প্রচার

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম-জেলায় বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন।

———

শ্রীধামে বিরহ-মহোৎসব

—— ::(*): ——

গত ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর, রবিবার শুক্লা তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-উৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে পরমারাধ্যতম আচার্য্য-বর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশানু-সারে যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে যথাসময়ে উষঃকীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠানের পর ৭টা হইতে প্রায় ৮॥০টা পর্য্যন্ত উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" প্রভৃতি বিরহ-সূচক গীতি কীর্ত্তন করা হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী গৃহস্থ ভক্ত পুরুষ ও মহিলাগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনন্তর অপরাহ্ণ প্রায় ২॥০ ঘটিকার সময় শ্রীঅস্ত্রাহরণ-নাট্যমন্দিরে সমবেত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং "শ্রীশ্রীজীবপ্রভু সংখ্যা" 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে লিখিত সমস্ত কথা সন্ধ্যারাত্রিকের পর পাঠ ও আলোচনা করিবার জন্য কৃপাদেশ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছা ও কৃপাদেশানুসারে উক্ত সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু"-শীর্ষক প্রবন্ধটী প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনি

১৬শ বর্ষ ২৩ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১১ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৬শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, শুক্রবার { ২৫৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ নারায়ণ, তিথি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

আমার দুর্দ্দৈবের কথা

(১)

আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি,—"হে গুরুদেব! হে বৈষ্ণবঠাকুরগণ! আমার অনেক দোষ ভুল-ত্রুটি-অপরাধাদি দুর্দ্দৈব আছে, কিন্তু আমি সেগুলি ছাড়িতে পারিতেছি না, আপনারা আমাকে কৃপা করুন—আমাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন—আমার মঙ্গল বিধান করুন।" আমি এই কথা বহুবার বলিলেও সত্যসত্যই আমার ভক্তির বাধক বা প্রতিকূল কথাগুলি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে শুনিতে চাই কি? কিংবা শুনিয়া তাহা বর্জ্জনের জন্য আন্তরিক সু-চেষ্টা প্রদর্শন করি কি? যদি অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য নিরপেক্ষ হইয়া আমার চিত্তবৃত্তিটী—চিন্তাস্রোতগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করি, তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিব যে, ঐপ্রকার কথাটা বলিতে হয়, তাই বলি। কিন্তু বাস্তবিক শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট হইতে আমার দুর্দ্দৈবের কথা শুনিতে চাহি না ও শুনিয়া নিজে শোধিত হইতে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি শুনিতে চাই ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না থাকে, তবে ওরূপ কথা শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট বলি কেন? তদুত্তর এই যে,—সরলতা ও কপটতা—এই দুই রকমের চিত্তবৃত্তি লইয়া আমি ঐরূপ কথা বলিয়া থাকি। আমি বহু জন্ম-জন্মান্তরে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন-ক্রিয়া করিয়া থাকি। আমার হৃদয়-গুপ্তিচায় বহুপ্রকারের অনর্থ-মল আছে, তাহার মধ্যে কোন কোনটী বুঝিতেও পারি এবং সেগুলিকে হেলাও করিতে থাকি—আমার ইচ্ছা নয় যে, ঐ অনর্থগুলি থাকুক, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ সেইগুলি আসিয়া পড়ে, ছাড়িতে পারি না। সেইজন্য পরে কিছু কিছু অনুতাপও হয়, তখন বলিয়া থাকি,—"হে গুরুবৈষ্ণবগণ! আপনারা কৃপা করুন—আমার দুর্দ্দৈবগুলি বলিয়া দিন, কি উপায়ে ঐ অনর্থ দূর হইবে, তাহা বলুন" ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে যে কয়টী অনর্থ আমার নজরে পড়ে, তাহা ছাড়া আরও যে অসংখ্য অনর্থ আছে, সে-কথা আমার মাথায় ঢোকে না, তাই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরুদেব, শ্রীআচার্য্যদেব ও তদনুগ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক আমার অজানা দোষগুলি বলিয়া দিলেও আমি তাহা শুনিতে চাই না। কারণ, তখন আমি মনে করি, আমার যেসব অনর্থ আছে, সেগুলি ত' আমি নিজেই বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু তাঁহারা যে দোষের কথা বলিতেছেন, সে বিষয়ে ত' আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আছি।

এরূপভাবে আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র ভ্রমপূর্ণ বিচারকে বহুমানন করিয়া থাকি। আমার দৃষ্টির অগোচরে হৃদয়ের অন্তস্থলে অসংখ্য মলিনতা জমাট বাঁধিয়া আছে, সে সব যে আমার দেখিবার ক্ষমতা নাই, বুঝিবার শক্তি নাই। ঐগুলি কেবল শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের দিব্যদর্শনরূপ সার্চ্চলাইটে ধরা পড়ে, তাহা আমার বুদ্ধিতে আসে না, দৈবী মায়া আমাকে বুঝিতে দেয় না। তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমার অনর্থের কথা—দুর্দ্দৈবের কথা আমাকে বলিলে কিংবা সঙ্গের বা অবস্থানের পরিবর্ত্তন করিয়া অনর্থের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলে সেই কথাটী কিংবা ঐপ্রকার ব্যবস্থা বা ব্যবহার আমার প্রীতিপ্রদ হয় না, কারণ, আমার অন্তরের গভীর প্রদেশে লুক্কায়িত যে ক্ষীণ আকারের ভোগপ্রবৃত্তি, (যাহা আমি কিছুতেই জানিতে পারি না—যেটী ইন্ধন পাইলে ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়া অট্টালিকায় বটবৃক্ষ উৎপন্ন হওয়ার মত ভবিষ্যতে বিশেষ অনিষ্ট করিবে) তাহার ব্যাঘাত ঘটে। তখন আমি মনে করি, কোন নিন্দাপ্রিয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে, তাহার ফলে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করিয়াছেন এবং সেইজন্য আমি তাঁহাদের অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়িয়াছি অথবা বলিয়া থাকি,—তিলকে তাল করিয়া বলার মত সামান্য দোষ (এই তিল পরিমাণ সামান্য দোষটীও অন্তরে স্বীকার করি না) অতিশয় বিস্তৃত হইয়া পৌঁছানর দরুণ আমি তাঁহাদের ঘৃণার পাত্র হইয়াছি, সুতরাং আমার এখানে না থাকাই ভাল।

এইরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া আমি কখনও মনে করি,—শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের প্রীতির কাজই যখন করিতে পারিতেছি না, তখন এখানে (শ্রীগুরুগৃহে বা মঠে) থাকিয়া লাভ কি? এখানে বাস করিয়া বরং অপরাধ সঞ্চয় করিতেছি, অতএব বাড়ী যাওয়াই ভাল বা নির্জ্জনভজন করাই ভাল, সেখানে অসৎসঙ্গে থাকিলেও আর কিছু হউক বা না হউক, অপরাধ ত' হইবে না। আর আমার কপাল মন্দ, হরিভজন আমার দ্বারা হইল না।

আবার সময় সময় ভক্তগণের বলিবার প্রণালীর দোষ বিচার করিয়া বলি যে, তাঁহারা আমার দোষের কথা কটাক্ষ করিয়া বা ঠারে-ঠোরে এরূপভাবে বলিবার দরকার কি? ইহা অপেক্ষা সোজাসুজি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়াই ত' ভাল। তখন সময় সময় আমার এরূপ অবস্থা হয় যে—আমার মানের লাঘব হইতেছে মনে করিয়া অভিমানে আমি এত মত্ত হইয়া পড়ি যে, অসংযত হইয়া ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণব বা তদনুগ জনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ফেলি, নিজে অমানী হইয়া মানদধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারি না। তাঁহাদিগকে আমা অপেক্ষা ছোট মনে করি, কত রকমের কত অন্যায় কথা বলি—অপরাধজনক ব্যবহার করি। আবার বিপথগামী কপটীদের আদর্শ দেখাইয়া বলি যে, অমুক অমুক ব্যক্তিরও ত' ঐ সব দোষ আছে, তবে আমার পাকাটাই কি এত দোষের হইল? তখন আমার অবস্থাটী ঠিক ভূত-পাওয়া লোকের মত হয়, এইপ্রকার আমার আর কত দুর্দ্দৈবের কথা প্রকাশ করিব? এমতাবস্থায় আমার মঙ্গলের জন্য কি প্রকার বিচার অবলম্বন করা প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে এখন একটু আলোচনা করা যাউক। আমি মনে করি, আমার দোষগুলি যখন নিজে নিজে বুঝিতে পারি, তখন অন্যে যাহা বলিয়াছেন, সে-সব মিথ্যা বা অতি সামান্য। আমার এইপ্রকার ধারণাটা হওয়া মঙ্গলজনক নহে; কারণ ইহাতে দাম্ভিকতা বাড়িয়া যায়—নিজের দোষ পরিমার্জ্জন করিবার চেষ্টা ক্রমে ক্রমে লোপ পায়, আমি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে থাকি। সেই সময় আমার বিচার করা উচিত যে, আমি

বদ্ধজীব, সুতরাং ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটী দোষ আমাতে থাকিবেই থাকিবে। কাজেই নিজের দোষ-গুণের নিরপেক্ষ বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তাই আমার অনর্থ বা ত্রুটীর কথা কেহ দয়া করিয়া বলিয়া দিলেও হয়ত মন তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। এখন জানি এ জন্য শ্রীভাগবতবিগণের বন্ধুকেও শত্রু মনে করিয়া থাকি। হায়! হায়! ইহা অপেক্ষা আমার দুর্দ্দৈবের বিষয় আর কি হইতে পারে? কে বড় মন। পর পাপিষ্ঠ মন! আমি আমার হৃদয়-বেদনার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আমার সর্ব্বক্ষণ আমার পতিত সর্ব্বস্ব অধঃপতন নিবারণকারী শ্রীগুরু বৈষ্ণবকে আপন, আত্মীয় ও পরম বান্ধব জ্ঞান না করিয়া তাঁহাদিগকে আমার অনিষ্টকারী পরম শত্রুজ্ঞানে তাঁহাদের সঙ্গ ও উপদেশ গ্রহণ ও পালন ও গ্রহণ করিবার জন্য আজ আমার এই দুরবস্থা—আজ আমি এরূপ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত। ভালকে মন্দজ্ঞান, উপকারককে অপকারকজ্ঞান, মঙ্গলকে অমঙ্গলজ্ঞান, সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্যজ্ঞান, প্রকৃত বন্ধুকে পরম শত্রুজ্ঞান, আবার অন্যদিকে শত্রুকে বন্ধুজ্ঞান, অপকারককে উপকারকজ্ঞান, অমঙ্গলকে মঙ্গলজ্ঞান, দুর্দ্দৈব বা দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যজ্ঞান, অত্যন্ত অহিতকারী পরম শত্রুকে অত্যন্ত হিতৈষী পরম বন্ধুজ্ঞান,—এ প্রকার কত প্রকার ভ্রম, বুদ্ধি বা ধারণা আমার উদয় হইয়াছে—তোমাকে অদ্যাবধি হাসনে বসাইয়া—তোমাকে নিন্দাজনক করিয়া—তোমার খেয়াল বা পথে মনমত কার্য্য করিয়া। অতএব আর না। আর না। এখন হইতে এ বিষয়ে দৃঢ়রূপে সাবধান হইব। আর এই ভুল পাষণ্ড মনের কথা শুনিব না। কেহ আমার দোষ ধরাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি রুষ্ট, মনঃক্ষুণ্ণ বা অসন্তুষ্ট হইব না, উপকারী বলিয়া মনে করিব না অথবা তাঁহা মিথ্যা ভাবিয়া সামান্য দোষ ধরিব না।

অহোভাগ্য শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবে গণ যখন আমার সঙ্গের কিংবা অবস্থানের পরিবর্ত্তন করেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা ভাবী বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিলেন, এইরূপ না করিলে আমার অনিবার্য্য পতন হইত হারিতেন হইতেছিলাম হইত। আর একটী কথা,—শ্রীগুরুদেব, শ্রীআচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ কোন বিষয় ব্যক্তির মিথ্যা অভিযোগ শুনেন না, তবে তাঁহারা যে অপরাধ করিয়াছেন কিনা যা, হইয়াছে হইতেছে বা হইবে তাহা সবই তাঁহারা জানিতে পারেন। তাঁহারা ত' বদ্ধজীব নহেন। তাঁহাদের দৃষ্টি সর্বস্থানে যাইতে পারে, আমাদের কোথায় কি দোষ আছে, ত্রুটী আছে, কপটতা আছে, অপরাধ আছে তাহা সমস্তই শ্রীগুরুদেব ও সম্পূর্ণরূপে বিদিত আছেন। আমাদের কি উদ্দেশ্য আমরা কখন কিভাবে কি কথা বলি, কিভাবে কি কার্য্য করি, আমাদের হাব-ভাব, চাল চলন, বিচার আচার, কার্য্য-কলাপ, চিন্তাধারা, নাড়ী-নক্ষত্র প্রভৃতি কিছুই তাঁহাদের অবিদিত নহে। তাঁহাদের বিচার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তাঁহাদের চোখে ধূলি দিয়া কেহই নির্দোষকে দোষী, আবার দোষীকে নির্দ্দোষ খাড়া করিতে পারে না সামান্য দোষকেও অত্যন্ত বিস্তৃত করিয়া তাঁহাদের কাছে পৌঁছাইতে পারে না। আবার তাঁহাদের শত্রু বা অপ্রীতিভাজনও কেহ নাই অথবা তাঁহাদের প্রিয় কেহ নাই। জীবমাত্রই তাঁহাদের প্রিয়, তাই আজ তাহারা জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, জীবের জন্য মঙ্গল উৎপাদিত করিবার জন্য অহর্নিশ তাঁহাদের কত চিন্তা, কত চেষ্টা। তাঁহাদের প্রণাম পাব কোন জিনিসটা? এ সে আমার চিন্তনীয়। অন্যাভিলাষ-বাঞ্ছা-পূজা করাও কাঁদনা পাইতাকাপ পুঁতগন্ধময় আলোচনা ছাড়া, উপদেশ তাঁহারা ঘৃণা করেন ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন।

ক্রমশঃ

প্রশ্নোত্তর

——:•::——

প্রশ্ন—বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণে পার্থক্য কি?

উত্তর—সাধনের দিক্ দিয়া সকলেই বৈষ্ণব, আর নির্গুণ দিক্ দিয়া সকলেই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের আবির্ভাবত্রয়, ব্রহ্মোপাসকের নাম—ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদ্ভক্তের নাম 'বৈষ্ণব'। পুর্ণাবির্ভাব তত্ত্ব ভগবান্ এবং অসম্যক্ আবির্ভাব তত্ত্ব ব্রহ্ম। সুতরাং সম্যকজ্ঞান লাভ করিলে ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব হইতে পারেন। নির্বিশেষবাদিগণ বিবর্ত্তবাদ-অবলম্বনে ব্রহ্মের যে পাঁচপ্রকার সগুণ-উপাসনা রচনা করিয়া থাকেন, তাহা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের নির্দ্দেশক নয়। বিবর্ত্তবাদী ব্রাহ্মণ অতি দীন হইয়া সকল অপূর্ণ তেজ ব্রাহ্মণতা আবদ্ধ স্থির করেন, কিন্তু জীবের স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞ-ধর্ম্মই নিত্য-বর্ত্তমান। স্থূল কথায় মায়াবাদের হাত হইতে নিস্তার পাইলে ব্রাহ্মণ অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব হইতে পারেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া আমা-দিগকে জানাইয়াছেন,—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো
বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো
বিশিষ্যতে॥

অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন—বৈষ্ণবেরাও কি ব্রাহ্মণ?

উত্তর—বৈষ্ণবেরাও ব্রাহ্মণ। উপরি-উক্ত শ্লোকেই ত' প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্ব্বনিম্ন সোপান, বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতা অপেক্ষা অনেক বড় জিনিষ, বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন—একলক্ষ টাকা যাঁহার আছে, তাঁহার সহস্র টাকাও আছে, সেইরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনিও 'ব্রাহ্মণ'। বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।

প্রশ্ন—বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণতা ও বৈষ্ণবতার এইসব বিচার ত' কেহ করে না। বৈষ্ণব বলিলেই যেন লোকে অন্য কি রকম ভাবিয়া থাকে। ইহার কারণ কি?

উত্তর—শাস্ত্রের বা মহাজনগণের বিচার লোকে ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই—এই বৈষ্ণবতার সম্বন্ধে আসল আলোচনা ও আচার-প্রচারের অভাবে জগতে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে বলিয়াই ভগবদিচ্ছায় জগতে গৌড়ীয় মিশন বা গৌড়ীয়মঠের আবির্ভাব হইয়াছে। যে-সকল মনুষ্য ব্রাহ্মণতা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে—'বৈষ্ণবের দাসই জীবের ধর্ম্ম' ইহা ভুলিয়া যাহারা শূদ্র, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজত্বের দিকে ধাবিত হইতেছে, সেই সকল মনুষ্যকে ব্রাহ্মণবৃত্তিতে পুনরায় উদ্বোধন করিবার জন্য—দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিবার জন্য গৌড়ীয়মঠ চেষ্টা করিতেছেন। গৌড়ীয়মঠ জগতে প্রকৃত দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

অব্রাহ্মণ কখনও গুরু হইতে পারে না গুরু মাত্রেই—ব্রাহ্মণ। যিনি শোক করেন, কিংবা যিনি ইতর চেষ্টায় ধাবিত, তিনি গুরু নহেন। লোকে পরিচিত থাকুন্ শূদ্র বলিয়া, সন্ন্যাসী বলিয়া, তথাপি তিনি কৃষ্ণ-তত্ত্বাদ্ হইলে ব্রাহ্মণ—গুরু। যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণপ্রতীতি-বিষয় আশ্রয়, তাঁহাতে আনুষঙ্গিকভাবে ব্রাহ্মণতা আছে, তিনি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই সব কথার বিচার আছে,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব
বিনির্দ্দিশেৎ॥

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিয়াছেন,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যো ন জাতিমাত্রাৎ। যদন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনে-ত্যর্থঃ।" অর্থাৎ শমাদি গুণ দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল সেটাই নিয়ম নহে,—ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্যই ভাগবত 'যস্য যল্লক্ষণং' শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। যদি শৌক্র-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অর্থাৎ যাহার 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা নাই, এইরূপ ব্যক্তিতে শমাদি-গুণ দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে জাতি-নিমিত্ত বাধা না করিয়া লক্ষণ দ্বারা অবশ্য তাহার বর্ণ নিরূপণ করিতে হইবে, অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যে সময় নদীয়ায় বাস করিতেন, সেই সময় সেখানে অসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। নবদ্বীপে মিশ্র, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্যের অভাব ছিল না, তাহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যেই দেখিতে পাই। কিন্তু আচার্য্যের অগ্রণী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিবার একটীও প্রকৃত ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়া পিতৃপুরুষের সম্মান করিলেন, আর হরিদাস ঠাকুরকে বলিলেন,—"তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন।"

প্রশ্ন—কিন্তু বর্ত্তমান কালে বৈষ্ণবসমাজে এইরূপ আচার নাই কেন?

উত্তর—সবই কালপ্রভাবে লুপ্ত হইয়া যায়। মহাপ্রভু যেসকল শিক্ষা দিয়াছিলেন, আজকাল তাহা কিরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আজকাল ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, ব্যভিচার, কপটতা, লোকঠকানটাই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া বাজারে চলিতেছে। এই সকল সত্যকথা বলিতে গিয়া একদিকে শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন, এমন কি ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের আরাধ্যদেব স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পর্য্যন্ত কিরূপ নির্যাতীত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার আভাস আমরা ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীতে দেখিতে পাই। লেখার ভিতরে সব কথা বিস্তৃতরূপে—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে থাকে না, অনেক সময় অনেক ঘটনার ভিতরে কতকগুলোর কিছু কিছু আভাসমাত্র থাকে। নিত্যানন্দপ্রভু এই সব কথা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া নিত্যানন্দকে নিন্দা করিবার পর্য্যন্ত লোকের অভাব ছিল না। তাই গর্ব্বিতকথায় ঠাকুর বৃন্দাবনকে বলিতে হইয়াছিল,—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥

কতদূর নির্যাতীত হওয়ার পর ঠাকুর বৃন্দাবনকে চৈতন্যচরিত লিখিতে গিয়া গ্রন্থ মধ্যে লিখিতে হইয়াছিল,—"ব্রাহ্মণাঃ কলি-মাশ্রিতাঃ," "শ্বপাকমিব নেক্ষেত" ইত্যাদি। এমন কি, ঐসকল লোক ঠাকুর বৃন্দাবনের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অমূলক গল্প রচনা করিয়াছিল। ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে

আবির্ভূত হইলেও ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণের গুরুশিরোরে সম্মান করিতেন। তাই শ্রীনন্দন আচার্য্য, রামানন্দ বসু প্রভৃতি অত উচ্চকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণও হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই — অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করিতে—শান্তিপুরে নিজগৃহে হরিদাসের সঙ্গে এক পংক্তিতে মহাপ্রভুর প্রসাদ ভোজন করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। মহাপ্রভু স্বয়ং হরিদাসের নির্য্যাণকালে হরিদাসকে কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সকল ভক্তকে হরিদাসের পাদোদক পান করাইয়াছিলেন। যাহাদের এই সব আচরণ দেখিবার চক্ষু নাই, তাহারাই বৈষ্ণবকে অব্রাহ্মণ-জ্ঞানে বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করিয়া স্ব-স্ব নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে।

———

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামী

——::(*)::——

পৌষী শুক্লা তৃতীয়া-তিথি শ্রীল জগদীশ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি বলিয়া খ্যাত। গত ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর, রবিবার উক্ত তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-উৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে।

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে,—"আসীদ্ ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ। সোহয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্যপণ্ডিতঃ॥" "যজ্ঞপত্নৌ শ্রীজগদীশ-হিরণ্যকৌ। একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাহধসৎ প্রভুঃ॥" (গৌঃ গঃ -১৪৩, ১৯২)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

জগদীশ পণ্ডিত, আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
এই দুই-ঘরে প্রভু একাদশী-দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি' খাইলা আপনে॥
শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎপাবন।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত বর্ষে, যেন বর্ষ ঘন॥
ব্যাবিচ্ছলে জগদীশ-হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশী-দিনে॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৭০ ৭১,১১।৩০,১৪।৩৯)

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত পূর্ব্বদেশে গৌহাটী-নগরে আবির্ভূত হন। মাতাপিতার অপ্রকটের পর তিনি গঙ্গাতীরে বাস ও বৈষ্ণব-সঙ্গে করিবার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ-গৃহের নিকট আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌরসুন্দর বাল্য-লীলায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের গৃহ হইতে একাদশী দিবস শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য আনাইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগদীশকে শ্রীহরিনাম প্রচারের জন্য শ্রীজগদীশকেই শ্রীনীলাচলে গমন করিতে আদেশ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত নীলাচলে শ্রীনামপ্রচারের কালে, শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা করার ফলে শ্রীজগন্নাথ-শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাহা লইয়া আসিয়া চাকদহ-থানার অধীন গঙ্গাতীরস্থ যশড়া-গ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীব্রজে যিনি চন্দ্রহাস-নামে প্রসিদ্ধ রসজ্ঞ নর্ত্তক ছিলেন, তিনিই গৌরলীলায় নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশ পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত-সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

আদি খণ্ডে জগদীশ-হিরণ্যের ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরিবাসরে॥
নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর-আজ্ঞায়॥
শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ।
শ্রীমান্, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস॥
প্রভু বোলে,—যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ।
তবে ঝাটি দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ॥
জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য ভাগবত।
এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত॥
পরম বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুইজন।
জগন্নাথ মিশ্র সহ অভেদ-জীবন॥

* * *

শুনিয়া শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হইল সর্ব্ব কলেবর॥
দুই বিপ্র বোলে, মহা অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি॥
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর।
কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর॥
বুঝিলাঙ,—এ শিশু পরম রূপবান্।
অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ঠান॥
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন॥
মনে ভাবি' দুই বিপ্র সর্ব্ব উপহার।
আনিয়া দিলেন করি' হরিষ অপার॥
দুই বিপ্র বোলে,—বাপ, খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হউ আমার॥
কৃষ্ণকৃপা হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এস্থলে-গৌড়ীয়-ভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—'জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য-পণ্ডিত নামে দুইজন ব্রাহ্মণ গোদ্রুম-দ্বীপে বাস করিতেন। প্রভুর গৃহ হইতে হিরণ্য জগদীশ পণ্ডিতদ্বয়ের গৃহ একটু দূরে অবস্থিত ছিল। তাঁহারা হরিবাসরে (একাদশী দিবসে) প্রচুর পরিমাণে ভগবন্নৈবেদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। একাদশী-দিবসে উপবাস-বিধি—কেবলমাত্র জীবের পক্ষে বিহিত, পরন্তু স্ব স্বষ্ট বিশিষ্ট জীবের নিখিল সেবোপকরণের একমাত্র উপভোক্তা অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে উপবাসবিধি নাই বলিয়া ভগবান্‌কেই সেই দিবস নৈবেদ্য অর্পণ করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ হরিবাসরে সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিহারপূর্ব্বক, অপর দিবসের ন্যায় গ্রহণ বা সেবনদ্বারা প্রসাদ সম্মানের বিধি স্বীকার করেন না। কিন্তু ভক্তপতি ভগবান শ্রীহরি তদীয় বাসরে ভক্তগণের প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরনারায়ণও সেই সকল নৈবেদ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন আরও জানাইয়াছেন —

জয় রূপসনাতনপ্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ গোপীনাথের হৃদয়
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউক যত গৌরচন্দ্র-অনুচর॥
জগদীশ, গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শুক্লাম্বর, গরুড় কান্দয়ে সর্ব্বজন॥
হরিদাস, মুরারি, শ্রীগর্ভ, নারায়ণ।
জগদীশ, গোপীনাথ, আদি ভক্তগণ॥
জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য ভাগবত।
পুরন্দর আচার্য্য দুই কৃষ্ণরসে মত্ত॥
জগদীশ পণ্ডিত—পরম জ্যোতির্দ্ধাম।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁ'র ধন-প্রাণ॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

ভক্তিটী একটি ক্রিয়া। নিষ্কপট হরি-ভজনপরায়ণ পুরুষ বা ভগবদ্ভক্ত প্রসাদ সেবা করেন ভোগ করেন না, আর ভাল ভাত খায় ভোগী। ভাত-ডাল খাওয়াটা কর্ম্ম। ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ সম্মান বাহ্যদৃষ্টিতে কর্ম্মের মত দেখিতে পাওয়া গেলেও তাঁহার দেহ-প্রাণ আত্মা ভগবৎসেবায় সমর্পিত বলে সেটা কর্ম্ম নয়, সেবা। মনোধর্ম্মিগণ ভজনীয় বস্তুর ও ভজনকারীর স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হ'য়ে ভক্তিকে কর্ম্মের সহিত এক মনে করেন।

ভগবদ্ভক্ত নৈষ্কর্ম্ম্যবাদী, তাঁ'রা কর্ম্মের নাম দিয়াও যান না। ফুটো হাঁড়িতে সব রাখার ন্যায় কর্ম্মফলের দশা হয়। বড়র দল বা ছোটদের বেনামী ভজনের দম্ভের নাম, চার্জ্জকরা ব্যাটারির মত কর্ম্মের ফল। কর্ম্ম অপূর্ণজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কতকগুলি কর্ম্মী মূর্খতাবশতঃ ভগবদ্-ভক্তের ও ভগবদ্ভক্তির নিন্দা ক'রে থাকে, আর কতকগুলি কর্ম্মী জন্মজন্মান্তরে নরক ভোগ ক'রবার জন্য ইচ্ছাবশতঃ ভগবদ্ভক্তের নিন্দা কার্য্যে ধাবিত হয়। যেমন হরিতকী আর মিছরি, তেমন প্রেম আর প্রে... [illegible] আর কর্ম্ম। হরিতকী আপাত কষায়, কিন্তু পরিণামে সুখ-প্রদানকারী—বক্তব্য, মিছরি আপাত মধুর বোধক, পরিণামে কফ[illegible] উদরাময় [illegible]।

জীবের স্বার্থ একমাত্র কৃষ্ণসেবা। যাঁ'রা দাস্ত, যাঁ'রা অপস্বার্থকে স্বার্থ মনে করে, তাঁ'রাই প্রেয়ঃপন্থী। [illegible] শ্রেয়ঃ-পথাবলম্বীকে শত্রু মনে [illegible]। যখন কেহ কৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ ক'রতে অগ্রসর হ'ন, সত্য সত্য শ্রেয়ঃপথে চ'লবার জন্য উন্মুখ হ'ন, তখন জগতের সংসারী, সুকর্ম্মী, বিকর্ম্মী, দেবতাগণ পর্য্যন্ত সকলে তাঁহাকে বাধা দেন।

আমরা গীতার ৩য় অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা পাই। জ্ঞানের অবরাবস্থায় আত্মদিগকে নিরন্তর [illegible] ক'রে দেখ পরে [illegible] "দেহ আত্মবুদ্ধি হয় বিবাদের স্থান। স্থূল দেহ মাতা পিতা হ'তে পাওয়া যায়, স্থূল দেহ নষ্ট হ'য়ে গেলেও সূক্ষ্মদেহ বাসনার প্রবৃত্তি বা বাসনা অনুসারে অন্যত্র গমন করে—ঘু'রে ঘু'রে বেড়ায়, আবার বাসনানু-যায়ী স্থূল দেহ গ্রহণ করে। যোগিসঙ্গী হ'লে যোগিসংচিন্তা ক'রতে ক'রতে জীব মাতৃকুক্ষিতে গিয়ে প্রবিষ্ট হয়।

বিষয়—এক শ্রীকৃষ্ণ—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র নন্দন, আর আশ্রয়—পাঁচপ্রকার। বিষয়ের অদ্বয়ত্ব, আর আশ্রয়ের বহুত্ব। বস্তু—একটী, তিনি—শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি স্বয়ংরূপ, বাহিরের কোনরূপ তাঁ'র রূপ প্রকাশ করে নাই বা ক'রতে পারে না। তিনি নিরপেক্ষ সত্তাকর,—যত রূপ, তাঁ' থেকে নির্গত। তিনি মূল বস্তু—সর্ব্বকারণ কারণ। শ্রীবলদেব—স্বয়ং-প্রকাশ। শ্রীবলদেব প্রভু সেই জিনিষ, নারায়ণও সেই জিনিষ—কারণার্ণবশায়ীও সেই জিনিষ। মায়ার অন্তর্গত [illegible] যেরূপ ভেদ কল্পিত হয়, শ্রীবলদেব ও কৃষ্ণে, শ্রীনারায়ণ ও [illegible] সেরূপ কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-[illegible] বিনোদে কোন ভেদ বস্তুগত কোন [illegible] নাই, কেবল লীলাগত বিচিত্রতা আছে মাত্র। মধুর রসে সর্ব্বোত্তমতা, তাহা কেবল কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয়। [illegible] [illegible] প্রকার রস। বর্ত্তমানকালে, 'ভক্তি' কর্ম্মাদির অন্তর্গত [illegible] কল্পিত বা গৃহীত হ'চ্ছে। বর্ত্তমান যাঁ'রা ভক্তির যাজক বা 'ভক্ত' বলেন, নিজদিগকে মনে ক'রছেন, তাঁ'দেরও বিচার,—[illegible] কর্ম্মের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible] দিলেই অব্যভিচারী ভক্তি হ'লো। আত্মার [illegible] উন্মেষিত না হ'লে ভক্তি বুঝা যায় না।

সাধারণ লৌকিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্মান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] বিচার করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(ঃ০ঃ)ঃ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম তিন দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রত্যহারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পাক্ষিক পত্র

ভারত ও মালয়ের মধ্যে প্রাচীন সম্পর্ক

জাপান বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে, আমেরিকায় তার দুজন দূতের সাহায্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে আলোচনা চালানোর অবস্থায় প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, টাইল্যাণ্ড এবং মালয় উপদ্বীপের ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো হঠাৎ আক্রমণ করে বসেছে। মালয় উপদ্বীপ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকের দুর্গ। ভারতবর্ষ রক্ষা করতে হ'লে আগে এই জায়গাটাই রক্ষা করা চাই। মালয় উপদ্বীপের প্রধান ঘাঁটি সিঙ্গাপুর কিছুদিন ধরেই জাপানের আক্রমণ আশঙ্কায় বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। যুদ্ধ এখন প্রায় সমস্ত মালয় সীমান্তেই চলেছে।

এজন্য মালয় উপদ্বীপ এখন আমাদের সবারই কাছে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু মালয়ের বিশেষ পরিচয় আমাদের সবার জানা নেই. সুতরাং কিছু কিছু পরিচয় পাঠকদের দিচ্ছি।

মালয়ের উৎপন্ন জিনিষের মধ্যে কৃষিজ এবং খনিজ জিনিসই প্রধান। সব চেয়ে বেশি পাওয়া যায় রবার। রবার হয় ১৬-১৩৮০০ একর জমিতে। নারিকেল হয় ২৫১৮০০ একর জমিতে, ধান হয় ১৭৭০০০ একর জমিতে, তেলের জন্য পাম গাছ হয় ৩৬৭০০ একর জমিতে, তা ছাড়া অনেক জমিতে আনারস, চা, কফি, তামাক এবং অনেক রকম ফল উৎপন্ন হয়। খনির কাজ খুব ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। ১৯৩৮ সালে ৪১০৭৯ টন টিন, ৪০২০৯ আউন্স সোনা, ৬০২ টন টাংস্টেন. এবং ৪৭৭৯০৮ টন কয়লা খনি থেকে পাওয়া গিয়েছিল। খনিতে ৫৭৬৩৩ জন মজুর নিযুক্ত আছে। মালয়ের জঙ্গলে ভাল ভাল কাঠ জন্মে। এই কাঠ ক্রমেই বেশি বেশি পরিমাণে ইউরোপে চালান হচ্ছিল। এ ছাড়া গাটা পার্চা, আঠা, তেল, রেজিন এবং বেতও এইখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

ভারতীয় অফিসার এবং সৈন্যগণ মালয় এবং সিঙ্গাপুর রক্ষায় প্রধান অংশ গ্রহণ ক'রেছে। মালয় এবং সিঙ্গাপুর রক্ষা করতে তারা এটা বুঝেছে যে আসলে তারা স্বদেশকেই রক্ষা করছে। পাঁচ ছয় লাখ ভারতবাসী বর্ত্তমানে মালয়ে নানা বিভাগে কাজ করছে। জমি চাষে তারা আছে—খনির কাজেও তারা আছে। মালয়ে যে রবার এবং টিন উৎপন্ন হয় তার বেশির ভাগ বিক্রি হয় আমেরিকায়। এর জন্য আমেরিকাকে যে টাকা দিতে হয়—সেই টাকায় তারা নগদ দামে আমেরিকার বিমান এবং গোলা-বারুদ কিনতে সক্ষম হয়েছে।

মালয় দ্বীপে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর বাস। কাজেই ভারতীয় সৈন্যেরা সেই সব ভারতবাসীকেও রক্ষা করার কাজে লেগেছে। মালয়ে যে সব ভারতীয় বাস করে, তাদের অধিকাংশই মাদ্রাজী। মালয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ প্রাচীন কাল থেকে। তারপর ব্রিটিশদের প্রভাব বিস্তারের পর থেকে দুই দেশের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিকরা বলেন, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে, এমন কি তারও আগে ঋগ্বেদের যুগ থেকে মালয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।

মালয়ে হিন্দু-সংস্কৃতি সম্বন্ধে মালয়ের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ রোল্যান্ড ব্রাডেল বলেন, মালয় উপদ্বীপে প্রথম সভ্যতা বিস্তার করে ভারতবর্ষ। তখন যে সব জাহাজ মালয়ে আসত তার নাবিক ছিল দক্ষিণ ভারতের তামিলরা। এখন যেসব দক্ষিণ-ভারতীয় লোকেরা সেখানে আছে, তাদের মালয়বাসীরা বলে "ওয়াং ক্লিং"। 'ওয়াং ক্লিং' কথাটার উৎপত্তি যে খ্রীঃ পূঃ ৮০০ শতকের স্থাপিত কলিঙ্গ রাজ্য থেকেই হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মালয়ে বর্ত্তমানে যে ইসলামের প্রভাব দেখা যায় সেটাও ভারতবর্ষ থেকেই পাওয়া।

ভারতীয় বণিকেরা মালয়ে উপনিবেশ স্থাপন করলে। তারা প্রথমে বসে গেল মলক্কায়। মালয়ের এই অংশই পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। এখনও মলক্কাতে ভারতীয়েরা বাস করছে। এইখানে একটি হিন্দু মন্দির আছে। মলক্কায় সেইটিই সব চেয়ে প্রাচীন মন্দিরসমূহের একটি।

পেনাং এবং সিঙ্গাপুরের যে সব প্রাচীন দলিল পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, ভারতীয় বাসিন্দা এবং ভারতীয় বণিকদের কথার খুব উল্লেখ আছে। অনেকেরই জানা নেই যে, ১২০ বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে সিঙ্গাপুরে এবং মালয়ে অন্যান্য জায়গায় অপরাধীদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। এটা অবশ্য গৌরবজনক নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সাহায্যে তাদের বিশেষ উপকারও হয়েছে। যে সব ভারতীয় অপরাধীরা সিঙ্গাপুরে এসেছে, তারা কালক্রমে সেখানকার সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়েছে—এবং সেখানে কাজে নিযুক্ত হয়ে গেছে। সিঙ্গাপুর সহরের উন্নতির মূলে আছে তারাই। সিঙ্গাপুরের আধুনিক দুটো ইমারত—গভর্ণমেন্ট হাউস ও সেন্ট অ্যান্ড্রুজ ক্যাথিড্রাল এরাই তৈরী করেছে। এরা অপরাধী-শ্রেণীভুক্ত হলেও অপরাধী বলতে আমরা এখন যা বুঝি এরা ঠিক সে রকম নয়।

প্রথম যে সব ভারতীয় অপরাধী সিঙ্গাপুরে যায়, তাদের মধ্যে মাদ্রাজী ছিল ৮০ জন এবং বাঙ্গালী ছিল ১২০ জন। সিঙ্গাপুরে মজুর পাওয়া সহজ ছিল না। ক্রমে এরাই গিয়ে মজুরের কাজ আরম্ভ করে। এরা পথঘাট তৈরী করে, বাড়িঘর তৈরী করে—প্রকৃতপক্ষে সিঙ্গাপুর সহরটিকেই গড়ে তোলে। এখন অবশ্য মালয় এবং ভারতবর্ষের সম্পর্ক আর সেরকম নেই। এখন ভারতবর্ষকে রক্ষা করছে মালয়। জাপানের অন্যায় আক্রমণের ফলে মালয়-ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোনো দূরত্ব নেই—আমরা পরস্পর অতি কাছে এসে পড়েছি।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনি

১৬শ বর্ষ | ২৪ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১২ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৭শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, শনিবার | ২০৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ নারায়ণ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

সমসাময়িক জগৎ

——::(*)::——

আধুনিক সভ্য জগতের অনেককে এতদিন গৌড়ীয়-মিশনকে প্রায়ই বলিতে শুনা গিয়াছে, "মহাশয়। শুধু হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইলে কি দেশ উদ্ধার হইবে? চতুর্দ্দিকে যে দুঃখ-বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে—জীবকুল 'পরিত্রাহি' 'পরিত্রাহি' চীৎকার করিতেছে, তাহাদের সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য আপনারা বদ্ধপরিকর হউন—কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির উন্নতিবিধান করুন—দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করুন—পীড়িতের শুশ্রূষা করুন—অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে প্রচুর অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করুন—দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হউন—দেশের রাস্তা ঘাট ভাল করুন—সকলের স্বাস্থ্য ভাল হউক, তবেই না দেশের উপকার করিতে পারিবেন, শুধু হরিকথা বলিয়া সময় নষ্ট করিলে দেশ আপনাদের দ্বারা আর কতটুকু লাভবান্ হইবে? তাহাদের এইসকল কথার উত্তর সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে' বহুবার প্রদান করা হইয়াছে। অদ্য এ সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটী মাত্র কথা বলিবার প্রয়াস করিতেছি।

সর্ব্বাগ্রে বর্ত্তমান জগতের মানবজাতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—হে ভ্রাতৃবৃন্দ। আপনারা সকলেই ত' দশের বা দেশের ভীষণ দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া তাহা নিবারণের জন্য এতাবৎকাল অহর্নিশ কায়মনোবাক্যে কতভাবে কত যত্ন-চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন—কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির কত উন্নতি বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন—কত দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও করিতেছেন—কত পীড়িতের শুশ্রূষা করিয়াছেন ও করিতেছেন—অন্ন-বস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে কত প্রচুর অন্ন-বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করিয়াছেন ও করিতেছেন—দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য কতপ্রকারের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন ও করিতেছেন—দেশের কত রাস্তা-ঘাট ভাল করিয়াছেন ও করিতেছেন, কত ভাল ভাল স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন, আপনাদের এত প্রাণপাত পরিশ্রম, অধ্যবসায়, যত্ন-চেষ্টার শেষ ফল কি পাইতেছেন বা প্রত্যক্ষ করিতেছেন?—আজ সমস্ত জগতের কি অবস্থা লক্ষ্য করিতেছেন? কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির এত উন্নতি, এত দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন, পীড়িতগণের শুশ্রূষা, অন্ন-বস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে প্রচুর অন্ন-বস্ত্র প্রদান, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা, দেশের রাস্তাঘাট ভাল করা, সকলের স্বাস্থ্যলাভের ব্যবস্থা করার ইহাই কি শেষ ফল?—পরিণামে বা শেষে এই ফললাভের জন্যই কি আপনাদের এত মেধা, এত বুদ্ধি, এত পাণ্ডিত্য, এত বিচার, এত যুক্তি, এত চতুরতা, এত কৌশল, এত বল, এত পরিশ্রম-যত্ন-চেষ্টা? এইপ্রকার সুযোগ, সুবিধা, সুখ-শান্তি পাইবার জন্যই কি আপনাদের এত উদ্যম—এত উৎসাহ? ইহাই কি আপনাদের এত ভদ্রতা, এত সভ্যতা, এত বাহাদুরী, এত গুণ-গরিমার শেষফল। একই সময় এক হাতে একটা রোগীর প্রাণরক্ষার জন্য তাহার কত সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন, আর অপর হাতে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা হাজার হাজার সুস্থ, সবল ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিতেছেন। ইহাই কি আপনাদের পরোপকারের বা জীবে দয়ার নিদর্শন? ইহাই কি আপনাদের বিশ্বপ্রেমের চেষ্টা?

———

হে ভ্রাতৃবৃন্দ। আজ আপনারা সকলে এত অভাবগ্রস্ত কেন?—সকলের মুখে হাহাকার-শব্দ শুনা যায় কেন? সকলের মুখ এত বিষণ্ণ—সকলকে এত ভীত, সন্ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন দেখার কারণ কি? এখন ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণ লইয়া পলাইবার এত উদ্যম-চেষ্টা কেন? এখন আপনাদিগকে কেবল কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির উন্নতি, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পীড়িতের শুশ্রূষা, অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে অন্নবস্ত্র বিতরণ, দেশের রাস্তা-ঘাট ভাল করা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় উদ্যম-উৎসাহ, যত্ন-চেষ্টা করিতে দেখা যাইতেছে না কেন? এখন কেবল প্রাণরক্ষার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? ইহার কারণ কি? আমাদের এই প্রশ্নগুলির প্রকৃত উত্তর এখন আপনাদের নিকট হইতে পাইবার আশা করা যায় কি?

———

সমসাময়িক জগৎ বা উহার চিন্তাধারা ও কার্য্য-প্রণালীর সঙ্গে চলিতে না পারিলে জগতে কাহারও প্রতিষ্ঠা নাই—এ কথা সকল অভিজ্ঞতাবাদীই স্বীকার করেন। জগতে যখন যে একটা ঢেউ উঠে, তাহাতে গা ভাসাইয়া দেওয়াই জগতের লোকের স্বভাব। কিন্তু যাঁহারা জগৎছাড়া রাজ্য হইতে এই জগতে আসেন—এ জগতের লোককে একটা শাশ্বতী শান্তি-স্বাধীনতা-সরণী দেখাইতে—অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে—যুগে যুগে সেই দুই এক জনের হিমাচল-সদৃশ অচল-অটল আসন জগতের কোনপ্রকারের ঢেউ কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহারাই সত্য-সত্য যুগপ্রবর্ত্তক—যুগাচার্য্য, তাঁহাদের কথা সমসাময়িক জগৎ তখন-তখনই গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাঁহারা যে বাণী জগৎকে বিতরণ করিয়া যান, তাহা বিশ্বমানব সংসারচক্রে ঠেকিতে ঠেকিতে, প্রতিপদে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হইতে হইতে বুঝিতে পারেন। তবে সময় থাকিতে বুঝিলে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হইতে হয় না, কিন্তু জগতের লোক আমরা মহামায়ার প্রবোচনার সময়ে আত্মমঙ্গলের কথা—পরম মঙ্গলের কথা শুনিতে বা বুঝিতে চাই না। সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ জগৎকে এমন এক চিৎচিন্তামণি, এমন এক মূল্য'ত ধন দিয়া যান, যাহার কদর হয় ত' মানুষ পাঁচ শত, সহস্র বা ততোধিক বৎসর পরে বুঝিতে পারেন। তখন মানুষের সংসারচক্রে ঠেকিতে ঠেকিতে মহামায়ার দ্বারা ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হইতে হইতে হুঁস্ হয়।

———

এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে বাণী—যে সত্য সহস্র বা ততোধিক বর্ষ পরে সমাদৃত হইবে, তাহার সহিত বর্ত্তমানের কি সম্বন্ধ রহিল? তাহা বর্ত্তমানের কি উপকারে আসিল? তদুত্তর এই যে, ইহাতে মহাবদান্য দাতার দোষ নাই, গ্রহীতৃগণের যোগ্যতার অভাবই এখানে অপরাধী। স্বাধীনতা জীবের নিজ সম্পত্তি,—নিজ সম্পত্তি বলিয়া জগজ্জীব আজ সমসাময়িক জগৎ স্বতন্ত্রতা,

স্বাধীনতার জন্য এত উন্মত্ত—স্বাধীনতার জন্য অপরিমিত ধন-সম্পদ, এমন কি, কোটী-কোটী জীবন অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত,- কেবল আজ নয়—সর্ব্বযুগেই এই জগতের লোক এইপ্রকার স্বাধীনতা চাহিয়াছে, চাহিয়া থাকে ও চাহিবে। কিন্তু জগদ্বাসী আজ মায়ামোহিত হইয়া বিকৃত স্বাধীনতা বা যাহাকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বলা হয়, সেই বিকৃত স্বাধীনতার আপাত-উত্তেজনায় প্রমত্ত। কিন্তু জগদ্‌গুরু যুগাচার্য্য চা'ন -অবিকারী বস্তুর অধিকারী করিতে -- অবিকৃত নিত্যবস্তুর সন্ধান দিতে। বিকৃত স্বতন্ত্রতার উত্তেজনার বুদ্‌বুদ্‌ লুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অবিকৃত স্বতন্ত্রতার জন্য লোভ হয় না। কিন্তু পরম কারুণিক যুগাচার্য্য আমাদের এরূপ দুর্দ্দিনে বা দুঃসময়েও মহা দানের পসারা লইয়া আমাদের কাণের কাছে হাঁকিতে থাকেন, যদি কাহারও হুঁস্ হয়। যদি কাহারও বিকৃত স্বতন্ত্রতার উত্তেজনা কমিয়া থাকে, সেই ভাগ্যবান্ অবিকৃত স্বতন্ত্রতার ক্রেতা হইবে—শাশ্বতী শান্তি-স্বাধীনতা বরণ করিয়া কৃতাকৃতার্থ হইবে।

যখন আমরা দুনিয়ার সব সমষ্টী ব্যক্তি এইপ্রকার হেয়, বিকৃত বস্তুর জন্য পাগল হই, তখন অবিকৃত বাস্তব-বস্তুর কথাগুলি আমাদের নিকট 'উল্টা', 'অভিনব', নূতন', 'জগৎ-ছাড়া' 'বিপ্লবময়', বলিয়া মনে হয়, হইবারও কথা, কারণ, 'বিকার' আর 'অবিকার', 'অন্ধকার' আর 'আলো', 'অমা' আর 'পূর্ণিমা'—ইহারা যে ঠিক বিপরীত। কিন্তু ইহাদের প্রতীতি বিপরীত হইলেও সর্ব্ব-জনাকাঙ্ক্ষিত পরমবস্তুর বহু অধিষ্ঠান না থাকায় প্রতীতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তু অতি সহজ-লভ্য হয়। যেমন আলোক অন্ধকারের নিকট সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিপ্লবময় হইলেও অন্ধকার-নাশের সঙ্গে সঙ্গে আলোর মাত্রার বৃদ্ধি,অন্ধকারের সম্পূর্ণনাশে পূর্ণালোক, আবার পূর্ণিমা অমাবস্যার সম্পূর্ণ বিপরীত, এমন কি, সম্পূর্ণ বিপ্লবময়ী, কিন্তু অমার মাত্রা প্রতিকলায় যত কমিতে থাকে, ততই উহার পূর্ণিমার দিকে গতি হয়, অমার পূর্ণহ্রাসে চন্দ্রিকা-হাস্যময়ী পৌর্ণমাসীর বিলাস সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে

সমসাময়িক জগতের চিন্তাধারা প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে যেরূপ আচার, রীতি নীতি ব্যবহার, লেখনী, সাহিত্য, কাব্য, কলা-কৌশল, বিজ্ঞানে বা সভা-সমিতির বক্তৃতার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে, তাহা হইতে জানা যায়, জগৎ বর্ত্তমানে এমন একটা বিকৃত স্বতন্ত্রতার মোহনমন্ত্রে উত্তেজিত যে, অবিকৃত স্বতন্ত্রতার কথা শুনিবার অন্ততঃ তাহার অস্তিত্বটুকু—মৌলিকতা'র অধিষ্ঠানটুক পর্য্যন্ত স্বীকার করিবার বুদ্ধি, বিবেচনা, মনীষা, বিচার, অনুধাবন—যাহা মানুষের মনুষ্যত্বের দাবীর একমাত্র সম্বল, তাহারও অবকাশ নাই। সমসাময়িক জগতের অনেকের অভিমত এই যে,—জগতে ধর্ম্মের কোন স্থান নাই। ভারতবর্ষ 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' করিয়া অবসন্ন ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু চাহে না।

সমসাময়িক জগতের মনীষিগণের এই চিন্তাধারাসম্বন্ধে অন্য কিছু বলিবার নাই — বলিবার মাত্র একটী কথা এই যে, 'ধর্ম্ম'কে স্বাধীনতা—পূর্ণস্বাধীনতা—অবিকৃত পরিপূর্ণ-স্বতন্ত্রতা হইতে পৃথক্ করিতে যাওয়ায় তাহাদের ধর্ম্মের ধারণাটী ধৃত হইয়া পড়িয়াছে। 'ধর্ম্ম' অর্থ - যাহা ধারণ করে —যাহা সকলের আশ্রয়,—এক দিনের দু'দিনের নহে—এই বিংশ শতাব্দীর জন্য-মাত্র নহে—ভারতবর্ষের জন্যমাত্র নহে—ভারতের লোকমাত্রের জন্য নহে, তাহা সর্ব্বকালের — সর্ব্বদেশের—সর্ব্বপাত্রের একমাত্র আশ্রয়। স্বাধীনতাই জীব চেতনকে ধারণ করে — আশ্রয় প্রদান করে, আর পরাধীনতা আশ্রয় প্রদানের পরিবর্ত্তে পীড়ন করে—ক্লেশ দান করে। আমাদের যাহা স্ব-ভাব অর্থাৎ নিজ-সত্তা, অধিষ্ঠান, অবস্থান বা অস্তিত্ব অর্থাৎ যাহা 'স্ব'-(নিজের) 'অভাব' (অনস্তিত্ব) নহে, তাহাই ধর্ম্ম। সেই স্বভাবটী আর কিছুই নহে—স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা। আমাদের যাহা স্বভাব, তাহাই আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। স্বতন্ত্রতা আমাদের স্ব-ভাব বলিয়া তাহা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। যাহা আমাদের নিজস্ব, তাহা কখনই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না—পূর্ণমাত্রায় আমরা তাহার দখল-কার। কিন্তু আমরা আজ যে স্বতন্ত্রতার জন্য পাগল, যে স্বতন্ত্রতা একদিন এই ভারতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাইয়াছিলেন, সেই স্বতন্ত্রতা তাঁহারা রাখিতে পারিলেন কৈ? অপর এক জাতি আসিয়া তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা কাড়িয়া লইয়া গেলেন—তাঁহা-দিগকে পীড়ন করিয়া ধনে-জনে প্রাণে বিনাশ করিয়া। আশা করি, পাঠকগণ বর্ত্তমান জগতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া এই কথাগুলির বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

———

চেতনের ধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম—আমাদিগকে অবিকৃত স্বতন্ত্রতা, শাশ্বতী স্বাধীনতা, অব্যভিচারিণী স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর সন্ধান দেন। ভারতবর্ষ চিরদিনই সেই স্বাধীনতার সামগান গাহিয়াছেন। সেই স্বাধীনতার উদ্‌গান ভারতকে যদি আবার উজ্জীবিত করে, তবেই জগতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হইবে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলা-দলি বিবাদ বিসম্বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহাদি পর্য্যন্ত যাবতীয় অশান্তি সম্পূর্ণ-রূপে থামিয়া যাইবে। অচঞ্চলা স্বাধীনতা-লক্ষ্মী ঘরে ঘরে বরণীয়া, বন্দনীয়া হইয়া সকলকে প্রকৃত-সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিবে। ইহা কবির কল্পনা নহে, পরন্তু ইহাই বাস্তবসত্য—ইহাই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায়

———

জড়ের সকল জিনিষই পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া, অধিক কি, 'জগৎ'-শব্দটীই যখন পরিবর্ত্তনশীলতা-বাচক, তখন জড়ের ধর্ম্ম বা জগতের ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনশীলতা-ধর্ম্মযুক্ত, কিন্তু চেতনের ধর্ম্ম অর্থাৎ চেতনকে যাহা ধারণ করে, আর চেতন যাহাকে ধরিয়া রাখেন, সেইরূপ ধর্ম্মে চঞ্চলতা নাই, সেখানে অবি-চলতা, শান্তস্ফূর্ত্তা। জগতে—পরিবর্ত্তনশীলতা-ধর্ম্মযুক্ত রাজ্যে কত কত ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যাইতেছে—কত স্রোতঃ আসিতেছে, যাইতেছে, —কত গ্রহ-নক্ষত্র খসিয়া পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে—কত প্রলয়-মহাপ্রলয়, যুগ যুগান্তর সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু চেতনকে যিনি ধরিয়াছেন, আর চেতন যাঁহাকে ধরিয়াছেন, সেখানে অতিমর্ত্ত্য অচঞ্চলতা, ধীরতা শান্তস্ফূর্ত্তা।

———

নিখিল চেতনের সম্রাট্‌ যিনি, সেই বিশ্বগুরু শ্রীচৈতন্যদেব যে সময় আত্মার—চেতনের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তখনকার সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করুন—গোস্বামিগণ যে সময় চেতনের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন,—শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামা-নন্দপ্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে-সময় চেতনের ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় রাজনৈতিক-গগন কিরূপ ধূমায়িত, কিরূপ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, তাহা আলোচনা করুন, —শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, প্রভৃতির সময় পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে জগতের লোক-হৃদয়ে কিরূপ আতঙ্ক আনিয়াছিল? তখন রাজনৈতিক আকাশ কিরূপ ভয়াবহ ছিল? অথচ তাঁহারা সেই সমসাময়িক জগতের চিন্তাস্রোতে—উচ্ছ্বাসে—উত্তেজনায়—রঙ্গিন-নেশায় কোনপ্রকারে বিচলিত, উত্তেজিত বা অভিভূত না হইয়া—তাঁহাদের অবিমিশ্র চেতনের ধর্ম্মকে কোনপ্রকারে মিশ্র-কথার সঙ্গে না মিশাইয়া, শাশ্বতী স্বাধীনতা—পরি-পূর্ণ চিৎস্বাধীনতার বাণী জগৎকে বিলাইয়া-ছিলেন। জগতের সকল লোক বিচলিত হইলেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অবিচলিত, সহিষ্ণু থাকিয়া চেতনের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন

মহামায়া তাহার রাজ্যে জীবকে এমন করিয়া আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখিবার জন্য ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে, কখনও বা এমনভাবে জগতের বৈচিত্র্য দেখাইতেছে যে, আমরা মনে [illegible] আছি, ইহাই বাস্তবতা। অবাস্তব [illegible] খন আমাদের কাছে 'বাস্তবতা' বলিয়া মনে হইতেছে, আর সত্য-সত্য পরম বাস্তবতা—যাহা একমাত্র বাস্তবতা, তাহাই আমাদের কাছে অবাস্তবতা, অসত্যতা—বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা। মহামায়ার ক্রীড়নক হইয়া আমরা অবিকারকে বিকার আর বিকারকে অবিকার ভাবিতেছি। যুগে যুগে স্বাধীনতার সম্রাট যিনি, সেই বিশ্বম্ভর বিশ্ব-ভরা শাশ্বত স্বাধীনতা-সম্পদ্‌ বিতরণের জন্য তাঁহার চিহ্নিত নিজ-জনকে পাঠাইয়া থাকেন, - যাঁহার এক-একটী চেতনময়ী বাণী এক-একটী মহাযুগ রচনা করে---যে বৈকুণ্ঠ দূতের এক একটি কীর্ত্তনাস্ত্র প্রক্ষেপে জগতের চিন্তাধারায় মহা-বিপ্লব ঘটায়।

যাহাতে বিশ্বমানবের—বিশ্বচেতনের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেই চেতনের ধর্ম্মই কি "গোঁড়ামীর ধর্ম্ম"?—"সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম"? আর যাহা কোন বিশেষ দেশ, স্থান, বিশেষ কাল, বিশেষজাতি বা সম্প্রদায়ের তাৎকালিক ভোগের সহিত বিজড়িত, যাহাতে দলাদলি —একের সুবিধায় অপরের অসুবিধা—একের অধিকারে অপরের অধিকারের ব্যাঘাত—একের সুখ-শান্তিতে অপরের দুঃখকষ্ট-অনুতাপ, হিংসা উপস্থিত হয়, তাহাই কি সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম? ইহাই কি বিশ্বমানবের বিশ্বপ্রেম-স্থাপনের নিদর্শন? মোহিনীর মোহন-মন্ত্রে এই জগতের লোক আমরা এমনি মুগ্ধ যে, মানুষ হইয়াও—বিচারকের আসনের দাবী করিয়াও কার্য্যকালে আমরা ঠিকে ভুল করি, পুচ্ছ-গ্রাহ্য অঞ্চলে বাঁধিতে যাই। আর তাহা লইয়া পরস্পর কাঁড়া-কাড়ি, মারামারি ও রক্তনদী প্রবাহিত করি।

আজ সমসাময়িক জগদ্‌-বৈচিত্র্যের একটুকু দিগ্‌দর্শন করা হইল মাত্র। জগন্নাথ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার বাহ্য অঙ্গের হেয় বিক্রম-প্রভাব হইতে উদ্ধার করিয়া কবে আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃ-অঙ্গের উপাদেয় বিক্রম-বৈচিত্র্য দর্শনে শক্তি প্রদান করিবেন? কবে আমরা বিকৃত স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতার গোলাম না হইয়া "মন্নাথো জগন্নাথঃ "মদ্‌গুরুঃ জগদ্‌গুরুঃ"র আনুগত্য করিতে শিখিব?—কবে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য, শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ, শ্রীগৌর-নিজ জন, সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবা কার্য্যরত শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মহাদান পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমধন-লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমাদের আন্তরিক অনুরাগ, প্রবল উদ্যম-যত্ন-চেষ্টা প্রদর্শন করিব! "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—ভগবান্ শ্রীগৌর সুন্দরের এই বাণীর সার্থকতা কবে আমরা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব?—সেইদিন আমাদের কবে আসিবে?

আমার দুর্দ্দৈবের কথা

(২)

আমার দোষের কথাগুলি আমাকে কি প্রণালীতে জানান বা বলা দরকার, তাহা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই জানেন—তাঁহারাই আমা অপেক্ষা ভাল বোঝেন, কারণ আমি রোগী, আর তাঁহারা চিকিৎসক। যতক্ষণ আমার দুর্ভাগ্য থাকে, ততক্ষণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ স্নেহবাক্যে, অথবা তীব্রভাবে শাসন-বাক্যদ্বারা আমার দোষের কথাগুলি আমাকে জানাইয়া বা বলিয়া দিলেও আমি তাহা শুনিতে চাই না—বুঝিতে ইচ্ছা করি না কিংবা জানিয়াও জানি না, বুঝিয়াও বুঝি না,—এরূপ ভাব বা অবস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকি। আবার যদি কেহ ভাগ্যক্রমে নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণান্বেষণের জন্য ব্যাকুল হন—'হা কৃষ্ণ', 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করেন, তবে তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শাসনের অধীনে থাকিয়া তাঁহাদের শাসনবাক্য শুনিবার জন্য সব সময়েই উৎসুক থাকেন, কাণ খাড়া করিয়া রাখেন এবং নিজে সর্ব্বতোভাবে শোধিত হইবার জন্য আন্তরিক যত্ন-চেষ্টা প্রদর্শন করেন। তখন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কথাগুলি তিনি ঠারে-ঠুরে বুঝিয়া লইতে পারেন। তখন কটাক্ষকারীর বা দোষ ভুল-প্রদর্শনকারীর প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন না, বরং তাঁহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধারকারী বন্ধু বলিয়া জানেন।

"আমি যখন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেছি না, বরং অপরাধ করিতেছি, এমতাবস্থায় আমার বাড়ী চলিয়া যাওয়া, অন্য কোন মিশনে প্রবেশ করা বা নির্জ্জনে ভজন করা ভাল, সেখানে অসৎসঙ্গে থাকিলেও অপরাধ ত' হইবে না"—এরূপ বিচার আমার পরিণামের পক্ষে ভীষণ অমঙ্গলদায়ক—আমার আত্মবিনাশের হেতু-স্বরূপ। আমার হৃদয় যতই দুর্ব্বল হউক, রোগ যতই প্রবল বা কঠিন হউক না কেন, অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা ছাড়া আমার উদ্ধারের আর অন্য কোন উপায় নাই। "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার," "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥", "সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে"—এই সব শ্রৌতবাণী—মঙ্গলের কথা ভুলিয়া গেলেই ঐ প্রকারের উল্টা বিচার হয়। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।" সুতরাং আমার কপাল মন্দ বলিয়া অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয় দোষকে টানিয়া আনিয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। যখন সদ্গুরুর আশ্রয় পাইয়াছি—শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সঙ্গ পাইয়াছি, তখন আমি ভাগ্যবান্—আমার কপাল ভাল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তৎ-তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্তন, সঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—এই ছয়টী গুণ লাভের জন্য যত্ন করিলে আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রীতি-ভাজন হইতে পারিব।

যে-সকল কপটী, অন্যাভিলাষী, প্রতিষ্ঠা-লোলুপ বৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তি অবান্তর উদ্দেশ্যে দিনকতক বা কিছুকাল গুরুগৃহে বা মঠে বাস বা সাধুসঙ্গের অভিনয় করিয়া নরকের পথে চলিয়া গিয়াছে বা চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের আচরণটী আমার আদর্শ নয়। যে যে দোষ বা অপরাধের জন্য তাহারা হরিভজন হইতে ছুটী লাভ করিয়াছে—শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম হইতে তাহাদের বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সেই সব দোষ বা অপরাধ যাহাতে আমি কখনও না করি—পরিণামে আমারও যাহাতে এরূপ দুর্দ্দৈব উপস্থিত না হয়, সে বিষয় আমাকে বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে। ব্যতিরেক-ভাবে এই শিক্ষাই আমি ইহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি বা হইতেছি,—এরূপ বিচারই আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক, আর যাঁহারা সত্য-সত্য সব সময়েই কায়মনোবাক্যের দ্বারা নিষ্কপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের জলন্ত আদর্শই আমাকে অনুসরণ করিতে হইবে। ইহাই আমার ভজনোন্নতির উপায়।

অহো! হরিভজনের বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অনুকূল সুবুদ্ধির উদয় আমার হয় না, আমার কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত! হায়! হায়! আমি যে ভীষণ পাষণ্ডী—অপরাধী হইয়া পড়িয়াছি! নাস্তিক হইয়া গিয়াছি! শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণকে সর্ব্বক্ষণ মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাদের আত্মমঙ্গলময় উপদেশ-সমূহকে অনাদর-অবজ্ঞা করিতেছি। হে দয়ার সাগর শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ! আপনারা অদোষদর্শী, অধমতারণ, পতিতপাবন, আর আমি সর্ব্ব-দোষে দোষী, কত অপরাধে অপরাধী আমার মত সত্য-সত্যই এমন পতিত, অধম, কপটী, অপরাধী এ জগতে আর কেহ নাই। শুনিয়াছি, যে যত অধিক অধম বা পতিত, তাহার প্রতি আপনাদের কৃপাদৃষ্টি তত অধিকরূপে পতিত হয়। ইহাই আমার একমাত্র ভরসা—আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পতিত বলিয়া আপনাদের কৃপাদৃষ্টিও আমার উপর অধিক-ভাবে পতিত হইবে,—এই আশায় এই পতিতাধম আপনাদের শ্রীচরণে অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছে। আপনারা কৃপাপূর্ব্বক নিজগুণে এ হেন নরাধম দুর্দ্দৈবগ্রস্ত আমার অনন্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে সর্ব্বক্ষণ আপনাদের অশোক-অভয়-অমৃতাধার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্ম-ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করুন—আমার কায়মনোবাক্যকে সর্ব্বক্ষণ আপনাদের সেবায় নিযুক্ত রাখিবার সুবুদ্ধি প্রদান করুন,—ইহাই প্রার্থনা।

প্রশ্নোত্তর

——::•::——

প্রশ্ন—জীব ত' স্বরূপে শুদ্ধ চিৎপদার্থ, তথাপি তাহার এই সংসাররূপ-দুর্গতি কেন দেখা যায়?

উত্তর—স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্ম্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহা-কর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ॥

অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণানুগত দাস। সেই রূপহীন, নিজ-সুখপর, কৃষ্ণবিমুখ দণ্ড্য জীবসকলকে কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্ব-রজস্তমোগুণরূপ নিগড়সমূহদ্বারা কবলিত করেন। তৎপরে স্থূল ও লিঙ্গ-দেহরূপ দুইপ্রকার আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান।

গোলোক-বৃন্দাবনস্থ এবং পরব্যোমস্থ শ্রীবলদেব ও সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত নিত্যপার্ষদ জীবসকল অনন্ত। তাঁহারা উপাস্য-সেবায় রসিক, সর্ব্বদা স্বরূপার্থবিশিষ্ট, উপাস্য-সুখান্বেষী, উপাস্যের প্রতি সর্ব্বদা উন্মুখ, জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বলবান্, মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, মায়াশক্তি বলিয়া কোন শক্তি আছেন, তাহাও তাঁহারা অবগত নন, যেহেতু, তাঁহারা চিন্ময়গুণ-মধ্যবর্ত্তী এবং মায়া তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে, তাঁহারা সর্ব্বদাই উপাস্য সেবা-সুখে মগ্ন, তাঁহারা দুঃখ, জড়সুখ ও নিজসুখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। তাঁহারা নিত্যমুক্ত, প্রেমই তাঁহাদের জীবন, শোক, মরণ ও ভয় যে কি বস্তু, তাহা তাঁহারা জানেন না। কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর মায়ার প্রতি ঈক্ষণরূপ কিরণগত অণুচৈতন্যগণও অনন্ত, তাঁহারা মায়াপার্শ্বস্থিত বলিয়া মায়ার বিচিত্রতা তাঁহাদের দর্শন-পথারূঢ়। তাঁহারা অত্যন্ত অণুস্বভাবপ্রযুক্ত, সর্ব্বদা তটস্থভাবে চিজ্জগতের দিকে ও মায়া জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। এ অবস্থায় জীব অত্যন্ত দুর্ব্বল, কেন না, তাঁহারা সেব্যবস্তুর কৃপা লাভ করত চিদ্বল লাভ করেন নাই। ইহাদের মধ্যে যেসব জীব মায়াভোগ-বাসনা করেন, তাঁহারা মায়িক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া মায়াতে নিত্যবদ্ধ, যাঁহারা সেব্যবস্তুর চিদনুশীলন করেন, তাঁহারা সেব্যতত্ত্বের কৃপার সহিত চিদ্বল লাভ করিয়া চিদ্ধামে নীত হন। আমরা দুর্ভাগা, তাই কৃষ্ণের নিত্যদাস্য ভুলিয়া মায়াভিনিবেশ দ্বারা মায়াবদ্ধ আছি, অতএব স্বরূপার্থহীন হইয়াই আমাদের এই অবস্থা।

প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

ভোগ্য দর্শনে পোষাকে—বাহ্য চেহারাটাকে—প্রকৃতিকে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়াবশেষ বা নির্ব্বিশেষ ভোগ্য-পদার্থ টাকেই যা'রা বিষ্ণু ব'লে ভ্রান্ত হয়, তা'রা কখনও বিষ্ণুকে দেখ্‌তে পাবে না—বিষ্ণুর সেবা ক'র্‌তে পা'র্‌বে না, অধিকন্তু ক্লেশ—ত্রিতাপ ভোগ ক'র্‌তে থা'ক্‌বে। ডাকঘরের চিঠি বিলি ক'র্‌বার পিয়ন যদি বলে,—"আমি যখন চিঠি বিলি ক'র্‌ছি, আমি যখন চিঠির দাতা—চিঠি নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'র্‌ছি, চিঠির ওপরটা দেখেছি, তখন খামের ভেতরকারগুলিও আমার দেখা হ'য়ে গিয়েছে,"—এরূপ পিয়নের কথাগুলি যেরূপ, বিষ্ণুর বাহ্য-অঙ্গ অর্থাৎ জগৎ দর্শন করে—প্রকৃতিকে—পোষাককে—ভোগ্যবস্তুকে যা'রা বিষ্ণু ব'ল্‌তে চায় তা'দের কথাগুলিও সেইরূপ, নির্ভেদ জ্ঞানীর বিচারও সেইরূপ, তা'রা দূর হ'তে দেখেই 'সব দেখে ফেলেছি, সব জা'ন্‌তে পেরেছি, জ্ঞানী হয়েছি, মুক্ত হয়েছি' ইত্যাদি মনে ক'রে থাকে।

জ্ঞানী জীবমুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

যোগী আংশিক দে'খ্‌তে পায় বা না পায়, তা'তেই মনে করে, আমার সবটা দেখা হ'য়েছে। ভক্ত পরম বস্তুর সর্ব্বদেশ দে'খ্‌তে পান সম্মুখে গিয়া কৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করেন।

স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে কর্ম্মের ফল লাভ হয়, আর চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের গণ্ডীর ভিতরে সে ফলটা-মাত্র পর্য্যুক্ত হয়, আত্মায় তাহা লাভ হয় না—নিত্যধামে তাহা পাওয়া যায় না। একমাত্র ভক্তির দ্বারা জ্ঞান কর্ম্ম-যোগ-তপস্যাদির সব ফল না চাইলেও আনুষঙ্গিকভাবে অনায়াসে লাভ হয়।

ভগবদ্-বিমুখ অনুমানবাদি-সম্প্রদায়কে মোহন কর্‌বার জন্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে বেদান্তের ভাষ্য ক'রেছেন, তা' পাঠ ক'রে—আত্মবঞ্চনাকামি-সম্প্রদায়। তা'রা ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব হ'তে বিচ্যুত হয়। সম্বন্ধজ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞান—প্রকৃতজ্ঞান, নির্ভেদজ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞান বা শুদ্ধজ্ঞানের বিকৃত অবস্থা বা সর্ব্বনাশকারী। সাঙ্খ্যায়ন-সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"-সূত্রে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থে 'বিষ্ণু' নির্দ্দিষ্ট ও ব্যক্ত হ'য়েছেন। বিষ্ণুকে সেবা কর্‌তে হ'লে আত্মার দ্বারা—চেতনের দ্বারা সেবা ক'র্‌তে হ'বে। বিষ্ণু প্রাকৃত বস্তু ন'ন। বিষ্ণুকে ইতর দেবতা-সামান্য দেখ্‌তে হ'বে না, বহুস্থানে শ্রীব্যাসদেব এ কথা পুনঃ পুনঃ [illegible] "বেদৈশ্চ সর্বৈ [illegible] নারায়ণঃ।'

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় প্রথম দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲ ষাণ্মাসিক ৩॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ঢঙে সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

ভারতের ভেষজ শিল্প

পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত এমন ৩৫০ প্রকারের ডাক্তারি দ্রব্য বর্ত্তমানে ভারত সরকারের ডাক্তারি দ্রব্য তৈয়ারির কারখানাগুলিতে দেশীয় কাঁচামাল হইতে প্রস্তুত হইতেছে। প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের বড়ি বা ট্যাবলেট এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার দ্রব্যাদিও এই সকল কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত কারখানাগুলিতেও বর্ত্তমানে এমন বহু ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে, যাহা পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত।

ভারতে দূরবীণ নির্ম্মাণ

কলিকাতার গাণিতিক যন্ত্র অফিস দেশ-রক্ষাবাহিনীর জন্য ক্রমেই অধিক পরিমাণ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতেছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দূরবীণ তৈয়ারি হইত না। বর্ত্তমানে কিন্তু গাণিতিক যন্ত্র অফিস বহু পরিমাণ দূরবীণ তৈয়ারি করিতেছে। ইহা ছাড়া সৈন্য-বাহিনীর জন্য প্রিজম্যাটিক কম্পাস ও দূরদর্শন সম্পর্কীয় বিবিধ প্রকার যন্ত্র এবং গাণিতিক ও জরিপের যন্ত্রাদিও এখানে বহুপরিমাণে তৈয়ারি হইতেছে। চশমার কাঁচ এ দেশেই তৈয়ারি করা যায় কিনা সে বিষয়েও এইখানে কিছুকাল ধরিয়া গবেষণা চলিতেছে।

মস্কো রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক

ডেইলী টেলীগ্রাফের ইকনমিস্থিত বিশেষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, মস্কো-রণাঙ্গনে বর্ত্তমানে বহু ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে। এগুলি হাল্কা শ্রেণীর এবং অত্যন্ত শক্ত ও দ্রুতগামী।

মস্কো হইতে একটি বেতার বক্তৃতায় রণাঙ্গনে ইহাদের প্রথম আবির্ভাবের একটি চমকপ্রদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মস্কো রণাঙ্গনের কোনও একটি অঞ্চলে রুশীয় গোলন্দাজেরা জার্ম্মাণদের পাঁচ পাঁচটি ট্যাঙ্ক ঘায়েল করিয়া দিলে অবশিষ্ট ট্যাঙ্কগুলি এক-যোগে একটি রুশীয় কামানের ঘাঁটির উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। ইহাতে একটি ছাড়া সেই ঘাঁটির আর সমস্ত কামানই স্তব্ধ হইয়া যায় এবং অবশিষ্টটিও জখম হয়। অবস্থা যখন এইরূপ তখন রুশীয় সৈন্যেরা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, নূতন ধরণের একটা বাহিনী পশ্চাৎদিকের বন হইতে বাহির হইয়া জার্ম্মাণদের আক্রমণ করিতে চলিয়াছে। এইগুলি সকলই ছিল সদ্য আমদানী করা ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক। সময়মত ইহারা আসিয়া পড়ায় সংকট নিবারিত হয় এবং জার্ম্মাণদের সাঁজোয়া বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়।

সরকার কর্ত্তৃক কয়লার দর নিয়ন্ত্রণ

বাংলা সরকারের প্রধান মূল্য নিয়ন্ত্রক গত ১১ই ডিসেম্বর নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন :—

কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলে—গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহৃত কয়লার সর্ব্বোচ্চ পাইকারী ও খুচরা দর নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই দর অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে :—

পাইকারী—মণপ্রতি ৸৶০ আনা (ডিপোতে)। খুচরা—মণপ্রতি ১৵০ আনা (কুলী খরচ সহ)।

১৯৪২ সালের জানুয়ারীর জন্য অতিরিক্ত পেট্রোল

কলিকাতা অঞ্চলের পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা মিঃ পি ডি এস কেলী জানাইতেছেন :—

"১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে অতিরিক্ত পেট্রোল পাইতে হইলে ১৯৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে হইবে। আবেদনপত্র ডাকে পাঠান হইলে উহা ১৯৪২ সালের ২রা জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার মধ্যে আমার নিকট পৌছান প্রয়োজন। ২রা জানুয়ারীর পরে প্রাপ্ত কোনও আবেদনপত্র সম্পর্কে কোনরূপ বিবেচনা করা হইবে না। আবেদন-পত্রের সাথে ষ্ট্যাম্প ও ঠিকানাযুক্ত খামও দিতে হইবে। কিন্তু এর সাথে রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাঠান প্রয়োজন নাই।"

মধ্য প্রদেশে বন্দিমুক্তি

ভারত গবর্ণমেণ্টের ইস্তাহার অনুযায়ী গত ৪ঠা হইতে ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্ত্তৃক দুইশত ছয়জন সত্যাগ্রহীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ অপরাধের জন্য তিনজন সত্যাগ্রহী নহেন এরূপ বন্দী এখনও কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৬ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ১৪ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ; ২৯শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, সোমবার { ২৩৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ নারায়ণ, শর্ব্ব সর্ব্বণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

"গৌড়ীয়-মিশন জগৎছাড়া"

——::•::——

এই জগতের শতকরা প্রায় শতজন লোকই আমাদিগকে অনেক সময় বলিয়া থাকেন,—"মহাশয়! আপনারা ত' জগৎ-ছাড়া, আপনাদের মিশন জগৎ ছাড়া, আপনাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, কার্য্যকলাপ, চিন্তাধারা—সমস্তই জগৎ-ছাড়া। আপনারা দশের বা দেশের কি কার্য্য করেন?—কি উপকার করিতেছেন? আপনাদিগকে আমরা কিজন্য অর্থাদি ভিক্ষা দিব?" জগতের লোকের এই প্রকারের প্রশ্ন শুনিয়া আমরা যে জগৎ-ছাড়া, গৌড়ীয়-মিশন যে জগৎ-ছাড়া,—এই কথা আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন বা স্বীকার করিয়া থাকি এবং আমাদের উদ্দেশ্য, বিচার-আচার, কার্য্য-কলাপ প্রভৃতির কথা তাঁহাদিগকে জানাইয়া থাকি। কিন্তু এইরূপ প্রশ্নকারিগণ আমাদের কথাগুলি ঠিক ঠিকভাবে ধরিতে বা বুঝিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। তবে যাঁহারা গৌড়ীয়-মিশনের সঙ্গে যথাযথ সংশ্রব রাখিয়া স্থির-ধীরচিত্তে আমাদের কথাগুলি শ্রবণ ও বিচারের সহিত বুঝিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা ন্যূনাধিক গৌড়ীয়-মিশনের কথা ধরিতে বা বুঝিতে সমর্থ হন, দেখা যায়।

গৌড়ীয়-মিশন-সম্বন্ধে এই জগতের উপরি-উক্ত প্রশ্নসমূহের সমাধান বা সুমীমাংসা প্রাপ্ত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গৌড়ীয়-মিশন জিনিষটা কি, আর এই জগৎ জিনিষটা কি, গৌড়ীয়-মিশনের স্বরূপ কি, আর এই জগতের স্বরূপ কি, গৌড়ীয়-মিশনের উদ্দেশ্য কি বা গৌড়ীয়-মিশন কি চান, আর এই জগতের উদ্দেশ্য কি বা এই জগৎ কি চান, গৌড়ীয় মিশন যে কার্য্য করেন, তাহার শেষ ফলটা কি, আর এই জগৎ যে কার্য্য করেন, তাহার শেষ ফলটা কি,—এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কেবল প্রশ্ন করিয়া খালাস হইলেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না বা বুঝা যায় না। প্রশ্নের দায়িত্ব বুঝিয়া সেই প্রশ্নের দায়িত্বপূর্ণ উত্তর জানিবার বা বুঝিবার জন্য তদুপযোগী সময়, মনোযোগ-প্রদান ও যত্ন-চেষ্টা-প্রদর্শনের আবশ্যকতা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গৌড়ীয়-মিশন-সম্বন্ধে যাঁহারা এইপ্রকার প্রশ্ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই এই প্রশ্নগুলির প্রকৃত উত্তর শুনিবার বা বুঝিবার মত উপযুক্ত সময়-প্রদান বা যত্ন-চেষ্টা করিতে বিরত দেখা যায়। তাহাতে মনে হয়, তাহারা কোন-প্রকার কৌতূহলের বা অপস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া, এইপ্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন,—প্রকৃত উত্তর শুনিবার বা বুঝিবার উদ্দেশ্যে নহে। বিশেষতঃ এই প্রশ্নগুলি পরমার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং ইহার প্রকৃত উত্তর জানিতে বা বুঝিতে হইলে গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"— এই উপদেশ শ্রবণ-পূর্ব্বক "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"— অর্জ্জুনের এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

গৌড়ীয়মিশন জিনিষটা কি? তদুত্তর এই যে, গৌড়ীয়মিশন জিনিষটা—চিজ্জগৎ বা সাক্ষাৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠধাম—কৃষ্ণের সংসার—গুরুগৃহ—শুদ্ধভক্তিমঠ— ভবরোগের চিকিৎসা-গার, - শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব—শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম—মহান্ত বা মহাজন। আর এই জগৎ জিনিষটা কি? উত্তর—এই জগৎ চিজ্জগৎ বা গোলোকবৈকুণ্ঠের হেয় প্রতিফলন। জড়জগৎ—মায়িক ব্রহ্মাণ্ড - দেবীধাম—মায়ার সংসার—বা ভবরোগীর বাসস্থান—কয়েদীদের শাস্তি-ভোগের স্থান জেলখানা। সুতরাং গৌড়ীয়মিশন জিনিষটা নির্ম্মল ভাস্কর, পূর্ণিমা বা দিনসদৃশ, আর এই জগৎ জিনিষটা—গাঢ় অন্ধকার, অমাবস্যা বা রাত্রিসদৃশ।

গৌড়ীয়-মিশনের উদ্দেশ্য কি বা গৌড়ীয়-মিশন কি চান? তদুত্তর এই যে,—গৌড়ীয়মিশন আপন পিতা কৃষ্ণের "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপ-শাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥", "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ", "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ", "শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস। সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।—'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥' ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা। যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥ কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ। পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥" —এই আদেশ ও উপদেশ অবনতমস্তকে স্বীকারপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সাদরে উহা পালন ও সর্ব্বতোভাবে পিতার প্রীতিবিধানে যত্ন করিয়া থাকেন। পিতার এই আদেশ পালন করিলেই প্রকৃত মঙ্গল হইবে—জন্ম-জন্মান্তরের বা ইহজন্মের আমাদের যত শোক, মোহ, ভয়, ত্রিতাপ-যাতনা, দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-অসুবিধা, অভাব-অনাটন, অশান্তি, তাহা সমস্তই চিরতরে সমূলে উৎপাটিত হইবে—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণপাদপদ্ম-সঙ্গলাভে আমরা নিত্যকাল পরা শান্তি বা নির্ম্মল আনন্দলাভের অধিকারী হইব,—পিতার এই সমস্ত কথা গৌড়ীয়-মিশন দৃঢ়বিশ্বাস করেন বলিয়াই পিতার এই মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবাকার্য্যই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাই গৌড়ীয়-মিশনের জীবাতু, গৌড়ীয়-মিশন কেবল ইহাই চান। আর এই জগতের উদ্দেশ্য কি?—এই জগৎ কি চান? এই জগৎ আপন পিতা কৃষ্ণকে সত্যসত্যই পিতা বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক পিতা কৃষ্ণের অধীনে থাকিয়া তাঁহার উপরি-উক্ত আদেশ-পালনে বা ইচ্ছা-পরিপূরণে কোনপ্রকার আন্তরিক যত্ন-চেষ্টা প্রদর্শন করেন না। মূল পিতা'কেই যখন এ জগৎ স্বীকার করেন না, তখন পিতার কথায় বা বাণীতে বিশ্বাস-স্থাপন ও পিতার আদেশ পালন করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের যত্ন-চেষ্টা কিরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন? কাজেই জারজ-সন্তানের ন্যায় যাহাকে-তাহাকে পিতা বলিয়া পাপে-পুণ্যে, স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে কেবল নিজের ভোগ সুখ সুবিধা আরাম লইয়াই এই জগৎ ব্যস্ত—নিজের দুষ্ট, শয়তান মনের খেয়াল বা পরামর্শ-অনুসারে কেবল 'ভুঁই' ও 'ভুঁড়ি' বৃদ্ধি করিয়া জড়রস বা জড়ানন্দ লাভ করাই এই জগতের একমাত্র উদ্দেশ্য, এই জগৎ কেবল ইহাই চান।

পাঠক! আপনারা বোধ হয় এখন গৌড়ীয়-মিশন ও এই জগতের স্বরূপ অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

... শ্রীগুরু, শ্রীহরিনাম, শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্ত-ভাগবত, শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব, গৌড়ীয়-মিশন ... গৌড়ীয়মঠ — ইঁহারা প্রত্যেকে ভিন্ন-ভিন্ন বস্তু নহেন,—সকলেই একবস্তু অর্থাৎ অপ্রাকৃত, মায়াতীত, পূর্ণ-চেতন সচ্চিদানন্দময় বস্তু, আর এই জগৎ সেই সচ্চিদানন্দময় বস্তুর ঠিক বিপরীত প্রাকৃত, মায়িক, অচেতন বা জড়বস্তু। এই জগতের মায়াবদ্ধ, মায়ামোহিত জীব এই মায়া বা জড়ের সঙ্গে তাহাদের সত্তা মিশাইয়া ফেলিয়াছে ও সেই পরিণামে আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষ-লতা পাহাড় পর্ব্বত অবস্থা লাভের জন্য সর্ব্বদা উন্মত্ত। কাজেই এই জগৎ বা এই জগতের জীব আর গৌড়ীয় মিশন বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের মধ্যে অচেতন-চেতন ভেদে উভয়ের উদ্দেশ্য, আচার বিচার, কার্য্য কলাপ, বিচারধারা ও চিন্তা-স্রোতে আকাশ পাতাল ভেদ থাকা স্বাভাবিক হইবে না কি?

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ,' 'অভিধেয়,' 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

তাৎপর্য্য এই যে, জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলেন দেখিয়া অপার করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ শাস্ত্র প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই শাস্ত্ররূপে এবং শাস্ত্রার্থ-প্রদর্শক গুরু ও অন্তর্যামী আত্মরূপে জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। সর্ব্ববেদশাস্ত্রে 'সম্বন্ধজ্ঞান', 'অভিধেয়জ্ঞান' ও 'প্রয়োজন-জ্ঞানে'র শিক্ষা আছে। জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণ যেই তত্ত্ব, তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি-সাধনের নাম—ভক্তি, তাহাকে 'অভিধেয়' বলে। আর কৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে 'প্রেম' নামে একটী বিচিত্র-ব্যাপার আছে, তাহার নাম—'প্রয়োজন'।

বেদশাস্ত্র ও ভগবান্ শ্রীগৌরহরির উপরি-উক্ত উপদিষ্ট সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিচারের মধ্য দিয়া মানবজাতিকে দেখিলে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে—ধরা পড়িয়া যায়। জহুরী যেমন কষ্টিপাথর-দ্বারা ঘষিয়া মেকি ও খাঁটী সোনা বাছিয়া বাহির করে, শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণবগণ ও তদর্শিত বেদ-ভাগবত প্রভৃতি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনরূপ কষ্টিপাথরের দ্বারা মায়িক ব্রহ্মাণ্ড বা চতুর্দ্দশ ভুবনে অবস্থিত মায়াবদ্ধ জীবসমূহের কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-অন্যাভিলাষিগণের প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তর-বাহিরের প্রকৃত উদ্দেশ্য, চিন্তাধারা, আচার-বিচার, কার্য্য-কলাপ প্রভৃতি স্পষ্টভাবে প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদের মুখোস্ খুলিয়া দেন।

উপরি-উক্ত সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনরূপ কষ্টিপাথর দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, গৌড়ীয়-মিশন, গৌড়ীয়মঠ বা সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণ জানেন যে, আত্মা বা অণুচেতন বস্তু বিভুচেতন বা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অণু-অংশ বা জীবাত্মা সেই অণুচেতন জীবাত্মা কৃষ্ণের নিত্যদাস বা নিত্যসেবক। কাজেই নিত্যকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার নিত্য-সম্বন্ধ। কৃষ্ণ—নিত্য-পিতা, নিত্য প্রভু, নিত্যারাধ্য-বস্তু, আর 'গৌড়ীয় মিশন' সেই কৃষ্ণের নিত্য পুত্র, নিত্যদাস বা নিত্যসেবক। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যা'রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥" "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস। যে না মানে, সেই পাপে তা'র হয় নাশ॥" "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" "জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥' অর্থাৎ "আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়-সমূহ সকলি মাধব।"—এই সব বিষয়ে গৌড়ীয় মিশন সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ থাকিয়া এইসব উপদেশের মর্ম্ম নিজের জীবনে আচরণ-পূর্ব্বক জগতের সমস্ত জীবকে কৃষ্ণদাস ও জগতের সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণের ভোগ্য বা সেবোপকরণ-বুদ্ধিতে সকল জীব ও সকল বস্তুকে 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।'—গীতায় শ্রীভগবানের এই বাক্যানুসারে একমাত্র পুরুষোত্তম অদ্বিতীয়-ভোক্তা কৃষ্ণের ভোগে বা সেবায় লাগাইবার যত্ন করেন। ইহাই গৌড়ীয়-মিশনের সম্বন্ধজ্ঞান। নিত্যপিতা বা নিত্য-প্রভু কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা বা যাহাতে প্রীতি হয়, পিতা বা প্রভুর একান্ত অনুগত্যে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে সেইরূপ যত্ন করার নামই—গৌড়ীয়মিশনের 'অভিধেয়-জ্ঞান', আর নিত্য-পিতা বা প্রভু কৃষ্ণকে সুখী করিয়া, কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া বা তাঁহার পাদপদ্ম সেবা লাভ করিয়া যে সেবানন্দ বা 'প্রেম'-নামে একটি বিচিত্র ব্যাপারের উদয় হয়, তাহাই গৌড়ীয়-মিশনের 'প্রয়োজন জ্ঞান'।

এখন এই জগতের মনুষ্য জাতির সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন জ্ঞানের কথা একটুকু আলোচনা করা যাউক। এই জগতের মনুষ্য-জাতিকে প্রধানতঃ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণ কৃষ্ণদাস অণুচেতন জীবাত্মাকে 'আত্ম' বা 'আমি'-বুদ্ধি না করিয়া পাঞ্চভৌতিক অনিত্য-স্থূলদেহ বা সূক্ষ্মদেহ মনকে 'আত্ম' বা 'আমি'-বুদ্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ-মনের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া ভোক্তৃ-অভিমানে সেই দেহ মনের সম্পর্কিত ও তৃপ্তিবিধানকারী দৃশ্যাদৃশ্য অন্যান্য বস্তুসমূহ নিজের ভোগের বা ত্যাগের বস্তু—এরূপ বিচার করেন,—ইহাই তাঁহাদের 'সম্বন্ধজ্ঞান'। এই সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ-মনের স্থূল-সূক্ষ্ম বা স্পষ্ট-প্রচ্ছন্ন সুবিধা-আরাম লাভ করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। যে উপায় অবলম্বনের দ্বারা এই ভোগ বা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি তাঁহারা পাইতে চান, তাহাই তাঁহাদের 'অভিধেয়জ্ঞান'। আর ঐ দেহ-মনের সুখভোগ-শান্তিলাভই তাঁহাদের 'প্রয়োজন জ্ঞান'।

উপরি-উক্ত বিচার হইতে আমরা এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম,—গৌড়ীয়-মিশনের সম্বন্ধ বিভুচেতনে আর অণুচেতনে—পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত জীবের, অভিধেয়—শুদ্ধভক্তি বা হরিনাম, আর প্রয়োজন—কৃষ্ণপাদপদ্ম—কৃষ্ণসেবাসুখ—কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমধন। তাঁহাদের সাধন ও সাধ্য—এক। তাঁহাদের সাধ্যবস্তু কৃষ্ণ নিত্য, সাধক অণুচেতন বা জীবাত্মা নিত্য, আর নিত্যসেব্য কৃষ্ণের নিত্য-সেবক জীবাত্মার কৃষ্ণপ্রীতিবিধান বা সেবাকার্য্যটীও নিত্য। আর এই জগতের মানবজাতির যথা—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের সম্বন্ধ—জড়ে জড়ে অর্থাৎ জড় বা অনিত্য স্থূল-সূক্ষ্ম দেহমনের সঙ্গে। তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বস্তু—ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি অর্থাৎ অনিত্য দেহ-মনের সুখ, আর অভিধেয় হইল ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিলাভের উপায়—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ। অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধ-বস্তুও অনিত্য, প্রয়োজনীয় বা প্রাপ্য বস্তুও অনিত্য—নিত্যের ভাণ, আর সেই বস্তুপ্রাপ্তির উপায় বা অভিধেয়ও অনিত্য। এইজন্য গৌড়ীয়-মিশনের শেষফল—পরা শান্তি বা কৃষ্ণ-প্রেমানন্দসাগরে সন্তরণ, আর এই জগতের শেষ ফল—ভীষণ অশান্তি—দুঃখসমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাওয়া, অসহ্য দুঃখ-যাতনা ভোগ করা। ইহা আজগুবি, মিথ্যা বা গল্পের কথা নহে, ত্রিকাল সত্যকথা। চক্ষুষ্মান্ মানবজাতি বর্ত্তমানে অবশ্যই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন করিতেছেন।

হে আমার এই জগতের ভ্রাতৃবৃন্দ! এতক্ষণে আপনারা গৌড়ীয়-মিশনের স্বরূপ ও আপনাদের স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কি? আপনাদের গোড়ায়ই গলদ। আপনারা সর্ব্বপ্রথমে মূল পিতাকেই বাদ দিয়াছেন, আর অণুচেতন জীবাত্মাকে ...ন-বুদ্ধি না করিয়া যাহা আত্মা, অণুচেতন বা 'আমি' নহে, সেই জড় স্থূল-দেহ বা জড় সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে 'আত্ম' বা 'আমি'-বুদ্ধি করিয়া বিবর্ত্ত গ্রস্ত হইয়াছেন—'দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।' এই প্রকারে মূলেই আপনারা ভ্রমে বা ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হওয়ায় আপনাদের অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যই ভ্রমপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। গৌড়ীয়-মিশন আত্ম-মঙ্গলের জন্য মহাজন-পথ, শ্রৌত-পন্থা বা অবরোহ-পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আর এই জগতের লোক আপনারা অনিত্য দেহ-মনের তাৎকালিক আপাত-সুখকর ও পরিণাম-দুঃখকর সুখ-ভোগের জন্য অসৎপথ, তর্কপন্থা বা আরোহ-পথ অবলম্বন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-মিশন বলেন,—'অণুচেতন জীবাত্মা আমি', আর এই জগতের লোক আপনারা বলেন,—'স্থূল-দেহ বা সূক্ষ্ম মনটা 'আমি', গৌড়ীয়-মিশন বলেন,—'সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ কৃষ্ণই আমাদের (জীবাত্মা সকলের) পিতা', আর আপনারা বলেন,—একটা স্থূল-দেহ বা চামড়াটাই আমাদের পিতা। গৌড়ীয়-মিশন বলেন,—কৃষ্ণ-দাস্যই আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু বা পূর্ণস্বাধীনতা, আর আপনারা বলেন,—মায়ার দাস্যই আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু বা স্বাধীনতা, গৌড়ীয়-মিশন বলেন,—'দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানালোকে অজ্ঞানতমোরূপ গাঢ় অন্ধকার দূর হইবে', আর আপনারা বলেন,—অজ্ঞান-অন্ধকারের দ্বারাই অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইবে, গৌড়ীয়-মিশনের গতি গোলোক-বৈকুণ্ঠের দিকে, আর আপনাদের গতি অধোলোক বা নরকের দিকে, গৌড়ীয়-মিশন—জাগ্রত, আর আপনারা নিদ্রিত। গীতার "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।" শ্লোকই ইহার প্রমাণ। কাজেই 'গৌড়ীয়-মিশন' আর এই জগৎ—উভয়ই এক হইবে কি প্রকারে? "গৌড়ীয়-মিশন জগৎ-ছাড়া"—এই কথা সত্যই।

"গৌড়ীয়-মিশন জগৎছাড়া" হইলেও বহির্দৃষ্টিতে সর্ব্বদা এই জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? যেমন অপ্রাকৃত বস্তু ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণ, তাঁহার নাম, তাঁহার ধাম, তাঁহার পার্ষদবৃন্দ, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুসমূহ এই জগতের মঙ্গলের জন্য কৃপাপূর্ব্বক এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াও—এই জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকেন,—নিজের অপ্রাকৃতত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, গৌড়ীয়-মিশনকেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। "আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে। না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে।" (চৈঃ চঃ আদি ৫।৮৯)—এই মহাজন-বাক্যই ইহার প্রমাণ।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীগৌরলীলা-শিক্ষামৃত

[৪]

অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের মূল আশ্রয় আলম্বন শ্রীশচী-পুরন্দর পুত্রমুখ দর্শন করিয়া অনুক্ষণ আনন্দ-পাথারে ভাসিতে লাগিলেন। অগ্রজ বিশ্বরূপ ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক সুখানুভব করিতে লাগিলেন। মায়িক রাজ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি স্নেহাসক্ত হয়, আবার স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে পরমুহূর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে যেরূপ অহি-নকুল-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, বিশ্বরূপ ও শিশুরূপী গৌরসুন্দরের চরিত্রে সেইরূপ কোন ভোগবুদ্ধি-জাত হেয়তা নাই। বিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের বিলাসমূর্ত্তি সঙ্কর্ষণ, তিনি সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন, ছত্র, ভূষণ, বসন, আসন, সিংহাসন, আবাস, যজ্ঞসূত্র প্রভৃতি বহুরূপে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। অতএব ভগবান্ শ্রীবলরামের অবতার চিদানন্দাশ্রয় বিশ্বরূপ স্বয়ংরূপ ভ্রাতা বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে ক্রোড়ে বহনরূপ সেবা করিতেন।

[৫]

পাড়া-প্রতিবেশিগণ দিবারাত্র বালকবরকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। বালক ক্রন্দন করিতে থাকিলে স্ত্রীগণ নানাভাবে বালককে ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোন উপায়েই বালকের রোদন-নিবৃত্তি হইত না। কেবলমাত্র যখন কেহ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন, তখন বালক নীরব হইতেন,—

পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন ॥
(চৈঃ ভাঃ)

বাল্যোচিত ক্রন্দনচ্ছলে বিষয় প্রমত্ত জনগণের মুখে হরিনাম আদায় করিয়া বালক-রূপী প্রভু তাৎকালিক ক্রন্দননিবৃত্তির লীলা দেখাইতেন। 'হরিনাম' না করিলেই তাঁহাদের স্নেহকন্দ পরাণ-পুত্তলীর অসন্তোষের কারণ হয়,—এইরূপ ইঙ্গিত সকলেই বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক হরিনাম করিতেন। ইহার দ্বারা -"যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে হরিনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান।"--এই মহাভাগবত-লক্ষণ, যাহা শ্রীগৌরসুন্দর পরে শ্রীরামানন্দ বসুকে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্টভাবে জগতে জানাইয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার বাল্যলীলায়ই ইঙ্গিতে প্রচার করিলেন। আবার স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও এই অবতারে নিজে আচরণ করিয়া অপরকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে নিজকে মহাভাগবত-লীলাভিনয়কারী জগদ্-গুরুরূপে অবতীর্ণ বলিয়া প্রদর্শন করিলেন,—

সর্ব্ব-লীলা-লাবণ্য বৈদগ্ধী করি' সঙ্গে
কৃষ্ণরূপে বিহর' গোকুলে বহুরঙ্গে ॥
এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি'।
কীর্ত্তন করিবে সর্ব্বশক্তি পরচারি' ॥
সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হৈবে সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈবে প্রেমভক্তি-পরচার ॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ২।১৭৭-১৭৯)

আবার বালকরূপী গৌরহরি সর্ব্বদা বহুলোক-বেষ্টিত হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা দ্বারা বহু লোকের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ শৈশবলীলায়ই প্রবর্ত্তন করেন। দেবতাগণ তাঁহার সহিত কৌতুক করিবার জন্য স্ব-স্ব রসের নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

প্রশ্নোত্তর

——::•::——

প্রশ্ন---তটস্থ-স্বভাবস্থিত সন্ধিস্থান হইতে কতকগুলি জীব কেন মায়াভিনিবিষ্ট হইল, আবার কতকগুলিই বা কেন চিজ্জগতে আরূঢ় হইলেন ?

উত্তর--কৃষ্ণ-স্বরূপের লক্ষণগুলি জীব-স্বরূপে অণুরূপে আছে। কৃষ্ণের স্বেচ্ছাময়তার অণুলক্ষণ যে স্বতন্ত্র-বাসনা, তাহা জীবের স্বতঃসিদ্ধ। সেই স্বতন্ত্রবাসনার সুব্যবহার করিলে কৃষ্ণ সাম্মুখ্য বজায় থাকে। তাহার অপব্যবহার করিলে কৃষ্ণবৈমুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখ্যক্রমে জীব মায়াকে ভোগ করিতে চায়। তখন জীবের "অহং জড়ভোক্তা" এই তুচ্ছ অভিমান আসিয়া উপস্থিত হয়, 'অবিদ্যা', 'অস্মিতা' প্রভৃতি পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার গুণ (তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র - এই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা) আসিয়া জীবের শুদ্ধ চিৎকণস্বরূপকে আবরণ করে। স্বতন্ত্র-বাসনার সুব্যবহার ও অপব্যবহারই আমাদের মুক্ত ও বদ্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু।

প্রঃ- কৃষ্ণ পরমকরুণাময় হইয়াও তিনি জীবকে এরূপ দুর্ব্বল করিয়া কেন স্থাপন করিয়াছেন, যে দুর্ব্বলতা-ক্রমে জীব মায়াভি-নিবেশে পতিত হয় ?

উঃ—কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপে লীলা হইবে এই ইচ্ছায় তিনি জীবকে আদি তটস্থাবস্থা হইতে পরম উচ্চ মহাভাবাদি ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নত পদের উপযোগী করিয়াছেন এবং উপযোগিতার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতি নিম্ন মায়িক জড়ের সহিত অভেদ-'অহঙ্কার' পর্য্যন্ত পরমানন্দ-লাভের অনন্তবাধাস্বরূপ মায়িক অবোমান সৃষ্টি করিয়াছেন। অবোমানগত জীবসকল—স্বরূপার্থহীন, নিজসুখপর ও কৃষ্ণবিমুখ, এই অবস্থায় জীব যত অধোগমন করিতে থাকে, পরম কারুণিক কৃষ্ণ সপার্ষদ স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে তত উচ্চগতির সুবিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই সুবিধা গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চগতি স্বীকার করেন, তাঁহার ক্রমশঃ 'ধাম-পর্য্যন্ত গমন ও নিত্য-পার্ষদদিগের অবস্থা-সাম্য সম্ভব হয়।

প্রঃ—ঈশ্বরের লীলার জন্য জীবসকল কেন কষ্ট পায় ?

উঃ—স্বতন্ত্রবাসনা-লাভ জীবের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ-লাভ বলিতে হইবে, কেন না, স্বতন্ত্র বাসনাহীন জড়বস্তু নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ, জীব সেই স্বতন্ত্র বাসনা লাভ করিয়া জড়জগতের প্রভুতা লাভ করিয়াছে। 'ক্লেশ' ও 'সুখ' মনের গতি। যাহাকে আমরা 'ক্লেশ' বলি, তদাসক্ত ব্যক্তি তাহাকে 'সুখ' বলে। সমস্ত বিষয় সুখের চরমফল দুঃখ বৈ আর কিছুই নয়। সেই দুঃখ কঠিন-তর হইলে অমিশ্র সুখের বাসনা জন্মায়, সেই বাসনা হইতে বিবেক, বিবেক হইতে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসার সময় সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধার উদয়, শ্রদ্ধার উদয় হইলে জীব ক্রমশঃ উর্দ্ধস্থানে আরূঢ় হয়, অতএব ক্লেশটী চরমে শুভপ্রদ। মলযুক্ত কাঞ্চনকে দগ্ধ ও পেষণ করিলে তাহা নির্ম্মল হয়, জীবও সেইরূপ মায়া-ভোগ ও কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ মলযুক্ত হইলে মায়িক জগৎরূপ পীঠের উপর তাহাকে নিপীড়িত করিয়া সংস্কৃত করা হয়। অতএব বহির্ম্মুখ জীবের যে ক্লেশ, তাহা সুখদ এবং করুণার ব্যবহার, এই-হেতু কৃষ্ণলীলায় জীবের যে ক্লেশ, তাহা দূরদর্শীর নিকট মঙ্গলপ্রদ, আর অদূরদর্শীর নিকট ক্লেশমাত্র।

প্রশ্ন—জীবের বদ্ধাবস্থায় ক্লেশ যদিও চরমে শুভদ, তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ কষ্টদ, এই কষ্টপ্রদ পথ না করিয়া সর্ব্ব-শক্তিমান্ কৃষ্ণ কি অন্য কোন পথ করিতে পারিতেন না ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণলীলা বহুবিধ ও বিচিত্র, ইহাও একপ্রকার বিচিত্রলীলা। স্বেচ্ছাময় পুরুষ যখন সর্ব্বপ্রকার লীলা করিতেছেন, তখন এইপ্রকার লীলাই বা কেন না হইবে ? সর্ব্বপ্রকার বিচিত্রতা বজায় রাখিতে হইলে কোনপ্রকার লীলা পরিত্যক্ত হইতে পারে না, আবার অন্যপ্রকার লীলা করিলেও লীলার উপকরণদিগের কোন-না কোনপ্রকার কষ্ট স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্ত্তা, আর উপকরণসকল পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্ত্তৃরূপ পুরুষের কর্ম্মরূপ বিষয়। কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু না কিছু কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক, সেই কষ্ট যদি চরমে সুখ দেয়, তবে সে কষ্ট কষ্টই নয়, তাহাকে তুমি কষ্ট কেন বল ? কৃষ্ণলীলা-পোষণের জন্য জীবের ক্লেশই সুখময়। কৃষ্ণ লীলার যে সৌভাগ্য, তাহা পরিহার করিয়া স্বতন্ত্র-বাসনাময় জীব মায়াভিনিবেশ-জনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে,— ইহাতে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা জীবেরই দোষ, কৃষ্ণের কিছু দোষ নাই।

প্রশ্ন—জীবকে স্বতন্ত্র বাসনা না দিলে কি ক্ষতি হইত ? কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তিনি জানিতেন যে, জীবকে স্বতন্ত্রতা দিলেই সে কষ্ট পাইবে; এ স্থলে জীবের কষ্টের দরুণ কি কৃষ্ণের কিছু দোষ নাই ?

উত্তর—স্বতন্ত্রতা একটী রত্ন-বিশেষ, জড়জগতে অনেক বস্তু আছে, সে-সকল বস্তুকে ভগবান্ এ রত্ন দেন নাই, এই হেতু তাহারা তুচ্ছ ও হেয়। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড়বস্তুর ন্যায় তুচ্ছ ও হেয় হইত। বিশেষতঃ জীব চিৎকণ, সুতরাং চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে, তাহা জীব অবশ্যই লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতারূপ একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না, অতএব জীব যে পরিমাণ অণু, তাহার স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম সেই পরিমাণ অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম-প্রযুক্ত জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়জগতের প্রভু হইয়াছেন। এরূপ স্বতন্ত্রতা ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব কৃষ্ণের প্রিয় সেবক। সেই জীব যখন তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়াতে অভিনিবেশ করে, তখন করুণাময় কৃষ্ণ জীবের অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান। জীব কৃষ্ণের অমৃতময় লীলা জড়জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য লীলা প্রপঞ্চে উদয় করেন, আবার জীব সেই লীলাতত্ত্ব তদ-বস্থায় বুঝিতে পারে না দেখিয়া কৃষ্ণ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া পরম উপাস্যস্বরূপ তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজভক্ত-চরিত্র-দ্বারা শিক্ষা দেন। এমন দয়াময় কৃষ্ণে কি কোনপ্রকার দোষারোপ করা যাইতে পারে ? তাঁহার করুণা অগাধ কিন্তু আমরা অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত বা অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় পতিত।

প্রশ্ন—তবে কি মায়াশক্তিই আমাদের উদ্বেগের কারণ ও শত্রু ? সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ মায়াকে দূর করিলে ত' জীবের কষ্ট হয় না ?

উঃ—মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া, অতএব শুদ্ধ শক্তির বিকার তাহা অপব্যবহারযুক্ত জীবকে সংশোধন করিবার উপায় অর্থাৎ উপযুক্ত করিবার উপায়। মায়া কৃষ্ণদাসী, কৃষ্ণবিমুখ জীবকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। 'কৃষ্ণের নিত্যদাস আমি'—এই কথাটী ভুলিয়া যাওয়া চিৎকণস্বরূপ জীবের পক্ষে অত্যন্ত দোষ, সেই দোষে দুষ্ট হইলে জীব মায়াপিশাচীর দণ্ড্য হইয়া পড়ে। মায়িক জগৎটী দণ্ড্য জীবের কারাগার। রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কারাগারের স্থাপন করা হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপত্তনের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

সমগ্র বাঙ্গলার জরুরী অবস্থা

কলিকাতা গেজেটে এক আদেশ প্রচার দ্বারা বাঙ্গলার গভর্ণর সমগ্র বাঙ্গলা প্রদেশকে জরুরী অবস্থাধীন এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, গত কয়েক মাস হইতে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি আদেশ ও নির্দ্দেশ দিয়াছেন—ঐগুলি প্রদেশে "জরুরী অবস্থা" ঘোষিত হইলে কার্য্যকরী হইবার কথা ছিল। বর্ত্তমানে ঐ সকল আদেশ নির্দ্দেশ কার্য্যকরী হওয়া বাঞ্ছনীয় বিধায় এতদ্বারা সমগ্র বাঙ্গলা প্রদেশ জরুরী অবস্থাধীন এলাকা বলিয়া ঘোষিত হইল।

জরুরী অবস্থায় সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ

গত ২৪শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে ভারত-রক্ষা-বিধান অনুযায়ী দুইটি নূতন নির্দ্দেশ জারী হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা বিশিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বিভিন্ন পদে একের অবর্ত্তমানে অপর কোন ব্যক্তি উৎস্থলাভিষিক্ত হইবেন। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার তালিকা স্থির করিয়া এক বা একাধিক কেন্দ্রে রাখিয়া দিবেন। কোনও কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে বা অন্য কোন কারণে তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে ঐ তালিকা অনুযায়ী পর্য্যায়ক্রমে শূন্য পদ পূরণ হইবে এবং ঐ নিয়োগ আইন-সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবে।

বিভিন্ন প্রদেশের কোনও জিলায় কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে বা অন্য কোনও কারণে কর্ত্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট যদি মনে করেন, ঐ পদে কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা বিশিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সাময়িক বা কোন বিশিষ্ট কারণে নির্দ্দেশ প্রার্থনা করা সময়সাপেক্ষ, তাহা হইলে তিনি যে কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে নিজ বিবেচনা মত ঐ পদে নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং এই নিয়োগ আইন-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কিন্তু উপরোক্ত জরুরী ব্যবস্থায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে সকল পদে কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রযোজ্য নহে।

রাজপথে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ

গত ২৪শে ডিসেম্বর ভারতরক্ষা বিধানাবলীর আর এক দফা সংশোধন করিয়া এক আইন জারী করা হইয়াছে। উহার দ্বারা যে কোন রাজপথে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে।

বৃটেনে ভারত সরকারের ঋণ

বৃটেন হইতে সংগৃহীত ভারতীয় ঋণ (রেলপথ দায়াবদ্ধ রাখিয়া সংগৃহীত ঋণ ও বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ্য ঋণ বাদে) পরিশোধের জন্য ভারত সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণপত্র গ্রহীতাদিগকে ভারত-সচিব এক বৎসরের নোটীশ দিতেছেন। শতকরা ৩ ও ২৸০ হারে সুদের পাউণ্ড মুদ্রায় পরিশোধ্য। ভারতীয় কোম্পানীর কাগজের মালিকদিগকে ৯ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ঐ সকল কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভারতে ঐ সকল কোম্পানীর কাগজের ক্রেতাদিগকেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট উহা প্রেরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্য লইতে বলা হইয়াছে।

চীনা মন্ত্রীসভায় অদল-বদল

চীনা পররাষ্ট্রসচিবের পদে মিঃ কুয়ো তাইচির স্থলে মিঃ টি সুংয়ের নিয়োগের এখানে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। মিঃ কুয়ো তাইচি জাতীয় উর্দ্ধতন দেশরক্ষা পরিষদের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। চীনা মন্ত্রিসভায় আরও কয়েকটি পরিবর্ত্তনের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। গত (বুধবার) অপরাহ্নে সাংবাদিকদের বৈঠকে গভর্ণমেণ্টের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ-দ্বারা গভর্ণমেণ্টের শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত অদল-বদল করা হইয়াছে"। আরও প্রকাশ, মিঃ সুং আরও কিছুকাল ওয়াশিংটনে অবস্থান করিবেন এবং মিত্র শক্তির আলাপ আলোচনায় আরও কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করিবেন।

বৃটেনে নাগরিকদের উপর পুস্তিকা বর্ষণ

বৃটিশ বিমানবহর গত ২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে মার্কেটারে অতর্কিতে হানা দিয়াছিল। বড়দিন উপলক্ষে বহু নর-নারী ঐ সময় রাস্তায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাস্তায় দাঁড়াইবার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক বাণী জ্ঞাপক পুস্তিকা বিমান হইতে জনতার উপর নিক্ষেপ করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৬শ বর্ষ | ২৭ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৫ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩০শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার | ২৩৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ নারায়ণ, শিব প্রহ্লাদ, গৌরাব্দ ৪৫৫

"কল টিপেন—কৃষ্ণ"

——::(•)::——

জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজকে আমরা অনেক সময়ই শ্রীমুখে এই কথাটী উচ্চারণ করিতে শুনি,—"কল টিপেন কৃষ্ণ।" কোন দৈব-দুর্ব্বিপাক বা বিপদ্-আপদ্ উপস্থিত হইলে যখন আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত বা ব্যাকুল হইয়া পড়ি, তখনই শ্রীল আচার্য্যদেব এই কথাটী আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন; ভীষণ কোন বিপদ্-আপদ, এমন কি, প্রাণ-সঙ্কটকালেও শ্রীল আচার্য্যদেবকে স্থির-ধীর-অচল-অটলভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তা ও শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে তন্ময়চিত্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর যখন গুরু-ভোগী, গুরুদ্রোহী ব্যক্তিগণ দলবদ্ধ হইয়া গৌড়ীয়মিশন বা মিশনরূপী শ্রীল আচার্য্যদেবের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল—যখন শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ জনগণকে নিষ্পেষিত করিয়া অস্তিত্ব লোপ করার জন্য অসংখ্যপ্রকারের ষড়যন্ত্র, উদ্যম, কল-কৌশল, যত্ন-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিল, তখন মিশনের সকলেই শ্রীল আচার্য্যদেবকে কিরূপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন? আমরা সকলেই তখন ন্যূনাধিক ভীত, সন্ত্রস্ত বা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেও শ্রীল আচার্য্যদেবকে তখন সকলেই স্থির-ধীর, অচল-অটল দেখিতে পাইয়াছি এবং তখনও শ্রীমুখে "কল টিপেন কৃষ্ণ", "কল টিপেন—একজন' —এই কথাটী সর্ব্বদা উচ্চারণপূর্ব্বক আমাদিগকে "কৃষ্ণ একজন আছেন, তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার ইচ্ছায়ই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়, তিনিই সমস্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে, কৃষ্ণের ইচ্ছায় যাহা সংঘটিত হয়, তাহাই আমাদের মঙ্গলদায়ক, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছাক্রমে যাহা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাই আমাদের মঙ্গলদায়ক-বিচারে অম্লান বদনে অবনতমস্তকে ভীত, অস্থির বা উদ্বিগ্ন না হইয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য" —এই সব আত্মমঙ্গলময়ী শিক্ষা প্রদান করিতেন।

সর্ব্বজনমান্য গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন
তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি
মায়য়া॥
(গীতা ১৮।৬১)

তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে কৃষ্ণই অবস্থিত। পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে-যে কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ, ফল দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীব-সকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বর-প্রেরণার দ্বারা সহজে কার্য্য করিতে থাকে।

বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল-পুরুষ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

তোমার ইচ্ছায় প্রভু, সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি', সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে।
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে॥

• • •

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন-সংহার॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন॥
তব ইচ্ছামত শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত, দুঃখ-সুখ-সংঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশা-পাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজবল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥
ভকতি-বিনোদ অতি দীন-অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন-মরণ॥

তুমি ত' মারিবে যা'রে,
কে তা'রে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছাবশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ
তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন॥
তব ইচ্ছামতে যত
গ্রহগণ অবিরত
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ-শোক-মৃতি-ভয়
তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান॥
তব ভয়ে বায়ু বয়,
চন্দ্র-সূর্য্য সমুদয়
স্ব-স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত' পরমেশ্বর,
পরব্রহ্ম, পরাৎপর,
তব বাস ভকত-অন্তরে॥
সদা শুদ্ধ, সিদ্ধকাম,
ভকত-বৎসল-নাম,
ভকত-জনের নিত্য-স্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যা'রে,
কে তা'রে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি॥
তোমার চরণে নাথ, করিয়াছি প্রণিপাত,
ভক্তিবিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামি, অবশ্য তাহারে তুমি
রক্ষিবে, তাহার এ বিশ্বাস॥
(শরণাগতি)

• • • •

দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করি যবে॥
(গীতমালা)

অনাদি-বহির্ম্মুখ, মায়ামোহিত, অনর্থযুক্ত, সেবা-বিমুখ জীব আমরা শ্রীভগবানের—তদীয় নিজ জন সাধু গুরু বৈষ্ণবগণের উপরি-উক্ত বাণী বা উপদেশ-সমূহের মর্ম্ম উপলব্ধি ও তদনুসারে আদর্শ জীবন প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (গীতা ৩।২৭)—এই বাণীর সার্থকতা প্রদর্শন করি[illegible] থাকি এই শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন,—অবিদ্যা-দ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া 'আমি কর্ত্তা'—এইরূপ অভিমান

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ১ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ১ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে		।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রী১ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহ এর একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

দামোদরের বন্যায় বাঁকুড়ায় ক্ষতির পরিমাণ

নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে :—

গত অক্টোবর মাসের দামোদরের বন্যায় বাঁকুড়া জেলার ক্ষতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সংবাদ-পত্রাদিতে অনেক ভ্রান্তিকর খবর বাহির হইয়াছে।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, গত ৯ই অক্টোবর রাত্রিতে দামোদরে বান ডাকে এবং ফলে পরিমিত কতকগুলি অঞ্চল প্লাবিত হয়। ইহার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই প্রবল বারিপাত হইতেছিল। সুতরাং এই ব্যাপারটা আকস্মিক নয়। জনসাধারণ তাহাদের ধন-সম্পত্তি পূর্ব্বেই নিরাপদ স্থানে সরাইয়া লইয়া গিয়াছিল এবং বন্যার জন্য একরূপ প্রস্তুতই ছিল। তিন চারিশত গবাদি পশু অবশ্য জলমগ্ন হয়, কিন্তু কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। নদীতে নয়টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু অনুমান হয়, আসান-সোলের ভাঁটিতে নৌকায় নদী পার হওয়ার সময় নৌকাডুবির ফলেই ইহারা জলমগ্ন হয়। তাহা ছাড়া সমগ্র জেলায় কাহারও প্রাণহানি ঘটে নাই। বন্যার ফলে প্রধানতঃ চাষীদের কাঁচা বাড়ীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাদের অধিকাংশের ঘর পড়িয়া গেলেও জিনিষপত্র কিছু নষ্ট হয় নাই। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার আয়তন প্রস্থে এক মাইল ও দৈর্ঘ্যে ত্রিশ মাইলের মত। জেলার অবশিষ্ট অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতি হওয়া দূরের কথা অতিবৃষ্টি পাতে আমন ধানের প্রভূত উপকারই হইয়াছে। বন্যা-ক্লিষ্টদের জন্য অবিলম্বে সরকারী সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল। তিন দিনের মধ্যে খয়রাতী দান হিসাবে ২৭৫৲ টাকা বিতরিত হয়। এবং দশ দিনের মধ্যে আরও ৯২৫৲ টাকা সাহায্য দান করা হয়। ইহা ছাড়া বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অনেককে ঋণও দেওয়া হয়। প্রায় কুড়ি মণ রবি-শস্যের বীজ বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরিত হয়।

টেলিগ্রাফ লাইনে অত্যন্ত চাপ

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পর উত্তর ভারতাভিমুখী টেলিগ্রাফ লাইনে কিরূপ চাপ পড়িয়াছে তাহার একটি উদাহরণ এখানে পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে নয়াদিল্লী ইউনাইটেড প্রেসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পি ডি শর্মাকে একটি তার করা হয়। তারটি পঁয়ষট্টি ঘণ্টা (সাধারণ ডাকে চিঠি অপেক্ষাও অধিক সময়) পরে গত ২২শে তারিখে তাহাকে ডেলিভারী দেওয়া হইয়াছে।

নবদ্বীপে লোকের ভিড়

গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য আতঙ্কগ্রস্ত বহু ব্যক্তি স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে লইয়া নবদ্বীপে আসিতেছেন। প্রতিদিন অসংখ্য লোকসমাগম হইতেছে। কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত হরিচরণ প্রামাণিক ও শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, কংগ্রেস ও সারস্বত মন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকগণ সহ ষ্টেশনে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত মঙ্গলবার একটি স্ত্রীলোক প্ল্যাটফরমের উপর একটি সন্তান প্রসব করেন। তাঁহাকে প্রাথমিক সাহায্য দানের পর গন্তব্যস্থানে পাঠান হয়।

রাজসাহী জেলায় হাটলুট

গত ২৩শে ডিসেম্বর রাজসাহী জেলার আত্রাই থানার অধীন ভাগ্য-আদাপ হাটে ঐ দিবস লুঠতরাজ হইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ মফঃস্বলে মহাজন ও দোকানদারগণ জিনিষের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধ দরে বিক্রয় করা এই লুঠের কারণ। এই লুঠের দরুণ জনসাধারণের মধ্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে

জাপানী বিমানের চিহ্ন

জাপানী বিমানপোতগুলি কিরূপ ধরণের এবং এগুলিতে কোন্ চিহ্ন আঁকা থাকে তাহা জানিতে বর্ত্তমানে ভারতবাসী মাত্রেই কৌতূহল বোধ করিবেন। এ বিষয়ে বাংলা দেশের জনসাধারণের আগ্রহ আরও বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।"

জাপানী নৌবাহিনী সাধারণতঃ মিৎসুবিশি ৯৬ নং বোমারু বিমান এবং সৈন্য-বাহিনী মিৎসুবিশি ৯৭ নং বোমারু ব্যবহার করিয়া থাকে

৯৬ নং মিৎসুবিশিগুলি ১০ হাজার ফুট উঁচুতে ঘণ্টায় ২৩০ মাইল বেগে যাইতে পারে। ৯৭ নং মিৎসুবিশিগুলি ১,৫০০ ফুট উঁচুতে ঘণ্টায় ২৪৫ মাইল যাইতে পারে। এগুলিতে কি পরিমাণ বোমা বহন করা চলে তাহা স্বভাবতই পোতগুলির পেট্রোলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, তবে এগুলি না থামিয়া মোট ১,৫০০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িতে পারে।

জাপানী বিমানপোতগুলির পাখায় এবং গায়ের পাশে লাল রঙের বৃত্তাকার রেখা আঁকা থাকে। ব্রিটিশ বিমানপোতগুলিতে লাল রঙের বর্ত্তুলের ভিতর সাদা এবং সাদার ভিতর নীল বর্ত্তুল আঁকা থাকে। সুতরাং এই দুই প্রকার বিমানের মধ্যে তফাৎ সহজেই ধরিতে পারা যায়।

শ্রীধাম- মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ২৮ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৬ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৩১শে ডিসেম্বর, ইঃ ১৯৪১, বুধবার { ২৪০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ নারায়ণ, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

দুর্দ্দৈব যায় না কেন?

——::•::——

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রীগুরুগৃহে বা শুদ্ধভক্তিমঠে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীর বেশে বাস করিয়া, আবার কেহ বা গৃহস্থের বেশে গৃহে বা সংসারে থাকিয়া বহুকাল যাবৎ হরিভজন করিতেছি, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের উপদেশ ও শাস্ত্রাদেশ-মত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা, তাঁহাদিগকে প্রণতি, তাঁহাদের চরণামৃত সেবন, তাঁহাদের প্রসাদ-সেবা, তাঁহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ ও দ্রব্যাদি প্রদান, তাঁহাদের আনুগত্য, তাঁহাদের সঙ্গ, তাঁহাদের মুখে হরিকথা-শ্রবণ ও পুনরায় তাহা আলোচনা, কীর্ত্তন ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ সর্ব্বক্ষণ যাজন করিতেছি, এমন কি, বৈষ্ণব-প্রধান, মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ, মহাভাগবতবর, পরমহংস শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম—শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের দর্শন, নিকটে বাস, সঙ্গ, সেবা, তাঁহার শ্রীমুখে আত্মমঙ্গলের কথা শ্রবণ ও সেই শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন প্রভৃতি আত্মোন্নতি বা ভজনোন্নতির ও প্রচুর সুযোগ বা সুবিধা প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু নিজেদের আচার-ব্যবহার-চিন্তাধারার দিকে তাকাইলে দেখি যে, স্বরূপ-বিস্মৃতি, অসত্তৃষ্ণা, হৃদৌর্ব্বল্য ও অপরাধ,—এই চারিটী অনর্থ, যাহা আমাদের আত্মোন্নতি বা ভজনোন্নতির পথে প্রবল বাধক বা কণ্টক-স্বরূপ এবং যাহা একমাত্র উপরি-উক্ত ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনেই সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, সেই অনর্থগুলি এখনও দূরীভূত হয় নাই। কেন আমাদের এই অনর্থ বা দুর্দ্দৈব দূর হইতেছে না?—ইহার কারণ কি? এই প্রকার প্রশ্ন বা চিন্তা সময় সময় আমাদের মনে উদিত হয়।

যখন আমরা এইপ্রকার একটা অবস্থায় উপনীত হই—এইরূপ প্রশ্ন, চিন্তা বা আলোচনা যখন আমাদের মনের মধ্যে চলিতে থাকে, তখন, আমরা কেহ কেহ মনে মনে বিচার করিয়া ইহার কারণ নির্দ্দেশ করি—"আমি যখন এত বৎসর যাবৎ শ্রীগুরুদেবের, শ্রীআচার্য্যদেবের নিকট হইতে হরিনাম ও দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি—এতকাল যাবৎ তাঁহার ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ, তাঁহাদের কত আদেশ পালন, তাঁহাদের কত সেবা, কত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতেছি, ভক্তির সকল অঙ্গই যাজন করিতেছি, তখন আমার দিক্ দিয়া ত' কোন বিষয়ে বিশেষ কোন দোষ-ভুল ত্রুটী দেখিতেছি না—আমি ঠিকই আছি, তাহা হইলে শ্রীগুরুদেবের, শ্রীআচার্য্য-দেবের বা তদনুগ বৈষ্ণবগণের দিক্ দিয়া নিশ্চয়ই কোন ত্রুটী-দোষ-ভুল-গলদ ইত্যাদি আছে, নতুবা তাঁহাদের এত সঙ্গ, এত সেবা, তাঁহাদের নিকট এত হরিকথা-শ্রবণ করিয়াও আমার এই সব অনর্থ বা সংসারাসক্তি দূরীভূত হইতেছে না কেন? অতএব ইহাই একমাত্র কারণ।" আমাদের এইপ্রকার বিচার বা ধারণার অনুকূলে আরও অনেক দৃষ্টান্ত তখন আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। মনে করি, —"মিশনের বা মঠের এত বড় বড় হোমড়া চোমড়া, এত খ্যাতনামা, এত সাধু-বৈষ্ণব-নামধারী, এমন কি, শ্রীল প্রভুপাদের এত প্রিয়, প্রেষ্ঠ, অনুগত বা অন্তরঙ্গ পার্ষদ-নামধারী বৈষ্ণবগণ (?) পর্য্যন্ত যখন 'মিশন' বা 'মঠ' পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন, আরও কত বৈষ্ণব বা সেবক-নামধারী ব্যক্তি এইভাবে প্রায়ই মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, মঠে থাকিতে পারিতেছেন না, দেখিতেছি, তখন আমি যাহা মনে করিয়াছি, বুঝিয়াছি বা চিন্তা-দ্বারা ঠিক করিয়াছি, তাহাই ঠিক। আমার এই বিচার বা ধারণার বিরুদ্ধে যে যাহাই বলুন না কেন বা আমাকে বুঝাইতে চান না কেন, আমাকে কেহ টলাইতে বা নড়াইতে পারিবেন না। এইপ্রকার 'মিশনে' বা 'মঠে' থাকিলে আমার কোন মঙ্গল লাভ হইবে না, বুঝিতে পরিতেছি। সুতরাং শীঘ্রই এখান হইতে সরিয়া পড়া ভাল। তবে যে কয়দিন এখানে থাকিতে হয়, কৌশলে বাহিরের দিকে গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ যতদূর সম্ভব পালন করিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তাঁহারা আমাকে এখানে থাকিতে দিবেন না।"

পক্ষান্তরে এইপ্রকার চিত্তবৃত্তি বা বিচার-সম্পন্ন মঠাশ্রিত গৃহস্থগণ মনে করেন—"সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক একেবারে মঠে চলিয়া না যাওয়াটাই আমাদের পক্ষে খুব ভাল হইয়াছে, দেখিতেছি। গৃহে থাকিয়া যেরূপ হরিভজন ও গৃহস্থালী—দুই-ই করিতেছি, তাহাই আমাদের পক্ষে পরম মঙ্গলজনক। বিশেষতঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয়, তখনই গৃহ-ত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। গৃহস্থ-অবস্থাটী জীবের আত্মতত্ত্ব উদিত ও শিক্ষা করিবার পক্ষে চতুষ্পাঠী-বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পাব (শ্রীজৈবধর্ম্ম)। অতএব আমাদের প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয় নাই এবং আত্মতত্ত্ব উদিত ও শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই, তখন গৃহত্যাগ করিয়া একান্তভাবে মঠে বাস আমাদের পক্ষে মঙ্গল-কর নহে।"

হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ! আমাদিগকে এইপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট, অনর্থগ্রস্ত বা দুর্দ্দৈবগ্রস্ত দেখিয়া শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে কি জানাইতেছেন, তাহা কৃপা-পূর্ব্বক একটুকু মনোযোগ দিয়া শুনুন,—

"অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া স্থির করা যায়, তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থদান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যদ্বারা সাধুর সম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না-কোনপ্রকার লাভও আছে। কিন্তু তাহাই যে, সাধুসঙ্গ, তাহা নয়। • • • কেবল ভক্ত সাধুগণের স্বভাব ও চরিত্র বহুযত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—'হে দয়াময়! আমাকে কৃপা করুন, আমি অতিশয় দীনহীন, আমার সংসার বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে? বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপটবাক্যমাত্র, তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থ-লাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রী মদ অহরহঃ জাগ্রত আছে। কেবল প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনা ও 'সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়',—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট-দৈন্য ও কপট ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন— 'ওহে, তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক', তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন,—'হে সাধু মহারাজ'! আপনি আমাকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপ-মাত্র, সর্ব্বদা অহিত-জনক বাক্য।'

এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি বিষয়িগণের রূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা-মাত্র। জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফললাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি, এই কথাটী সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহাই শ্রীমদ্‌-ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।"—('সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার',—সসজ্জনী সজ্জনতোষণী, ১২।২)।

বন্ধুগণ! আমাদের যতপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি, যতপ্রকার অনর্থ, যতপ্রকার অপরাধ, যতপ্রকার দুর্দ্দৈবরূপ রোগ আছে, তাহার মূলে কোন্ ব্যাধি, তাহা এখন কিছু কিছু বুঝিতে বা ধরিতে পারিতেছেন কি? ভবরোগের চিকিৎসক, আমাদের প্রতি অযাচক কৃপালু, অত্যন্ত শুভদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধু-বৈষ্ণবরাজ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপরি-উক্ত সারগর্ভ বাণীতে আমাদিগকে কি জানাইলেন বা কি শিক্ষা দিলেন, তাহা একমাত্র আত্মমঙ্গল-কামী হইয়া স্থিরধীরচিত্তে সহিষ্ণুতার সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিবার ও তদনুযায়ী জীবন গঠন করিবার জন্য যত্নবান্ হওয়া আমাদের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ বা ভজনোন্নতি-লাভের একমাত্র উপায় নয় কি?

বর্ত্তমান জগতের শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল-পুরুষ শ্রীগৌরনিজ-জন, মহাভাগবতবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও দীক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া এবং ঠাকুরের একান্ত অনুগত ও শিষ্যাভিমান করিয়া—তদভিন্ন-বিগ্রহ মহাভাগবতবর পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের নিকট বাস, তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিয়া—তদভিন্নবিগ্রহ মহাভাগবতবর জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একান্ত অনুগত বা শিষ্য-নাম ধারণ করিয়া—তদভিন্ন বিগ্রহ বর্ত্তমান যুগাচার্য্য, বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ, মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ বা সঙ্গ করিয়াও বহু ব্যক্তি ইঁহাদের প্রকৃত শিষ্য, অনুগত বা আশ্রিত জনগণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন নাই বা পারিতেছেন না, ইহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। এইপ্রকার পরমহংসকুল চূড়ামণি মহাভাগবতবরগণের সঙ্গ পাইয়াও আমাদের পতন হয় কেন?—আমরা ভজনোন্নতি লাভ করিতে পারি নাই বা পারিতেছি না কেন?—আমাদের অনর্থ বা দুর্দ্দৈব দূর হয় নাই বা হইতেছে না কেন? এমন কি, স্বয়ং ভগবান্ সপার্ষদ শ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রকটকালে তাঁহাদের সাক্ষাৎ দর্শন, সঙ্গ, তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াও অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহাদের প্রকৃত অনুগত বা শিষ্য-সেবক-নামের যোগ্য হইতে পারেন নাই কেন? ইহার মূল কারণ কি আমরা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত উপদেশ-বাণীর মধ্যে প্রাপ্ত হইতেছি না?

"বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—'হে দয়াময়, আমাকে কৃপা করুন, আমি অতিশয় দীনহীন, আমার সংসার-বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?' বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপটবাক্যমাত্র। তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থ-লাভই ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। * * কেবল প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনা ও 'সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়'—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্য ও কপটভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন,—'ওহে! তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধনজন তোমার ক্ষয় হউক', তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন—'হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এইরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপ-মাত্র, সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য'।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই বাক্যগুলি আমাদের বিশেষ মনোযোগ ও বিচারের সহিত আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এই স্থানে "কেবল অর্থ-লাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য", "সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয়ের ক্ষয় না হয়", "কপট-দৈন্য ও কপট-ভক্তি", "আশীর্ব্বাদ কেবল শাপ-মাত্র"—ঠাকুরের এই উক্তিরূপ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র-প্রয়োগ আমাদের নিকট ফোঁড়ায় সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র উপচারের ন্যায় অত্যন্ত অপ্রীতিকর বা মর্ম্মান্তিক ব্যথা-দায়ক বলিয়া মনে হইলেও ইহাই আমাদের দূষিত রক্ত-পূজপরিপূর্ণ প্রাণ নাশকর ফোঁড়া-ব্যাধি—অনাদি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ অবিদ্যা-পীড়া সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থা হইতে আমাদিগকে পূর্ণ জীবন-দান বা আমাদের আত্মার স্বাস্থ্য লাভ করাইবে।

সুতরাং কেবল মায়ার সংসারে থাকিয়া গৃহস্থ জীবন যাপন, অর্থ বা বিষয়-সংগ্রহের চেষ্টা দেখিলেই বিষয়ী বলা যাইবে, আর বহির্দৃষ্টিতে স্ত্রী পুত্র, পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, ধন সম্পদ্ প্রভৃতি সমস্ত ভোগ্য বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিমঠে বাস করিলেই অর্থলাভ কিংবা বিষয়-সংগ্রহের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা থাকিতে পারে না বা পারিবে না,—এমন কথা নয়। 'সর্ব্বক্ষণ মঠে বাস করিতেছি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ করিতেছি, সেবা করিতেছি'—এইরূপ আদর্শ সকলকে দেখাইয়াও অন্তরে আমরা ঘোর বিষয়াসক্ত থাকিতে পারি। বহির্দৃষ্টিতে মায়ার সংসারে থাকিয়া অন্তরে বিষয়াসক্তি বা বিষয়ানাসক্তি—দুইই থাকিতে পারে, আবার বহির্দৃষ্টিতে মঠে বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকটে বাস করিয়াও অন্তরে বিষয়াসক্তি ও বিষয়ানাসক্তি থাকা অসম্ভব নয়। স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহটাকে 'আত্ম' বা 'আমি'-বুদ্ধি করিয়া সেই দেহটাই ভোক্তা—এরূপ বিচারে পুরুষ স্ত্রী, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসী, হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্ম-খৃষ্টান-বৌদ্ধ-জৈন, ধনী-দরিদ্র, রাজা প্রজা, সুখী-দুঃখী, সুস্থ-রোগী, সবল-দুর্ব্বল, পণ্ডিত-মূর্খ-কুলীন, ভারতবাসী, ইউরোপবাসী, আমেরিকাবাসী প্রভৃতি অসংখ্য-প্রকার অভিমানে জগৎকে ভোগ্য-দর্শনে ভোগ বা ত্যাগের দ্বারা যে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা, উহারই নাম ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের ভাষায়—"অর্থলাভ ও বিষয়-সংগ্রহের চেষ্টা।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইলেন,—আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি ন্যূনাধিক আছে বলিয়া আমরা বাহিরের দিকে গৃহস্থ বা মঠবাসীর বেশে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট 'আমি দীনহীন, পতিতাধম, নরাধম, আমাকে কৃপা করুন, আপনাদের কৃপা ব্যতীত আমার আর গতি নাই, আপনারা নিজগুণে আমাকে কৃপা না করিলে আমার কি উপায় হইবে?'—এইরূপ যে-সমস্ত কথা বলিয়া থাকি, তাহা সমস্তই ঠাকুরের ভাষায় আমাদের "কপটবাক্য মাত্র", —"কপট দৈন্য ও কপটভক্তি"—কপটতামাত্র। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ যখন "যস্যাহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"—এই ভগবদ্বাক্যানুসারে আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের এই সংসারের অনিত্য স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন, ধন সম্পদ প্রভৃতির প্রতি আপন-বুদ্ধি বা আসক্তিরূপ নোঙ্গর উঠাইতে চান, যখন আমাদের সর্ব্বপ্রকারের ইন্দ্রিয়সুখ-চেষ্টা সমূলে উৎপাটিত করিতে চান, যখন সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদের পূর্ব্বোক্ত কৃপা-প্রার্থনার কথা শুনিয়া আমাদিগকে বলেন,—"ওহে! তোমার বিষয় বাসনা দূর হউক এবং তোমার ধন-জন ক্ষয় হউক," তখনই আমরা অনেক সময় মুখে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া না বলিলেও মনে মনে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের এইরূপ বাক্যে রুষ্ট হইয়া বলিয়া থাকি,—"হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র, সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য।"

পূর্ব্বে অনেক সময় আমার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হইত যে, ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের ন্যায় মহাভাগবতবরগণের আশ্রয়গ্রহণ, সঙ্গ, সেবা ও তাঁহাদের নিকট হরিকথা-শ্রবণ করিয়াও বহুলোকের হরিভজন হইতে বিচ্যুতি বা বহু লোককে বিপথগামী হইতে দেখা যায় কেন? ইঁহাদের মধ্যে অনর্থনিবৃত্ত হইয়া ভজনোন্নতি লাভ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও খুব বিরল দেখা যায়; ইহার কারণ কি? আজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপার করুণায় তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপরি-উক্ত বাক্যসমূহে ইহার কারণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত দেখিতে পাইতেছি। ঠাকুর জানাইলেন,—গৃহে থাকিয়াই হউক বা মঠে থাকিয়াই হউক, অন্তরে ভোক্তৃ-অভিমান, ভোগ্য-নেত্রে জগদ্দর্শন ও জগৎকে ভোগ-ত্যাগের দ্বারা স্থূল-সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে বা ভোগে লাগাইবার চেষ্টা, তজ্জন্য জড়াসক্তি বা সংসারাসক্তি, অন্যাভিলাষ, লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাশা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, থাকা-কাল-পর্য্যন্ত এইসব 'বিত্তথদলনী' শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ বা অমায়ায় কৃপা আমরা বরণ করিতে চাই না। আমরা জড়াসক্তি, সংসারাসক্তি, দেহারামতা, গেহারামতা, অন্যাভিলাষ-চরিতার্থতা বজায় রাখিয়া কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, আত্মোন্নতি, ভজনোন্নতি লাভ করিতে চাই অর্থাৎ আমরা যুগপৎ মায়াকেও চাই, কৃষ্ণকেও চাই। কিন্তু বৈষ্ণব-মহাজন বলেন,—'যেখানে মায়া, সেখানে কৃষ্ণ নাই, আর যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে মায়া নাই।' আমরা চাই—আলো ও অন্ধকার একত্র থাকুক, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ বলেন,—'আলো ও অন্ধকার একত্র থাকিতে পারে না। হয় আলো চাও, না হয় অন্ধকার চাও—হয় কৃষ্ণ চাও, না হয় মায়া চাও।' স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে ভোগ-প্রবৃত্তি বা ভোগ-চেষ্টা থাকিলে বাহিরের দিকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সঙ্গ, সেবা, হরিকথা-শ্রবণ, দৈন্য, কৃপা-ভিক্ষা—সমস্তই অভিনয়মাত্র বা কপট হইয়া পড়িবে।

"অতএব সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি,—এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব।"—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া তদনুসারে ভজনোন্নতির যত্ন করা প্রত্যেক

নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামীর একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রকৃত আশ্রিত, অনুগত, শরণাগত, শিষ্য বা সেবক-নামের সার্থকতা-সম্পাদনে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অমায়ায় কৃপা-লাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্ম-সেবাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয়—এই বিষয়টী যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত সাধুসঙ্গে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, সাধুপদিষ্ট বাক্য কীর্ত্তন, সাধুনির্দ্দিষ্ট সাত্বত শাস্ত্রসমূহের পঠন-পাঠন ও সাধু-সেবনাদি কোন ব্যাপারেই আমাদের আন্তরিক স্পৃহা ও ইচ্ছা বিদ্যমান থাকা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে আমরা বাহিরে যতই আন্তরিকতা প্রদর্শন করি না কেন, অনিত্য-জগতের অনিত্য-দেহ ও মনোধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আগ্রহ থাকায় আমাদের সেই আন্তরিকতার কপটতা স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি পশ্চিমদিকে দ্রুত-গতিতে ধাবমান, তিনি মুখ না ফিরাইলে তদ্বিপরীত পূর্ব্বদিকে কেমন করিয়া ঠিক সেই সময়ে অগ্রসর হইতে পারিবেন? অর্থাৎ একই সময় এক ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব্ব ও পশ্চিম—উভয়দিকে ধাবিত হওয়া অসম্ভব, একদিকে চলিলে অপর দিক পশ্চাতে পড়িবেই। সেই-রূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ থাকা অবস্থায় কৃষ্ণ-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না। কৃষ্ণ বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে হইলে কৃষ্ণেতর অর্থাৎ কৃষ্ণব্যতীত অপর যাবতীয় বিষয়ে অভিনিবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই জীবনের মুখ্য বা একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইয়া কৃষ্ণভজনের পথে—স্বদেশের দিকে—গোলোক-বৈকুণ্ঠের দিকে জীব অগ্রসর হইতে পারিবেন।

কৃষ্ণকেও পাওয়া চাই, আবার মায়াকেও সন্তুষ্ট রাখা চাই—এইরূপ দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-প্রীতি-লাভ কখনই সম্ভবপর হয় না। কৃষ্ণ-সেবাকে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের বহুকাল ধরিয়া কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজন অভিনয়-মাত্র হইয়া যায়, তাহাতে আমরা লাভবান্ হইতে পারি না। শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবকে একমাত্র আপন বা আত্মীয়জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ বা প্রীতি বিশিষ্ট হইতে পারি না। গোড়ায় গলদ রাখিয়া অর্থাৎ বিষয়-বাসনা বা মায়ার সংসারের প্রতি আসক্তি, অনুরাগ বা প্রীতি রাখিয়া আমরা যতকিছুই করি না কেন, সে সমস্তই যেন শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি উপহাস-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়—ভস্মে ঘৃতাহুতির মত ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব "মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায়॥ আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥ অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"—এই সব মহাজন-বাণী সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিতে রাখিয়া সুবুদ্ধি-মান্ ব্যক্তির একমাত্র নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রশ্নোত্তর

——::(*)::——

প্রশ্ন—জড়জগৎ যদি কারাগার হইল তবে তদুচিত নিগড় কাহাকে বলা যায়?

উত্তর—মায়ার নিগড় তিনপ্রকার—সত্ত্ব-গুণ-নির্ম্মিত-নিগড়, রজোগুণ-নির্ম্মিত নিগড় ও তমোগুণ-নির্ম্মিত নিগড়, মায়া দণ্ড্য জীব-সকলকে যথাযথ ঐ তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সাত্ত্বিকই হউন, রাজসিকই হউন বা তামসিকই হউন—সকলেই নিগড়বদ্ধ। স্বর্ণনিগড়, রৌপ্যনিগড় ও লৌহনিগড়—ইহারা ধাতুতে ভিন্ন হইলেও সকলেই নিগড় বৈ আর ভাল দ্রব্য নয়।

প্রঃ—চিৎকণবিশিষ্ট জীবকে মায়িক নিগড় কি প্রকারে বাঁধিতে পারে?

উঃ—মায়িক বস্তু চিদ্বস্তুকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। জীব 'আমি মায়াভোক্তা'—এই অভিমান করিবামাত্র জীবের জড়াহঙ্কার-রূপ লিঙ্গাবরণ হইয়া পড়ে, সেই লিঙ্গাবৃত জীবের পদদ্বয়ে মায়িক নিগড় প্রযুক্ত হয়। সাত্ত্বিক-অহঙ্কারবিশিষ্ট জীবসকল উচ্চলোকবাসী দেবতা, তাহাদের পদদ্বয়ে সাত্ত্বিক বা স্বর্ণ-নিগড় প্রযুক্ত হয়, রাজস-জীবসকল দেবতা ও মনুষ্যভাব-মিশ্র, তাহাদের পদে রৌপ্য বা রাজস-নিগড়, তামস-জীবসকল পঞ্চ-মবারীয় জড়ানন্দে মত্ত, তাহাদের পদে তামসিক বা লৌহনিগড় প্রযুক্ত আছে। সেই নিগড়বদ্ধ-জীবসকল কারাগারের বাহিরে যাইতে পারে না—বহুপ্রকার ক্লেশসমূহের দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

প্রঃ—মায়ার কারাগারে বদ্ধজীব কি-কি কার্য্য করিয়া থাকেন?

উঃ—আদৌ জীব মায়িক বিষয়-ভোগ-বাসনানুসারে সেই ফললাভের উপযোগী যে-সকল কর্ম্ম, তাহা করেন। দ্বিতীয়তঃ নিগড়বদ্ধ হইলে যে-সকল ক্লেশ উদিত হয়, তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করেন।

প্রঃ—মায়াবদ্ধ জীব যে দুইপ্রকার কর্ম্ম করেন, উহা কিরূপ?

উঃ—প্রথম প্রকার কার্য্যটী এই,—জীবের স্থূল আবরণটী জড়ীয় স্থূল শরীর, তাহার ছয়টী অবস্থা—জড়শরীরের জন্ম, তাহার অস্তিত্ব, তাহার হ্রাস, তাহার বৃদ্ধি, তাহার পরিণাম ও তাহার অপক্ষয়—এই ছয়টী বিকার স্থূলদেহের ধর্ম্ম, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি জড়দেহের অভাব। জড়দেহস্থিত জীব ভোগবাসনাদ্বারা চালিত হইয়া আহার, নিদ্রা, সঙ্গ ইত্যাদির বশীভূত। বিষয় ভোগ করিবার জন্য তিনি নানাবিধ কাম্যকর্ম্ম করেন—দেহের জন্ম হইতে চিতারোহণ পর্য্যন্ত দশবিধ কর্ম্ম করেন, বেদবিহিত অষ্টাদশ প্রকার অবর যজ্ঞস্বরূপ কর্ম্মাচরণ করেন, আশা করেন এই যে, এই স্থূল শরীরে কর্ম্ম মার্গীয় পুণ্য সঞ্চয় করত স্বর্গে দেবভোগ্য বিষয় লাভ করিবে এবং মর্ত্ত্যলোক-প্রবেশের সঙ্গে ব্রাহ্মণাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করত সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভ করিবে অথবা বদ্ধজীব অধর্ম্ম আশ্রয় করত পাপাচরণদ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেন। প্রথমোক্ত ধর্ম্ম-কার্য্যের দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করত তথায় ভোগ-সমাপ্তির পর পুনরায় মর্ত্ত্যদেহ লাভ করেন, শেষোক্ত পাপাচরণদ্বারা বহুবিধ নরকে প্রবেশ করত ভোগান্তে মর্ত্ত্যদেহ লাভ করেন। এইপ্রকার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া মায়াবদ্ধ জীব অহরহঃ বিষয়ভোগচেষ্টায় ও আস্বাদনে অনাদিকাল হইতে ভ্রমণ করিতে-ছেন, মধ্যে মধ্যে পুণ্যকর্ম্মফলে ক্ষণিকসুখ ও পাপকর্ম্মফলে ক্ষণিক দুঃখ ভোগ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার কর্ম্মটী এই,—"স্থূলদেহ স্থিত জীব স্থূলদেহের অভাবজনিত কষ্ট পাইয়া তন্নিবারণে অনেক প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন—ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিবারণের জন্য আহার্য্য ও পেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন, সেই সেই দ্রব্য সহজে সংগ্রহ করিবার জন্য বহু পরিশ্রম দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন, শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকেন, ইন্দ্রিয়-সুখ-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য বিবাহাদি কার্য্যে নিযুক্ত হন, কুটুম্ব ও সন্তানাদির সুখ সমৃদ্ধি ও অভাবাদি নিবারণের জন্য যথাবিধ পরিশ্রম করেন, স্থূলদেহ রোগাক্রান্ত হইলে তন্নিবৃত্তি করিবার উপায়ে ঔষধ-পাচনাদি প্রয়োগ করেন, বিষয়-রক্ষার জন্য বাক্যা-দির বাদ বিবাদে প্রবৃত্ত হন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয় রিপুর বশীভূত হইয়া যুদ্ধ, বিবাদ, পরহিংসা, পর পীড়ন, পরধনগ্রহণ, ক্রূরতা, বৃথা অহঙ্কার প্রভৃতি দর্পে প্রবৃত্ত হন, স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণকার্য্য করিয়া থাকেন,—এই সমস্ত অভাবনিবৃত্তির কার্য্য। ভোগ-প্রবৃত্তির কার্য্যে ও অভাবনিবৃত্তির কার্য্যে মায়াবদ্ধ জীবের দিবারাত্র অতিবাহিত হয়

শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনে কীর্ত্তন

গত ১৪ই পৌষ, সোমবার, শ্রীহরিবাসর-তিথিতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীব্যাসপূজা প্রসঙ্গ পাঠমুখে রাত্রি প্রায় ১১॥টা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

রেঙ্গুণে ও চায়

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রেঙ্গুণ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-পূজা জিয়াবাড়ী ও রেঙ্গুণে পাঠকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

ঐ তিথিতে জিয়াবাড়ীতে একটী মহতী সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত গুণমহিমার কথা আলোচিত হয়। সভায় তথাকার বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার পর সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নির্য্যাণ

বিগত ১২ই পৌষ, ২৭শে ডিসেম্বর, শনিবার-দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীগোপীমোহন দাস স্বধামপ্রাপ্ত হইয়া-ছেন। শ্রীগোপীমোহন অল্পবয়সেই মায়ার সংসারের পিতামাতা, ভাই-বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একান্তভাবে হরি-ভজনের উদ্দেশ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের একান্ত আনুগত্যে থাকিয়া তাঁহাদের আদেশানুসারে প্রথমে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে, তৎপরে অবধি-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও চাকদহে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে অবস্থানপূর্ব্বক উৎসাহের সহিত মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্য করিয়াছেন। শ্রীহরিকথা-শ্রবণেও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও আগ্রহ ছিল।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্য, নিষ্কপট সেবোন্মুখতা বৃত্তি ও হরিকথা-শ্রবণে রুচি প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্ত শ্রীগোপীমোহন [illegible]-কালের মধ্যেই পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের নিকট হইতে হরিনাম গ্রহণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বধাম গমনের কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতে তিনি [illegible] ইচ্ছাক্রমে শ্রীব্রজস্বরূপ-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীনন্দন [illegible] ও [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানপূর্ব্বক মঠের ও বাগানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের স্নেহ ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন। [illegible] একজন নিষ্কপট, সেবক [illegible] [illegible] আমরা সকলেই দুঃখিত।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিন্নভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

পরীক্ষা-কেন্দ্র পরিবর্ত্তনের আবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সংবাদ-পত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়াছেন :—

"বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার জন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীদিগকে কলিকাতা হইতে মফঃস্বলের কোন স্থানে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালের ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের মারফৎ পরীক্ষাসমূহের কণ্ট্রোলারের নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে। প্রাইভেট এবং নন-কলেজিয়েট পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে এরূপ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্ত্তনের আবেদন সেই সব ব্যক্তিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে, পরীক্ষার্থীদের আবেদনে যাঁহাদের স্বাক্ষর করিবার অধিকার আছে।

কেন্দ্র পরিবর্ত্তনের জন্য যথারীতি যে ফি লওয়া হইয়া থাকে, এই সব ক্ষেত্রে তাহা লওয়া হইবে না।

বর্ত্তমান নিয়মানুযায়ী অনুমোদিত স্কুল ও কলেজ হইতে যে সব নিয়মিত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রবেশলাভের জন্য আবেদন দাখিল করিবেন, প্রাইভেট অথবা নন-কলেজিয়েট প্রার্থীদের অপেক্ষা তাঁহাদের ব্যবস্থা ভিন্নতর হইবে, এই সব অনুমোদিত স্কুল ও কলেজের প্রার্থীদিগকে তাঁহাদের সংশ্লিষ্ট হেডমাষ্টার অথবা অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে আবেদন স্বাক্ষর করিতে হইবে।

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার জন্য জানান যাইতেছে যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কোন কলেজের অধ্যক্ষ অথবা সেনেটের সদস্য অথবা স্কুলসমূহের কোন সরকারী পরিদর্শক অথবা কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের কোন গেজেটেড অফিসার উপস্থিতিতে প্রার্থিগণ-কর্ত্তৃক আবেদন স্বাক্ষরিত হইলেও হেডমাষ্টার এবং অধ্যক্ষগণ এইরূপ প্রার্থীদের আবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করিতে পারেন।

এই সব ক্ষেত্রে যিনি আবেদনে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন, তাঁহাকে তাঁহার পুরা নাম, ঠিকানা এবং পদমর্য্যাদা উল্লেখ করিতে হইবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ যিনি আবেদন পেশ করিবেন - তাঁহার নিকটই প্রবেশ-পত্র প্রেরণ করা হইবে।

চুংকিংএ জেনারেল ওয়াভেল

গত ২৬শে ডিসেম্বর মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিমান কোরের অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল ব্রেটের সঙ্গে ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল তিন দিন আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গেল। বৃটিশ দূতাবাস হইতে এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জেনারেল ওয়াভেল গত ২২শে ডিসেম্বর তিন দিনের জন্য জেনারেল ওয়াভেল চুংকিং-এ আসেন এবং সেই সময় মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও মেজর জেনারেল ব্রেটের সঙ্গে আলোচনা করেন। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ পরিচালনা নীতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া মেজর জেনারেল ব্রেট চুংকিংএ আসেন। মার্কিণ ও বৃটিশ সামরিক প্রতিনিধি দলের প্রধানগণ এবং চীনা হাই-কমাণ্ডের কয়েকজন কর্ত্তাও এই আলোচনায় যোগদান করেন। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা হয় এবং আলোচনায় সকলেই সম্পূর্ণ একমত হয়।

জেনারেল ওয়াভেল ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

সোফিয়ায় ১১জনের প্রাণদণ্ড

গত ২৫শে ডিসেম্বর সোফিয়া বেতারে প্রকাশ, এক বৃহৎ গুপ্তচর মামলায় ঐ দিবস ১১ জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। ৫০ দিন ধরিয়া এই মামলার শুনানী হইয়াছে।

দণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ডাঃ কর্ণে ডিমিট্রভ অন্যতম। ইনি পূর্ব্বে সোফিয়াস্থ যুগোস্লাভ দৌত্য-বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তাঁহারা "বৃটিশ ও যুগোস্লাভ দৌত্য বিভাগের সহায়তায়" বুলগেরিয়ান রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

রেঙ্গুণ হইতে যাত্রীসহ জাহাজ

গত ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে একখানা যাত্রীবাহী ষ্টীমার রেঙ্গুণ হইতে প্রায় ২১০০ জন যাত্রী লইয়া চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছিয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় অনেকেই অবাঙ্গালী এবং বাসিন্দা এবং উহাদের মধ্যে অনেক নারী ও শিশু আছে। যে সকল যাত্রী আসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে শোনা গিয়াছে প্রায় ৭০০০।৮০০০ যাত্রী এ ষ্টীমারে স্থান না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিজন'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৯ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৭ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১লা জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ২৬১তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ নারায়ণ, বৃহদাদি কায়শোধশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::•::——

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৭)—অর্থাৎ লৌকিক-শ্রদ্ধানুসারে যিনি শ্রীঅর্চ্চা-মূর্ত্তিতে শ্রীহরির পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি প্রাকৃত বা কনিষ্ঠভক্ত। এই কনিষ্ঠভক্তের লক্ষণে পাওয়া যাইতেছে,—ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতি তাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধা আছে। লৌকিকী শ্রদ্ধা বলিতে ইহাই বুঝায় যে, অপর পাঁচজন লোকের দেখা-দেখি জুতা-খড়ম প্রভৃতি দূরে রাখিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে যাওয়া, অপর লোকের দেখা-দেখি ঠাকুরের কাছে করযোড় বা দণ্ডবৎপ্রণামাদি করা, অপর লোকের দেখা-দেখি ঠাকুরের পূজা-অর্চ্চন-ভোগ-[illegible] কার্য্য করা ই[illegible]দি। শ্রীবিগ্রহের প্রতি অপ্রাকৃত-বুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় বস্তু, স্বয়ং ভগবান্, "নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ।"—এইসব বুদ্ধি-বিচার চিত্তে উপস্থিত হয় নাই, কেবল অপর পাঁচজন লোক শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ-প্রণাম, শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক দর্শন, পূজা-অর্চ্চনাদি করিতেছেন দেখিয়া নিজেরও তত্তৎকার্য্য করিবার যে প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহাই লৌকিকী শ্রদ্ধা।

এই প্রাকৃত ভক্তের লক্ষণে জানা যায়,—ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস বা নিষ্ঠা হয় নাই—শ্রীবিগ্রহের প্রতি তাঁহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। তাই হরিভক্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এবং শ্রীহরির অধিষ্ঠানস্বরূপ অন্য জীবের প্রতি তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায় না। যে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ অপেক্ষাও বড়—কৃষ্ণ যাঁহাদের হৃদয়ের ধন, আর যাঁহারা কৃষ্ণের হৃদয়ের ধন—কৃষ্ণ ছাড়া যাঁহারা আর কিছু জানেন না—কৃষ্ণের প্রাণতুল্য যাঁহারা—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্য করাই যাঁহাদের একমাত্র স্বভাব বা ধর্ম্ম—যাঁহারা জগতের সকল জীবকেই একমাত্র কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী করিতে চাহেন,—এইরূপ সাধুগুরুবৈষ্ণবের প্রতি প্রাকৃত ভক্তের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা নাই অর্থাৎ "শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়॥"—শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলাভ হইলেই—একমাত্র শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে, পৃথগ্ভাবে অন্য কোন কার্য্য করার প্রয়োজন হইবে না,—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার নাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার প্রাকৃত-বুদ্ধি বা মর্ত্ত্যবুদ্ধিও আছে। তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, অনুরাগ, প্রীতি বা আপন-বুদ্ধি নাই। তাঁহারা কেবল অপরের দেখা-দেখি বাহিরের দিকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে দণ্ডবৎপ্রণাম বা তাঁহাদের আদেশ পালনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

———

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই বলিয়া প্রাকৃত ভক্ত শ্রীহরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্য জীবকে সম্মান প্রদান বা অন্য জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না। 'জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'—'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে'—এইসমস্ত লক্ষণ প্রাকৃত ভক্তের মধ্যে দেখা যায় না। কোন প্রাণী বা জীবকে দেখিলেই তাঁহার চিত্তে হিংসার উদয় হয়—'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দেওয়ায়, তাহাদের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য-ভাব প্রদর্শন করিবার অথবা লাঠিদ্বারা প্রহার করিবার ইচ্ছা জন্মে। যে কোন লোক দেখিলেই 'এই ব্যক্তি বহির্ম্মুখ, পতিত, অধম, অসৎ, ব্যভিচারী, অনাচারী, পাপিষ্ঠ, অবজ্ঞার পাত্র, ঘৃণার পাত্র, দুঃসঙ্গ, মায়াবাদী',—এইরূপ বিচার করিয়া সেই ব্যক্তির প্রতি রূঢ় বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ, তাহাকে বিদায় করিয়া বা তাড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা, সেই ব্যক্তি কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও ঘৃণা বা অবজ্ঞার পাত্র-বোধে তাহার সহিত বাক্যালাপ না করা, প্রসাদাদি কিছু চাহিলে যাহাতে না দিয়া কোনপ্রকারে বিদায় করিয়া দিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা—এই প্রকারের বিচার-আচার, কার্য্য-কলাপ, চিন্তাস্রোত, কথাবার্ত্তা প্রাকৃত ভক্তের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

———

আমাদের মধ্যে অনেকেই বহুকাল যাবৎ সদ্গুরু-পদাশ্রিত হইয়াছি—সদ্গুরুর বা বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি—মঠে বা গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক একান্ত ভক্ত বা গৃহস্থ ভক্ত, শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহত্যাগী বা গৃহস্থ সেবক-শিষ্য-নামেও খ্যাতি লাভ করিয়াছি—'আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রিয়, অন্তরঙ্গ জন, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে কনিষ্ঠাধিকার অতিক্রমপূর্ব্বক মধ্যম অধিকারে উপনীত হইয়াছি, আমি এখন মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব, আর কিছুকালের মধ্যেই উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত হইব'—এইরূপ অভিমান আমি চিত্তে পোষণ করিয়া থাকি, কিন্তু শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, উপরি-উক্ত প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠাধিকারীর মধ্যে আমি এখনও পরিগণিত হইতে পারি নাই। আমার যে-প্রকার আচার-বিচার বা চিন্তাধারা, তাহাতে প্রাকৃত ভক্তের স্থান হইতেও শীঘ্রই আমার অধঃপতন ঘটিবে,—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের ইঙ্গিতে ইহাই এখন আমার আশঙ্কার বিষয় হইয়াছে।

———

বন্ধুবর্গ! আপনারা আমার এইপ্রকার কথা শুনিয়া হয় ত' আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিবেন,—'ইহা কেমন কথা? যিনি নিজেকে মধ্যমাধিকারী বিচার করেন, আর দুই দিন পরে যিনি উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত হইবেন, আমরাও যাঁহার সম্বন্ধে ন্যূনাধিক এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকি, তিনি এখনও প্রাকৃত ভক্তের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন নাই, এমন কি প্রাকৃত ভক্তের স্থান হইতেও তাঁহার চ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, এইরূপ কথা কিপ্রকারে সম্ভব বা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে?' কিন্তু আমি এখন নিজে[illegible]

সঙ্গে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের বাক্যগুলি মিলাইয়া দেখিতেছি,—বাস্তবিকই আমি এখন পর্য্যন্ত প্রকৃত কনিষ্ঠাধিকারীও হইতে পারি নাই।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন,—'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়॥ শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ',—শ্রদ্ধা অনুসারি॥ শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁ'র। 'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার॥ শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্। 'মধ্যমাধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্॥ যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে 'উত্তম'॥ (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ)। এখানে কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীঅমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে জানাইয়াছেন,—"যাহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। 'কনিষ্ঠশ্রদ্ধ' কেবল 'কৃষ্ণভক্তি—ভাল', এইটুকু বিশ্বাস করেন, কিন্তু শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি যে কি এবং ভক্তির তটস্থ-লক্ষণদ্বারা সিদ্ধ প্রক্রিয়া যে কি, তাহা জানেন না। এইজন্য কোমলশ্রদ্ধদিগের হৃদয়ে জ্ঞান-কর্ম্মের মিশ্রভাব পাওয়া যায়, সেইটুকু তিরোহিত হইলেই সাধক 'মধ্যমাধিকারী' হন। * * যিনি লৌকিক ও পারিবারিক-প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে হরিকে পূজা করেন, অথচ শাস্ত্রানুশীলনদ্বারা শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব অবগত না হওয়ায় হরিভক্তজনকে পূজা করেন না, তিনি—'প্রাকৃত ভক্ত' অর্থাৎ ভক্তিপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাকে 'ভক্তপ্রায়' বা 'বৈষ্ণবাভাস'—এইসকল শব্দে উক্তি করা যায়।"

যাঁহার উপরি-উক্ত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, তাঁহাকে 'প্রাকৃত ভক্ত', 'ভক্তপ্রায়', 'বৈষ্ণবাভাস' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রাকৃত ভক্তের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি যে লৌকিকী শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে—যাহা দ্বারা তাঁহাকে 'প্রাকৃত ভক্ত' বলা হয়, সেই লৌকিকী শ্রদ্ধাটুকুও থাকিবে না—তাঁহার সে কনিষ্ঠাধিকারটুকুও থাকিবে না,—যদি তিনি শ্রীবিগ্রহের সেবার কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে শরীরটাকে না লাগাইতে চান। সর্ব্বক্ষণ অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত শরীরটাকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত না রাখিয়া কোনপ্রকারে বিনা-পরিশ্রমে শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে শ্রীঅর্চ্চা বিগ্রহের প্রতি তাঁহার যে লৌকিকী শ্রদ্ধাটুকু আছে, তাহাও ক্রমশঃ লোপ পাইয়া তাঁহাকে চিরতরে অধঃপাতিত করিবে।

———

প্রাকৃত ভক্তের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই বলিয়া অন্যান্য জীবকে দেখিলেই তাঁহাদের প্রতি তাঁহার হিংসা, উৎপীড়ন, অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা কিরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সমস্ত জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, এই ধারণাও তাঁহার নাই। এই প্রাকৃত ভক্তের ভগবদ্ভক্তের প্রতিও আন্তরিক শ্রদ্ধা বা প্রীতি নাই। যেখানে ভগবদ্ভক্তের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বা প্রীতি নাই, সেখানে ভগবানের প্রতিও আন্তরিক শ্রদ্ধা, আদর বা প্রীতি নাই, বুঝিতে হইবে। আর ভক্তের 'পূজা যে ভগবানের পূজা অপেক্ষাও বড়, ইহাও প্রাকৃত ভক্ত জানেন না কিংবা জানিলেও ইহা তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হয় না। ভক্ত—নির্ম্মৎসর, তাঁহার ভিতরে কোনপ্রকার হিংসাবৃত্তি থাকিতে পারে না। কারণ, তিনি জানেন, তাঁহার উপাস্যবস্তু, তাঁহার প্রাণারাম তাঁহার প্রাণেশ্বর, তাঁহার প্রাণপতি শ্রীনামরূপী বা শ্রীবিগ্রহরূপী ভগবান্ সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যেই আছেন, এমন কি, বৃক্ষ-লতা-তৃণ-গুল্মাদিতেও সেই ভগবান্ আছেন, নতুবা তাঁহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, সুতরাং 'আমি যেমন কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের ভোগের বস্তু, তদ্রূপ স্থাবর-জঙ্গম—সকলেই কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের সেবোপকরণ বা কৃষ্ণের ভোগের বস্তু, এই-হেতু কেহই বা কোন বস্তুই আমার অবজ্ঞার পাত্র বা ঘৃণ্য বস্তু নহে, ইহাই ভক্তের বিচার—ইহাই ভক্তের একমাত্র লক্ষণ।

———

চেতন-অচেতন সমস্ত বস্তুকে এইরূপ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে দর্শন করিয়া সেই সব জীব বা বস্তুর প্রতি প্রাকৃত ভক্তের সম্মান বা আদর লক্ষিত হয় না। প্রকৃতির অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ড বা স্থূল-সূক্ষ্ম লইয়া, প্রকৃতির সঙ্গে, দেবীধামের সঙ্গে, স্থূল-সূক্ষ্মের মধ্যে তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও ক্রিয়া-কলাপ, এইজন্যই তাঁহাকে 'প্রাকৃত ভক্ত' বলা হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তির প্রতি যে মুহূর্ত্তে লৌকিকী শ্রদ্ধা আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতেই ভক্তির প্রথম আরম্ভ বা উদ্গম ধরা হয় অর্থাৎ ইহাই ভক্তির অঙ্কুরাবস্থা। শ্রীমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা বা আদর না থাকিলে ভগবদ্ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি ত' দূরের কথা, আদরই আরম্ভ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। এমতাবস্থায় সকল জীবের প্রতিও ইষ্টদেবের সম্বন্ধে যে আদর, তাহাও দেখা যাইতে পারে না।

শাস্ত্রের কথাই একমাত্র সত্য, ইহা দৃঢ়-বিশ্বাস করিয়া - সাধু মহাজনের নিকট হইতে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বা অর্থ জানিয়া বা বুঝিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি—সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তাহাকে 'শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বলে—'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥' ইহা বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ 'একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ হইলেই সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়—সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়া যায়, পৃথগ্‌ভাবে পুনরায় দেবদেবীর পূজা-অর্চ্চন, পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, দান-ধর্ম্ম বা পুণ্য-কর্ম্মাদি করিবার আবশ্যক হয় না; দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিত্রাদির ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ হইয়া যায়'—এই সব কথার নিশ্চয়াত্মকা, সুদৃঢ়বিশ্বাস ও তদনুযায়ী জীবন গঠনে যত্নবান্ থাকিলেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, বুঝা যাইবে। যাঁহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহার ছয়টি লক্ষণ আছে। তন্মধ্যে প্রথমটি শরণাপত্তি। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই ভগবদ্বাক্যের মর্ম্মানুসারে তিনি লৌকিকী, বৈদিকী প্রভৃতি দেহ-মনোধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ, প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন প্রভৃতি শরণাগতির ছয়টি লক্ষণ-জনিত কার্য্য করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন। দ্বিতীয়টি—ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ "অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে। অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥"—এই শাস্ত্রবাক্যের মর্ম্মানুসারে ভক্ষ্য বা আচ্ছাদনের বস্তুর অভাবে, কিংবা প্রাপ্ত বস্তুর বিনাশে তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে না, সুখে-দুঃখে, লাভ-ক্ষতিতে চিত্ত ক্ষোভিত না হইয়া সমভাবাপন্ন থাকে। প্রয়োজনীয় বস্তুর অলব্ধে-বিনষ্টে, সুখে দুঃখে যাঁহার এইরূপ সমভাব দেখা যায় না, তাঁহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, বুঝিতে হইবে।

———

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥" (শ্রীভাঃ ১০।৮৪।১৩)—অর্থাৎ এই স্থূল শরীরে যাহার আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়-বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থ বুদ্ধি, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের প্রতি আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটাই নাই, সেই ব্যক্তি গো গর্দ্দভ, নিতান্ত নির্ব্বোধ অর্থাৎ খাজা-বোকা। প্রাকৃত ভক্তের ঐ প্রকার স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, দেহের সম্পর্কিত স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি, মাটি-কাঠ-পাথর প্রভৃতিতে পূজ্যবুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি থাকে, কিন্তু শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের প্রতি আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই থাকে না অর্থাৎ এই সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই, কেবল প্রাকৃত বস্তুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকে—এই সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তুকে আত্মীয় বা আপন-জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক প্রীতি, মমতা, অনুরাগ, তাঁহাদের পূজা, আনুগত্য বা সেবা করিবার প্রবৃত্তি নাই, কেবল প্রাকৃত বা জড়বস্তুর প্রতি আন্তরিক প্রীতি, মমতা, অনুরাগ ও আসক্তি রাখিয়া নিজের দেহমনের সুখ-শান্তি-সুবিধা আরাম প্রভৃতির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ বা প্রীতি দেখা যায়। এইরূপ কেবল প্রাকৃত বা জড়বস্তুর সঙ্গে তাঁহার দেহমনের সম্পর্ক দেখা গেলেও ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি তাঁহার যে লৌকিকী শ্রদ্ধাটুকু দেখা যায়, কেবল এইটুকুর জন্যই তাঁহাকে 'প্রাকৃত ভক্ত' বলা হইয়াছে। তাঁহার এই লৌকিকী শ্রদ্ধাকে 'ভক্তির আভাস' বলা হয়। ভক্তির আভাস দেখা যায় বলিয়াই প্রাকৃত ভক্তের অপর নাম 'ভক্তপ্রায়' বা 'বৈষ্ণবাভাস'। প্রাকৃত ভক্তের শ্রীবিগ্রহের প্রতি 'কাঠের গৌরাঙ্গ', 'সোনার গৌরাঙ্গ', অমুক মিস্ত্রী গড়িয়াছে, এত টাকা দিয়া ক্রয় করা হইয়াছে ইত্যা'দ দোষজনক বা অপরাধ-জনক বিচার-বুদ্ধি আছে—শ্রীভগবানের 'নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥'—শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের প্রতি এই-প্রকার অপ্রাকৃত-বুদ্ধি নাই বলিয়া প্রাকৃত ভক্তের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, বুঝিতে হইবে। শ্রীবিগ্রহকে ভোগ না দিয়া দ্রব্যাদির অগ্রভাগ গ্রহণ বা ভোগের পূর্ব্বেই নিজে আহার করিয়া ফেলা—এই সব অপরাধময়ী আচার-বিচারও প্রাকৃত ভক্তে লক্ষিত হইয়া থাকে।

কনিষ্ঠ ভক্তের মধ্যে কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ, মধ্যম-কনিষ্ঠ ও উত্তম-কনিষ্ঠ—এই তিনপ্রকার অধিকারের লোক আছেন। এখানে যাঁহার কথা বলা হইল, তিনি কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভক্ত। যাঁহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা কিছু হইয়াছে, শরণাপত্তি কিছু কিছু আছে, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ খাওয়া-পরার অভাবে দুঃখ-ক্রন্দনাদি করা, ভোগ্যসামগ্রী নষ্ট হইয়া গেলেও ব্যাকুল হইয়া পড়া প্রভৃতি দোষ কমিয়া আসিতেছে, সাধনভক্তি কিছু কিছু যাজন করিতেছেন, এরূপ লক্ষণ যাঁহাতে দেখা যায়, তিনি মধ্যম-কনিষ্ঠ। আর তদপেক্ষা অধিক শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি, ব্যবহারে অকার্পণ্য প্রভৃতি হইয়াছে এবং যিনি রতি বা প্রেমের দিকে কিছু কিছু অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাকে উত্তম-কনিষ্ঠ বলা হয়।

———

মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে এইপ্রকার কনিষ্ঠ-মধ্যম, মধ্যম-মধ্যম ও উত্তম মধ্যম এবং উত্তমাধিকারী বা মহাভাগবতের মধ্যেও ঐপ্রকার কনিষ্ঠ-উত্তম, মধ্যম-উত্তম ও উত্তম-উত্তম ভাগবত-ভেদ আছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের ইচ্ছা ও কৃপাশীর্ব্বাদে তাহাও ক্রমশঃ আমরা আলোচনা করিবার সৌভাগ্য পাইতে পারি, এরূপ আশা পোষণ করিতেছি।

———

হে সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ। আমি ইতঃপূর্ব্বে আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়াছি যে, আমার এতকাল দৃঢ় ধারণা ছিল, কনিষ্ঠাধিকার অতিক্রমপূর্ব্বক বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই আমি মধ্যমাধিকার লাভ করিয়াছি, এখন উত্তমাধিকারের দিকে অগ্রসর হইতেছি, শীঘ্রই আমি উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত হইব। কিন্তু এখন শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু

ও অন্তিমবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, আমার এই প্রকার ধারণা বা বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; বিশেষতঃ ইহা আমার দুর্ব্বুদ্ধি, পাষণ্ডিতা বা দুর্দ্দৈবের পরাকাষ্ঠা। শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সর্ব্বপ্রথম সোপান বা সর্ব্বপ্রথম আরম্ভের মধ্যে যে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি, ব্যবহারে অকার্পণ্য প্রভৃতি লক্ষণের কথা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় জানিতে পারিলাম, তাহা বিন্দুমাত্রও এ সেবাবিমুখ দুর্ভাগা এখনও লাভ করিতে পারে নাই—এইপ্রকার লক্ষণ আমার আচার-বিচার, কার্য্য-কলাপ ও চিন্তাস্রোতের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় নাই, অথচ আমি নিজেকে সম্পূর্ণ 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব'-বুদ্ধ, বিশেষতঃ 'আমি মধ্যমাধিকারী-বৈষ্ণব', 'শীঘ্রই উত্তমাধিকারী বৈষ্ণব হইয়া পড়িব'—এইপ্রকার বহু ভীষণ নিরয়-প্রাপক বিচার-বুদ্ধি সর্ব্বক্ষণ চিত্তে পোষণ করিয়া আত্মম্ভরিতা বা দাম্ভিকতা-প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে জ্ঞাত-অজ্ঞাতভাবে কত অপরাধ করিতেছি। ইহা অপেক্ষা আমার দুর্দ্দৈবের বা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

হে পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুরগণ! আপনারা সকলে কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে এরূপ সুবুদ্ধি প্রদান করুন,—যাহাতে এ পতিতাধম নিজেকে সর্ব্বক্ষণ সত্যসত্যই নিষ্কপটে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের দাসানুদাসের একটি পদরেণু অভিমান করিতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(*)::——

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হ'য়েছে, আর এই জন্ম সবচেয়ে দুর্লভ—শুধু দুর্লভ নয়, সুদুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হ'লেও পরমার্থপ্রদ। ধীর যিনি—প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও চতুর যিনি, তিনি এই সাধনের দেহটা পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য বিষয়-কর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা ক'র্‌বেন।

চরম মঙ্গল লাভ ক'র্‌তে হ'লে সদ্‌গুরু পদাশ্রয় ক'র্‌তে হ'বে—যে গুরুদেব আমার প্রেয়ের কথা না বলে যা'তে ক'রে আমার নিত্যশ্রেয়োলাভ হয়, সর্ব্বক্ষণ তা'রই কথা বলেন। প্রেয়ের কথা ব'ল্‌বার গুরুর অভাব জগতে নাই—রোগী আমি, আমার রুচি যেদিকে, সেই কুপথ্যের কথা—সেই রুচির অনুকূলের কথাই দুনিয়াশুদ্ধ সবলোক বলছে। কিন্তু যিনি আমাকে ঐরূপভাবে হিংসা ক'র্‌তে চান না, সত্যি সত্যি আমার দুঃখে কাতর, আমার ব্যথায় ব্যথী যিনি, সেই দরদী পরম বান্ধবই শ্রীগুরুদেব। অনভীপ্সু আমাকে তিনি হাঁটুগেড়ে আমার ঠোঁট দু'টী ফাঁক ক'রে আমাকে ঔষধ খাইয়ে আমার মঙ্গল ক'রে ছাড়েন। ভাগবত ঐরূপ গুরুদেবের কাছে শরণাগত—তাঁ'র কাছে যা' কিছু সব ছেড়ে একান্তভাবে শরণাগত হ'তে ব'লেছেন।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয় অবগত হ'বার জন্য সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ক'র্‌বেন। যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ-অনুভূতি লাভ ক'রেছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোন ক্ষোভের বশীভূত ন'ন, তিনিই সদ্‌গুরু।

জগতে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপের পরামর্শদাতা গুরু অনেক আছেন। অন্যাভিলাষি-সমাজে তাঁ'রাই প্রিয়, কেন না, তাঁ'রা অন্যাভিলাষীর রুচির অনুকূল কথা ব'ল্‌তে পারেন। কিন্তু তা'তে ফললাভকালে কি হয়? গুরুব্রুব ও শিষ্যব্রুব—উভয়ে হিংসক-হিংসিত, বঞ্চক-বঞ্চিত-সম্বন্ধবিশিষ্ট হ'য়ে উপযুক্ত প্রাপ্যফল লাভ করে। যাঁ'রা কেবল শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপের চরণ আশা করেন, তাঁ'রাই "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"—এই উত্তমা ভক্তি-যাজনের পরামর্শ দেন।

কৃষ্ণকে রাজনীতিজ্ঞ সাজিয়ে কৃষ্ণের দ্বারা কিছু রাজনীতির কাজ করিয়ে নেওয়া হ'লে ভক্ত হ'লো না। গৌরনাগরী, গৌর-ভজাদের কৃষ্ণে ভক্তি নাই—গৌরে ভক্তি নাই। তা'রা গৌর-ভোগী।

কৃষ্ণই এক অদ্বয়বস্তু। একই ব্যক্তি যেমন কা'রো পিতা, কা'রো মাতুল, কা'রো শ্বশুর, কা'রো ভ্রাতা, কা'রো ঠাকুরদাদা, কা'রো মেসো, কা'রো ডাক্তার, কা'রো উকিল ইত্যাদি, সেইরূপ কৃষ্ণ। যদি নারায়ণকে কৃষ্ণ বলা না গেল, তা' হ'লে মায়াবাদ হ'য়ে গেল, বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদ করা হ'লো। নারায়ণ ও কৃষ্ণে বস্তুগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসের বিচিত্রতা—লীলাবৈচিত্র্য মাত্র আছে। কৃষ্ণ ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তুর অধিষ্ঠান না থাকায় সকলেই কৃষ্ণের উপাসনা ক'র্‌ছে—বিধিপূর্ব্বক আর অবিধিপূর্ব্বক। কৃষ্ণই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, আর সব তাঁ'র অনুচর—"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যা'রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"—এই বিচারে কৃষ্ণ-উপাসনার নাম বিধিপূর্ব্বক উপাসনা। গীতা সেই কথাই ব'লেছেন,—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকম্॥

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার পূজা কর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্ত ও সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য ক'রে সর্ব্বজীবকে উপদেশ ক'রেছেন,—যাঁ'রা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, হে কৌন্তেয়, তাঁ'রা অবিধিপূর্ব্বক আমাকে উপাসনা ক'রে থাকেন। 'অবিধি' ব'ল্‌বার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপাসনার দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ নিত্যফল লাভ হয় না, সুতরাং তা' অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছ-ফলপ্রদ।

কর্ম্মিগণ—ফলভোগবাদী, জ্ঞানিগণ—ফলত্যাগবাদী, কিন্তু ভক্তগণ—নৈষ্কর্ম্ম্যবাদী। শ্রুতিশাস্ত্র কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েরই পরিণাম ব'ল্‌তে গিয়ে ব'লেছেন,—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যাঁ'রা অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের সেবা করেন, তাঁ'দের তমোলোক-প্রাপ্তি ঘটে, আর যাঁরা নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানরূপা অতিবিদ্যায় রত হ'ন, তাঁ'দের তা' অপেক্ষা অধিক তমোময় স্থান লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতও ব'লেছেন,—

"শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

অর্থাৎ হে বিভো, পরম কল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ ক'র্‌তে হ'লে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হ'তে নির্ঝরসমূহ প্রবাহিত হ'য়ে থাকে, সেরূপ ভক্তি হ'তেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হ'তে জ্ঞান আপনা হ'তেই হ'য়ে থাকে, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টা ক'র্‌তে হয় না। যা'রা ধান্য পরিত্যাগ ক'রে স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগড়া) হ'তে তণ্ডুল পা'বার জন্যে তা'তেই আঘাত করে, তা'দের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ ক'রে কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশ-মাত্রই সার হ'য়ে থাকে।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অর্থাৎ হে পদ্মলোচন, আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে—যা'রা আপনাদিগকে বিমুক্ত ব'লে অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তা'দের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়। তা'রা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত অভিমান ক'রেও পরম আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করা-নিবন্ধন অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে মাধব! আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ অর্থাৎ সুদৃঢ়প্রীতিযুক্ত। তাঁ'রা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানী-দিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁ'রা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হ'য়ে বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে নির্ভয়ে বিচরণ করেন।

যে মুহূর্ত্তে জীব ভগবানের সেবা ক'র্‌বে না, সেই মুহূর্ত্তে ভোগ এসে তা'কে গ্রাস ক'র্‌বে। কৃষ্ণ সর্ব্বদা কৃপা ক'র্‌বার জন্যে—আমাদিগকে আকর্ষণ ক'র্‌বার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অন্ধকূপে পতিত আমরা তাঁ'র ফেলা দড়িগাছা যদি স্বতন্ত্রবুদ্ধিহেতু না আঁকড়ে ধরি, তাঁ'র প্রতি পেছন দিয়ে দি, তা' হ'লে পতিতই থাক্‌লুম ভগবৎসেবাবিমুখ হ'য়ে অন্ধকূপে পড়ে' রইলুম। এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে এই অন্ধকূপ হ'তে উঠা'তে আসেন, যাঁ'রা তাঁ'র কৃপা-রজ্জুগাছা হাত দিয়ে ধরেন, তাঁ'রাই মঙ্গল লাভ ক'র্‌তে পারেন—পরা শান্তির ধামে যেতে পারেন।

ভক্ত কা'কে বলে? জগতের লোককে জান্‌তে দেবেন না, কি পরিমাণে তাঁ'র কৃষ্ণের প্রতি সেবাবৃত্তি জাগরূক আছে, এঁ'রই নাম ভক্ত। এঁ'রাই চতুর ও সুবুদ্ধি, আর বাদ বাকী সকলেই কুবুদ্ধি ও নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার'বার জন্য ধাবিত হচ্ছে। সুতরাং "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।"

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

বৈষ্ণবের ইহাই বিশেষত্ব যে, তাঁ'রা প্রসাদ-ভিক্ষুক—'প্রসাদ' অর্থাৎ অনুগ্রহ। মহাভাগবত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সমগ্র জগৎকে ভগবানের প্রসাদরূপে দর্শন করেন, প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। যাঁ'র সম্পত্তি আছে তিনিই আমাদিগকে সম্পত্তি দান ক'র্‌তে পারেন। যে ভগবানের সমস্ত সম্পত্তি, সেই ভগবানের সেবা ব্যতীত যাঁ'দের অন্য কোন কৃত্য নাই—সমগ্র জগৎ যাঁ'দের নিকট 'প্রসাদ' সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণ সমগ্র জগৎকে প্রসাদ-রূপে প্রদান ক'র্‌তে পারেন। সমগ্র জগৎ ভগবদ্ভক্তগণের জন্য লালায়িত।

কে ভগবানের প্রিয়তম, কে ভগবানের প্রসাদের মালিক—এ বিষয় আমাদের ভাগ্যহীনতা ও ভাগ্যযুক্ততার উপরে নির্ভর করে। যদিও ভগবানের প্রসাদ আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়, ভগবানের প্রসাদ যাঁ'রা লাভ করেন—ভগবদ্ভক্ত যাঁ'দের সম্পত্তি, তাঁ'দের প্রসাদও আমাদের অপ্রয়োজনীয় নয়। ভগবৎপ্রসাদ কে 'মহাপ্রসাদ' [illegible]। ভগবানের [illegible] যাঁ'রা মহান্ হ'য়েছেন, তাঁ'দের প্রসাদই 'মহামহা-প্রসাদ।'

— ——

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥:০॥-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণে সতর্কতা

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ পি ই এস ফেয়ার ওয়েদার জানাইতেছেন :—

রাত্রিতে বিমান আক্রমণ সতর্কতার সঙ্কেত ধ্বনি করা হইলে বাড়ীর আলোগুলি আচ্ছাদিত করার সাথে সাথে রাস্তার আলো-গুলিও অবিলম্বে নির্ব্বাপিত করা একান্ত প্রয়োজন।

রাস্তার বাতি জ্বালার কার্য্যে স্থায়িভাবে নিযুক্ত লোকদের এই সম্পর্কে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্য পুলিশ ও সিভিক গার্ডদের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলকাতার রাস্তাগুলিতে প্রায় ২০,০০০ গ্যাসের আলো ও ৭০০০ বৈদ্যুতিক আলো আছে। বৈদ্যুতিক আলোর সুইচগুলি বাক্সে তালা বন্ধ থাকে বলিয়া জনসাধারণ এইগুলি নির্ব্বাপিত করা ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারে না। কিন্তু গ্যাসের আলো নির্ব্বাপিত করা ব্যাপারে জনসাধারণ সাহায্য করিতে পারে। এই সম্পর্কে জনসাধারণের সুবিধার জন্য গ্যাসের আলোগুলিই বন্ধ করার সুইচে দড়ি বাঁধিয়া রাখা হইবে (এই কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে)। দড়িগুলি মাটি হইতে প্রায় সাত ফুট উপরে ঝুলিবে।

জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে, সতর্কতার ধ্বনি করা হইলে তাঁহারা যেন তাঁহাদের নিকটস্থ সমস্ত বাতিগুলি নিভাইয়া দেন। যাহাতে দড়িগুলি খুঁজিয়া পাইতে অযথা সময় নষ্ট না হয়, তজ্জন্য জনসাধারণ এখনই তাঁহাদের বাড়ীর নিকটস্থ ল্যাম্প পোষ্টগুলি দেখিয়া রাখুন।

বিমান আক্রমণের সময় পশুদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পশুদের সাধারণভাবে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। কুকুর, বিড়াল, ধর্ম্মের ষাঁড় প্রভৃতি যে সমস্ত পশু অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে, তাহাদের সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে উহা গবর্ণমেণ্ট এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া সম্প্রতি জনসাধারণকে জানাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ঘোড়া, গরু, বলদ প্রভৃতি অবশ্য-প্রয়োজনীয় পশুদের সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, বিমান আক্রমণের সময় ইহাদের গাড়ী হইতে খুলিয়া পা বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। এই সকল অপরিহার্য্য পশুদের জন্য খাদ্য মজুদ রাখা এবং আহত হইলে তাহাদের চিকিৎসা করা সম্পর্কেও ব্যবস্থা করা হইতেছে। বিমান আক্রমণের ফলে নিহত পশুদের মৃতদেহ অপসারিত করা সম্পর্কেও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

মাঠে যে সমস্ত পশু চরিয়া বেড়ায়, বিমান আক্রমণের সময় একজন বা দুইজন রাখালের পক্ষে তাহাদের পা বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া এখন হইতে মাঠে আর কোন পশু চরিতে দেওয়া হইবে না।

বিমান আক্রমণের সময় হিংস্র পশুসমূহ যাহাতে পশুশালার বাহিরে না আসিতে পারে, তজ্জন্য আলীপুর পশুশালার কর্তৃপক্ষ যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থা-কার্য্যে এবং বিমান আক্রমণের সময় পশুশালায় পাহারা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাসেবক চাহিয়াছেন। ঐ সকল স্বেচ্ছাসেবকের কর্ত্তব্য হইবে বিমান আক্রমণের সময় পশুগুলি খাঁচা হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই উহাদের গুলী করিয়া হত্যা করা। স্বেচ্ছাসেবকদের ১২ বোরের বন্দুক ও উপযুক্ত গুলী দেওয়া হইবে।

চট্টগ্রামে অব্যবহার্য্য ধাতু-দ্রব্যাদি

কিছুদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রাম জেলায় যে অব্যবহার্য্য লৌহ, তাম্র, পিত্তল, কাংস ইত্যাদি সংগ্রহের সপ্তাহ পালিত হইয়াছে, তাহাতে চট্টগ্রাম জেলা হইতে যুদ্ধ কমিটিতে ২,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই ভাঙ্গা বাসনপত্র, ঘরের কোণে কিংবা বাড়ীর পিছনে পড়িয়া থাকিয়া গৃহকার্য্যের অসুবিধা ও বিরক্তি উৎপাদন করিতেছিল।

সাধারণ সমবেত প্রচেষ্টায় ও জনগণের নিকট হইতে সাড়া পাওয়ার ফলে এই গুলি সংগৃহীত হইয়া ও বাছাই করিয়া ২,০০০৲ টাকায় বিক্রীত হয়।

অনেকেই বলিতে পারেন—ইহার ফলে কি হইবে? ইহার ফলে চট্টগ্রাম জেলা কতকগুলি অব্যবহার্য্য জিনিষ হইতে মুক্ত হইয়া প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা—৪০টি পিস্তল অথবা ২০টি রাইফেল অথবা ৩,২০০ বুলেট সহ একটি মেশিনগান ক্রয় করিতে পারে।

আমাদের দেশে এই ধরণের বহু অব্যবহার্য্য জিনিষ পড়িয়া আছে এবং উপযুক্ত সংগঠন ও সহযোগিতার ফলে চট্টগ্রামের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এই সকল অকেজো জিনিষের পরিবর্ত্তে মাতৃভূমি রক্ষার নিমিত্ত মুদ্রা সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৯শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৩রা জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার { ২৫২-৪৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ মাধব, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

সেবা ও কৃপা

——::(*)::——

সাধুগুরু-কৃপা ব্যতীত সংসার ক্ষয় ও শুদ্ধভক্তি বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা লাভের সৌভাগ্য হয় না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

যখন ভক্তকৃপা ব্যতীত কৃষ্ণসেবা লাভ হয় না, তখন কি আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব? কিংবা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর কার্য্যে নিযুক্ত হইব? অনেকেই এই প্রশ্নের সমাধান করিতে না পারিয়া কৃষ্ণ-সেবানুকূল বিষয় অনুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকর কার্য্যেই পা চালিয়া দেন এবং নিজ-ভোগপর কার্য্যাবলীর সমর্থনপূর্ব্বক ভগবান্ ও ভক্তের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিয়া থাকেন—'আমার প্রতি ভগবৎকৃপার অভাব, তাই আমি বিষয়-মগ্ন রহিয়াছি—ভগবানের কৃপা হইলে ত' তাঁহাতে আমার সেবা-বুদ্ধি উদিত হইতে পারে।' শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যদি কৃপাপূর্ব্বক ঐসকল ব্যক্তিকে কৃষ্ণসেবানুকূল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন, তখন তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—'প্রভো, আপনাদের কৃপা হইলে ত' সেবা করিতে পারি, আপনারা কৃপা করিতেছেন না, তাই আমার দুর্দ্দৈবও কাটিতেছে না।'

হায়। আমরা কি মূঢ়। সাধুগণ—বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে অযাচিতভাবে সর্ব্বক্ষণ কত কৃপা বিতরণ করিতেছেন, আমরা দূরে চলিয়া যাইতেছিলাম বলিয়া তাঁহারা কৃপা-সুরধুনী-বন্যা আনয়ন করিয়া আমাদিগকে ভাসাইয়া নিতে চাহিতেছেন, আর আমরা বিমুখতার উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া সেই বন্যা যাহাতে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, তজ্জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি। ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা ত' অবিরত শতধারে বহিতেছে। আমরা তাহা গ্রহণ করিতেছি কৈ? সাধুবৈদ্য জোর করিয়া আমাদিগকে ঔষধ গলাধঃকরণ করাইয়া দিতেছেন, আমরা সঙ্গে-সঙ্গে গলায় অঙ্গুলি প্রদান-দ্বারা উদ্গার আনয়নপূর্ব্বক উহা ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি, আর সাধুর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিতেছি—'ঔষধটী আমাকে সেবন না করাইয়া তিনিই কেন উহা আমার হইয়া সেবন করেন না? আমি সেবন করিবার কষ্ট নিব না, কেবল ঔষধ-সেবনের আরোগ্য বা স্বাস্থ্যলাভরূপ প্রস্তুত করা সুফলটী বিনা-আয়াসে গ্রহণ করিব।'

এইরূপ বিচার কপট ও তৎফলস্বরূপ আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপা। ভগবদ্ভক্তগণ আমাদিগকে যে সেবায় নিযুক্ত করেন, সেটীই তাঁহাদিগের অযাচিত কৃপা। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তে অশ্রদ্ধাবান্, ভোগবুদ্ধি ও মর্ত্ত্যবুদ্ধিযুক্ত কপটী ব্যক্তিই ভক্তের সেবায় নিয়োগ-ব্যাপারকে কৃপা মনে না করিয়া অন্য কিছু মনে করেন এবং কপট করিয়া পুনরায় কৃপা যাচ্ঞার ভাণ দেখাইয়া থাকেন। যিনি সত্যসত্যই নিষ্কপট, তিনি কৃপাদেবীকে সেবা-বিগ্রহরূপে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য সমাগতা দেখিতে পান। নিষ্কপট কৃপাভিখারী তখন কৃপাদেবীকে সেবারূপে প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, সেবানুকূল কর্ম্ম-প্রবৃত্তির সহিত অন্তরে সেবাবিরোধী ও মুখে কপট-কৃপা-ভিখারী ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুক্ষণ সেবা-পরায়ণ ও সেবায় অতৃপ্ত হইয়া কেবল-মাত্র নবনবায়মান সেবার জন্য কৃপাপ্রার্থী সাধুগণের সঙ্গে নিত্যকাল সেবায় নিযুক্ত থাকেন।

সেবাই—কৃপা, আবার কৃপাই—সেবা। কৃপার উত্তর ফল—'সেবা', আবার সেবার উত্তর ফল—'কৃপা'। সেবানুকূল কার্য্য-দ্বারাই ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা লাভ বা সেবোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হয়, আর সেবাবিমুখ-কর্ম্মের দ্বারা সেবাবিমুখী দুষ্কৃতি অর্জ্জিত হয়। সুতরাং যিনি সেবাবিমুখ-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কপটতাপূর্ব্বক ভাবী কৃপার সুখ-স্বপ্ন দর্শন করেন, তিনি নিত্যকাল বঞ্চিত হন—তাঁহার ভাগ্যে ভগবৎকৃপা লাভ হয় না।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের তিরোভাবের কিছুকাল পরে তদীয় অধস্তন শাখা 'বড়্গলই' ও 'তেঙ্গলই' নামে দুইটী সম্প্রদায় 'সাধন' ও 'কৃপা' লইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করেন। বড়্গলইগণ সাধনকে ভগবৎ-সেবালাভের একমাত্র উপায় বলিয়া তেঙ্গলই-গণের সহিত বিবাদ করেন, আবার তেঙ্গলই-গণ একমাত্র ভগবৎকৃপাদ্বারাই ভগবৎ-সেবা লাভ হয়, সাধনের কোন আবশ্যকতা নাই বলিয়া বড়্গলইগণের সহিত মতভেদ স্থাপন করেন। এইরূপে দুই সম্প্রদায়ে ভীষণ বাদ-প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে শ্রীপাদ রামানুজের ১৪ অধস্তন 'শ্রীবরবর'-মুনি উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া দেন, তথাপি ঐ ধারাদ্বয় ভিন্ন নামে পরিচিত আছে।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর উক্ত উভয়বিধ একদেশদর্শী বিচারের সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি জীবকে দেখাইয়াছেন যে, সদ্গুরুর আনুগত্যে গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত বদ্ধজীবের কৃষ্ণ-কৃপা লাভ হয় না,—"তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" লৌকিক, বৈদিক বা যে-কোন ক্রিয়াই হউক না কেন, উহা হরিসেবানুকূল হইলে কৃষ্ণ-কৃপা বা ক্রমশঃ কৃষ্ণের ঐকান্তিকী সেবাপ্রাপ্তির কারণ হয়। আবার কৃষ্ণভক্ত-কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণসেবায় নৈষ্ঠিকী রতির উদয় হয় না। সুতরাং 'কৃপা' ও 'সাধন' পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত, একটী ব্যতীত অপরটী সম্ভব হয় না। যাঁহাতে সাধন বা সেবোন্মুখী বৃত্তি লক্ষিত হইতেছে, তিনিই কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্ত হইতেছেন, জানিতে হইবে। সেবোন্মুখ সুকৃতিসঞ্চয় বা সাধনই পরা সেবা লাভের প্রাগবস্থা, উহা সেবাবিমুখ কর্ম্মচেষ্টা নহে। সুতরাং সাধন বা সেবানুকূল জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কর্ম্মই ভগবৎকৃপা-সঞ্চারিত ব্যাপার। ভগবৎসেবানুকূল চেষ্টা ও কৃপা পৃথগ্ বস্তু নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে, সাধনাভিনিবেশজ, আর কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-প্রসাদজ ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধন-দ্বারা যে ভাব উদিত হয়, তাহাই সাধন-

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

অভিধেয় ... সাধন এবং সাধন ব্যতীত সহসা যে ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাই কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণ-ভক্তের প্রসাদজনিত ভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-প্রসাদজনিত ভাব ত্রিবিধ। বাচিক, আলোকদান ও হার্দ্দ-ভেদে প্রসাদ তিন প্রকারে হয়। বাচিক-প্রসাদজ ভাবের উদাহরণ শ্রীনারদ-পুরাণে প্রহ্লাদের প্রতি ভগবদ্বাক্যে এইরূপ দৃষ্ট হয়—'হে নারদ, আমাতে তোমার পূর্ণানন্দদায়িনী প্রশিবোমাণ অব্যভিচারিণী সেবা উদিত হউক।' স্কন্দপুরাণের কোন একটী বাক্যে আলোকদানজ ভাবের দৃষ্টান্ত এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় 'জাঙ্গলদেশবাসী ব্যক্তিগণ অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আর্দ্রচিত্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা গৃহে আর ফিরিতে পারেন নাই।' আর অন্তরঙ্গ যে প্রসাদ, তাহাকে 'হার্দ্দ প্রসাদ' বলা হইয়াছে, 'শুক-সংহিতা'-গ্রন্থে তাহার উদাহরণ দেখা যায়,—'হে নারদ তোমার একটী মহাভাগবত পুত্র আবির্ভূত হইয়াছে, সাধন ব্যতীত ইহাতে বহু বহু সাধনলভ্য বিষ্ণুভক্তির উদয় হইয়াছে।'

আবার কৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ ভাবোদয়ের উদাহরণ শ্রীপ্রহ্লাদের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই (ভাঃ ৭।৬।২৬)। শ্রীল শুকদেব এই স্থানে বলিয়াছেন,—'ভক্তরাজ নারদের প্রসাদেই প্রহ্লাদের প্রতি যে শুভবাসনা, তাহাই এই স্থানে নিসর্গ, সেই নিসর্গ বা স্বভাবজনিত রতিই—নৈসর্গিকী বা স্বাভাবিকী রতি বলিয়া বিবেচিত।' সাক্ষাৎ ভগবান ও ভক্ত-প্রসাদজ ভগবদ্ভক্তিও বিচার করিয়া দেখিলে ভগবৎসেবোন্মুখতার উপরই [illegible] হয়। শ্রীনারদের প্রতি যে ভগবানের প্রসাদ, তাহার কারণ শ্রীনারদের সেবোন্মুখতা কিম্বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধু-বৈষ্ণব সেবোন্মুখী সুকৃতি। জাঙ্গল দেশবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ না হইয়া হৃদয়ে যে আনন্দানুভূতি, ইহাই তাঁহাদের সেবোন্মুখ সুকৃতি-উদয়ের লক্ষণ এবং কৃষ্ণবার্ত্তার পূর্ব্বাভাস। শ্রীপ্রহ্লাদের সেবোন্মুখতা-দর্শনে শ্রীনারদের যে প্রসাদ, তাহাই প্রহ্লাদের প্রতি তাঁহার কৃপা।

শ্রীভগবান সর্ব্বদাই আমাদিগকে কৃপা-কর্ষণ করিতেছেন। বৃহৎ চুম্বক যেমন ক্ষুদ্র লৌহখণ্ডকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছে, সূর্য্যদেব যে-প্রকার নবগ্রহ উপগ্রহগণকে অনুক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় চৈতন্য বিভিন্নাংশ জীব-কুলকে নিয়তই আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি শ্রেষ্ঠস্থানীয় বেদশাস্ত্র দ্বারা, সাধু-মুখনিঃসৃত বাক্যদ্বারা অনন্ত জীবগণকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন। 'ভগবানের কৃপাকর্ষণ নাই,'—ইহা অসম্ভব কথা। তবে কৃপা-পারাবার শ্রীভগবান্ তদীয় তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবগণকে স্বতন্ত্রতারূপ যে একটী অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন, কতকগুলি জীব সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করাতেই ভগবানের কৃপা হইতে ইচ্ছা করিয়াই দূরে পড়িয়া রহিয়াছে, আবার যে-সকল জীব সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতেছেন বা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবানের নিত্য-কৃপায় নিত্যকাল অভিষিক্ত হইয়া নিত্যসেবা ও উত্তরোত্তর নিত্যকৃপা লাভ করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই জীবকে অদ্বয়ভাবে সাক্ষাৎ কৃপা করিতে ইচ্ছুক। তটস্থ জীব সেই অযাচিত কৃপা-গ্রহণে একান্ত পরাঙ্মুখ হইলে সাময়িক অবতারী তাদৃশ জীবকে নানাবিধ প্রকারে ভগবদুন্মুখ করিবার চেষ্টা করেন। ঐ সকল জীবকে কৃপা করিবার জন্য ভগবান কখনও নিজে আসেন, কখনও ভক্তগণকে প্রেরণ করেন, আবার স্বেচ্ছায় প্রকাশিত ধাম উহাদিগকে উন্মুখ করিবার চেষ্টা করেন। [illegible] আমাদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া পরম কারুণিক ভগবান্ আমাদিগের জন্য সর্ব্বদাই কৃপারজ্জু লম্বমান রাখিয়াছেন। সাধুগণ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া পুনঃ পুনঃ আমাদিগের কর্ণে উচ্চ ধ্বনিতে ভগবৎকৃপার কথা জানাইয়া দিতেছেন, এমন কি, ভগবৎকৃপারজ্জু আমাদিগের অঙ্গে পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করাইতেছেন। কিন্তু আমরা এত পাপী, এতই সেবাবিমুখ হইয়াছি যে আমরা হস্তদ্বারা ঐ কৃপারজ্জুটি একবারের জন্যও ধরিতেছি না, সাধুগণ ঐ রজ্জুটি আমাদিগের হস্তের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিতেছেন, আমরা ততই জড়সড় হইয়া হস্তটি গুটাইয়া লুকাইয়া রাখিতেছি। যিনি কৃপা-রজ্জু হস্তদ্বারা ধরিবার প্রবৃত্তিটিও স্বীকার করেন না, সেইরূপ নিতান্ত সেবাবিমুখ ব্যক্তি বঞ্চিত হইবেনই।

গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন,—"শরণাগতং মোচয়িষ্যামীতি নিত্যং কর্ত্তব্যতা দর্শিতা" অর্থাৎ "শরণাগতকে আমি সর্ব্বাবধ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত করিব,"—ইহার দ্বারা ভগবান্ ও জীব পরস্পরেরই কর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে। জীবের দিক্ হইতে শরণাগতি, ভগবানের দিক হইতে সেবা প্রদান। সুতরাং শরণাগতি সেবা বা কৃপা প্রাপ্তির উপায়। যেখানে জীবের শরণাগতি বা সেবোন্মুখী বৃত্তি নাই, সেখানে ভগবৎকৃপাও উপলব্ধি হয় না। অতএব 'সাধনভক্তি' ও 'কৃপা' যুগপৎ মিলিত হইলেই ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করাইয়া থাকে। ভক্ত, ভাগবত ও শ্রীগুরুর আনুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধনের কোনও মূল্য নাই, আবার কৃপার আশায় কপটতাপূর্ব্বক সাধনভক্তিকে বাদ দিলেও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা লাভ করা অসম্ভব। সুতরাং সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপার মূল, আবার ভগবৎকৃপাও সেবোন্মুখী বৃত্তি ক্রম বিকশিত ও পরিস্ফুট করিবার কারণ। অতএব 'সেবা' ও 'কৃপা' পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত। একটীকে বাদ দিয়া অপরটি সিদ্ধ হইতে পারে না।

জীব ও ভগবান্

——::০::-

আমরা জীব,—চেতনতাই আমাদের জীবন। শরীরের অনুশীলন শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং মনের অনুশীলন মনের সাধন করে। শরীর ও মনের অনুশীলনের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু ইহাদের অনুশীলনের সার্থকতা আরও কোন বস্তুর অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। দেহ ও মন চেতন নহে, তাহারা কোন বস্তুর আবরণ-দ্বয়, সেই বস্তুকে রক্ষণই তাহাদের কার্য্য। চেতনতাই সেই বস্তু। চৈতন্যই দেহ ও মনের মালিক। এই চৈতন্যকে বাদ দিয়া দেহ ও মনের অনুশীলন অচেতন পুতুল সাজাইবার ন্যায় নিরর্থক।

এই চেতনতা কি? এই চেতনতার কারণ কে? দেহ ও মনের সহিত যেরূপ চেতনতার সম্বন্ধ, তদ্রূপ ঐ চেতনতার সহিতও আরও কোন একটি বস্তুর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ আলোচনার ফলে 'ভগবান্' বলিয়া একটি বস্তুর স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। চেতনতার কারণ—ব্রহ্ম বা ভগবান্ এবং চেতনতা—জীবাত্মা। এই জীব বা আত্মা গৃহের বর্ত্তিক আলোর ন্যায়। আলোর সাহায্যে যেরূপ গৃহে কার্য্যানুশীলন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ চেতনতার সাহায্যে শরীর ও মনের অনুশীলন সম্ভবপর হয়। চেতনতা ব্যতীত বিদ্যাচর্চ্চা, বিজ্ঞান চর্চ্চা বা অন্য কোন চর্চ্চা সম্ভব হইত না। এক (১) সংখ্যার দক্ষিণে এক বা ততোধিক শূন্য (০) সমাবিষ্ট হইলে উহার মূল্য আছে, কিন্তু মূল একেকে বাদ দিয়া এক বা ততোধিক শূন্যসমূহের সমাবেশের মূল্য কোথায়?

ঘোর দুরদৃষ্ট-বশতঃই এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনায় আমাদের যত শৈথিল্য। এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনার প্রয়োজন আমরা আদৌ বোধ করিতেছি না। চেতনের অনুশীলন বাদ দিয়া আমরা কেবল দেহ ও মন প্রভৃতি চেতনরহিত বস্তুর অনুশীলনেই তৎপর। এই সম্বন্ধজ্ঞান আলোচনার অভাব বর্ত্তমান মানব সমাজে একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধিরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা সকলে গৃহীকে উপেক্ষা করিয়া গৃহকে সুসজ্জিত করিতে ব্যস্ত। আমরা দেহকে সাজাইতেছি, কিন্তু দেহীকে বাদ দিয়াছি, চেতনকে বাদ দিয়া অচেতনবস্তুর আলোচনায় দুর্লভ মানব-জন্মের অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি অবলীলাক্রমে অতিবাহিত করিতেছি। প্রত্যেক আত্ম-মঙ্গলকামী ব্যক্তিরই এ বিষয় আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা প্রত্যেক পুরুষের, প্রত্যেক স্ত্রীর, প্রত্যেক বৃদ্ধের, প্রত্যেক যুবার, প্রত্যেক বালকের, হিন্দুর, মুসলমানের, খৃষ্টিয়ানের—সমস্ত সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয়। ইহাই সকলের একমাত্র নিত্য স্বার্থপ্রদ—ইহাই সার্ব্বজনীন একমাত্র প্রয়োজনীয় কথা।

শ্রুতিতে ভগবান্ ও জীবের সম্বন্ধের কথা এইরূপ কথিত হইয়াছে,—' যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥" (বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ)—অগ্নিপুঞ্জ হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অপরিমেয় পরমাত্মা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণী উদ্গত হয়। স্ফুলিঙ্গ—ক্ষুদ্র, আর অগ্নিকুণ্ড—বৃহৎ। স্ফুলিঙ্গকে অগ্নি বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড বলা যাইতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ যতক্ষণ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে থাকে, ততক্ষণ ইহা পূর্ণ অবস্থায় থাকে। বাহিরে আসিলে ইহা বাতাসে নিভিয়া যায়, এমন কি, অঙ্গারে পরিণত হইতে পারে। তদ্রূপ জীব—ক্ষুদ্র চেতন এবং ভগবান্ বা ব্রহ্ম—বৃহৎ, অপরিমেয় চেতন। জীব এই বৃহচ্চেতনের অতি ক্ষুদ্রতম অণু-অংশ এবং তাঁহা হইতে উদ্গত। যতক্ষণ এই জীব ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহার শুদ্ধতা, ততক্ষণই তাহার উপাদেয়তা। আজ আমরা সেই ভগবদ্রূপ বৃহৎ অপরিমেয় অগ্নি হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের শুদ্ধি হারাইয়াছি, অঙ্গারবৎ হইয়া গিয়াছি, আমরা আজ চেতনের ধর্ম্ম হারাইয়াছি—আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি-ধর্ম্মাক্রান্ত পশু-দিগের অন্যতম হইয়া পড়িয়াছি, নিজের স্বভাবকে হারাইয়া নিতান্ত অভাবে কাল কর্ত্তন করিতেছি। আমরা আজ জানিতে পারিতেছি না,—'আমরা কে?' আমরা জানিতে পারিতেছি না,—'আমাদের কর্ত্তব্য কি'? এই অজ্ঞতাই জড়ের ধর্ম্ম, এই অজ্ঞতাই চেতন-সংসর্গরাহিত্যের ফল—জাড্য।

কি প্রকারে আমরা পুনরায় আমাদের স্বরূপ আমাদের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারি? কি প্রকারে আমরা স্বভাবে স্থিত হইয়া 'দেহি দেহি'-রব হইতে চিরতরে মুক্ত থাকিতে পারি? সর্ব্বপ্রথমে কে আমাকে জানাইয়া দেন যে, আমি স্বভাব-ভ্রষ্ট? কে আমার ভিতরে আজ সহজ চেতনতার উদ্বোধন করিয়া আমাকে জানাইয়া দিতেছেন যে, আমি স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—বিচ্যুত হইয়া এক অভাবের রাজ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি, আর সেই অভাবের পূর্ণতা-সাধনের কোনরূপ আশা-ভরসা না থাকিলেও তাহা পরিপূরণের জন্য দিন দিন নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছি? কে আমাকে জানাইয়া দেন

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

যে, এ অভাবের শেষ কোথায়?—এ ব্যাকুলতার, এ অসুখ-অসুবিধা-অশান্তি দুঃখ-কষ্টের সমাপ্তি কোথায়? যিনি তাহা কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়া দেন, তিনি সদ্গুরুরূপী ভগবান্। অন্তর্যামী সদ্গুরুর চরণাশ্রয়েরই একমাত্র আবশ্যকতা আছে। কয়লা যেমন জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধজীব—স্বরূপভ্রান্ত জীব অভাবগ্রস্ত জীব আমরা নিত্যমুক্ত, সদা স্বস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত পূর্ণবস্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের স্বীয় স্বভাব পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন, তবেই বদ্ধজীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া, জাড্য ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশ বাতাসের সাহায্যে পুনরায় ভগবৎসেবাচেষ্টায় জ্বলিয়া উঠে, শ্রীগুরুর সংস্পর্শে লুপ্ত স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া স্বভাবের অনুবর্ত্তনে কেবলমাত্র অধোক্ষজ ভগবানের আলোচনা করিতে থাকে। গুরুর বা আচার্য্যের সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড় দেহ ও মনের দ্বারা জড়ের অনুশীলন সম্ভবপর হইলেও তাহাদের দ্বারা চেতনের অনুশীলন অসম্ভব। জড়ের অনুশীলন চেতনতার উদ্বোধন করিতে সমর্থ নহে। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক—চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক।

জীব ও ভগবান—উভয়েই চেতন বটে, কিন্তু এক নয়—ভেদ আছে। পার্থক্য—পরিমাণগত, জাতিগত নহে। আমরাও অগ্নি, ভগবানও অগ্নি—জাত্যংশে আমরা এক। কিন্তু তিনি—অপরিমেয় অগ্নিকুণ্ড, আর আমরা—ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ, তিনি—বিভুচেতন, আর আমরা অণুচেতন, আমরা—পরস্পর পৃথক্। এই পরিমাণগত পার্থক্য নিত্য, এই পরিমাণগত পার্থক্যই উভয়ের স্বভাব-নির্দ্ধারক। স্ফুলিঙ্গ সামান্য ফুৎকারে নিভিয়া যায়, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া যায় না। বিভুচেতন মায়াধীশ, কিন্তু অণুচেতন—মায়াবশযোগ্য। এই স্বভাববশে অণুচেতনগণ নিত্য বিভুচেতনের অনুগত। ভগবানের আনুগত্যই জীবের স্বভাব। অতএব জীব ভগবানের নিত্য-দাস, ভগবদ্দাস্যই জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

শ্রীভগবান্ পরম দয়ালু। জীব যখন তাহার স্বভাব বিস্মৃত হয়, তখন তিনি তাহাকে উদ্ধার করিতে প্রেমে স্বয়ং বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবরূপে অবতীর্ণ হন—নিদ্রিত আমাদিগকে তিনি জাগাইতে আসেন—সুপ্ত চেতনের উদ্বোধন-ক্রমে তিনি আমাদিগকে 'নিজ-স্বভাব' জানিতে দেন। তখন আমরা আমাদের স্বভাবের ধর্ম্ম—ভগবানের একান্ত আনুগত্যে আমাদের মুক্তি—আমাদের সহজ স্বভাবে প্রকৃত স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হই। ভগবানের নিত্যদাস্যেই জীব-চেতনের পূর্ণ বিকাশ।

তিনি মানুষের কাছে মানুষের মতই হইয়া আসেন। সনাতন চেতনধর্ম্মের বৈজ্ঞানিকগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার দশবিধ অবতার-বিষয়ে সকলেই একমত। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জীবের দেহ ও চিত্তবৃত্তির ঐতিহাসিক স্তরগুলির বিকাশ বা পরিণতি অনুসারে ভগবান্ তত্তদ্ভাবোপযোগী তাঁহার নিত্য-স্বরূপ এই জগতে প্রকটিত করেন। এই দশাবতার যথাক্রমে,—(১) মৎস্যাবতার—অদণ্ডাবস্থা, (২) কূর্ম্মাবতার—বজ্রদণ্ডাবস্থা, (৩) বরাহাবতার—মেরুদণ্ডাবস্থা, (৪) নৃসিংহাবতার—[illegible]দণ্ডাবস্থা, (৫) বামনাবতার—ক্ষুদ্র নরাবস্থা, (৬) পরশুরাম—অসভ্য নরাবস্থা,—(৭) রামাবতার—সভ্য নরাবস্থা (৮) কৃষ্ণাবতার—জ্ঞানাবস্থা, (৯) বুদ্ধাবতার—আত্মজ্ঞানাবস্থা, (১০) কল্কি-অবতার প্রলয়াবস্থা।

জীবের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অদণ্ডাবস্থার স্তর হইতে প্রলয়াবস্থার স্তর পর্য্যন্ত এই দশবিধ স্তরের সহিত ভগবানের উপাধি-উক্ত দশাদি অবতারের প্রাকট্য-লীলা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই দশবিধ অবতারের মধ্যে কৃষ্ণাবতার শ্রেষ্ঠতম। নিত্যমানবদেহধারী কৃষ্ণই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। কৃষ্ণই পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্। তিনি নিখিল জ্ঞান বা চেতনের উৎস-স্বরূপ। নরবপুই কৃষ্ণের স্বরূপ। আমরা মানব, তাই তিনি অহৈতুকী অনুকম্পাবশে প্রকাশ করিয়া তাহার এই স্বরূপ। আমাদের নিত্য-স্বভাব বিধানের জন্য প্রকটিত করেন। মানবই মানবের আদর্শ। নরের আদর্শ নরদেবতা হইতে পারেন না। জীবের জ্ঞান বা চেতন যখন অজ্ঞান বা অচেতনের আক্রমণে স্তব্ধ ও জড়ীভূত হয়, তখন উহা নাস্তিকতায় পরিণত হয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানময় বস্তু হইয়াও এই নাস্তিকতাকে পোষিত করিয়াছেন। তাহার পরের অবস্থায় জ্ঞানের ঘোর বিপর্য্যয়, সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ সাধনকারী কল্কি অবতার।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই কলির দীন ও অজ্ঞানহত জীবগণের চেতনতার পরিপূর্ণভাবে উন্মাদনের জন্য বর্ত্তমান সময় হইতে চারিশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়দেশে শ্রীধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অভিন্ন নন্দনন্দন। তাঁহার বাণী বেদের বাণী—ভাগবতের বাণী। একমাত্র তিনিই জীবচৈতন্যের নিত্য শাশ্বত সনাতন-ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম বিকাশের কথা জগতে জানাইয়াছেন। তাঁহার বাণীতে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই—দেশ-কাল-পাত্র-গত সংকীর্ণতা বা কোন প্রাদেশিকতা নাই। তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গালীদেশের নহেন বা তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গালীর নহেন, তিনি—সমস্ত জগতের হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিকে আত্মধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাঁহার বাণী—চেতনোন্মেষিণী ও চেতন-রাজ্যের অনন্ত বৈচিত্র্য প্রকাশিনী বাণী। ইহাই সার্ব্বজনীন কথা—সনাতনী কথা—সার্ব্বভৌমিক কথা। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পান করিলেই জগতের জড়জগতের সমস্যার অসুখ অসুবিধা, অশান্তি, অনটন, অশান্তি, দুঃখ যাতনা চিরতরে সমূলে দূরীভূত হইয়া জীবকে নিত্য গোবিন্দানন্দসাগরে মগ্ন করাইবে—জীব তখন কৃতকৃতার্থ বা স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::(*)::—

ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। এমন কি, আমরা ভারতীয় সামাজিক বিচারে দুই প্রকারের মতভেদ লক্ষ্য করি—(১) যাহারা কায়মনোপ্রভাবে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহারা পারমার্থিক পন্থায় শ্রেষ্ঠতা লাভ না করিলেও তাহাদিগকে অবৈষ্ণব প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদেরই প্রসাদ বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকৃত হয়, (২) আর যাঁহারা প্রকৃত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের প্রসাদ-বাঞ্ছা বিশ্বাস করা হয়। প্রথম প্রকার বিচার এই যে, হাজার হাজার বিমূঢ় লোক যেরূপ মত পোষণ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, তাহাদের সেই মতের [illegible] উচিত নহে। দ্বিতীয় প্রকার বিচার এই, মতভেদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পরম সত্য বিচার করা আবশ্যক। ভগবানের প্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তের প্রসাদই গ্রহণীয়। ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন অভাব নাই।

সত্য হউক, অসত্য হউক—তাহা বিচার করিব না, অনেক লোক যাহা অনুষ্ঠান করে, তাহা করিব না—এইরূপ [illegible] অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা [illegible] পোষাণ বা মুক্ত হইতে বাঁচিতে না হয়। তত্ত্বানুসন্ধানই প্রয়োজনীয়তা—[illegible] —পরম সত্য। [illegible] অনাদর [illegible] ভগবৎপ্রসাদের [illegible] গ্রহণ করি, [illegible] আমাদের অবস্থা ও [illegible] আমাদের [illegible] ভগবানের [illegible]

যাহা অর্থাৎ যাহা অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের প্রসাদের জন্যই আমরা লালায়িত হই। আমরা তখন 'মৎস্যাদ' হইয়া পড়ি, পশুহিংসা করি। ঐগুলি (মৎস্য মাংস-আদি) ভগবানের ভোগ্য নহে, কারণ উহা হিংসামূলে উৎপন্ন।

[illegible] শ্রীগণের [illegible] চতুর্থ-প্রাণিগণের [illegible] কোন প্রকার [illegible] পতি স্বামী [illegible] করিতে না [illegible] সামাজিক [illegible] 'প্রসাদ' [illegible] দেওয়া যাইতে পারে। কোন [illegible] কোনপ্রকার বিচার প্রশ্রয় দেন না। যদি [illegible] তাহা কেন শাস্ত্রে [illegible] পাওয়া যায়? [illegible] শাস্ত্র বলেন, [illegible] বহু লোক [illegible] বিভিন্ন উদ্দেশ্য। কিন্তু যেখানে [illegible] বিচার [illegible] 'ভগবৎ-প্রসাদ' [illegible] হয় না।

ভগবানের প্রসাদ ভগবদ্দাসগণ গ্রহণ করেন। 'ভগবানের দাস' বলিয়া যাহারা অভিমান করে না অর্থাৎ যাহারা [illegible] করিয়া বসে, তাহাদের বিচার—[illegible] একটা [illegible] লোককে [illegible] প্রসাদ [illegible] ভগবান ও [illegible] তাহারা 'ভগবান্' [illegible] অনুগ্রহ, আর [illegible] অনুগ্রহ। [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] হয় না।

[illegible] আর [illegible] ও (১৮২৩) [illegible] পারেন না। [illegible]

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন মায়া যদি জীবকে কেবল লিঙ্গ-আবরণ দিয়া রাখিতেন, তাহা হইলেই কি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না?

উত্তর—লিঙ্গদেহ, সূক্ষ্মদেহ বা শুধু মনের দ্বারা কার্য্য সাধিত হয় না, এইজন্য স্থূলাবরণের বা পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রয়োজনীয়তা আছে। স্থূলদেহের কার্য-ফলে লিঙ্গদেহে বাসনা নিহিত হয় এবং সেই বাসনাক্রমে তদুপযোগী স্থূলদেহ পুনরায় হয়।

প্রঃ—কর্ম্ম ও ফল কিরূপে সংযুক্ত আছে? মীমাংসকেরা বলেন,—'ফলদাতা ঈশ্বর নহেন, যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা 'অপূর্ব্ব'-নামে একটি তত্ত্ব উৎপন্ন করে, সেই 'অপূর্ব্ব' কৃতকর্ম্মের ফল দান করেন' - ইহা কি সত্য?

উ.—কর্ম্মমীমাংসকগণ বেদের প্রকৃত জ্ঞান-সিদ্ধান্ত অবগত নহেন। তাঁহারা কেবল মোটামুটী যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মের ভাব দেখিয়া একটা যে-সে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদ সিদ্ধান্তরূপে তাহা স্বীকার করেন না। বেদ বলেন,—(শ্বে: ৪।৬ ও মুণ্ডক ৩।১।১) —"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥" অর্থাৎ সর্ব্বদা সংযুক্ত সখিভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী এক দেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে, তন্মধ্যে একটি [illegible] পিপ্পল ফল (কর্ম্মফল) ভোগ করে, অন্য পক্ষীটী (পরমেশ্বর) ভোগ না করিয়া সাক্ষি-স্বরূপে দর্শন করে।

এই বেদ-বাক্যের দ্বারা বুঝিতে হইবে —এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুইটী পক্ষী আছে, - একটী বদ্ধজীব, আর একটী তাঁহার সখা ঈশ্বর, বদ্ধজীব-পক্ষী সংসাররূপ পিপ্পল ফল আস্বাদন করিতেছেন এবং ঈশ্বররূপ পক্ষীটী পিপ্পল ফল আস্বাদন না করিয়া অপর পক্ষীর আস্বাদন দেখিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, জীব মায়াবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন এবং কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছেন। মায়াধীশ্বর তাঁহার কর্ম্মানুরূপ ফল দিয়া যে-পর্য্যন্ত জীব ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ না করেন, তাবৎ তাঁহার সহিত তদ্রূপ লীলা করিতেছেন। মীমাংসকের অপূর্ব্ব এস্থলে কোথায় গেল? নিরীশ্বর-সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠব হয় না।

প্রঃ—কর্ম্মকে অনাদি বলা হয় কেন?

উঃ—সমস্ত কর্ম্মের মূল -কর্ম্মবাসনা, আর কর্ম্মবাসনার মূল—অবিদ্যা। 'কৃষ্ণের দাস আমি'—এই কথাটী ভুলিয়া যাওয়ার নাম—'অবিদ্যা'। সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই—তটস্থ সন্ধিস্থলে জীবের সেই কর্ম্মমূল উদিত হইয়াছিল। অতএব জড়কালে কর্ম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কর্ম্ম অনাদি।

প্রঃ—'মায়া' ও 'অবিদ্যা'র মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

উঃ—মায়া কৃষ্ণের শক্তি, সেই শক্তি-দ্বারা কৃষ্ণ এই জড়ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বহির্ম্মুখ জীবকে সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে মায়া শক্তিকে ক্রিয়াবতী করিয়াছেন। মায়ার দুইটী বৃত্তি—'অবিদ্যা' ও 'প্রধান', 'অবিদ্যা' বৃত্তি—জীবনিষ্ঠ, আর 'প্রধান'—জড়নিষ্ঠ, 'প্রধান' হইতে জড়-জগৎ এবং 'অবিদ্যা' হইতে জীবের কর্ম্ম-বাসনা। মায়ার আর দুইপ্রকার বিভাগ আছে -'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা', তদুভয়ই জীবনিষ্ঠ। 'অবিদ্যাবৃত্তি' ক্রমে জীবের বন্ধন, আর বিদ্যা-বৃত্তিক্রমে জীবের মুক্তি। দণ্ড্য জীব আবার কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই 'বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয় যে পর্য্যন্ত জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকে, ততদিন অবিদ্যার ক্রিয়া। ব্রহ্মজ্ঞানাদি বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া বিশেষ। বিবেকের প্রথমাংশ জীবের শুভচেষ্টা ও চরমাংশ জীবের শুদ্ধজ্ঞান-লাভ। অবিদ্যাই জীবের আবরণ এবং বিদ্যাই আবরণ-মোচন।

প্রশ্ন—প্রধানের ক্রিয়া কিরূপ?

উঃ—মায়া-প্রকৃতি ঈশ্বরচেষ্টারূপ কাল-দ্বারা ক্ষোভিত হইলে প্রথমে মহত্তত্ত্ব হয়। মায়ার যে বৃত্তির নাম প্রধান, তাহাই ক্ষোভিত হইয়া দ্রব্য সৃষ্টি করে। মহত্তত্ত্বের বিকার উৎপন্ন হইলে 'অহঙ্কার' হয়। অহঙ্কারের তামস বিকার হইতে 'আকাশ' হয়, আকাশ [illegible] দ্বারা 'তেজঃ' উৎপন্ন হয়, তেজের বিকার 'জল' এবং জল বিকৃত হইয়া 'ক্ষিতি' হয়, —জড় দ্রব্যসকল এইরূপে সৃষ্ট হয়, ইহাদের নাম—পঞ্চ মহাভূত। এখন পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কথা বলা হইতেছে, 'কাল' প্রকৃতির অবিদ্যারূপ বৃত্তিকে ক্ষোভিত করিয়া মহত্তত্ত্বের 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্ম'-ভাব উৎপন্ন করে। মহত্তত্ত্বের কর্ম্মভাব বিকৃত হইয়া সত্ত্ব ও রজোগুণ হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়াকে সৃষ্টি করে, মহত্তত্ত্ব এইরূপে বিকৃত হইয়া 'অহঙ্কার' হয়, অহঙ্কার বিকার-প্রাপ্ত হইয়া 'বুদ্ধি' হয়। বুদ্ধি বিকৃত হইয়া আকাশের 'শব্দ'-গুণ উপলব্ধি করে, শব্দগুণ-বিকারে 'স্পর্শগুণ', তাহাতে বায়ু ও আকাশের স্পর্শ ও শব্দগুণ দুইই থাকে, ইহাতে 'প্রাণ', 'ওজঃ' ও 'বল' সৃষ্টি হয়, সেই গুণ বিকৃত হইলে তেজঃ পদার্থে রূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণ উদিত হয়, সেই গুণের কালবিকারদ্বারা জলের রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ-গুণ উদিত হয়; তাহার বিকার-ক্রমে পৃথিবীর গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ গুণ অনুভব হয়। এইসকল বিকার-ক্রিয়ায় চৈতন্যরূপ পুরুষের আনুকূল্য থাকে।

অহঙ্কার তিন প্রকার—'বৈকারিক', 'তৈজস' ও 'তামস'। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দ্রব্যাদি এবং তৈজস অহঙ্কার হইতে দশটী 'ইন্দ্রিয়' জাত হয়। ইন্দ্রিয় দুইপ্রকার—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। এইপ্রকারে মহাভূত ও সূক্ষ্মভূতসকল সৃষ্ট হইলেও যেপর্য্যন্ত চৈতন্যকণ জীব তাহাতে প্রবিষ্ট না হইলেন, সে-পর্য্যন্ত কোন কার্য্য চলিল না। ভগবদ্-ঈক্ষণরূপ কিরণকণস্থিত জীব যখন মহাভূত ও সূক্ষ্মভূত-নির্ম্মিত দেহে সঞ্চারিত হইল, তখনই সমস্ত কার্য্য হইতে লাগিল। বৈকারিক তৈজসগুণ 'প্রধান'-বিকৃত তামস বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া কার্য্যোপযোগী হয়। মায়িক-তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটী মহাভূত এবং গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ—এই পাঁচটী 'তন্মাত্র', পূর্ব্বোক্ত দশটী জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই চারিটী একত্র হইলে চব্বিশটী প্রাকৃত-তত্ত্ব হয়। জীব-চৈতন্য এই শরীরে পঞ্চবিংশতি-তম তত্ত্ব এবং পরমাত্মা-ঈশ্বরই ষড়্বিংশতি-তম তত্ত্ব।

প্রঃ—এই সপ্তবিতস্তি মানবদেহে লিঙ্গ ও স্থূল-পদার্থ কতটা এবং জীব চৈতন্য এই দেহের কোন অংশে আছেন?

উঃ—পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও দশটী ইন্দ্রিয়—এই সমস্ত স্থূলদেহ। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই চারিটী লিঙ্গ-দেহ [illegible] 'আমি' ও 'আমার'—এই মিথ্যা অভিমান করেন এবং ঐ অভিমান-বশতঃ স্বরূপার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তিনি জীবচৈতন্য, তিনি অতিশয় সূক্ষ্ম - জড়ীয় দেশকাল ও গুণের অতীত। এই হেতু তাঁহার সূক্ষ্মতা-সত্ত্বেও সমস্ত দেহব্যাপী সত্তা আছে। যেরূপ 'হরিচন্দনবিন্দু' শরীরের একদেশে দিলে দেহের সর্ব্বদেশে সুখ-ব্যাপ্তি হয়, তদ্রূপ অণুমাত্র জীবও দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ ও সুখ দুঃখের অনুভব-কর্ত্তা।

প্রঃ—জীব যদি কর্ম্মের ও সুখদুঃখানুভবের কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কোথায় রহিল?

উঃ—জীব হেতুকর্ত্তা, আর ঈশ্বর প্রয়োজক-কর্ত্তা। জীব নিজকর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবী কর্ম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগে ও কার্য্যকরণে প্রয়োজক-কর্ত্তা হইয়া ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, আর জীব—ফলভোক্তা।

প্রঃ—মায়াবদ্ধ জীবের কতপ্রকার অবস্থা?

উঃ—মায়াবদ্ধ জীবগণ পাঁচপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ ঐ অবস্থাক্রমে স্থলবিশেষে জীব 'আচ্ছাদিত-চেতন, 'সঙ্কুচিত-চেতন', 'মুকুলিত-চেতন', 'বিকচিত-চেতন' ও 'পূর্ণবিকচিত-চেতন।'

প্রঃ—কোন্ কোন্ জীব আচ্ছাদিত-চেতন?

উঃ—বৃক্ষ, তৃণ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীব-সকল আচ্ছাদিত চেতন, ইহাদিগের চেতন-ধর্ম্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায়; কৃষ্ণ-দাস্য ভুলিয়া মায়ার জড়গুণে তাহারা এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, স্বীয় চিদ্ধর্ম্মের পরিচয়মাত্র নাই। জন্ম, অবস্থান, বর্দ্ধন, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ষড়্বিকার দ্বারা তাহাদের একটু-মাত্র পূর্ব্ব-পরিচয় আছে; ইহাই জীবের পতনের পরাকাষ্ঠা। অহল্যা, যমলার্জ্জুন ও সপ্ততাল প্রভৃতির পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইবে। বিশেষ অপরাধে সেরূপ গতি হয় এবং কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে তাহা হইতে পুনরুদ্ধার হয়।

প্রঃ—সঙ্কুচিত-চেতন কাহারা?

উঃ—পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্যাদি জলচর, কীট-পতঙ্গ—ইহারা সঙ্কুচিত চেতন। আচ্ছাদিত-চেতনের চেতনত্ব-পরিচয় প্রায়ই উপলব্ধি হয় না, সঙ্কুচিত-চেতনের কিয়ৎ-পরিমাণে চেতনত্ব আছে—আহার, নিদ্রা, ভয়, ইচ্ছাপূর্ব্বক গমনাগমন, নিজের স্বত্ব-বোধে পরের সহিত বিবাদ, অন্যায় দেখিলে ক্রোধ—এসকল লক্ষণ সঙ্কুচিত-চেতনে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের পরলোক-জ্ঞান হয় না। বানরের দুষ্ট বুদ্ধিতে স্বল্প পরিমাণে বিজ্ঞানবিচারও আছে; পরে কি হইবে, না হইবে—এসকল বিষয়ও তাহারা ভাবনা করে, কৃতজ্ঞতাদি চিহ্নও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। দ্রব্যগুণের জ্ঞানও কোন কোন জন্তুর বেশ আছে, কিন্তু ঈশ্বরকে তাহারা অনুসন্ধান করে না, অতএব তাহাদের চেতনধর্ম্ম সঙ্কুচিত। ভক্ত ভরতের মৃগ-শরীর-প্রাপ্তিসত্ত্বেও ভগবন্নাম-জ্ঞান থাকা শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা বিশেষ স্থলে—সাধারণ বিধি নয়।

প্রঃ—মুকুলিত-চেতন কাহারা?

উঃ—নরদেহে বদ্ধজীবের তিনটী অবস্থা লক্ষিত হয়—মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত চেতনাবস্থা। মানব-গণকে পাঁচপ্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে—'নীতিশূন্য' মানব, 'নিরীশ্বরনৈতিক' মানব, 'সেশ্বর নৈতিক' মানব, 'সাধনভক্ত' মানব ও 'ভাবভক্ত' মানব।

যেসব মানব অজ্ঞানক্রমে বা জ্ঞান-বিকারক্রমে নিরীশ্বর, তাহারা হয় নীতিশূন্য, নয় নিরীশ্বর-নৈতিক মানব, নীতির সহিত একটু ঈশ্বর বিশ্বাস উপস্থিত হইলে সেশ্বর-নৈতিক, শাস্ত্র-বিধিক্রমে সাধনভক্তিতে যাহাদের মতি হইয়াছে, তাহারা সাধন-ভক্ত, আর যাঁহারা ঈশ্বর-সম্বন্ধে একটু অনুরাগবিশিষ্ট, তাঁহারা ভাবভক্ত। নীতিশূন্য ও নিরীশ্বর-নৈতিক—এই দুইপ্রকার মানব মুকুলিত-চেতন, সেশ্বর-নৈতিক ও সাধন-ভক্ত—বিকচিত-চেতন, আর ভাবভক্ত মানবই—পূর্ণবিকচিত-চেতন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৩ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২১শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৫ই জানুয়ারি, ইং ১৯৪২, সোমবার { ২৬৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ মাধব, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

'কায়-শাঠ্য'

——::०::——

'কায়'-অর্থে দেহ বা শরীর। দেহ বা শরীরের দ্বারা যতটা কার্য্য বা পরিশ্রম করা সম্ভবপর, ততটা কার্য্যে দেহ বা শরীরটাকে না লাগান কিংবা দেহ-দ্বারা ততটা পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হওয়ার নাম—'কায়শাঠ্য' বা 'দেহশাঠ্য'।

স্বয়ং শ্রীভগবান্, শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সাধু-গুরু বৈষ্ণব বা মহাজন, আর বেদ-বেদান্ত, ভাগবত গীতাদি সাত্বতশাস্ত্র যাহা বলেন, তাহাই একমাত্র নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যকথা, কারণ, তাঁহাদের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—এই চারিটি দোষ নাই। এই জগতের লোক আমরা অনাদি-বহির্ম্মুখ বা মায়া-মোহিত বলিয়া উপরি-উক্ত চারিটি দোষ আমাদের মধ্যে ন্যূনাধিক বর্ত্তমান আছে। এক মায়াবদ্ধ বা অনর্থযুক্ত লোক অপর মায়াবদ্ধ বা অনর্থযুক্ত লোককে উপদেশক বা গুরু করিয়া তাহার কথামত চলিলে বা আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করিলে কখনও মায়ামুক্ত হইতে বা আত্ম-মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ বা তদীয় পার্ষদগণ গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে কৃপাপূর্ব্বক এই জগতে অবতরণ করিয়া এই জগতের লোককে বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুসরণ করেন, তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অন্য লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

আমরা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানে বিরূপে অবস্থিত, তাই আমাদের অপেক্ষা শারীরিক বল, ধন দৌলত, বিদ্যা-বুদ্ধি পাণ্ডিত্য প্রভৃতি যাঁহার অধিক, তাঁহাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহার কথা শুনি বা তাঁহার আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া থাকি, কিন্তু যাঁহারা এই মায়াবদ্ধ বা বিরূপাবস্থা হইতে মায়ামুক্ত বা স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে চাহেন—নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চাহেন—অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইতে চাহেন—সংসার দুঃখসমুদ্র হইতে চিরতরে উদ্ধার লাভ করিয়া নিত্য কৃষ্ণ-প্রেমানন্দসাগরে সন্তরণ করিতে ইচ্ছুক—এই জগতের অনিত্য, হেয়, অসারতাপূর্ণ বস্তুর আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম উপাদেয় নিত্য বস্তু কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেমধন লাভের অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বারাধ্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আচার-বিচার ও শিক্ষাই শিরোধার্য্য বা একমাত্র অবলম্বনীয়—সাধু-গুরুবৈষ্ণবগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথের আশ্রয় গ্রহণই একমাত্র কর্ত্তব্য

মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? মনুষ্যদেহটা আমরা লাভ করিয়াছি কি জন্য? এই দেহ বা দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা, সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের দ্বারা, বাক্য-বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা আমরা কি কার্য্য করিব? —এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমাদের মত মায়াবদ্ধ, মায়ামোহিত, ভ্রম প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব দোষচতুষ্টয়যুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাইবে না। তাহাতে এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া পরিণামে উভয়েই যেপ্রকার গভীর কূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে প্রাণ ত্যাগ করে, আমাদেরও পরিণামে তদ্রূপ অবস্থা লাভ হইবে। যে বিষয়ে যে ব্যক্তি নিজেই ভ্রমে পতিত, অজ্ঞান-বিমোহিত, সেই ব্যক্তি কিপ্রকারে তদ্বিষয়ে অপরের ভ্রম বা অজ্ঞান দূর করিতে সমর্থ হইবে? এই জগতের লোক, যথা—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী কিংবা সাধু গুরু বৈষ্ণব-বেশধারী কপট, ভণ্ড, ধূর্ত্ত প্রভৃতি সকলেই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে একবাক্যে বলিবেন,—'পাপ বা পুণ্যে, ভোগ বা ত্যাগে স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে এই জগতের জড়রস বা জড়ানন্দ ভোগ করিবার জন্যই এই মানব-দেহ আমরা লাভ করিয়াছি।" শুধু মুখে বলা নহে, তাহাদের আচারেও সর্ব্বক্ষণ ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু মায়াতীত বাস্তব গোলোক বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্ শ্রীহরি ও তদীয় পার্ষদ গোলোক-বৈকুণ্ঠবাসিগণ মনুষ্যজীবনের বা মানবদেহ ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে কি জানাইয়াছেন, শুনুন,

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(শ্রীভাঃ ১১।২০।১৭)

অর্থাৎ, এই নৃদেহটি সকল ফললাভের মূল, অতএব আদ্য। ইহা সুলভও বটে, সুদুর্লভও বটে। ইহাই সংসার সমুদ্র উত্তরণের পটুতর নৌকা, শ্রীগুরুদেবই ইহার কর্ণধার-স্বরূপ। কৃষ্ণ কৃপারূপ অনুকূল বায়ু দ্বারা চালিত হয়। সেই নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করেন না, তিনি আত্মঘাতী।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

(শ্রীভাঃ ১১।৯।২৯)

অর্থাৎ, অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব, ধীর ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে পলমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরমকল্যাণ-লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। বিষয়সুখ সকল জন্মেই পাওয়া যায়।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

(শ্রীভাঃ ৩।২৩।৫৬)

অর্থাৎ ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থকামরূপ বৈদিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মত্যাগ বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যাহার তীর্থপাদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা।

"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ
কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে॥

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥
বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্
যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥
(শ্রীভাঃ ২।৩।১৮-২৩)

অর্থাৎ বৃক্ষসকল কি বাঁচিয়া থাকে না? ভস্ত্রা কি শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? ইতর গ্রাম্যপশুসকল কি আহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ করে না? যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণ-নাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুক্কুর-বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নিন্দারত হইয়াছে। যে ব্যক্তি কর্ণপুটে ভূরিগুণ-সম্পন্ন শ্রীভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণবিবরদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র। যে জিহ্বা শ্রীভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন না করে, সেই জিহ্বা ভেকজিহ্বাতুল্যা ও দুষ্টা। পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কিরীটদ্বারা উত্তমাঙ্গ মস্তক শোভিত থাকিলেও তাহা যদি শ্রীমুকুন্দ-চরণে প্রণত না হয়, তবে উহা কেবল ভারমাত্র। যে করদ্বয় স্বর্ণকঙ্কণে দীপ্তিমান্ হইয়াও শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন-কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, সেই করদ্বয় মৃত ব্যক্তির হস্ত-সদৃশ। যে সকল পুরুষের নয়ন শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে না, তাহাদের নেত্র ময়ূর-পুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় নিরর্থক। যে-সকল মনুষ্যের পদদ্বয় শ্রীহরির লীলাক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে না, তাহাদের পদদ্বয় বৃক্ষতুল্য স্থাবর। যে ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করে না, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও তাহার অঙ্গ শবতুল্য। যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণসংলগ্ন তুলসীর ঘ্রাণ লইয়া আনন্দিত না হয়, সে ব্যক্তি নিঃশ্বাস থাকিলেও মৃতের তুল্য।

শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠ স্কন্ধে শ্রীঅজামিল-উপাখ্যানে যমরাজ তাহার দূতগণকে বলিতেছেন,—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥
(শ্রীভাঃ ৬।৩।২৮-২৯)

—অর্থাৎ, মুকুন্দপদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গবর্জ্জিত, নিষ্কিঞ্চন পরম-হংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে-সকল অসৎব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহেই একান্ত আসক্ত, হে দূতগণ, তাহাদিগকেই তোমরা আমার সমীপে আনয়ন করিবে। যে-সকল পাপীর জিহ্বা একবারও কৃষ্ণনাম-গুণাদি কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহার চরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষ্ণব-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকেই তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন,—

শৈশব-যৌবনে জড়সুখ-সঙ্গে
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্মদোষে এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ॥
শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময়, সুদুর্ম্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিল, ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই॥
এমন দুর্লভ মানব-দেহ
পাইয়া কি কর, ভাবনা কেহ।
এবে না ভজিলে যশোদা সুত,
চরমে পড়িবে লাজে॥
দুর্লভ মানব-জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু, দুঃখ কহিব কাহারে॥
এ দেহ-পতন হ'লে কি র'বে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
ভাল-মন্দ খাই, হেরি, পরি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর-শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে আরও জানাইতেছেন,—

শরীরের সুখে মন, দেহ জলাঞ্জলি।
এ দেহ তোমার নয়, বরং এ শত্রু হয়,
সিদ্ধদেহ-সাধন-সময়ে।
সর্ব্বদা ইহার বশে রহিয়াছ বলী॥
কিছু নাহি জান, মন এ শরীর অচেতন,
প'ড়ে রয় জীবন-বিলয়ে॥
দেহের সৌন্দর্য্য, বল—নহে চিরদিন।
অতএব তাহা ল'য়ে না থাক গর্বিত হ'য়ে,
তোমা প্রতি এই অনুনয়।
শুদ্ধজীব সিদ্ধদেহে সদাই নবীন।
জড়ীভূত দেহ যোগ, জীবনের কর্ম্ম ভোগ,
জীবের পতন ফলাশ্রয়॥
যে পর্য্যন্ত এ দেহেতে জীবের সঙ্গতি।
চক্ষু-কর্ণ নাসা-জিহ্বা ত্বগাদির জড়স্পৃহা
জীবে ল'য়ে করে টানাটানি।
দেখ, দেখ, ভয়ঙ্কর জীবের দুর্গতি।
জীব চায়, কৃষ্ণ ভজি, দেহ জড়ে যায় মজি',
শেষে জীব পাসরে আপনি॥
আর কেন জীব জড়ে করিবে সমর।
জড়ে দেও বিসর্জ্জন, শুদ্ধজীব-প্রবোধন,
সহজসমাধি-যোগে সাধ'।
ক্রমে ক্রমে জড়সত্তা হ'বে অবসর॥
সিদ্ধদেহ অনুগত কর দেহ জড়াশ্রিত,
পরমার্থ না হইবে বাধ॥
(শ্রীশরণাগতি, শ্রীগীতাবলী ও
শ্রীকল্যাণকল্পতরু)।

বৈষ্ণবপ্রবর মহাভাগবতবর শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ এই মনুষ্যদেহটার কি কার্য্য, তাহা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক এইভাবে শিক্ষা দিয়াছেন,—"স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে। করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চ-কারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥ মুকুন্দলিঙ্গা-লয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্। ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥ পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানু-সর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে। কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ॥" (শ্রীভাঃ ৯।৪।১৮-২০) অর্থাৎ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ স্বীয় মন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য—বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে, করদ্বয়—শ্রীহরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে, কর্ণ—কৃষ্ণকথোদয়ে, চক্ষুর্দ্বয়—কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে, অঙ্গ—কৃষ্ণদাসগণের গাত্রস্পর্শে, নাসিকা—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-সৌরভ আঘ্রাণে, রসনা—শ্রীকৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে, পাদদ্বয়—কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে, মস্তক শ্রীহৃষীকেশের শ্রীচরণে প্রণতি-কার্য্যে, আর কাম—কাম-রহিত দাস্যে এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হইয়াছিল।

"হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে"
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

—অর্থাৎ (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি) শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভি-র্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥" (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৮)—অর্থাৎ, জীব স্বীয় কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঐসকল নিজকৃত কর্ম্মফল 'শ্রীভগবানেরই কৃপা' এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার-বিধানপূর্ব্বক জীবনধারণ করেন, তাঁহারাই মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ ঐ পাদপদ্মপ্রাপ্তের অধিকারী।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় জানাইতে-ছেন,—"নরতনু ভজনের মূল।

হরি! হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য-জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া-শুনিয়া বিষ খাইনু।
'কাম' কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥"

হে সজ্জনবৃন্দ! সর্ব্বোপরি কলিযুগ-পাবনাবতারী সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রত্যেক আচার-বিচার ও শিক্ষা, তদুপরে শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তভাগবত, গ্রন্থ-ভাগবত ও সাত্বতশাস্ত্রের উপরি-উক্ত বাক্যসমূহ পাঠ ও আলোচনা করিলে আমরা কি বুঝিতে পারি? এই দুর্লভ মনুষ্যদেহটার একমাত্র কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কোন কৃত্য বা কর্ত্তব্য আছে বলিয়া আমরা জানিতে পারিলাম কি? মানবদেহের সমস্ত অংশ, সমস্ত ইন্দ্রিয়সহ মন, বুদ্ধি, বাক্য, এমন কি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ প্রভৃতি যাহাদিগকে আমরা রিপু বা শত্রু বলি, সেই রিপুগণের পর্য্যন্ত একমাত্র কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কোন কৃত্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি?

হায়! হায়! আমি কি দুর্ভাগা! বহু জন্মের পর এই দুর্লভ মানবদেহ পাইয়াছি। জানি না, কোন্ জন্মের কোন্ সুকৃতির ফলে সদ্গুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণব-মহাজন-গণের সুদুর্লভ সঙ্গ পাইয়া সর্ব্বক্ষণ পরম-মঙ্গলের কথা শ্রবণ—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা-সম্পাদনের—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় বা শ্রীহরিভজনে কায়মনোবাক্যকে নিযুক্ত রাখিবার পূর্ণতম সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছি, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ এত বড় সুযোগটাও হেলায় হারাইয়া ফেলিতেছি।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের ইচ্ছা পরিপূরণ বা তাঁহারা যাহাতে প্রীতি লাভ করেন, সেই কথাগুলি তাঁহাদের নিকট হইতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত জানিয়া ও বুঝিয়া লইয়া তত্তৎকার্য্যে নিষ্কপট-ভাবে কায়মনোবাক্যকে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত না রাখিলে কায়শাঠ্য, মনঃশাঠ্য বা বাক্শাঠ্য-দোষ ঘটে। ইহা আমাদের ভজন বা সেবার পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে প্রবল অন্তরায়। এইজন্য শ্রীগৌরকরুণাশক্তি, মহাবদান্য-অবতার, পরদুঃখদুঃখী, শ্রীমদ্ভাগবতবর পতিত-পাবনশিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অহৈতুক কৃপা গুণে সর্ব্বক্ষণ ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণের

নাম, ধাম ও কামসেবায় আমাদের কায়মনোবাক্যকে নিযুক্ত রাখিবার জন্ত স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক অহর্নিশ কতভাবে কত উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বহুস্তে শ্রীধামের সেবা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাগানের সেবা, শ্রীগৌর-কৃষ্ণের প্রিয় গো-পালন-সেবা, গৌড়ীয়-মিশনরূপী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্ত অহর্নিশ কায়মনোবাক্যে এত চেষ্টা, এত ভাবনা-চিন্তা, এত শিক্ষা-উপদেশ কি ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না? হায়! আমি উলূক সদৃশ, তাই আজ আমি "দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূক না দেখে যেছে সূর্য্যের কিরণ॥"—এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমরা ত' সকলেই একমাত্র কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীর বেশে একান্তভাবে গুরুগৃহে বা মঠে বাস করিয়া হরিভজন করিতেছি, কেহ কেহ বা গৃহস্থ-অবস্থায় থাকিয়া হরিভজন করিতেছি বলিয়া সকলকে জানাইতেছি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের একান্ত অনুগত শিষ্য, সেবক প্রভৃতি নামও আমরা ধারণ করিয়াছি, আবার উপদেশকরূপে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদিতে জগতের সমস্ত লোককে এই বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতেছি,—"হে পুরুষসকল, হে মহিলাগণ, কৃষ্ণভজন ছাড়া মনুষ্যজীবনের আর কোন কৃত্য নাই, আপনারা সকলে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন করুন।" কিন্তু ইহার চিন্তা করিয়া দেখিলে কি মনে হয় যে, আমাদের নিজেদের দেহটাকে, দেহের প্রয়োজনকে, মনো-বুদ্ধি-বাক্যকে আমরা সর্ব্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণসেবায়—শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় লাগাইবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছি?

এই স্থূল ও নশ্বর দেহটা একমাত্র কৃষ্ণভজনের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার আত্মা, স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ—যাহা কিছু, সমস্তেরই ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ-ভোগ্য, আত্মা, সূক্ষ্ম দেহ মন ও পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহটা আমি কি ষোলআনা সেই একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণের ভোগে প্রদানের জন্য আন্তরিকভাবে উৎসুক ও যত্নবিশিষ্ট আছি? আমি পরকে উপদেশ-প্রদানের বেলায় বেশ পাণ্ডিত্যের মত উপদেশ প্রদান করিতেছি, কিন্তু অপরকে যাহা উপদেশ করি, তাহা নিজের জীবনে কতদূর পালন করিতেছি, সে বিষয়ে কিছু লক্ষ্য আছে কি?

শ্রীল আচার্য্যদেব আমার সেবা-বিমুখতা, সেবা-শৈথিল্য, সেবায় জড়তা, অলসতা, উদাসীনতা প্রভৃতি দুর্দ্দৈব দর্শন করিয়া কৃপাপূর্ব্বক প্রায়ই উপদেশ করিয়া থাকেন,—কায়মনোবাক্যকে ষোলআনা কৃষ্ণসেবায়, শ্রীকৃষ্ণচিন্তায়, শ্রীকৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তনে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখিলে কৃষ্ণের পূর্ণকৃপা পাওয়া যাইবে—কৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিবেন। যিনি কায়মনোবাক্যকে এক-আনা পরিমাণ কৃষ্ণসেবায় লাগাইবেন, তিনি এক-আনা পরিমাণ কৃষ্ণের কৃপা পাইবেন এইভাবে যিনি দুই-আনা পরিমাণ বা ততোধিক, অথবা এক আনা অপেক্ষাও কম, অর্থাৎ যিনি যত পরিমাণ আত্মা ও স্থূল-সূক্ষ্ম দেহকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিবেন, তিনি তত পরিমাণই কৃষ্ণ কৃপালাভের অধিকারী ও তত অধিক লাভবান্ হইবেন বা ততোধিক ভজনোন্নতি লাভ করিবেন। আর এই কার্য্য যিনি যত কম করিবেন, তিনি ততই ক্ষতিগ্রস্ত ও অধোগামী হইবেন।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি নিতান্ত দুর্ভাগা ও দুর্দ্দৈবগ্রস্ত, তাই শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবগণের ঐসব আত্মমঙ্গলময়ী বাণী অবজ্ঞা করিয়া নিজের দেহ, মন ও বাক্যকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায়, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তায় ও তাঁহাদের নাম গুণাদির মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে যত কম লাগাইয়া নিজের ব্যক্তিগত তহবিলে জমা রাখিতে পারি—নিজের ব্যক্তিগত সুখ ভোগ-আরামে নিয়োগ করিতে পারি, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে এইরূপ চেষ্টা করিতেছি অর্থাৎ প্রকৃত মঙ্গলকে অমঙ্গল, অধিক লাভকে অধিক ক্ষতি ও পরম হিতৈষী বন্ধুকে পরম-অহিতকারী শত্রু জ্ঞান করিতেছি। ইহা অপেক্ষা আমার পাষণ্ডতা ও অপরাধের কার্য্য আর কি আছে?—ইহা অপেক্ষা আমার মহাদুর্ভাগ্য বা মহাদুর্দ্দৈবের লক্ষণ আর কি হইতে পারে?

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

গীতা-পাঠকগণ সকলেই জানেন, ধর্ম্ম-তিনপ্রকার মতভেদ অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। কর্ম্মপথের পথিকগণ সুখদুঃখভোগী, জ্ঞানপথের পথিক সুখদুঃখ-ত্যাগী এবং ভক্তিপথের পথিক ভোগী বা ত্যাগী না হইয়া ভগবানের নিত্যসেবাপর। ভগবানের সেবায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের সাহায্য লইতে হয় না।

———

কর্ম্ম যে ফল প্রদান করে, তাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর-দুইটির দ্বারা ভোগ্য, তাহা আত্মার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে। অনাত্ম-প্রতীতিতেই সুখদুঃখের ভোগ। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান যে ফল প্রদান করে, তাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ে ভোগের বিষয় নহে। তাহা উপাধিবিশিষ্ট শরীরধারীর সংসার ভোগ-চেষ্টার প্রতিক্রিয়াবিশেষ। তাহা অনাত্ম প্রতীতিতেই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সমন্বয়-তায় পর্য্যবসিত। ভক্তির পথটি তাদৃশ নহে ভক্তি হরিপ্রেমা প্রকট করাইয়া থাকেন। ইহা শুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। ঔপাধিক শরীরধারীর অনাত্মপ্রতীতিতে কর্ম্ম ও জ্ঞানপথের প্রয়োজনীয়তা হয়। ঔপাধিক শরীরীর অনাত্মবৃত্তিতে ভক্তই সুপ্তভাবে বিরাজমান। কর্ম্ম ও জ্ঞানপথের পথিকের যেরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিকে বস্তু জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষাদি বিচারমাত্র সম্বল, ভক্ত সেইরূপ ভোগ ত্যাগপর বিচারে আবদ্ধ নহেন।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ যে কালে গৌড়-দেশে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছিলেন, সেকালে অনেক কর্ম্মী ও জ্ঞানী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অধীন মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞাতসারে কোন দোষ নাই। তাঁহাদের ভজনযোগ্যতার অভাবে দৈবী মায়া তাঁহাদের সেবাময়ী ধারণাকে আচ্ছন্ন করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তিপ্রচারের কোন অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা দেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী তাঁহার নিজজন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ স্বয়ং আচরণ করিয়া জগৎকে জানাইয়াছিলেন। তাহা আর কিছুই নয়, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় উহা ব্যক্ত হইয়াছে,—"ভারতভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যাঁ'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার।"

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরহরির এই আদেশ পালন করিতে গিয়া স্বয়ং তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অলৌকিক চরিতের আদর্শ মোটকভাবে গ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া ভ্রান্ত হয়। পরোপকার বলিতে ধনি-সম্প্রদায় বুঝিলেন, টাকা-কড়ি সাহায্য করিয়া দুঃস্থ ব্যক্তিগণের অবস্থা পরিবর্ত্তন করাই প্রভুর অভিপ্রেত। ক্ষুধিতকে অন্নদান, বসনহীনকে বস্ত্র-দান, চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়া লোকের ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রতিকার করাই পরোপকার। দুর্ব্বলকে বল প্রদান করা অর্থাৎ বলহীন দেহকে সবল করার নামই উপকার, উহাতেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হয়,—ইহাই তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু এইসকল ক্ষণস্থায়ী আংশিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে 'উপকার' বলা ভক্তিপথের কথা নহে। যাহাতে আত্মা বিরূপ ধারণায় বঞ্চিত না হয় যাহাতে জীবাত্মা বা অণুচেতনের স্বাস্থ্যলাভ হয়—সুপ্ত আত্মা যাহাতে জাগ্রত হইয়া প্রয়োজনীয় বস্তু পঞ্চমপুরুষার্থ শুদ্ধভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হন, তজ্জন্য শুদ্ধভক্তির কথা জগতে প্রচার করাই 'পরোপকার'-শব্দে উদ্দিষ্ট।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:(*):

ভজনশীল সেবাপর ব্যক্তির শোক-ভয়-মোহ নাই। যখন 'অহং মম'-বুদ্ধির দ্বারা নামাপরাধ করিবার প্রবৃত্তি এবং হরিনাম (?) যেমন-তেমন করিয়া লইলেই হইল—এইরূপ হঠকারিতাপূর্ব্বক বিচার উপস্থিত হয়, তখন শোক-ভয় মোহদ্বারা জীব আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অপরাধযুক্ত নামের ফল ত্রিবর্গ লাভ। শ্রীগুরুর নিকট হইতে যাহারা দিব্য-জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহারা নামাপরাধকে নাম বলিয়া ভ্রম করে। 'দেবদারু পত্র' এই নামটি ও দেবদারু পত্রের পত্রত্বের মধ্যে মায়িক ব্যবধান আছে, কিন্তু শ্রীভগবান্ এইরূপ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগম্য মায়িক বস্তু নহেন। যাহারা শ্রীনামের দ্বারা ভবব্যাধি নিবারণ প্রভৃতি সাংসারিক মঙ্গলাদি করাইতে লইতে ইচ্ছুক, তাহারা নামাপরাধী। তাহাদের মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হন না, তাহাদের কোন সময় নামাভাস পর্য্যন্ত হইতে পারে। শাস্ত্রে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে। নামাপরাধী যে ফল ভোগ করে, তাহা আত্মা কখনও গ্রহণ করেন না, উহা দ্বারা দেহ ও মনের তর্পণ হয়; সেইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"যয়াত্মা সুপ্রসীদতি"। সুতরাং নামাপরাধ ভগবন্নাম নহে।

গুরু-নামাশ্রয়ী ব্যক্তির প্রাকৃতাভিনিবেশ বা জাড্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যের কথা মানুষ জানে না। মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্যই ভাগবতের কীর্ত্তন ও শ্রবণ হয়। ভক্ত-ভাগবত মুখে গ্রন্থ-ভাগবত কীর্ত্তিত হইলে সৎসঙ্গপ্রভাবে বেদ গীতায় কুতর্ক ও মনোধর্ম্ম পরিহৃত হয়। ভাগবতের নানা শাস্ত্র জগতে প্রচারিত আছে কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র প্রচারের প্রয়োজন এই যে, মানবজাতি প্রত্যক্ষাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞানে চালিত হইয়া যে অসুবিধায় পড়িয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিষ্কপট কৃপায় দূরীভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বিচারপর হইয়া গুরুভাবে পাঠ করিতে করিতে কৃষ্ণানুশীলন স্পৃহা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু আমরা যদি পুনরায় অর্থাদি প্রাপ্তি বা প্রতিষ্ঠাদি লাভরূপ অভিলাষ আনিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে আবরণ করি, তাহা হইলে আমাদের অনর্থ বা অমঙ্গল দূরীভূত হয় না, নামাপরাধ ফলে আমাদের নাশ হয়।

পারমার্থিক—ভগবৎপদার্থ ব্যতীত অন্য প্রাকৃত বস্তুকে—'বিষ্ঠা', 'তরল' হইলে—'মূত্র' বলিয়াছেন।

সাপ্তাহিক নদীয়া-প্রকাশ

বিবিধ সংবাদ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
” ” ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
” ” সিকি কলম	৫৲	৬৲	৪৲	৩৲
” ” অর্দ্ধ কলম	৮	৬৲		
” ” এক কলম	১২	১০৲	১০৲	

এক বৎসর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥
” সিকি কলম	১৫৲	১২৲
” অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
” এক কলম	৩৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক ”
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৲ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থগুলির একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের বিবৃতি

কলিকাতা পুলিশ কমিশনার সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত ইস্তাহার জারী করিয়াছেন :—

“অভিজ্ঞতার ফলে বেশ্‌রূপে দেখা গিয়াছে যে, জনসাধারণ যদি বিমান-আক্রমণের সময় আশ্রয়স্থলে থাকত, তাহা হইলে হতাহতের সংখ্যা এত অধিক হইত না। যখন একটি বোমা ফাটে, তখন ইহার টুকরা চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে। এই সকল টুকরা অসাধারণ বেগে ছোটে ও বহুদূরে অবস্থিত লোকদিগের ইহার ফলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। প্রাণরক্ষার জন্য ইটের দেওয়াল ও দুই ফিট পুরু বালির বস্তার আশ্রয়স্থল বিশেষ উপযোগী। গভীর ভূগর্ভ আশ্রয়স্থলগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যাঁহার একখণ্ড জমি আছে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি এতদ্দ্বারা জানাইতেছি যে, কেবলমাত্র তাঁহাদিগের জন্য নহে উপরন্তু বিমান আক্রমণের সময় পথিকগণের প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহারা যেন যথাসম্ভব সত্বর ভূগর্ভ আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করেন। এরূপ বিপদে প্রত্যেক রক্ষণাবেক্ষিত অধিবাসিগণের দায়িত্ব। প্রতিবাসিগণের কর্ত্তব্য আছে। কলিকাতার বহুস্থানে অনেক উপযুক্ত জমি আছে এবং ঐ সকল জমি আত্মরক্ষামূলক কার্য্যের জন্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণের দেখা আবশ্যক। কর্পোরেশনের, অন্য প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিবিশেষের জমি হইলে আশ্রয়স্থান খননের জন্য তাঁহারা সেই অনুমতি লাভের ব্যবস্থা করিবেন। অঞ্চলের ছোট ছোট বালকগণকে খনন কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে। আশ্রয়স্থানের মাপ কিংবা গভীরতা সম্বন্ধে পরামর্শের প্রয়োজন হইলে স্থানীয় বিমান আক্রমণের ওয়ার্ডেন অথবা সিভিক গার্ড কর্ম্মচারীরা উক্ত বিষয়ে পরামর্শ দিবেন। যুদ্ধের সূচনায় যুদ্ধজয়ের জন্য গ্রেট-ব্রিটেনের জনসাধারণকে ভূগর্ভ-আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিবার কথা বলা হইয়াছিল। সেইরূপ কলিকাতাবাসিগণকে নিরাপত্তার জন্য ভূগর্ভ-আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণের জন্য বলা হইতেছে।

চৌত্রিশ হাজার টাকা উধাও

গত ৩০শে ডিসেম্বর সোমবার মুঙ্গের বড় ডাকঘরের ডবল তালা লাগানো তোষাখানা হইতে নগদ চৌত্রিশ হাজার টাকা ও কতকগুলি মূল্যবান ইন্সিওরেন্স কভার রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়াছে। তোষাখানার পাঁচটি তালা অবিকল অটুট ছিল। এবং ঐ দিবস রাত্রি ও পূর্ব্ববর্ত্তী দুই রাত্র ধরিয়া দুইজন কনষ্টেবল ডাকঘরে বিশেষ পাহারায় নিযুক্ত ছিল এবং ডাক বিভাগের চারজন কর্ম্মচারীকে রাত্রিকালে তোষাখানার নিকটে ডাকঘরের মধ্যে শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি এম বার তত্ত্বাবধানে জোর পুলিশ তদন্ত শুরু হইয়াছে। বিহারের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ও তাঁহার সহকারী ডাকঘরসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই সম্পর্কে ঘটনাস্থলে আসিয়াছেন।

স্থানীয় কতকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইয়াছে, কিন্তু কোনরূপ সন্ধান হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই, এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

এই একই ডাকঘর হইতে গত তিন বৎসরের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার এই ধরণের রহস্যজনক চুরি হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে সরকারের প্রচুর অর্থ ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই বা অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান হয় নাই। উপর্য্যুপরি এই ধরণের ঘটনায় এখানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সকলে এই ঘটনার ফলাফল জানিতে উৎসুক রহিয়াছে।

ব্রহ্ম হইতে চাউল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ

ব্রহ্ম হইতে চাউল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ভারত সরকার ব্রহ্ম সরকারের সহিত প্রস্তাবিত এক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, আলোচনার ফলে ব্রহ্ম সরকার, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের অভিমত অনুযায়ী কার্য্য করার জন্য তাঁহাদের পরিকল্পনার অনেকখানি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছেন। এক্ষণে পরিকল্পনাটি বাধ্যকরী হইলে কি অবস্থা হয়, উহা না দেখা পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের এ সম্পর্কে আর কিছুই বক্তব্য নাই।

রেঙ্গুণ হইতে আশ্রয় প্রার্থী

গত ৩১শে ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্নে রেঙ্গুণ হইতে একখানি জাহাজ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। এই জাহাজে প্রায় আটশত যাত্রী আসিয়াছেন। ইঁহাদের অধিকাংশই হিন্দুস্থানী। জাহাজখানিতে আটজন ইউরোপীয়ও আসিয়াছেন। জাপান যুদ্ধে যোগদানের পর হইতে এ যাবৎ কলিকাতায় রেঙ্গুণ হইতে প্রায় তিন হাজার আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাক্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৪ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২২শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৬ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ২৫৫তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ মাধব, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীধাম

——::•::——

প্রাপঞ্চিক বিচারে শ্রীধাম ও শ্রীধামের অধিবাসী স্বতন্ত্র তত্ত্ব। কিন্তু অপ্রাকৃত তত্ত্ব শ্রীভগবানের তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম ও তিনি স্বয়ং অভিন্ন তত্ত্ব। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য, তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম, পার্ষদভক্ত, লীলোপকরণ—সকলই এক তত্ত্ব। যেই নাম, সেই নামী। রূপ ও রূপী, গুণ ও গুণী, লীলা ও লীলাময়, ধাম ও ধামী একই তত্ত্ব, অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সহিত এইগুলির লীলাবৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য নাই। তাই তদ্ধাম শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপ ও তিনি—একই বস্তু। যদি কেহ কায়মনোবাক্যে শ্রীধামের সেবা করিতে পারেন, তিনি ধন্য।

ভগবৎসেবাই জীবের স্বরূপধর্ম্ম। যিনি শ্রীভগবানের সেবা করেন, তাঁহাকে আর স্বরূপবিস্মৃতির তাড়নায়—মায়ার সেবায় দিন কাটাইতে হয় না—মায়ার নফর হইতে, মায়ার দূত ষড়্‌রিপুর ও ষড় বেগের অধীন হইতে, জাগতিক জড় ভোগের মত্ততায় ব্যস্ত হইতে তাঁহার চিত্ত আর প্রধাবিত হয় না। তিনি নিষ্কিঞ্চন, নিরহঙ্কার, মমতাবুদ্ধিশূন্য ভগবদ্দাস। একজন ধাম-সেবা করিতেছেন, অথচ ভগবৎসেবা-তৎপর না হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত আছেন, —এরূপ বলিলে "সোনার পাথর বাটী"র ন্যায় অসমঞ্জস উক্তি হইয়া যায়। যদি দেখা যায়,—কেহ ধাম-সেবা করিতেছেন, অথচ স্বীয় জড়-ইন্দ্রিয়-সেবায় ব্যস্ত, সেখানে বুঝিতে হইবে, তিনি ধাম-সেবা করেন না, কিন্তু ধামকে ইন্দ্রিয়সেবার সামগ্রী করিয়া বসিয়া আছেন। এরূপ কপটী ব্যক্তিকে কেহ যেন ভক্ত মনে করিয়া তাহার সঙ্গ না করেন, কেন-না, তাহাতে অসৎসঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ না হইলে বৈষ্ণবাচারের আরম্ভই হয় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সজ্জনের সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন। কেন না, সাধুগণ নিরপেক্ষ, তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া প্রিয় বাক্য বলিবার জন্য ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা উক্তিদ্বারা শ্রোতার বিষয়াসক্তিরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া সুচিকিৎসকের ন্যায় পরিণাম-মঙ্গলকর আপাত ক্লেশ প্রদানে বিমুখ নহেন। সাধু কাহারও মনের মত কথা বলিয়া প্রীতিভাজন হইবার যত্ন করেন না। কপট সমন্বয়বাদিরূপে উদারতার প্রশংসা-প্রাপ্তি তাঁহার উচ্চাভিলাষ বলিয়া মনে হয় না। তিনি জিজ্ঞাসু, অজিজ্ঞাসু—প্রত্যেককেই অমঙ্গলের পথ বর্জ্জন-পূর্ব্বক মঙ্গলের পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। ইহাতে লোকে তাঁহার সম্বন্ধে কি ধারণা করিবে, না করিবে, তিনি তাহার অপেক্ষা রাখেন না। এরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত যিনি ধাম-সেবা করেন, তাঁহারই যথার্থ ধাম-সেবা হয়, নচেৎ সকলই বিড়ম্বনা।

ধামসেবীর আকারে অনেক অবান্তর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কপটী ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বীয় ভক্তাগ্রণীদিগের সাহায্যে গুপ্ত শ্রীবৃন্দাবন-ধামকে প্রকাশিত করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অনুবর্ত্তনে তদীয় পার্ষদচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবৎপ্রেরণায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থলীগুলি প্রকাশ করিয়া আধুনিক যুগে শ্রীধামসেবার আদর্শ স্থাপনপূর্ব্বক মানববৃন্দের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া সকলের বরেণ্য হইয়াছেন।

শ্রীধাম অপ্রাকৃত বস্তু। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর"। প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত গ্রাম, নগর, দেশাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। যতদিন ইন্দ্রিয়দ্বারে ভোগবুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন অপ্রাকৃততত্ত্ব শ্রীনবদ্বীপ-বৃন্দাবনাদি ধামের উপলব্ধি হইবে না। নিজচক্ষুতে মায়াজালের আবরণ থাকায় যাহা কিছু দেখা যায়, সবই যেন জালে ঢাকা থাকে। আমরা ধাম দেখি না, মায়ার জাল দেখিয়া তাহাকে ধাম মনে করি, শ্রীধাম ও ভৌগোলিক স্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। তাই মনে হয়, ভোগদ্বার ইন্দ্রিয়-সহযোগে স্থানের জ্ঞান যেরূপ উপলব্ধি হয়, চক্ষু, কর্ণ বা মনের সাহায্যে ধামেরও সেইরূপ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু এরূপ ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। যাঁহারা যথার্থ ভগবদ্ভক্ত, মহীয়ান্ সাধু, তাঁহাদের যদি কৃপা হয়, তবে শ্রীধাম নিজে দর্শন দিলে জীব শ্রীধামদর্শনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, নচেৎ নহে। এস্থলে উপনিষদের "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—এই উক্তি পরমাত্ম-তত্ত্বাভিন্ন শ্রীধাম-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যাঁহাকে শ্রীধাম নিজে কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন, তিনিই দেখিবেন, অন্যে নহে।

শ্রীগৌরানুজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবৎ-প্রেরণায় শ্রীধামদর্শনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ও তাঁহার অনুগমনে শুদ্ধভক্তগণ অবরোহমার্গ আশ্রয় করিয়া শ্রীধামের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন। সাহিত্যিকের চক্ষু, প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণা, ঐতিহাসিকের প্রযত্ন, ভৌগোলিকের বিচার—এ সমস্তই শ্রীধাম-দর্শনে পরাঙ্মুখ। তাহা হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবোচিত জীবে দয়া-প্রবৃত্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, রাজসরকারের কাগজপত্র ও মানচিত্র-দর্শনে সুযোগ ও যোগ্যতা, প্রত্নতত্ত্বের বিচার প্রভৃতি আরোহমার্গের অস্ত্রশস্ত্রও প্রয়োগ দ্বারা তদবলম্বী জনগণের নিকটও শ্রীধামতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা একমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, সাধারণ লুপ্তস্থান উদ্ধারের জন্যও তাঁহার যথেষ্ট [illegible] ছিল, বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায়, অন্তর্দৃষ্টি—এ সকলই তাঁহার অলৌকিক পরিমাণে ছিল, অথচ সেগুলি তাঁহার অবলম্বন ছিল না, তাঁহার অবলম্বন-ভক্তের অবলম্বন, "যমেবৈষ বৃণুতে" অনুসারে ভগবদনুগত্যই তাঁহার অবলম্বন ছিল। তাঁহার যে-সকল জাগতিক মনীষা [illegible] দেখা যাইত, সেগুলিকে [illegible] অপ্রাকৃত অনুভূতিময় ভক্তচক্ষুর অনুগত করিয়া শ্রীধাম-দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। [illegible] মনীষা কেবল [illegible] পাটব ও [illegible]

উদ্ঘাটনে তিনি ভগবৎপ্রেরণাক্রমেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি পার্থিব উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের নিমিত্ত শ্রীধাম-সেবার ভাণ করেন নাই।

অক্ষজ দৃষ্টিবলে শ্রীভগবানের তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধাম-দর্শন হয় না। ঐরূপ দৃষ্টিতে কাঠ, পাথর, গাছ, মাটি, স্ত্রীলোক, পুরুষ, মানুষ, গরু প্রভৃতি দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু জীবের যখন নিষ্কিঞ্চন সেবাদিষ্ট সাধুগণের কৃপায় ও ভগবৎকৃপায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর হইয়া সেবাবৃত্তি ফুটিয়া উঠে, তখন জীব সেবোন্মুখ নেত্রে শ্রীধামের অপ্রাকৃতত্ব ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন সেবোন্মুখ নেত্রে জীব এইরূপ দর্শন করেন,—

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল-ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক-শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনু-সম।
উপর্য্যধো-ব্যাপি আছে, নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তা'র কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তা'র, নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তা'রে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তা'র স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপগোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥

সুতরাং একমাত্র সেবোন্মুখ হরিজনই শ্রীধাম দর্শন করিতে পারেন। অপরে ঐ সকল হরিজনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যোগ্যতা লাভ করিলে শ্রীধাম দর্শন-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ভক্তকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদীয় "শ্রীনবদ্বীপভাব-তরঙ্গ"-গ্রন্থের প্রথমে লিখিয়াছেন,—

"যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময় বিশেষ সুধা করে আস্বাদন॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র জড় ব'লে তা'রে নিন্দে বারে বারে॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত-কৃপা যোগ্যতাকারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন॥
জ্ঞান কর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়॥
জড় জ্ঞান জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেইক্ষণ।
জীব-চক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন॥

একমাত্র নিষ্কিঞ্চন হরিজনের নিষ্কপট আনুগত্যেই শ্রীধামের শোভা সন্দর্শন ও শ্রীধামবাস সম্ভব। নিষ্কিঞ্চন হরিজনের নিষ্কপট আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধাম-দর্শনের বা শ্রীধাম বাসের প্রয়াস মক্ষিকার কাচভাজনাবৃত মধু হইতে মধুগ্রহণের চেষ্টার ন্যায় অথবা রাবণের সীতাহরণের চেষ্টার ন্যায় বৃথা প্রয়াসমাত্র। শ্রীধাম ঐসকল জড় লোকগণের নিকট তাঁহার স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া রাখেন।

অধোক্ষজসেবা

——::•::——

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বৈদিক অনুষ্ঠান বা শ্রুতিপথ অবলম্বন করিয়া যদিও ভগবৎসেবায় উন্মুখতা লাভ করেন, তথাপি ভগবদ্বিস্মৃতিক্রমে আম্নায়বাদী হইয়াও তাঁহাদের অধঃপতন ঘটে। শ্রৌতপথে অধোক্ষজসেবাই পরম মুখ্য। যাঁহারা অধোক্ষজসেবাবঞ্চিত হইয়া আপনাদিগকে গুর্ব্বভিমানে শ্রৌত বলিয়া পরিচয় দিয়াও হরিভজনে উদাসীন হন, তাঁহারা এই অনিত্য সংসারে আপনাদিগকে অন্যের প্রকৃতি-ভোক্তা প্রাকৃত জানিয়া মূঢ়তা লাভ করেন। যদিও শ্রৌতজন্মে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবা-সৌভাগ্য তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তথাপি সেবা-বৈমুখ্য তাঁহাদিগকে শ্রুতিপথ হইতে বিপথে লইয়া যায়। তখন তাঁহারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবগণের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করেন। দেবগণই তাঁহাদের সেবাধর্ম্মে উন্নতির বিঘ্ন ও ব্যাঘাত উৎপাদন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোক ও শ্রীচরিতামৃত কথিত সনাতন-শিক্ষায় শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্য আলোচ্য,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে শ্রৌতপথ অপেক্ষা প্রাধান্য দিতে গিয়া এই বিপৎপাত আবাহন করে, কিন্তু যাঁহারা তর্কপথ পরিহার করিয়া কেবল শ্রৌতপথে বিচরণ করিবার মানস করেন, তাঁহারা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন। যথা—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

[প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সেই তত্ত্ব-বস্তু অবগত হও। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন।]

শাস্ত্রাধ্যয়নার্থ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর নিকট সর্ব্বতোভাবে গমন করিতে হইবে। তথা হইতে ফিরিয়া লঘুকে পুনরায় গুরু-জ্ঞান করিতে হইবে না, যেহেতু সদ্গুরুই শ্রেয়ঃ-পথের উপদেষ্টা। লঘুতে গুরুবুদ্ধি হইলে সেবা-বিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী এজন্য বিষ্ণুভক্তি-বর্জ্জিত মায়াবাদীকে গুরুর আসন প্রদেয় নহে। তাদৃশ দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিলেই জীবের সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে উচ্চাধিকার পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। আর অহংগ্রহোপাসনা ও ফলভোগস্পৃহা-দ্বারা চালিত হইলে প্রাকৃত 'অহং, মম'-ভাবযুক্ত নামাপরাধ প্রবল হইয়া ভগবৎ-সেবোন্মুখভাব পরিবর্ত্তে জড়জগতে প্রভুত্ব করিবার প্রয়াস হইয়া থাকে। উহা আত্মবিস্মৃতি-জনিত মূঢ়তামাত্র। এজন্যই ভক্তিপথের পথিকগণ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, কর্ম্মজ্ঞানাদি আবরণশূন্য কৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলিয়া থাকেন। উহাই আত্ম-ধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম।

বাস্তবসত্যে শরণাগতির অভাব-প্রযুক্ত যে-সকল বদ্ধজীব ত্রিবিধ অহংকারের কোন একটী অবলম্বন করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করা যাইতে পারে না। নিত্যলীলাময়ের নিত্য-সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত নির্ম্মল আত্মা প্রাপঞ্চিক কর্ত্তৃত্বাভিমানীর ন্যায় মূঢ় নহে। কর্ম্মকাণ্ডই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য এবং শ্রৌতসূত্র-কথিত নশ্বর অনুষ্ঠানসমূহ যে ফল প্রসব করে, সেই ফলই হরিসেবা—এরূপ মোহ উপস্থিত হইলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এতৎপ্রসঙ্গে 'শ্রীউপদেশামৃতে'র এই শ্লোকটী আলোচ্য,—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ-
স্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

জগতে যতপ্রকার সাধক আছে, সর্ব্ব-অপেক্ষা রাধাকুণ্ড তটবাসী ভজনকারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রিয়, তাহা এই শ্লোকে দেখাইতে-ছেন। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধান-কারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তমধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপী মধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং যাঁহার পরমসুকৃতি থাকে, তিনি অবশ্য শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন করিবেন।

বাস্তবসত্য পরমেশ্বর-বস্তু অপরিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয়'-নামক বৃত্তিটি অন্যাশ্রয়-প্রতীতিতে সেবোন্মুখতা রহিত জনগণের চিত্তে উদিত হয়। অকুতোভয় ভগবৎপাদপদ্মসেবনে কোন প্রকার ভীতির কারণ নাই। যাহারা ভগবৎসেবাবিমুখ হইয়া অনিত্য ভোগ পিপাসায় রত, তাহাদের চাঞ্চল্য নিত্যত্বের ব্যাঘাত করে। দেহ, গেহ, কুটুম্ব প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া যে নশ্বর ভোগপ্রবৃত্তি বদ্ধজীবকে উদ্বেগ প্রদান করে, কৃষ্ণানুশীলনে ঐ-সকল অমঙ্গল সর্ব্বতো-ভাবে বিনষ্ট হয়। একমাত্র সেবোন্মুখ চিন্ময় আনুকূল্যময় অনুশীলনদ্বারাই জীব অধোক্ষজবস্তুর দর্শন ও সেবা লাভ করিয়া থাকেন

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

ভক্তি বলিয়া সংসারে ভোগি ও ত্যাগি-সম্প্রদায় যে পথের ধারণা করেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্তি নহে; তাহা অভক্তি-সংজ্ঞালাভের যোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি কাহাকে বলে, তাহা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন—শাস্ত্রের বচন উল্লেখ করিয়া ভক্তি ও অভক্তির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি, তাহা বিশেষভাবে বর্ণন করিয়া-ছেন। কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত মায়ামোহিত জীব কর্ম্ম ও নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের পথকেই ভক্তি বলিয়া চালাইতে চায়। তাহারা ভক্তিশাস্ত্রের পরিভাষার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারিয়া ভক্তি-পথকে কর্ম্মপথের অন্যতম বলিয়া বসে, আবার কেহ বা ভক্তিকে নির্ব্বিশেষবাদের পূর্ব্বাঙ্গ মনে করিয়া আপনাদিগকে অজ্ঞানা-বস্থায় ভক্তমাত্র মনে করে। মোট কথা, কর্ম্ম ও জ্ঞান ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

———

অর্থাভাবক্লিষ্ট দেবল, মন্ত্রজীবী, ভাগবত-পাঠক, শৌক্রাভিজাত্যপর লুব্ধ ব্যক্তিসকল নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে পরোপকারের নামে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজ উদরাদি-ভরণরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণকেই জন্মের সার্থকতা বুঝে। কেহ বা অর্থবিনিময়ে ইন্দ্রিয়-তর্পণাদির লালসায় ভক্তি প্রচার-কার্য্যে ভক্তের সহায়তা করিব, মনে করে; কিন্তু বিধির কঠিন নিয়তিবলে তাহারা অন্যাভিলাষিতাকে ভক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া বসে—বহির্জ্জগতে মর্কট বা শুষ্ক-বৈরাগ্য একটি অলৌকিক জিনিষ জানিয়া তাহাদের মধ্যে মর্কটবৈরাগ্য ও বিরক্ত-বেষের আদর বাড়িয়া যায়। বিমুখ জগতের বাহ্যরস নির্ব্বোধ জীবকে ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে দেয় না।

অনাদিবহির্ম্মুখ জীবকে কৃষ্ণভজন-শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং শ্রীগৌরকৃষ্ণই তাঁহার দ্বিতীয়-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবলদেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতের জীবকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিয়া থাকেন। শ্রীবলদেব—সন্ধিনী-বিগ্রহ। তিনিই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের তদ্রূপ-বৈভব প্রকাশ করেন, আবার স্বয়ং প্রাভব-প্রকাশরূপে সেবা গ্রহণ করেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও রাসাদিক্রীড়ার নায়ক। কৃষ্ণলোকে তিনিই মূল-সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণলীলার সহায়। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। সেই মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তিক্রমে পরব্যোমস্থ সমস্ত শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ। তাঁহারই অংশ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা ও মহত্তের স্রষ্টা এবং তাঁহার অংশ গর্ভোদকশায়ী পুরুষাবতার। তিনি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ। তাঁহারই অংশে বিরাট্ কল্পনা করা হইয়াছে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

তাঁহার অংশ পয়োব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু তৃতীয় পুরুষাবতার। তিনি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা; প্রত্যেক রেণু, ত্রসরেণু প্রভৃতিতে তিনি পরমাত্মরূপে বিরাজিত। 'দ্বা সুপর্ণা'-শ্রুতিমন্ত্র তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহারই অংশ শেষরূপে অনন্তশয্যাতে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র বদন, তিনি পদ্মযোনি ব্রহ্মার পিতা। পঞ্চাশৎ কোটি যোজনবিস্তৃত পৃথিবী তাঁহার সহস্রফণার একটি ফণায় সর্ষপাকারে বিরাজমান। তিনি অনন্তকাল সহস্রবদনে কৃষ্ণগুণ গান করিয়াও কৃষ্ণের গুণের অন্ত পান না। সনকাদি ঋষিগণ তাঁহারই শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণ করেন। তিনিই ছত্র, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—এই দশবিধ মূর্তিতে কৃষ্ণের সেবা করেন। সেই শ্রীবলদেব-অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা-ব্যতীত আমরা কৃষ্ণসেবায় অধিকার পাইতে পারিব না। "হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।"

'পর'-অর্থে—শ্রেষ্ঠ এবং 'পর'-অর্থে—আমি ছাড়া অন্য জীব। পরোপকারের আদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে দেখাইয়াছেন—তিনি দক্ষিণদেশে দ্বারে দ্বারে যাইয়া সেবা-বিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ করিয়া যথার্থ পরোপকার করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া উত্তর-পশ্চিম-ভারতবাসীর পরোপকার সাধন করিয়াছেন, আবার শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেও শ্রীগৌড়দেশে প্রেরণ করিয়া 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও বিষহরির পূজায় রত' এবং ক্ষুদ্র সামাজিক উন্নতি ও অবনতির চিন্তায় ব্যস্ত ব্যক্তিগণের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী শ্রবণে মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রের ন্যায় বিষয়িগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শাস্ত্রের বৃথা আস্ফালন ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিসকল অষ্টাঙ্গ-যোগাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন, কত কত 'পয়ঃপানকারী' তপস্বী কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত-নিয়মাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় অদ্বিতীয় বা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বাদি-সকল "বেদান্ত-বাক্যেষু সদা রমন্তঃ। কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥" প্রভৃতি বাক্য-প্রতিপাদ্য জ্ঞান-গরিমা পরিত্যাগ-পূর্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে অনুরাগ-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু। তিনিই পরমেশ্বর। তিনি সর্বাদি ও সর্বকারণের কারণ। তিনি সর্বজীবের প্রভু, ব্রহ্মা-শিবাদি গুণাবতারের প্রভু, নৈমিত্তিকাবতারগণের প্রভু, ত্রিবিধ পুরুষাবতারের প্রভু, বলদেবের প্রভু। ভগবৎ-পর্য্যায়েও তিনি পরতত্ত্ব। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। তিনি অদ্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীগৌর-সুন্দর সেই অদ্বয়জ্ঞান মাধুর্য্য ঔদার্য্য শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবস্তু, সুতরাং পার্থিবজ্ঞানে 'জন্ম' বলিলে যাহা বুঝায়, তিনি তাহার অন্তর্গত নহেন। আরোহপন্থী অক্ষজবাদী তাঁহাকে ঐতিহাসিক পুরুষরূপে দর্শন করিতে যাইয়া বঞ্চিত হয়। উহা তাহাদের দুর্ভাগ্যের ফলমাত্র। পুঞ্জ-পুঞ্জ সুকৃতির দ্বারা তাহারা ঐরূপ যোগ্যতা লাভ করিয়াছে ও অনাদিকাল কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হইয়া অসুর-বুদ্ধিতে পরিচালিত হইতেছে। বদ্ধজীব যে কালে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হন, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। একমাত্র সেবোন্মুখ জীবই তাঁহার ভৌম-লীলা ও নিত্যলীলা উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন সেই জীবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদিত হন। তখন সেই সম্বন্ধজ্ঞান তত্ত্ব সম্বিদ্-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উদয়ে জীব আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি তখন কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কিছু করেন না। কৃষ্ণসেবাই যে তাঁহার ও জীবমাত্রের নিত্যধর্ম, তাহা তিনি তখন বুঝিতে পারিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত "যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ"—এই আদেশ প্রতিপালন করেন। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত 'পর-উপকার'।

শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতসাগর। তিনিই স্বয়ং রস। জীবকুল তাঁহারই সেবা লাভ করিলে পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারে। জগতে যাহা কিছু রসযুক্ত মনে হয়, তাহা সেই রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হেয় প্রতিফলন। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী রস বিশুদ্ধ ও চিন্ময়। ভগবানের সেবা করিয়া ভক্তের যে আনন্দ হয়, সেই অপ্রাকৃত পূর্ণানন্দের সহিত জগতের বিকৃত জড়ানন্দের তুলনা হইতে পারে না। যোগি-ঋষি-জ্ঞানিগণের মুগ্ধ কৈবল্যসুখ বা ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবানন্দ বা কৃষ্ণপ্রেমানন্দের নিকট অতি তুচ্ছ—

"পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যা'র নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণ-নামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক সম॥"
(চৈঃ চঃ)

এই জগতের প্রাকৃত বা জড়রস অপ্রাকৃত চিদ্রসেরই বিকৃত বা হেয় প্রতিফলন। কৃষ্ণসম্বন্ধি-রসে বিচিত্রতা বর্তমান। ঐ রসে নবনবায়মান মধুরতা বিরাজিত। ব্রহ্মানন্দ-রসে বিচিত্রতা নাই, সুতরাং ঐ আনন্দ অপূর্ণ।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীকৃষ্ণে পরম পরিপূর্ণতা বিরাজিত। শ্রীসঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নাদি এবং প্রকাশ বিগ্রহ শ্রীবলদেব হইতে প্রকটিত সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রে অবস্থিত। মায়াও কৃষ্ণে অবস্থিত। তবে অসুরমোহনার্থ শাক্যসিংহ 'ভগবান্ও প্রকৃতিতে অবস্থিত' বলিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বা ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'-গ্রন্থে লিখিত 'প্রকৃতি লয়' প্রভৃতি কথা সুদার্শনিকের মতবাদ। মায়া পূর্ণপুরুষত্বের হানি করিতে পারে না, কিন্তু মায়া বলিতে পূর্ণপুরুষকে লক্ষ্য করা হয় না। পূর্ণপুরুষ কখনও জীবকে সম্মোহন করেন না। মায়া তাঁহার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণা-বৃত্তিদ্বয়দ্বারা জীবকে আচ্ছন্ন করেন। পূর্ণ-পুরুষ সর্বদা প্রসাদ প্রদানার্থ প্রস্তুত, কিন্তু যাহারা পূর্ণপুরুষের নিষ্কপট প্রসাদগ্রহণে অনিচ্ছুক, মায়া তাহাদিগকে অভিভূত করিতেছেন।

নিত্যকৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান উদিত হয়। জীব তখন 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলিয়া গিয়া স্থূল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়ার দাস্য করিতে ধাবিত হয়। জীব স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজকে অবৈষ্ণব অর্থাৎ 'আমি বিষ্ণুদাস বা কৃষ্ণদাস নাহি'—এইরূপ বুদ্ধি করিবার যোগ্যতা-যুক্ত।

হৃদয়ের গুপ্ত সিদ্ধভাবকে উন্মুখ হৃদ্বৃত্তি-দ্বারা সাধন করিয়া সিদ্ধভাবে পরিস্ফুটিত করিতে হয়। জাতরতি ব্যক্তি পাঁচপ্রকার রত্যাবিষ্ট হইয়া স্বারসিকী রতির দ্বারা বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-অর্থ-কামাদি লাভের জন্য যে ঈশ্বরারাধনার অভিনয়, তাহা কৃষ্ণসেবা নহে। অর্থকামী ব্যক্তি গণেশের সেবা, ধর্মকামী ব্যক্তি সূর্য্যের উপাসনা, কামকামী ব্যক্তি শক্তির উপাসনা এবং মোক্ষকামী ব্যক্তি শিবোপাসনা করিয়া থাকেন। দেবগণকে ভৃত্যাধিক করিয়া তাঁহাদের দ্বারা সেবা করাইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই পঞ্চোপাসনার উৎপত্তি, কিন্তু কৃষ্ণ সেবা তাদৃশ নহে। কৃষ্ণসেবা অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা—শুদ্ধচেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নিত্যা, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা সেবা। শ্রীকৃষ্ণসেবা অপ্রাকৃত দেহের কার্য্য।

বহু পূর্বে জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে। কোন কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও এইরূপ কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের অনেক মনীষী যখন সমস্ত লোকের বিশ্বাস ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সত্য প্রচার করিলেন যে, 'সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে', তখন এইরূপ জনসাধারণের মতবিরোধী সত্যকথা প্রচারের ফলে তাঁহাকে জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সত্যকথা প্রকাশিত হইবার পূর্বে অনেক সময় 'অসত্য' বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সত্যকথা প্রকাশিত হইবার পরেও 'জনপ্রিয়তার জন্য অসত্যই গ্রহণ করিব'—এইরূপ বিচার নীতি-বিগর্হিত।

মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তগণ প্রভৃতির শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়াছেন, ভগবৎপ্রসাদ হউক, আর না-ই হউক, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন,—'দম্ভোর এতাদৃশ শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার ভোগোন্মুখ মনের বিচার।' শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় জলপানকারী ব্রহ্মচারী, ভক্তপ্রবর শ্রীধর প্রভৃতির 'রি এ আমার' উক্ত বাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাই।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-নামক বৈষ্ণবস্মৃতি-নিবন্ধ-গ্রন্থের সহিত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিনিবন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এক জনের বিচার সম্মত বিধি, আর একজনের দণ্ডাবধি। একজন বলেন,—'ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বর-সেবার অনুকূল বস্তু গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য সর্বদা বিষ্ণুর স্মরণই 'বিধি', বিষ্ণুর বিস্মরণই 'নিষেধ', বিষ্ণুর স্মৃতির প্রতিকূল কর্ত্তব্যগুলি দেশ, সমাজ বা সংসারের কার্য্যনির্বাহের অনুকূল হইলেও উহা নিষেধ।' আর একজন বলেন,—'ঈশ্বর কেহ মানুক, আর নাই মানুক, দেশজ-পদ্ধতি মানিয়া চলাই বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার।' 'vox populi vox dei'—এই ভাবে সাংসারিক কার্য্য নির্বাহের সুবিধা হইলেও তাহাতে সত্যের অপলাপ হইতে পারে। 'অনেকগুলি লোক বিচারে ভুল করিয়াছে বলিয়া সকলেই তাহা গ্রহণ করিব'—এইরূপ ন্যায় মনোধর্ম্মিসমাজে আদরণীয় বা প্রচলিত থাকিলেও উহা আত্মবঞ্চনার প্রকারভেদ মাত্র।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ, রাজ-যোগ প্রভৃতি অষ্টাঙ্গযোগ। উহা অপ্রাকৃত, অহৈতুকী শুদ্ধ-সেবা নহে। চতুর্বর্গ ব্যতীত ... চতুর্বর্গ-ব্যতীত ... অন্যাভিলাষশূন্য ব্যতীত জীবের আর কোন বস্তু ... যখন জীবের ... হয় তখনই তিনি শ্রীগৌর-সুন্দরের ... শ্রীগৌরসুন্দরের পূর্ণপুরুষের দর্শন করিতে পারেন। পূর্ণ-পুরুষ সম্বন্ধে তাহার পূর্ণ বিশ্বাস, তিনি স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবদেবীর পূজা করেন না। তিনি "নিত্য ..." ... একমাত্র শ্রীভাগবতীয় বাক্যটির ... করেন। ... ... ব্যবহার ... হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥:•:॥-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে		।৵•	।৵•	
" " ইঞ্চি		১॥•	১॥•	১৲
" " সিকি কলম		৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥• টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥• মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥• আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

স্যার আলফ্রেড, ওয়াট্‌সনের বিবৃতি

স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন (ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক) "গ্রেট-বৃটেন এণ্ড দি ইষ্ট" নামক একখানি সাময়িক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—ভারতবর্ষ এখন জানিতে পারিয়াছে যে, সে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে ; কারণ যুদ্ধ তাহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, আগামীকল্য অথবা আগামী সপ্তাহে জাপানী বোমারু বিমান কলিকাতার উপর আবির্ভূত হইতে পারে এবং বঙ্গোপসাগরে আসিয়া আক্রমণকারী জাপানী বিমান জাহাজ ধ্বংস করিতে পারে। জাপানের বিস্তৃতি-সাধনের পরিকল্পনায় জাপানীরা ভারতবর্ষকে যে একটি লাভের জিনিষ বলিয়া বিবেচনা করে—এই কথা জাপানের অগ্রগামী দেশপ্রেমিকেরা কখনও গোপন করে নাই। এই কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের প্রবেশপথ-সম্বন্ধে জাপানের সামরিক কর্ত্তারা যে সমস্ত বিষয় জানিতে চাহেন, সেই সমস্ত বিষয়ই টোকিওতে বেশ ভাল করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। পূর্ব্বে সামরিক কর্ত্তারা সামান্ত রক্ষার জন্য পাহাড়-পর্ব্বত এবং জলাভূমির উপর নির্ভর করিতেন। বর্ত্তমান যুগের বিমান যুদ্ধে ইহাদের আর কোনও অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। এখন যে কোনও সময়ে জাপানী বিমানসমূহ ভারতবর্ষের সহরগুলির উপর উড়িয়া আসিতে পারে, অথচ এই সময়ে রাজনীতিবিদ্‌গণ নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করিতেছেন এবং ইংলণ্ডে সদিচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সমস্যার সমাধানকল্পে নূতন পথ উদ্ভাবনের জন্য চীৎকার করিতেছেন। যাঁহারা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান নিরাপত্তা এবং ভাবী স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা রাজনীতিবিদ্ নহেন, তাঁহারা হইতেছেন জেনারেল ওয়াভেল, ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট সৈন্যদল এবং সমরসম্ভার উৎপাদনে নিযুক্ত কর্ম্মিগণ। রাজনীতিবিদ্‌গণের বাধাদানের লজ্জাজনক কাহিনী যখন সকলে ভুলিয়া যাইবে, তখন ইহাদের কথা সকলের মনে পড়িবে।"

ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার বন্যা

গত ৫ই জানুয়ারী কলিকাতায় ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রথম সচিব স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের সভাপতিত্বে বাঙ্গলা ও আসাম গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ, স্বাধীন ভুটান রাজ্যের এবং ভারতীয় করদ রাজ্য ত্রিপুরা, মণিপুর কুচবিহার ও সিকিমের প্রতিনিধিগণের এক সম্মিলিত বৈঠকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও মেঘনা নদীর জন্য একটি 'নদী কমিশন' নিযুক্ত করার প্রস্তাবটি আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীতে বন্যার দরুণ যে ভয়াবহ ধ্বংসকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা নিবারণকল্পে অথবা অন্ততঃ তাহার প্রকোপ হ্রাসকল্পে এবং এই দুইটি নদী ও উহাদের অববাহিকা নদীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে যে সব মতবিরোধ দেখা দেয় সেইগুলির মীমাংসার উদ্দেশ্য লইয়া উপরোক্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থানের তাপের হিসাব

গত ৩০শে ডিসেম্বর সকাল ৮টা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর সকাল ৮টা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন তাপ কত ডিগ্রী ছিল, তৎসম্পর্কে আলীপুর আবহাওয়া অফিস হইতে প্রদত্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	সর্ব্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন
কলিকাতা (আলিপুর)	৮৪	৬৪
দার্জ্জিলিং	৪৭	৩৪
শিলং	৫৯	৪০
পাটনা	৭৮	৫৫
রাঁচী	৮০	৫৬
কটক	৮৬	৬১
লক্ষ্ণৌ	৭৯	৪৭
নয়াদিল্লী	৭৬	৪৮
নাগপুর	৮৭	৬১
পাঁচমারী	৭৬	৪৬
ভিজাগাপট্টম	৮০	৬৪
মাদ্রাজ	৮৩	৬৪

মধ্যপ্রদেশে খনি-শ্রমিকদের মাগগী ভাতা

গত ৩০শে ডিসেম্বর ছিন্দোয়ারা জিলায় কয়লার খনির মালিকগণ গত ১লা জানুয়ারী হইতে প্রায় ৪০,০০০ খনির শ্রমিকদিগকে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে মাগগীভাতা দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

নিউটন চিকলী কোলিয়ারীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার আগামী ১লা এপ্রিল হইতে শতকরা আরো ৫৲ টাকা হারে মজুরী বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশ খনি শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ আর এস রুইকর এক বিবৃতিতে খনির মালিকদের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে তাঁহারা মাগগী ভাতার হার আরও বাড়াইয়া দিবেন, কারণ জীবন ধারণের ব্যয় আরও বাড়িয়া যাইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅমীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৫ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৩শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৭ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার { ২১৬৩তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ মাধব, স্বাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীনাম-গ্রহণ

——::•::——

যাঁহারা শুদ্ধনামতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করেন নাই—যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির অমন্দোদয়া দয়া, ভক্তিবিনোদ দয়ার ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন নাই অর্থাৎ যাঁহারা 'নাম' 'নামাপরাধ' ও 'নামাভাসের' সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার সেবোন্মুখ কর্ণে গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের নাম সম্বন্ধে মনোধর্ম্মপর ধারণা—"'যেন তেন প্রকারেণ'—হেলায়ই হউক বা শ্রদ্ধায়ই হউক—সকামভাবেই হউক, আর নিষ্কামভাবেই হউক, ভগবানের নাম করিলে শ্রেয়ঃ লাভ হয়, যেমন-তেমন করিয়া নাম করিতে করিতে নিষ্ঠা হয়,—বাল্মীকি তাহার প্রমাণ।" এই প্রকার বিচার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শুদ্ধনামৈকপরায়ণ সাধুগণের শ্রীমুখবিগলিত বাণীতে জানা যায়,—

'যেমন-তেমন করিয়া' বা 'হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম-গ্রহণ'-অর্থে যদি অপরাধ করিয়া বা অপরাধই করিতে থাকিব - অপরাধই রক্ষা করিব—এইরূপ কপটতার সহিত নামগ্রহণ (?) বুঝায়, তাহা হইলে সেইরূপ কোটিজন্ম নাম-গ্রহণের অভিনয়েও অর্থাৎ অপরাধ করিতে করিতে কখনও অপরাধমুক্ত শ্রীনামের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সকামভাবে নাম-গ্রহণ—'নামগ্রহণ'-পদবাচ্য হইতে পারে না, উহা 'নামাপরাধ' মাত্র।

অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভু—স্বয়ং কৃষ্ণ বস্তু। তিনি কখনও জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ যিনি করিতে প্রস্তুত হন অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ হন, তাঁহার জিহ্বাগ্রে শ্রীনামপ্রভু নৃত্য করেন। কলেবরা চিকিৎসা করাইয়া লইবার জন্য নামগ্রহণ (?), মোকদ্দমা জয় করাইয়া লইবার জন্য নামের (?) আশ্রয়, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষ পিপাসার ভৃত্যাগিরি করাইবার জন্য নামগ্রহণ (?) অর্থাৎ যাহাকে 'সকামভাবে নামগ্রহণ' বলা হইয়াছে, তাহা নামাপরাধমাত্র। নামাপরাধের ফল—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামের অতৃপ্তি। যাঁহারা ধর্ম্মার্থকামকেই তাঁহাদের পুরুষার্থ বিবেচনা করেন, সেইরূপ বিদ্ধসম্প্রদায় তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির সাধক জানিয়া নামাপরাধকেই নাম বলিয়া মনে করেন। মনোধর্ম্মিগণের সেইরূপ 'মনে করা' ব্যাপার বাস্তবতা নহে অর্থাৎ তাহা 'নাম' নহে। এই 'নামাপরাধ' ও 'নামে' বিবর্ত্ত-বুদ্ধি—হৈতুক, অন্যাভিলাষি সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

'নিষ্ঠা' শব্দ—সুদৃঢ়বিশ্বাসমূলে নৈরন্তর্য্য। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ়বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রীনামই—শ্রীনামী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনাম-সাধনেই সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়, শ্রীনাম ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-যজ্ঞাদি বা কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদি সাধনের অপেক্ষা করে না—এইরূপ অহৈতুক সেবোন্মুখী পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধির সহিত নিরন্তর শ্রীনাম-তত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিলে আমাদের মঙ্গল লাভ হইবে। আর 'যেন তেন প্রকারেণ' বাক্যের ছল প্রদর্শন করিয়া নামাপরাধই করিতে থাকিব - এইরূপ কপট থাকিলে কখনই 'নাম' হইবে না। 'হেলায় নাম-গ্রহণ'—নামাভাস। মতলব করিয়া বা কপট করিয়া কিংবা 'হেলায় নামগ্রহণেও মঙ্গল হয়'—এই শাস্ত্রবাক্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া যদি আমরা নামের প্রতি কেবল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেলাই প্রদর্শন করিতে থাকি, তাহা হইলে 'নাম-বলে পাপবুদ্ধি' রূপ অপরাধ আসিয়া আমাদিগকে নামাভাস হইতেও পাতিত করিবে এবং নামাপরাধে লিপ্ত করাইয়া দিবে। 'হেলায় নাম গ্রহণে মঙ্গল হয়'—এই বাস্তব আকস্মিক প্রথা উল্লেখ করিয়া জীবের শ্রীনামের প্রতি রুচি উৎপাদন এবং শ্রীনাম সাধনের সর্ব্বোত্তমত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। আকস্মিক প্রথাকে আমাদের কপটতাময় অবৈধ সুযোগের মধ্যে আনয়ন করিয়া জড় ইন্দ্রিয়তর্পণের অধীন করিতে গেলে তাহা শ্রীনামপ্রভুর উপর 'পাটোয়ারী-বুদ্ধি' প্রয়োগ করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"মরা-মরা" উচ্চারণ করিতে করিতে বাল্মীকির মুখে 'রাম'-নামের স্ফুরণ-সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী কোন কোন ভাষা-রামায়ণকারের রচিত আধুনিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহা মহর্ষি বাল্মীকিকৃত প্রাচীন মূল সংস্কৃত রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাষা-কারগণ অনেকপ্রকার কিংবদন্তী এবং গল্প আহরণ ও সৃষ্টি করিয়া অতত্ত্বজ্ঞ সাধারণের মধ্যে ঐ সকল লোকবিচারানুকূল গল্পের প্রতি রুচি বর্দ্ধন করাইয়াছেন এবং উহা প্রবাদের মত, কোথায়ও বা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত প্রচারিত হইয়াছে।

'মরা'-শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে 'রাম'-নাম স্ফূর্ত্তির আধুনিক প্রসিদ্ধ উদাহরণটি নামতত্ত্ববিৎ আচার্য্যগণ কিন্তু কেহই উদ্ধার করেন নাই, বরং তাঁহারা 'হারাম' শব্দের উচ্চারণ প্রসঙ্গে নামাভাসের উদাহরণ, অজামিলের 'নারায়ণ'-নামোচ্চারণে সাঙ্কেত্য-নামাভাস প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

তত্ত্ব-ব্যবধান ত' দূরের কথা, বর্ণ ব্যবধান থাকিলেও নাম ফলের প্রতিবন্ধক হয়। 'মরা'-শব্দে ব্যবধান রহিয়াছে, কিন্তু 'হা-রাম'-শব্দে সেরূপ নাই।

নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস প্রভু বলিয়াছেন,—

'রাম' দুই অক্ষর, ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর সবের এই ত' স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতা লোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

[যাঁহার মুখে একটি হরিনাম উদিত, স্মরণপথগত বা শ্রোত্রমূলপ্রাপ্ত হয় তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, বা বর্ণযুক্ত অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিতই হউক অথবা খণ্ডোচ্চারিত হউক নাম-গ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করেন। হে বিপ্র,

নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ইত্যাদি পাষাণ খণ্ড অপরাধমধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধ নিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না।]

ব্যবহিত-রহিত শুদ্ধ বা অশুদ্ধবর্ণাত্মক নাম নিশ্চয়ই নামগ্রহণকারীকে উদ্ধার করেন যেমন শুদ্ধ উচ্চারণে কেহ 'কৃষ্ণ' বা অশুদ্ধ উচ্চারণে কেহ কেষ্ট', 'কিষ্ট', 'ক্রষ্ণ', 'কিষণ', 'কহ্নাই', 'কণ্হো', 'কানু','কান'—যাহাই উচ্চারণ করুন না কেন, ইহাদের মধ্যে বর্ণ-ব্যবধান না থাকায় নাম গ্রহণের ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু কেহ যদি 'ক্ষক', 'ষ্টকে', কিংবা, 'ক্লরাক্ষম','ইনকো', 'নাইকা', 'নাক', প্রভৃতি উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে বর্ণ-ব্যবধান হওয়ায় নাম-ফলের প্রতিবন্ধক হইবে। 'হা রাম'-শব্দ উচ্চারণে সেইপ্রকার প্রতিবন্ধক নাই। 'মরা মরা' উচ্চারণ করিতে করিতে 'রাম'-নামের ফল পাওয়া যাইবে না, তবে জিহ্বার জড়তা অপগত হইলে যখন সাঙ্কেত্যের সহিত রাম'-নাম জিহ্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া পড়িবে, তখন 'নামাভাস' সম্ভব। বাল্মীকির সম্বন্ধে কিংবদন্তীমূলক উদাহরণ গ্রহণ করিলেও যখন বাল্মীকির বর্ণ ব্যবধানরহিত 'রাম'-নাম জিহ্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই নামের দ্বারা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সংকেত হইয়াছিল, তখনই বাল্মীকির নামাভাস সম্ভব হইয়াছিল, নতুবা 'মরা'-শব্দ 'রাম'-নামের জনক—এরূপ বিচার প্রাকৃত-সহজিয়া-মত-পুষ্ট ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয়তঃ বাল্মীকি দেহ দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড প্রভৃতি ব্যবধানের সহিত 'রাম'-নাম গ্রহণ করেন নাই। তিনি পরম নির্বেদগ্রস্ত হইয়া এবং জগতের সকল বিচার পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে নিরন্তর সেবোন্মুখ জিহ্বায় 'রাম'-নাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুতরাং বাল্মীকি-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া যদি কেহ ভোগবুদ্ধি-সহকারে নামগ্রহণের কপট করেন অর্থাৎ 'নামাপরাধ' করিতে করিতেই নাম উদিত হয়—এরূপ প্রাকৃত সাহজিক বিচারে ধাবিত হন, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুও "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"-প্রতিজ্ঞানুসারে ঐরূপ কপটী বঞ্চনাকামী ব্যক্তির সহিত কপটতা করিবেন অর্থাৎ 'নামাপরাধ'কেই 'নাম' বলিয়া ধারণা করাইয়া অপরাধীকে বিবর্ত্ত-বুদ্ধিতে পরিচালিত করিবেন কিংবা নামাপরাধকে ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ প্রাকৃতফল বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামের অতৃপ্তিরূপ প্রাকৃত ফলের বিপর্য্যয় দ্বারা প্রতারণা করিবেন।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব

——::(•)::——

জীব যখন দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করত নিজে ফলভোগকামী হইয়া নানাবিধ কর্ম্মের আবাহন করে, তখন সে স্মার্ত্ত নামে অভিহিত হয়। যে-সকল জীব ভগবানে শরণাপন্ন নহেন বা সাধুজনে প্রপন্ন নহেন, কেবল-মাত্র নিজ-নিজ দৈহিক চেষ্টাতেই ব্যাপৃত, তাঁহাদিগকে শাসন করিবার জন্য স্মৃত্যুক্ত বিধানসমূহ রচিত হইয়াছে। যাহারা সর্ব্বদাই নিজ স্বার্থলাভের জন্য মিথ্যা-কথা, প্রবঞ্চনা, অসদাচার, পরদ্রব্যে লোভ, পরহিংসা প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিযুক্ত, তাহাদিগের ঐসকল কুপ্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিবার জন্য স্মৃতির কঠোর আদেশ। সুতরাং স্মৃত্যুক্ত কার্য্যসমূহ নিত্য নহে—নৈমিত্তিক মাত্র অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ভগবৎ-কার্য্যসমূহ নিত্য। কারণ, সেখানে কার্য্যের ফলভোক্তা শ্রীভগবান্। তাহা একমাত্র ভগবদুদ্দেশ্যেই কৃত হয় এবং পরেও নিত্যকাল কৃত হইবে। ভগবানে শরণাপন্ন বৈষ্ণবগণের নৈমিত্তিক কর্ম্মের আবাহন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্যে ভগবান্‌কেই একমাত্র সর্ব্বফল-ভোক্তা জানিয়া নিত্য ভগবদ্ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে বাহ্য দৃষ্টিতে অনেক সময় আকারগত ভেদ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যগত সম্পূর্ণ ভেদ রহিয়াছে। বৈষ্ণবের ব্যবহার—একান্ত পরমার্থের অনুকূল, আর স্মার্ত্তের ব্যবহার—অর্থের অনুগত। স্মার্ত্তের ব্যবহারে পরমার্থের ভাণ আছে বটে, কিন্তু তাহা অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কপটময়-আচরণমাত্র। বৈষ্ণবের ব্যবহারে অজ্ঞদৃষ্টিতে অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য লক্ষিত হইলেও তাহা কপটশূন্য কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতাৎপর্য্যময়ী চেষ্টা। বৈষ্ণবের সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, আচার-ব্যবহার, ব্রত, শরীর রক্ষা, বর্ণাশ্রম-বিধি, সমস্ত জীবন—কৃষ্ণসেবার অনুকূল, আর স্মার্ত্তের কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভিনয় ইত্যাদি বর্ণাশ্রমবিধি, সমস্ত জীবনের আচার-ব্যবহার—কৈতবযুক্ত ধর্ম্মার্থকামাদি ফললাভের উদ্দেশ্য-মূলক।

স্মার্ত্ত প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া যে দন্তধাবন, কেশসংস্কার, স্নান ইত্যাদি ক্রিয়া করেন, সে-সমস্তই তাঁহার কোন না কোন (স্থূল বা সূক্ষ্ম) ভোগের অনুকূল। স্মার্ত্তের শয়ন, গমন, আহার, দেহযাত্রানির্ব্বাহ, সংসার—সমস্তই তাঁহার ভোগের সাধক, কিন্তু পরমার্থি-বৈষ্ণবের ঐসমস্ত কার্য্যই হরিভজনের অনুকূল। বৈষ্ণব যে শৌচাদি কার্য্য করেন, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার করেন, দেহের মার্জ্জনভূষণ করেন, শয়ন, গমন, ভোজন করেন—তাহার মূলে একমাত্র উদ্দেশ্য—শ্রীভগবানের সেবা। হরিপ্রীতির জন্যই তাঁহার শরীর সুস্থ রাখিবার আবশ্যকতা, নতুবা তাঁহার বাঁচিবার কোন বাসনা নাই। হরিসেবার জন্যই তাঁহার শয়ন, ভোজন, পরিব্রজ্যাদির আবশ্যকতা, নতুবা তিনি আত্মভোগানুকূল বৃথা কার্য্যের জন্য গমনাগমন করিবার কোনও অভিলাষ রাখেন না। মোট কথা, যে কার্য্যে হরিসেবা বা হরিসেবার কোনপ্রকার আনুকূল্য হয় না, সেরূপ কোন কার্য্যের জন্য তাঁহার লেশমাত্রও উদ্যম নাই। তিনি হরিসেবানুকূল কার্য্য-ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য, এমন কি, নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সংরক্ষণ করেন না। মহাজনের ভাষায় বলিতে গেলে তাঁহার বিচার এইরূপ,—

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয় ॥
তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধি-জন-মুখ না হেরিব ॥
ভক্তিপ্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয়কার্য্যে নাহি করি রতি।
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥
গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি ॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্ম্মুখ নিজজনে জানি পর ॥
ভুক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ ॥
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা,—এ নিশ্চয় বাণী ॥

আবার হরিভক্তির অনুকূল-বিষয়ে তিনি বিচার করেন,—

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া ॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য-তুলসী ঘ্রাণ করিব গ্রহণ ॥
কর-দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা ॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষিজনে ক্রোধ দেখাইব ॥
এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি, আর সর্ব্বভাব।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব ॥
তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি' তাহা ধরি ॥

আর স্মার্ত্তের ব্যবহারিক কার্য্যের ত' কথাই নাই, যাহাকে তিনি 'পারমার্থিক' কার্য্য বলিয়া প্রচার করেন, তাহাও তাঁহার ভোগেরই অনুকূল হওয়ায় তাহা ভগবৎ-সেবার বিরোধী কার্য্য। স্মার্ত্তের সন্ধ্যা-বন্দনা, শাস্ত্র-পাঠ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রভৃতি পারমার্থিকতার ভাণযুক্ত কার্য্যগুলিও ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ ফলাভিসন্ধিযুক্ত কপট-ময়। স্মার্ত্তের কৃষ্ণার্পণ-চেষ্টার অভিনয় বা "উড়ো খই—গোবিন্দায় নমঃ"-চেষ্টার আবাহনও কপটতাযুক্ত আত্মভোগ-চেষ্টার-সন্ধান। স্মার্ত্ত সন্ধ্যা-বন্দনা করেন—ধর্ম্ম-প্রাপ্তির জন্য, শাস্ত্র পাঠ করেন—পুণ্যের জন্য, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন—অর্থাদিপ্রাপ্তির জন্য। কাজেই স্মার্ত্তের পারমার্থিক-কার্য্যও অর্থ-প্রাপ্তির চেষ্টামাত্র। আর বৈষ্ণব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, শাস্ত্র পাঠ করেন—কৃষ্ণপ্রীতির জন্য—কৃষ্ণসেবা-সুখ-সমৃদ্ধির জন্য। তিনি ধর্ম্মার্থ-কামবাঞ্ছাযুক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়াকে "সন্ধ্যা-বন্দনং ভদ্রমস্তু ভবতো ভোঃ স্নান তুভ্যং নমঃ" বলিয়া ঐ সকল কপটতাময়ী চেষ্টার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। বৈষ্ণব অর্থ-চেষ্টা করেন,—ভগবানের কথা প্রচার এবং ভগবদ্ভক্তের সেবার জন্য। যাহারা হরি-সেবাবিমুখ, সেই সকল দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজন-নামধারী ব্যক্তিগণকে 'ভগবজ্জন' বলিয়া তাঁহারা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন না—'কর্ত্তব্যে'র দোহাই দিয়া তাঁহারা বিমুখগণের সেবায় আত্মনিয়োগ ও আত্মভোগের আবাহন করেন না। যেসকল সুকৃতিবান্ ব্যক্তি সত্য সত্য নিষ্কপটে হরিসেবা করেন, তাঁহাদের জন্যই বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে সকলপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকেন—তাঁহাদের জন্যই অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। কাজেই স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে আন্তর-উদ্দেশ্য-গত আকাশ-পাতাল-ভেদ বর্ত্তমান। স্মার্ত্তের জীবন—হরিবিমুখতায় পুষ্ট, আর বৈষ্ণবের জীবন—হরিসেবায় সমৃদ্ধ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্ম্মে' লিখিয়াছেন,—কৃষ্ণে ভক্তিশূন্য ব্যক্তি বিষয়ী, স্ত্রী সঙ্গী (অর্থাৎ বিষয় ও স্ত্রীলোক-সঙ্গে আসক্তি যাহাদের), মায়াবাদ ও নাস্তিক্যদোষে দূষিত-হৃদয় এবং কর্ম্মজড়—এই চারিপ্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণবিমুখ, ইহাদের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে। ভাব উদিত হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে পর্য্যন্ত ভাবের উদয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। 'সঙ্গ'-শব্দে আসক্তি, কার্য্যগতিকে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যে সন্নিকর্ষ হয়, তাহাকে 'সঙ্গ' বলে না, অন্যের সন্নিকর্ষে স্পৃহা জন্মিলে সঙ্গ হয়। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জ্জনীয়। ভাবোদয়ে বহির্ম্মুখসঙ্গ-স্পৃহা কখনই জন্মে না। বৈধী ভক্তি-অধিকারীর পক্ষে সেরূপ দুঃসঙ্গ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করা চাই। বৃক্ষলতা যেরূপ মন্দ বায়ুতে ও বিশেষ উত্তাপে বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে সেইরূপ ভক্তিলতা শুষ্ক হইয়া পড়ে, সুতরাং স্মার্ত্ত প্রভৃতির সঙ্গ করা ভক্তের ভক্তিবৃদ্ধির হানিকারক বলিয়া তাঁহারা তাহা হইতে বিরত হন।

যত্তপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—:০:—

আরোপের দ্বারা বা অন্তশ্চিন্তিত কাল্পনিক মনোময় দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গোস্বামিপাদগণ বলেন নাই। আমরা যে আবহাওয়ায় আছি, তাহাতে লোককে বুঝান যায় না বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে "মনে মনে সিদ্ধ-দেহ করিয়া ভাবন। নিশিদিন চিন্তে রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥"—প্রভৃতি বাক্য বলা হইয়াছে। ইহ জগতের স্থূল ও লিঙ্গদেহের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা হয় না। যখন আমাদের অপ্রাকৃত দেহদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা হইতে থাকে, তখনই বাহ্যদেহে তাঁহার স্পন্দনক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার জন্য লুব্ধ হই, তখন আমাদের বাহিরের দেহও মায়ার পূজা না করিয়া সদা বৈকুণ্ঠনামগ্রহণে উৎকণ্ঠিত হয়। তখন—"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্প-পটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে। বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে যৎ-কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥" (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত), তখন "বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ। প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥" (শ্রীভাঃ ১০।৩৫।৫) —অর্থাৎ পুষ্পফলাঢ্য বনলতা-বিটপসকল এবং ভারাবনত কৃষ্ণপ্রেমোৎফুল্লতনু বনস্পতি-রাজি আত্মগত শ্রীকৃষ্ণকে প্রকট করিয়া মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল,—"স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তা'র মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"—এইসব কথার মর্ম্ম উপলব্ধির বিষয় হয়।

এইরূপ মহাভাগবত মনে করেন,—'সকলেই বিষ্ণু উপাসনায় মত্ত, কেবল আমিই বিষ্ণু-বিমুখ, আমি প্রাণপ্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না।' যেমন শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়া-ছিলেন,—"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্। বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা বিভর্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥" - অর্থাৎ কৃষ্ণে আমার লেশমাত্রও প্রেমগন্ধ নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্য-তিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রানন-দর্শন বিনা আমার প্রাণপতঙ্গ-ধারণ বৃথা। "প্রেমের স্বভাব এই প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ॥"

শ্রীবল্লভাচার্য্য যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'আড়াইল'-গ্রামে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন শ্রীবল্লভভট্টের বিচার-প্রণালী দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় ভাব সংবরণ করিলেন—"ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল। দেশ-পাত্র দেখি' মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈল॥" আবার একদিন রায় রামানন্দের সহিত মিলনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমোল্লাস হইলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বিচারপ্রণালী দেখিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভু ভাব সম্বরণ করিয়াছিলেন,—"বিজাতীয় লোক দেখি' প্রভু কৈল সম্বরণ।" "আপন ভজন কথা না কহিব যথা তথা"—ইহাই আচার্য্যগণের আদেশ ও উপদেশ।

অত্যন্ত গুহ্যকথা রাই-কানুর রসগান যদি আমাদের মত লম্পট ব্যক্তি হাটে-বাজারে যা'র তা'র কাছে গান করেন বা বর্ণন করেন তবে কি উহার দ্বারা জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয় না? বাহ্যজগতের প্রতীতি প্রবল থাকিতে আমরা যে ভক্তি যাজন করিতেছি বলিয়া অভিমান করি, তাহা নিরর্থক। আমার কি লেশমাত্র ভগবানের জন্য অনুরাগ হইয়াছে? একবার নিষ্কপটে অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়। ইহাদ্বারা বলা হইতেছে না যে, ভজনের ক্রিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। বলা হইতেছে যে, অধিকার-অনুযায়ী ক্রম-পন্থানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামি প্রভু ভজনের ক্রমপন্থা আমাদিগকে এইরূপভাবে জানাইয়া-ছেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো
নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ॥"

সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈরন্তর্য্য ও রুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। যেদিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিব, সেই দিনই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে। সেই দিন আমরা শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত সেবা আমাদের বিভিন্ন আত্মবৃত্তিতে করিতে থাকিব। তখন ব্রহ্মানুসন্ধান পর্য্যন্ত আমাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বোধ হইবে। মহান্ত শ্রীগুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা কথা আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। তখন শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চম্পকাভাদ্বারা উদ্ভাসিত, শ্রীমতীর উদ্ঘূর্ণা-প্রজল্পাদি চেষ্টা-প্রস্ফুরিত শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে। প্রেমদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের পরিকর-মধ্যে গণিত হইলে জীবের আর প্রেমপ্রদান কার্য্য ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্য থাকে না। তখন জীব শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই বাণী স্মরণ করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরি-দাসের প্রতি যে আজ্ঞা—সেই আজ্ঞাবাহক 'পিয়নে'র কার্য্য করিতে থাকে। আমরা সকল জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিব "ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥ দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য, কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি। হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী একটি পরা শক্তি আছে। সেই পরাশক্তির তিনটি প্রভাব—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি, আবার প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটি বৃত্তি লক্ষিত হয়। হ্লাদিনীর কার্য্যই আনন্দপ্রদান। চিচ্ছক্তির হ্লাদিনী-কার্য্যস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দের উদয় হয়। জীবশক্তির হ্লাদিনী বৃত্তি হইতে ব্রহ্মানন্দ বা কৈবল্য-সুখাদি লাভ হয় এবং মায়াতে যে হ্লাদিনী-বৃত্তি বর্ত্তমান, তাহার দ্বারা জড়জগতের আহার-নিদ্রা-মৈথুনাদির স্থূল জড়ানন্দ বা স্বর্গাদিধামের সূক্ষ্ম-জড়ানন্দ পাওয়া যায়। মায়াতে হেয়তা, অবরতা ও বিকৃতভাব থাকাতে মায়িক আনন্দ অত্যন্ত নিন্দনীয়। জীবশক্তিতেও অণুত্ব নিবন্ধন অপূর্ণতা থাকাতে জীবশক্তিগত হ্লাদিনীর কার্য্য যে ব্রহ্মানন্দ, তাহাও অপূর্ণ, কিন্তু চিচ্ছক্তি পরিপূর্ণ, তাহাতে কোন অপূর্ণতা নাই। সুতরাং চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সংযোগে যে আনন্দের উদয়, তাহাই পূর্ণানন্দ। ভক্ত-গণ সেই আনন্দের পিপাসু। তাঁহারা ভগবানের সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ লাভ করিয়া সেই সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ কেবল যে নিজেরাই আস্বাদন করেন, তাহা নহে। তাঁহারা সকলকে সেই কৃষ্ণসেবানন্দ বা প্রেমানন্দ বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সেবানন্দ, নামানন্দ, প্রেমানন্দ বা প্রেমফল মালাকাররূপে সর্ব্ব-জীবকে একাকী বিতরণে অতৃপ্ত হইয়া ভক্তগণকে উহা অবিচারে বিতরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন,—

একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যা'ব।
একলা কত ফল পাড়িয়া বিলা'ব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম।
অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যা'রে তা'রে॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খা'ব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥
অতএব সব ফল দেহ যা'রে তা'রে।
খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে॥
জগত ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥
(চৈঃ চঃ)

ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ শিরে ধারণ করিয়া অবিচারে যাহাকে তাহাকে কৃষ্ণপ্রেমানন্দ বা কৃষ্ণপ্রেমফল প্রদান করিয়াছিলেন,—

"এই আজ্ঞা কৈলা যদি চৈতন্য-মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার॥
যে যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল॥
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি' খায়।
মাতিল সকল লোক—হাসে, নাচে, গায়॥
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত' হুঙ্কারে।
দেখি' আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে, বিবশ-বিহ্বল॥
সর্ব্বলোকে মত্ত কৈলা আপন-সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি' মাতোয়াল।
সেহ ফল খায়, নাচে, বলে—ভাল, ভাল॥"

কৃষ্ণপ্রেমের এইরূপ অপূর্ব্ব চমৎকারিতা যে, তাহা গুরুব্যক্তিকেও লঘুর ন্যায় আচরণ করায়। কৃষ্ণের পিতামাতাদি গুরুজন, কৃষ্ণের সমবয়স্ক সখাবৃন্দ, কৃষ্ণের স্নেহের পাত্র—এই ত্রিবিধ জনই কৃষ্ণপ্রেমে বিবশ হইয়া কৃষ্ণদাস্য করিয়া থাকেন।

"অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁ'র সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বর জ্ঞান নাহি তাঁ'র।
তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাবে কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্ব-সেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব,—তাঁ'র সেবকানুচর॥"

অপরকে দু'মুঠো খেতে দেওয়া বা famine relief করা কখনই পরোপকারের আদর্শ হইতে পারে না। এইপ্রকার পর-উপকার-প্রণালী বানর, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি ইতর প্রাণীতেও দেখা যায়। উহাতে কেবল জড় স্বার্থের পূতিগন্ধ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এইরূপ ক্ষুদ্র ও প্রাকৃত পরোপকারের কথা বলেন না। তিনি সর্ব্বজীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥" শ্রীমদ্ভাগবতও (১০।২২।৩৪) জানাইয়াছেন —"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহি-নামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥"—অর্থাৎ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয়ঃ আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্মসাফল্য।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::::০::::-—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৵০		।৵০	
" " ইঞ্চি	১॥০		১॥০	
" " সিকি কলম	৪৲		৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৬৲		৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

———

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

———

বিবিধ সংবাদ

বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এক জরুরী অধিবেশন হইবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার-কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে,—

কলিকাতার ও উহার সন্নিহিত অঞ্চল-সমূহের এবং প্রদেশের আরও কোন কোন অঞ্চলে অনিশ্চিত অবস্থা-হেতু বড়দিনের ছুটির পর স্কুল ও কলেজসমূহের খোলার তারিখ অন্ততঃ একপক্ষকালের জন্য পিছাইয়া দিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

পরিস্থিতি-সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার পর ভাইস-চ্যান্সেলার ও সিণ্ডিকেট পরামর্শ দিয়াছেন যে, কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও আসানসোল এবং এই সকল স্থানের ৩০ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে অবস্থিত অনুমোদিত কলেজ ও স্কুলসমূহের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আগামী ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিতে পারেন।

ভাইস-চ্যান্সেলার ও সিণ্ডিকেট আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইণ্টারমিডিয়েট, ম্যাট্রিকুলেশন এবং বি-এ ও বি-এস-সি পরীক্ষা পূর্ব্ব ঘোষিত তারিখের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত তারিখসমূহে আরম্ভ হইবে,—

অই-এ ও আই-এস-সি—১৬ই মার্চ্চ।

ম্যাট্রিকুলেশন—১৫ই এপ্রিল।

বি এ ও বি-এস-সি—১লা মে।

তবে পূর্ব্ব বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তারিখে পরীক্ষার ফী দিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ও ল ক্লাসগুলি বড়দিনের ছুটির সহিত আগামী ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

ব্রহ্মে বিমান-আক্রমণে হতাহতের সাহায্য

ব্রহ্মে বিমান আক্রমণের ফলে হতাহত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ বড়লাট তাঁহার যুদ্ধ তহবিল হইতে ৫ লক্ষ টাকা দিবার অনুমতি দিয়াছেন। অবিলম্বে ব্রহ্মের গবর্ণরের নিকট এই টাকা প্রেরণ করা হইবে।

———

এক্সিস বিরোধী রাষ্ট্র সঙ্ঘ

হোয়াইট হাউস হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন, রাশিয়া, চীন, নেদারল্যাণ্ড ও অপর ২১টি এক্সিস বিরোধী রাষ্ট্র এই মর্ম্মে এক যুক্ত অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন যে, এক্সিস শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহারা নিজেদের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিবেন এবং কেহ পৃথগ্‌ভাবে এক্সিসদের সহিত সন্ধি করিবেন না।

এক্সিস বিরোধী অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্য ভারতও আছে।

———

থাইল্যাণ্ড শত্রুরাজ্য বলিয়া ঘোষিত

এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, থাইল্যাণ্ড শত্রুরাজ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

———

সন্ধ্যা ৬টায় দোকান বন্ধের সিদ্ধান্ত

গত ২রা জানুয়ারী মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্স, স্বদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ী সঙ্ঘ, ব্যবসায়ী সমিতি এবং দালালদের প্রতিনিধিবর্গের এক যুক্ত বৈঠকে বর্ত্তমান জরুরী অবস্থা বিবেচনায় সমস্ত দোকান এবং গদি বেঙ্গল টাইম সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

———

বর্ম্মারোডে সামরিক সরবরাহ

ওয়াশিংটনস্থিত চীনা দূতাবাস হইতে বলা হইয়াছে যে, গত কয়েক মাসে বর্ম্মা রোড দিয়া চীনের অভ্যন্তরে সমরসম্ভার সরবরাহ চারি গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

———

জাতীয়-আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ যুদ্ধ ব্যয়ের তোড়জোড়

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন যে, তিনি জাতীয় আয়ের শতকরা ভাগ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যয় করিবার উপায় দেখিতেছেন।

———

কাগজের সর্ব্বোচ্চ মূল্য

প্রকাশ যে, জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট কাগজের সর্ব্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দিবেন।

———

ব্রহ্মে প্রচলিত ব্যাঙ্ক নোট

গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতা বর্ত্তমান সঙ্কটে ব্রহ্মদেশে প্রচলিত ব্যাঙ্ক নোট যাহাতে অনধিক আট আনা কমিশনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে কোনও শাখায় ভাঙ্গাইতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—এই মর্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵৹

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ বর্ষ } ৬ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৪শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৮ই জানুয়ারি, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ২৬৭তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মাধব, ভূতাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

প্রাকৃত লোকের বিচারে—"যিনি যেভাবেই ভজন করুন, তিনি তাহাতে ভগবান্‌কেই পাইয়া থাকেন, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা—যে উপায়েই ভগবান্‌কে ভজন করা যাউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যেমন, কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহার বিভিন্ন পথ আছে, তদ্রূপ ভগবানের নিকট যাইবারও এইগুলি বিভিন্ন পথ। ভগবান্‌কে কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, রাম, হরি, ব্রহ্ম—যে-কোন নামেই ডাকা হউক্ না কেন, একই কথা। অথবা, যেমন এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে এবং তাঁহাকে যে কোন নামে ডাকিলে তিনি উত্তর প্রদান করেন, তদ্রূপ ভগবৎ-সম্বন্ধেও জানিতে হইবে।"

এইসকল কথা বালোচিত মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জক হইলেও সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ উহা কুসিদ্ধান্তপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। যিনি স্বর্গাদিকামী হইয়া আধিকারিক দেবতার উপাসনা করিবেন, ভগবদ্বহির্মুখিনী মায়াশক্তি তাঁহাকে ঐসকল আধিকারিক দেবতাদেরই প্রকাশরূপ ফল প্রদান করিয়া তাঁহাকে আত্যন্তিক মঙ্গলরূপ ফল হইতে বঞ্চিত করিবেন এবং জন্ম মরণমালার কর্ম্মচক্রে কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে ভ্রমণ করাইবেন। আর যাঁহারা নিত্য ভগবৎ-সেবাপ্রার্থী হইবেন, ভগবান তাঁহাদিগকে তাঁহার নিত্যসেবা প্রদান করিবেন। সুতরাং যিনি যেভাবেই ভজন করুন না কেন, তিনি তাঁহার ভজনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, সত্য, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, সকল ফল সমান নহে। ধর্ম্ম অর্থ কাম-মোক্ষ-কামীর ফল এবং নিত্য অহৈতুক কৃষ্ণসেবা-প্রার্থীর ফল এক নহে। ধর্ম্মার্থাদির ফল—নশ্বর স্বর্গাদি, সাযুজ্য মোক্ষাদির ফল—আত্মবিনাশাদি, অহৈতুকী হরিসেবার উত্তর ফল—নিত্য নবনবায়মান হরিসেবা-লাভ বা ভগবৎপ্রেমা। সুতরাং ধর্ম্মার্থকামী, নির্ব্বিশেষ মুক্তিকামী ও হরিসেবাতৎপর ব্যক্তির ফলে 'আকাশ-পাতাল'-ভেদ বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

জড়জগদধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী মহামায়া ও অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণ—শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি ও বিরূপবৈভব। তাঁহারা ভগবানের আদেশে জগৎ সৃষ্টি, রক্ষণ ও ধ্বংস-কার্য্যের বিভিন্ন অংশ পরিচালনা করিতেছেন। জগৎসৃষ্টি কার্য্যটী ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির কোনও ব্যাপার নহে। চিদ্ধামে যেসকল কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাই অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য্য, তাহা যোগমায়া-দ্বারা সাধিত হয়। যোগমায়া—ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বা চিচ্ছক্তি। যাঁহারা চিদ্ধামে ভগবানের সেবা-প্রার্থী হন, তাঁহারা যোগমায়ার নিষ্কপট কৃপা যোগমায়াশ্রিনী কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা জড়ব্রহ্মাণ্ডে অভ্যুদয়রূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি অন্যাভিলাষ বাঞ্ছা করেন বা ভগবৎসেবাবিমুখিনী নির্ব্বিশেষ গতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহামায়া বা রুদ্রাদি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রজললনাগণ শ্রীনন্দগোপ কুমারকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য অর্থাৎ চিদ্ধামে তাঁহার নিত্যসেবা লাভের জন্য চিচ্ছক্তি যোগমায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন। আর সপ্তশতীতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা সুরথ ও সমাধি-নামক বৈশ্যদ্বয় নিজদিগকে বর্ণাশ্রমান্তর্গত কোন অভাবগ্রস্ত জীব মনে করিয়া জড়াধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার আরাধনা তৎপর হইয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে 'যোগমায়া' ও 'জড়মায়া'কে এক করিয়া 'মুড়ি ও মিছরী' সমান দরে চালাইবার প্রয়াসের ন্যায় 'সমন্বয়বাদ' প্রচার করা হয়, সে স্থানে অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও ভগবৎ-স্বরূপোপলব্ধির অভাবই জানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহ জগতে দেখা যায়,—'কাণা' ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' হইয়া থাকে, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে সেরূপ নহে। ভগবানের নাম-নামীতে কোন ভেদ নাই, ভগবানের কোন নামই নিরর্থক বা ভগবানের বাস্তবসত্তা হইতে ভিন্ন নহে। শ্রীভগবানের নাম বহুবিধ, যথা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, সৃষ্টি-কর্ত্তা নারায়ণ, রুক্মিণীরমণ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ প্রভৃতি। কিন্তু যিনি ভগবান্‌কে 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিয়া ডাকিবেন, তিনি 'নারায়ণ'-নামের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন না। কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি নামসমূহ জগতের বিষ্ণুবহির্ম্মুখ জীবের সৃষ্ট অক্ষজ-জ্ঞানপ্রদত্ত নাম। 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিলে ভগবানের পরিপূর্ণ সত্তার উপলব্ধি হয় না। কারণ, সৃষ্টি-কার্য্যটী ভগবানের স্বরূপশক্তির কার্য্য নহে, তাহা তাঁহার বহির্ম্মুখিনী শক্তির পরিচায়ক। আবার 'ব্রহ্ম' বলিলে ভগবানের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, ভগবানের নির্ব্বিশেষ ভাবই 'ব্রহ্ম'-নামে খ্যাত, সুতরাং উহাও ভগবানের সম্যক্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব দ্যোতক নাম নহে। 'পরমাত্মা' বলিলেও ভগবানের সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না, কারণ, ব্যষ্টি জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে ভগবানের আংশিক পরিচয়ই 'পরমাত্মা' বলিয়া খ্যাত। আবার নারায়ণ-ভজনকারী ব্যক্তিও কৃষ্ণের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। কৃষ্ণভক্তও আবার এক কৃষ্ণতেই মাধুর্য্যের দ্বারা নারায়ণের ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া সম্পূর্ণ পরম চমৎকারিতা বর্ত্তমান দেখিয়া নারায়ণ-ভজনে স্পৃহা করেন না। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও 'রুক্মিণীরমণ' বলিয়া সম্বোধন করেন না। 'রুক্মিণীরমণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' জাগতিক অভিধানে প্রতিশব্দ বা সমপর্য্যায়ভুক্ত শব্দ হইলেও একটীর পরিবর্ত্তে আর একটী ব্যবহৃত হইতে পারে না। যদি মূর্খতাবশতঃ কেহ তাহা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে 'রসাভাস দোষ' উপস্থিত হয়। যাঁহারা ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অনভিজ্ঞ-সমাজের মত কোন রসাভাস বা সিদ্ধান্তবিরোধ করেন না। কিন্তু তথাপি কলির প্রাবল্য-হেতু উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ কুসিদ্ধান্তই উদারতা বা মহাসমন্বয়বাদ এবং সৎসিদ্ধান্তই মূর্খলোকের দ্বারা গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতা নামে প্রচারিত হইতেছে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য এবং তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছে। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র"-বাক্যের টীকায়ও শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'কৈতব'-শব্দের এইরূপ অর্থ জানাইয়াছেন,—

"অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"

শ্রীমদ্ভাগবত জানাইয়াছেন,—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে
জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং
কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥"
(শ্রীভাঃ ১।৫।১২)

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"
(শ্রীভাঃ ১।৬।৩৬)

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্ত-
ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"
(শ্রীভাঃ ১০।২।৩২)

"শ্রেয়ঃ-স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"
(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৪)

— — —

শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানাইলেন,—নিষ্কর্ম্মের ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য। উহাতে কর্ম্মকাণ্ডের বিচিত্রতা নাই, সুতরাং উহা একাকারস্বরূপ। ঐরূপ কর্ম্মবিচিত্রতাহীন নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ ঔপাধিক-ধর্ম্মের নিবর্ত্তক হইলেও উহা অচ্যুত-ভাববর্জ্জিত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি রহিত হইলে শোভা পায় না, তখন সাধন ও সিদ্ধিকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্ম, এমন কি, অকাম্যকর্ম্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে সেসকল কর্ম্ম কিপ্রকারে শোভা পাইতে পারে? অর্থাৎ তাহা যে শোভা পায় না, তাহা বলা বাহুল্য। সদা কামলোভাদি রিপু-বশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দসেবাদ্বারা যেরূপ সহজে নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা সেরূপ নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

—

শ্রীভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শমদমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে নিজদিগকে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপ ভগবৎপাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয়। চরমকল্যাণস্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝর-সমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে তদনুকূল সম্বন্ধজ্ঞান -ভগবজ্জ্ঞান আপনা হইতেই লাভ হইতে থাকে, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, সেইরূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৈবল্য, ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা সাযুজ্য মুক্তিকে "ভগবদ্ভক্তিবিমুখের দণ্ড" বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যথা—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥
কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান-বিনা॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥
দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
'এই স্থানে আছে ধন', বলি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল, বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে, তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধনে হাত না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-অজগরে।
ধন নাহি পা'বে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তা'তে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁ'রে ভজি॥
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি' ভক্তি দেখে নরকের সম॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে, ঈশ্বরে, সাযুজ্য—দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কার॥"
(চৈঃ চঃ)

মায়াবাদি বৈদান্তিকগণের মতে ব্রহ্মসাযুজ্য পরম প্রাপ্যবস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন— ব্রহ্মসাজুয্য হইতে রাজযোগিগণের ঈশ্বর-সাযুজ্য আরও গর্হণীয়।'

"মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি?
স্থাবর-দেহ, দেব-দেহ, যৈছে অবস্থিতি।
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফল।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুল॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক-জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥"

—এইরূপ শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসংখ্য বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা রাজযোগিগণের প্রাপ্য ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-লাভ প্রভৃতিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কিরূপ গর্হণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভাগবত-প্রতিপাদ্য অমল, অহৈতুকী, কেবলা, নিষ্কিঞ্চনা বা শুদ্ধা ভক্তির কথাই প্রচার করিয়াছেন; ইহা ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত বলিয়া জগতে অন্য যত কিছু মত প্রচারিত আছে বা ভবিষ্যতে প্রচারিত হইবে, সে-সকলই পাষণ্ড-কল্পিত মতবাদ বলিয়া জানিতে হইবে।

অনেকেই বলিয়া থাকেন,—'আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে মানি।' সেই মানা কিরূপ?—নিজ নিজ মনোধর্ম্মের ছাঁচে ফেলিয়া মানার নাম 'মানা' নহে। এইরূপে অনেকে অনেকভাবে শ্রীচৈতন্যদেব (?) গড়িয়াছেন বা গড়িতেছেন। অনেকে আবার 'চৈতন্যদেব ও চৈতন্যদেবের শিক্ষা বুঝিয়া ফেলিয়াছি'—বলিয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন না। কর্ম্মী, রাজযোগী বা নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—'শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্ম, রাজযোগ বা ফল্গুবৈরাগ্যের সমর্থন করিয়াছেন।' তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এই-প্রকার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া তাহাদের সেই ভ্রান্ত মত সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্মিগণের প্রাপ্য ভুক্তি, রাজযোগীদিগের প্রাপ্য মুক্তি বা কৈবল্য ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের প্রাপ্য ব্রহ্মনির্ব্বাণ,সাযুজ্য-মুক্তি প্রভৃতিকে নরকতুল্য বলিয়া গর্হণ ও প্রচার করিয়াছেন।

———

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার একটি শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥" —অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য। তিনি অদ্বয়-জ্ঞান-সম্বন্ধতত্ত্ব। তাঁহারই সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত তদ্রূপ-বৈভব—শ্রীধাম বৃন্দাবন। ব্রজবধূবর্গ যে রাগানুগা ভক্তিদ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন, তাহাই অভিধেয়। এবিষয়ে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি-অভিসন্ধিরূপ কপটতা-নির্ম্মুক্ত অমল শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণ। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমাই প্রয়োজন। ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। তাহাতেই গৌড়ীয়গণের আদর; অপর মতে তাঁহাদের আদর নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

— ::•::——

যাঁ'রা বিষ্ণু-কথা ব্যতীত ইতর কথা শ্রবণ বা বিষ্ণুস্মৃতি ব্যতীত ইতর চিন্তা করেন, জগতে খাওয়া-দাওয়া-থাকাকেই 'ধর্ম্ম' মনে করেন, তাঁ'রা—'অবৈষ্ণব'। বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, বিষ্ণুর প্রসাদ, বিষ্ণুভক্তের উচ্ছিষ্টই আমাদের নিত্য গ্রহণীয় বস্তু। বিষ্ণুর কথা শুনা ও বলাই আমাদের নিত্য কৃত্য। বৈষ্ণবের অনুগত থাকাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণব—নিষ্কিঞ্চন। তাঁ'কে কোনও বস্তু লুব্ধ কর্‌তে পারে না। পরজগতে বা এ জগতে লোভের এমন কোনও বস্তু নাই, যা' শ্রীকৃষ্ণপদনখাগ্রের শোভা হ'তে অধিক লোভনীয় হ'তে পারে। যেখানে আমরা ভগবানের সেবায় লুব্ধ না হই, সেখানেই জান্‌তে হ'বে, মায়া বহুরূপিণী হ'য়ে আমাদিগকে জাপটে ধ'রেছে—আক্রমণ কর্‌ছে।

বৈষ্ণবের সেবা সকলেরই কৃত্য। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য-অধিক। বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত খণ্ড ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে—তিনি যে একমাত্র অখণ্ড বস্তু, তা'ই জানিয়ে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এ' কথা বল্লেন। কিন্তু মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ হ'য়েও জীবের মৎসরতা দূর ক'র্‌বার জন্য নিজকে 'কৃষ্ণ' না ব'লে এক-জন কৃষ্ণের ভক্তমাত্র ব'লে পরিচয় দিলেন। দ্বাপর-যুগের শ্রীকৃষ্ণ ব'ল্লেন,—'আমার শরণাগত হও'। এ'তে কোন কোন মৎসর তর্কপন্থী কৃষ্ণকে বুঝ্‌তে ভুল কর্‌ল। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর যখন ব'ল্লেন,—'আমি কৃষ্ণ নই, আমি তোমাদেরই মত একজন; তোমরা মনে ক'রো না যে, কৃষ্ণকে ভজন ক'র্‌লে কৃষ্ণেরই স্বার্থসিদ্ধি হ'বে, এতে তোমাদেরই ষোলআনা স্বার্থসিদ্ধি হ'তে পার্‌বে।' তাই তিনি কখনও বা ব'ল্লেন, 'আমি ক্ষুদ্র জীব, জীবকে বিষ্ণু বল্‌তে নাই।' কেউ তাঁ'কে বিষ্ণু ব'ল্লে আচার্য্যরূপী লোক-শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ কাণে হাত দিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর মৎসর জগতের জীবের উপকার ক'র্‌বার জন্য—তা'দের কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূর ক'র্‌বার জন্য কতপ্রকার অভিনয় ক'র্‌লেন। তাই এখনও জগতের তর্কপন্থি-সম্প্রদায় নত-শিরে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণার্চ্চন ক'র্‌ছেন। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে গুরুদেবের যে কার্য্য ক'র্‌লেন, তা'র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ হ'তেও আমাদের নিকট গুরুর যে অধিক প্রয়োজনীয়তা—তা'ই জানিয়েছেন। স্বয়ং কৃষ্ণ নিজেকে 'ভক্ত' ব'লে প্রচার ক'র্‌লেন। তা'তে অন্য ভক্তগণও জান্‌তে পার্‌লেন; 'আমিও ভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণই আমার আরাধ্য।' কৃষ্ণ ভক্তরূপে কৃষ্ণান্বেষণ শিক্ষা দিয়ে 'জীবের কৃষ্ণান্বেষণ ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই' তা'ই শিক্ষা দিলেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

সম্বন্ধজ্ঞান ও শ্রীভক্তি-বিনোদ-ধারা

(শ্রীমহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী

শুদ্ধভক্তিমার্গে সম্বন্ধ-জ্ঞান বলিয়া একটী কথা আছে। সম্বন্ধ না হইলে ভজন সহজ ও স্বাভাবিক হয় না। 'টান'ই সম্বন্ধের মূল। ভজন স্বাভাবিক না হইলে প্রয়োজন-লাভের আশা সুদূরপরাহত। যেখানে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় নাই, সেখানে গোড়াতেই গলদ রহিয়াছে—সেখানে 'দৃঢ়গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন' হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় মন্দ ক্ষুধাকে আমরা ক্ষুধা মনে করি, কিন্তু প্রকৃত ক্ষুধা বোধ হইলে তবে মন্দ ক্ষুধার হেয়ত্ব বুঝিতে পারা যায়। মনে মনে 'মনকলা' খাইলেই প্রকৃত কলা খাওয়া হয় না। অনেক ভাগ্যের ফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সহজ ভজনফলে আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। শ্রীব্যাসদেব যেমন ভক্তির অসমোর্দ্ধ মহিমা উল্লাসভরে কীর্ত্তন করিতে না পারায় অবসন্ন হইবার অভিনয় করিয়াছিলেন, কি যেন অসুবিধা ঘটিয়াছে অনুভব করিতেছিলেন, শান্তি পাইতেছিলেন না—আত্মার সুপ্রসন্নতা অনুভব করিতে পারিতেছিলেন না, তদ্রূপ নিষ্কপট সাধকেরও সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে ঐ প্রকার অতৃপ্তি, জ্বালা-বোধ, দুঃখ, ক্ষোভ অনুভব হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে কৃষ্ণকৃপায় সম্বন্ধের বিষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হইবে। কিন্তু আমরা তৎপরিবর্ত্তে যদি সম্বন্ধ-জ্ঞানশূন্য জীবনে উৎকট তৃপ্তি লাভ করিয়া নিজেদের লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা-লাভে বা সংগ্রহে মশগুল বা ব্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আর শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে সম্বন্ধ হইবার আশা কোথায়? তৃষ্ণার্ত্তকেই জল দেওয়া হয়; তৃষ্ণা যাহার জাগিল না, তাহাকে জল দেওয়া হইবে কেন? যাহার তৃষ্ণা নাই, তাহাকে জল দিয়াই বা কি হইবে?

অনেক ভাগ্যের ফলে আমাদের সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইবার সৌভাগ্য হয়—দীক্ষা-লাভের সুযোগ হয়—হরিনাম-সেবা-লাভ ঘটে। আমরা অনেকে মঠের একজন হইয়া পড়ি, লাল কাপড় পরিধান করি, বহুদিন থাকিয়া seniority দাবী করি, বক্তৃতার তুবড়ী-বাজী ছুটাই, বিধিমার্গীর অনেক কিছু কঠোর আচরণ প্রতিপালন করি, পরস্পর কত ইষ্টগোষ্ঠী, কত হরিকথা আলোচনা করি। কিন্তু তাহার কিছুকাল পরেই আবার সকলকে নির্ম্মমভাবে ছাড়িয়া দিয়া, শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘারাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মায়ার টানে চলিয়া যাই কেন? তাহার একমাত্র কারণ,—শ্রীগুরুদেব ও তদেকাত্ম শ্রীবৈষ্ণব—কাহারও সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হয় নাই, কাহারও প্রতি স্বাভাবিক মমতা জাগে নাই, কাহাকেও আপন-বোধ হয় নাই। শ্রীগুরুদেবে ও বৈষ্ণবে বা বৈষ্ণবে ও বৈষ্ণবে যে সহজ-সরল-অমিয়ময়ী বিশ্বাসময়ী পরম নির্ম্মৎসরা, পরম সুনির্ম্মলা প্রীতি, যাহা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম—যাহা বৈকুণ্ঠবস্তু, তাহার প্রকাশ হৃদয়ে অনুভূত না হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই, বুঝিতে হইবে। সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই, অথচ 'সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছি'—এই ভ্রান্ত অভিমান মহামোহ উৎপন্ন করিয়া আমাদিগকে অভাব বোধ করিবার—উৎকণ্ঠা অনুভব করিবার—তৃষ্ণার্ত্ত হইবার সুযোগই দিতেছে না তাই বিমল বৈষ্ণবে রতি, মমতা বা আপন-বোধও হইতেছে না।

সম্বন্ধ জ্ঞানের ইহাই লক্ষণ যে, সেখানে ভয় নাই—সঙ্কোচ নাই, কেবল ভরসা আছে—পরম নির্ভরতা আছে—বিশ্বাস আছে—প্রাণকোটী সর্ব্বস্ব-জ্ঞান আছে। সম্বন্ধের বস্তু না দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যায়—সর্ব্বক্ষণ তদীয় স্মৃতি হৃদয়কে দগ্ধ করে—পুনর্ম্মিলনের জন্য দারুণ উৎকণ্ঠা জাগে,—আবার দেখা হইলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়, সব দুঃখের অবসান হয়—সেবা-সুখের উদয় হয়, সেবোৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, সম্বন্ধ-জ্ঞানের আলোকে যাঁহাদের হৃদয় উদ্ভাসিত, তাঁহাদের জীবন মধুময়—অমৃতময়—উল্লাসময়। তাঁহাদের হৃদয়ে মাৎসর্য্য নাই—নিজসুখ-চেষ্টায় প্রমত্ততা নাই, কুতর্কে হৃদয় শুষ্ক করিবার অবসর নাই—প্রজল্প করিয়া আত্মবিনাশ করিবার সুযোগও নাই। তাঁহারা দু'দিন লম্ফ ঝম্প করিয়া "Grapes are sour" বলিয়া সৎসঙ্ঘারাম পরিত্যাগপূর্ব্বক 'জড়ের মজা' লুটিতে ধাবিত হন না। তাঁহারা অসীম ধৈর্য্যশালী। তাঁহাদেরই ভক্তি আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই বৃক্ষের পরীক্ষা তাঁহাদেরই উপর আসিয়া উপস্থিত হয়। সর্ব্বগুণগণ তাঁহাদেরই হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। সম্বন্ধজ্ঞান-বস্তুটী কি অনেক সময় আমরা গম্ভীরভাবে চিন্তা না করিয়া—সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের ভাব ও চিন্তা-ধারার সঙ্গে নিজেদের ভাব ও চিন্তাধারা সম্যগ্ভাবে মিলাইয়া না দেখিয়া তরল হাস্য লাস্য ও অপাভিলাষ-দুষ্ট 'ভাবকেলির' নিকট নিজেকে বলি দিয়া দিই, নিজের স্বাধীন চিন্তা-স্রোতকে কিছুকাল যাবৎ স্তব্ধ, অবরুদ্ধ ও বিপরীতমুখে প্রচালিত রাখিয়া বহুল পরিমাণে গুরু বৈষ্ণবের জয়গান করিয়া আন্তরিক আনুগত্যের ভাণ দেখাইয়া থাকি। কিন্তু তাহার কিছুদিন পরেই আবার 'কিছু তহ কিছু হয় না', তখন মনে হয়—সকলেই বোধ হয় আমার মত 'মনকলা' খাইতেছেন। 'শ্রীভক্তিবিনোদধারার লোক দেখিলে স্বাভাবিক ভাবে হৃদয় উল্লসিত হইবে, ইহা কথার কথা মাত্র, মহাপ্রভুর পার্ষদগণের ভিতর—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরকিশোর প্রভুতে যে বিমল প্রীতি, উহা কি আর সকলেরই হইবে? শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীমুরারি গুপ্তের যে রঘুনাথ-নিষ্ঠা, উহা কি নরলোকে সম্ভব?' ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া 'পুনর্মূষিকো ভব'-মন্ত্রে দীক্ষিত হই

কিন্তু "শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার আশ্রিত বৈষ্ণববৃন্দের ভিতর স্বাভাবিক প্রীতি থাকিবে, পরস্পরের দর্শনে চিত্ত উল্লসিত হইবে।" পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের এই বাণী কি মিথ্যা? ইহা কি শ্রীভক্তিবিনোদ ধারাশ্রিত অভিমানী আমাদিগকেই নিজ-নিজ ভাবধারা পরম বাস্তবতার সঙ্গে মিলাইয়া লইবার ইঙ্গিত ও উপদেশ নহে? কিন্তু এসব বিষয় আমরা চিন্তাও করি না, চিন্তা করিবার প্রয়োজনও বোধ করি না,—তাই ফলোদয়ও হয় না, তাই আত্ম বিনাশ করিতে একটু দ্বিধা-বোধও করি না।

কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, দম্ভ—যাহা ভক্তিবাধক মারাত্মক অনর্থ, বর্ত্তমানে তাহাই আমাদের গলার হার ও অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। যাঁহাকে সম্মুখে আদরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার অভিনয় করি—আমাদেরই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার লোক বলিয়া উল্লাস দেখাইবার অভিপ্রায়ে প্রসন্ন-হাস্য-লাস্যযুক্ত-ভাবে আদর-অভিনন্দন দেখাই, অন্তরালে গিয়া তাঁহারই নিন্দা ও সমালোচনা করিয়া উৎকট আনন্দ উপভোগ করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করি না—একজন আর একজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অারোপ-উপন্যাস রচনা করিয়া প্রচার করিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করি না, বরং উহাতে উৎসাহ কোটী-গুণে বর্দ্ধিত হয়। পরস্পর পরস্পরকে পারমার্থিক-ব্যাপারে কোনই সাহায্য করি না, বরং তাঁহাদের সঙ্গে প্রজল্প, পরচর্চ্চা, পরকুৎসায় প্রমত্ত হইয়া আসর গুল্জার করি এবং দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া নিজের ঘৃণ্যতম অবস্থা উপলব্ধি করিতে না পারায়—উহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া নরকে পাঠাইয়া সুচতুরভাবে আমি আমার নিজের ভজন করিয়া লইতেছি মনে করিয়া মনে মনে 'মনকলা খাইতে থাকি। একজনের পতনে দুঃখিত ও সহানুভূতি-বিশিষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে উৎকট আনন্দ ভোগ করিয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য বাহাদুরী প্রকাশপূর্ব্বক 'দেখ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এরূপ ঘটিবে, এখন মিলিল ত'?'—এইপ্রকার প্রাণহীন দম্ভ-প্রকাশ করি। তথাকথিত বন্ধুবর্গের মিলনে আমরা বাজে কথা, প্রজল্প, গোপন-সমালোচনা, পরচর্চ্চা, পরকুৎসা, প্রাণহীন উৎকট উল্লাস—এই সমস্ত লইয়া কাল যাপন করি। অথচ গুরুবর্গের সম্মুখে আসিয়া সুগম্ভীরভাবে বৈষ্ণব সাজিয়া বসি, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, শান্ত, অনুগত সভ্যতার ভাণ গ্রহণপূর্ব্বক কৃত্রিম উল্লাসসহ গুরুবর্গের পুনঃ জয়ধ্বনি দিতে থাকি। এইপ্রকার এক সর্ব্ব-নাশকর কপটতা আমাদিগকে গ্রাস করিয়া—মোহাচ্ছন্ন করে, কাজেই আমরা সরল সহজ ভাবের সন্ধান পাই না। যে কুটিলতা মাৎসর্য্য, পরপীড়ন, পরচর্চ্চা, দৌরাত্ম্য পরকুৎসা, মিথ্যাচার, প্রাণহীনতা সংসারেও দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার তাণ্ডব-নৃত্য কখনও শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় থাকিতে পারে না। যেখানে ঐসমস্ত ভাব দেখা যাইবে, নিশ্চয়ই তাহা অভক্তিবিনোদ ধারা—ভক্তি-বিনোদ ধারা নহে—নহে—নহে। তবে ভয়ে ভয়ে সঙ্কোচে সঙ্কোচে অন্যান্য মর্য্যাদার সঙ্গে যে গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে মিলন, তাহাও শ্রীভক্তি-বিনোদ ধারার লোকের পরস্পরের সহজ-মিলন নহে। তবে সরলতা থাকিলে উহা বস্তুলাভের জন্য নিষ্কপট প্রয়াস-মাত্র বলা যাইতে পারে কিন্তু কুটিলতা থাকিলে তাহাও বলা যাইতে পারে না। ভক্তিতে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রকাশে ভয় নাই—ভুল নাই—সঙ্কোচ নাই, পরন্তু অত্যন্ত আপন-বোধ—মমতা-বোধ—বিশ্রম্ভভাব প্রাণকোটী সর্ব্বস্ব-জ্ঞান আছে এবং উহা থাকিবেই। যদি ইহার অন্যথা হয়, তবে সম্বন্ধ-জ্ঞান জাগে নাই—স্বাভাবিক মিলনের পথে কঠিন প্রস্তরবৎ অবাস্তব বস্তু নিদারুণ বাধা জন্মাইয়াছে, ইহাই নিষ্কপটে বুঝিতে হইবে। ব্যাধি ধরা পড়িলে তারপর ব্যাধি-নিরাময় করিবার চেষ্টা আসিবে, তাহার বহু পরে স্বাস্থ্য লাভ করিবার কথা। যেখানে ব্যাধিই ধরা পড়িতেছে না, সেখানে স্বাস্থ্য-লাভের আশা কোথায়? সুতরাং 'শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আছি, বৈষ্ণবের পক্ষে আছি, বাছাইতে পড়ি নাই' ইত্যাদি অভিমান করিয়া নিশ্চিন্ত তৃপ্তিময় জীবন যাপন করিলেও চলিবে না, পরন্তু গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে, অথচ সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ, ইহা বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ হইয়াছে কি না, ইহা বুকে হাত দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। মঙ্গল-কামীর ইহা অবশ্য ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। নিম্নে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কয়েকটী অমূল্য উপদেশ বিশেষভাবে স্মরণীয় ও আলোচ্য "(১) হ্লাদিনীর আশ্রিত-গণের মধ্যে পরস্পরে ঘনিষ্ঠ প্রীতি থাকিবেই থাকিবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। (২) ভক্তির পথ কঠিন নহে, অতি সহজ আত্মার উন্মেষ হইলে আর কাঠিন্য থাকে না। ভক্তি—[illegible] knowledge নহে, উহা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। (৩) ভক্তি [illegible], [illegible], তাহা ভক্তিবিনোদ-ধারার লোক চিনিয়া লইবে নিজের লোক বলিয়া টানিয়া লইবে। (৪) ভক্তিবিনোদ ধারার আশ্রিত ব্যক্তিরা, ভক্তিবিনোদ ধারাশ্রিত লোক [illegible] আপনা হইতে প্রীতির উদয় হয়। দূরস্থিত ভগ্নী তাহার ভ্রাতাকে না দেখিলেও [illegible] আসিলে তাহার ভ্রাতা বলিয়া একটা স্ফূর্তি লাভ করে—নিজের লোক মনে করিয়া প্রীতির উদয় হয়, সেইরূপ [illegible] সাধুর প্রীতি স্বাভাবিক। [illegible] আত্মীয়তা বিচারে কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় না, বুঝিতে হইবে।"

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	॥०	।৶०	।৶०	।०
" " ইঞ্চি	২৲	১॥०	১॥०	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥०
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দীভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়া-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥० মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহ এক সমাবেশে এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব বাঙ্গ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥० আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপ বাণিজ্য হবার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিত্তার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ।৶- দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণে বাহিরে থাকার বিপদ

ভারত সরকারের সিভিল ডিফেন্স বিভাগের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, গত ২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুনে বিমান-আক্রমণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, যে সকল অঞ্চলে জনসাধারণ রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেইখানেই হতাহতের সংখ্যা অত্যধিক হয়। অথচ যে সকল স্থানে জনসাধারণ গৃহ, পাকা বা রক্ষাশ্রয়গুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সে সকল স্থানে হতাহতের সংখ্যা অতি সামান্য। একটি অঞ্চলে জনসাধারণ কর্ত্তৃপক্ষের উপদেশ যথাযথ ভাবে পালন করিয়া ঘরের ভিতরে অবস্থান করায় একজনও নিহত হয় নাই এবং সামান্য কয়েকজন অল্প আহত হয় মাত্র।

রেঙ্গুনের এই অভিজ্ঞতা হইতে সঙ্কেতধ্বনি হওয়া মাত্র আশ্রয়গ্রহণের গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সঙ্কেত হওয়া মাত্র যদি রেঙ্গুনের জনসাধারণ আশ্রয় গ্রহণ করিত, তবে বোমার টুকরাগুলির আঘাতে এত লোককে হতাহত হইতে হইত না।

বিমান-আক্রমণ কালে গৃহের ভিতরে অবস্থান এবং রাস্তায় থাকিলে তাড়াতাড়ি আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে ভারত সরকার জনসাধারণকে বিশেষভাবে অবহিত করিতেছেন। সম্ভব হইলে গৃহ বা উঠানের মধ্যে অগভীর পরিখা খুঁড়িয়া তাহার উপর তক্তাপোষ বা টেবিল চাপা দিয়া থাকিতে পারিলে তাহাও বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করিবে।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে উপযুক্ত সেনাপতি নিয়োগ

গত ৩রা জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, জেনারেল ওয়াভেল দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় সম্মিলিতভাবে সৈন্য পরিচালনায় প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মেজর জেনারেল জি এইচ ব্রেট সহকারী প্রধান সেনাপতি হইলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়াস্থিত নৌবাহিনীর সেনাপতি এডমিরাল হার্ট জেনারেল ওয়াভেলের অধীনে উক্ত এলাকায় সম্মিলিত নৌবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন।

সিঙ্গাপুরের বৃটিশ প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার হেনরী পাউনাল জেনারেল ওয়াভেলের চীফ-অফ ষ্টাফ হইবেন। জেনারেল ওয়াভেল শীঘ্রই প্রধান সেনাপতি পদ গ্রহণ করিবেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা বলিতে সিঙ্গাপুর, মালয়, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে বুঝাইবে।

চীনের রণাঙ্গনে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিচালনায় মার্শাল চিয়াং কাইশেক সম্মিলিত জাতিসমূহের স্থল ও বিমান-বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবেন।

ব্রহ্ম রাজপরিবারের ভাতা

ব্রহ্মের ভূতপূর্ব্ব রাজ-পরিবারের লোকজনের পেন্সন-সম্পর্কে বর্ত্তমান বৎসর যে অর্ডিনান্স জারী হইয়াছিল, তাহা স্থায়িভাবে আইনে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম আইন সভার আগামী বৈঠকে এক বিল আনয়ন করা হইবে।

প্রস্তাবিত আইনের সর্ত্ত অনুযায়ী কেবলমাত্র রাজপরিবারের বংশানুক্রমে পুত্রসন্তানের ধারাকেই গণ্য করা হইবে, বিশেষ ক্ষেত্রে এই বিধান পরিবর্ত্তন করা চলিবে। ব্রহ্মরাজের প্রধানা মহিষী ব্যতীত অন্যান্য মহিষীদের পুত্রসন্তানেরা অৰ্দ্ধেক পেন্সন পাইবেন। কেবলমাত্র যাঁহারা ১৯৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামই দানপ্রাপক তালিকায় স্থান পাইবে।

১৯৪০ সালের মে মাসে ব্রহ্ম দেশের পলিটিক্যাল পেন্সনস আইন কার্য্যকরী হয়। অতঃপর দেখা যায়, পূর্ব্বে যে স্থলে মাসে আনুমানিক ৫ হাজার টাকা পেন্সন দেওয়া হইত, এই আইন প্রবর্ত্তনের পর পেন্সনের পরিমাণ সে স্থলে ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৮৭৫৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই বিপুল ব্যয় নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম সরকার অর্ডিনান্স জারী করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত বিল স্থায়িভাবে এই পেন্সন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় পরিকল্পিত হইয়াছে।

জাপানীদের দ্বীপ-অবতরণ কৌশল

গত ৩রা জানুয়ারী সিঙ্গাপুর-বেতারে ঘোষিত হইয়াছে যে, নিউইয়র্কের সংবাদানুসারে জাপানীগণ কোন দ্বীপে অবতরণ করায় সময় ৪টি বিমানবাহী জাহাজ এবং বিমান ঘাঁটি বহন যোগ্য জাহাজ ব্যবহার করিতেছে। সাধারণতঃ বড় ধরণের যে সকল বিমানবাহী জাহাজ ব্যবহৃত হয়, এগুলি তদতিরিক্ত কাজে লাগান হইয়া থাকে।

ওয়াশিংটনে ষ্ট্যালিনের আগমন সম্ভাবনা

গত ২রা জানুয়ারী মিঃ ষ্ট্যালিন আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনে আসিতেছেন, এই সংবাদের উল্লেখ করিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে সংবাদদাতারা "আবার ষ্ট্যালিনের গন্ধ উঠিয়াছে" এই কথা বলিলে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঈষৎ হাস্য সহকারে আভাষ দেন যে, এরূপ সংবাদের কোন ভিত্তি নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সজ্জন-কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৭ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৫শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৯ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৫৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ মাধব, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::•::——

শ্রীভগবানের দয়ার অভাব বা দয়া-বিতরণে কুণ্ঠা নাই। তাঁহার দয়া গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের ইচ্ছা হইলেই হইল। যদি তাঁহার কৃপালাভের বা কৃপাবরণের ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে সেখানে হতাশা অনিবার্য্য। যেখানে কৃপা-ভিক্ষার ইচ্ছা নাই, সেইখানেই হতাশা। এই ইচ্ছা কম থাকিলে হইবে না, ইহা তীব্র হইতে তীব্রতর হওয়া দরকার। চিত্তবৃত্তি যদি শ্রদ্ধা-শরণাগতিময় না হয়, তাহা হইলে সব গোলমাল হইয়া যাইবে। কৃপা বিশেষ আবশ্যক। যেখানে চেতনের স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার, সেখানে জগৎ-ভ্রমণ, আর যেখানে সদ্ব্যবহার, সেইখানেই ভক্তি। গুরু দয়া করিবেন, আর আমি তাহা গ্রহণ করিব। তাঁহার দিক্ হইতে দয়া, আর আমাদের দিক্ হইতে ভক্তি বা দাস্য। নিত্যগুরুদাস-অভিমান হইলেই মঙ্গল হয়। নিজেকে শ্রীগুরুর কিঙ্করবুদ্ধি না হইলে সুবিধা হইবে না? 'আমি শ্রীগুরুদেবের জন বা ভৃত্য, ইহা জানিতেই হইবে। 'আমি গুরুদেবের কথা ছাড়া আর কাহারও কথা শুনিব না, কাহাকেও বিশ্বাস করিব না', —এইরূপ দৃঢ়তা যদি না আসে এবং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ যদি মনোধর্ম্মী নিজেকে ও বিশ্বকে বিশ্বাস করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে।

ব্রহ্মাণ্ডে সেবানন্দ নাই; এখানে জড়ানন্দ, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মানন্দ, আর বৈকুণ্ঠে সেবানন্দ। যেখানে কুণ্ঠাধর্ম্ম আছে, সেখানে সেবানন্দ নাই। সেবক বৈকুণ্ঠবাসী। সেবা বৈকুণ্ঠে থাকেন, সেবককেও সেখানে যাইতে হইবে। যাঁহার বৈকুণ্ঠ-প্রতীতি আছে, তিনিই শুদ্ধ সেবা করিতে পারেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিকট যাইবার জন্য খুব ব্যগ্র হইতে হইবে। আমাদের ব্যগ্রতা দেখিলে তাঁহাদের কৃপা হইবে। স্বরূপ-শক্তির সহিত স্বরূপ-শক্তিমানের অর্থাৎ শ্রীগুরুর সহিত শ্রীগৌরের স্মৃতি যাঁহার যত বেশী, তাঁহার তত মঙ্গল হয়।

অভিনিবেশ, সরলতা ও দৃঢ়তা—এই তিনটী থাকিলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। যাহার একটীও কম, তাহার সুবিধা হইবে না। এই তিনটীর যে-কোন একটী না থাকিলেই অসুবিধা। প্রকৃতির পার হইলে অশোক-রাজ্যে যাওয়া যায়। ব্রহ্মলোকই অশোক-রাজ্য। বিরজাও অশোক। অশোক-রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণ বা ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ নাই। সেখানে বিষয়-পিপাসাও নাই। তথায় কোন রূপাদিও নাই। বৈকুণ্ঠই অভয়-রাজ্য। তথায় চিদ্বিলাস ও আনন্দ আছে। ব্রহ্মলোকে আশ্রয় নাই। অভয়-রাজ্যে মর্য্যাদা-জ্ঞান বেশী। ব্রজই অমৃতলোক। সেখানে ব্রজবাসিদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত খুব ঘরোয়া-ভাব।

নিজসুখবাঞ্ছা যাঁহার নাই, তিনিই অকিঞ্চন। শুদ্ধ জীবমাত্রই অকিঞ্চন, ইহা তাঁহাদের সত্তা। কিঞ্চনতা বা সকিঞ্চনতা জিনিষটী স্বসুখ-বাসনা। বৈকুণ্ঠে কিঞ্চনতা নাই, সেখানে সকলেই অকিঞ্চন। ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপাকটাক্ষ হইলেই সেইরূপ সুযোগ লাভ হয়। এ জগৎ ছাড়িতেই হইবে; সুতরাং জীবন থাকিতে থাকিতে ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যগ্র হওয়া উচিত। কেবল মুখে সেবক-অভিমান করিলে চলিবে না, সেবা কতটা হইতেছে, চিত্ত কতটা গুরুকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, আশা আছে না নাই, তাহা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে হইবে। এই আশাই দরকার, কৃষ্ণকে পাইবার আশা যেখানে নাই, সেখানে সর্ব্বনাশ। এইজন্য যাহাতে আশা বাড়ে, তজ্জন্য সাধন করিতে হইবে।

শরণাগতি না থাকিলে সাধুসঙ্গ হইবে না। কপাল ভাল হইলে সাধু-গুরুতে শ্রদ্ধা হয়। বদ্ধজীব কখনও একাকী থাকিবে না, একা থাকিলেই বিপদ্। একা থাকিলে দুষ্ট মনের সঙ্গে অসৎসঙ্গ হইবে। সর্ব্বক্ষণ সৎসঙ্গে থাকা দরকার; অন্তরে গলদ থাকিলে সাধুগুরুর নিকট যাওয়া যায় না, যেখানে সঙ্কোচ, সেখানে পরভাব আপন-জ্ঞানের অভাব। সাধুর সঙ্গ হইতে—সাধু-গুরুর নিকট হইতে যাঁহারা তফাৎ বা দূরে থাকিতে চান, সুযোগ পাইয়াও তাহা প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের অন্তরে অন্যাভিলাষ প্রবেশ করিয়াছে। দুর্ব্বল আমরা মনকে নিজে নিজে শাসন করিতে পারি না। সাধু বা শাস্ত্রই তাহাকে শাসন করেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? যেখানে সাধুর প্রতি অবহেলা, সেখানে নিশ্চয়ই অসতের প্রতি আদর আছে অথবা অসৎ দেহাদির প্রতি আসক্তি হইয়াছে। সাধুসঙ্গ বাদ দিলে অনর্থযুক্ত মনের সঙ্গ হইবেই। সকল সময় উন্নত অধিকারীর সাক্ষাৎসঙ্গ না পাওয়া গেলে তাঁহাদের বাণীর সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহাদের বাণীর মধ্যেই তাঁহাদের সঙ্গ পাওয়া যাইবে।

চেতনই চেতনকে চিনিতে পারে ও চিনাইতে পারে। দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বৈষ্ণবদাস হইতে হইবে, তবেই বৈষ্ণবকে চেনা যাইবে। দেবতাগণ ব্রহ্মাণ্ডে থাকিতে চান, তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতে চান না। কিন্তু শুদ্ধভক্ত ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করেন। তাঁহার ফলকামনা নাই। দেবতাগণ ফলকামী। কিন্তু যে দেবতা ফলকামী নন, যিনি বিষ্ণুর সেবা করেন, তিনি বৈষ্ণব। 'প্রভু আমার, আমি প্রভুর,'—এই সম্বন্ধটী দৃঢ় হইলে মঙ্গল হইবেই।

যেখানে এরূপ দৃঢ়তা, সেইখানেই শ্রীকৃষ্ণের দিকে গতি। যেখানে সম্বন্ধ নাই সেখানে গতিও নাই। সম্বন্ধ ঠিক না হইলে কিছুই হয় না। আগুন জল হইয়া যায়, বিষ নির্বিষ হয়—যদি সম্বন্ধ ঠিক্ থাকে। যাহার সংসারের প্রতি টান আছে, তাহার যেমন সংসারের কথা শুনিতে ভাল লাগে, সেইরূপ হরিকথা ও হরিনামে যাঁহার টান হইয়াছে, তাঁহার হরিকথা শুনিতে ভাল লাগিবেই। যেখানে হরিকথায় রুচি বা টান নাই, হরিকথা ভাল লাগে না, ঘুম আসে, সেখানে কপাল খুব মন্দ জানিতে হইবে। শ্রীহরিকথা-রূপী শ্রীহরি যখন আমাকে কৃপা ও উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে আগমন করেন, তখন আমি যদি উদাসীন বা অন্য-মনস্ক হই অর্থাৎ আমার নিদ্রা আসে, তাহা হইলে আমি যে কৃপা চাই না বা আমি কৃপোন্মুখ বা সেবোন্মুখ নহি, ইহাই কি প্রমাণিত হয় না? কৃপণ ও লম্পটের কি কনক ও কামিনী দেখিয়া ঘুম আসে? ভোগীর ভোগের সময় ত' ঘুম পায় না, কিন্তু সেবকের সেবা অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সময় ঘুম আসে কেন? এ সব বিষয়ে খুব সাবধান

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

হওয়া দরকার। সময় থাকিতে সাবধান না হইলে সোনার পরিবর্ত্তে ভোগ্যবস্তুই লাভ হইবে—আমি যাহা চাই, আমার ভাগ্যে তাহাই মিলিবে।

প্রকৃতি-কবলিত জীব

——::•::——

শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ভগবৎস্বরূপ নিত্য, সেই শক্তিমান্ ভগবানের শক্তির দুইপ্রকার পরিচয় আছে। সেই শক্তির একটি পরিচয়ের নাম 'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জড়-জননী বলিয়া তাঁহাকে 'অপরা শক্তি'ও বলা যায়। ভগবানের এই অপরা বা জড়সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে আটটী তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষিত হয়। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই পাঁচটি মহাভূত ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি তন্মাত্র,—এইপ্রকার দশটি তত্ত্ব এবং অহঙ্কার ও তাহার কার্য্যভূত একাদশ ইন্দ্রিয়, 'বুদ্ধি'-শব্দে মহত্তত্ত্ব এবং 'মনঃ' শব্দে প্রধান,—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, এই সমুদয়ই ভগবানের বহিরঙ্গ-শক্তিগত। এতদ্ব্যতীত ভগবানের অপর একটি তটস্থা শক্তি আছে—যাহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গ-শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ—উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থশক্তি' বলা হয়।

বাস্তব বস্তু জীব, শ্রীভগবানের পরা বা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি-পরিণত। এই জীব নিত্য, শুদ্ধ ও সনাতন। শ্রীভগবান্ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়। তাঁহার অংশ বলিয়া জীবও চিন্ময় এবং তাঁহার স্বাতন্ত্র্যও কিছু আছে।

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ।

অর্থাৎ একটি কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া পুনরায় তাহার এক অংশকে শতভাগ করিলে, তাহার যে পরিমাণ হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের সহিত তুলনায় জীবের সূক্ষ্মত্ব। সুতরাং শ্রীভগবানের স্বেচ্ছাময়ত্বের তুলনায় তাহার স্বেচ্ছাময়ত্বও তদ্রূপ। এইরূপ সূক্ষ্মতা-যুক্ত জীব শ্রীভগবানের মায়াদ্বারা বশযোগ্য। সেই জীব যখন শুদ্ধস্বরূপে অবস্থান করে, তখন সে নিত্যকাল শ্রীভগবানের সহিত বৈকুণ্ঠে বাস করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন সে তাহার ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাময়ত্বের অপব্যবহার করিয়া শ্রীভগবান্‌কে ছাড়িয়া 'আমি ভোক্তা'—এই বুদ্ধি করিয়া শ্রীভগবানের গুণময়ী মায়ার প্রতি নিরীক্ষণ করে, তখনই তাঁহার দৈবী মায়া অর্থাৎ শ্রীভগবানের উপায় উক্ত অষ্টপ্রকার মায়িক প্রকৃতি, যথা,—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

"কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তা'রে জাপটিয়া ধরে॥"

মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক একটি সূক্ষ্ম আবরণ—যাহাকে লিঙ্গদেহ বলে, তৎপরে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমাত্মক একটি স্থূল আবরণ—যাহাকে জড়দেহ বলে, এই দুইপ্রকার দেহদ্বারা সেই জীবস্বরূপটি আচ্ছাদিত হইয়া যায় এবং সেই জীব এই মায়িক জগতে আসিয়া ভোগসুখপ্রাপ্তির লালসায় ইতস্ততঃ ধাবিত হয়।

'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণ দাস,'—এই কথা ভুলে'।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট-ক্ষুদ্র।
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥

প্রথমতঃ জীব এই জড়ীয় স্থূল দেহে 'আমি'-বুদ্ধি করে,—মনে করে 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি অন্ত্যজ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি গৃহস্থ, আমি বানপ্রস্থ, আমি সন্ন্যাসী, আমি পশু, আমি পক্ষী, আমি কীট, আমি পতঙ্গ, আমি পণ্ডিত, আমি ধনী, আমি মানী, আমি দরিদ্র, আমি কাঙ্গাল,' ইত্যাদি—ইহাই হইল অহঙ্কার।

দ্বিতীয়তঃ সে মনের দ্বারা সংকল্প করে,—'রাজা হইলে, ধনী হইলে, মানী হইলে বা কামিনী পাইলে আমার বেশ সুখ হইবে' অথবা 'রাজা না হইলে, ধনী না হইলে, মানী না হইলে বা কামিনীর অভাব হইলে আমার দুঃখ হইবে'—এইরূপ বিকল্প করিতে থাকে। এইপ্রকার সংকল্প ও বিকল্পই মনের ক্রিয়া।

তৃতীয়তঃ সে বুদ্ধির দ্বারা ঐসমস্তের প্রাপ্তি বা ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন অথবা 'ইহার দ্বারা এইজন্য আমার সুখলাভের সম্ভাবনা নাই, উহার দ্বারা ঐকারণে আমার লাভের সম্ভাবনা কম, সুতরাং ঐ তৃতীয়টীর দ্বারা এই কারণে আমার যথেষ্ট লাভ ও সুখ হইবে',—এইরূপ নানাপ্রকার বিচার করিয়া থাকে। ইহাই হইল বুদ্ধির ক্রিয়া।

এইরূপে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহের কার্য্য সম্পন্ন হইলে জীব বাহ্য স্থূলদেহকে চালিত করিয়া নানারূপ দেহসুখ বা জড়েন্দ্রিয়তৃপ্তিলাভের জন্য সর্ব্বদা মতিচ্ছন্নের ন্যায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়।

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥

কিন্তু হায়! দুর্ভাগা জীব বুঝে না যে, এই জগৎ মায়িক বা অনিত্য। এখানে নিত্য সুখ—নিত্য আনন্দ বলিয়া কোনও জিনিষ নাই, যাহা আছে, তাহা ক্ষণিক এবং পরে নিরানন্দই আনয়ন করে। বদ্ধ জীব এই নিরানন্দকে নিত্যানন্দজ্ঞানে ধাবিত হয় বলিয়া সাধুগণ ইহাকে 'মায়া-মরীচিকা'-আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেরূপ জলপানের ইচ্ছায় মরীচিকা দেখিয়া জলভ্রমে তাহা পান করিতে ধাবিত হয়, কিন্তু জলপান দূরে থাকুক, ছুটিতে ছুটিতে তাহার পিপাসাই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, জল আর মিলে না, সেইরূপ মায়ামুগ্ধ জীব মায়া-মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুখলাভের ইচ্ছায় অনবরত ছুটিতে থাকে এবং অবশেষে ঐ তৃষ্ণার্ত্ত হরিণের দশাই প্রাপ্ত হয়। কখন সে মনে করে, 'জগতে এই জিনিষটি আমাকে সুখ প্রদান করিবে', আবার কখনও মনে করে, 'ইহা হইতে সুখ না পাওয়া গেলেও ঐ জিনিষটি আমাকে নিশ্চয়ই সুখ দিবে'। সুখের আশায় এইরূপ এক ছাড়িয়া আর এক ভোগ করিতে দৌড়ায়, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি পায় না। কারণ, এই মায়িক জগৎ জীবের নিত্যস্থান নয়। তজ্জন্য জীবের তৃপ্তির বস্তু এ জগতে নাই। যেরূপ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী স্বর্ণ পিঞ্জর বা নানাপ্রকার সুস্বাদু আহার্য্য পাইলেও বন ব্যতীত তৃপ্তি পায় না, সেইরূপ মায়াবদ্ধ জীবকে নানাপ্রকার জড়ীয় ঐশ্বর্য্য তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে না। যেমন, প্রবাসী ব্যক্তি বিদেশে নানাপ্রকার মনোহর দ্রব্য পাইলেও স্বগৃহ-অভাবে কিছুতেই সুখ লাভ করে না, সেইরূপ জীব এই মায়িক জগতে প্রবাসী হইয়া শান্তির বিষয় অহর্নিশ খুঁজিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু শান্তি পায় না, আবার মায়িক সুখ লাভ করিলেও তাহাতে তাহার তৃপ্তি হয় না।

প্রকৃতি কবলিত জীব এই জগতে নানা-যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপে নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে।

জীব এই স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ নয়। জীব এতদতিরিক্ত একটি ভিন্ন বস্তু। আমরা কথায়ও বলিয়া থাকি, 'আমার দেহ, আমার মন'। সুতরাং 'আমি' বস্তুটি এই দেহও নহি বা মনও নহি। 'আমি'-বস্তুটি আত্মা—আত্মাই জীব। সেই জীবের একটি নিত্য স্বভাব আছে, তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। জলের যেমন শৈত্যের সংস্পর্শে কাঠিন্যধর্ম্ম উপস্থিত হয়, সেইরূপ জীবের মায়ার সঙ্গলাভ হইলে তাহার নিত্যস্বরূপের ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া পড়ে।

স্বরূপার্থৈর্হীনান্নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্ম্মায়াদণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গ-নিরয়ৌ॥

অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপবিস্মৃত, নিজ সুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য, পতিত জীবসকলকে শ্রীহরির মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজস্তমো গুণ-নিগড়সমূহ-দ্বারা কবলিত করেন। মায়া স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহপরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান। তাহাদের উদ্ধারের উপায় মহাজন এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যংস্তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযুতঃ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্ম্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরস-ভোগং স কুরুতে॥

উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসবিগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন যদি মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার কৃষ্ণনামাদির আবৃত্তি-ক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক দশা দূর হইতে থাকে। জীব তখন ক্রমশঃ স্ব-স্বরূপ লাভ করত বিমল কৃষ্ণসেবারস ভোগ করিবার যোগ্য হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

— ::•::——

জগতে যা' কিছু আমার ভোগের চক্ষে সুন্দর—ভালো, সেগুলি সব বড় শত্রু। যে ভোগী হ'বে, সে বঞ্চিত হ'বে—বিদ্ধ হ'বে। খা'বো-দা'বো, নরকে যা'বো—এইরূপ বুদ্ধি-বিচার সমস্ত মানবজাতিকে গ্রাস ক'রেছে—এর চেয়ে আর লজ্জার কথা কি! এই বুদ্ধির হাত হ'তে রক্ষা ক'র্‌বার জন্যে sugar coating দিয়ে quinine খাওয়াবার ন্যায় গৌরসুন্দর ব্যবস্থা ক'রেছেন। ইতর ব্যোমের অসৎ-শব্দ মানুষকে সর্ব্বদা ইতর-বিষয়ে টেনে নিচ্ছে—এই শব্দটাই যত গোলমাল ক'র্‌ছে। মানুষ এই শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে মৃগের ন্যায় মায়াবী ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হ'চ্ছে। তাই শ্রীগৌরসুন্দর হরিকথার সঙ্গে তাল-মান-লয় সংযোগ ক'রে জিলেটিং দিয়ে কুইনাইন খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। তৌর্য্যত্রিক—যাহা পাপের আকর—মহাপাপিষ্ঠদের কার্য্য, তাহা কামদেবের সেবায় নিযুক্ত না হ'লে বিষ উদ্গীরণ ক'র্‌বেই ক'র্‌বে।

কপটতা ও দুর্ব্বলতা আলাদা জিনিষ। কপটতারহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। আচার্য্যকে ঠ'কাব—বৈষ্ণবের চোখে ধূলি দে'বো—আমার অসৎপ্রবৃত্তি-কালসাপকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধ-কলা দিয়ে পু'ষ্‌ব—লোককে জা'ন্‌তে দে'বো না—লোকের কাছে 'সাধু' বলে প্রতিষ্ঠা নে'বো—এসকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতামাত্র নহে, কিন্তু ভীষণ কপটতা; এ'দের কোন কালেই মঙ্গল হয় না। মঙ্গলের পথটাকে যাঁ'রা প্রথমমুখেই রুদ্ধ ক'রেছে, তা'দের মঙ্গল হ'বে না। সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে—নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে, বিনীতভাবে সাধুদের শ্রীমুখ-বিগলিত

কথা শু'ন্‌তে শু'ন্‌তে ক্রমপথে মঙ্গল হয়। যদি আমরা লোক-দেখান সাধুসঙ্গ করি, তা'হ'লে আমাদের অসৎ-প্রবৃত্তিই দিন-দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থা'কবে। গৌরসুন্দর যে আদর্শ দে'খিয়েছেন, তা'তে কপটতার স্থান নাই। লক্ষ-লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে, তা'তে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি, সাধুর বেশ, সাধুর নাম নিয়ে সীতাহরণের প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হই, তা'হলে অসুবিধা-সর্পিণীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফে'ল্‌লাম। পশু,পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি—লক্ষ-লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল,তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নয়। কপটের প্রতি কখনও গৌরসুন্দরের কৃপা হয় না।

প্রত্যেক মানুষের 'ধীর' হওয়া আবশ্যক—প্রাকৃত চাঞ্চল্য যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রেয়ঃ যাহাতে লাভ হয়, মরণের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র তাহাই ক'র্‌ব—এইরূপ বিচারবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

অবৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণকারীর মঙ্গল নাই। সর্ব্ববিধ মঙ্গল—বৈষ্ণবের পাদপদ্মাশ্রয়কারীর হস্তামলক। অবৈষ্ণব জন্ম-মরণ-মালা গলায় ধারণ করিয়াছে। হরিপরায়ণগণের কখনও মাতৃকুক্ষিতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক, যাঁহার বৈষ্ণবের অলৌকিক অসামান্য শ্রীপাদপদ্মদর্শনের সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারও পুনর্জ্জন্ম নাই।

'গুরু' যে-সে ব্যক্তি নহেন। ২৪ঘণ্টার মধ্যে ভগবানের ২৪ঘণ্টারই উপাসক ছাড়া কেহই 'গুরু' নহেন। সাজান ব্যক্তি গুরু নহে। প্রকৃত-প্রস্তাবে যদি কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র অনুশীলন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র আলোচনা করেন, তবে তিনি মায়া হইতে অবশ্যই উদ্ধার পাইবেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র আলোচনা ব্যতীত জড়তা যায় না, চৈতন্য হয় না।

আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব, যিনি শতকরা শতভাগই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ হরিসেবায় রত হইব না। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'কারও বলিয়াছেন,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

যিনি 'ভাগবত-ব্যাখ্যাতা' হইবেন, তাঁহার নিজের 'ভাগবত' হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পাণ্ডিত্যের থাকিলে তিনি লোকচিত্তরঞ্জক ভাগবত-পাঠক হইয়াও 'ভাগবত' হইতে বহু দূরে। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব-সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না।

লোকের কাছে 'নিরপেক্ষ সত্য' বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়,—এই ভয়ে, আমি যদি সত্য কথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌত-পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌত-পন্থা গ্রহণ করিলাম, আমি অবৈদিক - নাস্তিক হইলাম - সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই—ইহাই প্রমাণিত হইল।

যিনি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁ'রই মায়া হ'তে উদ্ধার লাভ হয়। জীবের অন্য কোনও কৃত্য নাই—কৃষ্ণারাধনা ব্যতীত, অন্য কোনও উপাস্য বস্তু নাই—কৃষ্ণনাম ব্যতীত।

'শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পরিচর্য্যা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই'—আত্মায় যখন ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়, 'ভগবানের পাদপদ্ম-সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম—সর্ব্বকালের ধর্ম্ম'—ইহা যখন উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন দুষ্ট মন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে তাণ্ডবনৃত্য দেখায় না।

ব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত আমরা অন্য কথার মধ্যে থা'ক্‌বো না। যে স্মৃতিতে বিষ্ণুভক্তির বাধা হচ্ছে, সেরূপ স্মৃতিকে আমরা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ ক'র্‌বো। স্মার্ত্তের অনুগমন ক'র্‌লে বিষ্ণুসেবা হয় না।

যখন আত্মা হরিসেবা করে, তখন আত্মার হরিসেবাধর্ম্মক্রমে মন ও দেহও হরিসেবা ক'র্‌তে বাধ্য হয়। যখন 'নামাভাস' হয়, তখন জীব এই জগৎ হ'তে মুক্ত হয়। নামাপরাধ-দ্বারা ধর্ম্মার্থকাম লাভ হয়, কখনও বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তিও লাভ হয়।

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মায়াদেবী জীবকে জাগতিক নশ্বর অভাব-অসুবিধার হাত হইতে কিছুকালের জন্য রক্ষা করেন, আর মহামায়ার মূল শুদ্ধস্বরূপ যোগমায়া জীবকুলকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণে যোগ্যতা দিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া মহাপ্রেম প্রদান করেন। মহামায়াদেবী বাসনাযুক্ত বিদ্ধ শাক্তসমূহকে প্রার্থিত ফলদান করেন, আর যোগমায়াদেবী শুদ্ধ শাক্তগণকে সুনির্ম্মল ভাব-বিশিষ্ট করাইয়া রাসস্থলীতে কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। যাঁহাদের জগৎ-ভোগের প্রবৃত্তি নাই, অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মাদির বাসনা নাই,তাঁহারাই চিৎকর্ণে সেই অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি শুনিতে পারেন,—যোগমায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে পারেন। যোগমায়া উন্মুখপালনী চিৎশক্তি, আর মহামায়া—যাঁহার উপাসনা জগতে প্রচলিত, তিনি বিমুখমোহিনী অচিৎশক্তি বা মায়াশক্তি। শুদ্ধ শাক্তগণ চিচ্ছক্তির উপাসক। যোগমায়া নিষ্কিঞ্চনগণকে বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট করাইয়া কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন॥

পতিতপাবন বৈষ্ণব ব্যতীত ইহজগতে আমার পবিত্রতাকারক আর কেহই নাই।

এখানে একজনের সহিত আর একজনের ঈর্ষামূলে প্রতিযোগিতা চলে—একজন অপরকে নিজাপেক্ষা নীচ, ক্ষুদ্র, দরিদ্র, মূর্খ, কুৎসিৎ ইত্যাদি রূপে দর্শন করে, কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুর সেরূপ নহেন। আমি পতিত, কৃষ্ণ ভুলিয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত,—চক্ষু আমার পরম শত্রু, সে সর্ব্বক্ষণ রূপজ মোহে প্রমত্ত, কর্ণ নিজের প্রশংসা শুনিতে ব্যস্ত, রসনা সুস্বাদু দ্রব্য-সংগ্রহে, নাসিকা সুগন্ধ-গ্রহণে, ত্বক্ কোমল বস্তুর স্পর্শে এবং মন বিষয় চিন্তায় মত্ত—আমি সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া আছি, আমি আমার বর্ত্তমান অবস্থা যখন বিচার করি, তখন দেখি যে, আমি ঊর্দ্ধে ছিলাম, অধঃপতিত হইয়াছি, নারকী আমি, পাপিষ্ঠ আমি—এ হেন জীবকে তিনি উদ্ধার করিতে ব্যস্ত। জীবে দয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য কার্য্য নাই। তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর কর্ত্তব্য নাই—তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর গতি নাই।

বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছাকল্পতরু। জগতে কল্পবৃক্ষ যেমন প্রার্থীর প্রার্থনানুযায়ী ফল দান করে, সেইরূপ অপার্থিব বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তিনি তাহা পূরণ করেন। তবে প্রাকৃত জগতে কল্পবৃক্ষ অস্থায়ী জাগতিক ফল দান করে, আর বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপা অখণ্ড পরম ফল বা নিত্য প্রয়োজন দান করেন। বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপার সমুদ্র। তিনি সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে দয়া করেন। তাঁহার ভাণ্ডার অল্প নহে, সে ভাণ্ডারে অভাব হয় না। প্রাকৃত জগতে সমুদ্রের শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বৈষ্ণবের কৃপা-ভাণ্ডার কখনও শূন্য হয় না।

পরিকর-বিশিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরই আমাদের পূজার সামগ্রী। পরিকর বাদ দিয়ে গৌরসুন্দরের পূজা হয় না। বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। বৈষ্ণবের অনুকরণদ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না—'অনুসরণ' দ্বারাই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণের অনুকরণ জীবের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কৃষ্ণের অনুকরণ ক'র্‌তে গিয়ে আউল-বাউলাদি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'য়েছে—মায়াবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে—শুদ্ধাদ্বৈতবাদের নামে বিদ্ধাদ্বৈত বা কেবলাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের অন্য উপদেশ নাই—বৈষ্ণবের অন্য কোন কৃত্য নাই—ভগবান্‌কে ডাকা ছাড়া অন্য কোনও কথা নাই। যাঁ'রা কৃষ্ণকে আহ্বান করেন, তাঁ'দের সেই কৃষ্ণকে ডাকাকার্য্যটা স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্যের অন্তর্গত নহে। কৃষ্ণের যে চিন্ময় শরীর—তাঁ'র সেবা ক'র্‌বার জন্যই তাঁরা কৃষ্ণকে ডাকেন।

শ্রীশ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠে

গত ১৮ই পৌষ, ২রা জানুয়ারী, শুক্রবার পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক-যাত্রা-দিবস পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশ ও ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে শ্রীমথুরাগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীজিউর শ্রীবিগ্রহ প্রকট-মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভু-প্রমুখ কতিপয় মঠসেবকসহ গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪১) কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া গত ১লা জানুয়ারী তারিখে তথায় উপস্থিত হন।

শ্রীবিগ্রহপ্রকটের অধিবাস তিথিতে সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ নেমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর প্রভু ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পঞ্চতত্ত্বনাম ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীল তীর্থ মহারাজ 'শ্রীবিগ্রহপ্রাকট্যমাহাত্ম্য ও শুদ্ধভক্তের কর্ত্তব্য'-সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

তৎপরদিবস উষঃকাল হইতে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনার পর শ্রীগুরুবৈষ্ণব, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধা-মাধবের কৃপা প্রার্থনা ও মাহাত্ম্য-সূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ উপস্থিত ভক্তগণের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৭শ ও ১৮শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিতভাববিগ্রহ বিপ্রলম্ভ-ভাবাঢ্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমথুরানগরীতে শুভবিজয় এবং শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বন-ভ্রমণ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। শ্রীপাদ নেমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর প্রভু শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন করেন। শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ও শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীবিগ্রহপ্রকটোপলক্ষে বৈষ্ণবহোম কার্য্য সম্পাদন করেন। বিচিত্র সেবোপকরণ-দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর ভোগরাগ সম্পন্ন হইলে বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত মঠাশ্রিত ভক্তগণকে এবং মথুরাবাসী সুকৃতিমান্ শ্রদ্ধালু সজ্জনগণকে বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

উৎসবোপলক্ষে দিল্লী হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ্ প্রভু, শ্রীপাদ সত্যব্রত দাসাধিকারী প্রভু, সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত টি, আর, কৃষ্ণ পণ্ডিত এবং ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন মঠ হইতে বহু সেবক আগমন করিয়াছিলেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥:০:॥-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	৷৵০	৷৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৪৲	৩॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—তিব্বতীয় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায়

গত ৩রা জানুয়ারী "বিমান আক্রমণের ফলে কিরূপ বিপদ ঘটিতে পারে, তাহা জানা না থাকিলে নৈতিক শক্তি অটুট রাখা সম্ভবপর হইতে পারে না।" বৃটেনের নিরাপত্তা রক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মিঃ হার্ব্বার্ট মরিসন লণ্ডনের এক সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "বিমান আক্রমণের ফলে চারিদিকের সবকিছু ভাঙ্গিয়া চুরমার হইলেও জনসাধারণের নৈতিক শক্তি ততক্ষণ যাবৎ দৃঢ় থাকিতে পারে। তবে সেই সময়ের মধ্যে তাহাদের তত্ত্বাবধান ও সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিমান-আক্রমণ হইতে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রত্যেক দেশকে তাহার নিজের মত উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হই!। এই বিষয়টির উপর জোর দিয়া মিঃ মরিসন তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এণ্ডারসন আশ্রয়স্থল বিশেষ নিরাপত্তা বিধায়ক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। টেবিলের নীচে যাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন, সরাসরি আঘাত ব্যতীত অন্য সকল প্রকার বিপদ হইতে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে পারেন। ইস্পাতের কাঠামোয় কংক্রীট করা যে সব ইমারত সেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। পক্ষান্তরে লোকের ধারণা এই যে, কোনও ইমারতের প্রথম দুইতলা ও উপরতলাগুলি পরিত্যাগ করাই ভাল। তাহাদের এই ধারণা কতকটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ইমারতগুলি যদি খুব উচ্চ হয়, তাহা হইলে সে ইমারতের নীচতলায় কিংবা ত্রিতল অথবা চারিতলায় থাকিলে কিছুই আসে যায় না। দেখা গিয়াছে যে, উন্মুক্ত আশ্রয়স্থলগুলি অনেকটা নিরাপদ এবং সুদৃঢ় ইমারতের নীচের তলাগুলিও যথেষ্ট নিরাপত্তা বিধায়ক। কাঁচা ট্রেঞ্চগুলি অবশ্যই ভালো, কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সরাসরি আঘাতের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে, ভূকম্পনের ফলেও ঠিক তদনুরূপই ক্ষতি হইয়াছে। গভীর আশ্রয়স্থলগুলি অপেক্ষাকৃত কম নিরাপত্তাসূচক বলিয়া মনে হয়। কারণ এখনও দেখা গিয়াছে যে, ৮০ ফিট নীচের টিউবগুলি বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।" উপসংহারে মিঃ মরিসন বলেন যে, বিপদ আসিবার পূর্ব্বে সময় থাকিতে তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

ভারতীয় বৈমানিকের কৃতিত্ব

বৃটিশ উদকূল রক্ষী বিমান-বহরের একখানি বিউ-ফোর্ট টর্পেডোবাহী সোয়ার বিমানের জনৈক ভারতীয় চালক তাঁহার তৃতীয় বারের অভিযানে ফ্রিজিয়ান দ্বীপের অদূরে গোলাবারুদ বোঝাই প্রতিপক্ষীয় একখানি জাহাজ বোমার আঘাতে ডুবাইয়া দিয়াছেন। জাহাজখানি ৩ হাজার হইতে ৫ হাজার টনের মধ্যে

বৈমানিকের নাম মীর্জ্জা মেহদী খাঁ। তিনি ১৯২১ সালে বোম্বাইয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিচারপতি মীর্জ্জা খাঁ ১১ বৎসর কাল যাবৎ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন।

পেট্রোল ছাড়া মোটর চালাইবার চেষ্টা

যদি কর্ণেল জুলিয়ান এস লিয়াং'এর আবিষ্কার সাফল্য লাভ করে তাহা হইলে ব্রহ্ম রোড হইতে চীন পর্য্যন্ত যে সমস্ত মোটর গাড়ী যাতায়াত করে সেগুলি পেট্রোলে না চালাইয়া বন তেলে চালানো সম্ভব হইবে। তাহা হইলে যান চলাচলের জন্য যে খরচা হয় তাহা অনেক কম পড়িবে।

কর্ণেল লিয়াং পূর্ব্বে চীনা বিমান-বাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। এখন তিনি রেঙ্গুনে তাঁহার গবেষণা—দি জ-এল গ্যাস-ডিসেল কনভার্টার লইয়া ব্যাপৃত আছেন।

কর্ণেল লিয়াং সম্প্রতি ব্রহ্ম রোড বরাবর ঐরূপ একটি আমেরিকান মোটরগাড়ী করিয়া লাসিও হইতে চুংকিং পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণে তিনি পেট্রোলের বদলে কেরোসিন তেল মোটরগাড়ীতে ব্যবহার করিয়াছিলেন

ঢাকার বাস সার্ভিস বন্ধ

আরও পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের ফলে কর্ত্তৃপক্ষ মোটর বাস, ভাড়াটিয়া মোটরগাড়ী এবং প্রাইভেট এবং ভাড়াটিয়া লরীর নিকট পেট্রোল বিক্রয় বন্ধ করায় গত ১লা জানুয়ারী হইতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ মোটরবাস সার্ভিস সহ সমস্ত বাস সার্ভিস বন্ধ হইয়াছে।

আসামে মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা

আসাম গবর্ণরের এডভাইসরদের নাম এখনও ঘোষিত হয় নাই, তবে বিদায়ী মন্ত্রিদলভুক্ত সদস্যগণ গত কয়েকদিন ধরিয়া স্যার মহম্মদ সাদুল্লার নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সরকার বিরোধী দলের পাঁচজন সদস্য উক্ত দলে ভিড়িয়াছেন বলিয়া প্রচার করা হইতেছে।

ওয়াকিবহাল রাজনৈতিকমহল মনে করেন যে, আসাম লাট শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন, উহা প্রত্যাহৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৮ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৬শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১০ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার | ২৮৯৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মাধব, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগঙ্গা

——::(*)::——

শ্রীগঙ্গা পতিতপাবনী, সর্ব্বপাপবিনাশিনী। গঙ্গার মাহাত্ম্য ভারতবর্ষে কাহারও অবিদিত নাই। কি শাক্ত, কি শৈব, কি সৌর, কি গাণপত্য, কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি পাপী, কি পুণ্যবান্—সকলেই সমস্বরে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বেদ, পুরাণ, উপনিষৎ, ইতিহাস প্রভৃতি সকল প্রাচীন গ্রন্থেই 'গঙ্গা'-নামের উল্লেখ দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গঙ্গাদেবীকে সৃষ্টির আদিতে গোলোকস্থ রাসমণ্ডলে গোপ-গোপীগণাকীর্ণ শুভ রাসমহোৎসবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-অঙ্গদ্রবসম্ভূতা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। শ্রীবাল্মীক-রামায়ণে গঙ্গাদেবীকে গিরিরাজ হিমালয়ের মেনকা-নাম্নী পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেবগণ দেবকার্য্য-সাধন করিবার জন্য হিমালয়ের নিকট হইতে গঙ্গা-দেবীকে ভিক্ষা করিয়া লন, পরে কপিলের শাপে সগর-বংশ ধ্বংস হইলে বিনতানন্দন সুপর্ণের উপদেশানুসারে গঙ্গাকে মর্ত্ত্যলোকে আনিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ বংশে দিলীপ পুত্র রাজর্ষি ভগীরথ গোকর্ণে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে ভূতলে আনয়ন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও গঙ্গার উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—শ্রীবিষ্ণু বলিরাজের যজ্ঞে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দুইপদে ত্রিভুবন অধিকার করেন। তৎকালে তাঁহার বাম পদাঙ্গুষ্ঠের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের ঊর্দ্ধভাগ বিদীর্ণ হইয়া একটি ছিদ্র হয়, ঐ ছিদ্রপথে একটি জলধারা উদ্গত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম বহিয়া সহস্রযুগ পরিমিতকাল স্বর্গ-শিরোভাগে প্রবাহিতা ছিলেন। ঐ ধারা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা বলিয়া 'বিষ্ণুপদী'-নামে কীর্ত্তিতা হন। তৎকালে তাঁহার জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি সংজ্ঞা ছিল না। বিষ্ণুপদে অবস্থিতা গঙ্গাকে ধ্রুব এবং সপ্তর্ষি-প্রমুখভক্তগণ সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিতেন।

দ্রষ্টার প্রতীতিভেদে একই বস্তু বিভিন্ন-রূপে প্রতীত হয়। দ্রষ্টৃভেদে প্রতীতিভেদ হয় বলিয়া কর্ম্মিগণের প্রতীতির সহিত জ্ঞানী বা যোগিগণের প্রতীতির, আস্তিকগণের প্রতীতির সহিত নাস্তিকগণের প্রতীতির ভেদ আছে, আবার অপ্রাকৃত জ্ঞানিভক্তের প্রতীতি এবং প্রাকৃত জ্ঞানীর বা কর্ম্মীর অথবা প্রাকৃত নির্ব্বিশেষবাদীর কিংবা আস্তিক-ব্রব ও নাস্তিকের ধারণা কখনই এক নহে।

কর্ম্মিগণ প্রাকৃত সলিলে তীর্থ অর্থাৎ পবিত্র-বুদ্ধিবিশিষ্ট। তাহাদের ধারণা,—প্রাকৃত দেশ-কাল-পাত্র-সংযোগে এই জড় শরীরটি অপবিত্র হয় এবং গঙ্গাজলে স্নান করিলেই সেই অপবিত্রতা দূরীভূত হয়। স্থূল-দেহে আত্মবুদ্ধি হইতেই এইরূপ বিচার হয়। বস্তুতঃ সুরাকুম্ভ জলে ধৌত করিলে যেরূপ শুদ্ধ হয় না, অঙ্গার যেরূপ শত-সহস্রবার বিধৌত হইয়াও স্বীয় মলিনত্ব পরিত্যাগ করে না, মায়িক রজোনির্ম্মিত এই দেহটিও সেইরূপ শতসহস্রবার স্নানাদি-দ্বারা সলিলে ধৌত করিলেও কখনই পবিত্র হইতে পারে না। কর্ম্মিগণের ধারণার প্রতিকূলে শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

> যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ
> কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
> যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু
> স এব গোখরঃ॥

যিনি বাত-পিত্ত-কফাত্মক শবতুল্য জড়-শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী পুত্র-পরিবারাদিতে 'আমার'-বুদ্ধি, পার্থিব প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু তীর্থপাদ শ্রীভগবানে ও তদ্ভক্তে তীর্থ-বুদ্ধি, পূজ্যবুদ্ধি বা আত্মবুদ্ধি করেন না তিনি গবাদি পশুগণের মধ্যে গর্দ্দভতুল্য অর্থাৎ অত্যন্ত নির্ব্বোধ। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ ও তৎসম্বন্ধী বস্তুসকলই চিন্ময়, সুতরাং নিত্য ও পবিত্র ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান বা চিন্ময়-বুদ্ধি-রহিত হইয়া প্রতিমাদিতে ঈশ্বরবুদ্ধি বা জলে তীর্থবুদ্ধি পৌত্তলিকতার অন্তর্গত, তাহাই মায়া।

শ্রীগঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্মোদ্ভূতা বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই বিষ্ণু জড় বা জড়দেশ কালান্তর্গত বস্তু নহেন, তিনি বিশুদ্ধ চিন্ময় বস্তু। বিষ্ণুপূজক বৈষ্ণবগণও তাদৃশ। বৈষ্ণবের বিশুদ্ধ চিন্ময় হৃদয়ে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবস্থান। ভক্তের জিহ্বায় বিষ্ণু শব্দব্রহ্মরূপে নিরন্তর নৃত্য করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদর্শন বা বৈষ্ণবসেবাই বিষ্ণুদর্শন বা বিষ্ণুসেবা, অতএব বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা-শ্রবণরূপ বৈষ্ণবসেবা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়স্কর জীবের আর কি থাকিতে পারে? পৌত্তলিকগণ বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা-শ্রবণ অপেক্ষা গঙ্গাস্নানাদিকে যে বহুমানন করেন, তাহা তাঁহাদের চিন্ময়-বুদ্ধির অভাব বা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। শ্রীগঙ্গাদেবীও ভক্তের মজ্জন বাঞ্ছা করেন। দেবতাগণ ভক্তগণের অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ, ভক্তের হৃদয়ে ভগবান্ নিত্য অবস্থান করেন। গঙ্গা স্পৃষ্ট হইলে পবিত্র করেন, কিন্তু ভক্তের দর্শনমাত্রেই জীবের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মপাশ ছিন্ন হইয়া যায় এবং জীবমাত্রেই ভগবদ্ভজনের উপযোগী হয়, কেননা, ভক্তের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়াধিপতি ভগবান—যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, তিনি নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ারূপে অনুক্ষণ বিরাজ করিয়া থাকেন। এইজন্য শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

> "হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
> গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
> স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
> ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্ম পাশ॥"
>
> (শ্রীচৈঃ ভাঃ —আদি, ১৬।২৪২ ৪৩)

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি ভক্তগণ গঙ্গাস্নানাদি করেন না? শ্রীমন্-মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীবাস-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সকলেই ত গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছেন, এমন কি, শ্রীমন্-মহাপ্রভুর পিতা বৃদ্ধ প্রাচীন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রও গঙ্গাবাসের উদ্দেশে নিজ পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া নদীয়াতে অবস্থান করিয়া-ছিলেন। এই সমস্ত বাক্যের যথার্থ সিদ্ধান্ত কি? ইহার উত্তর এই যে, গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি ব্যাপার নিন্দনীয় বা অকর্ত্তব্য—এরূপ নহে, তবে লৌকিক বা প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আনুগত্যে ঐসকল কার্য্য নিতান্ত হেয় বা তুচ্ছ।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীগঙ্গা বিষ্ণুবস্তু, তাঁহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় ভোগ্যবুদ্ধি বা আমাদের অধিকারে স্পৃশ্য সামান্য জলবুদ্ধি গঙ্গার চরণে অপরাধ মাত্র। বিষ্ণু, বৈষ্ণব, গঙ্গা প্রভৃতি ভগবৎ সম্বন্ধী চিন্ময় বস্তুর সম্বন্ধ-জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। সম্বন্ধ জ্ঞানহীনের আচরণের ন্যায় এসকলের সেবার দ্বারা কখনই নিত্য কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা নাই, যদি তাহা হইত, তাহা হইলে গঙ্গার মৎস্যাদি জলজন্তুসমূহও মুক্ত হইয়া পরা গতি লাভ করিত।

প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলেন — 'জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, অগ্নিতে হস্ত দিলে যেমন উহা দগ্ধ হইবেই হইবে, তদ্রূপ জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, গঙ্গাস্নান করিলেই হইল, তাহাতে জীবের মুক্তিলাভের সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিঘ্ন হইতে পারে না।' এইরূপ বিচার গঙ্গার প্রতি প্রাকৃত জলবুদ্ধি হইতেই হইয়াছে, কেন না, অগ্নি জড় বস্তু, উহার ইচ্ছাশক্তি নাই, প্রকৃতির অধীন হইয়া পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে দহন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীগঙ্গা—এসকল চেতনময় বস্তু, অচেতন নহে, তাঁহাদের ইচ্ছা শক্তি আছে। তাঁহারা পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া অনুগ্রহ-নিগ্রহ করিতে পারেন। অতএব গঙ্গা-সম্বন্ধে ঐরূপ জড়ীয় উদাহরণ কার্যকরী নহে।

বৈধভক্তগণ গ্রহণকালে গঙ্গাস্নান করেন না অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্মার্ত্তের অনুগমনে তাঁহারা কোন কর্ম্ম করেন না। তবে যে ভক্তগণের গ্রহণাদি-সময়ে গঙ্গাস্নানের কথা শুনা যায়, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর যতদিন ভক্তির কথা জগতে প্রচার করেন নাই, ততদিন ভক্তগণ গ্রহণের সময় গঙ্গাস্নানাদি করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম প্রচারের পর সকল সময়েই শ্রীহরি সংকীর্ত্তন বিহিত হইয়াছে।

গঙ্গার মহিমা হইতে শ্রীকৃষ্ণের বা তদভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমা তথা নামোচ্চারণকারী ভক্তের মহিমা অনন্তগুণী। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি বিচার করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত-বিষয়ে আর কোনপ্রকার সন্দেহ থাকিবে না।

'যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া॥'
(ভাঃ ১।১।১৫)

শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রিত ব্রহ্মর্ষিগণ [illegible] দর্শনাদি দ্বারা সদ্য পবিত্র [illegible] বারংবার স্নানাদিদ্বারা [illegible]। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় [illegible] প্রভু [illegible] লিখিয়াছেন [illegible] গঙ্গাদি—তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হেতু তিনি স্বয়ং [illegible]। ইনি সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তথাপি সেই গঙ্গার অনুসেবা অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে স্নান, পান, ভোজনাদিদ্বারা বারংবার সেবন করিলে তিনিও ভক্তগণের ন্যায় শোধন করেন, কিন্তু সান্নিধ্যমাত্রে শোধন করিতে পারেন না—সাক্ষাদ্ভাবে সেবিত হইলেও সদ্য শোধন করিতে পারেন না, অতএব গঙ্গা হইতেও কৃষ্ণাশ্রিতগণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে।' শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে বলিয়াছেন,—

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতবিবৃতির (১।১।১৫) মধ্যে অন্যাভাবে এইরূপ বলিয়াছেন,—"ভগবানের নামোচ্চারণকারী ভক্ত গঙ্গাদির জল অপেক্ষা বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক উপযোগী।"

এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য এই,—গঙ্গা ও মহান্তবৈষ্ণব—উভয়েই অপ্রাকৃত ও অভিন্নতত্ত্ব হইলেও নামকীর্ত্তনকারী মহান্ত বৈষ্ণব বদ্ধজীবের যোগ্যতার পক্ষে অধিক উপযোগী অর্থাৎ মহান্ত বৈষ্ণব নিজের কীর্ত্তনবাণীদ্বারা জীবের প্রাকৃতবুদ্ধি বিনাশ করিয়া তাহার অপ্রাকৃত-বুদ্ধি উদয় করাইতে পারেন। অনর্থযুক্ত জীব যখন তাহার বিরূপাবস্থার সহজধর্ম্ম-নিবন্ধন বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা প্রভৃতি প্রপঞ্চাবতীর্ণ বৈকুণ্ঠ বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া থাকে, তখন শ্রীবৈষ্ণব ঐ প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট বৈকুণ্ঠবস্তুর স্বরূপের কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় করান। অপ্রাকৃত-বুদ্ধি উদিত হইলে জীবের ভোগবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া সমস্ত বস্তুতে বিষ্ণুসেবোপকরণ বুদ্ধি হয়। কিন্তু শ্রীগঙ্গাদেবী অনর্থযুক্ত জীবের নিকট তাদৃশ লীলা অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে হরিকথা-কীর্ত্তনদ্বারা জীবের হৃদয় কল্মষ বিনাশ করিবার লীলা প্রদর্শন করেন না। যেমন অপ্রকটলীলার্গত নিত্যধাম অপেক্ষা ভৌম নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, জীবের বর্ত্তমান যোগ্যতার পক্ষে অধিক উপযোগী, তদ্রূপ নিত্যকাল শ্রীগঙ্গাদেবী অপেক্ষা মহান্ত বৈষ্ণব অনর্থযুক্ত জীবের বর্ত্তমান যোগ্যতার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। জীবের বর্ত্তমান যোগ্যতার অধিকতর উপযোগিতার দিক্ হইতে বিচার করিয়াই শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যে গঙ্গা হইতেও মহান্ত বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কর্ম্মিগণের ধারণা,—'গঙ্গা বিষ্ণুপাদ-সম্ভূতা, সুতরাং বিষ্ণুর স্নান, আচমন, পানাদির জন্য গঙ্গোদকের ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?'

'ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ—এই চারি সনে॥'
(শ্রীচৈঃ ভাঃ — মধ্য, ২১৮০)

লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহারই দ্বিতীয়দেহ বৈভবপ্রকাশ শ্রীবলদেব। তিনি বিষ্ণুতত্ত্বের মূল, হইয়াও বৈষ্ণব-লীলা প্রকাশপূর্ব্বক ছত্র, পাদুকা, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন প্রভৃতি বিবিধ উপকরণরূপে বিস্তৃত হইয়া কৃষ্ণসেবা করেন। সন্ধিনীশক্তি-অধিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীবলদেব হইতেই ত্রিপাদবিভূতি নিত্যকাল প্রকাশমান। বলদেবই কারণার্ণবশায়িরূপে একপাদবিভূতির কারণ। শ্রীবলদেবই যখন নিত্যকাল কৃষ্ণসেবোপকরণ ত্রিপাদবিভূতিরূপে বিস্তৃত, তখন ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্গত গোলোক-বৈকুণ্ঠে নিত্য প্রবহমানা গঙ্গা যে সেবাবিগ্রহ বলদেবেরই বিস্তৃতিরূপ নিত্য কৃষ্ণ-সেবোপকরণ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সেই নিত্য কৃষ্ণ-সেবোপকরণরূপা গঙ্গাই আবার বলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ কারণার্ণবশায়ীর স্বেদাঙ্গজল কারণ-সমুদ্রের বিন্দুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ, সুতরাং উহা নিত্য কৃষ্ণ-সেবোপকরণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণাদিতে যে গঙ্গা শ্রীরাধা-অঙ্গজা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তের সহিতও উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই। মর্য্যাদামার্গে শ্রীবলদেব এবং রাগমার্গে শ্রীবার্ষভানবীই আশ্রয়তত্ত্বের অবধি। অতএব গঙ্গাকে শ্রীবলদেব-কারণার্ণবশায়ীর অঙ্গ-সম্ভূতা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হউক কিংবা সর্ব্ব-অংশিনী শ্রীরাধার অঙ্গজাই বলা হউক—উভয় সিদ্ধান্তেই শ্রীগঙ্গা নিত্য কৃষ্ণসেবার উপকরণ। বিষ্ণুর প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণবিষ্ণু। বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ—সকলই যখন সত্ত্বতত্ত্ব বিষ্ণু, তখন বিষ্ণু ব্যতীত অন্য অধিষ্ঠানের অভাববশতঃ 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা'র ন্যায় বিষ্ণুবস্তুর দ্বারাই বিষ্ণু-সেবা হইয়া থাকে।

গঙ্গাকে বিষ্ণুবস্তু জানিয়া ভক্তগণ যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, অন্য কেহই তাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন না। গঙ্গাকে বিষ্ণু হইতে অভিন্নবোধে ভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে উত্তমাঙ্গে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু তাহার প্রমাণ। আবার বর্ত্তমান যুগে শ্রীগৌরলীলায় ভক্তগণের গঙ্গার প্রতি আচরণ বিশেষভাবে আলোচ্য।

ভক্তপ্রবর শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি পাদস্পর্শ-ভয়ে গঙ্গাস্নান করিতেন না, এমন কি, লোকসকল গঙ্গায় প্রাকৃত জলবুদ্ধি করিয়া কুল্লাল, দন্তধাবন, কেশসংস্কার করিত বলিয়া দিবাভাগে গঙ্গা দর্শন পর্য্যন্ত করিতেন না। কর্ম্মিগণের একদিকে গঙ্গায় পূজ্যবুদ্ধি, অন্যদিকে সামান্য জলজ্ঞানে দন্তধাবনাদি অনাচার দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখের উদয় হয়, কিন্তু মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণ যে গঙ্গাস্নানাদি কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের আচরণ ঐসকল কর্ম্মীর অপরাধ-পূর্ণ আচরণের সহিত কখনই এক নহে, তাহা কখনও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির দুঃখের কারণ হইতে পারে না। এস্থলে সংশয় হইতে পারে—'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জলব্রহ্ম-জ্ঞানে গঙ্গাস্নানাদি করিতেন না, আবার অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্যে রত থাকিতেন। ইঁহাদের আচরণ পরস্পর যেন বিরুদ্ধ। ইহার সমাধান কি?' ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, ভক্তগণের আচরণ প্রাকৃত চক্ষে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও বস্তুতঃ বিরুদ্ধ নহে, একতাৎপর্য্যপর। ভক্তগণ বিভিন্নপ্রকার আচরণের দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আচরণে গঙ্গা যে অপ্রাকৃত বিষ্ণু বস্তু, তাহাতে কর্ম্মিগণের ন্যায় প্রাকৃতবুদ্ধি অপরাধ—ইহাই জানা যায়, আবার অন্য দিকে ভক্তের আনুগত্যে চিন্ময়-বুদ্ধির সহিত স্নান পানাদিদ্বারা গঙ্গাসেবাই কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই বিষ্ণুর সন্তোষ হয়, ইহাই বুঝা যায়। অতএব উভয়েরই আচরণ একতাৎপর্য্যপর। গঙ্গাস্নানাদি যাবতীয় কার্য্য ভক্তের আনুগত্যেই করিতে হইবে, তাহা হইলেই সেইসকল কার্য্য ভগবানের সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হইবে।

বিষ্ণুপাদ-জলে সামান্য জলবুদ্ধি, নামে প্রাকৃত শব্দবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবদেবীর সাম্যবুদ্ধি অনন্ত নরকপাতের মূল কারণ। অপ্রাকৃত সেবাপর ভক্ত ব্যতীত ভক্তবেশী বা অন্যান্য যাবতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐসকল দোষ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।

ভক্তগণ কিরূপ চক্ষে গঙ্গাকে দেখিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে গঙ্গাস্নান ও স্তবমুখে আচরণপূর্ব্বক সর্ব্বজীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, যথা,—

নিত্যানন্দ সঙ্গে করি' গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি' বহু করিল স্তবন॥
পূর্ণ করি' করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি' করেন প্রণাম॥
প্রেমরস-স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল।
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার প্রসাদে সে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ —অন্ত্য, ১।১০৩-১১১)

গঙ্গোদক পান করিলে যে পরম-মঙ্গল হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একবার মাত্র 'গঙ্গা'—এই শব্দ শুনিলেই জীবের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। গঙ্গার কৃপায় জীবের শ্রীকৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি পায়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

বৈষ্ণব অন্য জীবের মত নহেন। তিনি চৈতন্যাশ্রিত, কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেক কার্য্যে, জীবনে মরণে তিনি চৈতন্যচরণ ছাড়িয়া অন্য কার্য্যে ব্যস্ত নহেন। যখন মানুষ নিজের চর্ম্মচক্ষে বৈষ্ণবকে দেখিতে যায়, তখন ঠিকভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র তাঁহার কৃপালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলে আসিলেন, তখন জগন্নাথকে 'মুরলীবদন কৃষ্ণ' দেখিলেন। জড়লোক 'জগন্নাথ' না দেখিয়া ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হয় বা চেতন রহিত কাষ্ঠ দেখে, আবার কেহ বা তাঁহাকে জীবিকা-বিশেষরূপে দর্শন করে।

সর্ব্বপ্রথমে সম্বন্ধজ্ঞান লাভের আবশ্যকতা আছে। সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে—পরিচয়ের অভাবে প্রাপ্যবস্তুলাভে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। আমরা ঐ সম্বন্ধজ্ঞান লাভের জন্য যদি শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ না করি, ভজনের আছিলায় বাহ্য বেষ ধারণ করি, অসংখ্য হরিনামোচ্চারণের ছল করি, তবে কেবলমাত্র পিত্তবৃদ্ধি হইবে—নামাপরাধ হইবে। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত হরিনাম হয় না। নামাপরাধ ও নামের পার্থক্য-জ্ঞানাভাবে অনেকে ক্ষীরের বদলে পঙ্ক গ্রহণ করেন। সুতরাং ভজনীয় বস্তুর জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কেন ভজন করি, কি ভজন করি,—এসমস্ত কথা জানার নামই শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ, দীক্ষা কার্য্যটাই -সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদানলীলা।

সমগ্র বিশ্বের ভবরোগ-চিকিৎসক হ'য়ে যে-সকল ভগবৎ পার্ষদ জীবের মঙ্গল-চেষ্টা ক'চ্ছেন, তা'দের কথা শু'নলেই জীবের মঙ্গল হ'বে। অনন্ত কোটি বৎসরব্যাপী প্রাণায়াম দ্বারা মন নিগৃহীত হ'বে না, ও'-সকল চেষ্টা কুঞ্জর-শৌচবৎ।

জগতের সমস্ত লোকের প্রতিষ্ঠা থাকে, থাকুক, তা'দিগকে সে-সকল প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত রেখে—নিজের প্রতিষ্ঠা কিছুই না চেয়ে, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা ক'রবার জন্য আমরা যেন অনন্ত কাল প্রস্তুত থাকি। সকল অবৈষ্ণব-বিচার ছেড়ে আমরা বৈষ্ণব-মহাজনের অনুসরণপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবায় যেন নিযুক্ত থাকি, তদ্ব্যতীত অন্যান্য চেষ্টায় আমাদের নরকপাতের ও মনস্তের আশঙ্কা নিবারিত হয় না। সজ্জন বৈষ্ণবের সেবক হওয়াই জীবের জীবনের সাফল্য।

শ্রীবলদেব প্রভুর বল যদি সঞ্চয় ক'রতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল হ'বে—তবেই আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণাশ্রম ও পারমহংস্যধর্ম্মের সার্থকতা হ'বে, বাহ্য-জগতে নিষ্কিঞ্চনতা-ধর্ম্ম এ'সে প'ড়বে, বাহ্য জগতের কোনও মর্য্যাদা বা কোনও কথার মধ্যে আমি সংশ্লিষ্ট নাই—এইরূপ বুদ্ধির উদয় হ'বে। যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, সেইসকল সাধুর প্রসঙ্গ হ'তেই আমরা ভগবানের শক্তিসমূহ অবগত হ'তে পারি। কায়মনোবাক্যে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ ক'রতে ক'রতে আমাদের আত্মায় ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির আবির্ভাব হয়। তখন বাহ্য জগতের বিক্রমসমূহ আমাদিগকে আর পরাভূত ক'রতে পারে না।

আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিব এবং শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য কিংবা আপাতরমণীয় প্রেয় পন্থা-গ্রহণই মানবজীবনের কর্ত্তব্য, তাহাও নিষ্কপটভাবে বিচার করিব। যদি শ্রেয়ঃপন্থা চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণীই শ্রবণ করিব।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের পাদোদক পান ক'রেছিলেন। মহাপ্রভু ব'লেছিলেন, আজ সমুদ্র মহাতীর্থ হো'ল। যা'রা নরকে যা'বার জন্য প্রস্তুত, তা'রাই ব'লে থাকে, 'যবনের মৃতদেহ যখন অস্পৃশ্য, তখন ব্রহ্ম-হরিদাসের নির্য্যাণের পর তাঁ'র পাদোদক-পানে শ্রীচৈতন্যভক্তদের জাত গিয়েছে।' কিন্তু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যেরূপ পবিত্র বস্তু, বৈষ্ণবের দেহও সেইরূপ পবিত্র। তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই চিদানন্দ দেহ ক্রোড়ে স্থাপন ক'রে নৃত্য ক'রেছিলেন।

নির্গুণ বস্তু স্বেচ্ছায় গুণজাত জগতে আস্'তে পারেন, তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'ন। তা'তে নির্গুণ বস্তুর নির্গুণত্বের কোন অপলাপ হয় না। আমার ন্যায় গুণজাত জড়'পশু যে কথা বলে, সে সকল গুণজাত, কিন্তু শ্রৌতপথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে যে সকল কথা প্রবিষ্ট হয়, এমন অলৌকিকী শক্তি সেই শব্দের ভেতরে আছে যে, সে শব্দ ক্ষতিপথে গেলে মানবের চেতনতা প্রস্ফুটিত করিয়ে দেয়। যে শব্দ বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদ ক'রে বৈকুণ্ঠে পৌঁছা'তে পারে, যে শব্দ বৈকুণ্ঠ হ'তে ব্রহ্মলোক বিরজা ভেদ ক'রে চতুর্দ্দশ ভুবনে অবতীর্ণ হন, সেই শব্দই আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যান, আর যে শব্দ জড়াকাশ হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে কিছুক্ষণ জড়াকাশে থেকে জড়াকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শব্দ আমাদিগকে নরকের পথে নি'য়ে যায়।

আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয় বস্তুর সেবা ক'রবার জন্য প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট হই, তা'হলেই আমাদের কাণে কথা যা'বে—আমরা কথা শুন্'তে পা'রব ধ'রতে পা'রব যা'র যে অবস্থা, সে অবস্থা হ'তে উন্নত হ'তে হ'বে। যম ছা'ড়বে না—গায়ে বিষ্ঠা মাখ্লেও। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দৈবী মায়া ভগবদ্বিমুখতার রাজ্যে টেনে দিচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থা'কবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ ক'রবে। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শু'নব, নিষ্কপটে সাধুর সেবা না ক'রব, সেই মুহূর্ত্তটুকুর সুযোগ পেয়েই মায়া আমাদিগকে গ্রাস ক'রবে

প্রশ্নোত্তর

——:•::——

প্রশ্ন—গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের পক্ষে অবৈষ্ণব বা অভজনশীল মাতা পিতার প্রদত্ত বা তাঁহাদের হস্তপাচিত দ্রব্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কিনা ?

উত্তর—পতিতপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মধ্যমাধিকারীর চতুর্ব্বিধ পরমার্থানুকূল ব্যবহারের কথা জানাইয়াছেন,—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি
স মধ্যমঃ॥

পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম, ভগবদ্ভক্তের প্রতি মিত্রতা, অভিজ্ঞ বিষয়ীর প্রতি কৃপা ও বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা—এইরূপ ব্যবহারের দ্বারা মধ্যমাধিকারী ভক্তের জীবন পরিচালিত হয়।

সঙ্গের ছয় প্রকার লক্ষণ, যথা—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্'ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড় বিধং
প্রীতিলক্ষণম্॥

ভোজন করা ও ভোজন করান—উক্ত ষড়বিধ সঙ্গের প্রকারদ্বয়। বৈষ্ণব গৃহস্থ মধ্যমাধিকারী হইলে বিচার করিবেন,—তাহার পূর্ব্বাশ্রমের মাতাপিতা যদি অভজনশীল হন তবে তাঁহারা কি বালিশ না বিদ্বেষী ? বালিশ হইলে তাঁহাদের প্রতি একপ্রকার ব্যবহার, আর বিদ্বেষী হইলে অন্যপ্রকার ব্যবহার করা আবশ্যক, নতুবা তাঁহাকে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। বালিশে কৃপা এবং বিদ্বেষীতে উপেক্ষা, ইহাই শাস্ত্রশাসন। মুমুক্ষু জীবের দেহ-সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত এবং পূর্ণ শরণাগতি লক্ষণে স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বাশ্রমের জনক জননীর প্রতি তাঁহার দেহ ও মনের আসক্তি খুব স্বাভাবিক। সুতরাং মাতাপিতার বালিশ হন। ক'দাচিৎ যদি অনর্থযুক্ত জীব তাঁহাদের ... অগ্রসর হন, তবে তাঁহাকে অধিকতর অনর্থগ্রস্ত হইতে হয়। বৈষ্ণবগণ কৃপা করিতে পারেন, শিক্ষা'র দ্বারা তা'দের ... —এই বিচারে কিন্তু ... বৈষ্ণবপাদপদ্মে আকৃষ্ট করাইতে পারেন, কিন্তু আকৃষ্ট করাইবার ছলনায় নিজে পূর্ব্বাশ্রমের মাতাপিতার দেহ-মনের কি আসক্তিভাবে আকৃষ্ট না হইয়া পড়েন—তাঁহাদের দ্বারা অভিভূত না হইয়া পড়েন, সে বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। যদি ঐরূপ আত্মীয়-স্বজনসম্বন্ধধারী ব্যক্তিগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে আকৃষ্ট না হন, তবে তাঁহাদিগকে ন্যূনাধিক প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষী জানিয়া উপেক্ষা বা তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক। তাঁহাদের হস্তপাচিত দ্রব্যাদি গ্রহণ তাঁহাদের সহিত ভোজন প্রভৃতি দ্বারা বহির্মুখ বা বিদ্বেষী সঙ্গ হইতে থাকিলে, একদিনে না হউক, ক্রমে ক্রমে হরিভজন শিথিল হইতে থাকিবে ও অবশেষে একেবারে পতিত হইতে হইবে। তবে এইরূপ বিধি বা বিচারের দ্বারা কোন সময় অধিকারীকেও যে বলপূর্ব্বক নিয়মিত করিতে হইবে, তাহা নহে। বৈষ্ণব ঐকান্তিকীয় বিচার বা অনুশাসনদ্বারা কাহারও স্বৈরতা পরিমাপ করেন না। সাধারণ অধিকারিগণের সেইরূপ সুযোগ মিলে নাই। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভক্তির বিরোধীর প্রতি উপেক্ষার এইরূপ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন,—

"বন্ধু ও মধ্যস্থের মধ্যে যে ব্যবহার, তাহা ত্যাগ করার নাম উপেক্ষা—এরূপ নয়। দ্বেষী ব্যক্তি কোন বিপদে বা কোন অভাবে পড়িলে তাহার দুঃখ-বিমোচনের যত্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ নয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবের অন্যান্য লোকের সহিত বহুবিধ সম্বন্ধ—বিবাহের দ্বারা অনেকের সহিত বান্ধবতা জন্মে, দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য অনেকের সহিত ধনের সম্বন্ধ জন্মে, বিষয়-সংরক্ষণ ও ... অনেকের সহিত সম্বন্ধ হয়, পীড়া উপশমের চেষ্টা সম্বন্ধেও অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে, রাজা-প্রজার পরস্পর ব্যবহার সম্পর্কেও অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে। এইসমস্ত সম্বন্ধ সম্পর্কে দ্বেষী ... একবারেই কার্য্যরহিত হওয়াই উপেক্ষা তাহা নহে। বহির্মুখের সহিত লোকিক ব্যবহারিক বাধ্য হয়, কিন্তু পারমার্থিক সম্বন্ধ করিবে না। ... দিগের মধ্যে কেহ যদি বৈষ্ণব-স্বভাব লাভ করেন, তাহাদিগকে কি দূর করিতে হইবে ? তাহা নহে। ব্যবহারিক ... অনাসক্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত ব্যবহার কর, কিন্তু পারমার্থিক ... না করিয়া উপেক্ষা ক'রবে। ... পরস্পর উপকার ও ... —এই প্রকার কার্য্যিক ও ... না করার ... উপেক্ষা ... প্রকৃষ্ট ... সম্বন্ধ কোন প্রকার ... নিবন্ধক ... হইতে না। ... না করিয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবে।"

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::(১০::--

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।।০	১।।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভক্তিধারার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতার রাস্তার আলো নিয়ন্ত্রণ

গত ৮ই জানুয়ারী হইতে কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন রাস্তা ও গলীর ১৮ হাজার গ্যাস ও ৬ হাজার ইলেক্‌ট্রিক লাইট প্রত্যহ রাত্রি এক ঘটিকার সময় নিভাইয়া দেওয়া হইতেছে।

কলিকাতা ও সহরতলী শেষরাত্রে সম্পূর্ণ-রূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে এ আর পি কর্ত্তৃপক্ষ পাকা ব্যবস্থাস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এই সম্পর্কে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে ইতোমধ্যেই অনুরোধ করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে গত "৮ই জানুয়ারী রাত্রি হইতে রাস্তার সমস্ত আলো রাত্রি একটার সময় নিভাইয়া দেওয়া হইবে। পুনরাদেশ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিবে।"

ঢাকায় বিমান-আক্রমণ সম্পর্কে সতর্কতা

জেলা কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় রেডিও মারফৎ জানাইয়াছেন যে, সৈনিকদিগের বসবাসের জন্য ঢাকা সহরের কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বলা হইবে—এই মর্ম্মে যে গুজব প্রচারিত হইয়াছে, ইহার কোনই ভিত্তি নাই। কর্ত্তৃপক্ষ নাগরিকদিগকে গুজব প্রচারকারীদিগকে বিশ্বাস না করিতে এবং সন্ত্রস্ত না হইতে বলিয়াছেন। কারণ আতঙ্কই সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু।

ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, বিমান-আক্রমণের সময় বে-সামরিক নাগরিকদিগের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। বিমান আক্রমণের সময় তাঁহারা কেহ যেন রাস্তায় বাহির না হন। আরও বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি রেঙ্গুনে বিমান আক্রমণের সময় যাহারা বিমানযুদ্ধ দেখিতে গিয়াছিল, সাধারণতঃ তাহারাই হতাহত হইয়াছে। ঢাকার নাগরিকদিগকে এ আর পি কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সহযোগীতা করিতে বলা হইয়াছে।

মফঃস্বল অঞ্চলে বাড়ী ভাড়া

কলিকাতা হইতে সম্প্রতি বহুলোক মফঃস্বল অঞ্চলে চলিয়া যাওয়ায় ঐ সকল অঞ্চলে বাড়ী ভাড়া অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল অঞ্চলে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটা ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় জেলা, মহকুমা প্রভৃতি প্রত্যেক সহরে স্থানীয় বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠিত হইবে এবং ঐ কমিটিতে সরকারী অফিসার, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানগণ থাকিবেন। স্ব-স্ব এলাকায় এই সকল কমিটিকে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে

মোটর যানে কেরোসিন তৈল ব্যবহার নিষেধ

একখানি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মোটর স্পীরিট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের আদেশ প্রবর্ত্তিত হইবার পর অনেক ক্ষেত্রে মোটর যানগুলিতে কেরোসিন তৈল পেট্রোলের সহিত মিশাইয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে ব্যবহার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বলা বাহুল্য এই কার্য্য মোটর স্পীরিট নিয়ন্ত্রণ আদেশের বিরোধী ত' বটেই, অধিকন্তু ইহাতে আবগারী বিধানও লঙ্ঘন করা হয়। এইভাবে যে কেরোসিন তৈল ব্যবহৃত হয়, তজ্জন্য মোটর স্পীরিট ডিউটি পুরাপুরি দিতে হইবে। নতুবা যাহারা এই কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্ভাবনা আছে।

কয়লার অভাবে ট্রেণ চলাচল হ্রাস

বি-বি-এণ্ড সি-আই রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ একটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, সাময়িকভাবে কয়লার ঘাটতি হওয়ায় উক্ত রেলের কতিপয় যাত্রী এবং মালগাড়ীর চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করা হইয়াছে।

যুদ্ধের জন্য সাময়িকভাবে শ্রমিকের অভাব হওয়ায় কয়লা পূর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণে তোলা হইতেছে। আশা করা যায় যে, শীঘ্রই স্বাভাবিকভাবে কয়লা উত্তোলন শুরু হইবে এবং ফলে ট্রেণ চলাচল হ্রাস বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। মিটার গজেও কতকগুলি ট্রেণ একই কারণে বন্ধ করা হইয়াছে।

কার্য্যে নিয়োগের জন্য নাম

লণ্ডনে যেসকল স্ত্রীলোক ১৯২১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে কার্য্যে নিয়োগের জন্য নাম রেজিষ্টারী করিতে হইবে। চাকুরীর জন্য নাম রেজিষ্টারীর যে আদেশ জারী করা হইয়াছে, তদনুসারেই তাহাদের নাম রেজিষ্টারী করা হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১০ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৮শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১২ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার | ২৫০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ মাধব, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

নিয়মাগ্রহ

—— ::(*):: ——

'নিয়মাগ্রহ' বলিতে 'নিয়ম-অগ্রহ' এবং 'নিয়ম-আগ্রহ'—উভয়ই বুঝায়। 'গ্রহ' শব্দের অর্থ—স্বীকার, গ্রহণ, নির্ব্বন্ধ, অধ্যবসায়, আগ্রহ ইত্যাদি। সুতরাং 'অগ্রহ'-শব্দে—অস্বীকার, অগ্রহণ, অনির্ব্বন্ধ, অনধ্যবসায় বা আগ্রহের অভাব বুঝাইয়া থাকে। 'আগ্রহ'-শব্দে অতিশয় স্বীকার, অতিশয় গ্রহণ, মর্য্যাদা অতিক্রমকারী নির্ব্বন্ধ বা অধ্যবসায় বুঝায়। নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ অস্বীকার যেরূপ ভক্তিবাধক, নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ-বিষয়ে অত্যাসক্তিও তদ্রূপই ভক্তির আনুকূল্যের বিঘ্নকারক। বৈরাগ্য-জিনিষটী ভাল, যদি উহা যুক্তবৈরাগ্য হয়, বৈরাগ্যের অভাব—জড়বিলাস কিংবা অত্যধিক বৈরাগ্য ভক্তির প্রতিকূল। অত্যধিক বৈরাগ্য ভগবদ্‌বস্তুর প্রতিও বৈরাগ্য আনয়ন করে, এইজন্য উহা পরিত্যাজ্য।

আলস্য, জাড্য ও যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ এবং ভক্তির অনুকূল কার্য্যে অধ্যবসায় ও অভিনিবেশের জন্য সাধকের পক্ষে নিয়ম বা নির্ব্বন্ধের একান্ত আবশ্যকতা আছে, কিন্তু অত্যধিক নিয়ম, অযুক্ত নিয়ম ভক্তির আনুকূল্য করিবার পরিবর্ত্তে ভক্তির প্রতিকূল আচরণই করিয়া থাকে। কোন কোন ভক্তি-সাধক নিয়ম করিয়া প্রতিদিন কোন ভক্তি-গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক অধ্যায় পাঠ, নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক মন্ত্র-গায়ত্রী বা সংখ্যানাম জপ করেন। সাধকের পক্ষে এইরূপ নির্ব্বন্ধের বিশেষ উপযোগিতা আছে, কেন না, প্রাথমিক বৈধ সাধক যদি এইরূপ নিয়ম-শাসনের দ্বারা পরিচালিত না হন, তাহা হইলে তিনি ভক্তি অনুকূল কার্য্যে অধ্যবসায়রহিত হইয়া জাড্য, আলস্য বা যথেচ্ছাচারিতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িবেন। যদি তিনি নাম-গ্রহণে নির্ব্বন্ধ না রাখেন, তাহা হইলে হয় ত' একদিন এক লক্ষ নামকীর্ত্তন করিলেন, আর একদিন পঁচিশ হাজার নামকীর্ত্তন করিলেন, আর একদিন আলস্য বা কার্য্যান্তরের বাপদেশে একেবারেই নামগ্রহণ করিলেন না। ক্রমে তাঁহার নাম-ভজনে একান্ত শৈথিল্য ও নাম-গ্রহণের অপ্রয়োজনীয়তার বিচার হৃদয়ে আসিয়া তাঁহাকে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ এবং ভক্তির অনুকূল কার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিয়া সাধারণ জাগতিক ব্যক্তির ন্যায় করিয়া তুলে। পক্ষান্তরে নাম গ্রহণাদি ভক্তির অনুকূল কার্য্যে নির্ব্বন্ধ থাকিলে এইরূপ নির্ব্বন্ধ ক্রমশঃ তত্তদ্‌বিষয়ে অধ্যবসায়, অনুরাগ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি বৃদ্ধি করাইয়া সাধককে স্থায়ী ভাব রতিতে আরূঢ় করাইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ সাধক যদি ভক্তিসেবায় নির্ব্বন্ধ না করিয়া নিয়মমাত্রের নির্ব্বন্ধ করিয়া বসেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার ভক্তির বিরোধী কার্য্য হইয়া যাইবে—তাহা লোক-দেখান ভজনের অভিনয়, প্রতিষ্ঠাশা কিংবা কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছা-প্রসূত ব্যাপার হইবে।

কেহ নির্ব্বন্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কোন ভক্তিগ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ করিতেছেন, নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যায় মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ কিংবা শ্রীমালিকায় হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় কোন মহাভাগবত বৈষ্ণব ভগবৎকথা-কীর্ত্তনের জন্য তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন কিংবা শ্রীগুরুদেব ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিতেছেন, এখন যদি সেই নিয়মের সেবা-কারী ব্যক্তি 'আমার নির্দ্দিষ্ট ও নির্ব্বন্ধিত মন্ত্র গায়ত্রী বা নাম জপ শেষ হয় নাই বা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হয় নাই, সুতরাং আমি আমার নিয়ম-সেবা ছাড়িয়া শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎসেবা, শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনির্গলিত হরি-কীর্ত্তন শুনিতে পারি না।' বিচার করেন বা কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবকে 'আমি মন্ত্র-জপে বসিয়াছি, এখন আপনার সহিত দেখা হইবে না' বলিয়া বাড়ী হইতে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অভক্তের কার্য্য হইবে।

হয় ত' কোন সদ্‌গুরুর শিষ্য শ্রীমালিকায় হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় সেই শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ সেবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, শিষ্যকে সেই ভোগ শ্রীগুরুদেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। শিষ্য যদি সেই সময় বিচার করেন,—'আমার নির্দ্দিষ্টসংখ্যক হরিনাম-জপ শেষ হয় নাই, আমি এখন গুরুদেবের ভোগ পৌঁছাইতে পারিব না, তিনি না হয় একটু বিলম্বেই ভোজন করিবেন, কিছুতেই আমার নিয়ম ব্যতিক্রম হইতে পারে না' তাহা হইলে ঐরূপ বিচার নিয়মাগ্রহের উদাহরণ হইবে, উহা সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী কার্য্য।

আর একটি উদাহরণের দ্বারা বলা যাইতে পারে, যেমন, আমি শ্রীমালিকায় নির্ব্বন্ধ-সহকারে হরিনাম করিতেছি বা নির্ব্বন্ধ সহকারে ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ করিতেছি, এমন সময় শ্রীগুরুদেব আদেশ করিলেন,—"তুমি আমার আদেশে সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন কর।" তখন যদি আমি বলি,—"প্রভো, আমি নিয়মসেবায় ব্যস্ত আছি, এখন আপনার আদেশ পালন করিতে পারিব না' অথবা মনে মনে বিচার করি, 'গুরুদেব কিরূপ অবিচারক, আমার হরিসেবায় বিঘ্ন করিতেছেন,' কিংবা বিচার করি,—'গুরুদেবই স্বয়ং যখন নির্ব্বন্ধের আদেশ করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার উপস্থিত আদেশটি পালন না করিয়া পূর্ব্ব আদেশটী পালন করিলে গুরুদেবের আদেশই ত' পালন করা হইল, অধিকন্তু নিয়ম-নিষ্ঠাও হইল।' তাহা হইলে এইরূপ বিচার ভক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল ও কপটতাময় আত্মভোগপর বিচারমাত্র হইবে। এইপ্রকার নিয়ম আগ্রহই বিশেষভাবে নিন্দিত হইয়াছে। উহা আস্তিকতা বা সেবা-বৃত্তির সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্যোতক। সেবাবিষয়েই নিয়ম থাকিবে,

গোবিন্দ কহে,—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন॥

মহাভাগবতের সাক্ষাৎসেবা, শ্রীগুরুদেবের সেবা বরণ, শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা প্রতিপালন কিংবা তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ না করিয়া যদি আমি নিজে নিজে আমার নিয়ম-নিষ্ঠার বা নিয়মাগ্রহের অত্যধিক চেষ্টা দেখাই, তাহা হইলে তাহা কর্ম্ম-চেষ্টা বা তদ্রূপ একান্ত অভক্তি জানিতে হইবে। ঐরূপ কর্ম্ম-চেষ্টা বা নিয়মাগ্রহই পরিত্যাজ্য। সেবাতেই নিয়ম থাকিবে, সেবা ত্যাগ করিয়া নিজের নিয়ম সম্পূর্ণ অভক্তি-চেষ্টা। শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ পরিচর্য্যার জন্য যদি আমাকে কোটি কোটিবার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থ পাঠ পরিত্যাগ করিতে হয়, নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রজপ পরিত্যাগ করিতে হয়, নরক বরণ করিতে হয়, তথাকথিত অপরাধ স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত,—সেবাবিষয়ে এইরূপ নিষ্কপট নিষ্ঠা বা নিয়মই প্রকৃত যুক্ত নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে ক্ষেত্র-সন্ন্যাসের নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িহ।" কিন্তু তখন,—

পণ্ডিত কহে,—"যাহা তুমি, সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥"

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর নিয়ম—যুক্ত-বৈরাগ্য বিধি পাষাণের রেখার ন্যায় সুদৃঢ়। কিন্তু সেই নিয়ম কৃষ্ণসেবার প্রতিবন্ধক নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেবল কতকগুলি আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালনে ব্যস্ত থাকেন নাই। বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠা স্বাভাবিক সেবা-নিয়মরূপে তাঁহার বাহ্য আচরণে ব্যক্ত হইয়াছিল।

দুঃসঙ্গ-পরিবর্জ্জন ও সৎসঙ্গসেবায় নিষ্ঠার জন্যই নিয়মের আবশ্যকতা। কিন্তু সেই নিয়ম যদি সৎসঙ্গ-পরিবর্জ্জনের জন্যই নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাই নিয়মাগ্রহ বা নাস্তিকতা ছাড়া আর কি? ঠাকুর শ্রীহরিদাস নির্ব্বন্ধ করিয়া তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। যখন মায়াদেবী বা রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যা ঠাকুর শ্রীহরিদাসের গোফায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি বেশ্যার গ্রাম্যকথা-নিরোধ বা অসৎসঙ্গ-পরিবর্জ্জনের জন্য তাঁহার নাম-নির্ব্বন্ধের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"সংখ্যা-নাম সংকীর্ত্তন—এই 'মহাযজ্ঞ' মন্যে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি' শুন তুমি নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব প্রীতি-আচরণ"

ঠাকুর শ্রীহরিদাস বেশ্যার গ্রাম্যকথা ও ভোগের প্রস্তাব নিরোধের জন্য নিয়মের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন বৈষ্ণব বা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন না যে, 'আপনারা আমার নিয়ম-সেবা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বারে অপেক্ষা করুন'। কারণ, যেখানে স্বয়ং নামী ও নামভক্তগণ সাক্ষাৎ স্বয়ং উপস্থিত অথবা যাঁহাদের মুখে শুদ্ধ শ্রীনামকীর্ত্তন সর্ব্বদা প্রকাশিত, তাঁহারাই সমুপস্থিত, সেখানে সাধ্যনির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অথবা তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে নাম-নির্ব্বন্ধের সহিত ভেদবুদ্ধি করিয়া আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের নিষ্ঠার অভিনয় আত্মভোগের চেষ্টা মাত্র। যাহাদের সেবানিষ্ঠার পরিবর্ত্তে বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ অত্যধিক, সেইসকল কর্ম্মমার্গীয় বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণের চেষ্টার নামই নিয়মাগ্রহ। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য "ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়িলেন তৃণপ্রায়" প্রভৃতি বিচারের আদর্শ নিয়মাগ্রহ-পরিত্যাগের নিদর্শন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় সেবানিষ্ঠা বা প্রেমনিষ্ঠার বিচারই প্রবল, নিয়মাগ্রহের বিচার বিশেষ শিথিল। আস্তিকতার পরিমাণ যেখানে যতদূর সমৃদ্ধ, নিয়মাগ্রহের বিচার সেখানে ততদূর শিথিল—এতদূর শিথিল যে, তাঁহারা মুকাবস্থায় আত্মপথ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া একান্ত সেবায় পারনিষ্ঠিত। তবে নিয়মাগ্রহের ন্যায় নিয়ম অগ্রহণ ভক্তির প্রতিকূল। নিয়মাগ্রহ ও নিয়ম-অগ্রহ—উভয়কে নিয়মিত করিবার জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে "নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে"-শ্লোকের অবতারণা।

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি, তা'তে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, ধন থাকুক আর নাই থাকুক, কিছুতেই অসুবিধা নাই। জীব নির্গুণ বস্তু। জীব যখন নিজেকে গুণবদ্ধ বস্তু মনে করে, তখনই তা'র সগুণ জগতের প্রতি আসক্তি হয়। ভগবানের দাস সমূহ মানবগণের উপকারের জন্য ইহ-জগতে আগমন করেন। তাঁ'দের জগতে কোন কর্ত্তব্য নেই—এ জগতে আ'সবার কোন আবশ্যকতা নেই—জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করা ব্যতীত। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দয়ালুদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

জগন্নাথের দর্শন পৌত্তলিকতা নয়। আকার-দর্শনে প্রথমে পাদপদ্ম দর্শন ক'রতে গিয়া কোথায় তাঁ'র পাদপদ্ম অবস্থিত, তা' দেখতে পাই না। আমাদিগকে এই অসুবিধার হাত হ'তে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য তিনি পদদ্বয়ের দর্শন দিচ্ছেন না। তাঁ'র পাদপদ্ম-শোভার দর্শন হ'লে অন্যবস্তু দর্শনে বিরক্তি আসবে, এজন্যই তিনি পাদদ্বয় দেখা'চ্ছেন না। বদ্ধজীবকে তাঁ'র যোগ্যতানুসারে নবত্রাহ্মবাদের দ্বারা আক্রান্ত করাবার জন্য তিনি পদযুগল দেখান না। বৈষ্ণবেরা কিন্তু তাঁ'কে মুরলী বদন ও তাঁ'র পাদপদ্ম-শোভা দর্শন করেন। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ মুরলীবদন দেখলেন—'প্রণব' পুটিত মূর্ত্তি দেখলেন না।

শ্রীজগন্নাথ দেব মানবের মঙ্গলের জন্য মূর্ত্ত বিগ্রহ—অর্চ্চা-বিগ্রহ এসেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন—কাষ্ঠময় ন'ন। যা'রা তাঁ'কে কাঠ দেখবে, তা'রা শান্তিবারি-হীন সংসার-কূপে মীনের ন্যায় থাকবে। সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত জগন্নাথকে দেখা উচিত। আমি নরাধম, তিনি সর্ব্বজগতের পতি, সমগ্র দেবলোকের পতি—তিনি দেবদেব। তাঁ'র পাদপদ্মসেবা-ব্যতীত আমাদের আর কোনও কৃত্য নাই। বিশিষ্ট জ্ঞানময়—বিজ্ঞানময় চক্ষুদ্বারা সেবাবুদ্ধিতে তাঁ'কে দর্শন করা উচিত।

তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ,—অচিদ্‌বিগ্রহ ন'ন। এ জগৎ—যা' দেখা যাচ্ছে, তা' সব অচিৎ। মানুষ দেবতা, পশু, পক্ষী, গাছ-পালা—সব অচিদ্‌বিগ্রহ—নিরানন্দপ্রদ—অসৎ। ভগবান্ নিত্যকাল অবস্থান করেন, তাঁ'র বিগ্রহ আছেন। তিনি সৎ—নিত্য চিৎ—চেতন, আর আনন্দ, তাঁ'র আনন্দ আছে, তাঁ'র আকৃতি আছে। নিজে হরিভজন ক'র্‌লে এসব কথা বুঝ্‌তে পারা যায়।

জগতের সবই মায়া হ'তে উদিত হ'য়েছে, মেপে নেওয়া ধর্ম্ম হ'তে উদিত হ'য়েছে। এই পৃথিবীতে গাধা, গরু, গাছ-পালা, সমুদ্র—যা' দেখছি, তা' মায়া হ'তে উদ্ভূত। মনে হয়, এসব থা'কবে। প্রত্যেক জিনিষ সত্য, স্থায়ী মনে হ'চ্ছে—'সৎ'এর মত দেখা'চ্ছে, কিন্তু এ সব পরিবর্ত্তনশীল।

এ জগতে যা' দেখা যাচ্ছে, আর যা' দেখা যাচ্ছে না, তা' সব কর্ম্মের বিকার-হেতু। যিনি জগৎ সৃষ্টি ক'রেছেন, সেই ব্রহ্মা হ'তে আরম্ভ ক'রে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। যে জিনিষ অনুভব ক'র্‌ছি, সত্য ব'লে গ্রহণ ক'র্‌ছি, তা' দু'দিন পরে ছেড়ে দিব। এসব মায়া হ'তে উদ্ভূত হ'য়েছে ব'লে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যা'চ্ছে। ভগবান্ এইসব বস্তুতে আছেন, কিন্তু বস্তুগুলি ভগবান্ ন'ন। জগতের লোক এইসকল বস্তুকে নিত্য মনে ক'র্‌ছে। এ জগৎ নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকে না। আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই জগৎ-সম্বন্ধে যা' ধারণা করছি, তা' সবই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাবে। এখানকার অভিজ্ঞতাবাদিগণের ২০ বৎসর বয়সের যে ধারণা, তা' ৪০ বৎসর বয়সে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যা'চ্ছে, আবার ৫০ বৎসরের ধারণা ৬০ বৎসর-কালে পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে, এখানকার অভিজ্ঞতা ফুটবলের মত। ২০০০ বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞানেরও পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে। অভিজ্ঞতার দ্বারা যত অগ্রসর হওয়া যা'বে, দু'দিন পরে সব বাদ হ'য়ে যা'বে। এ জগতের স্বরূপ অসৎ অর্থাৎ অনিত্য, আর ভগবানের লীলা বা ক্রিয়া—নিত্য।

আমাদের জাগর-কালের অভিজ্ঞতা সব স্বপ্ন-সদৃশ—পরিবর্ত্তনশীল। স্বপ্নে যেমন সিংহ দর্শন ক'র্‌ছি, লক্ষ টাকার অধিপতি হ'য়ে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে আছি, মনে করছি, কিন্তু যেই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তখন দেখি সিংহাদি কোন জন্তু নাই, আমি নিতান্ত দরিদ্র—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে র'য়েছি। এ জগতের ধন, অর্থ, ঐশ্বর্য্য—যা' কিছু আমরা সংগ্রহ করি, সবই 'স্বপ্নান্ত' অর্থাৎ স্বপ্নবৎ। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বিদ্যা, বল, বুদ্ধি, মূর্খতা—সব ছেড়ে দিয়ে চ'লে যেতে হ'বে। স্বপ্নে সব সংগ্রহ ক'রলাম, কিন্তু জাগলে সব চ'লে গেল। একমাত্র বৈকুণ্ঠ বস্তু—সচ্চিদানন্দ বস্তু থাকবেন, আর সব ধ্বংস হ'য়ে যা'বে

———

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::•::——

মঠ বলিয়া যে বস্তুটী বাহিরের দৃষ্টিতে গৃহস্থালীর ন্যায় প্রতীত হয়, তাহা বস্তুতঃ গৃহস্থালী নহে। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে বিষয়ভোগ ও বিষয়-ত্যাগবৃত্তিরহিত হইয়া বৈষ্ণবের আনুগত্যে অহর্নিশ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত, তাঁহারাই মঠে বাস করেন। মঠবাসী হৃষীকেশকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইয়া নিত্যকাল সংগৃহীত বস্তু দ্বারা সেবা করিতেছেন। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের আনুগত্যে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাই মঠবাসীর একমাত্র কৃত্য।

ভোগ ও সেবা—বিরুদ্ধ ব্যাপার। সেবা—আত্মার ধর্ম্ম, আর ভোগ—দেহ ও মনের ধর্ম্ম। ভোগের ধর্ম্মই আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছে। যখন ভজনবলে ভোগ-প্রবৃত্তি আমাদিগকে ত্যাগ করিবে, তখনই আমরা ভগবৎসেবায় অধিকার পাইব। সেবা-বৃত্তি বর্দ্ধিত হইলেই ভোগের নেশা কাটিয়া যাইবে। ভোগপ্রবৃত্তি হ্রাস করার নামই সংযম। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এই সংযমশিক্ষার ভূমিকা।

ভক্ত-ভাগবতগণ ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের নিমিত্তস্বরূপ জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব ভক্তিমার্গে বিচরণকারী ব্যক্তিগণের সাধুগণই দেবতা, তাঁহারাই তাঁহাদের বান্ধব, পরমপ্রিয়বস্তু। তাঁহারা ভগবান্ হইতে অভিন্ন। গ্রন্থ-ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—প্রোজ্ঝিতকৈতব নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরম-ধর্ম্ম যিনি ভক্ত-ভাগবত, তাঁহার পরিচয় এই যে, তিনি কখনও অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতি কৈতবযুক্ত মনোধর্ম্ম প্রচার করেন না, কিন্তু সর্ব্বদাই নিষ্কপট সাধুজনপ্রিয় শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া থাকেন।

———

ভগবানের নিত্যদাস্য ভুলিয়া জীব যখন মায়ার কবলে কবলিত হইবার জন্য সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় তখন কর্ম্মফলের তারতম্যানুসারে কেহ সত্ত্বগুণরূপ স্বর্ণ-শৃঙ্খলে, কেহ রজোগুণরূপ রৌপ্য-শৃঙ্খলে, কেহ বা তমোগুণরূপ লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়। বৈষ্ণব সেইরূপ বদ্ধজীব নহেন। এইজন্য সাত্বত-শাস্ত্র বৈষ্ণবকে কোন প্রাকৃত জাতি বা বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া বিচার করেন নাই। বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই।

নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের সঙ্গ ব্যতীত বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, কারণ, একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে কি করিয়া পথ দেখাইতে পারে? অতএব যত্নপূর্ব্বক যাহাতে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ লাভ হয়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেকেরই মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। যিনি শুদ্ধ-ভক্তের সঙ্গ যে-পরিমাণে করিবেন

তাঁহার তন্মাত্রায় ধারণা সুমার্জ্জিত, ভগবৎকথায় রুচির বৃদ্ধি ও ইতর-নিষ্ঠায় বিরক্তির উদয় হইবে।

কলির প্রাবল্যে এই জগৎ কেবল শুদ্ধ-ভক্তিবিরুদ্ধ আচার-বিচার, কার্য্য-কলাপ, কথাবার্ত্তা ও চিন্তাধারায় প্লাবিত হইতেছে—সমস্ত জগৎ কেবল আসুরিক বল, আসুরিক কার্য্যকলাপ, পাষণ্ডতা ও নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে। এইজন্যই "শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ"—অর্থাৎ শ্রীভগবান্ তাঁহার বৈকুণ্ঠধামে যাইবার পথকে এইপ্রকার অসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট কোটি-কোটী কণ্টকের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মায়া-বিমোহিত জীব দুর্দ্দৈব বা দুর্ভাগ্যবশতঃ শুদ্ধভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক বা নারাজ বলিয়াই এই জগতে সেবানন্দ, প্রেমানন্দ বা পরা শান্তির পথ চিরদিনই কণ্টকাকীর্ণ, আর হেয়, আপাত-সুখকর, পরিণাম দুঃখকর জড়রস বা জড়ানন্দের পথ যেন পুষ্পাস্তরণে সুশোভিত।

অতএব নিরন্তর কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপরা সবাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। যাহারা কৃষ্ণ-সেবা'ক জগতের গোলামির সঙ্গে ... না করিয়া কৃষ্ণের আসনে বসিতে অগ্রসর হয়, তাহারা কৃষ্ণচরণে অপরাধী অসুরকুল। কৃষ্ণসেবকের যাহা কিছু আনন্দ, সকলই ভগবৎসুখপর। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছারূপ জড়ানন্দ, সেখানে পরম রসস্বরূপ কৃষ্ণানন্দ বা প্রেমানন্দের অনুভূতি নাই।

প্রকৃত সঙ্ঘ ও কাল্পনিক সঙ্ঘ

[শ্রীমহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী]

হরিভজন পুষ্ট হইবে বলিয়া আমরা মঠসঙ্ঘারামে—গুরুবৈষ্ণব-সান্নিধ্যে অবস্থান করিতেছি, নির্জ্জনে যাই নাই, কারণ নির্জ্জনে অনর্থ আসিবার সম্ভাবনা অধিক। সঙ্ঘে সুযোগ বেশী—সঙ্ঘে থাক" ইহা শ্রীআচার্য্যবাণী। কিন্তু কাল্পনিক সঙ্ঘ ও প্রকৃত সঙ্ঘকে একাকার করিতে হইবে না। আমাদের প্রকৃত সঙ্ঘে থাকাই কর্ত্তব্য। কল্পিত সঙ্ঘে থাকিলে মঙ্গল হইবে না। কাহাকে সঙ্ঘ বলে এবং কিভাবে জীবন যাপন করাকে সঙ্ঘে থাকা বলে,—সঙ্ঘে থাকার ফলে আমাদের হরিভজনের কিছু উন্নতি সাধিত হইতেছে অথবা ঘটনার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছি—এ সমস্ত বিষয় চিন্তা না করিলে সঙ্ঘে বাস করা সার্থক হইবে কি? মৌমাছি যেমন কাঁচের পাত্রের উপর বসিয়া ভিতরের মধু আস্বাদন করিতে পারে না, সেইপ্রকার সঙ্ঘে আছি—ইহা কেবল মুখে বলিলেই সঙ্ঘে থাকা হয় না। সঙ্ঘে থাকিয়াও যদি সঙ্গ নির্ব্বাচন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে 'নির্জ্জন ভজন'কে 'সহজিয়ার সম্মিলন'কে গালাগালি দিয়াও ... প্রাকৃত-সহজিয়া ও নির্জ্জন-ভজনকারী অপেক্ষাও অধিক অনর্থগ্রস্ত হইয়া যাইতে হইবে। চিন্তাবিহীন-ভাবে এক টানা স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে সুবিধা হইবে না।

শ্রীল প্রভুপাদের সময়েও কি সঙ্ঘ ছিল না—শ্রীআচার্য্যভাস্করের উদয়ে উলুক-সদৃশ যাহারা পলাইয়া গেল, তাঁহারাও কি 'সঙ্ঘে বাস করিতেছি' বলিয়া অভিমান করে নাই? আবার তাহাদের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া যাহারা দিবারাত্র তাহাদের সমালোচনা, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা ও প্রজল্পাদি করিয়া 'নিজে খুব ঠিক আছি', অভিমান করিয়া তরল হাস্যলাস্যের স্রোতে চিন্তাবিহীনভাবে গা ঢালিয়া দিয়া উৎকট আনন্দ ও তৃপ্তিময় জীবন যাপন করিয়াছে, তাহারাই বা আজ কোথায়? দ্বিতীয়বারে তাহারাও কি চলিয়া যায় নাই বা উপর্য্যুক্ত দলের সহিত সাযুজ্য লাভ করে নাই? আবার তৎপরবর্ত্তী কালেও যাহারা পূর্ব্বোক্ত উভয় দলের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া দম্ভভরে নিজের বাহাদুরী প্রচার-পূর্ব্বক উৎকট আনন্দ ও গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া 'দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান করিব' বলিয়া আস্ফালন করিত, তাহারাই বা আজ কোথায়? তাহারা প্রথম ও দ্বিতীয়দলের মিলন মহোৎসবে যোগদান করে নাই কি? ইহারাও ত' সঙ্ঘে বাস করিয়াছিল, উচ্চৈঃস্বরে গুরুবৈষ্ণবের জয়দান করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও সঙ্ঘে থাকার ফল ফলিল না কেন? এসমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া প্রকৃত পক্ষে সঙ্ঘে বাস না করিলে আমরাও ভাবিকালে যে ঐপ্রকার জঘন্য আদর্শ প্রকাশ করিব না, তাহারই বা কি তাম্র-শাসন আছে? চিন্তা করিলে দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ নিজের ব্যক্তিগত ভজনের দিকে—প্রাত্যহিক উন্নতি-অবনতির অনুভূতিময় ফলের দিকে লক্ষ্য রাখে নাই। 'কল টিপেন কৃষ্ণ, আর ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত হয় এখানে',—যাহারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। তাহারা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া চিন্তাহীন তৃপ্তিময় জীবন যাপন করিয়া—প্রজল্প, পরচর্চ্চা, আত্ম প্রশংসা, আত্মগৌরব, আত্মপ্রচার প্রভৃতি করিয়া সুখের, শান্তির, সোয়াস্তির ও সখের দিনগুলি তথাকথিত সমজাতীয় বন্ধুবর্গের সহিত মিলিয়া বেশ 'হৈ হৈ' করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদেরই সমশীল বন্ধুবর্গকে সঙ্ঘের লোক ও বৈষ্ণব-বন্ধু মনে করিয়া অজস্রভাবে অসৎ-সঙ্গ করিয়াছে। তাই সঙ্ঘে থাকিয়াও তাহাদের ঐপ্রকার জঘন্য পরিণাম ঘটিয়াছে। আমাদের ভিতর আবার ঐ একই-প্রকারের ব্যাধি দেখা দিলে অচিরাৎ আমাদেরও যে ঐপ্রকার দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং এখনও যদি আমরা সতর্ক না হই, 'সময় যোগাইতে নাই' বুঝিয়া নিজ-ভজনের দিকে সুতীব্র মনোনিবেশ না করি, তাহা হইলে আমাদের পরিণামও ভয়াবহ হইয়া উঠিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুরুবর্গ বলেন—"খুব কম লোক কৃষ্ণ-ভজন করিতে আসিয়াছে।" সেই কম সংখ্যক লোক কাঁহারা—হ্লাদিনীর কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ কৃষ্ণরসামৃতলোভী ভৃঙ্গকুল কাঁহারা প্রকৃত সঙ্ঘের লোক কাঁহারা কাঁহাদের মধ্যে পরস্পর ভক্তিবিনোদ-ধারাশ্রিত ব্যক্তিগণের সহজ সরল, অকুটিল, নিষ্কপট সহানুভূতিপূর্ণ স্বাভাবিক স্বারসিকী প্রীতির সম্বন্ধ প্রকাশিত আছে—কাঁহাদের পরস্পর দর্শনে বিমল প্রীতির উদয় হয়—কাঁহারা সেই অনুরাগী ভক্তবৃন্দ, তাহা সর্ব্বক্ষণ অন্তরে অন্তরে, প্রতি কার্য্যকলাপে, প্রতি চিন্তাধারায় অনুসন্ধান করিতে হইবে। সঙ্ঘে বাস করিলেও সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ ভক্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সরস কৃষ্ণকথা আলোচনা না করিলে হরিভজন পুষ্ট হয় না। অনুরাগী ভক্তসহ সরস কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত থাকিলে প্রাণে একটা নবনবায়মান আনন্দের হিল্লোল আসিবে, তাহাতে ভজনের অনর্থ অচিরাৎ খর্ব্ব হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবের রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যাইবে। তখন ভজন সহজ ও সরল অনুভব হইবে। "স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথান্যেব সংশ্রয়েৎ"—শ্রীরূপের এই পরামর্শানুসারে সজাতীয়াশয় স্বযূথের আশ্রয় লইতে হইবে'—এই শ্রীআচার্য্য-বাণী সার্থকতা-মণ্ডিত করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই সঙ্ঘে বাস হইবে—তাহা হইলেই ভক্তিবিনোদ-ধারা যথার্থ আশ্রয় করা হইবে—অনুরাগী, দৃঢ়নিষ্ঠ, ঐকান্তিক সঙ্গিগণের সঙ্গপ্রভাবে নিজেরও ভজন-অনুরাগ সুদৃঢ় ও একান্ত হইবে। তখন "ভক্তি-বিনোদ-ধারাশ্রিত যাহারা, তাঁহাদের ভক্তি-বিনোদ ধারাশ্রিত লোক দেখিলেই প্রীতির উদয় হইবে—হ্লাদিনীর আশ্রিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ প্রীতি থাকিবেই থাকিবে। তাহা স্বতঃপ্রকাশিত শ্রীআচার্য্যবাণীর মর্ম্ম অনুভূতির বিষয় হইবে। কৃষ্ণ ভজনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেই সঙ্ঘের ভিতর এই সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ ভক্তের সঙ্গ অনুসন্ধান করিয়া লইবেন। নিজের নিত্যবান্ধবগণকে চিনিয়া লইতে হইবে—নিজের লোক বাছিয়া টানিয়া লইতে হইবে। অনেক সময় আবার সঙ্ঘের ভিতর থাকিয়া আমরা অনেকের সঙ্গে বন্ধু ভাবাপন্ন হইয়া পড়ি। কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহারে দেখা যায়, তাহারা কেহ কেহ ঐকান্তিক-ভাবে হরিভজন করিতে চায় না—সর্ব্বতোভাবে হরিভজন করিতে আসে নাই, কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রলোভন তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে—অন্যান্য বস্তু তাহাদিগের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের হরিভজন-পিপাসা কম পড়িলেই ভাল লাগে ঐসব বন্ধুর প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কারণ, 'সমশীলা ভজন্তি বৈ'। তাহাদিগের সঙ্গে থাকিলে পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, গোপনে সমালোচনা, আত্মপ্রচার, আত্ম-প্রশংসা আর উৎকট আনন্দ-উপভোগ করিবার সুবিধা হয়। তাহারা যে হরিভজনের পথের পথিক নহে, ইহা সময়ে সময়ে অনুভবও হয়। আবার তাহাদিগের নিন্দা-সমালোচনাদিও অন্য তথাকথিত বন্ধুবর্গের কাছে গোপনে করিয়া আনন্দ পাই, তথাপি তাহাদের সঙ্গের নেশা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। ইহা মদ্য আফিঙের নেশা অপেক্ষা অধিক মাদকতা পূর্ণ। শিথিলতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া এইপ্রকার দুর্দ্দশাই জীবনে ঘটিয়া থাকে তখন দৃঢ়তাকে গোঁড়ামি গোয়ার্ত্তুমি ও দাম্ভিকতা বলিয়া মনে হয়। ক্রমভাবে সকলের প্রিয় হইতে যাইয়া সকলের নিকট 'Popular', 'খাঁটী সঙ্ঘের লোক', 'সকলের প্রতি আপনভাব আছে', খুব ভাল লোক'— ই সমস্ত পা... সংগ্রহ করিতে গিয়া সকলের নিকট নিজের প্রশংসা শুনিবার লোভে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার দরুণ অনেক সময় সঙ্ঘে বাস করিয়াও আমরা অসৎসঙ্গ করি 'সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ' নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রাণহীন ইষ্টগোষ্ঠী, কৃত্রিম আনন্দ উল্লাস করিয়া জীবনের মূল্যবান্ সময় বৃথা অতিবাহিত করি। এইপ্রকার 'সঙ্ঘে বাস' এবং গুরুবর্গের অভিপ্রেত 'সঙ্ঘে বাস' একজাতীয় নহে। উপরি উক্ত-ধরণের সঙ্ঘে বাস নরকবাস-তুল্য। তাহাতে আত্মা সুপ্রসন্ন হয় না—ভজনের বল-বৃদ্ধি হয় না—অনর্থ খর্ব্ব হয় না—রতির উদয় হয় না—কিছুতেই কিছু হয় না—জীবনের অমূল্য দিনগুলি বৃথা কাটিয়া যায় মাত্র। ক্রমেই পরবর্ত্তী-কালে কেহ গৃহব্রত গোগর্দ্দভ' কেহ স্বেচ্ছাচারী 'পশুবৎ' কেহ ঘোর দুরাচারী 'গুরুবৈষ্ণব-দ্রোহী' হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত সঙ্ঘে বাস হইলে কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ জীবনে প্রবাহিত হইয়া জীবনকে সরস ও মধুময় করিবে—দিন-দিন অভীষ্ট বস্তুতে আবেশ ও অভিনিবেশ আসিবে—ভক্তিলতা ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্ম-লোক অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধপথে প্রবল-গতিতে ধাবিত হইবে সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ বন্ধুবর্গের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা-শুনা হইবে—তাঁহাদের সঙ্গে মিলনে কৃষ্ণকথা রসোল্লাস কোটীগুণ ... হইবে ভজনের প্রগতি-শীলতা অনুভব হইবে, জীবন ধন্যাতিধন্য হইয়া যাইবে। তখন কোনটী প্রকৃত কৃষ্ণ-ভক্তি ... এবং কোনটী তাহার বাহিরা-বরণ ... সমস্তই ... ও অনুভব হইবে, ... [illegible] ... হওয়া যাইবে। অতএব ... [illegible] ... প্রকৃত সঙ্ঘে বাস ... ঠিক ঠিক ভাবে ... [illegible] ... আশ্রয় লাভ ... [illegible] ... পারি, তাহার জন্য শ্রীনামানন্দ ... নিকট নিরন্তর ... ক্রন্দন করা একান্ত প্রয়োজন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥:০:॥

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রত্ন-সংকলন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

দ্রব্যাদির মূল্য-নিয়ন্ত্রণ-সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঐ নীতি প্রচলন করিতে যে অসুবিধা ও বাধা আছে, তাহা গবর্ণমেণ্ট অতীতে কতিপয় কমিউনিক প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা এই ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল—শুধু কতিপয় তালিকা-ভুক্ত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার ছিল—কিন্তু বর্ত্তমানে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ মজুত রাখা নিবারণ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকায় অতিরিক্ত লাভ নিবারণের জন্য যথোপযুক্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন না বলিয়া জনসাধারণের মনে যে ধারণা ছিল তাহা ভ্রমাত্মক। গভর্ণমেণ্ট নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্রসমূহে অত্যধিক লাভের পথ। সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

ব্যবসায়ী ও মজুতকারীদের প্রতি সতর্ক-বাণী

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সম্পর্কে বর্ত্তমানে বাঙ্গালা সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন :—ময়দা, আটা, সরিষার তৈল, মটর, কলাই প্রভৃতি ডাল, লবণ, কয়লা (বাড়ী ও ব্যবসার) কতিপয় শ্রেণীর মশলা, কেরোসিন তৈল ও দিয়াশলাই। কিছুদিন যাবৎ এই সকল জিনিষের দাম সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কয়লার দর অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মালগাড়ীর অভাবে কয়লার সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় দর বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কয়লার এই অভাব দূর করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। ভারত সরকারের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। আশা করা যায় শীঘ্রই কয়লার দর স্বাভাবিক অবস্থায় নামিয়া যাইবে। মালগাড়ীর অভাবই দর বৃদ্ধির প্রধান কারণ। পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে গমের দর বৃদ্ধিতে কিছুকাল পূর্ব্বে আটা ও ময়দার দর বৃদ্ধিরও লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। সমগ্র ভারতের গমের পাইকারী ও খুচরা সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। সরকার যতদূর খবর পাইয়াছেন তাহাতে এই সকল পণ্যের জন্য ব্যবসায়ীরা কোন প্রকার অতিরিক্ত লাভ দাবী করে নাই। এখনও চাউল, চিনি, মোটা কাপড়, ঘী, আলু ও শাক-সব্জীর দর নিয়ন্ত্রণ করা হয় নাই। উহার মধ্যে কয়েকটি জিনিষের দর নির্দ্ধারণের কথা বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। প্রয়োজন অনুযায়ী দর বাঁধিয়া দেওয়া শাসন ব্যবস্থা ও জনসাধারণের প্রয়োজন এবং উহা এই দিক দিয়া বিশেষ সুবিধাজনক।

উন্মুক্ত স্থানে পরিখা খনন

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ সি ডাবলিউ গার্ণার এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, ভারতরক্ষা বিধানাবলীর ৭৮ সংখ্যক বিধানে, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান এবং কর্ম্মচারীদিগকে পরিখা খনন এবং আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে কলিকাতার যে কোন খোলা জায়গায় প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "এই ক্ষমতার বলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সাধারণতঃ উত্তর কলিকাতায় কাঁচা পরিখা খনন কার্য্য সুরু করিবেন। সম্ভবপর ক্ষেত্রে জমির মালিকগণের স্বামিত্ব এবং দখলী স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই পরিখা খনন করা হইবে। ৭৮ সংখ্যক বিধান অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে মালিকগণকে জানান হইবে, খালি জায়গায় পরিখা বা আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের ফলে যে সকল ক্ষেত্রে ক্ষতি হইবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উত্থাপন সম্ভবপর, সে সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দাবী করিবার কার্য্যক্রম, ট্রাষ্টের চীফ ভ্যালুয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

হংকং শত্রুরাজ্য বলিয়া ঘোষিত

একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে :—"হংকং বর্ত্তমানে ভারত রক্ষা বিধান অনুসারে "শত্রু রাজ্য" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং উক্ত রাজ্যের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করা হইলে, তাহা শত্রুর সহিত ব্যবসাবাণিজ্য করা হইবে ও সেই জন্য দণ্ডনীয় হইবে।"

য়ুনান-ব্রহ্ম রেলপথ

কর্ত্তৃপক্ষ মার্কিণ বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্যে প্রস্তাবানুযায়ী য়ুনান-ব্রহ্ম রেলপথ বসাইয়াছেন। চীনের সহিত যোগাযোগ রচনায় ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমণীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১১ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৯শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৩ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ২৫১তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ মাধব, শিব প্রত্যয়, গৌরাব্দ ৪৫৫

ভগবৎ-প্রসাদ

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্
হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ
শ্রীচরণারবিন্দম্॥

যিনি হরিভক্তসঙ্ঘকে নিরন্তর সুস্বাদু অন্নসমন্বিত চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ অথবা অনর্থনির্ম্মুক্ত হরিভক্তসঙ্ঘকে তাঁহাদের স্ব-স্ব স্বরূপসিদ্ধ ভাবানুযায়ী দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চতুর্ব্বিধ ভগবদ্রস পরিতৃপ্তরূপে আস্বাদন করাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের চরণকমল বন্দনা করি।

ভগবৎপ্রসাদ-অর্থে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ, প্রসন্নতা কিংবা তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট বুঝায়। তত্ত্বাবচারে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ, তাঁহার প্রসন্নতা ও ভুক্তাবশিষ্ট একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। ভগবান্ অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া কখনও শ্রীগুরুরূপে, কখনও সাধুরূপে, কখনও শ্রীনামরূপে, কখনও শাস্ত্ররূপে, কখনও বা প্রসাদরূপে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যেরূপ নামের সেবা করিতে করিতে নামই স্বয়ং নাম-সাধকের নিকট নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন, সেইরূপ প্রসাদের সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রসাদ প্রতিদিন সেবনের দ্বারাই প্রসাদের কৃপায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার প্রসাদ সেবকের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার-লাভের জন্য যাঁহাদের ইচ্ছা আছে,—তাঁহাদের মহাপ্রসাদ সেবন করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। কেবল মাত্র মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ-সেবনই শ্রীভগবান্‌কে পাইবার একমাত্র সহজ উপায়। ভগবানের প্রসাদকে 'মহাপ্রসাদ' এবং বৈষ্ণবের ভুক্তাবশেষকে 'মহামহাপ্রসাদ' বলে।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ'-নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে 'মহামহাপ্রসাদা'খ্যান॥
ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ,—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১৬।৫৯-৬১)

একমাত্র প্রসাদ ভক্ষণের দ্বারাই যে, ভগবানের কৃপা লাভ হয় এবং তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর জ্ঞাতি-খুড়া শ্রীকালিদাসের চরিত্র আলোচনা করিলে উপলব্ধির বিষয় হয়। কালিদাস কেবলমাত্র বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনের দ্বারাই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যেখানে কোনও বৈষ্ণব আছেন, শুনিতেন, তখনই তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। যদি বৈষ্ণবঠাকুর প্রসাদ দিতে অস্বীকার করিতেন, তবে কালিদাস লুকাইয়াও তাঁহার প্রসাদ সেবা করিতেন।

রঘুনাথদাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি-খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া॥
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিল ভোজন॥
ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, যত ছোট, বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁ'র ঠাঞি যায়॥
তাঁ'র ঠাঞি শেষ-পাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহা না পায়, তবে রহে লুকাঞা॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাঞা যায়।
লুকাঞা সেই পাত্র আনি' চাটি' খায়॥
শূদ্র বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা।
এই মত তাঁ'র উচ্ছিষ্ট খায় লুকাঞা॥

(শ্রীচৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১৬।৮-১৩)

বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের প্রসাদে জাতিবুদ্ধি করা অপরাধজনক। ইহা ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট প্রসাদ, ইহা শূদ্রের স্পৃষ্ট প্রসাদ, ইহা অন্ন প্রসাদ, সুতরাং শূদ্রস্পৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ-যোগ্য নহে, ইহা শুষ্ক পাঁঠাপানা বা ফল-প্রসাদ, সুতরাং শূদ্রস্পৃষ্ট হইলেও স্মার্ত্ত-সমাজের আইন-কানুন-অনুসারে গৃহীত হইতে পারে, এইরূপ বিচার ভগবৎপ্রসাদে আনয়ন করিলে কোনও দিন কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা শ্রীনাম কৃপালাভ হইবে না। কালিদাস 'ব্রাহ্মণ বা শূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব'- এইপ্রকার কোন বিচার করিতেন না, বৈষ্ণব হইলেই তিনি তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের কোনও প্রকার প্রাকৃত জাতি-বিচার আছে, তাহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, কারণ, তিনি জানিতেন, যিনি জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীভগবানের সেবা করেন, তিনিই বৈষ্ণব এবং তিনিই সর্ব্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যাহারা কৃষ্ণের অভক্ত, তাহারাই কেহ শূদ্র, কেহ বা শূদ্রাধম শ্বপচমধ্যে গণ্য।

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার॥

একদিবস শ্রীকালিদাস শুনিলেন যে, শ্রীঝড়ুঠাকুর-নামে একজন পরম বৈষ্ণব আছেন, কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার ভুক্তাবশেষ পান নাই।

কালিদাস কিছু আমফল ভেট লইয়া শ্রীঝড়ুঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি শ্রীঝড়ুঠাকুর ও তাঁহার পত্নীর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া অত্যন্ত দৈন্যের সহিত কহিতে লাগিলেন,—"ঠাকুর, আমাকে কৃপা করুন, আপনার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও আপনার শ্রীচরণ দর্শনের জন্যই আপনার গৃহে আসিয়াছি। আমার জীবন সফল ও ধন্য হইয়াছে, কিন্তু আমার একটি বাঞ্ছা আছে, যদি আপনি কৃপা করিয়া সে বাঞ্ছা পূরণ করেন, — আমি অদ্য এখানে প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করি। আমার আর একটি বাঞ্ছা এই,—আমাকে আপনার শ্রীচরণযুগলের ধূলি দান করুন এবং আপনার পদযুগল আমার মস্তকে স্থাপন করুন।' কালিদাসের এইরূপ বৈষ্ণবোচিত দৈন্য শ্রবণ করিয়া শ্রীঝড়ুঠাকুর দৈন্য সহকারে বলিলেন- 'আপনার মুখে এইরূপ কথা শোভা পায় না। আপনি সুসজ্জন ও আভিজাত্য-সম্পন্ন, আমি অত্যন্ত নীচজাতি [illegible] দাস।' তখন উচ্চকণ্ঠে শ্লোক [illegible] বলিলেন —

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ [illegible]
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ [illegible]

কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

চতুর্ব্বেদ পাঠী (চৌবে ব্রাহ্মণ) হইলেও অভক্ত ব্যক্তি শ্রীভগবানের প্রিয় নহে, আর কুকুরভোজী চণ্ডালের কুলে অবতীর্ণ ব্যক্তিও যদি ভক্ত হন, তবে তিনিই শ্রীভগবানের পরম-প্রিয়। সেইরূপ ব্যক্তিকেই দান করিতে হইবে, তাঁহারই প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ যেরূপ পূজ্য, তিনিও সেইরূপই পূজ্য।

শ্লোক শুনিয়া ঝড়ু ঠাকুর বলিলেন—"এই শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নহে, যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি নীচ নহেন। কিন্তু আমি নীচ, আমাতে কৃষ্ণভক্তির লেশমাত্রও নাই।" কালিদাস শ্রীঝড়ু ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে—ঝড়ু ঠাকুর কিছুদূর পর্য্যন্ত কালিদাসের অনুগমন করিয়া তাঁহাকে পথে পৌঁছাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিলেন। কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে যে-যে-স্থানে তাঁহার পদচিহ্ন পড়িয়াছিল, সেইসকল স্থান হইতে ধূলি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন এবং ঝড়ু-ঠাকুরের গৃহ-পথের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

ঝড়ু ঠাকুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবের প্রদত্ত উপহার আম্রফল দেখিতে পাইলেন। সেই আম্রফলগুলি ভগবানে নিবেদন করিয়া তিনি পত্নীর সহিত প্রসাদ গ্রহণান্তর আঁঠি ও খোসা বাহিরে উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। এখন তাঁহার প্রকৃত প্রসাদ প্রাপ্তির সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, দেখিয়া শ্রীঝড়ু ঠাকুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আম্রের যে-সকল চোষা-আঁঠি ও বাকল আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, কালিদাস সেইসকল আহরণ পূর্ব্বক সম্মান করিতে করিতে আনন্দভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কালিদাস গৌড়দেশে যত বৈষ্ণব বাস করিতেন, সকলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। এই কালিদাস যেদিন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি অমায়ায় প্রচুর কৃপা করিয়াছিলেন।

"এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড় দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁ'র উপর মহাকৃপা কৈলা॥"

বৈষ্ণববর শ্রীকালিদাস আমাদের অনেক সংশয়-গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন। আমরা অনেক সময় আত্মভোগের জন্য প্রসাদের ভক্ত সাজিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ সেখানে 'আম'দের প্রসাদে প্রসাদ-সেবাবুদ্ধি নাই। শ্রীকালিদাস তাঁহার আদর্শে দেখাইলেন,—যে ব্যক্তি শুদ্ধভক্তবৈষ্ণব গ্রহণ করেন না, তাঁহা যদি নানাপ্রকার নৈবেদ্যের দ্রব্য এবং অর্চ্চনের বিধি অনুসারে শালগ্রাম ও তুলসী প্রভৃতি সংযোগে শ্রীবিগ্রহের নিকট উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবান গ্রহণ করিয়াছেন, কি না, সন্দেহ থাকে। কিন্তু বৈষ্ণব শ্বপচকুলে বা অস্পৃশ্য ভূঁইমালিকুলে আবির্ভূত হউন, তিনি বাহ্য দর্শনে পুরুষ বা স্ত্রী হউন, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী হউন, তিনি নৈবেদ্যের বিধি-অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভোগ নিবেদন করুন, আর নাই করুন, অকৃত্রিম অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবক বৈষ্ণব যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই সুনিশ্চিতরূপে ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন, জানিতে হইবে, কারণ, ভগবানের বাণী—"ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ।"—হে ব্রহ্ম। আমি ভক্তের রসনার দ্বারাই রস গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীকালিদাসের আদর্শে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অনেক সময় আমরা ভূরিভোজন ও উত্তম ভোজনের জন্য মহা-মহা প্রসাদের দোহাই দিয়া জিহ্বালাম্পট্য চরিতার্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করি। কিন্তু কালিদাস আস্তাকুঁড় হইতে যে চোষা আঁঠি ও চোষা বাকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে উত্তম বা ভূরি-ভোজ্যদ্রব্য কিছু অবশেষ ছিল না। ইহার দ্বারাও শ্রীকালিদাস প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন—যতকিছু ভাল দ্রব্য গুরুবৈষ্ণবের ভোগেই প্রদান করিতে হইবে, সর, মাখন, ঘি তাঁহাদের ভোগেই লাগাইতে হইবে। আমরা তাঁহাদের দ্বারা নিঃশোষিত, অবশিষ্ট স্বল্প দ্রব্য মহামহা-প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণভজনের জন্য জীবন ধারণ করিব। 'সারভাগ গ্রহণ না করিলে আমার শরীর টিকিবে কি প্রকারে?'—এই দুর্ব্বুদ্ধিও অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের হৃদয়ে উদিত হয় বলিয়াও বৈষ্ণববর শ্রীকালিদাসের এই শিক্ষা বিস্তার। দুর্ব্বুদ্ধিগ্রস্ত আমরা বুঝিতে পারি না—'ভাল খাইলে, ভাল পরিলে আমাদের যে শরীর পুষ্ট হইবে, তাহার ফল মায়ার দাস্যই চুষিয়া খাইয়া ফেলিবে।' যাহাদের ঐরূপ দেহারামতার বুদ্ধি দূরীভূত হয় নাই, তাহারা শরীর পুষ্টির ফলকে কখনও ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করিতে পারে না। অনুক্ষণ অকৃত্রিম সেবাপরায়ণ বৈষ্ণবগণ যদি উত্তম সারবান্ বস্তু গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। তাঁহারা অনর্থযুক্ত আমাদের মত কৃষ্ণেতর মহাপ্রসাদের দ্বারা ভোগের শরীর পোষণ করাইতে চাহেন না। তাঁহাদের বিচার,—'প্রসাদকে আমরা ভোজন করিতে পারি না। ভগবৎপ্রসাদ—মহামহাপ্রসাদ যাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন ও করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে চতুর্ব্বিধ, রসসমন্বিত উত্তম-উত্তম প্রসাদ সেবনে অধিকারী।'

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো
নৈব জায়তে॥"

স্বল্প পুণ্যবান অর্থাৎ পাপাত্মা ব্যক্তির শ্রীমহাপ্রসাদ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় হয় না। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস' কর্ম্মজড় অবৈষ্ণবদিগকে মহা-প্রসাদরূপ অমূল্য বস্তু দিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত দ্রবিণাদির দ্বারা বঞ্চনা করিতেই আদেশ করিয়াছেন।

"প্রসাদ সেবা করিতে হয়
সকল প্রপঞ্চ জয়।"

শ্রীরূপানুগ শ্রীগুরুদেব জীবের অধিকার-অনুসারে বিচিত্র প্রসাদ হরিভক্তসজ্জকে আস্বাদন করাইয়া থাকেন। কিন্তু অধিকার বিচার না করিয়া যদি সকলেই কেবল চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় বিচিত্র উত্তম উত্তম প্রসাদের জন্য ব্যস্ত হন, তাহা হইলে মহাপ্রসাদ সম্মান ও মহাপ্রসাদ সেবার পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়তর্পণই হইয়া পড়িবে। ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সেব্যবস্তুকে সর্ব্বদা সেবাই করিতে হইবে।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র
কালবিচারণা॥
ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং
হরিরব্রবীৎ॥
(শ্রীপদ্মপুরাণ)

মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক বা দূরদেশ হইতে আনীতই হউক, প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্ষণ করা বিধি, ইহাতে কালবিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেই শিষ্টলোক ভোজন করিবেন, ইহাতে দেশ ও কালের কোন নিয়ম নাই। ভগবান্ এই আজ্ঞা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীউপদেশামৃত-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর এবং উপস্থ—এই ছয়টির বেগ ভক্তির অতিশয় প্রতিকূল। তন্মধ্যে জিহ্বা বেগ-দমনের একমাত্র সহজ উপায় শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবা।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টমাত্রই শ্রীমহাপ্রসাদ। জগতের নাথ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে বা ভক্তগণের হৃদয়মন্দিরে বিরাজিত; সুতরাং সর্ব্বত্রই 'মহাপ্রসাদে'র আবির্ভাব হয়।

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্ গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব
মায়াং জয়েম হি॥
(ভাঃ ১১।৬।৪৬)

হে দেব। আপনার সেবক আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজী হইয়াই ভবদীয় মায়াকে জয় করিতে সমর্থ।

ভগবৎপ্রসাদ বা ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভক্তপ্রসাদ বা ভক্তানুগ্রহ লাভ করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের ভক্তপ্রসাদ-লাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে ভক্তসুখানুসন্ধানতৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

অসৎচরিত্র, দাম্ভিক ব্যক্তিসকল সমাজের কলঙ্ক। বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ বিসূচিকাবীজ তাহা-দিগের দ্বারাই সরল মানবহৃদয়ে রোপিত হয়। যাহারা তাহাদিগের পদাঙ্কানুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন বা হইবেন, দেহান্তে তাহারা ভীষণ মহারৌরব নামক নরকে নীত ও যমকিঙ্করগণ-কর্ত্তৃক নিদারুণভাবে দণ্ডিত হইবেন। অতএব "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার"—মহাজনগণের এই আদেশ শিরে ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের সঙ্গ কালবিলম্ব না করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

———

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যই 'সেবা' বা 'বৈষ্ণবধর্ম্ম'—আর স্বতন্ত্রতাই কর্ম্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গ। জীব যখন সাধু-গুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হন—যখন জীবের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই তিনি ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিয়া বলিতে থাকেন,—

"আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্রজীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ বরণে॥"

ভগবান্কে এইভাবে গোপ্তৃত্বে বরণ করিয়া জীব যখন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণভজন করিতে আরম্ভ করেন, তখনই তাহার মঙ্গলোদয় হইয়া থাকে।

হরিভজনপরায়ণ ভক্ত গুরুর নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ভক্ত নিত্যকাল শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস, সেখানে প্রকৃত হরিভজন নাই—তাহা মায়ার ভজন। কোনও ব্যক্তি যদি গুরুর আনুগত্য ব্যতীত নিজ মতানুযায়ী সদাচার, তীর্থভ্রমণ, ভগবদ্ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজন, ত্যাগ, তপস্যাচরণ, নাম-সংকীর্ত্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গানুশীলন (?) ও করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও তিনি একটুকুও হরিভজন করিতে পারেন না, পরন্তু নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম চরিতার্থ করিয়া থাকেন।

প্রতিষ্ঠাশা, কনক বা কামিনী সংগ্রহেচ্ছায় হরিভজনের কপট অভিনয় 'হরিভজন' নহে, তাহা কেবল কৈতবযুক্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা-মাত্র। হরিভজনের মূলই গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনের ছলনা "গোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া"র ন্যায় কুচেষ্টা। বদ্ধাবস্থায় ত' শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনে প্রবেশলাভই করা যাইতে পারে না—সিদ্ধাবস্থাতেও যে সিদ্ধদেহে হরি-ভজন প্রণালী, তাহাতেও শ্রীগুরুদেবের নিত্য আনুগত্য বর্ত্তমান। শ্রীহরির নিত্য আশ্রয়-

বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তদনুগজনের আনুগত্য না থাকিলে অহংগ্রহোপাসনা-রূপ অপরাধ-মাত্র সার হয়।

অনর্থযুক্তাবস্থায় নির্জ্জনভজনের চেষ্টা—প্রতিষ্ঠাশার আশা বা আলস্যমাত্র, তাহা হরিভজন নহে। অনর্থযুক্তাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়সকল বহির্ম্মুখতা-বৃত্তিসম্পন্ন, সুতরাং ঐসকল ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা মায়িক ব্যাপারে ধাবিত হইতে ইচ্ছা করে। এইরূপ অবস্থায় যাহারা উহাদিগকে নির্জ্জনে রোধ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা হরিভজনকারীর নামে "মিথ্যাচারী" মাত্র। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীহরিনাম-সাধনকালে যে নির্জ্জনতার বিধান উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে পরিহারপূর্ব্বক ঐকান্তিকতার আবাহন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিজানর্থ-বর্দ্ধনোদ্দেশে নির্জ্জনে নামগ্রহণ বিহিত নহে। জন-সঙ্গ ত্যাগ না করিলে হরিভজন হয় না বা জনসঙ্গদ্বারা ভক্তিবৃদ্ধি হয় না। এইস্থলে 'জনসঙ্গ'-অর্থে ভজন-প্রতিকূল বহির্ম্মুখজন-সঙ্গ জানিতে হইবে। জাতরতি ব্যক্তির প্রেমচেষ্টায় যে নির্জ্জনতা, তাহা স্মরণমূলা। তাহা সাধনকালীন নির্জ্জনতা জাতীয় নহে।

———

শ্রীগুরুদেবের উপদেশক্রমেই অনুগ্রহ বা দীক্ষালাভ ঘটে। স্বয়ং কল্পনা করিয়া স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র প্রভৃতির রচনা গুর্ব্ববজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণবের উহা ধর্ম্ম হইতে পারে না। উহা অশ্রৌতপন্থা, তর্কপন্থা বা ব্যতিরেক পন্থা, উহা ভক্তির প্রতিকূল বিচার। বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া—ভগবন্নামাদিতে বিভূষিত হইয়া হরিভজনের পরিবর্ত্তে অন্য কিছুকে কৃত্য বোধ করা উচিত নহে।

ভক্ত্যুন্মুখ জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজীবে কৃপাবিশিষ্ট হন। তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না। তিনি সত্যতত্ত্বকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন এবং সকল জীবে সমদৃষ্টি করেন। তিনি নির্দ্দোষ, বদান্য, ধীর, পবিত্র ও দৈন্যবুদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন। তিনি ইন্দ্রিয়সুখ-বাঞ্ছারহিত, ভুক্তি মুক্তি কামনাশূন্য এবং জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহাতিরিক্ত উদ্যম-রহিত। তিনি স্থিরবুদ্ধি হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তি-আলোচনার অবিরোধী ভোগমাত্র স্বীকার করেন।* তিনি অত্যধিক নিদ্রা, আলস্য ও মাদক-সেবনাদি পরিত্যাগী। সর্ব্বজীবের প্রতি মানদ, নিজে সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াও তিনি অভিমানশূন্য। তিনি অসার আলোচনারহিত, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবিশিষ্ট। তিনি জগদ্বন্ধু, ভগবল্লীলাদি বর্ণনে কবি, সংকার্য্যে পটু। তিনি অকারণ বাক্যব্যয় করেন না।

প্রশ্নোত্তর

——::(•)::——

প্রশ্ন—প্রণবের অর্থ কি? ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামবীজ, কামগায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য কি?

উত্তর—প্র—নু (স্তুতি করা)+অল্—এই প্রকারে 'প্রণব' সাধিত হইয়াছে। স্তবনীয় পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতারই ওঁ-কার বা প্রণব। যাঁহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা যায়, তাহাই 'প্রণব'।

'ওঁ' ইহাই পরব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ (মধুরতম) নাম। তিনি উচ্চারণ আরম্ভ হইতেই জীবকে সংসার ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, এইজন্য তিনি 'তার'-নামেও কথিত। শ্রীধর স্বামিপাদ ভাগবতের নিজকৃত টীকার প্রারম্ভে ওঁকারমুখে আরম্ভ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে 'তারাঙ্কুর' সংজ্ঞা দিয়াছেন। অতএব শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপই। অষ্টাক্ষর মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীনারদপঞ্চরাত্র স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,—"ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং অষ্টাক্ষর স্বরূপে জীবের মুখে সাক্ষাৎ উদিত হন।" প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডূক্যোপনিষদেও কথিত আছে—"চিদ্দর্শনে যাহা কিছু দৃশ্য, সমস্তই ওঁকার—'ওঁ' এই অক্ষর।"

ব্রহ্মের আর একটি আবির্ভাবই—প্রণব। তিনি পরম বস্তু বলিয়া কথিত। তিনি অপূর্ব্ব, অনাদি, অবাহ্য পরম এবং অব্যয়, তিনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। এইভাবে প্রণবকে জ্ঞাত হইয়া জীব অমৃতত্ব লাভ করেন। সকলের হৃদয়ে অবস্থিত প্রণবকে ঈশ্বর-স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। ওঁকারকে সর্ব্বব্যাপী বিভু অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া মনে করিলেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে আর শোক করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহার আর শূদ্রত্ব থাকে না। তিনি জড়মাত্রাহীন হইয়াও অনন্ত-মাত্রাযুক্ত। তাঁহা হইতেই জড়ীয় দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হইয়া অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়, অতএব তিনি পরম মঙ্গলস্বরূপ। এস্থলে মনে করিতে হইবে না যে, 'পরমেশ্বরের পক্ষে অবতাররূপে ঐসকল মঙ্গলবিধান অসম্ভব বলিয়া একটী জড়ীয় বর্ণ বা অক্ষর মাত্রের সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তিতে প্রকৃত সত্য নাই,—উহা কেবল স্তুতিরূপমাত্র।' প্রকৃত পক্ষে, পরমেশ্বরের অপরাপর অবতারের ন্যায় এই প্রণবও তাঁহার বর্ণরূপী অবতার, যেহেতু এই অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচন-বলেই সিদ্ধ হওয়ায়, তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া তৎ সম্ভাবনা-হেতু এই অর্থই ঠিক। অতএব ভগবানের নাম ও নামী ভগবান্—পরস্পর অভিন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥

অ+উ+ম—এই তিন অক্ষরের যোগে ওঁকার নিষ্পন্ন। 'অ'কারের দ্বারা সর্ব্ব-লোকের একমাত্র নায়ক শ্রীকৃষ্ণ অভিহিত হন, 'উ'কারের দ্বারা শ্রীরাধা নির্দ্দিষ্ট হন এবং 'ম'কার জীববাচক। অর্থাৎ ওঁকারে বিষয়বিগ্রহ, মূল আশ্রয়বিগ্রহ এবং তাঁহাদের নিত্য সেবক আত্মা বা জীব পরিপুষ্ট।

সপ্রণব ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামবীজপুটিত কামগায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। শান্তরসের উপাসক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম গায়ত্রীর দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, আর মধুররসের উপাসক ভগবদ্ভক্তগণ কামবীজপুটিত কামগায়ত্রীদ্বারা অপ্রাকৃত নবীনমদন অখিল রসামৃতমূর্ত্তি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। পদ্ম-পুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বেদমাতা গায়ত্রী মাধুর্য্যরস আস্বাদন ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম লালসায় গোপীজন্ম লাভের জন্য ব্যাকুলা হইয়া গোপাল-উপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কামগায়ত্রীরূপে প্রকাশিত হন। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে যেমন ব্রহ্ম, পরমাত্মাদি অসম্যক্ ও আংশিক প্রতীতিসমূহ ক্রোড়ীভূত, তদ্রূপ কামগায়ত্রী বা কামবীজ-মধ্যেই ব্রহ্ম গায়ত্রী ও প্রণব ক্রোড়ীভূত রহিয়াছে। কামগায়ত্রী ও কাম বীজ ব্রহ্মগায়ত্রী অপেক্ষা অধিকতর রস-মাধুর্য্যে সম্প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—শ্রীগুরু গায়ত্রী ও শ্রীগৌরগায়ত্রীর বিভিন্ন অবস্থানের বৈশিষ্ট্য কি? ব্রহ্ম-গায়ত্রীর সহিত বা উহাদের পার্থক্য কি?

উত্তর—শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরসুন্দরের অব-স্থানের মধ্যে যে লীলার বৈচিত্র্য, শ্রীগুরু শ্রীগৌর-গায়ত্রীর মধ্যেও সেইরূপ বৈচিত্র্য বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ—আশ্রয়বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিষয় বিগ্রহ। চিদ্বিলাসরাজ্যে আশ্রয় ও বিষয় বিগ্রহের মধ্যে যে লীলা-বৈচিত্র্য আছে, তাহা সর্ব্বব্যাপারেই মুখ্য। যাঁহারা চিদ্বিলাস বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য স্বীকার করেন, তাঁহারাই ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ। যেরূপ কৃষ্ণলীলার কৃষ্ণ-গায়ত্রী আছে, তদ্রূপ গৌরলীলার গৌর গায়ত্রী এবং গুরুলীলার গুরু গায়ত্রীও আছে। গৌরগায়ত্রী ও গুরুগায়ত্রীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য গুরু ও গৌরের অবস্থান ও লীলার ন্যায়ই নিত্য। চিদ্বিলাসে ঐসকল নিত্য বৈচিত্র্যের নিত্য অবস্থান স্বীকার অর্থাৎ 'গুরু,' 'কৃষ্ণ' ও 'গৌরের নিত্য অবস্থান ও নিত্যলীলা বৈচিত্র্যের ন্যায় তাঁহাদের আরাধনাপ্রণালীর মন্ত্র ও গায়ত্রীসমূহ স্বীকার না করিলে মায়াবাদ অপরাধ আবাহন করা হয়। যাঁহারা কৃষ্ণগায়ত্রী ও কৃষ্ণ মন্ত্র মুখে স্বীকার করিয়া গৌরগায়ত্রী ও গৌরমন্ত্র, গুরু গায়ত্রী ও গুরুমন্ত্রের নিত্য লীলাবৈচিত্র্য ও নিত্যাবস্থান স্বীকার না করেন, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন মায়াবাদ-বদ্ধ।

ব্রহ্ম, ভগবান্, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগুরুদেবের অবস্থানে যে লীলাবৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রীর সহিত গৌরগায়ত্রী ও গুরু-গায়ত্রীরও সেইরূপ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। ভক্তিসিদ্ধান্তবিচারে গুরু, কৃষ্ণ ও গৌরসুন্দরের নিত্যলীলা বৈচিত্র্য-হেতু তাঁহাদের আরাধনা-প্রণালীরও নিত্যাবস্থিতি রহিয়াছে।

—

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

এলাহাবাদে

আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ পরমারাধ্য-তম শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এলাহাবাদ সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ-কীর্ত্তন ও বক্তৃতাপ্রদানমুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১৫ই পৌষ, ৩০শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জর্জটাউন এলগিনরোডস্থিত হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট মিঃ এ, পি, পাণ্ডে মহাশয়ের সাদর আহ্বানে মঠসেবকগণ তদীয় বাসভবনে উপস্থিত হইয়া পাঠ কীর্ত্তনাদি করেন। প্রথমে গুর্ব্বষ্টক-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক পঞ্চতত্ত্ব, ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ [illegible] প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে বহুক্ষণ হরিকথা আলোচনা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু ভদ্র মহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

গত ২০শে পৌষ, ৪ঠা জানুয়ারী, রবিবার সন্ধ্যায় মঠসেবকগণ সিভিল লাইনস্থিত ডাঃ [illegible] মহাশয়ের বাসভবনে হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য গমন করেন।

প্রথমে গুর্ব্বষ্টক বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ শিক্ষায় সম্বন্ধ ও অভিধেয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা-মুখে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

চট্টগ্রামে

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

[illegible] নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুত নিকুঞ্জচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ছায়াচিত্র-যোগে [illegible] প্রদর্শনমুখে বহু [illegible] দান করেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে পাঁচ ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮
" এক কলম	৬০৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত বদুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-পালাজ্বর জীর্ণ শীর্ণকায় মমত্ব পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও ইহার কার্য্যকারিতা অত্যুক্তি নহে। পিলার, লীভার সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৶০ দশ আনা বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ভারত গভর্ণমেণ্টের নূতন অর্ডিন্যান্স

ডিফেন্স কো-অর্ডিনেশন ডিপার্টমেণ্টের একটি প্রেস নোটে প্রকাশ, বড়লাট একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে নির্দ্দিষ্ট এলাকায় কতকগুলি অপরাধে বর্ত্তমানে চলিত শাস্তির পরিবর্ত্তে প্রাণদণ্ড অথবা বেত্রাঘাতের হুকুম দিবার অধিকার দিয়াছেন। যথা:—লুটতরাজ, আগুন লাগান, সাংঘাতিক অস্ত্র দ্বারা মারাত্মক রকমের আঘাত প্রদান, গোপনে ক্ষতি সাধন, নারী হরণ ও অত্যাচার প্রভৃতি অপরাধ।

তাহা ছাড়া দাঙ্গা-করণ ও গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে সরকারী কার্য্য সাধনে বাধা দান করার অপরাধে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, শত্রু-আক্রমণের ফলে দেশে অনেক সময় বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে এবং সে সময় পূর্ব্বোক্ত অপরাধগুলিও বেশী করিয়া দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা। সে সময়ে এই অপরাধগুলির গুরুত্ব অধিক। এই ধরণের অপরাধীদের যাহাতে এমন শাস্তি দেওয়া উচিত যে, যাহা দেখিয়া অন্য লোকে উহা করিতে ভয় পাইবে। সে জন্যই প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এই অর্ডিন্যান্স দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়া হইল। শুধু শত্রু-আক্রমণের দ্বারা বিশেষ জরুরী অবস্থা উদ্ভব হইলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে গুণ্ডা ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যেন তাহার সুযোগ লইয়া জনসাধারণের উপর অত্যাচার না করিতে পারে—এই অর্ডিন্যান্সের ইহাই উদ্দেশ্য।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

সরকারের নির্দ্ধারিত মূল্য যথাযথভাবে কার্য্যকরী হইতেছে কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের ইন্সপেক্টরবৃন্দকে ধরা বাঁধা কাজ ছাড়িয়া অবাধে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিতে বলা হইয়াছে এবং অত্যধিক লাভের যে কোন ঘটনার কথা জানাইতে বলা হইয়াছে। জনসাধারণ যদি এই ব্যাপারে সরকারের সহিত যথাসম্ভব সহযোগিতা করে এবং কেহ যাহাতে অতি মাত্রায় লাভ করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখে, তাহা হইলে সরকার বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

খাদ্যদ্রব্য ও জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় অপরাপর দ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০৲ টাকার বেশী লইলেই তাহাকে অতিরিক্ত লাভ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

জনসাধারণকে অবশ্য এ কথা মনে রাখিতেই হইবে যে, জিনিষের দর কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবেই। কেন না, যুদ্ধ সুরু হইবার পর যে সকল অর্থনৈতিক কারণে দরবৃদ্ধি পাইতেছে তাহার উপর প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কোনই হাত নাই।

মধ্য এশিয়ায় তুষারপাত

সমগ্র মধ্য এশিয়া ব্যাপী এ তুষারপাত হইতেছে, তাহার ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছে এবং চলাচলের পথ বন্ধ হইয়াছে। আফগানিস্থানেও ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। কাবুল ও কান্দাহার এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বহু গৃহ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। বহু লোক হতাহত হইয়াছে এবং রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফ তার ইত্যাদির ক্ষতি হইয়াছে। ইতোমধ্যে কাবুলে দুইবার ভূমিকম্পও হইয়াছে, তবে [illegible] কোন ক্ষতি হয় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যপ্রার্থনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের সম্পর্কে এবং সহরের অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে এ-আর-পি কার্য্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করার জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ততুত্তরে বিমান-আক্রমণের হাত হইতে রক্ষামূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য এবং সহর ও সহরতলীতে বিমান-আক্রমণ হইলে সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্যদান করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে গভর্ণমেণ্ট হইতে এক লক্ষ টাকা সাহায্যদান করার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন।

ভারতীয়দের ব্রহ্ম ত্যাগ

ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের প্রচার-বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারতীয় বন্দরের উদ্দেশ্যে পুরুষ ডেক যাত্রীদের কটিকিট বিক্রয় সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ইস্তাহারে অবশ্য আরও বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় বন্দরাভিমুখী পরবর্ত্তী চারিখানি জাহাজের ডেকের শতকরা ৭০ ভাগ স্থান শিশু ও নারীদিগের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে।

রেঙ্গুনের গভর্ণমেণ্ট গৃহ হইতে এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম গভর্ণর বিমান-হানার ফলে দুর্গতদিগকে সাহায্যার্থ বড়লাটের নিকট হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং নয়াদিল্লীর যুদ্ধ তহবিল হইতে পাঁচ হাজার টাকা পাইয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ১২ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩০শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৪ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার { ২০২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ মাধব, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

অত্যাহার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী প্রভু 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থে এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন,—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥"

এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। যিনি বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার এই শ্লোকের উপদেশ পালন করা বিশেষ আবশ্যক। যিনি এই উপদেশ পালনে যত্ন করিবেন না, তাঁহার পক্ষে হরিভক্তি নিতান্ত দুর্লভ। শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য যাঁহাদের স্পৃহা বলবতী, তাঁহাদের উপকারের জন্য আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি। এই শ্লোকে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টি ভক্তিবাধক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই ছয়টি বিষয় আমরা পৃথক্-পৃথক্‌রূপে বিচার করিব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল 'অত্যাহার'-শব্দটির অর্থ আলোচিত হইতেছে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, 'অত্যাহার'-শব্দে এস্থলে অধিক ভোজনমাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নয়। 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

যিনি ধৈর্য্যের সহিত বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হন, সেই ধীর পুরুষ সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেন। এস্থলে জিহ্বার বেগই—ভোজ্য-বস্তুর আস্বাদন স্পৃহা এবং উদরের বেগই—অধিক ভোজন স্পৃহা। দ্বিতীয় শ্লোকে 'অত্যাহার'-শব্দে অধিক ভোজন বুঝিলে সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ গ্রন্থে দ্বিরুক্তিদোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরম গম্ভীর শ্রীরূপ গোস্বামীর 'অত্যাহার'-শব্দের অন্য তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করাই পণ্ডিত পাঠকবর্গের কর্ত্তব্য।

ভোজনই আহার শব্দের মুখ্যার্থ বটে, কিন্তু ভোজন শব্দে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগকেও বুঝায়। চক্ষুর্দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকাদ্বারা গন্ধ, জিহ্বার দ্বারা রস এবং ত্বকের দ্বারা মৃদুতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি অনুভব ইত্যাদি বিষয়পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত বিষয়ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয়ভোগ ব্যতীত জীবের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহ ত্যাগ হয়। সুতরাং 'বিষয়ত্যাগ'—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূঢ় হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ
প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ
স উচ্যতে ॥

[কোন অবস্থায়ই জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই ক্ষণমাত্রকাল কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না, প্রকৃতিজাত গুণসমূহ সকলকেই বাধ্য করিয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়া থাকে। যে কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে নিগৃহীত করিয়া ভগবদ্-ধ্যানচ্ছলে মনে মনে বিষয়সকল স্মরণপূর্ব্বক অবস্থান করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়।]

কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবন রক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্ব উদয় হয়। অতএব শারীর কর্ম্মসকলকে ভগবদ্-ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়। ভগবান্ আবার বলিয়াছেন,—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো
মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্
গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥

[হে অর্জ্জুন, অতি ভোজন-পরায়ণের যোগ হয় না, আবার একান্ত অনাহারীরও যোগ হয় না। অতি নিদ্রালু ও অতিশয় জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না। যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন, কর্ম্মসমূহে যাঁহার নিয়মিতা চেষ্টা থাকে, যিনি পরিমিত-ভাবে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহারই যোগ দুঃখনিবারক হয়। যুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মযোগ দ্বারা সমাহিত ব্যক্তি ক্রমে তত্ত্ববিৎ অর্থাৎ আত্মদর্শী হইয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও ভোজন, বুদ্ধির কর্ম্ম—নিদ্রা, প্রাণের কর্ম্ম—শ্বাস-প্রশ্বাস ও চক্ষুর উন্মীলন, নিমীলন (পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম-বাচা), গান, কথোপকথন, মলমূত্রত্যাগ ও বিষয়াদি গ্রহণ করিয়াও ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এইরূপ ধারণা করিয়া 'আমি কিছুই করি না'—এইরূপ মনে করেন, সুতরাং অভিমান থাকে না বলিয়া ব্রহ্মবিৎ কর্ম্মে লিপ্ত হন না।]

অতি ভোজন, অত্যল্প ভোজন, অতি নিদ্রা বা অল্প নিদ্রাদ্বারা যোগ হয় না। কিন্তু যুক্তভোজী, যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্তজাগরণ-শীল ব্যক্তির পক্ষে যোগ সিদ্ধ হয়। তাহার প্রকার এই যে,—'আমার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি শুদ্ধ আত্মা, এইসকল কার্য্য করি না', এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয়সকল গ্রহণ করিবে।

এই উপদেশ যদিও জ্ঞান-পক্ষে অধিক কার্য্যপ্রবৃত্তি দেখায়, তথাপি ইহার তাৎপর্য্য ভক্ত্যনুকূল হইতে পারে। গীতার চরম শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎ-প্রসাদ বলিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানাগ্র ত্যাগ করত ঐসকল আচরণ করিলে শুদ্ধ-ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়। অতএব শ্রীরূপ 'রসামৃতসিন্ধু'তে বলিয়াছেন,

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং
ফল্গু কথ্যতে ॥

এই দুই শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহাই আবার উপদেশামৃতে 'অত্যাহার ত্যাগ' শব্দের

যাহা নিষেধ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয় ত্যাগ করিয়া বিষয় গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে, কিন্তু ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূলরূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয়। ভগবৎ প্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহের সহিত স্বীকার করিলে ভক্তিপক্ষে যুক্তাহার হইবে। তাহাতে যুক্তবৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর ও কৃষ্ণনাম কর। ভাল ভাল ভক্ষ্য দ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াসলব্ধ পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর। ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভ ফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন এবং উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায় স্বরূপ শরীর রক্ষা হইবে না।

প্রথম শ্লোকে জিহ্বা ও উদরের বেগ সহন করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাকৃত মানব জিহ্বার উত্তম রস-সেবনে লালসাযুক্ত এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া লেহ্য ভোজ্য দ্রব্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া সেবনোন্মুখ হন। তাহা একটি প্রাকৃত বেগ। যখন সেরূপ উঠিবে, তখন তাহা ভক্তি-অনুশীলনের দ্বারা দমন করিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে যে অত্যাহার পরিহার বিধান করিয়াছেন, তাহা একটী ভক্তিসাধনের নিত্য নিয়ম। পূর্ব্বটি নৈমিত্তিক, শেষটী নিত্য।

ইহাতে আর একটী কথা আছে। গৃহী ও গৃহত্যাগি ভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। কুটুম্ব ভরণের জন্য গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম্ম-সঞ্চিত ও ধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎ সেবা ভাগবত সেবা, কুটুম্ব ভরণ, অতিথিসেবা ও নিজের জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনে অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তিসাধন ও কৃষ্ণকৃপা-লাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয়ও অত্যাহার এবং অধিক উপার্জ্জনও অত্যাহার —ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়মাত্র করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষা লাভ করিবেন, তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। ভাল বস্ত্র [illegible] আশা করিলে অধিক অর্জ্জন করিলেও তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। অতএব গৃহী ও গৃহত্যাগী সাধক বৈষ্ণবগণ এতদ্রূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিয়া কৃষ্ণকৃপা লাভ করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

এই বিশ্ব আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, আমরা দ্রষ্টা হ'য়ে চোখ দিয়ে এই বিশ্ব দে'খ্‌ছি, কাণ দিয়ে বিশ্বের কথা শ্রবণ ক'র্‌ছি, নাক দিয়ে বিশ্বের ঘ্রাণ নিচ্ছি, জিহ্বা দিয়ে বিশ্বের জিনিষ আস্বাদন ক'র্‌ছি, ত্বক দিয়ে বিশ্বকে স্পর্শ ক'র্‌ছি, মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝ্‌ছি, এইভাবে আমাদের বিশ্বকে ভোগ ক'রবার চেষ্টা হ'চ্ছে। বিশ্বনাথ কিন্তু আর একটি পৃথক্ বস্তু। বিশ্বনাথকে বিশ্ব বলা উচিত নয়। জগন্নাথ, বিশ্বনাথ—সচ্চিদানন্দময় বস্তু, তিনি নিত্যকাল অবস্থান করেন। তিনি চেতনময়, আর তিনি আনন্দময়। তিনি নিত্য বিগ্রহরূপে প্রকাশিত। অবুঝ লোকেরা জগন্নাথ দেখ্‌ছে না—জগন্নাথবিগ্রহ দে'খ্‌ছে না, তা'রা যা' দেখ্‌ছে, তা' ভুল—তা'রা জগৎ দে'খ্‌ছে।

তিনি অনন্ত, তাঁ'র অন্ত নাই। তাঁ'র আর এক নাম বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ তা'তে কুণ্ঠা ধর্ম্ম নাই। এ জগতে যা' কিছু দে'খ্‌ছি,—সব সান্ত, কিন্তু তিনি অনন্ত। তিনি নিত্যস্ববোধতত্ত্ব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। তিনি অনন্ত, সত্যবস্তু, সচ্চিদানন্দাত্ম। জগতে খণ্ড বস্তু আমরা বুঝে নিতে পারি,—যেহেতু তাহা limited, সেই হেতু বুঝে নিতে পারি, কিন্তু তিনি তা' নন, তাঁ'তে সব নিত্য আছে।

যা' কিছু চিন্তা ক'র্‌ব, তা' কিছু দিন পরে মিথ্যা জান্‌তে পারব। দু'হাজার বৎসরে যা' স্থাপন ক'র্‌ব, তা' পরে সব বাদ দিব। এখানকার যা' কিছু, সব পরিবর্ত্তনশীল। ভগবান্ নিত্যানন্দ—নিত্য আনন্দময়। কিন্তু এ জগৎ—'দুঃখ-দুঃখময়।' জগতে আমাদের দিন কেটে যা'চ্ছে, কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি না। আলেয়ার পেছনে দৌড়া'চ্ছি শেষ দেখ্‌তে পাচ্ছি না। "এখানে কেবল ক্লেশভোগ—মরণ, হায় পরিণাম নিরাশা।" এখানে যা' কিছু সংগ্রহ ক'র্‌ব, তা' মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রেখে যেতে হ'বে। এসব জিনিষ সংগ্রহের সময়, রক্ষার সময় ও ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার সময় আমাদের দুঃখ ভোগ ক'র্‌তে হয়। এখানকার পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা—সব আগমাপায়ি-ধর্ম্মযুক্ত—আ'স্‌ছে আর যা'চ্ছে। জগৎ আর জগন্নাথ—আলাদা আলাদা বস্তু, জগৎ—জগন্নাথ ন'ন, আবার জগন্নাথ জগৎ ন'ন, কিন্তু জগতের প্রত্যেক বস্তুতে জগন্নাথ অবস্থান ক'র্‌ছেন। ঈশ্বর—বৈকুণ্ঠ বস্তু, আর জগৎ কুণ্ঠ বস্তু, যেমন, আলো আর অন্ধকার।

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করেন তখন শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক মহান্তগুরুরূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন। মহান্তগুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আবার অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ লাভও অসম্ভব। অক্ষজ বস্তুর সেবায় দেহ-মনের তৃপ্তি হয়, তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না।

মহাভাগবত সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, কিন্তু ভূত দর্শন করেন না। "স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি, সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁ'র ইষ্টদেব-মূর্ত্তি।"

শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহাদিগকে কুদর্শন আচ্ছন্ন করিতে পারে না। বৈষ্ণবের দাস না হইয়া অবৈষ্ণবকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইবার পরিবর্ত্তে হৃষীকের সেবা হয়। তাহাতে ভক্তি প্রতিহতা হন।

আচার্য্য গুরু পাঞ্চরাত্রিক-মন্ত্র প্রদান করিলে সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। আচার্য্য বিনীত শিষ্য-পুত্রদিগকে বৈদিক দশ, ষোড়শ, চত্বারিংশৎ বা অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন—ইহাই দীক্ষাবিধি।

যে কোন দেবতাই আসুন না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্যামিসূত্রে বিষ্ণু-পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কেই দর্শন করেন, যেমন, আকাশে সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের অন্তর্ভুক্ত সূর্য্যদেবতা, তদন্তর্বর্ত্তী শ্রীবলদেব প্রভু, বলদেব প্রভুর হৃদ্দেশে মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর হৃদ্দেশে চিন্ময়মিথুন শ্রীরাধাগোবিন্দ। আমরা দেবতার মূর্ত্তি দর্শন করি, দেবতা দর্শন করি, কিন্তু তদন্তর্ভুক্ত বলদেব-কৃষ্ণকে দর্শন করি না। অণু-পরমাণুতে এইরূপ পঞ্চতত্ত্ব আছে। ভূতশুদ্ধি হয় না বলিয়া আমাদের পঞ্চতত্ত্ব দর্শন হয় না। আমাদের যদি এই বিচারের অভাব হয়, তবে পুতুল-পূজা হইয়া যাইবে।

মুক্তকুল শ্রীভগবানের উপাসনা করেন—কীর্ত্তন-পদ্ধতিতে, মন্ত্রাদিতে,—যাহা শব্দাত্মক, যাহা জড়াতীত বস্তুর বাচক, তাহাতে শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্টবিষয়ে ভেদ নাই। 'আদৌ শ্রদ্ধা' প্রভৃতি ক্রমপন্থা অবলম্বন করিলে আমাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতির উদয় হয়।

শ্রবণ করা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান বস্তু সম্বন্ধে অন্য কোনপ্রকার চেষ্টা ক'র্‌তে হ'বে না। অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু যখন স্বয়ং এসে থা'কবেন, তখনই অদ্বয়জ্ঞানের সেবা ক'র্‌তে হ'বে। কেবল আমার পরিপ্রশ্ন করবার অধিকার মাত্র আছে,—"কি ক'রে অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধ হয়?"

প্রশ্নোত্তর

——::(•)::——

প্রশ্ন—মহামন্ত্র ও গায়ত্রীর মধ্যে কি পার্থক্য? যে কোনও একটি গ্রহণ করিলে প্রয়োজন লাভ হয় না কি?

উত্তর—মহামন্ত্র ও গায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত ভেদ নাই, তবে মহামন্ত্র বিপ্রলম্ভদ্যোতক সম্বোধনাত্মক এবং গায়ত্রী আত্মনিবেদনাত্মক চতুর্থ্যন্তপদ ও 'ধীমহি', 'বিদ্মহে' প্রভৃতি শব্দ-পরিপুষ্টিত। অপ্রাকৃত কামদেবে নিবেদিতাত্মা সহজ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির যখন অপ্রাকৃত সহজ বিপ্রলম্ভের উদয় হয়, তখন তিনি সম্বোধনাত্মক মহামন্ত্রে গোপীনাথের ভজন করেন। মহামন্ত্র ও গায়ত্রী পরস্পর অভিন্ন। মহামন্ত্রে গায়ত্রী ক্রোড়ীভূত রহিয়াছে। যে-কোন একটি গ্রহণ করিলে প্রয়োজন লাভ হইলেও অর্চ্চনপথের পথিক উপাসনা-প্রণালীর বিপর্য্যয় বা যথেচ্ছভাবে একের সহিত অপরের ভেদ কল্পনা করিয়া যদি স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কোনও দিন প্রয়োজন বা মঙ্গল-লাভ করিতে পারেন না। অর্চ্চন পথে মন্ত্র ও গায়ত্রী-উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজন আশা করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি অনিবেদিতাত্মা বা মনোধর্ম্ম ও সংসার হইতে যে ত্রাণ পায় নাই, তাহার মুখে শুদ্ধ মহামন্ত্র উচ্চারিত হয় না, সর্ব্বদাই নামাপরাধ হইয়া থাকে। অনর্থযুক্ত জীবকে মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ বা মননকারী ব্যক্তিকে সংসার হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই মন্ত্র ও গায়ত্রীর কৃপাবতার, সুতরাং যাঁহারা মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করেন নাই বা যাঁহারা সংসার হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তাঁহারা যদি মন্ত্র বা গায়ত্রীকে লঙ্ঘন করিয়া কেবলমাত্র মহামন্ত্র গ্রহণের ছলনায় বা মুক্ত ভাগবতগণের ভজনানুকরণ করিয়া 'নামাপরাধ' বা আলস্যের প্রশ্রয় দেন, তবে তাঁহাদের মঙ্গল লাভ হইতে পারে না।

প্রশ্ন—শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তি-পূজা কি বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত?

উত্তর—বহ্বীশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, মায়াবাদী প্রভৃতি পৌত্তলিকগণ যেরূপ প্রতিবিম্বিত শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির পূজা করেন, সেইরূপ অবৈধ পূজা বা পৌত্তলিকতা বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত নহে। কিন্তু একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্মেই প্রকৃত স্বরূপগত শিব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণের নিত্যপূজা রহিয়াছে। অন্যাভিলাষ-সম্প্রদায় বিভিন্ন অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগকে অবৈষ্ণব বা বিদ্ধ বৈষ্ণব (?) অভিমানপূর্ব্বক যে বিষ্ণু (?), শিব, দুর্গাদির পূজার ছলনা করেন, তাহাতে তত্তৎ দেবতার বা স্বরূপ-শক্তির পূজা হয় না। তাহা ছায়াশক্তি বা বিবর্ত্তপ্রতিফলনের অবৈধপূজা মাত্র। অন্যাভিলাষ-সম্প্রদায় পূজার নামে দেবতাগণের চরণে

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

অপরাধ করে - পূজার বিপরীত পূজা-বিনাশ-কার্য্যই করিয়া ফেলে। যাঁহাকে পূজা করা যায়, তাঁহাকে বিসর্জ্জন করা যায় না, তাঁহাকে বরং সর্ব্বদা সংরক্ষণ করিবার যত্নই পূজকের বুদ্ধি। কল্পিত বস্তুর পূজক অতি মানে সেই অবাস্তব বস্তুকে পৌত্তলিকগণ বিসর্জ্জন করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। বৈষ্ণবগণের শিব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তি বাস্তব বস্তু স্বরূপগত শিব দুর্গাদি দেবতাগণ নিত্যকাল অপ্রাকৃত বিষ্ণুর পীঠাবরণ দেবতারূপে গোলোক বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান। তাঁহারা বিষ্ণুশক্তি - বৈষ্ণব। শিব বৈষ্ণবোত্তম, দুর্গাদেবী— মহাবৈষ্ণবী, শিব ও দুর্গাদেবীর প্রসাদে শতশত লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তবে বৈষ্ণবগণের পূজিত বিষ্ণুর পীঠাবরণ দেবতাগণ বা কৃষ্ণপ্রিয়তম শিব জগতের অন্যাভিলাষি সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক আরাধিত ছায়া-শিব বা ছায়া শক্তি নহেন। বৈষ্ণবগণ সেই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তি শিব ও দুর্গার আরাধনা করিয়া তাঁহাদের এক-পরমেশ্বর-সিদ্ধান্তেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। শিব বা শক্তির প্রতি তাঁহাদের প্রার্থনা এইরূপ,—

বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

(ভা ১০।২২।৪)

হে গোপেশ্বর, তুমি বৃন্দাবন-নামক ভূমির একমাত্র অধীশ্বর (ক্ষেত্রপাল) এবং উমার সহিত বর্ত্তমান, তোমার ললাটে চন্দ্র শোভিত, সনন্দন-সনাতন-নারদাদি বৈষ্ণবগণ তোমার পূজা করিয়া থাকেন। তুমি ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে আমার নিরুপাধিকা ঐকান্তিকী প্রীতি প্রদান কর।

অয়ি মহামায়া, মহাযোগিনী, অধীশ্বরী কাত্যায়নী দেবি, তুমি নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণকে আমার পতি কর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

এক-পরমেশ্বর-বাদী বৈষ্ণবের ব্রহ্মা জগতের লোকের শক্তিপূজার স্বরূপ বর্ণন করিয়া এক পরমেশ্বর গোবিন্দকে স্তব করিতেছেন,—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা', তিনি

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:*:——

বদ্ধ জীব হরিভজনের রহস্য অবগত নহে। ভগবানের সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে হরিভজন শিক্ষা দিবার জন্য নিত্যকাল প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তিনিই একমাত্র হরিভজনের রহস্য অবগত আছেন। তাঁহারই অনুকম্পায় জীব হরিভজনের প্রণালী অবগত হইতে পারে। যিনি সেই সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হরিসেবোদ্দেশ্যে যাবতীয় ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া থাকেন, তিনিই হরিভজন আরম্ভ করিয়াছেন - তিনিই চক্ষুর্দ্বারা হরিভজন করিতেছেন, কর্ণদ্বারা হরিভজন করিতেছেন, তাহারই নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, আত্মা—সকলই হরিভজনে নিযুক্ত এবং তিনিই ভজন-পরিপক্কাবস্থায় সিদ্ধদেহে লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া নিত্য হরিভজনানন্দ লাভ করেন।

সুকৃতিমান্ জীব ব্যবহারিক দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধিতে, দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, পরাধীনতায়, যাহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

সুতরাং ভুবনপূজিতা কার্য্যধাত্রী ছায়াশক্তি কিংবা বিষ্ণুভক্তেতর শিব (?) বৈষ্ণবগণের পূজিত দেবতা নহেন। অন্যান্য দেবতার স্বতন্ত্র পূজা 'অবৈধ পূজা' বলিয়া গীতাদি শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে,—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

(শ্রীগীতা ৯।২৩)

হে কৌন্তেয়! যেসকল ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করেন।

তন্ত্রবাক্যে আরও কথিত হইয়াছে,—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

যে ব্যক্তি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীনারায়ণের সহিত ব্রহ্মা, রুদ্র, শক্তি প্রভৃতিকে সমান জ্ঞান করে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পরমেশ্বর বিষ্ণুর ন্যায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

সুতরাং এক-পরমেশ্বর উপাসনা স্বীকারকারী বৈষ্ণবধর্ম্মে একমাত্র ভগবান্ নারায়ণের পরমেশ্বরত্ব ও শিবদুর্গাদির তদধীনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মে পরমেশ্বরের আজ্ঞাবহন-কারী দাস সূত্রে শিব দুর্গাদির নিত্যস্বরূপের নিত্য আরাধনা অনুমোদিত। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে পঞ্চদেবতার অন্যতমরূপে যে কল্পিত বিষ্ণুর উপাসনা হয়, তাহাও ছায়াশক্তিরই উপাসনা বা পৌত্তলিকতা বিশেষ। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মে ঐরূপ কল্পিত বিষ্ণূপাসনার (?) অনুমোদন নাই।

মৃত্যুশয্যায় বা তদিতর যে কোনও অবস্থায় থাকুন না কেন—বস্তুদ্বয়ের পরস্পর ঘর্ষণমাত্রই যেমন অগ্নির প্রাদুর্ভাব হয়, তদ্রূপ সেই জীবেরও হরিকথা শ্রবণমাত্রই নিত্য সেবা-ধর্ম্মের উন্মেষ হইয়া থাকে। হরিকথা-শ্রবণদ্বারাই জীবের বহু জন্মের সঞ্চিত অবিদ্যা-রাশি বিদূরিত হয় এবং আগন্তুক অনর্থরাশির অপগমে নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিকধর্ম্ম ভগবৎ-সেবাবৃত্তি ফুটিয়া উঠে। ভগবৎসেবাকে অভ্যাসদ্বারা বা বাহিরে কোনও নিরুক্ত উপায়ে লাভ করা যায় না। নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকট করিবার চেষ্টাই সাধন।

———

ভক্তই যথার্থ পণ্ডিত, কেন না তিনি বেদোজ্জ্বলবুদ্ধিবিশিষ্ট। তিনি জানেন যে, বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমাই প্রয়োজন। যাঁহারা ভারবাহী,—যাঁহারা পেচকসদৃশ অন্ধ, তাঁহারা বেদের মধ্যে কৃষ্ণ সূর্য্যকে দেখিতে পান না, তাঁহারা মনে করেন, কুশ বুঝি তাঁহাদের মাপিয়া লইবার বস্তু—ভোগের বস্তু—তাঁহাদের অক্ষজ জ্ঞানগম্য বস্তু কিংবা আভিধানিক বা ব্যাকরণ নিষ্পন্ন কোন শব্দবিশেষ। সুতরাং তাঁহারা বেদ পড়িয়াও বেদের উদ্দিষ্ট, বেদের অধীশ্বর নিখিল শ্রুতিমৌলি নারাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত-নামস্বরূপ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারেন না।

যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা পণ্ডিত-শব্দবাচ্য নহেন। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, জগতে লৌকিক ও বৈদিক যে কোনও কার্য্য যদি কৃষ্ণতোষণপর না হয় তাহা হইলে সেইসকল কার্য্য কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। যে ব্যক্তি ঐসকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি কখনও পণ্ডিত নহেন —তিনি মূর্খ।

গৌরভক্তগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্ডিত, তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত আর কোথায়ও নাই। তাঁহাদের গৌরদাস্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য বিরাজিত রহিয়াছে, কেন-না, তাঁহারা গৌর পাদপদ্মনখ-শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া বকুলৈক্য নারকীয় নরকের ন্যায় ইন্দ্রপুরীর সুখকে আকাশকুসুমের ন্যায়, ব্রহ্মাদির প্রতিষ্ঠাকে খদ্যোতের আলোকের ন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই বিশ্বের জীবগণ তাঁহাদের স্বরূপ-বিস্মৃতিক্রমে অচেতনপ্রায় হইয়াছেন। বিশ্বের এই চৈতন্যবিমুখ জীবসকল শ্রীচৈতন্যদেব-প্রভুকে যদি ভজনা না করেন এবং ইঁহারা যদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত বলিয়াও নিজদিগকে মনে করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা অচেতনের ন্যায় বৃথাই সংসার ভ্রমণ করিতেছেন, জানিতে হইবে।

যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখোৎপাদনকেই নিজের সুখ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকেই নিজ প্রতিষ্ঠা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকেই নিজ প্রতিষ্ঠা বলিয়া বরণ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, যিনি নিজকে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সহিত ভিন্ন না করিয়া তাঁহাদের সুখেই নিজেকে সুখী মনে করেন, তিনিই প্রকৃত নিষ্কপট সাধুগণের অনুমোদিত হরিভক্তি লাভ করিতে পারেন।

———

মথুরায় প্রচার

গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদগণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ২১শে পৌষ, ৫ই জানুয়ারী, সোমবার মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রসাদ, শ্রীপাদ ননীগোপাল ব্রজবাসী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দসহ শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীবৃন্দাবন-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শুভাগমন করেন।

শ্রীল মহারাজ তথায় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে বিস্তৃত হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তথাকার সেবকগণকে উৎসাহিত করেন। সেবকগণ শ্রীল তীর্থ মহারাজের অনুসরণে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির দর্শন করেন। তৎপরে সকলে পরিক্রমান্তে, নগরকীর্ত্তন ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যায় শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ৬ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ভক্তগণসহ শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও শ্রীশ্রীহরিদেব-শ্রীমূর্ত্তির দর্শনান্তে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে গমন করিয়া [illegible] ও [illegible] পরিক্রমা করেন। [illegible] শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সমাধির সম্মুখে ভক্তগণ [illegible] মহাজনপদাবলী ও [illegible] কীর্ত্তন করেন। শ্রীব্রজবাসিগণ [illegible] ও [illegible] শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। [illegible] ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ [illegible] করা হয়। শ্রীল তীর্থ মহারাজের সহিত ভক্তগণ হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি ৮ টকায় শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲			৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপাট্টমে একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব বাঙ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

রেঙ্গুনে ভারতীয়দের সাহায্য

ভারত গবর্ণমেন্টের বিদেশীয় ভারতীয় বিভাগের একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ব্রহ্মদেশে জাপানীদের বোমা বর্ষণের ফলে যে বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ভারত গভর্ণমেন্ট তাহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গভর্ণরের সাহায্য তহবিল হইতে ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ পাঁচ লক্ষ টাকা দান করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে যে সকল লোক এদেশে চলিয়া আসিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি-দের সাহায্যের জন্য কোন প্রাদেশিক গভর্ণ-মেন্ট যদি অর্থ প্রার্থনা করেন, তবে ঐ ভাণ্ডার হইতেই অর্থ মঞ্জুরের চেষ্টা করা হইবে। ব্রহ্ম সরকার রেঙ্গুনের যে সকল এলাকায় বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা নাই এমন স্থানে আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য ক্যাম্প খুলিতেছেন এবং তাঁহাদের বিনা ব্যয়ে আহার্য্য ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতেছেন। অনেক নিয়োগকারীরা তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের নিরাপদ বাসস্থান ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ সকল কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহারা অন্যত্র চলিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে বিনা ব্যয়ে রেঙ্গুনে ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রহ্মে ভারত গভর্ণমেন্টের যে প্রতিনিধি আছেন, তিনি ভারতীয় ব্যক্তিদের লইয়া একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরামর্শ অনুযায়ী বোমা বর্ষণের অঞ্চল ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতীয়দের যথাযথ ব্যবস্থা করিতেছেন। শিশু এবং স্ত্রীলোকদের ভারতবর্ষে প্রেরণ এবং সেজন্য জাহাজের ব্যবস্থা সম্পর্কেও ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন। বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হজেটসন ব্রহ্মদেশে গিয়াছেন এবং তিনি ফিরিয়া আসিলে সেখান-কার আরও বিস্তৃত সংবাদ জানা যাইবে।

কর্পোরেশনে শ্রমিকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ সমস্যা

কলিকাতা কর্পোরেশন উহার অধীনস্থ ১৮ হাজার শ্রমিকের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখার ব্যাপার লইয়া বর্ত্তমানে একটি সমস্যায় পড়িয়াছেন। সুদূর প্রাচ্যের অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

কর্পোরেশনের শ্রমিক সাধারণ এতদিন তাহাদের নিকট স্থ মুদী দোকান গুলি হইতে ধারে খাদ্যদ্রব্যাদি লইত এবং প্রতি মাসে বেতন লইবার তারিখে মুদীওয়ালাগণ তাহাদের নিকট হইতে বাকী টাকা আদায় করিত। কিন্তু এক্ষণে মুদীখানার দোকান-দারগণ আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে এবং কেহ কেহ দোকান উঠাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ফলে শ্রমিকরা আর ধারে মালপত্র পাইতেছে না। ইহাতে এমন একটি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহা ক্রমে সহরের কয়েকটি অঞ্চলে গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে এবং 'এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা অনতিবিলম্বে সারা সহরে পরিব্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।'

এই বিষয়টি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদের সম্মিলিত কয়েকটি বৈঠকে আলোচিত হইয়াছে। ঐ সময় এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে, বাজারে পাইকারী বিক্রেতাগণ খুচরা বিক্রেতাগণের নিকট ধারে মালপত্র দিতে অস্বীকার করি-তেছেন। ইহার ফলে সমস্যাটি আরও ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে এবং এমন কি 'ব্যবসা একেবারে নষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।'

এই সমস্যার সম্মুখীন হইবার জন্য উক্ত বৈঠকগুলিতে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নিকট এইরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের শ্রমিকগণকে প্রতি সপ্তাহে মজুরী মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হউক এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক বস্তী কেন্দ্রসমূহে বিশেষ নির্ব্বাচিত ব্যবসায়ীদের দ্বারা মুদীখানা খোলা হউক। উক্ত ব্যবসায়ীদের অধি-কাংশই যেন কর্পোরেশন বাজারগুলির ব্যব-সায়ীদের মধ্য হইতে বাছাই করা হয় এবং ঐসব ব্যবসায়ীকে যেন বিনা ভাড়ায় মুদী-খানার ঘর পাইবার, ক্রেতাদের নিকট হইতে নিয়মমত প্রদত্ত ধারের অর্থ শোধ পাইবার এবং রাহাজানি ও অগ্নিকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রয়ো-জনীয় রক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের আশ্বাস দেওয়া হয়। বৈঠকসমূহে আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের সমস্ত শ্রমিকের ১৫ দিনের প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য-দ্রব্যাদি যেন কর্পোরেশনের বাজারগুলির গুদামে মজুত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মুদী-ওয়ালাদের নিকট হইতে শ্রমিকরা যখন আর মাল সরবরাহ পাইবে না কেবল তখনই শ্রমিকদিগকে উক্ত গুদামজাত মাল সরবরাহ করা হইবে। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী খাদ্য-দ্রব্যাদি মজুত করিতে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ককে বৃটিশ-বিমানের হানা

গত ৮ই জানুয়ারী বৃটিশ বিমানবহর ব্যাঙ্ককের সামরিক লক্ষ্যস্থানের উপর প্রবল হানা দেয়। বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যাবর্ত্তনকারী বিমান হইতে অগ্নি দৃষ্ট হয়। সমস্ত বৃটিশ বিমান নিরাপদে ফিরিয়া আসে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ১৩ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১লা মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৫ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ২৫০৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ মাধব, ভূত্যাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীহরিকথা

—::•::—

শ্রীহরিকথা বলিতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সম্বন্ধিনী কথা বুঝাইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ"। শ্রীহরি সাক্ষাৎ নির্গুণ বস্তু, সুতরাং হরিসম্বন্ধী বা হরিজনসম্বন্ধী কথাও নির্গুণ কথা। সারগ্রাহী, অধোক্ষজ-সেবোন্মুখ হরিজনগণ জানেন যে, শ্রীহরি ভোগোন্মুখ জড়েন্দ্রিয়ের কীর্ত্তনীয় বিষয় নহেন; শ্রীহরি চিদিন্দ্রিয় সেবোন্মুখ জিহ্বাদির সাহায্যে কীর্ত্তনীয় হন। শ্রীহরি তাঁহার অনন্ত, অসীম, অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে পরম নির্গুণ বস্তু হইয়াও সেবোন্মুখ শুদ্ধ জীবের চিদাত্মায় তাঁহার নির্গুণস্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন এবং সেই শরণাগত সেবোন্মুখ জীব সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়ের সাহায্যে নির্গুণ হরিকথা কীর্ত্তনে সমর্থ হন।

ভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তিকে মাপিয়া লইবার প্রয়াস করে বলিয়া, অজ্ঞজ্ঞানবাদি সম্প্রদায় সাত্বতগণকর্ত্তৃক মায়াবাদি-সম্প্রদায় নামে অভিহিত হন। তাঁহারা অনন্তশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্‌কেও নিজনিজ ক্ষুদ্র অজ্ঞজ্ঞান-মাপকাঠির দ্বারা মাপিয়া ফেলিয়া তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির কার্য্যাবলীতেও মায়ার বিবাদ উঠাইয়া থাকেন। এইরূপ বিচারের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'নির্গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে কোনও কথা নাই—তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলে তাহা সগুণ ব্রহ্মের কথা হইয়া পড়িবে।' কিন্তু সাত্বতশাস্ত্র বলেন—'নির্গুণ হরিই সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়।'

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।
(শ্রীভাঃ ১।২।১৪, ৭।১০)

[সর্ব্বক্ষণ একান্তভাবে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-বাঞ্ছাশূন্য হইয়া ভক্তজনপালক ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও পূজা করা কর্ত্তব্য।]

ব্রহ্মানন্দসুখমগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কার-মুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধানরহিতা নিষ্কামসেবা করিয়া থাকেন, কেননা, ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।]

অপরদিকে কর্ম্মজড়গণ বা প্রাকৃতসাহজিকগণ মনে করেন,—'শ্রীহরির অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা আমাদের জড়েন্দ্রিয় গোচর হইতে পারে। জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে-যে অক্ষর উচ্চারণ করা হয়, তাহাই 'নাম', জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সকল কথা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করা হয়, তাহাই হরিকীর্ত্তন বা শ্রবণ।' কিন্তু তাঁহারাও বিষ্ণু-মায়া মোহিত হইয়া শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"
"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়ের গোচর নহে, কিন্তু সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত চিদিন্দ্রিয়ে সেই স্বপ্রকাশবস্তু স্বতঃই কৃপাপূর্ব্বক স্ফুরিত হইয়া থাকেন। যদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তনে ফলোদয় হইত, তাহা হইলে গ্রামোফোনে কোনও হরিবিষয়ক কথার রেকর্ড লাগাইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে গ্রামোফোনের বা ঐসকল কথা শ্রবণকারীর মঙ্গল হইয়া যাইত। কিন্তু ঐরূপ—"কোটি-জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

দেহাত্মাভিমানের সহিত বা ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে-সকল কথা হয়, তাহাতে 'হরি'—এই অক্ষরের বারংবার উল্লেখ থাকিলেও বা তাহা শাস্ত্রের কথা হইলেও প্রজল্প বা কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্যের কথার ন্যায় হইয়া পড়িবে। নির্গুণ হরিকথা ভোগোন্মুখ ব্যক্তির নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। এইজন্য দেখা যায়, ঐসকল বদ্ধজীব হরিকথার সেবা না করিয়া তাহার সাহায্যে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"-শ্লোকে শরণাগত ব্যক্তিই হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের যথার্থ অধিকারী বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

আধুনিক কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা,—"হরিকথার দ্বারা জীবের উপকার হওয়া সুদূর পরাহত, তাহা কেবল কথার কথা। আগে বাঁচিয়া না থাকিলে হরিকথা শুনিবে কে? রোগ শোক-কাতর ব্যক্তির কর্ণে কি হরি-কথা পৌঁছে? সুতরাং হরিকথাদি আলোচনা কমাইয়া দরিদ্রের সেবা, দেশের-দশের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, পীড়িতকে ঔষধ দান ইত্যাদি সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।"

আজ-কাল দেশময় এইরূপ নাস্তিক্য-বাদের রোল উঠিয়াছে। সুক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়,—এইসকল কথার মূলে অসীম, অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নাই। খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় থাকিলেই হরিকথা শুনিবার কাল হয় না, যদি তাহাই হইত, তবে বহু লোকই হরিকথা শুনিত। ভগবদ্বিমুখতারূপ মূল রোগের চিকিৎসা না করিয়া দেশের দশের অভাব-অনাটনরূপ উপসর্গগুলি দূর করিবার চেষ্টা বৃথা পরিশ্রম মাত্র। সারগ্রাহী সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঐরূপ পণ্ডশ্রমের কার্য্যে অমূল্য মনুষ্য-জীবন ব্যয় করেন না। তাঁহারা বলেন,—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
যদ্‌যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপম্॥
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি॥
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥
(মুকুন্দমালাস্তোত্র)

হে ভগবন্, আমার পুণ্যকর্ম্মে বিশ্বাস নাই, ধনরত্নসমূহে আস্থা নাই এবং বিষয়-ভোগেও আকাঙ্ক্ষা নাই। আমার প্রাক্তন কর্ম্মফলে যাহা হইবার হউক। আমার একান্ত প্রার্থনীয় বিষয়,—জন্মজন্মান্তরেও যেন তোমার পাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তি থাকে।

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥
(শ্রীভাঃ ২।৩।১৮)

হরিকথাবিমুখ হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? অশ্বত্থ-বৃক্ষাদি কি মানুষের অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে না? কামারশালার ভস্ত্রা কি মানুষের চেয়েও অধিক শ্বাস প্রশ্বাসাদি গ্রহণ করে না? গ্রাম্য শূকরগুলি কি মানুষের চেয়েও অধিক-

যার খাদ্যাদি গ্রহণ ও স্ত্রী-সংসর্গাদি ইন্দ্রিয়-তর্পণ করে না ?

ভগবদ্ভজনকারীর সামান্য খাওয়া-দাওয়ার অভাব ত' দূরের কথা, ইন্দ্রাদিপত্য, সার্ব্বভৌমত্ব, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পঞ্চবিধ মুক্তি ভক্তের শ্রীচরণে বিলুণ্ঠিত হইবার জন্য—ভক্তের সেবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহম্ ॥"
(শ্রীগীঃ ৯.২২)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—অনন্যভাবযুক্ত যেসকল ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমা ব্যতীত 'ভজনযোগ্য অপর দেবতা নাই'—এইরূপ বিচার করিয়া আমার আরাধনা করেন, আমি সেইসকল সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠগণের যোগক্ষেম বহন করি।

আমরা এতদূর নাস্তিক যে, বেদবাণীতে পর্য্যন্ত আমাদের আস্থা নাই। যে পর্য্যন্ত আমাদের হরিকথায় শ্রদ্ধা না হইবে, ততদিন আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্ ॥
(শ্রীভাঃ ১৷২৷৮)

পুরুষের উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যদি কৃষ্ণকথায় রতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মও পণ্ডশ্রমমাত্র। বহু বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে জীবের হরিকথায় রুচি হয়।

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥
(শ্রীভাঃ ১৷২৷১৬)

প্রভাসাদি বিষ্ণুতীর্থ পরিক্রমা অথবা সদ্গুরুর সেবাফলে এবং মহতের সেবার দ্বারাই সাধু গুরু শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধালু এবং ভগবৎকথা-শ্রবণাভিলাষী জনের শ্রীহরিকথায় রুচি হয়। একমাত্র হরিকথায় রুচি হইলেই জীবের যাবতীয় অনর্থবীজ উৎপাটিত হয় এবং শ্রীভগবান্ জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যাবতীয় কামাদির বাসনা বিনষ্ট করেন।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাং ॥
(শ্রীভাঃ ১৷২৷১৭)

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন পরমপাবন, সাধুদিগের হিতকারী এবংবিধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত কথা বা নামগুণ-শ্রবণকারী মানবগণের অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে হৃদয়ের পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।

হরিকথা মুমূর্ষু ব্যক্তিগণেরও মৃতসঞ্জীবনী। একমাত্র শ্রীহরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারাই জীবের ঐকান্তিক মঙ্গল সাধিত হয়। যোগ, যাগ, ধ্যান, ইজ্যা প্রভৃতির দ্বারা জীবের নিত্য কল্যাণ হইতে পারে না, কারণ, ঐসকল আত্মার স্বরূপধর্ম্ম নহে; শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ নানা মুনির নানা ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায়ও নিত্য মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

"নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি
বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥"
(শ্রীভাঃ ১০৷১৷১৩)

হে ব্রহ্মন্, যদিও আমি প্রায়োপবেশন করিয়া জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি আপনার শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত শ্রীহরিকথামৃত পান করাতে এই দুঃসহ ক্ষুধা আমাকে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লেশ দিতে সমর্থ হইতেছে না।

সূর্য্য প্রতিদিন সকল লোকেরই আয়ুঃ হরণ করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা হরিকথায় কালযাপন করেন, তাঁহাদেরই আয়ুঃ বৃথা নষ্ট হয় না,—অক্ষয় হইয়া থাকে। হরিকথা মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী—সকলেরই আশ্রয়ণীয় বস্তু। ইহা একমাত্র ভবৌষধি। যিনি এই হরিকথা হইতে বিরত হন, তিনি আত্মঘাতী বা পশুঘাতী।

হরিকথাই অনন্যভক্তগণের প্রাণ। শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
(শ্রীগীঃ ১০৷৯,১০)

ভগবদ্ভক্তগণ চিত্ত ও প্রাণকে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া পরস্পর ভাববিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেইরূপ শ্রবণকীর্ত্তনদ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ এবং সাধ্যাবস্থায় আত্মারাম হইয়া রাগমার্গে প্রেমানন্দসুখ লাভ করেন। যিনি এইরূপ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে সতত শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত থাকিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকেই নির্ম্মল বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। সেই নির্ম্মল সম্বন্ধ-জ্ঞানের সাহায্যে তিনি ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করেন।

হরিকথা কীর্ত্তনকারীর ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা আর নাই, যিনি হরিকথা কীর্ত্তনদ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করেন, তিনিই মহাবদান্যবর। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরপার্ষদগণ—সকলেই মহামহাবদান্য।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥"
(শ্রীভাঃ ১০৷৩১৷৯)

হরিকথা সংসার-ত্রিতাপক্লিষ্ট জনগণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ, মুক্তকুলেরও উপাস্যবস্তু যাবতীয় কল্মষবিধৌতকারী, কর্ণরসায়ন, ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। যাঁহারা সংসারে এই হরিকথা বিস্তার করেন, তাঁহাদের মত মহাদানশীল আর দ্বিতীয় নাই। অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান—যত দানই হউক না কেন, তাহা তাৎকালিক নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র দানমাত্র, কিন্তু হরিকথাদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; তাহার দ্বারাই জীবের নিত্যমঙ্গল হইয়া থাকে। সাধুগণ, সাত্বতগণ হরিকথাদান ব্যতীত অপর ক্ষুদ্র দান বা নৈমিত্তিক দান করেন না। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

"যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥"

সুতরাং যাঁহারা হরিকথা প্রচার করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, তাঁহারাই জীবের মূল ব্যাধি নিরাময় করিতে চেষ্টাযুক্ত, তাঁহারাই জীবের নিত্যমঙ্গলপ্রদাতা।

"প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥"

শ্রীহরি কথারূপে কর্ণরন্ধ্রদ্বারা শ্রবণকারীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কামক্রোধাদি বিদূরিত করিয়া থাকেন—যেমন শরৎঋতুর আগমনে নদী তড়াগাদির জলের মলিনতা তিরোহিত হইয়া যায়। হরিকথা জীবের সাধন ও সাধ্য। শ্রীনারদ, শুকদেবাদির ন্যায় মুক্তকুলও নিয়ত হরিকথাসুধাসরিতে স্নান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

তাবদ্ ব্রহ্মকথা বিমুক্তপদবী
তাবন্ন তিক্তীভবেৎ
তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো
লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো
নানাবহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো
যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ ॥

জীব যতদিন পর্য্যন্ত না প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন হরিজনের সাক্ষাৎকার পায়, ততদিনই তাহার সামাজিক কথা, দেশের কথা, নৈতিক কথা, সাহিত্য ও কাব্যের কথা, বহির্ম্মুখ শাস্ত্রবিদ্‌গণের পরস্পর বিবাদের কথা, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণের ব্রহ্মকথা বা মুক্তির কথায় রুচি থাকে। প্রকৃত হরিজন শুদ্ধ হরিসেবার কথা ছাড়া অন্য কোনও কথার আদর করেন না হরিকথাই জীবের স্বরূপধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং
ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥
(শ্রীভাঃ ৬৷৩৷২২)

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনাদিদ্বারা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীবসকলের 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া কথিত হয়।

প্রয়াস

——::(*)::——

'প্রয়াস' বলিতে অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্মকাণ্ড ও নির্ভেদ-জ্ঞানকাণ্ডে বদ্ধজীবের যে বিবিধ চেষ্টা, তাহাই বুঝায়। ভক্ত্যঙ্গসাধনে যে যত্ন ও তৎপরতা, তাহা কখনও ভক্তিচ্যুতিকারক প্রয়াস-মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, বরং ভক্ত্যঙ্গসাধনে উৎসাহই একান্ত আবশ্যক।

তামসবৃত্তিবিশিষ্ট মানবের বেদবিধিবিরুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতামূলক নানাপ্রকার চেষ্টা দেখা যায়। বদ্ধজীব নানাপ্রকার অসৎকামনার আবাহন করিয়াই এই দেবীধামের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাঁহাদের সংযম-শক্তি একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, তাঁহারা কখনও তমোবৃত্তির প্রশ্রয় দেন না; বরং উহাকে সম্পূর্ণ অনর্থের মূল জানিয়া সাবধানে প্রশমিত করিতে যত্ন করেন। যখন চিত্তে কোনপ্রকার অসংযত বাসনার আবির্ভাব হয়, তখন তাহাকে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতে দিলে জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তির যথাযোগ্য চালনার দ্বারা বহির্ম্মুখ দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে যদি বশে না রাখা যায়, তাহা হইলে তাহারা যে সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বদ্ধজীবের উদ্দাম ইন্দ্রিয়সমূহ কেবল কলির স্থানগুলিতেই বিচরণশীল—অধর্ম্মেই তাহাদের স্বাভাবিক রুচি। অন্যাভিলাষিগণ সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার প্রয়াস করিয়া উন্মার্গগামী হয়, স্বীয় মঙ্গলচিন্তায় আদৌ মনোনিবেশের অবসর পায় না। এইসকল প্রয়াসী ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

রাজসিক-বৃত্তিবিশিষ্ট কর্ম্মিগণের ভোগপর কর্ম্ম-চেষ্টাসমূহও জীবের ভক্তিবৃত্তির উচ্ছেদ করে। পুণ্যফলভোগকামনার বশবর্ত্তী ব্যক্তিগণ নানাবিধ শুভকর্ম্মের আবাহনে যত্নশীল হয়। তাহারা পুষ্করিণী ও কূপ খননদ্বারা সাধারণের জলাভাব দূরীকরণ, ক্ষুধা-পীড়িত ব্যক্তিকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান প্রভৃতি নানা লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া সামাজিক ক্লেশের অপনোদনে ব্যস্ত হয়। তামসবৃত্তিবিশিষ্ট অন্যাভিলাষিগণের উচ্ছৃঙ্খলতার তুলনায় এগুলি অবশ্যই খুব উচ্চ-অঙ্গের। উচ্ছৃঙ্খল-চেষ্টার ফল নরক, 'পুণ্যকর্ম্মের ফল ঐহিক জীবনে শ্রীবৃদ্ধি এবং পর জন্মে স্বর্গ-সুখ ভোগ। কিন্তু স্বর্গে এইরূপ সুখভোগ বা নরকে যন্ত্রণানুভব—উভয়ই সমান, কারণ, উভয়েই ভক্তির প্রতিকূল।

ভক্তিযাজনেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেক সময় কর্ম্মীর প্রয়াস কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নাধিকারিগণ অর্চ্চনমার্গে আবদ্ধ থাকিয়া কর্ম্মজড়বুদ্ধিবশতঃ কর্ম্মাঙ্গের প্রয়াসেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের ভক্তি শুদ্ধা নহে—কর্ম্মমিশ্রা। তাঁহারা একেবারে কর্ম্মবশ না হইলেও

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

তাঁহাদের কর্ম্মের ভাবই প্রবল থাকে। ক্রমে তাঁহারা এই কর্ম্মভাবকে ভক্তিদ্বারা শুদ্ধ করিতে থাকেন এবং ক্রমশঃ শুদ্ধ-ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। ভক্তিপথে প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ না হইলে শুদ্ধা হয় না। সাধু গুরু কর্ম্মের উপদেশ দেন না, তবে কর্ম্মভাবযুক্ত শিষ্যগণকে ক্রমে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির মধ্য দিয়া শুদ্ধভক্তির দিকে পরিচালিত করেন। কর্ম্মভাব ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্তির পরিমাণের বৃদ্ধিতে ক্রমশঃ বিদূরিত হয়।

যাঁহাদের সাত্ত্বিক প্রকৃতি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞান-প্রয়াসী। তাঁহারাও শুদ্ধা ভক্তিদেবীর সন্ধান পান না। বিশুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদির প্রয়াস-শূন্য ভক্তিযোগীই শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে সমর্থ। অষ্টাঙ্গ-যোগাদির প্রয়াসও ভক্তির অন্তরায়। ভগবদাশ্রয়ই ভক্তির মূল। নাম ও নামী অভিন্ন—এইসকল বিশ্বাসের অভাবজনিত যে কিছু ধারণা, তদনুগ প্রয়াস-মাত্রই ভক্তি-বৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলে। নির্ভেদ ব্রহ্ম-জ্ঞানীর যে প্রয়াস, তাহা ভক্তি নহে, ভক্তির অভিনয় মাত্র। ভক্তি গ্রহণে অনিত্য উপায়-স্বরূপে গৃহীত হয়, ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় তাঁহাদের প্রয়াসসমূহ মায়াবাদদুষ্ট, ঈশ্বর-বিশ্বাসবিরুদ্ধ। তবে যেখানে ভক্তিই প্রবলা, সেখানে কিছু কিছু জ্ঞানের ভাব থাকিলেও তাহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, তাহা ক্রমে সাধু-গুরূপদেশে শুদ্ধ-ভক্তিতে পরিণত হইতে পারে। তবে জ্ঞানের প্রয়াসসমূহ ত্যাগ না করিলে শুদ্ধভক্তির প্রাপ্তির আশা দুরাশা মাত্র। ভক্তগণ জ্ঞানের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া ভক্তিভাবে ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া থাকেন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩)

নির্ভেদ-ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণ-রূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখ-বিগলিত ভগবৎকথা শ্রবণ করেন এবং কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রিলোকের মধ্যে ভগবান্ দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া থাকেন।

ভগবান্ অজিত হইয়াও কর্ম্মজ্ঞান-প্রয়াসহীন ভক্তগণকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছেন,—ইহাই তাঁহার মহিমা। তিনি কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য।

শাস্ত্রে জ্ঞান কর্ম্মের প্রয়াস বিশেষভাবে গর্হিত হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণসেবার জন্য যে প্রয়াস, তাহা সর্ব্বতোভাবে আদৃত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

যে কর্ম্ম করিলে হয় ভক্তির উল্লাস।
সে কর্ম্ম জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে প্রয়াস॥

প্রশ্নোত্তর

—::(•)::—

প্রশ্ন—কেহ যদি চুরি, ডাকাতি, কপটতা প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তি লইয়াও মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করে, তবে তাহার মঙ্গল হইবে কি? মহাপ্রভুর বা নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার-অপহারক ব্যক্তিগণ কি ভাগ্যবান্ নহেন?

উত্তর—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলঙ্কার-অপহরণ-প্রয়াসী চোর বা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার-অপহরণ-অভিলাষী দস্যু-সেনাপতি ও দস্যুদলকে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার 'ভক্ত' বলেন নাই বা তাহাদের ঐরূপ চেষ্টাকে 'ভক্তি' বা ভক্তির অনুকূল কোন আচরণ বলেন নাই, বরং উহাকে অপরাধময়ী চেষ্টাই বলিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলেন যে, ঐরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট কেবল ঐ বিশেষ ব্যক্তিদ্বয় বা কোন ব্যক্তিই ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন। এখানে 'ভাগ্য'-অর্থে—'সুকৃতি।' তাহারা ব্যবহারতঃ চোর বা দস্যু হইলেও পরমার্থে সুকৃতিসম্পন্ন। কেন-না, তাহারা চৌর্য্যকার্য্য বা দস্যুকার্য্য করিতে গিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্কন্ধে ধারণ করিয়াছিল এবং কাহারও বা শ্রীনিত্যানন্দের প্রভাব-দর্শনে অকস্মাৎ নির্ব্বেদ ও শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমায় আদর উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা শ্রীভক্তিসন্দর্ভে একটী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই,—কোন স্ত্রী-মূষিকা বিষ্ণুমন্দিরের প্রদীপের ঘৃত ভক্ষণ করার লোভে কোনও নির্ব্বাপিত-প্রায় প্রদীপের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘৃতসিক্ত পলিতা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, অমনি প্রদীপটী অধিকতর প্রজ্বলিত হওয়ায় মুখদগ্ধ হইয়া মূষিকার প্রাণনাশ হয়। মূষিকার ঘৃত-অপহরণ আর হইল না, বরং তাহাতে প্রদীপটী উজ্জ্বলতর হইয়া উঠায় উহা দ্বারা তাহার বিষ্ণুমন্দিরে আলোকদানরূপ কার্য্যদ্বারা অজ্ঞাত সুকৃতি হইল। সে পরজন্মে রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া হরিভজনের সুযোগ লাভ করিল। এই অজ্ঞাত সুকৃতিই মূষিকার 'ভাগ্য'—এখানে মূষিকা ব্যবহারতঃ বিষ্ণু-গৃহের প্রদীপের ঘৃত অপহরণে-চেষ্টাবিশিষ্টা হইয়াও পরমার্থে 'ভাগ্যবান্' বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। চোরদ্বয়ের বা দস্যু-সেনাপতিরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলঙ্কার চুরি করিতে গিয়া তাহা আর করিতে পারে নাই, বরং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্কন্ধে বহনের অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ করিয়াছে।

নবদ্বীপের জনৈক দস্যুদলপতি শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার অপহরণ করিতে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের প্রভাব ও মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ কার্য্যের প্রতি নির্ব্বেদ গ্রস্ত হইয়াছিল। অজ্ঞাত সুকৃতির দ্বারা তাহাদের যে দুষ্কার্য্য-পরিত্যাগ ও সৎ-সঙ্গে হরিসেবার যোগ্যতা হইয়াছিল অথবা পরজন্মে মূষিকার মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যে শ্রীহরির অর্চ্চনাকালে বিষ্ণু-মন্দিরে দীপদানের যোগ্যতা হইয়াছিল, সেই যোগ্যতার সদ্ব্যবহার যদি তাহারা না করিত, তবে তাহাদের চৌর্য্যকার্য্য বা লোভাদি সাধারণ ব্যক্তিগণের ন্যায় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে পাপী ও অপরাধী করিয়া তুলিত। এখানে অপহরণ-প্রবৃত্তি, দস্যুপ্রবৃত্তি বা ঘৃত ভোজনের লোভ কিছু ভক্তি উদয়ের কারণ নহে। অসত্য কখনও সত্যের কারণ হয় না—অভক্তি কখনও ভক্তির কারণ হয় না। অজ্ঞাতভাবে অকস্মাৎ শ্রীগৌরসুন্দরকে স্কন্ধে গ্রহণ বা শ্রীনিত্যানন্দের প্রভাব অবধারণ, বিষ্ণু-মন্দিরের প্রদীপের প্রজ্বলনরূপ বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক কার্য্যগুলিতে যে সুকৃতি, তাহাই ভক্তির যোগ্যতা-বিধায়ক।

কেহ যদি উপরি-উক্ত উদাহরণসমূহের অবৈধ সুযোগ লইয়া মনে করে যে, যখন ঐরূপ চৌর্য্যবিদ্যা, দস্যুবৃত্তি বা ঘৃতাপহরণ প্রভৃতি দ্বারা অতি সহজেই সুকৃতির উদয় হয় বা ভক্তির উদ্রেক হয়, তখন 'আমিও ঐরূপ ঠাকুরের সেবার ঘৃত ও ভোজ্যাদিতে লোভ করিয়া আমার ভক্তিবৃত্তি উদয় করাইব', তাহা হইলে তাহার ঐরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিবিরুদ্ধ হইবে।

মতলব করিয়া পাপ বা অপরাধের দ্বারা যদি মঙ্গলের পন্থা আবিষ্কার করা যাইত, তাহা হইলে দুনিয়াতে যত অসদ্বৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আছে, তাহারাই ধার্ম্মিকের সংখ্যা ও ভাগ্যবানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। অন্তরে প্রচ্ছন্ন-ভোগানুসন্ধিৎসু প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় এইসকল বিষয় বুঝিতে না পারায় তাহারা তাহাদের অসদ্বৃত্তি, পাপ, অপরাধ প্রভৃতিকে কল্পিত ভক্তি বা ইন্দ্রিয়তর্পণের উপায়রূপে অবধারণ করিয়া থাকে। অপ্রাকৃত শ্রীনামের আভাসে যাবতীয় পাপ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয় বলিয়া পাপপ্রবৃত্তি চালাইবার জন্য শ্রীনামের আশ্রয়-গ্রহণ-ছলনারূপ 'নামাপরাধ' কিছু 'নামাশ্রয়' নহে। কোন ব্যক্তিবিশেষের কোনও পাপকার্য্য করিতে গিয়াও অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ সুকৃতির উদয় হইয়াছে বলিয়া তাহা সকল দৃষ্টান্তে কার্য্যকরী হইবে না। শ্রীবিল্বমঙ্গলের বেশ্যার সঙ্গ করিতে গিয়া অকস্মাৎ নির্ব্বেদগ্রস্ত হওয়ার লীলাদর্শনে যদি কেহ বারবনিতার আশ্রয় গ্রহণকেই ভক্তি-উদয়ের কারণ মনে করে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের আগ্নেয়গিরি ও পাপপ্রবৃত্তির পাহাড় লুক্কায়িত রহিয়াছে, জানিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলঙ্কার চুরি করিতে গিয়া যদি কেহ তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিবার পরিবর্ত্তে আঘাত করিয়া বসে, তখন সুকৃতির পরিবর্ত্তে তাহার দুষ্কৃতির উদয় হইবে। আবার কেহ যদি নকল করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্কন্ধে স্থাপন করিয়া তাঁহার অলঙ্কার হরণ করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির দুষ্কৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুকৃতির উদয় হয় না। এইরূপ চেষ্টার জন্য ঐ ব্যক্তিকে মহা-অপরাধে নিমজ্জিত হইয়া জন্ম জন্মান্তর নরক ভোগ করিতে হইবে।

যে ব্রাহ্মণ দস্যু-সেনাপতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহত্ত্ব-উপলব্ধিতে যে অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হইয়াছিল, তাহাতে নির্ব্বেদ উপস্থিত ও শ্রীনিত্যানন্দে ঈশ্বরবুদ্ধির উদয় হওয়াতেই মঙ্গল হইয়াছিল,—

কতোক্ষণে দস্যুসেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তা'র হইল স্মরণ॥
মনে ভাবে' বিপ্র—"নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য এহো ঈশ্বর,—মনুষ্য কভু নহে॥
একদিন মোহিলেন সভারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিলুঁ ঈশ্বর মায়ায়॥
আরদিন মহা-অদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইল তবু মোর নহিল চেতন॥
যোগ্য মুঞি পাপিষ্ঠেরে এসব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈলুঁ মতি॥
এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাহি আর॥"

—এইরূপ বিচার করিয়া দস্যু-সেনাপতি একান্তভাবে শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে শরণ গ্রহণ ও অশেষরূপে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন,—

এত ভাবি' দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ॥
সে চরণ চিন্তিলে আপদ্ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরও নিস্তার॥
দ্বিজ বলে,—"প্রভু এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোর নাহি দায়॥
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত—মরিমু গঙ্গায়॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ঐ ব্রাহ্মণ দস্যু-সেনাপতির ঐরূপ কপট রহিত নির্ব্বেদ-বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস, সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা, ডাকা, চুরি—সব অনাচার।
ছাড় গিয়া, ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥
এত বলি' আপন গলার মালা আনি'।
তুষ্ট হই' ব্রাহ্মণের দিলেন আপনি॥
নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তা'র মস্তক উপর॥
চরণারবিন্দ পাই' মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ-অন্ত্য ৫ম)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:●:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷●	৷৵●	৷৵●	৷●
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷●	১৷৷●	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷●
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷৷● টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ভিজিগাপত্তমের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷● মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷● আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

———

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ সতর্কতা

বাঙ্গলা সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, —রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়—কোথাও অধিকসংখ্যক লোক সমবেত হইলে বিমান-আক্রমণ ঐ জনতার উপরই অধিক হয় এবং হতাহতের সংখ্যাও অনুরূপ অধিক হইয়া থাকে। এই কারণে সরকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন, যে সকল স্থানে বিমান-আক্রমণের সতর্কতাসূচক ব্যবস্থাসমূহ বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হইয়েছে, সেই সকল অঞ্চলে বর্ত্তমানে তাঁহারা যেন সভা ও শোভা-যাত্রার জনসংখ্যা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, যাহাতে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সহজেই জনতা ছত্রভঙ্গ হইতে পারে।

কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বালির বস্তা বিতরণ

প্রকাশ, আগুনে বোমার প্রকোপ যাহাতে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়, তদুদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশন, চাব্বিশ পরগণা, হুগলী ও হাওড়া জিলার প্রায় এক লক্ষ বালির বস্তা বিতরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কর্পোরেশন ও বিভিন্ন জিলা-কর্তৃপক্ষ এই সকল বস্তায় বালি ভরিয়া প্রতি ৫০ গজ দূরে ল্যাম্প-পোষ্টের নিকট এই সকল বস্তা এমনভাবে সাজাইয়া রাখিবেন, যাহাতে রাজপথে আগুনের বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে আগুন নিয়ন্ত্রণ করিতে এই সকল বালির বস্তা কাজে লাগান চলে।

———

কর্পোরেশনকে দোকান খুলিবার অনুমতি দান

বাঙ্গলা সরকার ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪০৪ ধারামতে কলিকাতা কর্পোরেশনকে বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য বিক্রয়ের কেন্দ্র ও দোকান খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন। গত মাসে কর্পোরেশনের এক বৈঠকে সরকারের নিকট এই অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে সরকার জানাইয়া দিয়াছেন, জরুরী অবস্থার অবসানে কর্পোরেশনের এই মঞ্জুরী প্রত্যাহার করা হইবে।

———

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, এ বিষয়ে সরকার এখনও বিবেচনা করিতেছেন এবং শীঘ্রই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইবে।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিণ পরিকল্পনা

গত ১০ই জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত মিঃ উইলিয়াম বুলিট ভারত পরিদর্শনের অভিপ্রায় করিয়াছেন। ভেরাবাদে এই মর্ম্মে এক সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ায় গভীর ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কবে তিনি আসিবেন এবং তাঁহার ভারত পরিদর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সঠিকভাবে জানা না গেলেও, বলা হইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করায় ইরাক ও ইরাণের পথে রাশিয়াকে সাহায্যদান এবং তুরস্ককে মালপত্র সরবরাহ এবং মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় মিত্রশক্তিবর্গের বাহিনীর জন্য সমরসম্ভার প্রেরণ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে যে বিরাট পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার পুনর্ব্বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাহারও অনুমান হয় যে, ভারতকে দানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছে, তৎসম্পর্কিত আলোচনাই মিঃ বুলিটের এ দেশে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।

আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করায় ইজারা ও ঋণদান আইনে সাহায্যপ্রেরণের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না বলিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে বিবৃতি দিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তৎপ্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হইতেছে

আমেরিকার ঘড়ি

গত ৯ই জানুয়ারী প্রতিনিধি পরিষদ দিবালোক সংরক্ষণ বিল পাশ করিয়াছেন। ইহাতে যুক্তরাষ্ট্রের ঘড়িগুলিকে সাধারণভাবে এক ঘণ্টা আগাইয়া দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ ডাফ কুপারের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন

গত ১০ই জানুয়ারী ডাউনিং ষ্ট্রীট হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সুদূর প্রাচ্যের ভারপ্রাপ্ত সচিব মিঃ ডাফ কুপার সিঙ্গাপুর হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া আসিতেছেন। উক্ত ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, ওয়াশিংটনে আলোচনার ফলে জেনারেল ওয়াভেল দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে প্রধান সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ায় এখন আর মিঃ ডাফ কুপারের সিঙ্গাপুরে থাকার কোনও প্রয়োজন নাই। তাই তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন।

মালয় ও অষ্ট্রেলিয়ায় চিঠিপত্রাদি প্রেরণ

গত ১ ই জানুয়ারী একখানি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি বিবেচনায় ডাক ও তার বিভাগ, ভারতবর্ষ হইতে মালয় ও অষ্ট্রেলিয়ায় বিমানযোগে নিয়মিত চিঠিপত্র প্রেরণ করা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। তবে বিমান চিঠিপত্রাদি প্রেরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ — ১৫ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫ — ৩রা মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৭ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার { ২৫৪-৫৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ মাধব, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীমদ্ভাগবত

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে কৃষ্ণকথার বর্ণন আছে। সেই কৃষ্ণকথাকীর্ত্তন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হয়; তখন জড়কথারূপ আবর্জ্জনা—কর্ণমল—মধুকৈটভ-নামক অসুরদ্বয় বিনষ্ট হয়। ইহাই 'কর্ণবেধ'-সংস্কার। চিন্ময় কর্ণ জড়াবৃত আছে, বিচার করিলে ভোগপর বাক্যসমূহ আমাদিগের হৃদয়কে চঞ্চল করায়। তখন কৃষ্ণেতর ব্যাপারই আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয়। বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণ, বৈকুণ্ঠ-গুণ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-পরিকর-কীর্ত্তন-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-লীলাকথা-শ্রবণ—শ্রীমদ্ভাগবতের সুষ্ঠু শ্রবণ হইতেই শুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল জীবহৃদয়ে উদিত হয়। তখন হৃদয়কে বৃন্দাবনের সহিত অভিন্ন জানিতে পারা যায়। সেখানেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থিতি।

যাঁহারা 'পল্লবগ্রাহিতা'-নীতি অবলম্বন করিয়া বহু গ্রন্থের কলাভ্যাস করেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকে বহু শাস্ত্রের অন্যতম-জ্ঞানে কেবল-ধর্ম্মরহিত হইয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হন; তৎফলে তাঁহারা ভাগবতের তাৎপর্য্য ও শ্রীভগবানের লীলা কোনও কালে বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের জন্ম-জন্মান্তরীণ অসদ্বাসনা তাঁহাদিগকে ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে দেয় না। তাঁহারা ভাগবত পাঠ করিয়াও কৃষ্ণেতর-বাসনাক্রমে ভক্তিহীনতা-দোষে দুষ্ট থাকেন। যাহারা ভাগবতের তাৎপর্য্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, জড়-বাসনায় আবদ্ধ হইয়া কেবল শব্দোদ্দিষ্ট ব্যাপারসমূহকে বিচার করেন, তাঁহাদের ভগবৎ-সম্বন্ধিনী কথায় কোনপ্রকারে প্রবেশ-লাভ ঘটে না।

সকল বেদশাস্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত 'প্রেম'কেই প্রয়োজনতত্ত্ব বলিয়া গান করেন। প্রয়োজন-বিচারে সাধারণতঃ ভোগিসম্প্রদায় ধর্ম্মার্থকামকে লক্ষ্য করেন, ত্যাগি-সম্প্রদায় মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করেন, কিন্তু ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের অতীত সুনির্ম্মল আত্মা ভগবদ্ভজনে পারঙ্গত হইয়া চারিবেদ হইতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ-বিচার পরিহার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ-প্রেমাকেই প্রয়োজন বলিয়া জানেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি অভিধেয়সমূহ যথার্থ পুরুষার্থ-সংগ্রহে উৎকণ্ঠিত হইলে ঐগুলি অধিষ্ঠান-বিলুপ্ত হইয়া ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়।

বেদশাস্ত্রকে দধির সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। শুকদেব সেই দধির মন্থনকারী, তাহা হইতে বেদতাৎপর্য্য-নবনীত শ্রীমদ্ভাগবত-রূপে উদিত হইলেন। শ্রীপরীক্ষিৎ বিষয়-নিবৃত্ত হইয়া সকল বেদতাৎপর্য্য শ্রীশুকদেবের উপদেশ হইতে লাভ করিলেন।

মিরাট-জেলার প্রান্তভাগে হস্তিনাপুর অবস্থিত। বর্ত্তমান মজঃফরনগর-জেলার প্রান্তভাগে ভোপা-থানার অধীন ভুখাড়হেড়ি-জনপদের নিকটবর্ত্তী শুকরতল-গ্রামে গঙ্গাতটে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ প্রায়োপবেশন করিয়া শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে সমগ্র বেদতাৎপর্য্য সপ্তাহকাল মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দধির মন্থনে যেরূপ তৎসারাংশ নবনীত বাহির হয়, সেইপ্রকার বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ অসার অংশের অকিঞ্চিৎ-করতা ও প্রেমভক্তির সারত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরীক্ষিৎ অন্যান্য সকল কথা পরিবর্জ্জন করিয়া সেই সার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগবতগণ সকলেই "সারগ্রাহী"। কিন্তু ভাগবতগণ অসৎসংসর্গে ফলভোগবাদ ও ফলত্যাগবাদের বিচারসংশ্লিষ্ট হইয়া ভারবাহিরূপে আত্মগ্লানি উপস্থিত করিয়াছেন। অসারমিশ্রিত কিঞ্চিৎ সার অপেক্ষা অসাররহিত বিশুদ্ধ সার বা নির্য্যাসই গ্রহণীয়, তাহাই আত্মবিদ্‌গণের ভোজ্য ও পেয়। অসারগ্রাহিগণ ফলভোগবাদে স্থূলভাবে ভারবাহী এবং ফলত্যাগবাদে বাহ্যে 'ভারহীন' হইবার ভাণ করিলেও সূক্ষ্মভাবে অধিকতর গুরুভারবাহী—উভয়েই সারগ্রহণে পরাঙ্মুখ।

ভগবান্ ও ভক্তে যাঁহারা ভেদবুদ্ধি করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবতত্ত্ব অবগত হন না, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিজের অমঙ্গল আবাহন করেন। লীলাপ্রবিষ্ট না হইলে ভগবানের সকল কথা সুষ্ঠুভাবে বলা যায় না। ভগবৎ-কথাময় ভাগবত শ্রীশুকদেবই জানেন, অন্যে জানে না। একটী কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীমহাদেব এক সময় বলিয়াছিলেন,—"আমি ভাগবত জানি, শুকদেব ভাগবত জানেন, ব্যাসদেব ভাগবত জানুন, আর না জানুন, ভক্তিদ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন, বুদ্ধি বা টীকার দ্বারা গ্রাহ্য হন না।" লেখক শ্রীব্যাসদেব শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ গুরুসেবার অভাবযুক্ত হইবার অভিনয় করিয়া কিছুদিন ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষের সেবকগণের উপকারার্থে শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সচ্ছাস্ত্রসমূহের একমাত্র তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত-রচনাকালে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-ধিক্কারিণী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতেও শ্রীবার্ষভানবীদেবীর কথার প্রাধান্য না দেওয়ায় এবং সাধারণের যোগ্যতার অভাবহেতু বর্ণনবিষয়ে সাবহিত-চিত্ততা প্রকাশ করায় তিনি কতক অবগত এবং কিছু পরিমাণে অনবগত প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু নৃসিংহের উপাসক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীধর ভগবৎ-কৃপাক্রমে সেবোন্মুখ হওয়ায় ভাগবতের তাৎপর্য্য সুষ্ঠুভাবে জানিয়া গোপীজনবল্লভের সেবার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন। ভক্ত্যাকরক্ষক শ্রীধর ও তৎ-সহোদর-ভ্রাতা লক্ষ্মীধর নামভজনপ্রভাবে ভগবৎ-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলায় যে অধিকার দেখাইয়াছেন, শ্রীধরবিরোধী শ্রীধর-টীকা-পাঠকারী বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায় অভক্ত হওয়ায় সেই কৃপালাভ হইতে চিরতরে বঞ্চিত আছে। কনিষ্ঠাধিকারগত চেষ্টায় ভগবানের সেবার কিছু কথা থাকিলেও ভক্তের অমর্য্যাদা করিলে ভগবৎসেবায় কনিষ্ঠাধিকার হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও বিষয়-আশ্রয়-বিচারে যাঁহাদের মধ্যে ভেদজ্ঞানজনিত অমঙ্গল প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা প্রেমভক্তিকে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন বলিয়া জানেন না। তাঁহারা মানবজীবন লাভ করিয়াও আত্মঘাতী মাত্র।

যে-স্থলে অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞেয়, সেস্থলে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই অবস্থাত্রয়ের নির্ব্বিশিষ্টতাই চরম আরাধ্য ব্যাপার হয়। যোগিগণ গর্ভোদ-শায়ী বিষ্ণুর সহিত সংযুক্ত হইবার প্রয়াস করিয়া কৈবল্যলাভের যত্ন করেন। ভগবদ্ভক্ত-গণ সেরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে ভগবানের লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য, অখিল সদ্গুণ, ভগবদ্রূপ এবং ভগবানের নামাদির উল্লেখ আছে। নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্ত এবং

সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ তথা ভক্তিপরায়ণ সেবকগণ নিত্যকাল ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রয়োজন বোধ করেন না। নিত্যসেবকের এই সেবা-বিচার ব্যতীত অন্য কথা ভাগবতের মধ্যে নাই। যাঁহারা ভাগবতে ভগবানের নিত্য সেবা ব্যতীত আর কিছু অনুসন্ধান করেন, তাহারা নিতান্ত অর্ব্বাচীন, জানিতে হইবে। অভক্তগণ সেবাদর্শবর্জ্জিত হওয়ায় অন্যাভিলাষময় কর্ম্ম-ফল-লাভ, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি করিতে যাইয়া উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হওয়ায় ভাগবতের উদ্দেশ্য গ্রহণে অসমর্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতের অভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"যে ভাগবত (?) অভক্তির কথা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপনা করায়, সেই বঞ্চনার ভাবযুক্ত ভাগবতের কোন আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সেই ভাগবত-গ্রন্থকে ভগবদ্বিগ্রহ না জানিয়া উহা পার্থিব পদার্থবিশেষ-জ্ঞানে রুদ্রের বিনাশ যোগ্য দ্রব্য জানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব।" যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহাদের সেইরূপ মায়িক দর্শন তাহাদের উত্তরোত্তর কামবৃদ্ধিই করায়। সুতরাং বিষয়ীকে যোষিৎ-বোধে ভাগবত পাঠ হইতে নিবৃত্ত করানই ভগবানের উদ্দেশ্য।

সকল শাস্ত্রই প্রমাণ করেন যে, জড়জগতের ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধি থাকাকালে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার কখনই কাহারও উপলব্ধি হন না। সুতরাং জড়বিদ্যা, জড়তপস্যা, জড়বস্তুতে প্রতিষ্ঠাশা থাকাকাল পর্য্যন্ত চিন্তার অতীত রাজ্যে অবস্থিত ভগবৎকথা কাহারও বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা জাগতিক ভোগ্যবস্তুর অন্যতম জানিয়া ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভাগবতের কোন অংশই বুঝিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত যাহা প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, সেই প্রমেয়-বস্তু কখনই জড়েন্দ্রিয়ের অধিকারের বস্তু হইতে পারেন না। যিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাদ্-ভগবদ্বিগ্রহ জানেন, ভাগবতকে প্রাকৃত গ্রন্থ-মাত্র জ্ঞান করেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের দ্বারা স্বীয় জড়াশ্রিত বুদ্ধি-দোষকে নিয়মিত করেন, তিনি সর্ব্বসার ভগবদ্ভজনই শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রয়োজন বুঝিতে পারেন। অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্ব-গুণান্বিত জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ-গ্রহণে ভ্রান্ত হইতে পারেন। এরূপ পণ্ডিতগণের গৌরববর্দ্ধনের জন্য তাঁহাদের প্রয়াস, ন্যায় ও অন্যায়ের বিচারকর্ত্তা বা পুরস্কার তিরস্কারদাতা যম তাঁহাদের দণ্ড বিধান করেন। ভক্তিরহিত পণ্ডিতগণ 'ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছি' মনে করিলেও ভক্তির মূল আশ্রয়বস্তুকে নিন্দা করিলে তাহাদের কখনও ভাগবতে অধিকার হয় নাই, জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি ভগবৎকথাময়, সুতরাং অপরাপর গ্রন্থ হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন। ঋগ্‌মন্ত্রে আমরা 'ভগ'-নামক আলোকময় দেবতার কথা প্রাপ্ত হই। সেই 'ভগ'-দেবতাবিশিষ্ট বস্তুকে ভগবজ্জ্ঞানে যে একটী আংশিক বিক্রমবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করি, 'ভগবৎ'-শব্দে তাহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে কি না, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। অর্য্যমা, বিবস্বান্, সবিতা প্রমুখ দেবগণ সদৃশ 'ভগ'-দেব দেব-পর্য্যায়ে গণনযোগ্য এবং তৎসম্পর্কিত ভগবানের কথা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি সেরূপ আংশিক-প্রতীতিপূর্ণ ভজনীয় বস্তুর দেবপরত্বে পর্য্যবসিত মাত্র হয় নাই।

বদ্ধজীবের মনে হইতে পারে যে, ভগবদ্বস্তু প্রাকৃত জ্ঞেয়-বস্তুরই অন্যতম। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বয়ংরূপ ভগবদ্বস্তু, অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় ও অধোক্ষজ। পাঠকের আরও মনে হইতে পারে যে, 'অপরা'-বিদ্যা-পর্য্যায়ে পরিগণিত ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বেদাঙ্গ ও বেদকল্প বেদানুগ শাস্ত্রবিশেষ। বাস্তবিক এইগুলি অপরা-বিদ্যা-পর্য্যায়ে ক্ষরজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ভগবদ্বস্তু কাল-ক্ষোভ্য ক্ষরজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহেন। অক্ষর ও অচ্যুত বস্তুর বিষয় যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তাহা পরা বিদ্যার অন্তর্গত শাস্ত্র। এই গ্রন্থখানি সেই পরবিদ্যা শাস্ত্রসমূহের শিরোমণি। আধুনিক তর্কপন্থিগণ মনে করিতে পারেন যে, মানব-সভ্যতার আদিম-গ্রন্থই ভারতীয় ঋগ্‌বেদসংহিতা। সেই সর্ব্বপ্রাচীন আদিম-গ্রন্থের পরবর্ত্তী সময়ে যেসকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নব্য বা আধুনিক-গ্রন্থ, আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ইহা পৌরাণিক-গ্রন্থপর্য্যায়ে গণনীয় শাস্ত্রবিশেষ এবং বৌদ্ধ ও জৈন-শাস্ত্রের কথা যখন এই গ্রন্থে সমালোচিত হইয়াছে, তখন বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তি কালে ইহা লিখিত। আবার কেহ কেহ মনে করিতে পারে যে, তাম্রপর্ণী, কৃতমালা বা পয়স্বিনী-নদী-তীরবাসী কোন লেখক স্বীয় স্বদেশের মহিমা-কীর্ত্তনাভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, সুতরাং অপরাপর পুরাণের প্রাচীনতা ও লিখনপ্রণালীর উৎকর্ষ-বিচারে এই গ্রন্থখানি সমুন্নত বলিয়া অপর পুরাণ অপেক্ষা পরবর্ত্তিকালে রচিত। যাহা হউক অশ্রৌত-পন্থিগণের অসংখ্য পরস্পর বিবদমান্ মতসমূহ শ্রীমদ্ভাগবতকে সুদূর প্রাচীনকালের লিখিত গ্রন্থ হইতে আধুনিক বা মধ্যযুগের লিখিত গ্রন্থবিশেষ বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ ধারণার বিরুদ্ধে কতিপয় নিম্নলিখিত বিচারের গবেষণা পৃথক্ ফল প্রসব করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত যে বিষয় বর্ণন করিতে বসিয়াছেন, তাহার প্রতিপাদন-প্রণালী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মানব-সভ্যতাকালের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবগণ—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্বিতীয়াভিনিবেশের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-মাত্র। এই ঋগাদি-সংহিতার প্রতিপাদ্য-বিষয়ে অলৌকিকতার অধিক অবকাশ নাই। তৎ-পরবর্ত্তী সূত্রগুলিও, বর্ত্তমান সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত হইলেও সংক্ষিপ্তভাবে উহাদিগের রচনাপ্রণালী হইতে পরবর্ত্তী কালের মধ্যযুগীয় সংস্কৃত-ভাষা নানাপ্রকারে অধিক পল্লব বিস্তার করিয়াছে। দার্শনিক সূত্রসমূহ, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রসমূহ, বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের সূত্র-গ্রন্থ-সকল প্রত্যক্ষ বিচারে ভগবদিতর দ্বিতীয়াভি-নিবেশের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু অপরোক্ষ, অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত বিচার ও অলৌকিক ঐতিহ্যের পরিচয় দেয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচ্য-বিষয়ে দ্বিতীয়াভি-নিবেশজ যুক্তি, তর্ক ও বিচারাদির বিনাশ-মূলে প্রাগ্‌বদ্ধযুগের ঐতিহ্য-বর্ণনে যেসকল কথা প্রচলিত হইয়াছে দেখা যায়, তাহাতে মানবের ইন্দ্রিয়লৌল্য বিরোধী ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানাদির অতীত কথাই অতি প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হইয়াছে। যদিও সংস্কৃতভাষায় লিখিত গ্রন্থকে সংহিতাকালের ভাষাগত বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়, তাহা হইলেও বিষয়বিচারে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত ভাবসমূহ বিচারযুগের পূর্ব্বে সহজভাবে অলৌকিক সত্যের সহজ আবাহনই প্রমাণিত করে। যে কালের ঐতিহ্য শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ পুরাণাদিতে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহারই সামান্য নির্দ্দেশ বৈদিক-সংহিতাদি গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের আকর গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেইসকল বৈদিক-গ্রন্থের মধ্যে অনেক গুলিই কালবশে তিরোহিত হইয়াছেন। সেইগুলি পুরাণ-রচনাকালের পরবর্ত্তিকালে অনাদৃত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের আকর-গ্রন্থগুলি সম্প্রতি দুর্ল্লভ হইয়াছে বলিয়াই যে পুরাণ-প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আধুনিক, তাহা নহে। আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পুরাণলিখিত বিষ্ণুসম্বন্ধীয় প্রাচীন ইতিহাসে যেসকল কথার অবতারণা হইয়াছে, তাহা নবন্যাস বা উপন্যাসের ন্যায় আধুনিক বা কাল্পনিক নহে। শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ঋক্‌সংহিতা-প্রকাশ-কালের বহু পূর্ব্বের কথা, তজ্জন্যই সংহিতা-কালের পরবর্ত্তিকালে লিখিত পুরাণাদি বৈদিক-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ। সূত্রগ্রন্থের মধ্যে আমরা শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজাদি ঋষি-প্রণীত কতিপয় সূত্রগ্রন্থের সন্ধান পাই। ভিক্ষুসূত্র, কর্ম্মন্দী ও পারাশরীয় সূত্র ব্যাসসূত্রের বহু পূর্ব্বে রচিত। ভক্তি-সূত্রসমূহ বর্ত্তমান সাত্বত-পঞ্চরাত্র রচনাকালেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। গৃহ্যসূত্রাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের হস্তে যেরূপ বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পর্য্যবসিত হয়, সেইপ্রকার সূত্রগ্রন্থাদি ও পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রে সংস্কৃত ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। সাত্বত সূত্র-গুলি রাজস ও তামস-সূত্র হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ভাগবত, বৈষ্ণব, নৈষ্কর্ম্য, বৈখানস, পাঞ্চরাত্রিক প্রভৃতি বিচার-প্রণালী প্রাগ্‌বৈদিক-যুগে প্রবল ছিল। তৎপরে জড়বিচারপর তর্কদর্শনে ভগবদ্ভক্তির বিচার মন্দীভূত হইলেও পৌরাণিক রচনাপ্রণালীতে পূর্ব্ব ঐতিহ্য পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ভাগবত-পাঠের পূর্ব্বে সুধী নিরপেক্ষ পাঠকগণ নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল রসময় ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া তর্কহত বিচারকে বহুমানন করিলে নিরন্তকুহক সহজ সত্যে উপনীত হইতে অসমর্থ হইবেন। আনুগত্যরূপ ভক্তিধর্ম্মই শ্রৌতবিচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাজ্ঞাপক। তদভাবে কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গদ্বয় প্রকৃত সত্য-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক মাত্র।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকেই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর অমলপ্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক দেশিক ও কোবিদেরই চিদ্ধর্ম্মানুগত্য অনিবার্য্য। শ্রীমদ্ভাগবতবিরোধি-দলকে আমরা তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া আদর করিতে পারি না।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::•::——

মহাভাগবতগণ কর্ম্মফলবাধ্য জীব নহেন তাঁহারা জগতের মঙ্গলের জন্যই জগতে বিচরণ ও অবস্থান করেন। মহাভাগবতের যে অসুস্থ-তাদির অভিনয়, তাহা ত্রিতাপভোগের অন্যতম নহে।

মহাভাগবত অত্যন্ত বিমুখ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়া বিপ্রলম্ভময় ভজনের আদর্শ প্রকাশ করেন এবং সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবা-সুযোগ-দান ও জাগতিক ক্লেশের মধ্যেও হরিসেবার উদ্দেশ্যে তীব্র চেষ্টা ও উৎসাহ-প্রদর্শনের শিক্ষায় প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকেন। প্রেমকল্প-তরুর মধ্যমূল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ মহা-ভাগবতকুলশিরোমণি শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অসুস্থাভিনয়ে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সেবাবৃত্তিই সম্প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু গুরু ও ভগ-বানের চরণে অপরাধী মৎসর রামচন্দ্রপুরীর তাহাতে অন্যরূপ বুদ্ধির উদয় হইল। রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিপ্রলম্ভ-বিলাপ ও ক্রন্দন শুনিয়া বিচার করিয়াছিলেন—"ব্রহ্মবিদ্ গুরুদেব কেনই বা ক্রন্দন করিবেন? হয় ত' রোগের যন্ত্রণায় বা সাধারণ দেহাসক্ত জীবের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন।"—

"তুমি—পূর্ণব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিদ্ হঞা কেন করহ রোদন ?"

(চৈঃ চঃ - অন্ত্য, ৮।১৯)

রামচন্দ্রপুরী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় জিহ্বালম্পট মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরপুরীর সেইপ্রকার বুদ্ধি হয় নাই—ইহাই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যব্রুব রামচন্দ্রপুরীর সহিত শ্রীল মাধবেন্দ্রের প্রকৃত বিশ্রম্ভ শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীর বৈশিষ্ট্য।

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদসেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন ॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁ'রে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা,—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন' ॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের-সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর ॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের 'সাক্ষী' দুইজনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে ॥

(চৈঃ চঃ - অন্ত্য, ৮।২৬ ৩০)

ঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষানুসরণ করিয়া ইহাই জানাইয়াছিলেন যে, মহাভাগবতগণ যে অসুস্থাভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবগণের কর্ম্মফলভোগ বা দেহেতে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুতি নহে। পূর্ণভাবে ভগবদনুশীলন করিয়াও তাঁহারা বিচার করেন,— "আমি ভগবৎসেবা করিতে পারিলাম না"— "মথুরা না পাইনু বলি' করেন ক্রন্দন"। কৃষ্ণের পূর্ণতম ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তাঁহাদের যে এইরূপ উৎকট ও তীব্র লালসা, তাহাই ভজন-পরাকাষ্ঠা বা বিপ্রলম্ভ। তাই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ—সেই পরানন্দ-সুখ ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-কুল ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥"

(চৈঃ ভাঃ - মধ্য, ৯।২৪০-২৪১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্বর-রোগে অসুস্থ হইবার অভিনয়, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর কণ্ডূরসা-রোগগ্রস্ত হইবার অভিনয়, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর জরাতুর হইবার অভিনয় প্রভৃতিকে যেসকল বাহ্যিক ব্যক্তি প্রত্যক্ষের বঞ্চনায় প্রতারিত হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য জীবের প্রাক্তন কর্ম্মফল-ভোগসদৃশ মনে করে, তাহারা প্রতারিত ও বঞ্চিত। জীব রোগ-শোকের দ্বারা জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভগবৎসেবায় অধিকতর উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্যই মহাপুরুষগণ ঐরূপ করিয়া থাকেন। ভগবানের পার্ষদগণ যদি নীচকুলে আবির্ভূত হইবার লীলা, নানা বিপদ্ আপদ্, ক্লেশ-সঙ্কট, রোগশোকের মধ্যে অবস্থিত হইবার লীলা দেখাইয়া হরিসেবার জন্য তীব্র চেষ্টা প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে এই ত্রিতাপের কারাগারে পতিত কয়েদী বিমুখ জীবসমূহ কিছুতেই নিজের মঙ্গলের প্রতি উন্মুখ হইত না। শ্রীমদ্ভাগবতের 'শ্রীউদ্ধব-গীতা'য় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

সমাহিতৈঃ কঃ করণৈর্গুণাত্মভি-
র্গুণো ভবেন্মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ।
বিক্ষিপ্যমাণৈরুত কিং নু দূষণং
ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈ রবেঃ কিম্ ॥

(ভাঃ ১১।২৮।২৫)

অর্থাৎ আমার স্বরূপ যাঁহার নিকট সুব্যক্ত হইয়াছে, এইরূপ মুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল সমাহিতই হউক, আর বিক্ষিপ্তই হউক, তাহাতে তাঁহার গুণ-দোষ আর কি হইবে ? যেমন মেঘ উপস্থিতই হউক, আর বিগতই হউক, তাহাতে সূর্য্যের কিছুই হয় না, তদ্রূপ মুক্ত মহাভাগবতের ইন্দ্রিয়সকল বাহ্য দৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা তাঁহারা অভিভূত নহেন। অজ্ঞলোক সূর্য্যকে মেঘের দ্বারা আবৃতপ্রায় দেখিয়া মনে করে, সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। তাহাদের চক্ষুই মেঘের দ্বারা আবৃত হইয়াছে, স্বপ্রকাশ সূর্য্য নিরন্তরই নির্ম্মল আছেন। মুক্তপুরুষগণের ইন্দ্রিয় বিক্ষিপ্ত হয় না, আমরাই বিক্ষিপ্ত-ইন্দ্রিয় হওয়ায় অনুক্ষণ হরিসেবাপরায়ণ মুক্তপুরুষগণকে রোগশোকাদিতে আচ্ছন্ন ও ক্লিষ্ট মনে করিতেছি।

আবার যদি আমরা দুর্ব্বুদ্ধিবশে মনে করি,—'যখন মহাভাগবত বস্তুতঃ রোগশোকাদির দ্বারা ক্লিষ্ট নহেন, তখন আমরা তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করিব না, কারণ, ক্লিষ্ট ও আর্ত্তের জন্যই সেবার প্রয়োজনীয়তা, যিনি বস্তুতঃ ক্লিষ্ট নহেন, তাঁহার শুশ্রূষার কি প্রয়োজন', তাহা হইলে আমরা হরিগুরু-বৈষ্ণবাপরাধী রামচন্দ্রপুরীর দ্বিতীয় সংস্করণ হইব। শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ নিজ গুরুদেবকে রোগশোকাদির অতীত বিপ্রলম্ভ-ভজনতৎপর জানিয়াও স্বহস্তে শ্রীগুরুদেবের মলমূত্রাদি মার্জ্জন করিয়াছিলেন, শ্রীল ঈশ্বরপুরী লোকশিক্ষার জন্য জানাইয়াছিলেন,—শ্রীগুরুদেবের রোগের অভিনয় করিয়া শিষ্যকে বর্ত্তমানে যে সেবাসুযোগ দিতেছেন, সেই সুযোগ বরণ না করিলে শিষ্যের পক্ষে সর্ব্বনিরপেক্ষ মহাভাগবতের সেবা করিবার আর অন্য সুযোগ নাই। দেহাসক্ত জীবের জন্য শ্রীঅর্চ্চাবতার পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষ প্রায়, সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও অশক্ত-প্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়ের লীলা প্রদর্শন করেন। সেই লীলা প্রদর্শন না করিলে দেহাসক্ত জীবের সেবানুষ্ঠানের সুযোগ হয় না। মহাভাগবতগণ জগতের সর্ব্ববিধ অপেক্ষারহিত হইয়াও, ত্রিগুণের সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে পরমমুক্ত থাকিয়াও সেবোন্মুখ জীবের সেবানুশীলনের সুযোগদানের জন্য ঐরূপ রোগিপ্রায়, সাপেক্ষপ্রায় রূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের জগতের প্রতি করুণার নিদর্শন। জগতের অনর্থগ্রস্ত আর্ত্ত বদ্ধজীবের শুশ্রূষায় বৃথা শ্রম না করিয়া যাহাতে মহাভাগবতগণের শুশ্রূষার সুযোগ পাইয়া জীব ফলাকাঙ্ক্ষা বা ফলত্যাগের বিচার হইতে মুক্ত হইতে পারে, তজ্জন্যই মহাভাগবতগণ ঐরূপ সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। মহাভাগবতগণের শুশ্রূষা ও সেবা-দ্বারাই জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। এইজন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীউপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ, প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥

অর্থাৎ যাঁহার মুখে একবারও কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে স্ব-সম্পর্কবোধে মনে মনে আদর করিতে হইবে। যদি ঐ ব্যক্তি দীক্ষিত হন এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণামাদির দ্বারা আদর করিতে হইবে, আর যিনি কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতীতিরহিত হওয়ায় নিন্দাদিভাবশূন্য ভজনবিজ্ঞ, সেইরূপ মহাভাগবতকে সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সঙ্গযোগ্য জানিয়া শুশ্রূষাদ্বারা আদর করিতে হইবে।

কিন্তু ঐরূপ ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক বা দেহগত কোনপ্রকার দোষ প্রাকৃতদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া যদি অবজ্ঞা করা যায়, তবে বৈষ্ণবসেবা লাভ হইবে না। তাই শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপপাদ উপদেশ করিয়াছেন,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥

এই প্রপঞ্চে অবস্থিত অনুক্ষণ হরিসেবাপরায়ণ ভগবদ্ভক্তের স্বভাবজনিত দোষ এবং দেহদোষসমূহের দ্বারা তাঁহাকে প্রাকৃতদর্শনে দেখিবে না। যেরূপ গঙ্গাজল বুদ্বুদ-ফেনপঙ্ক প্রভৃতি মিশ্রিত হইলেও গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবত্ব নষ্ট হয় না, তদ্রূপ অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ভগবদ্ভক্তের বাহ্যদৃষ্টিতে শারীরিক ব্যাধি, জরাদিজনিত কুদর্শন, নীচবর্ণ, কর্কশতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেও তিনি কখনও প্রাকৃতবুদ্ধির বিষয়ীভূত নহেন।

মহাভাগবত বা মুক্তপুরুষের যাবতীয় চেষ্টাই কৃষ্ণসেবাপর। তিনি ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া কোন কার্য্য করেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনের কথা শ্রবণ করিয়া কেহ যদি "মহাভাগবতের ঐরূপ চেষ্টা কেন থাকিবে" বিচার করেন, তাহা হইলে তাহা পাষণ্ডতা হইবে। ভগবান্ শ্রীউদ্ধব-গীতায় জানাইয়াছেন,—

করোতি কর্ম্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ
কেনাপ্যসৌ চোদিত আনিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি
নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা ॥
তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং
শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমান-
মাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ ॥

(ভাঃ ১১।২৮।৩০ ৩১)

প্রাণিসকল কোন সংস্কারদ্বারা প্রেরিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্ম করে এবং অবশেষে বিকৃত হয়, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি বন্ধমোক্ষবিৎ মুক্তপুরুষ, তিনি শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও ভগবৎসেবাময় সুখানুভব-দ্বারা তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত হন এবং কখনও কর্ম্মদ্বারা সংসার-গতি প্রাপ্ত হন না। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় অধিষ্ঠিত, তিনি উপবেশনই করুন গমনই করুন, আর শয়নই করুন, শৌচাদিই করুন, আর অন্নভোজনই করুন কিংবা অন্য যে কোন স্বাভাবিক কার্য্যই করুন, কোন সময়েই দেহেতে আসক্ত হন না।

দুই একটী কথা

——::০::——

চেতনময় শ্রীগুরুদেবের চেতনময়ী বাণী বা কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তিনি জীবহৃদয়ের কল্মষ বা অভদ্র অর্থাৎ যাবতীয় ভোগপ্রবৃত্তিকে বলপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া সেই হৃদয়কে নিজের সাম্রাজ্যরূপে পরিণত করিয়া তাহাতে নিজের বিহার-ক্ষেত্র রচনা করেন। চেতনময়ী কীর্ত্তন-বাণীর এতই অদ্ভুত প্রভাব !

যতদিন পর্য্যন্ত জীব সাধনরাজ্যে বর্ত্তমান, ততদিন পর্য্যন্ত জীবের বিষ্ণুর দিকে গতি বা চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা শ্রেয়োলাভ অসম্ভব। অনুক্ষণ প্রাপ্ত বস্তুকে হরি-সম্বন্ধী বা চিদ্বৈভবজ্ঞানে শ্রদ্ধানত হৃদয়ে, কায়-মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে বিষ্ণুস্মৃতির সঙ্গে-সঙ্গে বিষ্ণু সেবা লাভ হইবে এবং তাহা হইলেই আমরা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিব। তখন অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতিতে ব্যবধান বা বাধা না থাকায় সেবার সুষ্ঠুভাব সঙ্গে-সঙ্গে দর্শনের সুষ্ঠুতা লাভ হইবে।

সাধনরাজ্যে যে পর্য্যন্ত না রুচি বা আসক্তি লাভ হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সাধককে এই বিষ্ণুর সেবা থাকিতে। রুচি বা আসক্তি হইতে ক্রমশঃ আবিষ্ট হইতে থাকেন; তখনই স্মৃতি ক্রমে আবিষ্ট হয়। হ্লাদিনীর কৃপায় কান্তি... সঙ্গে কৃষ্ণবশকারিতা আবশ্যক হয়। তখন জীবস্বরূপের সৌন্দর্য্য, সেই ... শ্রীরাধাগোবিন্দ ... লাভ হন। তখনই ... আরম্ভ হয়।

ভাবের নিরন্তর হরিভজন ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই থাকিতে পারে না।

'হরিভজন ব্যতীত অপর কর্ত্তব্য আছে'—এইরূপ জ্ঞান বা কল্পনাই মায়া।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে দুইপ্রকার পার্ষদ-ভক্ত প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণতোষণরূপা সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্তগণের মধ্যে একপ্রকার 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ', আর একপ্রকার কৃষ্ণভজনার্থ 'ত্যাগী পুরুষ'। বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের জীবন নিরন্তর হরিসেবাময়, সুতরাং 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ' 'গৃহস্থ সাধক-ভক্ত' হইতে পৃথক্। 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ'গণ—পরমহংস, তাঁহাদিগের গৃহে বা বনে থাকার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। তাঁহারা যে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের লীলাভিনয় করেন, তাহা আসুরবর্ণাশ্রমী গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক, দৈববর্ণাশ্রমী গৃহস্থের তুল্যও নহে। ঐপ্রকার পরমহংসবৈষ্ণবের জীবন বাহ্যদৃষ্টিতে বর্ণাশ্রমস্থিত 'গৃহস্থ-সাধকে'র তুল্য প্রতিভাত হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্ত্তমান। 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ'কে বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের সহিত সমান জ্ঞান করিলে 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি'-নামক মহদপরাধ হইয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণ 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ'।

'গৃহস্থ-সাধক' কখনও জগদ্‌গুরু বলিয়া বৃত হইতে পারেন না। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে যে, কোনও স্থলে গৌণভাবে গৃহস্থ ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীকে কথঞ্চিৎ-পরিমাণে উন্নত করিবার জন্য। বস্তুতঃ উহা ঐকান্তিক ভজনাভিলাষিগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। আচার্য্যগণের আচরণ এবং শ্রুতিস্মৃতিসমূহের বিচার তাহা সমর্থন করে না। ভগবৎসেবাপরায়ণ ত্যাগিকুলই চিরকাল জগদ্‌গুরুপদে বৃত হইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয়ের মধ্যে চারিজনই কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ত্যাগী। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে সকলেই ত্যাগী। ত্যাগিকুল গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারিবর্ণেরই গুরুর কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু গৃহস্থ কখনও সন্ন্যাসী বা বানপ্রস্থকে শিষ্যত্বে বরণ করিতে পারেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে তিনপ্রকার ত্যাগিকুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই জগদ্‌গুরু। বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ যে-প্রকার কায়, মন এবং বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবাতৎপর, তদ্রূপ বৈষ্ণবত্যাগিকুলও কায়মনোবাক্যের দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণতোষণে নিযুক্ত। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগৃহস্থকুল এবং শ্রীরূপাদি ত্যাগী গোস্বামিকুল—সকলেই বাহ্যে বা অন্তরে ত্রিদণ্ডী।

যাঁহারা কায়, মন এবং বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত করেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ ত্রিদণ্ডী অর্থাৎ যাঁহারা এই দেহকে ইতর-বিষয়ে নিযুক্ত না করিয়া কৃষ্ণসেবায় ক্রোধ নিয়োগ করেন, যাঁহারা শুদ্ধমনের দ্বারা কৃষ্ণচিন্তা করেন, যাঁহারা কৃষ্ণভক্তদ্বেষী জনে প্রদর্শন করেন, যাঁহারা বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই 'ত্রিদণ্ডী'।

আচার্য্যগণ সকলেই ত্রিদণ্ডী,—কেহ বা বাহ্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা অন্তরে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যের দ্বারা হরিসেবা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়ে যে ত্রিদণ্ডের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীল সনাতন ও শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর পরমহংস-বেষ দৈববর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর জন্য নহে।

———

মহাভাগবতাগ্রগণ্য সদ্‌গুরু ও 'বৈষ্ণবাভিমানী গুরুব্রুবের আচরণ লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমোক্ত মহাপুরুষ পরদুঃখদুঃখী দয়ার্দ্র-হৃদয় এবং শেষোক্ত ব্যক্তি পরহিংসক ও পরপীড়াদায়ক। সদ্‌গুরু তাঁহার মহাভাগবতলীলায় শিষ্যের সেবকাভিমানী ও তাঁহার মধ্যমাধিকারলীলায় ভগবৎসেবকগণের সহিত মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তির প্রতি হরিকথা কীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা এবং ভক্ত ও ভগবদ্দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি শিষ্যগণকে অজস্রভাবে কৃপা করিয়া থাকেন, পরন্তু কখনও নিজেকে শিষ্যের ভোক্তা এবং শিষ্যগণকে নিজের ভোগ্য জ্ঞান করেন না। গুরুব্রুবগণ ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন বংশপরম্পরায় শিষ্যের ভোক্তা বলিয়া নিজদিগকে অভিমান করেন। তাঁহারা শিষ্যের দ্রবিণাদিতে লোভ করিয়া উহাদের দেহ ও মনের হিংসা করিয়া থাকেন।

———

ভজনমার্গে শ্রীগুরুদেব বিষয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রিয়তম আশ্রয়বিগ্রহ এবং মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ। উভয়স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি জীবকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত। তিনি চা'ন, তাঁহার আশ্রিত সকল সেবক কৃষ্ণের সেবা লাভ করুক। আবার আশ্রিতবর্গও চান,—শ্রীবার্ষভানবীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া কৃষ্ণমনোমোহিনীর,—কৃষ্ণ-নেত্রোৎসবকারিণীর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তোষণ করিতে। যদি শ্রীবার্ষভানবী ও তাঁহার আশ্রিতবর্গের সহিত এইরূপ নিত্য-সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে উহা 'অহংগ্রহোপাসনা' হইত।

মহাভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীগুরুদেবের কারুণ্যামৃতধারা তাঁহার আশ্রিতগণের উপর নিত্যকালই বর্ষিত হয়। তিনি শিষ্যের সেবকাভিমান করিয়াও শিষ্যের প্রতি এইরূপ দয়াশীল। এ দয়া যে সে দয়া নয়, দু'চার পাঁচ দিনের বা দু' লক্ষ, দশ লক্ষ বৎসরের কিংবা ব্রহ্মার পরমায়ুকাল পর্য্যন্ত অথবা স্বর্গসুখ বা ব্রহ্মলোক-প্রদানরূপ দয়া নয় কিংবা নির্ব্বিশেষবাদীর জ্যোতির্দর্শন যোগীর ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভরূপ ফল নয়। এই দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::(•)::——

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অধিকারী সকলেই। কৃষ্ণে ত' সর্ব্বশক্তি আছে—নামেও সর্ব্বশক্তি আছে। পুরুষে হরিভজন ক'র্‌বে, স্ত্রী ক'র্‌তে পা'র্‌বে না, সুস্থ ব্যক্তি হরিভজন ক'র্‌বে, রুগ্ন ব্যক্তি ক'র্‌তে পা'র্‌বে না, যে তিন বেলা স্নান ক'র্‌তে পারে না, সে হরিভজন ক'র্‌তে পা'র্‌বে না, যা'র গায় খুব জোর নাই, সে হরিভজন ক'র্‌তে পা'র্‌বে না, নীচকুলে জাত ব'লে হরিভজন ক'রতে পা'র্‌বে না—এইরূপ বিচার শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে নাই। 'ও বালক, আমি বৃদ্ধ হ'য়ে ও'র সঙ্গে হরিকীর্ত্তন ক'র্‌ব না, আমি পণ্ডিত, মূর্খের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন ক'র্‌ব না, আমি কুলীন, নীচকুলে জাত ব্যক্তির সঙ্গে হরিভজন ক'র্‌ব না'—এইরূপ মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের বিচার আত্মধর্ম্ম কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে নাই। মল-মূত্র-পরিত্যাগকালেও হরিনাম করা যায়। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও হরিনাম ক'র্‌তে পারে, কিন্তু যা'রা 'হরিনাম ক'রে পাপ হজম ক'র্‌ব'—এরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তা রা হরিনাম ক'র্‌তে পারে না।

হরি-কীর্ত্তন ক'র্‌তে হ'লে মানদ হ'তে হ'বে—সকলকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ক'র্‌তে হ'বে। মায়াকে হরি সাজা'তে হ'বে না। আমার ভোগের উপাদানকে, 'আমার খাবার দ্র'কে ভগবান্ ব'ল্‌তে হ'বে না—ভগবানের প্রসাদকে ভগবান্ ব'ল্‌তে হ'বে।

অমানি-মানদ, তৃণাদপি সুনীচ না হ'লে কীর্ত্তন হয় না। আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে, তখন আমার তা' সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত। আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ আমাকে কৃপা ক'রে তৃণাদপি সুনীচ হ'বার অবসর প্রদান ক'রেছেন। এরূপ জেনে আমার হরিনামে আরও উৎসাহান্বিত হওয়া উচিত।

বৈষ্ণবনিন্দককে সমুচিতভাবে দণ্ডিত ক'র্‌তে হ'বে—ইহাই তৃণাদপি সুনীচতা, সহিষ্ণুতা, কিন্তু যখন কেউ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে গালি-গালাজ ক'র্‌তে থা'ক্‌বেন, তখন আমি জা'ন্‌ব—যেসকল লোক অসুবিধায় প'ড়্‌বেন, ভগবান্ তাঁ'দের দ্বারা আমার মঙ্গল বিধান ক'রে দিচ্ছেন। ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন তিনি অসংখ্যমুখে অসংখ্যপ্রকার কটুকথা বলিয়ে আমাকে সহগুণ শিক্ষা দেন। ভগবান্ আমাকে জানান, দুনিয়ার সহ্য ক'র্‌তে না শি'খ্‌লে হরিনাম ক'র্‌বার অধিকার হয় না।

কপটতা ক'রে জাকুপাকু-ভাব দেখানটা তৃণাদপি সুনীচতা নহে। চৈতন্যচন্দ্রে নিষ্কপট অনুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অপরের তৃণাদপি সুনীচ হওয়া সম্ভব নহে।

কৃষ্ণভক্তির সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—সংকীর্ত্তন। আর সব সাধন যদি কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকূল বা সহায় হয়, তবেই তা'দিগকে সাধন বলা যা'বে, নতুবা ঐসকলকে কু-যোগিবৈভব বা সাধনের ব্যাঘাত মাত্র জা'ন্‌তে হ'বে।

———

মথুরায় প্রচার

গত ৭ই জানুয়ারী, বুধবার প্রত্যুষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গি রি ধা রী জীউ মঙ্গলারাত্রিকদর্শন ও কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ শ্রীল তীর্থ মহারাজের অনুসরণে শ্রীমথুরাধাম হইতে যাত্রা করিয়া কোসি-ষ্টেশনে অবতরণ করত তথা হইতে মধ্যাহ্নে শ্রীনন্দগ্রামে শ্রীনন্দালয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলদেব ও শ্রীশ্রীনন্দযশোদার শ্রীবিগ্রহ ও ভোগারাত্রিক দর্শন করিয়া শ্রীসঙ্কেতবিহারী-মঠে গমন করেন। তথায় মঠবাসী ও ব্রজধামবাসী ভক্তগণের নিকট শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তগণ শ্রীসঙ্কেতবিহারীজী ও শ্রীমতীজীর মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিক, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থলী ও শ্রীরাসমঞ্চ-দর্শনান্তে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ব্রজবাসী সজ্জনগণকেও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অতঃপর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ভক্তবৃন্দসহ দিল্লী-অভিমুখে রওনা হইয়া রাত্রি ৮ ঘটিকায় নিউ-দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়া রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত ভোগীলাল, শ্রীযুক্ত এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত জে এন্ সরকার, মিঃ টি, আর, কুক, শ্রীযুক্ত ইউ সি মজুমদার, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ দেব শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি প্রভৃতি ভদ্রব্যক্তিগণ কয়েকজন ভদ্রমহিলাও খুব আগ্রহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন।

গত ৮ই জানুয়ারী উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিক শেষ হইলে শ্রীল তীর্থ মহারাজ প্রাতঃ ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত তিনি কয়েকজন ভদ্র মহিলার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি সন্ধ্যার পর মঠবাসিগণের নিকটও হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৭ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৫ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৯শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার | ২৫৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ মাধব, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

বাক্‌শাঠ্য

——::(*)::——

'বাক্' শব্দে—'বাক্য' বা 'কথা', আর 'বাক্‌শাঠ্য'-শব্দে—যেরূপ বাক্য বা কথা বলা বিহিত, সেইরূপ বাক্য বা কথা যথাশক্তি না বলা কিংবা তাহাতে কোনপ্রকার ত্রুটী বা শৈথিল্য প্রদর্শন করা,—এরূপ বুঝায়। জিহ্বা আছে বলিয়াই আমরা কথা বলিতে পারি, যাহার জিহ্বা নাই, সে কথা বলিতে পারে না বলিয়া তাহাকে 'বোবা' বলা হয়। চোষ্য-লেহ্যাদির রসাস্বাদনও জিহ্বার অন্যতম কার্য্য।

আমরা জিহ্বা পাইয়াছি যে প্রকার কথা বলিবার জন্য, উহার ব্যতিক্রমে কি দোষ ঘটে বা আমরা কি ফল লাভ করি, ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্, তদভিন্ন সাধু-গুরু-বৈষ্ণব বা সাত্বত শাস্ত্র কি বলিয়াছেন, তাহাই আমরা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম শ্রীযমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিতেছেন,—

> জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
> চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
> কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
> তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥
>
> (শ্রীভাঃ ৬।৩।২৯)

অর্থাৎ, যে সকল পাপীর জিহ্বা একবারও শ্রীকৃষ্ণনাম গুণাদি কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষ্ণব-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে না, হে দূতগণ, তাহাদিগকেই তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।

> জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
> শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
> ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
> র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥
>
> (শ্রীভাঃ ৭।৯।৪০)

অর্থাৎ হে অচ্যুত, জিহ্বা তৃপ্ত না হইয়া এক দিকে অর্থাৎ যে দিকে মধুরাদি রস, সেই দিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, এইরূপ শিশ্ন অন্য দিকে, ত্বক্ আর এক দিকে আকর্ষণ করিতেছে। উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া যে কোন আহারের প্রতি এবং শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চঞ্চল চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি, কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল বিভিন্ন কর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। সপত্নীগণ যেমন গৃহপতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, এইসকল ইন্দ্রিয় সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিতেছে।

> তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
> ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥
>
> (শ্রীভাঃ ১১।৮।২১)

যে কাল পর্য্যন্ত রসনেন্দ্রিয়কে জয় না করিতে পারা যায়, সে-কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করিয়াও পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। রস জিত হইলে সকলই জিত হয়।

> বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
> জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
> এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
> সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥
>
> (শ্রীউপদেশামৃত, ১ম শ্লোক)

অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ,—যে ব্যক্তি এই ছয়টি বেগ বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী।

উপরি উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন,—"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—এইসকল উৎপাত মানবের মনে সর্ব্বদা উদিত হইয়া বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগকারী বচন, রূঢ় বাক্যাদি প্রয়োগদ্বারা এবং জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর-অম্ল কটু-লবণ-কষায়-তিক্ত-ভেদে ষড়্‌বিধ-রস লালসাদ্বারা মনকে অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট করে।" শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এস্থলে জানাইয়াছেন,—"কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তা'র নাম। * * * 'বাক্যের বেগ' বলিতে নির্ব্বিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনাসমূহ, কর্ম্মকাণ্ড নিরতের কর্ম্মফলের শাস্ত্রযুক্তি ও কৃষ্ণেতর অভিলাষীর যথেচ্ছাভোগপর অনুভব জন্য বাক্যাবলী। শ্রীভগবানের সেবনোপযোগী বাক্‌সমূহের প্রবৃত্তিই কেবল বেগসমূহের ফল, উহা বাক্‌বেগ নহে। অব্যক্ত বাগ্‌বেগ উচ্চার্য্যমাণ না হইলেও কৃষ্ণেতর-বিষয়ক অনুভব-জন্য বাক্‌চেষ্টাবিশেষ।"

> বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
> ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
> জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
> ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
>
> (শ্রীভাঃ ২।৩।২০)

অর্থাৎ যে-ব্যক্তি কর্ণপুটে ভূরিগুণ-সম্পন্ন শ্রীভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ করে না, তাহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র। যে জিহ্বা শ্রীভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন করে না, সেই জিহ্বা ভেকজিহ্বাতুল্য ও দুষ্টা।

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে কাজী ও তাঁহার অনুগত জনগণ শ্রীবাসাদি ভক্তগণের উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিকীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, আর তজ্জন্য শ্রীনৃসিংহদেব স্বপ্নে কাজীকে সবংশে নাশ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন এবং কাজীর বক্ষে নখরাঘাত করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে কাজী ও তাঁহার অনুগত জনগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া আর কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করেন নাই। তখন তাঁহারা শ্রীহরিকীর্ত্তনকারী হিন্দুগণকে পরিহাস করিলেও তাঁহাদের জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইত, যথা—

> "ম্লেচ্ছ কহে, হিন্দুর আমি করি পরিহাস।
> কেহ কেহ—'কৃষ্ণদাস' কেহ 'রামদাস'॥
> কেহ 'হরিদাস' সদা বলে 'হরি' 'হরি'।
> জানি কা'র ঘরে ধন করিবেক চুরি॥
> সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে 'হরি হরি'।
> ইচ্ছা নাহি তবু বলে, কি উপায় করি॥
> আর ম্লেচ্ছ কহে, 'শুন,—
> আমি ত' এইমতে।
> হিন্দুকে পরিহাস কৈনু সেদিন হইতে॥
> জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে, না মানে বর্জ্জন।
> না জানি, কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ॥"
>
> (চৈঃ চঃ)

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস অপ্রকটলীলা-প্রকাশের কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

> "হৃদয়ে ধরিনু তোমার কমল চরণ।
> নয়নে দেখিনু তোমার চাঁদ বদন॥
> জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার
> 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম।
> এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িনু পরাণ॥
> মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয়।
> এই নিবেদন মোর কর, দয়াময়॥"

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ-প্রভুর চরিত্র ও মাহাত্ম্যকীর্ত্তনকারী ব্যক্তির জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন,—

জগৎগুরু মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর॥
তদ্যোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥
তাঁহার চরিত্র যেবা জনে শুনে, গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তাঁ'রে পরম সহায়॥
মহাপ্রীত হয় তাঁ'রে মহেশ পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁ'র শুদ্ধা সরস্বতী॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি
ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ
স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু হইতে পারেন না। সেবোন্মুখ অবস্থায় তদীয় শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের মুখে উচ্চনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া হরিনদী-গ্রামের এক দুর্জ্জন নামাপরাধী নাস্তিক বিপ্র ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিল,—"অরে হরিদাস, এ কি ব্যভার তোমার? ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার? মনে মনে জপিবা,—এই সে ধর্ম্ম হয়। ডাকিয়া লৈতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়?" তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বলিলেন,—

"উচ্চ করি লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়॥
উচ্চৈঃ শতগুণং ভবেৎ'।
শুন বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয়, সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
শুন, বিপ্র, মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ কার' করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইঞাও নর বিনা সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম—হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থজন্ম ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি, কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে?
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি' বুঝহ আপনি।
এই অভিপ্রায়, গুণ উচ্চসংকীর্ত্তনে॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং শ্রীমুখে আদেশ করিয়াছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" আবার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কৃপাদেশ-দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
—'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥'
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

"যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার
এই দেশ॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি
বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে"
(শ্রীভাঃ ৯।৪।১৮)

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ ও সাত্বতশাস্ত্রসমূহ এইরূপ অসংখ্য বাক্যে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদ সাধুগুরুবৈষ্ণবগণের নাম-গুণ লীলা বিলাসাদি—তাঁহাদের ভুবনমঙ্গল চরিত্র ও শিক্ষার বিষয় সর্ব্বক্ষণ আলোচনা বা কীর্ত্তন করাই জিহ্বার একমাত্র কৃত্য। মহাজনগণ, সাধু-গুরুবৈষ্ণবগণ বা জীবন্মুক্ত পুরুষগণের চরিত্রে এইরূপ আদর্শই সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের নাম-গুণাদি কীর্ত্তন, আলোচনা বা কৃষ্ণকোলাহল ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত সময়ও কৃষ্ণেতর কথায় বা গ্রাম্য-কোলাহলে অতিবাহিত করেন না।

শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় আমরা জানিতে পারি—"কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তাঁ'র নাম।" * * বাক্যের বেগ বলিতে নির্ব্বিশেষ-বাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনাসমূহ, কর্ম্মকাণ্ডীদিগের কর্ম্মফলের শাস্ত্রযুক্ত ও কৃষ্ণেতর-অভিলাষীর যথেচ্ছ ভোগপর অনুভব জন্য বাক্যাবলী।" মায়াবদ্ধ, অনর্থযুক্ত, সেবাবিমুখ মনুষ্যজাতি অহর্নিশ কৃষ্ণেতর কথায় প্রমত্ত; সুতরাং তাহারা বাক্যবেগের বশীভূত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্যাভিলাষিগণ ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষাভিলাষী হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভী বা ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী হইয়া জিহ্বাদ্বারা যে-সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন কিংবা তাঁহারা যে শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, পরস্পর আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন, তাহা সমস্তই তাঁহাদের বাক্যবেগ, ইহাকে বাক্-শাঠ্যও বলা যায়। একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপাদপদ্ম, কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণপ্রেমধন-লাভের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা বা হরিকথা কীর্ত্তন, আলোচনা করিবার জন্যই আমরা জিহ্বা পাইয়াছি, সুতরাং ইহার ব্যতিক্রম করিলে বাক্‌শাঠ্য-দোষ ঘটে।

শ্রীহরিকথা বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-সম্বন্ধীয় কথা সর্ব্বক্ষণ বলিলে, আলোচনা করিলে বা কীর্ত্তন করিলেই বাক্যের বেগ বা বাক্‌শাঠ্য-দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করা, হরিকীর্ত্তন করা, হরিকথা আলোচনা করা, সেবা-সম্বন্ধীয় বা সেবানুকূল কথা প্রভৃতি বলা—বাক্যবেগ নহে। হরিনাম-কীর্ত্তন, হরিকথা-আলোচনা বা হরি-গুরু বৈষ্ণবসেবা-সম্বন্ধীয় কথা না বলিয়া এবং বাস্তবতঃ কৃষ্ণেতর কথা, বিষয়-কথা বা গ্রাম্যকথা না বলিয়াও কেহ' মৌনব্রত অবলম্বন করিলে মনে মনে কৃষ্ণেতর বিষয়-চিন্তা হইতে থাকে, এইজন্য ইহা অব্যক্ত বাক্যবেগ নামে অভিহিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ইহাই জানাইয়াছেন,—"অব্যক্ত বাগ্‌বেগ উচ্চার্য্যমাণ না হইলেও কৃষ্ণেতর-বিষয়ক অনুভব-জন্য বাক্‌চেষ্টা-বিশেষ।" এইরূপ অব্যক্ত বাগ্‌বেগও বাক্‌শাঠ্যেরই প্রকার-বিশেষ।

বর্ত্তমান জগতের শতকরা প্রায় শত জন লোকই বাক্‌শাঠ্যদোষে দোষী। তাঁহারা অহর্নিশ জিহ্বার দ্বারা জিহ্বার একমাত্র কৃত্য—হরিনাম উচ্চারণ, হরিনাম-সংকীর্ত্তন, হরিকথা বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-সম্বন্ধীয় কথা আলাপ-আলোচনা অর্থাৎ কৃষ্ণ-কোলাহল ব্যতীত কৃষ্ণেতর গ্রাম্যকথা বা বিষয়কথা আলাপ-আলোচনায় সর্ব্বক্ষণ প্রমত্ত। বর্ষাকালে প্রচুর জল প্রাপ্ত হইয়া ভেকগণ যেরূপ আনন্দে উচ্চরব বা কোলাহল করিতে থাকে, আর বিষধর সর্পগণ তাহাদের সেই কলরব শুনিয়া আনন্দের সহিত তাহাদিগকে গ্রাস করে অর্থাৎ তাহাদের প্রাণনাশ করে, তদ্রূপ এই জগতের বহির্ম্মুখ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-বিমুখ জীবগণ জড়রসে বা জড়ানন্দে মত্ত হইয়া অহর্নিশ যে কৃষ্ণেতর গ্রাম্যকোলাহলে প্রমত্ত থাকে, তৎফলে তাহারা পরিণামে কালসর্পসদৃশ যমের করাল কবলে পতিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত, সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্র ও সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণ একবাক্যে ইহাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া গৃহে বা শুদ্ধভক্তিমঠে অবস্থান-পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ হরিভজন বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিবার প্রয়াস করিতেছি, তাঁহাদের যাহাতে বাক্‌শাঠ্য-দোষ না ঘটে, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তির সহিত শ্রৌত-পন্থায় বা সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যে আমরা যে-সমস্ত আত্ম-মঙ্গলের কথা সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ করিতেছি, তাহাই শ্রদ্ধাবান্ জনগণের নিকট কীর্ত্তন করিলে স্ব-পরমঙ্গল সাধিত হয়। মিলনরূপী শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অর্চ্চ বা সেবাসম্বন্ধীয় কথা, তাঁহাদের নাম-গুণ লীলাদির মাহাত্ম্যসূচক কথা বা শুদ্ধভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল-বিচারের কথাকে যদি বিষয়কথা বা গ্রাম্যকথার মত মনে করিয়া আমরা সেইসমস্ত কথা আলোচনা বা কীর্ত্তন হইতে বিরত থাকি—গম্ভীরতার অবলম্বন-পূর্ব্বক মুখ বন্ধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা বাক্‌শাঠ্য দোষ-মধ্যে পরিগণিত হয়।

পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, প্রচার, সেবানুকূল্য-সংগ্রহ, মাধুকরী ভিক্ষা প্রভৃতি সেবা-কার্য্যেও আমাদিগকে হরিকথা—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নাম-গুণ-লীলাদি-মাহাত্ম্য কিংবা তাঁহাদের চরিত্র বা শিক্ষার কথা কীর্ত্তন বা আলোচনা করিতে হয়, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনে, মূল গায়ক বা কীর্ত্তনকারীর দোহার করিতে হয়—সেবা-সম্বন্ধীয় বহু কথা জিজ্ঞাসা বা আলোচনা করিয়া সেবা-কার্য্যাদির সুপরিচালন বা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়। যদি এইসব হরিকথা বা সেবা-সম্বন্ধীয় কথাকে আমরা কৃষ্ণেতর কথা, গ্রাম্যকথা বা বিষয়-সম্বন্ধীয় ব্যাপার মনে করিয়া এইসব কীর্ত্তন, আলোচনা করিতে উদাসীনতা, জাড্য বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া থাকি, তবে তাহা বাক্‌শাঠ্য-দোষে আত্মধর্ম্মের বা ভজনোন্নতির পক্ষে প্রবল অন্তরায় হইয়া উঠে, তৎফলে আমরা কৃষ্ণকোলাহলের পরিবর্ত্তে ইতর কোলাহল, পরস্পর ঝগড়া, বিবাদ-বিসম্বাদ, প্রজল্প বা গ্রাম্যকথা কীর্ত্তন-আলোচনা প্রভৃতি ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া ব্যক্ত বা অব্যক্ত বাক্‌বেগের বশীভূত হইয়া চিরতরে অধঃপতিত হই।

অতএব নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী বা হরিভজনেচ্ছুর পক্ষে শুদ্ধভক্তিপথের প্রবল কণ্টক বা অন্তরায়স্বরূপ বাক্‌শাঠ্য-দোষ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভক্তি

—-::•::—-

ভক্তি আত্মার বৃত্তি। আত্মা ভগবৎ-সেবক। মন ও দেহ আত্মা হইতে দুইটী পৃথক্ বস্তু। মন পৃথিবীর জিনিষগুলির সহিত মাঝে দালালের কার্য্য করে। মন যদি ভগবানের সেবা করিবার জন্য বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়, তবে কাজ ঠিক হইল; কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে নিজেই যদি সেবাগ্রহণের চেষ্টা করে, তবে তাহা দুষ্ট মন হইল, যে পর্য্যন্ত না মন আত্মধর্ম্মের অনুকূল হয়, সে পর্য্যন্ত উহা বহির্জ্জগতের বস্তুভোগের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"
(পঞ্চরাত্র-বাক্য)

(অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মন-ধর্ম্মের ব্যবধানরহিত, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর

এবং নির্মল অর্থাৎ জ্ঞানকর্মরূপ আবিলতা-দ্বারা আচ্ছন্ন নহে।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশী ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই, তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা আবৃত নহে।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
(শ্রীভাঃ ৩।২৯।১১-১৩)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্ন অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগে লক্ষণ। পুরুষোত্তমস্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা, অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অবান্তর-ফলানুসন্ধান-রহিতা। সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্য-সংযুক্ত), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদ-প্রাপ্তি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

অধোক্ষজ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যবস্তু-লাভের চেষ্টাই অভক্তি। কর্ম ও জ্ঞানের মিশ্রভাবের বৈষম্য যেখানে আছে অথচ ভক্তির ভাণ আছে, তাহা অভক্তি। ইহা যেন ভগবানের গলায় এক হাত ও পায়ে আর এক হাত দেওয়ার মত। যদি ভগবানের গলাটা টিপিয়া দিতে পারি, তবে পায়ে হাত আপনি পড়িয়া যাইবে। যেখানে ভক্তির নিত্যত্ব নাই, সেখানে নিশ্চয়ই পায়ে হাত ও গলায় হাত দিবার প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি আছে, নতুবা তাঁহার ভক্তি চিরকাল থাকে না কেন?

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(শ্রীভাঃ ১০।২।৩২)

কৃষ্ণানুশীলন বা ভক্তি সকাম হইলে তাহা অনুশীলন বা ভক্তি-পদবাচ্য হয় না। গীতায় 'চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং' শ্লোকে আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানবানরূপ চারিপ্রকার সুকৃতির কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে ঐ চারিপ্রকার সুকৃতিরূপ হেতু বা নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিকাম ছাড়িলেই তাহা কৃষ্ণানুশীলন হয়। উহাদিগকে সুকৃতি বলিবার কারণ এই যে, আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী হইয়া পরমার্থের চেষ্টা করিতে করিতে তাঁহারা যখন সাধুর কৃপায় একান্ত পরমার্থীদের সন্ধান পান, তখন তাঁহারা আর আর্ত্তি, অর্থার্থিতা প্রভৃতি নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিকে বহুমানন করেন না, তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিই নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম বুঝিতে পারেন। আর্ত্তের উপমান—গজেন্দ্র, অর্থার্থী—ধ্রুব, জিজ্ঞাসু—শৌনকাদি, জ্ঞানী—সনকাদি। গজেন্দ্র, ধ্রুব, শৌনক ও সনক-সনাতনাদি সকলেই আর্ত্তি, অর্থার্থিতা, কেবল-জ্ঞানলাভের জন্য জিজ্ঞাসা ও মুমুক্ষা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার পর ভগবদ্ভক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। ঐগুলি না ছাড়িলে শুদ্ধনির্ম্মলা ভগবদ্ভক্তি উদিতা হন না। কোন বস্তু-লাভের জন্য যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি, তিনি যদি অনেক বেশী দাতা হন, তাহা হইলে আমাদের প্রার্থনার প্রকারটীও পরিবর্তিত হইয়া যায়।

ভক্তি-প্রাপ্তির চেষ্টাই ভক্তি প্রাপ্তির উপায়। ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্তি ভিন্ন নহে। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি বিষয়ে বস্তুর প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্তি অর্থাৎ উপেয় ভিন্ন। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে 'মই' দিয়া ছাদে উঠিবার পর 'মই'এর আর কোন দরকার থাকে না, একবার ছাদে উঠিয়া পড়িলে 'মই' চিরতরে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও কোন আপত্তি নাই অর্থাৎ সাধ্য ও সাধন পৃথক্, কিন্তু ভক্তিরাজ্যের সিঁড়ি—পাকা-সিঁড়ি, ছাদের সহিত নিত্য সংযুক্ত। ঐ সিঁড়ি কখনও ভাঙ্গা যায় না। সিঁড়ি ভাঙ্গিলে ছাদও পাড়য়া যায় অর্থাৎ অনিত্য উপায়ে কর্মজ্ঞানযোগাদির দ্বারা নিত্য উপেয়-ভক্তি লাভ হয় না। একমাত্র কেবলা ভক্তির দ্বারাই ভক্তি লাভ হয়। 'উপায় ভক্তি'ই—'সাধনভক্তি', আর 'প্রাপ্য বা উপেয়-ভক্তি'ই—'প্রেমভক্তি'।

সন্দেশ কি করিয়া তৈয়ার করিতে হয়, যাহারা সন্দেশের ক্রেতা, তাঁহাদের সকল সময় জানিবার বিশেষ দরকার হয় না, কারণ, তাঁহারা ময়রার দোকান হইতে ready-made সন্দেশ পাইতে পারেন। কিন্তু ময়রার সন্দেশ প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানিতে হয় অর্থাৎ আচার্য্য ভগবদ্ভক্তি-লাভের প্রণালী জানেন, নিজে আস্বাদন করেন ও সকলকে শিক্ষাদান করেন। সাধারণে আচার্য্য বা বৈষ্ণবের কৃপালাভে পরিতৃপ্ত হয়, সাধারণের দিক হইতে কেবল হরিকথার সন্দেশ-লাভের জন্য লোভ থাকা আবশ্যক। তবে অকৃত্রিম আচার্য্যের সন্ধান না পাইলে মিছাভক্তি ও প্রকৃত ভক্তিতে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়, মাটির সন্দেশকে 'সন্দেশ' বলিয়া ভ্রান্তি হয়। মিছাভক্তিতে লোভ বা ভক্তির ভাণ, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারে, তাহার ভক্ত হইলে সত্যবস্তু পাওয়া যাইবে না, ঐরূপ ঠকিতে হইবে।

কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ কৃপা হইতে ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রসাদজ বলিতে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত—উভয়েরই কৃপা বুঝায়। ইঁহাদের কৃপার কোন কারণ নাই। যদি ইঁহারা কোন সুকৃতিমান্ ব্যক্তির প্রতি হঠাৎ প্রসন্ন হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের ভক্তিলাভ অতি সুলভ হইতে পারে। বাহ্য বিচারে তাঁহাদের কোন পুণ্য, আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য বা নিপুণতা প্রভৃতি না থাকিলেও হয় ত' অকস্মাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তের কৃপা লাভ হইতে পারে। আর সাধনের দ্বারাও ভগবৎকৃপা লাভ হয়। ভাগবত-শ্রবণ বা হরিকথা শ্রবণাদি হইতে সাধনবল লাভ হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদি হইতেও সাধনবল পাওয়া যায়। যথা,—

"ভক্ত-পদধূলি, আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্তশেষ,—তিন সাধনের বল॥"

ইঁহার সাক্ষী—শ্রীনারদ। সাধনের প্রণালী এই—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥
সদ্ধর্ম্ম-পৃচ্ছা ভোগাদি-ত্যাগঃ
কৃষ্ণস্য হেতবে।
নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সান্নিধৌ॥
ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।
হরিবাসর-সম্মানো ধাত্র্যশ্বত্থাদি গৌরবম্॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

সাধুর কথায় যদি শ্রদ্ধা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবে ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ লাভ হইয়া থাকে। ভক্তি লাভ করিতে হইলে তন্নিষ্ঠ ঐকান্তিক মহাজনের অভিগমন করিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

——::(*)::——

প্রশ্ন—পরমেশ্বরের স্বরূপ কি?

উত্তর—স্ব = নিজ, রূপ = বিগ্রহ। পরমেশ্বর—স্বয়ংরূপ। স্বয়ংরূপই তাঁহার স্বরূপ। 'স্বয়ংরূপ'-শব্দে শাস্ত্র অধোক্ষজ 'কৃষ্ণ'কে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃষ্ণই পরমেশ্বর।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

পরমেশ্বর ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার বশ্য, অধীন, তাঁবেদার। তাঁহার রূপের অংশ ও বিভিন্নাংশ হইতে অনন্ত রূপসমূহ (আকারসমূহ) উদ্ভূত হইয়াছে। ঐসকল আকার নিত্য নহে, কালক্ষোভ্য। স্বয়ং-রূপের বিলাস ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে 'স্বয়ংপ্রকাশ' বলা হয়। তদ্বিগ্রহিত মূর্ত্তি—শ্রীবলদেব। তিনি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর—পরমেশ্বর। বলদেব স্বয়ংপ্রকাশ পরমেশ্বর, আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর অর্থাৎ তিনি সর্ব্বকারণের কারণ, সকল আদির আদি, অনাদি, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, অধোক্ষজ, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। বদ্ধজীবের অনর্থনিবৃত্তি হইলে যে মুক্তি লাভ হয়, তাহাই স্বরূপে অবস্থিতি। তখন দৃশ্যরূপ—স্বয়ংরূপ, তজ্জন্য ভাগবত বলেন,—"মুক্তির্হিত্বা অন্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" অর্থাৎ অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থানই 'মুক্তি'-পদবাচ্য।

প্রঃ—পরমেশ্বরের স্থান কি?

উঃ পরমেশ্বরের স্থান—পরব্যোম। জড় জগতের বৈচিত্র্য সেই স্থানের অসম্পূর্ণ বিকৃত ছায়ামাত্র। পরব্যোম ভূতাকাশ হইতে পৃথক্। ভোগময় জড়শব্দসমূহের যেরূপ আকাশাধারে প্রকট হয়, ভোগময় শব্দের যেরূপ ভূতাকাশে বিরাম ঘটে, পরব্যোমের শব্দ তদ্রূপ নহে। উহা ভগবদাশ্রিত হওয়ায় নিত্য ও কালাতীত। পরব্যোম হইতে ভেদাবস্থিত স্থানসমূহ যে শক্তির পরিচয় দেয়, সেই শক্তি পূর্ণাভিব্যক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি নহে। পরব্যোমে যে বিচিত্রতা-গত স্থানভেদ আছে, সেই বিচিত্রতা অবর ভেদ-জগতে অভেদের সহিত ভিন্ন হওয়ায় পৃথক্। পরব্যোম পরিবর্তনশীল আধার নহে।

প্রঃ—তাহা প্রাপ্তির যত্ন কি প্রকার?

উঃ—বিভিন্নাংশ জীব বর্ত্তমান সময়ে অন্যথারূপে অবস্থিত হওয়ায় স্বরূপ হইতে বিচ্যুত ও পরব্যোম হইতে ভূতাকাশে নীত হইয়াছে। স্বরূপের উপলব্ধিতে সেই নিত্য স্থিতিস্থান পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব স্বরূপোপলব্ধির যত্ন করিতে হইবে। স্বতঃকর্তৃত্ব পাইবার শক্তি অণুচিৎএ বর্ত্তমান থাকায় স্বরূপপ্রাপ্তি ও স্বরূপস্থান-প্রাপ্তির চেষ্টাও তাহাতে অনুস্যূত আছে। কেবল-চেতনের ধর্ম—চিন্মাত্র পরব্যোমের বৈচিত্র্য সন্দর্শন ও তথায় নিত্যাবস্থিতি। জড়জগতে 'শান্তি' বলিলে যাহা বুঝায়, নিত্যাবস্থিতি তাহা নহে। নিত্যাবস্থিতিতে পরা শান্তি অর্থাৎ যাহাতে পূর্ণ বিচিত্রতাময় অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য আছে, তাহাই বুঝায়। সেই স্থানের প্রাপ্তির চেষ্টাই চেতনের ধর্ম এবং সেই স্থান প্রাপ্তিই স্বরূপ-লাভ। নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পদধূলিতে অভিষেক অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের চরণাশ্রয়ই অনর্থনাশ ও স্বরূপাবস্থিতির উপায়।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(শ্রীভাঃ ৭।৫।৩২)

প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্য উপেয় ভিন্ন নহে। ভক্তই স্বরূপাবস্থান ও স্বরূপস্থান-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ভক্তি—'সাধন-ভক্তি', 'ভাবভক্তি' ও 'প্রেমভক্তি'—ভেদে ত্রিবিধ। সাধন-ভক্তিতে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি। অনর্থমুক্তাবস্থায় নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও স্থায়িভাব। এ স্থায়িভাব-ভক্তির পরিপক্কাবস্থাই প্রেমভক্তি।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥:০:॥-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	[illegible]	১৲
" " সিকি কলম	[illegible]	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	[illegible]	[illegible]	৫৲
" " এক কলম	১২৲	[illegible]	[illegible]	[illegible]

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

মালয়ে ভারতীয় সৈন্যদের প্রশংসা

দেশরক্ষা-বিভাগের একটি প্রেস নোটে প্রকাশ, মালয়ের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল স্যার লুইস হিথ সম্প্রতি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শত্রু সৈন্যের সহিত প্রত্যেক সম্মুখ-সংগ্রামেই ভারতীয় সৈন্যেরা বিশেষ শৌর্যের পরিচয় দিতেছে। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জাপানী সৈন্যেরা পাশ দিয়া আক্রমণ চালাইতেছে। সম্মুখ যুদ্ধকে তাহারা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলে।

স্যার লুইস্ বলেন যে, মালয় আক্রমণকারী জাপানী সৈন্যদের অনেকেরই কৃষক সৈন্যদের ইউনিফর্ম (পোষাক) পরিহিত বলিয়া মনে হয়। অবশ্যই ইহারা আজে-বাজে পোষাক পরিয়া যুদ্ধ করিতেছে। কেহ কেহ মালয়ীদের পোষাক পরিয়াছে, কাহারও বুটের সাজ, কেহ বা হাফ্ প্যান্ট ও হাত কাটা গেঞ্জি গায়ে যুদ্ধ করিতেছে। জাপানী সৈন্যদের মধ্যে সীমান্তের উপজাতি-সুলভ শঠতার সহিত আধুনিক সৈন্যদের নিয়মানুবর্তিতার সমাবেশ লক্ষিত হয়।

রেঙ্গুনের বিমান-আক্রমণে আহত ব্যক্তিগণকে ভারতবর্ষে আনার ব্যবস্থা

রেঙ্গুনের বিমান-আক্রমণে আহত লোকদের কিছু কিছু ভারতবর্ষে লইয়া আসা হইতেছে। ব্রহ্মের রেড ক্রস প্রতিষ্ঠান ইহাদের প্রত্যেককে নগদ ১০৲ টাকা করিয়া দিতেছেন। ইহাদের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ভারতে প্যারাসুট প্রস্তুত

ভারতবর্ষে ক্রমেই অধিক পরিমাণে প্যারাসুট ও স্থির-ছত্র (ষ্ট্যাটিসুট) তৈয়ারি হইতেছে। রেশমের গুটি হইতে প্রস্তুত যেসকল সিল্কের থান কাশ্মীর সরকারের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা প্যারাসুট সিল্ক তৈয়ারি হইতেছে। প্যারাসুট প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কাপড়, দড়ি, ফিতা, সেলাইয়ের সূতা প্রভৃতি দ্রব্য দেশীয় সিল্কের দ্বারাই পরস্পর-যুক্তভাবে প্রস্তুত করা হইতেছে। রাজকীয় বিমান বাহিনীর নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-অনুসারে বিশদভাবে পরীক্ষা করিবার পর ভারতে প্রস্তুত প্যারাসুট ও ষ্ট্যাটিসুটের কতকগুলি নমুনাকে সর্ব্বাংশে সাফল্যজনক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

১৯৪১ সনে বিমান-ধ্বংসের খতিয়ান

১৯৪১ সালে পশ্চিম ইউরোপে ও মধ্য-প্রাচ্যে এক্সিস প্লেনের মোট ১৩০০০ খানি ও ব্রিটিশের ২,১৮৯ খানি বিমানপোত বিনষ্ট হইয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত এক্সিস পক্ষের প্রায় ৯,০৩৫ খানি প্লেন ও ব্রিটিশের মোট ৩,৯৬১ খানি প্লেন ধ্বংস হইয়াছে। রাশিয়ান রণক্ষেত্রে বিমান-ক্ষতির হিসাব ইহাতে ধরা হয় নাই। সোভিয়েটরা দাবী করিয়াছে যে, তাহারা ৫০০০ হাজার জার্ম্মাণ প্লেন ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১৩,০০০ হাজার এক্সিস প্লেন ধ্বংস হইয়াছে।

দুই কোটী বালির বস্তা

ভারত-সরকারের মারফৎ ইষ্ট ওয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন ২ কোটি বালির বস্তার অর্ডার পাইয়াছেন। দুই কিস্তিতে এই বস্তাগুলির ডেলিভারী দিতে হইবে। ফেব্রুয়ারী মাসে ১ কোটী এবং মার্চ্চ মাসে ১ কোটী বস্তা দিতে হইবে। প্রতি ১০০ বস্তার মূল্য ধার্য্য হইয়াছে ১১৸০ আনা।

বিভিন্ন স্থানের তাপের হিসাব

গত ১৪ই জানুয়ারী সকাল ৮টা হইতে ১৫ই জানুয়ারী সকাল ৮টা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টার বিভিন্ন স্থানে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন তাপ কত ডিগ্রী ছিল, তৎসম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া অফিস হইতে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

স্থান	সর্ব্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন
কলিকাতা (আলিপুর)	৮২	৫৬
দার্জ্জিলিং	৫২	৪০
শিলং	৬৪	৪০
পাটনা	৭৮	৫৬
রাঁচী	৭৮	৫৪
কটক	৮৬	৬৩
লক্ষ্ণৌ	৭০	৫৩
নয়াদিল্লী	৬৮	৫১
নাগপুর	৮৬	৬০
পাম্বান	৭১	৫৬
ভিজাগাপট্টম্	৮১	৬৭
মাদ্রাজ	৮৪	৬৯

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ

জানা গিয়াছে যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৮ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৬ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২০শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ২৫৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ মাধব, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

সেবা ও হরিকথা-শ্রবণ

——::•::——

বেদ-বেদান্ত, ভাগবত ও গীতাদি সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র, সাধুগুরুবৈষ্ণব বা মহাজনগণ একবাক্যে আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা পরম মঙ্গল বা আত্মমঙ্গল-লাভেচ্ছু, তাঁহাদের পক্ষে সদ্গুরুপাদাশ্রয়-পূর্ব্বক বা সাধুগুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সেবা ও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করা একান্ত কর্ত্তব্য। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীতা), "তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" "প্রভু কহে,—বৈষ্ণবসেবা, নাম-সংকীর্ত্তন। দুই কর, শীঘ্র পা'বে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥" "কু-বুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন। অচিরাৎ পা'বে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত), "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে", "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।", "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ" প্রভৃতি অসংখ্য সাত্বত-শাস্ত্র বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণীই ইহার প্রমাণ।

আমাদের মধ্যে যাহারা একমাত্র হরি-ভজনেচ্ছু হইয়া ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীর বেশে গুরুগৃহে বা শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহে বাস করিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ন্যূনাধিক ধারণা বা বিচার এই যে, 'হরিভজন' বলিতে কেবল বসিয়া বসিয়া হরিনামের মালা টানা, সন্ধ্যা-আহ্নিক বা পূজা-অর্চ্চনাদি করা কিংবা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাহা অপরের নিকট বলা বা কীর্ত্তন করাকে বুঝায়। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ায় হরিনাম, হরিকথা ও হরিসেবা পরস্পর পৃথক্ বলিয়া আমাদের মনে হয়। তজ্জন্য আমরা মনে করি—যিনি সেবার কার্য্য করিতেছেন, সেই সময় তাঁহার হরিনাম-গ্রহণ বা হরিকথা-শ্রবণ হইতেছে না, যিনি হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহার সেই সময় হরিসেবা বা হরিনাম-গ্রহণ হইতেছে না, আর যিনি হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার হরিসেবা বা হরিকথা-শ্রবণ বাদ পড়িয়া যাইতেছে। এই প্রকারের বিচার বা ধারণা ন্যূনাধিক আমাদের অনেকের মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে। করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥ মুকুন্দ-লিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গ-সঙ্গমম্। ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥ পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে। কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ॥" (শ্রীভাঃ ৯।৪।১৮-১৮)

শ্রীমদ্ভাগবতের উপরি-উক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—মহাভাগবত মহারাজ অম্বরীষ স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়-নিষ্ঠা বা অনুরাগ লাভ করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা তাঁহাদের মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে, বাক্যকে—বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে, করদ্বয়কে—শ্রীহরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে, কর্ণদ্বয়কে—কৃষ্ণকথা শ্রবণে, চক্ষুর্দ্বয়কে—শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে, অঙ্গকে—কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে, নাসিকাকে—কৃষ্ণের পাদপদ্ম সরোজাঘ্রাণে, রসনাকে—কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে, পাদদ্বয়কে—কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে, মস্তককে—হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে, কামকে—কামরহিত দাস্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখিতেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়—'কাম'—কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ'—ভক্তদ্বেষিজনে, 'লোভ'—সাধুসঙ্গে হরিকথা। 'মোহ'—ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ'—কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করিব যথা তথা॥" প্রভৃতি বাক্যে দেহের রিপুগণকে পর্য্যন্ত সেবাকার্য্যে ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত রাখিবার উপদেশ করিয়াছেন।

এইপ্রকার অসংখ্য শাস্ত্র প্রমাণ ও মহাজন-বাক্যে আমরা জানিতে পারি যে, স্থূল-সূক্ষ্মদেহ ও অণুচেতন জীবাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায়, তাঁহাদের নাম-গুণ-কীর্ত্তনে ও তাঁহাদের পাদপদ্ম-চিন্তায় নিযুক্ত রাখিলেই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ প্রীতি লাভ করেন,—আমাদের প্রতি ইহাই তাঁহাদের কৃপাদেশ। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের এই কৃপাদেশ পালন বা মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-কার্য্যের নামই—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-ভজন, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নামগুণাদি কীর্ত্তন, শ্রীহরিকথা আলোচনা, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা-ভক্তি।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাকার্য্য, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য, শরণাগতি, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নামগুণাদি-কীর্ত্তন, মালিকায় শ্রীহরিনাম-জপ, পরস্পর হরিকথা আলোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ বা পারমার্থিক পত্র পাঠ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নামগুণাদির মাহাত্ম্যসূচক গীতিসমূহ কীর্ত্তন—এইসকল কার্য্য এক নহে, পৃথক পৃথক্ কার্য্য,—এইপ্রকার ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইলেই আমাদের মন চঞ্চল হয়, বাস্তবসত্যে মন সর্ব্বক্ষণ দৃঢ়নিষ্ঠ থাকে না, নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, তৎফলে আমরা হরিভজন বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা হইতে চ্যুতি লাভ করি।

আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা-জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে বা কায়মনোবাক্যকে যে-যে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃপাদেশ করিয়াছেন অর্থাৎ যে-যে ইন্দ্রিয়কে যে-যে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ তৃপ্তি লাভ করেন, আমরা যদি সেই-সেই ইন্দ্রিয়কে বা কায়মনোবাক্যকে সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে ত্রুটি করি বা নিযুক্ত রাখিতে না চাই, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপাদেশ লঙ্ঘন হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদিত না হওয়ায় তাহা অভক্তি বা ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরিই জীবকুলকে শ্রীহরির সেবা-শিক্ষা-প্রদানের জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবরূপে এ জগতে অবতীর্ণ হন। এইহেতু আমাদের কায়মনোবাক্যের যে-যে কার্য্য-কলাপ, বিচার-আচার, চিন্তাস্রোত ও কথাবার্ত্তার দ্বারা শ্রীহরি প্রীতি লাভ করেন সাধুগুরুবৈষ্ণবগণও তাহাতেই প্রীতি লাভ করেন। পক্ষান্তরে আমাদের কায়মনোবাক্যের যে যে কার্য্য-কলাপ, বিচার আচার, চিন্তাস্রোত বা কথা-বার্ত্তার দ্বারা শ্রীহরি অসন্তুষ্ট হন, তাহাতে

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। আবার শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আমাদের যে যে কার্য্যে প্রীত হন, শ্রীহরিও তাহাতে প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহাতে অসন্তুষ্ট হন, শ্রীহরিও তাহাতে প্রীতি লাভ করিতে পারেন না। আমাদের আত্মমঙ্গলের জন্য আমাদের প্রতি শ্রীহরির যাহা আদেশ বা উপদেশ, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণেরও সেই আদেশ ও উপদেশ, আবার আমাদের আত্মমঙ্গলের জন্য আমাদের প্রতি শ্রীসাধু গুরু-বৈষ্ণবগণের যে আদেশ বা উপদেশ, শ্রীহরিরও তাহাই অর্থাৎ শ্রীহরি ও সাধুগুরুবৈষ্ণব—এই উভয়ের মধ্যে একের সন্তোষে অপরের সন্তোষ, আবার একের অসন্তোষে অপরের অসন্তোষ হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীগৌরহরি শ্রীনামরূপে, শ্রীধামরূপে, শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহরূপে, গুরুরূপে, সাধুরূপে, ভক্তভাগবতরূপে, গ্রন্থভাগবতরূপে, শ্রীতুলসীরূপে, শ্রীগঙ্গারূপে, শ্রীচরণামৃতরূপে, শ্রীমহাপ্রসাদরূপে, শ্রীমহামহাপ্রসাদরূপে, শ্রীহরিকথারূপে বা শব্দব্রহ্মরূপে এই প্রপঞ্চে নিত্যকাল বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের মত সেবাবিমুখ জীবগণকে সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্য ও জীবাত্মার দ্বারা তাঁহার নাম-গুণ-কীর্ত্তন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তা ও তাঁহার বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া মনুষ্যজীবনের প্রকৃত সার্থকতা-সম্পাদনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এইসব কার্য্যে আমাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন কথা থাকিলে তাহা 'ভক্তি,' 'নামকীর্ত্তন', 'হরিকথা-শ্রবণ', 'হরিভজন' বা 'হরিসেবা' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতে পারে না, তাহা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি, কাম বা ভোগ-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইসমস্ত কার্য্যের প্রত্যেকটি একমাত্র শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবেরই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক। সুতরাং ইহাদের মধ্যে যে কোন একটিতে সত্য সত্যই আমাদের শ্রদ্ধা, রুচি বা অনুরাগ উৎপন্ন হইলে অপরগুলিতেও শ্রদ্ধা, রুচি বা অনুরাগ না হইয়া থাকিতে পারে না।

সেবোন্মুখ কর্ণের কার্য্য—হরিকথা শ্রবণ, আবার সেবোন্মুখ হস্তপদের কার্য্য—সেই হরির মন্দির মার্জ্জন বা হরির ভোগ-সামগ্রী-আহরণ চেষ্টা। কাহারও যদি শ্রীহরিকথা-শ্রবণে রুচি দেখা যায়, আর হরিমন্দির-মার্জ্জনে বা হরির ভোগসামগ্রী রন্ধন বা আহরণে রুচি না দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার কর্ণ, হস্ত-পদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ সেবোন্মুখ হয় নাই। তাঁহার সেই হরিকথা-শ্রবণের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত কোনপ্রকার স্বার্থ বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক কার্য্য আছে। সুতরাং তাঁহার সেই শ্রবণ-কার্য্যটী প্রকৃতপক্ষে ভক্তির অঙ্গবিশেষ নহে। আবার কাহারও যদি হস্তপদাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত সেবাকার্য্যাদিতে রুচি দেখা যায়, কিন্তু হরিনাম-গ্রহণ বা হরিকথা-শ্রবণে রুচি না দেখা যায়, তবে তাঁহারও সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে সেবাকার্য্যাদি হইতেছে না, সেইসব সেবাকার্য্যাদিতে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার ব্যক্তিগত কোনপ্রকার স্বার্থ বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্য আছে, বুঝিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার সেই কার্য্যও সেবা বা ভক্তির মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

কৃষ্ণ আমাদের সকলের পিতা। সুতরাং তদীয় পুত্র আমাদের সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ পিতা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান বা সেবা করা। আমরা যদি সেই পিতার নাম-গুণ-কীর্ত্তনে, তাঁহার কথা আলোচনা বা তাঁহার মাহাত্ম্য-শ্রবণে রুচি প্রদর্শনপূর্ব্বক পিতার আদেশ পালন করি, কিন্তু পিতার আহার্য্য-দ্রব্যাদি পিতাকে প্রদান বা পিতার জন্য সংগ্রহ-কার্য্যে যত্ন প্রদর্শন না করি, পিতার পরিধানের উপযোগী বস্ত্রাদি প্রদান বা পিতার অন্যান্য সেবাকার্য্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করি, পিতার এক আদেশ-পালনে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া অপর আদেশ-পালনে নারাজ হই, তাহা হইলে সর্ব্বক্ষণ যে আমরা পিতার নাম-গুণ কীর্ত্তন করি, পিতার মাহাত্ম্যের কথা আলোচনা ও শ্রবণ করি, কেবল তাহাই দেখিয়া-শুনিয়া কি পিতা তৃপ্তি লাভ করিবেন বা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন? আর ইহাকেই কি পিতৃভক্ত পুত্র বা সৎপুত্র, আমাদের পিতার আনুগত্য বা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও অনুরাগের নিদর্শন বলা যাইবে? ইহা কখনও প্রকৃত পিতৃভক্ত বা সৎপুত্রের লক্ষণ নহে।

গৌড়ীয়-মিশন—শ্রীভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহতুল্য, আর সেই অর্চ্চাবিগ্রহই আবার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম বা তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবরূপে আমাদের নিকট প্রকটিত আছেন। সুতরাং গৌড়ীয়-মিশনের সেবা বা তদন্তর্ভুক্ত যাবতীয় শুদ্ধভক্তিমঠের সেবা আর সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের সেবা, শ্রীল প্রভুপাদের সেবা, শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবা বা তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সেবা—পৃথক্ বস্তু নহে। মিশনের সেবাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের সেবা, আবার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের সেবাই মিশনের সেবা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের ব্যক্তিগত সেবা কিংবা শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে গিয়া যদি আচার্য্যের অভিন্নবিগ্রহ মিশনরূপী আচার্য্যের সেবাকার্য্যে ঔদাসীন্য, শৈথিল্য বা অমনোযোগ প্রদর্শিত হয়—মিশনের সেবার ক্ষতির কারণ হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা প্রকৃতপক্ষে আচার্য্যের ব্যক্তিগত সেবা বা আচার্য্যের নিকট হরিকথা-শ্রবণরূপ সেবা-নামে অভিহিত হইতে পারে না, কারণ, এইপ্রকার কার্য্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের তৃপ্তি-লাভ হয় না। আবার মিশনরূপী অর্চ্চাবিগ্রহের সেবাকার্য্যে রুচি প্রদর্শন করিয়া তদভিন্ন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সেবা বা তাঁহাদের নিকট হইতে হরিকথা-শ্রবণরূপ সেবা-কার্য্যে রুচি প্রদর্শন না করিলে তাহাতেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণ প্রীতি লাভ করেন না।

আমরা যে শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার দর্শন, তাঁহার নাম-জপ, নাম-কীর্ত্তন ও তাঁহার কথা শ্রবণাদি করি, সেই শ্রীহরির অর্চ্চাবিগ্রহরূপী গৌড়ীয়-মিশনের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যাদির সুযোগ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের আরাধ্যবস্তু একই শ্রীহরির বা শ্রীনামপ্রভুর নাম-কীর্ত্তন, নাম-জপ, কথা-শ্রবণ ও সেবাকার্য্যের সৌভাগ্য আমরা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অসীম কৃপায় লাভ করিয়াছি অর্থাৎ একই প্রভু আমাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নপ্রকার সেবাগ্রহণ করিতেছেন। মনের দ্বারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তা, বাক্যের দ্বারা তাঁহার গুণানুবর্ণন, করদ্বয়দ্বারা তাঁহার বিভিন্নপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কার্য্যসম্পাদন, কর্ণদ্বয়দ্বারা তাঁহার কথা-শ্রবণ, চক্ষুর্দ্বয়দ্বারা তাঁহার বা তদভিন্ন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, অঙ্গদ্বারা তদ্ভৃত্যজনগণের গাত্র-স্পর্শ, নাসিকার দ্বারা তদীয় পাদসরোজাঘ্রাণ, রসনার দ্বারা তদীয় শ্রীপাদপদ্মার্পিত তুলসীর আস্বাদন, পাদদ্বয়দ্বারা তদীয় ক্ষেত্রানুগমন, মস্তকের দ্বারা তদীয় চরণে প্রণতিরূপ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সেই নাম-প্রভুই কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করিতেছেন।

এইহেতু নববিধা ভক্তির অঙ্গ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি এবং অর্চ্চন দাস্যাদি-সেবাকার্য্য একই তাৎপর্য্যপর নববিধা ভক্তির এক-একটি অঙ্গ যাজন করিয়াই এক একজন মহাভাগবত বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়াছেন। মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীবিষ্ণুর কথা-শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তৎপাদপদ্মসেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান্ তদ্দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি মহারাজ সর্ব্বস্ব ও আত্ম নিবেদনে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবাসের 'দুঃখী'-নামক দাসী সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য জল বহিয়া আনা, বাসন-পত্র মাজা, বাড়ীঘর রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা প্রভৃতি বিভিন্ন সেবাকার্য্য করিয়াও অনুক্ষণ শ্রীগৌরহরির কথা-শ্রবণ ও গৌরহরির নাম-কীর্ত্তনকারী ভক্তগণের ন্যায় সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের পরম কৃপাভাজন হইয়াছেন। এইরূপ সেবা-কার্য্যের ফলে তিনি শ্রীগৌরপার্ষদরূপে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরসুন্দরের নামকীর্ত্তন, তাঁহার কথা শ্রবণ ও তাঁহার বিভিন্ন প্রকার সেবা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের এইসব সূক্ষ্ম বিচার আমরা জানি না বা বুঝিতে চাহি না বলিয়াই একই প্রভুর ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ও সেবাকার্য্যাদি ভক্ত্যনুষ্ঠানে আমাদের ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হয়। তজ্জন্য সেবাকার্য্যে ও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আমরা সমভাবে শ্রদ্ধাযুক্ত, অনুরাগবিশিষ্ট বা দৃঢ়-নিষ্ঠ হইতে পারি না। এইহেতু সর্ব্বক্ষণ সেবাকার্য্যে ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে নিযুক্ত থাকিলেও কখনও সেবাকার্য্যে, কখনও বা হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমাদের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে হরিভজন বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা হইতে ছুটি লাভ করায়।

অতএব আমরা নিষ্কপটে কেবল আত্মমঙ্গলকামী হইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা, হরিনাম-গ্রহণ ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও আলোচনার সুযোগ-লাভের জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা জানাইব। তাহাতে তাঁহাদের কৃপায় সেবাকার্য্য বা শ্রীহরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে যখন যে ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের সুযোগলাভ ঘটিবে, তাহাই আমাদের আত্ম-মঙ্গলের একমাত্র হেতু—এরূপ বিশ্বাসের সহিত তাহা অবনত মস্তকে স্বীকারপূর্ব্বক পরম উৎসাহ ও যত্নের সহিত সম্পাদন বা অনুশীলনের চেষ্টা করিব। সেবাকার্য্যে ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, দৃঢ়নিষ্ঠা, অনুরাগ ও প্রীতি দর্শন করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ পরম প্রীতি লাভ করিবেন—প্রসন্ন হইবেন—আমাদের প্রতি শুভদৃষ্টি পাত করিবেন। ইহাই আমাদের আত্মমঙ্গল বা ভজন-উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। ইহার কোনপ্রকার ব্যতিক্রমে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ প্রীত হইবেন না এবং তৎফলে আমরা কখনও আত্মমঙ্গল বা ভজন-উন্নতি-লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব না।

সঙ্গের প্রভাব

(শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

এই জগতে আমরা দেখিতে পাই, চেতনমাত্রই সঙ্গ ব্যতীত থাকিতে পারে না। সঙ্গ ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক, বিবেকী পুণ্যবান্ মানুষকেও পাপী প্রভৃতি করিয়া তুলে। সঙ্গের এমনই প্রভাব যে, তাহা রাজচক্রবর্ত্তীকে পথের ভিখারী করিতে পারে, বহু জন্মকাল তপস্যায় নিরত ব্যক্তিকে মহা জড়বিষয়ী করিয়া দেয়। তাহার উদাহরণ শাস্ত্রেও পাওয়া যায়। সৌভরি-ঋষি প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। তিনি বহু বৎসর যাবৎ জলের মধ্যে অবস্থান করত তপস্যা করিয়াও সঙ্গের প্রভাবেই ঘোর বিষয়ী হইয়াছিলেন।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ।" যে কোন প্রাণী নিজ

চার ব্যক্ত করিতে সমর্থই হউক, অথবা অসমর্থই হউক, সঙ্গের প্রভাব অনুভব করিতে পারিবেই পারিবে। মনুষ্য সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সঙ্গের প্রভাবও বেশী অনুভব করিতে পারে।

সাত্বত শাস্ত্র এই সঙ্গকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সৎ ও অসৎ। সদ্বস্তু পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ বলিতে—তাঁ'র শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর—সকলকেই বুঝায়। শ্রীভগবানের সেবায় যাহা নিযুক্ত হয় না, তাহাই অসৎ। সকল নিত্যবস্তুর মধ্যে যিনি পরম নিত্য, সমস্ত চেতন পদার্থের মধ্যে যিনি পরিপূর্ণ চেতন, সদসৎ যাবতীয় বস্তুর পূর্ব্ব হইতেই যিনি বর্ত্তমান—সেই সর্ব্বাদি, সর্ব্ব-কারণ-কারণ, সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরম সত্য বস্তু। তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের প্রীতি-বিধানে যাঁহারা নিযুক্ত, তাঁহারাও সত্য। যে স্থানে নিত্যসেবকগণ নিত্য সেব্যের আনন্দবিধান করিতেছেন, সেই স্থানও সত্য। এই পরম সদ্বস্তুর সংস্পর্শে যিনি বা যাঁহারা যে পরিমাণে আসিবেন, তিনি বা তাঁহারাই সেই পরিমাণে সৎসঙ্গী বা সৎ। যেখানে প্রীতি আছে, সেখানেই সঙ্গ হয়। যেখানে প্রীতি নাই, সেখানে বাহ্যানুষ্ঠান সঙ্গের মত দেখাইলেও তাহা প্রকৃত সঙ্গ নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রীতিটী যখন অসতে হয়, তখনই জীব শোক, ভয় ও মৃত্যুর কবলে নিপতিত হয়, আর সৎ-এ প্রীতি হইলে অশোক, অভয়, অমৃতরাজ্যে—গোলোকে বাস করিতে পারে। প্রীতির লক্ষণ শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব
ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥
(শ্রীউপদেশামৃত)

অর্থাৎ প্রীতি যেখানে আছে, সেখানে দেওয়া, নেওয়া,—হৃদয়ের সকল কথা খুলিয়া বলা ও প্রীতির পাত্রের নিকট হইতে সকল কথা অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা, সুখবিধানার্থ ভোজন করান ও তৎপ্রদত্ত দ্রব্য আদরের সহিত গ্রহণ করা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিবেই। যেখানে তাহা নাই, সেখানে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে,—সঙ্গ অর্থাৎ সম্যক্ অনুগমন বা অনুসরণ হয় নাই—প্রীতি হয় নাই। কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীবের সদ্বস্তুতে প্রীতি সহজে হয় না, অসতে প্রীতিই সহজে হয়। এইজন্যই সমস্ত শাস্ত্রে অসতের, অনিত্য পদার্থের প্রতি প্রীতি বা সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং জীব যাহাতে সৎসঙ্গ করে, তজ্জন্য বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পুরাণ-চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২৬।২৬)

অর্থাৎ দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবে, কেন না, সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারা জীবের সমস্ত ক্লেশের মূল যে ভগবদ্বিমুখতা, তাহা দূর করিয়া অসৎ-সঙ্গে আসক্তিরূপ বন্ধন ছেদন করিয়া জীবকে বাস্তব বস্তু শ্রীভগবানে উন্মুখ করিয়া দেন। জগদ্‌গুরু-আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরহরিও কৃপাপূর্ব্বক এইপ্রকার মহোপদেশ দিয়াছেন।

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥
এত সব ছাড়ি', আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥

আমরা শ্রীগুরু-শ্রীমুখবিগলিত শাস্ত্রবাণীতে জানিতে পারি, জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইতে পারে—যদি ভাগ্যক্রমে তাহার ভক্ত মহাভাগবতের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হয়। 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' এতৎসম্বন্ধে আমরা শ্রবণ করিতে পাই,—"পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ হেতোর্দৈবাৎ যদৃচ্ছয়া বা মহৎসেবা, তয়া বাসুদেবকথারুচিঃ স্যাৎ। কার্য্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শনস্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বত এব সম্পদ্যতে। তৎপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি। তদীয়-স্বাভাবিক-পরস্পর ভগবৎকথায়াং কিমেতে সংকথয়ন্তি তচ্ছৃণোমীতি তদিচ্ছা জায়তে। তচ্ছ্রবণেন চ তস্যাং রুচির্জায়তে।"

কোন কারণ বিনাও লব্ধ যে মহৎসেবা, তাহার দ্বারা শ্রীবাসুদেবকথায় রুচি হয়। কোন সাধারণ অজ্ঞ, কিন্তু অপরাধশূন্য ব্যক্তি যদি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতির কামনা লইয়াও গঙ্গা, যমুনা এবং শ্রীভগবল্লীলাক্ষেত্রে—যে স্থানে প্রেমিক ভক্তগণ ভগবল্লীলা উদ্দীপক বলিয়া প্রায়শঃ বাস করিয়া থাকেন, ভ্রমণকালে মহতের সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। কারণ, যখন সাধুগণ স্বেচ্ছায় পরস্পর ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তৎকালে ঐ ভ্রমণকারী ব্যক্তিগণ মহতের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ ও তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত বাণী শ্রবণরূপা সেবা লাভ করিতে পারেন। তৎফলে তাঁহাদের ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচি উৎপন্ন হয়। শ্রীহরিকথায় রুচিই জীবের নিত্যমঙ্গলের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। মহাভাগবতগণের বৃন্দাবনসদৃশ অপ্রাকৃত হৃদয়ে ভগবান্ সুখে বাস করিয়া থাকেন এবং নিষ্কপট শুশ্রূষু ব্যক্তির হৃদয়ে শব্দব্রহ্মরূপে কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিয়া শ্রবণকারীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনন্ত জন্মের পাপ, পাপ-বাসনা, পাপ-বীজ ও তন্মূল অবিদ্যারূপ অনর্থরাশি সমূলে বিধ্বংস করেন। তখন সেই মহৎকৃপালব্ধ অনর্থনির্ম্মুক্ত ব্যক্তির অন্তরে ও বাহিরে ইষ্টদেবের দর্শন লাভ হয়।

সঙ্গই একদিকে যেরূপ জীবকে স্বর্গ-নরকে ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ আবার অপরদিকে সঙ্গই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি অতিক্রম করাইয়া জ্ঞানসিদ্ধ ও যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণেরও অগম্য ঐশ্বর্য্যপ্রধান ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ, ঐশ্বর্য্য-মিশ্র দ্বারকা, মথুরা প্রভৃতি শ্রীভগবদ্ধামেরও উন্নত শিখরে অবস্থিত কেবল মাধুর্য্যময় ব্রজধামে ভাগ্যবান্ জীবকে অধিকার-ভেদে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিভিন্ন প্রেমসেবায় অধিকার প্রদান করে। সঙ্গের প্রভাব এত বেশী। অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিয়া সৎসঙ্গে শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি ভক্ত্যনুষ্ঠানই সাধন। এইপ্রকার শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা ভক্তিযাজনদ্বারাই ভাব-ভক্তি, পরে প্রেমভক্তি—যাহা জীবের একমাত্র প্রয়োজন, তাহা লাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে আমরা দেখিতে পাই—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু
বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিগণ অজ্ঞানতাবশতঃ যে অসতের বা অনিত্যবস্তুর সঙ্গ করে, তাহা সংসার-বন্ধনের কারণ, সেই সঙ্গই আবার যখন সজ্জনের সহিত কৃত হয়, তখন তাহাই বিমুক্তির কারণ হয়। এই হেতুই সমস্ত শাস্ত্র ও সাধুগণ সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন,—"হে জীব, যদি আত্মমঙ্গল চাও, যদি নিত্যকল্যাণ লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে সৎসঙ্গ কর। তদ্ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(*)::——

কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন হ'লেই লোক জান্‌তে পার্‌বে—'মায়ার কীর্ত্তন কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন নয়, সেবার অনুকূল যেসকল কার্য্য—তাহাই 'ভক্তি', কর্ম্মের সঙ্গে তা' গোলমাল ক'রে ফেলা উচিত নয়। হরি-সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য যেসকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহা মায়ার কথা নহে—হরিকথা।

কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন হ'লে আমাদের সংসারের উন্নতি ক'রবার বুদ্ধি হ'তে—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির প্রাকৃত চেষ্টা হ'তে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হয়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন চন্দ্রিকা হ'তে জীবের মঙ্গল-কুমুদ প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠে। একমাত্র নামকীর্ত্তনকারীরই সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডিত্যে অধিকার আছে, নাম-ভজনকারী ব্যক্তিরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য লাভ হয়। চৈতন্য-বিগ্রহের আনন্দপ্লাবনে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেলে বাহ্য জগতের চতুর্ব্বর্গ স্রোতে বাস্তব নশ্বর সুখ লাভ প্রবৃত্তি হ'তে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়।

মহাপ্রভু শ্রীনাম সাধন-প্রণালীর কথা ব'লে নামকীর্ত্তনকারীর সর্ব্ববিধ কৈতব বা অন্যাভিলাষ বর্জ্জনের কথা জানা'লেন। ভাগবতধর্ম্ম বা 'পরধর্ম্ম' একমাত্র নাম সংকীর্ত্তনমুখেই সাধিত হয়। তা' ছেড়ে অন্য কৈতব ধর্ম্ম। ধর্ম্মার্থকাম বা কর্ম্মফলবাদ এবং মোক্ষ—যা'র জন্য জগতের তথাকথিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শতকরা শতজনই লালায়িত, শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'ল্লেন সেসকল কৈতব বা ছলনা। যাঁ'দের ঐসকলের প্রয়াস আছে, তাঁ'দের মুখে হরিনাম বেরো'বে না। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের জন্য আমরা যেন নামাশ্রয়ের অভিনয় দেখি'য়ে নামের চরণে অপরাধ না করি। ভোগের বা শান্তির প্রার্থনা ক'রে ভগবানের চরণে অপরাধ ক'র্‌তে হ'বে না।

আমরা যদি হরির সত্যি সত্যি সেবক বা কীর্ত্তনকারীর সঙ্গে যোগ দিই, তবে আমাদেরও সংকীর্ত্তন হ'বে। সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণের সম্যক্-কীর্ত্তনকারীর সহিত যে কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন না করি, সে কাল পর্য্যন্ত মায়া আমা-দিগকে নানাপ্রকারে বঞ্চনা ক'রে থাকে। যাঁ'রা শ্রৌতপন্থা আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁ'দের সহিত যদি কীর্ত্তন করি, তবেই হরি-সংকীর্ত্তন হ'বে।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গত ১লা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার ব্রহ্মদেশের টাঙ্গু-জিলার অন্তর্গত জীয়াবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ চিনিকলের কেমিষ্ট শান্তিপুরবাসী বাবু টী এন শ্রীবাস্তবজী মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণের উপাসনা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তি-যাজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও সর্ব্ব-উপাদেয়তা-সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

হাতুয়ায় প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গত ২৫শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হাতুয়ায় ([illegible]) [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] হ'ইয়া কীর্ত্তনাদি [illegible]।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:॰:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

———

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় সৈন্যের হাতে জার্ম্মাণ অফিসার বন্দী

জনৈক জার্ম্মাণ সামরিক অফিসারকে বন্দী করিয়া মধ্যভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর (সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া লাইট হর্স) ল্যান্স (দফাদার) রাম ভজ যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তাহার জন্য সম্প্রতি তাহাকে আই, ও, এম্ (ইণ্ডিয়ান অর্ডার অব মেরিট) পদক দান করা হইয়াছে।

একরাত্রে রাম ভজ ব্রিটিশ পক্ষের অগ্রগামী বাহিনীর ঘাঁটি হইতে এক মাইল দূরে অপর চারজন সঙ্গীসহ শত্রুর গতিবিধি-সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। সহসা তাহাদের ঘাঁটি হইতে প্রায় ৭০ গজ দূরে একটি শত্রু টহলদার বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই দলে ৩০ জন সৈন্য ছিল। কিন্তু রাম ভজ তাহাতে ভয় না পাইয়া টহলদারবাহিনীর নেতাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়ে। লোকটা তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হয়। তখন অবশিষ্টেরা সামান্য কিছু দূরে সরিয়া গিয়া গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। রাম ভজ কিন্তু ইহাতে দমে নাই। সে আগাইয়া গিয়া ধরাশায়ী জার্ম্মাণ অফিসারটিকে বন্দী করিয়া ফেলে এবং শত্রুপক্ষের গোলা বর্ষণের পাল্টা জবাব আরম্ভ করে। অতঃপর সে ও তাহার সঙ্গীরা শত্রুর গোলা-বর্ষণ উপেক্ষা করিয়া বন্দী অফিসারটিকে লইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে এবং সাহায্যের জন্য হাঁক দিতে থাকে। টমি গান এবং হাল্কা মেসিন গানের ভয় দেখাইয়া কৌশলপূর্ব্বক তাহারা নিজ ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হয়। অতঃপর জার্ম্মাণ সৈন্যাধ্যক্ষকে কর্ত্তৃপক্ষের হাতে জিম্মা করিয়া রাম ভজ আবার নিজ ঘাঁটিতে ফিরিয়া যায়।

———

ভারতে যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ বৃদ্ধি

গত নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে বন্দুক এবং রাইফেল ছাড়া এত অধিক পরিমাণ সজীব এবং কর্ডাইট বা ধূমবিহীন বারুদ উৎপাদন করা হইয়াছে যে, ইহা পূর্ব্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। নূতন নূতন প্রকারের সেল, কার্তুজ এবং গুলি তৈয়ারি হইতেছে। ভারী হাউইৎজার কামান এবং বিমান বিধ্বংসী কামানের ব্যবহারের উপযোগী গোলার জন্য আধার তৈয়ারি সম্পর্কেও চেষ্টা চলিতেছে। ইস্পাতের ডাণ্ডা তৈয়ারি করিবার জন্য একটি অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানার একটি নূতন শাখা খোলা হইয়াছে। অতি বিস্ফোরক দ্রব্য, ধূমহীন বারুদ এবং ছোট ছোট বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি প্রস্তুত করিবার জন্য অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানাগুলি প্রসারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিক পরিমাণে জাল নির্ম্মাণের জন্য চারটি নূতন কারখানা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারখানা মালিকেরা ইহাদের জন্য ইমারতের ব্যবস্থা করিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট কলকব্জার খরচ বহন করিবেন। আকাশ হইতে প্যারাসুট-যোগে ট্যাঙ্ক ধ্বংসী রাইফেল হাল্কা আগ্নেয়াস্ত্র এবং বেতার যন্ত্র নিক্ষেপ করিবার জন্য ভারতবর্ষে বিশেষ ধরণের আধার তৈয়ারির ব্যবস্থাও হইতেছে।

———

ব্রহ্ম হইতে চিঠিপত্র

প্রকাশ, ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতীয়গণ যেন খাম বা পোষ্টকার্ডে আত্মীয় স্বজনের নিকট চিঠিপত্র লেখেন। ভারতে ডাক নিয়মিত ভাবে যাইতেছে, কেবলমাত্র তারের আদান প্রদানে বিলম্ব হইতেছে।

———

মার্কিণের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি

গত ১৫ই জানুয়ারী সমর সচিব মিঃ ষ্টীমসন ঘোষণা করেন যে, মার্কিণ বিমান ও সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সৈন্য ও অফিসার সমেত ৩৬ লক্ষ (বর্ত্তমান সংখ্যার দ্বিগুণের অধিক) করার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

নোটীশ

লেবার ডিপার্টমেণ্টের টেক্নিক্যাল ট্রেণিং স্কিম অনুযায়ী নদীয়া জেলা কার্য্য যাহাদিগের দরখাস্ত এ যাবৎ মঞ্জুর করিয়াছেন এবং যাহারা এখনও ন্যাসনাল সার্ভিস ট্রিবিউন্যাল-কর্ত্তৃক কোন নিয়োগ-পত্র পান নাই, তাহাদিগের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, যদি তাহারা বাঙ্গলার বাহিরে বেরার কিংবা মধ্য-প্রদেশে টেক্নিক্যাল ট্রেণিংএর জন্য যাইতে ইচ্ছুক থাকেন, তবে তাহাদিগকে অতি সত্বর কার্য্যে বহাল করা সম্ভাবনা আছে। খাওয়া ও থাকার জন্য সেখানে কোন অসুবিধা হইবে না ; হোষ্টেলে বন্দোবস্ত আছে।

যোগদানেচ্ছুক ব্যক্তিগণ অবিলম্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অফিসে তাহাদের স্বীকৃতি পত্রযোগে কিংবা নিজে আসিয়া যেন জানান।

এম্, ইস্লাম
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, নদীয়া।
কৃষ্ণনগর।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসখীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ১৯ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৭ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২১শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার } ২৫৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ মাধব, হ্রাপু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

— ::•:: —

আজ মাঘী শুক্লপঞ্চমী-তিথি। এই তিথিতে শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসের সহায়কারিণী ভূ-শক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও এই তিথিতে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

হুগলী-জেলার অন্তর্গত ই, আই, আর, লাইনের ত্রিশবিঘা ষ্টেসনের নিকটস্থ সরস্বতী-নদীর তটে অবস্থিত সপ্তগ্রাম এককালে বাংলায় প্রসিদ্ধ বন্দর ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট নগর ছিল। এই নগরের অন্তঃপাতী শ্রীকৃষ্ণপুর-গ্রাম। এই গ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন-নামক জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরদ্বয় বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বররূপে বাস করিতেন। বর্ত্তমানকালে এই স্থানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ একটি মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজিত আছেন। যে গৃহে শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত, তাহারই সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর ভজনাসন বলিয়া একটি নাতি-উচ্চ প্রস্তর-আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিংবদন্তী, এই আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু ভজন করিতেন।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাসের বংশগত উপাধি বিশেষরূপে জানা না গেলেও ইঁহারা যে কায়স্থকুলোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ছিলেন, তাহা জানা যায়। ইঁহাদের রাজপ্রদত্ত উপাধি 'মজুমদার'। ইঁহাদের বাৎসরিক খাজনা-আদায় তদানীন্তন বারলক্ষ মুদ্রা ছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জাগতিক জাতি-কুলের নিরর্থকতা ও বৈষ্ণবের আবির্ভাবের সহিত শৌক্র বা যৌনসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা জানাইবার জন্য যে হিরণ্য-গোবর্দ্ধন দাসকে 'বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া', 'শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়' প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাঁহাদেরই গৃহে বিষয়বৈরাগ্যের আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি বৈষ্ণবাচার্য্য-সম্রাট্ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় হিরণ্য মজুমদারের কনিষ্ঠ সহোদর গোবর্দ্ধন মজুমদারের গৃহে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব হয়। কাহারও কাহারও মতে রঘুনাথের আবির্ভাব-কাল ১৪১৮ শকাব্দা, প্রকটস্থিতি ৭৬ বৎসর, বৃন্দাবন বাস ৪১ বৎসর, গৃহে স্থিতি ১৯ বৎসর, নীলাচলে বাস ৮ বৎসর এবং অন্তর্ধান-কাল ১৫০৪ শকাব্দা। (শ্রীসজ্জনতোষণী —২য় খণ্ড, ২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

কায়স্থ ও বিষয়ী গোবর্দ্ধনের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রভুবর দাস গোস্বামী শ্রীরঘুনাথকে কায়স্থ বা কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণাদি জাতিসমূহের অন্তর্গত মনে করিলে স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে 'পূর্ব্বাদেবের পুত্র' বা শ্রীনৃসিংহদেবকে 'স্তম্ভপুত্র' কিংবা শ্রীবরাহদেবকে 'ব্রহ্মনাসাক্ষ-পুত্র,' 'জল-পুত্র' ও 'শূকরজাতি' বিচার করিবার ভ্রমে পতিত হইতে হয়। ঐরূপ মহাভ্রান্ত বিচারকে শাস্ত্র ভীষণাদপি ভীষণ অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। যাঁহার বাপ-জেঠা 'বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া,' তিনিই আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে আচার্য্য শিরোমণি —নিখিল ব্রাহ্মণকুলের উপদেষ্টা। ইহা হইতেই জানা যায়, মহাপ্রভু শৌক্র বা যৌন বিচার অবলম্বন করেন নাই, তিনি বৃত্তবিচার অবলম্বন করিয়াছেন— 'বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া' প্রভৃতিকে 'গোস্বামী' বলেন নাই অথবা গোস্বামীর শৌক্র (?)-পুত্রকে 'গোস্বামী' বলেন নাই। তিনি রঘুনাথে কায়স্থবুদ্ধিরও আদর্শ প্রদর্শন করিলে রঘুনাথকে নিখিল ব্রাহ্মণগণের গুরু, আচার্য্য বা উপদেষ্টা-স্বরূপ 'গোস্বামি'-পদে অভিষিক্ত করিতেন না।

বালক শ্রীরঘুনাথ বাল্যকালে ঠাকুর শ্রীহরিদাসের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয়া ঠাকুরের কৃপাভাজন হইলেন। নিত্যসিদ্ধ গৌরজন রঘুনাথ যে মুহূর্ত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম শুনিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই গৌরাঙ্গ-চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথের এই আত্ম-সমর্পণ নূতন বা সর্ব্বপ্রথম নহে, তিনি নিত্য-কালই গৌরাঙ্গ-চরণে প্রণত। গৌরাঙ্গের নিত্য ভৌমলীলায় জগজ্জীবকে গৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ শিক্ষা দিবার জন্য নিত্যকাল তিনি এইপ্রকার আত্মসমর্পণ-লীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। যেদিন হইতে রঘুনাথ মহাপ্রভুর কথা শুনিলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার অনুরাগানল তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গৃহ, দ্বার, হস্তী, অশ্ব, রথ, নিখিল ঐশ্বর্য্য, অধ্যয়ন—সকলই তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিল। তখন নীলাচলে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা-প্রকাশকারী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে উন্মত্ত হইয়া রঘুনাথ নীলাদ্রি যাইবার জন্য কয়েকবার পলায়নের চেষ্টা করিলেন। গোবর্দ্ধন মজুমদারও বারবার রঘুনাথকে পথ হইতে বাঁধিয়া আনিয়া গৃহে রাখিলেন ও যাহাতে রঘুনাথ আর পলাইতে না পারেন, তজ্জন্য পুত্র রঘুনাথের নিকট ৫জন প্রহরী এবং তাঁহার সেবাদি করিবার জন্য ৪ জন সেবক ও ২ জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন।

রঘুনাথ নিত্যসিদ্ধ বৈরাগ্যধর্ম্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বহির্ম্মুখ সংসারে উদাসীনতা ও মহাভাগবত বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণাদিতে অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া বিষয়াসক্ত মাতা-পিতা একমাত্র সন্তান ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী অধিকারী রঘুনাথকে সংসার-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিবার আশায় একটি পরম রূপলাবণ্যবতী অপ্সরাতুল্যা সুলক্ষণা কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন। উত্তম বসন ভূষণ-স্রক্‌চন্দনাদি যেরূপ ক্ষুধানল-সন্তপ্ত পুরুষকে তৃপ্তিদানে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাতুল্যা ভার্য্যা প্রভৃতিও বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্যানলে অনুক্ষণ দগ্ধচিত্ত রঘুনাথের তৃপ্তি আনিতে পারিল না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে আসিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া বিরহব্যাকুল রঘুনাথ পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। মহাপ্রভুও রঘুনাথকে পদরজঃ প্রদানপূর্ব্বক কৃপা করিলেন। রঘুনাথ শান্তিপুরে মহাপ্রভুর পাদ-সমীপে সপ্তদিবসকাল অবস্থান করিয়া অহোরাত্র নিজ মনোব্যথা প্রভুর চরণে জানাইয়া বলিলেন,—"প্রভো, আমি কেমন করিয়া বিষয়ী পিতার নিযুক্ত প্রহরিগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইব? পরন্তু, কেমন করিয়া নীলাচলে আপনার পাদপদ্ম-সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারিব?" সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভু —নিত্যসিদ্ধ প্রভুকুলের প্রভু মহাপ্রভু জানিতেন যে, নিত্যসিদ্ধ প্রভু রঘুনাথ—তাঁহার নিত্য-কিঙ্কর রঘুনাথ কৃষ্ণবিরহে —বিপ্রলম্ভব্যাধিতে নিত্য অভিষিক্ত, তথাপি জগতে অনুক-

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অস্থির, কৃত্রিম, কল্প, অস্থায়ী, খণ্ড, লোক-দেখান তথাকথিত বৈরাগ্য-প্রদর্শনের বিকট ও ব্যর্থ আড়ম্বর হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিত্যসিদ্ধ যুক্তবৈরাগ্যবান্, বৈরাগ্যবপু রঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

মহাপ্রভুর এই উপদেশ-রত্নটি সাধনযানের যাত্রিগণের পক্ষে সংসার-সাগরের মধ্যস্থিত মহাসতর্কালোক স্তম্ভস্বরূপ। যাঁহারা সত্য-সত্যই সাধনরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই উপদেশের প্রত্যবর্ণের গুরুত্ব কত অধিক, তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ফলকে মহাপ্রভুর এই কয়টি কথা আদর্শ ও নীতিবাক্যরূপে হীরক-অক্ষিত করিয়া রাখা উচিত। এই উপদেশ-বাক্য হইতে একটুকু বিচলিত হইলেই হয় 'ভোগী', না হয় 'ফল্গুত্যাগী' অথবা 'প্রাকৃত সহজিয়া' হইয়া পড়িতে হইবে। মহাপ্রভু রঘুনাথকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, 'প্রভু যখন বৃন্দাবন দর্শনপূর্ব্বক নীলাচলে আসিয়া অবস্থান করিবেন সেই সময় রঘুনাথ কোন ছলে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকট অবস্থান করিতে পারিবেন। কৃষ্ণের সেবার জন্য যাঁহার নিষ্কপট আর্ত্তি, প্রাণের আকুলতা, তাঁহাকে কেহ রাখিতে পারে না, তাঁহার জন্য কৃষ্ণই সকল সুযোগ করিয়া দেন। যাঁহাদের কৃষ্ণভজনের প্রকৃত আর্ত্তি নাই, লোক-দেখান অভিনয়-মাত্র আছে, কৃষ্ণমায়া তাহাদিগকেই বঞ্চনা করেন।' ইহা বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথকে বিদায় দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন জানিয়া রঘুনাথ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইবার জন্য গৃহ হইতে পুনঃ পুনঃ পলাইয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে গোবর্দ্ধনপত্নী পুত্রকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পতির নিকট জানাইলেন। গোবর্দ্ধনদাস পুত্রের প্রেমোন্মাদ জানিতে পারিয়া পত্নীকে বলিলেন,—

"ইন্দ্রসম—ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী—অপ্সরা-সম।
এসব বাঁধিতে নারিলেক যাঁ'র মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁ'রে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে।
চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে?"

এইরূপে প্রভুপ্রেমে আত্মহারা রঘুনাথ প্রভুচরণ-লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশস্তপথ ছাড়িয়া উপ-পথ ও বিভিন্ন কুগ্রামের মধ্য দিয়া নীলাচলাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সারাদিন উপবাসী—ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ নাই, রৌদ্রবৃষ্টি জ্ঞান নাই, রঘুনাথ নিরন্তর চলিতেছেন—সমস্ত চিত্ত চৈতন্যচরণপ্রাপ্তির জন্য তৃষ্ণাতুর। পথে রঘুনাথ কোনদিন কিছু চর্ব্বণ করিয়া থাকেন, কোনদিন বা সারাদিন উপবাসের পর কিছু দুগ্ধ পান করেন, কোন দিন বা কোন অতিথিবৎসল, করুণহৃদয় সুকৃতিশালী মহাত্মার অনুরোধে কিছু রন্ধন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, এইভাবে দ্বাদশদিনে রঘুনাথ শ্রীপুরুষোত্তমে উপনীত হইলেন। পথে রঘুনাথের তিন দিন মাত্র অন্নভোজন হইয়াছিল।

রঘুনাথ নীলাচলে উপস্থিত হইয়া দেখেন, তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। রঘুনাথ দূরে থাকিয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, মহাপ্রভুও আনন্দিত হইয়া রঘুনাথকে নিকটে ডাকিলেন। রঘুনাথ তাঁহার ক্ষুধার অন্ন—পিপাসার জল—জীবনের জীবাতুস্বরূপ প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। প্রভু উঠিয়া রঘুনাথকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। রঘুনাথ ক্রমে ক্রমে স্বরূপাদি ভক্তগণের চরণ বন্দন করিলে সকলেই প্রীতির সহিত রঘুনাথকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। নিত্যসিদ্ধ নিজ-জন রঘুনাথের গৃহত্যাগ উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভু অনর্থযুক্ত ভক্তিসাধককে শিক্ষা দান করিলেন,—"প্রভু কহে,—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে। তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥" এদিকে ঐকান্তিক গৌরকৃষ্ণৈকনিষ্ঠ রঘুনাথ মনে মনে ভাবিলেন,—"* * কৃষ্ণ নাহি জানি। তব কৃপা কাড়িল আমা,—এই আমি মানি॥"

মহাপ্রভু রঘুনাথকে দেখিয়া ভক্তগণের নিকট হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের চরিত্র সম্বন্ধে বলিলেন যে, যদিও হিরণ্য-গোবর্দ্ধন ব্রাহ্মণে যথেষ্ট শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ব্রাহ্মণের প্রতি প্রচুর বদান্য, তথাপি ঐরূপ দেহাত্মবুদ্ধিপ্রসূত অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্র অথচ অপ্রাতিকূল্য বিষ্ণুবৈষ্ণব-আনুগত্যাভাস বা লৌকিকী শ্রদ্ধা শুদ্ধভক্তি নহে। উহা কনিষ্ঠাধিকার-মাত্র—

"যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে, ব্রাহ্মণের সহায়।
'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে, 'বৈষ্ণবের প্রায়'॥"
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যা'তে হয় ভববন্ধ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা'।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥"

যে মহাপ্রভু একদিন তপনমিশ্র-নন্দন শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে "বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য, ১৩।১১৩)—এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আজ তিনিই আবার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর ব্রাহ্মণ-সহায় পিতা-মাতা ও সুশীলা ভার্য্যা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণানুসন্ধানের আদর্শকে কৃষ্ণকৃপার মহিমা বলিয়া স্থাপন করিলেন কেন? পুত্রের কাছে তাহার সম্মাননীয়, পূজনীয় পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে 'বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া' বলা প্রাকৃত নীতিবাদীর চক্ষে অতি গর্হিত, কিন্তু মহাপ্রভু এ আদর্শ দেখাইলেন কেন? আর পতিপ্রাণা-ভার্য্যার প্রাণে নিরতিশয় কষ্ট প্রদান করিয়া রঘুনাথের গৃহত্যাগকেই বা মহাপ্রভু অনুমোদন করিলেন কেন?

মহাপ্রভু তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্ত রঘুনাথের দ্বারা আমাদের ন্যায় অনর্থগ্রস্ত জীবকে বহু বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা মাতা-পিতার সদাচার, দেব-দ্বিজে ভক্তি, দান-ধ্যান, পূর্ব্বকর্ম্ম প্রভৃতির দোহাই দিয়া বিষয়াসক্ত মাতাপিতার সেবার ছলে বিষয়ভোগকেই 'কৃষ্ণসেবা' বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোক-বঞ্চনা করিতে চাহেন, অথবা ভার্য্যার কামে মুগ্ধ হইয়া ভার্য্যার ভক্তির কল্পনা করেন এবং ঐরূপ কল্পিতা ও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী মিছা ভক্তিতে ভার্য্যাকে অবস্থিত করিয়া ভার্য্যার অনুগত হইয়া পড়েন, সেইসকল অনর্থযুক্ত কপট ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্যই নিত্যসিদ্ধ নিজ-জন রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর এইসকল উপদেশ।

রঘুনাথ ভট্টকে বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর উপদেশ প্রদান—বিষয়াসক্ত, অন্যাভিলাষযুক্ত বা বৈষ্ণবপ্রায় মাতাপিতার সেবাশিক্ষা প্রচার নহে। তপন-মিশ্র মহাপ্রভুর একান্ত দাস ছিলেন। তিনি মহাভাগবত, তপনমিশ্রের সহধর্ম্মিণীও মহাপ্রভুতে ঐকান্তিক ভক্তিবিশিষ্টা ছিলেন; মহাপ্রভুর কাশীতে অবস্থানকালে তাঁহারা উভয়েই সর্ব্বপ্রযত্নে মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিত্যকাল মহাপ্রভুর সেবা করেন। তাঁহারা শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভুবরের মাতা-পিতৃনামধারিগণের ন্যায় পুত্রে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, বিষয়াসক্ত বা 'বৈষ্ণবের প্রায়' নহেন। তপন-মিশ্র সপরিবারে মহাপ্রভুর নিত্যভক্ত—মহাভাগবত। সুতরাং শ্রীরঘুনাথ ভট্টের প্রতি মাতাপিতার সেবার জন্য আদেশ—গৌরভক্ত, মহাভাগবত বৈষ্ণবসেবার ফলে গৌরচরণসেবা লাভের আদর্শই জগতে স্থাপন। মহাপ্রভু ফলের দ্বারাই কারণ জানাইয়াছেন

বহির্ম্মুখ বা ছলভক্ত জগতে ভক্তাভাস মাতাপিতার সেবার নামে বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তির অনুশীলন-ফলে—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥" প্রভৃতি লৌকিক নীতিবাক্যের আচরণ ফলে স্বর্গাদি পুণ্যময় অনিত্য কুবিষয় ভোগ লাভ করিতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে সেরূপ শিক্ষা দেন নাই—রঘুনাথ ভট্টের দ্বারা মাতাপিতার সেবা ফলে অধিকতর বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। মহাপ্রভু রঘুনাথভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং মাতাপিতার শ্রীধামপ্রাপ্তির পর বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভুর আদর্শদ্বারা মহাপ্রভু অভক্তি-নীতিবাদিগণকে জানাইলেন,—

"'কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে নিজ দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেই দিন হইতে শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভু 'স্বরূপের রঘু' বলিয়া খ্যাত হইলেন। একদিন রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে তাঁহার কর্ত্তব্য কি জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাগানুগা ভক্তিযাজীর আচার উপদেশমুখে কহিলেন,—

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে,
গ্রাম্যবার্ত্তা না বলিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানি মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

প্রভুর শ্রীমুখ হইতে রঘুনাথ এই উপদেশামৃত কর্ণাঞ্জলিপুটে পান করিলেন এবং হৃৎস্বর্ণসম্পুটে ধারণপূর্ব্বক মহাপ্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে কৃপালিঙ্গন-পূর্ব্বক পুনরায় শ্রীল স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলে রঘুনাথ শ্রীল স্বরূপের আনুগত্যে একান্তভাবে শ্রীগৌরকৃষ্ণ-সেবা করিতে লাগিলেন।

আর একদিন মহাপ্রভু রঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া সাধক বা আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবকে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস-নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা—দোঁহার মলিন হয় মন॥"

মহাপ্রভু রঘুনাথকে শিলারূপী শ্রীগিরিধারী-বিগ্রহ ও মালারূপিণী শ্রীগান্ধর্ব্বা প্রদান করিয়া বলিলেন,—"রঘুনাথ, এই গোবর্দ্ধন-শিলা সাক্ষাৎ কৃষ্ণবিগ্রহ, তুমি পরম আদরের সহিত ইঁহার সেবা কর।" সেবার প্রণালী-সম্বন্ধে জানাইলেন,—

"এক কুঁজা জল, আর তুলসী-মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই—শুদ্ধভাবে করি'॥
দুইদিকে দুইপত্র, মধ্যে কোমল-মঞ্জরী।
এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'॥"

রঘুনাথ স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে প্রদত্ত শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী পাইয়া প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া ভাবসেবা করিতে লাগিলেন—সেবাকালে তিনি শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলাকে সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন।

নিখিল ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকুলের গুরু, নিজ-শ্রেষ্ঠ মহাভাগবতবর রঘুনাথকে মহাপ্রভু কনিষ্ঠাধিকারোচিত অর্চ্চন প্রদান করেন নাই, পরন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবসেবা প্রদান করিয়াছিলেন,—"এই শিলায় কর

তুমি সাত্ত্বিক সেবন। অচিরাৎ পা'বে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন॥" গুণার্ণবমিশ্রের শালগ্রামবিষ্ণু-অর্চ্চন, আর রঘুনাথের পরমশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন-গিরিধারীর ও গুঞ্জামালারূপিণী শ্রীয় ঈশ্বরী গান্ধর্ব্বা'র ভাবসেবা—এক নহে। গুণার্ণব-মিশ্র প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট, শুদ্ধবৈষ্ণব নহেন। গুণার্ণব-মিশ্রের শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি অথবা শ্রীশালগ্রামকে ভূমিজাত বস্তুজ্ঞানেই তাহাতে লৌকিকী পূজাবুদ্ধিমাত্র ছিল, কিন্তু মহাভাগবত রঘুনাথ ভাবসেবা করিতে করিতে,—

"পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
প্রভুর স্বহস্ত দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা।
এই 'চিন্তি' রঘুনাথ প্রেমে ভাসি' গেলা॥
জলতুলসীর সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শ উপচার-পূজায় তত সুখ নয়॥
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য-বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ॥"

—এইরূপে রঘুনাথ মহাপ্রভুর সেবিত গোবর্দ্ধন-গুঞ্জামালা—রাগময়ী সেবার চিল্লীলা-মিথুনবিগ্রহের ভাব-সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিলেন।

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু বৈরাগ্য-যুগ-ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিত্য অভিষিক্ত—বৈরাগ্য-বিপ্রলম্ভশ্রীতে নিত্য বিভাবিত। তাঁহার বৈরাগ্য অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠা। তাঁহার বৈরাগ্যবিচার তিনি স্বরচিত 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলি'তে এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥"

অর্থাৎ হে বরোরু, মুদীশ্বরী গান্ধার্ব্বিকে, আমি এতদিন আশা-প্রাচুর্য্যের অমৃতসিন্ধুতে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিলাম, ইহা নিশ্চয় জানিও। এখনও তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ পোড়া প্রাণ, ব্রজবাস এবং অধিক কি, বকশত্রু শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই।

এরূপ বৈরাগ্যবিবেক নৃলোকে হয় না। বায়ু-ভক্ষণকারী বিজিতনিদ্র যোগি-তপস্বিগণ অনাহারে অনিদ্রায় যুগ-যুগান্তর কাটাইলেও তাহার সহিত বিপ্রলম্ভ-বপু রঘুনাথের অনুক্ষণ এইপ্রকার কৃষ্ণভজন-আদর্শের কোটাংশের একাংশেরও তুলনা হইতে পারে না। শ্রীল রঘুনাথের বৈরাগ্য—অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠা। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁ'র অদ্ভুত-কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা-কানি, কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি' যে-বা করেন ভক্ষণ।
তাঁহা খাএল আপনারে করে নির্বেদন॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীয় প্রভু রঘুনাথের বৃন্দাবনীয় দৈনিক কৃত্য সরল,-মধুর ছন্দে এইরূপ গাহিয়াছেন,—

"অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষনাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥
রাত্রি-দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন-সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধসপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিনে॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রূপ-রঘুনাথ প্রভু যে আমার॥"

(চৈঃ চঃ অ ১০।৯৮-১০৩)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব

প্রশ্ন—শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল কি প্রণালীতে হয়?

উত্তর—গৌরাঙ্গের যুগল দুইপ্রকার—অর্চ্চন-মার্গে একপ্রকার ও ভজনমার্গে অন্যপ্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন, আর ভজনমার্গে—শ্রীগৌর-গদাধর।

প্রঃ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরাঙ্গের কোন্ শক্তি?

উঃ—ভক্তগণ সাধারণতঃ তাঁহাকে 'ভূ-শক্তি' বলিয়া জানেন, তত্ত্বতঃ তিনি হ্লাদিনীর সার সমবেত সম্বিৎশক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী—শ্রীগৌরাবতারের শ্রীনামপ্রচারের সহায়স্বরূপে উদিতা হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধামের নয়টি দ্বীপ যেরূপ নববিধা ভক্তিস্বরূপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীও তদ্রূপ নববিধা ভক্তি-স্বরূপা।

প্রঃ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কি লক্ষ্মী? না—শ্রীমতীর অংশ?

উ.—শ্রীগৌর বিশ্বম্ভর লীলায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অংশাবতাররূপে মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তিস্বরূপিণী হইয়া শ্রীবার্ষভানবীর (শ্রীমতী রাধারাণীর) আনুগত্যে শ্রীরাধাভাববিভাবিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিপ্রলম্ভ-লীলার পুষ্টিকারিণী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলায় বাধাপ্রদান-জনিত সম্ভোগময়ী কোন ধারণার লেশমাত্র তথায় নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি অতি ভক্তি দেখাইতে গিয়া যাহারা তাঁহাকে নীলাচলে কাশীমিশ্র-ভবনস্থ গম্ভীরার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—উভয়েরই শ্রীপাদপদ্মে মহাপরাধী—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী, রসাভাস দুষ্ট, অত্যন্ত নিন্দনীয় প্রাকৃত-সহজিয়া।

শ্রীগৌর-নারায়ণ ও শ্রীগৌরবিশ্বম্ভর বস্তুতঃ এক অদ্বয়জ্ঞান হইলেও উভয় প্রাকট্যের মধ্যে লীলাগত বৈশিষ্ট্য আছে,—লীলার পৃথক্ প্রকোষ্ঠও আছে। তাঁহাদের সেই লীলা বৈশিষ্ট্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার মূর্খতা ও ধৃষ্টতা সম্পূর্ণরূপে গর্হণীয়।

প্রঃ—শ্রীসত্যভামাই কি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী?

উঃ—কেহ কেহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বহুবল্লভ দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী বাম্যস্বভাববিশিষ্টা শ্রীসত্যভামা বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু তাঁহাতে বৈশিষ্ট্য এই যে পুরমহিষী শ্রীশ্রীরুক্মিণী-সত্যভামার গর্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঔরসজাত সন্তানের আবির্ভাব হইয়াছিল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্বন্ধে তাদৃশ কোন লীলার প্রাকট্য না থাকায় তিনি মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌরনারায়ণের লীলার লক্ষ্মীস্বরূপেই বিচার্য্য হইয়া থাকেন। শ্রীগৌর-নারায়ণের লীলায় পূর্ব্বের ন্যায় বহুবল্লভত্ব দৃষ্ট হয় না।

প্রঃ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীরাধাতত্ত্বে পার্থক্য কি?

উঃ—'শ্রীচৈতন্যভাগবত'কার (চৈঃ ভাঃ-আদি, ১০।৪৮) ও 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'কার (৪৩ সংখ্যায়) শ্রীবল্লভাচার্য্যকে একাধারে জনক ও ভীষ্মক এবং তাঁহার কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকে জানকী ও রুক্মিণীর একত্র-স্বরূপে লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আবার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি ১৫।৫২) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীরুক্মিণীরূপেও বর্ণিতা আছেন, যথা—"যেন কৃষ্ণে, রুক্মিণীতে অন্যোন্য উচিত। সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া, নিমাঞি পণ্ডিত॥"

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীসনাতন মিশ্রকে কৃষ্ণলীলার সত্রাজিৎ নৃপরূপে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে জগন্মাতা ভূ স্বরূপিণী সত্যভামাস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সত্যভামা ও রুক্মিণী শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর অবতার হওয়ায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও শ্রীবার্ষভানবীর অবতার বলা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে অংশিনী রাধা বলিয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াকে যাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলিতে চাহেন, তাঁহারা উভয় লীলার বৈশিষ্ট্য-ধ্বংস-প্রয়াস-হেতু উভয় স্থলেই ঘোরতর অপরাধী হন। শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের নাগরত্ব কোথাও নাই।

"অতএব যত মহামহিম-সকলে।
গৌরাঙ্গ-নাগর, হেন স্তব নাহি বলে।"

—ইহাই শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরের শ্রীমুখের কথা।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ প্রসঙ্গে যে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তঃপুরে সম্ভোগের বর্ণন করিয়াছেন, বলিয়া কথিত হয়, তাহাতেও শ্রীলক্ষ্মী-গৌর-নারায়ণ লীলাবৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইবার কোন কথা নাই। শ্রীনরেশ্বর পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে 'শ্রীরাধা' বলিয়াছেন বলিয়া একটি কথা গৌরনাগরী-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। শুদ্ধগৌরভক্তগণ জানেন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদ্বারা কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলা ও সন্ন্যাসলীলার বৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইতে পারে না। অংশিনী শ্রীরাধারই বিষ্ণুপ্রিয়ারূপ অংশাবতার, ইহাকে তিনি শ্রীরাধা ব্যতীত আর কে? কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার সহিত শ্রীরাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণচন্দ্রের বিপ্রলম্ভলীলার ও শ্রীগৌরনারায়ণ লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলার চিন্ময় বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য নিত্য বিদ্যমান।

প্রঃ—বিষ্ণুপ্রিয়া কি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন?

উঃ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি সকলেই আচার্য্য—শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নবিগ্রহ—স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরই। তবে বৈশিষ্ট্য এই যে—শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্য হইলেও আচার্য্যগণের প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতাদির (প্রভুতত্ত্ব হইয়াও) সর্ব্বক্ষণ 'দাস'-অভিমান প্রবল। শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের প্রেমভক্তি স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপায় লেশমাত্র লাভ হইলে জীব ধন্যাতিধন্য হয়, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে জীবের নামভজননিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলায় নামভজন-শিক্ষাদাত্রী আদর্শ আচার্য্যা। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুর যখন নীলাচলে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান লীলার অব্যবহিত পরে শ্রীগদাধর গোস্বামী প্রভুর দর্শন পাইয়া তাঁহার আদেশে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন, তখন শ্রীল আচার্য্য ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ও বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীঈশান প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন। 'ভক্তি-রত্নাকর' (৪র্থ তরঙ্গ) ও 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থে এইসকল ঘটনা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তণ্ডুলে সংখ্যা রাখিয়া নাম করিতেন। (অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর উচ্চারণান্তে একটি তণ্ডুল রক্ষণ করিতেন। দুইটি নূতন মৃৎপাত্রের একটি শূন্য, অপরটিতে তণ্ডুল থাকিত।) যে কয়টি তণ্ডুল হইত, তাহা তিনি রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া, তাহার কিয়দংশ মাত্র প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। প্রসাদগ্রহণকালেও বিপ্রলম্ভের সহিত নাম গ্রহণ করিতেন। এইরূপে তাঁহার দিবারাত্র নামভজনে অতিবাহিত হইত।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'খেতরী'তে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় 'প্রিয়া'-সহ ছয়বিগ্রহ (গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত, রাধারমণ) স্থাপনের কথা 'ভক্তি-রত্নাকর' (১০ম ও ১২শ তরঙ্গ), 'প্রেমবিলাস' (১৯শ বিলাস), নরোত্তম বিলাস' (৬ষ্ঠ বিলাস) প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আজ্ঞাক্রমে শ্রীরঘুনন্দন-নন্দন

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীল ঠাকুর কানাই শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তির বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবা প্রকট করেন বলিয়াও শুনা যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৯ই চৈত্র, (ইং ১৮৯৪, ২১শে মার্চ্চ) বুধবার ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকট করেন।

প্রঃ—শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ?

উঃ—শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া-গমনের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরম ঐশ্বর্য্যপর অধোক্ষজ নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য লীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণস্বরূপই প্রকাশ করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্যলীলাকে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণ-লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে বল্লভাচার্য্য, সেই বল্লভাচার্য্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী - এই দুই একত্রে মিলিয়া লক্ষ্মীনাম্নী তাঁহার এক কন্যা হন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-স্বরূপ প্রকাশিত হইবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীগৌরনারায়ণের সেবিকা-রূপে বিরাজিতা ছিলেন, ক্রমে সেই প্রেম-ভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

তত্ত্ববিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী—ভূ-শক্তি-স্বরূপিণী। 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশে' শ্রীকবিকর্ণ-পুর লিখিয়াছেন যে, পুরাকালে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনি গৌরাবতারে রাজপণ্ডিত সনাতন-নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভূ-শক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটকে শ্রীকবি-কর্ণপূর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির সহায়তাকারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু, সুতরাং তৎসুখাৎসন্যা-বিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একজন ভক্তা বা সহচরী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদি-লীলায় অর্থাৎ গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে।"

প্রঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য কি ?

উঃ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাক্ষাৎ প্রেম-ভক্তিস্বরূপিণী। তাঁহার কৃপা ব্যতীত প্রেম-ভক্তি লাভ হয় না। শ্রীগৌর নারায়ণ-লীলায় তিনি গৌরনারায়ণের ভূ-শক্তি-স্বরূপিণী। গৌরনারায়ণে তাঁহার মর্য্যাদা-বুদ্ধি, তথায় দাস্যভাবই প্রবল—অপ্রাকৃত বৈধপত্নী-ভাব। প্রাকৃত পতি-পত্নীভাবের কোন কথা সেখানে নাই। তিনি শ্রীগৌর-গৃহের গৃহিণী। তাঁহার আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই জীবের প্রাকৃত স্ত্রী-পুং-বিচারজনিত জড়ীয় ভোগ্য-ভোক্তৃ প্রধান সংসার দূরীভূত হইয়া শ্রীগৌরগৃহে প্রবেশা-ধিকার হয় এবং তথায় শ্রীনামহট্টের সম্মার্জ্জনীরূপে সেবালাভের আকাঙ্ক্ষা চিত্তে উদিত হইয়া থাকে।

বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির সহায়কারিণী বিপ্রলম্ভ-রসপরিপোষণকারিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর উপদেশ করিয়া-ছিলেন,—"তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা, মিছা শোক না করিহ মনে। এ তোরে কহিনু কথা, দূর কর আন চিন্তা, মন দেহ কৃষ্ণের চরণে॥" (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল) জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এই উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়া বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপান্বেষণ চেষ্টায় এইরূপ অনুসরণ করিয়াছেন,—

"কদাচিৎ নিদ্রা [illegible] শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ, সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়॥
তাঁহারই কিঞ্চিন্মাত্র করেন ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে, কেনে রাখয়ে জীবন॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর — ৪র্থ তরঙ্গ)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্য করিতে হইলে এইরূপ বিপ্রলম্ভভাবের অনুসরণ করিয়া নিষ্কপটে হরিভজন করিতে হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী-প্রদর্শিত ভজনাদর্শ-অনুসরণে নিষ্কপট দৃঢ়তার উদয় হইলে আমরা শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌরজনসঙ্গে শ্রীগৌরস্মরণ-মহোৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকটিত সংকীর্ত্তনরাস-স্থলীর সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান-পূর্ব্বক তৎসন্নিহিত-প্রদেশে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-প্রকটিত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের নিয়ামক শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মে সেবকানু-সেবক হইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভাবসর লাভ করিব। শুদ্ধভক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী দীনাতিদীন আমাদের প্রতি তাঁহার অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রদান করুন—অদ্যকার শুভবাসরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যুক্তকরে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিবিধ-সংবাদ

বিমান-আক্রমণ-সঙ্কেত

সাইরেণ ও বংশী-ধ্বনির সাহায্যে জন-সাধারণকে বিপদের আশঙ্কা জ্ঞাপন করা হইবে। ওয়ার্ডেন, পাহারাদার ইত্যাদি স্ব-স্ব উপ-অঞ্চলে হুইসেল ধ্বনি করিবেন। বিমান-আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য দুই মিনিট কাল স্থায়ী সঙ্কেতজ্ঞাপক শব্দ করা হইবে। শব্দের উঠা-নামা হইবে। প্রত্যেকটা স্বর ৩ হইতে ৮ সেকেণ্ড স্থায়ী হইবে অথবা ৩ সেকেণ্ড পর পর ৫ সেকেণ্ড অবিরাম ধ্বনি করা হইবে। অনেক ক্ষেত্রে সঙ্কেতধ্বনি পরিষ্কারভাবে শোনা যাইবে না বলিয়া দৃশ্যমান সঙ্কেত ব্যবহৃত হইবে, যথা উভয় হাত মাথার উপরের দিকে তুলিয়া নাড়াচাড়া করা হইবে।

আগুনে বোমার আক্রমণের সময় হুইসেল পর পর শব্দ করা হইবে।

আক্রমণকারীদের প্রস্থানে একটা স্থির মাত্রায় দুই মিনিট কাল স্থায়ী অবিরাম সঙ্কেত-জ্ঞাপক ধ্বনি ও ৫ সেকেণ্ড পর পর হুইসেল-ধ্বনি হইবে।

গ্যাস সতর্কতার জন্য শব্দের সাহায্যে এক মিনিট কাল ঠক্ ঠক্ শব্দ করা হইবে। মিলিটারী ইউনিটের জন্য একটি পাঁচ ১৮ পি আর কার্ত্তুজের খাপে প্রায় ১ মিনিট কাল শব্দ করা হইবে।

নিরাপত্তা-জ্ঞাপনের জন্য হাতে ঘণ্টা-ধ্বনি করা হইবে। মিলিটারী ইউনিটের জন্য "আক্রমণকারীদের প্রস্থানে" যে হুইসেল ধ্বনি করা হয়, এ ক্ষেত্রেও উহার পুনরাবৃত্তি হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলারের অফিস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলারের অফিস বহরমপুরে স্থানান্তরিত করা সম্ভব কিনা, উহা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহকারী কণ্ট্রোলার ডাঃ এ পি দাশগুপ্ত এবং ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল বহরম-পুর গিয়াছিলেন। তাঁহারা গত শনিবার কলি-কাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। সিণ্ডিকেট শীঘ্রই এ বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। প্রকাশ, বহরমপুরে কণ্ট্রোলারের অফিস স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইবে। অফিস স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা গেলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ আর স্থগিত রাখার প্রয়োজন হইবে না।

রেঙ্গুণ হইতে দুই হাজার আশ্রয়প্রার্থী

গত ১৫ই জানুয়ারী রেঙ্গুণ হইতে আর প্রায় ২০০০ হাজার আশ্রয়প্রার্থী লইয়া এক জাহাজ চট্টগ্রামে আসিয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। ১৩ই জানুয়ারী তারিখ জাহাজখানি রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ১৮০০ জন চট্টগ্রাম পৌঁছিয়াই বোম্বাই ও পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

ব্রহ্ম হইতে আকিয়াব ও কক্সবাজার হইয়া প্রত্যহই বহু আশ্রয়প্রার্থী চট্টগ্রামে আসিতেছে।

ঢাকার পিউনিটিভ ট্যাক্স

দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক গোলযোগের জন্য ঢাকা নগরীতে নয়মাসের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ স্থাপনের নির্দ্দেশ দিয়া যে আদেশ হয়, তাহা গত ৯ই জানুয়ারী শেষ হইয়াছে এবং উহা আর নবীকৃত করা হয় নাই।

ঐ আদেশ গত বৎসর ১০ই এপ্রিল তারিখে তিন মাস কালের জন্য প্রথম বলবৎ করা হয়, কিন্তু পরে আরও দুইবার যথা-নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নবীকৃত করা হয়।

এই আদেশমূলে নগরে স্থাপিত অতিরিক্ত পুলিশের বাবত তিনলক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে উহা পিউনিটিভ ট্যাক্সরূপে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নাগরিকদের নিকট হইতে আদায় হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট সমর-সজ্জা

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, মিঃ উইলিয়াম হাডসনকে সমরোপকরণ উৎপাদন-বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত করা হইল। মিঃ হাডসন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন পরিচালনা বিভাগের জয়েণ্ট ডিরেক্টার ছিলেন। তাঁহার উপর সমরোপকরণ উৎ-পাদনের বিরাট পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার থাকিবে, বিশেষভাবে বিমান ট্যাঙ্ক, কামান ও গোলাগুলি উৎপাদনের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সমর বিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত হইবার পর মোটর গাড়ীর কারখানাসমূহকে ৩৫০ কোটি ডলার মূল্যের সমরোপকরণ সরবরাহের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে। সাব কণ্ট্রাক্টর ও মোটর গাড়ীর অংশাদি প্রস্তুতকারীদের নিকট আরও বহু অতিরিক্ত অর্ডার দেওয়া হইয়াছে ইতঃপূর্ব্বেই বহু অর্ডার-অনুযায়ী জিনিষ তৈয়ারী আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সজ্জনের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২১ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৯ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৩-শ জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৫৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ মাধব, নিদি গর্ব্বোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু

——::•::——

অদ্য মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথি। এই তিথিতে 'গৌর-আনা' ঠাকুর ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ভগবানের আদ্য পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু অর্থাৎ যে মহাবিষ্ণু মায়ার দ্বারা এই জড়-জগৎ সৃষ্টি করেন, যিনি জগৎকর্ত্তা, তাঁহারই অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু। শ্রীহরির সহিত অভিন্ন-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম—'অদ্বৈত,' আর কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া তিনি—'আচার্য্য'। সেই ভক্তি-শিক্ষক জগদাচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবগণের গৌরকৃষ্ণ-ভক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই।

কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান'—এই দুই মূর্ত্তিতে বিশ্বসৃষ্টি-কার্য্য করেন। তিনি 'নিমিত্তাংশে' মায়াতে ঈক্ষণ করেন এবং 'উপাদান' অদ্বৈতরূপে বিশ্বের সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করেন। সর্ব্বতত্ত্ব বিষ্ণু সকলের আদি ও স্বয়ং অনাদি। তাঁহার আদি বা জনক কেহ নাই, তথাপি তিনি বাৎসল্য-রসপুষ্টি ও বাৎসল্যরসের ভক্তগণের স্নেহরস বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যুগে সকলের পিতা হইয়াও নিজভক্তের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু নিমিত্তরূপে এবং মহাবিষ্ণুর অবতার সদাশিব উপাদানরূপে মায়াতে বিরাজমান থাকিয়া জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিলেও মায়াধীশত্ব-বশতঃ মায়াধীনত্ব স্বীকার করেন না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা হইয়াও কখনও মায়ামুগ্ধ হন না। শ্রীহট্টের নিকট-বর্ত্তী নবগ্রামবাসী কুবের মিশ্রের গৃহে তদীয় পত্নী নাভাদেবীর গর্ভসিন্ধু হইতে মাঘমাসের এই শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অতি শুভলগ্নে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু জগজ্জীবের নয়নগোচর হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, বৈষ্ণবপ্রবর মহাদেবের মিত্র গুহ্যকেশ্বর কুবের কোন সময় শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেব তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। কুবের মহাদেবের নিকট "আপনি আমার পুত্র হউন"—এই বর প্রার্থনা করেন। সেই গুহ্যকেশ্বর কুবেরই সদাশিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জনকাভিমানী শ্রীকুবের মিশ্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভগবান্ হইতে 'অভিন্ন' বলিয়াই তিনি 'অদ্বৈত' এবং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া তিনি 'আচার্য্য'। তাই ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নিখিল ভক্ত বা বৈষ্ণব-জগতের গুরু। জগৎকে ভক্তি উপদেশ করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। আচার্য্য-প্রভু গৃহস্থ ভক্তের লীলাভিনয় করিয়াছেন এবং চতুর্থাশ্রমীর লীলা প্রদর্শন-কারী পরমহংসকুলরাজ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদকে গুরুরূপে অঙ্গীকার করিয়া জীবকে মহাভাগবত শুদ্ধবৈষ্ণব-গুরু-অঙ্গীকারের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু 'ভক্তিকল্পতরু'র একটী 'প্রধান স্কন্ধ।' তাঁহার আরও দুইটী নাম আছে। জগতের মঙ্গল বিধান করেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের একটী নাম 'মঙ্গল', যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈতমঙ্গল গুণধাম।
মঙ্গল-চরিত্র সদা 'মঙ্গল' তাঁ'র নাম॥"

তাঁহার অন্য নাম—'কমলাক্ষ', যথা,—

"কমল-নয়নের তিঁহো যা'তে 'অঙ্গ'-অংশ।
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম-অবতংস॥"

পিতামাতার গঙ্গাপ্রাপ্তির পর তিনি শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণারাধনায় নিমগ্ন হন, পরে নবদ্বীপে তাঁহার আরাধ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-সময় জ্ঞাত হইয়া তৎপূর্ব্বেই শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শান্তিপুরবাসীরা পরমানন্দে তাঁহার আবশ্যক গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে বিশিষ্ট লোকেরা বিপ্রবর শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর 'শ্রী'ও 'সীতা'-নাম্নী দুইটী সর্ব্বগুণযুতা সুতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে পরম যত্নে তথায় রক্ষা করেন। যোগমায়া ও তদীয়া প্রকাশমূর্ত্তি 'সীতা' ও 'শ্রী'রূপে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী হন।

এই সময় প্রায় সর্ব্ব স্থানে শ্রীকৃষ্ণভক্তের অভাব এবং বহির্ম্মুখ জনগণের প্রভাব, তথা বহির্ম্মুখী বিদ্যার বৃথা আড়ম্বর প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত হয়। তৎকালে নদীয়ায় শ্রীবাস পণ্ডিতাদি মাত্র দুই একজন একান্ত ভগবৎপরায়ণ ছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের সুষ্ঠু আলোচনায় কালাতিপাত করিতেন। আচার্য্য-প্রভু সন্ধান জানিয়া অমনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীবাসের আবাসের সন্নিকটে তিনি একটি বাসস্থান করিলেন, উহা শ্রীঅদ্বৈতের 'টোল বাড়ী'-নামে প্রসিদ্ধ। সেই টোলে শ্রীঅদ্বৈত কেবল শুদ্ধভক্তির কথা ব্যাখ্যা করিতেন এবং শ্রীবাস-ভবনে গিয়া গোপনে শ্রীকৃষ্ণরস-আস্বাদনে পরমানন্দ উপভোগ করিতেন, কিন্তু এমন অতুল অমূল্য নিধি এভাবে গোপন রাখিয়া আর তৃপ্তি হইল না, ভগবদ্বিমুখ জীবগণের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এদিকে যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমনেরও যুক্তকাল উপস্থিত জানিয়া শ্রীঅদ্বৈত অবিলম্বে স্বীয় প্রভুর আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া অহরহঃ তাঁহার শ্রীচরণ-উদ্দেশে গঙ্গাজল ও তুলসী দিয়া ব্রহ্মাণ্ডভেদী গভীর হুঙ্কারে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে পরম শুভক্ষণে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-ভবনে শ্রীশচীমাতার কোলে অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইলেন।

এই সময় শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে ছিলেন, আমাদের 'নামাচার্য্য' ঠাকুর শ্রীহরিদাসও তখন তথায় উপস্থিত। প্রভুর প্রকট-রজনীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ণালোকে উভয়ে অনুগত ভক্তগণসহ মহানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। পরমোৎসাহে সকল বিঘ্ন-বিপত্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া আচার্য্যপ্রবর পরমার্থ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি জনসমাজে সুদীর্ঘকাল পোষিত দুর্ব্বৃত্তি-দম্ভ গাছের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আচারে ও প্রচারে সর্ব্বত্র নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে কোটি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে পরম আদরে পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র অর্পণ করিয়া তিনি (আচার্য্যপ্রভু) ভক্তি-প্রচারক আচার্য্যের নিরপেক্ষতা ও সদাচার প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অল্পদিনের জন্য শ্রীগৌর-সুন্দরের গৃহত্যাগোন্মুখ অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপকে সহকারিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সজ্জনানুমোদিত বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়া বহু পাষণ্ড পণ্ডিত ও অজ্ঞজনকে পরম ভাগবত করিলেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অগ্রজের গৃহত্যাগের পর শ্রীগৌরসুন্দরও স্বীয় শৈশব ও কৈশোরলীলা প্রকট করিয়া অলৌকিক গুণগ্রামের সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে শ্রীশচীমাতার বৈষ্ণব-নিন্দারূপ অপরাধ হইয়াছে বলিয়া প্রেমাবিষ্ট অদ্বৈতের অনুজ্ঞানুসারে তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া মাতার বৈষ্ণবাপরাধ-ক্ষালন-রূপ এক লীলা প্রদর্শন করিলেন। হরিনাম-সংকীর্ত্তনে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল, সাগরসঙ্গমে সহস্র দিগ্‌দেশাগত নদনদীসমূহের সম্মিলনের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসাদি অন্তরঙ্গগণ আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপীঠে একত্র হইলেন। সঙ্কল্পের সংসিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া আচার্য্যের আনন্দ আর ধরে না। তিনিও শুভযোগে শ্রীগৌরপাদপদ্মে মিলিত হইলেন। তাঁহার আবাসে গদাধরসহ শ্রীগৌরহরি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ধরা দিলেন, পূজা গ্রহণ করিলেন এবং নিরন্তর দর্শন দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গেলেন।

আচার্য্য-ঠাকুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে তত্ত্ব ও সাধারণ লোক-সমাজে জানাইবার জন্য নানারূপ ছল করিতেন। একদিন তিনি নবদ্বীপ হইতে পলাইয়া শান্তিপুরে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন, তখন শ্রীগৌরহরি শ্রীবাস-ভবনে স্বীয় ঈশ্বরভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীবাস-ভ্রাতা শ্রীরামাইকে শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈতকে আবলম্বে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রামাইএর সঙ্গে তিনি সস্ত্রীক আসিলেন, কিন্তু 'আসে নাই'—এইরূপ বলিয়া পাঠাইয়া নবদ্বীপে শ্রীনন্দনাচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া রহিলেন, আর মনে মনে স্থির করিলেন,—"প্রভু যদি আজ আমাকে লইয়া গিয়া আমার মাথায় শ্রীপাদপদ্ম দান করেন, তবেই জানিব, তিনি আমার প্রাণনাথ, তিনি সত্যই আসিয়াছেন।"

অচিরেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহাকে লইয়া গিয়া মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম দান করিলেন। তখন তিনি প্রভুর নিকট হইতে বর লইলেন যে, প্রভু যেন বিদ্যা-ধন-কুল তপস্যাদির অহঙ্কারে যাহারা মত্ত, তাহাদিগকে ত্রিতাপে দহ্যমান রাখেন এবং অহঙ্কারশূন্য স্ত্রী শূদ্র, মূর্খ ও অধম-চণ্ডালাদি, কিংবা যাঁহারা যথার্থ উত্তম হইয়াও সেইরূপ অভিমানশূন্য ও দীনহীন, তাঁহাদিগকেই স্বভক্তি দান করিয়া কৃতার্থ করেন, অতি অধম ব্যক্তিও যেন তাঁহার বিশুদ্ধ নাম-প্রেমে মগ্ন হইয়া নৃত্য করে। প্রভু ইহা সানন্দে অঙ্গীকার করিলেন। শত-শতকণ্ঠের ঐকতান জয়ধ্বনিতে ভূতল ও গগন পূর্ণ হইল। শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গ তাঁহাদের অভিন্নবিগ্রহ এই আচার্য্য-প্রবরের কত রঙ্গ, কত লীলা হইল। নিতাইএর সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ, গৌরের সঙ্গ পরস্পরের পূজা ও পদরজঃ গ্রহণ লইয়া দ্বন্দ্ব,—কি অপূর্ব্ব প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হইল।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা জগতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্ভেদজ্ঞান-চেষ্টার অকর্ম্মণ্যত্ব কৌশলক্রমে প্রচার করাইবার জন্য একদিন 'যোগবাশিষ্ঠ'-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিজ অন্তরের ভাব লুকাইয়া ভক্তি অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদন করিলে মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে দণ্ডপ্রসাদ প্রদান করিলেন। আহা! তাহাতেও কি আনন্দ-প্রবাহ বহিল! মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে খুব মর্য্যাদা করিতেন, অদ্বৈতের তাহা মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ঐরূপ ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নদীয়ার ভক্তগণকে কাঁদাইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতের গৃহেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীসীতা ও শ্রীশচীমাতার শুশ্রূষায় কয়েকদিন তথায় অবস্থানপূর্ব্বক নীলাচলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আচার্য্য-প্রভুও তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু সেই উদ্যমে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে ক্ষান্ত রাখিয়া সময়োচিত কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া গৌড়দেশেই থাকিয়া বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারদ্বারা লোকমঙ্গল সাধন করিতে নিযুক্ত রাখিলেন। সীতানাথ তাঁহারই আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। তবে রথযাত্রার সময় প্রতিবৎসর গৌরভক্তগণ সকলেই শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ধন শ্রীশচীনন্দনের সেবানন্দে চারিমাস যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিতেন। তখন তাহাই সকলের পরম সান্ত্বনা ও আশ্বাস হইত।

অনন্তর প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় কয়েক মাস তাঁহাদের একত্র মিলনে বিবিধ প্রেমানন্দ হইতে লাগিল। একদা শ্রীনীলাচলে আচার্য্য আপন-বাসায় প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—"প্রভু যদি আজ একাকী আসেন, তবে বড় ভাল হয়, নিরুদ্বেগে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেবা করি।" ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, মধ্যাহ্নে তিনি একাকী অদ্বৈত-গৃহে উপস্থিত হইলেন। অমনি ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি ও শিলাপাত আরম্ভ হইল, আর কেহ তথায় আসিতে পারিলেন না। আচার্য্য তখন পরমানন্দে মেঘবাহন ইন্দ্রের স্তব করিয়া পত্নীর সাহায্যে প্রাণপ্রভুর মনোমত সেবা করিলেন। প্রভু শ্রীমুখে শ্রীঅদ্বৈতের কত মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তিনিও উত্তর করিলেন,—"আমার সকল শক্তি একমাত্র তোমার কৃপাতেই লাভ হইয়াছে। তুমি আমাকে বর দাও,—'মোরে না ছাড়িবা কোন কালে'।"

এই শ্রীক্ষেত্রে একবার শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস অদ্বৈতের?" তদুত্তরে শ্রীবাস বলিলেন,—"শুক-প্রহ্লাদের মত।" অমনি প্রভু, পুত্রের শাসনে পিতার মত শ্রীবাসকে ক্রোধভরে এক চড় দিয়া বলিলেন,—"কি বলিলি শ্রীবাসিয়া,—কালিকার বালক শুক-প্রহ্লাদ, তাঁ'দের সঙ্গে তুলনা অদ্বৈতের? আমার 'নাড়া'কে তুই এত বড় বাক্য বলিলি? আজ আমাকে তুই বড় দুঃখ দিলি।" এই বলিয়াই তিনি শ্রীবাসকে আবার মারিতে উদ্যত হইলেন। আমাদের আচার্য্য গোসাই তখন নিকটেই ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রভুর হস্ত ধরিয়া নিবারণ করিলেন এবং বালক শ্রীবাসকে ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু তখন স্থির হইয়া বসিয়া দৃঢ়স্বরে অদ্বৈতের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন,—"শুকাদি সকলেই অদ্বৈতের কাছে বালকসদৃশ, তাঁহার পাছে সকলেরই জন্ম। তাঁহার জন্যই আমার এই অবতার। তাঁহার মহিমা জানে কে?" শ্রীবাস তখন প্রভুর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, আর বলিলেন,—"প্রভো! তুমি কৃপাপূর্ব্বক না জানাইলে তোমার অদ্বৈতের তত্ত্ব কে জানিতে পারে? আজ আমি শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইলাম।"

একবার রথযাত্রা-পরিসমাপ্তির পর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্প তুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও তখন পূজাপাত্রের শেষ পুষ্প তুলসী দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে "যোঽসি সোঽসি"-মন্ত্রে পূজা করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ছয়টী পুত্র। তাঁহাদের নাম—শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ। তন্মধ্যে প্রথম তিনজনই বাল্যাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ও তাঁহার সেবায় রত ছিলেন। অপর তিনজন অন্য মতাবলম্বী হইয়া পিতার এবং গৌরজনসমূহের বিরাগভাজন হন। পরম-ভাগবত, আশৈশব শ্রীগৌরপদসেবাব্রত শ্রীঅচ্যুত বৃহদ্বতীর লীলাভিনয় করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অদ্বৈতগণ-সম্বন্ধে (চৈঃ চঃ আ ১২।১০-১২) লিখিয়া-ছেন,—

"আচার্য্যের যেই মত, সেই মত সার।
তাঁ'র আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সে ত' অসার॥
অসারের নামে ইঁহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্রে গণন॥
ধান্যরাশি মাপে যৈছে পাতনা সহিতে।
পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংস্কার করিতে।"

অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতানুগত জন সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহিভেদে দ্বিপ্রকার। সারগ্রাহি-গণকে ধান্যের সহিত এবং অসারগ্রাহিগণকে পাতনা অর্থাৎ শস্যশূন্য ধান্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যাঁহারা সারগ্রাহী, অচ্যুতসেবানন্দী অচ্যুতানন্দানুগত্য করেন, তাঁহারাই মহাভাগবত—তাঁহারাই শ্রীচৈতন্য-কৃপা-ভাজন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রধান সহায় শ্রীঅদ্বৈতকে যাহারা জীববুদ্ধি করিয়া হীনজ্ঞান করে, তাহাদিগকে মহাপ্রভু কমলাকান্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন যে, আচার্য্যকে ঈশ্বর বলা কিছু অন্যায় হয় নাই, কিন্তু সেই ঈশ্বরকে সামান্য অভাবগ্রস্ত জীবজ্ঞানে দরিদ্রবুদ্ধি করিয়া বিদেশীয় বিষয়ী রাজার নিকট অর্থভিক্ষা—মায়াবাদ বা বাউলমত। আবার আচার্য্য ঈশ্বর হইলেও তাঁহার জগৎ-শিক্ষকতারূপ মানবলীলাই প্রসিদ্ধ বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর লীলাবৈশিষ্ট্য ধ্বংস করার পক্ষপাতী নহেন, আর হরিনাম উপদেশের বিনিময়ে অর্থ-গ্রহণকার্য্যে নামোপদেষ্টা আচার্য্যের লোকলজ্জা ও মর্য্যাদাহানি হয়। সুতরাং একমুখে তাঁহাকে অপ্রাকৃত 'নারায়ণ' বলিয়া আবার সেইমুখেই প্রাকৃত অর্থভিক্ষু বলা সম্পূর্ণ তত্ত্ববিরুদ্ধ।

শ্রীঅদ্বৈতের আচারও ও প্রচারিত শ্রীচৈতন্যদাস্যের অনুশীলনই আমাদের যথার্থ অদ্বৈতানুগত্য। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার আচার্য্য-লীলায় ভক্তিবিরোধী কেবলাদ্বৈতবাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, আসুরবর্ণাশ্রমবাদ প্রভৃতি যাবতীয় অসদ্মতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া যে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' বা অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি ভক্তিপ্রাতিকূল্য চেষ্টারহিত শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনপর ভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার সেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর একান্ত আনুগত্যই আমাদের পরম মঙ্গলের হেতু। অতএব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার এরূপ আনুগত্যের সুবুদ্ধি প্রদান করুন—অদ্যকার শুভবাসরে শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে ইহাই আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

—::(●)::—

মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ
বৈরাগ্যসারস্তনুমান্ নৃলোকে।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব
তস্মৈ নমঃ শ্রীলনরোত্তমায়॥

"'এই মহাপুরুষ কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি অথবা বৈরাগ্যের সার বিগ্রহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।'—কৃতি পুরুষগণ যাঁহাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বদা এইরূপ বিচার করেন, সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুকে আমি প্রণাম করি।"—আচার্য্যবর্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়াছেন।

পদ্মাবতী নদী হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে, গোয়ালিয়া হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তরদিকে শ্রীখেতুরী বা শ্রীখেতরী অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। আধুনিক রাজসাহী-অঞ্চলে একজন রাজো-পাধিক বড় জমিদার শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত ও তাঁহার

ভাগ্যবতী সহধর্ম্মিণী শ্রীনারায়ণীকে পিতা ও মাতৃরূপে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-দিবস অথবা কোন কোন মতে মাঘী পূর্ণিমা-তিথিতে অবতীর্ণ হন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত "শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ॥"—এই ছয় শ্রীবিগ্রহ এখনও খেতুরী গ্রামে শুদ্ধভক্তগণের নয়নাভিরামরূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বামে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও দক্ষিণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরাজিতা। সর্ব্বদক্ষিণে শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরাধাকান্ত। শ্রীব্রজমোহন শ্রীবিগ্রহের পরিবর্ত্তে এখন শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। এই পঞ্চ শ্রীবিগ্রহই শ্রীমতী-সহ বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে প্রায় সার্দ্ধ দুইহস্ত-

কিংবদন্তী, এই স্থানে বসিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীহরিনাম করিতেন।

শ্রীনরোত্তমের আবির্ভাবে শ্রীখেতরীতে সর্ব্বমঙ্গলের আবির্ভাব হইল। পুত্রের অন্ন-প্রাশন উৎসবের দিবস এক পরম ভাগ্যবান্ দৈবজ্ঞ সেই অতিমর্ত্ত্য শিশুর দর্শন লাভ করিয়া দিব্যজ্ঞানে বিভাবিত হইলেন এবং শিশুর 'শ্রীনরোত্তম'-নাম রাখিলেন, কারণ, ইনি মনুষ্য নহেন, মনুষ্যকুলের উদ্ধারকর্ত্তা জগদ্গুরু মহাপুরুষ। মুখে অন্ন প্রদানকালে শিশুরূপী মহাভাগবতবর শ্রীকৃষ্ণানন্দের গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের প্রসাদ ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না। এইভাবে শিশুর অন্নপ্রাশন-উৎসব সম্পন্ন হইল।

বাল্যকাল হইতে রাজকুমার শ্রীনরোত্তমের বৈরাগ্যের ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণভক্ত, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীহরিনাম ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে স্বাভাবিকী প্রীতি দর্শন করিয়া খেতুরী-বাসিগণ চমৎকৃত হইলেন। রাজকুমারের বৈষয়িক কার্য্যে উদাসীনতা ও শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবে স্বাভাবিক আসক্তি লক্ষ্য করিয়া রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও পুত্রগতপ্রাণা শ্রীনারায়ণী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পুত্রকে সর্ব্বক্ষণ সন্নিকটে রাখিলেও তাঁহাদের হৃদয়ের আশঙ্কা দূর হইল না। মাতাপিতা পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীল নরোত্তম নির্জ্জনে প্রেমাবিষ্ট-চিত্তে ব্যাকুল-অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেবা প্রার্থনা করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইতেন। কখনও বা তিনি বিষয়িগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া বন্দি-প্রায় আছেন, এইরূপ মনে করিয়া - "হা গৌরাঙ্গ! হা নিতাই! হা অদ্বৈত!"—এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেন।

শ্রীখেতরী-গ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস-নামক কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ একজন বিপ্রের নিকট শ্রীনরোত্তম প্রত্যহ গমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের অদ্ভুত চরিতকথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীনরোত্তমকে শ্রীগৌরসুন্দরের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের অদ্ভুত চরিত, শ্রীগদাধর-প্রমুখ পার্ষদগণের শ্রীচৈতন্য-প্রীতির কথা প্রভৃতি শ্রবণ করাইতেন, প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কথাও বলিতেন। "শ্রীরূপ-সনাতনাদিসহ ভুবনমঙ্গল কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গলাভ হইল না।—তাঁহাদের সেবা করিতে পারিলাম না,"—এইভাবে খেদ করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইয়া শ্রীনরোত্তম আপনাকে শত-শত ধিক্কার প্রদান ও বিরহ-সন্তপ্তহৃদয়ে আর্ত্তি ক্রন্দন করিতে করিতে অনাহারে, অনিদ্রায় দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন।

এমতাবস্থায় দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে একদিন শ্রীল নরোত্তম নিদ্রাবিষ্ট হইলেন। তখন শ্রীগৌররায় স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলে শ্রীনরোত্তম নিজ মস্তকে শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদযুগল ধারণ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিস্তৃত বাহুযুগলের দ্বারা শ্রীনরোত্তমকে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া স্নেহময় মধুর বাক্যে বলিলেন, "নরোত্তম! তোমার আর্ত্তি ক্রন্দনে আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি চিন্তা করিও না, অচিরেই তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত শ্রীব্রজে গমন করিতে পারিবে ও তথায় আমারই নিজজন, আমার আত্মবিগ্রহ, বিরক্তশিরোমণি শ্রীলোকনাথের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া তোমার অভীষ্ট-ফল লাভ করিতে পারিবে। তোমার দ্বারা আমার অনেক কার্য্য আছে। তুমি আমার অন্তর্দ্ধানের পর জগতে উজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি প্রচার করিয়া আমার মনোহভীষ্ট পূর্ণ করিবে। আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহাদেরই প্রচারিত শুদ্ধভক্তি তোমার দ্বারা জগতে পুনরায় বিস্তারিত হইবে।"

শ্রীগৌরসুন্দরের এইসকল বাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীনরোত্তম স্বপ্নসমাধি হইতে উত্থিত হইলেন। প্রভুর অদর্শনে শ্রীনরোত্তমের বিরহাসিন্ধু আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি অধিকতর ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন এবং 'শ্রীগৌর', 'শ্রীনিত্যানন্দ', 'শ্রীঅদ্বৈত', 'শ্রীগদাধর', 'শ্রীশ্রীবাস', 'শ্রীগোস্বামিবৃন্দ'—এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি পুনরায় স্বপ্নসমাধিতে আবিষ্ট শ্রীনরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবার শ্রীনরোত্তম শ্রীমায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাতটে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীহরিদাস, শ্রীস্বরূপ, শ্রীনরহরি, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীমুরারি প্রভৃতি গোষ্ঠীর সহিত সংকীর্ত্তনরাসের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিলেন। এই অদ্ভুত রঙ্গ দর্শন করিয়া শ্রীনরোত্তমের নয়নযুগল হইতে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। শ্রীগৌরহরি বাৎসল্যভরে শ্রীনরোত্তমকে ভূমি হইতে উঠাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈতের শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন।

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে শ্রীনরোত্তমের স্বপ্নসমাধি ভঙ্গ হইল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। শ্রীনরোত্তম চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার মঙ্গলের চিহ্নসমূহ দর্শন করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর যখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন অচিরেই তিনি শ্রীব্রজধামে গমন করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদগণের কৃপা লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া শ্রীগৌর-পার্ষদগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের শ্রীমুখ বিগলিত উপদেশামৃত পান করিবার জন্য শ্রীল নরোত্তমের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কৌশলে মাতা নারায়ণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীনরোত্তম আর্ত্তক্রন্দন করিয়া ব্রজের পথে চলিতে চলিতে বহু স্থান অতিক্রম ও বহু তীর্থ দর্শন করিয়া অল্প-দিনের মধ্যে শ্রীমথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে শ্রীযমুনা-দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে আর্ত্তি উদ্বেলিত হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া "চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী। অঘানাং লবিত্রী জগৎ-ক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী" অর্থাৎ চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, দ্রবব্রহ্মস্বরূপিণী পাপনাশিনী জগতের মঙ্গলকারিণী সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন—এই স্তব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীযমুনায় স্নান সমাপন করিয়া বিশ্রাম-ঘাটে অবস্থানপূর্ব্বক প্রেমাবেশে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন জাত শুদ্ধাচারী এক পরম বৈষ্ণব মাথুর বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদসহ শ্রীনরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বাৎসল্যের সহিত শ্রীনরোত্তমকে প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন।

অনন্তর ঐ বৈষ্ণববিপ্রের মুখে শ্রীসনাতন শ্রীরূপ, শ্রীকাশীশ্বর ও শ্রীরঘুনাথ ভট্টের লীলা সম্বরণ বার্ত্তা শ্রবণমাত্র শ্রীল নরোত্তম 'শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন'-নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় অবগাহন করিলেন, কখনও বা শ্রীব্রজের ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণের কৃপাকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন, কখনও বা 'হায়! হায়! ইঁহাদের দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না'—এই বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কখনও বা অতিশয় দৈন্যাত্মক বিরহ-বিলাপ করিতে করিতে অচৈতন্যপ্রায় হইয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, এরূপ সময় শ্রীনরোত্তম স্বপ্নসমাধিতে শ্রীশ্রীরূপ সনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত—এই কয়েকজন শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহারাও পরমস্নেহে শ্রীনরোত্তমের প্রতি কৃপা বর্ষণ করিয়া অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

তখন শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব বিশ্ব পালন করিতেছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীজীবপ্রভু শ্রীনরোত্তম বিশ্রামঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন, জানিয়া তথায় শ্রীনরোত্তমকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। এইরূপে তৎকালে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরে বিরাজিত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীল নরোত্তমের মিলন হইল। শ্রীনরোত্তম শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলে শ্রীল শ্রীজীব প্রভুও নরোত্তমকে স্নেহ-আলিঙ্গন করিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুও তখন শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরে উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের মিলনে অপূর্ব্ব-প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত হইল। উভয়ের মধ্যে যে নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিকী প্রীতি, তাহা পরস্পর মিলনে বৈষ্ণবসমাজে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। শ্রীনরোত্তম শ্রীগোবিন্দ-দেবকে দেখিয়া প্রেমে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীরূপের শ্রী[illegible]'-দ্বারা স্তব করিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু তখন শ্রীব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থান সমূহ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীনরোত্তম শ্রীলোকনাথ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা ও সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীনরোত্তমের প্রতি শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর কৃপার কথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে (প্রথম তরঙ্গে) এইরূপে বর্ণিত আছে,—

'হেনই সময়ে নরোত্তম তথা গিয়া।
ভূমেতে পড়িলা কেশ দণ্ড হৈয়া॥
সেবার সময় হৈলা দাক্ষাস্ত দিল।
নরোত্তম [illegible]॥
"শ্রীগোপাল ভট্ট আদি যত বিজ্ঞবর।
নরোত্তম [illegible]॥
তথা শ্রীঠাকুর মহাশয়' নাম হৈল।
শ্রীজীবে [illegible]॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য [illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।

ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "প্রার্থনা" ও "শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" এই দুইখানি গীতিগ্রন্থে বেদ-বেদান্ত, ভাগবত, পুরাণ, গীতাদি-শাস্ত্রের সারকথা—সর্ব্বজীবের আত্ম-মঙ্গলের চরম উপদেশসমূহ অতি সহজ পয়ার-ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমস্ত ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা ঠাকুর মহাশয়ের উক্ত দুইখানি গীতগ্রন্থের কথা জানেন ও পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সদ্‌গুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দুর্ল্লভ সঙ্গ তাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ লাভ না করায় উক্ত গীতি-গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আত্মমঙ্গলের কথাগুলি উপলব্ধি ও নিজ-নিজ জীবনে তাহা আচরণ করিয়া পরম মঙ্গললাভে অসমর্থ হন।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ভুবনমঙ্গলময় অতিমর্ত্ত্য অগাধ চরিত্র ও শিক্ষার কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সামান্যমাত্রও প্রকাশিত হইল না, একটুকু দিগ্‌দর্শন-মাত্র করা হইল। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীলোকনাথ প্রভুর শ্রীচরিত, শ্রীনরোত্তমের খেতরীতে ছয়বিগ্রহ প্রকাশ, পঞ্চম তরঙ্গে—শ্রীনিবাস-নরোত্তমের শ্রীমাথুরমণ্ডল দর্শন, শ্রীরাঘব গোস্বামীর শ্রীনিবাস ও ঠাকুর শ্রীনরোত্তমকে বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন ও মহিমা বর্ণন, ষষ্ঠ তরঙ্গে—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর আদেশে গ্রন্থ লইয়া শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর গৌড়দেশ যাত্রা, অষ্টম তরঙ্গে—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গৌড়দেশ ও উৎকলদেশ ভ্রমণ, দশম তরঙ্গে—ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের সংকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর সগণে প্রকটাপ্রকট বিলাস ও চতুর্দ্দশ তরঙ্গে—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'গৌড়ীয়' ২০শ খণ্ড ১ম ৩য়, ৯ম-১০ম ও ১১শ সংখ্যা-সমূহে ধারাবাহিকভাবে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের জীবনচরিতের কথা আংশিক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় গৌড়ীয় পত্রে আমরা ক্রমশঃ ঠাকুর মহাশয়ের অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিতের সমস্ত কথা অবগত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইব—এইরূপ দৃঢ় আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিশেষ কৃপা ও স্নেহভাজন হইয়া তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু-সহ উৎকল প্রদেশ ও গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণাচার্য্য, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীধামে শ্রীশ্রীগৌরগণ-আবির্ভাব-উৎসব

——::(*)::——

বিগত ৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, বুধবার মাঘী শুক্লা পঞ্চমী-তিথিতে বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-রসের সহায়কারিণী ভূশক্তি স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এবং শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীরূপানুগ-বর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব-তিথি-পূজা ও শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-পঞ্চমী-উৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে যথাবিহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর একটী সংকীর্ত্তন-বাহিনী শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বাহির হইয়া যথাক্রমে শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ও শ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও দণ্ডবৎ-প্রণামান্তর শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও পরমারাধ্য শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ দৈহিক স্বাস্থ্য যেনরূপেই সংকীর্ত্তন-বাহিনীর অগ্রণীরূপে গমন না করিয়া সকলের পাছে পাছে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির-পরিক্রমা সমাপ্ত হইলে তথায় সমাগত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলীর একটী সভা হয়। শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু ও শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী প্রভুর মূল-গায়কত্বে বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ ২৫৮তম সংখ্যা দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত "শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী" ও "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব" প্রবন্ধ দুইটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকের সময় উপস্থিত হইলে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং ভোগারাত্রিকে যোগদান করিয়া যথাবিধি ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন সমাপন করিলে পর সমাগত ভক্ত, সজ্জনমণ্ডলী, সর্ব্বসাধারণ ও মহিলাবৃন্দকে শ্রীভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হয়

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়" প্রবন্ধ রাত্রি প্রায় ২টা পর্য্যন্ত পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

———

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ৭ই মাঘ বুধবার, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাবতিথিপূজা-উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই

বিবিধ সংবাদ

মিত্রশক্তিবাহিনীর নব সর্ব্বাধ্যক্ষ

চীন এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলিতে মার্শ্যাল চিয়াং-কাইশেক মিত্রশক্তিবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই নিয়োগ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। চিয়াংকাইশেক এক সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, এখনও পদাতিক সৈন্যেরাই যুদ্ধের চরম জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণ করে। জগতের চারভাগ মানুষের একভাগই যে দেশে বাস করে, সেখানে যিনি একতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যুদ্ধ জয়ের জন্য তাঁহার পদাতিকের অভাব হইবে না।

সৈনিক-বৃত্তিকে চিয়াংকাইশেক গৌরবের আসন দিয়াছেন। মেয়েদের রাইফেল ছুঁড়িতে শিখান উচিত কিনা, ইংলণ্ডে এখনও সে বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে, অথচ চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেই চীনা-মেয়েদের হাত-বোমা পর্য্যন্ত ছুঁড়িতে শিখান হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সৈন্যদের পশ্চাদ্‌ভাগে রুশ গরিলা বাহিনী সম্প্রতি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অথচ ইহার চার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চিয়াংকাইশেক গরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতির উৎকর্ষসাধনে নিযুক্ত ছিলেন।

ইন্দোচীন এবং থাইল্যাণ্ডে জাপানীদের বিরুদ্ধে যে সকল রণ-কৌশল কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা, সে সমস্তই চিয়াংকাইশেক ইতোমধ্যেই আয়ত্ত করিয়াছেন। থাইল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ চীনা। ইন্দোচীনেও প্রায় পাঁচ লক্ষ চীনা আছে। ইহাদের মধ্যে কে যে মার্শ্যাল চিয়াংকাই-শেকের চর এবং কে যে নয়, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে।

যতক্ষণ রেঙ্গুন বন্দর এবং ব্রহ্ম পথটি খোলা থাকিবে, ততক্ষণ ব্রিটেন এবং আমেরিকার পক্ষে চিয়াংকাইশেকের অগণিত পদাতিক সৈন্যের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন। অস্ত্র শস্ত্র পাইলে চীনা সৈন্যেরা নিজ দেশে জাপানীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিতে পারিবে এবং থাইল্যাণ্ড হইতে সিঙ্গাপুরের সহিত যোগাযোগের পথ বন্ধ করিতে পারিবে।

আর একটি কারণেও মার্শ্যাল চিয়াংকাইশেকের এই নিয়োগ অতিশয় যুক্তি-যুক্ত মনে হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের অভিযানকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য জেনারেল তোজো হয়ত চীন হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিতে চাহিবে। এইজন্য তাঁহার পক্ষে চীনের নিকট লোভনীয় সর্ত্ত দিয়া সন্ধি প্রস্তাব করা অসম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় চিয়াংকাইশেকের ন্যায় একজন দৃঢ়-চেতা ব্যক্তির পক্ষে মিত্র পক্ষের হইয়া সৈন্যদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ নিশ্চিন্ত আশ্বাসের কথা। তিনি ঐ প্রলোভন অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

ভাঙ্গা চূরা অকেজো জিনিষ সংগ্রহ

বর্ত্তমান বৎসরের গোড়া হইতেই ব্রিটেনে আজেবাজে ভাঙ্গা চুরা জিনিষপত্র সংগ্রহের আন্দোলনটিকে আরও তীব্রতর করিয়া তোলা হইয়াছে। ধাতু-নির্ম্মিত ভাঙ্গা-চূরা জিনিষ, কাগজের টুকরা, পুরানো বই, খাতা এবং রান্না ঘরের যাবতীয় বাতিল জিনিষ সংগ্রহের জন্য জোর প্রচার-কার্য্য চালান হইতেছে। আজেবাজে জিনিষ সংগ্রহ-বিষয়ে বিভিন্ন সহরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আন্দোলনের ফলে বিস্তর বাজে জিনিষ সংগ্রহ হইতেছে। এই সমস্ত বাতিল জিনিষ বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

মস্কো দখলে বিফলতার শাস্তি

ডেইলী হেরাল্ডের ষ্টকহলমস্থিত সংবাদ-দাতার তারে প্রকাশ, মস্কো জয় করিতে অসমর্থ হওয়ায় ঐ অভিযানের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি ফন বককে হিটলার পদচ্যুত করিয়াছে। বার্লিনের উপকণ্ঠে নিজ গৃহে তাঁহাকে আটক রাখা হইয়াছে। জার্ম্মাণ গুপ্তচর পুলিশ তাহার উপর কড়া নজর রাখিয়াছে। রোষ্টভের যুদ্ধে পরাজিত জার্ম্মান সৈন্যাধ্যক্ষ ফন ক্লেইষ্টকেও নাকি বার্লিনে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছিল। অতঃপর তাহার সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না।

সম্প্রতি জনৈক জার্ম্মাণ সামরিক মুখপাত্র নাৎসী সামরিক পারিষদে অদল-বদলের গুজবটির সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ষ্টকহলমের ধারণা এই যে, এ পর্য্যন্ত রুশ যুদ্ধ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ২০ জন জার্ম্মাণ সেনাধ্যক্ষকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

২৫ জন ভারতীয় নিহত

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ মৌলমিনে গত ১৫ জানুয়ারী জাপানীদের বিমান-আক্রমণের ফলে ২৫ জন ভারতীয় মারা গিয়াছে। গুরুতর আহতদের সংখ্যা ২৫ এবং অল্পাল্প আহতদের সংখ্যা ৪৩ জন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত [illegible] শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিরত্ন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২২ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১০ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৪শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার { ২৬০তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ মাধব, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর

---::•::---

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব বাসরে শ্রীখণ্ডে শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীমুকুন্দদাসের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর-সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন॥
এইসব মহাশাখা—চৈতন্য-কৃপাধাম।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাঁহা-তাঁহা দান॥
(চৈঃ চঃ - আদি, ১০।৭৮-৭৯)

অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"মুকুন্দদাস—নারায়ণদাসের পুত্র এবং নরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইঁহার মধ্যম ভ্রাতার নাম মাধবদাস। মুকুন্দের পুত্র—রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের বংশাবলী আজও কাটোয়া হইতে চারি মাইল পশ্চিমে শ্রীখণ্ডগ্রামে বাস করিতেছেন। রঘুনন্দনের পুত্র কানাই, তাঁহার দুই পুত্র মদনরায় (নরহরি ঠাকুরের শিষ্য) ও বংশীবদন। এই বংশে অদ্যাবধি কিঞ্চিদধিক চারিশত ব্যক্তি জাত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারাবাহিক বংশ পর্য্যায়ী শ্রীখণ্ডে আছে। * * রঘুনন্দন শ্রীগৌরবিগ্রহের সেবা করিতেন (ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে ৭০ শ্লোক—"ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্ম্মসখোঽভবৎ। চক্রে লীলা-সহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে॥ ইনি তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন বিষ্ণু।"

শ্রীভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গে শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর-কর্ত্তৃক শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের নিকট সমর্পণ প্রসঙ্গে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

নরোত্তম কহে স্থির হৈয়া কতক্ষণে।
—'ত্বরায় আইনা, তোঞে দেখিনু নয়নে॥
প্রভু অভিলাষ পূর্ণ করিব তোমার।
হইয়া চিরায়ুঃ ভক্তি করিবা প্রচার॥'
ঐছে কত কহি' রঘুনন্দনে সঁপিলা।
তেঁহো মহাপ্রভুর অঙ্গনে লইয়া গেলা॥
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের দর্শনে।
প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাঙ্গণে॥
তথা প্রভুগণ-সহ হইল মিলন।
যাজিগ্রামে পাঠাইলা শ্রীরঘুনন্দন॥

শ্রীভক্তিরত্নাকর ৯ম তরঙ্গে ভক্তগণের কাটোয়ায় গমন-প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—

শ্রীরঘুনন্দন গণসহ খণ্ড হৈতে।
যাজিগ্রামে আইলেন রজনী-প্রভাতে॥
কতক্ষণ রহিয়া শ্রীআচার্য্যের ঘরে।
আচার্য্যাদিসহ গেলা কণ্টকনগরে॥
কণ্টকনগরে সর্ব্ব মহান্তের গতি।
দেখিতে ধায়েন লোক হৈয়া হর্ষ অতি॥
কণ্টকনগর হৈতে শ্রীরঘুনন্দন।
সবা লৈয়া শ্রীখণ্ডেতে করয়ে গমন॥
গমন-সময়ে যে ব্যাকুল সর্ব্বজন।
তাহা একমুখে কভু না হয় বর্ণন॥

* * *

শ্রীরঘুনন্দন রঘুনন্দনে কহয়।
'শীঘ্র খণ্ডে যা'বে, যেন বিলম্ব না হয়'॥

ঠাকুর শ্রীল নরহরির তিরোভাবোৎসব-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে,—

একাদশী-প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনন্দন।
প্রভু-পরিকরে কৈল আত্মনিবেদন॥
গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে আসি' মনের উল্লাসে।
করাইলা শয্যা চারু আসন-বিশেষে॥
কিবা প্রাঙ্গণের শোভা কহনে না যায়।
যে দেখে বারেক, তা'র নয়ন জুড়ায়॥

* * *

শ্রীসরকার ঠাকুরের জীবন গৌরাঙ্গ।
দেখিতেই বিপুল পুলক ভরে অঙ্গ॥
শ্রীরঘুনন্দন যা'রে লাড়ু খাওয়াইল।
তাঁ'রে দেখি' মনে মহা কৌতুক বাড়িল॥
কতক্ষণ কৈল দুই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।
হইল যে প্রেমচেষ্টা, না হয় বর্ণন॥
বিপ্র বাণীনাথ অতি মধুর বচনে।
সর্ব্ব মনোবৃত্তি কহে শ্রীরঘুনন্দনে॥
শ্রীমদ্ভাগবত পড়িলেন শ্রীনিবাস।
শুনি' রঘুনন্দনের অধিক উল্লাস॥
শ্রীরঘুনন্দন অতিশয় স্নেহাবেশে।
সর্ব্ব মহান্তের আগে নিল শ্রীনিবাসে॥
নরহরি রঘুনন্দনের প্রেমাধীন।
এ দুহার গুণে মত্ত হয় রাত্রি দিন॥
'ভক্তিরস সায়রে ডুবাও হীন জনে'।
ঐছে কত কহি, অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥
সর্ব্ব-মহান্তের মহা আনন্দ জন্মিল।
শ্রীরঘুনন্দন গুণে বিহ্বল হইল॥
রঘুনন্দনেরে প্রশংসয়ে বার বার।
সে সব সুযশঃ বর্ণিবারে শক্তি কা'র॥
রঘুনন্দনের চিত্তে লজ্জা অতিশয়।
আপনা মানয়ে দীন, দৈন্য প্রকাশয়॥
ঐছে বচ দেখিয়া প্রভুর প্রিয়গণ।
পরস্পর কহে—কি অপূর্ব্ব আয়োজন॥
শ্রীরঘুনন্দন কহে, করি' পরিহার।
প্রসাদী চন্দন-মালা কর অঙ্গীকার॥

* * *

প্রভু গৌরচন্দ্র মালাচন্দন আপনে।
পরাইলা মহা হর্ষে শ্রীরঘুনন্দনে॥
শ্রীরঘুনন্দন স্নেহে বিহ্বল হৈলা।
শ্রীমালাচন্দন শ্রীনিবাসে পরাইলা॥
কহিতে কি মহান্তগণের প্রেমাবেশ।
শ্রীরঘুনন্দনে শ্লাঘা করয়ে অশেষ॥
কেহ কহে শ্রীরঘুনন্দনে প্রীত যা'র।
জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তা'র॥
কেহ কহে—কি দয়ালু শ্রীরঘুনন্দন।
অতি দীনহীন-দুঃখিগণের জীবন॥
কেহ কহে—কি দৈন্য! বিনয় নাই হেন।
কেহ কহে—কন্দর্প প্রায় শোভা যেন॥

* * *

কেহ কহে গীত-বাদ্য নৃত্যে মহাধীর॥
কেহ কহে - রঘুনন্দনের নৃত্য গীতে।
হৈল না বা হবে নাহি উপমা কি দিতে॥
ঐছে কত কহে রঘুনন্দনের কথা।
হেনকালে শ্রীরঘুনন্দন আইলা তথা॥
শুনি' নিজ শ্লাঘা চিত্তে লজ্জা অতিশয়।
হৈলেন যৈছে, তাহা কহনে না হয়॥
আপনা মানয়ে দীন, প্রশংসা না সহে।
করয়ে যে দৈন্য', শুনি' কেবা স্থির রহে॥
রঘুনন্দনের দৈন্য শুনি' সর্ব্বজন।
হৈলা বিহ্বল অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥
শ্রীরঘুনন্দনে কা'র দৃঢ় আলিঙ্গন।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভু-প্রিয়গণ॥

* * *

শ্রীরঘুনন্দনে সর্ব্ব মহান্ত কহয়।
তুমি না বৈসহ, ইথে সুখ না জন্ময়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::•::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক " ৫৲
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় ডাক্তারদের প্রশংসা

ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের একটি প্রেস-নোটে মালয়ে দুইজন ভারতীয় বেসামরিক ডাক্তারের অসাধারণ সাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

কুয়ালালামপুরে সাধারণ হাঁসপাতাল হইতে যখন রোগীদের সরাইয়া লওয়া হইতে থাকে, তখন দুইজন ভারতীয় ডাক্তারের ১৫টি শিশু এবং ১৫৪ জন বেসামরিক রোগীর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সেই হাঁসপাতালে নিযুক্ত রাখা হয়। জাপানীদের আক্রমণে তাঁহারা একটুও বিচলিত না হইয়া নিজেদের কাজ করিয়া যাইতে থাকেন। পেনাং হইতে অপসারিত একজন অষ্ট্রেলিয়ান ডাক্তার বলেন যে পেনাংএ জাপানীদের তড়িৎগতি বিমান-আক্রমণের মধ্যও ভারতীয় ডাক্তারেরা বিশেষ ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

———

ভারতে বাইসাইকেল প্রস্তুত

বর্ত্তমানে ভারতীয় কারখানা হইতে সম্প্রতি যে সাইকেল বাহির হইতেছে, তাহা হইতে মনে হয়, ফ্রি হুইল, চেন, এবং হাব (চাকার মধ্যস্থ) ছাড়া অন্যান্য সকল অংশ শীঘ্রই ভারতে প্রস্তুত হইতে পারিবে। সাইকেলগুলিকে সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। মোটের উপর এগুলি বেশ সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অবশ্য ছোট-খাট সামান্য কয়েকটি অংশ এখনও একেবারে ত্রুটিহীন নহে। কিন্তু যাহাতে এগুলির উন্নতি হয় এবং সৈন্যবিভাগে এই সাইকেলগুলি ব্যবহার করা চলে, শীঘ্রই তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

ভারতের কয়েকটি কারখানায় সাইকেলের কল-কব্জাও প্রস্তুত হইতেছে। ভারতে প্রস্তুত সাইকেলগুলি সৈন্যদের ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

———

কর্পোরেশন-স্কুলসমূহ ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বন্ধ রাখার অনুরোধ

কলিকাতা কর্পোরেশনের এ আর পি স্পেশ্যাল কমিটী গত সোমবার এক সভায় এরূপ সুপারিশ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত বিদ্যালয় আগামী ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা হউক। উক্ত স্কুলগৃহগুলির ভাড়ার ব্যবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় ঠিকই থাকিবে।

উক্ত কমিটী আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের যে সব শিক্ষক সাময়িকভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হউক। আর স্থায়িভাবে যেসব শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের মোট মাসিক বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ বেতন (প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের অর্থ বাদ দিয়া) পাইবেন। তাঁহারা যদি এ আর পি কার্য্যে কোন চাকুরী লাভ করিতে পারেন, তবে উক্ত এ আর পি চাকুরীর বেতন ও কর্পোরেশন হইতে তাঁহাদের বেতন বাবদ প্রাপ্য টাকাটা একসঙ্গে তাঁহাদের পুরা বেতনের পরিমাণ হইতে বেশী হইতে পারিবে না। কর্পোরেশনের স্কুলগুলির শিক্ষয়িত্রীগণ ইচ্ছা করিলে কলিকাতা সহরে থাকিয়া যাইতে পারেন এবং কোনরূপ সেবাকার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন। কর্পোরেশন স্কুলগুলির ইন্‌স্পেক্টিং বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ও টিচার্স ট্রেণিং বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে তাঁহাদের বেতনের অর্দ্ধেক দেওয়া হইবে। কর্পোরেশনের স্কুলসমূহ ও শিক্ষাবিভাগের নিম্নতন কর্ম্মচারিগণ ইচ্ছা করিলে সহরের মধ্যেই থাকিতে পারে এবং কর্পোরেশনের অন্য কার্য্য গ্রহণ করিতে পারে, অন্যথা তাহাদের ক্ষেত্রে 'কাজ না করিলে, বেতন পাইবে না'—এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। এখনকার মত অবশ্য কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগের আফিস পূর্ব্বের ন্যায়ই চালু থাকিবে।

———

বিভিন্ন দেশের জাতীয় ফুল

বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ ফুল পাওয়া যায়, সকলের নিকট যে একরকমের ফুল প্রিয় তাহা নহে, কারণ ফুল নানাদেশে নানা রকম, হইয়া থাকে, এক একটি দেশের এক একটি ফুল সে দেশীয় লোকের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে পদ্ম, ক্যানেডাতে ম্যাপল, চায়নায় নারসিসাস্, ইংল্যাণ্ডে গোলাপ (লাল), জার্ম্মানীতে কর্নফ্লাওয়ার, গ্রীসএ বিগোনিয়া ফুল, স্কটল্যাণ্ডে থিসাস্, ওয়েলসএ লিক, সুইডেনে এমারান্থ, সুইজারল্যাণ্ডে এডেলউইস্, স্পেনে ডালিম ফুল বা কমলালেবু ফুল, প্রুসিয়ায় লিনডেন্, পেরুতে সান ফ্লাওয়ার, স্যাকসনিতে মিগনোনেট্, মেক্সিকোতে প্রিকলি পিয়ার ক্যাকটাস্, নোভাস্কটিয়ায় ট্রেলিং আর্বিউটাস্, পার্শিয়ায় গোলাপ, ইটালীতে শ্বেতপদ্ম বা ডেজী, আয়ারল্যাণ্ডে স্যামরক, হাওয়াইতে লেহুয়া প্রভৃতি প্রিয় ও জাতীয় ফুল বলিয়া বিদিত।

———

মাদ্রাজ সরকারের গ্রীষ্মকালীন দপ্তর

জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি বিবেচনায় মাদ্রাজ সরকার এ বৎসর গ্রীষ্মকালে উৎকামণ্ডে তাঁহাদের দপ্তর স্থানান্তরিত করিবেন না। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে মাদ্রাজ-সরকারের দপ্তর তিনমাসের জন্য উৎকামণ্ডে স্থানান্তরিত করা হইয়া থাকে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীরমাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৬শ বর্ষ { ২৪ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১২ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৬শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার { ২৬১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ মাধব, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহানুভূতি

——::৭::——

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহে প্রকৃত শিষ্যের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হয়, তাহা শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী, চিরদিন তাপিত জীবন" অর্থাৎ 'হে শ্রীরূপ! তোমার বিচ্ছেদ-রূপ সর্পের বিষে আমার দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা জর্জ্জরিত হইয়াছে। সেই বিষের জ্বালায় আমার জীবন দীর্ঘকাল যাবৎ সন্তপ্ত'—এই বাক্যের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বিরহ-সূচক গীতিটী শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহবাসরে কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপযোগী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

> ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
> ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
> শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
> মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥
>
> (শ্রীমনঃশিক্ষা, ২য় শ্লোক)

হে মন, তুমি বেদবিহিত ধর্ম্ম বা বেদ-নিষিদ্ধ অধর্ম্ম—কোনটীরই অনুষ্ঠান করিও না, পরন্তু ইহলোকে শ্রীব্রজধামে বাস করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রচুর-পরিমাণে বিস্তার কর। তুমি শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীনন্দনন্দন ও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমজন-জ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়জাতীয় ভগবান্—নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, তাঁহার অদর্শনই বিচ্ছেদ বা বিরহ। বর্ত্তমানকালে ইন্দ্রিয়ের অগোচরের নামই অদর্শন, কিন্তু সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের অদর্শন বা বিচ্ছেদের মধ্যে নিত্য চেতনবস্তুর সান্দ্র সন্দর্শন হইয়া থাকে। অনিত্য বস্তুর বিনাশ হয়, আর নিত্যবস্তুর অন্তর্দ্ধান বা অপ্রকট হইয়া থাকে। অপ্রকট-অর্থে সম্পত্তিদশায়, বস্তুসিদ্ধিতে কুণ্ঠধর্ম্মরহিত অবস্থানে অবস্থিতি বা নিত্য সচ্চিদানন্দ পার্ষদ তনুতে অবস্থান। অনিত্যবস্তুর অদর্শনের ন্যায় নিত্যবস্তুর অদর্শন বা অন্তর্দ্ধান নহে। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন যে, অপ্রাকৃত বস্তুর অদর্শন ব্যাপারটীও সত্য ও নিত্য—'চিরদিন তাপিত জীবন', কারণ, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু নিত্য শ্রীভগবৎপার্ষদ, শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ,—

> শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং
> যেন ভূতলে।
> সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং
> দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

যিনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরের অভীষ্ট এই ভূতলে স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপ কবে আমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সমীপে স্থান প্রদান করিবেন—আমাকে 'অন্তেবাসী' অর্থাৎ শিষ্য বলিয়া আত্মসাৎ করিবেন!

কোনও যুগে, কোনও অবতারে যাহা প্রদত্ত হয় নাই, সেই অনর্পিতচর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম স্বয়ং পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রদান করিয়াছেন। সেই স্বয়ংরূপের নিজরূপ ও অন্তরঙ্গজনই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু। তাঁহার অদর্শন বা বিরহ ইন্দ্রিয়াতীত ভূমিকায় অবস্থিত।

প্রপঞ্চস্থিত জীবগণ শিষ্যাভিমানী হউক বা না-ই হউক, যিনি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপন করিতে আসেন, তিনি বিদ্যুদ্বেগে যে অভিসারের পথে চলিয়াছেন, যাঁহারা সেই পদাঙ্কের অনুগমন করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের সঙ্গী হন, আর যাহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অভীষ্ট সচ্চিদানন্দ বস্তুর প্রীতির বিরুদ্ধে কার্য্য করে, তাহাদের বহির্ম্মুখতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত মহাজন স্ব-স্থানে চলিয়া যান। ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদর্শন। এই অদর্শন বহির্ম্মুখের হৃদয় স্পর্শ করে না কিংবা জাগতিক শোকমোহাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণের অভাব বা আশঙ্কা নিবন্ধন যে ক্ষণিক অনুভূতি হয়, তদ্দ্বারাও সম্ভোগবাদ বা সংসারের ক্ষয় হয় না। বিরহীর হৃদয়ে সংসার নাই। তাঁহার দেহস্মৃতিই নাই, কিরূপে সংসার থাকিবে? দেহারামতাই সংসার।

> "দেহস্মৃতি নাহি যাঁ'র,
> সংসারকূপ কাঁহা তাঁ'র,
> তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
> বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
> গোপীগণে নেহ তা'র পার॥"
>
> (শ্রীচৈঃ চঃ ম ১৩।১৪২)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদর্শন-অর্থে সাধারণ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় প্রকৃতিতে বা মহাভূতে লয়-প্রাপ্তি নহে। 'যে বস্তুর অদর্শন হয়, তাহার নিত্যত্ব কিরূপে হইতে পারে? সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যু ত' প্রকৃতি-জাত বস্তুর ধর্ম্ম।' ইহার উত্তর এই যে,—শ্রীভগবানের আবির্ভাব-শক্তি নিত্যসিদ্ধ লীলাপরিকরগণকে এই জগতে আনয়ন করেন, আর তিরোধান-শক্তি তাঁহাদিগকে নিজধামে লইয়া যান।

যখন অভীষ্টদেবের প্রীতির সহায়তা—তাঁহার সংকীর্ত্তনের দোহার করিবার সুযোগ হইতেছে না, তখন সেই দুঃখে শিষ্য আত্মহত্যা করিতে চাহেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সর্ব্বদা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পারিবেন না, এই বিচারে রথের চাকার নিম্নে নিজের দেহ বিসর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন,—

> নিৰ্ব্বেদ হইল পথে, করেন বিচার।
> নীচজাতি, দেহ মোর অত্যন্ত অসার॥
> জগন্নাথে গেলে তাঁ'র দর্শন না পাইমু।
> প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিমু॥
> মন্দির নিকটে শুনি' তাঁ'র বাসা স্থিতি।
> মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥
> জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য-অনুরোধে।
> তাঁ'র স্পর্শ হইলে মোর হ'বে অপরাধে॥
> জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
> তাঁ'র রথ চাকায় ছাড়িমু এই শরীর॥
> মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি' জগন্নাথ।
> রথে দেহ ছাড়িমু, এই পরম পুরুষার্থ॥
>
> (শ্রীচৈঃ চঃ অ ৪র্থ পঃ)

নিজাভীষ্টের অদর্শনের আশঙ্কা করিয়া এইরূপ আত্মধিক্কার ও আত্মদৈন্য উপস্থিত হয়। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভু বলাৎকারে নিজ প্রেষ্ঠ শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিতেছিলেন এবং শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গের কণ্ডুরস (?) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া তাঁহার সুখ উৎপাদন করিয়াছিল, তথাপি শ্রীসনাতন তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। আবার দেহত্যাগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দুঃখ হইবে এজন্য শ্রীসনাতনের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন,—

"তোমার দেহ আমার নিজ ধন, আমি তাহা আত্মসাৎ করিয়াছি, তুমি পরের দ্রব্য কি করিয়া বিনাশ করিতে পার?" বস্তুতঃ প্রেমিক অনুরাগী ভক্ত যে যাচ বিপ্রলম্ভে নিজের দেহত্যাগে ইচ্ছা করেন, তাহা সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা-দ্বারা চালিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি-চেষ্টাময়, তাহাতেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি।

"প্রেমিক ভক্ত বিয়োগে চাহে
দেহ ছাড়িতে।
প্রেম বশে মিলে, সেহ না পায় মরিতে॥
গাঢ় অনুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অ ৪।৬১-৬২)

শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করা সত্ত্বেও যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিদ্বেষী রুক্মী শিশুপালকে শ্রীরুক্মিণীর বররূপে নির্বাচন করিয়াছেন, শুনিতে পাইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে দেহত্যাগ পূর্ব্বক শত শত জন্ম পরেও তাঁহার অনুগ্রহ লাভের কামনা করিয়া এইরূপ এক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, —

"যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ॥"

(শ্রীভাঃ ১০।৫২।৪৩)

হে অম্বুজাক্ষ! আত্মতম বিনাশের জন্য শিবের ন্যায় মহাত্মসকল যাঁহার শ্রীপাদপদ্মরজে স্নান বাঞ্ছা করেন, সেই তোমার প্রসাদ আমি যদি না পাই, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রতকৃশ হইয়া জীবন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শতজন্মের পরেও তোমার প্রসাদ লাভ করিব।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু নিজেশ্বরীর সেবাবিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রান্তে বসিয়া এইরূপ বিলাপ করিয়াছেন,—"হে দেবি! তোমার অদর্শনরূপ কালসর্পের দংশনে এই ব্যক্তি মৃতপ্রায় হইয়াছে। আমি তোমার শ্রীচরণপদ্মের অতি ক্ষুদ্র দাসী। তোমার বিয়োগ দাবানলে আমার তনুলতা সাতিশয় দগ্ধ হইতেছে। তুমি ক্ষণকাল দর্শনদানে আমাকে জীবিত কর।"

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বিরহসিন্ধুর মনের বিচিত্র অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-
সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি
যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব
বিক্রান্তয়ঃ॥

(শ্রীবিদগ্ধমাধব, ২ অ ১৮)

হে সুন্দরি! শ্রীনন্দনন্দন সম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্রমধুর ভাব-বিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে অর্থাৎ নূতন সর্পবিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে অর্থাৎ যার-পর নাই দুঃখের উদয় করায়, আবার আনন্দের অমৃতমাধুর্য্যের যে অহঙ্কার তাহার সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করে।

বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত।
সেই প্রেমা আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁ'র মনে,
তা'র বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

(শ্রীচৈঃ চঃ ম ২ ৫০-৫১)

একদিন 'গৌড়ীয়-সম্পাদক' মহামহোপদেশক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর সঙ্গে আমরা আরও দুই তিনজন মহাভাগবতবর পরমহংস শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমরা তথায় উপস্থিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ "যা'রে না দেখিলে মনে বড় তাপ। অনলে পশিব, কিংবা জলে দিব ঝাঁপ"—আকুলপ্রাণে, গদ্গদ-কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে আবেগের সহিত পুনঃ পুনঃ এই কথাগুলির উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি—তদভিন্নবিগ্রহে সাধু-গুরুবৈষ্ণবের প্রতি যাঁহাদের একান্ত আন্তরিক অনুরাগ ও প্রীতি উদয় হইয়াছে,—তাঁহাদেরই বিরহানুভূতির এইপ্রকার লক্ষণ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য

——::(●)::——

গত কল্য ১১ই মাঘ, রবিবার মাঘী শুক্লা নবমী তিথি আমাদের পূর্ব্বগুরু মুখ্য বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব-বাসর ছিল।

পুরাকালে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত পাজকা ক্ষেত্রস্থ উড়ুপী-গ্রামে মধ্যগেহ কুলোৎপন্ন বেদ-বেদাঙ্গকুশল সদাচার-রত জনৈক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল—শ্রীনারায়ণ ভট্ট। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদ-বিদ্যা) দেবীর সহিত পাজকাক্ষেত্রে বাস করিয়া পরশুরাম পীঠস্থ স্ব কুলদেবতা ভগবান্ শ্রীশেষশায়ী বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ দম্পতি পুত্র-সুখে বঞ্চিত হইয়া অমরপুত্র-প্রাপ্তি-কামনায় দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া অতীব কঠোর তপস্যা করিলে শ্রীশেষশায়ী ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের এই তপস্যার সমুচিত ফল প্রদানে উন্মুখ হন।

এই সময় সনাতনধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শুদ্ধ ভগবদুপাসনার ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদরূপ নাস্তিক্যবাদ জীবকুলকে জীবের নিত্যধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে পাতিত করিয়া তমোরাজ্যের প্রতি ধাবমান করাইতেছিল। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন-তখনই সত্ত্বতনু বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বা কোন মহত্তম জীবে স্বীয় শক্তি আবিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধন করেন। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ-কুজ্ঝটিকাকে ভারত-গগন হইতে অপসারিত এবং জীবন্মৃত জীবকুলের পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিবার জন্য বিষ্ণুর ইচ্ছায় মুখ্য বায়ু জগতে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যেমন পূর্ব্বে সপ্তদশীয় ত্রেতাযুগে কেশরি-পত্নী অঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়া মহাবীর শ্রীহনুমানজী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেমন অষ্টাবিংশীয় দ্বাপরযুগে পাণ্ডু-পত্নী কুন্তীকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীভীমসেন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অষ্টাবিংশীয় কলিযুগে বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যথার্থ তত্ত্ব সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্য পাজকাক্ষেত্রবাসী মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন নারায়ণ ভট্টের সহধর্ম্মিণী বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া মুখ্য বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে জগতে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীনারায়ণ ভট্ট পুত্রের নাম 'বাসুদেব' রাখিলেন। বাসুদেবের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাসুদেব অতি শৈশবকালেই বিচিত্র লীলাবলী প্রকাশ করিয়া বন্ধু-স্বজন-বর্গের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাসুদেব বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া অষ্টমবর্ষে উপনয়ন-সংস্কার লাভ করেন। উপনীত বালক বেদাধ্যয়নের জন্য পাজকা-ক্ষেত্র হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত দণ্ডতীর্থ নামক স্থানে জনৈক বেদজ্ঞ বিপ্রের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়াতেই প্রমত্ত থাকিতেন। বেদাদি অভ্যাসে আদৌ তাঁহার কোনপ্রকার মনোযোগ দৃষ্ট হইত না। অধ্যাপক বাসুদেবকে সর্ব্বসময়ে ক্রীড়াদিতে প্রমত্ত দেখিয়া একদিন তাঁহাকে বিশেষভাবে ভর্ৎসনা করিলে বাসুদেব তৎক্ষণাৎ অধ্যাপকসমীপে অধীত অনধীত—সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অনর্গল আবৃত্তি করিয়া অধ্যাপকের পরম বিস্ময় উৎপাদন করেন।

একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণপূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পিতঃ, আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি, এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করিব।" নারায়ণ ভট্ট বালকের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমার ন্যায় একটি সামান্য বালক মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার হস্ত-ধৃত শুষ্ক যষ্টি-খণ্ডের পক্ষেও মহদ্বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।" অর্থাৎ যেমন শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষে বিশাল সজীব বৃক্ষরূপে পরিণতি সম্পূর্ণ অসম্ভব, তদ্রূপ বালক বাসুদেবের পক্ষেও প্রবল মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার সম্পূর্ণ অসম্ভব,—ইহাই নারায়ণ ভট্টের অভিপ্রায়। পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব বলিলেন,—"পিতঃ! ভগবচ্ছক্তিপ্রভাবে এই যষ্টিখণ্ডের যেরূপ মহান্ বৃক্ষরূপে পরিণতি কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, তদ্রূপ আমার ন্যায় বালকের পক্ষেও মায়াবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত স্থাপন কোনরূপে অসম্ভব হইতে পারে না।" বাসুদেব ইহা বলিয়া তাঁহার হস্তধৃত যষ্টিখণ্ড মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত করিলে উহা মহান্ বটবৃক্ষরূপে পরিণত হইল। এখনও পাজকাক্ষেত্রে সেই মহান্ বটবৃক্ষরাজ বিরাজিত থাকিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অলৌকিক প্রভাবের স্মৃতি দর্শক-বৃন্দের হৃদয়ে জাগরূক করিয়া দিতেছে।

নারায়ণ ভট্ট বাল্যকাল হইতেই বাসুদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও পরমত খণ্ডনে অসামান্য উৎসাহ ও প্রবল আত্মপ্রত্যয় দর্শন করিয়া পুত্র পরবর্ত্তী কালে গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইবেন না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাসুদেবকে বিবাহবন্ধনদ্বারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিলেন। বুদ্ধিমান বাসুদেব কিন্তু মাতা-পিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। যাঁহার হৃদয় জগতের বন্ধন মোচন করিবার জন্য সর্ব্বদা সমুৎসুক, যিনি নিখিল অসৎ-শাস্ত্রকে তিরস্কার করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-স্থাপনার্থ বিষ্ণু-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, বিষ্ণুশক্তি-দ্বারা আবিষ্ট সেই পুরুষ-কেশরীকে বন্ধন করিতে পারে, জগতে এমন কে আছে?

সাধারণ লোকের বিচার এই যে, পুত্রের সর্ব্ববিষয়েই মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত ধর্ম্মাদি যাজন বা সন্ন্যাসাদি আশ্রমান্তর গ্রহণ বিশেষ দোষাবহ। এইরূপ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি লোকমান্য পুরুষগণও যে-কোন-প্রকারেই হউক মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বিচার যে সম্পূর্ণ প্রাকৃত ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভোগি-সম্প্রদায়ের ভোগোত্থ-ধারণাপুষ্ট, তাহা আমরা বাসুদেবের আদর্শে দেখিতে পাই। আব্রহ্ম-স্তম্ব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবমাত্রই নিজের হরি-ভজনহীনতা, মাৎসর্য্য ও ভোগবুদ্ধি নিবন্ধন অপরের হরিভজন-বিরোধী। মাতাপিতা ও পুত্রে, স্বামী ও স্ত্রীতে, ভ্রাতা ও ভ্রাতার মধ্যে, স্বজন-স্বজনে, বন্ধু বন্ধুতে পরস্পর ভোগবুদ্ধি প্রবল স্রোতোধারার ন্যায় সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং যখনই ইঁহাদের মধ্যে কেহ হরি-ভজনের জন্য অগ্রসর হইবার প্রয়াস দেখায়, তখনই তন্মধ্য হইতে আর একজন তাহার ভোগ্যবস্তু চিরকালের জন্য ভগবানের ভোগে

অঙ্গীকৃত হইবে ভাবিয়া—তাহার মুখের গ্রাস অপরে কাড়িয়া লইতেছে ভাবিয়া হরিভজনোন্মুখ ব্যক্তিকে যে হরিভজনে বাধা প্রদান করিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

মাতাপিতা যখন বুঝিতে পারেন যে, পুত্র এখন হইতে তাঁহাদের ভোগের বস্তু না হইয়া কৃষ্ণের ভোগ্য, কৃষ্ণের নৈবেদ্য, কৃষ্ণসেবার উপকরণ হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহারা সেইরূপ পুত্রের হরিভজনে বাধা প্রদান করিবার জন্য স্বর্গ-মর্ত্ত্য আলোড়ন করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। ইহা যে কেবল পুত্রের প্রতি মাতাপিতার ব্যবহারে সীমাবদ্ধ হয়, তাহা নহে, যেখানে পুত্র আত্মার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে কাহারও পুত্র বলিয়া অভিমান করে, সেখানে সেইরূপ পুত্রও হরিভজনোন্মুখ মাতাপিতার হরিভজনে বাধা প্রদান করিবার জন্য বহুমুখী চেষ্টা দেখাইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রী, বন্ধু-স্বজন-অভিমানেও এইরূপ ভোগবিলাস-বৈচিত্র্যের তাণ্ডব নৃত্য জগতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বাসুদেব এইসব কথা উত্তমরূপে জানিতেন, তাই তিনি মাতাপিতা, স্বজন-বন্ধু—কাহারও কোনপ্রকার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া কিংবা তাহাদের নিকট নিজ সংকল্প না জানাইয়া একাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীরজত-পীঠপুরে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দতীর্থ তৎপর্য্যায় 'মধ্ব'—এই সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হইলেন।

অদ্যাপি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরিচয় প্রদানকালে এইরূপ লিখিয়া বা উচ্চারণ করিয়া থাকেন "স্বস্তি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য যাদ্যনেকগুণগণালঙ্কৃত-পদবাচ্য-প্রমাণপারাবার-পারঙ্গত-সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্ভূমী-সত্যভামা-সমেত-শ্রীগোপালকৃষ্ণপাদপদ্মারাধক শ্রীমদ্দ্বৈতসিদ্ধান্তপ্রতিষ্ঠাপনাচার্য্য-শ্রীমদানন্দতীর্থাপরনামক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাঃ।"

উড়ুপীর অষ্টমঠের ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগত সমস্ত মঠের আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে এইরূপ সম্প্রদায়-বৈভব লিখিবার পদ্ধতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর শ্রীমন্মধ্ব আচার্য্যের কার্য্য 'আচার' ও 'প্রচার' করিতে লাগিলেন। তিনি অচিরেই 'বাদিসিংহ','বুদ্ধিসাগর' প্রভৃতি প্রচণ্ড মায়াবাদী কুতার্কিকগণের সিদ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ছেদন করিয়া ভক্তগণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। পয়স্বিনী নদীতটে সাঙ্গ-বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসভায় বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তমত ও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া 'সর্ব্বজ্ঞ যতি' এই খ্যাতি লাভ করিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদিন সমুদ্রতটে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, একখানি নৌকা বালুকায় প্রোথিত-প্রায় হইয়া বিপন্ন হইয়াছে, নাবিক তাহার বহু চেষ্টাসত্ত্বেও দ্রব্যপূর্ণ নৌকাটীকে তিলমাত্র বিচালিত করিতে পারিতেছে না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ইহা দর্শন করিয়া নৌকাসঞ্চালনের জন্য হস্ত-দ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, মুদ্রা-প্রদর্শনমাত্র নাবিকের নৌকাটি ভাসিয়া উঠিল। নাবিক সমুদ্র-তীরস্থ সন্ন্যাসিবরের এইরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বিস্ময়াম্বিত ও পরমোপকৃত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনার্থ তাঁহাকে স্বীয় নৌকা হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বারকার গোপী-সরোবর হইতে আনীত একটী বৃহৎ গোপী চন্দন-খণ্ডমাত্র অভিলাষ করিলেন। ঐ গোপীচন্দন খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তাহা আনিতে আনিতে পথে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে একটী অপূর্ব্ব ভুবনমোহন বালকৃষ্ণ-মূর্ত্তি আবির্ভূত হন। মূর্ত্তির একহস্তে দধিমন্থন-দণ্ড,অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় হনুমান, ভীমসেন বা পরব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্ব স্বয়ং সেই বালকৃষ্ণ-মূর্ত্তিকে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন এবং গোপীচন্দনলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে উড়ুপীস্থ বৃহৎ সরোবরে স্নান করাইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত এই শ্রীবালকৃষ্ণ-পূজা-প্রবর্ত্তন ও স্বসিদ্ধান্ত-প্রচার-কাম হইয়া স্বীয় আটজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবাভার ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত করিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অপর নাম—'শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ'। শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলের সীমা ছিল না। 'কড়ঞ্জরী'-নামক এক বলবান্ পুরুষ ত্রিশজন পুরুষের বলধারী বলিয়া নিজে আস্ফালন করিত, আচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ করিলে সেই অসামান্য বলী তাহার অমিত বল প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জগতে 'দ্বৈতসিদ্ধান্ত'-প্রচারের জন্য বহু গ্রন্থ-প্রণয়ন, মঠাদি-স্থাপন ও তথায় সেবাপূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচারপূর্ব্বক (১) জীবে ঈশ্বরে ভেদ, (২) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, (৩) ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, (৪) জীবে জড়ে ভেদ ও (৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চ ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বরচিত "প্রমেয় রত্নাবলী"-গ্রন্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্বন্ধে একটী শ্লোকে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ। সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥" অর্থাৎ সুখময়ধামস্বরূপ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংসার-সাগর-উদ্ধরণের তরণী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

শ্রীধামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব

গত ৯ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীশ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী সেবকগণ ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈতভবনে উপস্থিত হন। অতঃপর পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-প্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও তাঁহার কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের ভোগ নিবেদন হইলে ভক্তগণ ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক সেই সময় তথায় শুভাগমন করেন। ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হইলে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রসাদপরিবেশনাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ তথায় প্রায় ২॥ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গুণমহিমা কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা কালে 'অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতং'-শ্লোক ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্ব, তাঁহার মহিমা ও কৃপার কথা এবং 'গৌর আনা' ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাওয়া যায় না প্রভৃতি বিষয়-অবলম্বনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পরমপূজ্যপাদ মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্য ৯ম অধ্যায় হইতে 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্বরূপ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাকে শুক-প্রহ্লাদের মত' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্রোধলীলা প্রকাশ, শ্রীবাস পণ্ডিতকে চপেটাঘাত দ্বারা কৃপাশাসন ও শ্রীমুখে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্ববর্ণন',-প্রসঙ্গ আলোচনা-মুখে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যপুরাণরত্নতীর্থ প্রভু মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গত ৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, বুধবার ভূশক্তি স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাবতিথিপূজা কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিময়ূখ প্রভু শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রায় ১॥০ ঘটিকা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর সমাগত ভক্ত, সজ্জনমণ্ডলী সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পূত চরিত্রের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

———

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এতদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত মঠ-সেবকগণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকায় ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ (১৯৪২) তারিখের তারকা-চিহ্নিত ফুট-নোটের বিধানানুসারে নিম্নলিখিত স্থান-সমূহের মঠে আগামী ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ সোমবার তারিখে শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর উপবাস ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মঠসমূহে ১৯শে ফাল্গুন ৩রা মার্চ্চ মঙ্গলবার ঐ উপবাস ও উৎসব পালিত হইবে।

যে সমস্ত স্থানের মঠসমূহে ২।৩।৪২ তারিখে উপবাস ও উৎসব পালিত হইবে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল—

১। পাটনা, ২। গয়া, ৩। বেনারস, ৪। এলাহাবাদ, ৫। নৈমিষারণ্য, ৬। লক্ষ্ণৌ, ৭। মথুরা, ৮। শ্রীবৃন্দাবন, ৯। শ্রীরাধাকুণ্ড, ১০। সাকেত, ১১। শেষশায়ী, ১২। কুরুক্ষেত্র, ১৩। হারদ্বার, ১৪। নিউ দিল্লী, ১৫। বোম্বে, ১৬। মাদ্রাজ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক, ১। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিক্ষিবাদার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব বাঙ্গ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিত্তাব, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

রাশিয়ায় নাৎসী-বর্ব্বরতা

রাশিয়ার সহিত যে সকল রাষ্ট্রের কূট নৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকটই রাশিয়ার পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মলোটভ একটি নোট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে রাশিয়ায় নাৎসী-বর্ব্বরতার একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রতি-আক্রমণের ফলে জার্ম্মাণদের হাত হইতে যে সকল রুশ সহর এবং গ্রাম উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতিদিন জার্ম্মানদের বর্ব্বরতার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। দস্যু-বৃত্তি, লোক-হত্যা, সম্পত্তি-ধ্বংস এবং সর্ব্বপ্রকার বৈরাচারের যথেচ্ছ লীলা জার্ম্মান-অধিকৃত স্থানগুলিতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পাশবিক-অত্যাচার এবং ব্যাপক নরহত্যার বহু প্রমাণ সোভিয়েট সরকারের হাতে আসিয়াছে। অধিকৃত স্থানগুলির বেসামরিক জনসাধারণের উপর নাৎসীদের এই বর্ব্বরতা যে জার্ম্মান সৈন্যাধ্যক্ষ বিশেষের খেয়াল মাত্র নহে, পরন্তু ইহা যে জার্ম্মান সরকার ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ-সমর্থিত একটি পূর্ব্ব-স্থিরীকৃত পরিকল্পনা অনুসারেই করা হইয়াছে, তাহারও অখণ্ডনীয় প্রমাণ আছে। জার্ম্মান-কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিয়াই সৈন্য এবং সৈন্যাধ্যক্ষের পাশবিক বৃত্তিগুলির উস্কাইয়া দেয়। উক্রেন, মোলডাভিয়া, বায়েলো রুশিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি অধিকৃত অঞ্চলেই আক্রমণকারীরা যথেচ্ছ ধ্বংস সাধন করিয়াছে। ইহারা শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের সম্পত্তি হরণ করিয়াছে, বাধ্যতামূলক শ্রমিক বৃত্তির প্রবর্ত্তন করিয়াছে এবং জনসাধারণের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

জাপানের যুদ্ধ প্রচেষ্টা

উত্তর মালয়ের জাপানী খনি এবং রবার বাগানের মালিকেরাও জাপানী সৈন্যদের কম সহায়তা করে নাই। এইসকল মালিকদের অনেকে বহু বৎসর ধরিয়া জাপানের হইয়া গুপ্তচরের কাজ করিতেছিল বলিয়াও জানা গিয়াছে। জাপানী সৈন্যেরা অগ্রসর হইয়া আসা মাত্র ইহারা তাহাদের হাতে নিজ নিজ অঞ্চলের মানচিত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ পৌঁছাইয়া দেয়। সারওয়াক এবং বোর্ণিও জাপ পঞ্চম বাহিনীর লোকে পূর্ণ ছিল।

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে বহু জাপানী বাস করিত। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেখানে অন্ততঃ ৭ হাজার 'স্থায়ী' জাপানী বাসিন্দা ছিল। যুদ্ধারম্ভের পর অনেককে অন্তরীণ করা হইলেও কিছু কিছু পালাইতে সমর্থ হইয়াছে। ইহারাই নিকট মূল্যবান খবর পৌঁছাইয়া দিতেছে। মৎস্য-ব্যবসায়ী সাধারণ ব্যবসাদার, চা, ও রবার বাগানওয়ালা প্রভৃতি বহু জাপ নানা ব্যবসার উপলক্ষ করিয়া বহুদিন মালয় ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের বিভিন্ন গোয়েন্দাগিরি করিয়া আসিতেছিল। ইহাদের মারফতে জাপান গোপনে বর্ত্তমানে যুদ্ধের আয়োজন অনেক আগে হইতেই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

বাঙ্গালা সরকারের বিজ্ঞপ্তি

বাঙ্গালা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, এ, আর, পি কাজের সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে বহুল পরিমাণে ইটের প্রয়োজন হওয়ায় জানান হইয়াছে যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ-বিভাগের প্রধান কন্ট্রোলারের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে ২৪-পরগণা, বারাকপুর বারাসত মহকুমার সদরে, হাওড়ার সদর মহকুমায় এবং হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় ১ম ও ২য় শ্রেণীর কোন ইটের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারিবে না। মাঠ হইতে ডেলিভারী সর্ত্তে এই সকল ইটের সর্ব্ববিধ দর যথাক্রমে ২৩ টাকা ও ২১ টাকায় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গমের সর্ব্বোচ্চ পাইকারী মূল্য

বাঙ্গলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রক গত ৬ই জানুয়ারী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

গত ১৮ই ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত গত ৯ই ডিসেম্বরের একটি প্রেস নোটে গমের সর্ব্বোচ্চ পাইকারী মূল্য প্রতি ৫৷০ আনা করিয়া ধার্য্য হইয়াছিল। তাহার আংশিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া জানানো যাইতেছে যে, ঐ "চান্দৌসী" সহ সর্ব্বপ্রকার মিহি ও মোটা গমের উপরই প্রযোজ্য হইবে।

মন্ত্রিসভার রদবদল সম্পর্কে খবরাখবর

গত ১৮ই জানুয়ারী জানা গিয়াছে ওয়াশিংটনে মিঃ চার্চ্চিল ও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মধ্যে যে মতৈক্য হইয়াছে তাহাতে মন্ত্রিসভার রদবদলের প্রয়োজন বর্ত্তমানে না হইতে পারে, তবে ইহাতে মন্ত্রি-সভার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যতার পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৬শ বর্ষ { ২৫ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৩ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৭শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ২৬২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ মাধব, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

সাধকের দৈনন্দিন জীবন

আমরা অনেক সময় ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশার্থীর মুখে প্রথমেই এই প্রশ্নটী শুনিতে পাই,—"আমার কর্ত্তব্য কি? আমি চলিব কিরূপে?" অর্থাৎ ধর্ম্মোন্মুখ ব্যক্তি ধর্ম্মজীবন-যাপনের প্রারম্ভেই প্রাত্যহিক জীবনের অনুষ্ঠানাবলীর একটি তালিকা ঠিক করিয়া তদনুসারে চলিতে সঙ্কল্প করেন। এরূপ সঙ্কল্প উত্তম, কিন্তু এতৎপূর্ব্বে কয়েকটী জানিবার কথা আছে।

আমরা জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই যে, বালিকা বিবাহের পূর্ব্বেই পতি-গৃহের দৈনন্দিন কৃত্যগুলির তালিকার জন্য ব্যস্ত হয় না। পতির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইবে, সর্ব্বাগ্রে বালিকার ও বালিকার অভিভাবকগণের তদ্বিষয়েই চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আগে পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন, পতি গৃহে গমন, তারপর পতি ও পতির সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সেবোপযোগী জীবনযাপনের জন্য চেষ্টা। পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া অর্থাৎ পতি ঠিক না করিয়া যদি কেহ বারবনিতার ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীন গৃহকার্য্যগুলি সযত্নেও সম্পাদন করিতে থাকে, তবে সেইরূপ অনুষ্ঠানাবলী সুখ-শান্তি বা মঙ্গলের হেতু না হইয়া অনুষ্ঠানকারিণীকে ইন্দ্রিয়তর্পণস্বরূপ পাপ ও তজ্জন্য নরকেই নিমগ্ন করে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

ভগবানই আমাদের নিত্য পতি। শ্রীগুরুদেব সেই পতির সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে "সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা" বলে। সম্বন্ধজ্ঞানের নামই 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান।'

পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্য্যের অভিনয় করে, তাহা পুতুল-খেলা বা লক্ষ্যবিহীন অনুকরণ-মাত্র। বালিকার পুতুলখেলার দ্বারা সত্য সত্য পতির সেবা হয় না, কেবল জ্ঞানহীনা বালিকার সাময়িক মানসিক সন্তোষ হয় মাত্র। আবার পতি সম্বন্ধবিমুখিনী ব্যভিচারিণী বারবনিতার গৃহকার্য্যগুলিও উহার নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর দৈনন্দিন গৃহকার্য্যগুলির প্রত্যেকটীই পতির সুখান্বেষণ-উদ্দেশ্যে সাধিত হওয়ায় উহা সুশৃঙ্খল, মঙ্গলজনক ও সমগ্র গৃহ-পরিবারের শান্তিবিধায়ক হইয়া থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (ভাঃ ১১।২।৩৪) ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান এবং বিষয়ী ও অভক্তের ঠিক সেইরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ আকাশ পাতাল-প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, যেরূপ বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্র-পুরীষোৎসর্গ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ ও কথনাদি ব্যাপার বিষয় সুখভোগের জন্যই করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণও দেবদেব্যাদি পূজার জন্যই ঐরূপ কার্য্য করেন, ভগবদ্ভক্তগণ তদ্রূপ সেই সেই কার্য্য সেইভাবে ভগবৎসেবার জন্যই করেন। তাহাতে তাঁহাদের মূত্র-পুরীষোৎসর্গ হইতে শ্রবণ-কথনাদি যাবতীয় দৈনন্দিন ব্যাপার ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হয়।

মূল কথা এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভগবদ্ভক্ত বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তির ন্যায় যাবতীয় কার্য্যই করিয়া থাকেন। ভক্ত, বিষয়ী ও কর্ম্মীর বাহ্যানুষ্ঠানে কোন পার্থক্য নাই, কেবলমাত্র অন্তর্নিষ্ঠায় ও উদ্দেশ্যে ভেদ। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি সকল কার্য্যই ভগবানের প্রীতি বা সেবার উদ্দেশ্যেই করেন, আর বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তি স্ব স্ব ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-সুবিধার জন্যই তৎ-তৎ কার্য্য করেন,—যেমন, সাধ্বী স্ত্রী কেশবিন্যাস, বেশ-রচনা, গৃহসংস্কার ও রন্ধন কার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান পতি-সুখের জন্যই করেন, আর সর্ব্বদা নিজসুখ-তাৎপর্য্যপরা বারবনিতাও তৎ তৎ কার্য্যগুলিই অর্থাদি সংগ্রহ ও নিজসুখেচ্ছামূলেই করিয়া থাকে।

অতএব আমাদের সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যক। সম্বন্ধের পরে 'অভিধেয়' অর্থাৎ আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার নির্ণয় ও তদনুষ্ঠান। 'সম্বন্ধ' ও 'অভিধেয়' পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। 'সম্বন্ধ' ব্যতীত 'অভিধেয়' নির্ণয় হয় না, আবার 'অভিধেয়'-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না,—যেমন, কোন বালিকা বিবাহের পরে যদি পতিগৃহে গমন না করে এবং তথায় গমন করিয়াও পতিসেবা না করে, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি আসক্তি বা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই, জানিতে হইবে। যখন তাহা পতি-গৃহের কার্য্যগুলি অত্যন্ত আপনার বোধে প্রাণপণে করিতে থাকে, নানা প্রকার অভাব-অসুবিধা, রোগ-শোক অগ্রাহ্য করিয়াও পতিগৃহের যাবতীয় কার্য্য দৃঢ়তা, আসক্তি ও রুচির সহিত অনুষ্ঠান করিতে থাকে, তখনই বালিকার অভিভাবকগণ এবং অপর সকলেও জানিতে পারে যে, ঐ বালিকার পতির সঙ্গে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অভিধেয়ের পরই 'প্রয়োজন' সিদ্ধ হয়।

সাধ্বী পত্নী কি চান? তিনি কখনও অপরের প্রশংসা-প্রাপ্তির জন্য পতি-সেবা করেন না। তিনি চান—পতির সুখের জন্যই পতির সেবা, পতির প্রীতিই তাঁহার প্রয়োজন। পতির সুখেই তাঁহার সুখ; নিজের সুখ তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তু নহে। এইরূপ সর্ব্বতোভাবে নিজস্বার্থ বর্জ্জন করিয়া ভগবৎ-প্রীতির অনুসন্ধানই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র। ইহাই সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন।

ভক্তি-লাভেচ্ছুর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—'সদ্গুরুপাদাশ্রয়।' আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ।" শ্রুতি বলেন,—"ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে 'সমিৎপাণি' হইয়া বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ভগবত্তত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবে" (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১২)। "আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১৪।২)। "যাঁহার ভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমনই শ্রীগুরুদেবেও ঐকান্তিকী ভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মাই শ্রুতির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩)। শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে, "কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম মঙ্গল জানিবার জন্য সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। যিনি শ্রুতিশাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, কৃষ্ণৈকশরণ এবং প্রাকৃত লোভাদির বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু।"

ক্রমশঃ

...করেন কোন ভাগ্যবানে ... গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান ...

গুরুর [illegible] । [illegible]
বরণকালে ব্যবহারিক নিয়ম মানিলে প্রকৃত ফল লাভ হয় না। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—'ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে' (ভক্তিসন্দর্ভ—২১০ অনুচ্ছেদ)। বিষ্ণু-স্মৃতি বলেন, "শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা বা যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন।" "স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন" (হরিভক্তিবিলাস ২।৫)। "কেহ যদি এইসকল শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথানুসারে কোনও 'অগুরু'কেই 'গুরু' বলিয়া ঠিক করেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরুপাদত্ত মন্ত্রদ্বারা নরক লাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন" (হরিভক্তিবিলাস ৪।১৪৪)।

যাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম, তাঁহারা অনেক সময় মনে করেন,—অসদ্গুরু ত্যাগ করিয়া সদ্গুরু গ্রহণ করিলে গুরুত্যাগরূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু আচার্য্যগণ ও নিখিল সাত্বত স্মৃতি শাস্ত্র বলেন,—"এইরূপ অসদ্গুরু-পরিত্যাগই বিধি" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ ও ২৩৮ অনুচ্ছেদ)। "যে ব্যক্তি আচার্য্যবেশে অন্যায়-ভাবে কীর্ত্তন করেন ও যিনি শিষ্যরূপে তাহা অন্যায়ভাবে শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন" (হরিভক্তিবিলাস ১।৬২)। পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরণও এইসকল শাস্ত্র-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করেন। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন—"দুগ্ধ যেরূপই হউক না বা গুরু যাহাই থাকুন না কেন, বিষপ্রদ বিক্রেতা হইতে বা গুরু-রূপ হইতে দুগ্ধ বা লব্ধমন্ত্র (?) ত' আর কিছু খারাপ হয় নাই। আর শিষ্যের যদি ভক্তি (?) থাকে, তাহা হইলে শিষ্যের কল্পনার বলে অসদ্গুরুও শিষ্যের নিকট 'সৎ' বলিয়া প্রতিভাত হইবেন'—এইসকল কথা সমর্থন করিবার জন্যও বহু বহু মনঃকল্পিত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র এইসকল মনোধর্ম্মোত্থ কথার সমর্থন করেন না। শ্রুতির কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বার্থপর ব্যক্তিগণের মনঃকল্পিত কথার কথনই আদর হইতে পারে না। 'গুরু যাহাই থাকুন না কেন'—এইরূপ দুঃসঙ্গ বিচার সংরক্ষণ করা কল্যাণেচ্ছু পারমার্থিকের বিচার নহে।

পরমার্থানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত করিয়া ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হন। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—"যিনি স্বং শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করিয়া শিষ্যদিগকে আচার [illegible] না করেন, তিনিই আচার্য্য। [illegible] 'আচার্য্য' নহেন। অর্থলোভী, অভাবগ্রস্ত শোককারী, আচারহীন, স্ত্রীসঙ্গী ও ভগবানে শরণাপত্তি-রহিত ব্যক্তি কখনই 'গুরু'-পদবাচ্য হইতে পারে না। যে গুরু অর্থলোভী এবং যে শিষ্য সংসারসুখে একান্ত অভিলাষী, ইঁহারা দুইজন যদি একত্র পরামর্শ করিয়া ভবসাগর-অভ্যন্তরে পাষাণের ন্যায় দৃঢ় জ্ঞান-নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক খেয়া লইয়া যান, তাহা হইলেও দুইজনই নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভবসাগরের পরপারে যাইতে সমর্থ হইবেন না।

শিষ্যের ভক্তি-বলে গুরুর দোষও গুণে পরিণত হয়, এইরূপ কথা নিতান্ত অসিদ্ধান্তপর। যাঁহার দোষ আছে, তিনি লঘু, তিনি গুরু-পদবাচ্যই নহেন। গুরুর কোনই দোষ থাকিতে পারে না। আর 'শিষ্য' বলিতে শাসনযোগ্য ব্যক্তিকে বুঝায়। যিনি শাসিত হন, তিনি 'শিষ্য', আর যিনি শাসন করেন, তিনি 'গুরু'। গুরু যদি শিষ্যের দ্বারাই শাসিত হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার আর গুরুত্ব কোথায়? অতএব ব্যবহারিক জাতি-কুল, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য বা লৌকিক আচার অপেক্ষা না করিয়া পরমার্থ-পিপাসু ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইবেন

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্
গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥
(ভাঃ ১১।৩।২১-২২)

বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞ, কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ, লোভাদির অবশীভূত সদ্গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া শিষ্য তাঁহার নিকট হইতে যাহাতে আত্মপ্রদ হরি পরিতুষ্ট হন, সেইরূপ অনুবৃত্তিদ্বারা গুরুসেবা করিতে করিতে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। গুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ভগবানেরই আশ্রয়জাতীয় প্রকাশবিগ্রহ জানিবে। অতএব ইহা কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' 'অবৈষ্ণব কখনও গুরু হইতে পারেন না',—এইরূপ কথা বলিয়া অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই ইহার মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইবে। ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগি-সম্প্রদায়ের মতে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় না। তাঁহারা ভক্তিকে অভীষ্টলাভের উপায় বলিলেও, কেহই 'উপেয়' বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, মুক্তিলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যকতা। মুক্ত হইলে যখন ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া যাইতে হয়, তখন কে কাহাকে ভক্তি করিবে? ভক্তি স্বীকার করিতে হইলে 'ভক্তি', 'ভক্ত' ও 'ভগবানে'র পৃথক্ অবস্থান ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র 'মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়', ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। ভাগবতশাস্ত্র বলেন, আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। মুক্ত পুরুষই নিত্য স্বেচ্ছায় শরীরী থাকিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করেন। তাঁহারা মুক্তির পরও ভগবান্, ভগবানের অভিন্ন শ্রীগুরুদেব, ভগবৎপার্ষদ ও বৈষ্ণবগণের নিত্যত্ব, ভগবদ্ধামের নিত্যত্ব, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন। অতএব একমাত্র শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়ই গুরুকে যথার্থই স্বীকার করেন। যে গুরু আজ আছেন, কাল থাকিবেন না, যে প্রতিমার আজ আবাহন ও পূজা হইতেছে, কাল আবার বিসর্জ্জন হইয়া যাইবে অর্থাৎ যাঁহাদের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাঁহারা কিরূপে নিত্য হইতে পারেন? নিত্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়া নিত্য ফলপ্রদ পদার্থই লাভ হয়। অনিত্য-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কেহ নিত্যবস্তু লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব নিত্য পদার্থ। তিনি নিত্যকাল ভগবানের আলিঙ্গিত বিগ্রহ-রূপে অবস্থান করেন, শিষ্য নিত্যকাল তাঁহার আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। অতএব এইরূপ নিত্য পদার্থ বা বৈষ্ণব-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করাই কি সকলের কর্ত্তব্য নহে? আবার 'বৈষ্ণব' বলিতে কেহ কেহ যেন বৈষ্ণবের বাহ্য বেশকেই 'বৈষ্ণব' মনে না করেন। 'রামযাত্রা'য় অভিনয়কালে 'নারদ-ঋষি' সাজিলেও সে প্রকৃত 'নারদ' নহে। যিনি সর্ব্বক্ষণ নারদ অর্থাৎ নারদের আনুগত্যে হরিসংকীর্ত্তনকারী নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব।

আমরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রথম উষায় সর্ব্বপ্রথমে সদ্গুরুর পদাশ্রয় লাভ করিবার জন্য ভগবানের সমীপে ব্যাকুলভাবে নিষ্কপটে কাতর প্রার্থনা জানাইব। শ্রীভগবান্‌ই আমার আর্ত্তি ও শুভেচ্ছা দেখিয়া আমাকে শুদ্ধপথে চালিত করিবার জন্য আমার নিকট মহান্ত-গুরু প্রেরণ করিয়া দিবেন, নতুবা আমরা নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, বিমুখ-বৃত্তি ও নিরন্তর আত্মবঞ্চনার প্রচ্ছন্ন প্রবল ইচ্ছায় ভরপুর থাকিয়া কখনও ভোগচক্ষে সদ্গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি আমার মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, আমার বঞ্চনাপরা বুদ্ধি আমাকে যাহা 'ধর্ম্ম' বা 'সত্য' বলিয়া ধারণা করাইয়া দিয়াছে অথবা প্রচলিত জনমত বা গতানুগতিক ব্যক্তিগণ যাহাকে 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' বলে, সেইরূপ ব্যাপারে যে ব্যক্তি আরও ইন্ধন প্রদান করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই সদ্গুরু মনে করিয়া আমি আমার জীবন বিপথে পরিচালিত করিব। তখন 'আমার ভিতরে কোন দুষ্টবুদ্ধি বা কপটতা নাই'—বাহ্যজ্ঞানে আমি এইরূপ ভাবিলেও আমাকে বঞ্চিতই হইতে হইবে। আমি হরিসেবার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণ খুঁজিতে গিয়া কোন প্রাকৃত সহজিয়ার কণ্ঠস্বর, কৃত্রিম হাবভাব, লোকমুগ্ধকর চরিত্র, লৌকিক পাণ্ডিত্য, বক্তৃতা, কথকতা, ব্যাখ্যা-প্রণালী প্রভৃতি লোক-বঞ্চনাপর বাহ্য বিষয় দেখিয়াই তাহাকে মহাভাগবত, পরম বৈষ্ণব মনে করিব এবং ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবকে গুরুপদে বরণ করিয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে চিরতরে চ্যুত হইব। যিনি নিষ্কপটে সত্য সত্য শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ চান, শ্রীভগবান্ তাঁহারই নিকট মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠাই মহান্তগুরুর স্বরূপ-লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণগুলি তটস্থ বা আগন্তুক। অনেক সময় কপট অবৈষ্ণব-ব্যক্তিও লোক-বঞ্চনা করিবার জন্য কৃত্রিমভাবে ঐসকল লক্ষণ বাহ্যে প্রকাশ করিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতনবস্তু। যিনি এই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিবেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্ত্তমানে মনুষ্য-সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করাতে বহু বাহ্য বিষয়ে অভি-নিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিরন্তর চৈতন্যচরণ-কমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥"

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপার কথা যে পরিমাণে যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতন-বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোলকলা বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু; তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিক-ভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র কায়মনোবাক্য—যথাসর্ব্বস্ব-দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত হইয়াছেন ও ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই, জানিতে হইবে।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

নিত্যানন্দের পদকমল-আশ্রয় ব্যতীত গৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হয় না। নিত্যানন্দের আশ্রয় হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হয়। তখন জীব আর অসত্যকে সত্য বলিয়া অনুমান করে না।

গৌরসুন্দর ভৃত্য-বর্গের সহিত, পাল্যবর্গের সহিত এবং শক্তিবর্গের সহিত অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপে নিত্য বিরাজিত। তিনি নিত্য বস্তু, ত্রিকালসত্য বস্তু, এবং তাঁহার ভৃত্যবর্গ, পাল্যবর্গ ও শক্তিবর্গও নিত্য। ভৃত্য-শব্দের দ্বারা তাঁহার সেবকগণকে বুঝাইতেছে। আর যাঁহারা তাঁহার সেবা-দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পাল্যবর্গ-রূপে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারা—তাঁহার পুত্র। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পাল্যবর্গের পিতা। তিনি তাঁহার পাল্যবর্গের বিশুদ্ধ চিত্তে উদিত হইয়া নাম প্রেম প্রচার করিতেছেন। ইঁহারাই তাঁহার পুত্র, ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজবংশ, ভগবানের এই অচ্যুতগোত্রীয় বংশ্যগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচার-ধারা রক্ষা করিয়াছেন, করিতেছেন, আর যাঁহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া চ্যুতগোত্রের পরিচয়ে নিত্যানন্দাদ্বৈত-বংশের কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ হইয়া জগতের মহা-মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহারা 'নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের বংশ' বলিলে যাহা উদ্দিষ্ট হয়, তাহা নন। যাঁহারা শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতের অন্তরঙ্গ-সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের পাল্য এবং পুত্র। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহাদের আত্মায় উদিত হইয়া সুকৃতিমান্ লোকগণের নিকট জগতে বিস্তার লাভ করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৈধ-বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার কলত্র, আর প্রকৃত প্রস্তাবে ভজন বিচারে শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি সরকার, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার উজ্জ্বল-মধুর-রসাশ্রিত ত্রিকালসত্য কলত্র। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভাবতার। কৃষ্ণ সম্ভোগময়-বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভময়-বিগ্রহ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত 'তৃণাদপি-সুনীচেন'-শ্লোকের তাৎপর্য্য যাঁ'রা উপলব্ধি করেছেন, তাঁ'রাই হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করতে পারেন, নতুবা মানুষ হরিকথা শু'নবার অধিকার ছেড়ে দেয়। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বিচার একদিকে, আর 'তৃণাদপি সুনীচেন' আর একদিকে, 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি'-বিচার একদিকে আর 'তরোরপি সহিষ্ণুনা'-বিচার একদিকে। গরু, গাধা, ঘোড়া, এমন কি, তৃণের চেয়েও ছোট হ'তে হ'বে; তৃণেরও জগতে একটা position আছে, আমার তাও থা'কবে না। এ জগতের কোন position এর মূল্য নাই, মানুষ কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও ভোগী, কখনও ত্যাগী সাজে—এরকম দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে প'ড়ে তা'কে চিরকালই অস্থির থা'কতে হয়। মহাপ্রভুর কথা শু'নবার বিচার হ'লে ও-সকল দ্বন্দ্বময় অবস্থার অভিমান সম্পূর্ণরূপে ছা'ড়তে হ'বে, নিজে অমানী হ'য়ে ব্রহ্মা থেকে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলকেই মান দিয়ে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের বিচার বরণ ক'রতে হ'বে, তবেই জীবের মঙ্গল হ'বে। চৈতন্যবাণী না শু'নলে চৈতন্যোদয় হয় না, নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। যদি আমরা নিজের মনকে প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র শতমুখী দিয়ে মার্জ্জনা ক'রতে পারি, তবেই শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণের যোগ্যতা অর্জ্জিত হ'তে পারে।

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন না, অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ কোটীজন্ম কীর্ত্তন করিলেও আমাদিগকে কৃষ্ণপদে প্রেমদান করেন না। কিন্তু গৌরনিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপটে ভগবদ্বুদ্ধিতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু যদি গৌর নিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ গৌরনিত্যানন্দ আমার উদরভরণ, প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ বা আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তু—এই বিচারে "গৌর গৌর" করি, তাহা হইলে আমাদের গৌরনাম কীর্ত্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধন-স্বরূপ মায়ার নামকীর্ত্তন হইবে মাত্র। 'গৌর'-নাম কীর্ত্তিত হইলেই নাম লইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

প্রশ্নোত্তর

——::(*)::——

প্রশ্ন—ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর—যে বিষয়ে পৃথিবীর সকল লোক নিদ্রাভিভূত, একমাত্র ভগবদ্ভক্ত তথায় জাগ্রত। চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, যুদ্ধবিগ্রহ, সম্ভোগ ও বিরাগ—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ব্যাপারে দুনিয়ার লোক খুবই জাগ্রত, আর এই ইন্দ্রিয়তর্পণ-ব্যাপারে ভক্তগণ নিদ্রিত। ভক্তগণ এইসব কার্য্যে কখনও মনোনিবেশ করেন না। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-সেবায় জাগ্রত অর্থাৎ ভক্তগণ কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় বা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। দুনিয়ার লোক এই কার্য্যে নিদ্রিত অর্থাৎ তাঁহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন না। ভক্তের সহিত ভগবানের নিরন্তর প্রেমসেবা হইতেছে। অভক্তলোক দেহে আত্মবুদ্ধি করত চর্ম্মচক্ষু দিয়া জগৎকে ভোগ্যরূপে দর্শন করে এবং নিজে ভোক্তা সাজিয়া সমস্ত জগৎকে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে ভোগ করিতে চায়, আর ভক্তগণ নিজ-দিগকে অণুচেতন জীবাত্মা বা শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের দাসানুদাস-অভিমানে জগৎকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবোপকরণরূপে দর্শন করেন—সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়া সেব্য শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজদিগকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার ইন্ধন স্বরূপ জানিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত রাখেন এবং জগতের সকল দৃশ্যবস্তুকেও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার ইন্ধনরূপে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিতে যত্ন করেন। ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

প্রঃ ভগবান্‌কে লাভ করিবার সহজ উপায় কি?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তভাগবতের দ্বারা সমর্থিত একমাত্র রাজকীয় পথ—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, আর সবই ন্যূনাধিক বঞ্চনা-ময়। শ্রীনাম—সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বাপেক্ষা অতুলনীয় দয়াময় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ অত্যন্ত পতিতকে—দুর্গতকে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অমূল্য ধন বিতরণ করিয়াছেন। চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—প্রকৃতি-প্রদত্ত এই জ্ঞানেন্দ্রিয়-চতুষ্টয় একসঙ্গে সংলগ্ন আছে, কিন্তু কর্ণেন্দ্রিয়টি পৃথক্ ও দূরে অবস্থিত থাকিয়া যেন ইহার বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহাতে শিক্ষণীয় এই যে, শ্রদ্ধা যুক্ত শ্রবণ বা কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রৌতপন্থা সাধুর নিকট শ্রুতি বা চেতনময়ী ভগবৎকথা বা শব্দব্রহ্মকে বরণ করিতে হয়—শুনিতে হয়—শিষ্য হইতে হয়।

প্রঃ—রাম ও কৃষ্ণের ভজনের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য আছে?

উঃ—শাস্ত্র বলিয়াছেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" অর্থাৎ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান—স্বয়ংরূপ। তিনি সকল অবতারের অবতারী, মূল অংশী, আর সকলেই তাঁহার অংশ বা অবতার। কৃষ্ণের চৌষট্টিটি গুণ, আর শ্রীরামচন্দ্রের ষাটটি গুণ। ভগবানের বিভিন্ন স্বরূপের উপাসক ভক্তগণের মধ্যেও তারতম্য আছে। দেবতাগণ অপেক্ষা ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্র অপেক্ষা ব্রহ্মা, ব্রহ্মা অপেক্ষা শিব, তদপেক্ষা প্রহ্লাদ, তদপেক্ষা হনুমান, তদপেক্ষা পাণ্ডব—যাঁহারা কৃষ্ণকে স্বজন জ্ঞান করেন, তদপেক্ষা যাদবগণ, তদপেক্ষাও উদ্ধব। এমন যে উদ্ধব, তিনিও মথুরাবাসীর পাদপদ্মের ধূলি আকাঙ্ক্ষা করেন। অতএব যাদবগণ হইতে মথুরাবাসী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বৃন্দাবনবাসী শ্রেষ্ঠ। ব্রজ-বাসিগণের মধ্যে শান্ত দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রসের সেবকগণ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা মধুর রসের সেবিকা গোপীগণ শ্রেষ্ঠা, গোপীগণের মধ্যে কৃষ্ণের মূল পরাশক্তি শ্রীরাধারাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

প্রশ্ন দুনিয়ার লোকের দর্শন ও ভক্ত-লোকের দর্শনে কি পার্থক্য আছে?

উত্তর - দুনিয়ার লোক—মাংসদৃক্; আর ভক্তই—বেদদৃক্, নামদৃক্। ভক্ত সর্ব্বদাই ভগবৎসম্বন্ধী দর্শন করেন—কৃষ্ণের সম্বন্ধ যাহাতীত বস্তু দর্শন করেন, যেরূপ, দুইটি পৃথক্ স্থানের পুরুষ ও স্ত্রী পতি-পত্নী-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে ঐ স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধে তাঁহার সকল সম্বন্ধ ঠিক করেন। চেতনদর্শন পরস্পর response দেয়,—যেমন স্তম্ভের সহিত প্রহ্লাদের response হইয়াছিল। প্রহ্লাদ জড়দর্শন করেন নাই, বিষ্ণুদর্শন বা সেব্য-দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তের সর্ব্বত্র গুরু-দর্শন, কোথাও ভোগ্যদর্শন নাই, সর্ব্বত্র প্রেম দর্শন, আনন্দময় দর্শন - ইহাই পূর্ণ বিশ্বদর্শন পরমহংস দর্শন আত্মদর্শন বা চিদ্দর্শন।

প্রশ্ন হরিনাম কীর্ত্তন কিরূপে শুদ্ধভাবে হইতে পারে?

উত্তর - শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কৃপায় শুদ্ধ হরিনাম হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে—লোক দেখান নহে—কপটতা করিয়া নহে। "হে গৌর-নিত্যানন্দ, আমি দীন দরিদ্র, অযোগ্য, আপনারা পরম কৃপাময়, অতএব আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দয়া করিবেন, ইহাই আমার একমাত্র আশা, আমার নিজের কোন যোগ্যতা নাই, একটি তৃণ উঠাইবারও শক্তি নাই, আমি কি করিয়া প্রস্তুত ক'রতে পারি? আমার চক্ষুর পাতা ও তৎসংলগ্ন জিনিষটিকেও ত' আমার দেখিবার সামর্থ্য নাই, এমন কি তৎসংলগ্ন পক্ষ্মগুলিও যে আমি দেখিতে পারি না, অপর জিনিষ দেখা দূরে থাকুক—এই ত' আমার শক্তি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা পতিত, আপনারা জগন্মঙ্গল, এই অত্যন্ত পতিত জীবকে কৃপা করুন।"—এই বলিয়া অনুক্ষণ শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে আত্ম নিবেদন করিতে হইবে। দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলে কি সূর্য্যের কিরণ আসিবে? হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিলে, নিষ্কপট হইয়া সর্ব্বাত্ম সমর্পণ করিলে ত' তাঁহাদের কৃপারশ্মি অজস্রধারে প্লাবনের ন্যায় আসিতে থাকিবে। যেরূপ যে ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দেয়, তাহার ঘরেই সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়—রাজা-প্রজা, ধনী, নির্ধন, সতী, অসতী-নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলোক প্রদত্ত হয়, শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কৃপাও তদ্রূপ, যাঁহারা হৃদয়ের ধর্ম্ম অর্থ কাম-মোক্ষবাসনারুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দেন, তাঁহাদের উপরই শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কৃপাধারা বর্ষিত হয়।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:*:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৬৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিয়াপত্রের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কালকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

———

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আরও দৃঢ়তার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

———

বিবিধ সংবাদ

নাৎসী-বর্ব্বরতার তালিকা প্রণয়ন

সোভিয়েট সরকার হিটলারী সৈন্যদের সকল বর্ব্বর অপরাধের একটি বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করিতেছেন। জগতের সভ্য এবং শান্তিকামী সকল জাতির সকল লোক যাহাতে রুশীয়ার অধিকৃত স্থানগুলির উপর হিটলারের সৈন্যদের পৈশাচিক কার্য্য-কলাপের সম্পূর্ণ বিবরণ জানিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা সোভিয়েট সরকার নিজের কর্ত্তব্য মনে করেন।

মিনস্ক, কিয়েভ, নভগোরোড খারকোভ, রোষ্টভ, কালিনিন প্রভৃতি সহরগুলিতে জার্ম্মাণ সৈন্যেরা দালান-কোঠা, কারখানা প্রভৃতি বেপরোয়াভাবে ধ্বংস করিয়াছে। মস্কো অঞ্চলের ইস্ত্রা, ক্লিন, টুলা অঞ্চলের ইয়েলেনিয়া প্রভৃতি সহর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। টুলা অঞ্চলের দেদিলোভো নামক গ্রামটির ২২৮টি বাড়ীর মধ্যে নাৎসীরা ২৬০টিই পোড়াইয়া দিয়াছে। কুর্স্ক অঞ্চলের আর একটি গ্রামের ৬০২টি বাড়ীর মধ্যে ৩৮টি বাড়ী মাত্র এখন দাঁড়াইয়া আছে। মস্কো অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম ত্যাগ করিবার সময়ে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলধারী জার্ম্মান সৈন্যদের ঘর বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিবার আদেশ দেওয়া হয়। অধিবাসীরা আগুন নিভাইতে চেষ্টা করিলে তাহাদের উপর গুলি ছোঁড়া হয়। কত গ্রামে যে এইরূপ অত্যাচার হইয়াছে, তাহার সীমা নাই। ভাসোকোভো নামক গ্রামটির ৭৬টি বাড়ীর মধ্যে তিনটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই গ্রামের ৭০ বৎসরের এক বৃদ্ধ জার্ম্মাণদের নিকট তাহার বাড়ীতে আগুন না লাগাইতে অনুরোধ করিলে তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণরা রুশীয়দের প্রতি তাহাদের তীব্র বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া গিয়াছে।

———

দেশী কাগজের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

একখানি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দেশী কাগজের কলওয়ালার সহিত আলোচনার পর ভারত-গবর্ণমেণ্ট ভারতের সর্ব্বত্র সাধারণ শ্রেণীর দেশী কাগজের পাইকারী মূল্য নিম্নোক্তরূপ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন:—

সাদা এম্-এফ লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ মায় পাল্প বোর্ড ১৪ পাঃ বা ঊর্দ্ধ ওজনের ডিমাই কাগজ প্রতি পাউণ্ড ৵৩ পাই [ব্লটিং কাগজ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না]। মুড়িবার কাগজ ও কার্টিজ পেপার ২২ × ২৯ সহিত ৩০ পাউণ্ড বা ঊর্দ্ধ প্রতি পাউণ্ড ।/৯ পাই। সাধারণ বাদামী ডিমাই ১৪ পাউণ্ড বা ঊর্দ্ধ প্রতি পাউণ্ড ।/১১ পাই।

অতিরিক্ত মূল্য:—[ক] রঙীন এক ছাপিবার কাগজ এবং পাল্প বোর্ড—পাউণ্ড প্রতি /০ অতিরিক্ত। [খ] পাতলা কাগজ—পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কাগজ কিন্তু ওজন ডিমাই ১৪ পাউণ্ডের কম প্রতি পাউণ্ড /০ অতিরিক্ত।

পূর্ব্বে যে সর্ব্বোচ্চ পাইকারী মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে তদনুসারে স্ব-স্ব এলাকায় খুচরা মূল্য বাঁধিয়া দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সাধারণ শ্রেণীর কাগজের চাহিদা বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলিয়া কাগজের মূল্য ঠিক রাখিবার জন্য চাহিদা কমা বিশেষ আবশ্যক।

———

নূতন ধরণের আনী ও অর্দ্ধ আনা

একখানি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে:—যুদ্ধ সম্পর্কিত কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় অ মূল্যের মুদ্রা বিশেষতঃ পয়সার সংখ্যা অত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাকশাল হইতে বিপু সংখ্যক পয়সা ছাড়া হইয়াছে। এই কার ধাতুর ব্যবহার লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে গ মেণ্ট নিকেল ও পিতল মিশ্রিত অর্দ্ধ আ প্রচলনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই আনী বা ডবল পয়সা চতুষ্কোণ হইবে। নূ ধরণের যে আনী বাহির হইয়াছে, ত নিকেল ও পিতলের মিশ্রণে প্রস্তুত হইবে ইহাতে টাকার ব্যবহার অনেক বাঁচিয়া যাইবে।

এই নূতন ধরণের মুদ্রা প্রস্তুতের একটী অর্ডিনান্স জারী করিয়া ভারতীয় আইনের আবশ্যক সংশোধন করা হইয়াছে।

———

নিজ নিজ গৃহের আবর্জ্জনা পোড়া হইবে

জানা গিয়াছে যে, পেট্রোল খরচা ক কমাইবার উদ্দেশ্যে, কলিকাতা কর্পোরে আবর্জ্জনা ফেলিবার লরী চলাচল-নিয় করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ করিয়াছেন যে, নাগরিকগণ যা নিজ-নিজ গৃহে আবর্জ্জনা রাস্তার আবর্জ্জনা ফেলিবার আধারে না ফে নিজ গৃহেই পোড়াইয়া ফেলে, এই একটী অর্ডিন্যান্স জারী করা হউক।

———

সৈন্যদের যোগদান বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা

সৈন্যদের যোগদান বাধ্যতামূলক সম্পর্কে কানাডায় গণভোট গ্রহণ হইবে। পার্লিয়ামেণ্টের উদ্বোধন এই কথা ঘোষণা করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীরাধাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৬ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৪ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৮শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার } ২৬৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ মাধব, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, পাষণ্ডতা, ব্যভিচার, লোকপ্রবঞ্চনা প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ বিচার-আচার, কার্য্য-কলাপ নিবারণের জন্য গৌড়ীয় মিশন—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা নিরন্তরসুহৃৎ বাস্তবসত্যকথা-প্রচারে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু তাহাতে অনেক কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী, ধর্ম্মব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী, ব্যভিচারী লোকবঞ্চকের নিজ নিজ ভোগমূলা স্বার্থের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। তাহারা নিজ নিজ বিগর্হিত আচরণগুলি কোন শাস্ত্র-প্রমাণ বা যুক্তি-যুক্ত বাক্যদ্বারা সমর্থন করিতে না পারিয়া কৃষ্ণৈকশরণ শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের আচরণে অনেক সময় নানা প্রকার দোষারোপ করিয়া নিজের ও অপরের অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকে।

———

পতিব্রতা একমাত্র স্বামীর একনিষ্ঠ-সেবিকা। স্বামীর সেবার জন্য তাঁহার বেশ-ভূষা, আহার-বিহার, যাবতীয় ইন্দ্রিয়চালনা। (প্রাকৃত উদাহরণ শাখাচন্দ্রের ন্যায় একদেশী মাত্র; উহার হেয়ত্ব ত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ ভাবটি-মাত্র গ্রহণ করিবেন, প্রাকৃত উদাহরণ অপ্রাকৃত বস্তুতে সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী নহে।) পতিব্রতা যদি সাধারণের মঙ্গলের জন্য বারবনিতার কদর্য্য বৃত্তি, কপট ভালবাসা, হেয় ব্যবসায়ের কথা লোকের নিকট উদ্ঘাটন করেন, তাহাতে ইন্দ্রিয়পরায়ণা বারবনিতাকুলের ব্যবসায়ের অসুবিধা হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহারা নিজেদের হেয় কার্য্য সদ্‌যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে না পারিয়া পতিব্রতাগণের মুখ বন্ধ করিতে পারে কি না—এই আশায় সরল লোকদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য বলিয়া বেড়ায় যে, পতিব্রতাগণও তাহাদের মত অলঙ্কার ও বেশভূষা পরিধানাদি করে, ইত্যাদি। তদ্রূপ ধর্ম্মব্যবসায়িগণ ও অভক্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষিগণ অনেক সময় শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়া থাকেন, 'তাঁহারাও ত' আমাদেরই মত টাকা নেন, আমরা ভাগবত-ব্যাখ্যা করিয়া টাকা নিই, সদ্‌বৃত্তি (?) (অর্থাৎ শালগ্রাম-দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া নিজে খাই) দ্বারা টাকা নিই, আর তাঁহারাও ভিক্ষা করিয়া টাকা নেন। আমাদের স্ত্রী-পুত্র আছে, তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করি, তাঁহারা স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং সংগৃহীত অর্থ তাঁহারা তাঁহাদের আত্মভরণ পোষণে লাগান।

যাহারা একনিষ্ঠ নহে, যাহারা নানা-প্রকার ব্যভিচার অনাচারে অভ্যস্ত, যাহারা বারজনের মনোরঞ্জন করিয়া নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন-সংগ্রহে ব্যস্ত, তাহারা কি করিয়া অনন্য-ভজনপরায়ণ, কৃষ্ণার্থে-অখিলচেষ্ট, চব্বিশ ঘণ্টা কেবলমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত শুদ্ধভক্তগণের চরিত্র বা ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে পারিবে? তাহাদিগের নিকট ঐরূপ আশা করাও বৃথা। তাহারা জানে না যে,—হরিভক্তিপরায়ণ জনগণ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের অর্থে, বিলাস-সম্ভারে,—তাদৃশ সর্ব্ববিধ বস্তুতে মূত্রপুরীষ বিসর্জ্জন করেন, কিন্তু তাঁহারা জগজ্জীবের—বিষয়িগণের মঙ্গলের জন্য তাহাদের তুল্যভাব-গ্রহণচ্ছলে তাহাদের ভয় দূর করিয়া তাহাদের দ্বারা হরিসেবা করাইয়া লইতে চাহেন। তাঁহারা এইজন্য ধনমদান্ধ ব্যক্তিগণের দ্বারে যাইয়া বলেন,—"তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।" স্ত্রীতে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিগণকে বলেন,—"কামিনীর কাম নহে, তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব।" তাঁহারা জড়ীয় অভিমানে মত্ত ব্যক্তিগণকে বলিয়া থাকেন—"বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।"

সাধুগুরুবৈষ্ণবগণ নিজেরা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ করিবার জন্য লালায়িত নহেন। বারবনিতার ন্যায় ভোগিকুল ভগবদ্ভক্তগণকে নিজের সহিত সমান মনে করিয়া তাঁহাদিগের চরিত্রে বা কার্য্য-কলাপে দোষারোপ করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে মাত্র। কিন্তু গুরুবৈষ্ণবগণ কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা, সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ—সকলের দ্বারাই কৃষ্ণসেবা করেন—তাঁহারা 'কাম'—কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ'—ভক্তদ্বেষিজনে, 'লোভ'—সাধুসঙ্গে হরিকথা। 'মোহ'—ইষ্টলাভবিনে, 'মদ'—কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করয়ে যথা তথা।"

বৈষ্ণবের সেবা করিবার জন্য বৈষ্ণবের পাছে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রতিষ্ঠা—সব ধাবিত হয়। "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে, তা'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥" কিন্তু বৈষ্ণবের সেবাচাতুর্য্যের নিকট ঐসকল বস্তু হেয়ত্ব-বর্জ্জিত হইয়া কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে পরিগণিত হয়।

———

ভোগিকুলের চক্ষে ভোগের ব্যতিরেক অবস্থা ফল্গুত্যাগের আদর্শ বিস্ময় উৎপাদন করে, কিন্তু তাহারা সেবার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সেবাকেও তাহারা কর্ম্ম-মার্গীয় অন্যতম ব্যাপার-মাত্র মনে করিয়া ফেলে। লৌকিক রীতিতে তাহারা মুখে 'সেবা'-কথাটি স্বীকার করিলেও সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ না করাতে বা প্রকৃত সাধুগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গসৌভাগ্য লাভ না করায় কার্য্যতঃ তাহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কর্ম্মময় ব্যাপারের অন্যতম মনে করিয়া থাকে।

———

অনেক সময় সহরের রাজপথে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিরপরাধ সাধু ব্যক্তিগণ যখন কোন পরদ্রব্য-অপহরণকারী পলায়নপর ব্যক্তিকে 'চোর, চোর' বলিয়া চীৎকার করিয়া তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চেষ্টা করে, তখন ঐ তস্কর ব্যক্তিও 'ঐ চোর, ঐ চোর' বলিয়া চীৎকার করিয়া নিজেকে রক্ষা করিবার ঐরূপ উপায় উদ্ভাবন করে। এস্থলে সাধুগণের 'চোর, চোর' বলিয়া চীৎকার—জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আর প্রকৃত চোরের তদ্রূপ চীৎকার লোককে ঠকাইয়া নিজের চৌর্য্যবৃত্তি বজায় রাখিবার জন্য। তদ্রূপ অনেক ধর্ম্মব্যবসায়ী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তিগণ ভাগবত-ব্যাখ্যাকালে (?) শিষ্যদের গৃহে বা বক্তৃতার ভিতরে নিজদিগের ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ-ব্যবসায়রূপ অবৈষ্ণব-বৃত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃত সাধুগুরুবৈষ্ণবের স্কন্ধেও তত্তৎদোষ চাপাইবার মতলব করে। বোকা লোকসকল উহাতেই ভুলিয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ঐসকল ধর্ম্মধ্বজী কপট ব্যবসায়ীর বাক্চাতুর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া খাঁটি বস্তুর অনুসন্ধান করেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ইহ জগতে যেমন আমরা অর্চ্চাতে অচিৎ-মিশ্র দৃষ্টিতে চেতনধর্ম্ম দে'খ্‌তে পাই না, তেমনই মুক্ত হ'লে পরজগতে অবরতা, হেয়তা প্রভৃতির অস্তিত্ব দে'খ্‌তে পাওয়া যায় না। ভগবানের প্রীতিসম্পাদক পাঁচপ্রকার ভৃত্য সেখানে পূর্ণচেতনাবস্থায় আছেন। এখানে পাঁচপ্রকার মিশ্র চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অবস্থান ক'রছে, কিন্তু সেখানে শুধু ভগবান্ ও তদাশ্রিত ব্যাপার। এখানে অনুপাদেয়তা, সেখানে উপাদেয়তা। অবিমিশ্র চেতনরাজ্যে ও মিশ্রচেতনরাজ্যে পার্থক্য আছে। মিশ্রচেতনরাজ্যে চেতনধর্ম্ম থা'ক্‌লেও স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ক'র্‌তে পারে না। এখানে ইলেক্‌ট্রিক্ পাখাতে আর একটা শক্তি না এলে তা'র নড়বার ক্ষমতা হয় না, শরীরে চেতনধর্ম্ম না এলে সেটা খোলা মাত্র,—এখানে অচেতনের ভিতরে চেতনের বিকাশ—চিদচিন্মিশ্র-ভাব, এখানকার অচিৎ স্থূল-সূক্ষ্মভাব সেবা বৈমুখ্যবশতঃ পরব্যোমে যেতে পারে না যেমন দয়া ব'লে যে শব্দটি, তা'তে আমরা আলোচনা ক'রতে পারি, একজন দান ক'রছেন, একজন গ্রহণ ক'রছেন। চিত্তে দয়া বস্তুটীর মূর্ত্তি থাক্‌লেও চিত্তে উদিত ভা'বের দ্বারা জান্‌তে পাচ্ছি, বাহ্যজগতের সংগৃহীত ভাব স্থায়ী নয়, তা' পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হয়, কিন্তু সেখানে পরিবর্ত্তনশীলতা নাই, নিত্যধর্ম্ম বিরাজমান। নিত্যবস্তুর মালিক ও তদধীন সম্পত্তি—সব চেতনময়, তা'তে অচেতনতা, অবরতা বা অসম্পূর্ণতা নাই। এখানে পূর্ব্বাপর স্মৃতির পর্য্যাপ্ত উদয় নাই, বর্ত্তমানটাই কেবল জানি, বর্ত্তমান দেখেই বিচার ক'রতে পারি। সেখানে সব জিনিষ নিত্যকাল আছে, জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে নিতে হয় না। এখানে শিশুকে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লাভ ক'রে নিতে হয়, শিশু অপেক্ষা যুবক অধিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে থা'কে, তদপেক্ষা বৃদ্ধ আরও অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, সেখানে সেরূপ নয়, সমগ্র জ্ঞানের পূর্ণসমাবেশ আছে, কোন অভাব নাই, আর অভাব ব'লে যা' আছে, তাতে পূর্ণতার—আনন্দের অভাব নাই, অভাব ও পূর্ণতা সাধিত হ'চ্ছে। ওখানকা'র বাস্তব বিচিত্রতা এবং এখানকার বিচিত্রতার সৌসাদৃশ্য থাক্‌লেও দু'টা এক নয়। এখানের অবরতা-ধর্ম্ম, ক্লেশ, অসম্পূর্ণতা সঙ্গে নিয়ে যেতে হ'বে না। বিচিত্রপূর্ণ ভাবপুষ্ট সেখানে পাঁচপ্রকার আছে এতদ্দেশ সাহিত্য, অলঙ্কার শাস্ত্রে যে রসের আলোচনা, পঞ্চ মুখ্য রস ও সপ্ত গৌণ রস এখানে যেমন বাধা প্রাপ্ত হয়, সেখানে তা' নয়, প্রত্যেক বস্তুর নিত্যতা আছে, অজ্ঞান প্রবেশ ক'রতে পা'রে না একের সাহায্য অন্যের কিছু ক'রতে হয় না। ইতর ব্যোমের হেয়তা, অবরতা বা অপ্রার্থিত (দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি) ব্যাপারগুলির দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে সেখানে যেতে হয়। সেখানে পূর্ণতা ও পরম চমৎকারিতা আছে, কিন্তু আমরা তা' দে'খতে পাচ্ছি না—যেমন মেঘে আবৃত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, আবরণকারী আবৃত বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করে না, কিন্তু আমরা আবরণকারীর কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আবৃত বস্তুকে দে'খতে পাই না।

সেবা চেষ্টার ব্যাঘাত হ'লে, অহঙ্কার-বিমূঢ়তা-বশে প্রভু হ'বার যত্ন হ'লে গুণজাত জগতে বাস হয়। রজঃসত্ত্বাদি গুণ-দ্বারা আচ্ছন্ন হ'লে হ্লাদিনী সন্ধিনী-সম্বিতের কারুণ্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। শক্তিত্রয়ের কথা বর্ণন ক'রতে গিয়ে মিশ্রগুণবিচারে বিচিত্রতাকারিণী শক্তিকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করি। কিন্তু নির্ম্মৎসর সাধুগণ এ সকল অসুবিধায় পড়েন না, তাঁ'রা পরমধর্ম্মে অবস্থিত। তাঁ'রা পরশ্রীকাতর নন, সকলেই ভগবৎসেবা-পরায়ণ। ভগবৎস্মৃতিরহিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম্ম অবস্থিত। কামাদি পঞ্চবিধ অমঙ্গলের ভৃত্যধর্ম্মে নিযুক্ত হ'লেই পরশ্রী-কাতরতা আসে

প্রশ্নোত্তর

——::•:.——

প্রশ্ন বৈষ্ণবধর্ম্ম কি পৃথিবীর সকলের পক্ষে গ্রহণীয়? ইহাতে কি সকলেরই কল্যাণ হইতে পারে? জগতের তাহাতে কি উপকার হয়?

উত্তর—বৈষ্ণবধর্ম্মই নিখিল চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মই প্রত্যেক জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। খৃষ্টান থাকিয়া কাজ নাই—মুসলমান থাকিয়া কাজ নাই—হিন্দু থাকিয়া কাজ নাই, সব বৈষ্ণব হইয়া যাউক। পশু-পক্ষী থাকিয়া কাজ নাই—গাছ-পাথর থাকিয়া কাজ নাই—দেবতা-দৈত্য মানব থাকিয়া কাজ নাই, সকলেই বৈষ্ণব হইয়া যাউক অর্থাৎ স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম গ্রহণ করুক, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে।

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস।
যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ॥
(শ্রীচৈ. চঃ - আদি, ৬।৮৩)

মহাপ্রভু তাহাই ক'রয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রবাসকালে উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করিতে ক'রতে চতুর্দ্দিকে যাহাকে দেখিয়াছিলেন, তাহাকেই বৈষ্ণব করিয়া যাইতেছিলেন—স্থাবর পথে তৃণ-গুল্ম লতা, পশু-পক্ষী-গাছ-পাথর আর তাহাদের সেই সেই বিকারের অভিমান লইয়া থাকিতে পারে নাই, সকলেই বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছিল শৈব, শাক্ত, 'পাষণ্ডী হিন্দু', পাঠান, বৌদ্ধ, মায়াবাদী, মুমুক্ষু, বুভুক্ষু, যোগী, তপস্বী, পণ্ডিত, মূর্খ, রুগ্ন, সুস্থ—সব বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছিল। মহাপ্রভুর অস্ত্র ছিল—একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন। আবার যাহারা বৈষ্ণব হইতেছিলেন, তাঁহারাও মহাপ্রভুর আদেশে কীর্ত্তনকারী গুরুর কার্য্য করিয়া পরম্পরায় চতুর্দ্দিকে সকলকে বৈষ্ণব করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সকলকে বলিয়া যাইতেছিলেন,—

যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র এই দেশ॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

• • •

কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায়—গুণ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে॥
পশু পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণ নাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর কেহ হয় নাই—হইবে না। অন্যান্য সমস্তই উপকারের প্রস্তাব ও ছলনা মাত্র, উপকারের নামে মহা-অপকার, আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সত্য-সত্য নিত্য পরম-উপকার। তাহা দুই-দশ-দিনের উপকার নহে—তাৎকালিক উপকার নহে—যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার উৎপন্ন করিবে—যে উপকারের দ্বারা আর একপক্ষের অপকার হইবে। যেমন আমার দেশের উপকারে অন্য দেশের অপকার অনিবার্য্য—আমি গাড়ী-ঘোড়ায় চড়িয়া উপকৃত হইলে ঘোড়াগুলির অসুখ অনিবার্য্য, —আমার তাৎকালিক সুখে আর একজনের দুঃখ, আবার অপরের সুখে আমার ভোগের অভাব। এরূপ উপকারের কথা বলিয়া মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও লোকবঞ্চনা করেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণ এমন উপকারের কথা বলিয়াছেন—এমন জিনিষ দান করিয়াছেন ও করিতেছেন, যে উপকার সকলের পক্ষে—সর্ব্বকালে—সর্ব্বাবস্থায় পরম উপকার। মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে—সকল পাত্রে সকল কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার। এই উপকার কোন দেশবিশেষের উপকার, অন্য দেশের অপকার নহে, এই উপকার সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপকার। সুতরাং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক নশ্বর উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও করেন না। মহাপ্রভুর উপকার কোনও দিন কাহারও অমঙ্গল প্রসব করে না। তাই মহাপ্রভুর দয়া অমন্দোদয়া দয়া তাই মহাপ্রভু মহাবদান্য—তাই মহাপ্রভুর ভক্তগণ মহা মহাবদান্য। এইসকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়,—সব চেয়ে বড় সত্যকথা

প্রশ্ন—তাহা হইলে কি অন্যান্য সং কাজ ছাড়িয়া দিতে হইবে?

উত্তর—না, বৈষ্ণব হইয়া সব কার্য্য করিতে হইবে। বৈষ্ণবতা ছাড়িয়া কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে না। আমাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ইহাই বলিয়াছেন,—

ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

অবজ্ঞা ও অভিবাদন

(প্রাপ্ত)

জাগতিক সভ্যতাই হউক বা নিয়ম-প্রচলন-পরম্পরাই হউক, এই জগতে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর প্রত্যুত্থান, অভিবাদন ও বন্দনাদি করিয়া থাকেন। এই কার্য্যগুলিকে সম্মানসূচক ক্রিয়া বা প্রতিষ্ঠার আদান-প্রদান বলা চলে। ব্যবহারিক-সম্বন্ধে যিনি বড়, তিনি ছোটর নিকট হইতে পূজা লইতে চাহেন, আর যিনি ছোট, তিনিও বড়র নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাবিমুখ জীব-মাত্রেই একে অপরের নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা লইবার জন্য ব্যস্ত। এই জগতে যে নিজকে বড় বলিয়া অভিমান করে সে'ও যেরূপ ছোটর নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির আশা করে, আবার যে ছোট বলিয়া পরিচিত, সেও বড়র নিকট বড় হইবার আশায় আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। এই জগতে যদি কোন দেহাত্মবাদী বড়-অভিমানী ব্যক্তি ছোটর নিকট হইতে অভিবন্দনাদি প্রাপ্ত না হয়, সে যেরূপ তাহাতে চটিয়া যায়, তদ্রূপ ছোট ব্যক্তিও বড়র নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ-আপ্যায়নাদি প্রাপ্ত না হইলে নিজকে অবজ্ঞাত মনে করিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়। এইরূপে জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাত্মাভিমান হইতে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির জন্য স্পৃহা উদিত হয়। জড় জগতে ছোট ও বড়—উভয় ব্যক্তিই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকেই সম্মানার্হ বলিয়া মনে করে। এইরূপ মনে করা বা ধারণা করা দেহাত্মাভিমানী অজ্ঞ জীব আমাদের পক্ষে কিছু অসম্ভব নহে।

জড় জগতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা লইয়া বা স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহাত্মাভিমানের পাহাড়-পর্ব্বত অন্তরে লুকাইয়া রাখিয়া আমরা আমাদের স্থূল দেহকে যে যত অধিক সম্মান দিতে পারে, সে তত অধিক বৈষ্ণব, আর যিনি বা যাঁহারা এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ও মনকে অভিবাদন করেন না, তিনি তত অধিক অবৈষ্ণব, এইরূপ

ধারণা করিয়া বসি। আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকটে গিয়াও যে আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ-মনের অভিবাদনাদির দাবী করি, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এবং আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়ও বটে। শ্রীশম্ভু ও দক্ষ-সংবাদে আমরা দেখিতে পাই যে, দক্ষ অজ্ঞজ্ঞানে শ্রীশম্ভুকে দর্শন করিতে গিয়া কিরূপ অপরাধী হইয়াছিল। দক্ষ শ্রীশিবের নিকট বাহ্য অভিবাদনাদি প্রাপ্ত না হইয়া নিজেকে অবজ্ঞাত মনে করিয়া শ্রীশিবের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণব কাহারও স্থূল-সূক্ষ্ম দেহকে সম্মান বা অভিবাদন করেন না। আমরা আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা বৈষ্ণবের তৃণাদপি-সুনীচতা লক্ষ্য করিয়া থাকি। যিনি বা যাঁহারা আমাকে অধিক সম্মান, অধিক দণ্ডবৎ, অধিক অভিবাদন করিতে পারেন, তিনি বা তাঁহারাই বড় বৈষ্ণব, আর যিনি বা যাঁহারা আমার স্থূল-সূক্ষ্ম দেহকে বহুমানন করেন না, দণ্ডবৎ প্রণাম বা অভিবাদনাদি করেন না, তাঁহার বা তাঁহাদের বৈষ্ণবতা ও তৃণাদপি-সুনীচতার অভাব লক্ষ্য করিয়া থাকি। সাধু গুরু-শাস্ত্র-বাণী হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাভিমান হইতেই এইরূপ বিচার আসিয়া থাকে। যাহা হউক এবিষয়ে আমরা পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের মঙ্গলময়ী বাণী হইতে প্রকৃত বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"প্রত্যক্ষবাদিগণ অনেক সময়ে অধোক্ষজ-সেবাপরায়ণের প্রকৃত চেষ্টা বুঝিতে অসমর্থ হন। বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের ভাব সকল সময়ে সুষ্ঠুভাবে প্রতীত হয় না। মহাভাগবত সর্ব্বদাই ভগবানের অনুগত ও সেবোন্মুখ হইয়াই অবস্থান করেন। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-পরায়ণগণ ভগবদ্ভক্তের তাদৃশ অন্তর্ভাব লক্ষ্য করিতে অসমর্থ। অক্ষজবাদী বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাভিমানেই ব্যস্ত ও অভ্যস্ত থাকে। সুতরাং তাহারা ভগবদ্ভক্তের স্থূল-সূক্ষ্মানুভূতির প্রতি ঔদাসীন্যই লক্ষ্য করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অধোক্ষজ-সেবাপরায়ণগণ স্থূল-সূক্ষ্ম সকল বস্তুর বাহ্য দর্শনে নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা পরতত্ত্বসেবায় প্রবৃত্তি-নিপুণ। বাহ্যিক অভিবাদনাদি স্থূল-দেহপর। অনেক সময়ে ভগবদ্ভক্তের বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ দর্শন-ফলে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাভিমানগণের তাঁহাদের চরণে অপরাধ ঘটে। বদ্ধজীব এইসকল কারণেই বৈকুণ্ঠ-বৈষ্ণব-বস্তুতে দুরাচার-দেখিয়া থাকেন, উহা তাহাদের ভ্রান্তি-মাত্র। ভগবদ্ভক্ত প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই ভগবৎসম্বন্ধ আলোচনা করেন। সুতরাং মূঢ় জনের ভক্তের দোষ-দর্শন তাহাদের অর্ব্বাচীনতার পরিচয় মাত্র। যাহারা ভগবদ্ভক্তি-রহিত, তাহারাই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অপরকে অসম্মান করিয়া থাকে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ জগতের প্রত্যেককেই সর্ব্বক্ষণ অধিক সম্মান দিয়া থাকেন, যেহেতু ভগবৎসম্বন্ধ ব্যতীত তাঁহাদের ইতর দর্শন নাই। সাধারণতঃ মুক্ত পুরুষগণের বাহ্য অভিবাদনাদি নিষিদ্ধ। "নিরাশীর্নির্নমস্ক্রিয়ঃ" ত্রিদণ্ডিগণ বৈষ্ণব ব্যতীত কাহাকেও বাহ্য অভিবাদন করেন না বলিয়া কেহ যেন অসম্মানিত-বোধ না করেন। বাহ্য-দেহের উচ্চাবচ-প্রতীতি মুক্ত-পুরুষগণের নাই। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা করিয়া থাকেন, ভোগবুদ্ধিতে আপনাদিগকে অন্যের পূজ্য কখনই মনে করেন না।

"ভগবান্ বাসুদেব বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নহেন। নিত্য স্বরূপ-শক্তিতে নিত্য অধিষ্ঠিত বলিয়া কোনপ্রকার জাড্য অর্থাৎ হেয়তা ও অনুপাদেয়তা বা পরিচ্ছেদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বদ্ধ জীব যে কালে ত্রিগুণের বশীভূত থাকেন, সেই সময় তিনি বাসুদেবের সুনির্ম্মলতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। পুরুষোত্তম বাসুদেব বসুদেব হইতে বসুদেব প্রকটিত, সুতরাং ত্রিগুণদ্বারা আবৃত হইবার অযোগ্য। ত্রিগুণ-মুক্তাবস্থায় বিমুক্ত দর্শনে বাসুদেব চিদ্বিলাস-রাজ্যে পরিলক্ষিত হন। বাসুদেবের আকর 'বসুদেব'-শব্দে বিশুদ্ধসত্ত্বকে বুঝায়। সত্ত্ব-গুণ রজস্তমোমিশ্রগুণের সম্বন্ধে ন্যূনাধিক অবস্থিত। বিশুদ্ধসত্ত্ব তাদৃশ মিশ্রভাবাপন্নতার দ্যোতক নহে। বাসুদেবকে কেহ যেন প্রকৃতির অন্তর্গত সগুণ, সসীম, পরিচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া ভ্রান্ত না হন। গুণাতীত বিশুদ্ধ সত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণজাত বস্তুর অন্যতম নহেন—বাসুদেব-প্রকটকারী 'বসুদেব' গুণজাত বস্তু নহেন। মহাভাগবত মহাদেব গুণাধীশ তত্ত্ব, প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্যতা অতিক্রম করিয়া তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব। সুতরাং তাদৃশ মহাভাগবতের বসুদেব-তনয় বাসুদেব-দর্শনে ও তাঁহার প্রণতিতে কোনও প্রকার গৌণ অনুষ্ঠানের কল্পনা করা যাইবে না। মহাদেবের হরিসেবনোন্মুখ অপ্রাকৃত চেষ্টায় ভগবানের বিশেষ সেবাবিধানে গুণজাত ক্রিয়া উদ্দিষ্ট হয় নাই। বিশুদ্ধসত্ত্বের অনুষ্ঠানে কোনওপ্রকার মিশ্রগুণের সংস্পর্শন-চেষ্টা নিহিত নাই। বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু তাঁহার অধিকারক প্রাকৃত জগতের ক্রিয়ায় এ স্থলে আবদ্ধ নহেন। প্রাকৃত জগৎসংহার-কার্য্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিজ নিত্যবৃত্তি নিরন্তর বাসুদেবপূজা-বিধানহেতু, দক্ষাদি পূজ্যবর্গের বাহ্য সমাদর অযুক্ত বলিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবার নৈরন্তর্য্যবশতঃ তিনি শ্বশুর মহাশয়ের অবজ্ঞা করেন নাই। ভোগময় প্রতীতির অভাবে বৈকুণ্ঠ-পুরুষের পূজ্য ও অপূজ্যভেদ সম্ভবপর নহে। সেজন্য সর্ব্বদা হরিসেবারত সতীকান্তের সতীপিতাকে অবজ্ঞা করা অভিপ্রেত ছিল না। পরন্তু সর্ব্বদা বাসুদেবচরণে প্রণতি-হেতু বাসুদেব-জীব দক্ষের প্রণতিও তদন্তর্ভুক্ত বলিয়া শিবের স্বতন্ত্রভাবে দক্ষপূজার আবশ্যকতা ছিল না। ভগবান্ বাসুদেবের পূজায় সকল দেবতার, সকল পিতৃলোকের এবং সকল পূজ্যবর্গের পূজা ও অভিবাদনাদি হইয়া যায়। সুতরাং ভেদবুদ্ধিতে তাদৃশ অভিবাদনাভাবেও শম্ভু কখনও দক্ষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই।

"অধোক্ষজ-সেবানিরত মহাভাগবত প্রাকৃত কোনও বস্তুকে পূজা বা অবজ্ঞা করেন না, সকল বস্তুকেই সর্ব্বদা সম্মান প্রদান করেন। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র শিক্ষার মধ্যে বৈকুণ্ঠ-পুরুষের নিষ্ঠা ও কৃত্যাবিবেকে 'তৃণাদপি সুনীচ'-শ্লোকের আবাহন।

"বস্তু ও তাহার প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব বস্তুসদৃশ হইলেও প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব বস্তু নহে। দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর দর্পণান্তর্গতত্ব সিদ্ধ, কিন্তু বস্তুর দর্পণান্তর্গতত্ব সত্য নহে। জীবের অভাবময় এবং পরিমিত জ্ঞানোদয় বাসুদেবের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যে কালে তিনি নির্গুণাবস্থায় বাসুদেবকে দর্শন ও তাঁহার সেবা করিবার জন্য প্রবৃত্ত, তৎকালে প্রতিবিম্বিত অচিদ্বৈচিত্র্যমাত্রে অবস্থিত হন না। চিদ্বিলাস বৈচিত্র্য অচিৎ দৃশ্য জগতে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির সাদৃশ্য প্রদর্শন করে, উহা বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত না হওয়ায় ত্রিগুণান্তর্গত বলিয়া বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ লাঞ্ছিত বিচারান্তর্গত। এ জন্যই বৈকুণ্ঠ পুরুষগণ জড়জগৎকে চিদ্বৈচিত্র্যের বিকৃত নশ্বর প্রতিফলন মাত্র বলেন। কেহ যেন মনে না করেন, বসুদেব কর্ম্মফলাধীন প্রাকৃত বদ্ধ জীবমাত্র। তিনি কৃষ্ণজনক, সুতরাং স্বয়ং অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁহার দর্শনকারী নিত্য-মুক্ত বৈকুণ্ঠজীবকে বিদ্ধসত্ত্ব বা অশুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রিত জ্ঞান করা উচিত নহে।"

শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণ ভোগ ও ত্যাগ—উভয় বৃত্তিকেই গর্হণ করিয়া থাকেন। জীবের স্বরূপ বা স্বরূপকেই তাঁহারা বহুমানন করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব ভগবান সেই স্বরূপ বা স্বরূপেরই দ্রষ্টা। শ্রীল প্রভুপাদকে আমরা দেখিয়াছি, কেহ তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেই তিনি প্রতিনন্দন করিয়াছেন। এ স্থলে আমরা যদি মনে করি যে, যে কেহ প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ বা অভিবাদন করিয়াছেন, আর বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীশম্ভু দক্ষকে দণ্ডবৎ বা অভিবাদন না করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন, তবে আমাদের দিক্ হইতে বিচারের ভুল হইবে। কারণ প্রাকৃত বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ স্ব-স্ব-স্থানে নিরত থাকেন। তাঁহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই অধোক্ষজ শ্রীবাসুদেবের প্রণতি করেন। সুতরাং তাঁহাদের আচরণ বুঝিবার বোধগম্য হয় না।

নিখিল জগতের সকল প্রাণীই কৃষ্ণদাস, সুতরাং সকলেই সকলের সম্মানের পাত্র। কৃষ্ণসম্বন্ধে অর্থাৎ সেব্য সেবক-সম্বন্ধে সকলেরই সকলকে সম্মান করা উচিত। কিন্তু যে স্থলে মায়াবদ্ধজীব কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিস্মৃত, সেই স্থলে যদি কেহ নিজেই সেব্য,—এই অভিমানে অপরকে সেবক-জ্ঞানে অপরের নিকট হইতে সম্মানাদির প্রার্থী হয়, তাহার মূল্য অন্ধকপদ্দক মাত্র। এক বদ্ধজীব অপর বদ্ধজীবের প্রতি প্রচুর-ভাবে সম্মানাদি প্রদান করিলে তাহা আমার ন্যায় বদ্ধজীবের নিকটেও অত্যন্ত উদারতা, সভ্যতা বা তৃণাদপি সুনীচতা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু পারমার্থিকগণ তাহার কোনই মূল্য দেন না। আবার তাঁহারা কাহাকেও অবজ্ঞা করিবার শিক্ষাও প্রদান করেন না। তাঁহাদের অনুগত হইলে তাঁহারাই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা শিক্ষা দিয়া থাকেন। একমাত্র শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবই সকল জীবের পূজ্য, সেব্যবস্তু। সেই পূজ্য বা সেব্যের সহিত সেবকবর্গের সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইলে পৃথক্ভাবে জীবের অন্যের নিকট হইতে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, সম্মানাদি প্রাপ্তির স্পৃহা নিবৃত্ত হয়, —শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে সম্মানাদি প্রাপ্তির স্পৃহা ত' দূরের কথা।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে আমরা খুব প্রতিষ্ঠা, সম্মান, দণ্ডবৎ, অভিবাদনাদি পাইলেই যদি আমাদের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, আর তাহা না পাইলেই মন খারাপ হইয়া যায়, তবে সেইরূপ দুষ্ট মনকে আমাদের শতমুখী শলাকার দ্বারা শাস্তি প্রদান করা উচিত। অচেতন মনকে শাসন না করিয়া যদি আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদের নিরয় লাভ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরুবৈষ্ণব আব্রহ্মস্তম্ব কাহাকেও কখনও অবজ্ঞা করেন না, আবার আমাদের দুষ্টচিত্তবৃত্তিকেও কখনই আদর করেন না। আমাদের দুষ্ট চিত্তবৃত্তির প্রতি যে তাঁহাদের অবজ্ঞা-প্রদর্শন, তাহা আমাদের শোধনের নিমিত্ত। তাই আমরা যেন সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা করিতে পারি যে আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে করুণা, তাহা বিপরীত ভাবে গ্রহণ না করিয়া আমরা যেন তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারি।

শ্রীধামে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব

গত ১০ই মাঘ রবিবার শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible] ও [illegible] শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের [illegible] তিরোভাব-তিথি-পূজা [illegible], কীর্ত্তন ও তদীয় পূজা [illegible] করা হয়। [illegible]

বিবিধ সংবাদ

আমেরিকা হইতে ভারতে লরীর কাঠামো আমদানী

একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, গত ডিসেম্বরের শেষভাগে ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুযায়ী আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে কয়েক-শত মোটর-লরীর কাঠামো আসিয়াছে। ইহা প্রথম কিস্তিমাত্র, ভবিষ্যতে আরও আসিবে। এই সমস্ত লরীই রেলওয়ে বাহিনীগুলির ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

এদিকে ভারতের অস্ত্র-নির্ম্মাণ কারখানাগুলিও ক্রমেই অধিক পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্র উৎপাদন করিতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে এত অধিক পরিমাণ হাউইৎজার কামানের গোলার খাপ এবং দূরবীণ তৈয়ারি হইয়াছে যে, পূর্ব্বে কখনও এত অধিক পরিমাণ তৈয়ারি হয় নাই। অন্য একটি কারখানা হইতে সর্ব্বপ্রথম কামানের গোলার খাপ এবং কার্ত্তুজ তৈয়ারির সংবাদ আসিয়াছে। আর একটি কারখানায় ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী মাইনে আগুন ধরাইবার জন্য এক বিশেষ প্রকার "ফিউজ" তৈয়ারির ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে আরও অধিক পরিমাণ সামরিক বুট তৈয়ারি করা যায় কি না, সে-সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করা হইতেছে। উপযুক্ত চামড়া পাওয়া সম্ভব হইলে বৎসরে ৮৫ লক্ষ জোড়া বুট তৈয়ারি করা যাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

গত দুই সপ্তাহে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে ২ কোটি ২২ লক্ষ গজ চট এবং অন্যান্য প্রকারের ১০ হাজার টন পাটনির্ম্মিত দ্রব্যের অর্ডার দিয়াছেন। ইষ্টার্ণ গ্রুপভুক্ত দেশগুলি হইতেও বহু বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য ও অন্যান্য বিবিধ সামগ্রীর অর্ডার পাওয়া গিয়াছে।

চলচ্চিত্রে ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও গত বৎসর ভারতবর্ষ এবং ভারতের সমর-প্রচেষ্টা-সম্বন্ধে ২৫টি প্রামাণিক ছায়াচিত্র তোলা হইয়াছে। ইহাদের কোনও কোনওটি সিঙ্গাপুর, কায়রো এবং সিডনিতে পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শকদের জন্য ইংরেজী, বাঙ্গলা, তামিল, তেলুগু, মারাঠি এবং আসন্ন এই ছয়টি বিভিন্ন ভাষায় চিত্রগুলি নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। এই চিত্রগুলি ভারতের সর্ব্বত্রই প্রদর্শিত হইতেছে।

এই সকল চিত্র-নির্ম্মাণের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মিঃ আলেকজেন্দার শ' বর্ত্তমানে বিলাতে ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের ছায়াচিত্রের বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী জগতের যে কোনও স্থানের বিশেষজ্ঞদের সমতুল্য।

জার্ম্মাণ সৈন্যাধ্যক্ষের ভুল স্বীকৃতি

গত ১৭শে জানুয়ারী হাল্‌ফাক্স পাস্ হইতে ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

বার্দিয়া, টোব্রুক এবং ডালকাইয়ার জার্ম্মাণ ও ইতালীয়দের যে সকল দলিল দস্তাবেজ ব্রিটিশ পক্ষের হাতে আসিয়াছে, তাহাতে জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। জেনারেল ভ্যাফেনরিদের প্রধান শিবিরটি দখল করা হইলে সমস্ত কাগজ-পত্রই ব্রিটিশ পক্ষের হাতে আসে। লিবীয়ার প্যানজার বাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল বয়েৎচেরের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও কিছুদিন পূর্ব্বে হস্তগত করা হইয়াছিল। এইরূপ আরও বহু দলিলপত্র দখল করা গিয়াছে। এই সকল দলিলপত্র হইতে দেখা যায় যে, গত ডিসেম্বর মাসে গাজালার দিকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জার্ম্মাণরা নিজেদের সাফল্য-সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান ছিল অতঃপর সৈন্যাধ্যক্ষেরা প্রায় সকলেই হতাশ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। একজন সৈন্যাধ্যক্ষ লিখিয়াছে :—এই যুদ্ধ চালানো আমাদের পক্ষে ভুল হইয়াছে। আমরা ও ভাজন-ধরা হোতাদের ঠেক্না দিতেছি।

ধর্ম্মঘট বন্ধ করিবার আইন

গেজেট অব ইণ্ডিয়ার একটি বিশেষ সংখ্যায় ভারত রক্ষা বিধানের যে নূতন ধারা সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রমিক মালিক বিরোধ আপোষ বা মধ্যস্থের মারফৎ মিটাইতে বাধ্যকর এমন কি প্রয়োজন হইলে ধর্ম্মঘট করা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। গত দুই বৎসরে ধর্ম্মঘটের আধিক্য এবং ফলে যুদ্ধ শিল্পগুলির উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা থাকিলে এবং আপোষ চেষ্টায় কিছু সময় ব্যয় করিলে শ্রমিক বিরোধ মিটিয়া গিয়াছে। এই নূতন নিয়ম অনুসারে আপোষ-চেষ্টার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ না দিলে শ্রমিক-কর্ত্তৃক ধর্ম্মঘট এবং মালিক কর্ত্তৃক কারখানা বন্ধ রাখিতে পারা যাইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারি করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান শ্রমশিল্প বিরোধ আইন অনুসারেও জল, বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রভৃতি সাধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মঘট করিতে হইলে ১৪ দিনের নোটিশ দেওয়া দরকার। এই আইনে মালিকদের আচরণও নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-উৎসব-সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ২৮ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৬ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৩০শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৬৪-৬৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ মাধব, নিবি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

নিত্যানন্দ-চরিতামৃত

শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব

আজ পরমারাধ্যা মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি—কৃপাবতার শ্রীমন্-নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-দিবস। এই পরমপবিত্রা তিথির মাহাত্ম্য ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

ব্রহ্মা-আদি এই তিথির করে আরাধনা ॥
পরম-পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।

•　•　•

সর্ব্ব-শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি ॥
এতেকে এ দুই তিথির করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন ॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ৩।৪৫-৪৭)

শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গ শ্রীরূপানুগ-বর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা এইরূপ শুনিতে পাই,—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ
তমোনুদৌ ॥

অর্থাৎ উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ দিবাকর-নিশাকরস্বরূপ আশ্চর্য্যরূপে উদিত মঙ্গলদাতা, জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটি সূর্য্য-চন্দ্র জিনি' দোঁহার নিজধাম ॥
সেই দুই জগতের হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্বজগৎ-আনন্দ ॥
সূর্য্য-চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥
এইমতে দুই ভাই জীবের অজ্ঞান-।
তমো নাশ করি' করে বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান ॥
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি এইসব ॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম্ম ॥
তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥
তত্ত্ববস্তু —কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্ব-আনন্দস্বরূপ ॥
সূর্য্য-চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট-পট আদি সে প্রকাশে ॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র ॥
দুই ভাগবত-দ্বারা দিয়া ভক্তি-রস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁ'র প্রেমে হয় বশ ॥
এক অদ্ভুত—সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত—চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ ॥
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয় ॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ)

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয়-দেহ শ্রীবলরাম ॥
একই স্বরূপ দুঁহে, ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ॥
সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥

অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োঽব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দ রাম আমার শরণ-স্বরূপ হউন ॥

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলায় সহায়।
সৃষ্টি-লীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায় ॥
সৃষ্ট্যাদিক-সেবা, তাঁ'র আজ্ঞার পালন।
'শেষ'-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই বলরাম—গৌর-সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

অর্থাৎ মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠ-লোকে, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্যরূপ বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥

যাঁহার অংশের অংশ, তাঁহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিল পরমাত্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী 'অনন্ত,' সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

সেই বিষ্ণু 'শেষ' রূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে, হেন নাহি জানি' ॥
সহস্র-বিস্তীর্ণ যাঁ'র ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি' মণিগণ করে ঝলমল ॥
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী-বিস্তার।
যাঁ'র এক ফণে রহে সর্ষপ-আকার ॥
সেই ত' 'অনন্ত', 'শেষ'—ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥
সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গা'ন, অন্ত নাহি পা'ন ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁ'র মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেম-সুখে ॥
ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ॥
এত মূর্ত্তি-ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ'-নাম ধরে ॥
সেই ত' অনন্ত, যাঁ'র কহি এককলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে
তাঁ'র খেলা ॥
এসব প্রমাণে জানি' নিত্যানন্দতত্ত্ব-সীমা।
তাঁহাকে 'অনন্ত' কহি, কি তাঁ'র মহিমা ॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ।
সেই ভাবে কহি মুঞি চৈতন্যের দাস ॥
কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা।
পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণ সনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁ'র পাদ-সম্বাহন ॥
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥
অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ – দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে ॥

শ্রীচৈতন্য – সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥
নিত্যানন্দ মহিমা-সিন্ধু অনন্ত-অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র, সে কৃপা তাঁহার॥
নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ-মহিমা অপার।
সহস্র বদনে শেষ নাহি পায় পার॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ)

আমি একজন অবিদ্যাগ্রস্ত সেবাবিমুখ পতিতাধম জীব শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপা শিরে ধারণপূর্ব্বক আজ অনন্ত-অপার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়া এই পরম-মঙ্গলময়ী সর্ব্বারাধ্যা ভক্তিস্বরূপিণী তিথির আরাধনা করত আত্মশোধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। হে দয়াসাগর, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ। আপনারা অহৈতুকী কৃপাগুণে সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য এ পতিতাধমের এই মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করুন,—ইহা আপনাদের শ্রীচরণে সর্ব্বাগ্রে সকাতর প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীনিত্যানন্দ-জন্ম-লীলা

রাঢ়দেশের বীরভূম-জেলার অন্তর্গত মল্লারপুর-ষ্টেশনের নিকট একচাকা-গ্রামে 'শ্রীহাড়াই পণ্ডিত' বা 'শ্রীহাড়ো ওঝা'-নামে শ্রীবসুদেব-প্রতিম একজন সুব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম—শ্রীপদ্মাবতী। শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেব সমগ্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং জগতের পালনকর্ত্তা মূল পিতা হইয়াও এই ভক্তদম্পতিকে বাৎসল্য-মধুরিমা আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপে পুত্ররূপে তাঁহাদের গৃহে আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণনেও দেখা যায় যে, শ্রীনন্দনন্দন বা শ্রীবসুদেব-নন্দনের শ্রীদেবকী-গর্ভে আবির্ভাবের পূর্ব্বে মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব হয় এবং তিনি শ্রীযোগমায়া-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করেন। শ্রীগৌরলীলাতেও আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে উদয় হইবার পূর্ব্বে তথায় শ্রীগৌরাগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপের আবির্ভাব হয়। মহাসঙ্কর্ষণ শ্রীবিশ্বরূপ অন্তর্দ্ধানকালে স্বীয় তেজঃ শ্রীঈশ্বরপুরীতে রাখিয়া যান পরে সেই তেজঃ স্বীয় অংশী মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে মিলিত হন।

জীব-হৃদয়ে ভগবদাবির্ভাবের নামই—শ্রীভগবানের জন্মলীলা। শ্রীভগবানের জন্ম বা জীবহৃদয়ে আবির্ভাবের পূর্ব্বে জীবের স্ব-স্বরূপের উন্মেষ হইয়া থাকে। স্ব স্বরূপের উপলব্ধি হইলে জীব আপনাকে ভগবানের নিত্যসেবক বলিয়া জানিতে পারেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে সেবাবিগ্রহ শ্রীবলদেব-তত্ত্ব উদিত হন, সেবা ও সেবকতত্ত্বের উদয়ের অব্যবহিত পরেই জীবহৃদয়ে পরম সেব্যতত্ত্ব শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়। সেব্য, সেবক ও সেবা নিত্য ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট; সুতরাং সেবকের হৃদয়ে সেবা ও সেবাবিগ্রহের আবির্ভাব বা জন্ম নিত্য।

বাল্যলীলা

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে তাঁহার জন্ম কর্ম্মাদি-লীলার নিত্যত্ব স্বয়ং শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবানের লীলা অনন্ত হইলেও জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরভেদে চতুর্ব্বিধ। ব্রজের বলাই শ্রীনিতাইচাঁদ স্বীয় বাল্যলীলা লোকলোচনের সম্মুখে প্রকাশ করিতে গিয়া কখনও শিশুগণের দ্বারা দেবসভা নির্ম্মাণ করেন, ভারাক্রান্ত পৃথিবী-স্বরূপে কোন বালক সেই সভায় নিজ দুঃখ জ্ঞাপন করিলে শিশুরূপী দেবসভার সভ্যগণ পৃথিবীকে লইয়া নদীতীরে শ্রীক্ষীরোদ-শায়ী-ভগবানের স্তব করিতে থাকেন, তখন আবার কোন বালক কোন বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া "আমি মথুরায় বসুদেব-গৃহে শীঘ্র অবতীর্ণ হইব"—এইরূপ উত্তর প্রদান করেন। আবার কখনও শিশুগণ বসুদেব-দেবকীর বিবাহের অভিনয়, তথা বাসুদেবের জন্ম, বসুদেবের বাসুদেবকে লইয়া গোকুলে নন্দের গৃহে গমন, পূতনারূপে কংস-দ্বারা প্রেরিতা হইয়া কৃষ্ণকে স্তন্য-প্রদান, পরে পূতনা-বধ, শকট-ভঞ্জন প্রভৃতি লীলার অভিনয় করিতে থাকেন, আবার কখনও বামনরূপে বলিকে ছলনা, কখনও বা রামলীলায় লক্ষ্মণাবেশে ইন্দ্রজিতের শক্তি-শেলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে কোন শিশু হনুমদ্রূপে গন্ধমাদন-পর্ব্বত হইতে ঔষধ আনাইয়া লক্ষ্মণাবিষ্ট শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর চৈতন্য-সম্পাদন প্রভৃতি ভগবল্লীলার অভিনয় করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শৈশবাবস্থায় এইরূপ পৌরাণিক-লীলার অভিনয়ে তত্রস্থ দেশবাসী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন, তথাপি যোগ মায়াপ্রভাবে তাঁহাকে কেহ জানিতে সমর্থ হন নাই। এইপ্রকার বাল্যলীলায় শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র পিতৃমাতৃ-সন্নিধানে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত করিয়া পরে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন।

তীর্থ-ভ্রমণ-প্রসঙ্গ

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর তীর্থ-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, কোন এক সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হন। তিনি হাড়াই পণ্ডিতের নিকট তাঁহার হৃদয়ের ধন নিতাই-মণিকে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে পরম ধার্ম্মিক হাড়াই পণ্ডিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ম্ম-রক্ষার্থে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়তম—পদ্মাবতীর অঞ্চলের নিধিকে সন্ন্যাসীর সমীপে ভিক্ষাচ্ছলে দিতে বাধ্য হন। পূর্ব্বে রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রের প্রার্থনায় প্রাণ-প্রতিম পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে ভিক্ষা দিয়া যেরূপ দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, নিতাইচাঁদকে ভিক্ষা দিয়া হাড়াই পণ্ডিতেরও সেইরূপ দশা হইল। 'পরাণ পুতলি' নিতাই সন্ন্যাসীর সহিত গৃহ-পরিত্যাগ করিবামাত্র হাড়াই ওঝা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ-বিরহে হাড়াই পণ্ডিত আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিলাপ-ক্রন্দনাদির দ্বারা সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

পিতামাতাকে এইরূপ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় লোক-শিক্ষকের এইরূপ গৃহ-পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য কি না, তদ্বিষয়ে গৃহব্রত নাস্তিক-সম্প্রদায়ের প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু— "মহানুভবের স্বভাব এক হয়। পুষ্পসম কোমল, কঠিন বজ্রময়॥" পূর্ব্ব-ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, সত্যযুগে ভগবদাবেশাবতার শ্রীকপিলদেব লোকহিতার্থে নিজমাতা দেবহূতিকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন; ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র সদ্ধর্ম্ম প্রদর্শনার্থ এবং অধর্ম্ম ও অসুরকুল-বিনাশের উদ্দেশ্যে কৈকেয়ীর বাক্যচ্ছলে পিতামাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করেন। আবার দ্বাপরে ভাগবতবক্তা মহাভাগবত শ্রীশুকদেব-গোস্বামী বৈষ্ণবপিতা শ্রীব্যাসদেবকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রয় করেন। কলিযুগ-পাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিজ অনাথা মাতা ও নবপরিণীতা ভার্য্যাকে কৃষ্ণ-ভজনার্থ গৃহে রাখিয়া জগজ্জীবকে কৃষ্ণান্বেষণ-আদর্শ শিক্ষা-প্রদানকল্পে সন্ন্যাসলীলার অভিনয় করেন। পরমার্থে ঐপ্রকার ত্যাগ কখনও ফল্গুত্যাগ বা শুষ্কবৈরাগ্য নহে। বস্তুতঃ ভক্ত ও ভগবানের ঐপ্রকার ত্যাগের দ্বারা সমগ্র জগতের নিখিল কল্যাণ সাধিত হয়। বিশেষতঃ বাৎসল্য গুণনিধি শ্রীনিত্যানন্দ বাৎসল্যরসের আশ্রয়ের অবলম্বন শ্রীপদ্মাবতী ও শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের বাৎসল্যরসসমুদ্রতরঙ্গ-বর্দ্ধনার্থ ঐরূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসীর সহিত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, ভগবদবতার শ্রীকপিলের প্রকটভূমি সিদ্ধবকুল, মৎস্য-তীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, কুরুক্ষেত্র, বিন্দুসরোবর, প্রভাস, সুদর্শনতীর্থ, ত্রিতকূপ-মহাতীর্থ, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রতিস্রোতা, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, কৌশিকি, পৌলস্ত্য-আশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, শোণতীর্থ, পরশুরামক্ষেত্র মহেন্দ্রতীর্থ, হরিদ্বার, বেঙ্কটনাথ, শ্রীপর্ব্বত, শ্রীরঙ্গনাথ, হরিক্ষেত্র, ঋষভপর্ব্বত, কৃতমালা, দক্ষিণ মথুরা, তাম্রপর্ণী, মলয় পর্ব্বত, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ, শূর্পারক, কঙ্কানগর, নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতি অসংখ্য তীর্থ পবিত্র করিবার মানসে বিংশ-বৎসর বয়ঃক্রম-যাবৎ ঐসকল স্থান পর্য্যটন করেন।

মন্ত্রদীক্ষা-লীলাভিনয়

অবশেষে তিনি প্রেমকল্পতরুর মূল শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত মিলিত হইয়া তীর্থযাত্রার ফল যে একমাত্র সাধুসঙ্গ—তাহা স্বীয় লীলায় জগজ্জীবকে শিক্ষা-প্রদান করেন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে কৃপা ও জগজ্জীবের নিকট লৌকিক বা কৌলিক অযোগ্য গুরুনামধারী লঘু ব্যক্তিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীপুরীপাদের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ লীলার অভিনয় করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের গুরুদেব শ্রীল লক্ষ্মীপতি-তীর্থ গোস্বামিচরণই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দীক্ষা-প্রদাতা।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দীক্ষা গ্রহণ-প্রসঙ্গে শ্রীভক্তিরত্নাকর-লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন,—

মাধ্বসম্প্রদায়ে যাঁ'র পরম সুখ্যাতি।
গুণের সমুদ্র, লক্ষ্মীপতি-প্রিয় অতি॥
লক্ষ্মীপতি সেই বিপ্র-শিশুর ভবনে।
করিলেন ভিক্ষা কৃষ্ণকথা-আলাপনে॥

• • • •

বলরামরূপে নিত্যানন্দ কুতূহলে।
শ্রীলক্ষ্মীপতিরে দেখা দিলা স্বপ্নচ্ছলে॥

• • •

এই গ্রামে আইলা এক বিপ্রকুমার।
অবধূত-বেশ, শিষ্য হইবে তোমার॥
এত কহি' মন্ত্র কহে তাঁ'র কর্ণমূলে॥

• • • •

নিত্যানন্দ স্বামী প্রতি কহে বার বার।
মন্ত্রদীক্ষা দিয়া কর আমার উদ্ধার॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর—৫ম তরঙ্গ)

বৈদিক সন্ন্যাসের উপাধি যেখানে তীর্থ বা আশ্রম, তথায় ব্রহ্মচারীর নাম—স্বরূপ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি তীর্থপাদের আনুগত্য-গ্রহণের অভিনয় করিলে তাঁহার ব্রহ্মচারী নাম স্বরূপ হয়, তজ্জন্য তাঁহার চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্থানে স্থানে "নিত্যানন্দ-স্বরূপ" নামের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি তীর্থ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শনের পর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করেন—এরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত মিলন-প্রসঙ্গেও এইরূপ বর্ণন দেখা যায়। "কতদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে। দেখা হৈল প্রতীচী-তীর্থের সমীপেতে॥ নিত্যানন্দে বন্ধুজ্ঞান করে মাধবেন্দ্র। মাধবেন্দ্রে গুরুবুদ্ধি করে নিত্যানন্দ॥"

"বড় গূঢ় নিত্যানন্দ"

শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীবলদেব যেরূপ তীর্থ-পর্য্যটনের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; শ্রীগৌরলীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুও সেইরূপ তীর্থ-পর্য্যটনলীলা প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া স্বীয় প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলিত হইলেন। প্রথমে তিনি শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন; কিন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীবাসাদি ভক্তগণের নিকট স্বপ্ন-কথাচ্ছলে নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ-আগমনবার্ত্তা

ব্যক্ত করেন এবং ঠাকুর শ্রীহরিদাস ও শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতকে 'নিত্যানন্দ'-অন্বেষণে প্রেরণ করেন। মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহারা দুইজন নদীয়ার প্রতি ঘরে নিত্যানন্দ প্রভুর অন্বেষণ করিয়াও কুত্রাপি তাঁহার সন্ধান না পাইয়া সেই সংবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট জ্ঞাপন করেন, এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন —

"দোঁহার বচন শুনি' হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল—বড় গূঢ় নিত্যানন্দ॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যা'রে, সে দেখিতে পারে॥"

শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের সঙ্গে শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর সহিত মিলিত হন এবং ভক্তগণের নিকট তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পর নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস-গৃহে ব্যাসপূজার অভিনয় ক'রলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন।

জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মিলনের পর নবদ্বীপ-লীলার মধ্যে জগাই-মাধাই উদ্ধার-লীলাটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমন্-মহাপ্রভু একদিন ঠাকুর হরিদাস ও প্রভু নিত্যানন্দ—এই আচার্য্যদ্বয়কে আহ্বানপূর্ব্বক সর্ব্বত্র নাম-প্রচারার্থ আদেশ করেন। শ্রীগৌর-আদেশে এই আচার্য্যদ্বয় সর্ব্বত্র নাম প্রচার করিতে করিতে দুইজন মদ্যপকে দেখিতে পান। তাঁহাদের পরিচয়ে জানিতে পারেন যে, ঐ মদ্যপদ্বয় কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মদ্যপান ও গোমাংস-ভক্ষণ, তথা ডাকাতি, চুরি, পরগৃহ-দহন প্রভৃতি অসদাচারে সর্ব্বদা প্রমত্ত। তাহারা মদ্যপান করিয়া রাস্তায়, ঘাটে—যে-কোন স্থানে পড়িয়া থাকে এবং যাহাকে দেখিতে পায়, তাহাকে মার-পিট করে। এই ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গারদ্বয়ের এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের উপর কৃপাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল; তিনি ভাবিলেন,—'আমার প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্ব্বজীবে নামপ্রেম প্রদান করিবার নিমিত্ত সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তিনি যদি কৃপা করিয়া এই দুই পাতকীকে উদ্ধার করেন, তবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় অর্থাৎ প্রভুর মহিমা জগতে প্রচারিত হইলে আমার আনন্দ হয়।'

"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর?
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখি' লোকে করে উপহাস॥
এ দুইয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥
তবে হঙ নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়ের করাঙ যদি চৈতন্য প্রকাশ॥
'মোর প্রভু' বলি' যদি কাঁদে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥
যে যে জন এ দুয়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া॥
সেইসব জন যদি এ দোঁহারে দেখি'।
গঙ্গাস্নান-হেন মানে, তবে মোরে লিখি॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ অঃ)

এইরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু জগাই-মাধাইর উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিয়া স্বীয় প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাহাদের কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু বলিতে লাগিলেন, - "ধার্ম্মিক লোক সহজেই হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনি এই পাতকী দুইজনকে যদি হরিনাম কীর্ত্তন করাইতে পারেন, তাহা হইলেই আপনার 'পতিতপাবন'-নামের সার্থকতা হয়।" শ্রীনিত্যানন্দের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"ওহে নিত্যানন্দ। তুমি যখন তাহাদের উদ্ধার-বাসনা করিয়াছ, তখন তাহারা উদ্ধার পাইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

একদিন রাত্রিকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নগর-ভ্রমণান্তে মহাপ্রভুর সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় জগাই মাধাই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদশব্দ শ্রবণ করিয়া 'কে যায়, কে যায়' এইরূপ চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন শ্রীমন্-নিত্যানন্দ প্রভু তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া পলায়ন করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের উদ্ধার-মানসে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া মদ্যপ ব্রাহ্মণ-কুমার দ্বয়ের নিকট নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর পরিচয় পাইয়া মাধাই অত্যন্ত ক্রোধের সহিত প্রভুর মস্তকে 'মুটকী' নিক্ষেপ করিল। প্রভুর মস্তক হইতে অবিরল ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়াও মাধাইয়ের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। সে পুনরায় নিত্যানন্দ প্রভুকে মারিবার নিমিত্ত হস্ত উত্তোলন করিলে জগাই মাধাইয়ের হস্তদ্বয় রোধ করিল। এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

আথে ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা।
নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত বহে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দু'য়ের ভিতরে॥
রক্ত দেখি' ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
'চক্র! চক্র! চক্র!'—প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে-ব্যথে চক্র আসি' উপসন্ন হৈলা।
জগাই-মাধাই তাহা নয়নে দেখিলা॥
প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন।
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ' প্রভু, এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।১৮২-১৮৮)

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের দয়া

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুর নিকট ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়ের জীবন ভিক্ষা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রোধ সম্বরণ করিলেন এবং অগ্রে জগাইকে কৃপা করিয়া নিজ চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন, পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অনুরোধে মাধাইকে প্রেমভক্তি প্রদান ও নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। অহো! নিত্যানন্দ-প্রভুর কি করুণা, আজ তাঁহার কৃপায় অন্যের কি কথা, জগাই-মাধাইর ন্যায় মহাপাতকীও জ্ঞানী ও যোগিজন-দুর্লভ পরমপদ অক্লেশে প্রাপ্ত হইল। অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দপ্রভুর দয়া প্রাকৃত বা সসীম নহে। নিত্যানন্দ-প্রভুর দয়ার চমৎ-কারিতা এই যে, তাহা কখনও জীবের অমঙ্গল উৎপাদন করে না। এইজন্য শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

অনেকেই বলিতে পারেন যে, এইরূপ দয়া কেবল যে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের লক্ষিত হয়, এরূপ নহে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যেও এইরূপ বা ইহা হইতেও অধিকতর দয়ার নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকৃত ব্যক্তিগণ কর্ম্মিজ্ঞানিযোগি জন-দুর্ল্লভ শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের অপ্রাকৃত অমন্দোদয়া দয়ার সীমা প্রাকৃত দৃষ্টির সাহায্যে দেখিতে না পাইলেও বস্তুতঃ উহা অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের দয়ার অন্যতম নহে, কেন-না, শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের দয়া ভৌতিক দেহে অথবা মনে আবদ্ধ নহে। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া নির্ম্মলা, বরদা ও সমদা—এই ত্রিমূর্ত্তিনী অমন্দোদয়দয়ার সুস্নিগ্ধধারা জগজ্জীবের উপর বর্ষণপূর্ব্বক জীবের বিষয় ভোগপিপাসা চিরতরে প্রশমিত করিয়া যে নিত্যানন্দ প্রদান করেন, তাহা কর্ম্মিকুলের ঐহিক-আমুত্রিক বিষয়ভোগরূপ ক্ষুদ্র জড়ানন্দের কথা দূরে থাকুক, আত্যন্তিক ক্লেশনিবৃত্তিরূপ মুক্তির সহিতও সমকক্ষ হইতে পারে না।

বিভিন্নদেশীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের চরিত্রে ক্রুশবিদ্ধ হইয়া বা নানাভাবে নির্য্যাতীত হইয়া কিংবা বিপক্ষদলকর্ত্তৃক বিষপ্রযুক্ত হইয়া তত্তৎ মহানুভবগণের নির্য্যাতনকারিগণের অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট যে ক্ষমাপ্রার্থনা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত শ্রুত হয়, তাহাতে ঐসকল মহাত্মগণের মহত্ত্ব, তিতিক্ষা প্রভৃতি নৈতিক ও লৌকিক-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ থাকিলেও উহাতে জীবের প্রতি অমন্দোদয়দয়া প্রদর্শিত হয় নাই। কোথায়ও বা মহানুভবতার নামে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা বাঞ্ছিত জীবগণকে ছলনা করিয়া থাকে। কোন মহানুভব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হয় ত', তাঁহার প্রতি জীবন অপরাধী ব্যক্তির জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অপরাধীকে তাৎকালিক কৃত-পাপের ফলভোগ হইতে মুক্তি প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু ঐ অপরাধীর পাপবীজ ও অবিদ্যা সম্যগ্‌রূপে ধ্বংস না হওয়ায় সে পুনরায় ঐপ্রকার পাপে প্রবৃত্ত হইবে। পাপবীজ অবিদ্যাবিধ্বংসিনী, কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনী, অমন্দোদয় শ্রীনিত্যানন্দ-দয়া ঐরূপ লৌকিক বা নৈতিক দয়ার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের ন্যায় সঙ্কীর্ণ বা তাৎকালিক দয়ামাত্র নহে। যাঁহার পদনখে সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্ব আবদ্ধ সেই নিত্যানন্দ প্রভুর অংশের অংশ যে কলা, কলার অংশ যে বিকলা, তদংশ—এমন কি তাঁহার সাধারণ শক্ত্যাবেশ-অবতারেও ঐরূপ লৌকিক ও নৈতিক দয়ার শত-শত শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীনিত্যানন্দের অপ্রাকৃতত্ব

কোন কোন অজ্ঞজ্ঞানপ্রমত্ত ব্যক্তি জগাই মাধাই ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রসঙ্গ শ্রবণপূর্ব্বক নিত্যানন্দপ্রভুর অপ্রাকৃতত্বে সন্দিহান হইয়া বলিয়া থাকেন,—"নিত্যানন্দ-প্রভু যদি ভগবান্‌ই হইবেন এবং তাঁহার দেহ যদি অপ্রাকৃতই হইবে, তবে জগাই-মাধাইর 'মুটকী'র আঘাতে তাঁহার অঙ্গ হইতে রক্তপাত হইল কিরূপে?" অপ্রাকৃত-ভগবানের লীলাতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ঐরূপ মূর্খপ্রলাপক প্রলাপ কিছু বিচিত্র নহে।

ভগবানের লীলা অচিন্ত্য—সেবোন্মুখ ভক্তগণই ভগবল্লীলা-তাৎপর্য্য ভগবৎকৃপায় উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

জগাই-মাধাই বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়। তাঁহাদের কখনও ভক্ত বা ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে না, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ ভগবান্ নিজ যুযুৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে সনকাদি ঋষির হৃদয়ে প্রেরণার দ্বারা জয় বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বিপক্ষরূপে তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, সেইরূপ ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলা—যাহা হত্যারিগতিদায়ক শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর-লীলায়ও প্রদান নাই, তাঁহা-দিগকে সেই সুদুর্ল্লভ প্রেম প্রদান করিবার জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুই মাধাইয়ের হৃদয়ে প্রেরণা-দ্বারা নিজ মস্তকে 'মুটকী'-নিক্ষেপ-লীলা ও তজ্জনিত রক্তপাতাদির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং তদ্দ্বারা জগাইর আপনার প্রতি প্রীতির উদ্রেক করাইয়া জগাইকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিভাজন করাইয়াছিলেন। 'দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই' - নিত্যানন্দ প্রভুর এই বাক্যেই প্রকৃত তথ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ মাধাই নিত্যানন্দ-প্রভুর অঙ্গে আঘাত করেন নাই বা সেই আঘাত নিত্যানন্দ-প্রভুর অপ্রাকৃত দেহ স্পর্শও করে নাই। প্রাকৃত ইন্দ্রজাল দর্শনে যখন কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদন ও তজ্জনিত রক্তপাত প্রভৃতি মিথ্যা ঘটনা লোকচক্ষে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তখন দুর্ঘটঘটনাকারিণী যোগমায়া চিচ্ছক্তির সাহায্যে ভগবানের লোকচক্ষের নিকট এইরূপ লীলা-প্রদর্শন কিছু বিচিত্র নহে।

এরূপ সিদ্ধান্তে কেহ হয় ত' বলিতে পারেন, 'যদি দণ্ডভঙ্গ-ব্যাপার সত্য ই না হয়, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিলেন কিরূপে? ব্যাসাবতার ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনই বা উহা বর্ণন করিলেন কেন?' শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু বিভিন্ন-বিগ্রহ হইলেও একই বস্তু। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন। সুতরাং লোকচক্ষে একজনের আচরণ প্রদর্শন ও অন্যজনের তাহা দর্শন—এই দুই কার্য্যই আছিল।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় ব্যাস 'মৌষল-লীলা মায়িকী হইলেও নিত্যা' বলিয়া যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য-লীলায় ব্যাসের বিচারও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

শ্রীনিত্যানন্দ—শক্তিমত্তত্ত্ব

আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণলীলার নাটকাভিনয় করিলে নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরভক্তগণ বিভিন্ন বেশ-ধারণ-পূর্ব্বক আনন্দে অঙ্গনে নৃত্য করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-প্রয়াসিনী যোগমায়া 'বড়াই বুড়ী'র বেশ ধারণ করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু স্বয়ং স্বরূপশক্তি যোগমায়ার বেশ ধারণ করায় তাঁহাকে শক্তিতত্ত্ব বলিয়া কাহারও ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বৃন্দাবনদাস-প্রমুখ ব্যাসাবতারগণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে শক্তিমত্তত্ত্ব বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি যেরূপ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও নিজ অন্তরঙ্গা-শক্তি শ্রীমতী রাধিকার ভাব অঙ্গীকার-পূর্ব্বক শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য-অঙ্গনে নৃত্য করিয়াছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও সেইরূপ রেবতীরমণ শ্রীহল-বলদেব বা শক্তিমত্তত্ত্ব হইয়াও চিচ্ছক্তির বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে কখনও 'শক্তিতত্ত্ব' বলা যাইতে পারে না।

'নিত্যানন্দ চরিত' প্রভৃতি আধুনিক জাল পুঁথিতে কোন কোন নিত্যানন্দ-বংশব্রুব অতাত্ত্বিক ব্যক্তি যে তত্ত্ববিরোধ করিয়া নিত্যানন্দকে শক্তিতত্ত্বরূপে বর্ণন করিয়াছে, তাহা নিত্যানন্দ-চরণে অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক।

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু এইরূপে নবদ্বীপে সপার্ষদ স্বীয় প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত নানা ক্রীড়ারঙ্গে কিছুকাল অবস্থান করিলে পর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত নিভৃতে সন্ন্যাস-গ্রহণের যুক্তি করেন। পরে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রেমাবেশে রাঢ়দেশে তিন-দিন ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ছলে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আনয়ন করেন এবং শচীমাতা ও গৌরবিরহকাতর ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দিয়া নদীয়া হইতে শান্তিপুরে আনয়ন-পূর্ব্বক তাঁহাদের বিরহ-দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করেন।

দণ্ডভঙ্গ-লীলা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-গৃহে ভক্তগণসহ কীর্ত্তনানন্দে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া নিত্যানন্দ, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর ও মুকুন্দের সহিত আটিসারা-গ্রাম, বরাহনগর, অম্বুলিঙ্গ, ছত্রভোগ, উৎকলে প্রয়াগঘাট, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, দশাশ্বমেধ ঘাট, কটক, মহানদী, ভুবনেশ্বর, কমলপুর, আঠারনালা প্রভৃতি হইয়া শ্রীনীলাচলে প্রবেশ করেন। পথিমধ্যে কমলপুরে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভার্গী-নদীতে স্নানান্তে কপোতেশ্বর-দর্শনার্থ গমনকালে নিজ দণ্ডটী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তে রাখিয়া যান। নিত্যানন্দ প্রভু ঐ দণ্ডকে তিন খণ্ড করিয়া ভার্গী নদীর জলে ভাসাইয়া দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কপোতেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট নিজ রক্ষিত দণ্ডটী চাহিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দণ্ড-ভঙ্গ-বৃত্তান্ত মহাপ্রভুকে জ্ঞাপন করিলে তিনি বাহ্যে দুঃখ ও নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একাকী নীলাচলাভিমুখে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর এই দণ্ডভঙ্গলীলা অতীব গম্ভীর, এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

> ইঁহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায়।
> ভাঙ্গাঞা ক্রোধে তেঁহো ইঁহাকে দোষায়॥
> দণ্ডভঙ্গ লীলা এই—পরম গম্ভীর।
> সেই বুঝে, দুঁহার পদে যা'র ভক্তি ধীর॥
> (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৫৭-১৫৮)

দণ্ডভঙ্গ-লীলার তাৎপর্য্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু-কর্ত্তৃক দণ্ডকে তিন-খণ্ডে ভঙ্গ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কায়, মন ও বাক্যকে দমিত করিয়া উহাদিগকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণই জীবের পক্ষে বিধি। কিন্তু মহা-ভাগবত-লীলাভিনয়কারী স্বয়ং বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা নাই। কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস—এই চারিটী সন্ন্যাসের অবস্থার মধ্যে কুটীচক ও বহূদক-অবস্থায় দণ্ড রক্ষণীয়; হংস ও পরমহংস অবস্থায় দণ্ড পরিত্যাগ করাই বিধি। চতুর্দ্দশভুবনপতি শ্রীগৌরহরির অন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় আশ্রমচিহ্ন প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই বলিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেন। আবার এইরূপ দণ্ড পরিত্যাগে অযোগ্য বৈধসন্ন্যাসী দণ্ডিগণের যোগ্যতার পূর্ব্বে বৈদিক বিধি শিথিল হইবে ভাবিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দের প্রতি ক্রোধাভিনয় করেন। মহতের আচরণ জগতের অজ্ঞ লোক অনুবর্ত্তন করেন; তজ্জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-কথিত ভক্তি-অনুকূল বৈধমার্গ অবহেলা পূর্ব্বক তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যাঁহারা বিশৃঙ্খলমার্গকে অনুরাগ পথ বা অবধূতাচার মনে করেন, তাঁহাদের তাদৃশ ভ্রান্ত চিত্তের অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ক্রোধপ্রদর্শন-লীলা।

শ্রীরাঘব-ভবনে শ্রীনিত্যানন্দাভিষেক

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু-প্রমুখ নিজ সঙ্গিগণের প্রতি বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী নীলাচলে গমন করেন এবং তথায় শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হন, পরে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাকে অচেতনাবস্থায় নিজগৃহে লইয়া যান। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া লোকমুখে সার্ব্বভৌমগৃহে মহাপ্রভুর অবস্থিতির কথা জানিতে পারিয়া তথায় মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। কিছুদিন মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নাম প্রচারার্থ কতিপয় ভক্তসঙ্গে গৌড়দেশে যাত্রা করেন। গৌড়দেশে আগমন-পথে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সপার্ষদে পানিহাটী-গ্রামে শ্রীরাঘবাচার্য্যের গৃহে আগমন করিয়া তথায় শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীমাধব ঘোষের কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব নৃত্য আরম্ভ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নৃত্য-দর্শনার্থ নীলাচল হইতে অন্যের অলক্ষিতে শ্রীরাঘব-ভবনে আগমন করেন। এই রাঘব-ভবনে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেকের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতকার এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

> যতেক আছয়ে প্রেমভক্তির বিকার।
> সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার॥
> কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
> আজ্ঞা কৈল অভিষেক করিবার তরে॥
> রাঘব পণ্ডিত-আদি পারিষদগণে।
> অভিষেক করিতে লাগিলা সেইখানে॥
> সহস্র সহস্র ঘট আনি' গঙ্গা-জল।
> নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল॥
> সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
> চতুর্দ্দিকে সবেই বলেন 'হরি হরি'॥
> সবেই পড়েন অভিষেক-মন্ত্রগীত।
> পরানন্দে সবে হইলা আনন্দিত॥
> (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ অঃ)

সুবর্ণবণিক কুল উদ্ধার

শ্রীরাঘবভবন হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহ-গ্রামে শ্রীপুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে আগমন করেন এবং তথা হইতে সপ্তগ্রামে ত্রিবেণীতীরে শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের গৃহে আগমন করিয়া ঠাকুরের সহিত সমগ্র বণিককুল ও গ্রামবাসিগণকে প্রেমভক্তি বিতরণ করেন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণ ঠাকুর ও সেবোন্মুখ সুবর্ণবণিককুলকে নিজ সেবায় অধিকার প্রদান করিয়া 'পতিতপাবন'-নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের সহিত তদানীন্তন সেবোন্মুখ সুবর্ণবণিককুলকে উদ্ধার করিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার সেবায় অধিকার দিয়াছিলেন বলিয়া আধুনিক বিষ্ণু বৈষ্ণব-অপরাধী জাতি-সাধারণবাদী প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের কারও একটী শাখাবিশেষ শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে সুবর্ণবণিক্-কুলোদ্ভূত বলিয়া প্রমাণ ও প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছে; ইহা শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর চরণে অত্যন্ত অপরাধেরই পরিচয়-মাত্র। বস্তুতঃ নিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ বলদেব এবং ঠাকুর উদ্ধারণ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন। উদ্ধারণ ঠাকুরকে সুবর্ণবণিক্জাতির অন্তর্গত বিচার করা বা পরম বিষ্ণুতত্ত্ব নিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় ব্রাহ্মণ বা সুবর্ণ-বণিকাদি বলা—নরকপ্রাপ্তির হেতু মাত্র।

পাষণ্ড রামচন্দ্র খানের অপরাধ ও তৎফল

পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁ পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর চরণে কিপ্রকার ভীষণ অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

> সেইদেশে অধ্যক্ষ এক রামচন্দ্র খান।
> হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর-সমান॥
> বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান।
> বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥
> নিত্যানন্দ গোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।
> প্রেম-প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥
> প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
> দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥
> সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তা'র ঘরে।
> আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ উপরে॥
> অনেক লোকজন-সঙ্গে, অঙ্গন ভরিল।
> ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥
> সেবক বলে—গোসাঞি,
> মোরে পাঠাইল খান।
> গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিমু বাসস্থান॥
> গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
> ইহাঁ সঙ্কীর্ণ স্থল, তোমার মনুষ্য—অপার॥
> ভিতরে আছিলা, শুনি' ক্রোধে বাহিরিলা।
> অট্ট অট্ট হাসি' গোসাঞি কহিতে লাগিলা॥
> "সত্য কহে,—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
> ম্লেচ্ছ গোবধ করে, তার যোগ্য হয়॥"
> এত বলি' ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
> তা'রে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা॥
> ইহাঁ রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল।
> গোসাঞি যাহাঁ বসিলা,
> তা'র মাটী খোদাইল॥
> গোময়-জলে লেপিলা সব মন্দির-প্রাঙ্গণ।
> তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল পরসন্ন॥
> দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র রাজারে না দেয় কর।
> ক্রুদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছ উজির আইল তা'র ঘর॥
> আসি' সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
> অবধ্য বধ করি' ঘরে মাংস রান্ধিল॥
> স্ত্রীপুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
> তা'র ঘরগ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া॥
> সেই ঘরে তিনদিন করে অমেধ্য রন্ধন।
> আর দিন সবা লঞা করিলা গমন॥
> জাতি-ধন-জন খানের সকল লইল।
> বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥
> মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
> একজনার দোষে সব দেশ উজাড়য়॥
> (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৪৫-১৬০)

(অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।)

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৯ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৭ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৩১শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার { ২৬৬তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ মাধব, অবায় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

নিত্যানন্দপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা

ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের নিকট—নিজজনগণের নিকট তাঁহার স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, আবার অসুর-প্রকৃতি সেবাবিমুখ জনগণের নিকট তিনি তাঁহার অসুরমোহনপর স্বরূপটী প্রকাশিত করেন। যোগমায়া ভক্তগণের নিকট ভগবানের চিদ্বিলাস-লীলাপর স্বরূপ প্রকাশিত করেন এবং বিমুখবিমোহিনী জড়মায়া অভক্ত অসুর-প্রকৃতি লোকের নিকট ভগবৎস্বরূপের বিকৃত প্রতিফলনটী প্রকাশিত করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ভগবান্ ভক্তগণের নিকট নিজকে লুকাইতে চাহিলেও তাঁহার সেই অনুগত নিজজনগণের নিকট ভগবৎস্বরূপ প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আবার অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণের নিকট ঐ স্বরূপ কিছুতেই প্রকাশিত হয় না,—

"ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত-দৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥

(স্তোত্ররত্ন-১৫শ শ্লোক)

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনার অবতার তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিদ্ ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্র দ্বারা আপনার শীল, রূপ, চরিত ও পরম-শক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া আপনাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস-তামসপ্রকৃতিবিশিষ্ট অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষযুক্ত কর্ম্ম-ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা কখনও ঐসকল বস্তু উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র সেবোন্মুখ ব্যক্তিই ভগবল্লীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাহারা অসুর প্রকৃতি, নাস্তিক, বঞ্চিত ব্যক্তি, তাহারা এইসকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এইসকল কথাকে গোঁড়ামি বলে এবং অতর্ক্য অচিন্ত্যবস্তুতে তর্কের যোজনা না করিয়া শব্দ-প্রমাণের সম্মান-রক্ষাকে যুক্তি প্রদানে অসমর্থতা বলিয়া বিচার করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার তাৎপর্য্য বঞ্চিত ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার নানাপ্রকার অসৎসমালোচনা করেন এবং তচ্চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। আমরা জগতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলাসম্বন্ধে আলোচনায় ধৃষ্টতা করিতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। এক শ্রেণী ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা অর্থাৎ ভগবত্তা এবং ভগবানের চিদ্বিলাস ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহারা নাস্তিক মায়াবাদি-শ্রেণীর লোক, আর এক প্রকার প্রাকৃতসহজিয়া মুখে অপ্রাকৃত নিত্যানন্দ মানে, কিন্তু অন্তরে ও কার্য্যে নিত্যানন্দে সম্পূর্ণ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট। ইহারা উভয়েই শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণে অপরাধী।

প্রথম শ্রেণীর মায়াবাদী নাস্তিক-সম্প্রদায় শ্রীনিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলার বিচার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, 'নিত্যানন্দ জীবশিক্ষার জন্যই যদি জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যদি তিনি আচার্য্যের কার্য্যই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শেষ-অবস্থায় আবার দুইটী পত্নীর ভর্ত্তা হইলেন কেন?' এইসকল মূর্খ নাস্তিক লোককে কি পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সুবুদ্ধি দিয়া বলিয়া দিবেন না যে, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু? শ্রীকৃষ্ণই আর একটী মূর্ত্তিতে শ্রীবলদেব, সেই শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের মূল। তিনি জীবের নিকট আচার্য্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ভোক্তা হইয়াও দশদেহে স্বয়ংরূপের সেবা করেন। এই যুগপৎ প্রভুত্ব ও সেবকত্ব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য, ইহা ক্ষুদ্র জীবের ধারণার বা বিচারের অতীত ব্যাপার।

কোন আচার্য্য মধ্যম ভাগবতের লীলা প্রদর্শন করিয়া আচার্য্যের স্বরূপ জগতের নিকট প্রকাশিত করিলেও তিনি যে সর্ব্বদাই ঐ মধ্যমাধিকারীর লীলা প্রদর্শন করিতে বাধ্য বা তিনি একজন মধ্যমাধিকারী সাধক, ইহা কখনই হইতে পারে না। স্বতন্ত্র পুরুষ জীবের প্রতি কারুণ্য প্রকাশ করিবার জন্য মধ্যমাধিকারীর আচরণ দেখাইলেও তিনি আবার মহাভাগবতের আচরণও দেখাইতে পারেন। যাঁহারা সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা অনুধাবন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে এই বিষয়টী দেখিতে পাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মৈত্রী, বালিশে কৃপা, বিদ্বেষীকে উপেক্ষা প্রভৃতির লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, আবার তিনি যখন মহাভাগবতের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার চটক-পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রান্তি (?), সমুদ্রে যমুনা-ভ্রম (?), সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, দেবদাসীকে গোপী বলিয়া ভ্রম প্রভৃতি হইতেছে; আবার তিনি যখন ভগবল্লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন নিজকে হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি বলিয়া অভিমান, বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ ও সকলের নিকট হইতে সেবা-পূজাদি গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যাপার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব যে-সকল বিমুখ ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-বিগ্রহ স্বতন্ত্র পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দের যুগপৎ আচার্য্য-লীলা ও ঈশ্বর-লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাহারা যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে ঐরূপ অপরাধের আবাহন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি আমাদের ভোগ-বুদ্ধির অধীন যে, আমরা তাঁহাকে মাপিয়া লইব? তিনি আচার্য্যলীলায় জীব শিক্ষা-দাতা, আবার ঈশ্বরলীলায় সমগ্র যোষিৎ-কুলের ভোক্তা। তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব—সমগ্র বস্তুই তাঁহার শক্তি বা যোষিৎ। তিনি শ্রীবলদেবরূপে অবস্থিত বলদেবতত্ত্ব—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আর একটী ভিন্ন-আকৃতিতে অবস্থিত। তাই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীনিত্যানন্দ বলরামের রাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

যে শ্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁ'রাও ব্রজের রাসে করেন স্তবন।

মূর্ত্তি-ভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সেসব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ।

(চৈঃ ভাঃ - আদি, ১ম অঃ)

প্রাকৃত-সহজিয়াকুল আবার অভিন্ন-শ্রীরোহিণীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা (?) করিবার জন্য নীলাচল হইতে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন।। এইরূপ পাষণ্ড-বুদ্ধি শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অত্যন্ত অপরাধ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই-সকল লোক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু'কে তাহাদেরই মত একজন জন্মমরণশীল বদ্ধজীবমাত্র জ্ঞান করিয়া অনন্ত নরকপথের পথিক হইতেছে। এরূপ কথা কোন নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। কতকগুলি ব্যবসায়ী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তি এরূপ কুমত উদ্ভাবন করিয়া তাহাতে নিজেদের ব্যবসায় এবং পাষণ্ড অন্যায়ভাবে সমর্থন করিবার সুযোগ খুঁজিয়া লইয়াছে মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে গমন করিয়া অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্য আজ্ঞা করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় ইহা আমরা এইরূপ শুনিতে পাই,—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল,—'যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥'

(শ্রীচৈঃ চঃ - মধ্য, ১৫।৪২)

সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ কথাই লিপিবদ্ধ আছে। মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে বিবাহ করিবার আদেশ প্রদানের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে বিন্দু-মাত্রও লিপিবদ্ধ থাকিতে দেখা যায় না।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন,—'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন বিবাহ করিলেন, তখন ত' শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রপঞ্চে প্রকটিত ছিলেন, তিনি যদি অনুমতি নাই দিবেন, তবে নিত্যানন্দ-প্রভুকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন না কেন? অনর্থগ্রস্ত সেবা-বিমুখ লোকের এইরূপ প্রশ্ন তাহাদের মূর্খতারই পরিচয়, কারণ, 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই বিবাহ করিয়া-ছিলেন',—পূর্ব্বপক্ষীয়গণের এইরূপ কথাও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে, নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ বা গার্হস্থ্যলীলা ঠিকই হইয়াছে, যেহেতু তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতির জন্যই এই কার্য্য করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলার দ্বারা ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, অবধূত বা পরমহংস বৈষ্ণব বদ্ধজীবের ন্যায় কোন বিধির বাধ্য নহেন। বিষ্ণুর গৃহিণী, বৈষ্ণব-গৃহিণী বা গুরু-পত্নী কখনও অবিষ্ণুবস্তুর কল্পিত ভোগ্যা, বদ্ধজীবের ভোগ্যা বা গুরুব্রুবের কল্পিত ভোগ্যার সহিত এক নহেন। ঈশ্বর বা প্রভুবস্তু সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহাই শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে বলিয়াছেন, ইহাই আজন্ম-বিরক্ত শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

মদিরা-যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য—কহিল তোমারে॥
ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ
সর্ব্বভুজো যথা॥

—ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থ পুরুষগণে অনেক সময় ধর্ম্মব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বর শব্দের দ্বারা এইস্থানে বৈষ্ণবও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুর ন্যায় পরমহংস বৈষ্ণবও সমর্থ বা ঈশ্বর। তাঁহারা তেজীয়ান্। যেমন অগ্নির সর্ব্বভক্ষকতা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ সমর্থ পুরুষগণের কার্য্যও দোষাবহ নহে। সুতরাং জীবের প্রতীতির দিক্ হইতেও সাক্ষাদ্ বলদেব নিত্যানন্দ-প্রভু যদি পরমহংস, অবধূত, বৈষ্ণবচূড়ামণি বলিয়া বিবেচিত হন, তবে ঈশ্বরবস্তু তাঁহাতেও কোন দোষ স্পর্শ করে না। ঈশ্বর বা সমর্থ বৈষ্ণবই প্রকৃত গার্হস্থ্যলীলা প্রদর্শন করিবার যোগ্য, অনীশ্বর অর্থাৎ অসমর্থ অবৈষ্ণব, অপরমহংস কখনও তাদৃশ আচরণ করিতে পারেন না। তাঁহার সেইপ্রকার আচরণে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণই হইয়া পড়ে। প্রকৃত বৈষ্ণব-গৃহস্থের গার্হস্থ্যলীলা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপর।

অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণবের দিক্ হইতে বিচার করিলেও তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব দেখা যায় না। 'সমর্থ পুরুষ যেরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াও আবার সময়ে সময়ে মহাভাগবত-চেষ্টা দেখাইতে পারেন, তদ্রূপ বিষ্ণুতত্ত্বও আচার্য্যলীলাভিনয় করিয়া আবার তাঁহার পরমেশ্বর-স্বরূপ-লীলা প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু জীব যদি স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ঐ লীলা অনুকরণ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু এই কথাই লিখিয়া-ছেন,—

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্ মর্ত্ত্য-
দিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥
যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব
দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ
দেহভাক্॥

(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩১-৩৫)

—তত্ত্ববিদ্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বরগণের উপদিষ্ট বাক্য ও আচরণের মধ্যে বাক্যকেই জীবের পক্ষে আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিবেন, আর ঈশ্বর-বাক্যের অবিরুদ্ধ আচরণগুলিকেই তাঁহাদের পালনীয় বলিয়া বিচার করিবেন; অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ে তাঁহাদের সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। ভগবান্ মায়াধীশ ঈশ্বরবস্তু, কিন্তু জীবগণ মায়াবশযোগ্য ঈশিতব্য বস্তু। যিনি অখিল সত্তা, তির্য্যক্, মানব, দেবতা, তথা সকল ঈশিতব্যের অর্থাৎ নিখিল নিয়মাধীন বস্তুর ঈশ্বর, তাঁহার কুশল বা অকুশলের কিছু নাই। জীবের পক্ষেই কুশল অকুশল-বিচার। যাঁহার (যে পরমেশ্বরের) পাদপদ্ম-পরাগ-সেবন-পরিতৃপ্ত মুনিগণ ভক্তিযোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন মোচন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন অর্থাৎ পরমেশ্বর-বস্তুর সেবা-প্রভাবে ঈশ্বরতা বা সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন এবং কোনপ্রকারে আর বন্ধন-প্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের আর কিপ্রকারে বন্ধন হইবে? যাঁহার সেবকগণেরই বন্ধন নাই, সেই সাক্ষাৎ সেব্য বস্তুর বন্ধন কোথায়? পরমেশ্বর-তত্ত্বের প্রপঞ্চে আগমন—তাঁহারই নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র ইচ্ছাজাত, সুতরাং তিনি প্রাকৃতকর্ম্মফল-বাধ্য জীবের ন্যায় কোনও মানবজ্ঞানগম্য-বিধির বশীকৃত নহেন। যিনি গোপীদিগের, তাঁহাদিগের পতিসকলের—নিখিল দেহীর অন্তঃকরণচারী, যিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী অর্থাৎ অংশস্বরূপে পরমাত্মা, যিনি কেবল লীলার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, যিনি জীবের ন্যায় শরীরী নহেন, তাঁহাতে কিরূপে দোষ-সম্ভাবনা হইতে পারে?

'যাহারা শ্রীবলদেব বা স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে কোনপ্রকার দোষারোপ করে বা তাঁহাকে আত্মতুল্য প্রাকৃত শরীর ধারী জীব জ্ঞান করিয়া তাঁহাতে প্রাকৃতবুদ্ধি করে, তাহারা শ্রীনিত্যানন্দচরণে অপরাধী। বিষ্ণু-আকর শ্রীনিত্যানন্দের জীবের জন্য উপদিষ্ট আদেশগুলি আমাদের ন্যায় জীবের পালনীয় এবং তাঁহার উপদেশ-অবিরুদ্ধ যে-সকল আচরণ, তাহাই আমাদের গ্রহণীয়, কিন্তু তিনি তাঁহার পরমেশ্বর-স্বরূপে রাসাদি লীলার ন্যায় যদি কোন লীলা করিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের ন্যায় অনীশ্বর ব্যক্তি গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের বিনাশ লাভ ঘটিবে।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথা-
রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

অর্থাৎ অনীশ্বর ব্যক্তি অধীশ্বর পরমেশ্বর-স্বরূপের আচরণ অনুকরণ করা দূরে থাকুক, কখনও মনের দ্বারাও তাদৃশ আচরণ করিবে না। রুদ্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কালকূটভক্ষণে যত্ন দেখাইলে যেমন অচিরেই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মূঢ়তাপ্রযুক্ত পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র আচরণ অনু-করণ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার সহিত তাঁহাদের গৃহব্রতধর্ম্মকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে জাতি-বুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরিবুদ্ধি করিয়া থাকেন। ভাগবত-বাক্যানুসারে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আত্মজ শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী প্রভু ক্ষীরো-দকশায়ী বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া কখনও মস্তকে চূড়া, হস্তে বংশী প্রভৃতি ধারণ করিতেন। কতিপয় ব্যক্তি বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীবীরভদ্র প্রভুর এই আচরণ দেখিয়া উহা অনুকরণ করিতে থাকিলে বীরভদ্র প্রভু ঐসকল ব্যক্তির ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া ঐপ্রকার পাষণ্ড আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। উহারা বীরভদ্র প্রভুর বাক্য অমান্য করিয়া বিষ্ণুদ্বেষী 'চূড়াধারী'-নামক একটী সম্প্রদায় রচনা করিয়াছে। এইসকল চূড়াধারী সম্প্রদায় বীরভদ্র প্রভুর পরিত্যক্ত।

অতএব আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা ভগবদ্বাক্যের অবিরোধযুক্ত আচরণ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইবার জন্য পরমেশ্বরের আচরণ অনুকরণ করিতে যান, তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হন। স্বতন্ত্র পুরুষ, অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্ বা অদ্বিতীয় ভোক্তা, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অনুকরণ করিতে যাইয়া কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি ভোগী, কৃষ্ণ বিদ্বেষিসম্প্রদায়রূপে জগতে দৃষ্ট হইতেছে। নিত্যানন্দ-প্রভুর গার্হস্থ্যলীলাভিনয় ও গৃহব্রত ধর্ম্ম সমপর্য্যায়-ভুক্ত মনে করিয়া অনেকে প্রা[illegible] সহজিয়া হইয়া গৃহব্রত-সম্প্রদায়রূপে পরিণ[illegible] হইয়াছে, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত মতে বিরোধ করিয়া গুরুদ্বেষী 'অতিবাড়ী'-সম্প্রদা[illegible] সৃষ্ট হইয়াছে, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বা[illegible] প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া ত্যক্ত গুরুপদাশ্র[illegible] 'হরিবংশ'দলে সহজিয়াবাদের সৃষ্টি হইয়াছে বীরভদ্র প্রভুকে অমান্য করিয়া অর্থাৎ বিষ্ণু তত্ত্বের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিতে গি[illegible] বাতুল ও মোহিত ব্যক্তিগণ 'চূড়াধারী' 'নেড়ানেড়ী'ভোগ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে গৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধি করিয়া গৌরনাগরীবা[illegible] সৃষ্টি হইয়াছে,' চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃ[illegible] ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান্ পুরুষের অপ্রাকৃ[illegible] সেবাপর চেষ্টার বিকৃতভাবের অনুকরণ করে[illegible] গিয়া জগতে সহজিয়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে-এইরূপ কত যে অনর্থ জগতে প্রচারিত হইয় ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।' লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শ্রীনিত্যানন্দ-চরিতামৃত

(২)

চৌরদ্বয়ের উদ্ধার

নবদ্বীপে অবস্থানকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজ অঙ্গে বিবিধ মূল্যবান্ অলঙ্কার ধারণ করিতেন; তৎকালে দুইজন চোর নিত্যানন্দের অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি অপহরণ করিবার প্রয়াস করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ স্বীয় কৃপাশক্তি-প্রভাবে ঐ চৌরদ্বয়ের চিত্ত শোধনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি প্রদান করেন।

পরমহংসের আচার

একদিন নিত্যানন্দের অঙ্গে বেশ ভূষাদি বিবিধ বিলাস-চিহ্ন দেখিয়া কোন বিপ্রের সংশয় উপস্থিত হয়, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিলে মহাপ্রভু তদুত্তরে বলেন,—

"শুন বিপ্র, যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান দোষ-গুণ কিছু না জন্ময়॥
পদ্ম-পত্রে কভু যেন নাহি লাগে জল।
এই মত নিত্যানন্দ-স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তা'র॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি ক'রে বিষ পান।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্বপুরাণ-প্রমাণ॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ - অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ)

কাকের নিকট হইতে ঘৃতপাত্র আনয়ন

একদিন একটী কাক শ্রীবাসের গৃহে কৃষ্ণসেবার ঘৃতপাত্রটী মুখে লইয়া পলায়ন করিলে শ্রীবাসের তীব্র ব্যবহারের ভয়ে মালিনী দেবী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নিত্যানন্দ মালিনীকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া কাককে ঘৃতপাত্র প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলে নিতাইর আদেশে কাকও তৎক্ষণাৎ সেই পাত্র আনিয়া মালিনীর নিকট রাখিয়া দিল। নিত্যানন্দ-প্রভাব দর্শনে-মালিনী তখন আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া কতক্ষণ পরে এইরূপ স্তব করিলেন,—

আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥
"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল-ভুবন॥
যমের ঘর হইতে যে আনিতে পারে।
কাক স্থানে বাটী আনে,—কি মহত্ব তারে?
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন।
লীলায় না জানে ভর, করয়ে পালন॥
অনাদি অবিদ্যা ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ব তাঁ'র, বাটী আনে কাক-স্থানে?
যে তুমি লক্ষ্মণরূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতা-পাশে॥
তথাপিহ মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই সীতা নাহি দেখিলে কেমন॥
তোমার সে বাণে-রাবণের বংশ-নাশ।
সে তুমি যে বাটী আন, কেমন প্রকাশ?
যাহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা-প্রভাব জানিয়া॥
চতুর্দ্দশ ভুবন পালন শক্তি যার।
কাক স্থানে বাটী আনে—কি মহত্ব তাঁ'র?
তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয়।
যেই কর, সেই সত্য, চারি বেদে কয়॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ - মধ্য, ১১শ অঃ)

পুরীর পথে শ্রীশিবানন্দ সেনকে পাদপ্রহার-ছলে কৃপা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থান-কালে একবার গৌড়দেশ হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থ পুরীতে যাওয়ার পথে শ্রীনিত্যানন্দের অপ্রাকৃত ব্রজগোপবালকবেশে ক্ষুদ্বৃত্তির অভাবে শিবানন্দের প্রতি কৃত্রিম রোষাভাস-প্রদর্শনপূর্ব্বক অভিশাপ প্রদান, তাহা শুনিয়া শিবানন্দ-পত্নীর ক্রন্দন ও শিবানন্দ সেনের শ্রীনিত্যানন্দ পদাঘাত-প্রাপ্তিরূপ কৃপা-সৌভাগ্যলাভের কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

নিত্যানন্দ-প্রভু ভোকে ব্যাকুল হঞা।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাঞা॥
তিন পুত্র মরুক্ শিবার, এখন না আইল।
ভোকে মরি গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল॥
শুনি' শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইলা॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া।
'পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা না পাঞা॥
তেঁহো কহে,—'বাউলি, কেনে মরিস্ কান্দিয়া?
মরুক্ আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা॥
এত বলি' প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি তাঁরে লাথি মাইলা প্রভু নিত্যানন্দ॥
আনন্দিত হৈলা শিবাই পাদপ্রহার পাঞা।
শীঘ্র বাসা-ঘর কৈলা গৌড় ঘরে গিয়া॥
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা॥
আজ মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা॥
'শাস্তি-ছলে কৃপা কর,—এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা?
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু।
হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, ধর্ম্ম॥
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ কাম, ধর্ম্ম॥'
শুনি' নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন॥
নিত্যানন্দ প্রভুর সব চরিত্র 'বিপরীত।'
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি' করে তার হিত॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য, ১২শ পঃ)

শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ ও বংশ-পরিচয়

গৌড়দেশের সর্ব্বত্র নাম প্রেম-প্রচারার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে পুনরায় গৌড়দেশে প্রেরণ করেন। গৌড়দেশে অবস্থান-কালে সর্ব্ব প্রকৃতির অধীশ্বর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শালিগ্রাম নিবাসী শ্রীসূর্য্য-দাস সরখেলের শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা নাম্নী দুই কন্যাকে অঙ্গীকার করেন। নিত্যানন্দের অপ্রাকৃতত্বে অবিশ্বাসী, মুখে স্বার্থের জন্য নিত্যানন্দ মানা একপ্রকার নব্য প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় বলেন যে, ব্যবসায়ী আচার্য্যক্রব প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিস্তারার্থ শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বিবাহ করিয়া বংশ বিস্তার করিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু এরূপ কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই অথবা ঐরূপ বাক্যেরও সার্থকতাও পরে আর লক্ষিত হয় নাই, কারণ, অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বীরভদ্র প্রভুর কোন শৌক্রবংশ নাই। ইহা সুস্পষ্টভাবে ঐরূপ কথার ব্যর্থতা প্রমাণ করিবে।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ঈশ্বরী শ্রীবসুধাদেবীর গর্ভসিন্ধু-মধ্যে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু শ্রীবীরভদ্র প্রভুর আবির্ভাব হয়। শ্রীবীরভদ্র-প্রভুর শৌক্রসন্তানের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। তিনি শ্রীরামচন্দ্র বটব্যাল, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই তিনজন শিষ্যকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের অধস্তনগণ নিত্যানন্দ-বংশ বলিয়া পরিচিত। নিত্যানন্দ সন্তান-পরিচয়-কাঙ্ক্ষী শেষোক্ত দুইজনের সন্তান বাড়ুরী গাঁই, অপর রামচন্দ্রের সন্তানগণ বটব্যালী। তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন গাঁইয়ের প্রচলন থাকায় তাঁহা-দিগকে কখনই এক পিতার সন্তান বলা যাইতে পারে না। কেন না, রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের এক পিতার সন্তানসমূহের মধ্যে দুইপ্রকার গাঁই হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বেনেটোলার জনৈক ব্যক্তি নিজ নাম গোপন রাখিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক 'শ্রীচৈতন্যভাগবত-পরিশিষ্ট—শ্রীনিত্যানন্দবংশবিস্তার'-নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এই গ্রন্থখানি অপ্রামাণিক, স্বকপোল-কল্পিত ও নিতান্ত অগ্রাহ্য। নিত্যানন্দ সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেই যদি তাঁহাকে গুরুর যোগ্য আসন প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে মৎস্য কূর্ম্ম ও বরাহদেব প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া প্রকট-লীলায় পরবর্ত্তিকালে বহু অধস্তন রাখিয়া গিয়াছেন, লবকুশ হইতে উদয়পুরের রাণা-বংশ উদ্ভূত বলিয়া কিংবদন্তী চলিতেছে, পৃথিবীর গর্ভে কৃষ্ণ-সন্তান নরকাসুর উদ্ভূত হইয়াছিলেন,—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর সন্তান, ইঁহাদিগকেই বা কেন গুরুজনোচিত সম্মান প্রদর্শন করা না হইবে? 'শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর বংশ' বলিলে তাঁহার অনুগগণকেই বুঝিতে হইবে।

শ্রীনিত্যানন্দ একমাত্র ভোক্তা

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশবিগ্রহ—শ্রীবলদেব। শ্রীবলদেব হইতে বৈকুণ্ঠে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ বিরাজিত। সঙ্কর্ষণের অংশ হইতেই পুরুষা-বতারত্রয়ের লীলা প্রকটিত, এই ত্রিবিধ বিষ্ণুতত্ত্বে অভিজ্ঞতা জন্মিলে জীব প্রাকৃত-ভোগপরবৃত্ত হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যাঁহারা সন্ন্যাসের পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গৃহস্থ লীলার অভিনয় দেখিয়া নিজ নিজ ভোগপর প্রবৃত্তির বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পান, সেইসকল প্রাকৃত-সহজিয়া নিত্যানন্দপ্রভুকে একমাত্র ভোক্তা বলিয়া জানিতে না পারায় তাঁহার চরণে অপরাধযুক্ত হইবার পরিবর্ত্তে নিরয়-বর্ত্মস্বরূপ গৃহে আবদ্ধ হইয়া পড়েন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীর প্রতি কৃপা

একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বপ্নযোগে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে দর্শন দান করিলে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর পাদপদ্ম দর্শনার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং অধ্যয়নচ্ছলে নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রম ও বিভিন্ন গৌর লীলাস্থলী দর্শন করান। অতঃপর তিনি শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপের তত্ত্ব উপদেশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগুরুতত্ত্ব

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শক্তিমত্তত্ত্ব,—শক্তি-তত্ত্ব নহেন। তিনি যাবতীয় শক্তির প্রভু হইলেও শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির সহিত সম্বিৎশক্তিমানের সম্বন্ধ-প্রদর্শক অনুগত সেবক। শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শক্তির সহিত আশ্রয়-হেতু মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণ তাঁহাকে বার্ষভানবীর কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীরূপে দর্শন করেন। তিনি স্বয়ং বিষয়জাতীয়বিগ্রহ অর্থাৎ সেব্য বিষ্ণু হইয়াও বিষ্ণুর আশ্রয়জাতীয় অর্থাৎ সেবকের লীলা প্রকট করেন বলিয়া তিনি জগদ্গুরু। আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকাশ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন হইলেও বিষয়জাতীয় আশ্রয়-বিগ্রহ নহেন। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে শ্রীনিত্যানন্দ বলিতে চান না, তাঁহারা "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" —এই ভাগবতীয় শ্লোকানুসারে গুরুকে মর্ত্ত্য-বুদ্ধি করিয়া গুরবজ্ঞারূপ নামাপরাধী। জগদ্-গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁহার বৈভবপ্রকাশ বৈষ্ণব গুরুর পদাশ্রয়ে জীবের নিত্যকল্যাণ বা আত্মমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হইতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥

● ● ●

জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ৫ম পঃ)

শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ-গোপাল

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ব্রজের শ্রীবলদেব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচী-সুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই।" সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদবৃন্দ সকলেই ব্রজের গোপাল-ভাবাশ্রিত সখ্যরসের ভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ গোপাল সর্ব্বপ্রধান। তাঁহাদের নাম, যথা—(১) শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, (২) শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর, (৩) শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই, (৪) শ্রীকালাকৃষ্ণদাস, (৫) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, (৬) শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত, (৭) শ্রীপরমেশ্বর দাস, (৮) শ্রীপুরুষোত্তম দাস বা নাগর পুরুষোত্তম, (৯) শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত, (১০) শ্রীমহেশ পণ্ডিত, (১১) শ্রীশ্রীধর, (১২) শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অনুগগণের মধ্যে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন নিজকে তাঁহার (নিত্যানন্দের) সর্ব্বশেষ ভৃত্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দপদাশ্রয়ই জীবের আত্মমঙ্গলের হেতু

শ্রীনিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ, ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে তাঁহার স্বরচিত 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে' পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দরায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁ'রে ভজিলে সে চৈতন্যভক্তি হয়॥
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দরায়।
চৈতন্য মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
চৈতন্য-কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দে জানিলে আপদ্ নাহি কতি॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে॥
কেহ বোলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥
কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা, না বোলয়ে কেনি॥
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সেই পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥

শ্রীগুরুনিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ বিদ্বেষী পতিত বিমুখজীবকে দণ্ডপ্রদানচ্ছলে তৎপ্রতি এইভাবে অহৈতুকী অমন্দোদয় দয়া বিতরণ করিয়াছেন,—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

নিতাইপদকমল, কোটিচন্দ্রসুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাইপদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি'।
নিতাইয়ের করুণা হ'বে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে,
ধর নিতাইর চরণ দুখানি॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

সামরিক-প্রসঙ্গ

——::(●)::——

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাবোৎসব

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা হরিদ্বারস্থ শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে গত ২১শে জানুয়ারী, বুধবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রমুখ গৌড়ীয় গুরুবর্গের আবির্ভাব-তিথি-বাসর-কৃত্যাদি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর বিশেষ সেবাপূজা, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শুভ পরিণয়-প্রসঙ্গ পাঠ, 'গৌড়ীয়'-পত্রিকা হইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের চরিতপ্রসঙ্গ, তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা হইতে 'প্রার্থনা'-পদাবলীর কীর্ত্তন এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 'মনঃশিক্ষা'-পদাবলী পাঠ, কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যাদির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেবাপূজা ও পাঠকীর্ত্তনে সমাগত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত এইসমস্ত প্রসঙ্গ আলোচিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

রাশিয়ায় নাৎসী-বর্ব্বরতা

জার্ম্মাণ সৈন্যেরা রাশিয়ার যেসকল সহর দখল করিতে পারিয়াছে, সেখানেই তাহারা মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্নপ্রকার সম্পত্তি বেপরোয়াভাবে হরণ করিয়াছে। প্রতি স্থানেই শ্রমিক, চাকুরে, বৃদ্ধ এবং বুদ্ধি-জীবী—সকলশ্রেণীর লোকেরই বাড়ীতেই নির্বিচারে চড়াও হইয়া পড়িয়া তাহারা যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে, এমন কি, রান্নার বাসন পত্র পর্য্যন্ত বাদ দেয় নাই।

এই লুণ্ঠনের সাথে সাথে বর্ব্বর-অত্যাচারেরও সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা ছিল। ওরেলের মধ্যস্থলে জার্ম্মাণরা ফাঁসি-কাঠ খাটাইয়া লুণ্ঠনে প্রতিবাদ করার অপরাধে বহু বৃদ্ধকে ফাঁসি দিয়াছে।

রোষ্টভ-অন ডন সহরটি সম্প্রতি নাৎসীদের হাত হইতে পুনরায় অধিকার করা হইয়াছে। জার্ম্মাণ সৈন্যেরা এই সহরের প্রত্যেকটি দোকান লুঠ করিয়াছে। শুধু দোকান লুঠ করিয়াই তারা ক্ষান্ত হয় নাই, পথচারীদের গা হইতে গরম জামা-কাপড়, পা হইতে বুট এবং ঘড়ি, আংটি, টাকা-পয়সা পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়াও জার্ম্মাণ সৈন্যেরা গৃহস্থদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। প্রকাশ্য রাস্তায় ইহারা এমন কি স্ত্রীলোকদের গা হইতে জামা-কাপড় খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। অনেক লোককে গৃহ হইতে তাড়াইয়া জার্ম্মাণরা সেসকল গৃহ দখল করিয়াছে, ফলে এই গৃহহীনদের মধ্যে বহু লোক শীতের প্রকোপে মারা গিয়াছে।

———

জার্ম্মাণীদের লুণ্ঠন-নীতি

জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষ সর্ব্বদাই সৈন্যদের এই লুণ্ঠন-নীতি সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। পরস্বাপহরণ ও অত্যাচারকে তাহারা উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছে। প্রত্যেক জার্ম্মাণ সৈন্যের নিকটই বর্ত্তমান যুদ্ধ লাভজনক মনে হওয়া প্রয়োজন বলিয়া জার্ম্মাণ-সরকার যে দস্যুবৃত্তিমূলক নীতি প্রচার করিয়াছিল, রাশিয়ার তাহার হাতে-কলমে পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

জার্ম্মাণীর সহযোগী রাষ্ট্রগুলির সৈন্য-বাহিনীতেও অনুরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৪ নং রুমানীয় সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ কর্ণেল নিকোলেস্কুর একটি আদেশ এইরূপ পত্র, শিংঅলা বিভিন্ন বড় এবং ছোট জানোয়ার, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি সমস্তই জনসাধারণের নিকট হইতে সৈন্যদের ব্যবহারার্থ দখল করিতে হইবে। প্রত্যেক বাড়ী ভালভাবে খানাতল্লাসী করিয়া সমস্ত জামা-কাপড় এবং অন্যান্য যাহা পাওয়া যায় সবকিছুই দখল করিতে হইবে। কেহ সামান্য মাত্র বাধা দিলে তাহাকে সেইখানেই গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে এবং গৃহে আগুন লাগাইয়া দিবে।

———

ব্রহ্ম ত্যাগেচ্ছুদের সম্পর্কে নূতন বন্দোবস্ত

একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারত-সরকারের ব্রহ্মদেশস্থ প্রতিনিধি এই সংবাদ পাইয়াছেন যে, জাহাজের টিকেট বিক্রয় বিষয়ে ব্রহ্মদেশ ত্যাগেচ্ছু ভারতীয়দের মধ্যে কাহাদের প্রাধান্য দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করার জন্য এবং জাহাজ ঘাটগুলিতে যাত্রীদের জন্য আরও সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম-সরকার রেঙ্গুনে একটি নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভারত-সরকারের প্রতিনিধি এবং তাঁহাকে পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করিবার জন্য সম্প্রতি ভারতীয়দের যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা ব্রহ্ম-সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সমুদ্র যাত্রীদের নিয়ামক কণ্ট্রোলার অফ প্যাসেজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকিবেন এবং ভারতীয়দের ব্রহ্ম ত্যাগ-সম্পর্কিত সকল বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

ব্রহ্ম-সরকারের এই নূতন পরিকল্পনা-অনুসারে ব্রহ্ম ত্যাগের সুবিধা দান সম্পর্কে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ প্রভৃতিদের প্রাধান্য দেওয়া হইবে। তবে কোনও শ্রেণীকেই সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া যাইবে না।

যে সকল যাত্রীর নিকট টিকেট বিক্রয় করা হইবে, তাহাদিগকে যাত্রার পূর্ব্বে একটি বিশেষ ক্যাম্পে জড় করা হইবে। সেখানে তাহাদের বিনা মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হইবে এবং সেখান হইতে জাহাজে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

বোতলের নূতন ছিপি তৈয়ার প্রচেষ্টা

সায়ান্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণা বোর্ড) দেশের শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি সম্পর্কে যে তিনটি নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা গত ২২শে জানুয়ারী নয়া দিল্লীতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ইউটিলাইজেশান কমিটির (শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণা ব্যবহার কমিটি) তৃতীয় অধিবেশনে আলোচিত হয়।

এই পরিকল্পনা তিনটি প্লাষ্টিক ও অন্যান্য এসিড, তৈল দ্বারা প্রস্তুত আঠাল দ্রব্য ও ছাঁচে ঢালা দ্রব্য এবং বোতলের ছিপির অনুরূপ দ্রব্য প্রস্তুত সম্পর্কে হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণার ফল স্বরূপ নয়টি বিভিন্ন পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমুরারীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২০শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৩রা ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ২৬৭ ৬৮তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ গোবিন্দ, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীবরাহদেব

——::(*)::——

গত ১৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বাদশী তিথি—ভগবান্ শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব-বাসর ছিল। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবগণ শ্রীদেবকীগর্ভে আবির্ভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন,—

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥
(শ্রীভাঃ ১০।২।৪০)

হে ঈশ! আপনি (পূর্ব্বে) মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব), কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয় (রামচন্দ্র ও পরশুরাম), বিপ্র (বামন) এবং দেবতাগণের মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যেরূপ পালন করিয়াছেন, এখন সেইরূপ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন।

পুনরায় ১০ম স্কন্ধ ৪০শ অধ্যায়ে শ্রীঅক্রূরের শ্রীভগবৎস্তবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্ত্তয়ে॥
(শ্রীভাঃ ১০।৪০।১৮)

হে ভগবন্! আমি মন্দরধারী বৃহদাকৃতি কূর্ম্মরূপী এবং প্রলয়সিন্ধু মধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধারলীল বরাহরূপী আপনাকে প্রণাম করিতেছি।

শ্রীগৌরপার্ষদ মহাকবি শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু গাহিয়াছেন,—

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥

হে বরাহরূপধারী কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! আপনি জয়যুক্ত হউন। পৃথিবী চন্দ্রমণ্ডলে সন্নিবিষ্ট কলঙ্করেখার ন্যায় আপনার দন্তাগ্রভাগে লগ্না হইয়া অবস্থান করিতেছে। (ভগবান্ যে সময়ে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয়-সলিলনিমগ্না পৃথিবীকে দন্তাগ্রে ধারণ-পূর্ব্বক উদ্ধার করেন, তৎকালে তাঁহার শুভ্রবর্ণ দন্তের অগ্রভাগে স্থিতা কৃষ্ণবর্ণা পৃথিবী শুভ্র চন্দ্রমণ্ডল-সংলগ্না কলঙ্করেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উৎকলদেশে পরিভ্রমণকালে বৈতরণী-নদীতীরে বিরজাক্ষেত্রে নাভিগয়ারূপ তীর্থবিশেষ যাজপুর-গ্রামে উপস্থিত হইয়া সেস্থানে শ্রীবরাহদেবের দর্শন, প্রণাম ও স্তবাদি করিয়াছিলেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা তাহা এইরূপ জানিতে পারি,—

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম।
বরাহ ঠাকুর দেখি' করিলা প্রণাম॥
নৃত্য গীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৫।৩৪)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলাবতারগণের কথা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্দরশন॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন।
বরাহাদি লেখা, যার না যায় গণন॥
মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৯৭-২৯৯)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তদীয় স্বরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের স্থানে স্থানে শ্রীবরাহদেব সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।
নিজতত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গর্জ্জিয়া॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১।১২২)

শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহরূপে কর হিরণ্যবিদার॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ২।১৭১)

পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয়-জলমাঝে।
অদ্ভুত বরাহ-মূর্ত্তি, দন্তে পৃথ্বী সাজে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১২।১৬৬)

একদিন বরাহ ভাবের শ্লোক শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুরারিগুপ্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীবরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের ভাষায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি'।
গর্জ্জিয়া মুরারি ঘরে চলিলা আপনি॥
অন্তরে মুরারি গুপ্ত প্রতি বড় প্রেম।
হনুমান প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন॥
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ বন্দন॥
"শূকর শূকর" বলি', প্রভু চলি' যায়।
স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত চতুর্দ্দিকে চায়॥
বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জলভাজন সুন্দর॥
বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥
গর্জ্জে যজ্ঞ বরাহ—প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে,—"মোর স্তুতি করহ মুরারি!"
স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব দরশনে।
কি বলিবে মুরারি, না আইসে বদনে॥
প্রভু বলে,—"বোল, বোল, কিছু ভয় নাহিক!
এতদিন নাহি জান, মুঞি এথা থাকি॥"
কম্পিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি।
"তুমি সে জানহ প্রভু! তোমার যে স্তুতি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'র এক ফণে ধরে।
সহস্রবদন হই' যাঁ'র স্তুতি করে॥
তবু নাহি পায় অন্ত, সেই প্রভু কয়।
তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয়?
যে বেদের মত করে সকল সংসার।
সেহ বেদ সম্যক্ না জানে তোমার॥
যত দেখি শুনি প্রভু, অনন্ত ভুবনে।
তোর লোমকূপে গিয়া মিলায় যখনে॥
হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে।
বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে॥
অতএব তুমি যে আপনে জান' মাত্র।
তুমি জানাইলে জানে তোর কৃপাপাত্র॥
তোমার স্তুতিতে মোর কোন্ অধিকার।"
এত বলি' কান্দে গুপ্ত, করে নমস্কার॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈলা বরাহ ঈশ্বর।
বেদ-প্রতি ক্রোধ করি' বলয়ে উত্তর॥
"হস্ত-পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এই মত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় সে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা ব'লে বেটা কেমন সাহসে?
শুনহ মুরারিগুপ্ত, কহি তত্ত্ব সার।
বেদগুহ্য কহি এই তোমার গোচর॥
আমি যজ্ঞবরাহ—সকলবেদসার।
আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার॥
সংকীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্তজন লাগি' দুষ্ট করিমু সংহার॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি, গুপ্ত, শুন মন দিয়া॥
যে কালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥
হইল 'নরক'-নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রেরে ধর্ম্ম কহিনুঁ সকল॥
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ গুরু ভক্ত করেন পালন॥
দৈব দোষে তাহার হইল দুষ্ট সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুঞি না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥
জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেক সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে॥
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভুর বচন।
বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন॥
মুরারি সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়।
জয় যজ্ঞ বরাহ—সেবক-রক্ষাময়॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।১৮-৫৩)

উপরি-উক্ত পয়ারসমূহের ১৯শ ২৪শ সংখ্যার ভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ হনুমানের প্রতি আন্তরিক স্নেহবিশিষ্ট ছিলেন, তদ্রূপ শ্রীবরাহ শ্রীমন্মহাপ্রভুও মুরারিগুপ্তকে অত্যন্ত প্রীতি-ভাজন জানিতেন। একদিন বরাহ-আখ্যান শ্রবণ করিয়া প্রভু বরাহের আবেশে মুরারির গৃহে গর্জ্জন করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। সহসা গৌরহরি মুরারীর গৃহে ধাবমান হইয়া 'শূকর' 'শূকর' বলিতে বলিতে তাঁহার বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ অপূর্ব্ব গর্জ্জন ও 'শূকর 'শূকর' উক্তি মুরারি সহসা শ্রবণ করিয়া ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু বিষ্ণুগৃহে একটি বৃহজ্জলপাত্র দেখিয়া দন্তদ্বারা সেই জলপূর্ণ পাত্র উত্তোলন করিলেন। মুরারি তাঁহাকে তৎকালে চতুষ্পদ যজ্ঞবরাহরূপে গর্জ্জন করিতে দেখিলেন। শ্রীবরাহদেব বিষ্ণুর অবতার, সুতরাং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারী বিষ্ণুর বিলাস হওয়ায় তাঁহার নিজানুভূতিতে বরাহ-লীলার প্রাকট্য-সাধন তদনুরূপ বিচারসম্পন্ন ভক্তের নিকট প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কোনও মায়াবাদী এরূপ মনে না করেন যে, মায়াবদ্ধ জীব অজ্ঞানমুক্ত হইয়া সকলেই ভগবদ্বস্তুর অনুকরণে এইরূপ ঈশ্বরভাব প্রদর্শন করিতে সমর্থ। যাহারা এরূপ প্রতারিত হইয়া আপনাদিগকে বিষ্ণুজ্ঞানে বঞ্চিত হইল, সেইসকল কপট নারকি-সম্প্রদায়কে অনাদর করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ এরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মূঢ়তা সম্পাদন করিলেন।

"নিত্য ভগবদ্বিমুখ পাষণ্ডিগণ ভগবচ্চরিত্র বুঝিতে না পারিয়া এইসকল ভাবের অনুকরণ-পূর্ব্বক যেরূপ ভ্রমপথে পতিত হয় এবং জগতে অজ্ঞান আনিয়া কতকগুলি কপট ব্যক্তিকে নিজ নিজ স্তাবকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, সেরূপ ভগবদ্বিদ্বেষীর যোগ্য ভূমিকা নরক যন্ত্রণা তাহাদিগকে অনন্তকাল ক্লেশ দিবার জন্য প্রতীক্ষা করে। ছন্নাবতার শ্রীগৌরসুন্দর নিজের স্বরূপ গোপন রাখিয়া ভক্তগণকেও বুঝিতে দেন নাই। অনন্ত নরক-লাভের যোগ্য ঘৃণিত মায়াবদ্ধ জীব, যাহার প্রত্যেক দিনে তিন অবস্থা হয়, সে যদি প্রভুকে জীব-জ্ঞানে আত্ম-সদৃশ মনে করিয়া নিজের বঞ্চিত প্রিয়জনগণের দ্বারা এইপ্রকারে স্তব-সংগ্রহে যত্নবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বঞ্চক ও বঞ্চিত উভয়েই 'মনুষ্য'-নামের যোগ্যতা হারাইয়া বিড়্ভোজী বরাহের চতুষ্পদত্বের অভাবে দ্বিপাদ পশুরূপে পরিণত হয়। এরূপ দ্বিপদ পশু বাহিরের দিকে কোন দিনই চতুষ্পদ দেখাইতে পারে না। তাহাদের জন্মান্তরে ঐপ্রকার বিষ্ঠা-ভোজী চতুষ্পদত্ব লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় বরাহবতারে চতুষ্পদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর তদনুকরণে ক্ষুদ্র জীব, যে যাহা নহে, সে সেরূপ অভিনয় করিতে গেলে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে।"

পুনরায় শ্রীচৈতন্যভাগবতের ২৭,৩৬-৪২,৪৬ ও ৫৩ সংখ্যাসমূহের ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"ভগবানের বরাহ মূর্ত্তি, ও তাঁহার অনুষ্ঠান দেখিয়া মুরারিগুপ্ত ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিতে লাগিলেন,—'আমি তোমার অনুরূপ স্তব করিতে অসমর্থ, তুমিই তোমার স্তব করিতে সমর্থ।' মুরারি স্তব করিতে ইতস্ততঃ করায়, বিশেষতঃ ভীষণ বরাহ মূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হওয়ায় মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—'তোমার ভয় করিবার আবশ্যকতা নাই, তুমি এতদিন জানিতে পার নাই, আমি কে? প্রকৃতপ্রস্তাবে আমিই বিষ্ণুর অবতার সমূহের একমাত্র মালিক।' ভগবানের এই-সকল লীলা-প্রদর্শনের কথা প্রচারিত হইলে জগতের সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। যদিও ভগবান্ তাঁহার এইসকল লীলা পার্ষদ ভক্তগণেরই দৃষ্টি-পথে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ সকলেই এইসকল কথায় তাঁহার কৃষ্ণত্ব ও অবতারিত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন এবং অস্মদৃশ অধস্তনগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার লীলাকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

"নির্ব্বিশেষ-বিচারপর ব্যক্তিগণ ভগবানের নিত্য শ্রীমূর্ত্তি বুঝিতে না পারিয়া বেদ-কথিত প্রাকৃত হস্ত-পদ-মুখাদির আরোপ করিয়া ভগবদ্বস্তুর আকার নাই, বিলাস নাই প্রভৃতির বিচার করেন। বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে শব্দার্থে প্রবিষ্ট হইলে বুঝা যায় যে, ভগবানের জড় হস্ত-পদ-মুখের বিনিময়ে চিন্ময় হস্ত-পদ মুখ-নেত্রাদি আছে। "অপাণি-পাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" (শ্বেঃ ৩।১৯) ইত্যাদি শ্রুতি তাহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। ভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত। তাঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট। তবে তাহা আধ্যক্ষিক দৃষ্টির অতীত— 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।' একমাত্র প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিনেত্র—সেবানেত্র-দ্বারাই ভগবানের সেই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহ ও তাঁহার লীলাবিলাস-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়। যেসকল লোক বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিড়ম্বিত হয়, তাহাদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন-কল্পে শ্রীগৌরহরি তাদৃশ দর্শনে দুষ্ট বেদের আদর করিতে পারেন নাই।"

কাশীতে 'প্রকাশানন্দ'-নামক একজন কেবলাদ্বৈতবাদী অধ্যাপক-যতি বেদের ব্যাখ্যাকালে ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য অঙ্গ-সমূহকে অস্বীকার করিত। এই প্রকাশানন্দকে কেহ কেহ অনভিজ্ঞতাবশে কাবেরী-প্রবাসী বেঙ্কট ভট্টের অনুজ প্রবোধানন্দের সহিত সম জ্ঞান করে। 'ভক্তমাল'-নামক সহজিয়া গ্রন্থাভ্যন্তরে এই প্রকার ভ্রমদোষ প্রবেশ করায় অধুনাতন লেখকগণের মধ্যেও সেই ভ্রম-দোষ ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছে।

প্রকাশানন্দ উপনিষৎ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিত বটে, কিন্তু ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহে নিত্যাধিষ্ঠান স্বীকার করিত না, তজ্জন্য অপরাধী হওয়ায় তাহার শরীরের সর্ব্বত্র কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল। ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর চিন্ময়-অঙ্গে কোনপ্রকার অপবিত্রতা বা দোষারোপ সম্ভবপর নয়। তাঁহার চরিত্র ব্রহ্মাশিবাদির গানের বিষয়।

ভগবদঙ্গ নিত্য, তাহাতে কোনপ্রকার অনুপাদেয়তা, অবরতা, হেয়তা, খণ্ডিতাবস্থা প্রভৃতি আরোপিত হইতে পারে না সুতরাং তাদৃশ নিত্য শরীর কখনও 'অনিত্য' নয়।

ভগবান্ যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিয়া বেদহীন পৃথিবীকে আধ্যক্ষিক-জ্ঞানরূপ জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি সকল বেদের সারবস্তু।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::•::——

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—নিরন্তর কৃষ্ণসেবা-সংরত নিষ্কিঞ্চন পরমহংস সদ্গুরু ব্যতীত জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর মদে মত্ত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ গুরুনামধারীর সেবা বন্ধ্যা গাভীর সেবার ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র। শ্রীমদ্-ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতেও দেখা যায়,—গৃহব্রত গুরুর (?) সেবার দ্বারা কৃষ্ণে কখনও মতি হয় না, পরন্তু সংসারে বা মায়াতে আরও অভিনিবেশ হইয়া থাকে। "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"—অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের যে দশা হয়, অসদ্গুরুর উপদেশ শ্রবণেও জীবের সেই দশা হইয়া থাকে। সংসারাসক্ত অর্থলোলুপ প্রতিষ্ঠাভোগী গুরুর মুখে যে সদুপদেশ বা হরিনাম-উপদেশের ভাণ, তাহাও নামাপরাধ ছাড়া আর কিছুই নহে। শাস্ত্র উহাকে "সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ"—'সাপের মুখ-দেওয়া দুধ'—বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

———

কোন কোন ব্যবসায়ী বলিয়া থাকেন,—'গুরু যাহাই হউন্ না কেন, বিশ্বাস করিলেই সব হইবে। এইসকল লোক 'অন্ধবিশ্বাস'কেই প্রকৃত বিশ্বাস বলিয়া কল্পনা করে। অন্ধ-বিশ্বাসের সহিত চকখড়ি-গোলা জলকে দুগ্ধ বলিয়া পান করিলে তদ্দ্বারা কাহারও তুষ্টি, পুষ্টি বা ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না। বিশ্বাস কিছু গাছের ফল নহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্বাস-শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ়-নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥" কিন্তু 'মায়ার কর্ম্ম করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'—এই 'সুদৃঢ় নিশ্চয়'-কে 'বিশ্বাস' বলা হয় নাই বা মনের খেয়ালে 'অসদ্'বস্তুকে 'সৎ' বলিয়া কল্পনাকে 'বিশ্বাস'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয় নাই। সুতরাং ঐসকল কথার মূলে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এইসকল কথা ব্যবসায়ি-গণের ব্যবসায়ের চাল্ মাত্র।

———

'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।" পারমার্থিক সদ্গুরুর আশ্রয়েই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বা আত্মমঙ্গল লাভ হয়, সুতরাং ব্যবহারিক অর্থাৎ সামাজিক লৌকিক বা কৌলিক গুরু প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া—দুঃসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণ বিৎ সদ্গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করা আত্ম-মঙ্গলকামীর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

শিষ্যব্যবসায় বা মন্ত্রব্যবসায়ের মত আরও অনেকপ্রকার ধর্ম্মব্যবসায় জগতে চলিয়াছে। এইসকল ব্যবসায়ে একাধারে জগতের তিনটি পরম লোভনীয় বস্তু লাভ হয়—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা

::(•)::

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

ঋষিকুল-শ্রমণ-সঙ্ঘোপাস্ত-পরবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ২৩শে মাঘ (১৩৪৮), ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪২), শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-স্থানে শ্রীবঙ্গ মাধ্ব গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টষষ্টিতম-বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য-আলোচনা, শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান প্রভৃতি মহা-মহোৎসবে মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা
১২ই মাঘ, ১৩৪৮

নিবেদনমিতি—
শ্রীশ্রীরূপানুগমঠাশ্রিতানাং
সেবকবৃন্দানাম্

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আচার্য্য-আরতির সমস্ত সেবাসম্ভারাদি ও আনুকূল্য শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কামিনী, অর্থ ও সম্মান। সুতরাং পাঠকের ব্যবসায়, কথকের ব্যবসায়, রসকীর্ত্তনের ব্যবসায় বলিয়া আরও বহুপ্রকার ব্যবসায় কলির রাজ্যে প্রচলিত হইয়াছে।

অনেক সময় জাতি-গোস্বামী, ভাড়াটিয়া পাঠক ও কথকগণকে ভক্তিশাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্যে বিশেষ ব্রতী দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বার-নাচ, গাঁজা, অহিফেন, মৎস্য ও মাংস সেবন প্রভৃতি নিন্দনীয় কার্য্যে রত, তাঁহারাও ভাল মানুষটি হইয়া উপদেশক বা পাঠকের বেশে অর্থসংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। অনেক সময়েই তাঁহাদের পাঠের কীর্ত্তিত বিষয় থাকে—দশম স্কন্ধের রাসলীলা (?), বস্ত্রহরণ প্রভৃতি, আর শ্রোতৃগণের মধ্যে অধিকাংশই বিষয়াভিনিবিষ্ট—সংসারের নানাপ্রকার সুখ-দুঃখে অভিভূত, ইন্দ্রিয়চালনায় চালিত, স্ত্রী-পুরুষ অভিমানী ব্যক্তি। এইরূপ অর্থলোভে লুব্ধ হইয়া পাঠকের কার্য্যে রত ভাড়াটিয়া পাঠকগণকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সংসারের মঙ্গলের জন্যই হউক, আকাশকুসুম-সদৃশ স্বর্গসুখের কল্পনায়ই হউক, পূর্ব্ব জীবনে কৃত বহু অখণ্ডনীয় পাপরাশির খণ্ডনের জন্যই হউক, অভিশাপের ভয়ে বা চক্ষুলজ্জায়ই হউক, কৌলিক ও লৌকিক প্রথা অনুসরণকল্পেই হউক বা কেহ কেহ সাংসারিক ও বৈষয়িক জীবনের একঘেয়ে ভাবের ভিতর একটানা খাদ্য আস্বাদনের সাময়িক স্বাদ বদলাইয়া আবার প্রবল-বেগে তাঁহাদের স্বভাবোচিত বস্তু গ্রহণার্থ দ্বিগুণতর ক্ষুধার উদ্রেক করাইবার জন্যই হউক প্রতিবৎসর এক সময় ইন্দ্রিয়তোষণকার্য্যের মূল্যস্বরূপ অর্থ, কাপড়, শাল, স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার, প্রভৃতির দ্বারা বিভূষিত করিয়া থাকেন।

শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকট সাতদিন মাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া কত কত পুরুষের জীবনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ঐসকল পাঠক নামধারিগণের মুখে অদ্য শতাব্দ বা ততোধিককাল হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ অনেক ব্যক্তিও স্বমুখে অনেক সময় সরলভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন—'বিষয় স্পৃহা ত গেলই না, বিষয় যেন ক্রমশঃ আরও চাপিয়া ধরিতেছে। বিষয়-বাসনানল যেন আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।"

এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥" হরিকথামৃত পবিত্র বটে, কিন্তু অবৈষ্ণব অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা নিষ্কপটে ও সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুতে শরণাগত হন নাই, তাঁহার মুখোদ্গীর্ণ কথা শুনিতে হরিকথার মত হইলেও ঐ কথার পবিত্রতা নাই—তাহা গিল্‌টি সোনার ন্যায় নকল বস্তু। সাপে-মুখ-দেওয়া দুগ্ধ পান করিলে যেরূপ মৃত্যু অনিবার্য্য, তদ্রূপ ঐসকল লোকের নিকট হইতে হরিকথার ছলে নাম-অপরাধ শ্রবণ করিলে আত্মার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু বঙ্গদেশীয় এক বিপ্র কবিকে বলিয়াছেন,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে ত' পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥"

শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—'ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত''—ভক্তগাভেচ্ছু পুরুষগণ কখনও ভক্তিশাস্ত্র (যথা—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র) ব্যাখ্যা করিয়া তদ্দ্বারা নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিবেন না, উহা ভক্তির প্রতিকূল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিমাই জীবের দ্বারে দ্বারে নাম বিতরণ করিয়াছেন। লৌল্য অর্থাৎ শ্রবণ-লালসাই একমাত্র হরিকথার মূল্য। প্রাকৃত ভোগের জন্য গৃহীত অর্থ কখনই অপ্রাকৃত বস্তুর মূল্য হইতে পারে না। নিজের কায়মনোবাক্য, ধনসম্পদ, যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় লাগাইয়া অপরের এইসমস্ত প্রবৃত্তিকেও একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণের সেবায় লাগাইবার জন্য প্রকৃত সাধু গুরুবৈষ্ণবগণ শুদ্ধভক্তির কথা—নিরন্তর কুহক বাস্তবসত্যের কথা পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতার দ্বারা প্রচারপূর্ব্বক জনসাধারণকে জানাইয়া এবিষয়ে তাহাদের শ্রদ্ধা উৎপন্ন করত তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় অর্পণের সুযোগ প্রদান করেন। প্রকৃত সাধুগুরুবৈষ্ণবগণের আচরণে ইহাই সতত পরিদৃষ্ট হয়।

ব্যবসায়িগণ নানাপ্রকারে লোক বঞ্চনা করিয়া থাকেন—কেহ বা বংশের, কেহ বা কুলের, কেহ বা পাণ্ডিত্যের ধুয়া ধরিয়া লোক ঠকাইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য প্রাকৃত বস্তু নহেন, সুতরাং তাঁহাতে ঐসকল প্রাকৃত-বিচারের স্থান নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদ বলেন যে, সদ্গুরুর প্রধানতঃ দুইটি লক্ষণ—তিনি কৃষ্ণসেবায় সতত নিযুক্ত এবং তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ। যিনি কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য কৃষ্ণসেবার ভাণ বা দোকান-দারী খুলিয়াছেন কিংবা পাণ্ডিত্যের ছলনা প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি সদ্গুরু বা শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহেন—তিনি ব্যবসায়ী মাত্র। তাঁহাকে সামাজিক ও লৌকিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দেওয়া উচিত।

সদ্গুরু বা বৈষ্ণবাচার্য্য যে কোন কুলে, আশ্রমে, যে কোনভাবে অবস্থান করিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দকে বলিয়াছেন,—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"

কোন কোন কপট অন্যাভিলাষী কদর্থকারী এই বাক্যে কেবল শ্রবণ বা শিক্ষাগুরুর লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, বলিয়া থাকেন, কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজনগণের বাক্য ও আচরণ এই অমূলক সিদ্ধান্ত সমর্থন করে না। কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, পতিতপাবন জগদ্গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিজেরা আচরণপূর্ব্বক জগৎকে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ঐসকল শিক্ষাগুরু কি কেহ কুলক্রমে বা লৌকিক সামাজিক গুরু স্বীকার করিয়াছেন? জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ স্বামীর নিকট, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী সন্ন্যাসীর নিকট লোকশিক্ষার্থে দীক্ষাগ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়াছেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শৌক্র-ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকট, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শৌক্র ব্রাহ্মণেতর বংশ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট, শ্রীদাস-গদাধরের নিকট কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা বংশ বা কুল ধরিয়া গুরু বিচার করেন নাই।

শ্রীনামভজন

—:(•):—

কৃষ্ণনাম-উচ্চারণকেই ভজন বলে, শুদ্ধ-নামের কীর্ত্তন হইতেই স্বাভাবিকভাবে স্মরণ হয়। এই নামভজনই মুখ্য। তাহার নিম্ন স্তব পাঠ, পূজা, ধ্যান প্রভৃতি অবস্থিত।

পাঠ শ্রবণ করিবার পর শ্রোতা যদি পাঠক অর্থাৎ আচার-প্রচারযুক্ত কীর্ত্তনকারি-রূপে পরিণত হন, তবেই তাঁহার ভজন আরম্ভ হয়। যখন শ্রোতা কেবল নিজে শ্রবণ করেন, তখন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে পারেন, কিন্তু কীর্ত্তন করিতে কীর্ত্তন করিবার সময় নিজেকে ভাল করিয়া শুনিতে হয়, অর্থাৎ যাহা তিনি শ্রবণ করিয়াছেন বা যাহা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা নিজের আচরণে প্রকাশিত হইল কি না, এবিষয়ে সজাগ থাকিতে হয়, নতুবা অন্য লোক তাহার কপটতা ও ছলনা ধরিয়া ফেলেন। যাহারা কপটতা ও ব্যবহারের আড়ম্বর ছলনা এবং অন্যাভিলাষযুক্ত সংরক্ষণ করে, তাহাদের প্রকৃত কীর্ত্তন লাভ হয় না। তাহারা কীর্ত্তনের ছলে অপরাধ কপট প্রতিষ্ঠা-কামী কপট ভক্ত হইয়া পড়ে। স্বরূপের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ বা আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান বিহিত হয়, তাহাই পূজা বা অর্চ্চন। ধ্যান পূজার অন্তর্নিহিত। অর্চ্চনে ধ্যান অন্তর্নিহিত, তাহার উপর পূজা, তাহার উপর পাঠ শ্রবণ, তাহার উপর কীর্ত্তন। কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ লোকের উপকারের জন্যে, যদি অন্য লোকও তদ্দ্বারা লাভবান্

হয়, তখন তাহাকে 'জীবে দয়া' বলা হয়। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

কৃষ্ণেতর বাসনা পরিপূরণের জন্য ভূতক পাঠকের পাঠের যে চেষ্টা, তাহা 'জীবে দয়া' নহে। এইরূপ পাঠের অভিনয় ভক্তিপথের পথে বিশেষ অন্তরায় ও অপরাধ। ইহার দ্বারা ভক্তিলতার উপশাখা,—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নামাপরাধের ফল ধর্ম্মার্থ কাম বা অধর্ম্ম, অনর্থ, কামের অতৃপ্তি অর্থাৎ নানাভাবে কাম চরিতার্থের জন্য উত্তরোত্তর লালসাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দেবাদৃষ্টি অর্থাৎ ভুক্তি লইয়া পূজা কিংবা অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া পূজার ছলনা ভক্তিপথের অন্তরায়, তাহারও যথেষ্ট নিন্দা শাস্ত্রে দেখা যায়।

ভোগী ও ত্যাগীর ধ্যান প্রকৃত ধ্যান নহে, তাহা মনোধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

বাস্তব বস্তুর ধ্যান সত্যযুগে সম্ভব ছিল, কারণ, জীবহৃদয়ে নিজ ভোগবুদ্ধি তখন বেশী প্রকাশিত হয় নাই।

দ্বাপরৈর্দ্বিজৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥
(শ্রীমন্মধ্বকৃত মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে ধৃত শ্রীনারায়ণসংহিতা-বাক্য)

দ্বাপর-যুগে পূজা নিশ্ছিদ্রভাবে সম্ভব ছিল। কলিতে একমাত্র নাম ভজন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রীব্যাসদেব 'জন্মাদ্যস্য'-শ্লোকে যে ধ্যানের কথা বলিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ ধ্যানের উপাদান। কীর্ত্তনমুখে যে স্বাভাবিক স্মরণাত্মক ধ্যান হয়, তাহাই প্রকৃত ধ্যান।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥
(ভা. ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান অতি শীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তাঁহাদের শ্রবণকীর্ত্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা-দ্বারা অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
২০শে মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তদের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমন্তিনী, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর) ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মাজিদা, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোলআমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৫ই ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব ও

১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

☞ উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীনামভজনই মুখ্য, যেহেতু সমস্ত পূজা, সমস্ত বেদপাঠ ও ধ্যানের ফল শ্রীনাম-ভজনের একাংশেই অনুস্যূত আছে।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥
(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত-নিজ-ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদি-যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥
(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।৯)

যাহা হইতে নিজধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদির চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাসমাত্রেই) প্রাণিগণকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ ইহা আমার জীবন এবং আমার ভূষণ।

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভো স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥
(শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী বাক্য)

হে সন্ধ্যা-বন্দন, তোমার মঙ্গল হউক, হে স্নান, তোমাকে নমস্কার, হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি তর্পণাদি কার্য্যে আমাকে ক্ষমা করুন। যে কোন স্থানে থাকিয়া আমি যাদবকুল শিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সংসার-দুঃখ ও পাপাদি বিনাশ করিব। [illegible] স্থায়ী সংসার-দুঃখের অপনোদন ও পাপপ্রবৃত্তি অল্পকালের জন্য নিবৃত্ত করিতে গিয়া আমার তাৎকালিক চেষ্টা সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, তর্পণ প্রভৃতিতে প্রয়োজন কি ?

শ্রীধামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব তিথিপূজা-মহোৎসব

গত ১৬ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, শুক্রবার হইতে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবতিথি পূজা-মহোৎসব নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ গৌররঞ্জন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৪ই মাঘ, বুধবার শ্রীভৈমী-একাদশী তিথিতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে মধ্যাহ্ন বেলা ১২ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস শ্রীবরাহ দ্বাদশী তিথিতেও তিনি অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত তথায় শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-দিবস পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে একটী নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীমন্দির শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীযোগপীঠের উপস্থিত হন। তথায় শ্রীমন্দির-পরিক্রমার পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর সকলে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতে তথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইতে থাকে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মধ্যাহ্ন ১২॥ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রের পর শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৫ম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ প্রভু ও শ্রীপাদ নিতাইদাস রাগালঙ্কার প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা-প্রার্থনা-সূচক পদাবলীসমূহ কীর্ত্তন করেন।

তৎপর দিবস শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৩ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২১শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার | ২৬৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ গোবিন্দ, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

ভগবান্ ও ভক্তের দর্শন

বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও আশ্রয়বিগ্রহ তদীয় নিজ-জনগণ —সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ এই জগতে অবতীর্ণ হইলেও সকলেই তাঁহাদিগকে দেখিতে পান না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—'অস্বচ্ছ' (opaque) 'নিরেট'-জাতীয় চিত্ত যাহাদের অর্থাৎ অপরাধের জন্য যাহাদের চিত্ত স্বচ্ছ (transparent) নহে, তাহারা সপার্ষদ শ্রীভগবান্ অহৈতুকী কৃপাবশে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তা'র 'চিদানন্দময়'।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁ'র চরণ ভজয়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৯২-৯৩)

শ্রীকৃষ্ণ কোন্ দেহকে 'চিদানন্দময়' করেন? যে ইন্দ্রিয় শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশ-শক্তির সহিত থাপে থাপে মিলিত (dove-tailed) না হয়, সেই ইন্দ্রিয় চিদানন্দময় হইতে পারে না। সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা যে দর্শন-প্রতিম ভাব, তাহা দর্শন বাধমাত্র। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির দ্বারা যদি চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত হয়, যদি স্বরূপশক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের মনের মধ্যে কৃপা সঞ্চার করেন, তবেই সেই মন আর মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হয় না, তখন সেই ব্যক্তির চিত্তে এইরূপ অকৈতব দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়,—

"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

যখন বৈকুণ্ঠবস্তু জীবের চিত্তকে আত্মসাৎ করিবেন, যখন চিত্ত বৈকুণ্ঠ-বস্তুর সহিত থাপে থাপে মিলিত হইবে, তখনই বৈকুণ্ঠপ্রিয়-দর্শনের দর্শনলাভ ঘটিবে—কেহ কেহ দর্শন লাভ করিবেন, সকলেরই দর্শন হইবে না। স্বয়ংরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও যে-সকল জীবের উপর স্বপ্রকাশশক্তির প্রকাশ না হয়, তাহারা অর্থাৎ অপরাধ পাষাণ-কঠিন-হৃদয় জীবগণ তাঁহার দর্শন পাইবে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া দেন—পাপের মূলবীজ বিনষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন করান। যিনি এইরূপ 'ঘটকালি' করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। স্বপ্রকাশ-শক্তির কৃপা যাঁহার উপর পতিত হয়, তিনিই তাঁহার দর্শন পান, অপরে পায় না—অপরে বৈকুণ্ঠ বস্তুর নিজস্ব-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারে না।

একসময় একজন প্রবীণ অধ্যাপক কলিকাতার গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন সেই অধ্যাপককে বলিয়াছিলেন,—"আপনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কোনদিন দেখেনই নাই।" ইহা শুনিয়া সেই ভদ্রলোক অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কলিকাতায় রামবাগানে 'ভক্তিভবনে' বহুবার উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট গীতা অধ্যয়ন করিয়াছি, আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই!" শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"আপনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সাক্ষাৎকার পান নাই।" অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব বা মহাভাগবতের দর্শন তাহাকেই বলা যায়, যদ্দ্বারা আমাদের চিত্ত তাঁহার চিত্তের সহিত ঐকতানে—একসুরে বাজিতে থাকে।

শ্রীগৌরজনগণের চিত্তবৃত্তিতে কোনরূপ সম্ভোগ-চেষ্টা নাই, তাহা বিপ্রলম্ভরসে নিত্য অভিষিক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ প্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেও অস্বচ্ছচিত্ত লোক তাঁহাদিগকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। অস্বচ্ছ-চিত্ত লোক দুইপ্রকার—(১) ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও (২) ভগবদ্বিদ্বেষী। ভগবদ্বহির্ম্মুখ আবার দুইপ্রকার—(ক) বিষয়াদিতে অভিনিবেশ-যুক্ত ও (খ) ভগবানের অবজ্ঞাকারী। ভগবদ্বিদ্বেষীও দুইপ্রকার (চ) অরুচিহেতু দ্বেষ-পরায়ণ ও (ছ) বৈকৃত্য অর্থাৎ মাধুর্য্যাদি-রাহিত্য-দর্শনে প্রত্যয়হেতু দ্বেষ-পরায়ণ। অতএব সর্ব্বসমেত অস্বচ্ছ চিত্ত ব্যক্তি চারিপ্রকার। এই চারিপ্রকার ব্যক্তির ভগবদনুভব (?) জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তির 'সিতোপল' (মিশ্রি)-আস্বাদনের ন্যায়। একপ্রকার পিত্তবাতজ জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি মিশ্রির আস্বাদ গ্রহণ করে না, কিন্তু মিশ্রিতে সকলের আদর দেখিয়া অবজ্ঞাও করে না। প্রথম অস্বচ্ছ-চিত্ত অর্থাৎ বিষয়াদিতে অভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তিগণ ইহাদের মত।

অন্যপ্রকার পিত্তবাতজ জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি মিশ্রির আস্বাদ ত' গ্রহণ করেই না, অধিকন্তু তাহারা দাম্ভিকতা-নিবন্ধন অবজ্ঞাও করিয়া থাকে। দ্বিতীয়প্রকারের অস্বচ্ছ-চিত্ত অর্থাৎ ভগবদবজ্ঞাতা এই শ্রেণীর ন্যায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞাকারী ইন্দ্র প্রভৃতিকে এই শ্রেণীর বলা যাইতে পারে। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াও দাম্ভিকতাহেতু দর্শনফল হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের দর্শনের ফল—সংসার-ক্ষয়, কিন্তু ইন্দ্র অভিনিবেশ সহকারে বিষয়ভোগ চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের ভক্তদ্রোহ ও ভগবদবজ্ঞারূপ অপরাধ বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও তাঁহার বহির্ম্মুখতা ঘুচে নাই। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণগত-প্রাণ গোপ-গোপীগণকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনম্॥
বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥

(শ্রীভাঃ ১০।২৫।৩,৫)

অহো, বন্য গোপগণের কিরূপ ধনগর্ব্ব-মাহাত্ম্য জন্মিয়াছে। তাহারা একটা মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমার যজ্ঞ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবাপরাধ করিয়াছে। ইহারা বাচাল, শিশুস্বভাব, পণ্ডিতাভিমানী, অবিনীত, অজ্ঞ, মনুষ্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমাকে অবহেলা করিয়াছে।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণাদি প্রভাব-দর্শনে ইন্দ্র যখন স্তব-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

মামৈশ্বর্য্য-শ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্॥

(শ্রীভাঃ ১০।২৭।১৬)

ঐশ্বর্য্যমদান্ধ ব্যক্তি দণ্ডপাণি আমাকে দেখিতে পায় না। অতএব আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে সকল সম্পদ্ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকি।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন —

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ৩।৮৫)

"বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
* * *
বিষয়মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন কুল মদে বৈষ্ণব না চিনে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য - ৯।২৪১,১৬।১৪৭)

তৃতীয়প্রকারের জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি মিশ্রি মধুর-স্বাদযুক্ত সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু তিক্ত, অম্ল প্রভৃতি রস ভালবাসে বলিয়া মধুর-রসযুক্ত মিশ্রির প্রতি বিদ্বেষ করে— আমড়া, কামরাঙ্গা, কুল, কয়েৎবেল প্রভৃতিকে মিশ্রি হইতে অধিক আদর করে। ইহারা মিশ্রির মিষ্ট স্বাদ অস্বীকার না করিলেও অরুচিহেতু তৎপ্রতি দ্বেষ-পরায়ণ। কাল যবনাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কালযবন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব ও শ্রীবৎসচিহ্নিত চতুর্ভুজ, স্বরূপ ও গুণাবলীর বিষয় জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অরুচি ও জরাসন্ধাদির অসৎসঙ্গে কাচহেতু শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী হইয়াছিল।

আর একপ্রকারের জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি বিপরীত-ভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহারা শ্বেতবর্ণকে বলে কৃষ্ণবর্ণ, মিষ্টকে বলে তিক্ত, এইরূপ। ইহারা জিহ্বাদোষযুক্ত হওয়ায় সুমধুর সিতোপলকেও তিক্ত বলিয়া গ্রহণ করে ও তজ্জন্য বিদ্বেষ করে। ইহাই চতুর্থ-প্রকারের অস্বচ্ছ-চিত্ত—বৈকৃত্যপ্রত্যয়-হেতু দ্বেষ-পরায়ণ অর্থাৎ মিশ্রি পরিপূর্ণ মধুর—সমগ্র মধুর—গাঢ় মধু, ইহা একান্ত সত্য হইলেও উহাকে বৈরস্য বা বিকৃত-তত্ত্বরূপে অর্থাৎ মাধুর্য্যগুণরহিতরূপে যাহারা দর্শন করে। চাণূর মুষ্টিকাদি মল্ল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা "মল্লানামশনিঃ" (শ্রীভাঃ ১০।৪৩।১৭) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। কংস-রঙ্গস্থলে চাণূরাদি মল্ল অতি সুকুমার, সুশীতল, সুমধুরাঙ্গ পরমানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেও বজ্রকঠোররূপে দর্শন করিয়াছিল। "অতি-সুকোমলতনুমধুরাঙ্গোঽপি স পর্ব্বতৈস্তথা-বজ্রসারপর্ব্বতাঙ্গো বজ্র ইব মল্লৈঃ ম-ন্তঃকরণৈর্দৃষ্টঃ পিত্তদূষিতরসনৈঃ স্বং-সুশুক্লোপিশু হবাতিতিক্ত ইতি" (শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

এই চারিপ্রকার জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি জিহ্বাদোষের ব্যবধানবশতঃ সুমধুর-স্বাদযুক্ত মিশ্রিকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে অর্থাৎ কেহ মিশ্রির প্রতি সকলের আদর দেখিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা না করিলেও তাহার মধুর আস্বাদ নিজে গ্রহণ করে না, তৎপ্রতি উদাসীন থাকে, কেহ বা মিছরি আবার কি সুমিষ্ট দ্রব্য, এরূপ অহঙ্কারবশতঃ মিছরির আদরও গ্রহণ করে না, অধিকন্তু অবজ্ঞাও করে; কেহ বা মিছরিকে মধুর-রসযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেও অম্ল, কষায়, কটু প্রভৃতি রসের প্রতি প্রীতি-নিবন্ধন মধুর-রসযুক্ত মিশ্রির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে, কেহ বা সেইরূপ পরিপূর্ণ মধুর বস্তুকেও তিক্ত বিচার করিয়া বিদ্বেষ করে।

এইপ্রকারে চতুর্বিধ অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিই অর্থাৎ বিষয়াভিনিবিষ্ট কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বিষয়ী, সাধারণ দেব মনুষ্যাদি ভগবদবজ্ঞাতা বহির্ম্মুখ, অরুচি-হেতু বিদ্বেষী ও বিপরীত-জ্ঞানহেতু বিদ্বেষী—এই চারিপ্রকার ব্যক্তি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। তাহাদের এইরূপ ভগবৎ-স্বভাবের অনুভূতির অভাব সর্ব্বপ্রকারেই সম্ভব, কেন-না, নির্ম্মল জ্ঞানভক্তির দ্বারা যে শুদ্ধা প্রীতি, তাহার অভাবে তাহাদের অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ত্ব, পারমৈশ্বর্য্য ও পরম মাধুর্য্যময় লক্ষণ ভগবৎস্বভাবসমূহ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই।

শ্রীভগবান্—অসাধারণস্বরূপ, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময় তত্ত্ববিশেষ। সেই স্বরূপ—পরমা-নন্দময়, ঐশ্বর্য্য—অসমোর্দ্ধ, অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুত্ব, মাধুর্য্য—অসমোর্দ্ধরূপে সর্ব্বমনোহর, স্বাভাবিক রূপ-গুণ লীলাদির সৌষ্ঠব। এইরূপ শ্রীভগবান্ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখে, আর ইচ্ছাময় স্বপ্রকাশ বস্তুরূপে এই প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন। "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যই ইহার প্রমাণ। প্রকটলীলাকালে সাক্ষাদ্-দর্শন, আর অপ্রকটলীলায় স্মরণের মধ্যে তাঁহার দর্শন হয়। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণমুখে গাহিয়া-ছেন,—

অনুকূল হ'বে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপমাধুরী-রাশি, প্রাণ কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হ'বে নিশি-দিনে॥
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।

'হে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভো! তোমার বিচ্ছেদে আমার আত্মা জর্জ্জরিত হইতেছে, অদর্শন-বিষধর বিষ আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যদি ঘৃণিত দেহটা বিনষ্ট না হয়, তবে উহা বজ্র-অপেক্ষা কঠিন—পাষাণ অপেক্ষাও পাষাণ। তোমার শ্রীপাদপদ্ম-সেবার জন্য আমার কি একটুও আর্ত্তি হইবে না? আমি এতটা পাষাণ যে, চিত্তে একটুকুও আশাবোধ নাই। অত্যন্ত গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলাম, আমি ছাড়া এই দুর্ব্বিষহ দেহভার আর কে বহন করিবে। এই পাঁচ সেরী বা দশ সেরী মুণ্ডটা দেহের উপর বহন করিতেছি, আর কতকাল এইভাবে দুর্ব্বিষহ বহির্ম্মুখ জীবন-ভার বহন করিব। তোমার কি কৃপা হইবে না?'—এইরূপ আত্মধিক্কার ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিচ্ছেদে হৃদয়ে বিরহ জ্বালার সুতীব্র অনুভূতি যাঁহার হয়, তাহা একমাত্র তাঁহারই হয়, ইহা লোক দেখাইবার নহে। সভা-সমিতি করিয়া মাতৃস্নেহ দেখান যায় না। প্রত্যেকের আদর্শ থাকিবে,—বিচ্ছেদগত ভজন। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু কহে, কহিলাম,—এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ জপ, ইথে বিধি নাহি আর॥

দীর্ঘস্বরে যে ডাক, যেমন 'হরে-এ-এ-এ,' তাহাই বিরহ-বিধুরতার ডাক। প্লুত-স্বরে আহ্বান করিতে হয় - কাকুর্বাদ-সহকারে দীর্ঘ প্লুতস্বরে আকিঞ্চন হইয়া বিচ্ছেদগত প্রীতি-দ্বারা স্মরণমুখে অপরাধশূন্য নির্ম্মল হৃদয়ে—দেহ দ্রবিণাদি ব্যবধানশূন্য সেবোন্মুখ জিহ্বায় আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহকে ডাকিতে হয়। এইরূপ কাতরভাবে ডাকিলেই আশ্রয় বিগ্রহের সহিত বিষয়বিগ্রহকে পাওয়া যায় —তাঁহার দর্শন লাভ হয়। এইরূপ আহ্বান প্রীতিভূমিকায় অবস্থিত। ইহাই জীবের সাধ্য। সাধনের পর সিদ্ধি। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"—এইরূপ সুদৃঢ় ও সুতীব্র অনু-রাগের সহিত সেবোন্মুখ হইলেই সিদ্ধি লাভ হয়। অচেতন অচেতনের আশা মিটাইতে পারে না, গোষ্পদ গোষ্পদের আশা মিটাইতে পারে না।

বিভুচেতনের শক্তি অণুচেতনে সঞ্চারিত হইলে যে ধর্ম্ম বা স্বভাবের বিকাশ হয়, তাহার এত মাহাত্ম্য যে, তাহা বিভুচেতনকেও পাগল করিয়া তুলে, তাহাই প্রেম। তাহা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের কৃপায় প্রকটিত হয়। উহাই শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে স্মরণ। সেব্যবস্তুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা যখন অনুরাগের সহিত স্মরণ হয়, তখনই তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে। যাহারা অস্বচ্ছচিত্ত অর্থাৎ যাহাদের চিত্তের উপর অপরাধ বজ্রলেপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে, তাহাদের হৃদয় কিছুতেই আর্দ্র হয় না, সুতরাং তাহারা কিরূপে সাক্ষাৎকার লাভ করিবে? আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে পারদাদি জাল দিবার সময় ব্যবহৃত আধার-পাত্রবেষ্টিত দুর্ভেদ্য প্রলেপকে 'বজ্রলেপ' বলে। (গো, মহিষ ও ছাগের শৃঙ্গ, গর্দ্দভ-লোম, মাহিষের চর্ম্ম, গব্য ঘৃত এবং নিম্ব ও কপিত্থরসে কাথ করিয়া মিশাইলে 'বজ্রতর'-নামে লেপ প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ যে সকল প্রলেপ বজ্রবৎ কঠিন হইয়া উঠে বা তদ্বৎ দৃঢ় সংলগ্ন থাকে, তাহাকে 'বজ্রলেপ' বলা যাইতে পারে।—বৃহৎসংহিতা, ৫৭ অঃ)

যেমন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, —"অপরাধফলে মম চিত্ত ভেল বজ্রসম, তুয়া নামে না লভে বিকার।" চিত্তে অপরাধরূপ বজ্রলেপ থাকিলে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রকট-লীলায় তাঁহাদের দর্শন ও সঙ্গ হয় না—তাঁহাদের প্রকটলীলায়ও চিত্ত বিচ্ছেদজনিত দুঃখে বিগলিত হয় না। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রকট-কালে তাঁহাদের সঙ্গ না হইলে চিত্তের মধ্যে ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধ বজ্রলেপের অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে। একমাত্র স্বপ্রকাশ-শক্তির কৃপায় বিষয়াসক্তি দূর হইলে কৃপাবতার শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপায় অপরাধ-বজ্রলেপ বিদূরিত হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধচিত্তে অপ্রাকৃত ভূমিকায় শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের জন্য প্রাণের আকুতি আবেগ, আবেশ, অনুরাগ ও অভিনিবেশ উপস্থিত হইলে তখনই শ্রীধামবৃন্দাবন-দর্শন ও ধামেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য বা চিদ্বিলাস দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'—দুইটী পৃথক্‌ বস্তু নহেন। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য—এই পঞ্চধা বস্তুটী 'শ্রীনাম'। ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীনামের অভ্যন্তরেই সকল (রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি) বিরাজিত। গ্রহণকারীর পক্ষে পরস্পরের মধ্যে ('নাম' ও রূপের মধ্যে, 'নাম' ও গুণের মধ্যে, 'নাম' ও লীলার মধ্যে ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুটী স্বতন্ত্র নহে অর্থাৎ 'নাম' হইতে 'রূপ,' 'নাম' হইতে গুণ, 'নাম' হইতে লীলা, কিংবা 'নাম' হইতে পরিকরবৈশিষ্ট্য ভিন্ন বস্তু নহেন। বিভিন্নভাবে প্রতীত ও বিভিন্ন-ভাবে গ্রাহ্য হইলেও রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য—সকলই শ্রীনাম। জড়-জগতের বস্তুগুলির মধ্যে নাম ও নামীতে পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম-সম্বন্ধে তাহা নহে।

শ্রেষ্ঠ সাধনপঞ্চক বিচার করিলে দেখা যায় যে, তন্মধ্যে 'শ্রীনামভজনই' সর্ব্বমূল ও সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। শ্রীনাম-পরায়ণ বা শ্রীনামকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সঙ্গ-ফলে শ্রীনামভজনে রুচি উদয় করাইবার উদ্দেশ্যেই 'সাধুসঙ্গে'র কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। মথুরাবাস অর্থাৎ শ্রীধামবাস-মূলেও শ্রীনামভজনের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। নামাত্মক অপ্রাকৃত বাস বা যে স্থানে সংকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সমাগম হয়, সেই স্থানে বাসই 'শ্রীধামবাস।' ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারাই এবং ভগবন্নামকীর্ত্তনমুখেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়। একমাত্র নামকীর্ত্তনেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। নাম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞদ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সংকীর্ত্তনের

মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্তই সকলপ্রকার সাধনপ্রণালী—ইহাতে যাঁহার সুদৃঢ়া নিষ্ঠার উদয় হইয়াছে, তিনি জানেন,—'শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনই সাধনশিরোমণি, নিখিল সাধন-প্রণালী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনেরই অন্তর্ভুক্ত।'

এই অঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। যেখানে শাস্ত্র একাঙ্গ সাধনের কথা বলিয়াছেন, সেখানে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'ই লক্ষিত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন'কে বাদ দিয়া 'মথুরা বাস','সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করি তাহা হইলে তাহা-দ্বারা মথুরাবাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল—সকলই লাভ হয়। নামভজনেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একাঙ্গ নামকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। "পাঁচের অল্পসঙ্গে"র যে কোন একটীতে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বসতি-স্থান শ্রীধামবাসে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় 'নাম-সংকীর্ত্তন', শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা জীব অনর্থমুক্ত ও পরম প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন, মুক্তকুলেরও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন ফলে জীব মুক্ত হন, শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন-ফলে জীব 'হরিসংকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা করেন। অর্চ্চনের দ্বারা (অর্চ্চনে যে নামাত্মক মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে এবং মন্ত্র মধ্যে নামের সহিত যে চতুর্থ্যন্ত বিভক্তি সংযুক্ত আছে, তদ্দ্বারা) জীব 'সংকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি মন্ত্র-উচ্চারণকারী, তিনি নিজকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধ হয়, সেই দিন তাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকেন।

সেবকের ধর্ম্ম সেবা করা। সেব্যের সেবা গ্রহণ করা, না করা সেব্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'ভক্ত' শব্দের অন্যতম পর্য্যায়ে 'সেবক'-শব্দটী স্থিত। 'ভজ'-ধাতু সেবার্থে প্রযুক্ত হয়। পূজ্যকে যিনি পূজা করেন, তিনি 'ভক্ত', আর যিনি পূজা গ্রহণ করেন, তিনি ভজ্য। সেই সূত্রে 'ভক্ত', সেবক বা পূজকের সেবা-গ্রহণ করেন, তিনিই ভক্তের একমাত্র সেব্য—'ভগবান'। ভগবান্‌কে যাঁহারা সেবা করেন, সেই সেবকগণও ভগবানের ন্যায়ই পূজ্য। পূজা দুইপ্রকার,—সেব্য-ভগবানের পূজা, সেবক-ভগবানের পূজা। সেব্য-ভগবানের পূজা অনেক সময় সেব্যের নিকট না-ও পৌঁছিতে পারে, কিন্তু সেবক-ভগবানের পূজার দ্বারা যে সেব্য-ভগবানের পূজা হয়, সেই পূজা অব্যর্থ—তাহা ভগবানের নিকট না পৌঁছিয়া থাকিতে পারে না, কারণ সেখানে সমস্ত ভার ভগবানের নিত্যসেবকগণ বহন করেন—তাঁহার নিত্য সেব্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবা করেন না, যাঁহারা ভগবানের নিত্য সেবা করেন, ভগবদ্ভক্ত তাঁহাদেরও সেবা করেন। 'ভগবৎ'-শব্দে নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা লক্ষিত হয়। ভাগবতগণ ভগবান্ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহেন। ভগবান্ পূর্ণ বস্তু—ভাগবতগণ তাঁহা ছাড়া নহেন।

— —

সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে শ্রদ্ধাই মুখ্য। ভাব-ভক্তি-পর্য্যায়ে রতি এবং প্রেমভক্তি-পর্য্যায়ে প্রীতি বা রসই মুখ্য বিষয়। এখানে শ্রদ্ধা বা রতির [illegible] দিবস পাওয়া যায় না। যেখানে কর্ত্তৃত্ব প্রবল, আমরা সেই দেশের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া নিগমকল্পতরুর গলিত-ফলের আস্বাদ পাইতেছি না। যাহারা মনে করে—গৌরসুন্দরের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে জীবকোটির অন্তর্গত বিচার করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝা যায়, সেইরূপ চিন্তা ভেদাভেদবাদিগণ কখনই নিগম-কল্পতরুর অপ্রাকৃত ফলের রসাস্বাদন করিতে পারে না।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

২০শে মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিনকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সম্পাদক সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি-

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয় ও চাঁদকাজীর সমাধি)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেধারচর, বেলপুকুর) ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহৎপুর, স্বর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও

১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

☞ উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভাগবত স্বামী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ অঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সামযিক-প্রসঙ্গ

——::(*)::— —

পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর আবির্ভাব উৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম শাখা পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২১শে জানুয়ারী, বুধবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব পাঠকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যূষে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ড হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবাহ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অনন্তর শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে 'গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাস'-গ্রন্থ পারায়ণ হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত শ্রোতৃ-বৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে 'শ্রীসরস্বতী সংলাপ'-গ্রন্থ পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অনন্তনারায়ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ১২শ বর্ষের নদীয়া-প্রকাশ হইতে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী' ও 'শ্রীসরস্বতীপূজা'-শীর্ষক প্রবন্ধ-দুইটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

— —

পাটনামঠে বিশিষ্টদর্শক

গত ২২শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার পাটনা হাইকোর্টের এ্যাসিষ্টেণ্ট এ্যাডভোকেট-জেনারেল শ্রীযুত ভুবনেশ্বরী প্রসাদ সিং ও শ্রীযুত মুরলীধর মহান্তি ব্যারিষ্টার মহোদয়দ্বয় সন্ধ্যাকালে পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। মঠসেবকগণের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা আনন্দিত ও উপকৃত হন। হরিকথা শ্রবণের পর তাঁহারা শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

— —

জাহানাবাদে প্রচার

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গত ১৪ই জানুয়ারী, বুধবার অপরাহ্ণে [illegible] জাহানাবাদ নামক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারার্থ গমন করেন। [illegible] উপস্থিত হইয়া তাঁহারা [illegible] দিবস বৃহস্পতিবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'শ্রীনাম ভজন' [illegible] 'সনাতন শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] [illegible] বহু শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

১৬ই জানুয়ারী [illegible] জাহানাবাদ [illegible] [illegible] শিবনন্দনপ্রসাদ [illegible] [illegible] [illegible] পাঠ ও [illegible] ব্যাখ্যা হয়।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥১০॥

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১।০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৪৲	৩৲	৩৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বৃটেনে সমর-সম্ভার উৎপাদন

ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস এক বিবৃতিতে 'মন্থরতা' সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া রণসম্ভার উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য একটি সাব কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়াছে। সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়ান ডেলিগেশান কর্ত্তৃক বৃটেনের শস্ত্রোৎপাদন সম্পর্কে খোলা সমালোচনার পর এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়, বিবৃতিতে বলা হয় যে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিল মন্থরতা সম্পর্কে যে সব অভিযোগ শুনিতেছেন, তাহাতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। কারখানাগুলি পূর্ণোদ্যমে চালু রাখা হইতেছে না এবং সে দোষ শ্রমিকদের নহে, শ্রমিকরাই অনেক স্থলে উৎপাদনের গতি বৃদ্ধির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। উন্নতি সাধনের জন্য সমগ্র সমস্যা ও উৎপাদন ব্যবস্থা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করাই ট্রেড ইউনিয়নের অভিপ্রায়।

মালয়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব

গত ২৭শে জানুয়ারী ভারত গবর্ণমেণ্ট মালয়ে তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বর জন্য নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহাদের তথাকার ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট মিঃ এস দত্ত জাপ-আক্রমণের পূর্ব্বে পদত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থানে মিঃ নবরাজ পিল্লাই অস্থায়ীভাবে কাজ করিতেছেন। কিন্তু জানা গিয়াছে যে, জাপানীরা কুয়ালালামপুর অধিকার করিবার পূর্ব্বে তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারেন নাই এবং তাহার পর তাঁহার সহিত সংযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায় নাই। এজেণ্ট পদের জন্য কয়েকজনের নাম বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী সম্পর্কে পরামর্শ

গত ২৮শে জানুয়ারী একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারীকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটী গঠনের জন্য নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করায় সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজ আমদানী সম্পর্কিত ব্যাপারে চীফ কণ্ট্রোলারকে পরামর্শ দানের জন্য একটী ছোট এডভাইসরী কমিটী নিয়োগ করা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন।

যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই কমিটীর সভা আহ্বান করা হইবে, তবে তিন মাসের মধ্যে একবারের কম হইবে না।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনের যে কার্য্যতালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, এই অধিবেশনে বাজেট আলোচনা ছাড়া কতকগুলি বিলের আলোচনাও হইবে। বঙ্গীয় কাইনান্স সংশোধন বিল নামে একটি বিল এই অধিবেশনে উত্থাপিত ও সিলেক্ট কমিটীতে প্রেরিত করার প্রস্তাব এবং কলিকাতা ও সহরতলী পুলিশ (সংশোধন) বিল, বঙ্গীয় দালাল বিল ও বঙ্গীয় পঞ্চায়েতমূলক নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিলের আলোচনা ও পরিষদে ঐগুলি গ্রহণ করার প্রস্তাব কার্য্য তালিকায় স্থান পাইয়াছে।

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল এবং বঙ্গীয় পল্লী প্রাথমিক শিক্ষা সংশোধন বিল দুইটিও এই অধিবেশনেই উত্থাপন করিয়া পাশ করার প্রস্তাব কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কার্য্যতালিকা অনুযায়ী পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশন ৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত চলিবে বলিয়া মনে হয়।

প্যাসেঞ্জার ট্রেণ চলাচল হ্রাস

গত ২৭শে জানুয়ারী যাহাতে যুদ্ধ সম্পর্কিত কার্য্যাদিও ট্রেনসমূহ দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক চাহিদা মিটাইবার অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি অব্যাহত গতিতে দেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে শীঘ্রই ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষ হইতে "ট্রেনে কম যাতায়াত করা চাই" এই মর্ম্মে প্রচার আরম্ভ করা হইবে। ইহার অপর কারণ এই যে, ভবিষ্যতে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলাচল আরও হ্রাস করার প্রয়োজন হইতে পারে এবং এই অবস্থার জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

জাপ কনভয়ের ক্ষতি

গত ২৮শে জানুয়ারী মার্কিণ এবং ডাচ নৌবাহিনী কর্ত্তৃক মাকাসার প্রণালীতে জাপানী কনভয়ের ক্ষতিসাধন সম্পর্কে লণ্ডনে কর্ত্তৃপক্ষ মহলে ধারণা করা হইতেছে যে, জাপানীদের ২৭খানা সৈন্যবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিমান হইতে ক্রুজারের উপর চারবার আঘাত হানা হইয়াছে এবং ডেষ্ট্রয়ারের উপরও তার সরাসরি আঘাত লাগিয়াছে। একখানি মার্কিণ সাবমেরিণ জাপানীদের একখানি বড় ক্রুজার বা বিমানবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছে। বৃটিশ নৌবাহিনী মার্কিণ ও ডাচ নৌবাহিনীকে তাহাদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৫ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৩শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৬ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৭০-৭১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ গোবিন্দ, তিথি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীসরস্বতীপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা

আজ চতুর্দ্দশ-লোকপাবনী মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথি—আমাদের 'শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা'-তিথি। এই পূজাকে আমরা 'শ্রীব্যাস-পূজা'ও বলি। আম্নায়-পথের পথিকগণ ইহাকে শ্রীব্যাস-গৌর, শ্রীনিত্যানন্দ-গৌর, শ্রীঅদ্বৈত-গৌর, শ্রীগদাধর-গৌর, শ্রীস্বরূপ-গৌর, শ্রীসনাতন-গৌর, শ্রীরূপ-গৌর, শ্রীরঘুনাথ-গৌর, শ্রীশ্রীজীব-গৌর, শ্রীকৃষ্ণদাস-গৌর, শ্রীনরোত্তম-গৌর, শ্রীবিশ্বনাথ-গৌর, শ্রীবলদেব-গৌর, শ্রীজগন্নাথ-গৌর, শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর, শ্রীগৌরকিশোর-গৌর ও শ্রীবার্ষভানবী-গৌরের পূজা বলিয়া থাকেন। ইহাকে শ্রীরূপানুগগণ শ্রীগোপীজনবল্লভের সেবাও বলেন; কারণ, শ্রীরূপানুগগণ গৌড়ীয়-গুরুবর্গকে 'গোপী' বিচার করেন। সেই গৌড়ীয়গণের সেব্যের নামই শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগোপীজনবল্লভ বা শ্রীব্যাসবল্লভ।

'ঋষিকুল-শ্রমণসজ্ঘোপাস্য' পরবিদ্যার আশ্রিতগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হইয়া শ্রীগুরুবল্লভের সেবা করেন—শ্রীব্যাসাশ্রিত হইয়া শ্রীব্যাসবল্লভের সেবা করেন; এইজন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যাবতীয় শ্রীসংকীর্ত্তন-রাসস্থলী মঠায়তনের নামের সহিত শ্রীব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম সংযোগ করিয়াছেন, তাই আমরা 'শ্রীরূপ-গৌড়ীয়', 'শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়', 'শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়', 'শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়' প্রভৃতি নাম শ্রবণ করিতে পাই। হ্লাদিনী-সার-সমবেত সম্বিচ্ছক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণ হইতে বিয়োগ অথবা কৃষ্ণকে গুরুত্ব হইতে বিয়োগ করিলে 'গুরুপূজা' বা 'ব্যাসপূজা' হয় না—গোপীজনবল্লভের পূজা হয় না।

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ'—এইস্থানে 'মাং'-শব্দের অর্থ শ্রীল প্রভুপাদ 'অনুভাষ্যে' 'মদীয়-শ্রেষ্ঠং' লিখিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,—'আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবে, আমিই আচার্য্য।' "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"—এইস্থানে শ্রীগুরুদেব বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ নহেন, হ্লাদিনীর ভোক্তা কৃষ্ণ নহেন, গোপীনাথ কৃষ্ণ নহেন, কিন্তু তিনি গোপী, তিনি আশ্রয়বিগ্রহ—সেবক-কৃষ্ণ। কৃষ্ণ—গুরুবল্লভ—গোপীবল্লভ। গুরু—কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ। যাঁহাতে কৃষ্ণ-শ্রেষ্ঠত্ব-লক্ষণ নাই অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক নহেন, যিনি স্বয়ংই সম্ভোক্তা, তাঁহাতে গুরুত্ব নাই, তাহা—মায়া। আবার যে কৃষ্ণ গুরুবল্লভ বা ব্যাস-বল্লভ নহেন, তাহাও মায়া, কৃষ্ণ নহেন।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু—জীবের শেষ গতি। সেই সিন্ধু যিনি প্রকট করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা ব্যাসাভিন্ন শ্রীরূপ। জীবের যাহা চরম গতি, সেই ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর সঙ্গে যিনি জীবকে সম্মিলিত করাইয়া থাকেন, তিনিই জীবের প্রভু—গুরুদেব। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'দুর্গমসঙ্গমনী' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। 'দুর্গমসঙ্গমনী'-অর্থে—দুস্তর সাগরের সেতু বা দুর্গম-সম্মিলনী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা স্বরূপের স্বভজন দান করেন, এজন্য গুরুবাদী, গুরুভজা, কর্ত্তাভজা, একজগদ্‌গুরুবাদী ও একল-কৃষ্ণবাদিগণের বিচার হইতে শ্রীব্যাস-বল্লভের উপাসক গৌড়ীয়গণের বিচারধারা সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরবাণী-ধারায় ব্যাসবল্লভ কৃষ্ণের উপাসনা হয়। সেই ব্যাসবল্লভের চিচ্ছক্তিবিলাস বা ভক্তিবিলাস বা ভক্তিবিনোদ জগতে প্রকটনই ব্যাস পূজার তাৎপর্য্য। শ্রীব্যাসদেব—চিচ্ছক্তির প্রকাশ। গৌরব দৃষ্টিতে শ্রীব্যাসই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আর মধুর-রতিতে অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবী।

মাধ্বগণ শ্রীব্যাসকে বিষয়-বিগ্রহ বিচার করেন,—

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি
নারায়ণং প্রভুম্"
(বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অঃ—পরাশর-বাক্য)

কিন্তু গৌড়ীয়গণ শ্রীব্যাসকে আশ্রয়বিগ্রহ বিচার করেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীব্যাসদেব চিচ্ছক্তির প্রকাশ, তিনি বৈয়াসকি-সজ্ঘের ঈশ্বর। 'ঋষিকুলশ্রমণসজ্ঘ' যে স্থানে অবস্থিত, তথায় সজ্ঘেশ্বরেরও অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। 'সজ্ঘ'—এই নামটি আছে, অথচ তাহার ঈশ্বর বা নিয়ামক নাই, যূথ আছে, অথচ যূথেশ্বর নাই কিংবা তাহা নির্ব্বিশেষ বা রূপক-ধারণামাত্র,—এই বিচার মায়া-প্রসূত। যূথেশ্বর যূথাশ্রিতগণকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইয়া থাকেন। যূথাশ্রিতগণের মধ্যে পরস্পরের আশ্রয়-বশ্যতা দর্শনে যূথাধিপের সুখোৎপাদন হয়। "প্রীতি বিষয়ানন্দ তদাশ্রয়ানন্দ"—ইহাই চিচ্ছক্তিবিলাস বা ভক্তির বিনোদ।

শ্রীব্যাসরূপ-দর্শনে তটস্থ জীবদর্শন নাই; তাহাতে আছে—বিষয়াশ্রয় সমাশ্লিষ্ট অদ্বয়জ্ঞানের সুদর্শন—ইহাই শিষ্যের দর্শন। বৈয়াসকি মাধ্ব-গৌড়ীয়গণ শ্রীব্যাসের সেই পদনখশোভা দর্শন করেন—যাঁহার অতুল সেবা-শোভায় ব্যাসবল্লভ কৃষ্ণ আকৃষ্ট। কৃষ্ণের পদনখ-শোভায় শ্রীব্যাস আকৃষ্ট ও শ্রীব্যাসের সেবা-শোভায় শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট। পরবিদ্যার মূর্ত্তিই শ্রীব্যাসদেব, তিনি ঋষিকুলশ্রমণসজ্ঘের উপাস্য—সজ্ঘেশ্বর শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের আর একটী নাম—'কৃষ্ণ', অর্থাৎ কৃষ্ণদয়িত কৃষ্ণের নাম—ব্যাসদেব। শ্রীব্যাসের স্বরূপ—শ্রীস্বরূপ-দামোদর, আর শ্রীব্যাসের রূপ—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীব্যাসদেব স্বরূপশক্তিমানের চিদ্বিলাসের বৈভব-প্রদর্শনকারী। যিনি শ্রীচৈতন্যসরস্বতী, তিনিই শ্রীব্যাস। সারস্বত তীর্থের যাত্রিগণ অকিঞ্চনতা-পাথেয় লইয়া সরস্বতী-নৃসিংহ, সরস্বতী-রাঘব, সরস্বতী-যাদব, সরস্বতী-গৌরহরির শ্রীসংকীর্ত্তন-রাসস্থলীতে অভিসার করিয়া থাকেন। চিচ্ছক্তিবিলাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই 'অকিঞ্চনতা' বলে। 'শ্রীব্যাস' শব্দ বা সরস্বতীরূপে শ্রীকৃষ্ণপদনখশোভা প্রদর্শন করেন। শ্রুতি স্মৃতি সূত্র-সংহিতা-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে শ্রীনাম প্রভুরই বিলাস প্রকটিত। শ্রীব্যাসদেব ঐসকল বহুরূপে শ্রীনামেরই রাস করাইতেছেন এবং

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

সেই শ্রীল কীর্ত্তন-রাসে যোগদান করিবার জন্য আপামর সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসাশ্রিতগণ বহু ভাগ্য-ফলে 'শ্রীনবদ্বীপায়ন-গৌড়ীয়' হইতে পারেন। শ্রীনবদ্বীপায়ন-গৌড়ীয়গণ একায়ন-মঠায়তনের 'অন্তেবাসী' হইয়া মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমীতে শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজার অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অষ্টপঞ্চাশদ্-বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-বাসরে মান্দ্রাজ হইতে প্রেরিত 'অভিভাষণে' এই কথারই ইঙ্গিত প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"দেহবিগ্রহের যাহা—যাহা স্বানন্দ-পদে অন্তর্হিত, সেই শ্রীমান্ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী পরবিদ্যাভূষণের চেষ্টায় কৃষ্ণনগরে উদ্ভাবিত শ্রীএকায়নমঠ কুটীচক ও বহূদক অবস্থা অতিক্রম করিয়া হংসক্ষেত্রে পারমহংসী-সংহিতার নিত্যলীলাক্ষেত্র স্থাপন-মুখে সম্বিদ্ভাণ্ডার-স্থাপনকল্পে নিত্য একায়ন-মঠোদ্যান সংগঠিত হইয়াছে।

• • শ্রীব্যাস-বিচারে বহ্বয়ন-শাখা-প্রতিষ্ঠিত বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগ ও তত্ত্বৈশিষ্ট্য জড়জগতে আনীত হইয়া প্রেয়স্তার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাতে অহঙ্কারী, ত্রিগুণ-তাড়িত কর্ম্মিসম্প্রদায়ের তাণ্ডবনৃত্য শ্রীমদ্ভাগবতের নৈষ্কর্ম্ম্য-বিচার উহাকে একায়ন ভক্তিপথেই চালাইয়া দিয়াছে। অজ্ঞানগণের জ্ঞানগরিমায় ও শ্রীসনাতন-শ্রীরূপপুষ্ট শ্রীজীবের পরম বিমল ভাগবত-সন্দর্ভের সেবা-বিভাগে ভজনানপুণগণের আনুকূল্য-বিচারে একায়নত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।'

অতএব একায়ন-মঠায়তন পারমহংসী সংহিতার নিত্যলীলাক্ষেত্র ও স্বানন্দ-সম্বিদের ভাণ্ডার। এই স্বানন্দ-সম্বিদ্বিগ্রহই শ্রীব্যাস-বল্লভ বা শব্দাবতাররূপে শ্রীগোকুল মহোৎসব 'শ্রীনাম'। সেই সম্বিদ্বিগ্রহের ভাণ্ডার বা মঞ্জুষা—'বৈষ্ণবমঞ্জুষা।' বৈষ্ণবের হৃদয়-ভাণ্ডাররূপ গোলোকাধারে স্বানন্দ-সমাশ্লিষ্ট বা আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহ ব্যাস-বল্লভ শব্দব্রহ্ম বিরাজিত। আশ্রয়সমাশ্লিষ্ট শব্দব্রহ্মরূপী বিষয়বিগ্রহের বিশ্রাম-স্থানই বৈষ্ণবহৃদয় বা বৈষ্ণব-মঞ্জুষা। তাহাকে পারমহংসী-সংহিতার নিত্যলীলাক্ষেত্র ও স্বানন্দ-সম্বিদের নিত্য একায়ন-মঠায়তন বলা হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপায়ন-গৌড়ীয়গণ এই একায়ন মঠায়তনে অবস্থান করিয়া পারমহংসী সংহিতার 'অনন্তগোপাল-তথ্যে' যে বৈষ্ণব-মঞ্জুষার সেবার সূচনা হইয়াছে, সেই সেবা 'অনন্ত-বাসুদেব-দাস্যে' অনুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীসরস্বতীর পূজা করিবেন। "অনন্ত-বাসুদেব-দাস্যে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম' —ইহাই সরস্বতী-পাঠ বা বিদ্যাবধূজীবনের সেবা। এই শ্রীসরস্বতীর মনোহভীষ্ট পার-পুরুষ-সেবাই প্রকৃত সরস্বতী-পূজা। ইহাকে আমরা বিভিন্ন ভাষায় কখনও শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের পূজা, কখনও নারায়ণের পূজা, কখনও ব্যাসপূজা, কখনও পারমহংসী-সংহিতার পূজা, কখনও শ্রীসরস্বতী-পূজা কখনও শ্রীগোপীজনবল্লভের পূজা বা কখনও শ্রীব্যাসবল্লভের পূজা বলিয়া থাকি।

একায়নপন্থিগণের সমস্তই সৃষ্টিছাড়া, তাই তাঁহাদের সরস্বতী-পূজাও সৃষ্টিছাড়া। বহ্বয়নশাখিগণ মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজার অভিনয় করেন; কিন্তু একায়নপন্থি গৌড়ীয়গণ কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা করিয়া থাকেন। একায়নপন্থিগণ যে সরস্বতীর পূজা করেন, সেই সরস্বতী পর-তত্ত্বেরই বৈভবাবতার শ্রীনৃসিংহের বদন-বিলাসিনী, সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা—তাঁহার সহিত আলিঙ্গিতা—সমাশ্লিষ্টা; কিন্তু এই জগতের বহ্বয়নশাখিগণ যে সরস্বতীর পূজা করেন, সেই সরস্বতী বলেন,—

আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥
(চৈঃ ভাঃ - আদি ১৩।১৩০)

শ্রীব্যাসদেব মৎস্যপুরাণে জানাইয়াছেন যে, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার মহিমা সংকীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোমিশ্র-শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়— "সংকীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।" (তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭ সংখ্যা-ধৃত মৎস্যপুরাণ-বাক্য)

'সরস্বতী'-শব্দের দ্বারা উপলক্ষণে নানা-প্রকার সাধারণ দেবতার উল্লেখ করিয়া শ্রীব্যাসদেব সরস্বতীকেও অন্যান্য দেবতার সহিত সমশ্রেণীস্থ করিয়াছেন। এই সরস্বতী কৃষ্ণপাদপদ্মের অপাশ্রিতা অপরাবিদ্যাদায়িনী —যে বিদ্যা জীবকে 'ভাল আমি' করিবার পরিবর্ত্তে 'বড় আমি' অর্থাৎ আমি বিদ্যার, পাণ্ডিত্যের কর্ত্তা বা ভোক্তা—এইরূপ রজস্তমোধর্ম্মে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। শ্রীব্যাসদেব তাঁহার সমাধিতে এই মায়ারূপিণী ছায়া-সরস্বতীকেই পূর্ণ পুরুষ কৃষ্ণের অপাশ্রিতভাবে অবস্থিতা দর্শন করিয়াছিলেন। এই যে সরস্বতীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দরকে জয় করিবার দুরাশা পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীব্যাসবল্লভ ও শ্রীব্যাসের সহিত যে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন বা শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাবার্থ-দীপিকা'র মঙ্গলাচরণে বৈভবাবতারের বদনবিলাসিনীরূপে যে সরস্বতীর পূজা করিয়াছেন, সেই সরস্বতীই কৃষ্ণভক্তা। সৃষ্টিছাড়া না হইতে পারিলে এই সরস্বতীর পূজা হয় না।

মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীগৌর-নারায়ণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর পাদপদ্মে নবদ্বীপায়ন-গৌড়ীয়গণ এই সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন। আর মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীভক্তিবিনোদ পাদপদ্মৈকায়ন-পন্থিগণ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজায় গোকুল-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীসরস্বতী বৈভবাবতার শ্রীনৃসিংহের বদনে বিলাস করেন। শ্রীসরস্বতীর সহিত বৈভবের অচ্ছেদ্য সমাবেশ আছে। শ্রীসরস্বতীর কার্য্যই বিস্তার—শব্দব্রহ্মের প্রচার—গোকুলমহোৎসবের প্রসার—অচ্যুত-গোত্রের বর্দ্ধন—সত্ত্ব বা সুখের বৈভব-প্রকটন। তাই শ্রীসরস্বতী বৈভবাবতারের স্বরূপশক্তিরূপিণী।

"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া
বিনোদের সেই সে বৈভব।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজ বল্লভের বৈভব বিস্তার করেন, গুরুর বৈভব প্রকাশ করেন, নামের সেবক বৃদ্ধি করেন, একায়ন বা ভক্তিপথের বিঘ্নসমূহ বিনাশ করিয়া শব্দব্রহ্মের বিভূতা প্রকট করেন, শব্দব্রহ্মের সেবকের গোত্র বর্দ্ধন করেন। সত্ত্বকে পোষণ ও পালন করেন বলিয়াই তিনি মাতা।

অকিঞ্চনা ভক্তির বিলাসে প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য প্রতি বর্ষে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজা জগতে অবতীর্ণা হন। এই শ্রীসরস্বতী-পূজার সঙ্কল্প এই যে,—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপ-রোক্ষের বিলাস ও বিলাসরাহিত্য—উভয়কেই আমরা শব্দ-শক্তি-সঞ্চারিত হইয়া সুদৃঢ়-ভাবে পরিত্যাগ করিব। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদে যে একায়ন-পন্থা, তাহার মূলে সম্ভোগবাদ নিহিত রহিয়াছে। আর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদে যে বহ্বয়ন-শাখা, তাহাতে ত্যাগবাদ বা নির্ব্বিশেষ মত নিহিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজার পূজারিগণ সম্ভোগবাদ, আধ্যাত্মিকতার ত্যাগবাদ বা নির্ব্বিশেষ মতের কোনটীকেই ভজনা করেন না। তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর লহরী-প্রকটনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য সেবক। শ্রীগুরু-দেব সেই লহরীর উচ্ছ্বাসের একটী বিন্দু বিতরণের জন্য স্বাধকুলপ্রমণ সত্ত্বকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাদের পূজা কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা এই শ্রীব্যাসপূজার তিথি, আর প্রত্যেক ব্যাসাংশ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিই—সেই শ্রীব্যাসপূজা-বাসর। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদ্গুরুর লীলা প্রকটন করিবার জন্য এই শ্রীব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ ও সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইয়াও জগদ্গুরু যে স্বয়ং সংপ্রাপ্তা নহেন, গুরুত্ব হইতে কৃষ্ণত্ব বা মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ সেবক-ভগবত্ত্বকে বিয়োগ করিলে যে জগদ্গুরুত্ব থাকে না,—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শব্দব্রহ্ম বা শ্রীনামপ্রভুর রাসস্থলী শ্রীগৌর সরস্বতীর বিনোদনক্ষেত্র শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অর্থাৎ ব্যাস বল্লভের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান করিবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

শ্রীব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃপণ-বৎসল' বলিয়াছেন। আমরা কৃপণ, শূদ্র, তাই শ্রীব্যাসের পরমহংসত্ব ও আচার্য্যত্ব দর্শন করিতে কুণ্ঠিত হই। আমরা নিজে শূদ্র, ক্ষুদ্র, মর্ত্ত্য, তাই বৈষ্ণব ঠাকুরকে তদ্রূপ মনে করি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনঃ পুনঃ যাঁহাকে 'বৈষ্ণব ঠাকুর' বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য বা ব্যাস। প্রাকৃত দৃষ্টিতে পরমহংসকে 'শূদ্র' মনে হয়, বিভুবস্তু ও বিভুপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে 'ক্ষুদ্র' বা 'অণু' মনে হয়। বস্তুতঃ বৈষ্ণব ঠাকুর জীব নহেন—ক্ষুদ্র নহেন; তিনি বিভু। তাই তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।" তিনি চিচ্ছক্ত্যাশ্রিতের নিজ-প্রভু।

সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদ্গুরু-লীলা প্রকট করিয়া শ্রীব্যাসপূজাকালে শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং তজ্জন্য যে-সকল অনবদ্য কুসুম-রাজি তিনি বা তাঁহার বৈভবগণ তাঁহাদের ডালির মধ্যে চয়ন করেন, সে-সকল পুষ্পের অন্ততমরূপে শ্রীনিত্যানন্দের বা তাঁহার বৈভব-বৃন্দের সাজির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য অকপট আর্ত্তিই শ্রীসরস্বতীপূজার আরতি।

অতএব সেই শ্রীসরস্বতী-পূজার মূল-পূজারীর অনবদ্য কুসুমসম্ভার হইতে না পারিলেও অন্ততঃ দূরস্থিত মন্দিরে প্রবেশের অনধিকারী, অশুচি, অজ্ঞান বালকের মতও যদি সেই পূজার কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইবার অধিকারটুকু পাইতে পারি, যদি 'বড় আমি'-অভিমানে অভিমানী হইবার পরিবর্ত্তে 'ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আমি', 'পূজকসজ্ঘের সেবকানুসেবক আমি', 'অযোগ্যতম আমি',—অন্তরে অন্তরে এতদ্রূপ অকপট দৈন্য ও আর্ত্তি লইয়া পূজা-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারি, তবুও কোন-না-কোন দিন শ্রীশ্রীসরস্বতীর কৃপাকটাক্ষে পতিত হইতে পারিব। শ্রীসরস্বতী-পূজার মূল-পূজারী শ্রীল আচার্য্যদেব যে শ্রীসংকীর্ত্তনের দ্বারা অভীষ্টদেবের পূজা করিতেছেন, যেন সেই সংকীর্ত্তনের এককণা সহযোগিতা করিবার চিত্তবৃত্তিটুকু জন্মে জন্মে অকপটে হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাবিমুখ আমি-শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম নিবেদন করিতে বড়ই ব্যথা অনুভব করি, কেন-না, আমার স্বরূপ-উপলব্ধি হয় নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজার প্রকৃত মূল পূজারী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বিরূপগ্রস্ত জীবের তাৎকালিক সুখ-দুঃখে নিমগ্ন হইয়া আমার স্বরূপের প্রকৃত সুখ শ্রীব্যাসবল্লভের ইন্দ্রিয়সুখকেই সর্ব্বোপরি স্থান প্রদান করেন। তাই পুনরায় এই মূল পূজারীর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা নৈসর্গিক বিমুখতা নিবন্ধন যদিও শ্রীব্যাসবল্লভের শ্রীপাদপদ্মের অঞ্জলির কুসুমপরাগত্ব প্রকটন-প্রযত্নে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক, তথাপি হে অহৈতুক দয়ার সাগর, পরদুঃখদুঃখী, সংকীর্ত্তনযজ্ঞের পুরোহিতপ্রবর! আপনি কৃপাদৃষ্টি-সম্পাতে আমার চিত্তের সর্ব্বপ্রকার মলিনতা বিধৌত করিয়া আমাকে আপনার আরাধ্য দেবতার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করুন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ব্যাসপূজা

——::(•)::——

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলা পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্ণ হইলে কলিকাতার ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন-রোডে তদানীন্তন অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রথম শ্রীব্যাসপূজার প্রবর্ত্তন হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট নিবেদন জানান যে,—প্রাকৃত প্রজাগণ রাজার পঞ্চাশত্তম জন্মতিথিতে বা রাজত্বের পঞ্চাশবর্ষ পূর্ণ কিংবা পঞ্চাশ বা ষাট বর্ষ পূর্ণ হইলে যথাক্রমে 'সিলভার জুবিলি' 'গোল্ড জুবিলি', ও 'ডায়মণ্ড জুবিলি' প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতের সার্ব্বভৌম-সম্রাট্; তাঁহার অনুগত-সম্প্রদায় শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ণ পঞ্চাশদ্বর্ষকাল ভুবনমঙ্গলময়ী প্রকটলীলার আবৃত্তি ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিয়া জগতে শ্রীগুরুপূজার শ্রেষ্ঠত্ব আচার ও প্রচার করিতে চাহেন।'

শ্রীল আচার্য্যদেবের এইরূপ সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করেন। তখন কেহ কেহ উক্ত উৎসবের নাম ইংরেজী ও আধুনিক প্রাকৃত অনুষ্ঠানের নামের অনুকরণে 'রৌপ্য-জয়ন্তী' প্রভৃতি প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ধৃত "ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের গুরুপূজা 'শ্রীব্যাসপূজা'-নামে কথিত", এই কথা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে জ্ঞাপন করিলে অদ্বিতীয় সম্প্রদায়বৈভববিজ্ঞানগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ঐ নামই পারমার্থিকগণের বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া জানাইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে কোটিকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করেন। সে বৎসরের শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হয়, তাহার রচয়িতাও স্বয়ং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। ঐ পুষ্পাঞ্জলিতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলা হইতে পূর্ণ পঞ্চাশদ্-বর্ষকালের একটী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তগত সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা স্বকর্ণে বহুবার শুনিয়াছি ও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, শ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার লিখিত বাক্যসমূহকে পরিপূরণ ও পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সেবা-কার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেব এতটা সুষ্ঠুতার সহিত সম্পাদন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ করিতে পারিতেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ শতমুখে বহু লোকের নিকট তাঁহার প্রশংসা করিতেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সম্মুখে না থাকিলে অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদ জিজ্ঞাসা করিতেন,—'আমার গণেশ কোথায়?' অর্থাৎ শ্রীব্যাসের লেখক সকলে হইতে পারে না, একমাত্র 'শ্রীগণেশ'কেই শ্রীব্যাস তাঁহার সঙ্কলিত পুরাণের প্রতিলিপি লিখিবার অধিকার দিয়াছিলেন; কারণ, শ্রীগণেশ ব্যাসের প্রত্যেকটী সিদ্ধান্ত ও কথার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিখিতে পারিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদের লীলায়ও শ্রীল আচার্য্যদেবই শ্রীব্যাস-গুরুদেবের প্রতিলিপি লিখিয়া শ্রীব্যাসপূজা করিয়াছেন। অতএব শ্রীল আচার্য্যদেবই শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-লীলায় শ্রীব্যাস পূজায় প্রবর্ত্তক, অদ্বিতীয় ঋত্বিক ও প্রধান পূজকাগ্রণী। অন্যান্য সকলে শ্রীল আচার্য্যদেবের ব্যাসপূজায় যতক্ষণ বা যতটুকু সহায়তা করিয়াছেন, ততক্ষণ ও ততটুকুই তাঁহাদের শ্রীব্যাসপূজায় অধিকার লাভ হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে 'ব্যাস' বলিয়া অভিমান করেন নাই অর্থাৎ স্বয়ং ব্যাস বা পূর্ব্ব গুরুর আসন আক্রমণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। রোমহর্ষণ-সূত ব্যাস-গদীতে উপবিষ্ট হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, তিনিই ব্যাসদেব, এজন্য নৈমিষারণ্যে স্বয়ং বলদেব প্রভু উপস্থিত হইলেও ব্যাসগদী পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীবলদেবকে সম্ভাষণ করেন নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়া জগজ্জীবের মঙ্গল-বিধানের জন্য শিষ্যগণের যাবতীয় অঞ্জলি পূর্ব্ব-গুরুবর্গের শ্রীচরণেই অর্পণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার ৫৪ বর্ষপূর্ত্তি-প্রকটতিথির 'প্রতি-নিবেদনে' বলিয়াছেন,—

"আপনাদিগের মহত্ত্বের পরিচায়ক যে-সকল বাক্য আমার উদ্দেশ্যে কথিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাপঞ্চিক-বিচারে আমার কোন যোগ্যতা নাই বলিয়া ঐসকল উক্তিই গুরুদাসসূত্রে আমার পূর্ব্ব গুরুগণের প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতেছি।" (গৌড়ীয় ৬।২৮।১৬)

আবার শ্রীল প্রভুপাদ আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়কে ইহাও জানাইয়াছেন,—

"শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ শ্রীব্যাসপূজায় নিযুক্ত থাকিয়াই শ্রীব্যাসাসনে উপদেশনরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ সম্প্রদায় তাঁহার আনুগত্যের পরিচয়ে আবহমানকাল আমায় পারম্পর্য্যে শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রাপঞ্চিক-বিচারে নিজ অযোগ্যতা-বিচার আমরা ব্যাসাসনে অধিরোহণ-কার্য্যে বাধা দেয় বটে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞালঙ্ঘন-রূপ দুষ্প্রবৃত্তি আমাদিগকে যেন কোনদিন শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাবিমুখ না করে। আমার কণ্ঠরোধ করিলে আমাকে শ্রীব্যাসপূজায় অধিকার দেওয়া হইবে না। আমার এই কার্য্যে 'তৃণাদপি সুনীচ'-ধর্ম্মলাভের উপদেশ অবহেলিত হইতেছে না। কোন জড়-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইবার দুরাশাবশে আমি শ্রীগুরুবাক্য লঙ্ঘন করিতেছি না, সুতরাং ফল বা দক্ষিণাস্বরূপে আমি জাগতিক নিন্দা-প্রশংসার প্রার্থী নহি।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজার প্রথম "প্রতিসম্ভাষণে" শ্রৌতপারম্পর্য্য বা আম্নায়ের নিত্যত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্যধারা অনিত্য প্রবাহ নহে যে, তাহা কালের বিক্রমে প্রতিরুদ্ধ বা স্তব্ধ হইয়া যাইবে, তাহা নিত্যকাল প্রকাশিত থাকিয়া জগতে ভুবন-পাবনী কৃপাধারা সংরক্ষণ করিতেছে,—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বপ্রথম 'প্রত্যভিভাষণে' অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রথম 'প্রতিসম্ভাষণে' তাঁহার শিষ্যবর্গকে 'বিপদুদ্ধারণ বান্ধবগণ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, ইহার অর্থ আমি বা গৌড়ীয়মিশনের খুব কম লোকই বুঝিয়াছিলাম বা বুঝিতে পারিয়াছি। কএক বৎসর পূর্ব্বে একদিন 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছিলেন, "শ্রীল প্রভুপাদের আর কি বিপদ্? যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অশোক, অভয় ও অমৃতের আধার, সর্ব্ববিপদভঞ্জন, তিনি কেন শিষ্যগণকে 'বিপদুদ্ধারণ' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করুন; শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের ন্যায় সম্ভোগের অভাবকে বিপদ্ মনে করিতেছেন না; শ্রীরাধাদয়িতের মিলন-বিচ্ছেদজনিত তাঁহার যে বিপ্রলম্ভ, তাহাকেই তিনি বিপদ্ জানিয়া সকলকেই তাঁহার সেই চিন্ময়-মিথুনের সংকীর্ত্তন-সেবাব্রত উদ্‌যাপনে আনুকূল্য করিতে বলিতেছেন।"

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত অভিভাষণের নিম্নলিখিত কতকগুলি কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে বলিয়াছিলেন,—

"পরিদৃশ্যমান্ জগৎ তাঁহার সেবায় ব্যস্ত, তবে মাদৃশ সেবাবিমুখ নর তাঁহাকে 'নরোত্তম' বলিয়াই নিরস্ত, সেই 'নরোত্তমের' ভক্ত নরগণ 'বৈষ্ণব'। সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহু মূর্ত্তিতে প্রকটবান। অন্বয়ভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেকভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলাপিত বাক্যশ্রবণে ব্যস্ত।"

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম ব্যাসপূজার 'প্রত্যভিভাষণের' এইসকল বাক্যের সহিত তাঁহার মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত 'অভিভাষণের' (গৌড়ীয় - ১০ম বর্ষ, ৩১ সংখ্যা) এবং তাঁহার প্রত্যেক বর্ষের 'অভিভাষণে'র পরস্পর সঙ্গতি না রাখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত ও উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে যাওয়া নিতান্ত মূঢ়তা ও অনাচার মূলক বাতুলতা বিচারমাত্র। অন্বয়ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্যগণকে 'গুরুবর্গ' ও 'শিক্ষকবৃন্দ'রূপে দর্শন করিয়াছেন। তিনি আপনাকে পতিত, দুর্ব্বল, অধমাধম, পুরীষের কীট, 'ধামের কুক্কুর' (মহাভাগবতের বর্ণনে) প্রভৃতি চরম বিপ্রলম্ভাত্মক দৈন্যে বিভূষিত করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের ঐসব বাক্যকে যখনই কোন শিষ্যাভিমানকারী তাঁহার বা তাঁহাদের ব্যক্তিগত মহত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া কার্য্যতঃ বা লেখনীতে দূরে থাকুক, কল্পনায়ও ব্যবহার করিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার বা তাঁহাদের শিষ্যত্ব হইতে সুনিশ্চিতরূপে পতন হইয়াছে, জানিতে হইবে।

যে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতিরেকভাবে "তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলপিত বাক্য-শ্রবণে ব্যস্ত" বলিয়াছেন, সেই ভুবনশিক্ষক জগদ্‌গুরুর 'প্রলপিত বাক্যকে'ই নিত্যমঙ্গলকর গুরুবাক্য বলিয়া সর্ব্বদা স্মৃতিপটে রাখিলে শিষ্যত্ব বা শাসন-যোগ্যত্ব সংরক্ষিত হইবে অর্থাৎ গুরুদেবের নিয়ামকত্ব বা গুরুত্ব স্বীকৃত হইবে, নতুবা নিজেই গুরুর আসন-গ্রহণ বা গুরুর ঘাড়ে চাপিবার পাষণ্ডতার আবাহন করা হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রকৃত অবঞ্চকরূপে যখন শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখনই বলিয়াছেন, —"তিনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-দর্শনের আশ্রয়-জাতীয়-বিগ্রহ হইতে চ্যুত হইয়া অচ্যুতাত্মার নিত্য-সেবা পরিত্যাগ না করেন, ইহাই আমার প্রলাপোক্তি"—(গৌড়ীয় ১০।৩১। ৪১০)।

পঞ্চাশদ্ বর্ষপূর্ত্তি প্রকট-তিথিতে প্রদত্ত 'অভিভাষণে' শ্রীল প্রভুপাদের কথিত 'প্রলপিত বাক্য'ও ৫৮ বর্ষপূর্ত্তি প্রকট তিথির 'অভিভাষণে' কথিত 'প্রলাপোক্তি'র সঙ্গতি —শিষ্যের প্রতি গুরুর অবঞ্চনাময় স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। ইহা কেবল ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য নহে, সকল শিষ্য-গণের প্রতিই প্রযোজ্য।

যে শিষ্যাভিমানী মনে করিবেন, 'আমি গুরুদেবের নিকট হইতে যতটা অধিক প্রশংসা পাইয়াছি, আমি তত ডিগ্রি অধিক বৈষ্ণব অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে দিয়া আমার যতটা চাকুরী করাইয়া লইতে পারি, ততটা আমি বাহাদুর', তিনি ততটা গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ-বরণরূপ শিষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট বা পতিত।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রথম প্রত্যভি-ভাষণে বলিয়াছেন,—"শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তিসিদ্ধান্তরহিত হইয়া আমরা আমাদের অহঙ্কারবিমূঢ় প্রাকৃত ভোক্তা বা নিয়ন্তৃত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছি।"

যাঁহারা শ্রীব্যাসপূজায় নিত্য অধিষ্ঠিত, তাঁহারাই ভক্তি ও ভক্তে প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রেষ্ঠতায় নিত্যাধিষ্ঠাতা। অনুগমোহনাবতার আচার্য্য শঙ্কর 'পাছে ব্যাস ক্রুদ্ধ হন', —এই আশঙ্কায় ভক্তিসিদ্ধান্তরহিত হইয়া শ্রীব্যাস-পূজার অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে ভক্ত-

পথের আবাহন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানেও গৌড়ীয়-মিশন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে যাঁহারা নিজদিগকে গুরুর মর্য্যাদা ও আসন-সংরক্ষণকারী বলিয়া প্রচার করিয়া মৎসরতাকে লোকমনোহারী পোষাকে আবৃত করিতেছেন, তাঁহারা কতটা ব্যাসপূজা করিতেছেন, না ব্যাসপূজার ছলনায় নিজ লাভ-পূজা সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের কষ্টি-পাথরে পরীক্ষা করিলে সহজেই বুঝা যায়। ভক্তিসিদ্ধান্ত বুদ্ধিবৃত্তির কসরৎ নহে, অকপট শ্রীব্যাসানুগত্য ফলেই— শ্রীব্যাসপূজা-ফলেই ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিকার লাভ হয়।

অষ্টপঞ্চাশদ্ বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজে অবস্থানকালে "My Gurupuja" বলিয়া একটী অভিভাষণ রচনা করেন। উহারও প্রতিলিপি শ্রীল আচার্য্যদেব লিখিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ অস্বচ্ছ-গুরু ও স্বচ্ছ-গুরুর পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন। অস্বচ্ছ গুরুর মধ্য দিয়া কৃষ্ণদর্শন হয় না, সেই জাতীয় গুরুব্রুব কৃষ্ণের মধ্যস্থলে অবস্থান করায় কৃষ্ণ দর্শনে বাধা উপস্থিত হয়, আর স্বচ্ছ-গুরু কৃষ্ণ ও শিষ্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া শিষ্যকে তাঁহার সহজ ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর মধ্য দিয়া কৃষ্ণ দর্শন করান, অস্বচ্ছ-গুরু শিষ্যের প্রদত্ত সর্ব্বস্ব দক্ষিণা স্বয়ংই আত্মসাৎ করিতে চায়, আর স্বচ্ছ-গুরু শিষ্যের সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের দ্বারা আত্ম-সাৎ করাইয়া থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুকরণে পরবর্ত্তিকালে কোন এক স্বল্প ইংরেজীনবীশ ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটতিথিতে প্রভুপাদের অজ্ঞাতরূপে (?) My Gurupuja ছাপাইয়া ফেলেন। এইরূপ অনুকরণাত্মক ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বিচার দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন,—"শ্রীল প্রভুপাদই একমাত্র 'আমার গুরু,' 'আমার ঈশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী,' 'আমার কৃষ্ণ'—এইসকল কথা বলিতে পারেন, কেন-না, তিনি গুরু-পাদপদ্মে নিত্য সমর্পিতাত্মা, তিনি শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর আশ্রয়বিগ্রহ, প্রেষ্ঠা মঞ্জরী। শ্রীরূপ বা শ্রীরঘুনাথ শ্রীমতীকে 'মদীশ্বরী' বলিতে পারেন বলিয়া অপরে নকল করিয়া ঐরূপ বলিবার পাষণ্ডতা করিলে ঐরূপ পাষণ্ডের মুখ দর্শন করা উচিত নয়। স্বধামগত ... 'আমার গৌর কা'কে দিয়া যাইব'—এইরূপ বলিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ঐরূপ প্রাকৃত সাহজিক চিত্ত-বৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছিলেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র সেবাবিমুখ জীব কখনও 'আমার গুরুপূজা' বলিতে পারে না, উহাতে গুরুর সেবকগণকে লঙ্ঘন করা হয়। আমরা গুরুর সেবকানুসেবকগণের আনুগত্যে গুরুপূজা করিব। গুরুসেবকগণকে লঙ্ঘন করিয়া 'আমার গুরুপূজা' বলা দাম্ভিকতা, তাহা শ্রীগুরুদেব কখনই গ্রহণ করেন না।"

শ্রীল প্রভুপাদ এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শতমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রশংসা এবং আনুকরণিক 'My Gurupuja'-লেখকের দাম্ভিকতার কথা বলেন। পরবর্ত্তি-কালে 'My Gurupuja'-লেখকের ন্যায় আর এক ব্যক্তি 'My first year in England' লেখায় ঐরূপ 'My'-শব্দের প্রয়োগে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ ক্রোধলীলা প্রকাশ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতিবৎসর তাঁহার প্রকট-তিথিতে "শ্রীশ্রীগুরু-পূজা"র অনুষ্ঠান করেন। প্রতিবৎসরই আমরা উপস্থিত সকলেই স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিয়াছি যে, শ্রীল আচার্য্যদেব সমস্ত গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবৃন্দের অঞ্জলি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার অভিভাষণে ও আচরণে নিজকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সংকীর্ত্তনযজ্ঞের একটী সমিধ-রূপে অভিমান করেন। যাঁহারা 'আমিই গুরুপূজক আমিই গুরুশ্রেষ্ঠ', 'আমিই গুরু-সেবা করিয়াছি', 'আমিই সকলকে গুরুসেবায় অধিকার দিয়াছি'—এইপ্রকার বিচার-সম্পন্ন, তাঁহারা প্রকৃত গুরুপূজা হইতে বঞ্চিত। প্রকৃত গুরুপূজকের কোন দিন সিদ্ধান্ত-বিপর্য্যয় হয় না,—বেতালে পা পড়ে না।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ব্যাসপূজার 'বিজ্ঞপ্তিতে' (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯) বলিয়াছেন,—"শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পাদ্যার্পণ।" শ্রীল প্রভুপাদ ঐ অভিভাষণে আরও বলিয়াছেন,—"ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার যোগ্যতা তাঁহার প্রিয়তম আশ্রয়বিগ্রহেরই আছে, তাদৃশ আশ্রয়বিগ্রহের কিঞ্চিৎ সেবা আমার দ্বারা সম্পাদিত হইলে আমার প্রবৃত্তির সাফল্য হইবে। আমার ন্যায় অকিঞ্চন 'পলাশের' বৃন্দারণ্যের কুসুম হইবার যোগ্যতা নাই, তথাপি কৃষ্ণপূজার উপযোগী পুষ্পসমূহের সুগন্ধের সঙ্গপ্রভাবে আরোপিত সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার বাসনা একেবারে পরিহার করিবার সামর্থ্যও আমার নাই। তাই বড় আশা হয়,—জীবিতকালের অবশিষ্ট কয়েকটি দিবস বৃন্দারণ্যের কুসুম-সমূহ চয়নপূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজা-ব্যপদেশে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণসেবায় অর্পণ করি।"— (গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৩১ পৃষ্ঠা)

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর মধ্যে তাঁহার ভুবনমঙ্গলময় আচার্য্যাবতারের অভীষ্টের কথা পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবার্ষভানবীর সেবা শিক্ষা দানের জন্য গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৃন্দারণ্যের সেবার উপযোগী কুসুমসমূহকে তিনি তাঁহার রচিত ও সজ্জিত উদ্যান হইতে চয়ন করিয়া শ্রীরাধামাধবের নিত্য সেবা করিয়াছেন। আমার ন্যায় গন্ধহীন, কেবলমাত্র বর্ণধারী পলাশপুষ্পকেও কৃষ্ণপ্রেমসেবার উপযোগী অন্যান্য সুগন্ধি-পুষ্পের সংস্পর্শে কৃপা করিয়া রাখিয়াছেন, যদি কোন-প্রকারে সেইসকল সুগন্ধি-পুষ্পের সংস্পর্শে অংশমাত্রেও একটু সেবাসৌরভ সংক্রামিত হয়। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের সেই অহৈতুকী কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম-সেবার সুগন্ধি-পুষ্পের সহিত নিবিড়, গন্ধহীন, বর্ণধারী পলাশপুষ্প আমার স্থান হইয়াছে বলিয়া আমাকে ঐসকল পুষ্পের সহিত সমান বা অধিক লোক-মনোমুগ্ধকর-বিচারে দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলে আমি কোনদিন শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অঞ্জলি হইতে পারিব না; 'বড় আমি' অভিমান করিতে করিতে আত্মঘাতী 'সোঽহং-বাদী' হইয়া পড়িব—রাবণের ন্যায় সীতা-হরণ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইব, আত্ম-বিনাশ লাভ করিব। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ৫২তম বর্ষপূর্ত্তি প্রকট-তিথি-বাসরে (১৯২৬ খৃষ্টাব্দ) বলিয়াছেন,—

"শ্রীরূপানুগগণের বিরুদ্ধ-সম্প্রদায় শুদ্ধ-ভক্তগণের যে সকল রাদ্ধান্তের (সিদ্ধান্তের) বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গৌরসেবাবিমুখতার আস্ফালন করিতেছে, তদ্দ্বারা তাহারা নিজেরাই অপরাধ-ফলে প্রেমভক্তি হইতে বিচ্যুত হইবে, তাহাদের জন্য আমি অনু-শোচনা করিতেছি। তাহাদের কু বাক্যসমূহ বা কু চেষ্টাসমূহ শুদ্ধভক্তগণের সদ্ধর্ম্ম-প্রচারে কোনপ্রকারেই ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না, পক্ষান্তরে তাদৃশ প্রতিকূল-আচরণ ফলে জগতে বৈকুণ্ঠের অভিনব আলোক প্রদান করাইবার সহায়তাই করিবে। তাহাদের ঐ প্রতিকূল চেষ্টাকেও শ্রীগৌর সুন্দরের মনোহভীষ্ট বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ জানেন। 'কেহ মানে, কেহ না মানে,—সব তাঁ'র দাস।'—এই বস্তুসিদ্ধির কথাটী আলোচনা করিলেই জীবের স্বরূপ-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে না।"

ল প্রভুপাদের শিক্ষা

আমি হরিবিমুখ জীব, আমার হরি-বিমুখতার দণ্ডবিধান করিয়া কায়মনোবাক্য শ্রীব্যাসপূজায় নিযুক্ত করিবার সহায়তা করুন। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী; সুতরাং আমার নিত্যারাধ্য আনন্দতীর্থের আনুগত্য যেন আমি কোন দিন বিস্মৃত না হই। আমাকে প্রাপঞ্চিক ভেদবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি আমি যেন অনন্তকাল সেই বাসুদেব-দাস্য পরিহার করিয়া অন্য কোন দুর্ব্বুদ্ধিতে পতিত না হই। আমার বড় ভরসা,—শ্রীগৌরসুন্দরের সনাতন-ধর্ম্ম প্রচারক তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীদামোদরের অভিন্ন বান্ধব শ্রীরূপের অনুগমূর্ত্তিদ্বয় আমাকে রূপানুগ কিঙ্কর-জ্ঞানে তাঁহাদের পদতলে নিত্যকাল স্থান প্রদান করুন।"

'ব্যাস-পূজা'-কথাটীর (শ্রীচৈঃ - ভাঃ মধ্য ৫ম অঃ) 'গৌড়ীয়ভাষ্যে' প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"সচ্চিদানন্দ-কাধিষ্ঠিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অভিজ্ঞান-বিগ্রহ 'বেদ'-নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তির অন্তর্গত জীব-শক্তিতে চেতনধর্ম্মে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-বিলাসেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন অবস্থিত। মূর্ত্তিবেদ ভগবান্ শব্দাবতাররূপে অক্ষরাত্মক হইয়া অভিধেয় বেদশাস্ত্ররূপে প্রকটিত। সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক বেদশাস্ত্র যেকালে নির্ব্বিশেষ-বিচারে অন্ধ হইয়া পড়ে, সেইকালে অদ্বয়জ্ঞান সবিশেষ-ধর্ম্ম পরিহার করেন। জড় বিশেষকেই যাঁহারা প্রাধান্যে স্থাপিত করেন, তাঁহাদের জড়তা-নিরাকরণ নির্ব্বিশিষ্ট-বিচার তাঁহাদের অস্তিত্ব বিনাশ করে। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নব্যাস বেদকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আধ্যক্ষিকগণের জন্য ঋক্, সাম ও যজুঃ জীবকে কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্যলাভ-বিষয়ে বিবর্ত্ত আনয়ন করে।

"মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা-দিবসে শ্রীব্যাসপূজাভিনয়ের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন,—যেমুহূর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জীবের জড়ভোগ বিরামলাভ করিয়া ভগবৎ-সেবায় রুচি হইবে। তাহার কাল-কাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণাশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে ব্যাসপূজা কহে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান, তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়রক্ষকগণ বেদানুগ-সম্প্রদায়-নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব্ব-গুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা-তিথিই যতিধর্ম্মগ্রহণের প্রশস্তকাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদ-নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরু-দেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতেই গুর্ব্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাসপূজার আবাহন হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্রবোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্যবিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন-শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমেই শ্রুত সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষাকালব্যাপি স্ব-স্ব গুরুপূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর—'শ্রীগুরু-পাদপদ্মে পাদ্যার্পণ' বা ইহা'র দ্বারা শ্রীগুরু-দেবের মনোহভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎ-সেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের শুভানুধ্যায়ী নিয়ামক, পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগরূপে আদিগুরুকে অর্ঘ্য-প্রদানোদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—'শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্'॥ পরম কৃপাপরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা—যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য, নিত্যসেবাবৈমুখ্যরূপ ব্যাধি মোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাসপূজার উপায়নাদর্শ।"

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তি…

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ৬ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৪শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৭ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার } ২৭২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ গোবিন্দ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু

আজ মাঘী কৃষ্ণষষ্ঠী তিথি—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক, গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-উৎসব। গতকল্য শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেষ্ঠ-নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-বাসর ছিল। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ষটষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি-পূজার পরদিবস অর্থাৎ গত ১৫ই ফাল্গুন (১৩৪৩), বুধবার রাত্রি প্রায় ৩টা ১৫ মিনিটের সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীরের সংলগ্ন নিজ-ভজন-গৃহে গৌড়ীয়মঠবাসী শুদ্ধ ভক্তগণের সংকীর্ত্তন-জয়ধ্বনির মধ্যে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

লৌকিক পরিচয়

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ১২৯১ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর-জেলার কোড়কদী-গ্রামের বনিয়াদী বাবের ব্রাহ্মণ-জমিদার-বংশে আবির্ভূত হন। প্রায় সাত বৎসর বয়সে তিনি বহরমপুরের মিশনারী স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তৎপর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ঐ স্কুল হইতে তিনি ১৫ টাকা বৃত্তি সহ প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রত্যেক পরীক্ষায়ই তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। হাজারীবাগ কলেজে বি-এ পড়িলেও বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ-কলেজের প্রিন্সিপাল তাঁহাকে ভাল ছাত্র বলিয়া নিজের কলেজে আনাইয়া পরীক্ষা দেওয়ান। তিনি ইতিহাসে এম্-এ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি বহরমপুর-কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপরে হাজারীবাগ ও ভাগলপুর-কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া কটক রেভেন্স-কলেজে আসেন।

স্বপ্নপ্রদর্শক গুরুদর্শন-লাভ

কটকে অবস্থান কালেই তাঁহার ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ হয়। ইহার পরে গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতায় আসিয়া ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন-রোডস্থ তদানীন্তন গৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী-গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তদানীন্তন গৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কসে বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সহিত তাঁহার এক সপ্তাহ আলোচনা হয়। তিনি পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত আধ্যক্ষিকগণের যাবতীয় যুক্তি লইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্বন্ধে যেসকল মত প্রকাশ করেন, শ্রীল আচার্য্যদেব তাহা সুযুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন করেন এবং ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন জীবের মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই, ইহা বুঝাইয়া দেন।

সপ্তম দিবসের বিচারের পর রাত্রিকালে অধ্যাপক সান্যাল মহাশয় স্বপ্নযোগে দেখিতে পান যে, এক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার জন্য বলিতেছেন এবং সেই পথে চলিলে তাঁহার নিত্য মঙ্গল হইবে, ইহা জানাইতেছেন। এই সন্ন্যাসিপ্রবরের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমূর্ত্তি হইতে ভিন্ন ছিল না, কেবলমাত্র তখন শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রহ্মচারীর বেষে ছিলেন, আর অধ্যাপক মহোদয় যে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাসি-বেষধারী ছিলেন।

অধ্যাপক মহোদয় স্বপ্ন-ভঙ্গে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট বলিলেন যে, তিনি যাঁহার সহিত সাতদিন যাবৎ বিচার করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষেরই শ্রীমূর্ত্তি সন্ন্যাসি বেষে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহারই কথায় তাঁহার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিলে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার ১৫ বৎসর পূর্ব্বের স্বপ্নের রহস্য উপলব্ধি করিয়া সকলকে ইহা জানাইয়াছিলেন।

মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ

শ্রীল আচার্য্যদেবের কথায় তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ইংরেজী ১৯২৫ সালে গ্রীষ্মকালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তখন হইতেই শ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে দর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। দীক্ষার পরে তাঁহার চিত্তরাজ্যে এক পারমার্থিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। তিনি এক নূতনরূপে সকলের নিকট প্রতিভাত হন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি আত্মীয়-স্বজনকে বলিতে থাকেন,—এখানেই যে বৈকুণ্ঠ আছে, হায়! হায়! তাহার অনুসন্ধান এতদিন কেন করি নাই? তিনি বাড়ীতে আসিয়া সহধর্ম্মিণীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন কোন উত্তম ভোজ্য দ্রব্য দেওয়া না হয়। উত্তম ভোজ্যাদি প্রস্তুত করিয়া তিনি মঠে দিবার জন্য বলিতেন এবং তাহা দেওয়া হইলে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি তাঁহার গৃহে একদিন মঠস্থ বৈষ্ণবগণকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর উপহাস ও বিদ্রূপ সহ্য করিয়া যখন বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলেন, তখন ভক্তিসুধাকর প্রভু সহধর্ম্মিণীকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। যখনই তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিতেন, তখন নানাপ্রকার বিচিত্র সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের জন্য লইয়া আসিতেন।

সেবাবীর ও শরণাগতের আদর্শ

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীগুরু-পাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে শরণাগতির আদর্শ, সর্ব্বস্ব দ্বারা শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবসেবা, অকপট তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব, সত্য-সংগ্রামে অদৃষ্টপূর্ব্ব বীরত্ব, ধীরত্ব ও স্থিরত্ব তাঁহার চরিত্রে বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিল। শ্রীগুরুপাদপদ্মে ও বৈষ্ণবের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে কেবল গ্রন্থাদিতে পাঠ বা

সাধুমুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে তাহা অনলসভাবে প্রত্যক্ষ করিবার বিষয় হইয়াছিল। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতির গীতিসমূহ স্বীয় ভজনময় চরিত্রে প্রকট করিয়াছেন। "সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে। তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে॥' মানস-দেহ-গেহ যো, কিছু মোর। অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥",—ইত্যাদি পদসমূহ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে অনন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান ছিল। তিনি যাহা প্রচার করিতেন, তাহা পূর্ণমাত্রায় স্বীয় আচরণে প্রদর্শন করিতেন।

প্রকৃত ত্রিদণ্ডী গোস্বামী

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু গৃহস্থের পোষাকে প্রকৃত মঠবাসী ও কায়মনোবাক্যে হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগকারী যথার্থ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই মহাত্মার সম্বন্ধে শত শতবার বলিয়াছেন, "শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুই বাস্তব ত্রিদণ্ডী"। ১৯৩২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকায় একটি বক্তৃতায় প্রকৃত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর লক্ষণ-সম্বন্ধে একটি অভিভাষণে বলিয়াছেন,—"জাগতিক বৈরাগ্য, ত্যাগ-তপস্যা প্রভৃতি সাধুত্বের লক্ষণ নহে। পিপীলিকা বলিতেছে,—'হাতী অনেক খাইয়া ফেলে, আমি অত খাই না, সামান্য খাই।' তাহা হইলে হাতী অপেক্ষা পিপীলিকাই বড় সাধু হইয়া পড়িল! কিন্তু হাতী সমস্ত-পঙ্কে কৃষ্ণকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যায়, আর পিপীলিকা হয় ত' সেই কৃষ্ণকে কামড়াইয়া দেয়। হাতীটা বেশী খাইয়াও কৃষ্ণকে বহিয়া আনিল, কৃষ্ণসেবা করিল, আর পিপীলিকা কম খাইয়াও কৃষ্ণকে হয় ত' কামড়াইয়া দিল।

"আমরা অনেক সময় সন্ন্যাসী (?) হইয়া ধাতু-পাত্রাদির ব্যবহার পরিত্যাগ করিলাম, গাছতলায় থাকিলাম, কিন্তু গাছতলায় থাকিয়া গাঁজা খাইতে শিখিলাম। এইরূপ গাঁজা খাওয়ার জন্য সন্ন্যাসী না হইয়া ঘরে থাকিলে ভাল সন্ন্যাসী হওয়া যাইত। 'ত্রিদণ্ডমুপজীবতি'—ভোজন ভাল চলে বলিয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভিক্ষুকের আশ্রম লইয়া যদি নিজের তহবিলে সঞ্চয় করি, তবে ত্রিদণ্ডকে উপজীবিকা করা হইল। প্রফেসার বাবু (শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু) * টাকা সাধিয়া দান, তিনি সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের সেবায় দিতেছেন, আর আমরা এক পয়সাও লোক নহি; তিনি ত্রিদণ্ডী,—না আমরা ত্রিদণ্ডী"

[গৌড়ীয় ১১শ বর্ষ, ২২শ সংখ্যা]

সর্ব্বস্বের দ্বারা হরিসেবা

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্য—এই চারিটি বস্তুর যে-কোন একটী থাকিলে পৃথিবীর লোক ধরাকে সরা জ্ঞান করে, কিন্তু এই চারিটিই শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুতে যুগপৎ অবস্থিত ছিল।' তিনি এই চারিটীর দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হরি গুরু বৈষ্ণব-সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—সকলকেই তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োগ করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র পরিজন ও সকলেই সর্ব্বতোভাবে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকুন, চিরদিন ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল। ইঁহাদের প্রতি তাঁহার কোনপ্রকার জাগতিক আত্মীয়-বুদ্ধি ছিল না। ইঁহাদিগকে শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবদাসরূপেই তিনি সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিতেন। তাঁহার অপ্রকটের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (যিনি অধুনা শ্রীপাদ অচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী নামে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভায় পরিচিত) একপত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১৫।১২।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্,—

অচিন্ত্য-গোবিন্দ প্রভো। তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। বিভিন্ন-স্থানে শাখামঠ না করিয়া নিজে আচরণ করত নিষ্কপট লাভেচ্ছু হইয়া নিষ্কপটে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিলে ব্যতিরেকভাবে বহু ভাগ্যবান্ জীবের গুরুবাণী-শ্রবণের সুযোগ ও শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বরণের সৌভাগ্য হয়।

তুমি মঠ করিবার চেষ্টা না করিয়া জীবন্ত মঠ করিতে চেষ্টা কর। কোন একটী প্রাণীকে যদি গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে পার, তবে জীবন্ত মঠ করা হইল। উহাই প্রভুপাদের আদেশ এবং ইহার জন্য আমরা গ্যালন গ্যালন রক্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত থাকিলে আমাদের হরিসেবা হইবে। সুতরাং তুমি কায়মনোবাক্যে এ কার্য্যে যত্নবান্ হইবে। * * * তুমি আমার দণ্ডবৎ জানিবে।

দাসাভাস

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী।"

সত্যসার মহাপুরুষ

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু হরিসেবার জন্য সর্ব্বদা নিরলস, কুবাক্যবাণ-সহনে বৃক্ষ হইতেও অধিক সহিষ্ণু, কুসিদ্ধান্ত ও গুরুবৈষ্ণববিরুদ্ধ মতবাদ দলনে সিংহশাবকের ন্যায় তেজীয়ান্ ছিলেন। তিনি সত্য-সত্যই মহাপুরুষসিংহ, শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শ শিষ্য ও সুদীক্ষিত পুত্র। তিনি ছিলেন—সারগ্রাহী বৈষ্ণব, সত্যসার, সত্যসন্ধ, বীর, ধীর, সর্ব্বস্ব-সমর্পিতাত্মা, আদর্শ, স্নিগ্ধ ও বিশ্রম্ভ গুরুদাস। শ্রীবজ্রাঙ্গজীর ন্যায় তাঁহার সেবা সঙ্কল্প ছিল বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়, বিমুখ-মোহিনী মায়ার কোন বিক্রম তাঁহাকে বিন্দুমাত্র তাঁহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি ছিলেন,—শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য কুরেশের ন্যায় গুরুসেবাবীর। লক্ষ্মণের ন্যায় তিনি রামচন্দ্রের সেবায় জীবন পণ করিয়াছিলেন।

নিখুঁত বৈষ্ণব

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অসংখ্যবার বলিতে শুনিয়াছি যে, শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর কোন খুঁত' নাই, তিনি 'নিখুঁত বৈষ্ণব'। এইজন্য কাহাকেও, এমন কি, সন্ন্যাসিগণকেও পর্য্যন্ত শাসন করিতে হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর নাম দিয়া 'হারমনিষ্ট', গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ' প্রভৃতি পারমার্থিক সাময়িক-পত্রে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। 'গৌড়ীয়' ১৩শ বর্ষ, ৪১শ ও ৪২শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আলেখ্য', ৮ম ও ৯ম বর্ষে প্রকাশিত 'কুতর্করোধক প্রকার', 'ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ' প্রভৃতি প্রবন্ধ তাহার প্রমাণ। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অকপট শরণাপন্ন ছিলেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক ব্যাসপূজায় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর রচিত "Sree Vyasa-puja Homage" সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সেইসকল সাহিত্য ইংরাজী ভাষায় বাস্তবিকই একটি বিশেষ পারমার্থিক সম্পদ্।

বজ্রাদপি কঠোর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-আবিষ্কারের পর যাহাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসত্য বাণী অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ না হয়, যাহাতে পারমার্থিক-গগন তমসাচ্ছন্ন না হয়, যাহাতে শ্রৌতধারায় অবগাহন করিয়া সকলে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তটে উপনীত হইতে পারেন, এজন্য শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর হৃদয়ে যে সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা তিনি নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করায় তাঁহাকে কোটিকণ্টক, অমানুষিক-অত্যাচার, ভীষণ-ঝঞ্ঝাবাত ও নানাপ্রকার নিন্দা-গঞ্জনা মস্তকে বরণ করিয়া সহিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার আদর্শ ব্যক্তিত্ব, অনন্ত-আচরণ ও বজ্রাঙ্গজীর ন্যায় সুদৃঢ় নিষ্ঠা সকল সত্যাপলাপকে উত্তাল-তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মধ্যে আলোক-স্তম্ভের ন্যায় রক্ষা করিয়াছে। শত-শত প্রলোভন, প্রতিষ্ঠাশা, সহস্র সহস্র অত্যাচারের বিভীষিকা, বহির্ম্মুখ গণমতের অজস্র নিন্দা বা বন্দনা সত্যসার তাঁহাকে সত্যপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

হরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা নির্ব্বিশেষবাদকে তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। ভুক্তভোগী ও ভুক্তত্যাগী নির্ব্বিশেষবাদ-সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য তিনি শত-শত গ্যালন রক্ত ব্যয় করিয়াছেন, শত শত বিনিদ্র-রজনী যাপন করিয়াছেন। তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের তথাকথিত ভক্তিযোগ-শ্রবণের যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছেন, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করিয়া দেশান্তরে, নগরান্তরে, গ্রামান্তরে, সহরান্তরে গমন করিয়াও তাহাদের মঙ্গলের উপায় চিন্তা করিয়াছেন। তথাপি নির্ব্বিশেষবাদ ও চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ-রাক্ষসের কবল হইতে যখন তাহারা উদ্ধারলাভ করিবে না বলিয়া দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়াছে, দেখিয়াছেন, তখন তিনি বাধ্য হইয়া দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে তাহাদিগকে পরিবর্জ্জন করিয়াছেন।

তাঁহার ন্যায় সহিষ্ণুতার আদর্শ জগতে সুদুর্ল্লভ। পাষণ্ডদলন-কার্য্যে তাঁহাকে অহোরাত্র বিব্রত থাকিতে হইত বলিয়া তিনি আর অধিক পারমার্থিক সাহিত্য জগতে দান করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি তাঁহার অপ্রকটলীলার পূর্ব্ব দিবস "Sree Vyasa-Puja Homage" ও তাহার কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিতে "শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর" ও শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর" গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকা লিখিয়া গুরুবর্গের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র চরিত্রটী শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বা শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলিস্বরূপ। তাই তিনি তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বদিনও "Sree Vyasa-Puja Homage" লিখিয়া দেহ ও দেহীকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব তিথির অব্যবহিত পরের দিনই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার্থ নিত্য-ধামে বিজয় করিলেন। তাঁহার সমগ্র চরিত্র ছিল—নিখুঁত, পবিত্র ও অনবদ্য।

দিন-পঞ্জী

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিন-পঞ্জীতে তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার ধ্যানের প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু-রচিত "মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর"-নামক গ্রন্থে ইহা পাঠ করিয়া আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিবেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর স্বহস্ত-লিখিত দিন-পঞ্জীর বিভিন্ন স্থান হইতে নিম্নে কএকটী কথামাত্র উদ্ধৃত হইল,—

"শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেব কোথায় আছেন, তাঁহারা কি করিতেছেন, তাহার সন্ধানে আমাকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া সেইস্থানে পৌঁছিতে হইবে। মায়া-রাজ্যায় অন্য প্রলোভনের পশ্চাতে সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। যাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে হইবে, যদি সেই সম্বন্ধ আমার মূল উদ্দেশ্যের অনুকূল হয়, তবেই, এবং কেবলমাত্র সেই ভাবেই করিতে হইবে। প্রতিকূল-বিষয়ও এইরূপ বিচারে অনুকূলভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। প্রতিকূল বিষয়দ্বারাও কৃষ্ণানুশীলন করিতে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ এবং অন্য কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থ মনোযোগের

সহিত পড়িতে বলিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ-সেবা-লাভের জন্যই মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিব,—উহাই উদ্দেশ্য হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা লক্ষ্য করিলে ব্যতিরেকভাবে সকল অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইব; সকল সত্তার সেখানেই প্রকৃত দর্শন লাভ হইবে।

"শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিতকে অবস্থিত হইলে অভয়, অশোক ও প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। সেবার দ্বারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ হয়। সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিলে অতি শীঘ্র তাঁহার কৃপালাভ হয়। তাঁহার কৃপার ইহাই স্বরূপ যে, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতি সেবাবৃত্তি অধিকতর বৃদ্ধি হয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং একমাত্র লাভ। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় তাঁহার ঐকান্তিকতার যে জলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই আমাদের সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয় হওয়া কর্ত্তব্য।

"শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন যে, কৃষ্ণের স্বার্থ ও আমার স্বার্থ পৃথক্ হইলেই কৃষ্ণ-বিরোধ হইবে, কৃষ্ণের প্রতি একটা প্রতিযোগিভাব আসিবে। যেমন, দুইটী ঘর যদি কৃষ্ণেরই হয়, তাহা হইলে দুই ঘরের মধ্যে ব্যবধান থাকে না। নিজের পৃথক্ সংসার কিংবা সম্পত্তি হইলে কৃষ্ণের সংসার থাকে না। কৃষ্ণের সংসার থাকিলে দুইটি ঘরই নিজের হয়; নচেৎ কৃষ্ণ ও নিজের মধ্যে Bufferএর সৃষ্টি হয়। নিজের কোন পৃথক্ সম্পত্তি থাকা উচিত নয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টের অনুসরণই একমাত্র প্রয়োজনীয়। ইহা নিষ্কপটে অনুভূত না হইলে অন্যাভিলাষিতার কবলে পতিত হইতে হইবে। গৌড়ীয়মঠ ভগবদ্ধাম। মঠের সেবা—ধামের সেবা, মঠবাস—ধামবাস।

"শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুশ্রেষ্ঠ, অভিন্ন-শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তাহাই যে, শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের সেবাসৌভাগ্য দান করেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতীত তাঁহার আদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় উপলব্ধ না হইলে এবং তৎসম্পাদনে তিনি কৃপাপূর্ব্বক যোগ্যতা প্রদান না করিলে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা-লাভ হইতে পারে না।

কেহ সরলভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিলে তাহাকে হরিকথা বলিতে হইবে না। সেইরূপ হরিকথা-দ্বারা প্রতিষ্ঠা মাত্র লাভ হইয়া অকৃতোভয় করিয়া ফেলিবে। প্রত্যেকের সকল প্রশ্নেরও জবাব দিবার আবশ্যকতা নাই। প্রশ্নকারীর প্রতি গুরুবুদ্ধি না হইলে তাহার প্রশ্নের জবাব দিলে দুর্বিনীতমানই প্রবল হইবে। সেইরূপ প্রশ্নকারীর অন্ধ প্রশ্নের জবাব না দিলে তদ্দ্বারা তাহার স্বরূপের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হইবে।"

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহে শ্রীল আচার্য্যদেব

[গৌড়ীয় ১৮শ খণ্ড; ৩২শ সংখ্যা]

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু চলিয়া গিয়াছেন। লোকচক্ষে তিনি আর নাই, কিন্তু তিনি নশ্বর বস্তু নহেন, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন, শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম নিত্য এবং তাঁহার নিজজনও নিত্য। তিনি আছেন তবে ভাগ্যদোষে আমরা তাঁহার সঙ্গ হারা হইয়াছি। এ জগৎ কুৎসিৎ, কুরূপ, পাপপঙ্কিল ও পাষণ্ডতাময়, আর তিনি নির্দ্দোষ, অনবদ্য, সুন্দর ও আনন্দময়। এখানে তিনি কেন থাকিবেন? তিনি সুন্দর, তাই তিনি সুন্দরের—গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে চলিয়া গিয়াছেন—শ্রীশ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনরাসে তিনি যোগদান করিয়াছেন। সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ আছেন, শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভাগবত-জনানন্দ প্রভু আছেন। শ্রীপাদ ভাগবতজনানন্দ প্রভু এই একই রকম অসুস্থতার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবত-জনানন্দ প্রভুও 'আমি চলিলাম',—এরূপ ভাবব্যঞ্জক বাণী ৩য় বর্ষ, ২১শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে "বন্ধুর কৃত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে অপ্রকটের ১৪ ১৫ দিন পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু 'প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা' সেবা করিয়া কায়মনোবাক্য ও বলবুদ্ধি প্রভৃতিকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন এবং পরিশেষে শ্রীব্যাসপূজায় অঞ্জলিদান করিয়া নিজের আত্মাকে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিয়াছেন। তাঁহার দিক্ হইতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, কারণ, তিনি নিখুঁত, সুন্দর ও নির্দ্দোষ-আনন্দের ধামে গিয়াছেন। যখন নিজের স্বার্থের অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গক্রমে আমাদের পরম লাভের দিক্ হইতে দেখি, তখন তীব্র জ্বালা ও গুরুতর দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দেখি না, কিন্তু এই দুঃখ যদি আমাদিগকে তাঁহার আদর্শ সেবাময়-জীবনের অনুসরণে প্রবুদ্ধ না করায়, তবে এই দুঃখ, এই ক্রন্দন - সবই বৃথা। তিনি মঠে আসিবার প্রথম দিন হইতে আমার নিরন্তর সঙ্গী ছিলেন। তাঁহার বিরহে আমি আজ সঙ্গহারা, তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই।

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, হৈল সঙ্গভঙ্গ॥"

তিনি চির আনন্দময় সুন্দরের ধামে গিয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহার বিরহ আরও তীব্রভাবে উপলব্ধি করাইবার জন্য, আর রাখিয়া গিয়াছেন—তাঁহার অনন্ত স্মৃতি। তাঁহার স্মৃতি প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্ত্তে আগুনের শিখার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। তিনি যে আদর্শ সেবাময় জীবন আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণের জন্য আমাদের একটা দৃঢ় তীব্র আন্তরিক স্পৃহা জাগুক, তাহা হইলে তিনি অপ্রকট লীলায়ও আমাদের প্রতি করুণা করিবেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আবেদন করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ আবার শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আবেদন করিবেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের সহিত মিলন করাইবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম জন, ইহা যেরূপ সত্য, আবার শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন, ইহাও সেইরূপ সত্য। তিনি কতটা শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়, তাহা তাঁহার এই অপ্রকট লীলার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-গৃহের সংলগ্ন স্থানে শ্রীব্যাসপূজায় অঞ্জলিদান করিয়া ভক্তিসুধাকর প্রভু নিজের আত্মাকে আহুতি দিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের লীলায় মিলিত হইলেন—শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌরসুন্দরের মিলন করাইবার জন্য। আমরা তাঁহার সঙ্গ আর এ জগতে থাকাকালে পাইব না,—যেমন শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ হইতেও এখন আমরা বঞ্চিত, কিন্তু যদি ভক্তিসুধাকর প্রভুর স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে বহন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করি, তাহা হইলে তিনি কৃপা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের ধূলিরূপে আমাদিগকে সংযোজিত করিবেন, তখন প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন রাসে আমরা যোগদান করিতে পারিব।

"আমার প্রভুর প্রভু—শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

শ্রীবাসমন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-অধিষ্ঠান। শ্রীবাসগৃহে, নিত্যানন্দের নৃত্যে, শচীর অঙ্গনে ও রাঘবের মন্দিরে মহাপ্রভু নিত্যকাল থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনে নিত্যকাল শ্রীনিত্যানন্দ নৃত্য করিতেছেন, সেখানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আছেন, শ্রীগদাধর আছেন, শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর, শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার পশ্চাতে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু আছেন। তাঁহার পাদপদ্মের রেণু হইতে পারিলে আমরা শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরসংকীর্ত্তনরাসে প্রবেশ করিতে পারিব।

সুন্দরের ধামেই ত' আমাদের যাওয়া দরকার। এই পাপপাষণ্ড কুরূপের জগতে নিত্যকাল থাকিবার জন্য আমরা কেহ আসি নাই। সেই সুন্দরের রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্যই ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার সুধা বা জ্যোৎস্না সমগ্র বিশ্বে বিস্তার করিয়া প্লাবিত করিতে চাহিয়াছেন ও করিয়াছেন। এত ক্লেশ, এত বজ্রাঘাত নির্ভীক ও নিস্পন্দ চিত্তে বরণ করিয়া তিনি যে দৃঢ়পদে সেবা পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা কেবল শ্রীগৌরসুন্দর শ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মিলিত হইতে ও সকলকে মিলন করাইতে। এই পাপপঙ্কিল, কুরূপ, দুঃখ শোকময় জগতে থাকিয়াও তিনি ছিলেন সুন্দরের—আনন্দের আরাধক এবং তিনি সেই পথেই ছুটিয়া বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সেবাসুধার—আনন্দের আকর-চন্দ্র, আমরা যদি তাঁহার কিরণ-কণালাভের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই সেবাসুধা-পানে অমৃত হইয়া আর বিষয়-বিষের দ্বারা জর্জ্জরিত হইব না।

সুন্দরের পাদপদ্মে অভিযান করিতে ও করাইতে যাইয়া এরূপ উজ্জ্বল আদর্শ বৈষ্ণব-ইতিহাসে আর কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে কি না, জানি না। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৭৯ সাল পর্য্যন্ত যে অদ্ভুত সেবাদর্শ তিনি প্রকট করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরামানুজ শ্রীলক্ষ্মণজীর সেবা এবং শ্রীরামানুজাচার্য্য বা শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের আদর্শ সেবক শ্রীকুরেশাচার্য্যের সেবা ইতিহাস স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। শ্রীকুরেশাচার্য্য গুরুসেবার জন্য নিজের চক্ষুর্দ্বয়কে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এক সময়েও আমাদিগের শোনা বা গ্রন্থেই পড়া ছিল, আর আজ প্রত্যক্ষ দেখিলাম,—শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর সেবা, নিজের প্রাণকে বলি দিয়া—আহুতি দিয়া।

তিনি যেরূপ সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দর ও ও তৎপ্রেষ্ঠের চরণে ডালি দিয়াছেন, আমরাও যেন তাঁহার সেই সেবাময় জীবনের অনুসরণ করিতে পারি। কত লোক হয় ত' তাহার জন্য আমাদিগকে লাঞ্ছনা করিবে, গঞ্জনা দিবে, কিন্তু আমরা তাহার জন্য বিচলিত হইব না। ইহাও ভক্তিসুধাকর প্রভু দেখাইয়াছেন শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অত্যাচার, নির্য্যাতন, নিপীড়ন—কিছুই শ্রীগুরু-গৌরসুন্দরের পাদপদ্মাভিসরণে তাঁহার প্রগতিকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। তাঁহার কৃপাতেই প্রভুপাদের সঙ্গ এবং প্রভুপাদের সঙ্গ করিলেই গৌরসুন্দরের সেবা-লাভ হয় জানিয়া আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হউক—

মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিনু তুয়া পদ, নন্দকিশোর॥
মারবি, রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥
সম্পদে বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেলা, তুয়া ও পদ বরণে॥

ভ্রম-সংশোধন

গত ২১০ ৭১তম সংখ্যা 'শ্রীনবীন-প্রকাশের ৪৪র্থ পৃঃ ৪র্থ কলম ১৭শ ও ১৮তম পঙ্‌ক্তিতে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা স্থলে 'আষাঢ়ী-পূর্ণিমা হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥০॥-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকার বিমান-আক্রমণের প্রতিরোধ-মূলক ১২টি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। (১) সহরের সর্ব্বত্র ট্রেঞ্চ খনন (আনুমানিক ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ২৫০০ ট্রেঞ্চ খনন করা হইবে); (২) জলের কল মেরামতকারী দল এবং জিনিষপত্র মজুত ব্যবস্থা (আনুমানিক এককালীন ব্যয় ৩৫ ০০০ টাকা এবং মাসিক ব্যয় ১১০০৲ টাকা), (৩) খালের উপর দিয়া ওয়াটার ওয়ার্কসের পাইপ গিয়াছে, তাহা রক্ষার ব্যবস্থা (ব্যয় বরাদ্দ ৬০,৪০০৲ টাকা), (৪) ওয়াটার ওয়ার্কসের পাম্পিং ষ্টেশনসমূহের যে সব পাইপ উন্মুক্ত স্থানে রহিয়াছে, সেইগুলি রক্ষার ব্যবস্থা এবং দেওয়াল তৈয়ার (ব্যয় বরাদ্দ ১০,০০০৲); (৫) ওয়াটগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনে আতিরিক্ত বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা (ব্যয় বরাদ্দ ৬৫,০০০৲ টাকা); (৬) ইলেকট্রিকের তার ও কলকব্জা প্রভৃতি এবং মেরামতকারী দল (ব্যয় বরাদ্দ ৩০,০০০৲ এবং মাসিক ব্যয় ৪০০৲ টাকা); (৭) জলনিকাশের ব্যবস্থা এবং মেরামতকারী দল প্রভৃতি (ব্যয় বরাদ্দ ৪৬,৭০০৲ টাকা এবং মাসিক ব্যয় ১৫২৲ টাকা), (৮) পামার্স ব্রিজ ষ্টেশন হইতে ময়লা নিকাশের ব্যবস্থা (ব্যয় বরাদ্দ ৭০ ০০০৲ টাকা), (৯) ধাপড়দের কাজ এবং ডিষ্ট্রিক্টসমূহের অন্যান্য কাজ (ব্যয় বরাদ্দ ৫,২১,৫০০৲ টাকা এবং মাসিক ব্যয় ৯,৯২৮৲ টাকা), (১০) যে সব স্কোয়ারে পুষ্করিণী আছে, দমকলসমূহের প্রবেশযোগ্য-ভাবে সেইগুলির প্রবেশপথের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে (ব্যয় বরাদ্দ ৫,৮৫০৲ টাকা), এবং অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য ভূগর্ভস্থ জলাশয়ের ব্যবস্থা (ব্যয় বরাদ্দ ৩,০৫,০০০৲ টাকা, যানবাহন বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ব্যয় বহন করিবেন), (১১) সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল ও অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল আফিসের নিরাপত্তার ব্যবস্থা (ব্যয় বরাদ্দ ৩,৪৪,৫৭০৲ টাকা) এবং (১২) কারখানাসমূহ এবং অন্যান্য ক্যাক্টরীর রক্ষার ব্যবস্থা (ব্যয় বরাদ্দ ৪৫,৩০০৲ টাকা)।

এ আর পি'র অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে বিমান আক্রমণের ফলে যাহারা গৃহহীন হইবে, তাহাদিগকে সাহায্যদান, সহরে খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখার ব্যবস্থা এবং প্রকৃত সঙ্কটকালে উহা বণ্টনের ব্যবস্থা, আলোক-নিয়ন্ত্রণ, পরিখা-খনন প্রভৃতিও আছে।

ব্রহ্ম হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুন হইতে একখানি জাহাজযোগে ব্রহ্ম হইতে ২০০০ আশ্রয়প্রার্থী আর এক দল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাদিগকে খিদিরপুর হইতে একখানি স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে জেটি হইতে সহরে আনয়ন করা হয়।

অনাথ ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা এখনও চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ভাড়া অগ্রিম দিতেছেন। প্রকাশ, এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০০ নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে এইভাবে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় চীনকে সাহায্য

গত ২রা ফেব্রুয়ারী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চীনকে ৫০ কোটি ডলার ঋণ-দানের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ ষ্টিফেন আর্লি প্রকাশ করেন যে, অপরাহ্ণে মিঃ মর্গেনথাউ ও যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ দান ব্যবস্থার কর্ত্তা মিঃ জেসি জোন্স কংগ্রেসের উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করেন এবং তাঁহাদিগকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তদুত্তরে মিঃ আর্লি প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সম্মতিক্রমে স্পীকার মিঃ রেবার্ণ প্রতিনিধি পরিষদে যথারীতি একটি প্রস্তাব পেশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

বৃটেনের উদ্যম

বৃটিশ-সরকার চীন-সরকারকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যার্থ ৫ কোটি পাউণ্ড ঋণ দানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। তদুপরি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চান যাহাতে ইজারা ও ঋণ দান ব্যবস্থা অনুযায়ী সমস্ত সমর-সম্ভার পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মার্কিণ কংগ্রেসের অধিবেশন

গত ২রা ফেব্রুয়ারী এ বৎসর প্রতিনিধি সভার সকল সদস্যের এবং সেনেটের ৩৪ জন সদস্যের নির্ব্বাচন হইবার কথা ছিল। কিন্তু ভৎসত্ত্বেও কংগ্রেসকে জানান হইয়াছে যে, যুদ্ধ যতদিন চলিবে, এই কংগ্রেসের অধিবেশনও ততদিন চলিতে থাকিবে, কখনও ছুটি থাকিবে না।

সেনেটের ডেমোক্র্যাটিক দলের হা... বলেন, "যাহাই আসুক তাহা তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তির জন্য কংগ্রেসকে অনবরত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কি হইবে না হইবে, এখন কেহই জানে না। ছুটির কোন সম্ভাবনা নাই।"

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকালীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীরাধাবিনোদ অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৮ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৬শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৯ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার } ২৭৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ গোবিন্দ, শিব সর্ব্বন, গৌরাব্দ ৪৫৫

"গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা"

——::(*)::— —

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের অভিন্ন তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার ঔদার্য্যময়ী প্রকট-লীলায় জীব-জগতে যেসকল কারুণ্যের আদর্শ বিস্তার করিয়াছেন ভুবনমঙ্গলকর যে-সকল অনুষ্ঠানের পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'শ্রীব্যাসপূজা'র পুনঃ প্রবর্ত্তনলীলা অন্যতম।

শ্রীল প্রভুপাদ বৈয়াসকি-সম্প্রদায় বা ব্যাসানুগগণের সঙ্গেই শ্রীব্যাসপূজা পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-রচিত অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম "জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকে যে "সত্যং পরং ধীমহি"-মন্ত্রে বহু-বচনের প্রয়োগ আছে তদ্দ্বারা বৈয়াসকি-সম্প্রদায় বা সঙ্ঘের একযোগে পরম সত্য বস্তুর ধ্যানের কথাই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণপক্ষে—'সেই সত্যস্বরূপ পরমপরাৎপর পরমেশ্বরকে বৈয়াসকি-সম্প্রদায় আমরা ধ্যান করিতেছি'—এই তাৎপর্য্য, আর শ্রীগৌরপক্ষে—'গুরু, ঈশ, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশ প্রকাশ ও ঈশশক্তি-সমন্বিত সত্যস্বরূপ-পরমেশ্বর শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা শ্রীগৌড়ীয়গণ ধ্যান করি।'—এই ব্যাখ্যাই শ্রীল প্রভুপাদ প্রদান করিয়াছেন। বৈয়াসকি বা গৌড়ীয়গণের ধ্যান—সংকীর্ত্তনমুখে স্মরণ। সঙ্ঘ একযোগে যে ধ্যান করেন, তাহাই সংকীর্ত্তন। এই সংকীর্ত্তনমুখেই শ্রীব্যাসের পূজা হয়। 'শ্রীসংকীর্ত্তনরাসস্থলী' সেই 'শ্রীব্যাসপূজা'র পীঠস্থান।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার দ্বিপঞ্চাশত্তম প্রকটবাসরে (২০শে মাঘ, ১৩৩২) শ্রীব্যাসপূজায় "শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন" শীর্ষক অভিভাষণের উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা বলিয়া প্রদীপ্ত হউক।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর মধ্যে 'প্রকৃত ব্যাসপূজা'র তাৎপর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কেবল শ্রীব্যাসের পূজা, কেবল শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা অথবা কেবল শ্রীগুরু-পূজা—প্রকৃত ব্যাসপূজা নহে, শুদ্ধ গৌড়ীয়-গণের পূজাই—'প্রকৃত ব্যাসপূজা'। শুদ্ধ গৌড়ীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেব বা শ্রীব্যাসের পূজা হয় না, কারণ, শুদ্ধ গৌড়ীয়শ্রেষ্ঠই—'শ্রীগুরুপাদপদ্ম', গৌড়ীয়ের মালিক শ্রীস্বরূপদামোদরাভিন্ন প্রভুই—'শ্রীগুরুপাদপদ্ম'। এইজন্যই শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর অনুগসম্প্রদায়ের 'শ্রীব্যাস-পূজা পদ্ধতি'তে এইরূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয়,—

"শ্রীদামোদরস্বরূপ-শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব ভট্টযুগ-শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজাদি- শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্‌ গৌরকিশোরদাস - শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ-পুরী গোস্বামি-পাদান্ত-সর্ব্বেভ্যো গুরুভ্যো নমঃ।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে যে 'শ্রীব্যাসপূজা পদ্ধতি' আহরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সর্ব্বপ্রথমেই 'শ্রীগণেশ'র নমস্কার দৃষ্ট হয়। পঞ্চোপাসক, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত বা মায়াবাদিগণের 'গণেশ'র সম্বন্ধে যে ধারণা বা পূজার বিচার, বৈয়াসকি বা গৌড়ীয়গণের সেইরূপ বিচার নহে। বৈয়াসকি-গণ গণেশকে শ্রীব্যাসপূজার সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত বা শ্রীব্যাসের শ্রীসংকীর্ত্তনযজ্ঞের সর্ব্বপ্রধান হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা বলিয়া জানেন। যেরূপ 'শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি'তে সর্ব্বপ্রথমে "শ্রীগণেশায় নমঃ"-মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র প্রারম্ভেও সর্ব্বপ্রথমে 'গণেশে'র বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন,—

"নম নম বন্দো। দেব গণেশ্বর,
বিঘ্নবিনাশন মহাশয়।"

•   •   •

"সরস্বতী বন্দো মুখে, কেলি কর মোর তুণ্ডে,
কহ গৌরহরি-গুণ-গাথা।
অবিদিত ত্রিজগতে, গৌরবর্ণ বাণী-নাথে,
অদভুত অপরূপ কথা॥"

গৌড়ীয়বর মহাকবি শ্রীল লোচনদাস শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বাগ্রে 'গণেশে'র বন্দনা করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—শ্রীব্যাসের পূজা নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্যাসের 'গণেশ্বরে'র বন্দনাই কর্ত্তব্য। তিনি শ্রীব্যাস-মনোহভীষ্টের সহায়ক ও তৎপরি-পূর্ত্তির সিদ্ধিদাতা শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট পরিপূরণকারী—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী। সেই শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর মনোহভীষ্ট পরিপূরক—তাঁহারই 'গণেশ'। এজন্য সর্ব্বাগ্রে 'গণেশে'র বন্দনা, তৎপরে 'শ্রীচৈতন্য সরস্বতী'র বন্দনা এই গৌড়ীয়-মহাকবির গ্রন্থের 'মঙ্গলাচরণে' দৃষ্ট হয়।

পঞ্চোপাসকের 'গণেশ' ও বৈয়াসকি-গৌড়ীয়গণের 'গণেশ' সম্পূর্ণ পৃথক্। পঞ্চোপাসকগণের 'গণেশ' প্রাকৃত অর্থ বা জড়সিদ্ধির দেবতা, গোলোকের পীঠাবরণে পঞ্চোপাসকের কল্পিত ছায়াশক্তিস্বরূপ অনিত্য গণেশের অধিষ্ঠান নাই। বারোয়ারী বা পঞ্চায়েতী গণেশই—পঞ্চোপাসকের গণেশ, আর শুদ্ধ 'গৌড়ীয়' বা সদ্গুরু-দেবের পদাশ্রিত নিষ্কপট শিষ্যদেবগণের ঈশ-স্বরূপ যে 'গণেশ', তিনিই গৌড়ীয়গণের গণেশ বা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-সিদ্ধির সহায়ক। তিনি পরমার্থ সিদ্ধি-প্রদানকারী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তনই তাঁহার জীবাতু, তিনি লেখনীর দ্বারা শ্রীব্যাসের পূজা করেন, তিনি শ্রীব্যাসের হৃদয়ের যাবতীয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত অবগত আছেন, তিনি 'ব্যাসকূট'র মর্ম্মজ্ঞ। অতএব প্রকৃত ব্যাসপূজা করিতে হইলে সেই গৌড়ীয়গণের 'গণেশ'র আনুগত্যে গৌড়ীয়গণের পূজা করিতে হইবে। গণেশ ও শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের পূজা পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুরুপূজার আড়ম্বর—শ্রীব্যাসপূজা নহে, তাহা দাম্ভিকতা বা নির্ব্বিশেষবাদ।

শ্রীগুরুদেবের অনুগ শিষ্যদের সম্প্রদায় শ্রীগৌড়ীয়গণ ও সচ্ছিষ্যদের 'ঈশ' অর্থাৎ নায়ক—শ্রীগুরুদেবের বৈভব ও শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিলাসের উপকরণ। যাহারা 'গণেশ'র নায়কত্ব স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ অর্থাৎ শিবনাদের বিরোধী, তাহারাই নির্ব্বিশেষবাদী আধ্যক্ষিক। পঞ্চোপাসক অর্থাৎ পঞ্চায়েতী বারোয়ারী গণমত গণেশবর্গের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইয়া যে ব্যাসপূজার অভিনয় করে, তাহাতে ব্যাসের অঙ্গে (?) বজ্র বিদ্ধ হয়,—

ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা, শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অঙ্গে (?) বজ্র হানে তাহার স্তবন॥

নির্ব্বিশেষবাদী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাসপূজার বিশেষ প্রচলন দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা প্রকৃত ব্যাসপূজা নয়, তাহা দাম্ভিকতা বা নির্ব্বিশেষবাদ। নির্ব্বিশেষবাদী সর্ব্বদাই শঙ্কিত,—কি জানি ব্যাস না ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। গুরুদেবের কোনরূপ ছিদ্র আবিষ্কৃত না হয়, এজন্য নির্ব্বিশেষবাদিগণের শঙ্কা ও ভীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীব্যাস যে কখনও ভ্রান্ত হন না, শ্রীগুরুদেবের যে কখনও পতন নাই, শ্রীগুরুকে যে লঘু মাপিয়া লইতে পারে না,—ইহা তাহাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। একথা প্রকৃত শ্রীব্যাসশিষ্য শ্রীমধ্বাচার্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'আনন্দতীর্থ', 'পূর্ণপ্রজ্ঞ',—তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের 'পূর্ব্ব[illegible] তিনি 'বৃদ্ধবৈষ্ণব'। তাই তিনি [illegible]বাদি সম্প্রদায়ের কোন কথাই শ্রবণ করেন নাই। তিনি ভীম, হনুমান্ ও বায়ুরূপে গদাঘাতে নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়ের উদ[illegible], সোণার লঙ্কা দগ্ধ ও যাবতীয় কুমতবাদ [illegible] ন্যায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবত তাৎপর্য্যে ও শ্রীমহাভারত তাৎপর্য্যে শ্রীব্যাসের পাদপদ্মে কোনপ্রকার আধ্যক্ষিকতার প্রশ্রয়দানের বিচার সহ্য করেন নাই। এইখানেই ব্যাস শত্রু[illegible] শ্রীশঙ্করানুগগণের সহিত তাঁহার নিত্য [illegible]।

"প্রতীপ জনায়ে আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে।"

—এই বিচার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রকৃত শ্রীব্যাসশিষ্যরূপে সর্ব্বদা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনও "[illegible] ব্রাহ্ম বলি' উঠাইল বিবাদ"—এই নীতি সহ্য করেন নাই। তাই তিনি ভারস্বরে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—

যদিবা, দবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিনু তোমারে॥
[illegible] বুঝিলাম।
নিত্যানন্দ নিন্দা করি, যাইবেক নাশ।
[illegible] পাপী নিন্দা করে।
[illegible] উপরে।

নির্ব্বিশেষ[illegible] তাহাদের [illegible] পারেন [illegible] সমর্থ [illegible] মহাজন [illegible] নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে [illegible] নাস্তিকের [illegible] বৈষ্ণব [illegible] নিত্যসিদ্ধ ও [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের বস্তু ও দর্শন [illegible] মধ্যে সেই [illegible] নাই।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ [illegible] কেবলমাত্র [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মলিপ্সু 'কাৰ্য্যাকাৰ্য্যমজানতঃ'-শ্লোকের মর্ম্ম বিমুখ মস্তিষ্কে ধারণ করিতে না পারিয়া তাহারা 'ঢাকা'-বাকার গুরুসেবা'র ন্যায় হরিতকীর-ত্বক্ ছাড়াইয়া গুরুসেবার্থ কেবল আঁঠি ও বড় এলাচের দানা পরিত্যাগপূর্ব্বক খোসাটী প্রদান করিয়া গুরুসেবা (?) বা গুরুপূজা (?) করিতে উদ্যত হয়। শাস্ত্রে যখন উৎপথগামী লঘুর ত্যাগের বিধান আছে, যখন এলাচ বা অন্যান্য ফলের খোসা পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে, তখন হরীতকীর ত্বক্‌টীও পরিত্যাজ্য, সর্ব্বত্র এই একই নীতিই প্রযোজ্য—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। ইহাই বিবর্ত্তবাদী নির্ব্বিশেষবাদিগণের 'বিবর্ত্ত'. ইহাই নির্ব্বিশেষবাদী একলব্যের 'গুরুপূজা', ইহাই বৃক, বাণ প্রভৃতি নির্ব্বিশেষবাদীর গুরুপূজার আদর্শ। তাই নির্ব্বিশেষবাদী কখনও ব্যাস পূজা করিতে পারে না, কেন না, তাহারা 'গৌড়ীয়গণের পূজা' ও তাঁহাদের 'গণেশে'র পূজা-পদ্ধতি জানে না। একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যাসপূজার জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে আহ্বান করিলে শ্রীনিত্যানন্দ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের গলদেশে মালিকা প্রদানপূর্ব্বক ব্যাসপূজা করিয়াছিলেন এবং ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূর্চ্ছাদশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের গলাস্থ-কীর্ত্তনকে প্রকৃত ব্যাসপূজার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীল প্রভুপাদ "গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা"—এই উক্তির মধ্যে সম্পুটিত করিয়াছেন।

সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যা'র।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার॥
এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায় কপালে॥
এসব লোকের কি কৃপণ কোন কালে।
হৈয়াছে, হৈবেক, বুঝ ভাবি' মনে॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ - মধ্য, ৫ম অঃ)

এইরূপ 'অন্ধজরতী ন্যায়' বা 'অন্ধকুক্কুটী ন্যায়ে' পতিত নির্ব্বিশেষবাদিগণের কোনই মঙ্গল হয় না, তাহারা কোনদিনই শ্রীব্যাস পূজায় অধিকার প্রাপ্ত হয় না। তাই আমরা শ্রীব্যাসের অভিন্নতনু শ্রীস্বরূপদামোদরাভিন্ন শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর সরস্বতী প্রভুবর শ্রীচরণে এই সকাকু প্রার্থনা করি, যেন আমরা অকপট হইয়া শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের পূজায় কোনদিন অধিকার লাভ করিতে পারি, যেন 'গণেশে'র পূজা করিয়া শিবাদের পূজা করিবার জন্য লালায়িত হই, যেন 'গোড়া ডিঙ্গাইয়া' গাছ খাইবার দাম্ভিকতা ও পাষণ্ডতাকে বহুমানন না করি, তাই আমরা শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর শিক্ষার অনুবর্ত্তন করিয়া সেই শ্রীব্যাসাচার্য্যের 'মহাবাক্য' ও 'সদুপদেশ' অনুকীর্ত্তনমুখে ব্যাসপূজার অঞ্জলি প্রদান করিতেছি,—

"বাসুদেবাশ্রিতদাতে
থাকিয়া ত' সদা লহ নাম।"

সংকীর্ত্তনমুখেই বৈয়াসকি-সম্প্রদায়ের শ্রীব্যাসপূজা। "গণেশের দাস্যে অবাস্তুত হইয়া সর্ব্বদা কীর্ত্তনমুখে সেই শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান কর, সর্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তন, কর, শ্রীকৃষ্ণনামপ্রভুকে বিলাসে করাও, শ্রীব্যাসদেবের, শ্রীগুরুদেবের, শ্রীরূপানুগবরের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ কর"—এই প্রকৃতপদেশরূপ পরম সত্যকে "সত্যং পরং ধীমহি"—এই গায়ত্রীবর্ণী গানের মত, মন্ত্রের মত—সংকীর্ত্তনমুখে ধ্যান করিতেছি।

তর্ক ও কৃপার ফল

(শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

দেহমনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকা-কাল পর্য্যন্ত জীব তর্ক, বিবাদ প্রভৃতির হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে না। তর্ক, বিবাদ প্রভৃতি জড় অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। চেতনের বৃত্তি জাগ্রত হইলে আর তর্ক বলিয়া কোন কথা থাকে না। জড়-অহঙ্কারের মূল—অজ্ঞান, অজ্ঞানের মূল কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা। চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তি সেবোন্মুখতা। একটী ঘরের ভিতরে আলো জ্বলিতেছে কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি তাহার চক্ষু দুইটী বন্ধ করিয়া ঘরের অভ্যন্তরস্থিত দ্রব্যাদির অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্বন্ধে অপরের সহিত তর্ক আরম্ভ করে, তাহা হইলে সমস্ত জীবন তর্ক করিয়াও তাহা যথার্থ উপলব্ধির বিষয় হইবে না, কিন্তু চক্ষু খুলিয়া দেখিলে উজ্জ্বল আলোকে গৃহস্থিত বস্তুর সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। তথায় তর্ক সন্দেহ প্রভৃতি বিরাম লাভ করে। যথায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকারূপ ভগবৎ-প্রদত্ত ইন্দ্রিয়ের অসদ্ব্যবহার, সেইখানেই বস্তুর অদর্শন হেতু তর্ক, অনুমান, সন্দেহ প্রভৃতি স্থান পায়। যখন ভগবৎ-প্রদত্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া জীব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদাসীন হইয়া জড়-মায়াভিমুখী হয়, তখন স্থূল সূক্ষ্ম দেহাত্মাভিমানরূপ জড়-অহঙ্কার আসিয়া জীবকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তখনই বাস্তববস্তু-সম্বন্ধে সন্দেহ, তর্ক প্রভৃতি উত্থিত হয়। ঐপ্রকার অবস্থাতে জীব দাম্ভিকভাবশতঃ অপ্রাকৃত বস্তু-সম্বন্ধে যে বিচার করিতে চেষ্টা করে, তাহার ঐ চেষ্টাকে লক্ষ্য করিয়াই জন্য শাস্ত্র বলেন,—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" অর্থাৎ, তর্কের সেখানে প্রতিষ্ঠা নাই। ভগবদ্দর্শন যাঁহার ভাগ্যে হইয়াছে, তাঁহার আর অজ্ঞানতা থাকিতে পারে না। ভগবদ্দর্শন অর্থে—ভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের দর্শন। শ্রীগুরু পাদপদ্মদর্শন ও তাঁহার শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, শ্রীগুরুদেবতাত্ম হইয়া তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারিলেই প্রেমভক্তি লাভ হইবে; প্রেমভক্তি লাভ হইলে আনুষঙ্গিক-ভাবে অবিদ্যা বিনাশ হইয়া যাইবে। কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়-দমন, মনোনিগ্রহ, অজ্ঞানতা দূর করা প্রভৃতির জন্য আর পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না। মহাভাগবতগণের দর্শনও আমার এই জড় চক্ষু দ্বারা হয় না। শরণাগত হইয়া তাঁহাদের শ্রীমুখ বিগলিত বাণী কর্ণদ্বারে শ্রবণরূপা সেবার দ্বারাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন হয়। মহারাজ রহুগণ মহাভাগবত ভরতের দর্শন পাইয়াও তাঁহার সেবা করিবার পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতাহেতু তাঁহাকে সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মহা সৌভাগ্যবান্ বলিয়া দুই একটী বাণী শ্রবণমাত্রই মহাভাগবত শ্রীভরতের শ্রীচরণে প্রণত হইয়াছিলেন। এই ঘটনাদ্বারা আমরা এই শিক্ষা লাভ করিতে পারি যে, মহাপুরুষগণকে এই চর্ম্ম চক্ষে দর্শন করা যায় না। তাঁহাদের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণদ্বারাই তাঁহাদের স্বরূপ তাঁহাদের কৃপায় উপলব্ধি হয়। গুরুকৃপালাভের পর মহারাজ রহুগণ বলিয়াছিলেন,—

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
ন যদ্ হৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ॥
ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি
র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্ত্তিকাদ্যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ॥

(ভাঃ ৫।১৩।২১ ২২)

অর্থাৎ হে মহাপুরুষ, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকল জন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মই শ্রেষ্ঠ। প্রাকৃতবিচারে শ্রেষ্ঠ দেবাদি-জন্মের কি মূল্য আছে? কারণ, সেখানে শ্রীভগবানের নাম-রূপ গুণ লীলা-পরিকরের মহিমা কীর্ত্তনকারী আপনাদের ন্যায় পরমহংসগণের অধিক সমাগম হয় না। আপনার ন্যায় মহাভাগবতের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিদ্বারা সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়া অধোক্ষজ শ্রীভগবানে জীবের বিমলা রতি উদিতা হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য-জনক নহে, কারণ, অতি অল্পক্ষণমাত্র আপনার সুদুর্লভ সঙ্গপ্রভাবে আমার ন্যায় অত্যন্ত কুতার্কিক পাষাণ-হৃদয় অজ্ঞানীও অবিদ্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃতার্থ হইল।

মহাভাগবত জগদ্‌গুরু আচার্য্যবর্য্যের কৃপাকণা লাভ ব্যতীত মায়াবদ্ধ জীবের অকল্প-জ্ঞানের দ্বারা মাপিয়া লওয়ার চেষ্টা কিছুতেই দূর হইতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্‌ও যদি অক্ষজজ্ঞানে প্রমত্ত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হন, তথাপি হৃদয় নির্ম্মল অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা, রতি বা সেবাপ্রবৃত্তির উদয় না হইয়া বিদ্বেষভাব, উদাসীনতা, সাধারণ কিংবা অসাধারণ মানব-বুদ্ধি হইতে পারে এইজন্যই পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ আপনি জীবকে তাঁহার সাক্ষাৎ-

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

কারের যোগ্যতা প্রদান করিবার জন্য ইহ-জগতে আবির্ভূত হইয়া লীলা করিয়া থাকেন, —তিনিই নিত্যকাল আশ্রয়বিগ্রহরূপে করুণা-ঘনমূর্ত্তি প্রকটনপূর্ব্বক জীবের প্রতি করুণাবারি বর্ষণ করেন। সেই ভগবৎ করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-বারিতে অভিষিক্ত হইতে না পারিলে তর্কানলে প্রজ্বলিত হৃদয় কখনই প্রশান্ত হইতে পারে না। শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর আমাদের শিক্ষার জন্য কৃপা-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত নাহি টলে॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-সেবায় রত ব্যক্তির চিত্ত তর্কানলে দগ্ধীভূত হয় না। তাঁহাদের সন্দেহ নাই। যেখানে সন্দেহ, সেখানে তর্ক। যেখানে অবিশ্বাস, সেখানে সম্বন্ধের অভাব। সম্বন্ধজ্ঞানের—আপনজ্ঞানের অভাব থাকিলে প্রীতির অভাব আছে, বুঝিতে হইবে। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কথায় শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হয় না ততক্ষণ—যতক্ষণ তাঁহাদের সহিত নিত্যসম্বন্ধ উপলব্ধি না হইয়াছে। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণের ধূল—তাঁহাদের কিঙ্করাভিমানী জ্ঞান, যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু— "গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" বলিয়া জানাইয়াছেন, না হইলে জীবের জড়-অভিমান কিছুতেই দূর হয় না। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব অদ্বয়তত্ত্ব অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। এই তিনটী অপ্রাকৃত তত্ত্ব ব্যাপক, ব্যাপ্য নহে। জড়াভিমানের বেশী হইলে, ভোক্তৃ-অভিমান বা পুরুষাভিমান প্রবল হইলে অপ্রাকৃত বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনে হয়। আবার সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু, ত্রিতাপাদি বিভিন্ন প্রকারের স্বকর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে কোন কোন ব্যক্তির যখন ভোগ সাময়িক একটা বিতৃষ্ণা আসে, তখন অক্ষজ জ্ঞান-দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া 'একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন তত্ত্বের নিত্য অধিষ্ঠান নাই, সমস্তই মায়া, ভ্রম' প্রভৃতির যুক্তি উত্থাপিত করিয়া তাহারা বাদ উঠায়, তাহাতে তাহাদের কি অবস্থা লাভ হয়, তাহা বৈষ্ণব-মহাজনের ভাষায় আমরা এইরূপ শ্রবণ করিতে পাই—

মায়াবাদ দোষ যার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তা'র বজ্রসম ভেল॥

ঐসকল মায়াবাদী কুতার্কিকগণ কেবল জড়াবলম্বীত চিন্তা করিতে করিতে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বিশ্বাস করিতে পারে না, ইহাই অক্ষজ জ্ঞানের বা তর্কপন্থার ফল। কৃপাপ্রার্থীর চিত্তবৃত্তির কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ জানাইয়াছেন,—

বৈষ্ণবের কৃপাবলে সন্দেহ যাইবে চলে,
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।

আমরা শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছি, "কৃপাপ্রার্থীর 'আমি শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপালাভ করিতে পারিলাম না, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের সেবালাভ করিতে পারিলাম না' —এইরূপ নিষ্কপট দৈন্য ও আর্ত্তি থাকিলে নিরাশা বা হতাশা নাই। কৃপা পাইবই,—এইপ্রকার আশাবন্ধযুক্ত ব্যক্তিই কৃপা লাভ করেন। কৃপা অর্থাৎ সেবালাভই কৃপার ফল।"

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
২০শে মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিনকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন ও চাঁদকাজীর সমাধি)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর) ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মাজিদাগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌর গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা, মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব ও **১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

☞ উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ শুদ্ধাবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ধামে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

গত ২৩শে মাঘ (১৩৪৮), ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪২), শুক্রবার, শ্রীশ্রীগোবিন্দ-পঞ্চমী-তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস কুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা মহোৎসব শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় এবং গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য-আলোচনা, শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহের অনুষ্ঠানমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ঐ দিবস উষঃকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপাপ্রার্থনা সূচক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইলে পর শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীধাম-বাসী সমস্ত ভক্ত, বিভিন্ন মঠ ও বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সেবক ও সজ্জনবৃন্দ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ ঐ শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা যথাক্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীশ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির ও শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীমন্দির গমন করিয়া তথায় দণ্ডবৎ প্রণামান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সমাধি-মন্দির পরিক্রমা করেন।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে কিছুক্ষণ নাম ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সংখ্যা' গৌড়ীয় হইতে "শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী" ও তৎপরে বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ 'শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা' গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলার চরম উপদেশ"-শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে কিছুক্ষণ নাম ও কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগান্তে আরাত্রিকান্তে সমবেত ভক্তবৃন্দ, শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণ, সজ্জনবৃন্দ এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্র-মণ্ডলীকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণে সমবেত সজ্জনবৃন্দ ও ভক্তগণের সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পুনরায় শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে "শ্রীব্যাসপূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য", 'ব্যাসপূজা বা গুরুপূজা কাহাকে বলে' ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্নিত্যানন্দ-নাট্য-মন্দিরে সমবেত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলীর সভায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগ্মীতার প্রভুর সুমধুর গায়কত্বে শ্রীল প্রভুপাদের রচিত "কীর্ত্তন ভুবন কিবা দেখ" গানটী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব মহিমা ও কৃপার কথা রাত্রি ১১ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করেন। অনন্তর "গোপীনাথ মম নিবেদন শুন"-গীতটী কীর্ত্তনান্তে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৯ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৭শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৭৮, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৭২, মঙ্গলবার { ২৭৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ গোবিন্দ, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::(•)::——

কোন বস্তু-বিষয়ের জ্ঞান লাভ দুই প্রকারে সাধিত হয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞানজ ব্যক্তিগত ধারণায় বা সমষ্টিগত ধারণায় আরোহপন্থাক্রমে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে যে বস্তুর কল্পিত প্রতিফলন, তাহা একপ্রকার জ্ঞান বটে, কিন্তু উহা দ্বারা বাস্তবসত্য বস্তু নির্ণীত হয় না। বাস্তবজ্ঞান সাক্ষাৎ সেই নিত্যসত্তাবান্ বস্তু হইতে নির্গত হইয়া আমাদের প্রাক্তন জ্ঞান বা ধারণার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেমন, সূর্য্যের নিকট হইতে আলোক আগমন করিয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয়, তখন তাহার দ্বারা যে সূর্য্যদর্শন করা যায়, তাহাই সূর্য্য-সম্বন্ধে বাস্তব-জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, - বাস্তবজ্ঞানই বেদ্য।

ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা বস্তু-বিষয়ক বাস্তব জ্ঞান নহে। যেমন, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' যদি কোন কাব্যরসে অনধিকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরিপক্ব-বুদ্ধি বালকের হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে সে ঐ কবির কাব্যের কোনই মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু তাহাই যদি আবার কোন পরিণত-বয়স্ক, পরিপক্ববুদ্ধি কাব্যবিষয়ে অধিকারী ব্যক্তির আলোচনার বিষয় হয়, তাহা হইলে কবির কাব্য যথার্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

জগতের জ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল, কালক্ষোভ্য, উহা অভিজ্ঞতা ও সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। বালকের জ্ঞান হইতে যুবার জ্ঞান অধিক, যুবার জ্ঞান হইতে প্রৌঢ়ের জ্ঞান, প্রৌঢ়ের জ্ঞান হইতে বৃদ্ধের জ্ঞান, অশীতি-বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ হইতে শতবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের জ্ঞান অধিক। আবার শতবৎসর পরমায়ু অপেক্ষা যদি কোন ব্যক্তি সহস্রবৎসর পরমায়ু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান পূর্ব্ব ব্যক্তির জ্ঞান অপেক্ষা অধিক হইবে, আবার তাহা অপেক্ষা কেহ যদি দশসহস্রবৎসর পরমায়ু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান আরও অধিক হইতে পারে। এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া যিনি যত জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহার জ্ঞান সেই পরিমাণে অধিক হইতে থাকিবে এবং পূর্ব্ব জ্ঞান ক্ষুদ্র, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ, নানাপ্রকার দোষযুক্ত বলিয়া উপলব্ধ হইবে। সুতরাং যে জ্ঞান এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ ও কালক্ষোভ্য, সেইরূপ জ্ঞান কখনও আমাদিগকে বাস্তব-জ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দিতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানের নাম অধিরোহ বা অক্ষজজ্ঞান।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৩২) এই অধিরোহ-জ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

> যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
> স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
> আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
> পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অধিরোহবাদীর ধারণা এই যে, উপায়ের দ্বারা লভ্য উপেয় বস্তু লাভ হইলে উপায় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের উপায় ও উপেয়ে ভেদ আছে, এমন কি, উপায় এত দূর অনিত্য ক্রিয়াবিশেষ যে, উপায়ের হাত হইতে কোনপ্রকারে পরিত্রাণ পাইলেই 'রক্ষা পাইয়াছি' বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন।

সূর্য্য হইতে আলোক নির্গত হইয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয়, তখন ইহাতে কোন বাধা নাই, ইহা নির্বাধ জ্ঞান। বহুদূরে সূর্য্য অবস্থিত থাকিলেও যেখানে সূর্য্য আছে, সেই স্থান হইতেই যখন আলোক নির্গত হইয়াছে, তখন সত্যের অপলাপ বা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। বাস্তব বস্তুর জ্ঞানটী আমার নিকট অবতরণ করিয়া আমাকে বাস্তব বস্তু দর্শন করাইতেছে, ইহারই নাম—অবরোহবাদ।

নীচ হইতে উপরে উঠা অর্থাৎ জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া, জাগতিক অভিজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়সম্পত্তি লইয়া উপরের বস্তু দেখিবার প্রয়াসের নাম—আরোহবাদ, উহার দ্বারা বস্তুর বাস্তব জ্ঞান হয় না। বস্তু অনেক সময়ে কল্পনার ছাঁচে পতিত হওয়ায় কাল্পনিক জ্ঞান উদয় করায়।

বাস্তব বস্তু—স্বতঃ-কর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু যখন উপর হইতে নীচে অবতরণ করিয়া নিজে তাঁহার নিজের স্বরূপ অবিকৃত নির্ব্বাধরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন, তখনই বস্তু-বিষয়ে বাস্তব-জ্ঞান লাভ হয়, ইহারই নাম—অবরোহবাদ বা অধোক্ষজজ্ঞান।

'আত্মার নিত্য বৃত্তি'-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগের সর্ব্বপ্রথমে 'আত্মা' কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। 'আত্মা'-শব্দের অর্থ—'আমি'। এই 'আত্মা' বা 'আমি' বিচার করিতে গিয়া প্রথমমুখে বহির্জ্জগতের বিচার এই হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান্ ক্ষিতি অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম-নির্ম্মিত স্থূলদেহ-ই "আমি"। 'স্থূলদেহ-ই আমি' ইহা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় আমরা স্থূলশরীরকে নানাপ্রকারে সাজাইয়া থাকি, ভাল খাওয়া দাওয়া থাকার জন্য ব্যস্ত হই। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" ইহাই তখন আমাদের বৃত্তি বা ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

যখন আমরা কেবলমাত্র স্থূলশরীরকেই "আমি" মনে না করিয়া স্থূলশরীরের মধ্যে যে একটু চেতনের বৃত্তি আছে অর্থাৎ স্থূলশরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের মিশ্রভাবকে বা চিদাভাসকে যখন আমাদের "আত্মা" বলিয়া মনে হয়, তখন আমরা সূক্ষ্মশরীরকেই "আমি" বলিয়া বিচার করি এবং নানাপ্রকার বাহ্য ক্রিয়া-কলাপাদির দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের উন্নতিবিধান-কল্পে যত্ন করিয়া থাকি। তখন আমাদের বিচার উপস্থিত হয়,—'কেবল নিজ স্থূলশরীরেই "আমিত্ব" আবদ্ধ না করিয়া ঐ "আমিত্ব"কে কিছু বিস্তার করা যাউক।' তখন আমরা ভাবি,—হৃদয় বিশাল করা কর্ত্তব্য, পরোপকার-ব্রত, জগদ্বাসীর স্থূলশরীরের উপকার, স্থূলশরীরের সেবা শুশ্রূষা ও রক্ষার জন্য দাতব্যচিকিৎসালয়, সেবাশ্রম প্রভৃতি খোলা আবশ্যক, সমাজ সংস্কার করা কর্ত্তব্য, দেশের স্বাধীনতা-লাভ করা দরকার, সত্যকথা বলা কর্ত্তব্য, পাঁচটা লোককে খাওয়ান-দাওয়ান একটা ভাল কাজ, সামাজিক বিধি-বিধান করা কর্ত্তব্য, অশান্তি নিবারণ করা আবশ্যক, নীতিপরায়ণ হওয়া উচিত, সূক্ষ্ম-শরীরের উন্নতি, পরিপুষ্টি এবং ভোগের জন্য বিদ্যাভ্যাস, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার বা শাস্ত্রাদির আলোচনা করা আবশ্যক'—এইরূপ নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ তখন আমাদের বৃত্তি বা স্বভাব হইয়া পড়ে। যখন আমরা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকেই "আত্মা" বলিয়া মনে করি, তখন ঐসকল ক্রিয়াকলাপই আমাদের নিত্য বৃত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ও তদনুগ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরকে "আত্মা" বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই,

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দুইটী উপাধি বা 'অনাত্মবস্তু'। আত্মা—অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল, দেহ ও মন—পরিবর্ত্তনশীল। মনের ধর্ম্ম পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রণয় বিরাজিত। স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত না হইলে প্রণয়। প্রত্যমুহূর্ত্তে আমরা দেহ এবং মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। প্রতি মুহূর্ত্তে দেহ-পরমাণুসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নবপ্রসূত শিশুর দেহ, পঞ্চম বর্ষীয় বালকের দেহ, যুবার দেহ, প্রৌঢ়ের দেহ, বৃদ্ধের দেহ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের মনের অবস্থাও প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাতঃকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, প্রদোষের মন, রাত্রিকালের মন এবং নিশীথের মনের অবস্থায় পরস্পর ভেদ। এই স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় 'আমি'-বস্তুকে আবরণ করিয়া অন্য একটী কিছু প্রদর্শন করিতেছে। আমরা যদি ধান্যক্ষেত্রে ধান্যের সহিত সম্বর্দ্ধিত শ্যামাঘাস ও মুস্তক প্রভৃতি আগাছাগুলিকে দূর হইতে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে উহার দ্বারা যথার্থ বস্তু-নিরূপণ হইল না। ধান্যক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন করিলে উহাকে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিবার সার্থকতা হইবে।

অচেতন ও চেতনের বৃত্তি একত্র সমাবেশ বর্ত্তমানে মিশ্র চেতনাভাসকে আমরা অনেক সময় 'আমি' বলিয়া মনে করি। কিন্তু চেতন স্বতঃকর্তৃত্ব-বিশিষ্ট। যদি মনই 'আমি' হইত, তাহা হইলে মন—'আমি যাহা নই' তাহা আমাকে মনে করাইতেছে কেন? মন ত' চেতনের আলোচনা করে না, মন ত' সর্ব্বদা অচেতন বস্তু দর্শনে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। মন কেবল চেতনধর্ম্মাবলম্বী নহে,—অচেতন ধর্ম্মের সহিত সম্যক্ সংমিশ্রণে কেবল চেতন ধর্ম্মযুক্ত বস্তুদর্শনে অসমর্থ। 'আত্মা' কখনও 'অনাত্মা'র অনুশীলন করে না। আত্মবস্তু—নিত্যবস্তু, অপরিণামী বস্তু। মনই যদি আত্মা বা 'নিত্যবস্তু' হইত তাহা হইলে আমি এক সময়ে মূর্খ, এক সময়ে পণ্ডিত, এক সময়ে নিদ্রিত, এক সময়ে জাগরিত বা থাকি কেন? আত্মার ত' কখনও অচৈতন্য'ও নাই।

আত্মার বৃত্তি একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন। আত্মবৃত্তিতে অন্য কোনপ্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তি বা ধর্ম্মের অপব্যবহারহেতু পরমাত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে মমতানিবন্ধন আমাদের আত্মার বৃত্তি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি সুপ্ত'—এ কথাও ঠিক নয়। কারণ, চেতনের বৃত্তি কখনও সুপ্ত থাকে না। চেতনের বৃত্তি সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল, তবে যখন আত্মার বৃত্তির দ্বারা আত্মানুশীলন হইতেছে না, তখন আত্মার বৃত্তি বিপথগত হইয়াছে, জানিতে হইবে। তখনও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অন্যত্র বস্তুতে ধাবিত হইয়াছে, এইমাত্র। যেমন, আমরা যদি 'কাশীতে যাইব' মনে করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত না হইয়া শিয়ালদহে উপস্থিত হইয়া দার্জ্জিলিং-এর গাড়ীতে চড়িয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের ষ্টেশনে যাওয়া হইল, গাড়ীতে চড়া হইল, সর্ব্ববিধ শারীরিক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌছান হইল না। আমাদের আত্মার বৃত্তিটী ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, কিন্তু অনাত্মবস্তুতে নিযুক্ত হওয়ার দরুণ বিপথগত হইয়া পড়িয়াছে। আত্মার বৃত্তি আছে, কিন্তু তাহার অপব্যবহার হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমানে চেতনের বৃত্তিদ্বারা দর্শন-স্পর্শনাদি ব্যাপার নশ্বর বিষয়ে নিবদ্ধ রহিয়াছে। 'আমি' বা আত্মার অনুশীলনীয়—একমাত্র "পরম" "আত্মা" অর্থাৎ "পরম-আমি," কিন্তু বর্ত্তমানে পরবস্তুর অনুশীলন না হইয়া অ-পর বস্তুর অনুশীলন হইতেছে। ঘ্রাণ এখন দুর্গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, চক্ষু কুরূপ দর্শন করিতেছে, ভগবানের শ্রীরূপ-দর্শনে সমর্থ হইতেছে না। বৃত্তির প্রয়োগে ভুল হইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানে 'আমার সুখ' ও 'আমি'—এই উভয়ের মধ্যে যে মিত্রতা, তাহা কাল্পনিকমাত্র। আমি যদি প্রকৃতপক্ষে সুখের অধিকারী হই, আমাকে সুখাধিকার হইতে কে বঞ্চিত করে? সুন্দর দন্ত, প্রখর দৃষ্টিশক্তিযুক্ত চক্ষু—সব নষ্ট হইয়া যায় বার্দ্ধক্যে স্পর্শশক্তিও কম হইয়া পড়ে। ঐসকল ইন্দ্রিয়ের সুখ হইতে আমাকে কে বঞ্চিত করে? আমরা অর্থাৎ মন আমাকে ক্ষণিকের জন্য আনন্দ প্রদান করিয়া পর-মুহূর্ত্তেই আনন্দের অভাব আনিয়া দেয় কেন?

যাহারা দেহ ও মনের দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সেবা করে, তাহাদের জন্য সমুচিত দণ্ড অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হইবে। নিত্য-সিদ্ধির অপব্যবহার করার দরুণ এইরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে যখন কেহ কৃপা করিয়া আমাদের দুর্দ্দশার কথাগুলি জানাইয়া দেন, যখন আমরা কায়মনোবাক্যে সেই মহানুভবের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎসেবায় উন্মুখ হই, তখনই আমাদের মঙ্গলোদয়ের কাল উপস্থিত হয়,—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৮)

অনাত্মবৃত্তিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়া যদি আত্মার বৃত্তি হইত, তাহা হইলে সকলই আমার সঙ্গে গমন করিত। আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম ধারণা এবং আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এখানেই পড়িয়া থাকে।

তবে আত্মার বৃত্তি কি?—এই অনুসন্ধান আমাদের চিত্তে উপস্থিত হয়। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ বলেন,—কেবল চেতনাভাস বা চিন্মাত্রই আত্মার বৃত্তি। অবশ্য যে চিন্মাত্রোপলব্ধিতে জড়নিরাসপূর্ব্বক অপ্রাকৃতত্ব স্থাপিত হইয়াছে, সেই চিন্মাত্রে দোষ নাই, কিন্তু যে চিন্মাত্রে চিৎএর বিলাস নাই, তাহাকে নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। পরমাত্মার সহিত আত্মার বিলীন হইয়া যাওয়ার বিচারে আত্মার কোন ক্রিয়া থাকে না। আত্মা চেতনধর্ম্মযুক্ত, চেতনের ক্রিয়া অর্থাৎ চিদ্বিলাস না থাকিলে আত্মার বিনাশমাত্র সাধিত হয়। ঐরূপ কাল্পনিক চিন্মাত্রের সহিত প্রস্তরতার ভেদ কোথায়? রূপদর্শন, ঘ্রাণ গ্রহণ ও শব্দ-শ্রবণাদির জন্য আনন্দের উদয় হয়। যেখানে চেতনের ক্রিয়া থাকে না, যেখানে আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন ক্রিয়ার নিত্য অবস্থান নাই, সেখানে আনন্দের উপলব্ধিই কোথায়? 'ত্রিগুণাত্মক আমি' দোষযুক্ত বটে, কিন্তু 'ত্রিগুণাতীত আমি' পরম প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় বস্তু।

উপাদেয়ের সহিত অনুপাদেয়ের সাম্য-বিচারে যদি উপাদেয় বস্তু পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা ত' প্রস্তরাদি অচেতনবস্তুতেও রহিয়াছে। দোষ নিরাকরণ করিতে গিয়া সদ্গুণেরও নিরাকরণ করিতে হইবে—এইরূপ যুক্তি বা চেষ্টা মূর্খতা বা আত্ম-বঞ্চনামাত্র। আমার একটী ফোঁড়া হইয়াছে, আমি কোন বৈদ্যের নিকট গমন করিয়া আমার ফোঁড়া নিরাময়ের জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, 'তুমি গলায় ছুরি দাও, তাহা হইলে ফোঁড়ার যন্ত্রণা হইতে চিরনিবৃত্তি লাভ করিতে পারিবে।' ফোঁড়া আরোগ্য করাই আমার দরকার, আত্মবিনাশ আমার আবশ্যক নহে। মায়াবাদিগণ ফোঁড়া নিরাময় করিতে গিয়া আত্মবিনাশ করিয়া ফেলেন। এই অচিদ্ বৈচিত্র্যযুক্ত পৃথিবীর অসুবিধারই চিকিৎসা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্য নষ্ট করিতে হইবে—এইরূপ বুদ্ধি মূর্খতা মাত্র। ভক্তগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন না। 'আমি'র বৃত্তি—চেতনবৃত্তি নষ্ট করা বিহিত হইতে পারে না। 'আমি' নয় যে বস্তু, তাহার বিনাশ হউক। চেতনের বৃত্তি আত্মবিনাশকে সর্ব্বপ্রকারে নিষেধ ও ধিক্কার করিয়া থাকে। আত্মবিনাশরূপ কাল্পনিক শান্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তি চাহেন না। পরমাত্মার অনুশীলনই আত্মার নিত্যা বৃত্তি।

আরোহবাদ দ্বারা লব্ধ নির্ব্বিশিষ্ট ভাব নাস্তিকতা মাত্র, উহা 'ধর্ম্ম'-শব্দবাচ্য নহে,—ধর্ম্ম-চাপা-দেওয়া কথা মাত্র।

অনাত্মার বস্তুর দোষ আত্মবস্তুর মধ্যে গণনা করা, অচিদ্বিলাসের হেয়তা চিদ্বিলাস-মধ্যে কল্পনা করা—অতিরিক্ত বাক্যবিন্যাস বা প্রজল্প মাত্র। দেহ ও মনের অনুশীলন 'নিত্যবৃত্তি'-শব্দবাচ্য নহে। 'আমি' জিনিসটী 'আমার' অনুসন্ধান করে—'আত্মা' 'পরমাত্মার' অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

'কর্ম্ম', 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' কখনই সমান নহে। প্রত্যেক বিষয়ই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয়কে আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সহিতই কর্ম্মের সম্বন্ধ, অভিধেয়—দান, পরোপকার, নিত্যনৈমিত্তিকাদি সৎকর্ম্ম, আর প্রয়োজন—স্বর্গাদি-লাভ। জ্ঞান স্থূলদেহকে ধিক্কার প্রদান করিয়া অচিদ্-ধারণায় ভোগ্য দৃশ্যে মমতা করিয়া মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, শম-দমাদি সাধন সম্পদ্, ঐহিক পারত্রিক ফল-ভোগে বিরাগ—এইসকল জ্ঞানের অভিধেয় বা সাধন, আর প্রয়োজন—অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মুক্তি। ভক্তি শুদ্ধজীবাত্মার নিত্যা স্বরূপবৃত্তি। সুতরাং ভক্তির সহিত একমাত্র পূর্ণচিদ্বিগ্রহ সেব্যতত্ত্ব শ্রীভগবানেরই সম্বন্ধ, অভিধেয়—সাধন-ভক্তি, প্রয়োজন—প্রেমভক্তি।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—এই তিন জনের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনে পরস্পর আকাশ-পাতাল-ভেদ। যেখানে মূল বস্তু প্রয়োজনেই ভেদ, সেখানে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—সকল কিরূপ সমান হইবে? ভক্তের প্রয়োজন নিত্য নমতামূলক কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর প্রয়োজন নশ্বর মূঢ়তামূলে স্বার্থপরতারূপ অনাত্মপ্রীতি। কর্ম্মীর বিচারে স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহই আত্মা। জ্ঞানী দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া যে আত্মারামতা সিদ্ধ হয়, তাহাকেই চরম ফল মনে করেন।

অনাত্মচেষ্টায় জ্ঞানীর, আত্মারামতা চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যাভাবে প্রেমের বিরোধী। তাৎপর্য অভাবই প্রেমের লক্ষণ, সেই প্রেম ভক্তির ফল, মোক্ষাদি ভক্তির অবান্তর ফলমাত্র। ভক্তই প্রকৃত প্রস্তাবে আস্তিক, কেন না, তিনি আদি, মধ্য ও চরমে সর্ব্বদাই শ্রীভগবান্‌কে সেব্যপুরুষরূপে উপলব্ধি করেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ভগবান্‌কে প্রথমাবস্থায় মুখে স্বীকার করিলেও চরমে তাঁহার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, কেহ বা তাঁহাকে পদাঘাত (?) করার বিচারবিশিষ্ট হন। ভক্তের সহিত ভগবানের নিত্য

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

পরিচয়, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সহিত পাঃ-পরিচয়ের ভাণ। এই ত' গেল ঠিক ঠিক কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের কথা। আজকাল প্রায়ই যাঁহারা নিজদিগকে কর্ম্মী, জ্ঞানী বা ভক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা প্রায়ই পাঁচমিশালী মনোধর্ম্মী, মনের খেয়ালত ইঁহাদের এক একটী মত বা পথ। এইসকলে কপটতা ছাড়া আর কিছুই নাই।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::•:—

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-তিথিপূজা-মহোৎসব

গত ২৫শে মাঘ, শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীধামসুধাকরের নিজজন নিত্যলীলা প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-তিথিপূজা-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে তদীয় পূত চরিত আলোচনা ও পাঠ-কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিকের পর বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত সজ্জন, ভদ্রমহিলা ও শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীআবির্ভাবহরণ-নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক তথায় শুভাগমন করিলে তাঁহার কৃপানির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ঔড়ুলোমী মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শ শরণাগতি-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সন্ধ্যারাত্রিকের পর পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে যথাক্রমে শ্রীপাদ নিতাইদাস প্রভু, শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু প্রভু, শ্রীপাদ বিহারীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু, শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর ভক্তিপ্রসাদ প্রভু, শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব প্রভু ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নয়নকৃষ্ণ বিদ্যানিধি প্রভু-প্রমুখ বৈষ্ণবগণ বক্তৃতা প্রদানমুখে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুণমহিমা ও কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীযোগপীঠে হরিকীর্ত্তন

গত ১৮ই মাঘ, রবিবার, মাঘী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীশচীর অঙ্গনে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি নিরপেক্ষ স্বরূপ-মুখে শ্রীদামোদর পণ্ডিতের বাক্যদণ্ডের তাৎপর্য্য প্রভুর কার্য্যের সমালোচক বলিয়া শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে শ্রীমায়াপুরে প্রেরণ, শ্রীশচীমাতার শুদ্ধবাৎসল্য সেবায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতি ও তাঁহার বশ্যতা-স্বীকার, ব্যবধানরহিত শ্রীনাম ও নামাভাসের ফল, উচ্চ হরিনাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শুদ্ধভজনে গৌরহরির আনন্দ, তৎকর্ত্তৃক স্বয়ং ভক্তগণের নিকট হরিদাসের গুণাবলি, রামচন্দ্র খান-প্রেরিত বেশ্যার শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় উদ্ধার-লাভ, নামাচার্য্য জগদ্গুরুর মায়ার কঠিন পরীক্ষা ও কৃষ্ণাত্মক শ্রীনামপ্রভুতে অনন্য নিষ্ঠা, শ্রীনাম দীক্ষার তাৎপর্য্য, কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবের স্ত্রী পুরুষাভিমানে ভোগপ্রবৃত্তি, নাম চালান কপাত সেই হরিবিমুখতা হইতে উদ্ধারোপায় হরিগুরুবৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী ব্যক্তি নামাপরাধী, কোটি কোটি জন্ম সাধন করিয়াও নামাপরাধী নামফল প্রেম লাভ করিতে পারে না ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে পঞ্চতত্ত্ব, ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
২০শে মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবানায়কতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সাহায্য করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয় ও চাঁদকাজীর সমাধি,)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, খোলডাঙ্গা, মেধারচর, বেলপুকুর) ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মধ্যগঙ্গা, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা, মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর ইদ্রাকপুর গঙ্গের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব ও

১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, ভক্তিময়ূখ ভাগবতশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া —এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

গয়ামঠে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথিপূজা মহোৎসব

গত ১৬ই মাঘ, শুক্রবার গয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-পূজা মহোৎসব নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

তৎপর দিবস সমাগত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভৈমী-একাদশী, শ্রীবরাহ-দ্বাদশী ও শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-তিথিপূজা পাঠ ও সংকীর্ত্তনাদিমুখে সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ভৈমী-একাদশী দিবস প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত আলোচিত হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

শ্রীবরাহদ্বাদশী দিবসও প্রাতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী আলোচনা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবান্ শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব, হিরণ্যাক্ষ-বধ, দেবগণের শ্রীবরাহস্তব ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি দিবস প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। মধ্যাহ্নে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কীর্ত্তিত হরিকথা আলোচিত হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-বাসরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য, নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমা আলোচিত হয়।

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হইবে। এই শ্রীধাম পরিক্রমা পাদসেবনের অন্তর্গত। কায়মনোবাক্যে শ্রীধামস্বরূপ ও তদন্তর্গত স্থানসমূহে নিষ্কপট কৃপাভিখারী ও দীনহীন আকারে হইয়া পদব্রজে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অর্থাৎ শিবিকাদি যোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদানপূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমা করা অপরাধ ও অনুচিত। সেইজন্য কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অসমর্থ পক্ষে পরিক্রমার পূর্ব্বে বা পরে তাঁহারা নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতে পারেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃঃঃঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	৷৷০	১৷৷০	
" " সিকি কলম	৫৲	[illegible]৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম		৭৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি লাইন		৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৬৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় বিমান-আক্রমণ সতর্কতা

কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট এ পর্য্যন্ত উক্ত সমিতির মধ্যে বিভিন্ন স্থানে মোট পাঁচ মাইলের উপর বিমান-আক্রমণ আত্মরক্ষা-পরিখা খনন করিয়াছেন এবং এই কাজের মধ্যে খনন করার উদ্দেশ্যে আরও প্রায় পাঁচ মাইল স্থান ঠিক করিয়াছেন। পরিখা-সমূহের কতকগুলি পার্কসমূহে ও প্রকাশ্যস্থানে এবং কতকগুলি বা ব্যক্তিদিগের খোলা জায়গায় খনন করা হইয়াছে। পরিখাসমূহের প্রত্যেকটিতে জল রাখিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

সম্ভাব্য বিমান-আক্রমণে আহত রোগীদের জন্য কলিকাতা সহরের ও সহরতলীর বিভিন্ন হাসপাতালে ৮০০৩টি বেড সংরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই বেডগুলি ভাগ বাঁটোয়ারায় সহর ও সহরতলীর মোট জনসংখ্যার প্রতি ৪৪২ জনের জন্য একটি বেডের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে বলিয়া মোটামুটি হিসাব ধরা হইয়াছে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও শত্রুপক্ষের কার্য্যের ফলে যদি কোন হাসপাতাল নষ্ট হইয়া যায় বা ধ্বংস হয়, তবে সেক্ষেত্রে আরও অতিরিক্ত এক হাজার বেড সংরক্ষিত রাখার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১০৮৪৮০৲ টাকা ব্যয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার ব্যবস্থা হইতেছে।

মিশরে নূতন নির্ব্বাচন

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী নূতন প্রধানমন্ত্রী নাহাস পাশা ঘোষণা করেন, "পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে; আমরা বর্ত্তমান পদ্ধতিতে শাসন করিব না, আমরা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত পার্লামেণ্ট চাহিতেছি।" নাহাস পাশা আশ্বাস দেন যে, উভয় পক্ষে সাথে মিলিত হইয়া বিশ্বস্তভাবে ইঙ্গ-মিশরী সন্ধি পালন করিবেন।

বৃহত্তম সামরিক বিমান

একটি নূতন মার্কিন সামরিক বিমানের নক্সা গোপনে সংগ্রহ করায় অভিযোগে জনৈক ব্যক্তির গুপ্তচরের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে এক মামলার শুনানী উঠিয়াছে। গুপ্তচরবৃত্তি যে বিমানের নক্সা হস্তগত করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, উহা চার এঞ্জিনযুক্ত বি ১৯ সংখ্যক বিমান; এই নূতন বোমারু সর্ব্বাপেক্ষা বড় সামরিক বিমান। ৮০ টন ওজনের বোমা লইয়া উহা আটলাণ্টিক পার হইতে পারে। সৈন্যবাহী বিমানরূপে ইহা ১২৫ জনকে বহন করিতে সক্ষম।

অভিযুক্ত ছয়জন অপরাধী সাব্যস্ত হইলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, কারণ তাঁহারা যখন গ্রেপ্তার হন, তখনও পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধ বাধে নাই।

মিশরে নূতন মন্ত্রিসভা

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী নূতন প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা বৃটিশ দূত স্যার মাইলস ল্যাম্পসনের নিকট এক পত্রে বলিয়াছেন যে তিনি যে ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত হইয়াছেন তাহা এই যে, ইঙ্গ-মিশরী সন্ধি কিংবা স্বাধীন দেশ হিসাবে মিশরের অস্তিত্ব বৃটেনকে মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে পারে না। নাহাস পাশা এই আশাও ব্যক্ত করেন যে, স্যার মাইলস ল্যাম্পসন উক্ত সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিকাশের করিয়া এই মত সমর্থন করিবেন।

উত্তরে বৃটিশ দূত এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া ইঙ্গ-মিশরী সন্ধির সর্ত্ত পালন দ্বারা এক স্বাধীন ও মিত্র-শক্তির সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করাই হইতেছে বৃটিশ নীতির ভিত্তি।

মাসিক পত্রের উপর বিক্রয় কর

বঙ্গীয় বিক্রয় আইনের আওতা হইতে মাসিকপত্রসমূহ বাদ দেওয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের এক ডেপুটেশন বাঙ্গলা-সরকারের অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জির সহিত সেক্রেটারীয়েট ভবনে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষের নেতৃত্বে শ্রীযুত রামানন্দ চ্যাটার্জ্জি এবং সহরের সম্ভ্রান্ত সাময়িক পত্রকার প্রতিনিধি ডেপুটেশনে গিয়াছিলেন।

ডেপুটেশন যুক্তি দেখান যে, সাময়িক পত্রিকাগুলি যখন সংবাদপত্র বলিয়া স্বীকৃত হন, তখন মাসিকপত্রসমূহ এই বিলের আওতা হইতে বাদ না দেওয়ার কোন কারণ নাই। অর্থসচিব সহানুভূতি সহকারে ডেপুটেশনের বক্তব্য শ্রবণ করেন, এবং এই আশ্বাস দেন যে, গবর্ণমেণ্ট অনুকূল মনোভাব লইয়া ডেপুটেশনের যুক্তিগুলি বিবেচনা করিবেন।

অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জে এন তালুকদার আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১০ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৮শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার { ২৭৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ গোবিন্দ, ম্বাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

আমার দুর্দ্দৈবের কথা

(৩)

ইতঃপূর্ব্বে আরও দুইটি প্রবন্ধে আমার দুর্দ্দৈবের কিছু কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছি। আজ হইতে পুনরায় আমার অন্যান্য দুর্দ্দৈবের কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণব-চরণে নিবেদন করিবার প্রয়াস করিতেছি।

"শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
মো হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥"

আমার ন্যায় পতিতাধমের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কোন মহাজন আমার আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের উপায়স্বরূপ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে আত্মমঙ্গলের এই যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—তাহাই আমার একমাত্র ভরসা।

সাধু-গুরু-শাস্ত্র-বাক্যে শুনিতে পাই,—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ", "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ", "অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে," "বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ চিন্তিব সতত আমি," অর্থাৎ বিষ্ণু'কে সর্ব্বদাই স্মরণ করিতে হইবে, মনকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে,—ইহাই আমার প্রতি আত্মমঙ্গলোপদেশ। কিন্তু "মন যে পাগল মোর। না মানে শাসন, সদা অচেতন, বিষয়ে রয়েছে ঘোর॥" জানি না, কোন্ জন্মের কোন্ সুকৃতির ফলে এমন সদ্গুরুপাদপদ্মের, তদনুগ এমন বিমল বৈষ্ণবগণের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ পাইয়াছি—যাঁহারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় কায়মনোবাক্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মচিন্তা, শ্রীকৃষ্ণ-নাম গুণাদি কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিয়া, আমার ন্যায় অনর্থযুক্ত সেবাবিমুখের কায়-মনোবাক্যকেও সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা, কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তা ও কৃষ্ণ-নাম-গুণাদি কীর্ত্তনে নিযুক্ত রাখিবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতেছেন, কিন্তু হায়! আমি এমনই দুর্ভাগা যে, সর্ব্বোপরি আমার দুষ্ট মন আমাকে কিছুতেই আমার ইহ-পর-কালের একমাত্র পরম বান্ধব, পরম হিতৈষী শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের উপদেশ বা পরামর্শ গ্রহণ করিতে দিতেছে না।

প্রকৃতপক্ষে আমার সর্ব্বপ্রধান শত্রু কে?—এই প্রশ্নের উত্তর-সম্বন্ধে আমি স্থিরচিত্তে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, আমার দুষ্ট, শয়তান মনটাই আমার যত অধিক শত্রুতা বা হিংসার কার্য্য করিতেছে, অন্তরে বাহিরে এরূপ শত্রুতা বা হিংসার কার্য্য আর কেহই করিতেছে না। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥" "শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥" অর্থাৎ যাঁহারা সত্যসত্যই নিষ্কপটভাবে সর্ব্বক্ষণ কেবল কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণনাম-গুণ কীর্ত্তন করিতে চান, বাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বাহিরে মহান্তগুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামী গুরুরূপে সর্ব্বক্ষণ উপদেশ, পরামর্শ, বুদ্ধিযোগ প্রভৃতি প্রদানের দ্বারা তাঁহাদের সেই মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

পতিতপাবন, দয়ার সাগর, দীনবন্ধু, দীন-দয়াময় কৃষ্ণ আমার ন্যায় দীনহীন অধম পতিতকে এই সংসার দুঃখ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া তদীয় অশোক-অভয়-অমৃতাধার, কোটীচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে স্থান প্রদান পূর্ব্বক সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত করিয়া আমার পরম মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে বাহিরে মহান্তগুরুরূপে, আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিগুরুরূপে স্বয়ং আচরণ ও উপদেশ, পরামর্শ ও বুদ্ধি প্রদানাদির দ্বারা আমার আত্মমঙ্গলবিধানের কত সুযোগ সুবিধা-প্রদানের জন্য প্রস্তুত আছেন, কিন্তু আমার দুষ্ট মন কিছুতেই তাহা স্বীকার বা বিশ্বাস করিতে চাহে না।

আমি মুখে সকলের নিকট বলিয়া থাকি,—'শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে একমাত্র হরিভজন—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা—শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের নামগুণাদি কীর্ত্তনই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট হইয়াই আমি গৌড়ীয়-মিশনে, শুদ্ধভক্তমঠে বা গুরুগৃহে বাস করিতেছি। এই গুরুগৃহে বা শুদ্ধভক্তমঠে যে গুরুবৈষ্ণবগণ অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা গোবিন্দের বিশ্রাম, তাঁহারা গোবিন্দের প্রাণ। আমার যে একমাত্র উদ্দেশ্য সর্ব্বক্ষণ গোবিন্দ ভজন, গোবিন্দ-সেবা, গোবিন্দের নাম-গুণাদি কীর্ত্তন—আমার সেই মনোবাসনা একমাত্র এখানকার শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই কৃপাপূর্ব্বক পূর্ণ করিতে পারেন, তাঁহাদের কৃপায় আমার এই মনোবাসনা পূর্ণ হইবে—এই বিশ্বাসেই আমি মঠে বাস করিতেছি।' আমি যখন পাঠ-কীর্ত্তনাদি করি বা অপরের নিকট হরিকথা বলি, তখনও উচ্চকণ্ঠে সকলকে বলিয়া থাকি,—'বর্ত্তমানকালে পরমার্থ-জগতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব জগদ্গুরুর কার্য্য করিতেছেন—তিনি ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণই যথার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা, শুদ্ধভক্তির কথা, আত্ম-মঙ্গলের কথা স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক জগতে প্রচার করিতেছেন। সুতরাং আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রই ইঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত কখনও আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারিবেন না।'

আমি যে শুধু অপরকে উপদেশ-প্রদান-কালে এইপ্রকার কথা বলিয়া থাকি, নিজের আচরণে তাহা কিছুই প্রদর্শন করি না,—এরূপ নহে, আমি নিজেও গৌড়ীয়মিশনে প্রবেশ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম-শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক নাম-মন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছি, মঠে বা গুরুগৃহে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গণের আনুগত্যে বাস করিতেছি, তাঁহাদের কত সেবা করিতেছি, দিবারাত্র কত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করিতেছি, বহির্দৃষ্টিতে আমার দিক্ দিয়া এইসব আদর্শ-প্রদর্শনেরও বিশেষ ত্রুটী লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু পরদুঃখদুঃখী অনর্দ্দোষদর্শী দয়া-বিতরণকারী সর্ব্বদাবাজ শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের আচরণ ও উপদেশে যখন আমার এইপ্রকার গৌড়ীয়-মিশনে, শুদ্ধভক্তমঠে বা গুরুগৃহে বাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্য, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে বিশ্বাস, শরণাগতি, শ্রদ্ধা, অনুরাগ, নিষ্ঠা, প্রীতি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা, হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের প্রকৃত স্বরূপ নগ্ন করিয়া প্রকাশ করিয়া দেন, তখন আমি লজ্জায় ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে।

পড়ি এবং আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এহেন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকেও তখন আমার অনিষ্টকারী শত্রু ভাবিয়া থাকি।

শ্রীকৃষ্ণভজন বা শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব-সেবাই যদি আমার একমাত্র আত্মমঙ্গল বা পরমমঙ্গলের কার্য্য বলিয়া আমি দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া থাকি, আর 'বহু জন্মের সুকৃতির ফলে আমি বর্ত্তমানে সেইপ্রকার গুরু বৈষ্ণবগণের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ পাইয়াছি—যাঁহাদের দর্শন, সঙ্গ ও সেবা-ফলে আমার একমাত্র এই আকাঙ্ক্ষার বিষয়—সর্ব্বক্ষণ হরিভজন বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা অবশ্যই লাভ হইবে', —ইহাতে যদি আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাহিরে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণকে এবং অন্তরে অন্তর্যামী গুরুকেই আমার সর্ব্বক্ষণের একমাত্র নিয়ামক, উপদেশক, পরামর্শদাতা বা পালকরূপে অবশ্যই বরণ করিব। কারণ, আমি মায়া-মোহিত, মূঢ়, অনর্থযুক্ত, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষে সর্ব্বদাই দোষযুক্ত থাকায় আমার প্রকৃত মঙ্গল-অমঙ্গল কি, তাহা আমি ঠিক জানি না। সুতরাং আমার হৃদয়-সিংহাসনের অন্তর্যামী গুরুর আসনে দুষ্ট, শয়তান, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে আমার নিয়ামক, পরিচালক বা পরামর্শদাতৃরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পরামর্শ-অনুসারে চলিলে বা কার্য্য করিলে আমার মন কিরূপে নিজে সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুস্মরণ করিবে?—কিরূপে নিজে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদ-পদ্মে নিবিষ্ট থাকিয়া শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবসেবা বা শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের নাম গুণাদি কীর্ত্তনে আমাকে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিবার পরামর্শ দিবে?

বহু জন্মের সুকৃতির ফলে এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার, হরিভজনের বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার মূল এই নরতনুরূপ সুপটু নৌকা বা হরিভজনোপযোগী দেহ আমি লাভ করিয়াছি, সাধু গুরু বৈষ্ণবগণকে আমার কর্ণধার বা নিয়ামকরূপে পাইয়াছি, তাহার উপর আবার শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবগণের অযাচিত কৃপারূপ অনুকূল বায়ু সর্ব্বক্ষণই আমাকে পরিচালিত করিবার জন্য প্রবাহিত রহিয়াছেন, এবম্বিধাবস্থায়ও আমি আমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক চিদাভাস মনকেই নিয়ামক পরিচালকরূপে বরণ করত তাহার পরামর্শমত চলিয়া ভবসাগরে শীঘ্রই নিমজ্জিত হইবার চেষ্টা করিতেছি। এইপ্রকার দুর্ল্লভ হরিভজনোপযোগী জন্ম এইবার লাভ করিয়াও উহা যে ক্ষণস্থায়ী, এই মুহূর্ত্তেই যে এ জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে,—ইহাও আমি জানি, এরূপ হাজার হাজার দৃষ্টান্তও প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু হায়! তথাপি সময় থাকিতে আমি আমার একমাত্র পরম হিতাকাঙ্ক্ষী অশোক অভয়-অমৃতাধার শ্রীগুরুপাদপদ্মকে— শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকে অন্তরে-বাহিরে আমার পরামর্শদাতা বা নিয়ামকরূপে বরণ করিবার সুবুদ্ধি লাভ করিতেছি না। ইহা কি আমার ভীষণ দুর্দ্দৈবের লক্ষণ নহে?

আমি যে, 'মনটাকে আমার নিয়ামক করিয়া তাহার পরামর্শ-অনুসারে চলিলে বা কার্য্য করিলেই আত্মমঙ্গল লাভ করিব—আমার হরিভজন হইবে—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা হইবে—হরিনাম হইবে—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন হইবে—ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রাতিকূল বিষয় বর্জ্জন হইবে—আমি ভজনোন্নতি লাভ করিব',—এইরূপ স্থির করিয়াছি এবং কার্য্যতঃ যে মনের পরামর্শ বা খেয়াল-অনুসারে সমস্ত ভজন-যাজনের চেষ্টা করিতেছি, সেই মনের স্বরূপ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—"দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—"ভজরে ভজরে আমার মন, অতি মন্দ!", "ভাবনা ভাবনা মন, তুমি অতি দুষ্ট"—প্রভৃতি গীতিতে সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, শ্রীল প্রভুপাদ আমার প্রতি অমায়ায় কৃপা বিতরণ কালে যে মনকে প্রত্যহ এক শত ঝাঁটা দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতে তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমার প্রতি আরও অধিক কৃপা-পরবশ হইয়া যে মনকে প্রত্যহ পাঁচশত ঝাঁটা দিয়া শোধন করিবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন, আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই মনকেই পুনঃ পুনঃ আমার পরামর্শদাতা বা নিয়ামকরূপে বরণ করায় তৎফলস্বরূপ পরিণামে আমি কি-প্রকার অবস্থায় উপনীত হইতেছি, তাহা আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে ক্রমশঃ নিবেদন করিবার প্রয়াস করিব।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

যদি কেহ বলেন যে, 'কর্ম্ম ও জ্ঞান ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে দোষ কি?' তদুত্তর এই যে, যেস্থলে কর্ম্ম শুদ্ধভক্তির সেবায় কৃত হয়, তখন কর্ম্মের অনিত্য-ফল-ভোগাভাবে কর্ম্মত্ব দূর হয়। কেবল কর্ম্ম ও কেবল জ্ঞান নিরপেক্ষ-ভাবে কোন শুভফল উৎপাদন করিতে পারে না, ভক্তির অধীনতা স্বীকার কারণে উহারা সংশোধিত হয়, কিন্তু যদি পরে উহারা আবার ভক্তির আশ্রয়ত্ব পরিত্যাগ করে, তবে উহাদের দ্বারা জীবের বন্ধন বা অধঃপতন হয়। গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়াছেন।

ভক্তিতে আশ্রিত হওয়ার অপর নামই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা। যেখানে কর্ম্ম ও জ্ঞান শুদ্ধভক্তির সেবায় নিযুক্ত হয় না বা বাহিরে লোক দেখান কপট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চরম ভক্তি অর্থাৎ ভগবানের নিত্য সেবাকে ধ্বংস করার বিচারযুক্ত হয়, যেখানে ভগবানের সম্বন্ধ ত্যাগ করা হয়। কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে 'পাষণ্ড' বলিয়া ধারণা না করাই ভগবন্নিষ্ঠার অভাব।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৭।২৮) বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশম্ভু দুর্গাদেবীকে বলিয়াছেন,—

"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"

নারায়ণের ভক্তগণ কাহারও নিকট হইতে ভীত হন না, কর্ম্মীর প্রাপ্য স্বর্গ, জ্ঞানীর প্রাপ্য অপবর্গমুক্তি ও বিকর্ম্মীর প্রাপ্য নরক, —ইহাতে তাঁহারা তুল্যার্থদর্শী। সুতরাং সত্যকথা বলিলে উহা যেসকল মনোধর্ম্মীর রুচির অনুকূল না হয় বা যদি তাঁহারা হৃদয়ে ব্যথা পান, তজ্জন্য তাঁহারা কৃপার পাত্র বটে। সত্যকথা-কীর্ত্তনকারী শ্রীহরির ভক্তগণ কর্ম্মী ও জ্ঞানীর প্রলাপবাক্যে ভীত হন না।

হরিপরায়ণ সাধুগণ প্রাকৃত অস্ত্রদ্বারা কাহাকেও আঘাত করেন না। তাঁহারা "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)—এই ভাগবতীয় বাক্য-অনুসারে শাস্ত্রোক্তিরূপ খড়্গ-দ্বারা মনের ভোগ বা ত্যাগ-পিপাসারূপ ধর্ম্মসমূহকে ছেদন করিয়া থাকেন। হরিভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার সমান আর কিছুই নহে—এই কথা শুনিয়া যাঁহাদের মাথায় আঘাত পড়ে ইহাতে যাঁহারা নানাপ্রকার অশান্তি বা অসুবিধার আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বুঝিতে হইবে। ভক্তির অনুশীলনে বা ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে চিত্ত কখনও অশান্ত হয় না। শাস্ত্র বলেন,—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলই অশান্ত॥"

যাঁহারা রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা চালিত ও আচ্ছন্ন, তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব বা নির্গুণ ক্রিয়াকে তামসিক বলিতেও পশ্চাৎপদ নহে। তাঁহারা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তাঁহারা আজ হউক, কাল হউক জগতে বাদ-বিসম্বাদ ও বক্রতর্কের স্রোতঃ প্রবাহিত করিবেন। নিজবুদ্ধিদোষে তাঁহারা ঐপ্রকার অশান্ত উপস্থিত করিলেও ভক্তগণ তাঁহাদের ক্রোধাগ্নির ইন্ধনস্বরূপ হইবেন না।

— —

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাম্।' (গীঃ ৩।২৬)—এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ কর্ম্মসঙ্গিগণকে অজ্ঞান, মূর্খ বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব-গাথায়ও (ভাঃ ১১। ৩৪৫) কর্ম্মকাণ্ডকে "বালানামনুশাসনম্"—"ছেলে ভুলান মোয়া" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্ত ও ভগবান্ চিরকালই ঐসকল লোককে ভোগা দিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা ভোগায় পড়িয়াছেন ও বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনও ভগবান্ ও ভক্তের ক্রিয়াকলাপের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। আচার্য্য শঙ্কর ভগবানের আদেশে জগতের লোককে একবার ভোগা দিয়া গিয়াছেন। পরোক্ষবাদপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাঁহার ভোগায় পড়িয়াছেন। কৃষ্ণভক্তগণ চতুর, তাই তাঁহারা আচার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইয়া নিত্য ভক্তি যাজন করিতেছেন।

ঠাকুর শ্রীহরিদাস যবনদিগকে ভোগা দিয়াছিলেন—যেমন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু "দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব" বলিয়া যবন-রক্ষককে ভোগা দিয়া শ্রীগৌরহরির সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। মুলুকের পতি যখন ঠাকুর হরিদাসকে বলিলেন—"আপনার শাস্ত্র বল, তবে চিন্তা নাই।" তখন ঠাকুর হরিদাস তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"খণ্ড খণ্ড হই' যদি যায় দেহ, প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

মুড়ি-মিছরি, চিৎ-অচিৎ এক করাকে সমন্বয় বলে না। বস্তুর সম্যগ্‌রূপে সম্বন্ধ নির্দ্দেশের নাম—'সমন্বয়'। দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম সমস্তই এক—এইরূপ প্রলাপকে সমন্বয় বলা যায় না। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস "সবারই একই ঈশ্বর"—এই কথা ঠিকই বলিয়াছেন। ঈশ্বর একজনই, তিনিই অদ্বয়-তত্ত্ব, কিন্তু তিনি অদ্বয়তত্ত্ব হইলেও তাঁহার স্বরূপশক্তি-প্রকটিত নিত্য, অখণ্ড, বৈচিত্র্যময়, অদ্বয় চিদ্বৈভব ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-প্রকটিত হেয় ও অচিদ্বৈভবে আকাশ-পাতালভেদ। ঘেঁটু, মাকাল, সুবচনী প্রভৃতি দেবতা বা নির্ব্বিশেষবাদীর নির্গুণ কল্পনার জাড্য তাঁহার অন্তরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত স্বাংশবিলাস স্বয়ংরূপ ভগবানের সহিত সমান নহে। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ এই সূক্ষ্মভেদ বুঝিতে পারেন না বলিয়াই জীব ও ব্রহ্মে একাকার করিয়া ফেলেন—মোটা বুদ্ধিতে বাহ্য ভোগময় দর্শনকেই বস্তুর স্বরূপ মনে করিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি-গ্রস্ত হন, তজ্জন্যই মহাপ্রভু বলিলেন,—"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।"

"শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি", "যা'র যেই ভাব, সেই ভাব সর্ব্বোত্তম'—এইসকল কথা চিদ্বৈচিত্র্যের রস-তারতম্যের কথা। চিদ্বৈচিত্র্যে সমস্তই অভেদ, কেবল রস ও লীলাগত মাত্র ভেদ। যেমন, শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—'নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপ দুয়ে সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, কেবল শৃঙ্গার-রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণই রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন।' নারায়ণ—অদ্বয়তত্ত্ব ভগবানের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ, আর গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ—মাধুর্য্য-প্রকাশ। রাম-নৃসিংহাদি লীলাবতার সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, তাঁহারা স্বয়ং ভগবানেরই স্বাংশস্বরূপ, সুতরাং শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া বিষ্ণুতত্ত্ব ও বিষ্ণুর বহিরঙ্গা ছায়াশক্তিতত্ত্ব সকলই সমান, ইহা অর্ব্বাচীনের মত। ব্রহ্ম-সংহিতার ৪৪ ৪৬ শ্লোক আলোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। শক্তিতত্ত্ব সর্ব্বদাই শক্তিমানের অধীন। আবার ভগবানের

স্বরূপশক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তিতে ভেদ বর্ত্তমান। দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবী ভগবানের স্বরূপশক্তির ছায়া।

শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি অনর্থমুক্ত পুরুষের ভাব-পঞ্চকের আস্বাদনের কথা লইয়া "যা'র যেই ভাব, সেই ভাব, সর্ব্বোত্তম"—এই কথাটী বলা হইয়াছে। এখানে বদ্ধজীবের মনের অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক খেয়ালকে 'ভাব' বলা হয় নাই। অনর্থযুক্ত পুরুষ ঘেঁটু পূজা করিতে করিতে বা পাগ্‌লামি করিতে করিতে শাস্ত্র-বচনের কদর্থ করিয়া বলিবেন,—"আমার যেই ভাব, সেই সর্ব্বোত্তম", আর অমনি তাহাকে 'ভক্ত' ও 'রসিক' বলিয়া মনে করিতে হইবে,— ইহা তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞব্যক্তিরাই বলিয়া থাকে।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
২০শে মাঘ, ১৩৬৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিনকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয় ও চাঁদকাজীর সমাধি)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোলডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা, মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও **১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মঠাপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি? কুলগুরু স্বীকার করিলে কি সদ্‌গুরুর আশ্রয়-লাভ হয় না?

উত্তর—"কালদোষে গুরুসম্বন্ধে মানবগণের বিচার অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। আজ-কাল হয় কুলগুরুর নিকট, অথবা যে সে ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করা হয়, তাহাতে পরমারাধ্য গুরুদেবের আশ্রয় হইতে পারে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ও আশ্রয়-প্রাপ্ত গুরুর নিকট আত্মার সেবা-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি গমন করত প্রপত্তি স্বীকার করিবেন।" (সজ্জনতোষণী - ২।১)

প্রঃ—কে গুরুপদের যোগ্য?

উঃ—"পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।" (শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি)

প্রঃ—উচ্চবর্ণ দেখিয়া কি গুরু করা উচিত নহে? 'হরিভক্তিবিলাসে' ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থকে গুরুপদে বরণ করিবার কথা বলা হইয়াছে কেন?

উঃ—"কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু লইবার অধিকার-বিচারে এই মাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, গুরু হইতে পারেন। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' উচ্চবর্ণে যোগ্যপুরুষ থাকিতে হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়, এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষী বৈষ্ণবপর অর্থাৎ যাঁহারা প্রচলিত বিধি মতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে, পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে বর্ণে বা আশ্রমে পাওয়া যায়, তাঁহাকেই 'গুরু' বলিয়া বরণ করা বিধি।" (অমৃত-প্রবাহভাষ্য - মধ্য ৮।১২৭)

প্রঃ—ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব—এই দুইটী কি গুরুর মুখ্য লক্ষণ নহে?

উঃ—"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"—যাঁহার এই স্বরূপ-লক্ষণ আছে তাঁহার দুই একটা তটস্থ লক্ষণ না থাকিলেও তিনি গুরু হইবার যোগ্য। ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব—এই দুইটী তটস্থ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। স্বরূপযোগ্যতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই দুইটী তটস্থ লক্ষণ থাকিলেও ভাল হয়, কিন্তু স্বরূপ লক্ষণ যাহাদের দোষ থাকে, তাহাদের এই দুই লক্ষণের দ্বারা গুরুযোগ্যত্ব হয় না (সজ্জন-তোষণী - ১১।৬)

প্রঃ—দুষ্ট গুরু ও সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় কি?

উঃ—"গুরু দুইপ্রকার অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। সমাধিস্থ আত্মাই আত্মার অন্তরঙ্গ গুরু। যিনি যুক্তিকে 'গুরু' করিয়া তাহার নিকট উপাসনা শিক্ষা করেন, তিনি দুষ্ট গুরুর আশ্রয় করিয়াছেন। নিত্যানন্দের পোষকরূপে যুক্তির ছলনাকে পুতনার ছলনার সহিত তুলনা করা যায়। রাগমার্গের উপাসকগণ পরমার্থ-তত্ত্বে যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম সমাধিক আশ্রয় করিবেন। যে মনুষ্যের নিকট উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা করা যায়, তিনি বাহ্যগুরু। যিনি রাগমার্গ অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচারপূর্ব্বক পরমার্থ উপদেশ করেন, তিনি সদ্‌গুরু।" (কৃষ্ণসংহিতা - ৮।১৪)

প্রঃ—বৈষ্ণব-শাস্ত্রমতে কে জগদ্‌গুরু হইতে পারেন?

উঃ—"বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃততত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, তাঁহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।" (অমৃতপ্রবাহভাষ্য মধ্য, ৫।৮৪ ৮৫)

প্রঃ—গুরুর একমাত্র স্বরূপ লক্ষণ কি?

উঃ—"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।" (চৈতন্যশিক্ষামৃত - ২০শ অঃ)

প্রঃ—সদ্‌গুরু শিষ্যকে কি উপদেশ প্রদান করেন?

উঃ—"বৈষ্ণবগ্রন্থে সর্ব্বত্র গুরুজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতে এই তিনটি কথা—সম্বন্ধ জ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ,—ইহা স্থাপন করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ জ্ঞান। তিনিই সদ্‌গুরু, যিনি এই সম্বন্ধজ্ঞান শিষ্যকে দান করিয়া উপদেশ দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে? ইহাতে জগতে যতপ্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চাই হয়, তাহা সবই জানা যায়।" (সজ্জনতোষণী - ১১।১০)

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

এতদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকগণকে জানান যাইতেছে যে, পাটনা, গয়া, কাশী, এলাহাবাদ, নৈমিষারণ্য, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, সঙ্কেত, শেষশায়ী, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ কভুর, ও [illegible]—এখানকার সেবকগণ আগামী ১৮ই ফাল্গুন, সোমবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মতিথির উপবাস ও উৎসব করিবেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মঠে আগামী ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মতিথির উপবাস ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:।:০:।:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫/, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ সঙ্কেত-ধ্বনি

কলিকাতায় এবং চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, আসানসোলের কলকারখানা-বহুল অঞ্চলে এবং বর্দ্ধমান, রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল, দার্জ্জিলিং, ময়মনসিংহ, খুলনা, খড়্গপুর (মেদিনীপুর), চাঁদপুর (ত্রিপুরা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম সহরে ও বন্দরে শত্রু-বিমান-আক্রমণের আশঙ্কায় সতর্কীকরণের জন্য এবং শত্রুবিমান চলিয়া গেলে নিরাপত্তা জ্ঞাপক-ধ্বনি কিভাবে করা হইবে, তৎসম্পর্কে গত ১৬ই ডিসেম্বরে প্রচারিত সরকারী বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল করিয়া দিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ৬ই জানুয়ারী নিম্নরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন:—

সাইরেন, লুটার প্রভৃতি বাজাইয়া ব্যাপকভাবে সতর্কতাজ্ঞাপক-ধ্বনি করার নিয়ম,—

৪ মিনিটকাল সাইরেন-ধ্বনি—একবার তীব্রস্বরে, একবার মৃদুস্বরে, ৩ হইতে ৮ সেকেণ্ড অন্তর স্বর উঁচু করিয়া ও নামাইয়া সাইরেন বাজিবে। অথবা পুনঃ পুনঃ সাইরেন বা লুটার বাজাইতে হইবে, প্রতিবারে ৫ সেকেণ্ড সাইরেন বাজিবে ও তৎপর ৩ সেকেণ্ড উহা নীরব থাকিবে।

বিমান-আক্রমণের অবসান অথবা শত্রু বিমানের বিদায় সংবাদজ্ঞাপক-ধ্বনি:—

না থামাইয়া একই সুরে ৪ মিনিটকাল সাইরেন বাজাইতে হইবে।

মহল্লার আভ্যন্তরীণ জনগণকে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের বিপদ সম্বন্ধে সতর্কতা।

মহল্লার ভিতরে ওয়র্ডেন, সান্ত্রী প্রভৃতি কর্তৃক হুইসিল প্রভৃতি বাজাইয়া স্থানীয় বিপদ-জ্ঞাপক ধ্বনি করার নিয়ম:—

বিমান-আক্রমণ সংকেত জ্ঞাপন করিতে হইলে কয়েকবার থামাইয়া থামাইয়া হুইসিল বাজান হইবে, হুইসিলের শব্দ প্রত্যেক শুনিতে পায় কি না সন্দেহ থাকায় মাথার উপরে দুই হাত তুলিয়া হাত দুলাইয়া ইসারা করা হইবে।

আগুনে বোমা সম্পর্কে সতর্কতা জ্ঞাপন করিতে হইলে স্বল্পকাল অন্তর অন্তর কয়েকবার হুইসিলের-ধ্বনি করা হইবে।

বিমান আক্রমণের অবসান বা শত্রু বিমানের বিদায় জ্ঞাপক-ধ্বনি করিতে হইলে,—

৫ সেকেণ্ড অন্তর দুইবার দীর্ঘকাল হুইসিল বাজান হইবে।

গ্যাস প্রয়োগ সম্পর্কে সংকেত জ্ঞাপন করিতে হইলে,—

প্রায় ১ মিনিটকাল বারম্বার ঘণ্টা বাজান হইবে। টোটার খালি বাক্সে হাতুড়ীর জোরে আঘাত দ্বারা শব্দ করিয়া সেনাদলকে সতর্ক করা হইবে)।

সম্পূর্ণ বিপন্মুক্তির কথা জানাইতে,—

ঘণ্টা বাজান হইবে।

এই সম্পর্কে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, বিপন্মুক্ত জ্ঞাপক ধ্বনির অর্থ গ্যাস প্রয়োগ সম্পর্কে সংকেতজ্ঞাপক-ধ্বনি প্রত্যাহার (এবং যে সকল স্থানে ঐরূপ ধ্বনি করা হয় নাই, তথায়) শত্রুবিমানের বিদায় সংবাদ পুনরায় জ্ঞাপন।

যুক্ত সেনাপতি পরিষদ গঠন

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সমর বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হয় যে, উভয় দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে পরিপূর্ণ সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সেনাপতি-মণ্ডলীর অধিনায়কদের লইয়া একটি সম্মিলিত পরিষদ গঠন করিয়াছেন। এই সংযোগ রক্ষার মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সমরোপকরণ উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং সম্মিলিত জাতিবর্গের সহিত বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে পূর্ণ সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিবে এ কথাও বলা হইয়াছে।

এই সেনাপতিমণ্ডলীর অধিনায়কদের সম্মিলিত পরিষদের মধ্যে এডমিরাল ষ্টার্ক, (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর অধিনায়ক) জেনারেল মার্শাল, (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বিভাগের সেনাপতি মণ্ডলীর অধিনায়ক) এডমিরাল কিং (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের কমাণ্ডার-ইন-চীফ) ও লেঃ জেনারেল আর্নল্ড (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর অধিনায়ক) এবং বৃটেনের পক্ষ হইতে ফিল্ড মার্শাল স্যার জন ডিল, (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বৃটেনের সামরিক প্রতিনিধি) এডমিরাল স্যার চার্লস লিটল, (গত জুন মাস পর্য্যন্ত ইনি বৃটিশ নৌবাহিনীর সহকারী অধিনায়ক এবং নৌ বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের প্রধান কর্ম্মকর্তা ছিলেন) লেঃ জেনারেল স্যার কলভিল ওয়েমিস, (যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমর দপ্তর সমাবেশ কার্য্যের জন্য ষ্টাফ ডিরেক্টরের পদে বহাল ছিলেন), এয়ার মার্শাল এ টি হ্যারিস (প্রথমে বিমান বিভাগীয় কর্ম্মচারী ছিলেন; পরে গত জুন মাসে ইহার উপর এক বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ওয়াশিংটনেই এয়ার মার্শাল হ্যারিস তাঁহার কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন)।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধারণ করে। যখন তাহার জীবিকা রহিত হইয়া যায় তখন সে অন্য জীবিকা অবলম্বনের জন্য বার বার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইলে লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে। প্রাণিহিংসার দ্বারা পরিপুষ্ট স্থূল-দেহ এবং সঞ্চিত ধন—এই উভয়কে এই জগতে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি অন্ধকারপূর্ণ ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছেন,—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" (গী ৯।২৪) অর্থাৎ আমিই (শ্রীকৃষ্ণ) সমস্ত যজ্ঞের 'ভোক্তা' ও 'প্রভু'। শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বস্তুর ভোক্তা ও মালিক একমাত্র কৃষ্ণ। সুতরাং আমরা দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দৃশ্য বস্তুগুলিকে যে আমাদের ভোগে লাগাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি, ইহা শ্রীভগবানের অনভিমত বা শাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্য। আমরা (জীবসমূহ) ভোক্তা বা প্রভু ত' নহি,—আমরা কৃষ্ণের ভোগ্য বা সেবক তত্ত্ব, কিন্তু "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"—এই বাস্তব সত্য কথাটী বর্ত্তমানে বিস্মৃত হওয়ায় আমরা নিজদিগকে 'ছোটখাট কৃষ্ণ' মনে করিয়া কৃষ্ণের ন্যায় ভোক্তা, কর্ত্তা বা প্রভু সাজিয়া টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ্, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি-দ্বারা পরস্পর ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণ কার্য্য সম্পাদন করিতেছি।

অর্থ বা ধন-সম্পদ্ কিপ্রকার কার্য্যে ব্যয়িত হওয়া কর্ত্তব্য, তদন্যথায় কি ফল লাভ হয়, তাহা উপরিউক্ত শ্রীভগবান্, ভক্ত ও সাত্বত-শাস্ত্রবাক্যে আমরা স্পষ্টভাবে জানিতে পারিলাম। উপরি-উক্ত বাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, টাকা পয়সা, ধন-সম্পদ্ বা আমাদের ভোগের অন্যান্য সামগ্রী আমরা যখন ভোক্তা সাজিয়া ভোগ্যবুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া থাকি, তখন সেইগুলির দ্বারা অনর্থ উৎপাদিত হইয়া থাকে অর্থাৎ অমঙ্গল সাধিত হয়, আর যখন এইসমস্তের একমাত্র ভোক্তা বা মালিক একমাত্র কৃষ্ণ, ইহা জানিয়া ও দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণের ভোগে বা সেবায় লাগাইবার জন্য যত্ন করি, তখন এই সমস্ত বস্তুই পরম মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। টাকা পয়সা বা ধন-সম্পদ্ প্রভৃতিকে নিজের ভোগে লাগাইলে সেই অর্থই অনর্থের কারণ হইয়া থাকে, আবার সেই টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ্ প্রভৃতি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাকার্য্যে লাগাইলে তদ্দ্বারা পরমার্থ, পরম প্রয়োজন পরম ধন বা শুদ্ধভক্তি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের সেবায় অর্থাদি ব্যয় করার নামই অর্থের সদ্ব্যবহার, আর নিজের ভোগে অর্থাদি ব্যয় করার নামই—অর্থের অসদ্ব্যবহার। সুতরাং একই অর্থের সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার-ভেদে উহা যথাক্রমে পরমার্থ প্রদান ও অনর্থের উৎপাদন—এই উভয়প্রকার কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে। অর্থ-দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ অর্থাৎ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-কার্য্য করিলে তৎফলে পরিণামে নিত্য বৈকুণ্ঠধামে নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দলাভের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু উহা নিজেদের ভোগে বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্য্যে ব্যয়িত হইলে তৎফলে পরিণামে ভীষণ নরক যাতনা ভোগ করিতে হয়। বেদ বেদান্ত, ভাগবত, গীতা প্রভৃতি সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র, স্বয়ং ভগবান্ এবং তদীয় নিজজন বৈষ্ণব মহাজনগণ সকলেই একবাক্যে এই কথা জানাইয়াছেন।

যাহাদের ধন সম্পদ্ আছে, তাহারা সেই ধন সম্পদ্ শ্রীভগবানের সেবায় না লাগাইয়া নিজেদের ভোগে ব্যয় করিলে অর্থ বা বিত্ত শাঠ্য দোষ ঘটে এবং তৎফলে পরিণামে ভীষণ অমঙ্গল সাধিত হয়। এই অমঙ্গল হইতে জীবগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীবলি মহারাজ তাঁহার ধন-সম্পদ্ যথাসর্ব্বস্ব ভগবান্ শ্রীবামনদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রদানের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কুলগুরু শুক্রাচার্য্য বলি মহারাজের এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্?" (ভাঃ ৮।১৯।৩৩) —হে মূঢ়! সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে দিয়া দিলে তুমি কিপ্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে?" দৈত্যগুরুর এইপ্রকার কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তরাজ বলি গুরুর এই ভক্তিবিরুদ্ধ কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্বের একমাত্র ভোক্তা বা মালিক বিষ্ণুকেই অর্থাৎ সর্ব্বস্বের মালিক যিনি, তাঁহাকেই তাঁহার সর্ব্বস্ব প্রদানপূর্ব্বক ভগবৎ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের জ্বলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যে শ্রীভগবান্ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যটিতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্ত্যঙ্গের সর্ব্বপ্রধান ভক্ত্যঙ্গ আত্মসমর্পণের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন সিদ্ধ পার্ষদ মহাপুরুষগণের—দ্বাদশ আল্বারের অন্যতম শ্রীতিরুমঙ্গই আল্বারের অসাধারণ বিভূতি-সম্পন্ন চারিজন শিষ্য ছিলেন। তিনি এই চারিজন শিষ্যসহ তীর্থভ্রমণকালে তদানীন্তন জরাজীর্ণ শ্রীরঙ্গনাথমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ মন্দিরটী পশুপক্ষীর আবাসস্থান, হিংস্রজন্তুর ক্রীড়াভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিক্ বন ও জঙ্গলে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া শ্রীতিরুমঙ্গইর হৃদয়ে শ্রীরঙ্গনাথের একটি শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের ইচ্ছা হইল। তিনি তখন সশিষ্য ধনি-সম্প্রদায়ের নিকট গমন করিয়া ভিক্ষাপ্রার্থী হইলেন, কিন্তু ধনি-সম্প্রদায় তাঁহাকে ভণ্ড ও নিষ্কর্ম্মা মনে করিয়া বিবিধ তিরস্কার পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিতে লাগিলেন।

শ্রীতিরুমঙ্গই তখন শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণরূপ সেবা করিবার জন্য আরও অধিক ব্যাকুল হইয়া তাঁহার চারিজন শিষ্যের যোগ-বিভূতিকে বিষ্ণুসেবায় লাগাইয়া উহা সার্থকতা-মণ্ডিত ও বিষয়িগণের মঙ্গল বিধান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি তাঁহার 'তার্কিকচূড়ামণি' শিষ্যকে ডাকিয়া ধনিগণকে তর্কজালে বিজড়িত করিতে বলিলেন ও সেই অবসরে 'দ্বারোন্মোচক' শিষ্যের দ্বারা ধনিগণের ধনকোষের রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটন করাইয়া যথেচ্ছভাবে ধনরত্ন সংগ্রহ করাইলেন। তাঁহার 'ছায়াগ্রহ' শিষ্যের দ্বারা তিনি ধনশালী পথিকগণের গতিরোধ করাইয়া তাহাদের যাবতীয় ধন লুণ্ঠন করাইলেন, আর 'জলোপরিচর' শিষ্যের দ্বারা পরিখাবেষ্টিত রাজপুরী হইতে বহুধন সংগ্রহ করাইলেন। বলিতে কি, তিনি যেন এক বৃহৎ দস্যুদলের অধিনায়ক হইয়া শ্রীরঙ্গনাথের সেবার জন্য প্রচুর রত্ন সংগ্রহ করাইয়া ফেলিলেন।

অতঃপর তিরুমঙ্গই বিভিন্ন দেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণকে আনয়ন করাইয়া ষাট বৎসরে শ্রীরঙ্গনাথের সপ্তপ্রাকার-বেষ্টিত শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের স্বতন্ত্র ভোগ চেষ্টা না থাকায় তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে দস্যুবৃত্তি করিয়াও ভগবানেরই সেবা করিয়াছিলেন, স্ব-ভোগার্থ ঐসকল অর্থের এক কপর্দ্দকও তিনি গ্রহণ না করিয়া, যিনি সমুদয় অর্থের মালিক, সেই বিষ্ণুর শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণরূপ সেবাকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁহার ঐপ্রকার দস্যুবৃত্তির কার্য্যও শুদ্ধভক্তির কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

যাহারা বিষয়াসক্ত, ভোগী সংসারাসক্ত, তাহারা ধন-সম্পদকে নিজেদের ভোগের উপকরণ জানিয়া শ্রীভগবানের সেবায় কিছুতেই তাহা প্রদান করিতে চাহে না। ধন-সম্পদ্ বা যথাসর্ব্বস্ব শ্রীভগবানের নাম-গুণ-কীর্ত্তন বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় প্রদান করিলে 'নিজেরা বাঁচিবে কি প্রকারে,' তাহাদের এই প্রকার চিন্তার উদয় হইয়া থাকে। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বা গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির সকলের রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা একমাত্র কৃষ্ণ বা বিষ্ণু, এই বাস্তবসত্য কথাটি বিষয়মদমত্ত, ধনমদ মত্ত, সংসারাসক্ত, বিষয়াসক্ত ভগবৎসেবাবিমুখ ব্যক্তিগণ বিশ্বাস বা ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীবলি মহারাজ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে প্রদান করিয়াও তৎপরে জীবনধারণপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুসেবায় আত্মনিয়োগ করত বিষ্ণুই যে আত্মসমর্পণকারী শরণাগত ব্যক্তির একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা, তাহার জ্বলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গৃহস্থভক্ত-লীলাভিনয়কারী শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় ব্যয় করিয়া ফেলিতেন দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া শ্রীবাসকে বলিয়াছিলেন,—"যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে। তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে॥" (চৈঃ ভাঃ - মধ্য ৮।২০) অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন,—"যদি সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতি নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইয়া দারিদ্র্যবশতঃ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাও করে, তথাপি নারায়ণের কৃপাপ্রভাবে তোমার কোনদিনই 'অভাব' বলিয়া কোন অবস্থা থাকিবে না।"

বৈষ্ণব গৃহস্থের আদর্শ শ্রীবাস পণ্ডিতকে আর এক দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

প্রভু বলে, "পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার?"
শ্রীবাস বলেন, 'যার অদৃষ্টে যা' থাকে।
সেই হইবেক, মিলিবেক যে-তে পাকে॥"
প্রভু বলে,—"তবে তুমি করহ সন্ন্যাস"।
"তাহা না পারিব মুঞি",—বলেন শ্রীবাস॥
প্রভু বলে,—"সন্ন্যাসগ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা॥
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ?
কিছুই ত' না বুঝি মুঞি তোমার বচন॥"

* * *

শ্রীবাস বলেন—"এই দঢ়ান আমার।
তিন উপবাসেও যদি না মিলে আহার॥
তবে সত্য কহোঁ—ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু মুঞি সর্ব্বথা গঙ্গায়।"
প্রভু বলে—"কি বলিলি, পণ্ডিত শ্রীবাস!
তোর কি অন্নের হইবে উপাস!
যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিও দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে॥

* * *

যে যে জন চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তা'রে ভিক্ষা দেউ মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে, নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনি আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তারে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ - অন্ত্য ৫ম অঃ)

একান্ত শরণাগত, গৃহস্থ-বৈষ্ণব শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীশিবানন্দ সেনের দ্বারাও শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ আদর্শ ও শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥ তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।" শ্রীল প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম আত্মসমর্পণকারী, একান্ত শরণাগত, নিষ্কপট ও নিষ্কিঞ্চন গৃহস্থ-বৈষ্ণবের আদর্শ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় নিয়োগ করিয়া অর্থশাঠ্য দোষযুক্ত গৃহস্থভক্ত বা গৃহস্থ বৈষ্ণবনামধারিগণকে অর্থশাঠ্য-দোষ হইতে রক্ষা করিয়া আত্মসমর্পণের জ্বলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১২ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১লা ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৭৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ গোবিন্দ, নিধ গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

অবধূত-যদু-সংবাদ

——::(•)::——

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, একদা যযাতি নন্দন ধর্ম্মবিদ্ যদু কোন এক তরুণ সুপণ্ডিত অবধূত-ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ব্রহ্মন্, আপনি এই সর্ব্বলোকবিচক্ষণা বুদ্ধি কোথায় পাইলেন? আপনি কাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অকুতোভয় বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার আত্মাতে এত আনন্দেরই বা কারণ কি?" সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণ তদুত্তরে কহিলেন,—"হে রাজন্, আমার বহু গুরু আছেন—যাঁহাদের নিকট হইতে আমি সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি, আপনি তাঁহাদিগের পরিচয় শ্রবণ করুন,—(১) পৃথিবী, (২) বায়ু, (৩) আকাশ, (৪) জল, (৫) অগ্নি, (৬) চন্দ্র, (৭) সূর্য্য, (৮) কপোত, (৯) অজগর, (১০) সমুদ্র, (১১) পতঙ্গ, (১২) মধুকর, (১৩) হস্তী, (১৪) মধুহরণকারী, (১৫) হরিণ, (১৬) মৎস্য, (১৭) পিঙ্গলা-নাম্নী বেশ্যা, (১৮) কুরর-পক্ষী, (১৯) বালক, (২০) কুমারী, (২১) বাণনির্ম্মাণ-কারী কোন এক লৌহকার, (২২) সর্প, (২৩) ঊর্ণনাভ, (২৪) পেশস্কারী (ভ্রমর বিশেষ)।—ইঁহাদের প্রত্যেককে আমি নিজহৃদয়ে গুরুরূপে স্বীকার করিয়া ইঁহাদের আচরণ দর্শনে স্বয়ং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াছি।

(১) পৃথিবীর নিকট শিক্ষা—দুঃখ-সহিষ্ণু পুরুষ দৈবাধীন প্রাণিগণ-কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও 'ইহা দৈবকার্য্য' জানিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইবেন না—আমি প্রাণিপদাহতা, নিশ্চলা পৃথিবীর নিকট হইতে এই ক্ষমাব্রত শিক্ষা করিয়াছি। আর পৃথিবীতে জাত বৃক্ষের নিকট হইতে পর-উপদ্রব-সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়াছি। বৃক্ষ যেমন স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইলেও রোপণকারীকে ফুলফলাদি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না তদ্রূপ গুরুদাস গুরুকৃষ্ণের আনুগত্যে সর্ব্বত্র নামপ্রেম-প্রচারপূর্ব্বক তাহাতেই আনন্দিত থাকিবেন। তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন ও পর্ব্বতের ন্যায় অচল-অটল হইলেই হরিভজন সম্ভব হইবে। অসহিষ্ণু চঞ্চল ব্যক্তি কখনও ভগবানের সেবা করিতে পারে না।

(২) বায়ুর নিকট শিক্ষা—বায়ু দুইপ্রকার—(ক) প্রাণ বায়ু, (খ) বাহ্যবায়ু। (ক) প্রাণবায়ুর নিকট শিক্ষা—প্রাণবায়ু যে-প্রকার রূপরসাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়কে অপেক্ষা না করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, গুরুদাসও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণবৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং যাহাতে জ্ঞাননাশ ও চিত্ত-বিক্ষেপ না হয়, এরূপ নির্গুণ বস্তু বা ভগবদুচ্ছিষ্ট আহার করিবেন। অতিরুক্ষ বা অনিবেদিত বস্তু আহার যেরূপ চিত্তবিক্ষেপের কারণ, অতি স্নিগ্ধ ও শুক্রাদিবর্দ্ধক দ্রব্যও তদ্রূপ চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু, সুতরাং গুরুসেবক উভয় প্রকার আহারই সর্ব্বতোভাবে সপ্রযত্নে বর্জ্জন করিবেন। (খ) বাহ্য বায়ুর নিকট শিক্ষা বিষয়ের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও গুরুদাস তাহাতে আসক্ত হইবেন না। বায়ু যেরূপ গন্ধের সহিত যুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না গুরুদাসও তদ্রূপ মায়িকদেহে অবস্থিত হইলেও সর্ব্বদা আত্মস্থ থাকিয়া মায়িকগুণে লিপ্ত হইবেন না।

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥" (ভাঃ ১।১১।৩৮)

(৩) আকাশের নিকট শিক্ষা—(ক) আকাশ যেরূপ সর্ব্বগত হইয়াও ঘট-পটাদি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা লিপ্ত হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ দেহস্থিত হইলেও দীক্ষা-প্রভাবে অসৎসঙ্গে লিপ্ত না হইয়া পরমেশ্বরের সহিত অন্তরে-বাহিরে সেব্য-সেবক ভাবে অবস্থান করিবেন। (খ) আকাশ যেরূপ বায়ুর দ্বারা বিচালিত বা মেঘাদির সহিত স্পৃষ্ট হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ কালক্ষোভ্য স্থূললিঙ্গদেহে আসক্ত হইবেন না।

(৪) জলের নিকট শিক্ষা—জল যেপ্রকার স্বচ্ছ, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, মধুর, পবিত্র, গুরুদাসও তদ্রূপ নির্ম্মলচরিত্র, সর্ব্বভূতে দয়ালু, মধুর-আলাপী হইবেন এবং ভগবন্নামগুণকীর্ত্তনের উপদেশ-দ্বারা সর্ব্বলোক পবিত্র করিবেন।

(৫) অগ্নির নিকট শিক্ষা—(ক) গুরুদাস অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, তপোদীপ্ত গুণ দ্বারা অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রহ হইয়া পাপ বা পুণ্যমলে লিপ্ত হইবেন না। তিনি অগ্নির ন্যায় কখনও গুপ্ত, কখনও ব্যক্তরূপে ভূত-ভবিষ্যৎ পাপ-পুণ্য দগ্ধ করিয়া দাতৃগণের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিবেন। (খ) অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠাদিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিলেও মন্থনপ্রভাবেই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ভগবানও স্বশক্তিপ্রভাবে গুণময় ও চেতনময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া [illegible] কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা গুরু-দাসের শুদ্ধচিত্তে উদিত হন।

(৬) চন্দ্রের নিকট শিক্ষা—চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা যেরূপ কালক্রমে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, বস্তুতঃ চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জন্মমরণাদিরূপ ষড়্‌বিকার সকলই দেহের জানিবে,—আত্মার নহে।

(৭) সূর্য্যের নিকট শিক্ষা—সূর্য্য যেরূপ স্বীয় রশ্মিদ্বারা সমুদ্রের জল বাষ্পরূপে আকর্ষণ করিয়া মেঘে পরিণত করে, পুনর্ব্বার যথাকালে মেঘবারি সিঞ্চনে পৃথিবীর তৃপ্তি বিধান করে, গুরুদাসও তদ্রূপ বিষয়ীর পাপ-পুণ্যলব্ধ অর্থ সেবোন্মুখ বৃত্তির দ্বারা গ্রহণ-পূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণে সমর্পণ করেন, পুনরায় যথাকালে ভগবৎপ্রসাদরূপে বিতরণ করিয়া সকল আত্মার তৃপ্তিবিধান করেন, স্বয়ং তাহার লাভালাভে আসক্ত হন না। (২) সূর্য্য যেরূপ স্বমণ্ডল, স্বরশ্মি ও প্রতিচ্ছবিসমন্বিত, পরতত্ত্বও তদ্রূপ স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি-সমন্বিত, ইহা গুরুদেবতাত্মা সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিই দর্শন করেন, কিন্তু স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মজড় ব্যক্তির প্রবল কল্পনাদিদ্বারা খণ্ডিত সূর্য্য-প্রতিবিম্বে প্রকৃত সূর্য্যজ্ঞানের ন্যায় জন্মাদি ষড়্‌বিকার দোষযুক্ত দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি করিয়া থাকে, সে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের অনুভূতি লাভ করিতে পারে না।

(৮) কপোতের নিকট শিক্ষা—গুরুদাস কখনও কাহার সহিত কোন স্থানে অতিশয় প্রীতি বা লালন-পালনাদি-নিবন্ধন আসক্তি করিবেন না, যদি করেন, তবে তিনি গৃহমেধী কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করিবেন। পরমার্থ-সাধনের একমাত্র উদ্ঘাটিত দ্বারস্বরূপ দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যে কপোত কপোতীর ন্যায় গৃহমেধী হইয়া [illegible] পোষণ করে, শাস্ত্রে তাহাকে [illegible] বলিয়াছেন।

(৯) অজগরের নিকট শিক্ষা—প্রারব্ধ ভোগ অবশ্যই হইবে, তজ্জন্ত বৃথা উদ্যমে আয়ুক্ষয় না করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকৃপা-পাতের প্রতীক্ষায় থাকিবে (ভাঃ ১০।১৪।৮)। প্রাণিগণের পক্ষে স্বর্গসুখ ও নরকাদি ক্লেশ—উভয়ই সমান অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। গুরুদাস সেরূপ সুখ-দুঃখের প্রত্যাশা করিবেন না, যথালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। খাদ্যদ্রব্য সরস বা বিরস, অধিক বা অল্প—যাহাই হউক না কেন, অনায়াসলব্ধ দ্রব্য গুরুকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। আর যদি আহার্য্যদ্রব্য অনায়াসলব্ধ না হয়, কিংবা লব্ধ হইয়াও বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহা দৈবগতি অর্থাৎ কৃষ্ণেচ্ছা বলিয়া স্থির করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিবেন।

(১০) সমুদ্রের নিকট শিক্ষা—গুরুদাস সমুদ্রের ন্যায় বাহিরে প্রসন্নভাব ও অন্তরে গম্ভীরভাব ধারণ করিবেন। সমুদ্র যেমন বর্ষাকালে নদীসমূহের সংযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা গ্রীষ্মকালে তদভাবে শুষ্ক হয় না, তদ্রূপ গুরুদাসও লাভালাভে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না।

(১১) পতঙ্গের নিকট শিক্ষা—বাহ্যরূপ বিষয়ে আসক্তিই জীবের সর্ব্বনাশের হেতু। "দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥"(ভাঃ ১১।৮।৭)—অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাহার হাবভাবে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের অগ্নিতে পতনের ন্যায় ঘোরতর নরকে পতিত হয়। যদিও কনককামিনীর মধ্যে কনকেই উক্ত পঞ্চবিষয় সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তথাপি কনক অপেক্ষা কামিনীর প্রথম সন্দর্শনেই (ভোগবুদ্ধিতে দর্শনেই) জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব রূপাসক্তিই সর্ব্বনাশের প্রধান হেতু জানিয়া গুরুসেবক সর্ব্বদা উহাতে সতর্ক থাকিবেন।

(১২) মধুকরের নিকট শিক্ষা—মধুকর দুইপ্রকার—(ক) ভ্রমর, (খ) মধুমক্ষিকা। (ক) ভ্রমর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তদ্রূপ গুরুসেবক অল্প বা বৃহৎ—সকল শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিবেন এবং কোন গৃহস্থকে হিংসা না করিয়া মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক গুরু-কৃষ্ণের সেবা করিবেন। (খ) গুরুদাস ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি পরদিবসের নিমিত্ত সঞ্চয় করিবেন না, এরূপ করিলে মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চিত আহার্য্য দ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইবেন। কোন কোন মক্ষিকা আহারমাত্র করে, সংগ্রহ করে না, তদ্রূপ গুরুদাসও গৃহে গৃহে মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা গুরুসেবা ও জীবনধারণ করিবেন, উদরমাত্র-গ্রাহী হইয়া মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চয়ী হইবেন না।

(১৩) হস্তীর নিকট শিক্ষা—স্পর্শাসক্তি জীবের সর্ব্বনাশের হেতু, এই বিষয় হস্তীর নিকট শিক্ষা করিবে। গুরুদাস আপনার মৃত্যুস্বরূপ কখনও কোন স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না বা পদদ্বারাও কোন স্ত্রীকে স্পর্শ করিবেন না, যদি করেন, তবে হস্তিনীর অঙ্গস্পর্শ নিমিত্ত হস্তীর গর্ত্তে পড়িবার ন্যায় ক্লিষ্ট হইবেন, কিংবা অন্য বলবান্ গজহত গজের ন্যায় অন্য বলবান্ পুরুষকর্তৃক নিহত হইবেন।

(১৪) মধুহরণকারীর নিকট শিক্ষা—যে ধনসঞ্চয়ে দান বা ভোগ নাই, তাহা পরহস্তগত হইবে, এ-বিষয় আমি মধুচক্র হইতে মধুহরণকারীকে মধুমক্ষিকার ন্যায় গুরু করিয়াছি। মধুহা যেরূপ মক্ষিকার অনুগমনে তরুকোটরাদি মধ্যে মধু আছে, জানিয়া সেই মধু হরণ করে, তদ্রূপ গুরুদাস মধুহার ন্যায় লুব্ধ ব্যক্তির সঞ্চিত ধন ছলে-বলে, কলে-কৌশলে সংগ্রহ করিয়া তাহা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় লাগাইবেন—গৃহমেধী গৃহীদিগের ক্লেশোপার্জ্জিত বিত্ত মধুহার ন্যায় সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

(১৫) হরিণের নিকট শিক্ষা—প্রাকৃত শব্দমাধুর্য্যে আসক্তি সর্ব্বনাশের হেতু,—ইহা হরিণের নিকট শিক্ষা করিবে। গুরুসেবক সাধুমুখনিৰ্গলিত ভগবন্নামগুণাদি কীর্ত্তন ব্যতীত কখনও কোন গ্রাম্য কথা বা গ্রাম্য গীত শ্রবণ করিবেন না। এরূপ কৃষ্ণেতর কথা শ্রবণ করিলে ব্যাধের বংশীস্বর-মুগ্ধ হরিণের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন। মৃগীসুত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও বারাঙ্গনাগণের গীতশ্রবণে মোহিত হইয়া তাহাদের ক্রীড়ামৃগ হইয়াছিলেন।

(১৬) মৎস্যের নিকট শিক্ষা—প্রাকৃত রস-বিষয়ে আসক্তিও সর্ব্বনাশের হেতু, এ বিষয়ে মৎস্যের নিকট শিক্ষা করিবে। অসদ্বুদ্ধি ব্যক্তি অতিশয় ক্ষোভকারী দুর্জ্জয় জিহ্বাবেগের বশবর্ত্তী হইয়া বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্। ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥ (ভাঃ ১১।৮।২০)—অর্থাৎ পুরুষ অন্য সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াও যে-কাল পর্য্যন্ত রসনা জয় না করেন, সেকাল পর্য্যন্ত তিনি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। যিনি রসনাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই সকল ইন্দ্রিয়বিজয়ী গোস্বামিপদবাচ্য। কেন না, আহার পরিত্যাগ করিলে অন্য ইন্দ্রিয় নির্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু রসনেন্দ্রিয়-লালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আবার যদি আহার করা যায়, তবে রসাসক্তি-বশতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় ক্ষুব্ধ হয়। সুতরাং রসনাকে জয় করিলেই সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করা যায়। এই রসনা-জয়ের একমাত্র অব্যর্থ উপায়—রসনাদ্বারা রসের সহিত ভগবন্নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং ভগবৎপ্রসাদ সেবাবুদ্ধিতে আস্বাদন। অতএব গুরুদাস শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ ভবরোগের এই অপ্রাকৃত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিবেন। গীতায়ও শ্রীভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন,—"রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

(গীঃ ২।৫৯)

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বা কপট ব্যক্তিকে কি বৈষ্ণবাচার্য্য-সন্তান বলা যাইবে?

উঃ—"বৈষ্ণবমাত্রেই আমাদের প্রভু। যেখানে ভক্তি, সেখানেই প্রভুতা (গুরুত্ব)। বংশ-মর্য্যাদা ভক্তিতত্ত্বের অঙ্গ নয়। কোন সময়ে এক ব্যক্তি আমাদিগকে এইরূপ বলেন যে, শ্রীশ্রীসীতানাথের পুত্র অচ্যুতানন্দ ব্যতীত আর কেহ গোস্বামী-পদবাচ্য নন, যেহেতু স্বয়ং সীতানাথ তাঁহার অন্যান্য পুত্রদিগকে গৌরবিমুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি বলেন যে, শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর ঔরসজাত সন্তান না থাকায় কাহাকেও নিত্যানন্দ সন্তান বলা যায় না এবং খড়দহের গোস্বামীদিগকে প্রভু বলা উচিত নয়। আবার শুনিতেছি যে, বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদিগকেও প্রভু বলিতে নাই, যেহেতু তাঁহারা শ্রীজাহ্নবামাতার শিষ্যমাত্র এইরূপ কুতর্ক আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না। আমরা সকল বৈষ্ণবকেই কৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া পূজা করি এবং আবশ্যক-মত আচার্য্য-বংশের যথাযোগ্য মর্য্যাদা করি। **কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বা ধর্ম্মান্তরগ্রাহী হইলে বংশ-মর্য্যাদা কোনক্রমেই দিতে পারি না।** খৃষ্টান্-বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি ব্রাহ্মণ-বংশ মর্য্যাদা দেওয়া হয়? তদ্রূপ প্রভু-সন্তান যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তবে তিনি আর বংশ-মর্য্যাদার আশা করিতে পারেন না।" (সজ্জনতোষণী ২।১২)

প্রঃ—ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞানহীন পণ্ডিত কি আচার্য্য?

উঃ—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা-বিষয়ে 'আচার্য্য' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং অধ্যাপক ও ভক্তি-প্রচারক হইয়া দেবানন্দের পাঠ ও অভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করত নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বহুদিন পরে ঐ দেবানন্দ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব অবগত হন।" (সজ্জনতোষণী ৯।১২)

প্রঃ—ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা কি ক্ষতি হয়?

উঃ—"বৈষ্ণবের মধ্যে যিনি ভক্তি-সিদ্ধান্তবিরোধী আচরণ করেন, তিনি সম্প্রদায়ের অনর্থের মূল।" (সজ্জনতোষণী ৪।১)

প্রঃ—আচার্য্য বা গুরুদেব অসৎসিদ্ধান্তের সমালোচনা করিলে তিনি কি 'প্রজল্পী' বলিয়া গণিত হইবেন না?

উঃ—"শুকদেব শিষ্যোপদেশ-জন্য এইরূপ বিষয়ীদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হন নাই। সুতরাং এরূপ কার্য্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসদ্ বৈরাগীর বিষয় বলিয়াছেন।"

(সজ্জনতোষণী ১০।১০)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

(প্রাপ্ত)

মাঘী শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী-তিথি জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবকালের সহিত মিলিত হইয়া আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের জয়গানে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন। যে তিথিতে আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ জগতে উদিত হইয়াছেন, সেই অতি ধন্যা সুকল্যাণী তিথিবরার অভিনন্দন অতি যত্নের সহিত সম্পন্ন করা সকলের পক্ষেই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই সুধীজন জানেন। মাধব-তিথি যেরূপ ভক্তিজননী, মাধব-প্রিয় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট-তিথিও তদ্রূপ ভক্তিপ্রদায়িনী। তাই আমরা গললগ্নী-কৃতবাসে এই তিথিবরার মর্য্যাদা-পালনের সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট-তিথিতে বিশেষভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজাকে—শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মকুসুমাঞ্জলি-প্রদানকে শ্রীব্যাস-পূজা বলে। ব্যাসাভিন্নদেব শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট ও অপ্রকট—উভয় লীলাই নিত্য, সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট লীলার পরিচ্ছেদ নাই। তাই তাঁহার অপ্রকট-তিথিতে তিনি যেরূপ সেব্য, তাঁহার প্রকট-তিথিতেও তিনি সেইরূপই সেব্য। নিখিল চেতনের অন্তরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্ব্বক্ষণ অধিষ্ঠান থাকিলেও বাহিরে নরোত্তমরূপে তাঁহার সেবকস্বরূপ নিত্যকাল প্রকট থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আগমনী-গীতি কোন বিশেষ দিনকে ক্রোড়ীভূত করিয়া গীত হইলেও শ্রীগুরুসেবকের অন্তরে ও বাহিরে কোন সময়ের জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটাবসান নাই। জগতের প্রতি কৃপাপরবশ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম জগতে প্রকট থাকিলেও অতি সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়া তাঁহার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন, কিন্তু আমার ন্যায় অতি দুর্ভাগা ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াও তাঁহা হইতে বিমুখই থাকিয়া যায়।

আমি গৃহমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত, সুতরাং কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-গন্ধহীন বিষয়-কার্য্যে সমস্ত দিবা-রাত্র অতিবাহিত করিয়া থাকি। তন্মধ্যে কিছুমাত্র সময় বিধির দ্বারা বাধ্য হইয়া

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে স্মরণ করিতে হয় বলিয়া স্মরণের অভিনয় করি। আমরা —যাহারা শ্রীগুরুসেবার অভিনয় করি বা করিয়াছি, এইরূপ বিবর্ত্ত-গর্ত্তে পতিত হইয়াছি যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটলীলা কোন কোন সময় থাকে, আবার কোন কোন সময় থাকে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। বস্তুতঃ অন্যাভিলাষ-রহিত প্রকৃত গুরুসেবকের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাকট্যের কোনদিন অবসান নাই, সুতরাং শ্রীগুরুসেবায় বিরাম বা বিরতিরও কোন কথা নাই। আমাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহ কেহ এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছি যে, জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষণস্থায়ী কোন মর্ত্ত্য বস্তাবশেষের ন্যায় কিছুদিনের জন্য জগতে আসিয়াছিলেন, আবার তিনি চলিয়া গিয়াছেন। ইহা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা-দোষযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কল্পনা করা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু যাঁহারা এই দোষ-চতুষ্টয় হইতে মুক্ত, তাঁহাদের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট ও অপ্রকট—উভয় লীলাই নিত্য এবং তুল্য চমৎকারিতাময়।

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের আচার প্রচার ও বিচারে আমরা ইহাই দেখিতে পাইয়া যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে আম্নায়-ধারায় শ্রীগুরু-পরম্পরা-পূজা বা শ্রীব্যাস গুরুদেবের পূজা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যেরূপ শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর প্রকট-তিথিতে শ্রীগুরুপূজা করিয়া আম্নায়-ধারার পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ শ্রীভক্তিবিনোদ-আম্নায়রক্ষক শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকট-তিথিতে শ্রীব্যাস পূজার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরু-পূজার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। তিনিই শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপীঠ স্থাপন করিয়া সমস্ত জীব-হৃদয়কে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদ-পীঠ হইবার হাতে প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত কেহই শ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগুরুপূজা-প্রবর্ত্তন যেরূপ তাঁহার ব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহত্ব সূচিত করিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীব্যাস-পূজা প্রবর্ত্তনও তাঁহার ব্যাসাভিন্ন বিগ্রহত্ব প্রকাশ করিয়াছে। ঠাকুরই ঠাকুর-পূজা করিবার অধিকারী, দেবতাই দেবতার পূজা করিবার যোগ্য। তাহ শাস্ত্র-বাক্যে আমরা জানিতে পারি 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।'

আমরা সকলেই বলিতে পারি যে, আমরা যখন সকলেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শিষ্য, তখন আমরা সকলেই শ্রীব্যাস-পূজার অধিকারী। কিন্তু শ্রীরূপানুগ সাধুজনের পদাঙ্কানুসরণে দেখা যায় যে, কীর্ত্তনকারী শ্রীব্যাস-গুরুদেবের আসন সম্পূর্ণ সংরক্ষিত। সুতরাং সেই শ্রীব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজা করিবার অধিকার কাহারও হয় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-লীলার পর শ্রীল ভক্তিবিনোদের প্রকট-তিথিতে শ্রীগুরুপূজা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যেই শ্রীল তীর্থ মহারাজ করিয়াছেন। স্বতন্ত্রভাবে তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া শ্রীল ভক্তি-বিনোদের পূজা করিতে যান নাই। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যবর্য্যের সহিত প্রকটাচার্য্যের বহির্দৃষ্টিতে লীলাগত ভেদ-মাত্র স্বীকৃত হয়। বস্তুতঃ তাঁহারা অভিন্ন বিগ্রহ। সুতরাং শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য ব্যতীত কেহ শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় অধিকার পাইতে পারেন না, পরন্তু তচ্ছবণে অপরাধ-হেতু শ্রীব্যাস গুরুদেবের কৃপা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হয়।

এই সুমঙ্গলা শ্রীব্যাসপূজা তিথিতে শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবচরণে আমরা ইহাই প্রার্থনা করি যে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের অন্তরে ও বাহিরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব হউক, আম্নায়-ধারা, শ্রীব্যাস গুরু-ধারা বা শ্রীভক্তিবিনোদ ধারার নিত্য-প্রাকট্য আমাদের উপলব্ধির বিষয় হউক, আমাদের যাবতীয় দাম্ভিকতা বিদূরিত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা করিবার সুবুদ্ধির উদয় হউক। তাহা হইলেই আমাদের শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন সাফল্য-মণ্ডিত হইবে

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

——::•:.——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় কালকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গল-আরাত্রিকের পর শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। তৎপরে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা 'পঞ্চতত্ত্ব', ও 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর শ্রীসরস্বতী-সংলাপ-গ্রন্থ পারায়ণ হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকান্তে পুনরায় শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ-গ্রন্থ পাঠের পর সমাগত ভক্ত, সজ্জনমণ্ডলী ও মহিলা—সকলকেই শ্রীমহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়

অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ রাগতীর্থ প্রভু শ্রীনদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয়, শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ও পত্রাবলী প্রভৃতি পাঠ ও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণার কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর রাত্রিতে সমাগত সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরদিবস ২৪শে মাঘ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর তৃতীয়বার্ষিক-বিরহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলা-রাত্রিক, সকালে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় শ্রীনদীয়াপ্রকাশ, গৌড়ীয়, 'মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর'-গ্রন্থ পাঠ হয় ও রাত্রে সমাগত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

অমর্ষি-শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৩শে মাঘ, শুক্রবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখা অমর্ষি-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীসরস্বতী-সংলাপ ও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা আলোচিত হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন করেন। তৎপরে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তৎপর দিবস শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহমহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যান্য মঠসমূহেও শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহতিথিপূজা মহোৎসব যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-মহোৎসব

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্যে ভৈমী-একাদশীর উপবাস, শ্রীবরাহদ্বাদশী ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ও তদুপলক্ষে উপবাস-ব্রতাদি শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন মুখে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

গত ২৯শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার, বরাহদ্বাদশী-দিবস 'শ্রীমদ্ভাগবত' হইতে শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। তৎপরে পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও দশাবতার-স্তোত্র কীর্ত্তন করা হয়। তৎপর দিবস শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শুভাবির্ভাব উপলক্ষে সমস্ত দিবস 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' পারায়ণ হয় ও শ্রীনিত্যানন্দ মহিমাসূচক গীতি সমূহ কীর্ত্তিত হয়। অপরাহ্নে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য-বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপর দিবস শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব উপলক্ষে সমাগত শ্রদ্ধালু ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব উৎসব

গত ১৬ই মাঘ, শুক্রবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা-মহামহোৎসব নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তৎপর দিবস মধ্যাহ্নে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

মেদিনীপুরে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ মেদিনী-পুর-জেলার বিভিন্নস্থানে প্রচার করিতেছেন।

গত ২৩শে মাঘ, শুক্রবার ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবতিথি-পূজা উক্ত জেলার মৃগাপুর-গ্রামে সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হইবে। এই শ্রীধাম পরিক্রমা পাদসেবনের অন্তর্গত। করুণাময় শ্রীধাম শ্রীনামপ্রচারক ও তন্নিজ-জনগণের অহৈতুক কৃপাভিখারী ও দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সাধুগণে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদানপূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমা করা অপরাধ ও অনুচিত। সেইজন্য কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অসমর্থ পক্ষে পরিক্রমার পূর্ব্বে বা পরে তাঁহারা নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতে পারেন।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

এতদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকগণকে জানান যাইতেছে যে, ঢাকা, গয়া, কাশী, এলাহাবাদ, নৈমিষারণ্য, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশিপুর, গোবর্দ্ধন, সঙ্কেত, পুরুষোত্তম, কৃষ্ণনগর, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, কভুর, কলিকাতা—এখানকার সেবকগণ আগামী ১৮ই ফাল্গুন, সোমবার শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব উপবাস ও উৎসব করিবেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মঠে আগামী ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীগৌরজয়ন্তীর উপবাস ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপট্টম একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গঞ্জাম শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণকালে কাচের জানালার ব্যবস্থা

জানালাগুলি সম্পূর্ণরূপে ইটের গাঁথুনি কিংবা ঐ জাতীয় শক্ত কোন জিনিষ দ্বারা বন্ধ করিয়া না দিলে দারুণ বিস্ফোরক-গোলা হইতে নিক্ষিপ্ত টুকরা হইতে জানালার কাচ-ভাঙ্গা বন্ধ করা যাইবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, বাঙ্গলার চলতি আবহাওয়ায় জানালা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া ফেলা সম্ভবপর নহে।

যে সকল স্থানে সম্পূর্ণরূপে কাচ সরাইয়া ফেলা সম্ভবপর নহে, সেস্থলে নিক্ষিপ্ত খণ্ডিত কাচ দ্বারা আহত হওয়া বন্ধ করিতে কিংবা তাহার পরিমাণ হ্রাস করিতে অথবা কাচ ভাঙ্গিয়া গেলেও যে ঘরকে বাসোপযোগী রাখার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে:—

(১) জানালা ও দরজার কাচগুলি আধ ইঞ্চি জাল দ্বারা ভিতর বাহির মুড়িয়া দিতে হইবে। এই জাল কাঠের ভিতর এক ইঞ্চি প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে এবং এক ধার সিধা ও অপর দিক উল্টা ভাবে বসাইতে হইবে।

যাহাতে জানালাগুলি পরিষ্কার ও বন্ধ করিতে পারা যায়, তজ্জন্য সুবিধামত খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে এইরূপ ফ্রেমে জাল আটকাইয়া জানালার সহিত ফিট করিলে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়। এতদ্ব্যতীত এই বা স্থানে কাচ যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে উহা তাহাই সাময়িকভাবে অনেকটা প্রতিরোধ কার্য্য করিতে পারিবে।

(২) ভিতরের দিকে কাচের খুব কাছাকাছি হাল্কা পর্দ্দা লাগানো অথবা কাপড়ের টুকরা কাচের সহিত ভাল করিয়া সাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যে কাপড়ের টুকরাগুলি কাচের সহিত আঁটিয়া দেওয়া হইবে, তাহা জানালা কিংবা কাঠের ফ্রেমের উপর দেড় ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত থাকা আবশ্যক।

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থা যতদিন চলিবে, ততদিন কলিকাতায় অনুমোদিত বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ১ম মান হইতে ৫ম মান পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রেণী বন্ধ থাকিবে বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ মান হইতে দশম মান পর্য্যন্ত শ্রেণীগুলিতে যে সব বালিকা পাঠ করে, তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে মোট ৭টি বালিকা বিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান জরুরী অবস্থাকালীন যে সব বালিকা কলিকাতায় থাকিবে, তাহাদিগকে শিক্ষা দানের জন্য কলিকাতার ঐ ৭টি বিদ্যালয় খোলা থাকিবে।

কলিকাতায় ছাত্রীদের জন্য নিম্নলিখিত ৭টি বিদ্যালয় খোলা রাখা হইবে:—

(১) বালীগঞ্জ গার্লস্ এইচ-ই স্কুল, হিন্দুস্থান রোড, বালীগঞ্জ; (২) স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মেমোরিয়াল গার্লস্ এইচ ই স্কুল, ১৫, যোগেশচন্দ্র মিত্র রোড, ভবানীপুর; (৩) ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস্ হাই স্কুল, ২, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, (৪) ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন, ৭৮বি, আপার সার্কুলার রোড, (৫) সেণ্ট মার্গারেটস্ হাই স্কুল, ১১ ডাফ ষ্ট্রীট, (৬) বেথুন কলেজিয়েট গার্লস্ স্কুল, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; (৭) ডাফ স্কুলে অবস্থিত নিউ গার্লস্ স্কুল।

কলিকাতায় নলকূপ

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কলিকাতায় নলকূপ খনন পরিকল্পনা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে যে সকল অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে, সে দিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল অভিযোগ সাধারণতঃ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা সম্পর্কে বিলম্ব, নলকূপ বসাইবার উপযুক্ত স্থান, নলকূপের আকার ও গভীরতা এবং নলকূপ হইতে কি ধরণের ও কি পরিমাণ জল পাওয়া যাইবে, তৎসম্পর্কেই করা হইয়াছে। এই সকল ব্যাপারে উপযুক্ত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃই সম্ভবতঃ এই প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই গভর্ণমেণ্ট এই সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতেছেন। পরিকল্পনাটির নামেই প্রতীয়মান হয় যে, কলিকাতার বর্ত্তমান পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে প্রায় ২,৫০০ হাজার নলকূপের সাহায্যে জরুরী উপায়ে জল-সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইবে

মিশর পার্লামেণ্টে সাধারণ নির্ব্বাচন

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রহরে রাজা ফারুক দুইটি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন একটি দ্বারা পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া সাধারণ নির্ব্বাচনের পর ৩১শে মার্চ্চ নূতন পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন; দ্বিতীয়টি দ্বারা মিশরে নাহাস পাশার গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৬শ বর্ষ } ১৩ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২রা ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার {২৭৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ গোবিন্দ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-প্রভু

——::(*):: ——

আগামী ৪ঠা ফাল্গুন (১৩৪৮), সোমবার শ্রীগৌর-প্রতিপৎ-তিথি — শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবসাম্রাজ্যের সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভুর সপ্তচত্বারিংশ অপ্রকট-বাসর। সেই তিথিপূজার উপায়নরূপে শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখশ্রুত তাঁহার অমলচরিত-গাঁথা সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

গুরুপরম্পরা

শ্রীরূপানুগজনের জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভু। শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট-পরিপূরক অন্তরঙ্গ-নিজজন শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী। শ্রীরূপের শ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। শ্রীরঘুনাথের শ্রেষ্ঠ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাসের পরম প্রিয় শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম। শ্রীল নরোত্তমের আনুগত্যে শ্রীরূপানুগধারা-সংরক্ষণকারী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। তিনি শেষলীলায় ব্রজমণ্ডলে শ্রীহরিবল্লভদাস নামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীবিশ্বনাথের ছাত্রপ্রতিম অনুগ গৌড়ীয়বৈষ্ণববেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজে 'শ্রীগোবিন্দদাস'-নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বা শ্রীগোবিন্দদাসের অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস বা শ্রীউদ্ধবদাস বা তদনুগ শ্রীউদ্ধব দাস। শ্রীউদ্ধবদাসের শিষ্য শ্রীমধুসূদন দাস। এই গুরু-শিষ্য-ধারাটি ভাগবত-পরম্পরায়, পাঞ্চরাত্রিক-পরম্পরায় নহে,—ইহা বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য।

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে ৫ মাইল উত্তরে শ্রীসূর্য্যকুণ্ড'-নামক একটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে। এই স্থানে শ্রীমতী রাধিকা মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য-পূজার ছলনা এবং অভিমন্যু, জটিলা ও কুটিলা প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবার্থ আগমন করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত-বেষে শ্রীমতীর সেবা গ্রহণ করিতেন। অদ্যাপি এ স্থানে 'সূর্য্যকুণ্ড'-নামক একটি দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। এই সূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিম তীরে উত্তরাভিমুখে শ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির ও পূর্ব্বদিকে শ্রীগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। শ্রীমধুসূদন-দাস বাবাজী মহারাজ সূর্য্যকুণ্ডে 'সিদ্ধ বাবাজী' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সমাধির সংলগ্ন স্থানেই তাঁহার জীর্ণ সুপ্রাচীন ভজনকুটী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের পূজিত শ্রীগিরিধারী ও নামব্রহ্ম (পটে লিখিত 'শ্রীহরেকৃষ্ণ' ও 'শ্রীহরিবোল' নাম) পূর্ব্বদিকের একটী মন্দিরে রহিয়াছেন। এ স্থানে অগ্রহায়ণ-শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের তিনজন শিষ্য ছিলেন—(১) বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, (২) শ্রীগোবিন্দদাস (৩) শ্রীহরিগোপাল দাস। ইঁহারা সকলেই বেষের শিষ্য অর্থাৎ শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে ভেক বা পরমহংস-বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমধুসূদনের অপর দুই শিষ্য শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীহরি গোপাল দাসের সমাধি সূর্য্যকুণ্ডে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

কিংবদন্তী এই যে, সূর্য্যকুণ্ডে শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার ভজন-কুটীতে যখন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, তখন এক অজগর সর্প প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসিয়া ঐ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত এবং পাঠ সমাপ্ত হইবার পর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত।

শ্রীল জগন্নাথের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবত-দাস প্রভু। ইনি আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বেষগুরু। শ্রীভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিও সূর্য্যকুণ্ডে অতি জীর্ণাবস্থায় বৃক্ষ-লতাদি-দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছেন।

অন্ধকার যুগ ও আচার্য্যধারা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে কএকটি অন্ধকার-যুগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে একটি অন্ধকার যুগ, ষড় গোস্বামীর অপ্রকটের পর আর একটী অন্ধকার যুগ, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ ও শ্রীল রসিকানন্দ মুরারির অপ্রকটের পর তৃতীয় অন্ধকার যুগ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অপ্রকটের পর চতুর্থ অন্ধকারযুগের কথা শ্রুত হইয়া থাকে। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক রহস্য ও সিদ্ধান্তবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মনে করেন, আচার্য্যধারা অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আগত গুরুপরম্পরা প্রবাহ সেইসকল অন্ধকার যুগে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং নূতন করিয়া আচার্য্যের অভিনব অভ্যুদয় হইয়াছিল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক রহস্য অনুধাবন করিলে জানা যায়,—যেমন সূর্য্য-দেবের কোন সময়েই বিনাশ হয় না, তদ্রূপ আচার্য্যধারারও বিনাশ নাই।

আচার্য্য-পরম্পরা বা শ্রৌতপরম্পরার যোগসূত্র নিত্য অবিচ্ছিন্ন না থাকিলে পরমার্থ ও স্বয়ং ভগবানের নিত্য অস্তিত্বও অস্বীকৃত হয়। কখনও ক্ষীণালোক, কখনও প্রোজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিয়া আচার্য্যজ্যোতিষ্কগণ জীবের ভাগ্যাকাশে উদিত থাকেন। ক্ষীণা-লোক বলিলে যে আচার্য্যের আচার্য্যত্বে কোনপ্রকার হেয়তা সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা নহে অর্থাৎ আচার্য্য-পরম্পরার খাতে কখনও বিবিক্তানন্দী আচার্য্য, কখনও বা গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্য বিপুলভাবে হরিকথা প্রচার করিয়া পাষণ্ডমত নিরাস ও শুদ্ধ-ভক্তি-সংস্থাপন-কার্য্য করেন, তখনই আচার্য্য-ভাস্করের প্রভা লোকলোচনের গোচরীভূত হয়। বিবিক্তানন্দী আচার্য্যগণ সেরূপভাবে প্রচার-প্রচেষ্টা না করিয়া স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক জীবকে ব্যক্তিগতভাবে ভজন শিক্ষা দিয়া থাকেন। গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যের সংকীর্ত্তন-কার্য্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া উহার প্রচার অধিক হইয়া থাকে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বা তৎপূর্ব্বে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ যে যুগে গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন সেই যুগেও শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ বা আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

২০শে মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয় ও চাঁদকাজীর সমাধি)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গাদপাশি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল-আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা, মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঞ্জের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও **১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

☞ উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ মহাত্মগণ অকৃত্রিম বিবিক্তানন্দী গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।

'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটক, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা অন্ধকার যুগের অবস্থারূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তখন কি আচার্য্যধারা ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল? শ্রীব্রহ্ম মাধ্ব-আম্নায় কি স্তব্ধ হইয়াছিল? তখন কি শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী আচার্য্যরূপে উদিত হইয়া জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে শিষ্যত্বের লীলায় বরণ করিয়া শ্রীব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয় আম্নায়ধারা প্রবাহিত রাখিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই? তখন কি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত—ইঁহারা হরিকথা আচার প্রচার করেন নাই? আচার্য্যধারা রুদ্ধ হইয়া থাকিলে কিরূপে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী হইতে শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্য-পরম্পরার যোগসূত্রের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিলেন? শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী 'শ্রীগৌর গণোদ্দেশ-দীপিকা'য়, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দভাষ্য' ও 'প্রমেয়-রত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার 'পদ্ধতি'-গ্রন্থে, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আম্নায়-পরম্পরা-বর্ণনে আচার্য্যধারার অবিচ্ছিন্নত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ষড়্‌গোস্বামীর পরে যে দ্বিতীয় অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল, তাহাতেও শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী, বিরক্তশিরোমণি শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ মহাজনগণ আচার্য্যধারা সংরক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রমুখ আচার্য্যগণের পর যে তৃতীয় অন্ধকার-যুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পরমগুরু) ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয় ধারা বা শ্রীরূপানুগ ধারার আচার্য্যপরম্পরার অবিচ্ছিন্নত্ব সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়ের চতুর্থ অন্ধকার যুগের সূচনা হইলেও যে আচার্য্যধারা সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহা আচার্য্যকেশরী আমাদের শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'আচার্য্যাদির বিবরণ' লিখিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আচার্য্যাদের অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস বা শ্রীউদ্ধবদাস ও তদনুগ শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস পারমহংস্যপথের পারিপাট্যে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের প্রচার করিয়াছেন। তাহাই গৌড়ীয়গণের পরম শ্লাঘার বিষয়।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদনদাস, শ্রীজগন্নাথদাস কেবল বিবিক্তানন্দী পরমহংসের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, তাঁহারা প্রচারক আচার্য্যের লীলাও প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদনদাস শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার প্রচারে সর্প বা সর্পের ন্যায় ক্রূর প্রকৃতি কেহ কেহও ঐসকল স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ভাগবতী-কথায় রুচিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে গৌড়ীয়ের অন্ধকার যুগ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া সে-সময় রূপানুগধারা ছিন্ন হয় নাই। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ সেই যোগসূত্র অবিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষণ করিয়া তাহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ কিরূপ গোষ্ঠ্যানন্দী, অদম্য প্রচারোৎসাহী সঙ্কীর্ত্তনসেনানায়ক ছিলেন, তাহা তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিতপাঠকালেই সুধী পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আবির্ভাব-স্থান ও পরিচয়

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহোদয় বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কোনও মতে ময়মনসিংহ-জেলায় টাঙ্গাইল-মহাকুমার কোন গণ্ডগ্রামে, কোনও মতে পাবনা-জেলার অন্তর্গত তড়াস-গ্রামে বারেন্দ্র-কায়স্থকুলে আবির্ভাবলীলা প্রকাশ করেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মাতাপিতার কোনও পরিচয় বা আবির্ভাব-কালের সন-তারিখ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈষ্ণব পূর্ব্ব কুল বা ঐতিহাসিক কালের দ্বারা পরিচিত হন না বলিয়াই এবিষয়ে অনেকস্থলেই অজ্ঞ-জ্ঞানী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

আচার্য্য, গুরুদেব বা বৈষ্ণব শূদ্র বা ব্যবহারিক 'ব্রাহ্মণ' নহেন। আচার্য্যকে জাতিসামান্যে দর্শনের ন্যায় ভীষণতম আচার্য্য-দ্রোহ ও গুরুনিন্দা আর কিছুই নাই। এই অপরাধ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই, যদি আত্মগ্লানিতে দগ্ধীভূত নিষ্কপট ক্ষমাপ্রার্থী জীবকে একমাত্র কৃপাময় গুরুদেব ও বৈষ্ণবঠাকুরগণ ক্ষমা না করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বদাই এই অপরাধ হইতে জগতের সকল জীবকে সাবধান করিতেন এবং বলিতেন,—"পূর্ব্বদিকে কোন কালবিশেষে সূর্য্যদেব উদিত হন বলিয়া পূর্ব্বদিক্‌কে যেরূপ সূর্য্যের জননী বা ঐ কাল-বিশেষকে সূর্য্যের জন্মকাল বলা যায় না, অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ ঐতিহাসিক গবেষণা-লভ্য বস্তু নহেন, তদ্রূপ হরিগুরুবৈষ্ণব কোনও কুলে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহাকেও সেইকুলের অন্তর্গত করা যায় না।

শ্রীল জগন্নাথ যে-কোন স্থানে বা যে-কোন কুলে আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সদোপাস্য, ভাগবত-পরমহংস। তাঁহার নিত্যনিবাস—শ্রীব্রজ ও শ্রীনবদ্বীপধাম।

ইনি পূর্ব্বাশ্রমে বর্দ্ধমান-জেলার প্রান্তবর্ত্তী পুরুলিয়াবাসী শ্রীনিত্যানন্দ-সন্তান শ্রীরাস-বিহারী গোস্বামীর পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত শিষ্যের লীলাভিনয়কারী। এই শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন—স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি স্বধামগত ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। তাঁহার রাজপ্রাসাদে উক্ত শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর উপাস্য শ্রীরাস-বিহারীজীউর সেবা অদ্যাপি বর্ত্তমান।

শ্রীল জগন্নাথের শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অহৈতুকী অনুরাগের কথা মানবজাতির কোন প্রতিভা বর্ণন করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার যে অদম্য উৎসাহ, তাহার পরিচয় তাঁহার অনুগত একমাত্র শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরেই সমুজ্জ্বল হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-দেব এই জগন্নাথকে জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। সকল সদ্‌গুণ শ্রীল জগন্নাথদাসকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের দাস বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণাশ্রিত।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তদানীন্তন গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতের বর্ষীয়ান্ সার্ব্বভৌম-সম্রাট্ ছিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডল ও

THE GAUDIYA MISSION.

(Registered under Act XXI of 1860)

Sree Gaudiya Math,
16A, Kaliprasad Chakravarti St.,
P.O. Baghbazar, Calcutta.
The 7th. Februay, 1942.

NOTICE

The second Annual General Meeting of the members of the Gaudiya Misson (Society Registered under Act XXI of 1860) will be held at 9-30 A.M. on Tuesday, the 3rd March, 1342 (Gaura Janmotsava Day) at Sri Chaitanya Math, Sree Mayapur, Nadia. All members are respectfully requested to be present.

AGENDA

I. Allegiance and Homage to His Divine Grace Sri Srila Acharyadeva.

2. Report of the Governing Body regarding administration of the Society, Sri Visva Vaishnava Raj Sadha and Sri Nabadwip-dham Pracharini Sabha.

3. Audited accounts for the years 1344-47 B. S.

4. Appointment of Auditor.

5. Working of the Governing Body.

6. Any other subject that may be transacted at the congregation.

Sundarananda Vidyabinode
Secretary
The Gaudiya Mission.

শ্রীগৌড়মণ্ডলের তদানীন্তন ভজনানন্দী বৈষ্ণব-গণের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান ঐকান্তিক কৃষ্ণ-নিষ্ঠাপরায়ণ ও শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ-শিরোভূষণ ছিলেন বলিয়া 'বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি কখন গৌড়মণ্ডলে, কখনও বা ব্রজমণ্ডলে সর্ব্ব-তন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়া লোককল্যাণের জন্য বিচরণ করিতেন। গৌড়মণ্ডলকে ইনি অভিন্ন-ব্রজমণ্ডলরূপে দর্শন করিতেন। ইঁহার শাসন অতিশয় নিরপেক্ষ, কঠোর ও ইঁহার আত্ম-মঙ্গলকর উপদেশ মর্ম্মভেদী ছিল। এই ধারাতেই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর শাসন ও শিক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল জগন্নাথ অনেক সময় শ্রীরাধাকুণ্ড-তটাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীরূপানুগ ভজনপদ্ধতিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় নিবিষ্ট থাকিতেন। ইনি সুদীর্ঘকাল এই প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়া স্বয়ং অনুক্ষণ হরিনাম-কীর্ত্তন ও অপরকে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগে অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের পালন ব্যতীত তিনি অন্য কোন-প্রকার সিদ্ধান্ত বা বিচার স্বীকার করিতেন না, ইহা তাঁহার আলেখ্য দর্শন করিলেও সুধিগণ বুঝিতে পারিবেন। ইনি নিবিষ্টচিত্তে বিপ্রলম্ভের সহিত স্বয়ং হরিকীর্ত্তন করিতেন এবং অপরকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। ইনি অন্তরে সম্ভোগবাদে পরিপুষ্ট থাকিয়া নামভজনের ছলনা বা কপট নির্জ্জন-ভজনকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। সিদ্ধান্ত-বিরোধ বা রসাভাসদোষ ইনি কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না।

গুরু ও শিষ্য

বঙ্গাব্দ ১২৮৮ সনে, শ্রাবণ মাস। নিত্য-ব্রজবাসী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই সময়ে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। রাধারমণ [illegible]শুর কালাকুঞ্জে অবস্থান করিয়া ঠাকুর [illegible]দের সাধুসঙ্গ ও শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহনের দর্শনলাভ করিলেন। [illegible]ই সময় রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জে ঠাকুর [illegible] ভক্তিবিনোদ শ্রীনিম্বাদিত্যের-নামে [illegible]রোপিত 'দশশ্লোকী' আবিষ্কার করিলেন। [illegible]খানে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীল [জ]গন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রথম দর্শন [পা]ইলেন। নিত্যব্রজবাসী গুরু ও শিষ্যে [illegible]জে এই প্রথম সাক্ষাৎকারের লীলা [প্র]কাশিত হইল। গুরুপাদপদ্মদর্শনের [অ]ব্যবহিত পরেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [শ্রী]রাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবর্দ্ধন দর্শন করেন।

শ্রীল জগন্নাথ ও তাঁহার সহযোগী [ঐ]কান্তিক ভজন-পরায়ণ পরমহংসকুল যখন [বৃ]ন্দাবনে ভজনানন্দে বাস করিতেছিলেন, [ত]খ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা-স্থান কাটোয়া[ই]তে কোন এক প্রসিদ্ধনামা বিশেষ সংস্কৃত-[ভা]ষাকুশল ভৃতক পাঠক বিপ্র তীর্থবাসচ্ছলে [বৃন্দা]বনে গমন করিয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ-ব্যাখ্যার দ্বারা যথেষ্ট লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ-প্রমুখ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ উক্ত কথক মহাশয়ের নিকট সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতে আসেন না দেখিয়া কথক মহাশয় ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে শ্রীল জগন্নাথ ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাশয়গণ বলেন,—"যাহারা ভাগবত-ব্যবসায় করে, তাহারা নামাপরাধী, তাহাদের মুখে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্ত্তিত হয় না। তাহাদের ই বৃত্তি বেশ্যার বৃত্তি হইতেও ঘৃণ্য। ঐরূপ ভৃতক পাঠকের মুখে পাঠ শুনিলে জীবের কোন প্রকার মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, নামা-পরাধ শ্রবণ করিতে করিতে জীবের অধঃপতন হয়, কৃষ্ণ-নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে বিষয়নিষ্ঠা, নিষ্কপট ভজনের পরিবর্ত্তে কপট মিছাভক্তি উদিত হইয়া জীবের দুর্গতি আনয়ন করে।"

সুকৃতিমান্ উক্ত কথক মহোদয় বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমের ঐরূপ অপ্রিয় সত্যবাক্যে রুষ্ট না হইয়া উহাকে 'কৃপা' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেন। এবং অচিরেই ঐরূপ ভাগবত-ব্যবসায় বৃত্তিকে 'নামাপরাধ' বলিয়া বুঝিতে পারিয়া উহা ত্যাগ করিলেন। শ্রীল জগন্নাথের কৃপা গ্রহণ করিয়া উক্ত সুকৃতিমান্ কথক মহাশয় ভবিষ্যতে এক পরমভাগবত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তিনি নিজের ব্রাহ্মণাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে আবর্জ্জনাবাহী ভূঁইমালীরূপে বৈষ্ণবগণের সেবা এবং গর্দ্দভ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শ্রীল জগন্নাথের কৃপায় তাঁহার জাতি-বর্ণ পাণ্ডিত্যাদির অভিমান দূর হইয়াছিল।

১২৯২ বঙ্গাব্দ হইতে অনেক সময়ই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের উপদেশ ও সঙ্গসুখ লাভ করেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২৭শে ফাল্গুন বুধবার একাদশী তিথিতে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়া-গ্রামে অবতরণ করেন। ঠাকুরের অত্যন্ত আদর ও গৌরবের পাত্র আমলাজোড়ানিবাসী শ্রীনামহট্টের দণ্ডিদার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ভক্তিনিধি ও বিপণিপতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্নের যত্নে আমলাজোড়া গ্রামের একান্তে একটি উদ্যানের মধ্যে একটী 'প্রপন্নাশ্রম' নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রপন্ন বা শরণাগত ব্যক্তিগণ যেস্থানে সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ সাধুগণের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন করেন, তাহাই প্রপন্নাশ্রম। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত এইস্থানে সারারাত্রি জাগরণ করিয়া হরি-কীর্ত্তনমুখে একাদশীব্রত পালনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। এই সময়ের বিবরণ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তৎসম্পাদিত শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বরাত্রে একাদশী জাগরণের পর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় গ্রামস্থ ভক্তবৃন্দ মহা-সমারোহের সহিত কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে প্রপন্নাশ্রমে পৌঁছিলেন। তথায় কীর্ত্তনের সময় বাবাজী মহাশয়ের যেসকল ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা বর্ণন করা যায় না। শতবর্ষের ঊর্দ্ধ বয়সে প্রেমানন্দে সিংহের ন্যায় নৃত্য করা এবং মধ্যে মধ্যে 'নিতাই কি নাম এনেছে রে। নাম এনেছে নামের হাটে, শ্রদ্ধা-মূল্যে নাম দিতেছে রে।' ইত্যাদি ধুয়া অবলম্বন করিয়া অজস্র ক্রন্দন ও ভূমি-লুণ্ঠন সময়ে তথায় যে একটি আশ্চর্য্য দৃশ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয়ের ভাব-দর্শনে এবং কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলেই প্রায় অশ্রু-পুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদ্‌গদ্ হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে কীর্ত্তন স্থগিত হইলে নামহট্ট-বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হইল। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রপন্নাশ্রমের কার্য্য সেদিন হইতে আরম্ভ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিপণি-পতি মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের অনুমত্যনু-সারে তদ্দিবসেই প্রপন্নাশ্রমের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপ্ত করিলেন। স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সময়ে সর্ব্বদেশে স্থানীয় প্রধান লোককে সভাপতি করা হয়। ভক্তসমাজে যে তৎকালে উপস্থিত পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠার সভাপতির আসন দেওয়া হইয়া-ছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। যে-যে গ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠা এইরূপে করা কর্ত্তব্য।"

(সজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ ২৩ পৃষ্ঠা)

এই সময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সহিত আমলাজোড়-গ্রামে অবস্থান করিয়া অহোরাত্র গৌরকৃষ্ণ-কথা আলোচনা, কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় সুশিক্ষিত ও শাস্ত্র-পণ্ডিত ব্যক্তির হরিনাম প্রচারে স্বাভাবিক উৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে জগতে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীগৌরধাম [illegible] জন্য অধিকতর প্রেরণা প্রদান করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে বিশেষ-ভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময়ের কথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার আত্মচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"বাটী আসিয়া স্থানে-স্থানে নামপ্রচার করিতে লাগিলাম—কখনও গোদ্রুম, কখনও কলিকাতা, [illegible] বক্তৃতা। [illegible] উপস্থিত হইল। [illegible] বিশেষ [illegible] শ্রীগোদ্রুমে [illegible] ও শ্রীমায়াপুর-দর্শন [illegible] শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় [illegible] দেখা দিয়াছিলেন।" (শ্রীভক্তিবিনোদ আত্মচরিত ১৯৩ পৃষ্ঠা)

[অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে]

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(ঃ০ঃ)ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।√০	।√০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲			৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲	৯৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপত্তনের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

সামরিক বিদ্যায় ডিপ্লোমা

সামরিক কর্তৃপক্ষের 'এ' ও 'বি' সার্টিফিকেট লাভ করিয়া যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা পাঠ করিয়া উপযুক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাহাদিগকে সামরিক বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা দেওয়ার এক প্রস্তাব বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট অনুমোদন করিয়াছেন। অতঃপর সুবিধা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

এই সম্পর্কে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন উহাতে জানা গিয়াছে যে, ইউনিভারসিটি ট্রেণিং কোরগুলিতে উন্নততর সামরিক শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে বর্ত্তমানে একটী নূতন পরিকল্পনা ভারত গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ইউনিভার্সিটি ট্রেণিং কোরে যোগদানকারিগণ যাহাতে 'এ' ও 'বি' সার্টিফিকেট পাইতে পারেন তজ্জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা করা হইবে। যাঁহারা এই সার্টিফিকেট পাইবেন তাঁহারা সরাসরি বড়লাটের কমিশনের জন্য অথবা অফিসার পদে কমিশন লাভের শিক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন। অফিসার ট্রেণিং স্কুলে তাঁহাদের শিক্ষাকালও কম হইবে। তবে বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থার দরুণ এ বিষয়ে শীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ত সম্ভব হইবে।

কর্ম্মচারীদিগকে একমাসের বেতন ঋণ দান

কলিকাতা কর্পোরেশনের যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান, বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় তাঁহারা যাহাতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি ক্রয় এবং অন্যান্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের গত অধিবেশনে তাঁহাদিগকে ঋণ দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়।

স্থিরীকৃত হয় যে, যাঁহারা ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পান, তাঁহাদিগকে এক মাসের নীট বেতন ঋণ স্বরূপ দেওয়া হইবে, কিন্তু যাঁহাদিগের মাসিক বেতন ১০০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে ১০০৲ টাকার অধিক ঋণ দেওয়া হইবে না। ঋণের টাকা ১২ কিস্তিতে আদায় করা হইবে। অস্থায়ী কর্ম্মচারীরা এবং যে-সকল কর্ম্মচারী কর্পোরেশনের অনুমতি লইয়া যুদ্ধে অথবা অন্য কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা এই ঋণ পাইবেন না।

কর্পোরেশনের শ্রমিকগণ সম্পর্কে স্থির করা হইয়াছে যে, যে-সকল শ্রমিক ক্রমান্বয়ে অন্ততঃ ছয় মাস যাবৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছে মাত্র তাহাদিগকেই উপরোক্ত ঋণ দেওয়া হইবে।

কলিকাতায় ৬০টি হাই স্কুল খোলা হইবে

কলিকাতায় ১৭০টি হাইস্কুলের মধ্যে ৬০টি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই তাঁহাদের বিদ্যালয় ভবনগুলিতে বিমান আক্রমণ হইতে যথোপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। শীঘ্রই এই বিদ্যালয়গুলি খোলা হইবে। অবশিষ্ট একশতটি বিদ্যালয়ের মধ্যে দশটি বিদ্যালয়ের ইমারত ভগ্ন ও জীর্ণাবস্থায় দেখা গিয়াছে। কাজেই জরুরী অবস্থার সময় এই বিদ্যালয়গুলি বন্ধ রাখা দরকার।

সিংহলে বিপজ্জনক এলাকায় স্কুল বন্ধ রাখার ব্যবস্থা

বিপজ্জনক এলাকার স্কুলসমূহ বন্ধ রাখিবার জন্য জনৈক বেসরকারী সদস্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, সিংহল ষ্টেট কাউন্সিলে সেই প্রস্তাব ২১-১২ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্বরাষ্ট্রসচিব জানাইয়াছিলেন যে গবর্ণমেণ্ট স্কুল বন্ধ রাখার জন্য কোনও প্রস্তাব করেন নাই।

সঙ্গতিসম্পন্ন ছাত্রদের বৃত্তির টাকা

যে সব ছাত্রের অভিভাবক তাহাদের শিক্ষার ব্যয় বহনে সমর্থ, সেই সব ছাত্রের বৃত্তির টাকা প্রত্যাহারের প্রশ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বৃত্তিসমূহ শুধু গুণানুসারেই প্রদত্ত হওয়া উচিত এবং কোন অবস্থায়ই বৃত্তিসমূহের টাকা প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয় নহে।

কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সাম্প্রতিক এক সভায় ডিভিসন্যাল কমিশনার মিঃ জে আর ব্লেয়ারের প্রস্তাবক্রমে (মিঃ ফজলুর রহমান এম এল এ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন) যে সব ছাত্রের পিতামাতা তাহাদের শিক্ষার ব্যয় বহনে সমর্থ, সেই সব ছাত্রের বৃত্তির টাকা প্রত্যাহার করা উচিত, এই অভিমত প্রকাশ করিয়া ভোটাধিক্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে এইরূপ ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রধান-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৫ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৭ঠা ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার | ২৭৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ গোবিন্দ, সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-প্রভু

(২)

১২৯৯ বঙ্গাব্দে মাঘমাসে শ্রীল জগন্নাথ স্বীয় পরিকরসহ কুলিয়া-নবদ্বীপ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তদানীন্তন ভজনস্থলী শ্রীগোদ্রুমস্থ সুরভিকুঞ্জে আসিয়া আসন গ্রহণ করেন। ২৭শে মাঘ, বুধবার শ্রীসুরভিকুঞ্জে শ্রীল বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের সম্মেলনে এক অপূর্ব্ব হরিকীর্ত্তন-নর্ত্তনানন্দের উৎস প্রকাশিত হইয়াছিল—সমস্ত কীর্ত্তনাখ্যদ্বীপ কীর্ত্তনের রোলে মুখরিত ও প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীধাম-প্রকাশ-সেবা করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের লেখন হইতে দেখিতে পাই। 'বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা'য় শ্রীল ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"হে ভক্তবৃন্দ! আজকাল অন্য আশা ও অন্য চিন্তা দূরে ফেলিয়া এই গুপ্ত মহাতীর্থের স্থানগুলি আবিষ্কার করিতে যত্ন করুন। * * হে শ্রীবৈষ্ণবগণ! আর বিলম্ব করিবেন না, প্রভু-পার্ষদগণের লীলাস্থান দর্শন করিবার জন্য আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন পামরগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। যেরূপ ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে লীলাস্থান দেখিতে যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, তখন দয়াসমুদ্র শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন প্রভুতে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক দুই ধামক্ষেত্রে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড দেখাইয়া দিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কৃপায় এখন সকলেই সেই তীর্থদ্বয়ের মহিমা উপলব্ধি করিতেছেন। হে জগন্নাথদাস প্রভৃতি অধুনাতন গৌরাঙ্গপ্রিয় ভক্তগণ! আপনাদের চরণে আমরা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর শক্তিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরের স্থানসমূহ নির্দ্দেশ করুন। এখন আপনারাই আমাদিগের গুরু, আর কাহাকেই বা জানাইব?'—(শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা— ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম'-প্রবন্ধ)

শ্রীগৌরজন্মস্থান নির্দ্দেশ

১২৯৯ বঙ্গাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-দিবসে (২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার) শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কুলিয়া-নবদ্বীপের বহু লোক লইয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে উপস্থিত হন। "সেইস্থানে স্পর্শ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় এস্থানকে 'জগন্নাথমিশ্রের গৃহ' বলিয়া উক্তি করিলেন। আবার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট খোলভাঙ্গার ডাঙ্গায় সঙ্কীর্ত্তনদল উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদের বড় খোলখানি ভাঙ্গিয়া গেল।"

এই সময়ের কথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সজ্জনতোষণীতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—"২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময় পশ্চিমপার নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ তিনখানি নৌকায় পার হইলেন। ভক্তবর মহেন্দ্রবাবু তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিলেন। পরমভাগবত শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী প্রভুকে পাল্কীতে লওয়া হইল। শ্রীমায়াপুর-যাত্রী-সংখ্যা তখন আর গণনা করা যায় না; মায়াপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা গেল যে, শ্রীযুক্ত ভক্তবর দারিক বাবু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি সংকীর্ত্তনের দল লইয়া নানা বিধ পতাকা উড্ডীয়মান করত মহানন্দে বাবাজী মহাশয়দিগের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দ যখন জন্মভিটার উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন একটি আশ্চর্য্য শোভা সমস্ত নবদ্বীপ-মণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, বোধ হয়, এরূপ শোভা আর চারিশত বৎসর হয় নাই। সকল বৈষ্ণব বসিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, প্রভুর জন্মস্থানে একটি সেবা ও শ্রীবাসাঙ্গন-ভূমিতে একটী সেবা স্থাপন হউক। শ্রীযুত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শেষে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, জন্মস্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীশচীদেবী এক গৃহে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীলক্ষ্মীদেবী দুই-পার্শ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৈশোর-মূর্ত্তি অন্য-ঘরে স্থাপিত হউক। শ্রীবাস অঙ্গনে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপিত হউক।" (শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড ২৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা, 'আবির্ভাব-উৎসব' প্রবন্ধ)।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আমরা শুনিয়াছি যে, শ্রীধাম-মায়াপুর-*যোগপীঠে যে কদম্ব বৃক্ষটি আছে, তথায় আসিয়া শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ নৃত্য করিতেন এবং আমাদের পরমগুরু শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভু তথায় উপবেশন করিয়া ভজনানন্দে ও হরিকথাকীর্ত্তনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন শ্রীযোগপীঠে উপবেশন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগীতগোবিন্দের "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" ও শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর "অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ" -এই প্রথম শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাকালে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস মহাশয়কে "থানেশ্বরী জগন্নাথের অবতার" বলিয়া জানাইয়াছিলেন। যেরূপ বিপ্রলম্ভময়-ধাম কুরুক্ষেত্রে গৌরকৃষ্ণপদাঙ্কিত থানেশ্বরের শ্রীজগন্নাথের ভবনে মহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের বিপ্রলম্ভময় ভজনকুটীরে শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ধাম প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে লিখিয়াছেন,—"শ্রীল জগন্নাথদাস শ্রীগৌরজন্মস্থানের নির্দ্দেশক ও শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার প্রাক্তন মূলপুরুষ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে এই প্রপঞ্চে অবতারকল্পে প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলা ১৩০০ সালে শ্রীল জগন্নাথ শ্রীগৌরজন্মভূমি নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যেই নিজ প্রকটলীলা সঙ্গোপন করেন।" (দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ— ২৭শে চৈত্র, ১৩৩৪)

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল জগন্নাথ যেরূপ শ্রীল ভক্তিবিনোদের সেব্যপাত্র, শ্রীল ভক্তিবিনোদও তদ্রূপ শ্রীল জগন্নাথের শ্রেষ্ঠ নিজজন। যাহারা গুরু বা মহাপুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বাহিরের বিচারের মাপ-কাঠি দিয়া পরিমাপ করে, তাহারা এ কথার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথের পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার শিষ্য ছিলেন না কিংবা তিনি শ্রীল বাবাজী মহারাজের হস্ত পদাদি-সম্বাহন বা পাকাদি-কার্য্য অথবা অতিবৃদ্ধ শ্রীল বাবাজী মহারাজকে তাঁহার অন্য কোন শিষ্যের ন্যায় একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্কন্ধে বহন করিবার সেবা বা সাধারণ-দর্শনে নিরন্তর সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থানাদিও করেন নাই। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অন্য এক ব্রজবাসী শিষ্য ক্রমাগত ৪০ বৎসর শ্রীল বাবাজী মহারাজের এই সকল সেবা করিয়াছিলেন

তথাপি শ্রীভক্তিবিনোদ ধারায় বা শ্রীরূপানুগ-ধারায় ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ যেরূপ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমের মনোহভীষ্ট-পরিপূরক শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিজজন বলিয়া পরিচিত, ক্রমাগত ৪০ বৎসর গুরুসেবা এবং প্রায় ১০ বৎসরকাল ব্রজে বাস করিলেও আমরা তাঁহাকে শ্রীল ভক্তিবিনোদের ন্যায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেরূপ 'শ্রেষ্ঠসেবক' বলিতে পারি না। কারণ শ্রীল বাবাজী মহারাজের চিত্তবৃত্তি ও ভক্তি-সিদ্ধান্তের বিচার, আর ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তি ও সিদ্ধান্ত অভিন্ন ছিল। যেখানে গুরু ও শিষ্যের চিত্তবৃত্তি হরিহরের ন্যায় অভিন্ন, সেইখানেই অন্তরঙ্গত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত। শ্রীল জগন্নাথের মনোহভীষ্ট পরিপূরণের জন্যই ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অবতার। ঠাকুর তাঁহার সর্ব্বস্বের দ্বারা গুরুসেবা করিয়াছেন, আংশিক সেবা করেন নাই কিংবা গুরুসেবার শুল্করূপে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বা কোনরূপ বঞ্চনা গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার সেবক শ্রীবিহারীলাল ব্রজবাসীর সহিত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভক্তিভবনে গমন করিতেন। শ্রীল জগন্নাথ পরমহংস-শিরোমণি ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের দ্বারা গৃহস্থ-পরিবার-পরিজনের সদাচারের আদর্শ-স্থাপনের জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীগিরিধারী (শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা) প্রদান করেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে বিহারীলাল বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম প্রভুকে যখন স্কন্ধে করিয়া ভক্তিভবনে লইয়া আসেন, সেইসময় বাগ্‌না-পাড়ার বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সন্তানের জন্য জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের চরণ-ধৌত জল সংগ্রহ করিয়া পান করিয়াছিলেন।

শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় ভক্তি-ভবনে গেলে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুরকে বিশেষ স্নেহ ও আদর করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের সত্যনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, তেজস্বিতা, স্পষ্টবাদিতা, ভক্তিসিদ্ধান্তে পারদর্শিতা, দুঃসঙ্গবর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও হরিনামে অনুরাগ দর্শন করিয়া বাবাজী মহারাজ বিশেষ প্রীত হইতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত নবদ্বীপ-পঞ্জিকা, শ্রীচৈতন্যাব্দ, শ্রীবিষ্ণুনামাত্মক মাস, বার, পর্ব্ব ও তিথি প্রভৃতির প্রচলন করান। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সংশোধিত ও অনুমোদিত বৈষ্ণব-পর্ব্বাদি, তিথি বিধানানুসারে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সেবকগণ সমস্ত ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বাবাজী মহারাজ অপরাপর গৌরপার্ষদগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবাদির পূর্ব্বপারম্পর্য্য লিপি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদকে প্রদান করেন এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর তাহা জগতে প্রচার করেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

২০শে মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন ও চাঁদকাজীর সমাধি)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোলডাঙ্গা, মেধার চর, বেলপুকুর)—১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল-আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা, মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও **১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কঠোর শাসক শ্রীল জগন্নাথ

শ্রীল বাবাজী মহাশয় সকলকেই কায়-মনোবাক্যে হরিভজনের উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার কোন কোন শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি কৌপীনধারী হইয়া মনে করিতেন, তাঁহাদিগকে গৃহস্থগণের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা আর কোনপ্রকার হরিসেবা করিতে হইবে না; কেন-না, তাঁহারা ভেকধারী, সুতরাং কেবল মালা টানিয়া সংখ্যা রাখিলেই তাঁহাদের দৈনিক কৃত্য শেষ হইবে, কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঐসকল নামভজনানন্দী বিবিক্ত উদাসীনের অভিনয়কারী শিষ্যব্রুব ব্যক্তিগণকে অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া সম্মুখস্থ ভজনকুটীরের পার্শ্ববর্ত্তী শাকসব্জীর ক্ষেত্র পরিষ্কার-পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার্থে বিবিধ বীজ রোপণাদি করাইয়া তাহাদের দৈহিক শ্রম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিতে বলিলেন,—উদ্দেশ্য—ঐ অসিদ্ধ মূঢ় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণানুশীলনে শৈথিল্য প্রকাশপূর্ব্বক স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রমত্ত থাকিয়া নরকগামী না হউক, শরীরের দ্বারাও হরিভজন করুক তাহা হইলেও তাহাদের চিত্তবৃত্তি প্রশম থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলন-যোগ্য হইতে পারিবে

বাবাজী মহাশয়ের কুলিয়া-নবদ্বীপে তাঁহার ভজনকুটীতে অবস্থানকালে একদিন কয়েক-জন গৃহত্যাগী ভেকধারী ব্যক্তি তাঁহা নিকট ভজন শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিলে বাবাজী মহাশয় তাহাদের অধিকার বিচার করিয়া ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে রোপিত বেগুণগাছে জল দিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করেন। গৃহত্যাগী ভেকধারিগণ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বিচার করিল,—সংসার, ছাড়িয়া আসিয়া যদি ঐসকল সংসারের কার্য্যই করিতে হয়, তবে পুনরায় ঘরে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। বাবাজী মহারাজ তাহাদের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপর ইহাদের বিচারের ভার অর্পণ করেন।

কৌপীনধারি-অভিমানকারী ঐ ব্যক্তি-গণের মধ্যে কেহ স্বভাবতঃ আলস্যপরায়ণ ও নানা অনর্থরোগগ্রস্ত, কেহ বা গোপনে ব্যভিচার-রত, কেহ বা স্বতন্ত্রতাকামী, কেহ নানাপ্রকার অন্যাভিলাষী ছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে চারিধাম ভ্রমণ করিবার ব্যবস্থা, কাহাকেও বা গৃহে গমন করিয়া বৈধ বিবাহ করিবার উপদেশ, আর সরল অথচ দুর্ব্বলতা-বশতঃ অন্যাভিলাষ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বিচারে বাবাজী মহারাজের আদেশ পালন ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত হইবার উপদেশ প্রদান করিলেন। ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদের দ্বারা শ্রীল জগন্নাথ অনর্থযুক্ত ব্যক্তি-গণের ঐরূপ শাসন ও নিয়মন করাইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও আমাদের প্রভুপাদের দ্বারা তাঁহার (শ্রীল ভক্তিবিনোদের) কতিপয় শিষ্যনামধারী অন্যাভিলাষীর ঐরূপ মঙ্গলবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আবার শ্রীল প্রভুপাদের লীলাতেও দেখিতে পাই, আমার ন্যায় বহু অন্যাভিলাষীকে এমন কি, কতিপয় সন্ন্যাসি-অভিমানীকে শ্রীল প্রভুপাদ নিরপেক্ষ ও আচারবান্ কঠোর শাসক শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ-পুরী গোস্বামী মহারাজের দ্বারা অসংখ্যবার শাসিত ও নিয়মিত করাইয়া তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন।

"বৃদ্ধ সেনাপতি"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথ-বাবাজী মহাশয়কে "ভক্তগণের বৃদ্ধ সেনাপতি" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে 'বৃদ্ধ বৈষ্ণব' বলিয়াছেন। শ্রীল জগন্নাথ সুদীর্ঘকাল এই ধরাধামে প্রকটিত থাকিয়া শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছেন। প্রাচীনত্ব-নিবন্ধন তাঁহার প্রকটকালের শেষ-অবস্থায় তিনি অনেকটা ধর্ব্বাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আজানু-লম্বিত ভুজ, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু, চতুর্হস্ত-পরিমিত দীর্ঘ পুরুষ বলিয়া মনে হইত। তিনি এক একটি লম্ফ দিয়া ৫।৬ হস্ত উচ্চে উঠিতেন। কীর্ত্তনানন্দে তাঁহার নৃত্য এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল।

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে যে কদম্ব বৃক্ষটী বিরাজিত রহিয়াছে, তাহার সমীপে তিনি যখন 'হা গৌর! হা নিতাই!' বলিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে লম্ফ দিতেন

তখন মনে হইত, যেন তিনি কদম্ব-বৃক্ষের শীর্ষদেশে অবস্থিত কদম্বনবিহারী হরিকে ধরিবার জন্য এত ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রম্ভ সেবক বলিয়া অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহের স্কন্ধে নৃত্য করিয়াছিলেন; কারণ যে কদম্ববৃক্ষের সমীপে শ্রীজগন্নাথ প্রভু তাঁহার নৃত্য-তাণ্ডব রচনা করিয়াছিলেন, ঠিক তাহার নিম্নেই শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খননকালে (১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ) শ্রীজগন্নাথমিশ্রের সেবিত গৃহদেবতা ভূগর্ভ হইতে স্বয়ং আবির্ভূত হন। এই ভূগর্ভে অধোক্ষজ বিষ্ণু অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়াই এত আনন্দভরে এই স্থানে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ নৃত্য করিতেন। বর্ত্তমানে এই স্থানে বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় এই যোগপীঠ আসিয়া অনেক সময় নর্ম্মসখাভাবে-বিভাবিত হইয়া প্রাতঃকালে এইরূপ উক্তি করিতেন, "তোরা এখনও খাবার দিচ্ছিস্ না কেন? এখনই দে, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না কত বেলা হ'ল? এখনই গোষ্ঠে যেতে হবে, কৃষ্ণ-বলরাম দাঁড়িয়ে আছে।" "গৌরব্রজবনে ভেদ না হেরিব" শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীতে এই আদর্শ মূর্ত্তিমান্ ছিল। তাঁহারা যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ও ব্রজজন—একাধারে নিত্য গোদ্রুমবনবাসী ও ব্রজবনবাসী।

নিত্যলীলায় প্রবেশ

শ্রীল জগন্নাথ শ্রীগৌর ধাম প্রকাশ ও শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ এবং শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণীসভার উদ্বোধনের পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৪ই ফাল্গুন, সোমবার শুক্লপ্রতিপৎ-তিথিতে দিবা ১০ ঘটিকার সময়ে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"বিগত ১৩০১ বঙ্গাব্দ, ১৪ই ফাল্গুন, সোমবার দিবা ১০ ঘটিকার সময় ভক্তগণের বৃদ্ধ সেনাপতি শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপস্থ ভজনকুটিরে শ্রীধাম লাভ করিয়াছেন। সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় গৌরভূমি অন্ধকার করিয়া চিজ্জগতে প্রবেশ করিলেন। আমরা জড়নয়নে তাঁহার আনন্দজনক নৃত্য-কীর্ত্তন আর দেখিতে পাইব না। তিনি চিজ্জগতে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের প্রতি কৃপাবিধান করুন।"

(সজ্জনতোষণী - ২য় বর্ষ, ২য় পৃষ্ঠা)

শ্রীল জগন্নাথের উপদেশাবলী

১। কখনও মর্কটদের (বিরক্তবেষী যোষিৎসঙ্গী কপটী ব্যক্তিগণের) সহিত মিশিও না। ২। কখনও বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিও না, করিলে বিষয়ী, হইয়া যাইবে। ৩। গৌরধাম কৃপা করিলে ব্রজবাস হয়। ৪। সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া জানিবে। ৫। অন্তরে কৃষ্ণসেবার জন্য অনুরাগ না আসিলে বাহিরে বেষ গ্রহণ করিলেই তাহাকে 'সন্ন্যাসী' বলা যায় না। ৬। ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের শরীরে কষ্টকর ব্যাধিসকল উপস্থিত হইলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যায়। বাবু ও বিলাসিগণের শরীরে তাহা আদর পাইয়া অধিকদিন অবস্থান করে। ৭। 'সেবা করিয়াছি' বলিয়া অন্তরেও ঢাক পিটাইবার যত্ন করিও না, তখন আর উহাকে সেবা বলা যাইবে না। ৮। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় অলস হইও না। ৯। অনবধানের সহিত লক্ষ লক্ষ মালা টানা অপেক্ষা বৈষ্ণবসেবার জন্য বাগান-চাষ ও গাছে জল দেওয়া অধিক মঙ্গলজনক; বৈষ্ণবসেবার ফলে নামে অকপট রুচি হইবে। ১০। বৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না, পুড়িয়া মরিবে, তাঁহার অকপট সেবা বাঞ্ছা কর। ১১। হরিসেবার অর্থ ভোগ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ডী হইতে হয়। ১২। সাধারণ চোরের কখনও মঙ্গল হয়, কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের অর্থ ভোগকারীর কখনও মঙ্গল হয় না। ১৩। সকল ভগবত্তত্ত্বের মধ্যে কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা বঞ্চক, সেইরূপ সকল বৈষ্ণবাপেক্ষা রূপানুগ-বৈষ্ণব বঞ্চকতম। ১৪। অন্যাভিলাষের সহিত গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিলে তাঁহারা সেবকাভিমানীকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দিয়া সরিয়া পড়েন। ১৫। 'যাহারা আমার সেবা করিয়াছে', তাহাদের পেটের জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইবে না বা ভাবিতে হইবে না। যাহারা আমার নিকট উদরপূর্ত্তির রসদ আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট হইল, তাহারা কৃষ্ণসেবা পাইবে না। ১৬। গৃহস্থ মাত্রেরই গুরুপাদ-পদ্ম আশ্রয় করিয়া গিরিধারীর অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। ১৭। নিরপরাধে শ্রীনাম কীর্ত্তনই মহাপ্রভুর শিক্ষার সার। ১৮। গুরুবৈষ্ণবের অনুগত হইয়া গৌরনাম প্রচার করিবে। ১৯। আনুগত্যই শ্রেষ্ঠ সদাচার, স্বতন্ত্রতাই ভ্রষ্টাচার। ২০। হরিসেবায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও তৃপ্তবোধ থাকিলে প্রকৃত সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয় না। ২১। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিয়াও অতৃপ্তিবোধ হইলে সেবাবৃত্তির উন্মেষ হয়। ২২। রাত্রি জাগরণ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিবাসর পালন করিবে। ২৩। প্রতি হরিবাসরে আত্মপরীক্ষা করিবে, তোমার নিষ্কপট হরিভজনে আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, না অন্যাভিলাষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়া গুরুবৈষ্ণবের চরণে আত্মনিবেদন করিবে। ২৪। হরিভজন করিতে হইলে সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইবে এবং শত বাধা-বিঘ্নেও অবক্রমাত ও পরমোৎসাহী থাকিবে। ২৫। এক মুহূর্ত্তও হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত থাকিবে না, থাকিলেই মায়া গ্রাস করিবে। ২৬। সকল বস্তু ও ব্যাপারের দ্বারাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবার অনুসন্ধান করিবে। ২৭। সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসের লেশও হৃদয়ে থাকিলে বৈষ্ণবাধিকার লাভ হয় নাই, জানিতে হইবে। ২৮। পরছিদ্রান্বেষণের পরিবর্ত্তে নিজের দোষগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিবে। ২৯। শরণাগত না হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় না। ৩০। মহান্তগুরুগ্রহণ ও গুরুসেবা ব্যতীত মায়াজাল ছিন্ন হয় না। ৩১। কৃত্রিম স্মরণ-পদ্ধতি রূপানুগ পথ নহে। ৩২। শ্রীনাম-কীর্ত্তনমুখে স্বাভাবিক স্মরণই গৌড়ীয়গণের সিদ্ধান্ত।

THE GAUDIYA MISSION.

(Registered under Act XXI of 1860)

Sree Gaudiya Math,
16A, Kaliprasad Chakravarti St.,
P.O. Baghbazar, Calcutta.
The 7th. Februay, 1942.

NOTICE

The second Annual General Meeting of the members of the Gaudiya Mission (Society Registered under Act XXI of 1860) will be held at 9-30 A.M. on Tuesday, the 3rd March, 1942 (Gaura Janmotsava Day) at Sri Chaitanya Math, Sree Mayapur, Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

AGENDA

I. Allegiance and Homage to His Divine Grace Sri Srila Acharyadeva.

2. Report of the Governing Body regarding administration of the Society, Sri Visva Vaishnava Raj Sadha and Sri Nabadwip-dham Pracharini Sabha.

3. Audited accounts for the years 1344-47 B. S.

4. Appointment of Auditor.

5. Working of the Governing Body.

6 Any other subject that may be transacted at the congregation.

Sundarananda Vidyabinode
Secretary
The Gaudiya Mission.

জগন্ন

রূপানুগানাং প্রবরং সুদান্তং
শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রিয়-ভক্তরাজম্।
শ্রীরাধিকামাধবচিত্তরাঙ্গং
বন্দে জগন্নাথ-বিভুং বরেণ্যম্ ॥১॥

শ্রীসূর্য্যকুণ্ডাশ্রয়িনঃ কৃপালো-
র্বিষয়-শ্রীমধুসূদনস্য।
শ্রেষ্ঠস্বরূপেণ বিরাজমানং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥২॥

শ্রীধামবৃন্দাবন-বাসিভক্ত-
নক্ষত্ররাজিস্থিত 'সোমতুল্যম্'
একান্তনামাশ্রিত-সজ্জনানাং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৩॥

বৈরাগ্যবিদ্য-হরিভক্তিদীপ্তং
দোর্দ্দণ্ড-কাপট্যবিভেদবজ্রম্।
শক্রাযুতৈশ্বর্য্য-বুভুক্ষমন্তং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৪॥

সংপ্রেরিতো গৌরসুবাংশুনা য-
শ্চক্রে হি তত্তন্নগৃহ প্রকাশম্।
দেবৈর্বৃতং বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৫॥

সঙ্কাশ্য সর্ব্বং নিজশক্তিরাশিং
যো ভক্তিপূর্ব্বে চ বিনোদদেবে।
তেনে জগত্যাং হরিনামবন্যাং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৬॥

শ্রীনামধামোঃ প্রবলপ্রচারে
হ্যহাপরং প্রেমরসাব্ধিমগ্নম্।
শ্রীযোগপীঠে বৃত্যন্তমঙ্গং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৭॥

মায়াপুরে ধামনি সঙ্কুচন্তং
গৌরপ্রকাশেন চ মোদযুক্তম্।
শ্রীনামগানৈর্গদগদকণ্ঠং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৮॥

হে দেব! হে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম!
ভক্তা পরাভূত ন ভক্তিধন্য।
ত্বৎপাদপদ্মাবধৃত সুপূণ্যাৎ।
বন্দে মুহুর্ভক্তিবিনোদ-ধারাম্ ॥

মুদ্রাকর প্রমাদ—গত ২১৮ সংখ্যা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ২য় পৃষ্ঠা ৪র্থ কলম ৩১শ পংক্তিতে 'পুষ্করিণীবাসী' স্থলে 'পুষ্করিণীবাসী' হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-হার-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকি কলম	৫৲		[illegible]	[illegible]
অর্দ্ধ কলম	৮৲	[illegible]	[illegible]	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	[illegible]	২৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—তিরুপতির একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভারতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং ঐ ভাক্তিজি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান পুস্তক ও দলিলপত্র

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার দরুণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, দলিল এবং নথিপত্র একটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করা হইবে। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১০ হাজার টাকা খরচ হইবে।

বাঙলা দেশের একটি প্রাচীন এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাসাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমস্ত পুস্তক ও দলিলপত্র রাখা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় এবং ল কলেজ লাইব্রেরীতে এই প্রকার প্রায় ৪০ হাজার দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পাণ্ডুলিপি এবং দলিলপত্র আছে।

কর্পোরেশনের স্কুলগৃহগুলি

কর্পোরেশনের বিমান-আক্রমণ সম্পর্কিত কমিটির এক ঘরোয়া বৈঠকে মোটামুটি স্থির হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের প্রাথমিক স্কুলগুলি বন্ধ হইয়া থাকায় যে ১৩৬টি গৃহ খালি হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১২৬টির আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া সেগুলিকে বিমান-আক্রমণের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করা হইবে। বিমান-আক্রমণের সময় সেগুলি হইতে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহেরও ব্যবস্থা করা হইবে।

এই সকল স্কুলের প্রায় এক হাজার শিক্ষককে এ-আর-পি সম্পর্কিত প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

বাঙলায় শিক্ষার অবস্থা

বাঙলা-সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের শিক্ষা বিভাগের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে বাঙলা দেশে অনুমোদিত ও অননুমোদিত মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৩,৩০৫টি এবং উহাতে মোট ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৬,৮৮,৫৩২ জন, তন্মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ২৮,৮৬,৪১৯ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৮,০২,০৭৩ জন।

আলোচ্য বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ৫৪,৬৬০টি এবং ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোট ২৭,৫৯,৩১০ জন। এই বৎসরে বালকদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪১,৭১২ হইতে হ্রাস পাইয়া ৪১,২৬৬টি হইয়াছে। প্রাথমিক শ্রেণীর মোট ছাত্র সংখ্যার মধ্যে ৯,১৮,৯৫৩ জন হিন্দু ও ১২,৪৬,৪০০ জন মুসলমান। আলোচ্য বৎসরে কলিকাতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫০ হইতে ৫৭৩ হইয়াছে এবং ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫,৪৪০ হইতে ৪৬,২৬৯ জন হইয়াছে। এই বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন বালকদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৪৯টি।

১৯৩০ সালের বাঙলার পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় ১৪টি স্কুল বোর্ড ব্যতীত হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলায় নূতন স্কুল বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতীয়গণের সমস্যা

বার্ম্মার ভারতীয়দিগের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টকে অবগত করাইবার জন্য বার্ম্মা হইতে আগত ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থীরা কলিকাতার এক সম্মেলনে সমবেত হয়।

বার্ম্মা হইতে আশ্রয়প্রার্থীদিগকে সরাইবার জন্য প্রোমের ভিতর দিয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ, মণিপুর ও টামুর ভিতর দিয়া যাতায়াতের সুব্যবস্থা এবং রেল, ষ্টীমার, খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার সিদ্ধান্ত কমিটি গ্রহণ করে। আশ্রয়প্রার্থীদিগের বার্ম্মাস্থ সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্ম-সরকারকে নির্দ্দেশ দিতে কমিটি ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার সঙ্কল্প করে। খাজনা বা ট্যাক্সের দায়ে আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পত্তি যেন নীলামে বিক্রয় না হয় অথবা প্রাপ্য আদায়ের জন্য যেন মোকদ্দমা দায়ের করা না হয়। তাহাদের নিকট পাওনা থাকিলে ভারত গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টের মারফৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্যে সুবিধাজনকভাবে যেন তাহা আদায় করা হয়। বার্ম্মার আদালতে আশ্রয়প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের হইয়া থাকিলে যেন তাহা স্থগিত রাখা হয়। তাহাদের প্রাপ্য টাকা ভারত গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টের মারফৎ যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়, আশ্রয়প্রার্থীগণের পোষ্ট্যাল ক্যাশ সার্টিফিকেট যেন ভারতে স্থানান্তরিত করিবার অথবা ভাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা ও বার্ম্মাস্থ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বার্ম্মা-সরকারকে নির্দ্দেশ দিতে কমিটি ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৯ হাজার টন অষ্ট্রেলিয়ান গম

৯ হাজার টন অষ্ট্রেলিয়ান গম কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও গম আমদানী হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅক্ষয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৬ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৫ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ২৮০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ গোবিন্দ, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল রসিক-মুরারি প্রভু

গতকল্য ৪ঠা ফাল্গুন (১৩৪৮), সোমবার গৌরপ্রতিপৎ-তিথি—বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীশ্রীল রসিকানন্দ-মুরারি প্রভুর অন্তর্ধানবাসর ছিল। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপায় আমরা শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিত ও শিক্ষার কথা পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যা 'শ্রীনদীয়া-প্রকাশে' কিছু আলোচনা করিয়াছি। অদ্য শ্রীল রসিকানন্দ-মুরারি প্রভুর চরিত ও শিক্ষার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

'রসিকমঙ্গল'-গ্রন্থে শ্রীল রসিকানন্দ-মুরারি প্রভুর বিস্তৃত চরিত-গাথা বর্ণিত আছে। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' ১৫শ তরঙ্গে শ্রীরসিকমুরারি প্রভু-সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন দেখা যায়,—

মল্লভূমি-মধ্যেতে রয়নী-নামে গ্রাম।
গ্রামপাশে নদী সে সুবর্ণরেখা-নাম॥
তথায় সুবর্ণরেখা উত্তরবাহিনী।
অখিল জীবের মহাকল্মষনাশিনী॥
অচ্যুত-নামেতে সে দেশের অধিপতি।
প্রজা-পালনেতে প্রীত, অতি শুদ্ধ রীতি॥
রয়নী-গ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যুত-তনয়।
শ্রীরসিকানন্দ, শ্রীমুরারি—নামদ্বয়॥
'রসিক-মুরারি'-নাম প্রসিদ্ধ লোকেতে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ অল্পকাল হৈতে॥
পরমনিপুণ মাতাপিতার সেবাতে।
অতি পতিব্রতা মাতা ভবানী-নামেতে॥
মুরারির ভার্য্যা—ইচ্ছা, সেই গুণবতী।
ঘটশিলা-গ্রামে কিছুদিন কৈল স্থিতি॥
ঘটশিলা সুবর্ণরেখার সন্নিধানে।
বনবাসে পাণ্ডবের বিশ্রাম সেখানে॥
একদিন মুরারি নির্জ্জনে বসি' তথা।
চিন্তয়ে অন্তরে—শিষ্য হইবেন কোথা॥
হইল আকাশবাণী—"চিন্তা না করিবে।
এথায় শ্রীশ্যামানন্দ-স্থানে শিষ্য হ'বে॥"
ইহা শুনি' শ্রীরসিক-মুরারি হর্ষ হৈলা।
শ্যামানন্দ-নাম-মন্ত্র জপিতে লাগিলা॥
তিলে তিলে উৎকণ্ঠা বাড়য়ে অতিশয়।
প্রভু শ্যামানন্দ-নামে নেত্রে ধারা বয়॥
মুরারি উদ্বেগে প্রায় রাত্রি গোঙাইল।
নিশান্ত-সময়ে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল॥
স্বপ্নে শ্যামানন্দদেবে দেখয়ে মুরারি।
পরম অদ্ভুত অতি অঙ্গের মাধুরী॥
হাসিয়া শ্রীশ্যামানন্দ কহে মুরারিরে।
—"রজনী প্রভাতে এথা পাইবা আমারে॥
এত কহি' অদর্শন হৈলা শ্যামানন্দ।
রসিকানন্দের মনে হৈল মহানন্দ॥
মহাশিষ্ট শ্রীরসিক রজনী-বিহানে।
কারে কিছু না কহি' চাহয়ে পথপানে॥
কিছু দূরে শ্যামানন্দ আনন্দে আইসে।
শ্রীকিশোরদাস-আদি শিষ্য চারিপাশে॥
সূর্য্যসম তেজঃ, শোভাময় কলেবর।
সহাস্যবদন, পীনবক্ষ মনোহর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দ-নাম লৈয়া।
প্রেমায় বিহ্বল, চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥
রসিক-মুরারি দেখি' প্রভু শ্যামানন্দে।
চরণ পরশে ভূমে পড়ি' মহানন্দে॥
শ্যামানন্দ মনের আনন্দে করি' কোলে।
রসিকে করিলা সিক্ত নিজ নেত্রজলে॥
শ্রীরসিকানন্দ ধন্য মানে আপনায়।
নেত্র সমর্পিল নিজ প্রভুর শোভায়॥
মুরারিরে শ্যামানন্দ অনুগ্রহ কৈল।
মহানন্দে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রদীক্ষা দিল॥
শ্রীরসিকানন্দে শিষ্য করি' হর্ষমনে।
সমর্পিল নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণে॥
রসিক-মুরারি হৈলা প্রেমায় বিহ্বল।
নিরন্তর নয়নে ঝরয়ে অশ্রুজল॥
রয়নী-গ্রামেতে নিজ প্রভু লৈয়া গেলা।
সংকীর্ত্তনসুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা॥
শ্রীরসিক-মুরারির যৈছে গুরুভক্তি।
একমুখে তাহা কি কহিতে মোর শক্তি॥
মুরারিকে পরীক্ষা করিলা শ্যামানন্দ।
দেখি' মুরারির চেষ্টা হৈল মহানন্দ॥
শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রেমবৃষ্টি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দসেবা শ্রীরসিকে সমর্পিলা॥
রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার।
কৃপা করি' কৈল দস্যু, পাষণ্ডী উদ্ধার॥
ভক্তিরত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে।
গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিষ্যগণে॥
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী, তা'রে শিষ্য কৈল।
তা'রে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল॥
সে দুষ্ট যবনরাজা প্রণত হইল।
না গণিলা ধর—কত জীব উদ্ধারিল॥
শ্রীরসিকানন্দ সদা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে।
কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর গুণগানে॥
জয় জয় সুরসিক রসিক-মুরারি।
করুণাময় কলিকলুষ বিভঞ্জন
নিরমল গুণগণ জনমনোহারী॥
প্রবলপ্রতাপ পুণ্য পরমাদ্ভুত
ভক্তিপ্রকাশক সুখদ সুধীর।
ডগমগ প্রেম, হেমসম উজ্জ্বল
ঝলকত অতিশয় ললিত শরীর॥
শ্যামানন্দ-চরণ চিত্ত চিন্তন
অনুখন সঙ্কীর্ত্তনরস পান।
যাকর সবরস গৌরচন্দ্র বিনু
কি কহব—স্বপনে না জানয়ে আন॥
অপরূপ কীর্ত্তি বসত ত্রিজগতমধি
কবিবর কাব্য বিদিত অনুপাম।
নিপট উদার চরিত চারু, কছু
সমুঝি না শকত পতিত ঘনশ্যাম॥
শ্রীরসিকানন্দের চরিত্র অন্ত নাই।
প্রভু শ্যামানন্দগুণে বিহ্বল সদাই॥

ষড়্‌গোস্বামীর অপ্রকটের পরে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু—এই তিনজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা জগতে প্রচার করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ-মুরারি প্রভু গুরুদেবের আজ্ঞায় উৎকলপ্রদেশে বিপুলভাবে প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীল রসিকানন্দ মুরারি ও মহারাজ শ্রীবৈদ্যনাথ ভঞ্জ

রাজগড়ের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, তদনুজ ছোটরায় এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ রাউতরায় এই তিন সহোদর তখনও সূর্য্যবংশের প্রতাপ-পরাক্রমে প্রদীপ্ত ছিলেন। শত শত পণ্ডিত তাঁহাদের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সভায় ষড়্‌দর্শন, বেদ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচিত হইত। সভায় ব্রহ্ম-গৌরব ও জাত্যভিমানক সংরক্ষণের জন্য শাস্ত্রাদি আলোচনা হইত সত্য, কিন্তু শুদ্ধভক্তির সন্ধান তখন তাঁহারও নিকট আবিষ্কৃত হয় নাই, কারণ সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত কখনও শুদ্ধভক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না।

রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ দুইজন সহোদরের সহিত পাত্রমিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় বসিয়াছেন, এমন সময় শ্রীরসিকানন্দ মুরারি সেই রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, রসিকানন্দ ছিলেন শুদ্ধভক্তির প্রচারক আচার্য্য;

THE GAUDIYA MISSION.

(Registered under Act XXI of 1860)

Sree Gaudiya Math,
16A, Kaliprasad Chakravarti St,
P O. Baghbazar, Calcutta.
The 7th February, 1942.

NOTICE

The second Annual General Meeting of the members of the Gaudiya Mission (Society Registered under Act XXI of 1860) will be held at 9-30 A.M on Tuesday, the 3rd March, 1942 (Gaura Janmotsava Day) at Sri Chaitanya Math, Sree Mayapur, Nadia.

All members are respectfully requested to be present

AGENDA

1. Allegiance and Homage to His Divine Grace Sri Srila Acharyadeva.
2. Report of the Governing Body regarding administration of the Society, Sri Visva Vaishnava Raj Sabha and Sri Nabadwipdham Pracharini Sabha.
3. Audited accounts for the years 1344-47 B S.
4. Appointment of Auditor.
5. Working of the Governing Body.
6. Any other subject that may be transacted at the congregation.

Sundarananda Vidyabinode
Secretary
The Gaudiya Mission

তিনি কি-জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণা-মথযোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥" (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক) —এই উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া বিষয়ী রাজার দর্শনার্থ তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন? ইহাই কি আচার্য্যের সদাচার? আর শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তমের অভিন্ন-দেহ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুই বা শ্রীরসিকানন্দকে বিষয়ীর সন্দর্শনে ঐরূপ প্রেরোচিত করেন কেন?

রসিকে করিল আজ্ঞা শ্যামানন্দ রায়।
সর্ব্বজীব পরিত্রাণ কর মহাশয়॥
উৎকলের রাজা-প্রজা করহ উদ্ধার।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস কর' পরচার॥
(রসিকমঙ্গল)

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুকে কেন বিষয়ী রাজার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর পাঠকগণ কথা প্রসঙ্গেই জানিতে পারিবেন। শ্রীরসিকানন্দ রাজদরবারে প্রবেশ করিলে সকলেই তাঁহার সৌম্য বৈষ্ণবমূর্ত্তি-দর্শনে আকৃষ্ট হইলেন। মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ দুই সহোদরের সহিত ভূমিতে পতিত হইয়া শ্রীরসিকানন্দের চরণ বন্দনা করিলেন এবং যথাবিহিত আচার্য্যসৎকারপূর্ব্বক বৈষ্ণব-প্রবরকে উচ্চ আসন প্রদান করিয়া দীনভাবে ভূমিতে উপবিষ্ট হইলেন। দেবতার ন্যায় আচার্য্যের পূজা এবং ষড়্‌রসযুক্ত নৈবেদ্যের ব্যবস্থা করিয়া রাজা শ্রীরসিকানন্দের সেবা করিলেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু বিষয়ীর মঙ্গলের জন্য শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় সেই সেবা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হইলেন না বা বিষয়ীর চিত্ত-রঞ্জক কথা বলিয়া বিষয়ীর তোষণে ব্যস্ত হইলেন না।

শ্রীরসিকানন্দ জানিতেন—রাজা বিষয়ী এবং বিষয় রক্ষা করিবার জন্য নানাবিধ কামনার বশবর্ত্তী, বিশেষতঃ মৃগয়া প্রভৃতি হিংসাকার্য্যে রাজন্যবর্গের বিশেষ উৎসাহ ও প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাই শ্রীরসিকানন্দ প্রভু উপদেশ-দানমুখে জিজ্ঞাসু রাজাকে বলিলেন,—"নানাবিধ অনর্থশূন্য হইয়া একমাত্র কৃষ্ণের সেবা করুন। কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ত এতকাল নানাদেবদেবীর পূজা করিয়াছেন, এখন আর অন্যান্য দেবতাপূজার আবশ্যক নাই। যতদিন জীব অনন্য কৃষ্ণভজনের সন্ধান না পায় এবং 'কৃষ্ণই সমস্ত দেবতার প্রাণ ও মূল'—এই মুখ্যশাস্ত্রের সারকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ না করে, ততদিনই অন্যান্য দেবতার পূজায় তাহাদের রুচি থাকে, অন্যান্য সকল দেবতাই বিভিন্ন কাম-পূরণের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র অপ্রাকৃত কামদেব। কৃষ্ণভজনেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয়। কৃষ্ণভজন করিলেই প্রকৃত-প্রস্তাবে সকল দেবতার আনন্দ ও সেবা হইয়া থাকে,—

"নানা দেবতার পূজা না করিবে আর।
একান্ত হইয়া ভজ নন্দের কুমার॥
কৃষ্ণ হ'তে সব দেব হয় উৎপত্তি।
সবাকার প্রাণ কৃষ্ণ, সবাকার গতি॥
কৃষ্ণেরে ভজিলে কারো মনে নাহি ত্রাস।
কৃষ্ণগুণে সব মত্ত আনন্দ উল্লাস॥"
(রসিকমঙ্গল)

শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর এইপ্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ কৃষ্ণভজনের প্রতি অনুরাগী হইলেন এবং শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর নিকট হইতে তিন সহোদরই কৃষ্ণদীক্ষা লাভের জন্য নিবেদন জানাইলে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু ঐ সহোদরত্রয়কে কৃষ্ণদীক্ষা দিবেন বলিয়া কৃপাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলেন।

রাজা শ্রীরসিকানন্দের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন শুনিয়া রাজদরবারের যত ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পণ্ডিত—সকলেই তাহাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজকে বলিলেন,—"একমাত্র কৃষ্ণভজনই যে শ্রেষ্ঠ, ইহার কি প্রমাণ আছে? আমরা শাস্ত্রে অন্যান্য দেবতার সাধনভজন এবং ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ব্রত-তপস্যা প্রভৃতি অনেকপ্রকার সাধনপ্রণালীর কথাও পাই। ষড়্‌দর্শনে কৃষ্ণের নামগন্ধ নাই। বেদাদি-শাস্ত্রেও একমাত্র কৃষ্ণভজনেরই চরম উপদেশ দৃষ্ট হয় না। অতএব আমরা সমস্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া শ্রীরসিকানন্দের সহিত তর্ক করিব। যদি তিনি আমাদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়া দেখাইতে পারেন যে, সর্ব্বশাস্ত্রই কৃষ্ণভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছে, তাহা হইলে আমরা মহারাজের বৈষ্ণব দীক্ষা-গ্রহণ-সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিব না এবং আমরাও তাঁহার গুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হইব।"

ঐসকল রাজপণ্ডিত বিপ্র স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন—"কৃষ্ণভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ রসিকানন্দ যখন ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হন নাই, তখন আমরা তাঁহাকে অতি সহজেই তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া 'অব্রাহ্মণ কখনই গুরু বা আচার্য্য হইতে পারে না'—এই শাস্ত্রবাণীর সম্মান সংরক্ষণ করিব। রাজাকেও বৈষ্ণবধর্ম্মের কবল হইতে উদ্ধার সাধন করা যাইবে।"

শ্রীরসিকানন্দ প্রভু পণ্ডিতমণ্ডলীর এই কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন না, তিনি জগতের বিশুদ্ধ অন্য সম্প্রদায়ের ভ্রম দূর করিবার জন্য নিত্যসত্য কৃষ্ণভক্তির কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন। প্রথমে ষড়্‌দর্শন লইয়াই বিচার আরম্ভ হইল। সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনামুখে 'প্রকৃতি' যে জগৎকারণ নহে, একমাত্র কৃষ্ণই মূলকারণ, ইহা শ্রীরসিকানন্দ প্রভু বহু শাস্ত্রীয় যুক্তি ও বেদান্তের অকৃত্রিম ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতের সাংখ্যতত্ত্ববিচার হইতে প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে মীমাংসা-শাস্ত্র লইয়া বিচার আরম্ভ হইলে ঈশ্বর যে কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারেন না, ইহা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিয়া উত্তর মীমাংসার ব্যাসকৃত ভাষ্যের অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। গৌতম ও কণাদাদির ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রে পরমাণুকে যে বিশ্বকারণ বলা হইয়াছে, তাহা শ্রৌত-প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করিয়া সর্ব্বকারণকারণ কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা করিলেন। পতঞ্জলি তাঁহার যোগশাস্ত্রে যে কল্পনাময় ঈশ্বরকে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিয়া কৃষ্ণের আংশিক প্রতীতি পরমাত্মাকে যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রদর্শন করিলেন।

সর্ব্বশেষে উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত লইয়া আলোচনা হইল—অদ্বৈতবাদি মায়াবাদিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে যে জগৎকারণ বলিয়াছেন বা আচার্য্য শঙ্কর বিমুখমোহনের জন্য ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসূত্রের নির্ম্মল-কিরণ ভাষ্যমেঘের দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক যে স্বকপোলকল্পিত মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা বেদান্তের মত নহে, পরন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, সমস্ত সাত্বত আচার্য্য, ব্যাসপ্রণীত বিভিন্ন শাস্ত্র এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব একবাক্যে যাহাকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিলেন। তৎপরে চারিবেদ, অষ্টাদশ স্মৃতি, কাব্য-নাটকাদি উপশাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্র হইতে দেখাইলেন যে, কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষের অনুসন্ধানেই সকলে অভিসার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভজনেরই সমন্বয় হইয়াছে। ইহা না জানিয়া পণ্ডিতগণ বৃথা কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে শিরোঘূর্ণন ও বমনরোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। কেবল শাস্ত্রবাক্য-বমনের দ্বারা বেদাদিশাস্ত্রে কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, পরন্তু তাহাতে বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া পড়ে।

ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি রাজপণ্ডিতগণ শ্রীরসিকানন্দের ঐপ্রকার অপূর্ব্ব শাস্ত্র-তাৎপর্য্য গ্রহণের প্রতিভা ও লোকাতীত ব্যক্তিত্ব-দর্শনে মনে-মনে আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। শ্রীরসিকানন্দ তাঁহাদের নিকট বয়সে বালকতুল্য হইলেও তাঁহাদের শিক্ষকস্থানীয়, ইহা অন্তরে-অন্তরে বুঝিতে পারিলেন। পণ্ডিতগণ রাজার নিকট বলিতে বাধ্য হইলেন,—"ইনি বালক নহেন, নারায়ণের তুল্য ব্যক্তি।"

[ক্রমশঃ]

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

৩রা ফাল্গুন, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের যথাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিত প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইবেন।

সজ্জন কিঙ্কর

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যা বিনোদ

সম্পাদক, শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভাবনাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

অবধূত-যদু-সংবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৭) পিঙ্গলার নিকট শিক্ষা—

পিঙ্গলা-বেশ্যার নিকট হইতে ভোগ-ত্যাগ-রহিত যুক্ত-বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছি। পূর্ব্বকালে বিদেহ-নগরে পিঙ্গলা-নাম্নী এক বেশ্যা বাস করিত। হে রাজন্, আমি তাঁহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। সেই স্বৈরিণী পথিকগণকে স্বীয় রতিগৃহে লইয়া যাইবার জন্য উত্তম বেশভূষা ধারণ করিয়া সায়ংকালে বহির্দ্বারে দণ্ডায়মানা থাকিত। সেই অর্থলুব্ধা কামুকী পথিমধ্যে পুরুষদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া এক-এক করিয়া সকলের প্রতিই "ইনি ধনবান্, ইনি আমাকে ধন দিবেন" প্রতিক্ষণে এইরূপ চিন্তা করিত। কোন একদিন সেই বেশ্যা এইরূপ সকলকে গমনাগমন করিতে ও স্বীয়গৃহে না আসিতে দেখিয়া মনে করিল—"অন্য কোন ধনবান্ ব্যক্তি আসিয়া নিশ্চয়ই আমাকে বহুধন দানপূর্ব্বক ভজনা করিবেন।" এরূপ দুরাশাবশতঃ নিদ্রাশূন্যা হইয়া ঘরে প্রবেশ ও নির্গমন করিতে করিতে পিঙ্গলার অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত হইল। তখন ধনের আশায় শুষ্কবদনা ও দীনচিত্তা সেই পিঙ্গলার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগজনিত আনন্দ-হেতু হৃদয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল।

তৎকালে সেই নির্ব্বেদচিত্তা পিঙ্গলা মনে-মনে চিন্তা করিল,—"হায়! আমি কিরূপ বিবেকশূন্য, আমি মোহবশতঃ মূর্খের ন্যায় অতিতুচ্ছ ও অসংযত পুরুষদিগের নিকট হইতে ভোগবিষয় কামনা করিতেছি। হায়! আমি অন্তরে রতিপ্রদ ও নিত্যসুখপ্রদ এবং নিত্য সৎ পদার্থের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞের ন্যায় অকামদ এবং দুঃখ ভয় ও পীড়াপ্রদ অতিতুচ্ছ পুরুষগণকে ভজনা করিতেছিলাম। হায়! এতকাল আমি অতি কদর্য্য বৃত্তিদ্বারা আত্মাকে বৃথা পরিতাপিত করিয়াছি, আমি কামুকের ন্যায় লম্পট অর্থলুব্ধ ও অনুশোচ্য পুরুষগণের নিকট হইতে রতি ও বিত্তপ্রাপ্তির আশায় দেহ পোষণ করিতেছিলাম। হায়! হায়! বংশ অস্থি-স্তম্ভ, অস্থিনির্ম্মিত বক্র, রোম, নখাদির দ্বারা আবৃত এবং নিরন্তর ক্লেদ-ক্ষরিত, বিষ্ঠা-মূত্রপূরিত, নবদ্বারসংযুক্ত অতি ঘৃণিত এই শরীরকে আমি ব্যতীত আর কে আদর করিয়া থাকে? (ভাঃ ১১।৮।৩৩)। হায়! হায়! আমি পরমপুরুষ, নিত্য-রতিপ্রদ অচ্যুত ভিন্ন অপর স্ত্রৈণ পুরুষের নিকট কামভোগ ইচ্ছা করিয়াছি! অহো! ধিক্ আমাকে। এই বিদেহনগরে কেবল একা আমিই মূঢ়া ও অসতী।

এখন হইতে আমি শরীরীদিগের আত্মস্বরূপ ও প্রিয়তম সুহৃৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে এই দেহ গেহ নিবেদনপূর্ব্বক লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সহিত বিহার করিব। কাম্য-বিষয়সকল, কামদাতা নরসকল ও কালাধীন দেবতাবৃন্দ—সকলই অনিত্য। ইহারা কামিনীদিগের কোন প্রিয় সাধন করিতে সমর্থ নহে, কেবল একমাত্র বিষ্ণুই ইহ লোক ও পরলোকে সকল সুখ বিধান করিতে পারেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার কোন সুকৃতি ফলে ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। কারণ এক্ষণে আমার এই সুখাবহ বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে।"

প্রদোষে স্বীয় অঙ্গনে শ্রীদত্তাত্রেয় মুনিকে যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিতে দেখিয়া পিঙ্গলা বলিয়াছিল,—"হে বিরক্তাগ্রগণ্য প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক অদ্য আমার অঙ্গন পবিত্র করুন, এখানেই অবস্থানপূর্ব্বক কিছু ভোজন করিয়া বিশ্রাম করুন।" এই বলিয়া পিঙ্গলা সেই স্থান মার্জ্জন-লেপনাদি-দ্বারা সংস্কার করিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান করিয়াছিল এবং তাঁহার কৃপাবলেই এতাদৃশ নির্ব্বেদ ও ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছিল। পিঙ্গলা বলিল—"যদি আমি মন্দভাগ্যই হইতাম, তাহা হইলে যে বৈরাগ্যবশতঃ পুরুষসকল পুত্রকলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া পরম শান্তি আশ্রয় করে, সেই সুখপ্রদ বৈরাগ্য কখনই আমার হৃদয়ে উপস্থিত হইত না। শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত এই নির্ব্বেদ আমি মস্তকে গ্রহণ করিয়া গ্রাম্যক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলাম। আমি যথালাভে জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধা সহকারে প্রসন্নমনে সেই আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত বিহার করিব। আমি ব্রহ্মাদি দেবভোগগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছি, ইহার কারণ, সংসারকূপে পতিত, বিষয়মোহে অন্ধ এবং কালসর্পকর্তৃক আক্রান্ত এই আত্মাকে উদ্ধার করিতে তিনি ভিন্ন আর কে সমর্থ? জীব যখন এই জগৎকে কালসর্পগ্রস্তরূপে দর্শন করেন, তখনই অপ্রমত্ত হইয়া নিখিল বিষয়-ভোগ হইতে বিরক্ত হয় এবং গুরু-কৃষ্ণের আনুগত্যে ভজনপ্রভাবে আত্মার উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হয়।"

পিঙ্গলা এইরূপ বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক কান্তকামজনিত দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈককামনিষ্ঠারূপ পরমশান্তি লাভ করিয়াছিল। "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥" (ভাঃ ১১।৮।৪৪) অতএব একমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোথাও পরা শান্তি বা নির্ম্মলানন্দ নাই, ইহা নিশ্চয়পূর্ব্বক শুদ্ধদাস যুক্তবৈরাগ্য-সহকারে ভগবদ্ভজন করিবেন।

(১৮) কুরর-পক্ষীর নিকট শিক্ষা—

—অলব্ধমাংস বলবান্ কুরর-পক্ষী যখন মাংসগ্রাহী অপর দুর্ব্বল কুরর-পক্ষীকে বধ করিয়া তাহার সেই মাংস গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তখন ঐ দুর্ব্বল পক্ষী গৃহীত মাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক যেরূপ শান্তি লাভ করে, তদ্রূপ মনুষ্যদিগের যে-যে বস্তু অতিশয় প্রিয় সেই সেই বস্তুর প্রতি আসক্তিই দুঃখের কারণ জানিয়া শুদ্ধদাস সেইরূপ অনিত্য-বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য বস্তু ভগবৎপ্রেমানন্দলাভে উৎসুক হইবেন, তাহা হইলে আর কেহই শত্রু থাকিবে না।

(১৯) বালকের নিকট শিক্ষা

বালকের যেরূপ মান-অপমান বোধ নাই, অথবা গৃহস্বামী ও পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় কোন চিন্তা নাই, শুদ্ধদাসও তদ্রূপ আত্মক্রীড় ও আত্মরত হইয়া ইহলোকে বালকের ন্যায় বিচরণ করিবেন। সাংসারিক নিন্দা বা প্রশংসা সমভাবে গ্রহণ করিবার বিচারে আত্মাই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হয়।

(২০) কুমারীর নিকট শিক্ষা—

একের অধিক ব্যক্তি বিভিন্ন উদ্দেশ্যবিশিষ্ট হইয়া একত্র থাকিলে পরস্পরের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। কুমারীর হস্তস্থিত কঙ্কণসমূহ পরিত্যক্ত হইয়া এক একটিমাত্র কঙ্কণ উভয়-হস্তে থাকিলে উহাদের মধ্যে বিবাদজনিত ধ্বনি শুনা যায় না। দুর্জ্জনসঙ্গত্যাগ সর্ব্বতোভাবে বিহিত। বৈষ্ণবের চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র। যেখানে অবৈষ্ণব-সঙ্গ, সেখানে বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ প্রতিকূল বিচার ধ্বনি হয়। তজ্জন্য একাগ্র হইয়া সকলের ভগবানের উপাসনা করাই বিহিত। বহু ব্যক্তি একত্র হইয়া সমতানে কীর্ত্তন করিলে সমতানের ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু যে স্থলে অব্যবসায়ী ব্যক্তির বহু উদ্দেশ্য, সেখানে সঙ্গের সাফল্য নাই। উদ্দেশ্যের বিরোধী ব্যক্তিগণের সমাবেশেই ভজনের ব্যাঘাত ঘটে। তজ্জন্য সজাতীয়াশয় লইয়া ভজনই একায়ন-পদ্ধতি, নির্জ্জনতার লক্ষণ, নতুবা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হইবে। এই শ্রীধাম-পরিক্রমা পাদসেবনের অন্তর্গত। করুণাময় শ্রীধাম, শ্রীধামসুধাকর ও তন্নিজজনগণের অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থী ও দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদানপূর্ব্বক শ্রীধাম-পরিক্রমা করা অপরাধ ও অনুচিত। সেইজন্য কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ও পাদুকা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অসমর্থ-পক্ষে পরিক্রমার পূর্ব্বে বা পরে তাঁহারা নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে পারেন।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

এতদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকগণকে জানান যাইতেছে যে, পাটনা, গয়া, কাশী, এলাহাবাদ, নৈমিষারণ্য, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, সঙ্কেত, দেশসাধা(?), কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, দিল্লী, মেদিনীপুর, মান্দ্রাজ, কভুর ও লণ্ডন,—এখানকার সেবকগণ আগামী ১৮ই ফাল্গুন, সোমবার শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর উপবাস ও উৎসব করিবেন এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মঠে আগামী ১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর উপবাস ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

হরিকথা নাই, সেখানেই বিষয়িসঙ্গ বা বিষয়ি-সন্দর্শন। যেখানে বিষয়ি সন্দর্শন, সেখানে কেবল লোকচিত্তরঞ্জক বাক্‌চাতুর্য্য, অঙ্গভঙ্গী, স্বরভঙ্গী প্রভৃতির চেষ্টা; কাব্য-সাহিত্যের সৌন্দর্য্য, কণ্ঠস্বরের সুমিষ্টত্ব, বর্ণন-কৌশল, অঙ্গ-চালনা-নৈপুণ্য কিংবা কৃত্রিম ভাবুকতা প্রভৃতি লোক মনোরঞ্জনকারিণী লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির পথ যেখানে উন্মুক্ত, সেখানে বিশ্বধারণার বিপ্লবাত্মক অকপট সত্যকথা অকপট ভাষায় বলিবার নির্ভীকতা নাই।

যেকালে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বর্ত্তমান মহীশূরের মহারাজ স্যর কৃষ্ণরাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ উদইয়ার বাহাদুরের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন কিংবা মাদ্রাজের সুনামখ্যাত জননেতা ভূতপূর্ব্ব য়্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল স্যর শিবস্বামী আয়ার, মহীশূর-বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাঃ শ্যামশাস্ত্রী মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি টি, সুন্দরম্, ভারত-রাজপ্রতিনিধির ব্যবস্থাপক-সভার অনারেবল্ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, ব্রহ্মচারী দেওয়ান বাহাদুর-প্রমুখ বিশিষ্ট সভ্যগণের নিকট কিংবা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন যাঁহারা তাঁহার সেই অকৈতব সত্যের নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সেই লোকোত্তর নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য হইতে বিষয়ি সন্দর্শনকারী বদ্ধজীব ও আচার্য্যের মুখোসমাত্র পরিধানকারী লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল, বিষয়ীর মনঃসংগ্রহ-কারী লোক মনোরঞ্জক ব্যক্তিগণের হরিকথা-কীর্ত্তনের ছলনা ও বিষয় হইতে দূরে থাকিবার ছলনায় দুর্দ্দমনীয় প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা-পিপাসুর পার্থক্য কত? প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন যে, জাগতিক প্রতিষ্ঠায় যিনি যত বড়ই হউন না কেন, সেই-সকল লোকের বহির্ম্মুখ চিত্তরঞ্জন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ অকৈতব সত্যবাণীকে কখনও কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত করিবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তিও প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীল প্রভু-পাদের অভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবা-চার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীতেও এই কথার সত্যতা আরও উজ্জ্বল ও সুস্পষ্টভাবে আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পাইতেছি।

সাধক জীব বা অনর্থযুক্ত কোন ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তি সদ্‌গুরু বা আচার্য্যপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্যে বিষয়িগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনের অভিনয় করিলে তাহারা বিষয়িগণের চিত্তরঞ্জক হইয়া পড়িবেই পড়িবে, কিছুতেই অকৈতব সত্যকথা বলিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৎসাহসিকতা তাহাদের থাকিবে না। অকৃত্রিম সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের বা আচার্য্যের আজ্ঞা-পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের জীবন্তমৃদঙ্গ যন্ত্ররূপ যন্ত্রী শ্রীগুরুদেবের বা আচার্য্যদেবের দ্বারা বাদিত হইলে হাটেই হউক, মাঠেই হউক, রাজদরবারেই হউক, আর দীনের কুটীরেই হউক,—কোথায়ও বিষয়িদর্শন হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে হরিকথাকীর্ত্তনের প্রতিক্ষণে কেবল মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গই হইতে থাকিবে। এজন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী,—

যা'রে দেখ, তা'রে কহ, কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অভিন্নদেহ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নিজশিষ্য শ্রীরসিকানন্দ-মুরারিকে আজ্ঞা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"উৎকলের রাজা-প্রজা করহ উদ্ধার"। তাই শ্রীরসিকানন্দ-মুরারি রাজা প্রজা, রাজপরিষদ—সকলের জন্য রাজদরবারে বসিয়া শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্যে সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—"সাধুর হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের নিজঘর। সেই সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণভজন হইতে পারে। যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন না করে, সেই ব্যক্তি বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘজীবী হইলেও কামারের অচেতন যাঁতার ন্যায় কেবল নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহন করে মাত্র। কৃষ্ণের অভক্ত প্রাণিসমূহ যতকিছু দ্রব্য আহার ও পান করে, তাহা সমস্তই বিষ্ঠামূত্র-তুল্য। তাহাদের ব্যবহার—শূকর ও কুকুরের ন্যায়, তাহাদের বুদ্ধি—উটের ন্যায় কণ্টকের দ্বারা উদরভরণের বুদ্ধি। তাহারা গর্দ্দভের ন্যায় কেবল সংসারের ভার বহন করিয়াই মরে। ষড়্‌গুণযুত বিপ্র হইলেও যদি সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন না করে, তবে সে শ্বপচ হইতেও হীন। যত দেবদেবী—সকলেই কৃষ্ণের কিঙ্কর, কৃষ্ণসুখেই তাঁহাদের সুখ। যেমন, বৃক্ষমূলে জল দিলে পত্র, পুষ্প, ফল—সকলেই পরিতুষ্ট থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণভজন করিলে দেবতাগণেরও সন্তোষ হইয়া থাকে, অতএব আপনারা এই দুর্লভ মানবজন্ম নষ্ট করিবেন না, এখনই কৃষ্ণভজন আরম্ভ করিয়া দিন।'

শ্রীরসিকানন্দের এইসকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত প্রজাবর্গেরও শ্রীহরিসেবায় রতি উপস্থিত হইল। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু রাজাকে কৃপাপাত্র হইবার জন্য ব্যাকুল দেখিয়া বলিলেন,—"আমি আপনাদের নিকট ভিক্ষা চাই।" রাজা এই কথা শুনিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিলেন,—"আমাদের ধন জন প্রাণ—যাহা ইচ্ছা আদেশ করুন।" তখন শ্রীরসিকানন্দ বলিলেন,—"আমাকে জীবহত্যা ভিক্ষা দিতে হইবে। আপনারা আজ হইতে আর জীবহিংসা করিবেন না। জীবহিংসাকারীর সংস্পর্শে আটজন মহাপাপে নিমগ্ন হয়,

"অনুমন্তা হ্যধিষ্ঠাতা ক্রয়বিক্রয়কারিণঃ।
তৎসংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা খাদকাশ্চাষ্টঘাতকাঃ॥
বসেত্তু নরকে ঘোরে বর্ষাণি পশুলোমভিঃ।
প্রমিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্॥"
(পদ্মপুরাণ)

যাঁহারা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের মধ্যে আনুষঙ্গিকভাবে অহিংসাদি গুণসমূহ রহিয়াছে। সাধারণ নৈতিক ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত যে বৃত্তিকে ঘৃণা করেন, কৃষ্ণভক্তের আশ্রয় করিলে সেরূপ পাপ-প্রবৃত্তি কখনও থাকা উচিত নহে। অতএব সমস্ত অসদ্‌বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দেহ, গৃহ, সুত, বিত্ত—সমস্ত কৃষ্ণে সমর্পণ করুন—একমাত্র কৃষ্ণকে সকল-স্থানে সমাসীন করিয়া কৃষ্ণভজন করুন।"

প্রভূপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ-প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয় একান্তভাবে গুরুসেবায় মগ্ন হইলেন এবং তাঁহাদের রাজভাণ্ডার ও রাজ্যের সমস্ত উপকরণ কৃষ্ণকথা-প্রচারের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইল। এখন আর ভোগের বা ত্যাগের, পাপ বা পুণ্যের রাজ্য নাই। আচার্য্যের কৃপায় কৃষ্ণসেবাপ্রচারের রাজ্য—সেবার রাজ্য হইল। ভঞ্জ-ভূমির প্রজাগণও বৈষ্ণব হইলেন। শৈব-শাক্তগণ জীবহিংসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, রাজ্য সুখময় হইল।

একদিন রাজপ্রাসাদে সভা করিয়া শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজার এক কর্ম্মচারী সভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে বস্ত্র ভেট দিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া থাকিলেন। ইহাতে রাজা কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হওয়ায় শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শ্রীরাম-কৃষ্ণ-নামক একজন অনন্যশরণ শিষ্য রাজাকে বলিলেন—"আপনি হরিকথা ছাড়িয়া কেন অন্যদিকে মনোনিবেশ করিতেছেন?" ইহা বলিয়াই রামকৃষ্ণ রাজাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাজা মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িলেন। রাজার পারিষদ ভৃত্যবর্গ এবং সভায় সমাগত বড় বড় লোক সকলেই রামকৃষ্ণের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কেহ কেহ গর্জ্জন করিয়া রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন এবং রামকৃষ্ণের পদতলে পতিত হইয়া যোড়হস্তে বলিতে লাগিলেন,—"আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণে অন্যমনস্ক হইয়া নিজের ভোগ্যবিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম—অমৃত ছাড়িয়া নরকে পতিত হইতেছিলাম, আমার শুভানুধ্যায়ী গুরুভাই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিলেন। রত্নস্থালীর অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আস্তাকুড়ের কাকভাগা উচ্ছিষ্ট খাওয়ার স্বাদ আমার হইয়াছিল। আমি অমৃত ছাড়িয়া বিষ পান করিতে গিয়াছিলাম, আমার পরমহিতৈষী গুরুভাই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

যে সকল লোক শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ ব্যবহারের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ তাঁহাদিগকেও শ্রীরাম-কৃষ্ণের অকৃত্রিম করুণা ও স্নেহের কথা বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং গুরুদেবের বাণীশ্রবণে এবং অপরকে শ্রবণ করাইবার জন্য কিরূপ উৎসুক, জীবের দুঃখে কিরূপ কাতর, তাহা রাজা সভাসদ্‌গণকে জানাইয়া দিলেন এবং আরও বলিলেন,—"সাধারণ লোক বৈষ্ণবের করুণা উচ্ছ্বলিত অকৃত্রিম অন্তরের কথা বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবকে এই-ভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। অনেকে সাধারণ প্রাকৃত নীতি ও সাধারণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবের আচারের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না—সাধারণের নৈতিক আচারকেই বৈষ্ণবের কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্যময় আচার অপেক্ষা উন্নত ও যুক্তিযুক্ত মনে করে।"

শ্রীরসিকানন্দ জানিতে পারিলেন—রাজায় বৈষ্ণবতার উদয় হইয়াছে, কারণ তিনি প্রাকৃত ব্যক্তিগণের বিচারের ঊর্দ্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত ও জীবনের আদর্শ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ-প্রমুখ রাজভ্রাতৃত্রয় শ্রীরসিকানন্দ-মুরারির কৃপাপাত্র হইয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে হরিকথাপ্রচার ও রাজ্য, অমাত্য, ভৃত্য—সমস্তকেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে হরিকীর্ত্তন-সেবার আনুকূল্যে নিযুক্ত করিলেন।

অবধূত-যদু-সংবাদ

(৩)

(২১) শরনির্ম্মাতার নিকট শিক্ষা—এককালে কোন এক বাণনির্ম্মাণকারী পুরুষ বাণ সরল করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে অত্যন্ত মনঃসংযোগহেতু সমীপস্থ পথে গমনশীল রাজার বিষয় জানিতে পারে নাই। তদ্রূপ গুরুদাসও বাহ্যপ্রজ্ঞাশূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে অন্তরে-বাহিরে ভগবদুপাসনা করিবেন। যেকাল পর্য্যন্ত বদ্ধজীব ভোগ-বাসনাচালিত হইয়া কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভোগাকাঙ্ক্ষার দ্বারা ভ্রাম্যমাণ হয়, তৎকালাবধি তাহার ইতর বস্তুতে দ্বিতীয়া-ভিনিবেশ থাকে।

(২২) সর্পের নিকট শিক্ষা—সর্প নিজের অনুষ্ঠানের দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে না বলিয়া পরগৃহে বাস করায় গৃহনির্ম্মাণের ক্লেশসমূহ তাহাকে ভোগ করিতে হয় না। জাগতিক ভারবাহিগণ অশেষ ক্লেশ স্বীকার-পূর্ব্বক বৈদ্যুতিক আলোক, দ্রুতগামী যান, বিজনযন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও করিবেন। বৈষ্ণবগণ পরমার্থপথের পথিক হওয়ায় আপনাদিগকে ভারবাহী না করিয়া সার-গ্রহণে সর্ব্বদা উন্মুখ। তাঁহারা প্রাচীনকালের

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

অসুবিধাকে পারমার্থিক জীবনের অনুকূল মনে করেন না, পরন্তু পরকৃত অট্টালিকায় বাস করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না। জীর্ণোদ্ধার সাধন ও পূর্ব্বস্মৃতির উদ্রেক করিয়া ভোগময় জগতের ক্রিয়ায় পারদর্শিতা লাভ পারমার্থিকের চেষ্টার বিষয় নহে।

(২৩) উর্ণনাভের নিকট শিক্ষা—উর্ণনাভ যেরূপ হৃদয় হইতে মুখদ্বারা সূত্র প্রসারণপূর্ব্বক উক্ত সূত্রদ্বারা বিহার করিয়া পুনরায় স্বয়ংই উহা গ্রাস করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ নিজ হইতে এই বিশ্বের নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিজেই নিজের মধ্যে তাহার সংহার করিয়া থাকে। তিনি প্রকৃতি ও জীবের নিয়ন্তা, স্বাংশ অবতারগণ ও বিভিন্নাংশ জীবগণের একমাত্র আশ্রয়। পরমেশ্বর চিদচিৎ-প্রাকট্যের ভূমিদ্বয়ের অন্যতম অন্তভূমিকা অর্থাৎ তিনি এই জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনরায় তাহা সঙ্কোচ করিয়া লন। এই অচিদ্ভূমিকায় কালক্ষোভ্য পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখধর্ম্ম অবস্থিত।

(২৪) পেশস্কৃত অর্থাৎ কুমারিকা-কীটের নিকট শিক্ষা—কোন কোন কীট যেরূপ পেশস্কৃত (অন্য বলবান্ কীট) কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তাহার স্বরূপতা লাভ করে অথবা যেরূপ তৈলপায়ী কীট কাঁচপোকাকে দেখিয়া তাহার ভয়ে ভীত হইয়া তাহার ধ্যানে মগ্ন হয়, অথচ তৈলপায়ী নিজদেহ পরিত্যাগ না করিয়াই কাঁচপোকার ভাবে বিভাবিত হয়, তদ্রূপ দেহী ব্যক্তি স্নেহদ্বারাই হউক, দ্বেষবশতঃই হউক বা ভয়নিমিত্তই হউক একান্তমনে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎপাদপদ্ম চিন্তায় চিত্ত নিবিষ্ট রাখিলে তৎসারূপ্য বা তদাত্মভূততা লাভ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

(২৫) শরীরের নিকট শিক্ষা—ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"হে রাজন্! বিরক্তি ও বিবেকের হেতু এই মনুষ্যশরীরও আমার গুরু। বিরক্তির হেতু—এই শরীর উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং নিরন্তর উত্তরোত্তর দুঃখবিশিষ্ট বলিয়া বিবেকের হেতু। যদিও এই দেহস্থিত চক্ষু কর্ণ রসনাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রাপক শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভক্তিযোগ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হই, তথাপি ইহাকে শৃগাল-কুক্কুরাদির ভক্ষ্য বলিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক অনাসক্তভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি।

পুরুষ কষ্টসহকারে ধন উপার্জ্জন করিয়া যে দেহের ভোগ-সম্পাদনের জন্য উক্ত ধনদ্বারা স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও আত্মীয়বর্গের পালন করিয়া থাকে, আয়ুষ্কাল শেষ হইলে, ঐ দেহই বৃক্ষের ন্যায় পুরুষের ভাবিদেহ সৃষ্টির বীজস্বরূপ কর্ম্মসকল উৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কোনও গৃহস্থের অনেক স্ত্রী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকেই যেরূপ স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ জিহ্বা এই শরীরকে রসের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে তৃষ্ণা ইহাকে জলের প্রতি টানিতেছে, কোনও দিকে শিশ্ন, কোনও দিকে ত্বক্, কোনও দিকে উদর, কোনও দিকে কর্ণ, কোনও দিকে ঘ্রাণ, কোনও দিকে চপল চক্ষু এবং কোনও দিকে কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল একই ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। অতএব গুরুদাসের কৃপাস্বাদী হওয়া অর্থাৎ স্বীয় দেহে 'আমি আমার'-বুদ্ধি করা উচিত নহে।

ধীর ব্যক্তি বহু জন্মের পর অনিত্য অথচ পরমার্থপ্রদ এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যাহাতে পুনর্ব্বার পশুযোনিতে পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্য যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু উপস্থিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য প্রযত্ন করিবেন। কেননা, পশ্বাদি যোনিতেও বিষয়-ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যযাতিনন্দন ধর্ম্মবিদ্ যদুর নিকট সেই অবধূত ব্রাহ্মণ এইসমস্ত কথা বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

৩রা ফাল্গুন, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব** উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ-অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিত প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রত্য সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইবেন।

সজ্জন-কিঙ্কর

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা

উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ অঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হইবে। এই শ্রীধাম পরিক্রমা পাদসেবনের অন্তর্গত। করুণাময় শ্রীধাম, শ্রীধামসুধাকর ও তন্নিজজনগণের অহৈতুকী কৃপাভিখারী ও দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদানপূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমা করা অপরাধ ও অনুচিত। সেইজন্য কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ও পাদুকা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অসমর্থ-পক্ষে পরিক্রমার পূর্ব্বে বা পরে তাঁহারা নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে পারেন।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—আচার্য্যগণের মধ্যে কি মতভেদ আছে?

উত্তর—"স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা ভারতে বসিয়া যাহা বলিবেন, স্ব স্বরূপস্থিত অন্য আত্মা উত্তরক্ষেত্রে বসিয়া তাহাই বলিবেন, বৈকুণ্ঠস্থিত আত্মাও সেই উত্তর দিবেন, কেন না, শুদ্ধ আত্মাদিগের সিদ্ধান্তে মায়িক চিত্রগুণ নাই, অতএব পৃথক্ হইতে পারে না।"

(তত্ত্ববিবেক - ১ম অনুঃ ২)

প্রঃ—আচার্য্য কি নির্ব্বিচারে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন?

উঃ—"পূজ্যপাদ মন্ত্রাচার্য্যগণ যথাশাস্ত্র সৎপাত্র দেখিয়া উপযুক্ত পাত্রকে মন্ত্র দান করিবেন। এতৎসম্বন্ধে পরস্পর পরীক্ষাবিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত হইলেও কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। তন্নিবন্ধন গুরু-শিষ্য—উভয়েরই পতন ও তৎসঙ্গে সম্প্রদায়-বিকার অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।"

(সজ্জনতোষণী - ৪।১)

প্রঃ—গৃহস্থ-বেষধৃক্ পুরুষ কি আচার্য্য হইতে পারেন?

উঃ—'গৃহস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা নববিধ ভক্তি আচরণে পটু, তাঁহারাই গৃহস্থদের আচার্য্যতা গ্রহণ করিবার যোগ্য।"

(সজ্জনতোষণী - ৪।২)

প্রঃ—গৃহস্থবেষী আচার্য্য কি সন্ন্যাস প্রদানের আদর্শ দেখাইবেন?

উঃ—"গৃহস্থ ভক্তগণ যে স্থলে আচার্য্য হইয়া সন্ন্যাসের শিক্ষা ও মন্ত্র প্রদান করেন, সে স্থলে সন্ন্যাসগ্রহীতার বিশেষ অমঙ্গল হয়।"

(সজ্জনতোষণী - ৪।২)

প্রঃ—আচার্য্যের কি কোন দোষ আছে?

উঃ—"মহাজনের কার্য্যে দোষ নাই।"

(সজ্জনতোষণী - ১০।১০)

প্রঃ—একান্ত সদাচারী আচার্য্যকেও লোকে দোষারোপ করে কেন?

উঃ—"সকল আচার্য্যের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবধূত হইলেও কখনই নিজচরিত্রে কোন দুরাচার দেখান নাই। এমন নির্ম্মল-চরিত্র প্রভুকে যাহারা দুরাচারী বলিয়া নিন্দা করে, তাহাদের জীবনে ধিক্। অসদাচার ব্যক্তিগণ আচার্য্যচরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করে। হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা করিলে! অনেকগুলি ব্যক্তি কপট বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করে, আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গ-দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নব-রসিকমধ্যে গণন করে এবং নির্ম্মল-চরিত্র শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা স্ত্রীসঙ্গ-দোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করে।" (সজ্জনতোষণী - ৮।৯)

শ্রীধামে শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট তিথিপূজা

গত ৪ঠা ফাল্গুন, সোমবার বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও সিদ্ধ [illegible] শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিপূজা মহোৎসব আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীযোগপীঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ঐ দিবস প্রাতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত্যে একটী নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বাহির হইয়া অনুরাগে শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত ভবন ও শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন হইয়া শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হওয়ার পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর'—এই বিরহসূচক গীত কীর্ত্তন করেন। [illegible] শ্রীল ভক্তি-[illegible] মহারাজ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর [illegible] তৎপরে পরমারাধ্যতম [illegible] আচার্য্যদেব [illegible]

[illegible]

সন্ধ্যারতির পর [illegible] মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপাটম একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের ১৯৪০ সালের রিপোর্ট

গত ১৯৪০ সালে বাঙ্গলায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৪০৯টি এবং মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২,১৮১টি। ইহাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬,৩৪,১৬৪ জন। এই বৎসরে বালকদিগের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,১৮১ হইতে ২,৩৩১ হইয়াছে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ১,২৩৬ হইতে ১,২৭৮ হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৫০০ জন। তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৯৫।

এই বৎসর বাঙ্গলায় আর্টস কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫১ হইতে ৫৮ হইয়াছে তন্মধ্যে ৪৮টি পুরুষদিগের এবং ১০টি স্ত্রীলোকদিগের উক্ত বৎসরে কলেজগুলিতে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৩ ৮৮৮ তন্মধ্যে হিন্দু ছাত্র সংখ্যা ২৭ ২৯৪ এবং মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ৬ ৯২১ জন।

এই বৎসরে ভারতীয় বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১৬,৯৭৩ হইতে ১৩,৮০৩ হইয়াছে। বিদ্যালয়গুলিতে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭,৯৭ ২৭৯ জন তন্মধ্যে ৩,৪৩ ২০৯ জন হিন্দু এবং এবং ৪,২৯,০৬৪ জন মুসলমান। মহিলাদিগের আর্টস কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৭ হইতে ১০ হইয়াছে। এই কলেজগুলিতে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১,৮ ৬ জন। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষদিগের আর্টস কলেজে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭৮৫ জন।

আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বালিকাদিগের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৮৭ তন্মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬। উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯,৬৬৫ হইতে ২৪,৭৮২ হইয়াছে। এই বৎসর ৩,৩৪৭ জন বালিকাকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পাঠানো হয়, তন্মধ্যে ১,৬২৭ জন বালিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬,৫০,৬২২ জন হইতে ৭,১৮১২১ জন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিরাপত্তার ব্যবস্থা

দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থাবলী রক্ষা এবং বিশেষ মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিরাপদ স্থানে অপসারণের বিষয় বর্ত্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ আর পি কমিটির বিবেচনাধীন রহিয়াছে। যদি বিমান আক্রমণ হয়, সেইজন্য একটি বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেতের ব্যবস্থা এবং মোটর চালিত একখানি জলের গাড়ীর ব্যবস্থা করা সম্বন্ধেও কমিটি বিবেচনা করিতেছেন। তাই গাড়ীর সহিত অগ্নিনির্ব্বাপণের সরঞ্জাম থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় শিক্ষিত করিতে হইবে, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী এবং চারিটি হলের প্রত্যেকটিতে প্রতিরোধক প্রাচীর তুলিতে হইবে এবং অগ্নিনির্ব্বাপণের উদ্দেশ্যে এক হাজার বালির বস্তা মজুত রাখিতে হইবে বলিয়া খবর করিয়াছেন

চীন ও ভারতের ঐক্য

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের উদ্যোগে দিল্লীতে মাদাম চিয়াং কাইশেককে অভ্যর্থনা করা হয়। এই উপলক্ষে মাদাম চিয়াং সর্ব্বপ্রথম দিল্লীতে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার বাগ্মিতার দ্বারা সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাদাম চিয়াং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন—"আমি বহুদিন হইতে ভারতে আসার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। এক্ষণে আমি ভারতে পৌঁছিয়াছি। ভারতের মহিলাগণ আজ তাঁহাদের অন্যান্য দেশের ভগিনীদের ন্যায় জনগণের স্বার্থসাধনে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছেন। আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারিয়া আনন্দিত হইয়াছি। প্রাচীন ঐতিহ্য ভারত ও চীনের জনগণকে সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। ভারত ও চীন এশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সৌধের স্তম্ভস্বরূপ এবং উভয় দেশই আজ গণতন্ত্রের জন্য নব নিজ কর্ত্তব্য করিতেছে। চীনে যুদ্ধের ফলে বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং চীনা মহিলাগণ এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতেছেন। ঊর্দ্ধে বিমানের গর্জ্জন, বোমাসমূহ বিদীর্ণ হওয়ার ঘোরতর আওয়াজ—আর চক্ষের সম্মুখে সাপিনেলের ধ্বংসলীলা। আমাদের ভয় ব্যাকুল করার জন্য জাপানীগণ নরনারীনির্ব্বিচারে সকলকে হত্যা করিয়াছে ও আমাদের সমস্ত শিল্প ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু জাপানীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। সৈন্যদলভুক্ত পুরুষদের যাহাতে বোঝার লাঘব হয়, তজ্জন্য নারী পরামর্শদাত্রী পরিষদ বিবিধ কার্য্য করার চেষ্টা করিতেছে। মহিলাগণ শিশুদের অপসারণ কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন ও অন্যান্য কার্য্যভারও গ্রহণ করিয়াছেন। চীনের মহিলাগণ অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতেছেন। ভারতে আমাদের ভগিনীগণ কি করিতেছেন উহা আমি বলিতে উৎসুক।"

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৮ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৭ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ২৮২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ গোবিন্দ, ভূতাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

——::•::——

পরিক্রমা পঞ্জী

আগামী কল্য ৮ই ফাল্গুন (১৩৪৮), ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪২) শুক্রবার শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তন-উৎসব ও শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-পূজা।

৯ই ফাল্গুন (১৩৪৮), ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪২) শনিবার প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীধাম-পরিক্রমার শুভারম্ভ হইয়া ক্রমান্বয়ে কয়েকদিবসকাল শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

১৮ই ফাল্গুন (১৩৪৮), ২রা মার্চ্চ (১৯৪২) সোমবার—শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের মঙ্গল-অধিবাস-কীর্ত্তন। শ্রীযোগপীঠে মহোৎসব।

১৯শে ফাল্গুন (১৩৪৮), ৩রা মার্চ্চ (১৯৪২) মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীগৌর প্রকট পৌর্ণমাসী—গৌরাবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসবারম্ভ। শ্রীকৃষ্ণের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা।

শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার বার্ষিক-অধিবেশন

পরিক্রমাকারী সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ রিক্রম সমাপন করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আগামী ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐসময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত ... স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা সভ্যবৃন্দ সত্যানুরাগী সজ্জনমাত্রকেই শ্রীগৌরধামে উক্ত মাসার্দ্ধব্যাপী মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব ও লীলাস্থলসমূহ দর্শন এবং তদীয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনের অপূর্ব্ব সুযোগ বরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীধামে আহ্বান

বিদেহরাজ নিমি তাঁহার যজ্ঞস্থলে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত মহাভাগবত নবযোগেন্দ্রকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্"—(ভাঃ ১১।২।৩০) অর্থাৎ এই সংসারে যদি ক্ষণার্দ্ধমাত্রকালও সৎসঙ্গ লাভ করা যায়, তাহা হইলে তাহা পরম নিধিলাভের ন্যায় আনন্দজনক হইয়া থাকে।

কোন্ মুহূর্ত্তে আমাদিগকে এ জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর অভিমানে প্রমত্ত থাকিয়া আমরা যতই না কেন, এই ধরাকে 'শরা' বলিয়া মনে করি, ঐরূপ প্রমত্ততার মূল্য কতটুকু, তাহার পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ, তাহা ত্রিতাপে তাপিত জীব আমরা সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াও তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই না—ইহাই ভবরোগগ্রস্ত জীবের ভবরোগের একটি প্রধান লক্ষণ। সম্প্রতি ত্রিতাপের অন্যতম আধিভৌতিক তাপ—পৃথিবীব্যাপী তুমুল যুদ্ধ-বিগ্রহাদি উপস্থিত হইয়া কিরূপ রক্তনদী প্রবাহিত করিয়াছে—প্রজ্বলিত সমরানল সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য কিরূপ লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিতেছে—কাল ভৈরব বা রুদ্রদেব কিরূপ তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন, মনুষ্যজাতি ধনে-প্রাণে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া অহর্নিশ কিরূপ তাপে তাপিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিয়াও শিক্ষিত, সভ্য ও অভিজ্ঞম্মন্য মনুষ্যজাতি একবারও কি এইসব বিষয় চিন্তা করিবেন না? ঐরূপ শত সহস্র তাপে, তদ্ব্যতীত আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিকাদি অসংখ্যতাপে প্রতিনিয়ত জীবগণ কিপ্রকার সন্তপ্ত হইতেছে এবং জগতের কর্ম্মি-সম্প্রদায় এই ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের কতটুকু তাপনিবারণে সমর্থ হইয়াছেন, হইতেছেন বা হইবেন, তাহা প্রত্যেকেরই অনুধাবনের বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। ঐসমস্ত তাপের মূলীভূত কারণ যে কৃষ্ণ-বিমুখতা, যাহার কথা শাস্ত্র ও সাধু-গুরুমুখে শ্রীভগবান্ নিয়তই ঘোষণা করিতেছেন, তৎপ্রতিই আমরা অত্যন্ত বিমুখ। "জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"—শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এইসব বাস্তবসত্যকথা—আত্মমঙ্গলের কথা দুর্দ্দৈব বশতঃ আমরা কিছুতেই শ্রবণ করিতে চাই না।

শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কাম-সেবাই আমাদের পরা শান্তি বা নিত্যমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। ইহাই জীবের ভবরোগের বীজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিবার পক্ষে একমাত্র মহৌষধি। ঐ সেবার আনুষঙ্গিক ফলেই চিত্ত-চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া হৃদয় শান্ত হয়, আর সেবার সাক্ষাৎফলে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবায় উত্তরোত্তর প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া পরম মঙ্গলের পথে অগ্রগতি লাভ হয়। বিশ্বজীবকে এই নিত্যশান্তি—পরমমঙ্গল প্রদানের জন্যই শ্রীভগবানের নিজ জনগণ শ্রীভগবল্লীলাস্থলী শ্রীধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া শুদ্ধভক্তসঙ্ঘারামে অন্যাভিলাষ জ্ঞান-কর্ম্ম-বিমুক্ত শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণের পরম সুযোগ প্রদান করিতেছেন। 'ভবপুর' আমরা, এই 'ভব' ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রান্ত-ক্লান্ত আমাদিগকে পরমৌদার্য্য-গোলোকে—শ্রীগৌরধামে—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র সুশীতল পদছায়া প্রদান করিয়া বাস্তবশান্তির আস্বাদন উপলব্ধি করাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরনিজ-জন পরদুঃখ-দুঃখী কৃপাম্বুধি শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম আমাদিগকে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে যোগদানার্থ আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া 'মহাবদান্য', আর তাঁহার নিজ জন শ্রীল আচার্য্যদেবও সেই কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাবদান্য শ্রীগৌরহরিকে বিতরণ করিয়া 'মহা-মহাবদান্য'-লীলা প্রকট করিয়াছেন। একদিকে অন্যাদ-বহির্ম্মুখ, আসুরিক-চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট ও আসুরিক বলে বলীয়ান্ সেবাবিমুখ জীবগণ ভোগে প্রমত্ত হইয়া—কেবল পেট ও মাটির জন্য লুব্ধ হইয়া ভীষণ প্রজ্বলিত সমরানলে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, আর অন্যদিকে মহা মহাবদান্যলীলা-প্রকটকারী জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, শ্রদ্ধাবান্ জনগণের গৃহে শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌর-মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমানন্দসাগরে সকলকে নিমজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তারস্বরে বলিতেছেন,—

শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে।
প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগ এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
কৃষ্ণেতে সংসার কর' ছাড়' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সর্ব্বধর্ম্মসার॥
অপরাধ ছাড়ি' ভাই, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
অসাধু-সঙ্গেতে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-ভক্তরূপে কৃষ্ণ আইলা নদীয়া॥
গৌরপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান।
গৌর বই সাধুগুরু আছে কেবা আন॥
গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া॥
'হরেকৃষ্ণ'-নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥

আজ জগদ্গুরু শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীগুরুদেব—শ্রীআচার্য্যদেব শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি মাত্রকেই নবধা ভক্তির পীঠস্থান অষ্টদলপদ্মসদৃশ নবদ্বীপের মধ্যকর্ণিকাস্বরূপ আত্মনিবেদন ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীগৌর প্রকটভূমি শ্রীধাম মায়াপুরে আহ্বান করিতেছেন। ভাগ্যবান্ জীবের সেবোন্মুখ কর্ণই সেই বাণী গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করিবে। ভাগ্যহীন জনগণের কর্ণ জগতের বিষয় কোলাহলে প্রমত্ত থাকায় সেই শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবায় মঙ্গল বরণ করিবার যোগ্যতা না হইলেও তাঁহারা একটুকু প্রণিধান করুন—আত্মমঙ্গলের সন্ধান লউন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আমাদের সর্ব্বশুভোদয় করিয়া শ্রীফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্রীগৌরশশীর আবির্ভাব-কাল সমাগত। শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌরদাসানুদাসগণের আনুগত্যে শ্রীগৌরহরির প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতিপ্রদানেই শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথির সম্যক্ আরাধনা হইয়া থাকে। নতুবা, লোক ব্যবহারানুযায়ী আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামাত্রই সার হয়। গৌরনিজজনের পাদপদ্মপরাগরেণুতে সর্ব্বাত্ম-স্নপন বিধানেই—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণেই সর্ব্ব অমঙ্গলময় অবিদ্যা অমানিশার গাঢ় অন্ধকার শোক-মোহ-ভয়-তাপ-ঘনঘটা জীবহৃদয়াকাশ হইতে চিরতরে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইয়া থাকে। পরমমঙ্গল প্রেমকিরণচন্দ্রিকায় উদ্ভাসিত করে। জগতের সূর্য্যচন্দ্রের আলোক এবং সকল আলোক বাহিরের অন্ধকারমাত্র দূর করিতে পারে, কিন্তু যুগপৎ সূর্য্যচন্দ্ররূপে উদিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শুভোদয়ে জীবের হৃদয়-গুহার সমস্ত অন্ধকার নিমেষের মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া যায়—হৃদয় সম্পূর্ণ স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল হয়।

সাধুমুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথামৃত-পানের দ্বারা জীবের শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের স্পৃহা ক্রমশঃ বলবতী হয়। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগে ভগবদ্ভজনই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের উপায় বলিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগের সকলকেই সংকীর্ত্তনের পূত আবরভূমিতে সংকীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তীতলে আশ্রয়-গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এমন সুযোগ জীবনে সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না, একবার হারাইলে আর কখনও লাভ হইবে কি না, তাহারও কোন স্থিরতা না থাকায় "তুর্ণং যতেত পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়" এই ব্যাসগুরুবাক্যই শিরোধার্য্য করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। যে যুগ আসিয়া পড়িয়াছে ও আরও যে ভীষণ যুগ সম্মুখে আসিতেছে, তাহাতে শ্রীনিতাই গৌরের শ্রীপাদপদ্ম-কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত বাঁচিবার—আত্মমঙ্গল-লাভের—পরম শ্রেয়োলাভের আর অন্য কোন উপায় নাই—আর অন্য কোন উপায় নাই—আর অন্য কোন উপায় নাই। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"।

নিরপেক্ষতা ও সাপেক্ষতা

——:০:(*):০:——

যেখানে কোনপ্রকার আত্মীয়তাবোধ বা স্বজনবোধ আছে, সেখানেই সাপেক্ষতা-ধর্ম্ম অনিবার্য্য, আর যেখানে কোন বস্তু বা জীবে আত্মবোধ বা আত্মীয়তাবোধ নাই, সেখানে নিরপেক্ষতা স্বাভাবিক। মাতা বা পিতা যে পুত্রের স্বাস্থ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করেন বা স্ত্রী যে স্বামীর স্বাস্থ্য কামনা করেন, উহার মূলে সাপেক্ষতাধর্ম্ম বর্ত্তমান। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবহারিকতা-প্রদর্শনের জন্য সামাজিকগণ যে একে অপরের কুশল-জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে নিরপেক্ষতার ভাবই অধিক-পরিমাণে বর্ত্তমান অর্থাৎ পুত্রের অমঙ্গলে মাতার বা স্বামীর অসুস্থতায় পত্নীর যে বাস্তব-ক্ষতিবোধ বা আত্মবোধ আছে, পথিকের সহিত পথিকের মৌখিক কুশল জিজ্ঞাসার ব্যবহারিকতার মধ্যে সেরূপ আত্মবুদ্ধি বোধ নাই।

এই জগতের সাপেক্ষতার মূলে দেহাত্মবোধ বা জড়াত্মবোধ আছে বলিয়াই সাপেক্ষতার হেয়তা বর্ত্তমান। এইজন্যই সাপেক্ষতা হইতে জগতে নিরপেক্ষতা অধিক ন্যায়-পর বিবেচিত হয় এবং উহার সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র বা স্ত্রী কোন বে-আইনী কাজ করিলে আদালতে আইন পিতা বা স্বামীর উপর সেই বিচারের ভার প্রদান করেন না। তাহাতে নিরপেক্ষতার হানি হইবে ও সাপেক্ষতা আসিয়া পড়িবে,—এইরূপ আশঙ্কা করেন। কারণ, এই সাপেক্ষতা দেহাত্মবোধকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। বদ্ধজীব কিছুতেই জড়ীয় সাপেক্ষতাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। এইজন্য যাঁহারা জড়-প্রতিযোগি-ভাবকে সমীচীন বা ন্যায়পর বিচার করেন, তাঁহারা নিরপেক্ষতাকে বহুমানন করিয়া থাকেন।

পঞ্চরসের মধ্যে শান্তরসে নিরপেক্ষতা বর্ত্তমান। ব্রহ্মভূত বা তটস্থ অবস্থাকে নিরপেক্ষতা বলা যাইতে পারে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররস সাপেক্ষতাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এই জগতে তথাকথিত ধর্ম্মের যে তথাকথিত সমন্বয়ের একটা আদর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমন্বয় চিন্তাটিও নিরপেক্ষতাধর্ম্মেরই রূপান্তর। 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিলে কিংবা শিব ও দুর্গাকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর না বলিয়া কৃষ্ণকে স্বতন্ত্র ভগবান্ বা স্বয়ং ভগবান্ বলিলে, সনাতন ধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্ম বলিলে, কোন একটি তত্ত্ব বা ধর্ম্ম-বিশেষের পক্ষপাতিত্ব করা হয়, সাপেক্ষতা-ধর্ম্ম আসিয়া পড়ে',—এই আশঙ্কা করিয়া 'সকল পথই সমান, সকল ধর্ম্ম ও সকল দেবতাই সমান, ইহাদের মধ্যে উচ্চ নীচ, শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ, বড়-ছোট, ভাল মন্দ নাই'—এইরূপ এক জাড্যপূর্ণ নিরপেক্ষতা ইহা ও দেখিতে পাওয়া যায়। নির্বিশেষ বিচারটি এইরূপ নিরপেক্ষতা হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। পরাৎপর-তত্ত্বকে ব্যক্তিরূপে স্বীকার করিলে পাছে তাহার প্রতি কোন সাপেক্ষতা আসিয়া পড়ে,—এই ভয়ে পরতত্ত্ব ক্লীবব্রহ্ম বা নির্বিশেষ ভাবসমষ্টি বলিয়া কল্পিত হয়। নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার মধ্যে সাপেক্ষতা অবশ্যম্ভাবী—এই আশঙ্কায় নামহীন, রূপহীন, গুণহীন, পরিকর-লীলাহীন ভাব বিশেষ নিরপেক্ষতত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হয়।

পরমেশ্বরের প্রতি নিরপেক্ষ বিচার যেরূপ একশ্রেণী লোকের নিকট বিশেষ ন্যায়পর বলিয়া বহুমানিত হয়, পরমেশ্বরের সেবক-সম্প্রদায়ের প্রতিও সেইরূপ নিরপেক্ষতা প্রদর্শনকে অনেকে বহুমানন করেন। তাঁহারা বলেন,—'সকলেই যখন ভগবানের ভজন করিতেছেন, তখন সকলই সমান' 'তুলসী-পত্রের মধ্যে ছোট-বড় ভেদ নাই' এইরূপ সম্পূর্ণ লৌকিক উদাহরণ দিয়া অনেকে ভগবদ্-ভক্তগণের মধ্যে তারতম্য-বিচারে আপত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ সমস্ত সাত্বতশাস্ত্র কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত, মধ্য ও উত্তম—এই তিনপ্রকার অধিকারী বা ভক্তের নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের প্রতি ব্যবহারের তারতম্যের কথাও উপদেশ করেন। উত্তমকে শুশ্রূষা, আর প্রাকৃত অধিকারীকে যথাযথ উপদেশ প্রদানাদি ব্যবহারের মধ্যে তারতম্য দেখিয়া যদি কেহ বলেন,—উত্তম অধিকারীর 'তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া' প্রাকৃত-ভক্তের প্রতি সমদৃষ্টি ব্যবহার করায় নিরপেক্ষতার হানি হইয়াছে, তাহা হইলে ঐরূপ বিচারে অর্ব্বাচীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষক ও ছাত্রের প্রতি সমান ব্যবহার করিলে কোনও দিনই শিক্ষা লাভ হইতে পারে না। মধ্যম-অধিকারের এই সাপেক্ষতা ধর্ম্মই ভগবদ্ভক্তি বা আত্মমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। মধ্যমাধিকারীর নিরপেক্ষতার ভাণ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনামাত্র। নিরপেক্ষতা কখনই ভক্তিপদবাচ্য নহে। নিরপেক্ষতা ভক্তিধর্ম্মের প্রতিবন্ধক, এমন কি, উহা ভক্তিধর্ম্মের বিনাশকারী—যদিও অভক্তসমাজে নিরপেক্ষতার বিশেষ আদর পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তটস্থধর্ম্মের নামই নিরপেক্ষতা। জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী কাল্পনিক রেখাকে তট বলা হয়। বস্তুতঃ ঐরূপ কোনও অবস্থানে কাহারও অবস্থান সম্ভব নহে। আমাদিগকে হয় জলে, না হয় স্থলে, যে কোন একটিতে অবস্থিত হইতে হইবে। তটস্থশক্তিপরিণত জীবকে হয় মায়ায়, না হয় কৃষ্ণে অবস্থান করিতেই হইবে। মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে জীবের অবস্থান নাই।

একশ্রেণীর ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা মনে করেন, বৈষ্ণবগণের প্রতিও তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিয়া হরিভজন বা আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলাকালে বিভিন্নপ্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ব্যক্তি এইরূপ নিরপেক্ষতার ভাণ করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ যখন সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতি-গোস্বামী, অতিবাড়ী, গৌরনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের অভক্তিসিদ্ধান্ত ও ব্যাচারাদির সম্বন্ধে প্রচার অভিযান আরম্ভ করিলেন, তখন কোন কোন প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাই ভাল। আবার শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীভক্তিবিনোদানুগাভিমানী কোন কোন ব্যক্তির বা দলের সিদ্ধান্ত ও আচার-প্রচারের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখনও একশ্রেণীর ব্যক্তি ঠিক করিলেন, কোন দলের কথায় না ঢুকিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী হওয়াই ভাল।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আচার্য্যলীলা-প্রকাশকালে যখন গুরুভোগী অন্তাভিলাষী কতকগুলি লোক গৌড়ীয়মঠকে—সগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে এই পৃথিবী হইতে চিরতরে ধ্বংস (?) বা অপসারিত করিবার জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তখনও ঐপ্রকারের বহু ব্যক্তি নিরপেক্ষতা অবলম্বনের ভাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বদ্ধজীব যতই নিরপেক্ষতার ভাণ করুক না কেন, সে নিরপেক্ষতা তাহাকে প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত বা গুরুভক্তের প্রতি-

বাস্তবসত্যের প্রতি সাপেক্ষতাধর্ম্ম অবলম্বন না করাইয়া গোপনে-গোপনে কৃষ্ণভক্ত বা শুদ্ধভক্তদ্বেষী ও অসত্যের প্রতি পূর্ণমাত্রায় সাপেক্ষ করাইয়া থাকে। যেখানেই এইরূপ নিরপেক্ষতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, সেখানেই বহুরূপিণী মায়া ঐরূপ নিরপেক্ষকে হাতে ধরিয়া অসত্যের প্রতি সাপেক্ষ করাইয়াছে।

কেহ কেহ তৃতীয় পক্ষ সাজিয়া নিরপেক্ষতার মুখোস পরিধান করেন, কিন্তু ঐ মুখোস উন্মোচন করিলে অসৎ সাপেক্ষতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই তৃতীয়পক্ষের মুখোস অসৎসাপেক্ষতা-সমর্থনে কপট-কবচ-মাত্র। কেহ কেহ নিরপেক্ষতার প্রতি এতটা বিশ্বাসী যে, তাহারা অনেক সময় শপথ করিয়া নিরপেক্ষতার ব্রত গ্রহণ করেন। কছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে একজন এঁচড়ে পাকা লেখকাভিমানী বহুলোকের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল যে, সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে, সে কোনও দলের পক্ষে বা বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিবে না বলিবে না। কিন্তু পরমারাধ্যতম শ্রীআচার্য্যদেব তখনই এ ব্যক্তিকে বহুলোকের সম্মুখে বলিয়াছিলেন—'দুইএর সহিত দুই যোগ করিলে তিন হয়' বলা যেরূপ একান্ত ভ্রমপূর্ণ, তোমার প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ একান্ত ভ্রমপূর্ণ। ফলেও তাহাই হইয়াছে। ঐব্যক্তি এখন তাহার নিরপেক্ষতা-ব্রতের কপট প্রতিজ্ঞার মুখোসটি উন্মোচন করিয়া সত্যের প্রতি বিদ্বেষবহ্নি উদ্গীরণ করিতেছে।

কেহ কেহ আবার বলেন,—যেখানে বৈষ্ণবগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়, সেখানে একপক্ষ হইয়া অপর পক্ষের নিন্দাবাদ করা অপেক্ষা নিরপেক্ষ থাকাই সমীচীন। কারণ,—

হতে একজনের পক্ষ হৈল যেই।
অন্য জনের নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই॥
একত্র বৈষ্ণবপ্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে, সে যায় তরিয়া॥
(চৈঃ ভাঃ - মধ্য, ২৪।৯৬,১০১)

শ্রীরূপানুগ সদ্গুরুপদাশ্রয় না করিলে চৈতন্য-ভাগবতের উপরি-উক্ত পদগুলির অর্থ বিপরীতভাবে বুঝিয়া অনেক নিরপেক্ষ থাকিবার ভাণে শুদ্ধভক্ত হইতে [illegible] হয়। বৈষ্ণবতা চেতনের বৃত্তি। [illegible] কাহারও গায়ে মাখানারা থাকে [illegible] অন্যাভিলাষিতা-শূন্য ও অহৈতুকী সেবা [illegible] বৈষ্ণবতার প্রকাশ, আবার উহার [illegible] বা আবরণে অবৈষ্ণবতার প্রকাশ। [illegible] বিপ্র যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডকমণ্ডলু [illegible] করেন, ছোট হরিদাস যখন কীর্ত্তনের [illegible] মহাপ্রভুর সেবা করেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য [illegible] সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া মহা-[illegible] রন্ধনাদি সেবাকার্য্য করেন, তখন [illegible] আদর্শে বৈষ্ণবতা প্রকাশিত। [illegible] ভগবদিচ্ছাক্রমে লোকশিক্ষার্থ কৃষ্ণদাস বিপ্র যখন ভট্টথারি-স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন, ছোট হরিদাসের আদর্শে যখন শ্রীসন্তানগণের নিদর্শন প্রকাশিত হয় বা বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে বহির্ম্মুখগণমতের কল্পিত কৃষ্ণদর্শনের অন্যাভিলাষ প্রকাশিত হয়, তখন বৈষ্ণবতার আদর্শ আবৃত। সেইসকল অন্যাভিলাষকে অর্থাৎ কাহারও কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ব্বের সেবার নজির দেখাইয়া বহুমানন করিলে তদ্দ্বারা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। অন্যাভিলাষীকে 'বৈষ্ণব' বলিলে বৈষ্ণবের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং প্রাকৃত-সহজিয়াসম্প্রদায়ের অনর্থসমূহ প্রবিষ্ট হইতে হয়। অন্যাভিলাষীর অন্যাভিলাষের সহিত গোঁজামিল দিতে গিয়াই—খাঁটির সহিত ভেজালের—আপনের সহিত মেকীর একাকার করিতে গিয়াই প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের গোত্র বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। ঐরূপ দূষিত বীজ হইতে অজ্ঞাতসারে যে অঙ্কুর উদ্গম হয়, তাহারই সমূলে উৎপাটনের কথা শ্রীল প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্তের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। "হতে একজনের পক্ষ হৈল যেই" প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ভাষ্যে' এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্যসম্প্রদায় সকলেই আচার্য্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন। তাহাতে কতিপয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি অদ্বৈতের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহুমানন করিবার ছলে গদাধর পণ্ডিতের ভক্তিধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের গর্হণ করে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এরূপ অবৈধ কার্য্যের দ্বারা শ্রীগদাধরবিরোধী পাষণ্ড-গণকে অদ্বৈতপ্রভুর নিত্যভৃত্যরূপে গ্রহণ করা যাইবে না। তাহারা শ্রীঅদ্বৈতপাদপদ্মে অপরাধী হওয়ায় কপটতামূলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করে, তাহা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কখনও সহ্য করেন না, পরন্তু সেইসকল ভৃত্যব্রুবগণকে নিজভৃত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন। অবৈষ্ণবতাকে বা বিষ্ণুসেবা রাহিত্যধর্ম্মের যাজনকারীকে 'অবৈষ্ণব' না জানিয়া বৈষ্ণব-প্রতীতে অভেদ জানিলে ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা হয় না।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতে অভিন্ন দর্শন করিবার কথা বলিয়াছেন, কেন না তাঁহারা উভয়েই সমাচিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট, একই তত্ত্ব – মূল সঙ্কর্ষণ ও তদংশ মহাবিষ্ণু। উভয়েরই হৃদয় এক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি এক—তাঁহাদের হৃদয় এক। আবার শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের চিত্তবৃত্তি এক—তাঁহাদের হৃদয় এক। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আপাতভেদবোধ দর্শন করেন, তাহারা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন। কিন্তু ভাই [illegible]—শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী পুরীর সিদ্ধান্ত হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ যদি ঐসকল আচার্য্যের দোহাই দিয়া নিজদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চাহে, তবে সেখানে কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত বিচার করা হইবে না, নিরপেক্ষতার ভাণে সিদ্ধান্তে অলসতা প্রদর্শন করা হইবে এইরূপ বিচারও সমীচীন নহে। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস"—এই উক্তি সিদ্ধান্ত-বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছে। ঐরূপ নিরপেক্ষতাই নাস্তিকতা। সিদ্ধান্ত শুনিব না, বিচার করিব না, শুনিলে বা বিচার করিলে আমাদের প্রচ্ছন্ন অসৎ সাপেক্ষতার পুঁজিপাটা বিনষ্ট হইবে—এই আশঙ্কায় যে নিরপেক্ষতার মুখোস পরিধান, তাহাই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম আত্ম-অমঙ্গল বরণের অবস্থা।

সাপেক্ষতা-ধর্ম্মের মূলেই পুরুষোত্তমবাদ প্রতিষ্ঠিত ভগবদ্ভক্তগণ সকলেই সাপেক্ষ-ধর্ম্মাশ্রিত। শ্রীব্রজবাসিগণ ও শ্রীরূপানুগগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাপেক্ষধর্ম্মপর। যিনি যতটা কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকামের পক্ষপাতী, তাঁহার ততটা বৈষ্ণবতা বা আস্তিকতা। যিনি বিষ্ণু হইতেও যতটা বৈষ্ণবের অধিক পক্ষপাতী তিনি তত অধিক বৈষ্ণব। শ্রীরূপানুগগণ বিষয় বিগ্রহ হইতে আশ্রয়-বিগ্রহের অধিক পক্ষপাতী। শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী প্রভৃতি সেবকসম্প্রদায় বিষয় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা মূল আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অধিক পক্ষপাতী। এই পক্ষপাতিত্ব যাঁহার যতটা অধিক, তাঁহাকে ততটা সেবাধর্ম্মে বা শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে অধিক প্রতিষ্ঠিত বলা যায়।

শ্রীরাধার পক্ষপাতী হইয়া শ্রীললিতাদি সখী ও তদনুগগণ চন্দ্রাবলীর বিপক্ষতা সাধনকেই তাঁহাদের সাধ্য বলিয়া বিচার করেন চন্দ্রাবলীর পক্ষীয় শৈব্যাদি চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বা অভিমন্যুর পক্ষীয় জটিলাদি অভিমন্যুকে শ্রীরাধার প্রিয়তর বলিয়া স্ব-স্ব-পক্ষ সমর্থন করেন দেখিয়া "তুঁহু পাল্লা ভারী"—এই বিচারে অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণ নিরপেক্ষ বা তৃতীয়পক্ষ থাকেন না তাঁহারা প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারযুক্ত হইয়া এরূপ পক্ষপাতিত্বকেই আদর করেন। বিপক্ষতার হাঙ্গামার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া নিরপেক্ষতার শান্তরস উপভোগ করিবার [illegible] অতএব সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত, যাঁহারা সেবানন্দসিন্ধুর নিকট ব্রহ্মানন্দকেও [illegible] রূপে দর্শন করেন, তাঁহাদের নিকট ঐরূপ নিরপেক্ষতার আভাসও কাল-সর্পের ন্যায় মারাত্মক বলিয়া বিবেচিত হয়।

পক্ষান্তরে আবার সর্ব্বশুদ্ধ-স্বতন্ত্র বা তদাভিন্নবিগ্রহ মহাভাগবত [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআ[illegible] পরমহংস ব্যবহার, কথা- [illegible] আচার [illegible] সাম্বাধিকতা, কুযুক্তি বা তর্ক বিতর্ক প্রভৃতি দ্বারা নিরপেক্ষ সমালোচনার তৌলদণ্ডে ওজন করিয়া তাঁহাদিগকে মাপিতে গেলে তাঁহাদের শ্রীচরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ জনিত ভীষণ দুর্গতি লাভ হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীর আদর্শে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। রামচন্দ্রপুরী নিরপেক্ষ সমালোচক হওয়া সন্ন্যাসীর মিষ্টদ্রব্য-ভোজন পতনের কারণ—এই বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহ হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর নির্গমন দেখিয়া মহাপ্রভুকে জিহ্বা-লম্পট (!) পতিত (!) সন্ন্যাসী সিদ্ধান্ত করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ এবং শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরী নিরপেক্ষতা ধর্ম্ম আশ্রয় না করিয়া কেন সাপেক্ষতা ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক "হা মথুরানাথ" বলিয়া ক্রন্দন করেন—ইত্যাদি সমালোচনা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়াছিল। শাস্ত্রে এইরূপ আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। ভগবান্, শ্রীগুরুদেব, শ্রীআচার্য্যদেব বা মহাভাগবত-বৈষ্ণব যখন যাহা বলেন বা করেন তাহাই অত্যুত্তম, তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তাহাই জীবের পরম মঙ্গলপ্রদ, —'শ্রীগোরের আমার, শ্রীগুরুপাদপদ্মের আমার, শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের আমার সবই ভাল, সবই উত্তম,"—এইপ্রকার বিচারে সর্ব্বক্ষণ দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত ও দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিয়া এবং কায়-মনোবাক্যে নিষ্কপটভাবে তাঁহাদের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছার অনুকূলে তাঁহাদের হার্দ্দপ্রীতিপূরক কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকাই আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য এবং ইহাই ভজন-পরাকাষ্ঠা।

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হইবে। এই [illegible] পাদপদ্মের অন্তর্গত। করুণাময় শ্রীধাম, শ্রীধামস্বামীর ও ভক্তজনগণের অহৈতুকী কৃপালাভদ্বারা ও দীনহীন [illegible] শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অথবা [illegible] পথে পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক শ্রীধাম [illegible] অত্যন্ত অনুচিত। সেইজন্য কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ও পাদুকা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অবশ্য পক্ষে পরিক্রমার পূর্ব্বে বা পরে তাহারা নিজের [illegible] ও ব্যয়ে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতে পারেন।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

এতদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] জানান যাইতেছে [illegible] লোকগণকে এলাহাবাদ, [illegible], পাটনা, গয়া, কাশী, [illegible] মেদিনীপুর, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, [illegible], [illegible], গোবর্দ্ধন, সঙ্কেত, [illegible] হরিদ্বার দিল্লী, [illegible] [illegible] আগামী ৮ই ফাল্গুন, সোমবার শ্রীশ্রীগৌরজনতিথির উপবাস ও [illegible] ১১ই ফাল্গুন, [illegible] গৌরজয়ন্তীর উপবাস ও [illegible] অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	
সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲		৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১৭৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১৩৲
" অর্দ্ধ কলম	২৮৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ১৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত —ভিজিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় —পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

সিঙ্গাপুরে যুদ্ধ বিরতি

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সিঙ্গাপুর আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে ব্রিটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল সমগ্র জগতের নিকট এক বেতার বাণীতে ঘোষণা করেন যে, সিঙ্গাপুরের পতন হইয়াছে।

নিউইয়র্কে টোকিও রেডিও ঘোষিত এই সংবাদ শ্রুত হইয়াছে যে, লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল পার্সিভাল বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ-মূলক এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। লণ্ডনে কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল বলেন যে, সিঙ্গাপুর আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিয়া টোকিও হইতে যে দাবী করা হইতেছে, উহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কিছু নাই।

ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ সাবমেরিণের আক্রমণ

১৫ই ফেব্রুয়ারী নৌ বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরীয় নৌ বহরের অন্তর্ভুক্ত সাবমেরিণসমূহ প্রতিপক্ষের ক্ষতি সাধন করিয়াছে। একটি বৃহদাকার ও মাঝারি জোগানদার জাহাজ সুনিশ্চিতভাবে জলমগ্ন হইয়াছে। অপর একটী মাঝারি আকারের জোগানদার জাহাজের উপর টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হয় এবং উহাও সম্ভবতঃ জলমগ্ন হইয়াছে। অপর একটি বৃটিশ সাবমেরিণের আক্রমণে প্রতিপক্ষের একটি সশস্ত্র ট্রলার ঘায়েল হয় এবং উহার নাবিকদিগকে জাহাজ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়।

লিবিয়ার যুদ্ধ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ ও আষ্ট্রেলিয়ান বিমানসমূহের আক্রমণে লিবিয়ার রণাঙ্গনে ২০খানি এক্সিস বিমান বিদ্ধ অবস্থায় ভূপাতিত হয়। বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনীর কোন ক্ষতি হয় নাই। অধ্য মধ্য প্রাচ্যের এক সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মিমি হইতে মেকিলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্যূহের পূর্ব্ব দিকে প্রতিপক্ষের যান্ত্রিক বাহিনীর ব্যাপক চলাচল পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষীয় বাহিনী এরূপ ব্যাপকভাবে বিক্ষিপ্ত ছিল যে, তাহারা বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর পাল্লার মধ্যে পড়ে নাই। কিন্তু বৃটিশ রক্ষী বাহিনী তাহাদিগকে বিব্রত করিতে থাকে। জার্ম্মাণ ও ইতালীয়ান বিমানসমূহ প্রতিপক্ষের সৈন্য চলাচলের সাহায্য করিতে থাকে এবং নীচুতে নামিয়া গাজালার দক্ষিণে বৃটিশ ঘাঁটিসমূহের সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। বৃটিশ রক্ষী বিমানসমূহ অতর্কিতে আক্রমণ চালাইয়া প্রতিপক্ষের ত্রিশটি ডাইভ বোমারু ও রক্ষী বিমানের সমগ্র বাহিনীকে প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে।

মার্কিণ প্রতিনিধি সভার বরাদ্দ

প্রতিনিধি সভায় বরাদ্দ সাব কমিটি জাহাজ তৈয়ারী বাবদ ম্যারিটাইম কমিশনকে ৩৮৫ কোটি লক্ষ ডলার এবং ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা জন্য ৫৪৩ কোটি ডলার মঞ্জুর করিয়াছেন। ৩২১৭ কোটি ৯ লক্ষ ১ হাজার ৯ শত ডলারের এই মোট বিলটি সভায় প্রেরণ করা হইবে।

বৃটেনে বিমান হানায় হতাহতের সংখ্যা

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জানুয়ারী মাসে বৃটেনের উপর বিমান হানায় ১১২ জন নিহত বা নিখোঁজ (নিহত বলিয়া অনুমিত) হয় এবং ৬১ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে ৫৫০ জন নিহত ও ২০২১ জন আহত হইয়াছিল।

বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে চীনাদের সংগ্রাম

১৫ই ফেব্রুয়ারী চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব হোকিয়াং, আনহুয়ে ও উত্তর কিয়াংসুর বিস্তৃত রণাঙ্গনে যুদ্ধরত চীনাবাহিনী গত কয়েকদিনে বিভিন্ন স্থানে সাফল্য লাভ করে। ইয়াংসি নদীবক্ষে মাবাং-এর নিকট একখানি জাপ সৈন্যবাহী জাহাজ চীনা মাইন অধ্যুষিত এলাকায় সমস্ত সৈন্যসহ জলমগ্ন হয়। মধ্য চীনের হুপে রণাঙ্গনে চীনারা হাননদীর তীরবর্ত্তী হানইয়াং-এর নিকটবর্ত্তী প্রতিপক্ষের ঘাঁটিসমূহের উপর ব্যাপকভাবে হানা দেয়। উত্তর আনহুয়ে রণাঙ্গনে গত এক পক্ষকাল ধরিয়া ব্যাপক সংগ্রাম চলিতেছে। ইংচাও রেলপথের পশ্চিমে হোপেঙে, হাই ইউয়ান ও অন্যান্য চীনা ঘাঁটিসমূহের উপর জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। জাপানীদের সাত শতাধিক সৈন্য হতাহত হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে একজন লেঃ জেনারেল আছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ১৯ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২০শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৮৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ গোবিন্দ, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

——::০::——

আজ শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তন মহোৎসব। মহাবদান্যাবতার শ্রীধাম-নবদ্বীপ কলিহত জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণ হইয়া জগতে উদিত হইয়াছেন। জগতে যত তীর্থ আছে, সমস্ত তীর্থ শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের চরণরজঃ লাভ করিবার জন্য সমুপস্থিত আছেন। জীবের চরম প্রাপ্য যে শ্রীধামবৃন্দাবন, শ্রীগিরি-গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ড, তাহাও একমাত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করুণাময় অবতার শ্রীধাম-নবদ্বীপের অকপট সেবাফলেই লাভ হয়। শ্রীধাম-নবদ্বীপের কৃপায়ই নির্ম্মল জীব ঔদার্য্যের মধ্যে মাধুর্য্য এবং মাধুর্য্যের মধ্যে ঔদার্য্যের দর্শন লাভ করেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে ও শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অভিন্নবুদ্ধি উদিত হইলে ধামের স্বরূপ দর্শন হয়। শ্রীধাম প্রদর্শক শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের কৃপায়ই শ্রীধাম-দর্শনের উপযোগী দিব্যচক্ষু লাভ হইয়া থাকে।

জগতের সমষ্টিগত অনাদিবহির্ম্মুখতা জীবগণকে শ্রীধাম-প্রদর্শক গুরুপাদপদ্ম-নির্ণয়ে ভ্রান্ত এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধী করিয়া তাহাদের চক্ষু অন্ধীভূত করিয়া দেয়। তাই তাহাদের প্রকৃত শ্রীধাম-দর্শন হয় না। কল্পনা ও অপস্বার্থাভিসন্ধি-মূলে গ্রামবুদ্ধি রাখিয়া পার্থিব ভোগ্যবস্তুতে তাহারা ধামের আরোপ করে, কখনও বা শ্রীধামে বাস করিবার ছলনায় কৃষ্ণকাম চরিতার্থ করিবার পরিবর্ত্তে নিজের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের কামের তাড়নার বাতিব্যস্ত হয়। গৌর কৃষ্ণনাম-গ্রহণের ছলনায় নিজ নশ্বর ও জড়ীয় নাম প্রচারে ব্যস্ত হয়, জীবের এতদ্রূপ দুরদৃষ্ট দেখিয়াই শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন করুণার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

সম্বৎসর পরে আবার শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা আসিয়াছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সেবকগণ সর্ব্বজগৎবাসীকে এই শুদ্ধ-ভক্তির অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের জাগতিক আত্মীয় স্বজনগণ আমাদিগকে বিদেশের পরগৃহ হইতে স্বদেশের স্বগৃহে আহ্বান করেন, আমরাও স্বগৃহে গমন করিয়া স্বজনের স্নেহসিক্ত হইয়া কতই না আনন্দ লাভ করি। কিন্তু হায়! কালচক্রের এমনই কুটিল বিক্রম যে, আজ যে স্বগৃহ, যে স্বদেশ, যে স্বজনের সস্নেহ-আহ্বান ও স্বজনপ্রীতি আমার হৃদয়ে কত আনন্দের উৎস প্রবাহিত করে, কাল আর তাহা তেমনটি থাকে না, সব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, আবার বর্ত্তমান আনন্দের কারণসমূহ মুহূর্ত্ত পরেই নিরানন্দের কারণস্বরূপে প্রেতের অট্টহাস্য হাসিয়া আমার কত বুকভরা আশা-ভরসার মুখে শ্মশানের ভস্মাস্থি নিক্ষেপ করে—হৃদয়-খানি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়।

সংসার সাগরে সুখ দুঃখের এইপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতময় উত্তাল তরঙ্গক্রীড়ার অবসান নাই। কত আশার প্রদীপ ধপ্ ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার চিরতরে নির্ব্বাপিত হইতেছে, কত উত্থান-পতন, কত জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, জন্ম-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব প্রহেলিকাময় ঐতিহ্যপূর্ণ এই সংসার। শ্রীভগবানের অঘটন-ঘটনপটীয়সী দৈবী গুণময়ী দুরত্যয়া মায়ার গুণপ্রবাহ হইতে মুক্ত করিবার—আমাকে অকপট স্নেহ করিবার—আমার দুঃখে প্রকৃত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার—আমার সম্মুখস্থ মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিয়া আমাকে অমৃতের সন্ধান দিবার মত প্রকৃত স্বজন—প্রকৃত বান্ধব ব্যথী এই ঘোর দ্বন্দ্ব-গুণময় সংসারে কেহই নাই।

এই জগতের আত্মীয় স্বজন বড় জোর আমার দেহ-মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় ব্যাকুলতা প্রদর্শন করেন, কিন্তু হায় ব্যতীত আমার দেহ-মন কোনও ক্রিয়া করিতে পারে না, যে বস্তুটি ছাড়িয়া গেলে তাহাদের সেই সহানুভূতির কোনও মূল্যই স্বীকৃত হয় না, সেই আত্মবস্তুর প্রকৃত স্বাস্থ্যানুসন্ধানে—তাহার প্রসন্নতা-সম্পাদনে কাহার হৃদয় সততা কাঁদিয়া উঠিতেছে—কে আমাদের এমন স্নেহময় স্বজন আছেন, যিনি আমাদিগকে এই পিশাচিনী মায়ার পৈশাচিক কপট স্নেহ বন্ধনের আকর্ষণ হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদের আত্মার প্রকৃত মঙ্গলের বার্ত্তা জানাইয়া দেন? মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় আমাদের এমন বান্ধব কে আছেন, যিনি আমাদিগকে "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্য-প্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি"—এই শুক-মুখামৃত দ্রবসংযুত ভাগবত-কথামৃত পরিবেশন করিয়া আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা লাভের সন্ধান জানাইয়া দিবেন?

দেহ-মনের অনিত্য তাৎকালিক হেয় প্রসন্নতার অনেক উপায়ের কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু আত্মার নিত্য বিশুদ্ধ প্রসন্নতালাভের সন্ধান যিনি প্রদান করেন, তিনিই ত' আমাদের নিত্যকালের বান্ধব নিত্যকাল স্বজন—আমাদের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ভগবৎকথামৃত পরিবেশনের দ্বারা যিনি আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্র অভিষিক্ত করিয়া ভগবদ্ভক্তিবীজ রোপণ করেন এবং যাহা নিরাপদে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইবার জন্য শুদ্ধ-অকপট মহতের সাধুসঙ্গ শ্রবণকীর্ত্তনরূপ জলসেচনেরও ব্যবস্থা করেন, আবার যাহাতে সেই ভক্তিলতা বর্দ্ধিত হইয়া ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোম এবং তদুপরি গোলোক বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ আরোহণ করিতে পারে, অনবধানে যাহাতে অপরাধরূপ মত্ত মাতঙ্গ আক্রমণ করিতে না পারে, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি প্রভৃতি শাখা উপশাখার উদ্গম যাহাতে না হয়, তজ্জন্য সাবধান করেন—আমার আত্মমঙ্গল-লাভের উদ্দেশ্যে আমাকে গিরি শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করাইবার জন্য যিনি সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধিক হীনজ্ঞানের আদর্শ প্রকট করেন, আমার শত-সহস্র অপরাধ - মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া ভক্ত-সদাচার ছাড়িবার অসংখ্য কুবিচারসমূহ তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা-অবলম্বনে সহ্য করিয়াও আমার মঙ্গলবিধান করিবার জন্য যিনি ব্যাকুল হন—আমাকে বৃক্ষ অপেক্ষাও ক্ষমাগুণ শিক্ষা দিবার জন্য কত ক্ষমাশীল হন, সর্ব্বপূজ্য হইয়াও হরিকীর্ত্তন করিতে হইলে কিরূপ অমানী ও মানদ হওয়া আবশ্যক, তাহা যিনি আত্ম দৈন্যপ্রকাশমুখে শিক্ষা-প্রদান করেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের ন্যায় পরদুঃখ-দুঃখী কৃপাম্বুধি স্নেহময় বান্ধব আমার আর কে আছেন? আজ তিনি আমাকে প্রবাস হইতে আমার নিত্য-নিজনিবাস—নিজ-নিজগৃহ, শ্রীগৌরগৃহে-শ্রীগৌরধামে আহ্বান করিতেছেন।

ভাগবতপ্রবর দেবর্ষি নারদ জগজ্জীবের প্রকৃত মঙ্গলের অনুসন্ধান প্রদানার্থ শ্রীবেদব্যাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥

অর্থাৎ হে ব্যাস! তুমি নিজে পরম-মঙ্গলের বিষয় জানিয়াও সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকদিগকে মহাভারতাদি-গ্রন্থে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত সকাম্যকর্ম্ম ও জ্ঞানকর্ম্মের উক্তি কথা না বলিয়া, তাহাতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল অনুসন্ধান করা হয় নাই। সদ্বৈদ্য রোগীর ইচ্ছাসত্ত্বেও কখনও কুপথ্যের ব্যবস্থা করেন না।

রোগী সাধারণতঃ কুপথ্যেই রুচিবিশিষ্ট হয় এবং তাহা না পাইলে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। তখন রোগীর আত্মীয়-স্বজন পরিজনগণ যদি তাহাকে কুপথ্য দিয়া তাঁহাদের স্নেহ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে হয় ত' রোগ বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাদের সেই কপট স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ রোগীর প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। ঐপ্রকার স্নেহের কোনও মূল্য নাই, যে স্নেহ আপাত-মঙ্গলের ভাব প্রদর্শন করিতে গিয়া চির অমঙ্গলের কারণ হয়, তাহাকে কখনও স্নেহ বলা যায় না। শ্রীভগবান্ বা তাঁহার নিজ-জন প্রকৃত স্নেহের মর্ম্মজ্ঞ, আমাদের স্ব-গৃহ ও স্বদেশের প্রকৃত সন্ধান তাঁহারাই জানেন। হে সুধীবৃন্দ! শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম বা তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আমাদিগের প্রতি যে অহৈতুকী কৃপা বা স্নেহ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে আমাদের নিত্য-নিজবাস আহ্বান করেন, সেই কৃপা বা স্নেহের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিলে আমরা প্রকৃত স্বগৃহের সন্ধান পাইব না—প্রকৃত আত্মীয়-স্বজনের স্নেহরস আস্বাদন করিতে পারিব না—আমাদের জীবন প্রদীপ আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপের ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ব্বাণোন্মুখ হইতে হইতে একদিন স্নেহশূন্য অবস্থায় চিরনির্ব্বাপিত হইবে, কিন্তু তাহাতেই কি নিস্তার আছে? আবার ঐরূপ নূতন জীবন পাইব, কত স্নেহলাভের আশায় বুক বাঁধিব, কত কপট স্নেহ পাইব, শেষে বঞ্চিত হইতে হইতে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করিব। এইরূপে কত জন্ম-জন্মান্তর—যুগ-যুগান্তর কাটিয়া যাইবে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগজ্জীবের প্রতি কিরূপ স্নেহপরায়ণ, জীবের প্রতি তাঁহার কিরূপ করুণা, ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় তিনি তাঁহারই গৌররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়স্বরূপ শ্রীরূপ তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব'-নাটকের "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"-শ্লোকে এবং শ্রীস্বরূপ-দামোদর তাঁহার কড়চায় "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥" প্রভৃতি শ্লোকে তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ, "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ"—এই শ্লোকে সেই অপ্রাকৃত স্নেহময় ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের যে মহাবদান্যতা গুণ, শ্রীব্রজপ্রেমপ্রদান-লীলা, শ্রীগোপীজনবল্লভ-কৃষ্ণস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম এবং গৌরকান্তিরূপ-মাধুর্য্যের প্রধান শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শিক্ষার অনুসরণে ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যস্বরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত তাঁহার মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্যস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের বংশীরব কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না—"কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন" বলিয়া ছুটিবার উন্মাদনা আসিবে না। তাই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর পরম স্নেহময় গৌরনিজ-জন জগতের ত্রিতাপক্লিষ্ট সেবাবিমুখ জীবগণকে মহাবদান্যাবতারী শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের জীবের প্রতি এই কৃপা বা স্নেহের স্বরূপ যাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে, তাঁহারাই আজ অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই গান গাহিতে পারিয়াছেন,—"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে। আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি', ধাই তব পাছে পাছে।"

শ্রীধামে নিত্যসিদ্ধভাবে সমস্ত বৈভবই পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত আছেন। শ্রীগৌর-নিজ-জন সেইসকল বৈভবকে প্রকাশিত করিয়া জীব-সকলকে শ্রীগৌরহরির সংকীর্ত্তনরাসমণ্ডলীতে যোগদানার্থ প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। শ্রীধামের বৈভব-প্রকাশ-সেবা ও শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনরাস—একই ব্যাপার। যাহারা সেই সংকীর্ত্তন রাসমণ্ডলীতে যোগদান করিয়া আনন্দনৃত্য করিবার সৌভাগ্য পায় নাই, তাহারাই শ্রীধামের বৈভব-দর্শনে সংশয়-ভাবযুক্ত, জগতের নশ্বরতাগুণে তাহারা কাতর, তাহারা কখনও ভোগী, কখনও বা ত্যাগী, তাহারা কখন বিশ্বভবের ভেতর স্ব-স্ব ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের তর্পণে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, কখনও বা ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়-সমূহ নাশ (?) করিয়া ফেলিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। ভক্তগণ এরূপ ইন্দ্রিয় ও নির্ব্বিন্দ্রিয় ভোগের সেবক নহেন, তাঁহারা সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, সকল চেতন ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ বৃত্তিযুক্ত কামদেবের সেবক। এই কথা জগৎকে জানাইবার জন্যই পরমকারুণিক গৌরজন শ্রীধাম-মায়াপুরের বৈভব প্রকাশ করিতেছেন। যোগমায়াপুরের বৈভব বিস্তৃত হইলেই তাহার বিকৃত প্রতিফলনরূপ মহামায়াপুরের বৈভব-রাশির নশ্বরতা ও হেয়তা লোকে ধরিতে পারিবে

এজন্য প্রতিবৎসর শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম প্রত্যেক গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থকে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান করিয়া থাকেন। গৃহমেধী আমরা গৃহ পরিক্রম করিতে করিতে নিত্য দেশের, নিত্য ধামের পরিক্রমার কথা একেবারেই ভুলিয়া যাই, কত চৌরাশী লক্ষ যোনি রূপ ভোগের গৃহান্ধকূপ পরিক্রম করিতে করিতে এত আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি যে, নিত্যধামের পরিক্রমার কোন সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা যে আছে, তাহা উপলব্ধি করা দূরে থাকুক, কেহ তদ্বিষয়ে উপদেশ করিলে তাঁহার সহিত কুতর্ক করিয়া থাকি। আমাদের এই ঘুম-ঘোর ভাঙ্গাইবার জন্যই প্রতিবৎসর শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম আমাদিগকে শ্রীধাম-পরিক্রমায় আহ্বান করিয়া থাকেন

শ্রীগৌরবন ও শ্রীব্রজবন

'সিদ্ধভূমিকা শ্রীবৃন্দাবন বা শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার পর প্রবর্ত্তকভূমিকা শ্রীনবদ্বীপ বা শ্রীগৌরমণ্ডল পরিক্রম করিবার আবশ্যকতা নাই—উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া আর নিম্ন সোপানে অবতরণ করা উচিত নহে',—এইরূপ ভ্রান্ত প্রাকৃত-সাহজিক বিচার যেন আমাদিগকে গ্রাস না করে। শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে যাহাদের ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান, যাহাদের নিকট শ্রীধাম-বৃন্দাবন কখনও তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবেন না, তাহারাই ঐরূপ অপরাধময়ী উক্তি করিয়া থাকে। শ্রীগৌরবন হইতে শ্রীব্রজবনের কোন তফাৎ নাই, কেবল শ্রীগৌরবন শ্রীব্রজবন হইতে অধিকতর কৃপাময়। মহামুক্ত-পুরুষগণের নিকটই শ্রীব্রজবন আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীগৌরবন অত্যন্ত করুণাময় হইয়া অনর্থযুক্তগণেরও অনর্থমুক্ত করাইয়া তাহাদের নিকট শ্রীব্রজবনের শোভা প্রকাশ করেন। শ্রীগৌরবনের মধ্যে শ্রীব্রজবনের পরিক্রমা হয়। শ্রীগৌরবনের পরে শ্রীব্রজবনের পরিক্রমা, আবার শ্রীগৌরবনের পরিক্রমা—এইভাবে অদ্বয়জ্ঞানের পরিক্রমার চক্র ঘুরিতে থাকে। 'শ্রীব্রজবনে গিয়া সিদ্ধ হইয়া বসিয়া গিয়াছি'—এরূপ বিচার নিঃশ্রেয়সবাদী অপরাধীর বিচার, তাহাতে অদ্বয়জ্ঞানের চক্র স্তব্ধ হইয়া পড়ে।

অদ্বয়জ্ঞানের পরিক্রমার পথ সসীম নহে, তাহা শ্রীগৌরবন ও শ্রীব্রজবনের অদ্বয়তা বিধান করিয়া বর্ত্তমান। সেখানে প্রবর্ত্তক ও সিদ্ধ, ছোট ও বড়, নীচু ও উঁচু বিচার নাই। একটী ধাম প্রবর্ত্তকের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়, আর একটী ধাম কেবল সিদ্ধের প্রতি আত্ম-প্রকাশক। এখানে ধামের ছোট-বড় বিচার নাই, কেবল অধিকারীর যোগ্যতায় কারুণ্যের প্রকাশভেদের বিচারমাত্র প্রদর্শিত। এইজন্যই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তৎপূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যগণ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার পর শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীগৌরমণ্ডল-পরিক্রমা এবং শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আদর্শেও ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন ও উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পাইতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ—যাঁহারা শ্রীরাধিকার গণে গণিত, সেই শ্রীস্বরূপ গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ রায়ের শ্রীব্রজমণ্ডলে গমনের কোনও কথা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না; তাঁহারা সাধক-ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রেই বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ অপেক্ষা যে ছোট, তাহা নহে। শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল অভিন্নবস্তু—অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। অদ্বয়জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি পাষণ্ডিতা।

এ কথা সকলকেই অবনতমস্তকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান যুগে শ্রীধাম-নবদ্বীপের স্বরূপ ও শ্রীধামের অপ্রকাশিত মহিমার কথা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তাঁহারই মনোঽভীষ্টপূরণকারিগণের অগ্রণী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান জগদ্গুরু আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ স্পষ্টভাবে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজ বহু দেশ-দেশান্তরের লোকও শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থানের ধূলি শিরে ধারণ করিবার জন্য, সেই ধামের প্রভাবে আত্ম-শোধন করিবার জন্য, শ্রীধামবাসী সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখবিগলিত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবার জন্য, শ্রীধাম-পরিক্রমায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতেছেন।

বর্ত্তমানে আমরা বিভিন্নভাবে শ্রীধামের লুপ্ত শোভা প্রকটিত ও অধিকতর উজ্জ্বল দেখিতে পাইতেছি। জগতের সকল জীবের একমাত্র শ্রীভগবানের ধাম, নাম ও কাম-সেবায় নিযুক্ত হওয়াতেই যে তাহাদের চরম সার্থকতা, এই পরমসত্যের বিজয় পতাকা উড়াইয়াই শ্রীধাম মায়াপুর বর্ত্তমানে লোক-লোচনে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীধামের বৈভব গ্রামের বৈভব বা শ্রীবৃদ্ধির ন্যায় জীবের ভোগের জন্য কল্পিত নহে। অনুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ ও আচরণ-মুখে অনুক্ষণ তাহার কীর্ত্তনই যে একমাত্র জীবের নিত্যধর্ম্ম, তাহা অনুশীলনের আনুকূল্য এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা সৌষ্ঠব প্রকাশের

জন্যই শ্রীধামের বৈভব। সুতরাং শ্রীধামের বৈভব-দর্শনে যাহারা মৎসরতা ও হৃদয়ের সংকীর্ণতাবৃত্তি প্রকাশ করে, তাহারা ভাগ্যহীন। তাহাদের হৃদয় ভোগানলে জর্জ্জরিত, তাহারা কোনও দিন ত্রিতাপদহন হইতে মুক্ত হইয়া আত্মমঙ্গললাভের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিবে না।

কাজেই যাঁহারা শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা করিয়া অদ্বয়স্থানের পরিক্রমাকে পূর্ণ করিবেন। শ্রীনবদ্বীপের পর শ্রীব্রজ, শ্রীব্রজের পর শ্রীনবদ্বীপ, আবার শ্রীব্রজ, আবার শ্রীনবদ্বীপ—এইরূপ পরিক্রমা-চক্র অনাদিকাল ভ্রমণ করিতে থাকিবে। এই পরিক্রমাই—সংকীর্ত্তনরাস।

যাঁহারা শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন হইয়া গিয়াছে, স্থানদর্শনের কৌতূহল চরিতার্থ হইয়া গিয়াছে,—বিচার করিয়া গৃহান্ধকূপ-পরিক্রমাকেই সারাৎসার বিচারপূর্ব্বক হরিকথাশ্রবণের সুযোগ হারাইবেন, তাঁহারা আত্মবঞ্চিত হইবেন সদ্গুরুমুখপদ্ম ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীধামের নব-নবায়মান শোভা দর্শন হইবে, তখন আমরা শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীকামের সেবায় ক্রমশঃ অধিক রুচিবিশিষ্ট হইতে পারিব।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যে-বা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।"

শ্রীব্রজবন ও শ্রীগৌরবন অভিন্ন চিন্ময় ভূমি বলিয়া যাঁহার জ্ঞান হয়, যিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় ইহাদের মাধুর্য্য প্রধান ঔদার্য্য ও ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যরস-বিলাস উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত ধামের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হন, তাঁহারই হৃদয়ে কৃষ্ণের ও কৃষ্ণকথার পরিবেশনকারী শ্রীগুরু পাদপদ্মের মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য উদিত হইয়া তাঁহাকে গৌরবনে রক্ষাণ্ডেশ্বানে পরিধাবিত করে, অনুকূল রক্ষাকর্ত্তা নিভৃত গৃহে তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেন না শ্রীগৌরগৃহের গৃহমেধী করিয়া ফেলে না। তখন তিনি শ্রীরাধার হরিকে অন্বেষণ করিতে বারিত গৌরবন মুখরিত করিয়া, কদাচিৎ নবদ্বীপের পাদমূলে বসিয়া গান করিতে থাকেন,—

"হায়! হায়!
কবে হ'বে হেন দশা মোর।
ত্যজি' জড় আশা, বিবিধ বন্ধন
ছাড়িব সংসার ঘোর॥
বৃন্দাবনাভেদে নবদ্বীপধামে
বাঁধিব কুটীর খানি।
শচীর নন্দন- চরণ আশ্রয়
করিব সম্বন্ধ মানি'॥
জাহ্নবী-পুলিনে চিন্ময় কাননে
বসিয়া বিজন স্থলে।
কৃষ্ণনামামৃত নিরন্তর পিব,
ডাকিব গৌরাঙ্গ ব'লে॥
হা গৌর-নিতাই, তোরা দুটি ভাই
পতিত জনের বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥
কাঁদিতে কাঁদিতে ষোলক্রোশ ধাম
জাহ্নবী উভয়-কূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু ভাগ্যফলে
দেখি' কিছু তরুমূলে॥
হাহা মনোহর, কি দেখিনু আমি
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'ব।
সম্বিৎ পাইয়া কাঁদিব গোপনে
স্মরি' দুঁহু কৃপা-লব॥"

ঐগান গাহিতে গাহিতে আবার সিদ্ধি-লালসায় তাঁহার হৃদয়ে নির্ব্যলীক শরণাগতি উদিত হইয়া গান হইতে থাকিবে,—

"কবে গৌরবনে সুরধুনী তটে,
হা রাধে, হা কৃষ্ণ ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়া'ব, দেহ সুখ ছাড়ি'
নানা লতা-তরুতলে॥
শ্বপচগৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে-পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল॥
ধামবাসিজনে প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু গায়ে মাখি'
ধরি' অবধূত-বেশ॥
গৌড় ব্রজজনে ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥"

গৌরবনকে যাঁহারা প্রবর্ত্তকের ভূমিকা-মাত্র জ্ঞান করেন, তাহারা শ্রীধাম চরণে অপরাধী হন, ব্রজভূমির স্বরূপজ্ঞানে অসমর্থ হন, প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়েন। গৌর ও ব্রজে অভেদজ্ঞানে গৌরবনে ব্রজবন, আবার ব্রজবনে গৌরবন-দর্শনই ভজন-বিজ্ঞতা। যাঁহারা চর্ম্মচক্ষে শ্রীধাম-দর্শন বা প্রাকৃত মনে শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে যান, তাঁহারা শ্রীধামকে প্রপঞ্চের দর্শন ও ভোগের বস্তুরূপে গ্রহণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ভীষণ অমঙ্গলের কবলে পতিত হন। শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব-সেবোন্মুখ হইয়া প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে শ্রীধামের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন ও উপলব্ধি হয়।

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীব্রজবনে বহুকাল ভজন করিয়া পরিশেষে শ্রীগৌরবনাশ্রয়ে ভজন করিয়াছিলেন। মহাভাগবতবর শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজই শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা নির্দ্দেশ করেন। তিনি ও শ্রীল গৌর-কিশোরদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে আসিয়া কত নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ গৌরজন, তাই শ্রীগৌর-ধামের দিব্যস্বরূপ তাঁহারা দিব্য নেত্রে দর্শন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই দিব্য-দর্শনের পরিবর্ত্তী হইয়া যে সকল উন্নতধর্ম্মী ধামপ্রবাসী, বৈষ্ণবপ্রবাসী সজ্জনগণ এতদিন লোক-বঞ্চনা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অপার কৃপায় সেই তাহাদের সকল বিরুদ্ধ চেষ্টার বিফলতা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইয়া স্বতঃপ্রকাশ শ্রীধামের চিন্ময়-শোভা ভাগ্যবন্ত সুজনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তবে যাহার "মায়াজাল জড়-দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাধন।
তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে জন॥
মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, মিত্র, গুরু আর।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাহার॥
আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে।
দেহবৃত্তি অচল হউক একেবারে॥
তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে।
চরণ আমার নাহি যাউ অন্যপথে॥"

ইহারই নাম ধাম-নিষ্ঠা। ভবাটবী-মধ্যে ভ্রমণরত, কাম-ক্রোধাদি রিপু প্রপীড়িত, নানা অশান্তির অনলে অহর্নিশ সন্তপ্ত, নিতান্ত দীনহীন আমরা, পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীমায়াপুরাধীশ শ্রীগৌরহরি এবং তাঁহার নিজজন বৎসরান্তে একদিন চিরদাসদাস আমাদিগকে উজ্জ্বল-ভক্তিসার-বীজরূপ গৌরবন-মধ্যে তাঁহাদের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণছায়ায় আহ্বানপূর্ব্বক আমাদিগের কর্ণে যে শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কাম-মাহাত্ম্যরূপ পীযূষ-ধারা বর্ষণদ্বারা আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে চাহেন, সেই আহ্বান অবহেলা করিলে প্রকৃত আত্মহত্যা বোধে আমরা চিরবঞ্চিতই থাকিয়া যাইব।

মহাপ্রভুর ভক্তগণ সম্বৎসর চাহিয়া থাকিতেন,—কবে রথযাত্রা আসিবে, কবে তাঁহারা নীলাচলে ছুটিয়া গিয়া [illegible] দের প্রাণপণ্যে দর্শন করিবেন? আমরাও সম্বৎসরের মধ্যে একবারও কি ছুটিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিব না? [illegible] পাইব না? অন্য সব কার্য্যের সময় কি আমরা পাই না? নিত্য মঙ্গলাদ্বয়ের সময়েরই কি চির অভাব থাকিবে [illegible]? আমাদের আত্মার প্রকৃত মঙ্গলবিধাতা শ্রীকৃত আত্মীয়গণের দর্শন, সঙ্গ, সেবা ও তাহাদের শ্রীমুখ গৌরগাথা [illegible] সৌভাগ্য কি বরণ করিব না? [illegible] বৈষ্ণবরাজ সভার প্রবর্ত্তক, জগতে [illegible]— শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের একমাত্র সংরক্ষক শ্রীগৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আজ শ্রীধামে অসীম কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া [illegible] উৎস প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহাতে স্নানার্থ স্বগণের সৌভাগ্য হইতে কি আমরা বঞ্চিতই থাকিয়া যাইব?

হে ভাগ্যবান্! হে মতিমান্! হে ধীমান্! এই সুবর্ণ সুযোগ অবহেলা না করিয়া সকলে শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হউন—ভগবানের প্রমাত্মিকা বহির্ম্মুখী-মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া শ্রীগৌরবনে শ্রীগৌর-পার্ষদ-নিত্যজনের আনুগত্যে শ্রীরাধা বনের মধুর-সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিবার লোভ অথবা করুণ। "অনেক কল্পতরু নন্দকুমার। কৃপা করি কর দেখ গতি যোগ্যতা। কৃষ্ণ মনঃস্থির ন সন্দেহঃ অগাধভাবধারায়॥"

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"—

এইসকল মহাজনবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম আচার্য্যসমীপে অবধারণ করুন। এই শুভ মুহূর্ত্ত—মাহেন্দ্রক্ষণ হারাইলে পর আবার এ জীবনে সে শুভক্ষণ সম্ভব হইবে কি না, তাহার কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

সাধু মিলিয়া কহি বড় দীন জানিয়া।
সাধু ভাবরূপে কৃষ্ণ আশা লইয়া॥
গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
হরেকৃষ্ণ-নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হইবে। এই শ্রীধাম-পরিক্রমা পাদসেবনের অন্তর্গত। কর্ম্মীর অভিমান, শ্রীধামস্থলের ও তদ্ব্রজ-জনগণের অহৈতুকী কৃপা-ভিখারী ও দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগে অথবা পদে পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমা করা অবিধান ও অনুচিত। সেইজন্য কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ও পাদুকা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অসমর্থ পক্ষে পরিক্রমার পূর্ব্বে বা পরে তাঁহারা নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতে [illegible]।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

[illegible] সজ্জনগণ [illegible] কৃপা, [illegible] সুবিধা, [illegible] সেবিকা, [illegible] মাত্র [illegible] লোকের [illegible] কৃপা [illegible] কৃষ্ণ- [illegible] লোকের [illegible] অপেক্ষা [illegible] করুন। যদিও [illegible] কি বিবেচিতা, [illegible] অপেক্ষা অচিরেই

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

::০::

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৮৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ভক্তিজগতের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

———

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ সতর্কতা

বাঙ্গলা-সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ—বেঙ্গুনের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়—কোথাও অধিকসংখ্যক লোক সমবেত হইলে বিমান-আক্রমণ ঐ জনতার উপরই অধিক হয় এবং হতাহতের সংখ্যাও তদনুরূপ অধিক হইয়া থাকে। এই কারণে সরকার জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন—যে সকল স্থানে বিমান-আক্রমণের সতর্কতাসূচক ব্যবস্থাসমূহ বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে, সেই সকল অঞ্চলে বর্ত্তমানে তাঁহারা যেন সভা ও শোভাযাত্রার জনসংখ্যা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, যাহাতে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সহজেই জনতা ছত্রভঙ্গ হইতে পারে।

ভারতে প্যারাসুট প্রস্তুত

ভারতবর্ষে ক্রমেই অধিক পরিমাণে প্যারাসুট ও স্থির-ছত্র (ষ্টাটিসুট) তৈয়ারী হইতেছে। রেশমের গুটি হইতে প্রস্তুত যে সকল সিল্কের থান কাশ্মীর-সরকারের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা প্যারাসুট সিল্ক তৈয়ারি হইতেছে। প্যারাসুট প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কাপড়, দড়ি, ফিতা, সেলাইয়ের সূতা প্রভৃতি দ্রব্য দেশীয় সিল্কের দ্বারাই পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তুত করা হইতেছে। রাজকীয় বিমান-বাহিনীর নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে বিশদভাবে পরীক্ষা করিবার পর ভারতে প্রস্তুত প্যারাসুট ও ষ্টাটিসুটের কতকগুলি নমুনাকে সর্ব্বাংশে সাফল্যজনক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

———

ভারতে ও ব্রহ্মে দৈনিক বিমান-ডাকের ব্যবস্থা

গত ১১ই জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রহ্মদেশে পুনঃ পুনঃ বিমানাক্রমণ হওয়ায়, ভারতীয় অধিবাসীদের নিরাপত্তা ও স্বদেশে প্রত্যাগমনের আশঙ্কা নিবন্ধন ভারত সরকার সেখানকার ভারতীয়দের অবস্থা দেখার জন্য একজন বিশিষ্ট বেসরকারী ভারতবাসীকে সেখানে পাঠাতে মনস্থ করিয়াছেন। উভয় দেশ মধ্যে শীঘ্র সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য এক দৈনিক বিমান-ডাকের ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

———

কলিকাতার অসামরিক অধিবাসী

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে যাঁহারা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইবেন তাহাদিগকে সাহায্য দানের জন্য বাঙ্গলা সরকারের রাজস্ব বিভাগ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। কলিকাতা এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার লোক যাহাতে স্বাভাবিকভাবে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এই বিরাট কার্য্যে কলিকাতার এবং পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের (এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক মতামত যাহাই হউক না কেন, অথবা ইহারা যে দলভুক্তই হউক না কেন) সমর্থন লাভের আশা করেন। নিজেদের সম্মান এবং সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থার অধীনে সমস্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানই যাহাতে কাজ করিতে পারে তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইতেছে।

অসামরিক অধিবাসী অপসারণ বিভাগের ডিরেক্টর এবং বাঙ্গলা সরকারের রাজস্ব-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি-আর সেন কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলি পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রায় ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন হইবে।

শিক্ষিত বেকারদিগের চাকুরীর সুযোগ

বাঙ্গলা-সরকারের নিয়োগ-পরামর্শদাতার অন্যতম কর্ত্তব্য হইতেছে—শিক্ষিত বেকারগণ যাহাতে উপযুক্তরূপে কাজে নিযুক্ত হইতে পারে, সে সম্পর্কে সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যে উক্ত বিভাগ বেকার লোকদের নামের একটা তালিকা রাখার প্রস্তাব করিতেছেন। যাঁহারা নিজের নাম এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিতে চান, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের যোগ্যতার বিশদ বিবরণ, বয়স, প্রার্থিত চাকুরীর ধরণ ও নিম্নতম মাহিনার কথা উল্লেখ করিয়া—কলিকাতাস্থ ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে, বাঙ্গলা-সরকারের নিয়োগ-পরামর্শদাতার নিকট আবেদন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা-সরকারের বদান্যতা

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট খাড়াজেলার বাগনান অধীনস্থ পিপুল্যান খাল পুনঃ খননের জন্য এবং খুড়খালী ও কাজিরচরা হইতে চন্দাইল পর্য্যন্ত একটা রাস্তা প্রস্তুতের জন্য ১,০০০৲ দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

জলপাইগুড়ি জেলার আলীপুর দুয়ার মহকুমাস্থ শিলবাড়ী ডাক্তারখানা ও তৎসংলগ্ন ডাক্তারের বাসাবাড়ী নির্ম্মাণার্থ বাঙ্গলা-সরকার ৩,০০০৲ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২০ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ৯ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার { ২৮৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ গোবিন্দ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমোৎসব

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমোৎসব পুনরায় সমাগত। পরিক্রমোৎসব ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের আগমনী-গীতি-গানমুখে শ্রীধামে 'শ্রীগৌর-আনা' ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর আবির্ভাবোৎসব, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবোৎসব তথা গুপ্ত শ্রীনবদ্বীপধাম-আবিষ্কারক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সদোপাস্য গুপ্ত শ্রীগৌর-গৃহ মহাযোগপীঠ-প্রদর্শক বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাবোৎসবসমূহও বৈষ্ণবাচার্য্য মুকুটমৌলি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুচরণের সংকীর্ত্তন সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-মায়াপুরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নিত্যকালই যোগমায়াপুর — নিত্যানন্দপুর — প্রেমানন্দপুর। গৌরজনের আনুগত্যে এইসকল সংকীর্ত্তন-উৎসবের সেবা করিতে কাহার না হৃদয় নাচিয়া উঠে? এই সময়ে অত্যন্ত দেহ-গেহারামী, গৃহব্রত ব্যক্তিরও গৃহারামতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া গৌরজনানুগ বৈষ্ণববৃন্দের পদধূলিতে ও শ্রীধামের রজে বিলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে কর্ণে তাঁহাদের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীধাম পরিক্রমা করিবার আর্ত্তি ও উৎসাহ হৃদয়ে উদিত হয়। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ বিশ্ববাসীর প্রতি অনর্পিতচরী কৃপা বিস্তারপূর্ব্বক এই তর্কহত যুগে দেহ-গেহাসক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য ঔদার্য্য-পরাকাষ্ঠাস্বরূপ গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামরূপ তিনটী বস্তু জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন, আর সেই তিন বস্তুর সেবা কিরূপে করিতে হয় তাহার সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রকট করিয়াছেন—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। আবার তাঁহারই আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে যিনি অনুসরণ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুবরের সংকীর্ত্তন সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম মায়াপুরের সমস্ত বৈভব ও সেবা উত্তরোত্তর উজ্জ্বল ও বর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরী গোস্বামী প্রভুবর কৃপা করিয়া শ্রীধামের সেবার যোগসূত্রটী অবিচ্ছিন্ন না রাখিলে জীবের যে কি দশা হইত, তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারা যায় না। তাঁহার কৃপায় শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুযায়ী শ্রীধামের যাবতীয় সেবা—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয়বিধ সেবাই উত্তরোত্তর ঔজ্জ্বল্যের সহিত সম্পাদিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। শ্রীধামবাসী নিষ্কপট সেবকবৃন্দ পরমোৎসাহের সহিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় অনুপ্রাণিত হইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবোৎসব শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রেরণায় বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের করুণায় গৌড়ীয়-গগন হইতে সমস্ত ঘনঘটা বিদূরিত হইতেছে এবং আচার্য্য-ভাস্করের নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত দ্যুতি চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। বহু সেবাপ্রাণ বৈষ্ণব, ভক্ত ও সজ্জন শ্রীধামের নানাপ্রকার সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। শ্রীধাম যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শ্রীধামের পথ, ঘাট সংস্কৃত ও নূতনভাবে নির্ম্মিত হইতেছে।

শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু সজ্জন যোগদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাঁহাতে শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় আমরা এই সুযোগ বরণ করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে সকলেরই আর্ত্তি জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। সজ্জন গৃহস্থগণকে বিশেষভাবে অন্নোদয়া দয়া বিতরণ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদাস্যানিধির শ্রীভক্তিবিনোদ দয়াশক্তি এই নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদের সেই মনঃসঙ্কল্পকে বাস্তবতায় প্রকট করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সজ্জন গৃহস্থগণের প্রতি এই নবদ্বীপ-পরিক্রমা বিশেষ কৃপাময়। তাঁহারা এই পরিক্রমায় যোগদান করুন। গৌরগৃহ-পরিক্রমার সেবা করিলে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের ভোগ-গৃহ পরিক্রমা বা যোনি-ভ্রমণের দুর্ব্বাসনা ও প্রবৃত্তির বীজ নির্ম্মূল হইবে। পরিক্রমার সেবা করিলে একাধারে গৌরধামের সেবা, গৌরজনগণের সেবা, গৌরজনশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সেবা, শ্রীনাম-শ্রেষ্ঠের সেবা, মন্ত্রের সেবা, শচীপুত্রের সেবা, শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতনাদি গৌরপার্ষদবৃন্দের সেবা, শ্রীমায়াপুরাভিন্ন উরুপুরী মথুরার সেবা, গোষ্ঠ বাটিকার সেবা, শ্রীরাধাকুণ্ড ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের সেবা ও শ্রীশ্রীরাধিকা-মাধবের সেবা হইবে। গৌরধামের সেবার জন্য যাঁহারা মাধুকরী ভিক্ষা করিবেন, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে ব্রজে মাধুকরীগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিবেন। গৌড়মণ্ডলের সেবা অতিক্রম করিয়া ব্রজমণ্ডলের সেবা হয় না—এইজন্য শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

'শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্টস্বরূপ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীধামের সেবা-সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য মাধুকরীভিক্ষা করিলে শ্রীশ্রীরাধা মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজধামে মাধুকরী সেবায় অধিকার দিবেন, নতুবা মর্কটবৈরাগী, পেট-বৈরাগী, প্রাকৃত-সহজিয়া বা শ্রীধামত্যাগী পাষণ্ডী হইয়া পড়িতে হইবে। কর্ম্মজড় জীবের, গৃহব্রতী, দেহারামী অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তির সকল দুরাসক্তিকে ছেদন করিয়া তাহাদের ভক্ত্যুন্মুখী অজ্ঞাত সুকৃতি উৎপাদনের জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী শ্রীধাম পরিক্রমা ও তৎসেবায় মাধুকরী ভিক্ষাদান-প্রথা প্রবর্ত্তিত পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব এই মাধুকরী ভিক্ষার কথা শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের আচরিত ও প্রচারিত ভজনপথ বলিয়া পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমায় গৃহস্থ ব্যক্তিগণের যথেষ্ট অধিকার আছে। যেমন, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনে গৌরজনের আনুগত্যে সকলের অধিকার সেইরূপ শ্রীধাম-পরিক্রমায় গৌরজনের আনুগত্যে সকলের অধিকারের সৌভাগ্য শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী কৃপা করিয়া প্রদান করিয়াছেন। শুদ্ধ কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে অনেক সময় প্রাকৃত লোকের রুচি দৃষ্ট হয় না, তাঁহারা কীর্ত্তন অপেক্ষা অর্চ্চনের কথা অধিকতর বুঝেন। যদিও সংকীর্ত্তনের মধ্যেই নবধা ভক্তি বিরাজিতা, তথাপি অধস্তনের কীর্ত্তন অপেক্ষা অর্চ্চনেই

রুচি অধিক। তাহাদিগের প্রতি কৃপা বিস্তার করিবার জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর সারস্বত সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমারূপ শ্রীগোবর্দ্ধনার্চ্চন পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্চনে সকলের অধিকার নাই, কিন্তু শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার সেবায় গৌরজনের আনুগত্যে সকলেরই অধিকার শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী প্রদান করিয়াছেন, তবে আচার্য্যের আনুগত্যহীন পরিক্রমার ছলনা শ্রীধাম পরিক্রমা নহে, তাহা পাষণ্ডিতা। তাই আমরা সকলকে শ্রীশ্রীল আচার্য্যানুগত্যে এই শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় যোগদান ও ইঁহার সর্ব্বতোমুখী সেবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ

অদ্য শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার প্রথম দিবস—অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর (শ্রী[illegible] শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীশ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, গঙ্গানগর, তন্তুবায় পল্লী, বামনপুকুর কাজীর সমাধি ও শ্রীধরের অঙ্গন)-পরিক্রমা এবং শ্রীচৈতন্যমঠে মহোৎসব।

শ্রীবিষ্ণুর চরণে (১) শরণাগতি বা আত্মনিবেদন, (২) বিষ্ণুর শ্রবণ, (৩) কীর্ত্তন (৪) স্মরণ, (৫) পাদসেবন, (৬) অর্চ্চন, (৭) বন্দন, (৮) দাস্য ও (৯) সখ্য,—এই নবপ্রকার ভক্তিই অভিধেয়। এই নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপে আত্মনিবেদন [illegible] ভক্তি যাজন [illegible] নবধা ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদন বা শরণাগতি সকলের কেন্দ্র [illegible]। [illegible] অন্তর্দ্বীপ আত্মনিবেদন [illegible] সকলের কেন্দ্র অবস্থিত।

"শ্রীগঙ্গা, [illegible] টীলা (ভাবট ডাঙ্গা) [illegible] অন্তর্গত। গঙ্গানগর-গ্রাম [illegible] পণ্ডিতের টোল ছিল। শ্রী[illegible] উত্তর পূর্ব্ব [illegible] আছে, তাহা [illegible] হইতে [illegible] — [illegible] হইতে [illegible] দৃষ্ট হয়। [illegible] পূর্ব্বে [illegible] দিয়া [illegible] ছিল। [illegible] দক্ষিণ পূর্ব্বভাগ [illegible] তীরে তৎকালে প্রৌঢ়া মায়ার মন্দির ছিল।"

("শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম"—'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া'-পত্রিকা—১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

"অতি পূর্ব্বে বাগ্দেবী হবিশপুরের নিকট মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়া দেবপল্লীর নিকট দিয়া 'শালুকা'-নামক নগর স্পর্শ করত গোয়ালপাড়া গ্রামের নিকট ভাগীরথীতে পড়িতেন। গঙ্গাদেবীর মন্দাকিনী-স্রোতঃ যখন শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বাগ্দেবী মায়াপুরের এক পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রাপ্ত হইলেন। বাগ্দেবীর শাখাবর্ত্তী গণ্ডকালে শ্রীমায়াপুরের অনেক অংশ বিনষ্টপ্রায় হইয়া যায়। সেই সময় ভদ্রগৃহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শ্রীপোড়ামায়া ও বৃদ্ধ শিব লইয়া কুলিয়া-গ্রামের চরে নূতন গ্রাম পত্তন করেন। সেই নূতন গ্রামই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-নগর। নূতন গ্রামে মহাপ্রভুর লীলাস্থান কিছুই নাই। স্থানটী নবদ্বীপান্তর্গত বৃন্দাবনের পুলিন।"
('শ্রীনবদ্বীপধাম'—'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া'-পত্রিকা - ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

শ্রীনবদ্বীপধামকে কেহ কেহ পঞ্চযোজন অথবা ষোড়শ ক্রোশ পরিমিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের মধ্যস্থল শ্রীমায়াপুর। তথায় ভগবদ্‌গৃহ (শ্রীজগন্নাথ মিশ্রালয়) বিরাজিত। এই শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মস্থলী মহাযোগপীঠ নিত্য বিরাজিত। এই শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের মহিমা-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকরের উক্তি—

> নবদ্বীপ মধ্যে **মায়াপুর** নামে স্থান।
> যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
> যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
> তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

এই গৌরজন্মস্থান শ্রীমন্মথুরাপুরী হইতে বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোলোকনাথ বৈকুণ্ঠে যে জন্মলীলা প্রকাশ করেন নাই, নন্দালয়ে [illegible] অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য সেই জন্মলীলা প্রকট করিয়া [illegible] নিত্য [illegible] আবিষ্কৃত [illegible] আবিষ্কার করেন।

অন্তর্দ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ

১। শ্রীশ্রীযোগপীঠ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী—(ক) [illegible] মন্দির অবস্থিত। তথায় [illegible] শ্রীজগন্নাথ [illegible] শ্রীমূর্ত্তি [illegible] ১২৯১ বঙ্গাব্দে শ্রীযোগপীঠে [illegible] আবির্ভূত) ও পঞ্চতত্ত্ব আছেন। (খ) [illegible] শিশু [illegible] শ্রীজগন্নাথ [illegible] (গ) শ্রীক্ষেত্রপালশিব। (ঘ) [illegible] ও [illegible] (ঙ) শ্রীগৌর[illegible]। (চ) শ্রী[illegible]কুণ্ড। (ছ) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (পারমার্থিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়)। (জ) ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রাবাস। এই বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানে শিশুকাল হইতেই হৃদয়ে শ্রৌতশিক্ষার বীজ উপ্ত করা হয়। "সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥"—শ্রীগৌরসুন্দরের এই শিক্ষা মূল মন্ত্ররূপে স্মরণ রাখিবার জন্য এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব।

২। **শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন**—(ক) ভক্তগণসহ সংকীর্ত্তনরত শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই। (খ) শ্রীপঞ্চতত্ত্ব। (গ) শ্রীশ্রীরাধামাধব। (ঘ) শ্রীনন্দাকবিলাস ঠাকুরের সমাধি। (ঙ) নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজের সমাধি।

৩। **অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার**—(Thakur Bhakti Vinode Research Institute)—বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব দর্শনাদির তথ্যানুসন্ধানস্থলী।

৪। **শ্রীঅদ্বৈতভবন**—এস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ও তৎসেবারত শ্রীমদ্-অদ্বৈত-প্রভু আছেন।

৫। **শ্রীচৈতন্যমঠ**—(শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন)—(ক) ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী **প্রভুপাদের সমাধি**, (খ) শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-[illegible], (গ) ব্রহ্মা, (ঘ) রুদ্র, (ঙ) সনক ও (চ) 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ (ক্রমে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক ও রামানুজ), (ছ) শ্রীল **গৌরকিশোর** দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের **সমাধিমন্দির**, (জ) জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্মরণস্থলী শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন, (ঝ) শ্রীরাধাকুণ্ড, (ঞ) পরবিদ্যাপীঠ, (ট) আবক্ষাহরণ নাটামন্দির, (ঠ) পরনাট্য-মঞ্চ, (ড) দৈনিক পারমার্থিক 'নদীয়া প্রকাশ'-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, (ঢ) স্বাস্থ্যনিবাস, (ণ) শ্রীপাদ [illegible] বাবাজীর সমাধি-মন্দির।

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় ও তাঁহার আনুগত্যে এ স্থানে সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী ও বৈষ্ণবগৃহস্থগণ হরিভজন করিতেছেন।

৬। **শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবন**—শ্রীশ্রীরাম সীতার মন্দির। ৭। পৃথুকুণ্ড, ৮। বল্লাল-দীঘি, ৯। চাঁদকাজীর সমাধি (এস্থানে সমাধির উপর ৪৫০ বৎসরের গোলোক চাঁপা বৃক্ষ বিরাজিত), ১০। বল্লালঢিপি, ১১। শ্রীধর-অঙ্গন (২২শে ফাল্গুন, ১৩৪৫, ৬ই মার্চ্চ, ১৯৩৯ তারিখে এই স্থানে পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এক নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌর পাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন), ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ ঘাট, ১৩। মাধাইএর ঘাট, ১৪। বারকোণা ঘাট, ১৫। নগরিয়া ঘাট, ১৬। গঙ্গানগর, ১৭। শ্রীজয়দেবের পাট, ১৮। শিবের ডোবা।

আত্মনিবেদন

(১)

আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বাগ্রে অন্তর্দ্বীপ বা আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ না করিলে ভক্তির অন্য কোন অঙ্গই যাজনের অধিকার লাভ হয় না। দেহ হইতে শুদ্ধাত্মা-পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু সর্ব্বতোভাবে শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণই 'আত্মনিবেদন'-নামে কথিত। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা, নিজের সাধন-সাধ্যসমূহ তাঁহাতেই সমর্পণ করা ও তাঁহার সেবার জন্যই একমাত্র চেষ্টাময় হওয়া, শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছার একান্ত অনুগত থাকা ও স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করা আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত গো, অশ্ব প্রভৃতি যেরূপ নিজের দেহাদিকে একমাত্র ক্রেতার সেবার জন্যই সমর্পণ করে, নিজের ভরণ-পোষণের চিন্তা পর্য্যন্ত করে না, আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তিও সেইরূপ নিজের জন্য কোনই চেষ্টা করেন না, তাঁহার সমস্ত চেষ্টাকে একমাত্র অদ্বিতীয় ক্রেতা শ্রীবিষ্ণুর হাস্ররতর্পণে নিযুক্ত করেন, অথবা গো-বিক্রয়ের পর গাভীর জীবিকার জন্য বিক্রয়কারীর যেরূপ আর চেষ্টা করিতে হয় না, পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গাভীও তৎকালে ক্রেতারই কার্য্য-নির্ব্বাহক হয় বিক্রেতার কোন কার্য্য করে না, আত্মনিবেদন-সম্বন্ধেও সেই রীতি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে এই আত্মনিবেদনের কথাই উক্ত হইয়াছে,—

> তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
> **মাত্মার্পিতশ্চ** ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
> মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্
> গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ॥
> (ভাঃ ১০।৫২।৩৯)

হে বিভো, হে কমললোচন, আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ ও আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। শৃগালের সিংহের আহার্য্য গ্রহণের ন্যায় আপনার ভোগ্যা আমাকে যেন শিশুপাল আসিয়া সত্বর স্পর্শ না করে।"

আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি নিজের দেহ হইতে শুদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত সকল বস্তুকেই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই ভোগ্যরূপে নিজকে বিচার করেন, অতএব তাহা পৃথিবীর কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ভোগ্যরূপে আর পরিণত হইতে পারেন না। অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীবাসুদেবসিংহের ভোগ্যবস্তু তাঁহার অনুকরণকারী 'শৃগাল

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥०	।৵०	।৵०	।०
" " ইঞ্চি	২৲	১¾	১॥०	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥०
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥० টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥० মাত্র।

———

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥० আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

———

বিবিধ সংবাদ

এ-আর-পি বাবত ব্যয়

এ-আর-পি বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে মাননীয় অর্থসচিব মহাশয় তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, "গত মে মাসে ভারত ও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে সিমলায় যে আলোচনা হয়, তাহাতে স্থির হয় যে, এ-আর-পি সম্পর্কিত ব্যয় কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নিম্নোক্ত অনুপাতে বহন করিবেন :—(১) প্রথম এক কোটি টাকা —আধাআধি।

(২) তদূর্দ্ধে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৭৫ ভাগ এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট শতকরা ২৫ ভাগ

বাঙ্গলায় বর্ত্তমান রাজস্ব হইতে এই ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভবপর না হওয়ায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট পাঁচ বৎসরের মেয়াদে পরিশোধের সর্ত্তে বিনা সুদে টাকা ধার দিতে সম্মত হইয়াছেন।

কার্য্যতঃ দেখা গেল যে, এই চুক্তি অনুসারে কাজ করা সুবিধাজনক হইতেছে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, চুক্তি-পত্রের ভাষাবিন্যাসের অর্থবোধ লইয়া উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রায়ই মতভেদ ঘটিয়াছে। বিশেষ কোন ব্যয়ভার কে বহন করিবে, তাহা লইয়া যে মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সে কাজের অনেক সময় বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।

———

কর্পোরেশনের স্কুল বন্ধ রাখার ব্যবস্থা

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত সোমবারের বিশেষ অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কর্পোরেশনের সমুদয় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আগামী ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা হইবে এবং উক্ত তারিখের মধ্যে ঐ সকল স্কুলে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এ-আর-পি স্পেশ্যাল কমিটির সুপারিশ অনুসারে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

কর্পোরেশন আরও স্থির করেন যে, অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা করিতে হইলে ৮৫,০০০৲ টাকার প্রয়োজন হইবে ও উহা প্রথমে গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়া উচিত এবং পরে পরে কর্পোরেশন এবং গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই সম্পর্কে ব্যয় বহনের দায়িত্ব অনুসারে খরচের হিসাব ধার্য্য হওয়া প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত ক্রততার সহিত বিমান-আক্রমণ সতর্কতামূলক কার্য্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত প্রধান কর্ম্মকর্তার কার্য্যের সুবিধার্থ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের কতকগুলি ধারা শিথিল করার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের চীফ ল' অফিসার যে সকল নিয়মাবলীর খসড়া রচনা করিয়াছেন, সভায় সেগুলি অনুমোদিত হয় এবং ঐগুলি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রধান কর্ম্মকর্তাকে কর্পোরেশন এই ক্ষমতাও প্রদান করেন যে, কেন্দ্রীয়-সরকার খসড়া নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ না করা পর্য্যন্ত আবশ্যক হইলে প্রধান কর্ম্মকর্তা কোন কোন কার্য্য সম্পাদনের অথবা দ্রব্যাদি ক্রয়ের নিমিত্ত ভারতরক্ষা বিধানাবলী অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের আদেশের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

বিমান-আক্রমণের সতর্কতা হিসাবে দালানের রং পরিবর্তন

শত্রুর চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী রং করার কাজ যদি যথোচিতভাবে সম্পাদিত না হয়, তবে তাহা শত্রুর দৃষ্টিকে আরও বেশী আকৃষ্ট করে। ইহা অপেক্ষা আদৌ রং না করিয়া ফেলিয়া রাখাও ভাল। এতদ্ব্যতীত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দালানের আশে-পাশে যদি অমনোনীতভাবে কোন দালানের রং বদলানো হয়, তবে তাহার ফলে অধিক তর গুরুত্বপূর্ণ দালানের উপরও দৃষ্টি পতিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

সুতরাং সকলের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া শত্রুর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ায় নিমিত্ত বাড়ীর রং বদলাইবার কাজ পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদন করিতে হইবে। যদি পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া ম্যাটমেটে রং করা সম্ভবপর না হয়, তবে দালানের রং আদৌ পরিবর্ত্তন করা উচিত হইবে না।

এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা-সরকারের একজন অফিসার নিযুক্ত আছেন এবং তাঁহার অফিস্ রাইটার্স বিল্ডিংসে অবস্থিত। এত সম্পর্কীত কোন কাজে হাত দেওয়ার পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ের সমস্ত পরিকল্পনা উপরোক্ত অফিসারকে জানানো ও তৎসম্বিধানে প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধান কর্ত্তব্য।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২২ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১১ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার { ২৮৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ গোবিন্দ, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

চতুঃষষ্টি বৈধ সাধনভক্ত্যঙ্গের অন্যতম শ্রীধাম-পরিক্রমা-সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—"অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা গতিঃ স্থানে পরিক্রমা" (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)। চৌষট্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন। ধূপ-মাল্য-গন্ধ-মহাপ্রসাদ-ভোজন * * * চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব।"

(শ্রীচৈঃ চঃ - মধ্য, ২২শ পঃ)

জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব অর্থাৎ কৃষ্ণদাস। কিন্তু বর্ত্তমানে জীবের স্বরূপ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম-নির্ম্মিত স্থূল দেহ ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় নিত্যকৃষ্ণদাস জীবের নিত্যকৃষ্ণসেবনবৃত্তির স্ফূর্ত্তির অভাব দেখা যাইতেছে। এই জগতে আমরা জীবসকলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই—অন্যাভিলাষী কর্ম্মী, জ্ঞানী ও নিত্য-কৃষ্ণসেবাভিলাষী ভক্ত। শাস্ত্রোক্ত বিধি-বাক্য অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র জড়দেহসুখ-লাভে ব্যস্ত ব্যক্তিগণ—কর্ম্মী। জড়দেহ-সুখ লাভে নিবৃত্ত থাকিয়া মনোনিগ্রহকারী ব্যক্তিগণ—জ্ঞানী এবং অনিত্য দেহ ও মনঃসুখান্বেষণে উদাসীন, পরন্তু নিত্য আত্মধর্ম্ম পরমাত্মসেবায় ব্যগ্র ব্যক্তিগণ ভক্ত বলিয়া পরিচিত।

বদ্ধজীবের দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধিই নিত্য আত্মজ্ঞানোদয়ের বা পরম মঙ্গললাভের বিঘ্নস্বরূপ। জীবের পরম সৌভাগ্যবশতঃ প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভে যখন এই দেহে আত্ম-বুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত বা ভ্রমের অবসান হয়, তখন নিত্যানিত্য-বুদ্ধিযুক্ত সেই জীব—দেহ-মনের অতীত অণুচৈতন্য জীবাত্মাতে আত্মবুদ্ধি করিতে ও নিজেকে কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া জানিতে পারেন। তখন তাঁহার নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়। মায়াবদ্ধ জীব কোন ভাগ্যক্রমে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের সঙ্গ পাইলে জানিতে পারেন যে, চতুঃষষ্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ তাঁহার আচরণীয়। সেই ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'পরিক্রমা' বলিয়া একটি সাধনাঙ্গের উল্লেখ আছে। মায়াবদ্ধ জীব যেমন নিজের গৃহকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে পরিক্রমা এবং সেই জড় গৃহে আসক্ত গৃহ-মেধী হইয়া সংসার-দুঃখসাগরাবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবা-বিলাসী জীব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ এবং লীলা-ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া—ভগবন্মন্দির ও ভগবৎক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুতে আসক্তিক্রমে মায়ামুক্ত হইয়া তাঁহার নিত্যবসতিস্থল শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গমন করেন এবং নিজ অভীষ্টদেবের সেবায় মগ্ন হন।

শ্রীধাম বলিতে শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র-সমূহকে লক্ষ্য করে। শ্রীধাম অপ্রাকৃত এবং তদীয়। জড়রাজ্যে অন্য দেশের সহিত ইঁহার তুলনা হয় না। যদিও প্রাকৃত দৃষ্টিতে শ্রীধাম ও এই জড়জগৎ—উভয়ের সমত্ব দৃষ্ট হয়, তথাপি সূক্ষ্মবিচার বা শুদ্ধভক্তির বিচারে এই উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল-ভেদ দৃষ্ট হয়। এই ব্রহ্মাণ্ড—প্রাকৃত, আর শ্রীধাম—অপ্রাকৃত। শ্রীভগবান্ যখন সনাতন-ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া উহার বিশুদ্ধতা জগতে প্রকাশ করিবার জন্য অবতীর্ণ হন, তখন আমরা জড়বুদ্ধিতে তাঁহাকে আমাদের ন্যায় শরীরধারী বলিয়া মনে করি, কিন্তু যখন আমাদের জড়বুদ্ধি হ্রাস হয়, তখন আমরা শ্রীভগবানের শ্রীমুখের "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং, পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্"—মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে জড়দেহী বলিয়া জানে, কারণ তাহারা আমার পরমভাব জানে না।'—এইসব বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি। সেইরূপ শ্রীধাম শ্রীভগবদভিন্ন ও নিত্যকাল অপ্রাকৃত স্বরূপে বিরাজমান। শ্রীভগবানের লীলাকালে শ্রীধামসমূহ এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন এবং মায়ার ভিতর অবতীর্ণ হইয়াও সর্ব্বদা মায়াতীত থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়াঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের ইহাই 'ভগবত্তা' যে, তিনি, প্রপঞ্চে আসিয়াও প্রাপঞ্চিক নহেন, তদ্রূপ তদীয় ভক্ত বা শ্রীধাম প্রপঞ্চে আসিয়াও প্রাপঞ্চিক নহেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গাহিয়াছেন,

[illegible] প্রভু জীবে দয়া করি'।
সপার্ষদ, স্বীয়ধাম-সহ অবতরি' ॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ॥"

শ্রীধাম-নবদ্বীপ অভিন্ন-শ্রীব্রজধাম। ইঁহার নয়টি দ্বীপ একটি পদ্ম-সদৃশ,—চতুঃপার্শ্বে অষ্টদ্বীপ—অষ্টপদ্মদল এবং মধ্যস্থানে কেন্দ্রস্থলে অন্তর্দ্বীপ ঐ পদ্মের মণিকর্ণিকার। শ্রীধাম-বৃন্দাবন যেমন চতুরশীতিক্রোশ, শ্রীনবদ্বীপধামও সেইরূপ ষোলক্রোশ পরিমিত। ইহার আটটি দল—অষ্টসখী। এইসব শাস্ত্র-বিচার ও শ্রীনবদ্বীপ ধামের চমৎকারিতার বিষয় আমরা অনুভবী মহাজনগণের নিকট হইতে জানিতে পারি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

'শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।'

শ্রীধামের ধূলিকণসমূহও অপার্থিববস্তু—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য একত্র করিলেও শ্রীধামের একটি ধূলিকণার সহিত সমান হয় না। বহু বহু জন্মের সুকৃতিফলে প্রকৃত সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের দর্শন, সঙ্গ ও সেবা লাভ করিলে শ্রীধামের দর্শন লাভ হয়,—সেই দর্শন—

'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥'

আসুন আমার বন্ধুসকল। আমরা সকলে মিলিয়া সেই অপ্রাকৃত ধামের রজে একবার গড়াগড়ি দিয়া দুর্ল্লভ মানবজন্ম সফল করি। কিন্তু একটি কথা এই যে, কাহার সহিত গেলে শ্রীধাম দর্শন হইবে? বাহিরে ভক্তের বেশধারী ও ভিতরে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-কষায়যুক্ত নকলভক্তসঙ্গে শ্রীধাম দর্শন হয় না—এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, সেইরূপ। তাই বলি, আসুন, আমরা আজ যে সুকৃতি-ফলে যখন শুদ্ধভক্তসঙ্গ পাইয়াছি, তখন 'গৌর আমার যেসব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়িভকত সঙ্গে ॥"—এই আশায় বুক বাঁধিয়া অদম্য উৎসাহ ও আনন্দের সহিত শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের অনুগমনে শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদান করি।

কেবল বাহিরে ভক্তসাজ দেখিয়া ভক্ত চেনা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে,—যাঁহারা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-

লাভে যত্নবান্ না হইয়া এইসব বস্তুকে শ্রীভগবানের সেবোপকরণ জানিয়া শ্রীভগবানের নাম-ধাম কামসেবায় সর্বক্ষণ নিযুক্ত করিবার যত্ন করেন এবং নিজদিগকে শ্রীভগবানের বৈষ্ণবের দাসানুদাস জানিয়া কায়-মনোবাক্যে সর্বক্ষণ তাঁহাদের সেবা, তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও সর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তন-আলোচনা প্রসঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভক্ত। এইরূপ শুদ্ধ-ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীধাম-পরিক্রমার দ্বারাই আত্মমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ সৎসঙ্গ জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। বহুজন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি না থাকিলে এরূপ সাধুসঙ্গ বৈষ্ণবের প্রতি জীবের দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁহাদের দর্শন, তাঁহাদের সঙ্গ, তাঁহাদের সেবা, তাঁহাদের মুখে হরিকথা শ্রবণ ও তাঁহাদের অনুগমনে শ্রীধাম-পরিক্রমাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের প্রবৃত্তি হয় না।

শ্রীধাম-পরিক্রমা, শ্রীধামে বাস, শ্রীধাম-দর্শন ত' অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐসকল কার্য্য করিয়াও যাহারা পুনরায় কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে ব্যস্ত হয়, তাহাদের কি শ্রীধাম পরিক্রমা, শ্রীধাম-বাস বা শ্রীধাম দর্শন হয়?—এইসব কথা আত্মমঙ্গলকামী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই বিচার ও চিন্তা করা আবশ্যক। ফলের দ্বারাই কারণ অনুমিত হয়। দিব্যদর্শন হইলে আর জড়দর্শন থাকিতে পারে না।

সীমন্তদ্বীপ

গতকল্য শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবসে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত শ্রীধাম-পরিক্রমাকারী সজ্জন ও ভক্তগণ পরম-আরাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন।

শ্রীসীমন্তদ্বীপ শ্রীবিষ্ণুশ্রবণের পীঠ। এই স্থানে শ্রীমৎপরীক্ষিৎ মহারাজ মহাভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট নিত্যকাল শ্রীভাগবত শ্রবণ করেন।

সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা মেঘার চর, বেলপুকুর প্রভৃতি এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থানে শ্রীপার্বতী দেবী শ্রীগৌর-পদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম 'সীমন্তদ্বীপ' হইয়াছে। সেই সময় হইতে পার্বতীদেবী সীমন্তিনী-দেবীরূপে পূজিতা হইতেছেন।

শরডাঙ্গা—শূর-রাজগণের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজধানী 'শরডাঙ্গা'-নামে অভিহিত হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেব শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য এইস্থানে বিরাজিত আছেন। এই স্থান অভিন্ন-শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র।

শরডাঙ্গা মেঘার চর—এক সময় মহাপ্রভু এই ভূমিতে সংকীর্তন করিতে ছিলেন, এমন সময় আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু সেই মেঘকে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা করায় মেঘগুলি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে অপসারিত হইল। সেইজন্য এই গঙ্গাচরভূমি 'মেঘের চর' নামে কথিত।

বেলপুকুর—বর্তমান বামন-পুকুর গ্রামের নাম পূর্বে বেলপুকুর ছিল। ইহা শ্রীধাম মায়াপুরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। 'মেঘার চরা'য় প্রাচীন বিল্বপুষ্করিণী-গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে ইহার নাম 'বামনপুকুর' হয়। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বামনপুকুর-গ্রাম বেলপুকুর-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে।

শ্রবণ

——:০:(*):০:——

আত্মমঙ্গলকামী সর্বাগ্রে অন্তর্দ্বীপে আত্ম-সমর্পণপূর্বক শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর কথা-শ্রবণের অধিকার লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে এই অদ্বিতীয় বাস্তব শিক্ষাসার কথা বলিয়াছেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
(শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্য - ৪।৭০)

যতপ্রকার ভজনের প্রণালী আছে, তন্মধ্যে নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, কেন-না, তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা-প্রদানে অদ্বিতীয় শক্তিশালী। অতএব যাঁহারা প্রেমভক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা এই নবধা ভক্তির কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশেষভাবে অবগত হইবেন। সর্বোত্তম অধ্যয়ন কি?—অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নবধা ভক্তির কথা জগতে জানাইয়াছেন,—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥
(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন—এই নবলক্ষণ সম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্বসিদ্ধি হয়,—ইহাই শাস্ত্রের উত্তম তাৎপর্য।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—এই শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা সাধন ভক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তির উদয় হয়। তাহাই পঞ্চমপুরুষার্থ বা সকল পুরুষার্থের সীমা। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি কৈতব পুরুষার্থ, প্রেমরূপ পুরুষার্থই অকৈতব প্রয়োজন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাসনায় দেহ-মনের কামনারই পরিতৃপ্তি থাকায় এবং নিত্য সেব্যের সুখানুসন্ধান না থাকায় তাহাতে আত্মবঞ্চনারূপ কপট-লক্ষণ রহিয়াছে। কর্ম বা কর্মার্পণ-দ্বারা কৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি হইতে পারে না। কর্মার্পণ প্রভৃতির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গফলে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণকীর্তনাদিরূপ সাধন-ভক্তি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের তত অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম বা কর্মার্পণ হইতে অনিবার্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্বত্র সম্ভবনা নাই, কেন-না, শুদ্ধা কৃষ্ণ-ভক্তি সৎসঙ্গ জনিত 'শ্রবণোৎপত্তি'-লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।

কর্মার্পণরূপ কর্মমিশ্রা ভক্তি—'শুদ্ধা-ভক্তি' নহে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যে শ্রীপরাশরের উক্তি—'পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম ও আশ্রম-ধর্মের আচারযুক্ত পুরুষের দ্বারা আরাধিত হন', তাহা নিরীশ্বরনৈতিক বা পশুজীবন হইতে সেশ্বরনৈতিক সভ্যজীবন বা ধর্মজীবন আরম্ভ করিবার প্রথম সোপানের কথা। বর্ণাশ্রমগত সকল কর্মকে বিষ্ণুতে অর্পণ করিলে কর্মমিশ্রা ভক্তির যাজন হয়। ইহাই শ্রীঅর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—"হে কৌন্তেয়, তুমি যাহাই কর, যাহাই ভোজন কর, যে যজ্ঞাদি কর, যাহাই দান কর, যে তপস্যাই কর, সেসমস্তই আমি কৃষ্ণ, আমাতে অর্পণ কর। স্বরূপতঃ জীব-প্রকৃতি হইয়া পুরুষাভিমানে তুমি স্বয়ং উহা দেহ মনের দ্বারা ভোগ করিও না অথবা উহার ভোক্তা আর কেহ নাই, মনে করিয়া ত্যাগও করিও না। আমি (শ্রীকৃষ্ণ) পুরুষোত্তমরূপে সকল বস্তুরই নিত্য ভোক্তা। অতএব (শ্রীকৃষ্ণেই) সকল কর্ম অর্পণ কর।" এইরূপ কর্মার্পণরূপা ভক্তিই কর্মমিশ্রা ভক্তি, উহা শুদ্ধভক্তি নহে। কারণ, উহাতে 'আমি কর্মসমর্পণ-কারী'—এইরূপ অভিমান আছে, ইহাতে সর্বাত্মসমর্পণরূপ সহজ শরণাগতির কথা নাই। "কাম—কৃষ্ণকর্মার্পণে"—যাহা শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, তাহা শুদ্ধভক্তি বা কেবলা ভক্তিরই কথা। উহাতে সর্বাত্মসমর্পণপূর্বক সকল কাম কৃষ্ণ সুখতাৎপর্যে কৃত হইয়া থাকে। শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের সম্বন্ধে—"কামঞ্চ দাস্যে ন তু কাম-কাম্যয়া"-পদেও এই বিচার দৃষ্ট হয়। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একটি পত্রে লিখিয়াছেন,—

"যৎ করোষি" প্রভৃতি গীতার শ্লোক কর্মমিশ্রা ভক্তি, উহা 'কাম—কৃষ্ণকর্মার্পণে'র সহিত এক নহে। কর্মের ফলভোক্তা—জীব, আর অখিল কর্মচেষ্টা হরি-সেবায় নিযুক্ত করাই ভক্তের কেবলা ভক্তি।"—(পত্রাবলী - ২য় খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

এই কেবলা ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা শ্রবণ-কীর্তনাদি-রূপ নববিধা ভক্তিরূপে চিদ্বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে বিভক্ত। এই নবধা-ভক্তিও শ্রবণ-কীর্তনমুখেই অনুশীলন করিতে হয়। শ্রবণ-কীর্তন পরিহার করিয়া নবধা-ভক্তি-যাজনের ছলনা করিলে কৈতব আসিয়া উপস্থিত হয়। নবধা-ভক্তির প্রত্যেকটির মধ্যে শ্রবণ-কীর্তন অনুস্যূত রহিয়াছে। শ্রবণ ব্যতীত কীর্তন হয় না, কীর্তনকারী ব্যতীত শ্রবণ বা অনু-কীর্তন হয় না, শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত স্মরণ হয় না। শ্রবণ-কীর্তন-মুখেই পাদসেবন হয়; শ্রবণ-কীর্তন-মুখেই অর্চন হয়। বন্দনেও শ্রবণ-কীর্তন অনুস্যূত আছে। দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনও শ্রবণ-কীর্তনরূপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কীর্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগে সমস্ত ভজন সুষ্ঠু হয়।

নবধা-ভক্তির মধ্যে 'ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্'—এই শেষোক্ত পদটী ও উক্ত পদের শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই বিচারটি অবহেলা করিলে নববিধা-ভক্তির যাজন হয় না। শ্রীধর স্বামিপাদের উক্তি-অনুসারে তাহা এই,—"সা চ অর্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃত্বা পশ্চাদর্প্যেতেতি"। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এইসকল যদি পূর্বে অর্পণ করিয়া অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদির ফল 'আমি গ্রহণ করিব না, তাহাদ্বারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হউক'—এইরূপ শরণাগতি-বুদ্ধি ও সহজ প্রীতির সহিত যাজন করা যায়, তবেই উত্তমা ভক্তির উদয় হইবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"সা যদি বিষ্ণৌ অর্পিতা ক্রিয়েত বিষ্ণুসুখোদ্দেশেনৈব, ন তু তৎকর্তৃস্বামিন্ বিনিয়োগে ন স্বভুক্তিলাভ-শূন্যৈব"—তাহা (নবধা ভক্তি) যদি বিষ্ণুতে অর্পিত অর্থাৎ বিষ্ণুর সুখের উদ্দেশে কৃত হয়, তাহারফল নিজে গ্রহণ না করিয়া অর্থাৎ অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া কৃত হয়, তবেই তাহা উত্তমা ভক্তি হইবে ও তদ্দ্বারা প্রেম উৎপন্ন হইবে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—"শ্রীভক্তির ঐ নয়টি অঙ্গের সমস্ত অঙ্গেরই একযোগে সাধন আবশ্যক হয় না। কারণ, ঐ নয়টি অঙ্গের যে কোন একটি অঙ্গ হইতেই অব্যভিচারিভাবে সাধ্যবস্তুর সিদ্ধির কথা শুনা যায়। কোনস্থলে যদিও অঙ্গান্তরের মিশ্রণ দেখা যায়, তথাপি উহা বিভিন্ন শ্রদ্ধাবান্ ও বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্যই উপদিষ্ট। অতএব সমানভাবে উক্তি-নিবন্ধন, 'নবলক্ষণা'-শব্দে কেবলমাত্র নবঅঙ্গেরই যে অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। এই নবধা ভক্তির মধ্যেই

অন্যান্য অঙ্গগুলিও সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ভক্তি যে নবলক্ষণময়ী, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও ক্রমবিপর্য্যয়সত্ত্বেও নবধা-ভক্তির-মধ্যে যে-কোন একটি হইতে সিদ্ধিলাভ ঘটে, তথাপি অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথম শ্রীনামশ্রবণই আবশ্যক। শ্রীনাম শ্রবণের ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা শ্রবণের দ্বারা সুনির্ম্মল চিত্ত শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ করে। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণসমূহের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণসকলের স্ফূর্ত্তি হইলে শ্রীভগবৎ-পরিকর-গণের ও নিজের সিদ্ধ পরিচয় প্রকাশিত হয়। অতঃপর শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীপরিকর—এইসকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে শ্রীভগবল্লীলারও স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌ভাবে হইয়া থাকে। কীর্ত্তন ও স্মরণ-সম্বন্ধেও এইরূপ ক্রম অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীনামকীর্ত্তনের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, পরে শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীরূপের উদয় যোগ্যতা লাভ হয়।”

শ্রবণ মহতের শ্রীমুখ হইতেই করিতে হইবে, তবেই সিদ্ধিলাভ হইবে। শ্রবণ করিতে হইলে ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনরত মহাপুরুষের অনুসন্ধান ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করা প্রয়োজন। আধ্যক্ষিক দৃষ্টির দ্বারা বৈষ্ণব বা মহাভাগবত নিরূপণ বা পরিমাপ করা যায় না, তাঁহার অনন্য-ভজন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি ও 'জীবে দয়া'-প্রবৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে অনর্থ-বিধ্বংসী বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

“বৈষ্ণবপূজকৈস্তু বৈষ্ণবানামাচারোঽপি ন বিচারণীয়ঃ,— (গীঃ ৯।৩০) “অপি চেৎ সুদুরাচারঃ” ইত্যাদেঃ, যথোক্তং গারুড়ে—“বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্তো মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী। পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশু-রিবোদিতঃ॥” ইতি। তদেতদুদাহৃতমেব—(ভাঃ ৩।৩৩।৭) “অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্” ইত্যাদৌ,—অত্র 'শ্বপচ'-শব্দো যৌগিকার্থ-পুরস্কারেণৈব বর্ত্ততে। ততো দুর্জ্জাতিত্বেন দুরাচারত্বেনাপি নাবমন্তব্যস্তদ্ভক্তজনঃ, স্বাবমন্তৃত্বে তু সুতরাম্। অতএবোক্তং গারুড়ে—“কৃষ্ণাক্ষরস্তু শৃণ্বন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্। প্রণামপূর্ব্বং তং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্ বৈষ্ণবো হি সঃ॥” তদেবং মহদাদিসেবা দর্শিতা। অন্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্ব্বত্বম্,—(ভাঃ ৫।৫।২) “মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্” ইত্যুক্তেঃ। তেভ্যো মহদ্ভ্যস্তু যদপি কিমপি পরমমঙ্গলায়নং জায়তে, যথা (ভাঃ ১১।২৬।২৮ ২৯)—“তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ। সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥ তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ। মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥”

বৈষ্ণব-পূজকগণ বৈষ্ণবগণের আচার-সম্বন্ধেও বিচার করিবেন না, যেহেতু গীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—“সুদুরাচার পুরুষও অনন্যচিত্তে আমার ভজন করিলে তিনি সাধু এবং সম্যগ্ ব্যবসায়যুক্তরূপেই জ্ঞাত হইয়া থাকেন।” গরুড় পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, “বিষ্ণুভক্তিযুক্ত পুরুষ মিথ্যাচার এবং অনাশ্রমী হইলেও উদিত সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত লোক পবিত্র করিয়া থাকেন।” “হে ভগবন্! যাঁহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাদৃশ শ্বপচও গরিষ্ঠ হইয়া থাকেন”—ইত্যাদি বাক্যে উহা উদাহৃত হইয়াছে। এ স্থলে 'শ্বপচ'-শব্দ ('শ্বানং পচতি যঃ সঃ' অর্থাৎ যে কুক্কুরমাংস পাক করে—এইরূপ ব্যক্তি) যৌগিকার্থেই বর্ত্তমান। অতএব ভগবদ্ভক্তপুরুষ দুর্জ্জাতি বা দুরাচার বলিয়া প্রতিভাত হইলেও অবমাননায় নহেন, সুতরাং তিনি যদি নিজের অবমাননা করেন, তাহা হইলেও তাঁহার অবমাননা করিবে না।

অতএব গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—যিনি ভগবদ্ভক্ত-কর্ত্তৃক উচ্চারিত কৃষ্ণবচন শ্রবণ করিয়াও সহিষ্ণুতা-সহকারে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্ভাষণ করেন, তিনিই বৈষ্ণব-নামে কথিত হইয়া থাকেন।” “মহৎসেবাই বিমুক্তির দ্বার এবং স্ত্রী-সঙ্গী পুরুষের সঙ্গই তমোদ্বাররূপে উক্ত হইয়াছে”—এই বাক্যানুসারে এই মহৎ-সেবা শ্রবণাদির পূর্ব্বকর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। উক্ত মহাপুরুষগণের নিকট হইতে শ্রবণের ফলে পরমমঙ্গলের কারণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, যথা,—“হে মহাভাগ! উক্ত মহাভাগগণের মধ্যে সর্ব্বদা আমার গুণকীর্ত্তনকথা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐসকল কথা তাঁহাদের সেবক মানবগণের পাপরাশি দূরীভূত করিয়া থাকে।” “যাঁহারা মদ্‌গতচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধা ও আদর-সহকারে তাহা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অনুমোদন করেন, তাঁহারা মদ্বিষয়ে ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।”

'শ্রবণ' কাহাকে বলে? শ্রীভগবানের শ্রীনাম, তাঁহার শ্রীরূপ, তাঁহার শ্রীগুণ, তাঁহার শ্রীলীলার কথাসমূহ সর্ব্বেন্দ্রিয়স্পর্শই 'শ্রবণ'-নামে কথিত। সেবোন্মুখ হইয়া ক্রমপ্রাপ্ত শ্রবণের দ্বারা জীবের মঙ্গল হয়। পূর্ব্বে উহার ক্রম লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীনাম, পরে শ্রীরূপ, তৎপরে শ্রীগুণ, তৎপরে শ্রীপার্ষদ-কথা ও তৎপরে শ্রীলীলাশ্রবণ। লীলা দুইপ্রকার—সৃষ্টি-প্রভৃতি রূপা আর মুখ্যা লীলাবতার বিনোদ রূপা। শেষোক্ত লীলার কথা শ্রেষ্ঠতরা।

শ্রীভগবানের গুণশ্রবণের ন্যায় মহাভাগবতের গুণ শ্রবণও পরমমঙ্গলদায়ক শ্রীগুরুবর্গের মহিম শ্রবণ কীর্ত্তনে অনর্থ বিদূরিত হয়, হৃদয় বলশালী হয় এবং তাঁহাদের আদর্শে চিত্ত আকৃষ্ট ও লুব্ধ হয়। মহতের গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে সাধুমার্গানুগমন করিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে। (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ পরম শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ। 'শ্রীমদ্ভাগবত' বলিতে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাবিষয়ক গ্রন্থও বুঝিতে হইবে। শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদগণের গ্রন্থ-শ্রবণের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, 'জৈবধর্ম্ম,' 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা', 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু', প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রবণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত শ্রবণ। অতএব শ্রবণ দ্বিবিধ—(১) মহাজন-কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত, যেমন—শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, ইত্যাদি, আর (২) মহাজনের দ্বারা কীর্ত্ত্যমান,—যেমন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখাবগলিত বাণী বা শ্রীনারদ, শ্রীশুক, শ্রীসূত গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের শ্রীমুখ-বিগলিত হরি-কথা। এই দুইপ্রকার শ্রবণ যাঁহারা সেবোন্মুখ বা শুশ্রূষু হইয়া অনুশীলন করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন।

> যে তু ত্বদীয় চরণাম্বুজকোষগন্ধং
> জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
> ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
> নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্॥
> (ভাঃ ৩।৯।৫)

কিন্তু হে নাথ! যাঁহারা শ্রুতিবাতনীত ভবদীয় চরণপদ্মকোষগন্ধ কর্ণবিবর-দ্বারা আঘ্রাণ করেন, তাঁহাদের পরমভক্তি-দ্বারা আপনি গৃহীতচরণ হইয়া তাদৃশ নিজ-জনগণের হৃদয়পদ্ম হইতে অপগত হন না।

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—শ্রীভগবানের শ্রীনামাদি শ্রবণই প্রথমতঃ পরমশ্রেয়ঃস্বরূপ, তন্মধ্যেও মহাজনের দ্বারা আবির্ভাবিত প্রবন্ধাদির শ্রবণ অধিক মঙ্গলকর তন্মধ্যেও মহাজনগণ ঐ সকল প্রবন্ধ স্বয়ং কীর্ত্তন করিলে তাহা ততোঽধিক মঙ্গলপ্রসূ হয়, তন্মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণ আরও অধিক মঙ্গলদায়ক, তাহা যদি পুনরায় মহাজনের কীর্ত্তিত হয়, তবে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করে।

শ্রীনামানুরাগী মহাভাগবতের শ্রীমুখ হইতেই বারবার শ্রীনাম শ্রবণ করিতে হইবে এবং তাহা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে হইবে। যে শ্রীনাম বা শ্রীহরিকথা সম্প্রতি কেহ কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাও পূর্ব্বে শ্রীশুকদেবাদি-মহাজন কীর্ত্তন করিয়াছেন, এইরূপ অনুসন্ধান করিয়াই তাহা কীর্ত্তন করিতে হইবে। অতএব শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তনাদি বিষয় জ্ঞান হয় না বলিয়া শ্রবণকে পূর্ব্বকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে।” (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৬২ সংখ্যা)

শ্রীধাম-যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য

হরিনাম-কীর্ত্তনকারী যেরূপ দশপ্রকার অপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীনামের কৃপা লাভ করিতে পারেন না, তদ্রূপ শ্রীধাম-যাত্রীও নিম্নলিখিত দশপ্রকার অপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীধাম-যাত্রা বা শ্রীধাম-পরিক্রমাদির ফল লাভ করিতে পারেন না।

দশবিধ ধামাপরাধ যথা—(১) শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরু আচার্য্যের প্রতি অবজ্ঞা, (২) শ্রীধামকে অনিত্য-বোধ, (৩) শ্রীধামবাসী ও শ্রীধামভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি (৪) শ্রীধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম সেবার ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে শ্রীধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) শ্রীধামবাসছলে পাপাচরণ, (৮) শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদ জ্ঞান, (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যসূচক সাত্বত-শাস্ত্রের নিন্দা এবং (১০) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি ও কল্পনা-জ্ঞান।

পদ্মাকৃতি শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডল

১। অন্তর্দ্বীপ—পদ্মের কর্ণিকার—গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। ইহার মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর। এখানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ ও মহাযোগপীঠ বিদ্যমান *।

২। সীমন্তদ্বীপ—এই গ্রাম নষ্ট হইয়াছে ছাতিগঙ্গার দক্ষিণ ধারে সীমন্তীদেবীর (সীমন্তিনী) পূজা হয়। [illegible] পর্য্যন্ত স্থান এই দ্বীপের অন্তর্গত। [illegible] (শারডাঙ্গা) ও [illegible] ইহার দক্ষিণ ভাগ।

৩। গোদ্রুমদ্বীপ—গাদিগাছা—সুবর্ণ-বিহার, নৃসিংহপল্লী ও হরিহরক্ষেত্র। অলকা-নন্দা [illegible] ইহার অন্তর্গত।

৪। মধ্যদ্বীপ—মাজিদা—ভালুকা, পঞ্চ-শিলা, হাটডাঙ্গা প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

৫। কোলদ্বীপ—কুলিয়া পাহাড় প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

৬। ঋতুদ্বীপ—রাতুপুর ও বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত।

৭। জহ্নুদ্বীপ—জান্নগর।

৮। মোদদ্রুমদ্বীপ—মামগাছি, অর্কটীলা (সুধাকর—এর [illegible]) ও মহৎপুর (মাতাপুর, পাণ্ডবনিবাস) ইহার অন্তর্গত।

৯। রুদ্রদ্বীপ—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, পুষ্করক্ষেত্র, [illegible] ইহার অন্তর্গত।

* [illegible] ভারত [illegible] বর্ণনা। তথায় বাসস্থান, নবদ্বীপ ও [illegible] দ্রষ্টব্য।

সা.২

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:)-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	
অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

সিঙ্গাপুরের নূতন নাম

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী দিবস সকালে লণ্ডনে এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সিঙ্গাপুরের নূতন নাম সম্পর্কে তিনটি বিভিন্ন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে

প্রথমতঃ জার্ম্মাণ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন যে, সিঙ্গাপুরের নূতন নাম হইয়াছে "শোনাকো", ইহার ইংরাজী অর্থ—"ব্রাইট ল্যাদার অব দি সাউথ"। এক মার্কিণ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সংবাদ দিয়াছেন যে, সিঙ্গাপুরের নূতন নাম হইয়াছে—"শোনাক"—অর্থাৎ দীপ্যমান দক্ষিণ বন্দর।

মনে হয় জাপানীগণ এই দুইটি নামের কোনটিও বা ইহাদের ইংরাজী অর্থ পছন্দ করে নাই। প্রকাশ, টোকিও রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, ইম্পিরিয়াল হেড কোয়ার্টার সিঙ্গাপুরের নূতন নাম "শানান" হইবে বলিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 'শানান' শব্দের অর্থ—'দাক্ষিণের দ্বীপ'।

এলাহাবাদের নিকট ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ডিভিশনাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তারযোগে জানাইতেছেন যে, ই-আই রেলওয়ের এলাহাবাদ-কানপুর শাখার খাগা ষ্টেশনে ৮১নং আপ পার্শেল এক্সপ্রেস এবং ২১৬নং ডাউন এক্সপ্রেস গুড্‌সের সহিত সংঘর্ষ হয়। ফলে ১৪ জন নিহত এবং ২৫ জন আহত হইয়াছে। ঐ দিবস রাত্রি ১-৩৮ মিনিটে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। ধ্বংসস্তূপ না সরাইলে কতজন মারা গিয়াছে তাহা বলা যাইবে না।

মার্কিণ প্রতিনিধি সভায় বরাদ্দ বিল

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গোলাবারুদ ও বাণিজ্য জাহাজ এবং মিত্রপক্ষের রণসম্ভারের জন্য ঐ দিবস অপরাহ্ণে প্রতিনিধিসভা ৩২০৭ কোটি ৯ লক্ষ ১ হাজার ৯০০ ডলারের এক বরাদ্দ বিল গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ বিরাট বরাদ্দ বিল আর গৃহীত হয় নাই।

এই বরাদ্দ অনুসারে ১৯৪২এর শেষে ৩৬ লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনীকে অস্ত্র-সরবরাহ করা যাইবে, তন্মধ্যে দশ লক্ষ বৈমানিক থাকিবে। এই বৎসর দৈনিক দুইটি করিয়া মালবাহী জাহাজ এবং ১৯৪২এর শেষে বৃহত্তম তৈলবাহী বহর তৈয়ারী হবে।

বর্ত্তমান কর্ম্মসূচী অনুযায়ী ২৮৭৭টি বড় জাহাজ হইবে এবং ছোটখাট জাহাজ ছাড়া জাহাজের মোট পরিমাণ হইবে ৩ কোটি ১০ লক্ষ। ঋণ ও ইজারা খাতে সাহায্য দানরূপে অর্দ্ধেকের বেশী দেওয়া যাইবে না। এই সাহায্যের মধ্যে মিত্রপক্ষের খাদ্য বাবদ ১৩০ কোটি ডলার আছে। কানাডা ও ইংলণ্ডের জন্য চিনি খরিদ বাবদ ৬ কোটি টাকা পৃথক রাখা হইয়াছে

মেজর জেনারেল উইলিয়াম পটার কমিটিকে জানান যে, ইউরোপীয় রণাঙ্গনে বিষবাষ্প ব্যবহারের "যথেষ্ট তোড়জোড় হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ" আছে।

মাদ্রাজে ৪ হাজার আশ্রয়প্রার্থী

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রায় চার হাজার আশ্রয়প্রার্থী ব্রহ্ম হইতে মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছে। এক দিনে এত অধিক সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী পূর্ব্বে কখনও আসে নাই। তাহাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী শ্রেণীর। বহু বাঙ্গালী এবং উড়িয়াও আছে। অসহায় ব্যক্তিদিগকে আহার্য্য ও আশ্রয় দেওয়া হয় এবং যাহাতে তাহারা গৃহে যাইতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে অর্থ সাহায্যও করা হবে।

গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিংয়ে সরকারী দপ্তরখানা স্থানান্তর

গ্রীষ্মকালে সরকারী দপ্তরখানা কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিংএ যাইয়া থাকে, এবার গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিংএ যাইবে না বলিয়া বাঙ্গলা সরকারের এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে।

মার্কিণ প্রজাদের ভারত ত্যাগ

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী একখানি আমেরিকান নৌবিভাগীয় জাহাজে করিয়া ভারতবর্ষ হইতে কতিপয় মার্কিণ প্রজাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান হইতেছে। যুদ্ধের জন্য বাণিজ্য জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল মার্কিণ প্রজা নিজেদের ইচ্ছায়ই ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। আমেরিকান বাণিজ্য দূতাবাসের কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, মার্কিণ প্রজাদের ভারত ত্যাগ করার জন্য সরকারীভাবে কোন পরামর্শ দেওয়া হয় নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৬শ বর্ষ | ২৩ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১২ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ২৮৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ গোবিন্দ, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীনবদ্বীপধামের স্বরূপ ও শ্রীধাম বাস

শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নদীয়াকে প্রকাশ করিয়াছেন, এইজন্য সুমেধোগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে 'শ্রীনদীয়াপ্রকাশ নবদ্বীপ-সুধাকর' বলিয়া থাকেন, আবার শ্রীগৌরসুন্দরের যে-সকল নিজ জন শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্র ও তাঁহার ঔদার্য্যময় গুপ্তধামকে জগতে পুনঃপ্রকাশ ও প্রচার করেন, তাঁহারাও 'নদীয়াপ্রকাশ'-নামে অভিহিত হন। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের প্রকাশবিগ্রহগণের মধ্যে গুপ্ত নদীয়ার পুনঃ-প্রকাশকারী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত। এই কুতর্কময় যুগে এইরূপ কৃপা করিয়া আর কেহই পরম ঔদার্য্যময় শ্রীগৌরধামকে বিতরণ করিবার জন্য এতটা প্রচেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই। এই গুপ্ত ধাম আবিষ্কার ও প্রচার করিয়া জীবের মঙ্গলসাধন করিতে উদ্যত হওয়ায় তাঁহাকে বহির্ম্মুখ লোকের যে কতপ্রকার হিংসা, গঞ্জনা, নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সেই শ্রীনবদ্বীপধাম-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংশ হয়॥
অন্যতীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন।
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥
তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুই ভাই।
অপরাধ করি' পাইল চৈতন্য-নিতাই॥

(শ্রীনবদ্বীপ-ধাম মাহাত্ম্য - ১ম অধ্যায়)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত - আদি, ৮ম পরিচ্ছেদে—

"চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥"

—প্রভৃতি বাক্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই বলিয়া জানাইয়াছেন। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদও শ্রীগৌরধামে অপরাধের বিচার নাই, এইরূপ বলিয়াছেন। তাই বলিয়া শ্রীচৈতন্যলীলার এই দুই ব্যাসের ঐ উক্তি পাঠ করিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম (?) লইয়া ও তাঁহার ধামে (?) বাস (?) করিয়া যে যতই অপরাধ করুক না কেন, উহার সর্ব্বদাই মার্জ্জনা হইবে বা তথায় অপরাধের কোনও বিচার নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বর্তমানে প্রাকৃত সহজিয়াগণের যে আদর্শ ও চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই এইসকল গুরুবর্গের প্রচারিত সত্য বলিয়া স্থির করিতে হয়। বস্তুতঃ তাহা কখনই হইতে পারে না। যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম বা ধাম-বলে পাপ বা অপরাধে লিপ্ত হয়, তাহারা কখনই নাম বা ধামের কৃপা পাইতে পারে না। নাম ও ধাম-বলে পাপ ও অপরাধ-প্রবৃত্তি কখনও পাপ ও অপরাধের বিনাশক হইতে পারে না। উহা পাপ ও অপরাধের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যিনি শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌরধামের শরণাগত, যিনি নিষ্কপট ভাবে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরধামের ভজন করেন, তাঁহারই সম্বন্ধে নাম ও ধাম আকস্মিক কোন পাপ বা অপরাধের বিচার করেন না; "চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার"—এই উক্তির পরেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"তারে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার।"

যাহারা শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ভজন না করে, তাহারা পাপ ও অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত কপট করিয়া বা শ্রীগৌরসুন্দরের দোহাই দিয়া অপরাধের প্রশ্রয়দান গৌরভজন নহে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতিই তাঁহার ভজন। যে ব্যক্তি শরণাগত বা সেবোন্মুখ নহে, তাহার শ্রীগৌরনাম বা শ্রীগৌরধাম দর্শনই হয় না, ইহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন—

"চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দময় বন, চিন্ময় সকল॥
জল, ভূমি, বৃক্ষ আদি সকলি চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা প্রপঞ্চাক্রময়॥
স্বরূপশক্তির সেই সন্ধিনী-প্রভাব।
তা'র পারণাত এই ধামের স্বভাব॥
প্রভু-লীলাপীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয়॥
তবে যে এখানে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজনে, তাহে হয় অবিদ্যা-বিভ্রম॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু-দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার॥
নিত্যানন্দ-কৃপা যা'র প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দধাম, সর্ব্বত্র চিন্ময়॥"

(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য - ২য় অধ্যায়)

যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় শ্রীধাম চিন্ময়রূপে দর্শন হয়, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরই কৃপায় অনায়াসে শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরনামের চরণে অপরাধ বিদূরিত হয়,—

"নবদ্বীপে শত-শত অপরাধ করি'।
অনায়াসে নিতাই কৃপায় যাই তরি॥"

(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য - ১ম অধ্যায়)

যদি শ্রীধামকে চিন্ময়রূপে দর্শন না হইল, তবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ হয় নাই, চক্ষু হইতে অজ্ঞানতিমির বিদূরিত হয় নাই, জানিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় 'সংসার বাসনা' তুচ্ছ হয়, হৃদয় হইতে কপটতা-অন্ধকার বিদূরিত হয়, পাপ অপরাধ বিনষ্ট হয়, হৃদয়ে শ্রীনাম ও শ্রীধামের কৃপার স্ফূর্ত্তি হয়, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বা শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হয়। যদি এইসকল না হয়, তবে নিত্যানন্দের অকপট করুণা হয় নাই, জানিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপের কথা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব এ গৌড়-মণ্ডল।
ভাগ্যবান্ জীব তাহা দেখে নিরমল॥
স্বরূপশক্তির ছায়া, মায়া বলি যা'রে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে॥
বহির্ম্মুখ জীবচক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধাম-প্রভাব তাহে না পায় দর্শন॥"

(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ২য় অধ্যায়)

স্বরূপশক্তির ছায়া মায়াশক্তি যখন শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে তখন ধাম-বাসের অভিনয় করিলেও শ্রীধাম বাস হয় না, শ্রীধামের চরণে অপরাধই হইতে থাকে। এইজন্য বৈষ্ণব পরিভাষায় 'শ্রীধাম-সেবা' ও 'শ্রীধাম-ভোগচেষ্টা'—এই দুইটী শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একটি পত্রে শ্রীধাম-বাস ও শ্রীধাম ভোগের পার্থক্য সম্বন্ধে এইরূপ বিচার লিখিয়াছেন,—

"শ্রীধামে বাস করিয়া আমাদের ভজনোন্নতি হয়। শ্রীধাম ভোগিগণও

শ্রীধামে বাস করিবার অভিনয় করেন। তাঁহারা জড় পুত্র, কলত্র, কন্যা ও নপ্তৃ ও স্ত্রীর সঙ্গসুখ পাইবার ইচ্ছায় এবং তাহাদের মঙ্গলের পর ঐ দেশে যাহাতে সুখভোগ বজায় করিতে পারেন তজ্জন্য ভগবান্‌ ও ভক্তগণের বিচারে দোষ দর্শন করেন। অবশ্য তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি, "শ্রীধাম ভোগ" ও "শ্রীধামবাস" এই শব্দ-দ্বয়ের পার্থক্য বুঝিতে পার। * * প্রভু-প্রমুখ শ্রীধামবাসী, শ্রীমঠবাসী ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীধামভোগ ও শ্রীধাম-সেবার পার্থক্য শ্রীযুক্ত * * বাবু প্রভৃতি ভক্তোন্মুখ ব্যক্তিগণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে পারেন। আমি যত শীঘ্র পারি, তথায় গিয়া শ্রীসর্ব্বস্থাহরণ-নাটমন্দিরে শ্রীধামভোগ ও শ্রীধামসেবার কথা আলোচনা করিব। ঐ সভায় শ্রীযুক্ত * *, শ্রীযুক্ত * *, শ্রীযুক্ত * * মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিলে আনন্দিত হইব।

"শ্রীধামভোগি-সম্প্রদায় অবশ্যই জানেন যে, শ্রীধামবাসিগণের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর-সেবা বিমুখ সাধারণ কর্ম্মকাণ্ডীর চিত্তবৃত্তির সহিত সমান নহে। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণের (শ্রীধামবাসী) চিত্তবৃত্তিতে পরমার্থ জীবনের প্রয়োজন এবং আশ্রিত জনগণের পরমার্থ-লাভের ব্যবস্থা করাই শ্রীধামবাসীর কর্ত্তব্য। তাহা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্ব অভক্তিপর-বিচার আনয়ন করিয়া মঠবাসিগণের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দাবাদে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীভক্তিদেবীর শ্রীচরণে অপরাধপুঞ্জ সংঘটিত হয়।

"আমরা যখন শ্রীধামে বাস করিতে আসি, তখন আশ্বস্ত হই যে, শ্রীধামে থাকিয়া আমরা নিজেরা ও আমাদের পরিজনবর্গ পরমার্থ-পথের পথিক হইব, আমাদের অভক্তগণোচিত অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও ব্রহ্মে বিলীন হইবার বাসনা খর্ব্ব হইবে এবং আমরা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিব, কিন্তু এমন স্থানে আসিবার অভিনয়ে মায়ার সংসারে পড়িয়া আবার পূর্ব্ব চিত্তবৃত্তি প্রবল করাইলে ভক্তি-রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য অবসর লাভ হইবে।

"ভক্ত-গৃহস্থের হৃদয়-ভাব ও অভক্তের চিত্তবৃত্তি এক নহে। শ্রীধামবাসের অভিনেতৃগণ যদি দিব্যজ্ঞান-লাভের পরিবর্ত্তে অজ্ঞতা পোষণ করিয়া শ্রীধামাপরাধে রত হন, তাহা হইলে শ্রীধামের পাণ্ডাগিরি, পয়সা-পান-ব্রত ব্রহ্মচারীর দাস্যই বাড়িয়া যাইবে—ভক্তিলতা শুকাইয়া গিয়া কুম্বর-পুত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ভোগ্য লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার আশায় পর্যবসিত হইবে। সুতরাং, শ্রীধাম বাসের অভিনেতৃগণের ও তাঁহাদের অনুসরণ-কারিগণের পাদপদ্মে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন পূর্ব্ব চিত্তবৃত্তির অমর্য্যাদা লইয়া শ্রীধামে বাস না করেন, কারণ, তাহা হইলে কুলিয়ার বৈষ্ণব-নিন্দকের সঙ্গই প্রার্থনীয় হইবে।

"শ্রীধাম ভোগের বাসনা অন্তরে পোষণ করিয়া বাহিরে শ্রীধামবাসের ছলনা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রয়াসী অভক্তগণেই শোভা পায়। শ্রীধামবাসের অভিনেতার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি আগ্নেয়গিরির ন্যায় উত্থিত হইলে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রাণী তাদৃশ বিষয়ীর সঙ্গ হইতে শত সহস্র যোজন দূরে থাকিবে, কেন-না শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—'সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ, হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণ-তোঽপ্যসাধু।' আমরা এই শিক্ষা হইতে বিপথগামী হইতে পারিব না

"গৃহব্রতধর্ম্মের উৎস উত্তরোত্তর প্রবল করিবার যাঁহাদের প্রয়াস এবং বিষয়-বিষে যাঁহারা জর্জ্জরিত হইয়া 'হজ মিগুল' সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ শ্রীধামবাসিগণ কোন দিনই প্রার্থনা করেন না, কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি হরিভজনে অনুরাগী ও কৃষ্ণ-গৃহধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদের চরণরেণু-প্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য প্রত্যেক মঠবাসীর বাঞ্ছা প্রবল হওয়াই আবশ্যক।"

শ্রীমায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোন শঠ ও কপট ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করেন না। প্রাকৃত সহজিয়াদির চিত্তবৃত্তি লইয়া যাহারা গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-ভোগের চেষ্টা করিয়া থাকে, বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও তদাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণের প্রভাবে তাহারা শ্রীধামে নিত্যকাল অবস্থান করিতে পারে না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল-মাঝ নবদ্বীপ তীর্থরাজ,
মায়াপুর গৌরজন্মস্থল।
তথায় চৈতন্যমঠ, নাহি বসে যথা শঠ
গৌরজনে করিয়া সম্বল॥"

শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ

(৩)

আজ পরিক্রমার চতুর্থ দিবস। গতকল্য শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ পরিক্রমা করা হইয়াছে। এই দ্বীপ শ্রবণভক্তির পীঠস্থান। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ এই দ্বীপে শ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর নবদ্বীপ শ্রীনবদ্বীপধাম কীর্ত্তন ও বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এত দ্বীপে, দশ দ্বীপ গাদিগাছা, বাগেশ্বর, মহেশ-গঞ্জ, চিত্রবাগ, আমঘাটা, স্বামীবাগ, দে-পাড়া (দেবপল্লী), হরিশপুর, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থানসমূহ স্থিত। এই দ্বীপের দর্শনীয়স্থান—শ্রীসুরভিকুঞ্জ, শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ, সুবর্ণবিহার, হরিহরক্ষেত্র, মহাবারাণসী ও দেবপল্লী প্রভৃতি।

শ্রীসুরভিকুঞ্জ—এইস্থানে 'সুরভি'-গাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনার্থ উপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রাপ্ত হন। এই মার্কণ্ডেয় মুনি ব্রজলীলায় বজ্র বারিবর্ষণ-কালে ইন্দ্র ছিলেন। এই সুরভিকুঞ্জে একটি বিস্তৃত অশ্বত্থদ্রুম ছিল। সেই দ্রুমতলে 'সুরভি' অবস্থান করিতেন। তন্নিমিত্ত এই স্থানের নাম 'গোদ্রুম'। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ এই সুরভিকুঞ্জ প্রকাশ করেন।

শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ—এই কুঞ্জ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরমপ্রিয় ভজনস্থলী। এই স্থানে শ্রীল ঠাকুরের সমাধিমন্দির বিরাজমান। শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের ভজন-কুটীরও এই কুঞ্জে বিরাজিত আছেন

সুবর্ণবিহার—সুবর্ণবিহার গৌড়দেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল। ইহা কিছুকাল বঙ্গের পালরাজগণের রাজধানী ছিল। ইহা আমঘাটা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানে সত্যযুগে সুবর্ণসেন-নামক একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণবপ্রবর দেবর্ষি নারদের কৃপায় হরিভক্তি লাভ করেন এবং স্বপ্নযোগে কলি-যুগপাবনাবতারী কৃষ্ণবর্ণ শ্রীগৌরহরির সংকীর্ত্তনরত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হন। তিনিই শ্রীগৌরাবতারে নবদ্বীপবাসী শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্। এস্থানে শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ বিরাজিত

কীর্ত্তন

(৩)

পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে গতকল্য কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। এই হরিকীর্ত্তন-সম্বন্ধে সংকীর্ত্তনপিতা বা সংকীর্ত্তনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-
মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সংকীর্ত্তনম্॥

অর্থাৎ চিত্তরূপ-দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যা-বধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্র-বর্দ্ধনকারী, 'পদে-পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন স্বরূপ এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা-সম্পাদনকারী শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হইয়া অপরলোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ-সম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁ'র প্রেম উপজয়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ - অন্ত্য, ২০শ পঃ)

জীবের অনর্থরোগ থাকাকালে শ্রীনাম-কীর্ত্তনে রুচি হয় না। শ্রীনামে রুচি হইতেছে না বলিয়া শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিলে মঙ্গলোদয় হইবে না। এজন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার উপদেশামৃতে বলিয়াছেন—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

যদিও শ্রীকৃষ্ণনাম-লীলাদিরূপ সিতোপলও অবিদ্যাপিত্ত দ্বারা উত্তপ্ত রসনায় রুচিকর হয় না, তথাপি আদরের সহিত প্রত্যহ তাহা সেবন করিলে ক্রমশঃ পিত্ত রোগ নাশ করিয়া স্বাদু হইতে থাকেন।

শ্রীনাম কীর্ত্তনে আদর ও যত্ন—এই দুইটিই বিশেষ প্রয়োজন। আদর ও যত্ন থাকিলে শ্রীনামপ্রভুর কৃপা লাভ হওয়া সুকঠিন নহে। আদরই সেবোন্মুখতা, আদরহীন নামকীর্ত্তনের অভিনয় দৈহিক কসরৎ মাত্র। আদর চেতনকে স্পর্শ করে ও অচেতনকে পরিহার করে।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শাস্ত্র-বাক্য ও মহাজনের উপদেশ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—"যদি শ্রীভগবানে চিত্ত আসক্ত না হয়, তাহা হইলে পুরুষ নির্ভয়, জিতনিদ্র, একাকী, নির্ব্বেদযুক্ত, যথার্থ দর্শী, মিতাহারী, প্রশান্ত ও নির্লজ্জ হইয়া দিবারাত্র তদ্বিষয়ে রতিজনক নামসমূহ পাঠ করিবে।" এস্থানে নির্ভয়ত্ব, জিতনিদ্রত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ কীর্ত্তনের অঙ্গভূতরূপে উক্ত হয় নাই, পরন্তু একমাত্র নাম-বিষয়ের তৎপরত্ব-সম্পাদকরূপেই উক্ত হইয়াছে। ভক্তি-মাত্রই নিরপেক্ষ, সুতরাং নাম-কীর্ত্তনেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা আছে।

বিষ্ণুধর্ম্মের একটি উপাখ্যানে দৃষ্ট হয়,—"এক ক্ষত্রিয়াধম সর্ব্ববিধ পাপ, অতি পাপ ও মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। তাহাকে কোন ব্রাহ্মণ বিবিধ সাধন-প্রণালী উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রবন্ধু সেইসকল

পালনে অসমর্থ ভাবিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন,—'তুমি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ না হইলে তোমাকে অন্য একটি স্বল্প অনুষ্ঠান বলিতে পারি, যদি তুমি আমার সেই উপদেশ পালন করিতে পার।' ক্ষত্রবন্ধু বলিলেন,—'ব্রাহ্মণ, আমার চিত্ত এরূপ চঞ্চল যে, আপনার পূর্ব্বোপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠানই আমার পক্ষে অসাধ্য। বাক্য ও শরীরের দ্বারা সম্পাদনের যোগ্য এমন কোন অনুষ্ঠানের উপদেশ করুন, যাহা আমার পক্ষে সাধ্য হয়।' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'তুমি উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান, ভাবি-গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রভৃতি যে-কোন অবস্থায় সর্ব্বদা 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করিবে।'" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ২৬৩ সংখ্যা)

শ্রীনাম-কীর্ত্তনে নামাপরাধের বিচার অবশ্য জ্ঞাতব্য। ভজনের মধ্যে নববিধা ভক্তি শ্রেষ্ঠা। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তাহাতে অপরাধের বিচার আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন—'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। 'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥" (শ্রীচৈ. চঃ - অন্ত্য, ৪র্থ পঃ)। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু প্রভৃতি শ্রীনামাচার্য্যগণ সকলেই নামাপরাধের বিচার করিয়াছেন। অতএব শাস্ত্রোক্ত দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক নিরপরাধে হরিনামগ্রহণ প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তির পক্ষেই বিহিত। শ্রীনৃসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—"যে সাধুগণ হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীবিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বভূতের অহৈতুক বান্ধব।" পদ্ম-পুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—'শ্রীনামকীর্ত্তনকারী ভক্তগণকে মানবগণ যদি গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করেন, তবে তাহাতে শ্রীভগবান্ যেরূপ প্রীত হইয়া থাকেন, শ্রীভগবানের নিজ-পূজাতেও তিনি সেরূপ প্রীত হন না।"

অনেক শ্রদ্ধালু ব্যক্তির একত্রিতভাবে কীর্ত্তন 'সংকীর্ত্তন'নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই নাম সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত উপায়-উক্ত প্রণালীটি পালন করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভের আর কোন সংশয় থাকে না অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া নিরন্তর শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। 'আমি শ্রীবৈষ্ণবের পদধূলি'—এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত অভিমানই 'তৃণাদপি সুনীচতা'। হরিভজনে নানাপ্রকার বিঘ্ন ও প্রতিকূল-অবস্থা পরাকাষ্ঠারূপে উপস্থিত হইলেও এমন কি, সমগ্র সেবাবিমুখ জগতের দ্বারা নির্য্যাতীত হইলেও তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া নিজে অমানী হইয়া অপরকে মানদানপূর্ব্বক স্থান-কাল ও পাত্রের ব্যবধান-রহিত হইয়া নিরন্তর শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিলে অতি শীঘ্রই শ্রীনামপ্রভুর কৃপাকটাক্ষে পতিত হওয়া যায়। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি কলিযুগ স্বভাবতঃই অতি দীনভাবাপন্ন মানবগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে অনায়াসে অন্যান্য যুগ-গত মহা-সাধনসমূহের যাবতীয় ফলই প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুধর্ম্মে কথিত হইয়াছে,—"কলি-যুগে যাঁহার চিত্তে কীর্ত্তনমুখে শ্রীহরি বিরাজমান, তাঁহার পক্ষে ঐ যুগ সত্যযুগ স্বরূপ এবং সত্যযুগে যাঁহার চিত্তে শ্রীহরি বিরাজমান নহেন, তাঁহার পক্ষে ঐ যুগ কলিযুগস্বরূপ হইয়া থাকে।" বিষ্ণুর স্মরণ সর্ব্বপাপ-বিনাশক, কিন্তু উহা বহুপ্রয়াসে সাধিত হয়। আর ওষ্ঠ স্পন্দনমাত্রের দ্বারা কীর্ত্তন হইয়া থাকে। উহা স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

শ্রীগৌরধাম-মহিমা

[শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কর্ত্তৃক শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী গোস্বামিপাদ-বিরচিত "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্"-গ্রন্থের পদ্যানুবাদ]

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ-বরণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন ॥
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ গৌরহরি।
নবধা ভক্তিতে তাঁ'রে উপাসনা করি ॥ ১ ॥
নিগম যাঁহারে 'বরুণের বাস' গা'ন।
পরব্যোম শ্বেতদ্বীপ বর্ণয় পুরাণ ॥
রসিক পণ্ডিত যাঁ'রে ব্রজ বলি' কয়।
বন্দি সেই নবদ্বীপ চিদানন্দময় ॥ ২ ॥
কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অন্তর্দ্বীপ বন মাঝে পাইব দেখিতে ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র নর্ত্তন বিলাস।
দেখি' প্রেম মূর্চ্ছাবশে ছাড়িব নিশ্বাস ॥ ৩ ॥
নবদ্বীপ মহিমা যে শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয় ॥
এ ধাম বৈভবে যা'র না হয় উল্লাস।
তারে যেন নাহি দেখি, না করি সম্ভাষ ॥ ৪ ॥
স্ত্রী-গৃহ ভী-সঙ্গ-রঙ্গে আর কিবা কাজ।
বিত্ত-পুত্র বিত্ত, বংশে শীঘ্র পড়ু বাজ ॥
আর দুঃখ কেন হও সাধনের জন্য।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য ॥ ৫ ॥
যথা বক্ষচ্ছটাময়ী ভূমি সুকোমল।
খগ-মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল ॥
বৃক্ষ-লতা-ফুল ফলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন ॥ ৬ ॥
কোটি চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে।
শ্রীহরির বাহদৃষ্টি যদিও সেখানে ॥
তথাপি গোদ্রুম ধূলি ছাড়ি' এ শরীর।
অন্যত্র না যায় যেন, এই বুদ্ধি স্থির ॥ ৭ ॥
সেই মধ্যদ্বীপে গৌর-লীলা মধ্য দিনে।
সেই ধাম-লীলা কৃপা কর এই দীনে ॥
ব্রহ্মকুণ্ড কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা-কল্পলতা ফল মহাধন ॥ ৮ ॥
খগ মৃগ, তরু লতা, কুঞ্জ, বাপী, নগ।
জলস্থল, হ্রদ-আদি সমস্ত সৌভগ ॥
বিশিষ্ট কাননময় দেবতা-দুর্ল্লভ।
জয় জয় কোলদ্বীপ বৈকুণ্ঠ-বৈভব ॥ ৯ ॥
পদ, চর হ ঋতুদ্বীপ-ভূমি মনোলোভা।
আঁখি মোর, সদা হের মোদদ্রুম শোভা।
শুনিয়াছি নবদ্বীপ গুণ গণ যত।
জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত ॥
গৌরাটবী-পরিমল ভজ মোর ঘ্রাণ।
ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান ॥
সেই ধাম গৌরকেলি স্থল দেহ মোর।
পুলকিত লুটি' ভজ শ্রীগৌরকিশোর ॥ ১০
জগৎ ভ্রমিতে যা'র গন্ধ নাহি পাই।
সর্ব্ববেদাতীত যা'র পথ হয় ভাই ॥
সেই সুধাসিন্ধুরূপ নবদ্বীপ-ভূমি।
আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, চিত্ত, সদা রম তুমি ॥ ১১
উজ্জ্বলরসের প্রেমসিন্ধু নিস্যন্দিনী।
অপূর্ব্ব রাধিকা-ভাব খেলনানন্দিনী ॥
রাধা প্রকটিত গৌড়াটবী, গৌরাবাস।
রসপীঠ হৃদে মোর হউন প্রকাশ ॥ ১২ ॥
দেবরাজ পূজনীয় জহ্নু মুনি স্থান।
নবদ্বীপ জহ্নুদ্বীপ যাহার আখ্যান ॥
সেই গৌরলীলাস্থলে তৃণ গুল্ম লব।
পাইলে আমার হয় উল্লাসবিভব ॥ ১৩ ॥
রাধাকৃষ্ণ সেবা করি', শুদ্ধধর্ম্ম সদাচারি',
সেবি সাধুপদরজঃ ভাই।
লভিয়া বৈরাগ্য-পার, পাইয়াও রসসার,
সে রাধা-করুণা নাহি পাই ॥
সীমন্তে করিয়া বাস সেবা হয় গৌরদাস,
সে করুণা শীঘ্র তা'র হয়।
সকল সাধন ত্যজি', অতএব গৌর ভজি'
শ্রীসীমন্ত কর হে আশ্রয় ॥ ১৪ ॥
রাধাকৃষ্ণ-সম্মোহন রসের সাগর।
গৌরাঙ্গের ব্রজ—নবদ্বীপ মনোহর ॥
সে দু'য়ের প্রেমোদ্‌ঘূর্ণ বসতি-মায়াপুর।
নবদ্বীপ হয় ভাই, পরম মধুর ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যান নাহি আমি জানি।
শুকাদির আনুগত্য নাহি অভিমানী ॥
অতএব শুভাশুভ যে হউক কর।
রাধাদ্রুত-শ্রীগোদ্রুম আমার স্মর ॥ ১৬ ॥
যে ধামের সীমা বেদ স্পর্শিতে না পারে।
পরানন্দোৎসব গূঢ়রূপে যথা স্ফুরে ॥
ব্রহ্মা, শিব যাহার মাধুর্য্য নাহি জানে।
কবে বা বসিব সেই নবদ্বীপ স্থানে ॥ ১৭ ॥
যদিও শরীর মোর খণ্ড খণ্ড হয়।
বিষম বিপত্তি জাল মস্তকে পড়য় ॥
তথাপি গোদ্রুম ছাড়ি' অন্য তীর্থপদে।
না হউ আমার আশা সম্পদ-বিপদে ॥ ১৮ ॥
কবে বা পতিত পত্রে ক্ষুধা নিবারিয়া।
গঙ্গাজলে তৃষ্ণা নাশি' অঞ্চল ভরিয়া ॥
কৃষ্ণবাসস্থলী দেখি' বসময়াকুল।
বাসব সে নবদ্বীপ কানন ভিতরে ॥ ১৯ ॥
নবদ্বীপ-ধামে যাঁ'র নিশ্চয় বসতি।
অবশ্য হয়েছে তাঁ'র সাধুধর্ম্মে মতি ॥
পুরুষার্থাধিক তত্ত্ব তাঁ'র করতলে।
ব্রহ্মাদি প্রণম্য তিনি কৃষ্ণকৃপা বলে ॥ ২০ ॥
নাম আমি নবদ্বীপ নাম গৌরপুর।
যাঁহার পীযূষ রস অতীব প্রচুর ॥
খগ-পশু দমবল্লীগণকে মাতায়।
প্রেমমত্ত করি' মোর চিত্তকে নাচায় ॥ ২১।
অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে।
কৃতার্থ মানয় অন্য তীর্থের মানসে ॥
সে সব আমরা নাহি বুঝিবারে পারি।
নবদ্বীপ-বন মাত্র আশ্রয় বিচারি ॥ ২২ ॥
সর্ব্বদোষাকর আমি সাধনবিহীন।
তবু তব দাস মাগে সর্ব্বাধম দীন ॥
কবে সে উজ্জ্বল-নীল সার নীলরূপ।
গৌড়াটবী লভি' হ'ব স্ফুর্ত্তিকূপ ॥ ২৩ ॥
শুকাদির প্রেমরস অমৃত অপার।
সাগর অপূর্ব্ব অংশ রাধাদির সার ॥
গৌরাঙ্গ-কানন হয় অদ্ভুত এ ভবে।
সেই বনে মম গতি কত দিনে হ'বে ॥ ২৪ ॥
সকল সাধনহীন হইয়াও নর।
কভু যদি নবদ্বীপ-বনমাঝে ধর ॥
ধামের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে।
রাধাকান্ত-রাসোৎসবে বাস দিতে পারে ॥ ২৫ ॥
আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে।
দেহ চিত্ত অচল হউক একবারে ॥
তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে।
চরণ আমার নাহি যাউ অন্য পথে ॥ ২৬ ॥
শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহা বন।
তাহাতে বসিতে বাস' করেন যে জন ॥
মাতা, পিতা বন্ধু সখা, মিত্র, গুরু আর।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার ॥ ২৭ ॥
কলুষ-স্বরূপ আমি এ ভাগ্য কি পাব।
মরণান্তে গোদ্রুমে বসতি করিব ॥
সেই বনে রাধাকৃষ্ণ বিহার সময়।
পদজ্যোতিঃ দেখি' হ'বে আনন্দ উদয় ॥ ২৮ ॥

শ্রীধাম-যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য

হরিনাম-কীর্ত্তনকারী যেরূপ দশপ্রকার অপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীনামের কৃপা লাভ করিতে পারেন না, তদ্রূপ শ্রীধাম-যাত্রীও নিম্নলিখিত দশ প্রকার অপরাধ বর্জ্জন না করিলে ধামবাস বা শ্রীধাম-পরিক্রমাদির ফললাভ করিতে পারেন না।

দশবিধ ধামাপরাধ যথা—(১) শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরু-আদির প্রতি অবজ্ঞা (২) শ্রীধামকে অনিত্য-বোধ (৩) শ্রীধামবাসী ও শ্রীধামদর্শনকারীর প্রতি হিংসা (৪) জাতিবুদ্ধি (৫) শ্রীধামে বসিয়া বিষয় কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবার ছলে শ্রীবিগ্রহ-ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়দর্শনে শ্রীধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা (৭) শ্রীধামবাসকালে পাপাচরণ (৮) শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশক শাস্ত্রের নিন্দা (১০) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::০::

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৸০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲		৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৭৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ভিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহ একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব বাক-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা বার ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

কেন্দ্রীয় পরিষদে রেলওয়ে বাজেট

ভারত গবর্ণমেন্টের যানবাহন সচিব স্যার এণ্ড্রু ক্লো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪২-৪৩ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করিয়াছেন। ১৯৪২ ৪৩ সালে ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। উহা হইতে ২০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ভারত-সরকারের রাজস্ব তহবিলে দেওয়া হইবে। ই-আই রেলওয়ে ও এন ডবলিউ রেলওয়ের যাত্রীর ভাড়া কিছু বৃদ্ধি এবং পার্শেল ও অতিরিক্ত লগেজের ভাড়া এবং এক ওয়াগনের কম মালের ভাড়া টাকায় দুই আনা বৃদ্ধি বাজেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চীনে সরাসরি মাল প্রেরণের ব্যবস্থা

চুংকিংএ মার্শাল চিয়াং কাইশেক এর ভারত পরিদর্শন সম্পর্কে প্রকাশিত এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, "ভারত হইতে চীনে সরাসরি সমরসম্ভার প্রেরণের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে বর্ম্মা রোড অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সমর মাল প্রেরণ সম্ভব হইবে। সুতরাং রেঙ্গুণ চীনের মাল আমদানীর বন্দর হিসাবে ব্যবহৃত হইবে না এবং উহার প্রবেশপথসমূহে মাইন পাতা হইয়াছে।

কলেজ সমূহের ছাত্রীসংখ্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে শিক্ষাসচিব খাঁ বাহাদুর আবদুল করিম মৌলবী ইদ্রিস আহমেদ মিঞার এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, বাঙ্গলার বিভিন্ন কলেজে বর্ত্তমানে মোট ২৫৩৪ জন ছাত্রী পাঠ করিতেছেন, তন্মধ্যে ২১১৮ জন বর্ণ হিন্দু, ১৯৬ জন খৃষ্টান, ১৫২ জন মুসলমান, ২১ জন তপশীল ভুক্ত সম্প্রদায়ের এবং ৪৭ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্রী।

জুডিসিয়াল সার্ভিসে লোক নিয়োগের সংখ্যা

এক প্রশ্নের উত্তরে বিচার-বিভাগের সচিব শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি জানান যে, বর্ত্তমান বৎসরে প্রাদেশিক জুডিসিয়াল সার্ভিসে (বিচার বিভাগে) মোট ৩৮ জনকে নিয়োগ করা হইবে। গবর্ণমেন্টের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের হারে নিয়োগের যে নিয়মাবলী আছে, উপরোক্ত নিয়োগসমূহ তদনুযায়ীই হইবে। নিয়োগসমূহের মোট সংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে গৃহীত হইবে, অবশ্য এইরূপ সর্ত্তে যে, যদি যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া সম্ভবপর হয়।

রেওয়া রাজ্যের ব্যাপার

সাটনার অধ্যাসীন রেওয়াও মহারাজার গদিচ্যুতির সংবাদ গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে জানা গিয়াছে। [illegible] প্রেসের প্রতিনিধি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে, গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বড়লাটের এজেন্টের আহ্বানে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মহারাজা গোলাপ সিং হঠাৎ ইন্দোর চলিয়া যান। ইতিমধ্যে গত সোমবার এজেন্টের সেক্রেটারী ক্রাউন পুলিশের জনৈক সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং দুইজন সাব-ইনস্পেক্টার সহ সাটনাতে উপনীত হন এবং তৎক্ষণাৎ মোটরযোগে রেওয়ায় গিয়া মন্ত্রীদের একটি বৈঠক আহ্বান করেন। তাঁহার নিকট কতকগুলি জরুরী দলিলপত্র ছিল। সেক্রেটারী মন্ত্রীদিগকে জানান যে, সম্রাট-প্রতিনিধি মহারাজার বিরুদ্ধে আনীত কতগুলি গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন এবং কমিশনের কার্য্যের সুবিধার জন্য তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মহারাজাকে রেওয়ায় প্রত্যাবর্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তদন্ত চলিবার সময় এবং মহারাজার অনুপস্থিতিতে ষ্টেট কাউন্সিলের সহ-সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর ব্রজমোহন নাথ জুৎসীকে রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। অন্যান্য মন্ত্রীরা তাঁহার উপদেষ্টা হিসাবে কার্য্য করিবেন।

লোকের মাদ্রাজ ত্যাগের হিড়িক

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিলে মাদ্রাজের একতৃতীয়াংশের অধিক লোক সহর ত্যাগ করিয়াছিল। সিঙ্গাপুরের পতনের পর মাদ্রাজ সহর হইতে লোক অপসারণ সম্পর্কে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার ফলে রেল-ষ্টেশনসমূহে লোকের এত ভীড় হইতেছে যে, মাদ্রাজ, এগমোর ও সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হইতে যে সমস্ত ট্রেণ ছাড়িতেছে তৎসমুদয়ে কেবলমাত্র দাঁড়াইয়া থাকিবার স্থান পাওয়া যায়। গবর্ণরের পরামর্শদাতারা বলিতেছেন যে, আতঙ্কগ্রস্ত হইবার দরকার নাই, কারণ, এখনও ভয়ের আশা খুব কম। যাহারা মাদ্রাজ ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত.
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৪ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৩ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার | ১৮৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ গোবিন্দ, স্বাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীধাম-দর্শন

——:০:)•(:০:——

জীবের দুইপ্রকার দর্শন। ভগবদ্‌-বহির্ম্মুখ জীব প্রপঞ্চে আগমন করিয়া রূপ-রসাদিকে নিজের ভোগ্য সামগ্রী জ্ঞান করে। অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্‌ই যে একমাত্র ভোক্তা, যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ্য, ইহা ভুলিয়া জীব দ্বিতীয়বস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্ট হয়। শ্রুতিকথিত "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ভুলিয়া যাওয়ায় মায়াগ্রস্ত জীবের স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রত্যেক বস্তুতে ইষ্ট-স্ফূর্ত্তি না হইয়া ভোগবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেই জীব কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ, ঈশ ও ঈশিতব্য—উভয় বস্তুতেই ভোগ্যবুদ্ধির আরোপ করে। এইরূপ ভোগ-বৃত্তি লইয়া যে দর্শন, তাহারই নাম অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ দর্শন। হরিসেবাবিমুখ ইন্দ্রিয়মাত্রই ভোগপিপাসু, সুতরাং ঐসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবের যতপ্রকার দর্শন, তাহা হরিবিমুখ বা মায়িক দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যে কর্ম্ম ভগবৎসেবাপর নহে, যে জ্ঞান ভগবানের নিত্য ভক্ত্যুদ্দেশক নহে, যে যোগ ভগবানের নিত্যসুখ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে, তাহা ভগবৎসেবাবিমুখতা বলিয়া অক্ষজ-প্রতীতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এইসকল অক্ষজ-জ্ঞানদ্বারা ভগবানের মাধুর্য্য বা ভগবচ্ছক্তির নিত্যত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না।

শ্রীভগবানে পরস্পর বিরোধী গুণ—যথা মূর্ত্তত্ব ও বিভুত্ব, সর্ব্বাবাধ্যত্ব ও গোপ্যত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা ও নরভাব প্রভৃতি অসংখ্য বিরোধী গুণ যুগপৎ অতি সুন্দরভাবে অবস্থান করিয়া সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের সেবা-পরিপাটী বৃদ্ধি করিতে পারে। অক্ষজ দৃষ্টি তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া ঐসকলকে [illegible]

এই অক্ষজ দৃষ্টি-দ্বারা ভগবানের তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম দর্শন হয় না। ঐরূপ দৃষ্টিতে কাঠ-পাথর, গাছ, মাটি, স্ত্রীলোক, পুরুষ, মানুষ, গরু প্রভৃতির দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু জীবের যখন নিষ্কিঞ্চন সেবানিষ্ঠিত সাধুগণের কৃপায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর হইয়া সেবাবৃত্তি ফুটিয়া উঠে, তখন জীব সেবোন্মুখ নেত্রে শ্রীধামের অপ্রাকৃতত্ব ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন সেবোন্মুখ নেত্রে জীব এইরূপ দর্শন করেন—

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম॥
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপি' আছে, নাহিক সীমা॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁ'র কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁ'র, নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তা'রে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তা'র স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ৫।১৭ ২১)

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(শ্রীব্রহ্মসংহিতা - ৫।২৯)

সেবোন্মুখ জীব তখন আরও উপলব্ধি করেন যে,—"একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ তদ্রূপ বৈভব জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে সূর্য্যান্তরমণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডলতদ্বহির্গত-তদ্রশ্মিতৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।"

(শ্রীজীব গোস্বামিপাদ-কৃত ভগবৎসন্দর্ভ)

অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজো-মণ্ডল, তাহার বাহিরে অবস্থিত সূর্য্যরশ্মি ও তাঁহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদা-নন্দমাত্র নাম ও বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ, চিন্ময় ধাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপ বৈভব।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী পরা শক্তি স্বীকার করিয়া বলেন —

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥"

অপ্রাকৃত-তনু শ্রীভগবানের একটি অবিচিন্ত্য পরা শক্তি আছে। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া-ভেদে ত্রিবিধা। এই তিন শক্তির প্রভাবে চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রকটিত হইয়াছে। আবার প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা ত্রিবিধা বৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম চিদবয়ব, চিদুপকরণ ও সর্ব্বপ্রকার তদ্রূপবৈভবের প্রকাশ হইয়াছে। সেই চিদ্ধাম বা তদ্রূপবৈভব শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিবলে নিত্যধামে বিরাজিত থাকিয়া যুগপৎ প্রপঞ্চে উদিত হইয়া সেবোন্মুখ ভক্তগণের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সুতরাং একমাত্র সেবোন্মুখ হরিজনই শ্রীধাম দর্শন করিতে পারেন। অপরে ঐসকল হরিজনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যোগ্যতা লাভ করিলে শ্রীধামকৃপায় শ্রীধাম-দর্শন-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন।

জীব কোন্ সময় দর্শন করিবার সৌভাগ্য পান, তদ্বিষয়ে ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর তদীয় 'শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গে' এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময় বিশেষ সুখ করে আস্বাদন॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র, জড় বলি' তা'রে নিন্দে বারে বারে॥
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত কৃপা যোগ্যতা-কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
প্রকাশে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়॥
জড় কাল জীবে'ন্দ্রিয় ছাড়ে যেইক্ষণ।
জীব চক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন॥
মায়াজ্ঞানান্ধ চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি, জল, দ্রব্য যত আর॥
মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥"

নিষ্কিঞ্চন শ্রীহরিজনের—শ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণের আনুগত্যেই শ্রীধাম-শোভা দর্শন ও শ্রীধামে বাস সম্ভব হয়। নিষ্কিঞ্চন হরিজনের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধাম-দর্শনের বা শ্রীধাম-বাসের প্রয়াস মক্ষিকার কাচপাত্রাভ্যন্তর-স্থিত মধুপাত্র হইতে মধুগ্রহণের চেষ্টার ন্যায়, অথবা বিশ্বশ্রবা-তনয়ের সীতাহরণের চেষ্টার ন্যায় বৃথা প্রয়াস। ধাম ঐসকল জড়লোক-গণের নিকট তাঁহার স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া রাখেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অতএব হে সুধী সজ্জনসকল! যদি আপনারা সত্য-সত্যই নিত্যমঙ্গল চান, শ্রীধাম, শ্রীনাম কৃপা ও শ্রীনামীর কৃপা লাভ করিয়া নরজীবনের প্রকৃত সার্থকতা লাভ করিতে চান, তবে সর্বক্ষণ নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের সঙ্গে থাকিয়া শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীনামীর কামপূরণ সেবায় আত্মনিয়োগ করুন।

কীর্ত্তন

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

কলিকালে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের অধিক মাহাত্ম্যের কথা শুনা যায়। বস্তুতঃ সর্ব্বযুগেই শ্রীহরিকীর্ত্তনের সমানই সামর্থ্য জানিতে হইবে। তবে কলিযুগে শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জীবকে শ্রীহরিকীর্ত্তন গ্রহণ করাইয়া থাকেন বলিয়াই কলিযুগে তাঁহার অধিক প্রশংসা শুনা যায়, ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব যদি কলিযুগে অন্য ভক্তির অনুষ্ঠানও করিতে হয়, তাহা হইলেও কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই তাহা করিতে হইবে। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কলিযুগে সংকীর্ত্তন-বহুল যজ্ঞের দ্বারা শ্রীভগবানের যজন করিয়া থাকেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—স্তবপাঠাদীনাঞ্চাত্রৈবান্তর্ভাবো (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ, ২৭৫ সংখ্যা)—অর্থাৎ নিজদৈন্য, নিজাভীষ্ট-বিজ্ঞাপন ও স্তবপাঠ এই কীর্ত্তনেরই অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে।

শ্রীল শ্রীজীব প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে আরও বলিয়াছেন—"উত্তমশ্লোকস্য যশোঽনুগীয়তে ইতি তু যৎ তৎ তদীয় লীলাময়গুণগানমেব সত্যাদিতোঽপি কথং সত্যমং মঙ্গলঞ্চ? তত্রাহ—ভগবদ্গুণানামুদয়ো গায়কহৃদি স্ফুরণাৎ তৎ তদীয়-রতিপ্রদায়িত্বাৎ। স্কান্দে—

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা॥

বিষ্ণুধর্ম্মে স্কান্দে চ ভগবদুক্তৌ—

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথা শ্রবণে রতম্।
মৎকথাপ্রীতমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি
তং নরম্॥ ইতি।

অত্র "ভাগবতে" ইত্যাদেন সুকণ্ঠো চেদ্ গানমেব কর্ত্তব্যম্, তচ্চ প্রশস্তমিত্যায়াতম্ — * * * গানশক্ত্যভাবে স্বস্মাদুৎকৃষ্টবস্তু প্রাপ্তৌ বা তচ্ছ্রোতি তদাসক্ত্যাভাবে তদনুমোদয়েন্নী তার্থঃ।

অর্থাৎ উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যে যশঃ অনুক্ষণ গীত হইয়া থাকে, তাহাই অর্থাৎ তদীয় লীলাময় গুণকীর্ত্তনই সত্য, মঙ্গল ও পূর্ণস্বরূপ। শ্রীভগবানের গুণগান কেন সত্য ও মঙ্গলময়? যেহেতু উহা গায়কের হৃদয়ে ভগবানের গুণের স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে ও তাহাতে রতি প্রদান করে। স্কন্দ-পুরাণ বলেন,—হে রাজন্! সন্তানবৎসলা গাভী যেরূপ বৎসের নিকট গমন করে, সেইরূপ যে-যে স্থানে হরিকথা কীর্ত্তিত হয়, ভগবান্ও তত্তৎস্থানে গমন করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুধর্ম্ম ও স্কন্দপুরাণের ভগবদ্বাক্যও ইহাই বলেন,—যিনি সর্ব্বদা আমার (শ্রীহরির) কথা কীর্ত্তন করিবেন, আমার কথা-শ্রবণে আসক্ত হইবেন ও আমার কথায় সন্তুষ্টচিত্ত হইবেন, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না। এস্থানে 'অনুক্ষণ গীত'—এই বাক্যের দ্বারা সুকণ্ঠ থাকিলে গানই কর্ত্তব্য এবং তাহাই প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। * * গানের শক্তি না থাকিলে নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গায়ক পাওয়া গেলে যদি কেহ তাহার কীর্ত্তন শ্রবণ করেন এবং তাহাতে আসক্তি না থাকিলেও যদি উহার অনুমোদনও করেন, তাহা হইলেও ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

সঙ্গীত কীর্ত্তন 'ভজন'। এখনও যুক্ত-প্রদেশাদি স্থানে 'ভজন' বলিতে একমাত্র ভগবৎ-সঙ্গীতকেই বুঝায়। জগতে যে সঙ্গীতাদি দৃষ্ট হয়, তাহা ভগবৎ সঙ্গীতেরই বিকারক্রপ মায়া-সঙ্গীত। জগতের সঙ্গীত বাহ্য সঙ্গীত বা শ্রোতার ইন্দ্রিয়তর্পণ বা লোকরঞ্জনের জন্য উদ্দিষ্ট। শ্রোতার ও গায়কের হৃদয় তর্পণ অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি বা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি লাভই ....। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার শুদ্ধভক্তদিগের তোষণই ভগবৎসঙ্গীতের একমাত্র অবিমিশ্র উদ্দেশ্য বলিয়া তাহা 'ভজন'-নামে অভিহিত। ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীতও মহাজনানুমোদিত হইলেই মঙ্গলপ্রদ। 'গৌরবিহিত কীর্ত্তন' অর্থাৎ যে কীর্ত্তন শ্রীগৌরসুন্দরানুমোদিত শুদ্ধভক্তিপর, ভক্তিসিদ্ধান্তপর, মহাজনগণ সেইরূপ কীর্ত্তনেরই অনুমোদন করিয়াছেন। যাহা শুদ্ধভক্তগণের গীত ও রচিত, তাহাই গান করিতে হইবে। যে কোন ছড়াগান, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, বা ভাবদুষ্ট কিংবা গ্রাম্য বা প্রাকৃত কবির রচিত গান শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অধিকতর অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগে যে-সকল কলের গান, রেডিও গান অথবা রঙ্গমঞ্চে বারবনিতার মুখে, ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়ার মুখে, আচরণহীন ব্যক্তিগণের মুখে, অবৈষ্ণবের মুখে, অনধিকারীর মুখে যে নানাপ্রকার সঙ্গীত শ্রুত ও কীর্ত্তিত হয়, তাহা ভজন নহে। ঐসকল সঙ্গীতে বা ভগবদ্বাচক শব্দ কিংবা অনেক নৈতিক উপদেশ থাকিলেও তাহা শুদ্ধভক্তগণ কখনও শ্রবণ করেন না। যিনি নিষ্কপট-চেতন, যিনি শুদ্ধভজন-পরায়ণ, যিনি মহাজনের পদাঙ্কানুসরণকারী, যিনি অকপট শরণাগত, যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সুখৈকানুসন্ধিৎসু, সেইরূপ নির্ম্মল বৈষ্ণবের শ্রীমুখনিঃসৃত মহাজনানুমোদিত গীত শ্রবণই মঙ্গলপ্রদ। তাহাই শ্রীহরিকীর্ত্তন।

সঙ্গীতের সুরের দ্বারা সঙ্গীত নির্ব্বাচন করিলে আত্মমঙ্গল লাভ হয় না। সঙ্গীত-নির্ব্বাচনে অধিকার-বিচার কর্ত্তব্য। শরণাগতি, বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনামূলক সঙ্গীতই সর্ব্বসাধারণের শ্রবণ ও গান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শ্রীপঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীনাম সংকীর্ত্তন সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক। কলিযুগে নাম কীর্ত্তনই সর্ব্বশক্তি,—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো
মহান্ গুণঃ
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ
(ভাঃ ১২।৩।৫১,৫২)

হে রাজন্, কলির দোষরাশির মধ্যে একটী মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়,—কৃষ্ণের কীর্ত্তনমাত্রেই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া ভগবান্কে প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ আর দ্বাপরযুগের অর্চ্চনের দ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিকীর্ত্তনে অনায়াসে সেইফল লাভ হইয়া থাকে।

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্॥
(ভাঃ ৬।৩।২৪)

— শ্রীভগবানের গুণ কর্ম্ম ও নামসকলের সম্যক্ কীর্ত্তনই যে জীবের পাপ-হরণে উপযোগী, তাহা নহে, তদীয় নাম গুণাদির অসম্যক্ কীর্ত্তন বা নামাভাসেই ঐ পাপহরণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, অজামিলই তাহার দৃষ্টান্ত। সেই মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে অসুস্থচিত্তে 'নারায়ণ' বলিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করিয়াও (পুত্রে চার নামাভাসে) মুক্তি লাভ করিল।

উচ্চ-নামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। উচ্চকীর্ত্তনে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা যুগপৎ সাধিত হয়।

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্
পুনাতি চ॥
(শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যে)

হরিনাম-জপ-পরায়ণ ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তনকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা ঠিক কথা, কারণ, কেবল জপকারী ব্যক্তি নিজেকেই নিজে পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনকারী আপনাকে ও তৎসঙ্গে শ্রোতৃগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

পশু-পক্ষী কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম, তা'রা সব তরে॥
জপিলে যে কৃষ্ণনাম, আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে।
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
(চৈঃ ভাঃ - আদি ১৬ অঃ)

স্মরণ

(৪)

গতকল্য স্মরণাখ্য শ্রীমধ্য-দ্বীপ-পরিক্রমা সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অনুগত-রূপেই স্মরণাখ্যা ভক্তি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শরণাগতি প্রভৃতির দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলে শ্রীনাম-কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণাখ্য-ভক্তি যাজিত হয়। বিশুদ্ধ মনের দ্বারা অপরাধশূন্য শ্রীনামের অনুসন্ধানই স্মরণ।

"অথ শরণাপত্ত্যাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ
"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্"
(ভাঃ ২।১।১১)

ইত্যাদ্যুক্তত্বান্নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ, তচ্চ মনসানুসন্ধানম্।" (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ, ২৭৫ সংখ্যা)

অনন্তর শরণাপত্তি প্রভৃতির দ্বারা অন্তঃ-করণ শুদ্ধ হইলে—'হে রাজন্! এই অভয় হরিনাম-কীর্ত্তনই নির্বিদ্যমান' ইত্যাদি বাক্যানুসারে শ্রীনাম-কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ করিবে। মনের দ্বারা উক্ত নামের অনুসন্ধানই স্মরণ।

এই স্মরণ শ্রীনামাদি সম্বন্ধিভেদে বহুবিধ হইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্মে' বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্মরণের নামই—'স্মরণ'। ... পঞ্চবিধ—যৎকিঞ্চিৎ মনন বা অনু-সন্ধানের নাম—স্মরণ', পূর্ব্ববিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করত সামান্যাকারে মনো ধারণের নাম ধারণা। বিশেষরূপে রূপাদির চিন্তনের নাম—'ধ্যান', অমৃতধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম—'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং ধ্যেয় বস্তুর স্ফূর্ত্তির নাম—'সমাধি'।" (জৈব-ধর্ম্ম - ১৯শ অঃ)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে এই পঞ্চবিধ স্মরণের কথাই বলিয়াছেন। তিনি এই পঞ্চবিধ স্মরণের দৃষ্টান্তও শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। 'স্মরণ' সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয়-পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—(১) **স্মরণ**—"এই অব্যয় পুরুষ নারায়ণ যে-কোনপ্রকারে স্মৃত হইলে পাতকী পুরুষের প্রতিও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।" (২) **ধারণা**—"বিষয়ধ্যানরত পুরুষের চিত্ত বিষয়সমূহেই আসক্ত হয়, অনুক্ষণ মৎস্মরণশীল পুরুষের চিত্ত আমাতেই বিলীন হইয়া থাকে।" (৩) **ধ্যান**—শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে বাক্য যথা—'শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মযুগলের ধ্যানই শাস্ত্রোক্ত্যাদির দুঃখ-পরম্পরাতীত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এতৎ পাপী জনেরও প্রসঙ্গ ক্রমে উৎকৃষ্ট সুমঙ্গলরূপে বিহিত হইয়াছে। (৪) **ধ্রুবানুস্মৃতি**—"আমার গুণ শ্রবণমাত্রই সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গাজলের ন্যায় সর্ব্বগুহাশয় আমার প্রতি অবিচ্ছিন্ন মনোগতি হইয়া থাকে।", "বি—

ঐশ্বর্য্যশান্তের জন্ম যাঁহার স্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না।"—ইত্যাদি। শ্রীরামানুজাচাৰ্য্য ব্রহ্মসূত্রের প্রথমসূত্র-ভাষ্যে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৫) সমাধি—"তৎকালে তিনি রুদ্ধধী-বৃত্তি হইয়া সেই জগদাত্মা ঈশদ্বয়ের সাক্ষাৎ আগমন এবং নিজ বা বিশ্ব-সম্বন্ধে কিছুই অবগত হন নাই।" সেই "ঈশ-দ্বয়ে"র অর্থাৎ রুদ্র ও তৎপত্নীর। তাঁহারা উভয়ে ভগবানের অংশ এবং তদীয় শক্তি বলিয়া "জগদাত্মা" অর্থাৎ ভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করিয়াছেন,—এই পূর্ব্ব বাক্যানুসারে ভগবদাবিষ্ট চিত্ত। অতএব অসম্প্রজ্ঞাত নামক ব্রহ্মসমাধি হইতে ইহা ভিন্নই হইয়া থাকে।

লীলাদিযুক্ত ভগবদ্বিষয়ও কখনও কখনও অন্য স্ফূর্ত্তি-রহিত সমাধি হইয়া থাকে দাসাদি ভক্তগণের পক্ষেই এই সমাধি সম্ভব হয়। শান্তভক্তের পক্ষে প্রায়শঃ পূর্ব্বোক্ত সমাধির কথাই শ্রুত হয়।

স্মরণ, ধ্যান ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। স্মরণে নাম, মন্ত্র, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির কথঞ্চিৎ উদয় হয়। ধ্যানে রূপ, গুণ ও লীলার সুষ্ঠুরূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম ধারণা, ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে নিদিধ্যাসন হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীনামস্মৃতি' ও মন্ত্রস্মৃতি'—এই দুইপ্রকার স্মরণ বলিয়াছেন। শ্রীতুলসী মালিকায় সংখ্যা করিয়া যে শ্রীহরিনাম করা, তাহার নাম—'নামস্মৃতি', করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা যায়, তাহার নাম 'মন্ত্র-স্মৃতি'। শ্রীল ঠাকুর আরও বলিয়াছেন,—"শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তনই সর্ব্বপ্রধান, যেহেতু শ্রবণ ও স্মরণ কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে পারে।"

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবর্য্য অপ্রাকৃত রসিককুল-মুকুটমণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের—

> শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
> নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
> (ভাঃ ২।৮।৪)

—শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—

"সোঽপি স্মরণপ্রযত্নঃ শ্রবণকীর্ত্তনবতো ভক্তস্য নাবশ্যক ইত্যাহ শৃণ্বত ইতি। স্বচেষ্টিতং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রবিশতীতি শ্রবণকীর্ত্তনাভ্যামেব স্মরণমপি জ্ঞাপিতম্॥"

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া উদিত হন। ইহার দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীনই স্মরণ,—ইহা জ্ঞাপিত হইল।

শ্রীমধ্যদ্বীপ

অদ্য পরিক্রমার পঞ্চম দিবস। গতকল্য মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, নৃসিংহপল্লী) পরিক্রমা করা হইয়াছে। এই মধ্যদ্বীপ শ্রীবিষ্ণুস্মরণের পীঠ। এইস্থানে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ স্মরণাখ্যা ভক্তির দ্বারা শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা লাভ করিয়াছেন। এই মধ্যদ্বীপ মাজিদা, ভগ্নাশিদপুর, বামনপাড়া, সিমুলগাছি, ব্রাহ্মণগবর্বুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত। এই দ্বীপে সপ্তর্ষি-ভজনস্থলী, নৈমিষারণ্য, ব্রাহ্মণ-পুষ্কর, উচ্চহট্ট প্রভৃতি স্থান বর্ত্তমান আছে। মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় 'মাজিদা' বলে।

সপ্তর্ষি ভজনস্থলী—সত্যযুগে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ ও ক্রতু—এই সপ্ত ঋষি পিতৃদেব ব্রহ্মার নিকট গৌর-ভজনের উপদেশ লাভ করেন। তাঁহারা এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেহস্মৃতি বিস্মৃত হইয়া গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে মাধ্যাহ্নিক-শতসূর্য্যপ্রভ পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর সপ্তর্ষিকে দর্শন দান করেন। সপ্তর্ষি শ্রীগৌরসুন্দরের রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত-তনু দর্শন করিয়া প্রভুর চরণে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক অকৈতব প্রেম প্রার্থনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে জ্ঞান-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবার উপদেশ দান করেন। তদনুসারে তাঁহারা সপ্তটীলায় অবস্থান রত হন।

নৈমিষারণ্য—সপ্তটীলার দক্ষিণে একটি সুপবিত্র জলধারা গোমতী-নদী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী কাননগুলি 'নৈমিষারণ্য'-নামে খ্যাত। এই স্থানে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীগৌর-ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

——:০:(*):০:——

গত ৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীধাম পরিক্রমার অধিবাস-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পরিক্রমার প্রথম দিবস—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক গৌরজন পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীগুর্ব্বাষ্টক-নীটামন্দিরে সমবেত সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট ভোগারাত্রিকের পূর্ব-পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর সকলের মহাপ্রসাদ-সম্মান শেষ হইলে অপরাহ্ণ প্রায় ৩টার সময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত ভক্তমণ্ডলী ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত শত শত যাত্রিগণ শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমায় বাহির হন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজকে অগ্রণী করিয়া সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় শত শত নিশান ও মৃদঙ্গ-করতাল-শিঙ্গা শঙ্খ ঘণ্টা-কাঁসরের সমবেত ধ্বনির সহিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ"—এই পঞ্চতত্ত্ব গীতি কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রথমে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির দর্শন ও তথায় সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ প্রণাম করেন, তৎপরে যথাক্রমে শ্রীমুরারি-গুপ্তের ভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবনের শ্রীবিগ্রহদর্শন ও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব যাত্রিগণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া পরিচালন পূর্ব্বক স্বয়ং দৈন্যভরে সকলের পশ্চাতে গমন করিতে করিতে শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীশ্রীগৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পূজিত শ্রীঅধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ ও পঞ্চতত্ত্ব দর্শন করে। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণবাগতীর্থ প্রভু 'শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থ হইতে অন্তর্দ্বীপের বিবরণ এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভু-সহ ও শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীঈশান ঠাকুর-প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

অনন্তর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নবধাভক্তি-পীঠের কেন্দ্রস্বরূপ আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রম-প্রসঙ্গে বিচক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া নবধা ভক্তির কেন্দ্র অবস্থিত আত্মনিবেদনের কথা 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' হইতে সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব পর্য্যন্ত পাঠ ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে আত্মনিবেদনের প্রকৃত স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝাইয়া দেন। শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল আচার্য্যদেব আমার ন্যায় অনধিকারী স্নিগ্ধ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরমকরুণ কৃষ্ণচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের দন্তে নিধায় তৃণক" শ্লোকের মর্ম্মানুসারে অন্যান্য দৈন্যভরে আলস্য, নিদ্রা, অসৎসঙ্গ প্রভৃতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আত্মনিবেদন-শ্রবণ ও শ্রীচৈতন্যচরণানুশীলনের কথা বলেন। হরিকথানুশীলনে সত্যসত্যই আমাদিগকে পিপাসু দেখিলে শ্রীল আচার্য্যদেব অযাচিত কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ উহা আমাদিগকে শ্রবণ করাইবেন বলিয়াও আশ্বাস প্রদান করেন। কিন্তু আমি এতই দেহারামী ও অন্যাভিলাষী যে, শ্রীগৌর নিজ-জন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত নিরন্তর হরিকথা বাস্তব সত্যের কথা—আত্মমঙ্গলের কথা নিদ্রা-আলস্য ইত্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোনিবেশের সহিত শ্রবণ ও তদনুসারে আত্মমঙ্গলবরণে কিছুতেই প্রস্তুত নহি। "দুর্দ্দৈব দয়া ঐছন পরম উদারা, অতিশয় মন্দ নাথ, ভাগ হামারা," — এই মহাজন বাণীর প্রকৃত সার্থকতা আমাতেই প্রদর্শিত হইতেছে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু আত্মনিবেদন-প্রসঙ্গে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীগৌরধাম-মহিমা

(২)

যেধামে প্রবিষ্ট হয়ে জঙ্গম স্থাবর।
ঘনানন্দ মহোৎসবে ভাসে নিরন্তর॥
মায়া যাঁ'র জড়দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে।
জড়মাত্র দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে
অতএব আমার প্রার্থনা গৌরপুরে
বসিয়া চিন্ময় স্ফূর্ত্তি পাই এ শরীরে॥ ২৯॥
সম্বন্ধ কৌশলে সেই ধামে প্রবেশিলে।
সর্ব্বজীবে আনন্দ সম্বিদত্তার মিলে॥
সম্বন্ধ-আশ্রিত জীবে দোষ দৃষ্টি যাঁ'র।
আনন্দ-স্বরূপে অপরাধ হয় তাঁ'র॥
যতদিন সেই অপরাধ নাহি যায়।
রাধাকৃষ্ণ-সুসম্বন্ধ মিলিবে কোথায়॥ ৩১॥
নবদ্বীপবাসি-নিন্দা রত যেই জন
যে-বা নাহি করে মায়াপুরের পূজন॥
অন্যতীর্থে যে পূর্ণ যে এক-সম জানে।
বোধদায়ক চিদ্ধাম না মানে॥
সে পাপিষ্ঠ নবধাম-সাহচর্য্য।
স্বপ্নেও না হয় যেন বিষম দুর্গতি॥ ৩২॥
চৌর্য্য, লম্পটতা, দ্বেষ, মৎসরতা লোভ।
মিথ্যা বাক্য সুতপ্যাত্য, পরদোহ, ক্ষোভ॥
ত্যজিয়া যে জন করে গৌরপুরাশ্রয়।
বৃন্দাবন-আশ তাঁ'র বৃথা নাহি হয়॥
নবদ্বীপবাস লাগি' বরম অতএ।
তাতে ভক্তজন আর সকল সমর্থ॥
তাতে তাঁ'র দোষ কিবা এ মাত্র সার
যাহে সেইরূপ নিত্য-শক্তির॥ ৩৩॥
আমার সাধ্য সৎ চিদানন্দ।
[illegible]
সেনে কৃষ্ণ রস পাই জান নবদ্বীপ ধামে।
দেখাস্থ। সর্ব্ব নিত্য গৌরাঙ্গ-নামে॥ ৩৪॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
শ্রী গাদ্দ নুদন গৌ [illegible]॥ ৩৬॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ০ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	।৴০	।৴০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৹, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ ... প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা

২। ভাগবত—ভিজিগাপাত্তন একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

কেন্দ্রীয় পরিষদে বেসরকারী প্রস্তাবের আলোচনা

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বেসরকারী প্রস্তাবাবলীর আলোচনা হয়।

আয়কর বিভাগের কার্য্যকলাপের সংশোধন দাবী করিয়া স্যার অব্দুল হালিম গজনবী যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার অসমাপ্ত আলোচনা সুরু হইলে মিঃ হোসেনভাই লালজী এবং ডাঃ বানাজ তাহাতে যোগ দেন। অবশেষে অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান বিতর্কের উত্তরে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং আয়কর বিভাগের বিরুদ্ধে আনীত প্রায় প্রত্যেকটি অভিযোগের প্রতিবাদ করেন। তবে তিনি আশ্বাস দেন যে, ন্যায়সঙ্গত অভাব অভিযোগ থাকিলে গবর্ণমেণ্ট তাহা দূর করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন এবং এখনও করিতেছেন।

প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হইলে উহা ৪১-১৯ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

মাদ্রাজে রাজ-বন্দিগণ

মাদ্রাজের প্রায় ২০০ রাজ-বন্দীর কাগজ মেণ্টের নিকট নিজের সুপারিশসমূহ জানাইবার নিমিত্ত মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ বার্ণ অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন প্রকাশ, বিচারপতি বার্ণ তাঁহার সুপারিশ সমূহ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, বিচারপতির সুপারিশ অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট রাজ-বন্দীদের মুক্তি দিবেন। কাহাকেও বা সর্ত্তাধীনে, কাহাকেও বা বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইবে। যাঁহারা সর্ত্তাধীনে মুক্তি পাইবেন তাঁহাদিগকে আপত্তিকর কার্য্যকলাপ না করিতে ও কোন নির্দ্দিষ্ট এলাকায় বাস করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে

আরও জানা গিয়াছে যে, ইতিমধ্যেই ৪ জন রাজ-বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের গোপন অধিবেশন

দলী মহলের আশা এই যে, কেন্দ্রীয় পরিষদের বহু বেসরকারী সদস্য পরিষদের গোপন অধিবেশন বসাইবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়া সেজন্য একটি দিন নির্দ্ধারিত করিবেন. আগামী সপ্তাহের প্রথমেই এসম্পর্কে একটি ঘোষণা প্রকাশিত হইবার প্রত্যাশা করা যায়

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে বাঙ্গলায় স্থানান্তরিত করিবার সুপারিশ

জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে ত্রিচিনাপল্লী হইতে বাঙ্গলার কোন জেলে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে সুপারিশ করিয়াছিলেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বসুকে মাদ্রাজ হইতে অপর কোন প্রদেশে স্থানান্তরিত করিবার জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী পুনরায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী ও অন্তরীণ ব্যক্তিকে মুক্ত দিবার সুপারিশ করিয়া অখিলচন্দ্র দত্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই সকল বন্দীকে আটক রাখা অন্যায়। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট যখন সমর প্রচেষ্টায় সকল শ্রেণীর লোকদের সহানুভূতি ও উৎসাহের উদ্রেক করিতে চাহিতেছেন, তখন এই সকল বন্দীকে আটকাইয়া রাখা একেবারে অসঙ্গত।

শ্রীযুক্ত এন-এম যোশী মৌলবী জাফর ... প্রস্তাবটী সমর্থন করেন। মিঃ মেটা বলেন যে, এত সকল বন্দীকে দীর্ঘকাল আটক রাখার ফলে দেশের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। যে দল বিনাসর্ত্তে সমর প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে আগ্রহশীল, তাহারও বহু সদস্য জেলে রহিয়াছে, ইহা অসমর্থনীয় ও অসঙ্গত।

স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল বলেন যে, প্রস্তাবটীতে দোষী নির্দ্দোষ নির্ব্বিচারে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকেই মুক্তি দিতে বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রায় ৪০০ জন বন্দী আটক রহিয়াছে, যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা তাহাদের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

চীন ও রাশিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেন যে, নৈতিক-শক্তি অটুট আছে বলিয়াই তাহারা সাফল্যের সহিত শত্রুকে প্রতিরোধ করিতেছে। বন্দীদের মধ্যে অনেকেই জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে অন্তরায়-স্বরূপ। সুতরাং এ সময় তাঁহাদিগকে মুক্ত দিলে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং তাহা নিবারণ করিতেই গবর্ণমেণ্টের অনেকটা শক্তি ও সময় নিযুক্ত করিতে হইবে। পরিষদের দাবী এই যে, দেশরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিতে হইবে, কিন্তু প্রস্তাবের সমর্থকগণ যাহা বলিতেছেন, তদনুসারে কার্য্য করা হইলে জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা আছে। এই সকল বন্দীকে মুক্ত দিলে ব্যাপক লুটতরাজ ও হাঙ্গামা বাধিতে পারে। তখন বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রাম করার পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টকে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় মনোনিবেশ করিতে হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ২৫ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৪ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ২৮৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ গোবিন্দ, ভূতাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগৌরধাম

——:০:)*(:০:——

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো
মামজমব্যয়ম্॥"

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, 'আমি পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিলাম, এখন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছি'—ইহা নির্ব্বোধ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত। আমার নিত্য চিন্ময় স্বরূপ, চিন্ময় ধাম, চিন্ময়ী লীলা, চিন্ময় পরিকর আমার সহিত অভেদ-ভাবে অদ্বয়জ্ঞানরূপে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে অবস্থিত থাকিয়া আমার সেবা পুষ্টি করিতেছে। কিন্তু আমি অভক্তগণের নিকট এইরূপ প্রকাশিত নহি। তাহাদের জড়-ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান প্রবল। তাহারা জড়ীয় অভিজ্ঞান লইয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত ও জড়াতীত আমাকে মাপিতে যাইয়া 'আমার চিন্ময় তত্ত্ব থাকিলে পাছে আমি প্রাকৃত মানুষের ন্যায় হইয়া পড়িব'—এই ভয়ে আমাকে নির্ব্বিশেষ ও নিরাকার বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। আমার দেহাভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ জগতে প্রকাশিত আমার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে তাহাদের প্রাকৃত জড় দেহের তুল্য মনে করিয়া থাকে। তাহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে, ঐসকল মূঢ় লোকগণের চক্ষু মহামায়ারূপ ছায়া-দ্বারা বিশেষরূপে আবৃত, তাই তাহারা জগতে উদিত আমার চিন্ময় লীলা, চিন্ময় ধাম প্রভৃতি অনিত্য বলিয়া জ্ঞান করে।"

কিন্তু ভগবানে শরণাগত ভক্তগণের নিজ অহমিকা নাই। তাঁহারা ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-দ্বারা বাস্তব-বস্তু দর্শন করিতে প্রয়াসী নহেন, কারণ, তাঁহারা জানেন যে, জড়চক্ষু বা জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা জড়বস্তুরই যাথার্থ্য নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা আমরা সমুদ্রের অতলগর্ভে কি আছে, পৃথিবীর অন্তরে কি আছে, অনেক সময় জানিয়া উঠিতে পারি না। নগ্নচক্ষে স্রোতস্বিনী বা প্রস্রবণের জল সুনির্ম্মল প্রতিভাত হইলেও দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তাহাতে লক্ষ-লক্ষ প্রাণীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যতই মেধাবী, প্রতিভাশালী, সুদূরদর্শী হই না কেন, আমাদের জ্ঞান কখনও নির্ব্বাধ জ্ঞান নহে। আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান পদে পদে প্রতিহত হইয়া থাকে। ভ্রম, প্রমাদ, করণা-পাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ চতুষ্টয়ের দ্বারা বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা দূষিত। কিন্তু এমন একজন পুরুষ আছেন, যাঁহার জ্ঞান অবাধ জ্ঞান,—যাঁহার জ্ঞান দেশ-কালক্ষোভ্য নহে বা কখনও হইতে পারে না এবং যিনি সাক্ষাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ। জীব যখন কিঞ্চিন্মাত্রও নিজের অহমিকা না রাখিয়া সেই পরিপূর্ণ-জ্ঞানস্বরূপে শরণাগত হন, তখন সেই অণুস্বরূপ জীবের খণ্ডজ্ঞান পূর্ণ-স্বরূপের জ্ঞানালোকে বিভাবিত হইয়া বাস্তব-জ্ঞানের উদয় করায়। সেই জ্ঞানের নামই অধোক্ষজ-জ্ঞান। জীব সেই অধোক্ষজ বা ইন্দ্রিয়াতীত দিব্যজ্ঞানে অধোক্ষজ বা ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষের স্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ। তখন শুদ্ধজীব ভগবান্‌কে স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ, বিলাস-তত্ত্ব ও ধাম পরিকরাদি-সহ দর্শন করেন। তখন জীব বুঝিতে পারেন যে, সন্ধিনীশক্তিপ্রকটিত ধাম-পরিকরাদি-দ্বারা অদ্বয়-বস্তুর কোনও ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না। শ্রীনাম নিত্য ভগবানের চিন্ময় তনু, ভগবদ্ভক্তগণ নিত্য এবং ভগবানের লীলাও নিত্যা। তখনই জীব জগতে উদিত ব্রজমণ্ডল বা অভিন্নব্রজ শ্রীগৌড়মণ্ডলের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তিনি সেবোন্মুখনেত্রে শ্রীধাম-শোভা উপলব্ধি করিয়া বলেন—

"চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দময় ধাম, চিন্ময় সকল॥
জল, ভূমি, বৃক্ষ-আদি সকলই চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণ কৃপাময়॥
স্বরূপ-শক্তির সেই সন্ধিনী-প্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব॥
প্রভু-লীলাপীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য, প্রাকৃতিক নয়॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে, তাহা হয় অবিদ্যা-বিভ্রম॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে—জড়ের বিকার॥
নিত্যানন্দ-কৃপা যাঁ'র প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দধাম সর্ব্বত্র চিন্ময়॥
গঙ্গা-যমুনাদি তথা সদা বিদ্যমান।
সপ্তপুরী, প্রয়াগাদি আছে স্থানে স্থান॥
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব এ গৌড়মণ্ডল।
ভাগ্যবান্ জন তাহা দেখে নিরমল॥
স্বরূপশক্তির ছায়া—মায়া বলি যারে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে॥
বহির্ম্মুখ জন-চক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধাম-প্রভাবে সবে না পায় দর্শন॥"

হরিজনের কৃপায় যাঁহার হৃদয়ে ধামের স্বরূপ হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, তিনি কর্ম্মিগণের ন্যায় ফল-কামী হইয়া [illegible] স্বর্গাদি ভুক্তি-লাভের প্রত্যাশা করেন না কিংবা ফল্গুত্যাগী মুমুক্ষুগণের ন্যায় ধামকে অনিত্যজ্ঞানে ধামের সহিত [illegible] স্থাপন করিতে অগ্রসর হন না অথবা তিনি ধামকে জড়জগতের কোনও স্থানবিশেষ মনে করিয়া পঞ্চবস্তু-জ্ঞানে জড়দেশদর্শনকারীর ন্যায় চিন্ময় ধামের জন্মকর্ম্ম খুঁজিয়া বেড়ান না।

[illegible] শ্রীগৌড়মণ্ডল বা শ্রীনবদ্বীপ-ধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে শ্রীগৌর-তত্ত্ব বুঝা আবশ্যক। শ্রীগৌরসুন্দর ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যময় বিগ্রহ। ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি অঙ্গীভূত করিয়া নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা অচিন্ত্যশক্তিবলে আচ্ছাদন করিয়া চিচ্ছক্তিবিলাস শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঔদার্য্যলীলাদ্বারা শোভিত হইয়া গৌরসুন্দর-রূপে বিরাজিত; সুতরাং শ্রীগৌরধামে সমস্ত ধামের সমাবেশ, অধিকন্তু ইহা অধিকতর কৃপা-সঞ্চারী। যে ভাগ্যবান্ জন শ্রীগৌরধামের কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কিছুই অলভ্য নাই। কারণ

"শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ গোলোক-বৃন্দাবন।
নবদ্বীপে সব তত্ত্ব আছে [illegible]॥
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী আর।
অবন্তী, দ্বারকা—এই পুরী সপ্ত [illegible]॥
নবদ্বীপে সে-সমস্ত [illegible]।
নিত্য বিরাজমান গৌরচন্দ্র [illegible]॥
গঙ্গাতীরে মায়াপুর [illegible]।
যাহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে [illegible]॥
সেই মায়াপুরে যে যায় একবার।
অনায়াসে হয় সেই জড় মায়া পার॥"

(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য)

কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীকোলদ্বীপ

(৫)

ইহা শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবনের পীঠ-স্থান। এই স্থানে শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণের পাদসেবাদ্বারা পাদসেবনাখ্যভক্তি শিক্ষা দেন। কোলদ্বীপের অপর নাম 'কুলিয়ার পাট', 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' বা 'দেবানন্দ পণ্ডিতের পাট'। এই দ্বীপ বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাপ্রসাদ, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, চর গাদখালি বা গাদখালির চর ও গাদখালির সংলগ্ন নদীয়া, পারডেঙ্গা বা নূতন গ্রাম, তেঘরিয়া, তেঘরির কোল প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপ্ত ছিল।

"সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়া কুলিয়ায়।" (শ্রীচৈ. ভাঃ - অন্ত্য, ৩।৩৮০), 'গঙ্গার পার কভু যায়েন কুলিয়া।'—(শ্রীচৈঃ ভাঃ - অন্ত্য, ৫।৭০২),

"কুলিয়াগ্রামে কৈল দেবানন্দের প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রেরে ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দক আসি' পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি' তা'রে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥"
(শ্রীচৈ চঃ - মধ্য, ১।১৫৩-১৫৪),

"ইত্থং শ্রেণা নবদ্বীপস্থ পারে কুলিয়া নাম গ্রামে মাধবদাস বাটীমুত্তীর্ণবান্।" -(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক), "অত্রঃ স শ্রীনবদ্বীপ-ভুবঃ পারেগঙ্গং পাশ্চিমে কাপি দেশে।"—(শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য ২০।২৬), ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে,—নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং কুলিয়া নগর গঙ্গার পশ্চিম পারে। কেবল গঙ্গা মধ্যে থাকায় নবদ্বীপ-নগর এক ক্রোশের অধিক হইবে না। কুলিয়া ও পাহাড়পুর বলিয়া দুইটি গ্রাম তখন লাগালাগি ছিল। সেই কুলিয়া গ্রামই এখনকার নবদ্বীপ। ('অপরাধ-ভঞ্জন-পাট কুলিয়া কোথায়?"—সঃ তোঃ - ৭।২)

কুলিয়া পাহাড়পুর—বাসুদেব-নামক অনেক ব্রাহ্মকুমার সত্যযুগে ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পর্ব্বতসমান উচ্চ শরীরধারী কোল বা বরাহরূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃপা করিয়াছিলেন। এইজন্য এই স্থানের নাম কোলদ্বীপ।

এই স্থানেই ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বরাহরূপে আবির্ভূত হইয়া দন্তাগ্রদ্বারা হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন।

ভজনকুটীর — শ্রীব্রজ [illegible] বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম গৌরজন [illegible] শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন ও সমাধি-স্থান। এই [illegible] শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পুষ্ঠ-[illegible]। ইনি বাঙ্গলা ১৩০০ সালে শ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর নির্দ্দেশ করেন।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের **ভজন-স্থলী**—এই পরমহংস অনুভবের শ্রীকোলদ্বীপের শ্রীগঙ্গাতটে বর্ত্তমান আত্মভজনানন্দে মগ্ন আছেন। ইঁহার পারমহংস্য আচার-বিচার সাধারণের ধারণার অতীত।

শ্রীপাদসেবন

(৫)

অদ্য পরিক্রমার ষষ্ঠদিবস। পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ অদ্য পাদসেবনাখ্য কোলদ্বীপ পরিক্রম করিয়াছেন। শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ পরিত্যাগ না করিয়া যে পাদসেবন, তাহাই নবধা ভক্তির অন্যতম। কেহ কেহ প্রবলাসক্তির জন্য এই সেবা করিয়া থাকেন।

'পাদসেবা'—এইপদে 'পাদ'-শব্দ ভক্তিহেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বারা সেবার আদরণীয়তা সূচিত হইতেছে। কাল ও দেশাদির যোগে পরিচর্য্যাই সেবা। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২১।৩১) উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের পাদসেবাকাঙ্ক্ষা প্রত্যহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রসূতা গঙ্গাদেবীর ন্যায় সদ্যই সংসারতপ্ত ব্যক্তিগণের অশেষ জন্মার্জ্জিত বিবিধ বিষয়মল বিনষ্ট করিয়া থাকে। শুদ্ধ অকিঞ্চন ভক্তগণ শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই কামনা করেন না। আত্মবঞ্চন বরং ভাল, তথাপি শ্রীভগবানের পাদসেবা করিয়া মুক্তির অভিলাষ বরণীয় নহে।

'শ্রীপাদসেবা' বলিতে শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, তাঁহার স্পর্শন, শ্রীমূর্ত্তির পরিক্রমা, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবনধাম-পরিক্রমা, শ্রীভগবানের অনুগমন, শ্রীভগবন্মন্দির, শ্রীগঙ্গা, শ্রীযমুনা, শ্রীপুরুষোত্তমধাম, শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা প্রভৃতি তদীয় তীর্থে গমন ও স্নান প্রভৃতি বুঝায়। শ্রীধাম মায়াপুরে গমন ও শ্রীমায়াপুরের সেবা শ্রীপাদসেবারই অন্তর্গত। যাবজ্জীবন শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে ও শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়ে শ্রীমঠাদিতে বাস শরণাপত্তির অন্তর্গত ও তাহাও শ্রীপাদসেবার মধ্যে গণ্য। গঙ্গা প্রভৃতি ও তদ্দেশবাসী প্রাণিসমূহ পরমভাগবত বলিয়া তাহাদের সেবা প্রভৃতি মহৎসেবাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। গঙ্গাদি ভক্তির কারণ হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১৬) উক্ত হইয়াছে,—শ্রবণাভিলাষী শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির মহৎসেবা ও পুণ্যতীর্থ সেবা হেতু ভগবান্ শ্রীহরির কথা-শ্রবণে রুচি জন্মিয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মপ্রসূতা শ্রীগঙ্গাদেবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া মহাভাগবতবর শিবও 'শিব' অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন।

শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমথুরা অতি ধন্যা, শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠস্বরূপা, যেহেতু এখানে একদিন মাত্রও বাস করিলে শ্রীহরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ বলিয়া তদীয় সেবা-সকলই পূর্ণ পুরুষার্থপ্রদ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রীমথুরাধাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আসক্তি প্রদর্শন করে, উক্ত মূঢ় ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। শ্রীমথুরা ও শ্রীমথুরাভিন্ন ঔদার্য্যময়ী পুরী শ্রীমায়াপুরের সেবা শ্রীপাদসেবারই অন্তর্গত, শ্রীতুলসীর সেবাকেও পাদসেবা বলা যায়, যেহেতু শ্রীতুলসী শ্রীভগবানের পরম প্রিয়া। শ্রীজনকনন্দিনী শ্রীসীতাদেবী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের যেরূপ প্রিয়া, নিখিললোকপাবনী শ্রীতুলসীদেবীও শ্রীহরির সেইরূপ প্রিয়া। যাঁহারা শ্রীতুলসী রোপণ করেন, শ্রীতুলসীতে জল প্রদান করেন, শ্রীতুলসীতে ধূপ দীপাদি দান করেন, শ্রীতুলসীকে পরিক্রম করেন, শ্রীতুলসীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, তাঁহার কৃপা প্রার্থনা, তাঁহার নিকট নির্ম্মলা শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করেন, শ্রীতুলসীর সম্মুখে শ্রীভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে অচিরেই কৃপা করিয়া থাকেন, কারণ, শ্রীতুলসীর নাম শ্রবণেই অসুর-দর্পনাশন শ্রীভগবান্ প্রীত হন। এই শ্রীতুলসীর সেবাও শ্রীপাদসেবারই অন্তর্গত। অকপট আর্ত্তির সহিত শ্রীতুলসীর সেবা করিতে করিতে হৃদয়ের অন্যাভিলাষ সমূহ বিদূরিত হয়, হৃদয়ে চিদ্বৃত্তির বিকাশ হয়। শ্রীভগবান্ নিষ্কপট শ্রীতুলসী সেবাকারীর নিকট আত্মবিক্রয় করেন। কোন্ সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশ করা যায়, চিন্তা করিয়া মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শাস্ত্রের এই শ্লোকটি বিচার করিয়াছিলেন,—

'তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো
ভক্তবৎসলঃ॥'

শ্রীকৃষ্ণকে যিনি জল-তুলসী দেন, তাঁহার ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ তদ্বিনিময়ে আপনার স্বরূপকে দিয়া ঋণ পরিশোধ করেন।

"এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করে বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসী সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি' আচার্য্য করেন আরাধন॥
গঙ্গাজলে তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ৩য় পঃ)

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থলীলায় প্রত্যহ শ্রীতুলসীর সেবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন,—

"যথাবিধি করি' প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি' 'হরি হরি'॥"

শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রত্যহ শ্রীতুলসীর সেবা করিতেন,—

"নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।"

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীতুলসীসেবনলীলার কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপ কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া॥
এক ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া॥
প্রভু বলে,—"আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল না হয় বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে॥
যবে চলে সংখ্যানাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া আগে চলে একজন॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যা-নাম লৈতে যেস্থানে প্রভু বৈসে।
তথায় রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যানাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন?
পুনঃ সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সেইজন পায় রক্ষা॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ - অন্ত্য, ৮ম অঃ)

পতিতপাবনী শ্রীতুলসীর সেবার দ্বারা জীবের চরম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে, এইজন্যই শ্রীতুলসীসেবাকে শাস্ত্র ও মহাজনগণ শ্রীপাদ সেবার অন্তর্গত বলিয়া গণনা করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৭ম বিলাস) শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীতুলসীসেবার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। আত্মনিবেদন বা "কাম—কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে" এই সুবুদ্ধির সহিত শ্রীপাদসেবা করিলে উত্তমা ভক্তি লাভ হয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার আবশ্যকতা কি?

কোনও বস্তু বা স্থানের চারিদিকে পদদ্বারা পরিভ্রমণকে পরিক্রম বলে। জগতে দেখা যায়, নবগৃহে প্রবেশ করিতে হইলে স্বামি-স্ত্রী একত্র হইয়া আঁচলে-আঁচল বাঁধিয়া, একত্র কর সংযুক্ত করিয়া গৃহের চারিদিকে 'পরিক্রমা' করে। গরু, বলদ প্রভৃতি প্রাণী খুঁটির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাস খাইতে থাকে, তখন উহারা 'পরিক্রমা' করিতেছে,—আমরা বলিয়া থাকি।

কিন্তু স্বামি-স্ত্রী যে গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করে, সে গৃহ নিত্য নয়, অধিক কি, তাহাতে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের সেবা না করিলে সেই গৃহই অধোগতির কারণ হয়। শাস্ত্রকারগণ এইরূপ গৃহকে 'গৃহান্ধকূপ', শ্রীমদ্ভাগবত 'ব্যালালয়দ্রুমা' অর্থাৎ সর্পদিগের আবাসস্থান বৃক্ষসদৃশ আর শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত'-নামে অভিহিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিবিধ সংবাদ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১১৲	৲

এক বৎসরের জন্য ক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দীভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব বাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অগ্নি-বোমা সম্পর্কে সতর্কতা

অগ্নি-বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে গৃহস্থ বাড়ীতে ও দোকানসমূহে অগ্নিকাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা থাকায় এই সম্পর্কে প্রাথমিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধান বলে এক আদেশ জারী করিয়াছেন। আদেশটি ১৯৪২ সালের ১৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে বলবৎ হইবে। অগ্নি বোমা হইতে প্রথমেই যে সকল অগ্নিশিখা বাহির হইবে, ঐগুলি নির্ব্বাপিত করার জন্য নূতন আদেশটিতে প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ী এবং দোকানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বালি, বালির বস্তা ও জল রাখা বাড়ী ও দোকানের মালিক ও বাসিন্দাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। যেখান হইতে সংকেত পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ জায়গায় এই বালি, বালির বস্তা ও জল রাখিতে হইবে। এই সম্পর্কে এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, প্রথমেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অগ্নি-বোমার অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত করা আদৌ কষ্টকর নহে। বোমা পড়ামাত্র বাড়ীর মালিক বা বাসিন্দাই এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এই জন্য মাত্র বালি, বালির বস্তা ও জল রাখা প্রয়োজন।

প্রত্যেক পৃথক বাড়ীর ছাদের প্রতি ৮,০০০ বর্গ ফুট বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ৬ গ্যালন জল ও দুই তৃতীয়াংশ বালিপূর্ণ ২টি বালির বস্তা রাখিতে হইবে। রাজপথ, পার্ক প্রভৃতি ব্যতীত প্রত্যেক বাড়ীর উঠান, বাগান বা অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে কোন বাড়ী নাই, সেই সকল স্থানের প্রতি ৮,০০০ বর্গ ফুট বা উহার অংশ বিশেষের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ বালিপূর্ণ ৪টি বালির বস্তা রাখিতে হইবে। বাড়ী সম্পর্কে একতলার বাড়ী হইলে নীচেই বালির বস্তা রাখিতে হইবে এবং দুই বা ততোধিক তলার বাড়ী হইলে উপরের তলায় বস্তা রাখিতে হইবে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতেছেন যে, মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতাল-সমূহে পূর্ববৎ জনসাধারণের সেবাকার্য্য চলিতে থাকিবে। বাহিরের রোগীদের চিকিৎসা বিভাগের অধিকাংশই খোলা আছে। কেবল কয়েকটি বিশেষ বিভাগ যথা স্নায়ু বিজ্ঞান, চর্ম্ম, দাঁত ও বক্ষ চিকিৎসা বিভাগ বন্ধ করা হইয়াছে। বাহিরের রোগীদের সাধারণ চিকিৎসা বিভাগের কাজ রীতিমত চলিতেছে, তবে কতটা সংক্ষেপ করা হইয়াছে মাত্র। অনুরূপ ভাবে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠনালী বিভাগ, ধাত্রী ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিভাগের কাজ চলিতেছে।

এই হাসপাতালগুলি সামরিক হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হইবে না কিংবা অন্যান্য যুদ্ধ অঞ্চল হইতে আনীত অধিক সংখ্যক রোগীর জন্য এই সব হাসপাতাল ব্যবহার করা হইবে না।

এ বিষয়ে জনসাধারণকে আশ্বাস দেওয়া যাইতেছে এবং তাহাদিগকে জানান যাইতেছে যে, অযথা ভীতির কোন কারণ নাই।

মফঃস্বলে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ

কতিপয় অঞ্চল বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষণা করায় প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত লোক সমাগমের ফলে বাড়ীভাড়া অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঙ্গলা-সরকার "বঙ্গীয় বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ" নামে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে একটি আদেশ জারি করিয়াছেন। উক্ত আদেশে বলা হইয়াছে যে, কোন বাড়ীর মালিক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখে গৃহীত ভাড়া অপেক্ষা শতকরা ২০ টাকার অধিক দাবী করিতে পারিবে না। এই আদেশ কার্য্যকরী করার জন্য সরকার যে সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবেন, তাঁহারাই উক্ত তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। কোন বাড়ী ভাড়া দেওয়ার জন্য অথবা লীজ রিনিউ করার জন্য বাড়ীর মালিক কোনপ্রকার সেলামী দাবী করিতে পারিবে না। এই আদেশ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী নির্দ্দেশিত তারিখে বলবৎ হইবে

সরকার অপর একটি আদেশে মফঃস্বলের হোটেলসমূহে শয়ন, ভোজন অথবা অপরাপর কার্য্যের জন্য যে মূল্য দাবী করা হয়, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন এবং উহার জন্য উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

এক্সিস শক্তিকে ফ্রান্সের সাহায্য দান সম্পর্কে তদন্ত

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী মিঃ সামনার ওয়েলস এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, লিবিয়ায় এক্সিস শক্তিকে ফ্রান্সের সাহায্য দান সম্পর্কে যে গুজব শোনা গিয়াছে, তৎসম্পর্কে পঞ্চাশ মিনিটকাল আলোচনার পর ফরাসী দূত যে সংবাদ আনিয়াছেন, তাহা সন্তোষজনক নহে, এবং ভিসিতে মার্কিণ রাষ্ট্রদূতকে এ সম্পর্কে আরও তদন্ত করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মিঃ ওয়েলস বলেন যে, ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাঁহাকে আরও জানাইয়াছেন যে, ম্যাডাগাস্কার সম্বন্ধে জাপানীরা কোন দাবী করে নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত, শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৬ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৫ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৮৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ গোবিন্দ, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগৌরধাম ও ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীগৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকাম-প্রচারের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গৌরধাম শ্রীনবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই আবির্ভূত হন। এই জন্য ক্ষেত্রপাল শ্রীতারকেশ্বর একসময় ঠাকুরকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন,—"তুমি বৃন্দাবনে যাইবে? তোমার গৃহের নিকট শ্রীনবদ্বীপ-ধামে যে কার্য্য আছে, তাহার কি করিলে?"

গৌরধামে ঠাকুরের যে প্রীতি, তাহা অনন্তদেবও অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ যখন শ্রীধাম-মায়াপুরে থাকিতেন, তখন অনেক সময়ই বলিতেন যে, ধামের বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, প্রত্যেক রেণু-পরমাণু-দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও পুলকের সঞ্চার হইত।

ঠাকুর শ্রীগৌরধামে শ্রীব্রজধাম দর্শন করিতেন। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে নবধা ভক্তির অধিনায়ক শ্রীগৌরসুন্দরের অষ্টকালীয় লীলারস আস্বাদন করিতেন। তিনি তাঁহার 'ভজন-রহস্যে' শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের দ্বারা যে ব্রজনব্যুবদ্বন্দ্বের অষ্টকালীয় লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ', 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' 'শ্রীনবদ্বীপশতক' তিনি গৌরবনে সেই ব্রজবনের অষ্টকালীন লীলার অনুসরণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহা অতীব গূঢ় রহস্য—কাহারও নিকট বলিবার নহে, বলিবার [illegible] অনেকে ইহা বিশ্বাসও করিবেন না বা বুঝিবেন না।

শ্রীল ঠাকুর কীর্ত্তনাখ্য-দ্বীপ শ্রীগোদ্রুমে শ্রীগৌরহরির পূর্ব্বাহ্ন-লীলা দর্শন করিতেন। গোদ্রুমকে 'শ্রীনন্দীশ্বর-ধাম', 'গোবর্দ্ধন' বা 'গোষ্ঠ' বিচার করিতেন। শ্রীল ঠাকুর 'নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে' (৬০-৬১) গাহিয়াছেন,—

"ভজরে ভজরে মন, গোদ্রুম কানন।
অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌর বৃন্দাবন॥
যে লীলা-দর্শনে তুমি বহু অভিলাষ।
অনায়াসে পাইবে, পূরিবে তব আশ॥
গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর, গোকুলবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ বিলাস॥
পূর্ব্বাহ্নে গোপের ঘরে গব্যদ্রব্য খাই।
গোপ-সনে গোচারণ করেন নিমাই॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখনও অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীগোকুল-মহাবন ও তথায় শ্রীবৃন্দাবন-রাসমণ্ডল দর্শন করিতেন। শ্রীরাসমণ্ডলে নিশান্তলীলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়,—

"মায়াপুর হয় শ্রীগোকুল মহাবন।
পারডাঙ্গা ছত্রিকার স্বরূপ-গণন॥
তথায় আছে বৃন্দাবন শ্রীরাসমণ্ডল।
কালে এই স্থানে হ'বে গান কোলাহল॥"
(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ)

শ্রীল ঠাকুর মধ্যদ্বীপে মধ্যাহ্নলীলা দর্শন করিতেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গ-গণসহ মধ্যাহ্ন-সময়ে।
ভ্রমেন এসব বনে প্রেমে মত্ত হ'য়ে॥
ভক্তগণে কৃষ্ণলীলা সঙ্কেত করিয়া।
নাচেন কীর্ত্তনে রাধাভাব আস্বাদিয়া॥"
(শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ৫৭)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীসীমন্তদ্বীপের [illegible] শ্রীগৌরধাম-পালনকারিণী শ্রীপার্ব্বতী দেবীকে স্বরূপে যোগমায়া পৌর্ণমাসীরূপে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর পার্ব্বতী দেবীকে বলিতেছেন—

"তুমি মোর নিত্য শক্তি সে ঈশ্বরী।
একশক্তি তব রূপ মম সহচরী॥
স্বরূপ শক্তিতে তুমি রাধিকা আমার।
বহিরঙ্গারূপে বাধা তোমাতে বিস্তার॥
তুমি নহিলে মোর লীলা সিদ্ধ নাহি হয়।
তুমি যোগমায়ারূপে লীলাতে নিশ্চয়॥
ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসীরূপে নিরন্তর।
নবদ্বীপে প্রৌঢ়ামায়া সহ ক্ষেত্রপাল॥"
(নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য - ৬ষ্ঠ অঃ)

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীধামের [illegible] বৃদ্ধশিবকে শ্রীমায়াপুরের 'ক্ষেত্রপাল' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। 'মহাপ্রভু অপ্রকট-লীলা বিস্তার করিলে গঙ্গাদেবী যখন শ্রীমায়াপুরের কোন কোন অংশ প্লাবিত করিয়া ফেলেন, তখন কেবল গৌরজন্মস্থানটী ও তাহার চতুর্দ্দিকে কোন-কোন ভূমি মাত্র বাকী থাকিবে। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় যখন পুনরায় তাঁহার আবির্ভাব স্থানে ভক্তগণ মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন, তখন [illegible] ও [illegible] পুনরায় প্রভুর ইচ্ছায় নিজকার্য্য সাধন করিবেন।'—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ভাবিকালে এইরূপ গৌর-সেবা-বৈভব-বিস্তারের যে স্বপ্ন সমাধি দর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্য-সত্যই বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে' লিখিয়াছেন,—

"অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ।"

ঠাকুর পরবর্ত্তিকালে লক্ষ্মণসেনকর্ত্তৃক খোদিত 'বল্লালদীঘিকা'কে 'বৈষ্ণব মহারাজ পৃথুর কুণ্ড' বা 'পৃথুকুণ্ড' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শরডাঙ্গাকে 'শ্রীপুর' [illegible] বলিয়াছেন। [illegible] দর্শন করিয়া [illegible] ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ—[illegible] ও তদনুরূপ [illegible] [illegible] চাহিয়াছেন।

'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে' কোলদ্বীপকে 'বহুলাবন' [illegible] দেখা যায়, আবার 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে' 'কুলিয়া পাহাড়' 'গিরি গোবর্দ্ধন' রূপে বর্ণিত দেখা যায়, যথা—

'দক্ষ জীব কোলদ্বীপ করে দরশন।
পরম আনন্দ পায় [illegible]।'

আবার 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে'—

"কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য [illegible]।
সেই [illegible]।
[illegible] জীব নিত্য [illegible]।
গিরি-গোবর্দ্ধন এই স্থানে [illegible]॥'

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে' কোলদ্বীপে [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] শ্রীনবদ্বীপ [illegible] [illegible] সমস্ত ও মাধুর্য্য [illegible] বর্ণন করিয়াছেন,—

"শ্রীবৃন্দাবন দেখ হইবে [illegible]

[illegible]

[illegible] চূড়ায় সকল দিক্ [illegible]
[illegible]
[illegible]'

(ক্রমশঃ)

প্রভুর ইচ্ছা মাত্র হেথা ক্রম বিপর্যয়।
ইহার তাৎপর্য জানে প্রভু ইচ্ছাময়॥
যেইরূপ আছে হেথা, দেখ সেইরূপ।
বিপর্যয়ে লোকবুদ্ধি — এক অপরূপ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে সমুদ্রগড় দ্বারকা-পুরীরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—
"এই যে সমুদ্রগড় কর দরশন॥
সাক্ষাৎ দ্বারকাপুরী, গঙ্গাসাগর।
দুই তীর্থ আছে হেথা, দেখ বিজবর॥"

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত চম্পকহট্টকে খদিরবন বা খাদিরবন প্রদেশের একদেশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—
"এই স্থানে ছিল পূর্বে চম্পক-কানন।
খদির বনের অংশ সুন্দর-দর্শন॥
চম্পকলতা সখী নিত্য চম্পক লইয়া।
মালা গাঁথি' রাধাকৃষ্ণে সেবিতেন গিয়া॥"

আবার 'নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ' বলিয়াছেন,—
"চম্পকহট্ট-গ্রামে আছে চম্পকের বন।
চম্পক [illegible] ব্রজরমণীগণ॥
নবদ্বীপে খদির বন সেই গ্রাম।
ব্রজে যথা [illegible] বিশ্রাম॥
ঋতুদ্বীপ [illegible] মনোহর।
বসন্তাদি ঋতু যথা [illegible]-গোপীশ্বর॥
সর্বঋতু [illegible] আনন্দিনীগণ।
রাধাকুণ্ড পাশে সে এক দেশ হয়॥"

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যের দ্বাদশ অধ্যায়ে ঋতুদ্বীপ রাধাকুণ্ডরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—
'গোবর্দ্ধন নাম [illegible]', [illegible] অমানি,
[illegible] রাধাকুণ্ড-স্থান।
হেথা [illegible], অপরাহ্নে গৌরহরি
[illegible] বিধান॥
দেখ [illegible], [illegible],
[illegible], নানাস্থানে।
হেথা অপরাহ্নে [illegible],
[illegible] হ'য়ে ভোলা,
[illegible] প্রেমদানে॥
এ স্থান [illegible], [illegible] নাহি পাই,
ভক্তের [illegible], জান।
হেথায় [illegible], [illegible],
[illegible] হয় তাঁর প্রাণ॥"

শ্রীল [illegible] ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদ ঋতুদ্বীপ রাধাকুণ্ড-স্মৃতি [illegible] বর্ণন করিয়াছেন,—
'[illegible] ঋতুদ্বীপে [illegible] ভ্রমণ।
[illegible] হেরি' [illegible] ধর॥
[illegible]।
[illegible] করিব দর্শন॥"

[illegible] 'ভ্রমণ', [illegible], [illegible] 'নিবেদন', [illegible] [illegible] ভক্তি [illegible]। [illegible] [illegible], [illegible]

একমাত্র নিদ্দৃশ হইলেন সাযুজ্য মুক্তির প্রতি। কারণ, ইহার প্রতি ভক্তগণ অত্যন্ত বিরূপ।
"শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সর্বজনে নিস্তারিল।
কেবল আমার প্রতি নিদয় হইল॥
আমি এই স্থানে এবে ছাড়িব জীবন।
নিদয়া বলিয়া স্থান জানুক সর্বজন॥"
(শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ)

শ্রীঋতুদ্বীপ

(৬)

এই স্থান শ্রীবিষ্ণুর অর্চনের পীঠ। পৃথু মহারাজ অর্চনের দ্বারা এই স্থানে নিত্যকাল বিষ্ণুপাদপদ্ম সেবা করেন। ঋতুদ্বীপ বর্তমান চাঁপাহাটী, বাড়ুপুর, দক্ষিণবাটী বা কৃষ্ণবাটী প্রভৃতি স্থান সমূহে বিস্তৃত। এই স্থানে ছয়-ঋতু সর্বদা নিয়োজিত থাকিয়া শ্রীগৌর-গদাধরের সেবা করে বলিয়া ইহার নাম ঋতুদ্বীপ। ইহা ব্রজের দ্বাদশ বনের অন্যতম 'খাদির বন' বলিয়া কথিত হয়।

চম্পহট্ট—সাধারণ ভাষায় চাঁপাহাটী। ইহা বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-থানার অন্তর্গত। এই স্থানে গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীল বিদ্যাবিনোদের দ্বারা আবিষ্কৃত ও পূজিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের সুপ্রাচীন বিগ্রহ বিরাজমান আছেন। এই স্থানে শ্রীগীত গোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীল জয়দেব গোস্বামী ঠাকুর বৈষ্ণব-সেবা রাণী পদ্মাবতীর সহিত অবস্থানপূর্বক চম্পকপুষ্পের দ্বারা রাগমার্গে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পরিসেবা করিতে করিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগড়—এই স্থান সাক্ষাৎ গঙ্গা-সাগর-তীর্থ। দ্বাপর যুগে সমুদ্রসেন-নামক এক কৃষ্ণভক্ত রাজা কৃষ্ণদর্শন লাভ-ইচ্ছায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে আক্রমণ করেন। রাজার বাণে ভীম অত্যন্ত ভীত হইয়া আর্তস্বরে প্রকাশপূর্বক আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে থাকে। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে রক্ষা করিবার ছলে এ স্থলে আগমন পূর্বক ভক্ত-প্রবর সমুদ্রসেনকে দর্শন দান করেন।

অর্চ্চন

(৬)

পরিক্রমার দাবিগণ শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে নববিধা ভক্তিপীঠের অন্যতম শ্রীবিষ্ণুর [illegible] পীঠ শ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীবিষ্ণু বন্দনপীঠ শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীবিষ্ণু দাস্যভক্তির পীঠ শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও সখ্যভক্তির পীঠ শ্রীরুদ্রদ্বীপ-পরিক্রমা সম্পন্ন করিয়া শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপাবলে আমরা ক্রমশঃ নবধা ভক্তির অন্যতম শ্রীবিষ্ণুর অর্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য-সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিবার আশা পোষণ করিতেছি।

আগমোক্ত আবাহনাদি ক্রমবিশিষ্ট কৃত্যই অর্চ্চন নামে কথিত হয়। 'আগম' বলিতে বেদানুগ সাত্বত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র।
'আ'গত শিববক্ত্রেভ্যো 'গ'তঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ।
'ম'তঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে॥

অর্থাৎ ইহা শ্রীশিবের মুখ হইতে আগত, শ্রীপার্বতীর কর্ণগত ও শ্রীবাসুদেবের সম্মত বলিয়া, 'আগত', 'গত', ও 'মত'—এই তিন-শব্দের আদি অক্ষরত্রয়যোগে নিষ্পন্ন

আবাহনাদি (১) আবাহন, (২) সংস্থাপন, (৩) সান্নিধাপন, (৪) সান্নিরোধন, (৫) সকলীকরণ, (৬) অবগুণ্ঠন (৭) অমৃতীকরণ ও (৮) পরমীকরণ বুঝায়। আবাহনের অর্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত আগমবাক্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—
আবাহনঞ্চাদরেণ সংমুখীকরণং প্রভোঃ।
ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্॥
তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সান্নিধাপনম্।
ক্রিয়াসমাপ্তিপর্যন্তং স্থাপনং সান্নিরোধনম্॥
সকলীকরণং প্রোক্তং তৎসর্বাঙ্গপ্রকাশনম্।
আনন্দঘনতাঙ্গ-প্রকাশো হ্যবগুণ্ঠনম্॥
[illegible] তদঙ্গৈরভীষ্টবরকৃতা।
অমৃতীকরণং নানা ভীষ্টসম্পাদনং পরম্।
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-৬ষ্ঠ বিলাস, ৬ সংখ্যা)

আদরে প্রভুর অভিমুখীকরণকে 'আবাহন' বলে, ভক্তির সহিত স্থাপনের নাম—'সংস্থাপন', 'আমি তোমার'—এই বলিয়া আপনাকে তদীয় দাসরূপে উপলব্ধির নাম—'সান্নিধাপন', অর্চন সমাপ্তি পর্যন্ত স্থাপনকে 'সান্নিরোধ', তদীয় সর্বাঙ্গ-প্রকাশের নাম—'সকলীকরণ', অতীব গাঢ় আনন্দ-প্রকটনকে 'অবগুণ্ঠন', নিখিল অঙ্গের দ্বারা অবরুদ্ধ করাকে 'অমৃতীকরণ' ও অভীষ্ট-সম্পাদনকে 'পরমীকরণ' কহে।

অর্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়া বিচার অনেক। "শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণে নিযুক্ত হইয়াও যদি অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা উদিত হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়পূর্বক মন্ত্র-দীক্ষাগ্রহণ করত অর্চন-প্রক্রিয়া করিবে। দেহাদি সম্বন্ধে জীব বদ্ধ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত সঙ্কোচ করণাভিপ্রায়ে মর্য্যাদামার্গে সম্ভ্রমার্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। বিষয়ী লোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারী-বিচারের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষাই জীবের পক্ষে অত্যন্ত সুখকর। জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র প্রবল।

সদ্গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ করিবামাত্র অধিকারী জীবের কৃষ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরু-দেব জিজ্ঞাসুকে অর্চনাঙ্গসকল বলিয়া থাকেন। * * * সংক্ষেপতঃ এতাই জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম, কার্তিক-ব্রত, একাদশী ব্রত, মাঘ স্নানাদি—সকলই অর্চন-মার্গের অন্তর্গত। কৃষ্ণার্চ্চন-বিষয়ে একটি বিশেষ কথা আছে—কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণ-ভক্তের অর্চনও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।"—
(জৈবধর্ম্ম - ১৯শ অধ্যায়)

"সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবা করিতে হইলে কৃষ্ণ-পূজা ও ভক্ত সেবা—দুইই এক-কালীন হওয়া উচিত।"—(ঐ, ৮ম অঃ)

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে বলিতেছেন,—"যদিও শ্রীভাগবতমতে অর্চন ব্যতীত শ্রবণাদি প্রভৃতির যে-কোন একটি দ্বারাই পুরুষার্থ-সিদ্ধি-কথনহেতু পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি শ্রীনারদাদি মহাজনগণের মার্গানুশীলনে যেসকল পুরুষ ভগবানের সহিত শ্রীগুরু-কর্তৃক দীক্ষাবিধানদ্বারা সম্পাদিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষানুষ্ঠানের পর অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন। যেহেতু আগমে উক্ত হইয়াছে যে, দীক্ষাক্রিয়া পুরুষকে দিব্যজ্ঞান প্রদানপূর্বক তদীয় পাপক্ষয় করে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক উহা 'দীক্ষা'—নামে উক্ত হইয়াছে। অতএব গুরুকে প্রণাম এবং সর্বস্ব নিবেদন করিয়া যথাবিধি দীক্ষা ও বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিবেন। 'দিব্যজ্ঞান'-শব্দে শ্রীমন্মন্ত্রে শ্রীভগবৎস্বরূপজ্ঞান ও তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশেষজ্ঞান উক্ত হইয়াছে।

"যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ তাঁহাদের পক্ষে অর্চনমার্গই মুখ্য। শ্রীবসুদেবের প্রতি মুনিগণও এইরূপ বলিয়াছেন যে, "বিশুদ্ধ উপার্জিত অর্থদ্বারা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীহরির অর্চনই গৃহস্থ দ্বিজগণের পক্ষে মঙ্গলের মার্গ-স্বরূপ হইয়া থাকে।" তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চন পুরুষের ন্যায় কেবল স্মরণাদিনিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্য অপরাধ উপস্থিত হয়। অপরদ্বারা অর্চন সম্পাদন করিলে নিজের বিষয়াদি-ব্যবহারে নিষ্ঠা বা আসক্তি প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অতএব অশ্রদ্ধাময় বলিয়া তাদৃশ অর্চন নিকৃষ্টই জানিতে হইবে। এইরূপ ভগবদর্চ্চন গৃহস্থ-ধর্ম্মোচিত শাখাপল্লবাদিসেচন স্থানীয় দেবতা-গণের পূজাসেচন স্বরূপ বলিয়াও তাহার ঈদৃশ অনুষ্ঠানে মহাদোষ ঘটে। স্কন্দপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—"হে রাজন্, যাহার গৃহে শ্রীহরির অর্চা প্রতিষ্ঠিত নাই, তাহার অন্ন ভক্ষণ যোগ্য নাই, যেহেতু তাহা অভক্ষ্যতুল্য কথিত হইয়াছে।" দীক্ষিত-গণের অর্চন না করিলে নরকগতি হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে,—"পুরুষ দিবসে এক, দুই বা তিনবার শ্রীহরির পূজা করিবেন। তাঁহার পূজা না করিয়া ভোজন করিলে নরক-গমন হইয়া থাকে।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৩ অনুচ্ছেদ)

দুর্বুদ্ধি ও বিষয়িগণকে কৃপা করিবার জন্যই পরমকরুণাময় শ্রীঅর্চাবতার জগতে প্রকটিত। জড়মতিগণের দুরবস্থা ব্যতীত ইন্দ্রিয়-চালনা,

কোনপ্রকার প্রচেষ্টা, অভিনিবেশ ও আসক্তি উপস্থিত হয় না। মাংসদৃক্ স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ এজন্য স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, গৃহ, ভূমি, অর্থ, বিত্ত প্রভৃতি বিষয়ে চেষ্টান্বিত হইয়া থাকে, কেন না, তাহা স্থূলদ্রব্য। শ্রীহরি-নাম-কীর্ত্তন বা স্মরণাদি সেইপ্রকার স্থূল ব্যাপার নহে। এইরূপ স্থূলবুদ্ধি বিষয়িগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্যই গোলোকবিহারী স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার গোলোকস্থ শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতিকে স্থূল-প্রতিম অর্চ্চাবতাররূপে জগতে প্রকটিত করিয়াছেন। যেমন শব্দের অর্চ্চা অক্ষর,' সেইরূপ নামী শ্রীভগবানের অর্চ্চাবতার শ্রীমূর্ত্তি। এজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

(হরিভক্তিবিলাস)

হে ভরতবংশাবতংস! যিনি শত-শত পূর্ব্বজন্মে সম্যক্‌রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

সম্পত্তিশালী গৃহস্থগণ বহু ভৃত্যাদি রাখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা শারীরিক কঠোরতা-সহনে অপটু বলিয়া যে ভাড়াটিয়া বা অপরের দ্বারা অর্চ্চন করাইবেন, তাহা নহে। তাঁহারা নিজেরাই স্বহস্তে অর্চ্চন করিবেন। জমিদার, রাজা, সম্রাট্ প্রভৃতি সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণের পক্ষেও নিজহস্তে অর্চ্চন বিধেয়। মহারাজ পৃথু, অম্বরীষ প্রভৃতি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও স্বহস্তে শ্রীহরির মন্দির-মার্জ্জনাদি সেবা করিয়াছেন, শ্রীবৈষ্ণবগণের সেবা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থলীলায় স্বহস্তে শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীতুলসীর অর্চ্চন করিয়াছিলেন, শ্রীশচীদেবী শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী শ্রীসীতাদেবী—সকলেই অর্চ্চন করিয়াছেন। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের পক্ষে কেবলমাত্র বেড়াইয়া বেড়াইবেন বা বিষয়ে মত্ত থাকিবেন অথবা অনভ্যাসবশতঃ ভাড়াটিয়া পাচকের দ্বারা ভগবদ্ভোগ রন্ধন করাইবেন, তাহা নহে। নৈবেদ্যরন্ধনও অর্চ্চনের একটি অঙ্গ। স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসীতাদেবী, শ্রীপার্ব্বতী, শ্রীদ্রৌপদী, শ্রীশচী দেবী, শ্রীমাতা শ্রীলক্ষ্মী-দেবী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবশক্তিগণ সকলেই স্বহস্তে নৈবেদ্য রন্ধন করিয়াছেন। ভাড়াটিয়া পাচক-ব্রাহ্মণ বা ভৃত্যের দ্বারা নৈবেদ্যাদি রন্ধন করান অত্যন্ত অপরাধজনক।

শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ দ্রষ্টা এবং অপর সকলেই তাঁহার দৃশ্য, এইরূপ সেবোন্মুখ বিচারের সহিত শ্রীঅর্চ্চাবতারের সম্মুখীন হইলে শ্রীবিগ্রহ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। শ্রীমূর্ত্তি জাগতিক বস্তুর দ্বারা গঠিত বা জীবের দ্বারা নির্ম্মিত নহেন। জীব ভগবানের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই 'অর্চ্চা-বতার' শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রীঅর্চ্চা অবতীর্ণ হন, সৃষ্ট হন না। ইহা পৌত্তলিক পঞ্চোপাসক ও নির্ব্বিশেষবাদী, পৌত্তলিক আধ্যসমাজী ও বহ্মবাদী, পৌত্তলিক চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদী ও জড়বাদিগণ বুঝিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সত্ত্বগুণের বিকার নহেন, শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ পূর্ণসচ্চিদানন্দ ভগবদ্বস্তু। যাঁহারা মুখে বেদ মানিয়াও শ্রীবিগ্রহকে গোলোকের নিত্য শ্রীভগবদ্রূপের অবতার বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক।

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

(শ্রীচৈঃ চঃ - মধ্য, ৬।১৬৬-১৬৮)

শ্রীভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তি অষ্টপ্রকার। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

(ভাঃ ১১।২৭।১২)

(১) শিলাময়ী, (২) কাষ্ঠময়ী, (৩) লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, (৪) মৃন্ময়ী, (৫) চিত্রপটময়ী, (৬) বালুকাময়ী, (৭) মনোময়ী, (৮) মণিময়ী—শ্রীবিগ্রহ এই অষ্টপ্রকার।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত

(২)

শ্রীরাম-নৃসিংহাদি অবতারে রাক্ষসকুল ও দৈত্যকুলের যে বিনাশ সাধন, তাহা এমন কি হিত-জনক মহৎ কার্য্য! কপিলাদি অবতারে যে সাংখ্যযোগাদি বিবিধ মার্গ প্রদর্শন, তাহাই বা এমন কি গুরুতর! কিংবা বরাহাবতারে প্রলয় জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার-সাধনাদি যে অনুষ্ঠান, তাহাও এমন কি কল্যাণকর বিষয়! (সেসকলকে আমরা বহুমানন করি না, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমদানের নিকট সামান্য মাত্র) আমরা শ্রীভগবানের প্রেমোন্মত্ত পরমভক্তির পথ প্রদর্শক, সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যকেই প্রতি করি॥ ৭॥

নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ

যাঁহার শ্রীমুখকান্তি কোটি-কোটি পূর্ণ-চন্দ্রের শোভা হইতেও সুন্দর, যিনি প্রেমানন্দ-পরোধর স্বরূপ, যাঁহার মুখপদ্মের মধুর হাস্য চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনোহর, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমরা নমস্কার করি॥ ৮॥

একমাত্র যাঁহার পাদ-সরোজে অনন্যভক্তি হইতেই পরম-পুরুষার্থ প্রেম লাভ হয়, তুমি সেই জগন্মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ চৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।৯॥

অহো! রাধাভাবে যিনি কৃষ্ণবিরহ পরম নিগূঢ়রসে নিমগ্ন, যিনি বৃন্দাবনে কনকদণ্ডসদৃশ প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া করযুগল ও চরণযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছেন, অতিসুন্দর তাণ্ডবনৃত্য যাঁহার বরবপু বিচক্ষণ হইয়াছে, 'হরি! হরি!'—এই অনির্ব্বচনীয় শব্দোত্থ হর্ষোন্মাদ ভাব-সম্ভূত প্রেমানন্দ ধ্বনি দ্বারা যিনি অখিল জগতের যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন, সেই পদ্মপলাশ প্রসন্ননয়ন অবতারচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি॥১০॥

সেই আনন্দলীলাময় মূর্ত্তি, কনকনিভ কমনীয় দিব্যকান্তি, অনর্পিত রসোজ্জ্বল প্রেমরসপ্রদানকারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি॥ ১১॥

অহো! যিনি অতস্র-অশ্রুপ্রবাহে কোটি নবঘনবরসম নয়নযুগল ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার প্রেমসম্পত্তি কোটি পরমপদ বা বৈকুণ্ঠের পরমসম্পদ সামান্য প্রতীত করাইতেছে, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যেন কোটি কোটি অমৃতসিন্ধু উদ্গীরণ করিতেছেন, যিনি (লোক সন্ন্যাসিকে তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া অজ্ঞাত-সুকৃতিফলে কৃষ্ণভক্তিলাভ করিবে বলিয়া কৃপাপূর্ব্বক) জগদ্রামে সন্ন্যাস বেশ ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরহরিকে আমি বন্দনা করি॥ ১২॥

আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ

যাঁহার শ্রীবাহুদ্বয় ভগবানের ন্যায় উন্নত, যাঁহার বক্ষঃস্থল [illegible] মধুর মন্দহাস্যে [illegible], যিনি (প্রেম-রসময় বিগ্রহ [illegible] ভাগবত [illegible]) [illegible] আকার প্রভৃতি [illegible] বিশিষ্ট, যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি বিকসিত-কনক কমলের কিরণ হইতেও রমণীয়, সেই বারানারী-নীতি-তত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর তোমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ১৩॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

——:০:(*):০:——

তৃতীয় দিবস—গত ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার শ্রীগাদ্দবধাম পরিক্রমা করা হইয়াছে। ভক্তগণ মঙ্গলারাত্রিকের পর গাদিগাছা ও মাজদা গঞ্জ হইয়া সুবর্ণবিহার পরিক্রমায় গমন করেন। এই স্থানে সত্যযুগে সুবুদ্ধি রায় নামে এক নৃপতি ছিলেন [illegible] নারদের কৃপায় তাঁহার হৃদয়ে বিষয় [illegible] ও কৃষ্ণসেবার স্পৃহা উদিত হয়। [illegible] গৌর-লীলায় গৌরপার্ষদ বুদ্ধিমন্ত খাঁ-রূপে আবির্ভূত হন। পরিক্রমকারী নরনারীগণ সুবর্ণবিহার-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণামাদির পর নৈমিষকানন গমন ও তত্রস্থ দর্শন করিয়া স্বরূপগঞ্জস্থ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের সমাধিকুঞ্জে ফিরিয়া আসেন। এই স্থানটী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ও তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুরাগী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের [illegible] ভজনস্থান। [illegible] নাম শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ। [illegible] শ্রীগৌর নিত্যানন্দ, শ্রীরাধাগোবিন্দ, [illegible] [illegible] নিত্যপূজিত হইতেছেন। [illegible] মহোৎসব হইয়াছিল। [illegible] এখানে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

[illegible] শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া সকলে সেবা-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও [illegible] প্রসাদ-সম্মানাদি কোন বিষয়ে যাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়, সেই ব্যবস্থা করেন। পরিক্রমার প্রথম দিন হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব পরিক্রমায় সমাগত সমস্ত সজ্জন, ভক্তবৃন্দ ও মঠবাসী সকল সেবকের প্রসাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করেন না, ঐ দিবসও সকলের প্রসাদ সম্মানের পর অপরাহ্ন প্রায় [illegible] প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে সমবেত ভক্তগণের [illegible] সভা। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ [illegible] 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' হইতে সুবর্ণবিহার ও নৈমিষকাননের [illegible] পাঠ করেন। [illegible] ক্রমে 'শ্রীশচীনন্দন' [illegible] হইতে [illegible] পাঠ করেন।

——

শ্রীধাম-যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য

[illegible] কোন প্রকার [illegible] বর্জ্জন না [illegible] কৃপা [illegible] শ্রীধাম-[illegible] বর্জ্জন [illegible]

দশবিধ ধামাপরাধ [illegible]—(১) শ্রীধাম-[illegible] (২) [illegible] ও [illegible] (৩) [illegible] (৪) [illegible] (৫) [illegible] (৬) [illegible] (৭) [illegible] বন্দনা জ্ঞান।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০		।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲		৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধ কলম	৮৲			৫৲
এক কলম	১২৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	৫০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রি বিধ সংবাদ

বিভিন্ন দেশে পাটের ব্যবহার

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি তাঁহাদের জানুয়ারী মাসের বুলেটীনে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাট আমদানীর যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন চটকলে ও কলিকাতার বাজারে মোট ৩৩,৭৪,০০০ গাঁট পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের এই সময়ে মোট ৩৭,১৭,০০০ গাঁট পাট আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে মোট ৭,৯৪,০০০ গাঁট পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের এই সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪,১৩,০০০ গাঁট।

আর্জ্জেণ্টাইন সরকারের ব্যবস্থা

একটি বিশেষ ঘোষণা দ্বারা আর্জ্জেণ্টাইন সরকার জানাইয়াছেন যে, দেশে যে সকল পাটের বস্তা ও ক্যানভাস মজুত রহিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে যাহা আমদানী হইবে এবং অক্টোবর মাসে যে সকল মাল আর্জ্জেণ্টাইনে প্রেরিত হইবে, সরকার বর্ত্তমান বৎসরের শস্যের জন্য একচেটিয়াভাবে তাহা বিলি করিবেন। কৃষিদপ্তরের অধীন গঠিত বিভিন্ন কমিটি এই বিলিব্যবস্থার তদারক করিবেন। পুরাতন দর বহাল থাকিলেও এই বস্তা স্থানান্তরের ব্যয় বাবদে প্রতি থলিয়ার জন্য দেড় সেণ্টাভো (আর্জ্জেণ্টাইনের মুদ্রা) অতিরিক্ত দিতে হইবে। আর্জ্জেণ্টাইনে উৎপন্ন শস্য কতক পরিমাণে বিনষ্ট হওয়ায় গত অক্টোবর মাসের মজুত থলিয়াই বর্ত্তমান বৎসরের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

বৃটিশ সমর-পরিষদ

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় যুদ্ধ সম্পর্কে দুইদিনব্যাপী বিতর্ক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই সমর সভার রদবদল করিবার ও উহার বর্ত্তমান আকার হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। নিম্নলিখিতদের লইয়া বর্ত্তমান সমর পরিষদ গঠিত :—প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল, লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব দি কাউন্সিল স্যার জন এণ্ডারসন, লর্ড প্রিভিসিল, মিঃ এটলী, উৎপাদন সচিব—লর্ড বীভারব্রুক, শ্রম সচিব—মিঃ বেভিন, পররাষ্ট্র সচিব—মিঃ ইডেন, দপ্তর বিহীন মন্ত্রী—মিঃ গ্রীণ উড, অর্থ সচিব—স্যার কিংসলী উড এবং মধ্য প্রাচ্যের সচিব—ক্যাপ্টেন অলিভার লিটলটন। প্রধান মন্ত্রী ও দেশরক্ষা সচিবের পদ বিভক্ত করা যাইতে পারে না বলিয়া মিঃ চার্চ্চিল যে মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার কোন দৃঢ় প্রতিবাদ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে এরূপ মনে হয় যে, মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভার লীডার পদের দায়িত্ব ত্যাগ করিবেন। তদুপরি এরূপ অনুমিত হয় যে, সমর পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য হয়তো পদত্যাগ করিবেন। লর্ড বীভারব্রুক হয়তো কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাইবেন। ইহা মন্ত্রিসভায় তাঁহার মর্য্যাদার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অন্যান্য রদবদলের মধ্যে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস কমন্স সভার লীডার এবং ক্যাপ্টেন অলিভার লিটলটন সহকারী দেশরক্ষা সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ এটলী সহকারী প্রধান মন্ত্রী থাকিবেন অথবা ঔপনিবেশিক সচিব নিযুক্ত হইবেন।

করাচী হইতে লোক অপসারণ

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী সুদূর প্রাচ্যের অবস্থায় সিন্ধু সরকার করাচী সহর হইতে ৪৫ মাইল দূরস্থ ঢাটা সহরে করাচী সহরের লোক অপসারণের জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য তথায় করেক শত একর স্থান পাওয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট টাটা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃত্ব ভার নিজেদের হাতে লইয়াছেন আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন।

তাড়াতাড়ি পরীক্ষা শেষ করিবার নির্দ্দেশ

সিন্ধুর শিক্ষামন্ত্রী পীর ইলাহীবক্স করাচীর সমুদয় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার অফিসে আহ্বান করিয়াছেন এবং ছাত্র ছাত্রীরা যাহাতে তাহাদের অভিভাবকদের সহিত করাচী ত্যাগ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে আগামী ৫ই মার্চ্চের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ ও শেষ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ঐ সময়ের মধ্যে বিদায় করিয়া দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টও আদেশ জারী করিয়াছেন।

সিমলায় তুষারপাত

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ৪৮ ঘণ্টাকাল আবহাওয়া খারাপ হইবার পর সিমলায় তুষারপাত হইয়াছে। এই মরশুমে ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার তুষারপাত হইয়া গিয়াছে।

প্রায় অৰ্দ্ধফুট পরিমিত তুষার জমিয়া গিয়াছিল। জাকু শিখর শুভ্র তুষারে ঢাকিয়া রহিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সত্যায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পীযূষ'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সৎ 'মুমুক্ষু' প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৭ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৬ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার { ২৯০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ গোবিন্দ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫।

শ্রীগৌরধাম ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(২)

——:০:)*(:০:——

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরধাম শ্রীনবদ্বীপকে নবধা ভক্তির পীঠ এবং কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদিকে সেই নবধা ভক্তির সেবা-প্রতীক্ষাকারী কিঙ্কররূপে বর্ণন করিয়াছেন। যাহারা বহির্ম্মুখ, তাহাদিগকে শাস্ত্র দুষ্টমতি প্রদান করিয়া থাকেন, আবার শিষ্টজনকে কৃষ্ণমতি দান করেন। শাস্ত্র পড়িয়াও অনেকে শ্রীগৌরধামের প্রতি বিশ্বাসী বা শ্রদ্ধালু হইতে পারেন না,—

"নবদ্বীপে নবধা ভক্তির অধিষ্ঠান।
ভক্তিকে সেবয়ে সদা কর্ম্ম আর জ্ঞান॥
বহির্ম্মুখ জনে শাস্ত্র দেয় দুষ্টমতি।
শিষ্টজনে সেই শাস্ত্র দেয় কৃষ্ণরতি॥
(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরধাম ও ব্রজধামে কি লীলা-বৈচিত্র্য দর্শন করিতেন, তাহাও তাঁহার কৃপায় তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—নবদ্বীপ-মণ্ডল, ব্রজ-মণ্ডল এবং গোলোক—একই অখণ্ড তত্ত্ব, কেবল প্রেমবৈচিত্ত্যগত অনন্ত ভাব-বিশেষে উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন।"—(ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে গোলোকের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠরূপ ব্রজ এবং নবদ্বীপধামের স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম সার।
শ্রীবিরজা-ব্রহ্মধাম-আদি হ'য়ে পার॥
বৈকুণ্ঠোপর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলোক।
তদন্তে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক॥
সেই লোক দুইভাবে হয় ত' প্রকাশ।
মাধুর্য্য ঔদার্য্য ভেদে রসের বিকাশ॥
মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পূর্ণরূপে অবস্থিত।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পূর্ণরূপেতে বিহিত॥
তথাপি যে প্রকাশে মাধুর্য্য প্রধান।
বৃন্দাবন বলি' তাহা জানে ভাগ্যবান্॥
যে প্রকাশে ঔদার্য্য প্রধান নিত্য হয়।
সেই নবদ্বীপধাম সর্ব্ববেদে কয়॥
বৃন্দাবনে নবদ্বীপে নাহি কিছু ভেদ।
রসের প্রকাশ ভেদে করয় প্রভেদ॥
(শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৪র্থ অঃ)

জৈবধর্ম্মে শ্রীল ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"'গোলোক', 'বৃন্দাবন' ও 'শ্বেতদ্বীপ'—এই তিনটি পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয় (স্বীয় স্বরূপশক্তিসহ) লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয়-লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট। গোলোক, বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই। শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ।"

শ্রীনবদ্বীপ ঔদার্য্যময় ধাম কেন? তৎসম্বন্ধে ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংস হয়॥
অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥
তা'র সাক্ষী জগাই মাধাই—দুই ভাই।
অপরাধ করি' পাইল চৈতন্য-নিতাই॥
—(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য)

শ্রীগৌরধাম দর্শন করিবার চক্ষু যাঁহার কৃপায় লাভ করিতে হয়, তাহাও নদীয়াপ্রকাশ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। গৌরধামের কৃপা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা লাভ করিতে হইবে। গৌরধামে নিত্য-বসতির সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহিলে শ্রীভক্তিবিনোদের পাদপদ্মধূলির সম্বল হইতে হইবে। দেহ অযুক্ত থাকিতে—মাংসদর্শন থাকিতে, ধামবুদ্ধি বা ধাম-দর্শন হয় না। নামরূপই ধামের স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন—এই কথাই ঠাকুর পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"যতদিন না ছাড়িবে প্রভুর ইচ্ছায়।
মায়িক শরীর, ততদিন তো তোমায়॥
না স্ফুরিবে পূর্ণরূপে এ ধামের ভাব।
তব বুদ্ধি না ছাড়িবে জাতীয় স্বভাব॥
ভাগবতী তনু পা'বে প্রভুর ইচ্ছায়।
অব্যাহত গতি তব হইবে হেথায়॥
জড়মায়াজাল আবরণ যা'বে দূরে।
অসীম আনন্দ পা'বে এই নিত্যপুরে॥
(শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ)

গৌরধামে কিভাবে হরিভজন হয়, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গের ১০০-১০৮ সংখ্যক পদ্যাবলীতে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তাহার সারমর্ম্ম এই,—সকল আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র গৌরধামে অবস্থানপূর্ব্বক গৌরহরির ভজনই বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের এবং শ্রীগৌরচরণ-প্রাপ্তির উপায়। মহাপ্রভুর কৃপা হইলে এই গৌরধামে মুক্তজন সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা দর্শন করিতে পারেন। শুদ্ধভক্তগণ এই ধামে কৃষ্ণ কৈঙ্কর্য্য-মাধুর্য্যে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিয়া জাগতিক অভাব, পীড়া ও সংসার-যাতনায় ক্লিষ্ট হন না, তাঁহারা 'সচ্চিদানন্দ ও শুদ্ধসত্ত্ব। গৌরধাম—অনন্ত ভেদ, জড় মায়া নাই। যে-পর্য্যন্ত জীবের মায়িক শরীর আছে, সে পর্য্যন্ত আত্মার সংকোচ। ... ও ঠৈকের সহিত শুদ্ধভক্তের ... লোভ না করিয়া সর্ব্বক্ষণ যুগল-ভজন, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ... এবং অসাধু-সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া ভজন করিলে শ্রীধামের কৃপা লাভ হয়।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরধামের কথা বর্ণন করিতে করিতে তন্মধ্যে শ্রীরাধা-কুণ্ডাভিন্ন শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ, স্বানন্দকুঞ্জেশ্বরী, অভীষ্ট স্বানন্দকী সেবা-স্থিতি ও কৈঙ্কর্য্যের কথা বর্ণন করিয়া নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশোদ্যানে অবস্থানপূর্ব্বক ঈশানাথের সেবাই তাঁহার সাধ্য ও সাধন।

শ্রীল ঠাকুর শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণাংশে জাহ্নবী তটে সরস্বতী-সঙ্গমের সন্নিকটে 'ঈশোদ্যান' নামক এক উপবনের কথা তাঁহার শ্রীধাম গ্রন্থাবলীতে জানাইয়াছেন। সেই বনে ঠাকুরের রাধাকুণ্ডের মধ্যাহ্ন-লীলাস্থিতির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

"মায়াপুর-দক্ষিণে জাহ্নবী তটে।
সরস্বতী-সঙ্গম নয় অতীব নিকটে॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার॥
সে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্ন করেন লীলা সহ ভক্তগণ॥
বন-শোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মন।
সে সব স্ফূরুক সদা আমার নয়ন॥
(শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ)

শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুরের শ্রীরাধাকুণ্ড-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইত। তাঁহার নিত্যলীলা-প্রবেশের কালে তাঁহাতে সেই স্বরূপসিদ্ধি সাক্ষাদ্ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল—ইহা

এই শ্রীধামের নিত্যত্ব ও মাহাত্ম্য জানিতে পারিবেন। সর্ব্বত্রই সত্যবিষয়ের দ্বিবিধ প্রচারক—অনুকূল ও প্রতিকূল। ভগবদনুস্থিত পঞ্চরসের রসিক ব্রজবাসিগণই ভগবানের অনুকূল সেবার প্রচারক, আর অঘ, বক পুতনা, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি—কৃষ্ণের প্রতিকূল প্রচারক। শ্রীধামের বিরুদ্ধে এই-সকল অঘ-বক পুতনাদির প্রচার শ্রীধামের মাহাত্ম্যই বিস্তার করিবে, অঘ বক ও পুতনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই, ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়াছে। স্বার্থান্ধ শ্রীধামবিদ্বেষগণও তদ্রূপ নিত্য চিন্ময় ধামের কখনও বিনাশ করিতে পারিবে না, কেন-না উহা বিনাশযোগ্য বস্তুই যে নহে। পরন্তু ব্যতিরেক ভাবে শ্রীধাম-প্রচারের সহায়তাই করিবে।

শ্রীধামবিদ্বেষিগণের গতি ও পরিণাম

বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুরগণ যেরূপ নির্ব্বিশেষ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীধাম-বিদ্বেষিগণ নির্ব্বিশেষ অবস্থা লাভ করিবে, তাহাদের কোনও কথা থাকিবে না। ছন্নাবতারি-শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধকথা ও তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধামের বিরুদ্ধে প্রচারকারী বিদ্বেষিকুল অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, যেহেতু শ্রীগৌরকৃষ্ণ—নিত্য, তাঁহার ধাম-নিত্য, তাঁহার নাম—নিত্য, তাঁহার দাম নিত্য।

যাঁহারা শ্রীভগবানের কামের সেবা করিতেছেন, শ্রীনামের সেবা করিতেছেন, শ্রীধামের সেবা করিতেছেন এবং লীলার সহিত শ্রী-ভূ-লীলাশক্তিত্রয়ের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদিগের চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

———

শ্রীগৌরধাম ও শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর

তারিখ—১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮, শুক্রবার

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং
তং নতোঽস্মি।

উক্তপুরী মথুরার অভিন্না উদারা এই নদীয়া—করুণা (করুণাময়ী)। শ্রীবৃন্দাবন-অভিন্ন এই শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দরের যুগপৎ অপ্রকট-প্রকট প্রকাশ নিত্য। সধাম পার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট প্রকাশ অর্থাৎ লোক-লোচনের গোচরীভূতভাবে প্রকাশটী বদ্ধ-জীবের প্রতি অমন্দোদয়া করুণার নিদর্শন, শুধু বদ্ধজীবের পক্ষেই বা বলি কেন—মুক্তগণের প্রতিও অপার করুণা। এই 'ধাম'

প্রকৃতির বিক্রম বা প্রাকৃত দেশকালপাত্রের দোষ বিলুপ্ত, ক্ষতগ্রস্ত বা পরিভূত হন না। কৃষ্ণলোক মথুরা ও দ্বারকাও এইভাবে নিত্যত্বের ও অপ্রাকৃতত্বের প্রমাণস্বরূপ স্বীয় অধিষ্ঠানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।—

"দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং
সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্॥

(ভাঃ ১১।৩১।২৩-২৪)

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎকে কহিলেন,—"হে মহারাজ! শ্রীহরি দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নিবাস স্থলী ব্যতীত সমগ্র পুরীকে ক্ষণকালের মধ্যে প্লাবিত করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাস্থ নিজ মন্দিরে নিত্যকাল বিরাজমান রহিয়াছেন। উক্ত ভগবদ্‌গৃহের স্মরণমাত্রেই মানবগণের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া পরম-মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

ভগবান্ গৌরকৃষ্ণ নিত্য এস্থানে বিরাজমান আছেন। তিনি ব্রজবাসিগণের অন্তরে-বাহিরে নিত্যপ্রকট দিব্য সচ্চিদানন্দরূপবান্ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমরূপে বিরাজমান। সেই পরমাদ্ভুত চিদ্বিলাসী স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির বলে প্রপঞ্চে চিদ্বিলাসের মাধুর্য্য বিস্তার করিয়াছেন—বিপ্রলম্ভভাববিভাবিত হইয়া নিজেই নিজের ভজন বা সেবারহস্য প্রকাশ করিবার জন্য। এই পরমৌদার্য্যের প্রকাশ যেস্থানে করিলেন, সেই এই ধাম 'নদয়া'—করুণা। নির্গুণ শ্রীগৌরসুন্দর ধামসহ এই প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইয়া এই পৃথিবীকে ধন্য করিলেন। তিনি পৃথিবীর গুণের দ্বারা প্রাকৃত, হেয়, অনুপাদেয়-ধর্ম্মযুক্ত হইয়া যান নাই,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

—'পদ্ম' যেমন জল স্পর্শ করিয়া থাকে, কিন্তু জলদ্বারা মিশ্রভাবযুক্ত না হইয়া—আবৃত না হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু বহির্ম্মুখ বা পরাগ্‌দৃষ্টিসম্পন্ন বদ্ধজীবগণের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যরূপে যে স্থান গোচরীভূত হয়, তাহা চিন্ময়বস্তু বিকৃত, হেয়, জড়প্রতিফলন। তাহাদের নিকট ধাম নিজস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন না মায়া আবরণ বা জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। সেই জালের উপর বিচরণ করিয়াই ভোক্তৃ অভিমানী জীব মনে করিতেছে—'আমরা ধামবাস করিতেছি।' যে সৌভাগ্যবান্ জীবের উপর শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা বর্ষিত হয়, তাঁহার আর ঐ জাল, আবরণ বা বাধা থাকে না, মায়া আবরণ সংবরণ করেন। এই সুদর্শন লাভ হয় একমাত্র শ্রীগুরুদেব বা শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায়—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশচীমাতার কৃপাতে। তখন

ক্ষিতি-অপ্-তেজো-মরুদ্-ব্যোমাদি সন্ধিনী-শক্তির বৈচিত্র্যরূপ প্রকট অনুকূলভাবে গৌরকৃষ্ণ-সেবার পোষক ভাবসম্বন্ধী সেবারূপে মুক্তগণের দ্বারা সেবিত হন। তখন আর এইসকল বস্তু মোহগ্রস্ত করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা বা প্রতারণা করে না। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অমায়ায় কৃপা হইলে তবে "আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"—এই বিচার নিষ্কপট সেবোন্মুখ জীবের হৃদয়ে স্থান পায়।

জড় অহঙ্কার বা দম্ভই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভের পথে বাধা বা অন্তরায়। দম্ভের লেশমাত্র থাকিলে অর্থাৎ তৃণটুকুর যে দম্ভ আছে, ততটুকু পরিমাণ দম্ভ থাকিলেও স্বরূপ-দর্শন, শ্রীনন্দনন্দন বা শ্রীশচীনন্দনের নিত্যের আনুগত্য হয় না। 'পুরুষ বা স্ত্রী'—এইসমস্ত অভিমান থাকিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বা তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ হয় না।

'তৃণাদপি-সুনীচেন'—এই শ্লোকেই শ্রীচৈতন্যদেবের সমস্ত শিক্ষার সার নিহিত আছে। ঐ গুণ বা ধর্ম্মচতুষ্টয় অর্থাৎ সুনীচত্ব, সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্বই জীব স্বরূপের ধর্ম্ম। সহজভাবে এই ধর্ম্ম-চতুষ্টয় যে সৌভাগ্যবান্ জীবে প্রকাশিত, তাঁহারই অপ্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয়ে অপ্রাকৃত গোকুল-মহোৎসব বা নবদ্বীপ-প্রকাশ শ্রীশচীনন্দনের নিত্য নৃত্যকীর্ত্তন-গীত বাদিত্র প্রকটিত হয়। তখনই "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"—এই বাণীর সত্যতা উপলব্ধি হয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীশ্রীযোগপীঠ—শচীর ভবনে সপার্ষদ বিরাজমান আছেন। শ্রীবাস কীর্ত্তন, শ্রীশচীর প্রাঙ্গণে, নিত্যানন্দের নর্ত্তন ও রাঘব-ভবনে মহাপ্রভুর সর্ব্বদা আবির্ভাব আছে,—

"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য, ২।৩৪-৩৫)

শ্রীশচীদেবী ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নদীয়া-বাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের সেবায় আকৃষ্ট শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমায়াপুর হইতে এক পদও কোথাও যান না। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীধাম অভিন্নতত্ত্ব। অপ্রাকৃত ধামের অনুগত হইলেই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ দেখাইবেন। এস্থানের বৃক্ষ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, নর-নারী সকলেই নিত্য-নন্দনন্দন-শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাপুষ্টিকারক। তখন—

"যৎ কিঞ্চিৎ তৃণগুল্মকীটমনুজং গোদ্রুমদ্বীপস্থিতং
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরং।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্ম্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং
সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে"

—এই বিচারে এখানকার তৃণ, বৃক্ষ ও ধূলি জড়বুদ্ধি হইবে না, ইঁহাদের অপ্রাকৃতত্ব বা সেবাত্ব হৃদয়ে সহজভাবে প্রকাশিত হইবে; তখন ব্রহ্মা, উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণেরও বন্দ্য এই যোগমায়াপুরে কল্পপাদপ, তৃণ ও ধূলির নিকট প্রণত ও প্রসন্ন হইয়া আমরা কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে নিজকে অপ্রাকৃত চিদ্‌ধামের শ্রেষ্ঠ সেবা বা নামভজনে আশ্রয়-বিগ্রহ সমাশ্রয়ে নিয়োজিত হব বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত সেবোন্মুখ হইতে থাকিব। শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় জীবের এই সৌভাগ্যের উদয় হয়। নিষ্কপট জীব যে কালে এই গৌরধাম আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পাদপদ্মে একান্ত শরণ ও নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা দীন, হীন, নীচ ও পতিতজ্ঞানে সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে নিরন্তর অকৃত্রিম দৈন্য-উৎকণ্ঠা পূর্ণ হৃদয়ে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন, তৎকালে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। তাঁহার সংসার-বিষয় বাসনা তুচ্ছ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়। তিনিও দেবকী-বসুদেবের বা শ্রীশচী-জগন্নাথের হৃদয়ে শ্রীনারায়ণের নিত্য প্রাকট্য হয়।

———

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

যিনি নবীননীরদমালা-বিলোকনে কৃষ্ণ-উদ্দীপনে উন্মত্ত হন, যিনি নবপুষ্পাঙ্ক-দর্শনে একান্ত আর্ত্ত হইয়া উঠেন এবং যাঁহার গুঞ্জাবলী-দর্শনমাত্রেই তাঁহার শরীর বিকম্পিত হয়, যিনি শ্যামকিশোর-দর্শনে কৃষ্ণভ্রমে চকিত হইয়া চমৎকৃত হইয়া উঠেন এবং এইরূপে যিনি সর্ব্বত্র কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি করিতেছেন, সেই গৌরহরি আমাদিগকে পালন করুন॥ ২৪॥

যিনি কেলির বাহিরে, যিনি সন্ধ্যাকালীন [illegible] বাক্যে নামের ধারণ করেন, [illegible] লজ্জা [illegible], [illegible], নিষ্ঠা, [illegible] ও [illegible] চতুর্দ্দিক [illegible] শ্রীচৈতন্যচন্দ্র [illegible] উদিত হইল॥ ২৫॥

[illegible] কবিতেছেন [illegible] কটিস্থ [illegible] কম্পিত হইতেছে, [illegible] গমনাগমন [illegible] বিস্তার করিতেছেন, [illegible] যাঁহার [illegible] করিলেন॥ ২৬॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥	১।।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	
" সিকি কলম	১৫৲	
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থাবলীর একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব বাক-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। উহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা ও শহরতলীর জনসাধারণের প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে সম্পূর্ণ করা হইতেছে।

কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী এবং ২৪ পরগণায় মোট ১৬৫৩১০ ফুট লম্বা স্লিট ট্রেঞ্চ খনন করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সরকারী দালানসমূহ জনসাধারণের আশ্রয়স্থল হিসাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিবার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ হইলে জনসাধারণকে সাহায্য দান করিবার জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে, এই সপ্তাহের মধ্য হইতে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবে। কলিকাতার বাহিরে এই ব্যবস্থা এই মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। কলিকাতার বাহিরে প্রত্যেক সাহায্য কেন্দ্রে সাত দিনের জন্য আহার্য্য পাওয়া যাইবে—এইরূপ ধরিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট কাজ করিতেছেন। এই কার্য্যে জেলাবোর্ডসমূহের সহযোগিতা পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গলাদেশে সেচ-ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের সেচ শাখার ১৯৩৯-৪০ সালের একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, মধ্য ও পশ্চিম বাঙ্গলার কোন কোন অঞ্চলের বাহিরের সীমানা জরীপের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই জরীপের ফলে যে তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা এরূপ কিছু কার্য্যকরী ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা যাইবে, যাহা বাঙ্গলার উন্নয়ন আইনের উপযোগী এবং লাভজনক হইবে। বর্দ্ধমান, হুগলী এবং হাওড়া জেলার আনুমানিক ৯১৬ বর্গ মাইল জমির সেচ-কার্য্য ও জমির বিধৌত করার প্রস্তাব উক্ত পরিকল্পনার অন্যতম এবং উহার খসড়া তৈরী হইয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে তিনটি সার্কেল, ১১ ডিভিশন এবং ২৮টি সাবডিভিশন লইয়া স্থায়ীভাবে বিভাগটির বিস্তৃত ও নূতন করিয়া সংগঠন করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মূল হিসাবে মোট খরচ হইয়াছে ১৫,০৮০৲ টাকা। রাজস্ব হিসাবে খরচের পরিমাণ ৩৪,১৭,২৪৭৲ টাকা। রাজস্ব হিসাবে মোট পাওয়া গিয়াছে ১৩,৫৯,৫০২৲ টাকা।

দামোদর, ইদেন, নকরেশ্বর, মেদিনীপুর, পালবাঁধ, আমতা এবং কাসিয়ানলা খালের দ্বারা মোট ২,৩৪ ৩৭৭ একর জমির সেচ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

দামোদর ক্যানেল অঞ্চলে ১০৬,০০৫ একর এবং মেদিনীপুর ক্যানেল অঞ্চলে ১১, ০০ একর জমি বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মাদ্রাজের রাজবন্দীগণ

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজের রাজবন্দীদের সম্পর্কে তদন্তের জন্য নিযুক্ত হাইকোর্টের জজ স্যার সিডনী ওয়েডের সুপারিশ অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট আরও পাঁচজন রাজবন্দীকে বিনাসর্ত্তে মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আরও চারজন রাজবন্দীকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। আরও কুড়িজনকে, তন্মধ্যে কয়েকজন ছাত্রও আছে, কতকগুলি সর্ত্তসাপেক্ষভাবে মুক্তি দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট দুইশত রাজবন্দীর মুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন। অপর রাজবন্দীগণ আটকই থাকিবেন।

মাদ্রাজে ছুটি সঙ্কোচ

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা হিসাবে মাদ্রাজ সরকার গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে সরকারী ছুটির দিন নিম্নোক্তরূপ হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন:—

পোঙ্গল, সূর্য্য-গ্রহণ, ইষ্টার মাণ্ডে, ব্যাঙ্কের অর্দ্ধবার্ষিক হিসাব দিবস (১লা জুলাই), খৃষ্টপর্ব্ব (২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর), সনৎটের জন্মদিন, শ্রীরাম-নবমী, মার্চের শেষ শনিবারের আগের শনিবার, এম্পায়ার-ডে, চন্দ্র-গ্রহণ, মহরম ও খৃষ্টের পুনরুত্থান দিবস প্রভৃতির সরকারী ছুটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গলার বর্ত্তমান বন্দী সংখ্যা

গত সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক বলেন যে, রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা রক্ষার্থ আটক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী জানান যে, গত জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় বন্দীদের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

১। সন্ত্রাসবাদী বন্দী ৬০

২। ভারতরক্ষা আইনে দণ্ডিত বন্দী ১১

৩। ভারতরক্ষা আইনের ২১ (১) ধারা অনুসারে যাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে—

(১) নিরাপত্তা রক্ষার্থ আটক বন্দী—

(ক) সাধারণ ২৯৫

বিশেষ ১,১০৫

(খ) অন্যভাবে গতিরোধ নিয়ন্ত্রিত ২,০২১

প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় কোন আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দী নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'গীতগোবিন্দ'র মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীজয়দেব সরস্বতী গৌরাবির্ভাবের আগমনী এইরূপ গান করিয়াছেন,—

'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং
রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥'

'হে রাধে, নভোমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, বনভূমিও তমালতরু-নিকরে কৃষ্ণবর্ণ, নিশাভাগে শ্রীকৃষ্ণ ভীরু, একাকী গমনে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তুমি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে যাও।—নন্দের এইরূপ আদেশে বৃষভানুনন্দিনী হরির সহিত মিলিতা হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই রাধামাধব-মিলিতযুগলের যমুনাকূলে বিরল-কেলি জয়যুক্ত হউন।'

পূজারী গোস্বামী উক্ত শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সকল কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মহানুভব বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে শ্রীজয়দেব-সরস্বতী এই শ্রীগৌরচন্দ্রিকা যেভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীধাম মায়াপুরের মহাযোগপীঠের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধামাধব ও অন্য প্রকোষ্ঠে রাধামাধবমিলিত তনু গৌরসুন্দরের প্রকট লক্ষিত হয়। পারমার্থিক আকাশ নানা মতবাদরূপ নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে বৃন্দাবিপিনের তরুনিকরের মাধুর্য্যময়ী সুষমা নানাপ্রকার আবরণে লোকলোচনে অন্ধকারময় প্রতিভাত হইয়াছে। দ্বাপরের নিশাভাগে অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া 'মামেকং শরণং ব্রজ', 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ' প্রভৃতি যে সকল সাক্ষাৎ বাণী নিজ উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, নাস্তিকতার নিশা ও মেঘ প্রবল হইলে জীবকুল স্বরাট্-পুরুষোত্তমের সেইসকল বাণীকে অসুর-বুদ্ধিজাত দম্ভময়ী বিচার করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে, সুতরাং এ সময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে গমন করিলে কেহ তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে না।

লোকলোচনে শ্রীকৃষ্ণের এই ভীরুতা-প্রতীতিকে প্রশমিত করিবার জন্য বৃষভানু-নন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলিত হইয়া আবির্ভাব আবশ্যক। সুতরাং 'গৃহং প্রাপয়' অর্থাৎ গৌরগৃহ, মহাযোগপীঠ, 'প্রাপয়'। গৌরগৃহ মহাযোগপীঠে রাধামাধবমিলিত তনু হইয়া গমন কর, নন্দগৃহে বা পুনরায় [illegible] গৃহে গমন কর। নন্দের অপর নাম—বসুদেব, যদিও আমরা ভাগবতে [illegible] বিশেষ বসুদেব নহে, [illegible] পারিকটা ঐশ্বর্য্যভাগের বিচার দর্শিত হয়, তথাপি বিশুদ্ধসত্ত্বই বসুদেবের অভিধান। রাধামাধবমিলিত-তনুর আবির্ভাবের অধি-বাসোৎসব সর্ব্বত্র [illegible] হউক, অন্য

সমস্ত চিন্তাস্রোত সংকীর্ত্তনাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া যাউক, কৃষ্ণকামায়, কৃষ্ণনামায় কৃষ্ণধামাগ্নিতে বিশ্বের নিখিল চেতন ইন্ধন হউক। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন আবির্ভূত হইয়া শ্রীবৃন্দার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে শ্রীগঙ্গাদেবী, তৎকূলে রাধামাধবমিলিততনু গৌরের রহঃকেলী যে সংকীর্ত্তন-রাস, তাহা জয়যুক্ত হউক।"

শ্রীগৌরাবির্ভাব

অদ্য ভুবনমঙ্গলময়ী মহাবদান্য শ্রীগৌর-আবির্ভাব তিথি। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে অপ্রাকৃত শ্রীশচীগর্ভসিন্ধু-মধ্যে শ্রীনবদ্বীপসুধাকর শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য আবির্ভাব-লীলা হইয়া থাকে। এই লীলা নিত্য। "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥"—এই চিরপ্রসিদ্ধ বাক্যটীর মধ্যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর ঐতিহাসিক নায়ক-বিশেষ না হইয়াও কৃপা-পূর্ব্বক ইতিহাসকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন। তিনি প্রাপঞ্চিক বস্তু না হইয়াও প্রপঞ্চে উদিত হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃত মহাবদান্য-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি অজ হইয়াও চতুর্দ্দশভুবন মঙ্গলময়ী জন্ম-লীলা প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার লীলা রূপক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার না হইলেও তিনি শুদ্ধভক্তের শুদ্ধসত্ত্বে—চেতনরাজ্যে তাঁহার নিত্য আবির্ভাব লীলা প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রকট করিয়া থাকেন।

শুদ্ধসত্ত্বে যে নিত্য গৌরাবির্ভাব হয়, ইহাকে অবাস্তব নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণ রূপক ব্যাপাররূপে কল্পনা করিয়া বঞ্চিত হয়। এই লীলার রহস্য একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের যে আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই তিনি অতি কৃপাপরবশ হইয়া শচীগর্ভসিন্ধুর মধ্য দিয়া জগতে প্রকট করাইয়াছিলেন। শুদ্ধভক্তই ভগবানকে প্রকট করিতে পারেন। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কৃপায় শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে পাইয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীগৌর, শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকামের আরতি করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই শ্রীগৌরনামের মালিক ও রক্ষক। সদাশিবরূপে তিনিই শ্রীধামের পালক।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও শ্রীগৌরাবির্ভাব লীলা অভিন্ন হইলেও গৌরাবির্ভাব লীলা অধিক ঔদার্য্যময়ী। কারণ, ইহা অনর্থযুক্ত জীবের হৃদয়েও শুদ্ধ সত্ত্বভূমিকার প্রকটিত করিবার সুযোগ প্রদান ও [illegible] প্রদান করেন। অতএব গৌরাবির্ভাব হইলে কৃষ্ণাবির্ভাবের মাধুর্য্য উপলব্ধ হয়, নতুবা কৃষ্ণাবির্ভাবের রহস্য অনুভবের বিষয় হইতে পারে না। যাঁহারা গৌরাবির্ভাবের প্রতি বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণাবির্ভাবের ভজনের অভিনয় করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণাবির্ভাব কখনও কৃপা প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা প্রাকৃতে অভিনিবিষ্ট থাকেন। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে একশ্রেণীর ব্যক্তি উপবাসাদি ব্রতের দ্বারা কৃষ্ণাবির্ভাবের উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু গৌরাবির্ভাবের উপবাস ব্রতাদির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। গুরু বা বৈষ্ণবের আবির্ভাবে উপবাসাদি ব্রত-গ্রহণের সদাচার নাই। শ্রীগৌরাবির্ভাবে সেইরূপ অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিলে শ্রীগৌরসুন্দরকে মাত্র গুরু ও বৈষ্ণব-তত্ত্বে নিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কেবল মাত্র গুরু নহেন। তিনি গুরু ও বৈষ্ণবের নিত্য উপাস্য—'প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু'। 'আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর'।

শ্রীগুরুদেবকে 'মহাপ্রভু' বা 'শক্তিমত্তত্ত্ব' বলা হয় না। তিনি মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ—তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে তুলসী মঞ্জরী প্রদত্ত হয়, কেন না, তিনি মহাপ্রভু, কিন্তু শ্রীগুরুদেব তাঁহার শ্রীহস্তে তুলসী মঞ্জরী গ্রহণ করেন। অতএব গৌরাবির্ভাবকে কৃষ্ণাবির্ভাবের ন্যায় সেবা করিতে হইবে। কেবল গৌরাবির্ভাবই বদ্ধজীবের প্রতি অধিক কৃপাময়, ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

———

শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরজন্ম

(১৬ই মার্চ্চ (১৯৩৮) শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুর-মহাযোগপীঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের হরিকথা)

শ্রীগৌরধাম—অভিন্ন-শ্রীমথুরাধাম। শ্রীগৌরসুন্দর—রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই"—আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি গৌররূপে এই যোগপীঠে আবির্ভূত হ'য়েছেন—'চিরাৎ অনর্পিতচরীম্ উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুং কলৌ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ হরিঃ (গৌরধাম শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে) করুণয়া অবতীর্ণঃ।' মথুরাধামে সকল ভগবত্তত্ত্বের অংশী স্বয়ংরূপ অবতারী ভগবান্ কংস[illegible] লৌহকারাগারে নিক্ষিপ্ত, নিগড়-বদ্ধ বসুদেব ও দেবকীর নিকট চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, এখানে শ্রীগৌর অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ হ'য়েও দ্বিভুজরূপে অভিন্ন-বসুদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্র এবং অভিন্ন-দেবকী শ্রীশচীদেবীর পুত্ররূপে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুমাঝে আবির্ভূত হ'য়েছেন। এইজন্য শ্রীমায়াপুর-নামকে শ্রীমথুরাভিন্নধাম বলা হয়। মথুরা—

"মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং
ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে ॥"

অনন্তকোটি চেতন ও অচেতন-জগৎ-সমূহকে ও চিন্ময় লীলা-পরিকরগণকে মথন করেন যে ধাম, তাহাই মথুরাধাম। মথন করেন কিসের দ্বারা? না—'ব্রহ্মজ্ঞানেন'—সম্বিৎসারভূত-কৃষ্ণজ্ঞানের অথবা 'যেন' হ্লাদিনী-সারভূত-কৃষ্ণপ্রেম্ণা নির্য্যাসেন।

এখানে 'ব্রহ্ম'—ভগবান্, 'ব্রহ্মজ্ঞানেন'—ভগবজ্জ্ঞানেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লছেন—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

অসমোর্দ্ধ চিদ্ঘনানন্দ এক অদ্বিতীয় বস্তুকে তত্ত্ববিদ্গণ 'তত্ত্ব' ব'লে জানেন। সেই তত্ত্ববস্তু দর্শকের দর্শনে তিনপ্রকারে প্রতীত হন। তাঁ'কে কেহ 'ব্রহ্ম', কেহ 'পরমাত্মা', কেহ 'ভগবদ্'রূপে দর্শন ক'রছেন। বস্তুতঃ সেই 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্যবৃত্তিতে—'ব্রহ্ম'-শব্দে লক্ষীভূত যে বস্তু—ব্রহ্মবাচকের লক্ষীভূত যে বাচ্যবস্তু, তাহাই 'ভগবৎ' বা কৃষ্ণশব্দে লক্ষিত—সংজ্ঞিত। 'ব্রহ্মজ্ঞান' ব'লতে কৃষ্ণজ্ঞান। প্রেমের নির্য্যাস ও কৃষ্ণজ্ঞান-দ্বারা যে অপ্রাকৃত ধাম অনন্ত কোটি চেতন ও অচেতন জগৎকে মথন করেন, তাহাই মথুরা। 'তৎসারভূতং' সম্বিতের সারভূত কৃষ্ণজ্ঞান এবং হ্লাদিনীর সারভূত কৃষ্ণপ্রেমের নির্য্যাস 'যস্যাং পুর্য্যাং' যে ধামে আছে, 'সা মধুপুরী' অর্থাৎ তাহা মথুরাপুরী।

সেই মধুপুরী পরম মধুরা। "মথুরা মথুরা মধুরা মধুরা"। সেব্য পরব্রহ্ম যেখানে সর্ব্বক্ষণ সেবকের প্রেম-বশীভূত, যেখানে তিনি অবাঙ্মানসগোচর, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষেরও অতীত স্বরাট্ স্বেচ্ছালীলাময় বস্তু হ'য়েও কেবলমাত্র অহৈতুকী কৃপাশক্তিতে প্রেমিক, রসিক ভক্তগণের অপ্রাকৃত আনন্দ-বিধানের জন্যই মুখ্যরূপে ও দুষ্কৃতগণের বিনাশাদিরূপ গৌণপ্রয়োজনের জন্য অন্যান্য অবতারগণকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে অবতীর্ণ, যেখানে অঘটনঘটনপটীয়সী লীলাশক্তিকে অবলম্বন ক'রে বিপ্রলম্ভসেবকগণের প্রেমে বশীভূত হ'য়ে স্বয়ংরূপ অবতীর্ণ হন, সেই ধামই মথুরা।

যে স্থানে অজিত হ'য়েও ভগবান্ তাঁ'র প্রেমিক ভক্তের প্রেমাজিত, প্রাকৃত প্রমার অতীত অপ্রমেয় হ'য়েও যে-স্থানে তিনি প্রমেয়, পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয় যে স্থানে বিদ্যমান, 'অণোরণীয়ান্, মহতো মহীয়ান্' বস্তু হ'য়েও যে স্থানে তিনি মাধ্যমিক আকারবিশিষ্ট, যে স্থানে তাঁ'র অনন্ত ঐশ্বর্য্যকে over power ক'রে—মিলন ক'রে দিয়ে অনন্যাপেক্ষ মাধুর্য্যদ্বারা স্বয়ং নরলীলায় বিরাজমান, সেই অধোক্ষজের উদ্ধতন ধামই মথুরাধাম।

তিনি তাঁ'র অসমোর্দ্ধরূপের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যদ্বারা চরাচর জগৎকে বিস্মাপিত করেন,

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥

নবনবায়মানভাবে উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান স্বীয় মদনমোহনাত্মক কামের, ইচ্ছার, বাসনার, বা অভিলাষের পরিপূরণার্থ যিনি অতুলনীয় প্রেমগুণমণ্ডিত পরিকরমণ্ডলীপরিবৃত হ'য়ে অতুল মধুরলীলা-কল্লোলবারিধিস্বরূপে যে স্থানে নিত্য বিরাজমান—যে স্থানে পরিকরগণ পরব্যোমের পরিকরগণের ন্যায় কেবলমাত্র subordinate ন'ন, যাঁ'রা ভজনীয় বস্তুর উপরও সেবা-সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য বিস্তার ক'রে তাঁ'কে প্রেমে বশীভূত ক'রে রাখেন, এমন অসমোর্দ্ধ পরিকরগণ যে স্থানে, যেস্থানে সেবক বা আশ্রয়ই প্রেমে গরীয়ান্ এবং সেব্য বা বিষয় প্রেমে কনীয়ান্, সে স্থানই অপ্রাকৃত শ্রীধাম মথুরা।

মথুরা—'মধুরা', আর অভিন্ন মথুরা এই গৌরধাম—'উদারা'। এই গৌরধাম-পদ্মের মধ্যবর্ত্তী কর্ণিকারূপ অন্তর্দ্বীপাভ্যন্তরে মহাযোগপীঠে সেই স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্য ঔদার্য্য-স্বভাবক্রমে নিত্যসুখবোধতনু অজ হ'য়েও জন্মলীলা আবিষ্কার করেন যে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে, আমরা সেই মহাবদান্যা তিথিশ্রেষ্ঠাকে বন্দনা করি।

গৌরের জন্ম প্রাকৃত মর্ত্ত্যজীবের জন্মের ন্যায় নহে। যেমন সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হ'লেও পূর্ব্বদিক্ কিছু সূর্য্যের জননী নয়, যখন সূর্য্য লোকলোচনের গোচরীভূত হন, তখন যেদিকে সূর্য্যকে দর্শন করা যায়, সেই দিক্‌কেই জননী বল্‌লেও যেমন বস্তুতঃ তাহা নহে, তদ্রূপ স্বয়ং প্রকাশমান স্বরাট্ পরব্রহ্ম শ্রীগৌরকৃষ্ণের অপ্রাকৃত জন্মলীলায় কোন প্রাকৃতত্ব আরোপিত হ'তে পারে না। তিনি অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে শ্বেতবরাহকল্পে, যে দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ অবতীর্ণ, ঠিক সেই দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলিযুগে পরম ঔদার্য্যবিগ্রহ-রূপে অবতীর্ণ। প্রতি অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে শ্বেতবরাহকল্পের দ্বাপর ও কলিতে স্বয়ংরূপ ভগবানের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যলীলা নিত্যকাল প্রকাশমান।

"তস্মাবাচ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ"

শ্রীশচীদেবীর গর্ভসিন্ধুমধ্যে গৌরচন্দ্র আবির্ভূত। সেই শচীগর্ভ প্রাকৃত জীবের ন্যায় বহির্মুখ জীবের পরস্পর কামজগম্বন্ধযুক্ত নহে, তাহাতে "ন ভাবানাদেব ধাতুসম্বন্ধঃ।" পূর্ব্বদিক্ যেমন সূর্য্যের জননী নহে, সেইরূপ কোন বহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন মন ও দেহের অধীন মর্ত্ত্য বদ্ধজীব হ'তে জাত উৎপন্ন জীব-বিশেষ গৌরচন্দ্র নহেন। তিনি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের কোন গবেষণার বস্তু নহেন, তিনি স্বপ্রকাশ, অধোক্ষজ, Absolute Personality, He can not be and is not to be measured and gauged by human senses, এইটিই তাঁ'র স্বরূপ—পরমেশ্বরত্ব। ইতিহাসের কালের মধ্যে আবির্ভূত হ'লেও তিনি কোন প্রাপঞ্চিক কালান্তর্গত বস্তু নহেন। প্রাকৃত দেশকালপাত্র তাঁ'কে মেপে নিতে পারে না। সমগ্র মানব-জাতির জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তিকালে সূর্য্য নিত্য প্রকাশমানাবস্থায় বর্ত্তমান থেকে যেমন জন্ম-মৃত্যুর অধীন ঐতিহাসিক বা রূপক বস্তু হয় না, তদ্রূপ। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যের অস্তিত্ব পূর্ব্বে ছিল না এবং সূর্য্য অস্ত গেলে সূর্য্যের বিনাশ বা মৃত্যু হ'ল ব'ল্লে মহামূর্খতারই পরিচয় দেওয়া হয়, তদ্রূপ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে নিখিল-কারণকারণ—সর্ব্বশেষ কারণ যাঁ'র পাদপদ্মে আবদ্ধ, তাঁ'কে অন্য causeএর effect স্বরূপ বা তাঁ'কে বাস্তব-বস্তুহীন রূপক মনে করা অতীব মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে

'কলি'-শব্দে তর্ক, বিবাদ বা তমঃ-প্রাধান্য। এই কলির জীব প্রত্যেক বিষয়েই তর্ক, বিবাদ বা সংশয় উত্থাপন করে। সূর্য্যের অস্তিত্ববিষয়েও তা'রা নানা সন্দেহ প্রকাশ করে। তা'রা ব্যাপ্য হ'তে ব্যাপকের দিকে অভিযান না ক'রে থা'ক্‌তে পারে না। এমনই একটি অমঙ্গলের যুগ এই কলিযুগ, জীবগণের এমনই একটি মনের গঠন যে যুগে, সেই যুগে নিজ অসমোর্দ্ধ ভক্তিশোভা—যা' কেহ কখনও স্বপ্নেও চিন্তা কর্‌তে পারে নাই, কোন যুগে কোন অবতারই যা' দিতে পারেন নাই, সেই অনর্পিতচরী স্বভক্তি-সম্পদ্ মহাপ্রভু অতি দীন দরিদ্র, কোটি বাধাবিঘ্ন দ্বারা উপদ্রুত, ত্রিতাপজ্বালায় সর্ব্বক্ষণ পীড্যমান জীবের প্রতি অপার করুণার বশবর্ত্তী হ'য়ে বিতরণ কর্‌বার জন্য যে ধামে জন্মলীলা আবিষ্কার ক'রেছিলেন, সেই ধামই এই যোগপীঠ। কোন অচিন্ত্য কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলার কিছু পর হ'তেই এই মহাযোগপীঠ লোক-লোচনের নিকট বহুকাল ধরে গুপ্ত ছিলেন। অতঃপর সাক্ষাৎ গৌরাভিন্ন, পূর্ণ-শুদ্ধ নিত্যমুক্ত, বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সেই ধাম যে মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপায় বর্ত্তমানযুগে ভাগ্যবান্ জীবসমূহের নিকট আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন, সেই মহাজনপ্রবর মহাপুরুষ যে মহা-মহাবদান্য, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?—তিনিই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। তাঁ'র কৃপা ব্যতীত গৌরধাম, আবার গৌরধামের কৃপা ব্যতীত তাঁ'র কৃপা উপলব্ধি করা যায় না। এই ধামের সেবার নিত্য সনাতনভাবে প্রকাশ করবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ক'রে ভাগ্যকুলের জমিদার রাজা প্রমথনাথ রায়, মহানন্দ সেন সেনপুরের জমিদার গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা ক'রেছেন। সেই গৌরপ্রেষ্ঠ নিজজনের অহৈতুকী দয়ার তুলনা নাই। সপ্তসাগর যদি লিখ্‌বার কালি হয় ব্রহ্মাণ্ডের ভূমি যদি লিখ্‌বার কাগজ হয়, আর গৌরী-শঙ্কর শৃঙ্গ যদি কলম হয়, তাহ'লেও তাঁ'র দয়া-সিন্ধুর একটি বিন্দুরও পরিচয় দেওয়া যায় না। বন্ধ্যা যেমন সন্তান স্নেহ কি জিনিষ তা' বু'ঝ্‌তে পারে না, তদ্রূপ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত তাঁ'র কৃপার কথা কা'রও উপলব্ধির বিষয় হয় না। সেই গৌরনিজ-জন ব্রজবাসী শ্রীরাধাভিন্ন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে আমরা নিত্যকাল বন্দনা করি।

এই সেই ধাম, যেখানে কালো এসেছিলেন গৌররূপে তাঁ'র কাল অঙ্গ ঢেকে। তিনি তপ্তকাঞ্চন বর্ণ নিয়ে এসেছিলেন। "শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ বা শ্রীরাধা কর্ত্তৃক আস্বাদ্য আমার যে অদ্ভুত মধুরিমা, তাহা কিরূপ এবং শ্রীরাধা আমার মাধুর্য্য-আস্বাদন হেতু কিপ্রকার সুখ লাভ করেন" এই তিনটী বিষয়ে লোভ হেতু শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শ্রীশচীগর্ভরূপ সমুদ্রে জন্মলীলা আবিষ্কার কর্‌লেন। 'আমার যে প্রেমের বিকার—প্রেমের মূর্ত্তিবিগ্রহ হ্লাদিনীশক্তি, তাঁ'র প্রণয়মহিমা আমার প্রতি কতটা, তা' স্বয়ং সম্বিদ্‌বিগ্রহেরও জান্‌বার দরকার হ'য়েছিল। সম্বিদ্‌বিগ্রহ, যিনি সব জানেন, তাঁ'রও জ্ঞানের অগম্য হ'য়েছিল হ্লাদিনীর প্রেমের গভীরতা। বিষয়বিগ্রহের ভাব বর্ত্তমান থাকাকাল পুরুষাভিমানে তা' বুঝা যায় না অথচ বু'ঝবার জন্য অত্যদ্ভুত লোভও বর্ত্তমান তাই মাধুর্য্যময় স্বয়ং বিষয় বিগ্রহের আশ্রয়-বিগ্রহের ভাব বিভাবিত এই পরম দাম্য-লীলা। কৃষ্ণ নিজের যে মাধুর্য্য দর্শন ক'রে নিজেই চপল চঞ্চল হ'য়ে পড়ছেন এবং ব'লছেন—

> অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
> স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
> অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
> সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥
>
> —ললিতমাধব, ৮ম অঃ, ২৮শ শ্লোক

[কৃষ্ণ কহিলেন—অহো এই অদ্ভুত মাধুর্য্য-চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্ব্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইঁহাকে দৃষ্টি ক'রিয়া আমি লুব্ধচিত্ত দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি

মদনকে মোহিত ক'রেও যিনি নিজ মাধুর্য্যে নিজেই অভিলাষায় চপল-চঞ্চল হ'য়ে পড়েন, যে মাধুর্য্য আস্বাদন ক'রে হ্লাদিনী-শক্তি কত সুখ পান, সেই মাধুর্য্য কিরূপ এবং হ্লাদিনীশক্তির সম্বিদ্‌ [illegible] অনুভব কিরূপ—অর্থাৎ কৃষ্ণ [illegible] অনুভব ক'রে কতটা সুখ পান, তা' জান্‌বার জন্য প্রয়োজন অর্থাৎ সাক্ষাৎ [illegible] জানবার অভাব হ'য়েছিল। [illegible] কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন ক'রে [illegible] কতটা সুখ পান [illegible] তাঁ'র লীলাবেশে [illegible] হ'য়েছিল। [illegible] আশ্রয়ের 'ভাব' অর্থাৎ চিত্ত [illegible] অর্থাৎ রূপ ধারণ [illegible] ক'রে— আশ্রয়ের ভক্তিশিক্ষালয় [illegible] প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অপরোক্ষাতীত অধোক্ষজ অতীত অপ্রাকৃতের বিশ্রম্ভ দাস্য সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের সেবা মাধুর্য্যের প্রকটনার্থ এই শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে গৌররূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। * * *

আজ পরম শুভ মহাবদান্য পরমপাবন শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরকে সর্ব্বান্তঃকরণে বন্দন করি। আর শ্রীগৌরসুন্দরের সেই নিত্য-সিদ্ধ নিজ-জন—শ্রীজগন্নাথ ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর সরস্বতী প্রভুত্রয়ের পাদপদ্ম স্মরণ ক'রে তাঁ'দের বাণীতে, কীর্ত্তিত শিক্ষা-উপদেশের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ মুখে তাঁ'দের পদ সংলগ্ন ধূলিরূপে নিজেদের স্বরূপকে জেনে, তাঁ'দের পদরেণু মস্তকে বহন ক'রে এই পার্থিব জগতে অবস্থানের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন তাঁ'দের মনোহভীষ্ট সেবায়ই এ নিরুপা জীবনকে আহুতি দিতে পারি, তাঁ'দের শ্রীপাদপদ্ম-সেবাই যেন জন্ম জন্ম আমাদের একমাত্র কাম্য হয়, ইহাই আজকার শুভদিনে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হউক।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-স্মরণ-মঙ্গল

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ]

১৪০৭ শকাব্দায় গৌড়দেশে ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে জড়শশধর রাহুগ্রস্ত হইলে হরিনাম ধ্বনি বিস্তৃত হয়। নাগর নগরাধিকবে [illegible] নামক পল্লীতে শচীদেবীর গর্ভ হইতে চিন্ময় গৌরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই চিচ্ছক্তি দ্বারা সেবিত স্বরূপ জগন্নাথমিশ্র পুত্রকে আমি স্মরণ করি॥ ১॥

নবখণ্ড শোভিত গৌড়রাজ্যে নামকরণ-কালে আবদ্ধ থাকিয়া যাহার 'বিশ্বম্ভর', 'হরি', [illegible] ইত্যাদি বহু বহু নব লীলা করে হইয়াছিল, সেই কলিপাবন গৌরচন্দ্রকে [illegible] স্মরণ করি॥ ২॥

[illegible] যাঁর [illegible] কান্তি অঙ্গীকার-পূর্ব্বক সুবর্ণ-শরীর যে গৌরবর্ণ তাঁর জগন্নাথমিশ্রের [illegible] নারীদিগের সুখ-সম্পদ [illegible] করিয়াছিলেন, যিনি [illegible] করিয়াছিলেন, সেই [illegible] বিশিষ্ট [illegible] বন্দনা করি॥

[illegible]

[illegible] সাক্ষাৎ [illegible] মূর্ত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিলেন, জননী

"শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত শুদ্ধ-বেদমত।
সব ত্যজি' গৌরপদাশ্রয় যা'তে রত॥
সেই শুদ্ধ হরিকথা যাঁহার কৃপায়।
প্রকাশ হইল ভবে, সবে গুণ গায়॥"
('প্রমেয়রত্নাবলী'র মঙ্গলাচরণ)

অন্যত্র—

"শ্রীভক্তিবিনোদ-পদ, যা'তে নাশে ভোগি-মদ,
শুদ্ধভক্তি যা' হ'তে প্রচার।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আদি, মধ্য ও অন্ত্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীরূপানুগ-কৃপা-বৈশিষ্ট্যের কথাই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীগৌরাঙ্গ'-শীর্ষক স্ব-রচিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃত শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চকদলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ভক্তির নামে অন্য কোন বস্তু শিখিতে হইবে না।" (শ্রীসঃ তোঃ - ১৮।৪)

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ নীরবতা ও নির্জ্জনতাকে 'প্রাকৃত ধর্ম্ম' বলিয়াছেন এবং শ্রীহরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনকেই একমাত্র 'অপ্রাকৃত ধর্ম্ম' বলিয়া জানাইয়াছেন। "অনর্থের মলসমূহ উদরে পূর্ণ রাখিয়া নিগমন-পন্থা রোধকরত জীবের নীরব ও নির্জ্জন হইবার সামর্থ্য নাই। অজ্ঞানেরই গরিমা ভীম ভট্টাদি কাম্মিগণের আড়ম্বর-ফলে বৈরাগ্যের প্রতিভা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভক্তি-বিরোধী জীব রব রহিত মূকধর্ম্ম এবং জন-রহিত নির্জ্জন কারাবাস স্বীকার করিয়া কৃষ্ণ-ভক্ত হইল—কিরূপে মনে করিবে? নীরব ও নির্জ্জন অবস্থা কর্ম্মফলাধীন জীবের আকাশ-কুসুম বা শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। ভক্তগণ প্রাকৃত নিঃসঙ্গ বা প্রাকৃত মূকধর্ম্মকে ভক্তির বিরোধী জানেন। তাদৃশ নীরবতা ও নির্জ্জনতা ধর্ম্মদ্বয় কখনই ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র পাঠক। ইষ্টগোষ্ঠীর কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক। ভাগবত-শ্রবণসভার কথা আপনাদের অবিদিত নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সাধনের পরম পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীগৌরহরি ও শ্রীমদ্ভাগবতগণ নিরন্তর জগৎকে উপদেশ দিতেছেন। নীরবতা ও নির্জ্জনতা—উভয়ই প্রাকৃতধর্ম্ম। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ নীরব অনুশীলনের প্রতিপক্ষে কীর্ত্তন বিষয়ে লিখিয়াছেন,—'নামকীর্ত্তনঞ্চেদং উচ্চৈরেব প্রশস্তম্। নামাক্ষরমন্ত্র হতরূপঃ পঠন্ ইত্যাদৌ। * * * যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তি-সংযোগেনৈবেত্যুক্তম্।' হরিকথা-কীর্ত্তন যেখানে নাই—হরিকথা প্রচার যেখানে নাই, সেইখানেই কৃত্রিম ধ্যানাদির কথা প্রবল। যেখানে কীর্ত্তন নাই—শ্রবণ নাই, পক্ষান্তরে ফল্গু-বৈরাগ্যের কথা বঞ্চিত-সমাজকে প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানে অপ্রাকৃত যুক্তবৈরাগ্য নাই।"

(শ্রীসঃ তোঃ - ১৮।৪)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে এত বিচারের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কেবল শ্রীরূপ শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীকবিরাজ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভৃতি গুরুবর্গের শ্রীরূপানুগ বিচারধারার প্রতিকূল মতবাদ নিরাস করিবার জন্যই, কেবল সাংখ্যযোগ-প্রচার তাঁহার আদৌ উদ্দেশ্য নহে। এইজন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম শিক্ষা দিয়াছেন,—

"নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথি-পূজা-বাসরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যে ছত্রিশটি 'রূপানুগবৈশিষ্ট্যে'র কথা শ্রৌতবাণীর অনুসরণে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা হইতেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ের চরম অভীষ্টসমূহ উপলব্ধির বিষয় হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বেদশাস্ত্র 'শব্দ' ও 'ক্রিয়া'—এই দুইটী অভিধেয়ের কথা বলিয়াছেন। এই জগতের শব্দ ও ক্রিয়ার মধ্যে ব্যবধান অথবা ছিদ্র আছে, কিন্তু কৃষ্ণপর শব্দ—সমগ্রই (অপ্রাকৃত) শব্দ ও সমগ্রই (অপ্রাকৃত) ক্রিয়া বা বিলাস। শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট যে সকল ক্রিয়া, তাহা সকলই (অপ্রাকৃত) শব্দদ্বারা নিয়মিত। যেখানে কিয়দংশ শব্দ, তাহাই 'অর্চ্চন', আর যেখানে শব্দ সমগ্র বা পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত, তাহাই 'কীর্ত্তন'। শ্রীনামের বা বৈকুণ্ঠ শব্দের আশ্রয় যখন পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়, তখন তাহাই 'ভজন'। শব্দের বিলাস, বৈষ্ণব যেরূপ উপলব্ধি করেন, অপরে তাহা পারেন না বলিয়াই বৈষ্ণব বড়।"

শ্রীল প্রভুপাদের শেষবাণী ও উপদেশের মধ্যে পাই—"শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছা'ড়্বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ ক'র্ছে না দেখে' নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব, কৃষ্ণকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন ছা'ড়্বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'র্বেন। জগতে শ্রীরূপানুগচিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থা'ক্লেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে।"

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

——:০:(*):০:——

চতুর্থ দিবস—গত ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার মধ্যদ্বীপ-পরিক্রমা হইয়াছে। মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ-ভাষায় 'মাজিদা' গ্রাম বলে। এই স্থানে ব্রহ্মার আদেশে সপ্তর্ষি গৌর ভজন করেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে মাধ্যাহ্নিক শতসূর্য্য-প্রভা-সমন্বিত পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর সপ্তর্ষিকে দর্শন প্রদান করেন। এই স্থানে এখনও 'সপ্তটীলা' সপ্তর্ষির ভজনস্থলী বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণে

শ্রীজহ্নুদ্বীপ

এই স্থান শ্রীবিষ্ণু বন্দন-পীঠ। শ্রীল অক্রূর ঋষি অভিবন্দনের দ্বারা এই স্থানে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবা করেন। বর্ত্তমান বিদ্যানগর, মঙ্গলপুর, রাজ্যধরপুর, রামচান্দপুর, শ্রীরামপুর, জান্নগর এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থানে শ্রীজহ্নুমুনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া তাঁহার তপস্যার সার্থকতা করিয়াছিলেন। জান্নগর ও বিদ্যানগর এই দ্বীপের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।

জান্নগর—জহ্নুদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় জান্নগর বলে। গঙ্গার প্রতি ক্রোধ-বশতঃ জহ্নুমুনি এক গণ্ডূষে সকল জল পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। গঙ্গাদেবীর অদর্শনে ভগীরথের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জহ্নুমুনিকে সেবা করিতে থাকিলে মুনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গার একটি নাম 'জাহ্নবী' হইয়াছে। ভীষ্মদেব মাতামহ জহ্নুর নিকট অবস্থান করিয়া এই স্থলে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বিদ্যানগর—এই স্থান সর্ব্ববিদ্যার পীঠ স্বরূপ। ইহা 'সারদাপীঠ' নামে অভিহিত হয়। এই উপবনেই উপনিষদ্‌গণ দীর্ঘকাল-ব্যাপী শ্রীগৌর সুন্দরের আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্র সভা পরিত্যাগ করিয়া নিজগণ-সঙ্গে শ্রীগৌর-সেবার্থ নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হন এবং তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্থান বিদ্যাপতি শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপঙ্কজ-পরাগের দ্বারা বিভূষিত হওয়ায় এই স্থানকে কেহ-কেহ 'বেদনগর' বা 'ব্যাসপীঠ' বলিয়া থাকেন। এই স্থানে শ্রীল সার্ব্বভৌমের পূজিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বিগ্রহ আছেন। বিদ্যানগরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ

—:০:(*):০:—

(৮)

ইহা দাস্যভক্তির পীঠস্থান। এই স্থানে কপিপতি শ্রীহনূমান্ নিত্যকাল দাস্যভাবে শ্রীরাম-সীতার আরাধনা করেন। ইহাকে দ্বাদশবনের অন্তর্গত 'শ্রীভাণ্ডীর-বন'ও বলা হয়। এই স্থান-দর্শনে ভক্তগণের সেবামোদ বৃদ্ধি পায় বলিয়া বিজ্ঞগণ ইহাকে মোদদ্রুমদ্বীপ বলেন। শ্রীরাম-সীতায় ভগবান্ যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি এই স্থানে একটি মহাবটবৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিয়াছিলেন। মামগাছি-গ্রামনিবাসী এক রাম-উপাসক বিপ্র শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালে দৃঢ়রূপে বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথগৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে ঐ ব্রাহ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র-রূপ দর্শন দান করিয়াছিলেন।

মামগাছি, একডালা, মহৎপুর, বাবলাড়ি প্রভৃতি স্থান মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত। মামগাছি-গ্রামে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাব ভূমিতে 'শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ' প্রতিষ্ঠিত আছেন, তথায় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পূজিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ যথারীতি পূজিত হইতেছেন। এই স্থানে শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয় ও শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের পূজিত 'শ্রীমদনগোপাল'-বিগ্রহ এবং শ্রীশার্ঙ্গমুরারি ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শেষোক্ত বিগ্রহ এখন স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত মহৎপুরে 'পঞ্চবটবৃক্ষ' এবং 'যুধিষ্ঠির বেদী'-নামে এক উচ্চ টিলা বিরাজিত ছিল। পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে যুধিষ্ঠির মহারাজকে তথায় দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীরুদ্রদ্বীপ

—:০:(*):০:—

(৯)

ইহা সখ্যভক্তির পীঠ। অর্জ্জুন সখ্যভক্তি-দ্বারা শ্রীগৌর-কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া এই স্থানে নিত্যকাল অবস্থান করেন। নীললোহিতাদি একাদশ রুদ্র এই স্থানে গৌর ভজন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'রুদ্রদ্বীপ' হইয়াছে।

এই রুদ্রদ্বীপ ইন্দ্রাকপুর, শঙ্করপুর, রুদ্রপাড়া, নিদয়া ও টোটা প্রভৃতি স্থান-সমূহে ব্যাপ্ত ছিল। এই দ্বীপে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা 'শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে'র শ্রীমন্দির বিরাজিত।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

একটি সুপবিত্র জলধারা 'গোমতী'-নদী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

পরিক্রমার যাত্রিগণ প্রথমে 'গণ্ডকী'-নদীর তীরে 'অলকানন্দা'র পূর্ব্বপারে 'হরিহরক্ষেত্র' দর্শন ও পরিক্রম করেন। এই স্থানে গৌরী-সহ শিব গৌরাঙ্গ-ভজন ও জীবের নির্ব্বাণ-সময়ে জীব-কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন। এই স্থান মহা-বারাণসী ধাম। তথা হইতে পরিক্রম-সঙ্ঘ শ্রীনৃসিংহপুর দেবপল্লীতে উপস্থিত হন। এই দেবপল্লীকে সাধারণ ভাষায় 'দেপাড়া' বলা হইয়া থাকে। সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ ও প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এই স্থানে মন্দাকিনী-তটে টীলার উপরে স্ব-স্ব ভজনকুটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কালক্রমে ও ভজনকুটীগুলি লুপ্ত হইলেও এখন ঐ স্থানে বহু ভজনটীলা প্রাচীন নিদর্শনরূপে বিরাজ করিতেছে। এখনও এই স্থানে সূর্য্যটীলা, ব্রহ্মটীলা, ইন্দ্রটীলা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে শ্রীনৃসিংহ-কৃপা প্রাপ্ত জনৈক ভক্তবর এই স্থানে বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীনৃসিংহসেবা প্রকাশ করেন। সেই মন্দিরটি এখনও এই স্থানে বিরাজিত আছে।

হরিহরক্ষেত্র ও শ্রীনৃসিংহপুর-দেবপল্লী—এই উভয় স্থানেই পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণরাগতীর্থ প্রভু 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য'-গ্রন্থ হইতে উক্ত স্থান-দ্বয়ের বিবরণ পাঠ করেন। অতঃপর পরিক্রম-সঙ্ঘ রাউতারা—'মধ্যদ্বীপ শ্রীগৌড়ীয়মঠে' উপস্থিত হন। ঐ দিবস তথায় মহোৎসব ছিল, মধ্যাহ্নে যাত্রিগণ সকলেই তথায় প্রসাদ সম্মান করিয়া অপরাহ্ণে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পঞ্চম দিবস—গত ১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমা হইয়াছিল। এই কুলিয়াই 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট' বলিয়া খ্যাত। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'গোপাল-চাপাল'-নামক শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী বিপ্র ও 'ভাগবত'-বক্তা দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ক্ষমা করেন। এইজন্য ইহাকে 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট' বা দেবানন্দের পাট কুলিয়া বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এই স্থান শ্রীকুলিয়া-পাহাড়পুর-নামেও খ্যাত। সত্যযুগে 'বাসুদেব'-নামক একজন ব্রাহ্মণকুমার বরাহদেবের দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে, ক্রন্দন করিলে শ্রীবরাহদেব পর্ব্বত-সমান উচ্চ শরীরধারী কোল বা বরাহরূপে বাসুদেবকে দর্শন প্রদান করেন। এই স্থানে সত্যযুগে ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান আবির্ভূত হইয়া দন্তাগ্রদ্বারা হিরণ্যাক্ষ-দৈত্যকে বিনাশ করেন॥

ঐ দিবস প্রাতঃকালে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিয়ামকত্বে শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমার জন্য বিচিত্র বস্ত্রাদিতে সজ্জিত সুরম্য শিবিকাভ্যন্তরে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগৌরবিজয়-বিগ্রহ আরূঢ় হইলে পরিক্রম-সঙ্ঘ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত কোলদ্বীপ-পরিক্রমায় যাত্রা করেন। শোভাযাত্রার সর্ব্বাগ্রে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার নামাঙ্কিত পতাকা লইয়া দুইজন শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্ত গমন করিতেছিলেন, তৎপরে দুইজন ভক্ত সম্মার্জ্জনী দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের বিজয়সরণী মার্জ্জনা করিতেছিলেন। তৎপশ্চাতে বিচিত্র সজ্জায় সুসজ্জিত ও চামর-ব্যজনাদিদ্বারা সেবিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিজয়-বিগ্রহ, তৎপরে শত-শত নিশান ও মৃদঙ্গ-করতাল-শিঙ্গা-শঙ্খ ঘণ্টা-কাঁসরের সমবেত-ধ্বনির সহিত সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় ও তৎপরে যাত্রিসঙ্ঘ গমন করিতেছিলেন।

পরিক্রমকারিগণ গঙ্গা পার হইলে পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছা ও পূর্ব্ব নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভু শ্রীগৌরবিজয়বিগ্রহের শিবিকা কুলিয়ার গঙ্গার চড়ায় অবস্থিত পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীরের সম্মুখে নামাইয়া রাখেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তখন তাঁহার প্রাণেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের ভোগ রন্ধন করিতেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে পরিক্রমার যাত্রিগণও শ্রীল বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছাক্রমে পরিক্রম-সঙ্ঘ গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল বাবাজী মহারাজকে চারিবার পরিক্রম করেন। ইতোমধ্যে বাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রাণেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরকে ভোজন করাইয়া তাঁবু খুলিয়া সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘের প্রতি শুভ-দৃষ্টিপাত করিলেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণামান্তর তাঁহার নিকট নির্ব্বিঘ্নে পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবাদি শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট-সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কৃপাশীর্ব্বাদ ও কৃপাদেশ প্রার্থনা করিলে বাবাজী মহারাজ প্রফুল্লবদনে উক্ত সেবাকার্য্যাদি নির্ব্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে বলিয়া অনুমোদন করেন।

অতঃপর তথা হইতে পরিক্রম-শোভাযাত্রা শ্রীগৌরবিজয়বিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া কোলদ্বীপ, কুলিয়া বা বর্ত্তমান সহরনবদ্বীপ পরিক্রমা ও তৎপরে ক্রমে শ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া শ্রীমোদদ্রুমছত্রে উপস্থিত হন, ঐ দিবস শ্রীমোদদ্রুমছত্রে—ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে মহোৎসব ছিল। পরিক্রমকারিগণ মধ্যাহ্নে তথায় প্রসাদ সম্মান করিয়া ঐ দিবসই অপরাহ্ণে শ্রীরুদ্রদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহদর্শন, দণ্ডবৎপ্রণামাদির পর সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই বৎসর পরিক্রমার অধিবাস-উৎসবের দিন ও প্রথম দিন আকাশ যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন ও যেপ্রকার প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল, পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের অসীম কৃপায় সেইপ্রকার দৈব দুর্ব্বিপাক সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া শ্রীগৌরজন্মোৎসবের দিন পর্য্যন্ত অতি নির্ব্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পরিক্রমার ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সকল সেবা-কার্য্য যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছে।

এইবারের পরিক্রমার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি,—একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, পরিক্রমার যাত্রিগণের মধ্যে পুরুষ বা মহিলা কেহই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পূর্ব্বনির্দ্দেশ অনুসারে পরিক্রমায় যানাদি ব্যবহার অর্থাৎ শকটাদি যোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমা করেন নাই, সকলেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে অক্লান্তভাবে প্রফুল্লবদনে ও প্রবল উৎসাহের সহিত পদব্রজে সমস্ত দ্বীপ পরিক্রম করিয়াছেন। আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, পরিক্রমার যাত্রিগণ এ বৎসর পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের অসীম কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের পরম প্রেষ্ঠ নিজ জন, পরমহংস কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের দর্শন এবং বাবাজী মহারাজের প্রাণারাম, হৃদয়ের ধন শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ সহ বাবাজী মহারাজকে পরিক্রম করিবার সৌভাগ্য লাভ করায় এ বৎসরের শ্রীধাম-পরিক্রমা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত হইয়াছে।

গত ১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার শ্রীহরিবাসর-তিথিতে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীবাস-অঙ্গনে সমবেত ভক্তগণ ও পরিক্রমকারী যাত্রিগণের সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিয়া মঠসেবক সুকণ্ঠ গায়কগণের দ্বারা সমস্ত রাত্রি শ্রীশরণাগতি, শ্রীকল্যাণকল্পতরু, প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তিসূচক শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদাবলী কীর্ত্তন করাইয়াছেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং "হরি বল, হরি বল, হরি বল, ভাইরে" "যশোমতীনন্দন ব্রজবর নাগর", নারদমুনি বাজায় বীণা," "গৌরহরি বল, গৌরনিত্যানন্দ বল" প্রভৃতি গীত বিভিন্ন সুরে কীর্ত্তন, আবার মধ্যে মধ্যে মৃদঙ্গ-বাদন ও নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া সংকীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাস অঙ্গনে সংকীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত করত সমস্ত রাত্রি কিভাবে হরিবাসর সম্মান করিতে হয়, তাহার প্রকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অপার কৃপা-বিতরণ ফলে সেইদিবস সমস্ত রাত্রিতে তথায় সমবেত পুরুষ ও মহিলাগণের মধ্যে কেহই নিদ্রা আলস্যে অভিভূত হইয়া শ্রীহরিবাসর তিথিতে কীর্ত্তনশ্রবণ হইতে বঞ্চিত বা শ্রীনাম প্রভু ও শ্রীনামকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিবার দুর্ভাগ্য লাভ করে নাই, সকলেই সংকীর্ত্তনরসে নিমগ্ন হইয়া—তথায় সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাকট্য ও কীর্ত্তন নর্ত্তনবিলাস উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"—এই মহাজন-বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করত নিজকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম-পরিক্রমা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন মঠ হইতে সমাগত সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের নিয়ামকত্বে গত ১৩ই ফাল্গুন তারিখে পরিক্রমা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গত ১৯শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীগৌর জন্মোৎসব পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে দেহরোগ ও ভবরোগ-নিবারক ঔষধ ও পথ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত আত্মমঙ্গলের কথা—শ্রীহরিকথামৃতপান ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

সার-কথা

গৌরকৃষ্ণের শুদ্ধসেবা কিরূপ?

গোবিন্দ কহে—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক্, কিবা নরকে গমন॥
'সেবা' লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥'

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবান্ কিরূপ?

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তা'রে চুলে ধরি' আনে॥

কৃষ্ণ কিসে বশ হন?

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম রস॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ২০শে সংখ্যা, [illegible] প্রকাশিত হয় নাই।

ভ্রম-সংশোধন—গত ২৮৯-শ সংখ্যা [illegible] ১ম পৃষ্ঠা ৪র্থ [illegible] ৭ম-৮ম [illegible] শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-[illegible] হইবে।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়

মর্ত্যবুদ্ধির পরিচায়ক। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আত্মতত্ত্ব বস্তু। তিনি শ্রীভগবানের প্রিয়তম সেবক-ভগবান্।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রভৃতি মহাজনগণ অভক্ত বা সাধারণ লোকের প্রদত্ত তথাকথিত প্রসাদাদি কখনও গ্রহণ করেন নাই। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে, তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র সাত্ত্বিক বস্তু অভক্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, প্রচারিত থাকিলেও তাহা ভগবান গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না। বিমুখ জীব ভোগ্য পবিত্র ও অপবিত্র—উভয় বস্তুই প্রাকৃত। সাত্ত্বিক বস্তু ভগবানে প্রদত্ত হইলে ভক্তগণ তাহার অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে পারেন। তখন সে বস্তু বদ্ধজীব-ভোগ্য নহে, পরন্তু ভগবৎ প্রসাদ-বুদ্ধিতে সম্মাননীয়। অপবিত্র বস্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্ত নর, দেব বা রাক্ষসের ভোগ্য। তাহা প্রাকৃত ও অপবিত্র।"

(পত্রাবলী - ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা)

জরাসন্ধ বিষ্ণুপূজা করিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে মানিত না। বস্তুতঃ শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। জরাসন্ধের প্রদত্ত বস্তুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীভীম বিষ্ণুপ্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করেন নাই। যুধিষ্ঠির, শ্রীঅর্জ্জুন প্রভৃতি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণও জরাসন্ধকে বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীবিগ্রহ প্রত্যেক অধিকারীরই ভজনীয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্ম্মে' বলিয়াছেন,—

"প্রতিমা-পূজা মানব ধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূত চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়-মূর্ত্তির ভাবনা করেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন শুদ্ধচিত্ত জড়-জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখন জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন আকৃত হয়। ভগবৎশ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজন কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময় বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময়-বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিত বুদ্ধিতে চিন্ময়-বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে শ্রীবিগ্রহ প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত মূর্ত্তি পূজার কোন আবশ্যকতা নাই, 'কিন্তু নিত্যসিদ্ধ প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়।" (জৈবধর্ম্ম - ১০ম অঃ)

চৈতন্যচন্দ্রামৃত

[৪]

যিনি নিখিল জীবের হৃদয়স্থিত অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি অকস্মাৎ উন্মূলিত করে, যাহা প্রেমপ্রবাহে প্রেমানন্দরস বারিধিকে নিরবধি উচ্ছ্বলিত করিয়া প্রবৃদ্ধ করিতে থাকে, যাহা ত্রিতাপে নিরন্তর অভিভূত জীবসমূহকে প্রেমামৃত সেচনে অত্যন্ত স্নিগ্ধ করে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের সেই শ্রীঅঙ্গ কৌমুদী তোমাদের হৃদয়ে সতত দীপ্তিলাভ করুন॥ ১৭॥

শ্রীচৈতন্যভক্ত-মহিমা

সুদূর অতীতকালে শ্রেষ্ঠ মুনি ঋষিগণও যে মধুর রসাশ্রিত ভক্তিমার্গে শ্রান্ত হইয়াছেন, সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডলে কাহারও বুদ্ধি যাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, শুকদেবও যাঁহার সন্ধানও অবগত ছিলেন না, অধিক কি, নিজভক্তগণের সকাশেও পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহা উদ্ঘাটিত করেন নাই, সেই উন্নতোজ্জ্বল ভক্তিমার্গে শ্রীগৌরাশ্রয় ভক্তগণ এখন পরমানন্দে বিহার করিতেছেন॥ ১৮॥

যেকাল-পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমকরন্দ ভৃঙ্গ ভক্তরত্ন জনদর্শনের বিষয় না হয়, সেকাল পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচার এবং ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গ তিক্ত বোধ হয় না, সেকাল-পর্য্যন্তই লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদা বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ 'লোকে ও বেদে পারনিষ্ঠিত মতি' পরিত্যক্ত হয় না, সেকাল পর্য্যন্ত বিবিধ বহির্মুখ মার্গে বিচরণশীল শাস্ত্রবিদ অর্থাৎ পাণ্ডিত্যমগ্ন ব্যক্তিগণের স্ব স্ব মতবাদ লইয়া পরস্পর বাদাবিসম্বাদ অবশ্যম্ভাবী॥ ১৯॥

গৌরহরিই যাঁহাদের একমাত্র গতি, তাঁহাদের মধ্যে যে অহৈতুক বৈরাগ্য বা ভগবদানুরক্তি দৃষ্ট হয়, তাদৃশ বৈরাগ্য আর কোথায়। বিষয়বার্ত্তা বা গ্রাম্য-কথাতে নরককুণ্ড নর ন্যায় উদ্বেগই বা কোথায়। সেই বিনয় নম্রতার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যলহরীই বা আর কোথায়। সেরূপ অলৌকিক-প্রভাবই বা আর কোথায়। আর সেইরূপ মহাভাব-ময়ী চমৎকারিণী ভক্তিপদবীরই বা সম্ভব কোথায়॥ ২০॥

বিপুলস্নেহময় শ্রীগৌরসুন্দরের অশ্রুধারা-পূত প্রসন্ন নয়নপদ্ম পরিশোভিত প্রণয়-কাতর শ্রীমুখমণ্ডল যিনি একবারমাত্র অবলোকন করিয়াছেন, তিনি নিত্য নব-নব-অনুরাগোত্থ হর্ষবিষাদাদি ভাববিকারযুক্ত হইয়া অলৌকিকভাবে প্রকাশিত মাধুর্য্যের সমুদ্র-স্বরূপ সেই গৌরহরির শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিতে কখনও বাসনা করেন না॥ ২১॥

সদাশ্রমধর্ম্ম পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শত শত তীর্থ ভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্লভপদ (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনের সন্ধান) জানিতে পারেন না॥ ২২॥

উভয়কূলহীন অমৃতময় সমুদ্র যদি অত্যন্ত অধিকরূপে মন্থন করিয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় পরমোৎকৃষ্ট সারবান্ নিরুপম বস্তুও উত্থিত হয়, তথাপি তাহা রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ মদনগোপালের অর্থাৎ শ্রীগৌর-সুন্দরের চন্দ্র-কিরণপুষ্ট জনগণের নিকট অত্যন্ত কটু বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে॥ ২৩॥

তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমান-শূন্যতা, স্বাভাবিকস্নিগ্ধ কমনীয় মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, কৃষ্ণ-চৈতন্যসম্বন্ধ রহিত বিষয়গন্ধে থুৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্যতা—এইসকল সদ্গুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে॥ ২৪॥

(গৌরপাদপদ্ম-অনাশ্রিত) কোটি-সংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুরুর আশ্রয়গ্রহণই করুক অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট যত কিছুই না ভগবদ্ ভজনমার্গ শিক্ষা করুক, অথবা (আগম-নিগমাদি) কোটি কোটি শ্রুতিশাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক (তাহাতে নিগূঢ় প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই), কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাকটাক্ষ-লব্ধ ব্যক্তিগণে নিশ্চয়ই সদ্য (সেই) নিগূঢ়-প্রেমপ্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২৫॥

পরম বৈরাগ্যই হউক্, শম, দম, ক্ষান্তি-মৈত্র্যাদি অসংখ্য গুণই থাকুক, নিরন্তর ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ঐক্যবিষয়িণী চিন্তাকোটিই বা হৃদয় অধিকার করুক, অথবা বিষ্ণুসম্বন্ধিনী কোটিভক্তিই বর্ত্তমান থাকুক, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-প্রিয় ভক্তগণের পদনখজ্যোতিঃ প্রমোদিত জনসমূহে যে স্বভাবসিদ্ধ গুণাবলী সদা বর্ত্তমান, তাহার কোটি অংশের এক অংশও অন্যত্র অসম্ভব॥ ২৬॥

প্রেমামৃতাস্বাদ-জনিত অসীম আনন্দজালে জড়িত হইয়া বাহ্যস্ফূর্ত্তির অভাবে মুরারিগুপ্ত-প্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ যেন ভূধর ও সাগরাদিও উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, শ্রীবাস-প্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন, এতাদৃশ শ্রীচৈতন্য-নুগ্রহের সেই অদ্বৈত-প্রমুখ (তোমাদের ন্যায় প্রবীণ, পণ্ডিত ও আচার্য্য) কোন্ ভক্তগণই বা উন্মত্ত হয়েন নাই!॥ ২৭॥

এই পৃথিবীমণ্ডলে ভগবৎপাদপদ্মরসে কাহারও যে সম্বন্ধ কোনও প্রকারে হয় নাই, হইতেছে না বা হইবে না, নিজভক্তরূপ পরমৈশ্বর্য্যের সহিত ক্রীড়াশীল গৌরসুন্দরের কৃপা প্রকাশিত হওয়ায় তৎস্বরূপোল্লাসিত নিম্নস্তর ভক্তগণ সেইসকল রসমাধুর্য্য অবগত হইয়াছেন অর্থাৎ যে গূঢ় কৃষ্ণপাদপদ্মরস সম্বন্ধ কাহারও কখনও হয় নাই, হইবে না, বর্ত্তমানেও হইতেছে না, তাহা গৌরপার্ষদ-গণই গৌর কৃপায় নিরন্তর উপভোগ করিতেছেন॥ ২৮॥

নিখিল শ্রুতির শিরোভূষণ উপনিষন্মালার মৃগ্য, নিজপাদপদ্মে অনভিজ্ঞ, মহাপুরুষ-অভিমানী, মুনিশ্রেষ্ঠ এবং দেবোত্তমগণের গর্ব্ববিনাশকারী শচীনন্দনকে যিনি মাদৃশ জনেরও নয়নগোচর করাইয়াছেন, অহো! ইহজগতে ঈদৃশ ভূরিভাগ্যবান্ ব্যক্তি আর কে?॥ ২৯॥

সর্ব্বপ্রকার সাধনরহিত হইয়াও যিনি পরমাশ্চর্য্য বৈভববিশিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সমর্পণ করে, তিনি নিশ্চয়ই পরম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া পরিপূর্ণকাম হন, সন্দেহ নাই॥ ৩০॥

শ্রীচৈতন্য-অভক্ত-নিন্দা

কাহারও অগণিত মহাপুণ্যই থাকুক, আর তিনি শ্রীপ্রভুর প্রতি একান্ত শরণাগতই হউন্, তিনি যদি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আরাধনা না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আমার বুদ্ধি 'অধন্য' অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ-লাভের অযোগ্য বলিয়াই ধারণা করে॥ ৩১॥

নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসক্ত কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-গণকে ধিক্, উৎকট তপস্বিগণকে ধিক্, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বাক্যের উচ্চারণমাত্র করিয়াই মুক্তাভিমানে প্রফুল্লবদন অহং-গ্রহোপাসকগণকেও ধিক্, ইহারা সকলেই ভগবৎসম্বন্ধরহিত বিষয়ভোগে মত্ত। এই-সকল নরপশুগণের জন্য কি শোকই বা করিব? হায়! হায়! তাহাদের মধ্যে কেহই গৌরপাদ-পদ্মমকরন্দের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হইল না!॥ ৩২॥

হে সুধীসমাজ, প্রস্তরখণ্ড অমৃতরসে পরিষিক্ত হইলেও যেমন তাহাতে কখনই অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব হয় না, সারমেয়পুচ্ছ প্রসারিত হইলেও যেমন তাহা কখনই সরলতা-প্রাপ্ত হয় না, বাহুযুগল উত্তোলন করিলেই যেমন কেহ চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে পারে না, অহো! সেইরূপ সর্ব্বসাধন-সম্পন্ন হইলেও কেহই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাব্যতীত প্রেমানন্দলাভের অধিকারী হইতে পারে না॥ ৩৩॥

বিস্তীর্ণ প্রেমরত্নাকরে গৌরবিধু সমুদিত হইয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তিরত্নরাজ সুপ্রকাশিত করিয়াছেন, এরূপ সুযোগেও যে ব্যক্তি দরিদ্রই থাকিয়া গেল, সে নিতান্ত হতভাগ্য, সন্দেহ নাই॥ ৩৪॥

বিস্তীর্ণ প্রেমরত্নাকরে গৌরশশধর সমুদিত হইলেও যে-সকল ব্যক্তি সেই প্রেমার্ণবে অবগাহন না করিল, তাহারা মহা-অনর্থ-সাগরেই নিমগ্ন রহিয়া গেল॥ ৩৫॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উদিত হইয়া মহাভাবপীযূষ-রসসাগর বর্দ্ধন করিলে যে ব্যক্তি দান অর্থাৎ সেই প্রেমামৃত পানে বঞ্চিত, সে যথার্থই-'দীন' অর্থাৎ পরম হতভাগ্য॥ ৩৬॥

নিখিল শাস্ত্রব্যাখ্যাকগণও যদি শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া না জানেন, তবে তাঁহারা আচন্দ্রজগতেই গতাগতি করিয়া থাকেন॥ ৩৭॥

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণ-লীলা

(২)

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে সমানীতা হর্ষশোকাকুলা অজিত-জননী শ্রীশচীদেবী কয়েক দিবস স্বীয় পুত্রকে ভিক্ষা দান করিয়া পালন করিলে পর যিনি মাতৃভক্তি-প্রযুক্ত মাতৃ-আজ্ঞানুসারে শান্তিপুর হইতে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই ভ্রমণ-কুশল সন্ন্যাসিরাজ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ, সুজন হরিদাস, পণ্ডিত দামোদর, পণ্ডিত জগদানন্দ ও মুকুন্দদত্ত—এই পাঁচ জন গৌরাঙ্গের চরণভৃঙ্গ যাঁহার সঙ্গে পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণের প্রিয়মূর্ত্তি গৌরাঙ্গচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥ ৩৮ ॥

যিনি গঙ্গাতটস্থ গ্রামসমূহ ও ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ মহাদেব দেখিয়া উৎকল-দেশে রেমুণা-বনে ক্ষীরচোরা গোপীনাথকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই ভক্তমূর্ত্তি স্বভজন পরায়ণ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৩৯ ॥

একাম্র নামক শিব-বনে লিঙ্গরাজকে প্রণাম করত নিজ-দণ্ড রাখিয়া কপোতেশ্বর শিব-দর্শন-জন্য গমন করিলে নিত্যানন্দ প্রভু সেই অবসরে দণ্ড-ভঙ্গ ভার্গবী তীরে যাঁহার দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণের ভক্ত, কপট মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪০ ॥

কপোতেশ্বর হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দণ্ডভঙ্গের কথা শুনিয়া কপট কোপাবিষ্ট যে প্রভু সেই ভক্তগণকে তথায় ত্যাগ করিয়া একাকী নীলাদ্রিনাথের শ্রীমন্দিরে গমন করত কৃষ্ণরূপ-দর্শনে পরম ভাবাবেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই স্বর্ণকান্তি বিগতদণ্ড গৌরাঙ্গচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪১ ॥

সেই ভাবাবেশ-স্থিতিকালে যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন, সেই পরম-সুকৃতি তাঁহার মায়াবাদ গত স্বাভাবিক সমস্ত অনর্থনাশ করিয়া ফেলিলেন। অনর্থরাশি নাশ হইলে যাঁহার প্রবল কৃপায় সেই সার্ব্বভৌম শুদ্ধবৈষ্ণব হইয়াছিলেন, সেই বেদার্থ-প্রচার-ক্রিয়ার তত্ত্বমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪২ ॥

যিনি শ্রীপুরুষোত্তমে কতকদিন থাকিয়া দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে গমন করেন এবং কূর্ম্মক্ষেত্রে কুষ্ঠ পীড়িত বাসুদেবকে স্পর্শদ্বারা কুষ্ঠ-মুক্ত করিয়া শুদ্ধভক্তি দিয়াছিলেন, যিনি বিদ্যা নগরে অর্থাৎ গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দকে প্রেমসমুদ্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজনসুখকর তীর্থমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৩ ॥

দাক্ষিণাত্য পাদদেশে স্থানে স্থানে সুজন-বর্গের নিকট প্রেমবিস্তার-পূর্ব্বক যিনি রঙ্গ-ক্ষেত্রে চারি মাস ভট্টাদিগের পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন এবং 'শ্রী'-সম্প্রদায়ী ত্রিমল্ল, বেঙ্কট, প্রবোধানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যগণকে পরম কৃপাপূর্ব্বক শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত করিয়াছিলেন সেই বেঙ্কট-পুত্র গোপালভট্ট গোস্বামীর গূঢ়গত সুখনিধিস্বরূপ গৌরমূর্ত্তিকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৪ ॥

যিনি স্বীয় হ্লাদিনী-শক্তি বিস্তারপূর্ব্বক সমস্ত বৌদ্ধ, জৈন, ভজন রহিত তত্ত্ববাদ-দ্বারা আহত এবং মায়াবাদ হ্রদে নিপতিত দুর্ভাগা ব্যক্তিগণকে শুদ্ধভক্তি প্রচারদ্বারা ভজন-কুশল করিয়াছিলেন, সেই বহুমত-হতবুদ্ধি ব্যক্তি-দিগের পাবনস্বরূপ গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দন করি ॥ ৪৫ ॥

দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে কলিমলহর কৃষ্ণা-নন্দ প্রদান করত শুদ্ধভজন-বিষয়ক 'শ্রীব্রহ্ম সংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'—এই দুইগ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক সঙ্গী কালা কৃষ্ণদাসের সহিত আলালনাথের মন্দির পথ দিয়া যিনি নীলাদ্রিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রমোদিত-মতি ভক্তপাল গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৬ ॥

শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া কাশীমিশ্র ব্রাহ্মণের গৃহে শুদ্ধস্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট যে পুরুষ স্বরূপ দামোদর-প্রমুখ স্ব-ভক্তবর্গের সহিত সকল সময়ে সর্ব্ব জীবকে নামানন্দ দিয়াছিলেন, সেই স্বজন-বেষ্টিত প্রফুল্ল-মূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৭ ॥

নীলাদ্রিনাথ রথারূঢ় হইলে বৈষ্ণব-বেষ্টিত যে পুরুষ তাঁহার অগ্রে নৃত্য ও হরিগুণগান করিয়া সকলকে প্রেমে প্লাবিত করিয়াছিলেন এবং গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি উৎকলসেবকদিগকে প্রেমদানদ্বারা শুদ্ধভক্ত করিয়াছিলেন, সেই স্বসুখ-সমুদ্র ভাবমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৮ ॥

যিনি পুরুষোত্তমে কিছু দিন বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন-গমনচ্ছলে পুনরায় গৌড়দেশে গমন করিয়াছিলেন, উৎকলসীমায় উৎকলের ভক্তদিগকে ত্যাগ করিয়া যিনি গৌড়দেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দনকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৯ ॥

রাঘব পণ্ডিতকে পানিহাটিতে, শ্রীবাসকে কুমারহট্টে এবং বাসুদেব দত্তকে কাঞ্চনপল্লীতে দেখিয়া যিনি শান্তিপুরে গিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫০ ॥

শান্তিপুর হইতে যিনি ক্রোশ নবদ্বীপান্তর্গত, কিন্তু গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে গমন করত পরে তন্নিকট বর্ত্তী কুলিয়া নগরে মাধবদাসের বাটীতে যিনি গিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫১ ॥

কুলিয়া-গ্রামে মাধবদাসের বাটী ত পৌঁছিলে বিদ্যা, রূপ, জন্ম, ধন ও জন—এই সকলদ্বারা মনুষ্য যাহা লাভ করিতে পারে না, সেই চৈতন্যপ্রভুর কৃপা কুলিয়া নগরে দৈন্যভাবে যাঁহার ভক্তগণকে পূজা করত দেবানন্দ পণ্ডিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বিমদ পণ্ডিতদিগের শুদ্ধভক্তিমাত্র-দ্বারা লভ্য গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥ ৫২ ॥

শ্রীগৌরধাম-মহিমা

[৩]

শাস্ত্র সব নানাবিধ করুক জল্পনা।
অত্যাত্মক জন তাহা করুক ধারণা ॥
তর্কপটু লঘুমাত্র বিতর্ক করিয়া।
স্বাপুক বিচিত্র মত দেশে দেশে গিয়া ॥
আমরা সে-সব ছাড়ি' উজ্জ্বল, বিমল।
রস প্রেম-সুধা-সার যেখানে সকল ॥
সে- রাধা-ভাবান্বিত পুরুষের স্থান।
ছাড়িয়া কোথাও নাহি করিব প্রস্থান ॥ ৩৭
অপারকরুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচরণে।
পড়িয়া, কাঁদিয়া আমি বলি সকরুণে ॥
'তব অনর্পিত-প্রেমসিন্ধু গৌরবনে।
কোন জন্মে রতি যেন দিও অকিঞ্চনে ॥ ৩৮
চঞ্চল, উন্মাদিত ভাব স্বধর্ম্ম-বিরত।
দুরাচার, গৌরচন্দ্র সম্বন্ধ রহিত ॥
কাল গেলে যথা আসি' অন্তিম হয়।
নাম সেই মায়াপুর রসের নিলয় ॥ ৩৯ ॥
সর্ব্বসুখসার তাহে সুখ স্থানমান।
পাই যেন নবদ্বীপ সেই গৌরস্থান ॥
বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, আশ্চর্য্য, অপার।
মূঢ়বুদ্ধি জন তত্ত্ব না জানে তাহার ॥ ৪০ ॥
ভজে অন্য দেব কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানে রত।
অথবা পশুর ন্যায় ভোগেতে বিব্রত ॥
গঙ্গার পশ্চিমতীরে কোলাটবী-তীরে।
ফেলেন স্বশক্তিক্রমে প্রেম-পারাবারে ॥ ৪১ ॥
লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুক, অর্জ্জুন, উদ্ধব।
প্রকৃত না জানে যাঁ'র অচিন্ত্য বৈভব ॥
আর কি কহিব বৃন্দাবনবাসী জন।
যে রস না পায়, যাহা তথা সংঘটন ॥
সেই শ্রীগোদ্রুম বন অদ্ভুত ব্যাপার।
কবে বা দেখিব পেয়ে রাধা-কৃপা-সার ॥ ৪২
দুর্ব্বাসনা-রজ্জুগত বদ্ধ মম মন।
আকর্ষিয়া নিজ বলে, হে শচীনন্দন ॥
রাধাকুণ্ড শ্রীগোদ্রুম শ্রীবাসের গৃহ।
বিহার-সময়ে তব পাদপদ্মে দেহ ॥ ৪৩ ॥
দাসত্বে হাপ্রয়গণে না পারিনু, নাথ।
গুণমাত্র নাহি মোর, সর্ব্ব দোষোৎপাত ॥
কোথা যাব, কি করিব, গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপা কর, স্বামী ॥ ৪৪ ॥
জাতি, শীল, ধন, বল, জন্ম আদির।
ক্ষয় হউক সকল করুন বিরূপ ॥
ব্যাধি-জীর্ণ কলেবর পড়িক উগ্র ত।
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিত নহ মাত ॥ ৪৫ ॥
প্রকৃতির মধ্যে বা বাহিরে কভু নাই।
নবদ্বীপ-সমান মধুর স্থান নাই ॥
এই ত' সিদ্ধান্ত মোর, তাহার উপর।
সদা নমস্কার করি আমি মনে মনে ॥ ৪৬ ॥
ত্রিপক্ষশোভিত, গঙ্গাজল তরঙ্গিত।
কাঞ্চন-চম্পক বনে, বনোল্লাসিত ॥
রক্তপ্রেম পদ্মাকর বনে সম্যক্ হেরি,
শোভা পায় গব টবী গোপাঙ্গনে হেরি ॥
সুরেন্দ্রবৈভবযুক্ত বা তরঙ্গিণী।
মহাবিষ্ণুপত্নী তাও নিগতিরঙ্গ ॥
ব্রহ্মপুরাদি তীর্থ গণ যা করে।
হেন নবদ্বীপ কে বা অশ্রু না করে ॥ ৪৮ ॥

নবদ্বীপ বাস প্রতি নিত্য যত্নাদর।
তদ্দিন মানুষ স্বচ্ছন্দ ভক্তিহীন ॥
তদ্দিন বৃন্দাবনে প্রেমের দর্শন।
গোবিন্দপদারবিন্দে ভক্তি নাহি হন ॥ ৪৯ ॥
বিচিত্রকোটি-পর্বময়ী বাস-স্বাদিত।
নবজলদশ্যাম দ্যানে সমাহিত।
উচ্চৈঃস্বরে তীর্থে তীর্থে কাকু'ত করিয়া।
গোদ্রুমাদি কিরে ঘুরি প্রেমাবেশ হইয়া ॥ ৫০॥
গৌরপাদাম্বুজ নবশত বনে।
কবে আমি প্রেমপূর্ণ হ'য়ে মনে মনে ॥
প্রতিপদে গদগদ পুলক-উল্লাসে।
'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া লুটিব অনায়াসে ॥ ৫১ ॥
পুণ্যাকর পদধূলি বাস জলময়।
যথা কৃষ্ণ নবদ্বীপে সাক্ষাৎ উদয় ॥
সেই গৌরস্থ [illegible] যত জন।
সুভক্ত বহুগ্য তা'র একমাত্র ধন ॥ ৫২ ॥
চতুর কুটির পর মম চিন্ত [illegible]।
করুক, তাহাতে খেদ নাহিক আমার ॥
স্নেহজ্ঞানে তুষ্ট হ'য়ে নবখণ্ড-বনে।
বসিব সন্ধ্যা আমি বৈরাগ্যের সনে ॥ ৫৩ ॥
ওহে ভাই, সমস্ত সাধন পরিহরি'।
গৌরহুলাশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি ॥
প্রাক্তন বাসনা বশে তোমার হৃদয়।
শরীর, বচন চেষ্টা করিবে নিশ্চয় ॥ ৫৪ ॥
এবং আমি নবদ্বীপ সর্ব্বর বলিয়া।
স্বপচ পল্লীতে নাম ভিক্ষার লাগিয়া ॥
তথাপি স্মরিত লক্ষ উন্নত শরীর।
অত্র [illegible] ইচ্ছা নাহি করি স্থির ॥ ৫৫ ॥
ছেড়া কাঁথা-কৌপীন পরিয়া আমি কবে।
দিবসে কণ-খুদ-ভোজন গৌরবে ॥
নবদ্বীপ বনভাগে নানারূপ কথা।
গাইয়া জীবন মোর কাটাইব তথা ॥ ৫৬ ॥
প্রকৃত তব নব পরব্রহ্ম স্থানমধ্যে।
বেদ বাক্য পর্য্যালোচনা পরপদ বলে ॥
তাহা [illegible]।
নাহি শোভে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন স্থল ॥ ৫৭ ॥
নবদ্বীপবাসী ভক্তগণে যতদিন।
সানন্দ চিত্তে ভাব না হয় প্রবীণ।
তত দিন তত [illegible] ধামে পবিষ্ট।
দিন [illegible] নাহি [illegible] ইষ্ট ॥ ৫৮ ॥
নবদ্বীপে স্থান [illegible] দিন।
সচ্চিদানন্দ বৃক্ষ [illegible] ॥
সেই দিন বাব [illegible] রূপ।
[illegible] ॥ ৫৯ ॥
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥ ৬০ ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কর্ম ধনিবর্ত্ত ॥ ৬২ ॥

জন্য নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যে ছোট হরিদাস-দণ্ডলীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এই উদ্দেশ্যে নহে বা শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে শাসন করেন নাই, আমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই ছোট-হরিদাসের প্রতি তাঁহার শাসনলীলা। জগদ্গুরু প্রদর্শনীর শিক্ষায় বা গৌড়ীয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধাদিতে বিবৃত কোন-কোন প্রাকৃত সহজিয়া মতের প্রতিবাদে শ্রীল ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া যেন কেহ শাস্ত্র ধারণার বশবর্ত্তী না হন যে, শ্রীল প্রভুপাদ বা তদনুগ শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছোট হরিদাসকে অবমাননা করিয়াছেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের দুষ্ট মতকে বিন্দুমাত্রও স্বীকার না করিবার জন্যই ছোট হরিদাসের যে আদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাঁহারা গৌরপার্ষদ শ্রীল ছোট-হরিদাসের চরণে অপরাধ শিক্ষা দেন নাই।

অনেক সময় ভগবান্ লোকশিক্ষাকল্পে কিংবা নিজ লীলাবিলাসের চমৎকারিতার জন্য নিজপার্ষদগণকে প্রাকৃতভাবাপন্ন করিয়া প্রকট করেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল পরমভাগবত জয় বিজয় তাহার উদাহরণ। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৬।২৯ শ্লোকের 'ভাবার্থ-দীপিকা'য় এ বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। মহতের চরণে অপরাধ করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে পরম সিদ্ধগণেরও অধঃপতন হয়, অতএব ব্রহ্মলোক হইতে যে বৈষ্ণবাপরাধের অধিকাভাস জীবের পতন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাধক ভক্তদিগকে এই মহদপরাধ হইতে সাবধান করিবার নিমিত্ত ভগবানের এইপ্রকার লীলা।

শ্রীবল্লভাচার্য্য যখন জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের আনুগত্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্যকে সর্ব্বপ্রকারে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা, শ্রীহরিনামাদির ব্যাখ্যা — কোনটাই শ্রবণ করেন নাই। মহাপ্রভু ভক্তগণের মধ্যে বল্লভাচার্য্য যেন 'হংসমধ্যে বকে'র ন্যায় স্থান করিলেন। তাঁহার [illegible] সিদ্ধান্ত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি গৌর[illegible] স্বীকার করিলেন না। শ্রীবল্লভ [illegible] তাহার প্রতিষ্ঠা এইভাবে [illegible] দেখিয়া অন্তরে [illegible] অনুভব করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার [illegible] হাস্যচ্ছলে বল্লভা[illegible] না করিলেন,— যে ব্যক্তি জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামীকে স্বীকার করেন না, তাহার [illegible]। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য — অহঙ্কারের সংশোধন করিয়া তাহার মঙ্গল বিধান করিবার জন্য শ্রীবল্লভাচার্য্যকে না [illegible] ও তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু বল্লভাচার্য্য যখন স্বয়ং অনুতপ্ত হইয়া প্রভুর শরণাগত হইলেন এবং অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে রত হইলেন, তখন শ্রীবল্লভভট্টের অনুরোধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভের গৃহে নিজভক্তগণের সহিত ভিক্ষা স্বীকার করিলেন।

গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত যখন শ্রীল বল্লভভট্টকে স্বীকার করিলেন, তখন আর বল্লভাচার্য্যকে অপরাধী বলিয়া বিচার করিতে হইবে না। অর্ব্বাচীনক শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীচরণে অপরাধী থাকিলে আচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু নিজ-জনগণের সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের গৃহে (মথুরায় শ্রীবল্লভপুত্র বিঠ্‌ঠলেশ্বরের ভবনে) এক মাস থাকিয়া গোপাল দর্শন করিতে যাইতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাহাকেও শাসন বা শোধন করিতে পারেন, কিন্তু সেই অস্ত্র আমরা প্রয়োগ করিতে গেলে আমাদের অমার্জ্জনীয় ও আত্মপাতক অপরাধ হইবে,— তদ্দ্বারা মহাপ্রভুকেই লঙ্ঘন করা হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল মুকুন্দদত্ত ঠাকুরকে চিজ্জড়সমন্বয়বাদী 'খড় জাঠিয়া বেটা' বলিয়া শাসনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমরা কি 'শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর শুদ্ধভক্ত ও গৌরপার্ষদ নহেন' মনে করিব?—এইরূপ মনে করিয়া মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিব? যে শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের কীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভু আনন্দ নৃত্য করিতেন, যে শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের কীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক শ্রবণ করিয়া শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর অলৌকিক প্রেমবিকার ও মূর্চ্ছা হইয়াছিল, সেই মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ কি 'খড় জাঠিয়া বেটা' বলিয়া কখনও তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন?

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীজগন্নাথদেবের মাড়ুসংযুক্ত বস্ত্রদর্শনে সংশয়লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব স্বপ্নে শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া কি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সখা স্বরূপ দামোদর প্রমুখ অন্তরঙ্গ গৌরজনগণ শ্রীল পুণ্ডরীকের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়াছেন?

শচীমাতাকে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করাইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া কি গৌরপার্ষদগণ শচীমাতাকে বৈষ্ণবাপরাধী মনে করিয়াছিলেন বা কোনপ্রকারে তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন?

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বাউলিয়া বিশ্বাসকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—'যাহারা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিবাদী, তাহারা এইসকল নিগূঢ় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের মর্য্যাদালঙ্ঘন-জনিত অপরাধে 'অধঃপতিত হইয়া' থাকে।' শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বলিতেছেন,—

পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই' মনে আমি কৈলুঁ অনুমান॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি' কৈনু বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ মুকুন্দ॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ডপ্রসাদ আর লোক পাবে কতি॥
(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ১২।৩৯-৪২)

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অবতারিরূপে দর্শন করিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আমরা শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে শ্রীগৌরপার্ষদরূপে বিচার না করিলে বা শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপর দণ্ড চালাইতে গেলে অমঙ্গলের চরম সীমায় উপনীত হইব।

শুনিয়াছি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অন্যান্য শাসনযোগ্য ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অধিক শাসনলীলা প্রদর্শন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের যুবলীলায় একটি আমগ্রহণ উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লোক-শিক্ষাকল্পে শাসন লীলার কথা শুনিয়া কেহ যদি ভ্রমজ্ঞানে তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করে, তবে সেই অপরাধীর পতন অনিবার্য্য। কোন কোন আধ্যক্ষিক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের উপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাক্যদণ্ড-লীলার কথা শুনিয়া ও উহার প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে না পারিয়া অপরাধী পাষণ্ডী হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি কোন-কোন সময় শাসনলীলা প্রকাশ করিতেন. শিষ্যনামধুক্ কোন কোন ব্যক্তির প্রতি সেইরূপ অমায়ায় ব্যবহার করিতেন না বলিয়া কতকগুলি লোক উহার নজির দেখাইয়া পাষণ্ডী ও অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব অতি নিভৃত-জনস্থানে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে সময় সময় কিরূপ সুতীব্র ভাষায় অনেক কথা জানাইতেন! উহা দেখিয়া যদি কেহ মনে করে যে, পূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেব বা শ্রীল প্রভুপাদের অনুমোদিত পথে চলেন নাই, স্বতন্ত্রাচারে চলিয়াছেন, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বৈষ্ণবাপরাধপঙ্কে পতিত হইবে।

ফলকথা, মর্য্যাদা-লঙ্ঘন পরমার্থপথের একটি সর্ব্বপ্রধান কণ্টক। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শাসন দণ্ড বা অমায়ায় কৃপা কাহারও উপর বর্ষিত দেখিয়া সেই ব্যক্তি বিশেষকে হেয়-চক্ষে দর্শন করা কিংবা তাঁহার প্রতি কোনরূপে আধ্যক্ষিক বিচার বা তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা আত্মমঙ্গলকামীর কর্ত্তব্য নহে। এই অপরাধের বীজ কোনও-রূপে কাহারও মধ্যে যেন প্রবেশ না করে। আত্ম-শোধনের দিকে দৃষ্টি না গেলেই পরের প্রতি শাসন চালাইবার দুষ্প্রবৃত্তির উদয় হয়।

যতই অপরাধ ও অনর্থ আমাদিগকে গ্রাস করিতে থাকিবে, যতই আমরা ভজনরাজ্য হইতে পতিত হইতে থাকিব, ততই মনে করিব—পৃথিবীতে কোনও বৈষ্ণব নাই, আর যতই ভজন উন্নত হইবে, যতই অনর্থ হইতে মুক্ত হইতে থাকিব, ততই এই দর্শন ও অনুভব হইতে থাকিবে—'আমি ব্যতীত সকলেই বৈষ্ণব, সকলেই হরিভজন করিতে-ছেন, কেবল আমিই হরিভজন করিতেছি না; সকলেই শিক্ষাগুরুরূপে আমার নিকট তাঁহাদের ভজন বা সেবাদর্শ প্রকট করিতে-ছেন, কিন্তু আমি সেবাবিমুখ ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধী বলিয়া তাহা দর্শন বা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।' পতনোন্মুখ ব্যক্তি জগতে কোন আদর্শ বৈষ্ণব দেখিতে পায় না, কিন্তু সেবোন্মুখ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই আদর্শ বৈষ্ণব দেখিতে পান। অবধূত, অবন্তী-নগরীর ত্রিদণ্ডিভিক্ষু প্রভৃতি ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণ প্রত্যেক বস্তু হইতেই শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু আমার কি দুর্দ্দৈব! আমার সম্মুখে বহু নিষ্কপট শুদ্ধ-বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবপ্রধান, সংসঙ্গের আকর, মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম বর্ত্তমান থাকিতেও আমি কোনও আদর্শ বৈষ্ণব বা শিক্ষাগুরু প্রাপ্ত হইতেছি না। ইহা নির্ব্বিশেষবাদ বা নাস্তিকতারই আর একটি বিক্রম বা মায়াবী লুকোচুরি খেলাবিশেষ। ইহার পশ্চাতে আছে—অবশ্যম্ভাবী পতনের প্রকাণ্ড অন্ধকূপ।

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপা-পূর্ব্বক যাঁহাদের উপর বিভিন্ন মঠের সেবা-কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের একান্ত আনুগত্যে তাঁহার মনোহভীষ্ট বহু সেবাকার্য্যাদির পরিচালক, পরিদর্শক বা তত্ত্বাবধানকারিরূপে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, কোনও সেবক তাঁহাদের আদেশ-পালনে ত্রুটি করিলে বা কোনওপ্রকারে তাঁহাদের প্রতি শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ আচরণ, বাক্য প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা কোনওপ্রকারে তাঁহাদের প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শন করিলে প্রকারান্তরে তাঁহাদের শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতিই অবজ্ঞা বা অমর্য্যাদা প্রদর্শিত হয়, সুতরাং তাহা ভীষণ অপরাধের কারণ, ইহা দৃঢ়রূপে জানিয়া ও বিশ্বাস করিয়া সকলেরই এবিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। "মর্য্যাদালঙ্ঘন আমি সহিতে না পারোঁ", "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার" —শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার নিজজনগণের এই সমস্ত আত্মমঙ্গলদায়ী বাণীতে সর্ব্বক্ষণ দৃঢ়শ্রদ্ধ ও দৃঢ়নিষ্ঠ না থাকিলে সাধক-মাত্রেরই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৬ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৫শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৯ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, সোমবার { ২৯৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ বিষ্ণু, শুক্ল সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৬

অর্চ্চন

[৩]

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৃহস্থমাত্রেরই অর্চ্চনে আদর ও অর্চ্চানুশীলনের আবশ্যকতার কথা জানাইয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করা গৃহস্থ-গণের কর্ত্তব্য, তবে যে-সকল গৃহস্থ সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করেন, তাঁহারা অর্চ্চনকারীদিগকেও আদর করেন। যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অর্চ্চন করেন না, তাঁহাদের বিত্তশাঠ্য-দোষ হয়। কদর্য্য-চরিত্র, বিক্ষিপ্তমতি গৃহস্থগণের অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক।" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী - ২য় খণ্ড, ৩২পৃষ্ঠা)

একান্ত শ্রীনামপরায়ণ ব্যক্তিগণ পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়ায় রত হন না; একমাত্র শ্রীনাম-সেবার দ্বারাই তাঁহাদের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। যাহাদের কর্ম্মমিশ্রা মতি আছে এবং যাহারা অর্চ্চনাদি-নিষ্ঠ, সেইরূপ দীক্ষিত গৃহস্থ কখনও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-বিধানানুসারে প্রেতশ্রাদ্ধাদি করিবেন না, মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবেন। ইহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৯ম বিলাসে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। স্বতন্ত্র-ভাবে অন্য-দেবতাপূজা বা প্রেতশ্রাদ্ধাদি করিলে সেবাপরাধ ও নামাপরাধ সংঘটিত হয়। এসম্বন্ধে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি পাদ লিখিয়াছেন,—

"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং
ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১৮৪ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

—ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনেও প্রথমতঃ ভগবান্‌কে অন্ন প্রদান-পূর্ব্বক সেই নিবেদিত অন্নের শেষ-ভাগদ্বারাই শ্রাদ্ধাদি করিবেন।

কিং দত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়া-
শ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৩ সংখ্যাধৃত স্কান্দবাক্য)

হে ঋষে! যে-সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি-সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, গয়া শ্রাদ্ধাদি বা বহু-বহু পিণ্ডদানে তাঁহাদের কি প্রয়োজন? অর্থাৎ তাঁহাদের গয়া-শ্রাদ্ধাদির কোনই আবশ্যকতা নাই।

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণ কোনরূপ শোকচিহ্ন ধারণ করিবেন না বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবিধানানুসারে শ্রাদ্ধাদি করিবেন না, করিলে অপরাধ ঘটিবে। এ-সম্বন্ধে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীহরিনাম করিয়া পিতৃপুরুষগণকে প্রেত-জ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত নহে। স্মার্ত্ত-মতে শ্রাদ্ধ করিলে পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে গমন করিতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণ তাহা কখনও স্বীকার করেন না। শ্রীহরিনামাশ্রিত বা দীক্ষিত ব্যক্তি আপনাকে শূদ্র বিচারে শোকের চিহ্ন ধারণ করিবেন না। ভক্তগণের শোক হয় না। তাঁহারা প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন, হবিষ্যান্ন-প্রভৃতি স্মার্ত্তবিধি গ্রহণ করিবেন না।" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী —৩য় খণ্ড, ৪১-৪২ পৃষ্ঠা)

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীকার্ত্তিকব্রত, শ্রীএকাদশী, মাঘস্নান প্রভৃতি অর্চ্চনের অন্তর্গত। জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্ম নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—"ভক্তজনগণ বিত্তশাঠ্য পরিহার করিয়া ভক্তির সহিত দেবকীনন্দনের তুষ্টির জন্য তদীয় জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করিবেন।" কার্ত্তিকব্রত সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"সমস্ত তীর্থ একদিকে, আর নিরন্তর বিষ্ণু-প্রীতিদায়ক কার্ত্তিকব্রত অপরদিকে বর্ত্তমান। যে ব্যক্তি ব্রত-রহিতভাবে দামোদর-প্রিয় কার্ত্তিক-মাস যাপন করে, সে সর্ব্বধর্ম্মবর্হিত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে দীক্ষার পর অবশ্য-কৃত্য-সমূহের কথন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—"উভয় পক্ষেরই একাদশীতে ভোজন করিবে না, রাত্রিতে জাগরণ করিবে ও বিশেষভাবে শ্রীহরির অর্চ্চন করিবে।" স্কন্দপুরাণে চন্দ্র-শর্ম্মার এইরূপ প্রতিজ্ঞা উক্ত হইয়াছে,—"আমি একাদশীতে ভোজন করিব না, ঐদিন সর্ব্বদা জাগরণ করিব ও ভক্তি-সহকারে আপনার (ভগবানের) পূজা করিব, অর্দ্ধনিমেষ মাত্র কালব্যাপী দশমী বিদ্ধ হইলেও উক্ত দিবসে ব্রত পরিত্যাগ করিব ও আপনার প্রীতি প্রীত্যর্থ দ্বাদশীতে ব্রত-সংযুক্ত অষ্টবিধ অনুষ্ঠান করিব।" একাদশীতে বৈষ্ণবগণের নিরাহারব্রত বলিতে মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগই বুঝিতে হইবে। কোন-কোন অসৎপ্রবৃত্তির ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রসাদ পরিত্যাগ করিতে নাই বলিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে একাদশীতেও প্রসাদান্ন গ্রহণের ছলনা করিয়া ভোগ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা মহাপ্রসাদ-সেবনের নামে অন্নাদি ভোজন করিবার অভিপ্রায়ে পারিপার্শ্বিক স্থান হইতে শ্রীএকাদশী দিবস শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ শ্রীল শ্রী গোস্বামী প্রভু তাহাদের সেই ভোগোন্মুখী যুক্তিকে নিরাস করিয়া বলিয়াছেন,—

"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ এব, ভোগমন্ত্র-ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৯৯ অনুচ্ছেদ)

—একাদশীতে বৈষ্ণবগণের নিরাহারত্ব-অর্থ মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগই জানিবা। যেহেতু অন্নভোজন তাঁহাদের সম্বন্ধে নিত্যকালই নিষিদ্ধ রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমহাপ্রসাদৈকসেবী ভক্তোত্তম শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের একাদশী-ব্রত-প্রদর্শনদ্বারা উহা অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"যাহারা শ্রীএকাদশী দিবসে জাগরণ করে না, তাহাদের ও বৈষ্ণবানন্দক-গণের সুকৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহার একাদশী-তিথিতে জাগরণের ইচ্ছা না হয়, শ্রীহরির পূজায় তাহার অধিকার নাই।" জনৈক ব্রাহ্মণবন্ধুর কার্ত্তিক-ব্রত ও শ্রীএকাদশী-ব্রত-প্রভাবে শ্রীসত্যভামা রূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-পদপ্রাপ্তির কথা শ্রুত হইয়া থাকে।

"শ্রীএকাদশী-তিথিতে ভক্তগণ শ্রীমহা-প্রসাদ বা শ্রীমহামহাপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া উপবাস করেন। মহাপ্রসাদ প্রভৃতি কিছু-প্রসাদ গ্রহণ করিলে তাহাদের নষ্ট হয়, সুতরাং হরিবাসরের সম্মান রাখে না। শ্রীমহাপ্রসাদ তাহাদের নিকট উপাস্য বা নিত্য পাবন, তবে অসমর্থ পক্ষে অনুকল্পরূপে গব্য [illegible] সম্মানের প্রতিবন্ধক নহে।" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা)

শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনকালে নিম্নলিখিত সেবাপরাধসকল হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে,—

আগমোক্ত—(১) যান অর্থাৎ শিবিকাদিযোগে এবং কোনপ্রকার পাদুকা

থাকে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদিবস দিবারাত্র 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' পারায়ণ হয়। ত্রিদণ্ডাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ওড়ুলোমি মহারাজ এবং উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণ বহু শুশ্রূষু ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণ ৩টার সময় শ্রীযোগপীঠের প্রাঙ্গণে সমাগত সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র ভক্ত, নরনারী বিপুল জয়ধ্বনি ও প্রণতি-সহকারে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম অভিনন্দন ও অভিবন্দন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই সভায় 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর সন্ধ্যারাত্রিকের সময় উপস্থিত হইলে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণরাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর সুমধুরকণ্ঠে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে শ্রীগৌরজন্ম লীলা-প্রসঙ্গ মৃদঙ্গ-করতাল-সহ কীর্ত্তন ও তৎপরে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ও [illegible] মধ্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হয়। অতঃপর কিছুক্ষণ শ্রীগৌরবিহিত [illegible] করা হইলে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীযোগপীঠের প্রাঙ্গণে সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর সভায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পুনরায় 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে সুকণ্ঠ গায়কগণ মধ্যে মধ্যে শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মাহাত্ম্যসূচক মহাজনগীতসমূহ কীর্ত্তন করেন। শ্রীগৌরজন্মদিনে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে নির্জ্জল উপবাসী ও দিবারাত্র হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন-আলোচনা-প্রসঙ্গে নিযুক্ত থাকিয়া যথাবিধি শ্রীগৌরজয়ন্তী তিথি পালন করিয়াছেন।

পরদিবস ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর জন্ম-মহামহোৎসব উপলক্ষে সহস্র সহস্র নরনারীকে ও অসংখ্য প্রাণী ব্যক্তিকে পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এবার চন্দ্রগ্রহণ ও চূড়ামণি-যোগ থাকায় গঙ্গাস্নানে আগত অসংখ্য সুকৃতিমান্ ব্যক্তি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন, হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হইয়াছে। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের 'অবিদ্যাহরণ'-নাট্যমন্দিরে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় ও মঠ সেবকগণের সেবা-চেষ্টায় এবার শ্রীধাম-পরিক্রমা, শ্রীগৌর-জন্মোৎসব ও শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সকল সেবাকার্য্যাদি নির্ব্বিঘ্নে, সুশৃঙ্খলতার সহিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

গত ১ বিষ্ণু, ৪ঠা মার্চ্চ, ২০শে ফাল্গুন, বুধবার শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী-সভার ৪৮তম বার্ষিক অধিবেশন শ্রীগৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংসকুলচূড়ামণি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাদেশে ত্রিদণ্ডাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর সমর্থনে ভূসুরবর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অনন্তর সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে গৌড়ীয়-মিশনের সেক্রেটারী ১৯শ বর্ষের গৌড়ীয় হইতে গত বৎসরের শ্রীধাম প্রচারিণী-সভার বিবরণ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ শিবদ-বাস্তববিগ্রহ দাসাধিকারী বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী বি-এ, বিদ্যার্ণব প্রভুর সমর্থনে শ্রীযুক্ত পঙ্কজ সহায় হেড্-ট্রেন এক্সামিনার, পাটনা-জংসন, পাটনা, শ্রীযুক্ত প্রমোদাকিশোর চৌধুরী—হেড্ক্লাক, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফিস, আরা ও শ্রীযুত ভোলানাথ পোদ্দার মহোদয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপদে বৃত হন। অতঃপর মহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ভক্তিময়ূখ প্রভু গত বৎসর শ্রীচৈতন্যমঠে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম পাঠ করিলে পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ মহোদয় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে স্বধামগত গৌর-প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃবর্গের নাম ও সভার বিরহ উল্লেখ করিয়া বিরহ-দুঃখ প্রকাশ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের সময় উপস্থিত হওয়ায় তখন সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হয়।

অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউর সন্ধ্যারাত্রিক সমাপ্ত হইলে অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে পুনরায় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ও শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী ভক্তিপ্রমোদ প্রভু যথাক্রমে শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে যাঁহারা বিভিন্ন সময়ে শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট সেবাকার্য্যে ও শুদ্ধ প্রচারে বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতি মহোদয় দৈন্যমুখে নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপা প্রার্থনা করিলে পর শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানমুখে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

নবপ্রকাশিত শ্রীভক্তি-সাহিত্য

১। "The Teachings and Philosophy of Lord Chaitanya"

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবীণতম ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী ও পাশ্চাত্যদেশে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর সরস্বতী-বিজয়বৈজয়ন্তী বহনকারী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪০ সালে কিছুকাল (আগষ্ট সেপ্টেম্বর) মুম্বাই নগরস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন স্থানে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বপ্রকাশক সুবিখ্যাত [illegible] যে সকল অভিভাষণ একটি পুস্তকাকারে মুম্বাই হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। [illegible] গ্রন্থ পাঠ করিয়া আত্মমঙ্গলেচ্ছু [illegible] [illegible] বিশেষ [illegible] হরিভজন [illegible] নাই। [illegible] প্রকাশিত [illegible] সুতরাং ইহার মধ্যে [illegible] ধারা ও সিদ্ধান্ত-[illegible] ভিক্ষা ।৵০ আনা।

২। "সভাষ্য শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ"

বর্ত্তমানযুগে [illegible] বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ [illegible] রচিত ও তাঁহার [illegible] বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত [illegible] নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তন [illegible] গীতসমূহ [illegible] লিখিত পাণ্ডুলিপির সহিত [illegible] এবং তথ্য, ব্যাখ্যা ও [illegible] 'অনুভূতিলেশ' ভাষ্য-সংযুক্ত করিয়া [illegible] সম্প্রদায় হইতে শ্রীশ্রীরূপানুগবর [illegible] বর্গের শ্রৌতভক্তিসিদ্ধান্তের অনুগমনে গৌড়ীয়মিশনের সম্পাদক মহাশয় সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-সঙ্গীত সাহিত্যের এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] 'দালালের গীত' 'শোকশাতন' [illegible] [illegible] সংযুক্ত হইয়াছে। [illegible] [illegible] নিত্যসঙ্গীরূপে গৃহীত হইবে। ভিক্ষা ।০ আট আনা।

৩। "শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ"

এই [illegible] গ্রন্থটি [illegible] গৃহস্থ তাঁহাদের নিত্যানুষ্ঠান বরণ করিবেন, তাহা [illegible] গৃহস্থ [illegible] [illegible] সাধন [illegible] [illegible] অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবেন, নিশ্চয়ই মানব-জীবনের চরম প্রয়োজনে অধিকারী হইবেন। এই জগতের মানবমাত্রই স্বভাবতঃ গৃহস্থ-জীবনের পথ [illegible] জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত [illegible] মানবজীবনের নানাপ্রকার [illegible] উদ্ভূত [illegible] হয়। এরূপ অবস্থায় কিরূপভাবে গৃহস্থজীবন যাপন করিলে [illegible] গৃহস্থ [illegible] নিত্য মঙ্গললাভ হইবে [illegible] [illegible] মঠের [illegible] সাধারণের [illegible] নানা [illegible] ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে [illegible] প্রধান [illegible] আলোচিত হইয়াছে,—

(১) [illegible] (২) সৎসঙ্গ, (৩) [illegible] (৪) [illegible] (৫) [illegible] (৬) [illegible] (৭) [illegible] (৮) [illegible] (৯) [illegible] (১০) [illegible] ও (১১) [illegible] [illegible] আনা।

৪। "শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা"

([illegible])

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -ভক্তিপ্রচারক একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত বনুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পীড়িত বাংলায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। কুইনাইন ইহার কাছে অতি তুচ্ছ। একবার প্রীহা যকৃৎ কামলা এবং নতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র

—১১নং ডি টাডিজি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ সতর্কতা

এ-আর-পি স্পেশ্যাল কমিটির সুপারিশ-ক্রমে কর্পোরেশন গত বুধবারের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত করেন যে, কর্পোরেশনের সিটি আর্কিটেক্ট কলিকাতা মিউনিসিপাল এলাকার বাসগৃহগুলিতে উপযুক্তভাবে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার নিমিত্ত গৃহস্বামীদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে পরামর্শ দিবেন।

কর্পোরেশনের যে সকল স্কুল বর্ত্তমানে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুপযোগী গৃহে অবস্থিত আছে, ঐগুলিকে চলতি অন্যান্য স্কুলের সহিত সম্মিলিত করিয়া উহাদিগকে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তও কর্পোরেশন গ্রহণ করিয়াছেন। ৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটস্থ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অন্য কোন উপযুক্ত গৃহে স্থানান্তরিত করারও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

বিমান আক্রমণের ফলে রাস্তার আলোকের ব্যবস্থার কোন ক্ষতি হইলেও অথবা এরূপক্ষেত্রে কণ্ট্রাক্টরগণ আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে অসমর্থ হইলেও যাহাতে কাজ চলিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশন রাস্তার আলোক সম্পর্কিত দ্রব্যাদি ক্রয় করার নিমিত্ত ২৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের পত্তন সম্পর্কিত ও অন্যান্য দ্রব্যাদিসহ ৪খানি মোটর এম্বুলেন্স ক্রয় করার নিমিত্তও ২৮,৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

বোম্বাই সরকার বোম্বাই নগরীতে বাসগৃহসমূহের মালিকগণকে যেভাবে বিনামূল্যে বালি ও বালুকাপূর্ণ বস্তা সরবরাহ করিতেছেন, তৎপ্রতি কর্পোরেশন বঙ্গীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং অনুরূপভাবে কার্য্য করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া আরও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বৃটিশ এবং মার্কিণ নারী ও শিশুদের ব্রহ্ম ত্যাগ

বৃটিশ ও আমেরিকান নারী ও শিশুদিগকে ভারতে প্রেরণ করা হইতেছে। যাহারা কিছুতেই যাইতে চাহিতেছেন না, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই ব্রহ্মে থাকিতে দেওয়া হইতেছে। ছোট ছোট শিশু সন্তান সহ অনেককে পথ অতিক্রম করিতে দেখা যাইতেছে। মূল্যবান সম্পত্তি সকল পশ্চাতে ফেলিয়া উত্তর দিগকে চলিয়া যাইতে হইতেছে, তবে সকলের অন্তরেই এ বিশ্বাস দৃঢ় আছে যে, শীঘ্রই তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলো মনোনয়ন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন হার্বার্ট নিম্নলিখিত লোকদিগকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলো বা সদস্যরূপে পুনর্ম্মনোনীত করিয়াছেন :—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, খাঁ বাহাদুর মৌলবী আসফউদ্দীন আমেদ, ডাঃ মহম্মদ কুদরত্‌-ই-খোদা, মৌলবী এব্রাহিম খাঁ, অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ রায় এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইউ পি বসু।

দুরভিসন্ধিমূলক কার্য্যকলাপ

ভারত রক্ষা আইনের একটি নূতন ধারা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ধারায় এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, দুরভিসন্ধিমূলক কার্য্যের ফলে যে সমস্ত সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কোনও ব্যক্তি যদি সেইরূপ কোনও সম্পত্তি জানিয়া শুনিয়া কাহারও নিকট হইতে অসদুপায়ে হস্তগত করে, নিজের কাছে রাখে অথবা কাহাকেও ঐরূপ সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিতে বা হস্তান্তরিত করিতে সাহায্য করে তবে তাহার সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে।

বিমান-আক্রমণের পর সংবাদ সরবরাহ

বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা, ১৪নং সেণ্টিস্ স্ট্রীটে 'সিভিল ডিফেন্স ইনফরমেশন অফিস' (অসামরিক দেশরক্ষা তথ্য সরবরাহ অফিস) নামে একটি নূতন অফিস খুলিয়াছেন। ইহা গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের একটি অংশ এবং প্রচার বিভাগের ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানেই ইহা পরিচালিত হবে।

বিমান-আক্রমণের পর হইতে হতাহত লোকজন, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী প্রভৃতি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহই এই নূতন অফিসের প্রধান কার্য্য হইবে। থানা, হাসপাতাল, সাহায্য-কেন্দ্র প্রভৃতি হইতে এই অফিসে যাহাতে সত্বর সংবাদ প্রেরিত হয়, তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইবে, সেগুলিকে যথাযথভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া সংক্ষিপ্তাকারে থানায় থানায় প্রেরণ করা হইবে। এই অফিস হইতে বিমান-আক্রমণের পর জনসাধারণকে যতদূর সম্ভব সংবাদ জানাইবার জন্য চেষ্টা করা হইবে, তবে জনসাধারণের পক্ষে নিকটবর্ত্তী থানায় অনুসন্ধান করাই সুবিধাজনক হইবে। কলিকাতার প্রত্যেক থানায় এই উদ্দেশ্যে একটি করিয়া সংবাদ সরবরাহ ব্যুরো খোলা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৮ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৭শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১১ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, বুধবার { ২৯৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ বিষ্ণু, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

বন্দন

——:০:)*(:০:——

'বন্দন' অর্চ্চনের অঙ্গরূপেই হয়। অর্চ্চনকালে শ্রীভগবানের নমস্কার, বন্দনা, স্তুতি প্রভৃতি কৃত হইয়া থাকে, তথাপি কীর্ত্তন ও স্মরণের স্থায় স্বতন্ত্রভাবেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে—এই অভিপ্রায়েই বন্দনকে পৃথগ্ভাবে নববিধা ভক্তির অন্যতমরূপে বিচার করা হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর অনন্তগুণ ও ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার গুণানুসন্ধান ও শ্রীহরির শ্রীচরণসেবা প্রভৃতিতে নিজের অধিকার নাই,—এইরূপ দৈন্যবশতঃ কেবলমাত্র নমস্কার-বিধানেই অধ্যবসায়যুক্ত হন, তাঁহাদের জন্যই এই বন্দনাখ্যা ভক্তি স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। নমস্কার-ভক্ত্যঙ্গটীকে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনরূপেও অতিদেশ (অন্য ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপ—যথা, গোসদৃশ গবয়) করা আছে। শ্রীনরসিংহ-পুরাণ বলেন,—

নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ।
নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন
হরিং ব্রজেৎ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ৩০৩ অনুচ্ছেদ ও শ্রীহঃ ভঃ বিঃ - ৮।১৬৬ সংখ্যাধৃত শ্রীনরসিংহপুরাণ-বচন)

—এই নমস্কাররূপ যজ্ঞ সর্ব্ববিধ যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়াছে। একমাত্র সাষ্টাঙ্গ নমস্কারের দ্বারাই শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারা যায়।

বন্দনাখ্য ভক্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

—আপনি নিখিল গুণের মূলাধার। আপনার গুণসমূহের পরিমাণ করিতে কেহই সমর্থ নহে। অতএব হে প্রভো! যিনি আপনার কৃপার অপেক্ষা ও তাহা পরিদর্শন করিয়া নিজকৃত কর্ম্মফলসমূহ অনাসক্তভাবে ভোগ করিতে করিতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে কায়-মনোবাক্যে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক জীবনধারণ করেন, সেই ব্যক্তি ভ্রাতৃবণ্টন সম্পত্তির স্থায় দায়ভাক্-অনুসারে মুক্তিপদে দায়ী হইয়া থাকেন।

ভ্রাতৃবণ্টন-সম্পত্তিতে মূর্খ, অন্ধ বা বালক, বিজ্ঞ - সকল সন্তানই যেরূপ অধিকারী, সেইরূপ ভক্ত ও অভক্ত—সকলেই কি আপনার শ্রীচরণ সম্পত্তিতে দায়ভাক্ হন? তদুত্তরে বলিতেছেন 'যো জীবেত' অর্থাৎ ভ্রাতৃবণ্টন-সম্পত্তিতে সকলেই অধিকারী বটে, কিন্তু মৃতপুত্র যেরূপ অধিকারী নহে, তদ্রূপ যিনি জীবন ধারণ করেন সেইরূপ ব্যক্তিই শ্রীহরির চরণ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার দাবী করিতে পারেন। তাহা হইলে কাহারা জীবিত? যাঁহারা কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়া—শরণাগত হইয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া হরিভজন করেন, তাঁহারাই জীবিত। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলনকারিগণই জীবিত. নতুবা অপরে আত্মঘাতী বা জীবচ্ছব—জীবন্মৃত

সর্গ, বিসর্গ প্রভৃতি দশটী পদার্থের মধ্যে 'মুক্তি' নবম পদার্থ। সেই মুক্তির যিনি আশ্রয়, সেই পরিপূর্ণ দশম পদার্থ শ্রীকৃষ্ণই মুক্তিপদ। 'অপবর্গ'-শব্দে প্রেমভক্তিও বুঝায় (ভাঃ ৫।১৯।১৮)। সেই প্রেমের যিনি পরম বিষয়, সেই পরিপূর্ণ শ্রীভগবান্ই মুক্তিপদ অথবা নিখিল মুক্তি যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত, তিনিই মুক্তিপদ।

যাঁহারা অনন্তস্বরূপ শ্রীভগবানের জন্য কোনপ্রকার উপাসনা করিতে পারেন না, কেবলমাত্র 'আমার কোন বিষয়েই যোগ্যতা নাই, আমি অত্যন্ত অপদার্থ মূর্খ, নির্গুণ, আপনার কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া একমাত্র আপনার নমস্কার বিধান করিতে করিতে জীবন ধারণ করিব',—এইরূপ সুদৃঢ় সংকল্পের সহিত শ্রীঅক্রূরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অভিবন্দন করিয়া জীবন যাপন করেন, একমাত্র নমস্কাররূপ ভক্তিদ্বারাই তাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন। অতএব 'মুক্তিপদ'-শব্দে মুক্তিরূপ অর্থ সঙ্গত নহে. কারণ, একবার নমস্কার-মাত্রেই মুক্তি নিকটবর্ত্তিনী হইয়া থাকে ইহা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে,—

দুর্গসংসারকান্তারমপারমভিধাবতাম্।
একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো
মুক্তিতীরস্য দৈশিকঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ৩০৩ অনুচ্ছেদধৃত
শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মবচন)

—অপার দুর্গম সংসার-অরণ্যে যাহারা ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারই মুক্তির প্রাপক হইয়া থাকে

"হে প্রভো! অতএব যাঁহারা আপনার কৃপা-সুসমীক্ষমাণ হইয়া (এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ 'সুসমীক্ষমাণ'-পদের অর্থ 'প্রতীক্ষমাণ' করিয়াছেন) অর্থাৎ নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে 'কবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাইব?' এইরূপ উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা যাপন করিতে থাকেন, তাঁহারাই কায়মনোবাক্যে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভে অধিকারী হন।"

বন্দনাখ্য ভক্তির বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই ভগবদুক্তি উদ্ধার করিয়াছেন,—

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ
প্রাকৃতৈরপি।
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ॥
(ভাঃ ১১।২৭।৪৫)

—কি পৌরাণিক, কি আধুনিক লোকভাষা-নিবদ্ধ অর্থাৎ কোন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত স্তব—যেমন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-কৃত 'প্রার্থনা' বা 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র স্তব অথবা সচ্চিদানন্দ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতি' 'কল্যাণকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থের স্তব পাঠ করিয়া 'হে ভগবন্,—আপনি প্রসন্ন হউন' – এইরূপ বলিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া বন্দনা করিবে।

নমস্কারের বিধি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন,—

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ
পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ॥
(ভাঃ ১১।২৭।৪৬)

দুই বাহুদ্বারা আমার দুই চরণ ধারণপূর্ব্বক এই বলিয়া প্রণাম করিবে,—'হে ভগবন্, মৃত্যুগ্রহসাগর হইতে ভীত ও শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন।'

শ্রীবিগ্রহের দক্ষিণ হইতে প্রণাম করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে। অতএব

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

'বাহুদ্বারা আমার দুই চরণ ধারণ ও মস্তক আমার পাদপদ্মে স্থাপন'—এই উক্তির মর্ম্ম এই যে, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অর্থাৎ বাহুযুগল তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ও মস্তক তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে লুণ্ঠিত হইতেছে—এই বিচার করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইবে।

আগমে সাষ্টাঙ্গ নমস্কারের এইরূপ বর্ণন দৃষ্ট হয়,—

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

—বাহুযুগল ও পদযুগল, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, দৃষ্টি, মন ও বাক্য—এই আট-প্রকার অবয়বের দ্বারা যে প্রণাম করা যায়, তাহাকেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

দৃষ্টিদ্বারা প্রণাম বলিতে চক্ষু ঈষৎ নিমীলনপূর্ব্বক প্রণাম, মনের দ্বারা প্রণাম বলিতে মনে মনে শিরোদেশ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মযুগলে স্থাপনপূর্ব্বক প্রণাম ও বাক্যের দ্বারা প্রণাম বলিতে 'হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, কৃপা করুন'—এইরূপ বাক্য বলিতে বলিতে প্রণাম বুঝায়।

পঞ্চাঙ্গ নমস্কার এইরূপ,—

জানুভ্যাঞ্চ বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ
পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥

দুই জানু, দুই বাহু, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি —এই পাঁচ অবয়বের দ্বারা প্রণামকেই পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে। এই পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ প্রণামই পূজাকালে প্রশস্ত।

প্রণামের বিধি এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

গর্ভং দক্ষিণে কৃত্বা কুর্য্যাত্তৎপৃষ্ঠতো বুধঃ।
অবশ্যঞ্চ প্রণামা স্বান্ শক্ত্যেদোধিকাধিকান্ ॥
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ - ৮।১৬৪)

—পণ্ডিত ব্যক্তি গর্ভগৃহকে দক্ষিণে রাখিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে প্রণাম করিবেন। কিন্তু **শ্রীভগবানের অতি নিকটে প্রণাম নিষিদ্ধ**। প্রণাম অবশ্য বিধান করিতে হইবে। সামর্থ্য থাকিলে তাহা অপেক্ষাও অধিকবার প্রণাম করা যাইতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীযমরাজ নিজ দূতগণের প্রতি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

হরিচরণাব্জ[illegible]
প্রণম ত[illegible] [illegible]
ভবদগত সমস্তপাপ[illegible]
ব্রজ [illegible] যথাগ্নি[illegible] ॥
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ৮।১৭২)

—যাঁহার চরণারবিন্দকে দেবগণও পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রণাম করিলে কোন প্রকার অনর্থ থাকে না। অতএব দূতগণ! অত্যন্ত বজ্রাগ্নির ন্যায় পুতঃ সেই প্রণত মানবকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা অন্যত্র প্রস্থান করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও নিজদূতগণের প্রতি যমরাজের এইরূপ বাক্য শ্রুত হয় —

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥
(ভাঃ ৬।৩।২৯)

—যাহাদের জিহ্বা শ্রীভগবানের নাম গুণ কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হয় না, সেইসকল বিষ্ণুসেবানুষ্ঠান-বিমুখ ব্যক্তি-দিগকে লইয়া আসিবে।

শরণাগতরক্ষণোদ্যতং হরিমীশং
প্রণমন্তি যে নরাঃ।
ন পতন্তি ভবাম্বুধৌ স্ফুটং
পতিতানুদ্ধরতি স্ম তানসৌ ॥
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ - ৮।১৭৩ সংখ্যাধৃত
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্য),

—শরণাগতের প্রতিপালক শ্রীহরিকে যে-সকল ব্যক্তি প্রণাম করেন, তাঁহারা কখনও সংসার-সমুদ্রে নিপতিত হন না, যদিও বা কখনও সংসার-সাগরে পতিত হন, তখন শ্রীহরিই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবলি মহারাজ বলিতে-ছেন,—

অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ
প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ।
যল্লোকপালৈস্ত্বদনুগ্রহোঽমরৈ-
রলব্ধপূর্ব্বোঽপসদেঽসুরেঽর্পিতঃ ॥
(ভা. ৮।২৩।২)

—আপনার প্রতি প্রণামের কি আশ্চর্য্য মহিমা, ঐ প্রণামের উদ্যমমাত্র শরণাগত ভক্তজনের প্রয়োজন প্রেমসিদ্ধি-সম্পাদনে সমর্থ হয়। ঐ প্রকার উদ্যম-হেতু ভবদীয় অনুগ্রহ মাদৃশ অসুরেও প্রদত্ত হইয়াছে। এতাদৃশ অনুগ্রহ লোকপাল ও অমরগণ পূর্ব্বে লাভ করিতে পারেন নাই।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং
নৃণামিদম্।
যেষাং হরিপাদাব্জাগ্রে শিরো ন্যস্তং
যথা তথা ॥
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ - ৮।১৭৫ সংখ্যাধৃত
নারায়ণব্যূহস্তব)

—যে মানবগণের মস্তক যে-কোন প্রকারেই হউক শ্রীহরির সম্মুখে প্রণত হইয়া থাকে, আহা! তাঁহাদের কি ভাগ্য, কি ভাগ্য, কি ভাগ্য।

শ্রীনরসিংহ পুরাণে শ্রীযমরাজ বলিতে-ছেন,—

[illegible] বৈ নারসিংহস্য বিক্রোবমিতত্তেজসঃ।
প্রণাম [illegible] [illegible] নমো নমঃ ॥
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ - ৮।১৭৬ সংখ্যাধৃত
শ্রীনরসিংহপুরাণবাক্য)

—যাঁহারা অতুল পরাক্রম শ্রীনৃসিংহ বিষ্ণুকে নমস্কার করেন, তাঁহাদের প্রতি যাঁহারা নমস্কার করেন, তাঁহাদেরও শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে শ্রীযমরাজের আর একটী উক্তি এই,—

অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম
ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্
হরিচরণ-প্রণতান্নমস্করোমি ॥

— আমি দেবপূজ্য বিধাতৃকর্ত্তৃক লোক-সমূহের হিতাহিত-বিচারক নিযুক্ত হইয়াছি। শ্রীহরিগুরুবিমুখ মর্ত্ত্য কর্ম্মিগণকে আমি প্রকৃষ্টরূপে শাসন করিয়া থাকি এবং শ্রীহরি-চরণে নত বৈষ্ণবদিগকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে বলেন,—বন্দন বা নমস্কাররূপ ভক্ত্যঙ্গে যেসকল অপরাধের কথা 'বিষ্ণুস্মৃতি' প্রভৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য, —

"নমস্কারেঽপরাধাশ্চৈতে পরিহর্ত্তব্যাঃ বিষ্ণুস্মৃত্যাদিদৃষ্ট্যা, যে খলু একহস্তকৃতত্ব-বস্ত্রাবৃতদেহত্ব- ভগবদগ্র-পৃষ্ঠ- বামভাগাত্যন্ত-নিকট-গর্ভমন্দির-গতত্বাদিময়াঃ।"
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ৩০৩ অনুচ্ছেদ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বিষ্ণুস্মৃতি, বরাহপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে ঐসকল অপরাধের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে,—

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ
ধর্ম্মমাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ ॥
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ - ৮।১৭৯ সংখ্যাধৃত
শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিবাক্য)

বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত মাম্।
শ্বিত্রী স জায়তে মূর্খঃ সপ্তজন্মানি ভামিনি ॥
(ঐ ৮।১৭৯ সংখ্যাধৃত শ্রীবরাহপুরাণবচন)

অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে সমীপে গর্ভমন্দিরে।
জপহোমনমস্কারান্ ন কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে ॥
(ঐ ৮।১৭৯)

সকৃদ্ ভূমৌ নিপতিতো ন শক্তঃ প্রণমেন্মুহুঃ।
উত্থায়োত্থায় কর্ত্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপতনম্ ॥
(ঐ ৮।১৮০)

—মনুষ্য জন্মাবধি যে ধর্ম্ম আচরণ করে, শ্রীভগবান্‌কে একহস্তদ্বারা প্রণাম করিলে তাহা সকলই নিষ্ফল হয়।

—হে প্রিয়ে, যদি কোন মানব বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহে আমাকে প্রণাম করে, তবে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত তাহার শ্বিত্ররোগ অর্থাৎ ধবলকুষ্ঠ ও মূর্খত্ব প্রাপ্তি হয়।

—শ্রীকেশবের মন্দিরে, শ্রীভগবানের সম্মুখে, পশ্চাদ্ভাগে বা অতি নিকটে, শ্রীগর্ভমন্দির মধ্যে জপ, হোম বা নমস্কার করিবে না।

—সামর্থ্য থাকিলে একবার ভূতলে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিবে না, পরন্তু, প্রত্যেকবার উঠিয়া দণ্ডের ন্যায় প্রণাম করিবে।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল

[৫]

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, দাস্য, পরিচর্য্যা, সখ্য ও আত্মনিবেদন —এই নববিধ বৈধী ভক্তি যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে প্রতিদিন অনুশীলন করেন, তিনিই বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়। "শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন। পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥ এই ত' সাধনভক্তি দুই ত' প্রকার। এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগাভক্তি আর ॥ রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধী ভক্তি বলি তা'রে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে ॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥ বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন। মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ॥ রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মন হৈয়া। সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন। সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন। অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥ রুচি-ভক্তি হইতে হয় আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥ সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেমনাম ॥" সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ-ধাম। (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত) ॥ ৮৪ ॥

স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের মধুর রসাধিকারী ব্রজজন-সঙ্গ হইতে মধুর রসে ভাবোদয় হয়। তখন শ্রীব্রজে রাধাকৃষ্ণের স্বজনানুগত কোনও ব্যক্তিবিশেষের ভা[illegible] হৃদয়ে আনয়ন করিয়া তাঁহার বসতি স্থা[illegible] লাভ করত পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে জগতের অতুল সম্পদ্‌স্বরূপ প্রীতি প্রাপ্ত হন ক্রমশঃ সেই অবস্থায় চিন্ময়-বিলাসরূপ তা[illegible] পরম পরিচর্য্যা লাভ করিয়া থাকেন "তদ্বেথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্য কিঞ্চন বেদ নান্তরং" ইত্যাদি বেদবচ[illegible] আলোচিত হইয়াছে। 'যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রে[illegible] করয়ে উদয়। তাঁর বাক্য, ক্রিয়া মু[illegible] বিজ্ঞেহ না বুঝয় ॥ প্রেম ক্রমে বাড়ি' [illegible] স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভা[illegible] মহাভাব হয়॥ প্রেমাদি স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে। কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পায় পরিণামে ॥ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী স্থায়ীভাব রস হয় এই চারি মিলি' ॥ মধু[illegible] রসে শৃঙ্গার ভাবের [illegible] ॥ এ[illegible] আস্বাদন নাহি অভক্তের গণে। কৃষ্ণভক্ত করে রস আস্বাদনে ॥ সখীভাবে যে তাঁ[illegible] করে অনুগতি ॥ রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা স[illegible] সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহি উপায় ॥' ৮৫ ॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম

—:•:(•):•:—

(শ্রীমহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রথমেই সম্বন্ধ, পরে অভিধেয় এবং তৎপরে প্রয়োজন বিচার। যদি সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক না হইলে অভিধেয়ও ঠিক হয় না। সম্বন্ধ-বিচারে মোহ বা ভ্রান্তি পরিত্যক্ত হইলে আমরা অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন করিতে পারিব না। কাহার সহিত সম্বন্ধ এটি সর্ব্বপ্রথমে অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। অতএব যাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁহাদের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করা অনিবার্য্য প্রয়োজন। একারণ এবিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব এই তিনটী বাস্তব সত্য নিত্য অপ্রাকৃত বস্তু—অধোক্ষজের বিষয়। তাঁহাদের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধির লেশমাত্র থাকিলে সাধন ভজন সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইয়া যাইবে—সব প্রচেষ্টা 'অরণ্যে রোদন'বৎ বা 'শৃঙ্গগ্রাহ্য-অঙ্কুশে বন্ধনে'র ন্যায় ব্যর্থ হইবে।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব—এই তিনটী আমাদের নিত্যসেব্য বস্তু। আমরা তাঁহাদেরই নিত্য দাস। এই দাস্যই আমাদের স্বরূপের ধর্ম, এই দাস্যই আমাদের সত্তা। শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি—"শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্ম ধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।" শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণের একমাত্র বিচার—"বয়ন্তু হরিদাসদাসানুদাসপাদত্রাণাবলম্বকাঃ।" তাঁহাদের একমাত্র ব্যাকুল প্রার্থনা—"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—"নাহং বিপ্রো * * গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।" তাঁহার প্রার্থনা—"অয়ি নন্দতনুজ * * কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।" এই সমস্ত উক্তিতেই সম্বন্ধজ্ঞানের বিচার সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুটিত হইয়াছে। যাঁহার আচার-প্রচারে এই বিচার প্রকাশিত হইবে না, যিনি 'অস্মাকং বাচ নৈব সভানাং বৈষ্ণবানাং'—এই ভাবাপন্ন হইয়া আচরণে শিথিলতা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক মুখে বড় বড় কথা বলিবেন, তাঁহার ঐ প্রাণহীন বাগাড়ম্বরে নিজের বা অপরের—কাহারও মঙ্গল হইবে না বরং জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি হইবে মাত্র। উহাতে মাত্র তাঁহার দাম্ভিকতা, প্রভুত্ব-কামনা ও প্রতিষ্ঠাশাই বাড়িয়া যাইবে। অতএব মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই আচরণের দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রাত্যহিক জীবনের অনুষ্ঠানময় ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্যের নিরূপণ করিতে হইবে। ঔদাসীন্য বা শিথিলতা আসিলে সুদূর ভবিষ্যতে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। সম্বন্ধ জ্ঞানশূন্য অভিধেয়-যজন প্রয়োজন প্রদান করে না। উহা ভক্তির সাধক নহে, ভক্তিরই বাধক। অতএব প্রথম হইতেই এবিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

অণুচৈতন্য জীবের অণুপরিমাণে স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা আছে। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের নিত্যদাস জীবকুল প্রভুত্রয়ের সুখবিধানে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বসুখ-বাসনায় প্রমত্ত হওয়ায় অণুস্বতন্ত্রতাকে যখন নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, তখনই তাহাদের সংসারবন্ধনরূপ সর্ব্বনাশ হয়। আবার সংসারের পার হইয়া ভক্তিরস-সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার শুভদিন আসিলে—'রসো বৈ সঃ' শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য জীবনে উদয় হইলে সাধুগুরুর কৃপা-উপদেশে নিজের ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতাকে পরমস্বতন্ত্র সেব্যের ইচ্ছার যূপ-কাষ্ঠে বলি দিয়া ভাগ্যবান্ জীববৃন্দ স্বতন্ত্রতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। তখন হরি-গুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার সঙ্গে তাঁহার ইচ্ছা আর পৃথক্ থাকে না। সেব্যের কার্য্যের সঙ্গে সেবকের কার্য্য তখন আর পৃথক্ হয় না। শ্রীল প্রভুপাদ ইহাকে 'dovetailed', 'true adjustment' বা 'খাপে খাপে মিলান' বলিয়াছেন। ইহাই আত্মসমর্পণ—ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান—ইহাই প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ। এই অবস্থা হইতে যিনি যত দূরে অবস্থিত, তিনি তত সম্বন্ধজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট। পরন্তু যাঁহার আচরণে ও চিত্তবৃত্তিতে যত এই বিচার পরিস্ফুট ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত, তাঁহার সেই পরিমাণেই 'সাধুত্ব'।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিম্নলিখিত উপদেশামৃতে এই সম্বন্ধ বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। "আমার প্রত্যেক আচার-প্রচার, চাল চলন যোলআনা পরিপূর্ণভাবে শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ-বিধানের জন্য, শ্রীগুরুদেবেরই মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিবার জন্য। ইহা তাঁহারই অনুমোদিত। স্বয়ং শ্রীগুরুদেবই এইসকল করাইতেছেন—এই বিচার যেখানে নাই, সেখানে সন্দেহ, সেখানেই সর্ব্বনাশ।' শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই বিচারটী সুষ্ঠুভাবে বুঝাইবার জন্য শরণাগতি কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

আমার বলিতে প্রভু! আর কিছু নাই।
তুমি-ই আমার মাত্র পালক গোসাঞি॥

আমার আমি ত' নাথ না রহিল আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার॥

* * *

স্থূল লিঙ্গ দেহে মোর সুকৃত-দুষ্কৃত।
আর মোর নহে, প্রভু, আমি ত' নিষ্কৃত॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল।
ভকতিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল॥

ভকতিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছামত
থাকিয়া তোমার ঘরে॥

নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল মন্দ হ'লে নাহি মোর দায়॥
ভকতিবিনোদ নিজ স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া।
তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া॥

তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা
নিজসুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে তব সুখ সার॥

অতএব শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অন্তরের ইচ্ছা বুঝিয়া সেই ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিশাইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করা প্রয়োজন।

নিষ্কপট সেবার ফলে যখন আমরা শ্রীগুরুদেবের অন্তরের কথা বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকিব, তখনই আমাদের প্রকৃত গুরুসেবা হইবে এবং উহাই কৃষ্ণভজন বা কৃষ্ণসেবা। নিজের খেয়ালানুযায়ী চলিলে—আনুগত্যের ভাণে অনেক কর্ম্মাড়ম্বর দেখাইলেও কখনই সেবা হইবে না। আমার প্রত্যেক কার্য্যটী, প্রত্যেক সঙ্কল্পটী, প্রত্যেক চিন্তাটী, আমার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ, আমার আচার প্রচার, আমার অন্তর-বাহিরের সমস্ত কার্য্যাবলী শ্রীগুরুদেবের প্রীতি-বিধায়ক হওয়া প্রয়োজন। উহাই প্রীতির ধর্ম্ম, প্রেমের বিচার। নতুবা শ্রীগুরুদেব প্রীত হইতেছেন, কি না, এবিষয়ে অনুসন্ধান-রহিত হইয়া যদি কেবলমাত্র নিজের আনন্দ, তৃপ্তি বা সুখ হইতেছে, কি না—এই দিকে অধিক লক্ষ্য হইয়া পড়ে, তবে ঐসমস্ত কার্য্য ও প্রচেষ্টা নিজেন্দ্রিয়তর্পণমূলা জঘন্য 'কাম'-নামে অভিহিত হইবে।

কিন্তু—
"কাম-প্রেমে দেখ, ভাই, বহু ত' অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥'
(চৈঃ চঃ)

কামে প্রেমে দেখ, ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম'-নাম
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥
(কল্যাণকল্পতরু)

বহিদ্দর্শনে আমরা কামকেও প্রেম বলিয়া ধারণা করি, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে উহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল-ভেদ। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া প্রেম, আর নিজেকে কেন্দ্র করিয়া কামের বিচার। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গও কেবল স্বসুখ বাসনাময়। কামের বিচার। চতুর্ব্বর্গকামী সকল পাপের [illegible] আমায় [illegible] আসিতেছে। আমরা প্রেমের [illegible] পরাঙ্মুখ থাকি, তবে আমাদের ন্যায় স্বার্থপর আর কে? কিন্তু কিপ্রকারে আমরা [illegible] অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেবের অন্তরের কথা, অন্তরের ভাব, অন্তরের ইচ্ছা বুঝিব? [illegible] বলে অকুণ্ঠিত ও দম্ভহীন হইলে, [illegible] উদাসীনের নিকট আত্মসমর্পণ না করিলে [illegible] নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যাইবে। [illegible] সেবকের অন্তর্য্যামিরূপে বসিয়া তাহা [illegible] দেন। তাই তাঁহারা অন্তর্য্যামীর প্রেরণাদ্বারা চালিত হইয়া যাহাই করেন উহাই শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট ও তৎসুখতাৎপর্য্যক। এবিষয়ে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের এ উপদেশটী বিশেষ স্মরণীয়—"উপদেশামৃতের ভাষ্য লিখিবার সময় প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষায় সম্পূর্ণ সমাধিস্থ ছিলেন। গুরুর অন্তরে প্রবেশ না করিলে শিষ্য হওয়া যায় না। যে স্থানে অকপট সেবা, তথায়ই অন্তরের কথা জানা যায়, যেমন, প্রাকৃত জগতেও স্ত্রী অনেকটা স্বামীর অন্তরের কথা জানেন। মাতা স্বীয় পুত্রের অন্তরের কথা জানেন। অপ্রাকৃত জগতে ইহাই শিষ্যের গূঢ় স্বভাব যে, তিনি সেবা-প্রভাবে গুরুদেবের অন্তরের কথা জানেন, যেমন, শ্রীরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরের কথা জানিয়া "প্রিয়ঃ সোঽয়ম্," শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু সারাজীবন সাধনভজনের কসরৎ দেখাইলেও শ্রীগুরুদেবে যদি মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকে, শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃতত্ব যদি তাঁহার কৃপায় হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে কিপ্রকারে বা তাঁহাকে অন্তর্য্যামী সর্ব্বদর্শী বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিব? নিজের চরিতার্থ করিবার জন্য চিরদিন অনুভূতিরহিত হইয়া গোঁজামিল দিলে ত' চলিবে না। শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্ত্যত্ব মুখে মুখে স্বীকার করিলেও অন্তরে অন্তরে অনুভব না করিতে পারিলে অন্তরের ভণ্ডামি স্বরূপ একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। অতএব শ্রীগুরুদেবে অভিজ্ঞতা-জ্ঞানহীন দুর্ভাগা ব্যক্তি বাচালতা করিয়া তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিশাইবার ভাণ করিলেও কোনও দিন তাহা পারিবে না। সুতরাং শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি লেশমাত্র থাকিলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ হইয়া যাইবে। এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ-পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত স্বরূপ হৃদয়ে অনুভব করিতে হইলে সর্ব্বদা [illegible] নিষ্কপট [illegible] প্রয়োজন। একান্তিক সাধুসঙ্গ [illegible] হইবে।

সাধু শাস্ত্রনিষ্ঠ, [illegible] সাধুসঙ্গী। নিরন্তর [illegible] উহাদের সঙ্গ বা সুসঙ্গবিধান করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ শাস্ত্রের সঙ্গ ও সেবা করেন, শাস্ত্রীয় মীমাংসা ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। [illegible] নিত্যসঙ্গী, তাঁহার সাধুসঙ্গ ও সেবা ব্যতীত কখনও শ্রীনামের সঙ্গ ও সেবা হইতে পারে না। অতএব [illegible] হয় না। [illegible] শাস্ত্রে [illegible]—

[illegible]
[illegible]

[illegible] ঠিক করিয়া নিজ [illegible] দুষ্ট নিজ [illegible] ঠাকুর [illegible] স্বেচ্ছাকৃত [illegible] একদিন-না-একদিন [illegible] না।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ৮ লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	[illegible]	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপত্তনে একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

অষ্ট্রেলিয়ায় বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি

সিডনী রেডিও হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, দেশরক্ষা আইন অনুসারে অষ্ট্রেলিয়ার বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণের জন্য সকলকে নাম রেজিষ্টারী করিবার আদেশ জারী হইয়াছে। এরূপ আদেশ অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে পূর্ব্বে আর কখনও জারী করা হয় নাই। প্রতিনিধি পরিষদে এই আদেশ ঘোষণালিপি পেশ করা হয়। আগামী শুক্রবারের পূর্ব্বে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সমুদয় পুরুষকেই নাম লেখাইতে হইবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে পূর্ব্বেই আহ্বান করা হইয়াছে যেসকল বিবাহিত বা সন্তানশালী মৃতদার ব্যক্তির বয়স ৩৫ হইতে ৪৫ তাহারা সকলে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত, আর যাহাদের বয়স ৪৫ হইতে ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত, তাহারা সকলেই পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বুলগেরিয়ায় প্রবল বন্যা

বন্যার জন্য বুলগেরিয়ার তিদিন সহরে হাজার হাজার লোক চতুর্দ্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য বিমান হইতে দানিয়ুব নদীর বরফের উপর বোমা বর্ষণ করা হইতেছে, কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয় নাই।

বুলগেরিয়ায় এরূপ বন্যা আর কখনও হয় নাই। বৈমানিকগণ বলিতেছে যে, তাহারা বহু লোককে বাড়ীর ছাদে আশ্রয় লইতে দেখিয়াছে। সহর পর্য্যন্ত ভাসমান-সেতু নির্ম্মাণের জন্য স্থপতিগণকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

২,৩০০ আশ্রয়প্রার্থীর চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা যাত্রা

ব্রহ্মদেশ হইতে আগত ২৩০০ আশ্রয়প্রার্থী কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই মাদ্রাজ প্রদেশের লোক। এতদিন প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীর সরকারী খরচায় টিকিট হইতে হইত একখানি বণ্ড লিখিয়া দিতে হইত। গত ৫ই মার্চ্চ হইতে এই ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীকে পথে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য এক টাকা করিয়া দিতেছেন। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, ব্রহ্মদেশ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগকে চট্টগ্রাম হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই পথ খরচ হিসাবে আড়াই লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

বৃটিশ ও মার্কিণ কারখানা দখল

চেকিয়াং ও ফুকিয়েন হইতে খবর আসিয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর জাপানীরা অধিকৃত চীনে সমস্ত বৃটিশ ও মার্কিণ সম্পত্তি দখল করিয়া লইয়াছে। তন্মধ্যে সাংহাইতে নানা প্রকারের ৫১টি কারখানা আছে, সেগুলি হইতেছে কাপড়ের কল, রসায়নাগার, চামড়ার কারখানা দেশলাইয়ের কারখানা, কাঠের কারখানা ও ইলেকট্রিসিটি ওয়ার্কস্।

জাপানীরা বিভিন্ন বন্দরে ও সহরে নিযুক্ত চীনা মেরিটাইম ও কাষ্টমস বিভাগের ১১৬ জন ইংরাজ ও ২৯জন মার্কিণ কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্তরীণ হইয়াছে। তাহাদের পদে জাপানীরা নিযুক্ত হইয়াছে।

সিন্ধু সরকারের বাজেট

গত ৪ঠা মার্চ্চ সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব মিঃ আল্লাবক্স ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে আয় ৪ কোটী ৮০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং ব্যয় ৪ কোটী ৯৬ লক্ষ ১ হাজার টাকা, সুতরাং ১৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে।

জনরক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকা এবং সেচের জন্য ৯০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া এই ঘাটতি পড়িয়াছে। আগামীবর্ষে কোন নূতন কর ধার্য্য হয় নাই তবে ভূমি উন্নয়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হইবে। এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, সিন্ধুতে ভারত সরকার, বৃটীশ সরকার এবং মিত্র পক্ষের অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট সমরশিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। উহার ফলেই আয়কর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নবাবশাহ জেলায় শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ কে আলাদা করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বদমায়েসদিগকে শায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্য তজ্জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিন্ধুতে নিরক্ষরতা আন্দোলন জোরে চালাইবার জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনমালী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১০ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৯শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৩ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, শুক্রবার } ২৯৯-৩০০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ বিষ্ণু, তিথি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি

——:০:(০):০:——

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ-শ্রীনদীয়াপ্রকাশ জগতের পারমার্থিক ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া আজ ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ করিলেন। জাগতিক শত-সহস্র বাধাবিপত্তির মধ্যেও শ্রীনদীয়াপ্রকাশ গুরুবর্গের মনোঽভীষ্টের বিজয় ঘোষণা করিয়া সুকৃতিমান্ জনগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন। অকপট হরিভজন-পিপাসু সজ্জনগণ তাঁহার মঙ্গলময় কৃপাসঙ্গ পাইয়া পরমোপকৃত ও কৃতার্থ হইতেছেন। তাঁহার বাস্তবসত্য-বাণী হরি-ভজনোন্মুখ জীবকুলকে সংশোধিত করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অকপট সেবার পথে সুপরিচালিত করিতেছেন, দুর্ব্বল, অকপট হরিসেবাভিলাষীর হৃদয়ে চিদ্বল সঞ্চার করিয়া শ্রীবলদেব-গুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে বলীয়ান্ করিতেছেন, অনর্থপীড়িত ভবরোগগ্রস্ত-জীবের অনর্থোপশম করিয়া তাহাদিগকে নিত্যনির্ম্মল পথে লইয়া যাইতেছেন।

সপরিকর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর অপার করুণা মাহাত্ম্য কথা হরিবিমুখ এই বিশ্বে নিরত ঘোষণা করিয়া তিনি ভাগ্যবান্ জীবগণকে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে নিত্য আকৃষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন করুণানিলয় শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণকমলে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রত্যহই জীবের দ্বারে-দ্বারে পর্য্যটন করেন। তাঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মহিমার কথায় আকৃষ্ট হইয়া শত-শত জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের সৌভাগ্য পান—জীবন ধন্যাতিধন্য করিবার শুভাবসর লাভ করেন। বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের নবনবরসানন্দ নিত্যনূতন বৈকুণ্ঠ-সন্দেশ সংসার হইতে ছুটি পাইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের হৃৎকর্ণরসায়ন হইয়া তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ হইয়াছেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের অকপট করুণাপ্রার্থী জনগণ নিরন্তর তাঁহার সঙ্গ-লাভে ধন্যাতিধন্য হইতেছেন।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যের একনিষ্ঠ নির্ভীক প্রচারক। তাঁহাতে কোন-প্রকার মনোধর্ম্মের কথা নাই—আপোষের কথা নাই, তাহাতে কোনপ্রকার মনযোগান ইতর কথার অবকাশ নাই। যাহারা তাঁহার দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের নির্ম্মম কঠোর উপদেশকে তিক্ত মনে করেন, তাহারা তাদৃশ একান্ততার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার যোগ্যতায় উদ্ভাসিত হইতে পারিলে নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। যাহারা তাঁহার এতাদৃশ অসৎসঙ্গ-ত্যাগের মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনকারী বাণীতে অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার প্রতি অযথা বিরূপভাবাপন্ন হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই নিত্যস্বার্থভ্রষ্ট। আবার যাহারা তাঁহার কেবল প্রেমপ্রচার-লীলাটি দেখিবার জন্য উৎসাহী, কিন্তু তাঁহার দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের উপদেশে অমনোযোগী, তাহারাও তাহাদের সেইপ্রকার জাড্য হইতে সাবধান না হইলে নিত্যস্বার্থভ্রষ্ট হইবার দুর্ভাগ্য স্বেচ্ছায় বরণ করিতেছেন, বলিতে হইবে। কেবলমাত্র তাঁহার অদ্ভুত অহৈতুকী বদান্যতায় মৌখিক আশাবন্ধের দোষ উত্তোলন করিয়া নিজ আচরণের দিকে ঔদাসীন্য পোষণ করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই মঙ্গল-লাভে অসমর্থতা প্রমাণিত করিবেন। যাঁহারা তাঁহার প্রেমপ্রচারণ ও দুঃসঙ্গ বর্জ্জন—এই উভয় উপদেশের উপর স্বীয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাঁহারাই অমন্দোদয়দয়া-বিতরণ-কারী শ্রীনদীয়া প্রকাশ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অমায়িক-কৃপায় উদ্ভাসিতজীবন হইবেন, সন্দেহ নাই।

যাহারা নিত্য ভগবৎসেবা-সৌভাগ্য-লাভের অযোগ্যতায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি বিমুখ, তাহারা কখনও শ্রীনদীয়া-প্রকাশের অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবার্ত্তার কোনপ্রকারে শ্রদ্ধাশীল হইতে পারে না। তাহাদের জন্মজন্মান্তরীণ সঞ্চিত দুর্ভাগ্য-পঙ্কসমূহ তাহাদিগকে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রেমপ্লাবন হইতে দূরে রাখিবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় তাহাদের তাদৃশ অযথা বৈমুখ্যপোষণের ব্যর্থ দাম্ভিকতায় তাহারা কেবল বিভ্রান্তই থাকিবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের অকপট সেবকগণের তাহাদের মঙ্গলের জন্য কেবলমাত্র ভগবচ্চরণে প্রার্থনা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য জাগতিক কোন কিছুদ্বারা প্রদান করা সম্ভব নয়। সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে বৈকুণ্ঠবস্তুর কৃপায় অবতীর্ণ অপ্রাকৃতবিষয়ে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের কৃপাসঙ্গলাভের মূল্য। যাহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় উৎসর্গীকৃত করেন—চিরতরে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের হইয়া যান, তাদৃশ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবান্ জনগণই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবাসঙ্গ-সুযোগ সম্পূর্ণরূপে বরণ করিতে পারেন। যাঁহারা এখনও তাদৃশ যোগ্যতায় অলঙ্কৃত হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও সর্ব্বস্ব ক্রমে-ক্রমে অর্পণ করিবেন। কার্পণ্যদুষ্ট আমরা, তাই তাঁহার আমাদের নিকট নগণ্য দোপ্যমুদ্রা মাত্র ভিক্ষা। কিন্তু তাহা প্রদানেও বিমুখতা প্রদর্শন করিলে আমরা তাঁহার সেবাসুযোগ-বরণে নিতান্ত অনিচ্ছুক—ইহাই প্রমাণিত হয়। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সহৃদয় গ্রাহকগণকে আমরা ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন জানাইতেছি তাঁহারাও যেন শ্রীনদীয়া-প্রকাশের তাদৃশ অনুকল্প ভিক্ষাটিও বর্ষারম্ভেই প্রদান করিয়া আমাদিগকে পুনরায় একবৎসরকাল সোৎসাহে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় সুযোগ প্রদান করেন।

সর্ব্বশেষে আমরা, যাঁহাদের অহৈতুকী অমন্দোদয় দয়ায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য হইয়াও তৎসেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, সেই নদীয়া-প্রকাশ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতী-পুরী-গুরুবর্গের ত্রিভুবনবন্দিত শ্রীচরণারবিন্দ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাদের কৃপার জয়গান করিতেছি। ভগবৎ-সেবা-প্রগতির পথে চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গুকে সেবাপ্রগতিতে ভগবৎ-সেবাস্থবিরপর্ব্বত উল্লঙ্ঘনকারক, অধোক্ষজ সেবাবার্ত্তায় বধির গ্রাম্যকথাপ্রমত্ত মূককে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবার্ত্তায় মুখরকারী কৃপার অবতার তাঁহারা, তাঁহাদের তাদৃশ কৃপা-বরণে ধন্য হইবার সুযোগ যাদৃশ নবাধমকেও প্রদান করিয়া তাঁহারা মহাবদান্যতা বিস্তার করিয়াছেন। আজ বর্ষশেষে যাঁহাদেরই কৃপার কাঙ্গাল হইয়া তাঁহাদেরই শ্রীচরণরেণুর ধূলিস্বরূপে সমাপ্ত বর্ষের শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় ব্যক্তিগত অযোগ্যতার ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা অযাচিত কৃপাবিস্তার করিয়া নিত্যকাল শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় অধিকার প্রদান করুন—ইহাই আজ বর্ষশেষে তাঁহাদের শ্রীচরণে বিজ্ঞপ্তি।

কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

নিজ চরণ ভৃত্যদিগের প্রতি এইপ্রকার শিক্ষা-সমূহ দান করত স্বীয় চক্ষু হইতে গলিত অশ্রুধারা-দ্বারা স্নাত হইয়া অতি দীর্ঘ, উজ্জ্বল-শরীর, পরমানন্দাকৃতি, জগতের অতুল বন্ধু যতীশ্বর শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণ-পথে থাকুন ॥ ৮৮ ॥

সর্ব্বাশ্রমাধিকারী গৌড়ীয়-মাত্রের, সরল-হৃদয়, দীনস্বভাব উৎকল-বাসীদিগের এবং দয়ালুচিত্ত উন্নতবুদ্ধিবিশিষ্ট পাশ্চাত্য আর্য্যদিগের একমাত্র গতি সেই শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণ পথে থাকুন ॥ ৮৯ ॥

কাশীমিশ্রের গৃহে কৃষ্ণ-বিরহোৎকণ্ঠ-হৃদয়, সন্ধিসকল শ্লথ হওয়ায় কর-পদের বিশাল দৈর্ঘ্য-সম্পন্ন, ভূমিতে নিপতিত, বিকলমতি, গদ্‌-গদ্‌বাক্যযুক্ত সেই শচীনন্দন আমার স্মরণ-পথে সাক্ষাৎ উদিত হউন ॥ ৯০ ॥

দ্বার-রুদ্ধ প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহমধ্য হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক তিনটি দীর্ঘ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া কালিঙ্গ গরুদিগের প্রকোষ্ঠে হস্ত-পদাদির সঙ্কোচ-বশতঃ কচ্ছপের ন্যায় নিপতিত সেই শচীনন্দন আমার স্মরণ পথে সাক্ষাৎ উদিত হউন ॥ ৯১ ॥

বৃন্দাবন স্মরণ করিয়া বিরহ-বিকলান্তঃকরণে বিলাপ পুরঃসর ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ পূর্ব্বক অধিক রুধিরাক্ত, "বল, বল, বল কোথায় আমার প্রিয় কৃষ্ণ"—এইরূপ প্রলাপ যুক্ত শচীনন্দন আমার স্মরণ-পথে সাক্ষাৎ উদিত হউন ॥ ৯২

সমুদ্র তীরে বালুকাময় পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রমে কৃষ্ণ দেখিবার জন্য অতি হৃষ্টচিত্তে দ্রুত পাতাবশিষ্ট, বৈষ্ণবগণ-পরিবেষ্টিত সেই গমন শীল শচীনন্দন আমার স্মরণ-পথে সাক্ষাৎ উদিত হউন ॥ ৯৩ ॥

যাঁহার জনসুখজনক অনুকম্পা সংসার-কূপ হইতে রঘুনাথদাস গোস্বামীকে উদ্ধার-পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনশিলার সহিত গুঞ্জামালা অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভক্তির সহিত প্রণাম করি ॥ ৯৪ ॥

শুদ্ধভক্তাসদ্ধান্ত-বিরুদ্ধবাদ-সকল, বৈরস্যাদি রসাভাসসকল ও বহির্ম্মুখদিগের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে যিনি শোভা পাইয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি ॥ ৯৫ ॥

যিনি বহিরঙ্গ লোকের নিকট কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া কলিপাবন হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রেমাতুর পুরুষদিগকে ভক্তিরসরূপ সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভক্তি-সহকারে প্রণাম করি ॥ ৯৬ ।

যাঁহারা কেবল কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নামাপরাধরূপ অনর্থ বহু সাধনের দ্বারা নিবৃত্তি না হইলে কৃষ্ণনামে প্রেমোদয় হয় না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-নামাশ্রিত মানবদিগের অপরাধের বিনাশ করিয়া যিনি তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভক্তি-সহকারে প্রণাম করি।

এইপ্রকার পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীশচীনন্দন কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ২৪ বৎসর গৃহস্থ-ধর্ম্মে অবস্থিতি এবং ২৪ বৎসর সন্ন্যাসধর্ম্মে কাল যাপন করিয়াছিলেন, সমস্ত জগতের আশ্রয় গুরু-স্বরূপ সেই গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥ ৯৮ ॥

যে মহাপুরুষ গৃহস্থগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য করুণা দ্বারা দরিদ্রদিগকে ধন ও বস্ত্র, ক্ষুধিত অতিথিদিগকে অন্ন এবং বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা দান করিয়া অতি সুখ লাভ করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গদেব নিত্য আমার স্মরণ-পথে থাকুন ॥ ৯৯ ॥

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যিনি ৬ বৎসর তীর্থ-ভ্রমণচ্ছলে দেশ-বিদেশে ভক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন এবং ১৮ বৎসর কাল শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাপন করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রের যোগমায়াবল সম্পন্ন প্রকট-চরিত আমি বন্দনা করি ॥ ১০০ ॥

সকল জগতের পক্ষে, বিশেষতঃ ভক্তিমান্ পুরুষের মধ্যে এই একটি মহা কষ্টের বিষয় যে, গৌরচন্দ্র সন্ধ্যাকালে সংকীর্ত্তন-সময়ে ভক্তদিগের নেত্র মোহিত করিয়া গোপীনাথের প্রাঙ্গণে অপ্রকট হইয়াছিলেন। সেই গৌরচন্দ্রের নিত্য অপ্রাকৃত অপ্রকট-চরিত্র আমি বন্দনা করি ॥ ১০১ ॥

যে-সকল ভক্ত সকল সময়ে বিগলিত-হৃদয়ে, বিশেষতঃ গৌরতীর্থে আমাদের এই গৌরগাথা উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, দ্বিজকুলমণি জগতের প্রাণবন্ধু কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র রাধাকৃষ্ণ-যুগল-ভজনে তাঁহাদিগকে প্রেমাবেশ প্রদান করেন ॥ ১০২ ॥

প্রভুর লোকপাবনী এই লীলা-কথা ভক্তিবিনোদ শ্রীগোদ্রুমে বসিয়া সংক্ষেপে কার্ত্তিক-মাসে ৪০৬ গৌরাব্দে গান করিয়াছেন ॥ ১০৩ ॥

যাঁহার প্রেম-মাধুর্য্য-বিলাসানুকরণ স্পৃহা করিয়া নন্দনন্দন শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌড়বিহার করিয়াছিলেন, সেই প্রভুর এই বিচিত্র-লীলা সেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীকে সমর্পিত হইল ॥১০৪

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

—:০:(*):০:—

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদে ও গর্ভর্ণিংবডির সেবোৎসাহে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসব শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার অনুসরণে পরিক্রমার প্রথম দিবস ... প্রত্যুষে উষঃকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, ...পরম্পরা ও আর্ত্তিমূলক গীতাবলী কীর্ত্তনান্তে ক্রমান্বয়ে 'শ্রীভক্তি-রত্নাকর'-গ্রন্থ হইতে শ্রীধাম-পরিক্রমার বিবরণ পাঠ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীধামমহিমামূলক প্রবন্ধ ও হরিকথাদি পাঠ হইতে থাকে। সন্ধ্যায় আরতি-কীর্ত্তনান্তে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে' প্রকাশিত শ্রীধাম-পরিক্রমার বিবরণ ও হরিকথা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষ 'গৌড়ীয়' হইতে এতদ্বিষয়ে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা ও শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা পাঠ হয়।

স্থানীয় গণনানুযায়ী গত ১লা মার্চ্চ রবিবার দিবস শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের মঙ্গল-অধিবাস-কীর্ত্তন এবং তৎপ্রসঙ্গে পাঠ ও হরিকথা আলোচনা হয়। তৎপরদিবস গত ২রা মার্চ্চ, সোমবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্মমহামহোৎসব শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে উষঃকালে শ্রীগুরুপরম্পরা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থ হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাবের বিবরণ পাঠ ও গতবর্ষ 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে'র 'শ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা' পাঠ হয়। অতঃপর মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পারায়ণ আরম্ভ হয়। দিবসব্যাপী পারায়ণের পর সন্ধ্যারাত্রিকের সময় বহু সজ্জন ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলার সমাগম হয়। এইসময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অভিষেক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। অতঃপর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ সত্যমাধব দাসাধিকারী প্রভু 'গৌড়ীয়' ১৯বর্ষের 'শ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা' হইতে 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্'-নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 'হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ'-গীতিটি কীর্ত্তনান্তে পাঠ সমাপ্ত হয়।

তৎপরদিবস অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়; তাহাতে শতাধিক লোকের সমাগম এবং ইহাতে রাত্রি ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত হিন্দি ও বঙ্গভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও দান-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হয়। তৎপর সমবেত শ্রদ্ধালু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইল—মিঃ প্যারীলাল, এ্যাড্‌ভোকেট, মিঃ লীলাধর, যোশী, সুপারিন্‌টেনডেণ্ট, সেক্রেটারিয়েট অফিস; মিঃ আই, এস্‌, কাউল, শ্রীযুত তুলসী চন্দ্র খান, পোষ্ট-মাষ্টার, সুন্দরবাগ; প্রফেসার কামাক্ষ্যা-চরণ ব্যানার্জ্জি, ডাঃ ডি, সান্যাল, এম্‌, বি, এস্; মিঃ গঙ্গাচরণ বাজপাই, এ্যাড্‌ভোকেট, জমিদার; শ্রীযুত এস্‌, কে, মিত্র, বি, এ, এল, এল, বি, তালুকদার, ডালমৌ; মিঃ জে, এম্‌, গাঙ্গুলী, জি, পি, ও; শ্রীযুত দুর্গাদাস প্রামাণিক, ই, আই, আর; ডাঃ শচীনন্দন দাসাধিকারী ভেটেরিনারী সার্জ্জন, ডালমৌ ইত্যাদি

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

স্থানীয় গণনানুযায়ী গত ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ, সোমবার মহাবদান্যাবতারী শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত, শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থল বারাণসীস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রী আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব মহামহোৎসব যথারিতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ২রা মার্চ্চ সোমবার প্রত্যুষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগৌরবিহিত মহাজন পদাবলী সংকীর্ত্তন হয়। তৎপরে 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' পরায়ণ আরম্ভ হয়। এই দিবস মঠবাসিগণ নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া অহোরাত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত পরায়ণ শ্রীমঠে উপস্থিত শুশ্রূষু সজ্জনগণের শ্রীচৈতন্য বাণী কীর্ত্তনমুখে উপবাসের প্রকৃত তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস মঙ্গল প্রাত্যহিত মঙ্গলারাত্রিক, পাঠ, কীর্ত্তন উপস্থিত সজ্জনগণের নিকট হরিকথা আলোচনার পর বেলা ১২টার সময় উপস্থিত প্রায় দুইশত সজ্জন ও শ্রদ্ধালু ভদ্রলোক মহিলাগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিবস বেলা ২॥টা হইতে ৫টা ও সন্ধ্যা ৬॥টা হইতে ৯॥ পর্য্যন্ত পাঠ কীর্ত্তনে যেসব সজ্জন এবং শ্রদ্ধালু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকেও এই তিথি-মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের অনুষ্ঠিত এই মহোৎসবের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীভাগবত জনানন্দমঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা চিরুলিয়া-শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব গত ১৯ ফাল্গুন ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গভর্ণিংবডির সেবোদ্যোগে পাঠ-সংকীর্ত্তন-সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলারাত্রিকান্তে সেবকগণ যথাক্রমে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দন শ্রীমদর্জ্জুন ব্রহ্মচারীর মৃদঙ্গবাদকত্বে পদ ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎ শ্রীপাদ কৃষ্ণসুন্দর প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের ও তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস দুইটা হইতে পুনরায় 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' আলোচনা সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও হয়, তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে ঘণ্টায় সন্ধ্যা সভা ভঙ্গ হয়

পরদিবস প্রায় দুইশত ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদ্‌গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।